সূচিপত্র— ৬-৫, ৮-২৪, ২৮-৩১, ৩৩-৩৬
৩৮-৪১, ৪৩-৫০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমার্থ এবং ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাদি অপরাবিদ্যার সমালোচক

পরমাহিত্যপরিষদের সাপ্তাহিক পত্র

দশম বর্ষ—উত্তরার্দ্ধ

(১৩৩৮ মাঘ হইতে ১৩৩৯ শ্রাবণ)

——::•::——

সম্পাদক

শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

সহকারী-সম্পাদক

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

——::•::——

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ যন্ত্রে
শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি, এ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

———

শ্রীগৌরাব্দ ৪৩৯

P29496

গৌড়ীয়ের প্রবন্ধ-সূচী

দশম বর্ষ—উত্তরার্দ্ধ

১৩৩৭—৫০শতম সংখ্যা

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পত্রাঙ্ক
শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক	২৯।৩২৪, ২৭।৪১১, ২৮।৪২৭
সজ্জনের শিক্ষিত পথ	২৬।৪০১
শ্রীমদ্গৌড়ীয়-মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও ভাবী মন্দির-ভিত্তি-সংস্থাপন-মহোৎসব	২৬।৪০৩
স্বাগত বচন	২৬।৪০১, ২৮।৪৫০, ৩১।৪৭১, ৩৭।৪৮৫
প্রবন্ধ (বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম)	২৭।৪১৭
প্রশ্নোত্তর (ভক্তিহীন ব্যক্তি শ্রীভগবান্‌কে কোন বস্তু নিবেদন করিলে ভগবান্ যখন তাহা গ্রহণ করেন না, এমতাবস্থায় (ভক্ত না চিনিলে) কোন ব্যক্তির নিবেদিত বস্তু মহাপ্রসাদ হইল কি না, কি প্রকারে বুঝিব ? স্ত্রীলোকে দেবমন্দিরে সেবা-পূজা করিতে পারেন কি না ?)	২৭।৪১৮
প্রাপ্ত-পত্র (ইলোরের "শ্রীজনার্দ্দন-প্রার্থনা-সমাজে"র সভাপতি মহোদয় কর্ত্তৃক শ্রীল প্রভুপাদের ইলোরা-শুভবিজয়-বার্ত্তা-শ্রবণের প্রেরিত পত্র)	২৭।৪১৯
চয়ন (মাদ্রাজের 'জষ্টিস' ও 'হিন্দু' পত্রিকা-দ্বয়ে মহামান্য গভর্ণর কর্ত্তৃক 'শ্রীরঙ্গ-হলে'র ভিত্তিস্থাপন, গভর্ণরমাহাত্ম্যের বক্তৃতা, শ্রীল প্রভুপাদকে মাদ্রাজ-সহরের কর্পোরেশন কর্ত্তৃক অভিনন্দন ও শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যাভিভাষণ-সম্বন্ধে প্রকাশিত বিবরণ)	২৭।৪২০
প্রচার-বার্ত্তা	২৭।৪২৪, ৪৬।৭০২
রচনা-প্রতিযোগিতা (বিজ্ঞাপন)	২৭।৪২৬
মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয় মঠের নাট্য-মন্দিরের ভিত্তি-ফলক-সংস্থাপন	২৮।৪৩৩
রামচন্দ্রপুরী	২৮।৪৩৬, ৩২।৫০৪, ৩৪।৫৪৫
শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জন্মোৎসব	২৮।৪৩৭
স্বরূপ ও বিকার	২৯।৪৪৩
প্রশ্নোত্তর-তত্ত্ব (বহিরঙ্গা মায়াশক্তির প্রধান ও প্রকৃতি বৃত্তি-দ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য কি ভেদ ? মহাবিষ্ণু যে জগৎ-সৃষ্টির উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, অজমায়া যে উহাদের কারণ নহে, ইহার প্রমাণ কি ? প্রণবের অর্থ কি ? ব্রহ্ম-গায়ত্রী এবং কামবীজ ও কামগায়ত্রীর মধ্যে কি পার্থক্য ? শ্রীগুরুগায়ত্রী ও শ্রীগৌর-গায়ত্রীর বিভিন্ন অবস্থানের বৈশিষ্ট্য কি ? শ্রীব্রহ্মগায়ত্রী ও শ্রীকামগায়ত্রীর সঙ্গেই বা উহাদের কি ভেদ ? পৃথক্ পৃথক্ গায়ত্রী জপ করিবার আবশ্যকতা কি ? মহামন্ত্র ও গায়ত্রীর মধ্যে কি পার্থক্য ? ইহাদের যে-কোন একটি গ্রহণ করিলে প্রয়োজন-লাভ হয় না কি ? হরিনামে যদি সর্ব্বসিদ্ধি হয়, তবে মন্ত্র-দীক্ষার আবশ্যক কি ? স্বগত, স্বজাতীয়, বিজাতীয় ভেদের অর্থ কি ?)	২৯।৪৪৪
মহদ্দেশের ইলোর-নগর হইতে শ্রীল প্রভুপাদকে প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্র ও শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যাভিভাষণ	২৯।৪৫০
শ্রীগৌড়ীয় মঠে গৃহীত 'ভক্তিশাস্ত্রী' প্রবেশিকা-পরীক্ষার ফল (১৩৩৭ সালের ২০শে আশ্বিন তারিখের)	২৯।৪৫৫
শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহামহোৎসব	২৯।৪৫৬
প্রেসিডেন্সী বিভাগের সেকেণ্ড ইন্‌স্পেক্টর মহোদয়ের ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউট-পরিদর্শনে মন্তব্য	২৯।৪৫৮
আচার্য্যের অপ্রকাশশতবার্ষিক্য-তিথিতে শ্রীব্যাসপূজা	৩০।৪৫৯

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পত্রাঙ্ক
শ্রীশ্রীব্যাসপূজার অর্ঘ্য (মাদ্রাজে প্রেরিত হরিসেবার বঙ্গানুবাদ)	১০।৪৬০
শ্রীল প্রভুপাদের অষ্টপঞ্চাশত্তম প্রকটোৎসব-উপলক্ষে আবাহন-গীতি-কুসুমাঞ্জলি (পদ্য)	০০।৪৬১
শ্রীল প্রভুপাদের অষ্টপঞ্চাশত্তমাবির্ভাব-বাসরে ভক্তিবিবেক-কুসুমাঞ্জলি (পদ্য)	৩০।৪৬২
শ্রীব্যাসপূজা-উপলক্ষে শ্রীশ্রীআচার্য্য-আরতি	৩০।৪৬৪
শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে ভক্তার্ঘ্য	৩০।৪৬৪
শ্রীব্যাসপূজা-উপলক্ষে প্রণামাঞ্জলি	৩০।৪৬৭
শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটোৎসব-উপলক্ষে ভক্তিগীতি-কুসুমাঞ্জলি	৩০।৪৬৮
শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-বাসরে ভক্তিকুসুমাঞ্জলি	৩০।৪৬৯
ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি (আগামী সংখ্যায়)	৩০।৪৭০
শ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের প্রণিপাত-পুষ্পাঞ্জলি	৩০।৪৭০, ৩১।৪৭৫
শ্রীল প্রভুপাদের অষ্টপঞ্চাশত্তম আবির্ভাব-বর্ষের বার্ষিক অভিভাষণ (মাদ্রাজ হইতে প্রেরিত)	৩১।৪৮৩
অষ্টপঞ্চাশৎ প্রকট-বাসরে দীনের অর্ঘ্য	৩১।৪৯২
শ্রীগৌরাবির্ভাব, প্রকট-পূর্ণিমা ও নব বর্ষ	৩২।৪৯৩
শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব	৩২।৪৯৮
সাময়িক প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদের দাক্ষিণাত্য হইতে কলিকাতা হইয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে গমন ও হরিকথা-কীর্ত্তন, শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ ও শ্রীপাদ বন মহারাজের প্রচার-বৃত্তান্ত, শ্রীগৌড়ীয়-মঠে অনুষ্ঠিত শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-মহোৎসব-বিবরণ)	৩২।৫০২
শ্রীধাম-মায়াপুর-পরিক্রমাপীঠে গৃহীত 'ভক্তিপাত্রী' প্রবেশিকা-পরীক্ষার ফল (১৩০৭ সালের ২১শে ফাল্গুন তারিখের)	৩২।৫০৮
সাময়িকী (শ্রীধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব, শ্রীবাসে চন্দ্রগ্রহণ ও শ্রীগৌরজনের হরি-কীর্ত্তন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবনের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-সংস্থাপন, শ্রীধামের ভবনে প্রভূত পদার্পণ, "শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড" ও "শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৪র্থ খণ্ডে"র বিবরণ, 'ভক্তিপাত্রী' ও 'সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য'-পরীক্ষা, শ্রীনবদ্বীপ-পত্রিকা, বঙ্গের বাহিরে শ্রীগৌরজন্মোৎসব, ব্যক্তিপাত্রীর তিরুপতি হইতে প্রকাশিত 'যজ্ঞবুনিবাস' নামক সংবাদপত্রে প্রকাশিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীর বিবরণ)	৩৩।৫০৯
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়	৩৩।৫১৩
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয়-মঠের নাট্যমন্দির-নির্ম্মাতা	৩৩।৫১৫
'ভক্তিপাত্রী' প্রবেশিকা-পরীক্ষার প্রশ্নপত্র	৩৩।৫১৬
সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য-পরীক্ষার প্রশ্নপত্র	৩৩।৫১৭
শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভার অষ্টত্রিংশৎ বার্ষিক অধিবেশন-বিবরণী (গৌরাব্দ ৪৩৬)	৩৩।৫১৮, ৩৪।৫৩১
বালক-ভাব	৩৩।৫২৫
ধনহুঁচোর বিচার	৩৪।৫২৯
শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	৩৪।৫৩৯
বিদেহ-মাস-পক্ষী ৩৪।৫৬০, ৩৭।৫৬৮, ৪০।৬০৩, ৪৩।৬৬৪	
মুদ্রাঙ্কন-প্রমাদ ৩২।৫০৪, ৩৪।৫৩০	
শ্রীধামপ্রচারিণীসভার অষ্টত্রিংশৎ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ	৩৫।৫৪১
শ্রীধামপ্রচারিণীসভার শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রাবলী	৩৫।৫৪৮
সাময়িক প্রসঙ্গ (শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-কীর্ত্তন, নিউদিল্লী-গৌড়ীয়-মঠে গৌর-জন্মোৎসব, শ্রীপাদ গিরিমহারাজ, শ্রীপাদ ভারতীমহারাজ, শ্রীপাদ সাগরমহারাজ ও শ্রীসিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারীপ্রভুর প্রচার-বৃত্তান্ত)	৩৫।৫৫৩
সাময়িক সন্দেশ (শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ, শ্রীপাদ বন মহারাজ ও শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজের ইলোর নগরের প্রচার-বিবরণ, আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠের বার্ষিক উৎসব-বৃত্তান্ত, শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের প্রচার-সংবাদ, শ্রীমায়াপুর-বেহেরগাছা-রোড, শ্রীমায়াপুর-হুলোরঘাট-রোড)	৩৬।৫৫৭

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পত্রাঙ্ক
আফ্রিকাবাসীর পক্ষ হইতে শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি অভিনন্দন	৩৯।৫৩০
শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যুত্তিভাষণ (ভাগবত-প্রার্থনা-সমাজের প্রেসিডেন্ট এবং মেম্বরগণের প্রদত্ত অভিনন্দনপত্রের প্রত্যুত্তরে)	৩৯।৫৩২
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইন্‌স্টিটিউটে পারিতোষিক-বিতরণী সভা	৫৬।৫৬৯
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এবং অমায়েবল রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার	৩৭।৫৭৩, ৩৮।৫৮৯
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ (বৈষ্ণব-দর্শনে জীবকে তটস্থাশক্তি বলিয়া জীবের স্বতন্ত্রতা স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু গীতার "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং" শ্লোকে ঈশ্বরের প্রেরণায় জীব যন্ত্রারূঢ় বস্তুর ন্যায় প্রচালিত হয়, জীবের কোন স্বতন্ত্রতা নাই বলা হইয়াছে; এই উভয় সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য কি?)	৩৭।৫৭৯
রামচন্দ্র খান	৩৭।৫৮২
শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	৩৭।৫৮৪
পরলোকে মিঃ কে, ভি, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার	৩৭।৫৮৫
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ	৩৮।৫৯৫, ৪১।৬১০
ধর্মজীবনে বিঘ্ন [ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ-লিখিত]	৩৮।৫৯৯
সাময়িক প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদের সুপরিচালনে একাদশ মঠের বার্ষিক মহোৎসব-সম্পাদন, শ্রীল প্রভুপাদের গৌড়ীয়মঠে আগমন ও হরিকথা-কীর্তন, শ্রীপাদ সাগর মহারাজ ও শ্রীপাদ মোধায়ন মহারাজের প্রচার-প্রসঙ্গ)	৩৮।৬০১
নিমন্ত্রণ-পত্র (শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সেবক-সম্মিলনীর অধিবেশন)	৩৮।৬০৪
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও মঃ মঃ পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৩৯।৬০৫, ৪০।৬২১, ৪১।৬৩৭
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ (অধ্যবসায়ী কোন গোঁসাই তাঁহার অবৈধাদৃষ্ট উচ্ছিষ্ট তদীয় নিরামিষ-ভোজী বিধবা শিষ্যাদিগকে খাইতে দেওয়ায় তাহারা উহা ভোজন করিয়াছে, এখন তাহারা এই অন্যায় কার্য হইতে কিরূপে বিনিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে? ঐরূপ যোগাইয়া একাদশীতে অমেধ্যযুক্ত অন্ন গ্রহণ করিয়া শিষ্যদিগকে নিজ-উচ্ছিষ্ট প্রদান করিলে তাহারা যদি উহা গ্রহণ না করে, তবে গুরুবাক্য-লঙ্ঘন-হেতু অপরাধ হইবে কি? স্লিট্, স্লিট্-সংশ্লিষ্ট গ্লাস এবং কেরোসিনের ষ্টোভে বৈষ্ণবেরা মহাপ্রসাদাদি রন্ধন করিয়া (শ্রীভগবান্‌কে নিবেদন) ভোজন করিতে পারেন কি না? মুণ্ডক বা চর্মযুক্ত 'খোল', খঞ্জনী ও খঞ্জরী ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র শ্রীবিগ্রহ-মন্দিরে রাখা যায় কি না?)	৩৯।৬০৯
সদালাপ [পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ-লিখিত]	৩৯।৬১২
সম্প্রদায়বৈষ্ণব-পরীক্ষার ফল (২০শে ফাল্গুন (১৩০৭) তারিখে শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্য-মঠে গৃহীত)	৩৯।৬১৪
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের পারিতোষিক-বিতরণী-সভায় শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক	৩৯।৬১৫
পাদপীঠ-প্রতিষ্ঠায় প্রভুপাদ	৩৯।৬১৯, ৪০।৬৩৯, ৪১।৬৪১, ৪৪।৭১৩
শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	৪০।৬২৬
সাময়িক প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমায়াপুরে গমন-বৃত্তান্ত, শ্রীধাম মায়াপুরে তার দেবপ্রসাদ, বালিগাটী শ্রীযদুবাই-গৌরাঙ্গ মঠের বার্ষিক মহোৎসব শ্রীপাদ নেমি মহারাজ ও শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের প্রচার-বৃত্তান্ত, শ্রীমায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-কীর্তন)	৪০।৬৩৪
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ ("শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ"—এই স্থলে 'শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ' পদে কোন্ সমাস হইল? কোন ব্যক্তি কোন পক্ষীকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া তাহার মুখে হরিনাম উচ্চারণ করাইলে মৃত্যুর পর ঐ পক্ষীটির বৈকুণ্ঠগতি হইবে কি না?)	৪১।৬৪৬-৬৪৮
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ	৪১।৬৪৮

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পত্রাঙ্ক
নিমন্ত্রণ-পত্র (পুরুষোত্তম-মঠের বার্ষিক মহোৎসব)	৪১।৬৫২
পারমার্থিক প্রসঙ্গ ('পরমার্থী' নামক উৎকল ভাষার প্রকাশিত পারমার্থিক পত্রের বিবরণ, শ্রীল গৌরকিশোর-সমাধিক্ষেত্রে শ্রীল প্রভুপাদ, মন্ত্রদেশে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, ইংরাজীতে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য," ইংরাজীতে "ব্রহ্মসংহিতা," "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-গান," "ভক্তিসন্দর্ভ," "শ্রীচৈতন্য ভাগবত", "পরবিদ্যাপীঠ-পত্রী", ভক্তিদূতবার্ত্তা)	৪২।৬৭৩
পারমার্থিক আলোচন-সম্মিলনীর চতুর্থ দিবসের অধিবেশনে শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ	৪২।৬৫৭, ৪৩।৬৮০
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও অধ্যাপক কে, পকেপাগলস্	৪২।৬৬১, ৪৪।৬৯৪, ৪৬।৭২৪
প্রচার-প্রসঙ্গ	৪২।৬৬৮, ৪৩।৬৮৩, ৪৪।৭০০
শ্রীধাম-মায়াপুর-পরবিদ্যাপীঠের ছাত্রগণের কৃতিত্ব	৪২।৬৬৮
উৎকলখণ্ড-শৈলে শ্রীল প্রভুপাদ	৪৩।৬৬৯
সাধু-দর্শন [পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ-লিখিত]	৪৩।৬৭৬
সাময়িক প্রসঙ্গ (মন্ত্রদেশে শ্রীল প্রভুপাদ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের হরিকথা-প্রচার-প্রসঙ্গ, গোদাবরী স্নান ও গোপাল তীর্থের বিবরণ; মাধ্ব-ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত নরসিংহ রাও এবং আন্ধ্র ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত আয়াকুর নারায়ণ রাও মহাশয়-দ্বয়ের নিকট শ্রীল প্রভুপাদের হরি-কথা-কীর্ত্তন)	৪৩।৬৮৫
বিরহোৎসব (ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ)	৪৪।৬৯১
পত্র-প্রেরকগণের প্রতি	৪৪।৬৯৪
অর্জ্জন	৪৫।৭০১
শ্রীচৈতন্যচরিত্র	৪৫।৭০৬
সময়ের মূল্য [পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ-লিখিত]	৪৫।৭১০
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইন্‌স্টিটিউট্-পরিদর্শনে ভক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয়ের মন্তব্য	৪৫।৭১৪
ভক্তিদূতবার্ত্তা (মহীশূরাধিপতির শ্রীল প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ, মহীশূর, উটকামণ্ড প্রভৃতি স্থানের প্রচার-বৃত্তান্ত)	৪৫।৭১৫
অন্তর্যামী	৪৬।৭১৭
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ (তুলসী ভক্ষণ করিলে অপরাধ হইবে কি না? সকল তিথিতে, রবিবারে, অমাবস্যায়, পূর্ণিমায় তুলসী চয়ন নিষিদ্ধ কি? সর্দ্দিজ্বর বা ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য তুলসীর রস সেবন বা তুলসী বৃক্ষ রোপণ করিলে কোন অপরাধ হয় কি না? তুলসীকে বিদ্ধ করিয়া ভগবানের জন্য মালা-গাথা বা তুলসীকাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া অন্ন পাক করা যায় কি? শ্বেতবর্ণ তুলসী কৃষ্ণ-সেবায় প্রযুক্ত হইতে পারে কি না? রোগারোগ্য, শত্রু-বিনাশ প্রভৃতি সঙ্কল্প করিয়া নারায়ণে তুলসী প্রদান কি অপরাধজনক? পর্য্যুষিত তুলসী বিষ্ণু-পূজায় ব্যবহৃত হইতে পারে কি? তুলসী কি শাপগ্রস্তা হইয়া বৃক্ষযোনি-লাভ ও কুক্কুরাদির অবজ্ঞার পাত্রী হইয়াছেন? তুলসীর দ্বারা গুরুপূজা, শিবপূজা প্রভৃতি হয় কি? শঙ্খচূড় ও শ্রীমতী রাধারাণীর চরণে তুলসী প্রদান করা যায় কি না?)	৪৬।৭২২
প্রশস্তি (পদ্য)	৪৬।৭২৯
কাশীতে শ্রৌত-প্রসঙ্গ	৪৬।৭৩০
মহীশূরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ	৪৭।৭৩১
ঠকিয়াছি, কি শিখিয়াছি?	৪৭।৭৩৯
নব প্রকাশিত গ্রন্থ ("গ্রন্থ রামায়ণ")	৪৭।৭৪৯
অন্ধ্রপ্রদেশে শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-প্রতিষ্ঠা (ভক্তিদূতবার্ত্তা)	৪৭।৭৪৮
মহাভাগবত মুনিবাহন	৪৮।৭৫৯
শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব	৪৮।৭৫৩
শক্তিতত্ত্ব	৪৮।৭৫৭
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ (বৃত্তি লইয়া দেবপূজা, দীক্ষা, নৈবেদ্যভোজন, দেব-সেবায় প্রদত্ত সম্পত্তি-দ্বারা নিজ-জীবিকানির্ব্বাহ, বৃত্তি লইয়া বংশানুক্রমে দেবপূজা, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ ও যাজন প্রভৃতি কার্য্য বর্ত্তমানকালে কাব্য-	

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পত্রাঙ্ক
তীর্থ, ঋত্বিগাদি প্রভৃতি ব্রাহ্মণ অধ্যাপক-মণ্ডলী সকলেই করিয়া থাকেন ; তাহা হইলে কি ইহারা সকলেই শাস্ত্রানুসারে দেবল বা অব্রাহ্মণ ? চিরকাল-প্রচলিত কুলপুরোহিত-গণ কি অব্রাহ্মণ ?)	৪৮.১৭৯
নিমন্ত্রণ-পত্র (গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসব)	৪৮।১৮৩
বিষ্ণুবংশ ও প্রভুবংশ	৪৯।১৬৫
শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয় মঠ	৪৯।১৭২
সাময়িক প্রসঙ্গ (ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ গিরি মহারাজ, শ্রীপাদ ভোতী মহারাজ ও শ্রীপাদ পর্বতমৈনি মহারাজের প্রচার-বৃত্তান্ত, কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক মহোৎসব-বিবরণ ; কুরুক্ষেত্র শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, মিউনিখ গৌড়ীয় মঠ, ডুবুরডোবা শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ এবং চিকলিয়া ভাগবতভবনানন্দ-মঠে ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের তিরোভাবোৎসব)	৪৯।১৭৪
সুবেশ ভিখিরে শ্রীল প্রভুপাদের বাণীর পুনরাবৃত্তি (পদ্য)	৪৯।১৭৮
প্রাণপ্রতিষ্ঠা-তত্ত্ব ("কৃতে হরিনামৈব" প্রভৃতি শাস্ত্র-বাক্যে দেখা যায়, কলিযুগে তন্ত্রোক্ত সাধনা ভিন্ন সিদ্ধি হইবে না, ইহার সমাধান কি ?)	৪৯।১৭৯
পূর্ণ-দর্শন	৫০।১৮১
অর্চন-প্রসঙ্গ	৫০।১৮৩
পত্রোত্তর	৫০।১৮৯

১০ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৫ই ভাদ্র, নিবার, ১৩৩৮; ২২শে আগষ্ট, ১৯৩১ | ৩য় সংখ্যা

সাময়িকী

এ বৎসর শ্রীশয়ন একাদশীর উপবাস-দিবস শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা অর্থাৎ সুন্দরাচল-গুণ্ডিচা হইতে পুনরায় নীলাচল-শ্রীমন্দিরে বিজয়-উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ণবঙ্গের ঢাকা প্রভৃতি স্থানের কোন কোন পল্লীতে উক্ত শয়ন-একাদশী দিবস, কোথাও বা গোস্বামি-মত-বিরোধি-স্মার্ত মতানুকরণে একাদশীর উপবাসের পূর্ব্ব দিবস রথযাত্রার ব্যবস্থা দৃষ্ট হইয়াছে।

যাঁহারা শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল পণ্ডিত জগদানন্দ গোস্বামী প্রভুর "প্রেমবিবর্ত্ত" গ্রন্থে শ্রীগৌরসুন্দরের একাদশী দিবস গুণ্ডিচা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক "জগন্নাথবল্লভে" ভক্তগণের সহিত কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন এবং গোপীনাথ-সার্ব্বভৌমাদির আনীত গুণ্ডিচা-মহাপ্রসাদ দণ্ডবৎ দ্বারা বন্দনা-মাত্র করিয়া অনাহারে রজনী যাপন অসম্ভবোক্তিরূপে প্রমাণিত করিতে চাহেন এবং সেই উপলক্ষে শ্রীক্ষেত্রে একাদশীতে উপবাস নিষিদ্ধ—রূপ শাস্ত্রবিগর্হিত মতবাদ প্রচার করিতে প্রয়াসী হন, তাঁহারা নিশ্চয়ই কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-মতাবলম্বী। এই সকল ব্যক্তির যুক্তি এই যে, পুনর্যাত্রা-দিবস কিছুতেই একাদশী তিথি পড়িতে পারে না; সুতরাং "প্রেমবিবর্ত্তের" ঐরূপ উক্তি অসঙ্গত বলিয়া কল্পিত। কিন্তু এবার পুনর্যাত্রার দিন শ্রীএকাদশী সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং একাদশী তিথিতে গুণ্ডিচা হইতে ভগবান্ শ্রীরথে বিজয় করিয়াছেন। স্মার্ত্তদর্শী বৈষ্ণবগণ কেহই সেই দিবস গুণ্ডিচা-প্রসাদ গ্রহণ করেন নাই; শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদর্শে সেই দিবসের মহাপ্রসাদ বন্দনা করিয়া পরদিবস প্রাতঃকালে সেই মহাপ্রসাদের দ্বারা পারণ করিয়াছেন।

অনেকে ভোগলুব্ধ হইয়া একাদশীতে অন্ন গ্রহণ করেন, কেহ কেহ শ্রীক্ষেত্রে অন্যেষ্য ভক্তগণও হবিষ্যান্নের ফল

লাভ হয়—এই শাস্ত্রোক্তির ছলে একাদশীতে বিধবাগণের হোটেলে অমেধ্যাদিও গ্রহণ করেন, কেহ কেহ প্রতি একাদশীতে শ্রীজগন্নাথ-দর্শনের ছল করিয়া উপবাস-ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য একাদশীতে শ্রীক্ষেত্রে আগমন করেন ও ভগবদ্দর্শন-পিপাসু-বৈষ্ণব নামে খ্যাত হন, কোন কোন বিধবা শ্রীএকাদশী দিবস শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া বাস করেন বা নিত্যকাল উপবাস-ক্লেশ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য চিরতরে শ্রীক্ষেত্রবাসই অন্যান্য তীর্থবাস হইতে অধিকতর শ্রেয়স্কর বিচার করেন। কিন্তু একান্ত পরমার্থ-পিপাসু অদ্বৈতের ভক্তিবাতুলগণ ঐ সকল কপটতা ধরিয়া ফেলেন। কর্ম্মজড়গণ ঐরূপ কপটতা সংরক্ষণ-পূর্ব্বক বাহ্যে 'ধার্ম্মিক' নামে প্রচারিত বা লোক-প্রতারণা-কার্য্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন; কিন্তু শ্রেয়ঃকামী নিষ্কপট ভগবৎসেবানুসন্ধিৎসুগণ কখনই শ্রীএকাদশীতে ভগবৎপ্রসাদের ছলেও আহারাদি তে প্রবৃত্ত হন না।

জনৈক সাহিত্যিক কোন একটী মাসিক পত্রিকায় "শ্রীচরিতামৃতের রাস" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে অনেকগুলি বিকৃত মতবাদ ও মনোধর্ম্মের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শুনা যায়, এই সাহিত্যিক কিছুকাল পূর্ব্বে কোন আধুনিক মায়াবাদীয় প্রতিষ্ঠানের বক্তৃরূপে কলিকাতায় কোন পল্লীতে কয়েকটি ক্রমিক প্রবন্ধ পাঠের অভিনয় করিয়াছিলেন। ঐরূপ প্রবন্ধ-লেখক বা সাহিত্যিকগণ বৈষ্ণবসদ্গুরুর পদাশ্রিত না হওয়ায়, তাঁহাদের দ্বারা তত্ত্ববিরোধ ও রসাভাসদোষ-উদ্গীরণ কিছু অস্বাভাবিক নহে; ইহা আমরা ভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্রাট্ শ্রীল স্বরূপ-গোস্বামি-চরণের প্রদত্ত শিক্ষা হইতে বঙ্গদেশীয় বিপ্রকবির উদাহরণ-মধ্যেই দেখিতে পাইয়াছি। "চরিতামৃতের রাস" লিখিবার পূর্ব্বে সাহিত্যিক উক্ত প্রসঙ্গটি কৃপা-পূর্ব্বক দর্শন করিলে মনে হয় এরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইতেন না। অথবা—। অপিচ সাহিত্যিক শ্রীনরহরিপ্রভুর সম্বন্ধে স্থানে স্থানে এমন দুই একটি তত্ত্ববিরোধক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যাহা সুধীসমাজের নিকট অসহনীয়। এজন্য আমরা এই পর্য্যন্তই নিরস্ত হইলাম।

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব বিশেষ সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিপাদ-গণের দ্বারা দ্বারে দ্বারে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন, গৌড়ীয়-সম্পাদক-সঙ্ঘপতি শ্রীমদ্ গোস্বামী ভক্তিপ্রসাদ প্রভু কর্ত্তৃক ছায়াচিত্রে বক্তৃতা, অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর প্রভু তথা স্থানীয় মঠপ্রাণ ও মঠস্থিত গৃহস্থ ভক্তমহোদয়গণের অনুপমনীয় সেবা-চেষ্টা-সমূহ, সর্ব্বোপরি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পদার্পণ-প্রেরণা মহোৎসবকে সর্ব্বতোভাবে সাফল্য-মণ্ডিত করিয়াছে। সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদের মনোহভীষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তি-প্রচারের পুনঃ প্রবর্ত্তন উৎকলে পুনরায় প্রকাশিত হইতেছে দেখিয়া ভক্তিবিনোদানুগগণের হৃদয়ে আনন্দের অবধি নাই।

গত ১৩ই শ্রাবণ চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতারম্ভ এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর বিরহতিথি-উপলক্ষে বারাণসী "শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠে" নামসংকীর্ত্তন, শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং মহাপ্রসাদাদি বিতরণ-দ্বারা মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রীজী প্রত্যহ অপরাহ্ণে শ্রীচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। বহু সম্ভ্রান্ত লোক ও মহিলা প্রত্যহই পাঠ-শ্রবণার্থ আগমন করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় কাশীধামে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সুদার্শনিক সিদ্ধান্ত সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের হৃদয়ে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

বিগত ২০শে শ্রাবণ (১৩৩৮)-বুধবার দিবস মহমনসিংহে শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা-পাত্র শ্রীযুক্ত গোবিন্দদাস অধিকারী মহাশয় তাঁহার পরলোকগতা পত্নীর শ্রাদ্ধাদি কার্য্য বৈষ্ণবস্মৃতিবিধানানুসারে একাদশাহে শ্রীপাদ উরুক্রম ব্রহ্মচারী মহাশয়ের পৌরোহিত্যে সম্পাদন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে শ্রীপাদ মহেশ্বরদাস অধিকারী এম, এ, বি, এল, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে ঠাকুর হরিদাসের প্রয়াণ-লীলা পাঠ করেন। পাঠান্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইলে বৈষ্ণবব্রাহ্মণ-ভোজন ও সমাগত বহু শিক্ষিত ভদ্রলোককে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

বিগত ২২শে শ্রাবণ (১৩৩৮) শুক্রবার দিবস পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কয়েকজন ব্রহ্মচারীসহ চাকদহ, কাঁঠালপুলিগ্রামে গমন করিয়া শ্রীযুক্ত আশুতোষ দে কর্ম্মকার মহাশয়ের গৃহে শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারাপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রাইচরণ ভট্টাচার্য্য, স্থানীয় রামলাল একাডেমির প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বটুকলাল মুখোপাধ্যায় এম, এ, সহকারী শিক্ষক শ্রীযুক্ত নিবারণ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত বি, এ, বেদান্তপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালিকাপ্রসাদ কাব্যতীর্থ প্রমুখ বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর সভায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে মানবজন্মের দুর্ল্লভত্ব, ক্ষণভঙ্গুরত্ব এবং অর্থপ্রদত্বের কথা এমন সহজ ও হৃদয়স্পর্শীভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী স্বামিজী মহারাজের পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া ইতঃপূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্বলিত এবম্বিধ ব্যাখ্যা তাঁহারা আর কখনও শ্রবণ করেন নাই—একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

বিগত ২৮শে শ্রাবণ (১৩৩৮) তারিখে কাশীপ্রবাসী শ্রীযুক্ত গোপীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট উপস্থিত হইয়া হরিকথা শ্রবণেচ্ছায় "ভগবানকে লীলাময় ভাবিলে কোন অসুবিধা হয় কি না?"—এই প্রশ্ন করিলে প্রভুপাদ তদুত্তর-প্রদানমুখে অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকা হইতে প্রায় ৬টা পর্য্যন্ত দুই ঘণ্টাকাল ভাগবতের "অহমেবাসমেবাগ্রে", "ঋতেঽর্থং যৎ" প্রভৃতি শ্লোকের আলোচনা-প্রসঙ্গে লীলা ও ক্রিয়ার পার্থক্য, লীলার নিত্যত্ব, কালের অখণ্ডত্ব, সৎ ও অসৎ, কৈবল্য অর্থাৎ কেবলা-ভক্তির প্রয়োজনীয়ত্ব, বিশুদ্ধ সত্ত্ব-প্রাকট্য বাসুদেবত্ব, রসের আস্বাদ্য, আস্বাদক ও আস্বাদনত্ব প্রভৃতি অনেক তথ্য কীর্ত্তন করেন। কলিকাতার বহু সজ্জন ব্যক্তিও তখন হরিকথা শ্রবণ-পিপাসু হইয়া তথায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত কাব্যতীর্থ মহোদয় ও সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী সে-দিন শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইয়াছেন।

গত রথযাত্রা-উপলক্ষে জয়পুরগড়-ষ্টেটের রাজা শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভরসুন্দর সিংহদেব মহাশয় সপরিবারে শ্রীধাম পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে কিছুদিনের জন্য বাস করিয়াছিলেন। তথায় অবস্থান-কালে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের ভক্তবৃন্দের সহিত তাঁহার সঙ্গ-লাভের সুযোগ হইয়াছিল। তিনি শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীবিনোদমাধবজীউর ও শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। হরিকথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা-বান্, পরম ভাগবত রাজা বিশ্বম্ভরসুন্দর সিংহদেব মহাশয় শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের প্রচারকবর্গকে স্বীয় আবাসে আহ্বান করিয়া সপরিবারে শ্রীভাগবত-কথা শ্রবণ করেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, তাঁহারই ঐকান্তিক সেবাময়ী চেষ্টার ফলে তদীয় পরমা ভক্তিমতী খল্লতাতানুজাণী শ্রীযুক্তা চন্দ্রাবলী দেবী মহোদয়া আলালনাথে শ্রীগোপীনাথ-মূর্ত্তির সেবা-প্রকাশের জন্য সম্পূর্ণ আনুকূল্য করিতেছেন। প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—যাঁহার যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিয়োজিত করাকে যাঁহারা মনুষ্য-জীবনের একমাত্র কৃত্য বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই জগতে প্রকৃতপক্ষে সার্থকজন্মা। ইঁহাদের অহৈতুকী সেবা-চেষ্টা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া জগতের আদর্শস্থানীয় হউক, শ্রীভগবচ্চরণাব্জিকে ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

গুরু-সেবা

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্র সকল শাস্ত্রই তারস্বরে ঊর্দ্ধ-বাহু হইয়া নৃত্য করিতে করিতে গুরু-সেবার গৌরব-গাথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শাস্ত্র বলেন,—সেই শাস্ত্র, 'শাস্ত্র' নহে, যাহাতে হরিভক্তি দৃষ্ট না হয়, এমন কি, তাহা "যদি ব্রহ্ম স্বয়ং বদেৎ"। কিন্তু সেই 'হরিভক্তি' আদৌ হরিভক্তিই নহে, যদি তাহা "আদৌ গুরুপূজাময়ী" না হয়। "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ", "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ", "যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ", "আচার্য্যদেবো

তব"প্রভৃতি অসংখ্য শ্রুতি গুরু-সেবা ব্যতীত যে হরি-সেবার আভাসও লভ্য হইতে পারে না, তাহা তারস্বরে কোটিকণ্ঠে জানাইয়াছেন। "তা'তে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ"। প্রভৃতি মহাপ্রভুর উপদেশবাক্য আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাঠ করি।

কিন্তু "গুরু-সেবা" করিতে হইলে আমাদের দুইটী বিষয় দৃষ্টি-পথে উজ্জ্বল রাখা আবশ্যক। "গুরু"র নামে "লঘু"র সেবা না হয়; আর 'সেবা'র নামে 'ভোগ-বুদ্ধি'র আবাহন না হয় অর্থাৎ সেবার নামে কপটতা, সেবা অপেক্ষা অধিকতর লোক-দেখাইবার বাসনা হৃদয়ে উদিত না হয় কিংবা গুরুদেবকে বস্তুতঃ মর্ত্যব্যক্তি-বিশেষ মনে করিয়া গুরুকে দেখাইয়া নিজের সেবার বিজ্ঞাপন প্রচার-বাসনা অর্থাৎ সাধারণ লোককে যেরূপ তোষামোদ করিলে বা তাহার ভোগের জন্য কিছু কার্য্য করিয়া দিলে তাহার নিকট হইতে 'যাহাবা'(জড়া প্রতিষ্ঠা) পাওয়া যায়, এইরূপ কপটতা, ভোগবুদ্ধি ও মর্ত্যবুদ্ধি লইয়া যেন গুরু-সেবার ছলনা প্রদর্শিত না হয়।

ঐরূপ কপটতা থাকিলে জানিতে হইবে, গুরু-সেবায় রুচি-শূন্যতা উপস্থিত হইয়াছে অথবা আমি বঞ্চিত বা বঞ্চনা-কামী হইয়াছি। ভাগ্যবন্ত হইলে কিংবা কুচক্রী দেবতা-গণের চক্রান্তে পতিত হইলে সদ্‌গুরুদেবের পাদপদ্মাশ্রয়ের অভিনয় করিয়াও ঐরূপ দুর্দ্দশা ঘটে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বলেন,—

সাধকস্য গুরৌ ভক্তিং মন্দীকুর্ব্বন্তি দেবতাঃ।
যতোঽতীত্য ব্রজেদ্বিষ্ণুং শিষ্যো ভক্ত্যা গুরৌ দৃঢ়ম্॥
(হঃ ভঃ বিঃ ৪র্থ বিঃ ১৩১)

দেবতাগণ সাধকের গুরুর প্রতি ভক্তি বা সেবা-বৃত্তি অনেক সময় মন্দীভূত করিয়া দেন, তাহার কারণ, ঐ সকল দেবতা মনে করেন, শিষ্য একমাত্র গুরুদেবে অচলা ভক্তি-প্রভাবেই তাঁহাদিগকে (দেবতাগণকে) লঙ্ঘন করিয়াও নিশ্চিতরূপে হরিপাদপদ্ম লাভ করিবে।

যাঁহার নিষ্কপট-গুরু-সেবা-বৃত্তি আছে, তিনিই হরি-ভজন করেন, তিনিই বৈষ্ণব, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অমল সন্ন্যাসাশ্রমে অধিরূঢ় হইয়াছেন, বড়্‌বেগজয়ী হইয়া ব্রহ্মে বিচরণ করিতেছেন, নিরাহারে কণ্ঠের ওপারগত আছেন, এ সকল কথার কোনও প্রত্যয় বা মূল্য নাই। হরিপাদপদ্ম তাঁহাদের নিকট সুদূর্লভ। কিন্তু নিষ্কপট গুরু-সেবক যাহে হয় সামান্যিক অনর্থমুক্তরূপেই প্রতিভাত হউন, তাঁহার মঙ্গল সুনিশ্চিত—

কামক্রোধাদিকং বন্ধুর্যস্যাস্ত্যনো নিষ্কারণম্।
এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ॥
যদ্যপ্যসৌ পক্ষকক্ষো বিষয়েষ্বাবিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ সঙ্গস্তয়া ভক্তা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥
(শ্রীভাগবত)

আত্ম-অহিতকর যে কাম-ক্রোধাদি অনর্থ, তাহা সকলই শ্রীগুরুপাদপদ্মে ভক্তি-প্রভাবে পুরুষ তৎক্ষণাৎ জয় করিতে পারেন।

যদিও আমার গুরু অজিতেন্দ্রিয় হইয়া বিষয়ের বশীভূত হন, তথাপি নিষ্কপট ভক্তির প্রভাবে তিনি কখনও বিষয়ে মগ্ন হন না।

সুতরাং শ্রীগুরু-সেবায় নিষ্কপটতাই সর্ব্ব-মঙ্গল-জননী। নিষ্কপটতাই বৈষ্ণবতা—নিষ্কপটতাই সেবার বাহন—ভক্তির বাহন। সেবাদেবী নিষ্কপটতা-বাহনে আরোহণ করিয়া কৃষ্ণ-প্রেম-বর প্রদান করিতে আগমন করেন। শ্রীমদ্ভাগবত পুনঃ পুনঃ শ্রীগুরু-সেবায় নিষ্কপটতার কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীগুরু-সেবায় (?) কপটতা থাকিলে উহা ত'প্রোজ্ঝিতকৈতব-ভাগবতধর্ম্মের বিরুদ্ধ কার্য্য বা কর্ম্মকাণ্ড-ন্যায় হইল। কপটতাই শ্রীগুরুতে মর্ত্যবুদ্ধির মূল—কপট-গুরুসেবক (?) শ্রীগুরুতে মর্ত্যবুদ্ধি করিয়া প্রাকৃত নায়ক-পূজার অধ্যাসে আত্মভোগ বা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ সাধন করিতে চাহিতেছেন। তাহা কিরূপে গুরুসেবা হইবে? এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপ-প্রদে গুরৌ।
মর্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ॥

যাহার সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রকাশ-স্বরূপ দিব্য জ্ঞানদীপ-দাতা শ্রীগুরুদেবে অসতী মর্ত্যবুদ্ধি, তাহার শ্রবণাদি সকলই হস্তিস্নানের ন্যায় নিরর্থক। অর্থাৎ ঐরূপ কপটব্যক্তি গুরুপাদপদ্মিধানে শ্রবণের অভিনয় করিলেও এবং তাঁহাতে সাময়িক শ্রদ্ধা হইলেও তাহার কপটতা-গুণ বাহ্যজগতের ধূলি-কঙ্করাদি সংগ্রহ করিয়া পুনরায় মুহূর্ত্তমধ্যেই সকল শ্রবণফল-ফলকে ব্যর্থ করিয়া দেয়।

কপট ব্যক্তি উত্তম বস্তু ভোগ-দ্বারা জিহ্বা-লাম্পট্য বৃদ্ধির জন্য যে বিষয়ীর" ছলনা প্রদর্শন করে, তদ্রূপ নিত্যযুক্ত গুরুদেবের উত্তম যান-শয্যাসন প্রভৃতি উপভোগ কিংবা ঐ সকল বস্তু গ্রহণের অনুকরণ-বিদ্যায় দীক্ষা লাভ করিবার জন্য যে "অন্বেষণী"র অভিনয় করে, তাহাতে গুরুদেবে অভিমর্ত্যবুদ্ধি বা নিষ্কপট গুরু-সেবার পরিচয় নাই। নিষ্কপট বিষয়ী অচিরেই প্রপঞ্চ জয় করেন। নিষ্কপট অন্বেষণী নিশ্চিতই ঔ বিষ্ণুপাদ গুরুপাদপদ্ম-সন্নিধানে বাস করিয়া বিষ্ণুময় হইয়া থাকেন।

যথা সিন্ধুরসম্পর্শাদ্ভিন্নত্বং তদ্ধতি কাঞ্চনম্।
সন্নিধানাদ্গুরোরেষা শিষ্যো বিষ্ণুময়ো ভবেৎ॥
(শ্রীঃ ভঃ বিঃ ১৭শ বিঃ ১০০)

যেরূপ সিদ্ধ পারদ-সংস্পর্শে তাম্র স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সদ্গুরুসমীপে বাস-ফলে শিষ্যও বিষ্ণুময় হইয়া উঠেন।

ঔ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের নিষ্কপট বিষ্ণুময় সেবকগণের অহৈতুক কৃপা-প্রভাবে এই অনর্থযুক্ত পতিত দুরাচার কবে নিষ্কপট-বিষয়ী ও নিষ্কপট-অন্বেষণী হইতে পারিবে? সে দিন কবে হইবে?

তৎ প্রাপ্যং তস্য বস্তুনঃ তদ্ দিনং পুণ্যমাত্র নাড়িকা।
যস্যাং গুরুং প্রণমতে সমুপাস্য তু তত্ত্বিতঃ॥
গুরুস্তত্ত্বগুরুর্নাম সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তমম্।
তস্মাৎ ধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মঃ পবিত্রং নৈব বিদ্যতে॥

গ্রন্থ-সমালোচনা

"আসাম বৈষ্ণব-সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশন"—নাম্নী একখানা পুস্তিকা প্রাপ্ত হইলাম। পুস্তিকাখানিতে ইংরেজী ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে "আসাম-বৈষ্ণব-সম্মিলনী"র দ্বিতীয় অধিবেশনের সুযোগ্য সভাপতি, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ নিমানন্দ দাস সেবাতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী, বি, এল্, বি, টি, মহোদয়ের উচ্চার্শনিক সিদ্ধান্ত-সম্পুটিত অভিভাষণ আসামী ভাষায় প্রথিত হইয়াছে। অভিভাষণের মূল-প্রতিপাদ্য বিষয়—"শুদ্ধ এবং মিশ্র বৈষ্ণব-মতের পার্থক্য বিচার।"

সভাপতির অভিভাষণের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান প্রণিধানযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, সুযোগ্য পণ্ডিত সভাপতি মহোদয় সর্ব্বপ্রথমেই বলিয়াছেন যে, আসামদেশীয় গুণী ব্যক্তিগণ তাঁহাকে সভাপতিত্বে বরণ করিলেও কার্য্যতঃ তিনি সভাপতি বা বক্তা নহেন। শ্রৌত-আম্নায়-আগত শ্রীগুরুপাদপদ্মই সভাপতি এবং বক্তা। তিনি সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপ নিত্যসভাপতি এবং বক্তার একজন তদ্রূপ-সেবকাভিমানরূপে তাঁহারই কথা দুর্জ্জনা ও ভ্রমাদিযুক্ত ভাষায় সাধারণে প্রচার করিবার চেষ্টা লইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করিতে ইচ্ছুক। এইমাত্র তাঁহার ক্ষমতা ও যোগ্যতা।

আমরা সভাপতির এইরূপ আম্নায়-নিষ্ঠা বা শ্রৌত-নিষ্ঠাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অভ্যর্থনা করিতেছি। কারণ, এই শ্রৌতনিষ্ঠাই শুদ্ধ ও মিশ্রবৈষ্ণব-মতের পার্থক্যের মাপকাঠি। প্রকৃতপ্রস্তাবে এখানে শুদ্ধ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের প্রাসাদ-মূল প্রতিষ্ঠা ও আরব্ধ হইয়াছে। আমরা আশা করি ও সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ নিমানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী সেবাতীর্থ মহোদয় এই বিচারপূর্ণ অভিভাষণ সর্ব্বসাধারণে প্রচারার্থে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিয়া আসামদেশের সত্যবিস্তারের পথ বিশেষ সুগম করিয়া দিবেন। অসমীয়াভাষাবিৎ ব্যক্তিমাত্রেরই এই পুস্তকখানি অধ্যয়ন ও বিচার করা আবশ্যক। পুস্তিকাখানি—শ্রীপাদ নিমানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, সেবাতীর্থ, বি, এল্, বি, টি; গোয়ালপাড়া, আসাম,—এই ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

পূজ্যপাদ শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয়
শ্রীচরণকমলেষু—

কৃপা-পূর্ব্বক নিম্নলিখিত প্রশ্ন-কয়েকটির উত্তর-দানে উপকৃত করিবেন।

বিনীত নিবেদক
শ্রীসুরেন্দ্র কুমার বর্ম্মন্

১। শ্রীগুরুদেবের চর্ম্মপাদুকা শিষ্যের পূজা কি না এবং তাঁহাকে যথারীতি পুষ্প-চন্দনাদির দ্বারা পূজা করা যায় কি না?

২। শ্রীগুরুদেবের পাদুকা বিষ্ণুর সিংহাসনে সংরক্ষণ করা যায় কি না? অনেকে বলেন, তাহা ভগবানের সিংহাসনে রাখা মহা অপরাধ।

৩। অনেকে শ্রীগুরুদেবের নাম উচ্চারণ বা অপরে জিজ্ঞাসা করিলে তাহা ঘৃণা মহা অপরাধের কার্য্য বলিয়া গণনা করেন, এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত ও প্রমাণ জানাইবেন।

উত্তর

১। যাহারা শ্রীগুরুদেবে প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবে মর্ত্য-বুদ্ধি করে অথবা যাহাদের সদ্‌গুরু লাভ হয় নাই অর্থাৎ যাহারা বহুজীবকে 'গুরু' (?) করিয়াছে, সেইরূপ অদৈব-প্রকৃতি ব্যক্তিগণের প্রকৃত সদ্‌গুরুতে বা শ্রীগুরুদেবের পাদুকাদিতে পূজ্য-বুদ্ধি নাই। সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীগুরুদেব ভোগী জীবের বা কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের ভোগ-বুদ্ধির ইন্ধন-প্রদায়ক কোনও আচার বা মুদ্রা প্রদর্শন করেন না। শ্রীগুরুদেব যদি চর্ম্মপাদুকা পরিধান করেন, তবে তাহাই শিষ্যের এবং অন্যান্য লঘু জীব-সম্প্রদায়ের শিরোদেশের শ্রেষ্ঠ ভূষণ-স্বরূপ হইয়া নৃত্য করিতে থাকিবে। শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন,—

নাস্য নির্ম্মাল্যশয়নং পাদুকোপানহাবপি।
আক্রান্তেদাসনং ছায়াবাসঞ্চৌ বা কদাচন॥
• • •
গুরোর্বাক্যাসনং যানং পাদুকোপানহৌ তথা।
বস্ত্রচ্ছায়াং তথা শিষ্যো লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন॥
(শ্রীঃ ভঃ বিঃ ১ম বিঃ)

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর টীকা—"পাদুকোপানহোশ্চর্ম্মকাষ্ঠাদিভেদেনাবান্তরভেদঃ।"

অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের নির্ম্মাল্য, শয্যা, কাষ্ঠপাদুকা, উপানৎ (চর্ম্মপাদুকা), আসন, ছায়া, ভোজনপাত্রাধার কদাচ লঙ্ঘন করিবে না। শিষ্য কদাচ শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা, আসন, বাহন, কাষ্ঠপাদুকা, চর্ম্মপাদুকা, বসন ও ছায়া অতিক্রম করিবে না।

শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু টীকায় এজন্য স্পষ্ট করিয়া লিখিলেন,—কাষ্ঠ ও চর্ম্মভেদে পাদুকা জানিতে হইবে। কোষকারও "উপানৎ" শব্দে চর্ম্মপাদুকা নির্দ্দেশ করেন।

যে বৈষ্ণবগণ আপনাদিগকে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি বলিতে ঘৃণা বোধ করেন, কিন্তু শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের পাদত্রাণাসনছত্রাঃ" বলিতে মহাগৌরবান্বিত হন, সেই শ্রীগুরু-পাদুকা-উপানৎ-পূজার বিষয় বৈধমূলক ন্যায়ানুসারেই সিদ্ধ। তাঁহাকে যথারীতি পুষ্প-চন্দনাদির দ্বারা পূজা করা যাইবে; তবে শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ বলিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে বা শ্রীগুরু-পাদুকায় শ্রীতুলসী অর্পিত হইবে না। তুলসী অর্পণ করিলে মহা অপরাধ ও পাষণ্ডতা হইবে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীগুরু-পাদুকা-পূজার প্রয়োগ-মন্ত্র আছে—অষ্টনায়িকারিগণ শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৬ষ্ঠ বিলাস ১ম সংখ্যার শ্রীসনাতন-গোস্বামী প্রভুর টীকাতে তাহা দর্শন করিবেন। সর্ব্বসাধারণে অপ্রকাশ্য বলিয়া এখানে লিখিত হইল না।

২। শ্রীগুরুদেবের পাদুকা শ্রীভগবানের বামে ভগবৎ-সিংহাসনে সংরক্ষণ করিয়া নিত্যপূজা-বিধি আছে। যথা—

"পীঠে ভগবতো বামে শ্রীগুরূন্ গুরুপাদুকাম্।
নারদাদীন্ পূর্ব্বসিদ্ধান্ মদ্যেদ্যাব্দে বৈষ্ণবান্॥"
(শ্রীঃ ভঃ বিঃ ৩বিঃ। ৯)

অর্থাৎ পীঠে শ্রীহরির বামদিকে শ্রীগুরু-পরম্পরা, শ্রীগুরু-পাদুকা, নারদাদি পুরাতন সিদ্ধ ও অপরাপর আধুনিক বৈষ্ণবগণকে অর্চ্চন করিবে।

সুতরাং যাহারা অন্যরূপ বলে, তাহারা মনোধর্ম্মী, মর্ত্য-বুদ্ধিকারী, কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত। তাহাদের অপরাধীর বচনাদি অগ্রাহ্য।

৩। লৌকিক বিচার-পরায়ণ ব্যক্তিগণ দুই ভাবে গুরুর (?) নাম উচ্চারণ করিতে দৃঢ়তা প্রকাশ করে। এক শ্রেণী—তাহাদের গুরুদেব "লঘুর" নাম অপরে জানিলে তাঁহার গুরুদেবের চরিত্র ও কীর্ত্তি বুঝিয়া ফেলিবে বিবেচনা করিয়া তদ্বিষয়ে মৌন থাকাই নিরাপদ মনে করেন। আর এক শ্রেণী—শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া কিংবা গুরুর (?) দ্বারা তদ্বিষয়ে প্রবুদ্ধ না হইয়া গুরুর নাম উচ্চারণ করিতে কুণ্ঠিত হন। কিন্তু সর্ব্বদা শ্রীগুরুদেবের নামের উচ্চারণ-পূর্ব্বক তাঁহার জয়গানই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। পাষণ্ডগণের সভায়, অথবা অভক্তি-সহকারে শ্রীগুরুদেবের নাম উচ্চারণ করিতে নাই—শ্রীগুরুদেবের নাম কাহারও নিকট বলিতে নাই বা উচ্চারণ করিতে নাই—ইহা শাস্ত্রীয় বিধি। কিরূপভাবে শ্রীগুরুদেবের নাম উচ্চারণ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে শাস্ত্র বলিতেছেন,—

যথা তথা যত্র তত্র ন গৃহ্ণীয়াচ্চ কেবলম্।
অভক্ত্যা নাম গুরোর্নাম গৃহ্ণীয়াচ্চ যতাত্মবান্॥
প্রণবঃ শ্রীগুরোর্নাম বিষ্ণুপদাবনন্তরম্।
পাদশব্দমেতচ্চ নতমূর্দ্ধাঞ্জলীযুতঃ॥

(শ্রীহরিভক্তি বিঃ ১ম ৩০ সংখ্যা-ধৃত নারদপঞ্চরাত্রবাক্য)

অর্থাৎ যতাত্মবান্ যথায়-তথায়, যথা-তথা অভক্তির সহিত কেবল শ্রীগুরুদেবের নাম উচ্চারণ করিবেন না; কিন্তু নতশিরা ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া "ওঁ শ্রীমদ্গুরু বিষ্ণুপাদ" —এইরূপভাবে শ্রীগুরুদেবের নাম বলিবেন।

স্মৃতি-সমাচার

অর্চ্চনকারিগণের জ্ঞাতব্য

শ্রাবণী শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে আনন্দ-সহকারে পবিত্রারোপণোৎসব করিবেন।
(শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১৫শ বিঃ)

স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পট্ট, পদ্ম, কার্পাস, কাশ ও দূর্ব্বা-নির্ম্মিত সূত্রই 'পবিত্র' নামে অভিহিত। অষ্টাধিকসহস্র সূত্রে পবিত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে অষ্টোত্তরশত গ্রন্থি দিতে হয়। সূত্র-দ্বারা প্রস্তুতীকৃত মালা যদি শিরঃপ্রদেশের মুকুট হইতে আপাদলম্বিনী হয়, তাহা হইলে তাহাকে "বনমালা" বলে। মহাযজ্ঞ ও নামসঙ্কীর্ত্তনরূপ উৎসব-সহকারে মূলমন্ত্র-যুক্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে 'পবিত্র'-সমূহ প্রদান করিতে হয়।

বিশেষ-সপ্তাহ-পঞ্জী

আগামী ৬ই ভাদ্র কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে মহা-মহোৎসবারম্ভ। ২৬শে শ্রাবণ, ৭ই ভাদ্র, ২৩শে আগষ্ট সোমবার ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশীর উপবাস; শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা-মহোৎসবারম্ভ। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ও শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের বিরহ-মহোৎসব। শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ-উৎসব।

আগামী ৩০শে শ্রাবণ, ১১ই ভাদ্র, ২৮শে আগষ্ট শুক্রবার শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন-পূর্ণিমা ও শ্রীমদ্ বলদেবের আবির্ভাব-মহোৎসব।

এতদ্ব্যতীত শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যহই শ্রীচৈতন্যনামী-কীর্ত্তন, প্রাতে দ্বাদশাধ্যায়ি-শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ পাঠ ও ব্যাখ্যা, রাত্রিতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা।

মহামহোৎসবের আগমনী গীতি

[১]

গোকুলের মহা-মহোৎসবে
রঞ্জিত ধরা সাজেরে—
নব নটবর জ্ঞান-শেখরের
মোহন মুরলী বাজেরে।
ঝিরি ঝিরি বহি' কুসুম-গন্ধ,
ঘোষে আগমনী মারুত মন্দ,
ভকত-পরাণে অমিয়-ছন্দ
নন্দকিশোর রাজেরে॥

[২]

তাপিত অবনী সুধা সুশীতল—
সমুদিত জ্ঞান-ইন্দু।
চিত্ত-চকোর হরষ বিভল
উথলিছে সুখসিন্ধু।
মায়া-কলঙ্কিত অসুত চিত্ত,
নিরখিবারে চাহে যা' কিছু নিত্য,
কারা যেন বাসি' মায়িক কৃত্য
পারাবারে ধায় বিন্দু॥

[৩]

বিশ্ব-মাঝারে পড়ে গেছে সাড়া—
"সাজরে সাজরে সাজ্,
অরথ রহিয়া তূর্ণ গতিতে—
আজরে হেথায় আজ।
পটুয়া! আঁক গো তুলির লিখনে,
রচ গীতি কবি! ললিত রতনে,
মালা গাঁথি' মালি! ভকতি-প্রসূনে
সাজাও গুরুরাজ॥

[৪]

ওঠ হে ভকতি! মন্দির প্রাঙ্গণ,
মনোরথ কারুকর্মে,
বীণকার! তব জীবন-যন্ত্র,
লাগাও প্রচার-ধর্মে।
চুপরি! আন গো সাগর-তন্ত্র,
সন্ধানি! এসো, বহিয়া প্রেম,
সার্থক কর ভূমুল ধর্ম—
বাস্তবে লভিয়া মর্ম্মে॥"

[৫]

ডাকেন নিতাই—"এস সবে এস,
উৎসব কর আসি'—
ভক্ত-ভগবান্-পূত আবির্ভাবে,
এসরে জগতবাসি!
এ উৎসব নহে মেদিনীর মত—
নিরাশা-তিমিরে কভু জ্যোতিঃহত,
নিত্যানন্দ-ধারা হেথা প্রবাহিত—
গোকুল-পুলক-রাশি॥

[৬]

'অমৃত-তনয়' তোমার স্বরূপ—
সাজেনা মরণ-ভয়;
লভি' নিত্যধন সফল জীবন,
হও উৎসবময়।
শ্রীহরির কথা করহ শ্রবণ,
হৃদয়-পুরের নিত্য হসাসন,
করি' 'জেলা নব' প্রসাদ-সেবন—
কর হে প্রণক ধন্য॥"

[৭]

(আজি) বিশ্ব-জনের চরণে ধরিয়া
কাতরে মাগি এ দান,
এস এস ভ্রাতা, ভাই ভগিনী।
দগ্ধ করিতে প্রাণ।
অমিয়-সাগরে কে করিবে স্নান?
অমৃতের ধারা কে করিবে পান?
কে লবে ব্রজ-প্রেম-সুধা-ঘ্রাণ?
(হেথা) এস গো ভাগ্যবান্॥

ফরিদাবাদ, ঢাকা } অনৈক দীনাতিদীন
সেবাভিক্ষু কাঙ্গাল

প্রদর্শনীতে আহ্বান

এ বৎসর শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে একটি বৃহত্তর পারমার্থিক প্রদর্শনী উদ্ঘাটিত হইবে, এই সংবাদ "গৌড়ীয়" পাঠকগণ ইতঃপূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। বিশ্ব-মানব-সেবা বর্ত্তমানে যে চিন্তায় বিব্রত আছেন, যে আলোচনায় ব্যস্ত রহিয়াছেন, যে বিপদে—সঙ্কটে মুহ্যমান হইয়াছেন, যে কর্ত্তব্যতার দ্বারাবিধিতে বাস্তবতার রূপ দর্শন ও প্রদর্শন করিতেছেন, বিশ্বরূপের প্রদর্শনীতে মুক্তনয়ন হইয়া যে অভিজ্ঞতাবাদের পাঠ অধ্যয়ন করিতেছেন, দেশের-দশের সেই দশায়, সেই ক্ষণে পারমার্থিকের আহ্বান কেন? পারমার্থিক প্রদর্শনীর আয়োজন কেন? এ সময় কি 'সখ' করিবার সময়? এ সময় কি আমোদ-আহ্লাদে ধন-ব্যয়, শক্তি-ব্যয়, সময়-ব্যয় করিবার সময়? যে-সময় কোটি ক্ষুধাতুর নর-নারীর আর্ত্তনাদ আকাশ-পাতাল বিদীর্ণ করিতেছে, সে-সময় কি মহোৎসবে চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় আস্বাদনের সময়? যে-সময় কোটি নর-নারী বস্ত্রবিহীন, সে-সময় কি বহুমূল্য বসন-ভূষণে ভগবান্‌কে সজ্জিত করিবার সময়? ভগবান্ কি এরূপ স্বার্থপর? ধর্ম্ম কি এরূপ যুক্তিহীন?

পারমার্থিকের আহ্বানে অভিজ্ঞতা-বাদী আর্থিকের ঐরূপ প্রশ্ন, সন্দেহ, যুক্তি, অধ্যাস, অভিনিবেশ, আগ্রহ কিছু অস্বাভাবিক নহে। বিশ্বরূপের আর্থিক প্রদর্শনী দেখিতে দেখিতে মানব-সেবায় যে-সকল সংক্রামক-সাধারণ ভুলগুলি মজ্জাগত ও ব্যাপক হইয়াছে, সেই সকল ভুল অপসারিত করিবার জন্যই স্বরূপের দেশের পারমার্থিক প্রদর্শনীর আয়োজন, যুগের এই সঙ্কটকালে একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। এই ভুল-সঙ্কটে—দেশের ও দশের মহাবিপৎকালে এই পারমার্থিক প্রদর্শনীর একান্ত প্রয়োজনীয়তা—মহাবিপৎ হইতে উদ্ধারের অব্যর্থ অদ্বিতীয় উপায়রূপে অবধারণ করিবার নিরপেক্ষতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ ব্যতীত অন্যত্র আমরা দর্শন করিতে পারিতেছি না। ন্যূনাধিক সকলেই যেন বিশ্বরূপ-প্রদর্শনীতে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছি ও পড়িতেছি। আমরা অনেকেই অষ্টাদশ-অধ্যায় গীতা নিত্য পাঠ করি বটে, কিন্তু গীতা পাঠ করিয়াও কুরুক্ষেত্রের বিশ্বরূপ-প্রদর্শনেই মুগ্ধ হইয়া পড়ি। কৃষ্ণ কুরু-পাণ্ডব-সেনার মধ্যস্থলে রথ স্থাপন করিয়া অর্জ্জুনকে যে আর্থিক প্রদর্শনী দেখাইয়াছিলেন, তাহাতেই আমরা মুহ্যমান হই; কখনও বা আমরা একটু অগ্রসর হইয়া অষ্টোত্তর বিরাটের প্রদর্শনীতেই বিমুগ্ধ হই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যে স্বরূপে প্রদর্শনী দেখাইলেন—যে সৌম্য মানুষ-মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন, যে স্বরূপের বিজ্ঞান প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে আমরা আকৃষ্ট হই না।

ওহে বিশ্বমানব! হরিমায়া তোমাদিগকে যে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়া তোমাদের বুদ্ধি-বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছে, তোমাদের বিপর্য্য-বুদ্ধি উৎপাদন করিয়াছে, তাহা হইতে সহজ, স্বাভাবিক প্রকৃষ্ট উপায়ে উদ্ধার করিবার জন্যই এই পারমার্থিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব কর্ম্মজগতের ভোগি-বিলাসীর 'সখ' নহে, 'আমোদ-আহ্লাদে' সময়, অর্থ, শক্তির অপচয় নহে; অথবা 'ত্যাগী' নামধারী প্রচ্ছন্ন-ভোগীর ন্যায় সর্ব্বচেষ্টা হইতে বিরতির ভাণও নহে; কিংবা ফলভোগী, ইন্দ্রিয়তর্পণপর কর্ম্মবীরের কর্ম্মচেষ্টামাত্রও নহে। ইহা তুমি নিরপেক্ষ হইয়া বিচার কর, বুঝাইয়া লইয়া হৃদয়ে উপলব্ধি কর, এরূপ শ্রীগৌড়ীয়মঠের চেতনময়ী বাণী-কীর্ত্তনমুখে মহোৎসব। বিশ্বপ্রাণী কেন ক্ষুধায়—মুমূর্ষায়—মুমূর্ষার ক্লেশ পাইতেছে, সেই রোগের মূল বীজ কোথায়?—মূল প্রতিকার কোথায়? তাহা নিরূপণ ও বাস্তবতার মূল নিরাকরণের জন্যই শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব—পারমার্থিক প্রদর্শনীর উদ্ঘাটন। কোটি-নরনারীর বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা কি? কেনই বা হইল? বস্ত্র কাহার? বসন, ভূষণ কাহার? বিলাসের সম্রাট্ কে? বিলাস-স্বারাজ্যের অধিকারী প্রত্যেক জীব কেন হইতেছে না? ইহার সমাধানের জন্যই পার-মার্থিক প্রদর্শনীর আহ্বান। চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় গ্রহণ করিয়াও বুভুক্ষু মুমূর্ষার ক্লেশ হইতে মুক্ত নহে কেন? মুমুক্ষু ঐগুলি ত্যাগ করিয়াও বঞ্চিত—অশান্ত কেন? চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় কাহার ভোগ্য? কোন্ সময় বিষ, কোন্ সময় অমৃত? ভোগীর নিকট উহা দুষ্প্রাপ্য কেন?

ত্যাগী উহা হইতে বঞ্চিতই বা কেন? এই সকল প্রশ্নের সুসমন্বয়, সুসমাধানের জন্যই পারমার্থিক প্রদর্শনীর আহ্বান।

ওহে অভিজ্ঞতাবাদিন্! ওহে বুদ্ধু-সম্প্রদায়! তুমি কিন্তু এই দেশের ও দশের দুর্দশায় তোমার লক্ষের প্রদর্শনী পরিত্যাগ করিতে পার নাই, তোমার ভোগ-বিলাস-ব্যসন, তোমার চলচ্চিত্র, তোমার যাত্রা, অভিনয়, কুসাহিত্য, কুনাট্যের প্রদর্শনীর দ্বার এখনও দিবা-রাত্র উন্মুক্ত, তোমার পান-ভোজনাগার, তোমার ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ ভবনগুলি, প্রকৃতির যাবতীয় প্রদর্শনী এখনও তোমার ইন্দ্রিয়ের নিকট "স্বাগতম্" বাক্য অঙ্কিত করিয়া পূর্ণভাবে তাহাদের সকলদ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছে; তুমি তোমার ভাই-বন্ধুসহ সেই প্রদর্শনীতে তোমার সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিতেছ, আর এদিকে তোমার ত্যাগী ভ্রাতা প্রকৃতির কতকগুলি স্থূল বাসন-বিলাসের প্রদর্শনীর প্রতি সকটবৈরাগ্য বা কপটবৈরাগ্য প্রদর্শন করিলেও প্রকৃতির বিরাট্ প্রদর্শনীর—বিশ্বরূপের প্রদর্শনীর প্রচ্ছন্ন মোহ হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই, আর ঐরূপ কপটবৈরাগ্য প্রদর্শন করিয়াও তোমার কিছু আত্যন্তিক মঙ্গল করিতে পারে নাই। কিন্তু পারমার্থিক প্রদর্শনী তোমার কি অভূতপূর্ব্ব অমোঘ মঙ্গল করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহা অনুধাবন করিয়া—বিচার করিয়া তুমি পারমার্থিকের আহ্বানে সাড়া দেও।

(১) বিশ্বমানব স্থূলনিষ্ঠ; কিন্তু 'প্রকৃতির স্থূল' বিশ্বমানবকে আরও প্রাকৃত করিয়া দেয়। এজন্য মহাবৈজ্ঞানিকগণ অপ্রাকৃত সূক্ষ্ম-প্রতিভূকে স্থূলের বেশে অবতরণ করাইয়া জগতে প্রদর্শন করেন, কনিষ্ঠাধিকারিগণের জন্য—প্রাকৃত অধিকারিগণের জন্য পরম করুণাময় অর্চ্চাবতার। পারমার্থিক প্রদর্শনী স্থূলাধিকারী প্রাকৃত অধিকারিগণের নিকট আচার্য্য-কৃপায় অর্চ্চাবতাররূপে অবতীর্ণ।

(২) অর্চ্চাবতার করুণাময় হইলেও ভাগবতগণের কীর্ত্তনমুখে পূজিত ও প্রদর্শিত হইলেই প্রাকৃত জীবের মঙ্গল—ভুবন-মঙ্গল-বিধানে অর্থবদ্ধরূপে প্রকাশিত হন, এজন্য আচার্য্য, পারমার্থিক প্রদর্শনীর যাবতীয় উপকরণ কীর্ত্তনের দ্বারা ব্যাখ্যাত করিয়া প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

(৩) অতএব শ্রীগৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনী কেবল অর্চ্চন-মাত্র নহে। তাহা সুষ্ঠুসৎ সঙ্কীর্ত্তন। বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সঙ্কীর্ত্তনম্। বহুলোক একত্রে মিলিত হইয়া যে কীর্ত্তন, তাহাই সঙ্কীর্ত্তন। এই পারমার্থিক প্রদর্শনী একান্তভক্তী অসমোর্দ্ধ আচার্য্যের আনুগত্যে বহুলোকের মিলিত কীর্ত্তন—অতএব সঙ্কীর্ত্তন।

(৪) ভজননিষ্ঠের নিকট এই পারমার্থিক প্রদর্শনী ভজন—রূপানুগভজন, শ্রীরূপ-সেবা, শ্রীরূপ-মহোৎসব। কৃষ্ণকে সেবকের সেবাময়স্বরূপ বা রূপ প্রদর্শন এবং শ্রীচৈতন্যবাণী-সঞ্চারিত বিশ্বকে শ্রীরূপানুগ সেবকগণের রূপ ও কৃষ্ণের রূপ, তদ্রূপ-বৈভব-রূপ, নাম-রূপ, রূপ-রূপ, গুণ-রূপ, পরিকরবৈশিষ্ট্য-রূপ, লীলা-রূপ প্রদর্শন।

(৫) মহামায়ার বিশ্বরূপ-প্রদর্শনী হইতে যোগমায়ার স্বরূপ-প্রদর্শনীতে আকর্ষণ।

(৬) অচৈতন্য-বিশ্বের রূপ-প্রদর্শনী হইতে শ্রীচৈতন্য-বিশ্বের শ্রীরূপ-প্রদর্শনীতে আমন্ত্রণ।

(৭) বিরূপ ও কুরূপের প্রদর্শনী হইতে উদ্ধার-পূর্ব্বক স্বরূপ ও শ্রীরূপের প্রদর্শনীর দ্বারে আনয়ন।

(৮) বৈকুণ্ঠ-বিজ্ঞানের প্রধান-প্রদর্শন।

(৯) বৈকুণ্ঠ-বৈভব-প্রদর্শন।

(১০) অতীত ও বর্ত্তমান নিষ্কপট সেবক-সঙ্ঘের সেবা-সৌন্দর্য্য প্রদর্শন-পূর্ব্বক ভাবি-সেবকগণকে সেবা-সৌন্দর্য্য-প্রদর্শনে আহ্বান।

(১১) শ্রীচৈতন্য-দয়ানিধির অমন্দোদয়-দয়ার সীমা-সৌন্দর্য্য-প্রদর্শন।

রূপানুগবর অপ্রাকৃত আচার্য্যের আনুগত্যে—

(১২) রসামৃত-সিন্ধুর রত্নভাণ্ডার উদ্ঘাটন।

(১৩) নীলমণির অতিবর্ত্ত্য-ঔজ্জ্বল্য-প্রকটন।

(১৪) ভাগবত-বার্ষিকীর রসমহোৎসব-আরাধন ও আনুষঙ্গিকভাবে ত্রিতাপ-মূল উৎপাটন-পূর্ব্বক বিশ্বে নিত্য শান্তিসাম্রাজ্যলক্ষ্মীর অভিষেক।

(১৫) ভূলোকে গোলোকের বিচিত্র চিৎ-বিলাস প্রদর্শন করিয়া ভোগবাদ, মায়াবাদাদি যাবতীয় নাস্তিক্য মতবাদ নিরসন ও তদ্মূলে আস্তিকতার চতুর্দ্দিগ্ব্যাপী সাম্রাজ্য অতিক্রমণ-পূর্ব্বক পূর্ণতমা আস্তিকতার পঞ্চম-মূলীতানে বিশ্ব-আকর্ষণ।

আচার্য্যের এই অতিমর্ত্ত্য অমন্দোদয়-দয়ার আমন্ত্রণ, আহ্বান, আকর্ষণ আমাদিগের সকলকে বরিয়া লইতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই প্রদর্শনী সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ, এখানে আচার্য্যের আনুগত্যে বহুলোকের সমবেত সেবা আবশ্যক—সঙ্কীর্ত্তনে সকলের অধিকার—বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ, ধনী, নির্ধন, মূর্খ, পণ্ডিত সকলেই সংকীর্ত্তনের যথাযোগ্য সেবা করিতে পারেন। আমরা সর্ব্বাগ্রে আমাদের নিখিল সতীর্থগণকে এই সংকীর্ত্তন-সেবায় তাঁহাদের যথাযোগ্য উপাদান লইয়া অগ্রসর হইতে আহ্বান করিতেছি। এই পারমার্থিক প্রদর্শনীতে প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি, পত্রিকা, প্রদর্শন-যোগ্য পারমার্থিক চিত্রপট, শ্রীপাট, তীর্থ প্রভৃতির চিত্র, শ্রীবিগ্রহ, শ্রীশালগ্রাম, শ্রীমালিকা, নানাবিধ ভগবৎ সেবানুকূল বাদ্য-যন্ত্র, প্রাচীন দলিল-পত্র, লিপি-লিপি, মানচিত্র, অর্চ্চনসামগ্রী, পূজার-দ্রব্য, কণ্ঠমালিকা, জপ-মালিকা, তিলকমাটি, পদচিহ্ন, ছাপ, মালিকাধার, আসন, সিংহাসন, পালঙ্ক, দোলা, রথ-যানাদি, ছত্র, আশাসোটা, পুথি, ধ্বজা, পতাকা, শঙ্খ, ঘণ্টোপকরণ, অভিষেক-সামগ্রী, ত্রিদণ্ড, একদণ্ড, কমণ্ডলু, অজিন, বেষনা, বিভিন্ন প্রকার পুষ্প, তুলসী, নীরাজন-সামগ্রী,—যথা পঞ্চপ্রদীপ, সহস্রপ্রদীপ, চামর, বীজন-বস্ত্র; মহোৎসবাদিতে ব্যবহৃত উপকরণাদি, বিভিন্ন প্রকার নৈবেদ্যোপকরণ, রাধবের ঝালি, কুলিনগ্রামের পট্টডোরি, লেপ্যা-লেখ্যাদি অষ্টবিধা প্রতিমা, বিভিন্ন বৈষ্ণব-তীর্থের মৃত্তিকা, চন্দনাদি বিভিন্ন সুগন্ধি দ্রব্য এবং যাবতীয় ভগবৎ ও ভাগবত-বৈভব-সামগ্রী যিনি যাহা পারেন, বিশেষ অনুসন্ধান-পূর্ব্বক সংগ্রহ বা নির্ম্মাণ করিয়া এই পারমার্থিক প্রদর্শনীর সেবায় প্রদান-পূর্ব্বক শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট পরিপূরণে আনুকূল্য করুন—প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য, দেহ দিয়া সর্ব্বতোভাবে এই মহাযজ্ঞের সেবা করুন।

আমরা নিখিল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে, ভক্ত-সম্প্রদায়কে, ধার্ম্মিকগণকে, সত্যানুসন্ধিৎসুগণকে ও সত্যানুরাগিগণকে এই পারমার্থিক প্রদর্শনীতে—এই শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তন-মহাযজ্ঞে—মহা-উৎসবে তাঁহাদের সাধ্যমত সেবা করিয়া নিত্য-নূতনমঙ্গলের—বাস্তব পরোপকার ও আত্মোপকারের আদর্শ-প্রকটনে করযোড়ে আহ্বান জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাদের মহৎ হৃদয় নিশ্চয়ই শ্রীচৈতন্য বাণীর সেবা-সার্থকতা সম্পাদন করিবেন—

ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক কর, করি' পর-উপকার॥

বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসবোপলক্ষে আগামী ৬ই ভাদ্র, ২৩শে আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির হইতে একটি বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন বহির্গত হইয়া বাগবাজার ষ্ট্রীট, অপারচিৎপুর রোড, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, ষ্ট্রাণ্ড রোড, নিমতলা ষ্ট্রীট, বরমাহাটা ষ্ট্রীট, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, অপারচিৎপুর রোড, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, হইয়া পুনরায় সন্ধ্যা ৭টায় শ্রীমঠে প্রত্যাবৃত্ত হইবে।

সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আগামী ১০ই ভাদ্র, ৩০শে আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ ৪টা, এবং ২০শে ভাদ্র, ৬ই সেপ্টেম্বর রবিবার অপরাহ্ণ ২টার সময় পুনরায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে এইরূপ নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইবে।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার-পঞ্জী

[শ্রাবণ ১৩৩৭ হইতে শ্রাবণ ১৩৩৮ পর্য্যন্ত]

প্রচার-কাল	প্রচার-স্থান	প্রচার্য্য বিষয়
৩২শে শ্রাবণ ১৩৩৭	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, উল্টাডিঙ্গি	শ্রীকৃষ্ণের জন্মরহস্য কীর্ত্তন
৭ই ভাদ্র	প্রয়াগধাম	এলাহাবাদ ডিভিসনের একসাইজ কমিশনার শ্রীযুক্ত উমানাথ মুখোপাধ্যায় ও হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট্ শ্রীযুক্ত হরিমোহন রায় প্রমুখ বহু ভদ্রলোকের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন।
৮ই "	"	ডাঃ পি. কে, আচার্য্য এম, এ, পি, এইচ, ডি (লিণ্ডন) ডি, লিট্ (লণ্ডন) মহাশয়ের কথিত অহিংস্য নীতির সহিত ভগবান্ ও ভক্তগণের সহিষ্ণুতার সাম্য-বিচারের পার্থক্য সমালোচনা; এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন এম্, এ, ডি, এস, সি মহোদয়ের নিকট সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ মহোদয়ের প্রশ্নের উত্তরে সমবেত আরও বহু উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট গৃহাসক্ত ব্যক্তির বিক্ষিপ্ত চিত্তের স্থিরতার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা।
৯ই "	"	
৭ই ভাদ্র	প্রয়াগধাম	অবসরপ্রাপ্ত সেসন্‌স্‌জজ শ্রীযুক্ত মনোমোহন সান্যাল, এম্. এ, এল, এল বি, ও ডাঃ পি,কে আচার্য্য প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন।
৮ই "	আড়াইল গ্রাম	গৌরলীলার পুনরাবৃত্তি
৯ই "	প্রয়াগধাম	শ্রীযুক্ত মনোমোহন সান্যাল মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে "ভগবানের পাদপদ্ম লাভের উপায়" সম্বন্ধে আলোচনা; এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত দাশগোপাল মুখোপাধ্যায়, হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও বহু ভদ্রের নিকট ভক্তিধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন।
১০ই "	"	শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত লছমননারায়ণ ও শ্রীযুক্ত সীতারাম খেরু মহোদয়গণের সহিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদের পরস্পর বৈষম্য ও সৌসাদৃশ্য সম্বন্ধে আলোচনা।
১১ই ভাদ্র	"	হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত নীলমাধব রায় মহোদয়ের প্রশ্নের উত্তরে "সহজে

প্রচার-কাল	প্রচার-স্থান	প্রচার্য্য বিষয়
		ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়" সম্বন্ধে উপদেশ।
১২ই ভাদ্র	১৩০৭ প্রয়াগধাম	শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী মহাশয়ের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন।
১৩ই "	" বিজনৌর	রায় বাহাদুর ঠাকুর করণ সিংহ,রায় বাহাদুর জ্ঞানেশ্বর দাস (চেয়ারম্যান ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ড বিজনৌর), শেঠ বলবন্ত সিং (অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও জমিদার), বাবু অম্বিকা-প্রসাদ (অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট), শেঠ দামোদরদাস, বাবু রাজা-রাম বি, এ, এল, এল, বি (সেক্রেটারী সনাতনধর্ম্মসভা), বাবু রাম-স্বরূপ (হেড্ মাষ্টার টাউন স্কুল, বিজনৌর), পণ্ডিত প্যারীলাল, বাবু ছেদ্দিলাল (হেড্ মাষ্টার, টাউনস্কুল ধামপুর), বাবু কানাইয়া লাল, 'নুর-মহম্মদ খাঁ (পুলিশ-সব্-ইন্স্পেক্টর), ঠাকুর-সাহেব টিকমসিংজী প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহোদয়গণকে "শ্রীমদ্ভাগবত" গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় উপদেশ।
১৭ই "	" "	অধ্যাপক সত্যব্রত সিদ্ধান্তালঙ্কার (গুরুকুলবিশ্ব-বিদ্যালয়, হরিদ্বার), বাবু রাজেন্দ্রনাথ বি, এ, এল, এল, বি (বিজনৌর), বাবু গুরুচরণ গুপ্ত (উকীল), বাবু কালীনাথ (সেংবন্ স্কুল বিজনৌর), পণ্ডিত দুর্গাকান্ত শর্ম্মা (ম্যানেজার কো-অপরেটিভ ব্যাঙ্ক), বাবু জ্ঞান-চন্দ্র শর্ম্মা বি,এ, এল, এল, বি,(উকীল),বাবু বালকৃষ্ণ বি, এ, এল, এল, বি; বাবু ফতে সিং(সেক্রেটারী ডিঃ বোর্ড), বাবু মনো-মোহন দাস্যাল এম্, এ, এল, এল, বি; ঠাকুর-সাহেব টিকন সিংহজী প্রভৃতির নিকট আস্তিকা ও নাস্তিক্যবাদ এবং ভাগবতধর্ম্ম সম্বন্ধে কীর্ত্তন।
১৮ই ভাদ্র	১৩০৭ বিজনৌর-হরিদ্বার	বিজনৌরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল রায় বাহাদুর হরপ্রসাদ, অধ্যাপক কিশোরীলাল শাস্ত্রী, সন্ন্যাসী মুকুন্দগিরি, মিঃ মনোমোহন গুপ্ত (ষ্টেশন-মাষ্টার হরিদ্বার), শ্রীযুক্ত পূর্ণলাল অগ্নিহোত্রী, শ্রীকৃষ্ণানন্দ পাণ্ডে প্রভৃতির সহিত হরিকথা।
১৯শে "	" বেরাদুন	অধ্যাপক সত্যভূষণ রায় (এম্, এ, ডি, এ, ডি, কলেজের তর্কশাস্ত্রের অধ্যাপক) এর নিকট হরিকথা কীর্ত্তন।
২০শে "	" "	দেওয়ান বাহাদুর আর, বিশ্বেশ্বর নাথ, সি, আই, ই (৮৫ বৎসর বয়স্ক প্রাচীন) এর নিকা

প্রচার-কাল	প্রচার স্থান	প্রচার্য্য বিষয়
		মহাপ্রভুর ঔদার্য্য কীর্ত্তন। তৎপরে রায়বাহাদুর গোপাল দাস মুখোপাধ্যায় (অবসরপ্রাপ্ত জজ, দেরাদুন), অধ্যাপক সত্য ভূষণ রায় (এম, এ), শ্রীমনোমোহন সান্যাল এম, এ, এল, এল, বি; বাবু সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (জমিদার দেরাদুন), শ্রীঅনন্ত কুমার রায় (করণপুর, ফরেষ্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউট, দেরাদুন), শ্রীউমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া করণপুর, দেরাদুন), শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহুসীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীধরণীধর সরকার, শ্রীরাধাকৃষ্ণ কর, শ্রীহৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকণীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিজয় কুমার মুখোপাধ্যায় (মীরাট, দেরাদুন) প্রভৃতি বহু বহু ব্যক্তির নিকট মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন।
২১শে ভাদ্র ১৩৩৭	মুসৌরী	শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য এম, এ (সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া), শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ দেব বি, এ (সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া), শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্রদাস বি, এ, এল, এল, বি, উকীল (দেরাদুন), মিঃ আনন্দ-স্বরূপ (জমিদার), কর্ণেলগঞ্জের (মুসৌরী) পোষ্টমাষ্টার, শ্রীযুক্ত তারিণী মোহন চক্রবর্ত্তী, দৌলী ভক্ত ভজনানন্দ দাস প্রভৃতির নিকট হরিকথা কীর্ত্তন।
২২শে ভাদ্র ১৩৩৭	মুসৌরী	মিঃ বক্সীনাথ চিমার ও রাওলপিণ্ডিবাসী অনেক ভদ্রলোকের প্রশ্নের উত্তরদান; শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ঠাকুরতা, শ্রীযুক্ত মুকুন্দচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা (বরিশালের জমিদারদ্বয়); শ্রীরজনী কুমার ভট্টাচার্য্য এম, এ; শ্রীমনোমোহন সান্যাল এম, এ, এল, এল, বি; শ্রীহরচন্দ্র দেব বি, এ, প্রভৃতির নিকট হরিকথা কীর্ত্তন।
২৯শে "	"	শ্রীগৌড়ীয়-মঠ, উল্টাডিঙ্গি, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত নফর চন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ মহাশয়ের নিকট শ্রীনামতত্ত্ব ও মনঃশিক্ষা কীর্ত্তন।
৩০শে "	"	" শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত্র বর্ণন, শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরীর সহিত লীলাকীর্ত্তন শ্রবণের অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা; রাজর্ষি শ্রীযুক্ত পরমিদ্দুনারায়ণ রায় এম্, এ, প্রাজ্ঞ মহোদয়ের প্রশ্নের উত্তরে পরমেশ্বরের মানুষত্ব সম্বন্ধে আলোচনা।

প্রচার-কাল	প্রচার-স্থান	প্রচার্য্য বিষয়
১লা আশ্বিন ১৩৩৭	শ্রীগৌড়ীয়মঠ, উল্টাডিঙ্গি, কলিকাতা।	শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ মহাশয়ের নিকট বর্ত্তমান দেশের অবস্থা ও মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে কীর্ত্তন।
২রা "	" "	শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন।
৩রা "	" বাগবাজার, নবনির্ম্মীয়মান সারস্বত নাট্যমন্দির	শ্রীযুক্ত মাখনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, ঋষি শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ, শ্রীবিপিনবিহারী রায় (ওদনার কোম্পানীর) জামিরিয়া পালের জমিদার; শ্রীরামচন্দ্র দাস মহাপাত্র (মেদিনীপুর) প্রভৃতির নিকট হরিকথা কীর্ত্তন।
৪ই "	" শ্রীগৌড়ীয়মঠ উল্টাডিঙ্গি, কলিকাতা।	'অ্যাড্‌ভান্স' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য এম, এ, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষবি, এল প্রভৃতি বহু শিক্ষিত লোকের নিকট সনাতনধর্ম্ম ও মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য বর্ণন।
৬ই "	" বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ	'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেনের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন।
৭ই আশ্বিন ১৩৩৭	গৌড়ীয়-মঠ, উল্টাডিঙ্গি, কলিকাতা।	শ্রীপাদ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদি-বারী ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যার্ণব মহোদয়কে "শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ শ্রীধর" ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-নাম প্রদান।
৮ই "	" "	অবসরপ্রাপ্ত ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন ঘোষবি, এ মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইতিহাস কীর্ত্তন।
৯ই "	" "	কক্সবাজার-নিবাসী শ্রীযুক্ত ভেঙ্কটরাও গারু মহাশয়ের সহিত ব্রহ্মদর্শন ও অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধে আলোচনা।
১১ই "	" বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-প্রাঙ্গণ	'অমৃতবাজার' পত্রিকার শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়ের সহিত মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথোপকথন।
১২ই "	" উল্টাডিঙ্গি শ্রীগৌড়ীয় মঠ	শ্রীযুক্ত সীতানাথ ভক্তিভূষণ ও সিটি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশনাথ মৈত্র এম, এ, মহোদয়-দ্বয়ের নিকট 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের দ্বারা শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম ও গৌড়ীয়মঠ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জ্ঞাপন শ্রীহর্ষাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল, অধ্যাপক রাধাকিষণ, ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রভৃতির নিকট 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের দ্বারা পারমার্থিক সম্মিলনীর বিষয় বিজ্ঞাপন।

প্রচার-কাল	প্রচার-স্থান	প্রচার্য্য বিষয়
১৩ই আশ্বিন	১৩০১ গৌড়ীয়মঠ উল্টাডিঙ্গি	নোয়াখালির সিভিল-সার্জ্জন ডাক্তার সরদী-লাল সরকারের নিকট ভাগবতীয় সত্তা ও মনো-ধর্ম্ম সম্বন্ধে কীর্ত্তন।
১৪ই "	"	" উক্ত ডাক্তার মহাশয়ের সহিত পূর্ব্ব দিবসের কথার পূর্ব্বানুবৃত্তি।
১৬ই "	"	" হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব অ্যাড্‌ভোকেট্ শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সেন এম, এ, বি, এল মহাশয়ের নিকট মনোধর্ম্ম ও অভিজ্ঞতাবাদ সম্বন্ধে আলোচনামুখে কৃষ্ণ-সেবার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন; সাউথ আমেরিকা ব্রেজিল প্রদেশের কন্সাল জেনারেল মিঃ ভিসেণ্টো এণ্ডিসিনো, এঃ পোষ্টমাষ্টার জেনারেল শ্রীযুক্ত শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামা-দাস বাচস্পতি মহাশয়ের সহিত 'বৈষ্ণব-দর্শন' সম্বন্ধে আলোচনা।

(ক্রমশঃ)

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ বিগত ৫ই আগষ্ট তারিখে বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত ধামিরা গ্রামের অধিবাসী শ্রীযুক্ত হরিচরণ মহাপাত্র মহাশয়ের বাটীতে বহু শিক্ষিত ভদ্রজনমণ্ডলীর সভায় রাত্রি ৯ ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত দুই ঘণ্টাকাল ভাগবতধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। স্বামিজীর বক্তৃতা শ্রবণে সমবেত শ্রোতৃ-মণ্ডলী অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

৬ই আগষ্ট তারিখে স্বামিজী মহারাজ বাউনপুর-নিবাসী অধিবার শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের শ্রীঠাকুর-মন্দিরের প্রাঙ্গণে শ্রীযুক্ত রমানাথ সে রিটায়ার্ড ইন্‌স্পেক্টর, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রপ্রসাদ দাস প্লীডার, শ্রীযুক্ত জীবনচন্দ্র দাস প্লীডার, শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র মহাপাত্র স্কুল-মাষ্টার প্রমুখ বহু শিক্ষিত জনমণ্ডলীর সভায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'সাক্ষীগোপাল-চরিত্র' পাঠ করিয়াছিলেন। পাঠান্তে ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণজী মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিলে শ্রীযুক্ত বিপিন বাবুর উৎসাহ ও চেষ্টায় শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত ওকরা গ্রামের শ্রীযুক্ত উদয়-নারায়ণ দাস মহাশয়ের প্রেরিত পত্রপ্রকাশ,—উপরি-উক্ত ত্রিদণ্ডিস্বামিজী মহারাজ ফোরোণ্ট-গ্রাম-নিবাসী সত্যানু-সন্ধিৎসু শ্রীযুক্ত বাবু গণমোহন মহাপাত্রের ঐকান্তিক আগ্রহ ও চেষ্টার ফলে দুইজন ব্রহ্মচারী সহ তাঁহাদের গ্রামে গমন করিয়া বহু সজ্জনমণ্ডলীর সমক্ষে প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল 'শুদ্ধ-ভক্তি' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামিজী মহারাজের শ্রীমুখে শুদ্ধ ও বিশ্বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পার্থক্যের কথা শ্রবণে তথাকার বহু সজ্জন ব্যক্তি গৌড়ীয় মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

মুদ্রাকর-প্রমাদ

১০ম খণ্ড ২য় সংখ্যা গৌড়ীয়ের ২১ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ১৯শ পংক্তিতে লিখিত 'জানেন না' স্থলে 'জানেন' এবং ৩২ পৃষ্ঠার 'বৈষ্ণব-স্মৃতিবিধানে শ্রাদ্ধ' প্রসঙ্গের ১ম স্তম্ভের ১ম পংক্তিতে লিখিত '(১৩০১)' স্থলে '(১৩০৮)' হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

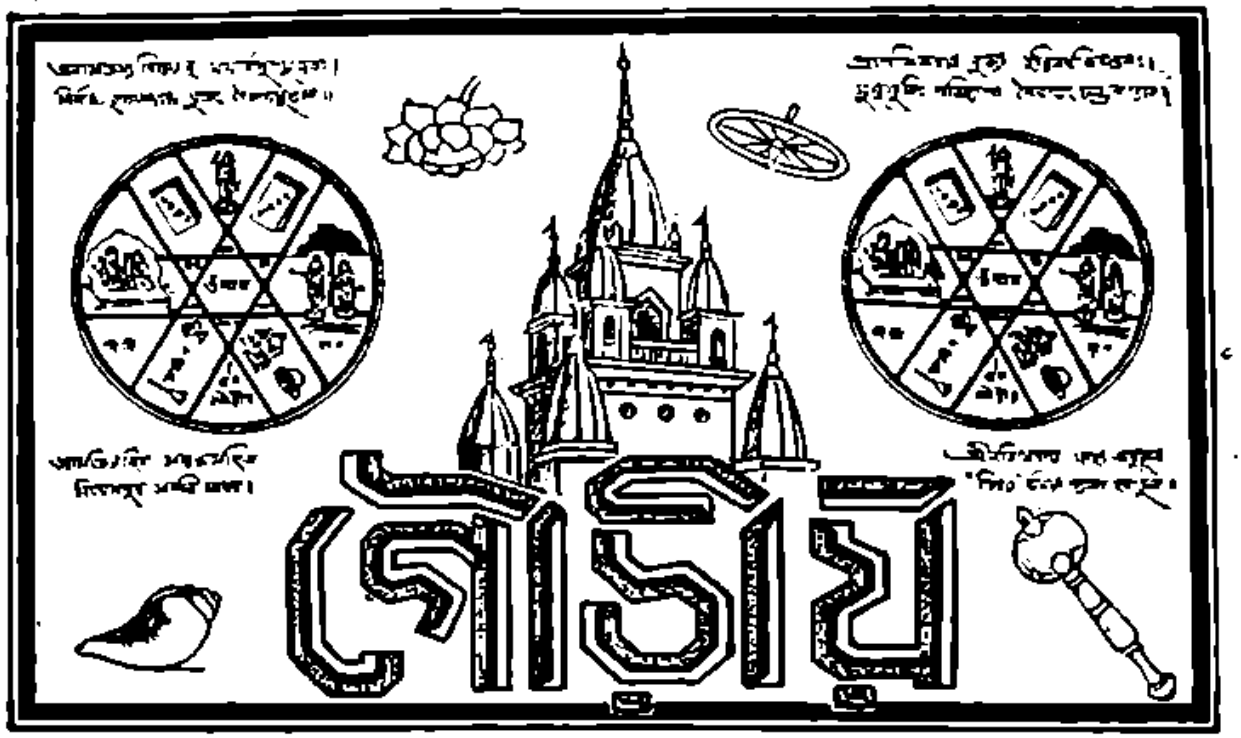

১০ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১২ই ভাদ্র শনিবার, ১৩৩৮; ২৯শে আগষ্ট, ১৯৩১ | ৪র্থ সংখ্যা

সাময়িকী

গত ৭ই ভাদ্র শ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরহ-মহামহোৎসব হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। 'ঝুলন-যাত্রা' বা 'হিন্দোল-ক্রীড়াদি' শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগোৎসব। অপ্রাকৃত মধুর রসের রসিক ভাক্তগণ অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠতমা শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীকে হিন্দোলে আরোহণ করাইয়া তাঁহাদের উভয়ের অপ্রাকৃত সম্ভোগোৎসবে আপনাদিগের চিত্তানন্দানুভব করেন। রূপানুগ-গণের চিত্ত অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভমহাভাব-প্রচুর। তাই শ্রীকৃষ্ণের হিন্দোলোৎসব-বাসরেও শ্রীরূপানুগ-গণের বিপ্রলম্ভ-বিরোমাদ-বর্দ্ধনের জন্য শ্রীল রূপপ্রভুর বিরহ-মহামহোৎসবের প্রকটন। শ্রীরূপানুগবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ শ্রীরূপ-প্রভুর নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য-লীলা-কীর্ত্তনারতি-মুখে 'গৌড়ীয়' উৎসবের মঙ্গলা-চরণ করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীর সেবনকার্য্য মহা-উদ্যমের সহিত আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশমত সেবা-নিপুণ ভক্তগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে কায়, মন, বাক্য, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি সমস্ত অর্পণ করিয়া পারমার্থিক প্রদর্শনীর উপায়ন সংগ্রহ করিতেছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামিগণ দ্বারে দ্বারে গমন-পূর্ব্বক পারমার্থিক প্রদর্শনীতে বিশ্বকে আমন্ত্রণ করিতেছেন, মঠরক্ষক আচার্য্যাত্মিক ভাগবতরত্ন প্রভু, পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু, সঙ্ঘপতি শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি-প্রভু এবং প্রদর্শনীর সজ্জাবিভাগের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বনমহারাজ প্রদর্শনীর বিভিন্ন সেবায় অবিশ্রান্তভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন। বিভিন্ন কেন্দ্রের মঠরক্ষকগণ ও মঠসেবকগণ বিভিন্ন উপায়ন সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শনীকেন্দ্রে প্রেরণ করিতেছেন। গৃহস্থভক্তগণ কেহ অর্থ-দ্বারা, কেহ শারীরিক সেবা-দ্বারা, কেহ দ্রব্যাদি-সংগ্রহ-দ্বারা, শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের

মনোহভীষ্ট-সেবা-প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন। এরূপ সেবার সুবর্ণ সুযোগে "গৌড়ীয়" সকলকেই আমন্ত্রণ করিতেছেন।

পারমার্থিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন সংঘের করিতে করিতে গত ২৩শে শ্রাবণ (১৩৩৮) সোমবার আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তলিখিত গ্রন্থাগার পরিদর্শন করিবার অবসর হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থাগারের সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম, এ এবং ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট্ কলেজের প্রধান বিজ্ঞানাধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা এম, এ মহোদয় আমাদিগকে উক্ত গ্রন্থাগার প্রদর্শন করিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস বাবু প্রায় ৩।৪ ঘণ্টাকাল আমাদের সহিত গ্রন্থাগারের বৈষ্ণবগ্রন্থাবলী-সমূহের অনুসন্ধানে সাহায্য করিয়াছিলেন। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় কয়েক বৎসর যাবৎ বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উদ্যম একদিক্ হইতে প্রশংসনীয়, তবে নিরপেক্ষ বিচারের তৌলদণ্ডে তুলিত হইলে পরিণামে উহার ফল কতটা 'অমঙ্গোদয়' করাইবে, তাহা বিচার্য্য।

যখন আমরা অধ্যাপক হরিদাস বাবুর সহিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তলিখিত পুঁথির ক্যাটালগসমূহ পাঠ ও পরিদর্শন করিতেছিলাম, তখন উক্ত গ্রন্থাগারের রক্ষকের সহিত আমাদের বৈষ্ণব-সাহিত্য ও গ্রন্থ-সম্বন্ধে অনেক বিষয়ের আলাপ হইল। তিনি আমাদিগকে জানাইলেন যে, বর্ত্তমানে তিনি কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সহিত ১৬৭৪ শকাব্দের একখানি হস্তলিখিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পুঁথির পাঠ মিলাইতেছেন এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীল পণ্ডিত জগদানন্দ গোস্বামী প্রভুর "প্রেমবিবর্ত্ত" (১ম সংস্করণ) পাঠ করিয়াছেন। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানাস্‌ক্রিপ্ট্ লাইব্রেরীর মধ্যে উক্ত গ্রন্থাগার-রক্ষকের টেবিলের উপরেই অপ্রত্যাশিতভাবে উক্ত পুস্তকদ্বয় দেখিতে পাইলাম। উক্ত হস্তলিখিত শ্রীচরিতামৃতের পুঁথিটী মেদিনীপুর হইতে প্রাপ্ত, ১৬৭৪ শকাব্দার লিপি। শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত মেদিনীপুর শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের হস্তলিখিত শ্রীচরিতামৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত পুঁথির লিপি অপেক্ষাও প্রাচীন কি না, দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থরক্ষক মহাশয় বলিলেন,—"প্রেমবিবর্ত্ত" অতীব সুন্দর গ্রন্থ এবং তাহার বর্ণনা অতীব সরল। তবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে। ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে।"—এই পদটী প্রেমবিবর্ত্তেও প্রায় একই ভাষায় দেখা যায়, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়?" অধ্যাপক হরিদাস বাবু বলিলেন,—"শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু মহাপ্রভুর পার্ষদ ছিলেন, তিনি ও শ্রীস্বরূপদামোদর প্রভৃতি মহাপ্রভুর নিকট নীলাচলে অবস্থান-পূর্ব্বক যে-সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু সেই কথাই পরে তাঁহার গ্রন্থমধ্যে শ্রুতিমূলে শ্রবণ-পূর্ব্বক যথাযথ শব্দে উদ্ধার করিয়া থাকিবেন।" গ্রন্থাগার-রক্ষক বলিলেন, "তাহা হইলে 'প্রেমবিবর্ত্ত' নামটী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত থাকিত।" আমরা জানাইলাম, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামীর 'প্রেমবিবর্ত্তে'র সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। "জগদানন্দের 'প্রেমবিবর্ত্ত' শুনে যেই জন: প্রেমের স্বরূপ জানে, পায় প্রেমধন।" প্রভৃতি শ্রীচরিতামৃতের উক্তিতে তাহার নিদর্শন আছে। গ্রন্থরক্ষক শ্রীচরিতামৃতে "প্রেম-বিবর্ত্ত" শব্দের উল্লেখ আছে শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

গ্রন্থরক্ষক অন্যান্য বহু প্রসঙ্গের অবতারণা করিলেন এবং তাঁহার অনেকপ্রকার অসঙ্গত ধারণা শ্রৌত সিদ্ধান্তের নিকট বিদূরিত হইল। তাঁহার অসঙ্গত ধারণায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাগবতের শ্লোকানুবাদ প্রভৃতি ঠিক শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্যপর নহে। "যাহে ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে"—শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীল স্বরূপ-রামানন্দ প্রভুর এই আদেশ অমান্য করায় সাধারণ অসঙ্গ সাহিত্যিক-সম্প্রদায়ে ঐরূপ অসৎ মনোধর্ম্মজ বিচার উদিত হইয়াছে। শুনা গেল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ দে মহাশয় "শ্রীচৈতন্যদেব" সম্বন্ধে গবেষণাপর (?) ক্লাসিক্ বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন। আমরা সেই বক্তৃতা শুনি নাই, তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত

উপেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম, এ, মহাশয়ের নিকট হইতে অন্তর শুনা গেল, অধ্যাপক ডাঃ দে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধে এমন কতকগুলি অভিনব মতবাদ ও ইতিহাস নাকি উদ্ঘাটন করিতেছেন—যাহা সাধারণ ইতিহাসের সহিত অবিরোধ সমন্বয় করিতে পারে নাই। একান্ত অকৈতব শ্রীচৈতন্যজনানুগতো শ্রীচৈতন্যদেব-সম্বন্ধে আলোচনা না হইলে তাহা কখনই নিরপেক্ষ, অকৃত্রিম ও ভ্রমাদি-দোষচতুষ্টয়-নির্মুক্ত হয় না।

প্রাকৃত সাহিত্যিক সমাজ আজকাল শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগ-গণের অপ্রাকৃত সাহিত্য লইয়া অনধিকারচর্চ্চায় অতি-অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছেন। আবার ঐরূপ চর্চ্চাদ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়া বালক-গণের কোমল মনীষার উপর ছাপ বসাইয়া দিবার একটা অভিসন্ধিমূলা চেষ্টাও হইতেছে। সাহিত্যিক কবি শ্রীকালিদাস রায়-লিখিত "বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ" নামী একটী পুস্তিকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। পুস্তকখানি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় নির্দ্ধারিত। কালিদাস বাবুর "ক্রমবিকাশে" পূর্ব্বতন বৌদ্ধবিচার-প্রভাব যেন প্রচ্ছন্নভাবে প্রতিধ্বনি করিতেছে। ঐরূপ সাম্প্রদায়িকতা-মূলে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি প্রভৃতিকে প্রাকৃতসহজিয়া-মতের পুরোহিত করিবার চেষ্টা বহুদিনের সহজিয়া-মতবাদীর বিচারের প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কি? কতকগুলি ইতিহাস ও সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ দুই অভিসন্ধিকল্পিত আধুনিক পুঁথির সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবতকে সমস্তরে স্থান প্রদান করিয়া আলোচ্য সাহিত্যিক মহাশয় সাধারণ ইতিহাসের নিরপেক্ষতাটুকু পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারিয়াছেন কি? শ্রীগৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনী এ সম্বন্ধেও আমাদিগকে অনেকভাবে আলোকিত করিবেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ভক্তিসিদ্ধান্তসম্রাট্ শ্রীল স্বরূপ-গোস্বামী প্রভু যাহাদিগকে 'যথা-তথা কবি' বা 'প্রাকৃত-সাহিত্যিক' প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়াছেন, তাহাদের মতামত, ভোগপর সিদ্ধান্ত প্রভৃতির পাঠ বা আলোচনা কিংবা কোনওপ্রকারে তাহাদের সঙ্গ কোন "গৌড়ীয়ের" কর্ত্তব্য নহে, তবে "অসৎসঙ্গ-ত্যাগ"—এই বৈষ্ণবাচার পরিপালনকল্পে উহাদের দুঃসঙ্গবর্জ্জন ও নিরাকরণ আত্মস্বরূপ এবং ভুবনমঙ্গলকর বলিয়া তাহা "গৌড়ীয়ে"র ব্যতিরেক-মুখে আলোচ্য বিষয় হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান মাসের "মডার্ণ রিভিউ" ইংরেজী মাসিক পত্রিকার ১৬২ পৃষ্ঠায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত শ্রীমণীন্দ্রনাথ বসু এম, এ-লিখিত "The Post-Chaitanya Sahajia cult of Bengal" নামক একখানা পুস্তকের সমালোচনা পাঠ ও পুস্তকটী দর্শন করিয়া বর্ত্তমান সাহিত্যের বৈরাচারের তাণ্ডব এবং তৎসঙ্গে এই ভীষণ যুগে অপ্রাকৃত সাহিত্যিক সম্রাট্ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-সাহিত্য-সিদ্ধান্ত-সম্রাট্ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অভিমর্ত্ত্য অমন্দোদয়-দয়ার গৌরব ও সৌষ্ঠব-মাধুর্য্যে হৃদয় উদ্বেলিত হইল। এই যুগ বাসযোগ্য হইত না—ধরাধাম মনুষ্যত্বের—চেতনত্বের আগার থাকিত না, যদি এই কৃপাবতারগণকে ভুবনমঙ্গলের জন্য শ্রীগৌরসুন্দর এ সময়ে প্রেরণ না করিতেন।

আলোচ্য পুস্তকের লেখক বেদ ও উপনিষদের সাহিত্য-মধ্যে সহজিয়ার অঙ্কুর দেখিতে পাইয়াছেন। উপনিষদে বিরোচন-মনোভাব, বা বেদের সংহিতাংশে ভোগপরক-মনোভাবের অস্তিত্ব ও ব্যতিরেকমুখে পরিচয় আছে বলিয়া 'সহজিয়া'-মত প্রাধানিক ও শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয় হইবে—ইহা বালকেও সিদ্ধান্ত করিবে না। পুস্তক-লেখক সহজিয়াগণের প্রমাণবচন উদ্ধার করিয়াছেন এবং সেই-সকল প্রমাণবচনের শাস্ত্ররূপে পাইয়াছেন শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, ঠাকুর নরোত্তমের পদ্যাবলী প্রভৃতি! ইহা অপেক্ষা অর্ব্বাচীনতা আর কি হইতে পারে? অসৎসঙ্গে আনখ-কেশাগ্র নিমজ্জিত রাখিয়া—প্রাকৃত সহজিয়া-সমাজের ভোগ-বৈচিত্র্য আকণ্ঠ ভোজন করিয়া শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অধোক্ষজ অমৃত পান করিতে গেলে তাহা বিষবিষই লাভ হয়—এইরূপ মন্দোদয় কলহই ভাস্যে ঘটে। শ্রীল নরোত্তমের ভণিতাযুক্ত অভিসন্ধিময় প্রাকৃত সহজিয়া-গণের কল্পিত কাকতীর্থবৎ পদগুলি অপ্রাকৃত রসিকপ্রবর 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'-লেখক ঠাকুর নরোত্তমের পদ্যাবলী নহে। অথবা 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'র

যে-সকল পত্র অনর্থযুক্ত জাতরুচি ভক্তগণের আলোচ্য, একান্ত অনর্থযুক্ত তোষরুচি সাহজিকগণের নিকট সেই-সকল পত্র আত্মপ্রকাশই করেন না—যোগমায়া-দ্বারা সমাবৃত থাকিয়া মায়াবদ্ধগণকে বঞ্চনা করেন মাত্র।

আলোচ্য পুস্তক-লেখক কল্পনা করেন যে, বর্ত্তমান সহজিয়া-সম্প্রদায় চৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এইরূপ সংক্রামক আধুনিক প্রাকৃত সাহজিক মতটী বহুধানীয় সাহিত্যিক-সম্প্রদায়ের প্রতিধ্বনি মাত্র। শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীচৈতন্যের অনুগত বৈষ্ণবধর্ম্ম কোনপ্রকার সাহজিক মতের বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় প্রদান করেন নাই। অদ্বৈতব অকৃত্রিম সত্য হইতে কখনও দ্বৈতবময় কৃত্রিম অসত্যের উদ্ভব হইতে পারে না। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ভাগবতধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম—গোস্বামিগণের প্রচারিত প্রৌঢ়োক্তি-দ্বৈতব ভাগবতধর্ম্ম, পরম অকৃত্রিম সত্যের বিজয়বৈজয়ন্তী; তাহা হইতে প্রাকৃত, অসৎ সহজিয়া-মতের বিন্দুবিসর্গও উৎপত্তি লাভ করে নাই, পরন্তু যাহারা কামপ্রবৃত্তিমূলে শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত, আক্ষিপ্ত ও আবৃত হইয়াছে, তাহারাই বৌদ্ধ, অসাধক তান্ত্রিক, প্রাকৃত শাক্তের, অকৃত্রিত অভিজ্ঞতাবাদী প্রভৃতির সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া তাহাদের কুমত গ্রহণপূর্ব্বক সহজিয়া-মত সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাদিগকে পৃথক্ করিবার জন্যই মহাত্মা তোতারামবাদ বাবাজীর সেই সুপ্রচারিত পদটী শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের আদায়-গীত হইয়া আসিতেছে—

"আউল, বাউল, কর্ত্তা-ভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই।
সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাত-গোসাঁই॥
অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী।
তোতা কহে, এই তেরর সঙ্গ নাহি করি॥"

কিন্তু কালের কুটিলগতিতে এই ত্রয়োদশ মত হইতে আবার অনেক শাখা-প্রশাখা এবং অনেক প্রকার প্রচ্ছন্ন ও অপ্রচ্ছন্ন সহজিয়া কুমতের নিত্য নূতন সৃষ্টি হইতেছে। পূর্ব্বে অধিকাংশরূপে অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেই সহজিয়া-মতের বীজ লক্ষিত হইত, কিন্তু বর্ত্তমানে তথা-কথিত শিক্ষিত, অনেক সময়ে তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত, তথাকথিত সাহিত্যিকগণের মধ্যেই উপরিউক্ত ত্রয়োদশ-প্রকার সহজিয়া-মতের নব নব সৃষ্টিকলা-বৈচিত্র্য যেন উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তিরূপে অন্বেষিত হইতেছে এবং ইহাই যুগোচিত ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে।

ত্রৈপুর-রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী স্বধামগত রাধারমণ ঘোষ বি, এ, মহাশয়ের চাকাস্থিত ভবনে যে-গ্রন্থাগার আছে, তাহাতে ঘোষ মহাশয়ের যত্নে অনেকগুলি বৈষ্ণবগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু কয়েকদিবস পূর্ব্বে তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত অনুপঙ্কজ ঘোষ আমাদিগকে তাঁহার পিতার গ্রন্থাগারের যে দুর্দ্দশা দেখাইলেন, তাহা অতীব শোচনীয়। অধিকাংশ পুস্তকই বিভিন্ন লোকের দ্বারা বিভিন্ন স্থানে নীত হইয়াছে, গ্রন্থাগারটী লণ্ড ভণ্ড হইয়া পড়িয়াছে, হস্তলিখিত পুঁথির মধ্যে ভাল ভাল পুস্তকগুলি অনেকে ধারে লইয়া গিয়া আর ফেরৎ দেন নাই। গ্রন্থাগারের ঘর নাই, পুঁথি ও পুস্তকের পাতাগুলি যেখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, পুস্তকগুলির মধ্যে কীটকুল তাহাদের স্বচ্ছন্দ লীলাভূমি প্রাপ্ত হইয়াছে, কতকগুলি পুস্তক ঠাণ্ডা লাগিয়া পচিয়া যাইতেছে। অধিক কি, জয়পুরের বিপুল-সংগ্রহ বহুমূল্য গ্রন্থাগারের যে দুর্দ্দশা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে অন্যান্য গ্রন্থাগারের কথা আর কি বলা যাইতে পারে? অথচ যে-স্থানে এই সকল গ্রন্থের প্রকৃত সমাদর ও সমর্চ্চন হয়, সে-স্থানে গ্রন্থাদি সংরক্ষণ, এমন কি, গ্রন্থাদি হইতে আবশ্যক স্থান সন্দর্শনাদি পর্য্যন্ত অনেকের নিকট তাঁহাদের অমূল্য সম্পত্তি-লুণ্ঠনের ন্যায় আতঙ্কজনক বলিয়া বিবেচিত হয়।

ঢাকা গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের কিউরেটার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ মহাশয়ের সহিত আমাদের শ্রীগৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনী সম্বন্ধে আলাপ হইল। প্রসঙ্গক্রমে অধ্যাপক ভট্টশালী অধ্যাপক হরিদাস বাবুর সমীপে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট রক্ষিত তাঁহার নিজস্ব কয়েকটী বিশেষ মূল্যবান্, প্রামাণিক ও প্রয়োজনীয় হস্তলিখিত পুঁথির উল্লেখ করিলেন এবং কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট ভট্টশালী মহাশয়ের যে-সকল পুঁথি-কথা শুনিবার অবসর হইয়াছিল, তাহাও বলিলেন। আমরা

তাঁহারই কথা-মত চারা মিউজিয়াম্ পরিদর্শন করিলাম। এখানে বঙ্গদেশের সংগ্রহ-ভাগই অধিক। কয়েকটি ক্ষুদ্র শুণ্ডাৎ প্রস্তরময়ী বিষ্ণুমূর্ত্তি আছেন, একটি ধাতুময়ী বিশেষ প্রাচীন বিষ্ণুমূর্ত্তিও কাচাধারে রক্ষিত রহিয়াছে। কয়েকটি ধাতুময়ী বিষ্ণুমূর্ত্তিও দেখিলাম।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনী ও অপারমার্থিক-গণের প্রদর্শনীর এখানেই পার্থক্য যে, একস্থানে সকল বস্তু মানবজাতির ঐকান্তিক নিত্য মঙ্গলোদ্দেশ্যে সজ্জিত ও আরাধিত, আর অন্যত্র কেবলমাত্র অক্ষজ-ভোগোন্মুখ কৌতূহল বা কাম-চরিতার্থের জন্য কামিগণের ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যপদার্থ-রূপে প্রাকৃতের সহিত অপ্রাকৃতের সমন্বয়-বুদ্ধিতে সমস্ত বস্তু রক্ষিত। অপারমার্থিক প্রদর্শনীতে বিষ্ণুবিগ্রহসমূহের অর্চ্চন হয় না, সেখানে ভোগ করিবার চেষ্টা হয়। যে-সমস্ত বিষ্ণুবিগ্রহ ভক্তগণের নিত্য হৃদয়ারাধ্য বাস্তব বস্তু-রূপে অপ্রাকৃত বিচারে পূজিত হইতেন,সেইসকল বিষ্ণুবিগ্রহ উদ্ধারের পর পারমার্থিকগণ তত্তদ্বিগ্রহগণকে নিত্য সেবাময়ী বুদ্ধিতে পূজাই করিয়া থাকেন, আর অপারমার্থিক-গণের চিন্তাস্রোত ও অক্ষজ ভোগময়ী বুদ্ধি ঐসকল আরাধ্য বস্তুকে জীবের ইন্দ্রিয়ের বা ভোগময়ী মনীষার ভোগ্য-পদার্থরূপে সজ্জিত করিয়া নিত্য-সেব্য পদার্থের উপর প্রভুত্ব করিতে চাহে। সেদিন কলিকাতায় একজন প্রতিষ্ঠানামা সাহিত্যিক আমাদিগের নিকট বলিতেছিলেন যে, তিনি তাঁহার নূতন অট্টালিকার বহির্দ্দেশে প্রাচীর-গাত্রে তাঁহার সংগৃহীত সুপ্রাচীন বহু বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রদর্শনীর ন্যায় সজ্জিত করিয়া সংলগ্ন করিয়াছেন। আমরা সাহিত্যিকের আনন্দোল্লাসের সহিত ঐক্যমত স্থাপন করিতে পারি নাই। বিষ্ণুবস্তু বৈষ্ণবের ধন—বৈষ্ণবের সম্পত্তি; সেব্যপদার্থে নিষ্কপট সেবকের সম্পত্তি—ইহাই প্রকৃত ন্যায়, প্রকৃত বিচার। বিশ্বের যে যে স্থানে যে যে প্রাচীন বিষ্ণু-বিগ্রহ উদ্ধৃত বা সংগৃহীত হন, সেইরূপ নিত্য-সেবা বস্তু যদি পারমার্থিক প্রদর্শনীর মধ্যে জীবের মঙ্গলোদ্দেশ্যে প্রদর্শিত ও পূজিত হন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা অধিকতর পূর্ণ-নিরপেক্ষতা, ন্যায়পরতা, সদ্ব্যবহার ও ভুবনমঙ্গল সাধিত হয় না কি? অপারমার্থিক প্রদর্শনীতে বিষ্ণুবিগ্রহকে প্রাকৃত বুদ্ধিগণের সহিত সমস্তরে লক্ষিত রাখিয়া, পূর্ব্ব-পূজিত ও নিত্যপূজিত বিষ্ণুবিগ্রহ-সমূহকে অপূজিত রাখিয়া, তাঁহাদিগকে কাষ্ঠ, পাষাণ, পিত্তল প্রভৃতি বুদ্ধিতে দর্শন করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া, তাঁহাদিগের দ্বারা প্রাকৃত কৌতূহল চরিতার্থ বা ইন্দ্রিয়-তর্পণ করাইবার বুদ্ধি লইয়া, তাঁহাদিগকে যথার্থ সেবকের বা বৈষ্ণবের নামগ্রহণে প্রতিপালন করিবার পরিবর্ত্তে কোন সম্প্রদায়-বিশেষের অপস্বার্থের ধনরূপে স্বীকার করিলে জগতের অমঙ্গল ব্যতীত কি মঙ্গল সাধিত হইতে পারে? কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়-মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনী প্রকৃত অমন্দোদয়-দয়া-বিতরণের জন্য—প্রকৃত ভুবনমঙ্গল, সর্ব্বমঙ্গল বিস্তারের জন্য, লোকসঙ্ঘকে ভোগবুদ্ধির কবল হইতে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে, বিরাট্-সংক্রামক সাধারণ ভ্রম-বিবর্ত্ত হইতে উন্মোচন-কল্পে, চিচ্ছড়-সমন্বয়-চেষ্টা হইতে রক্ষার নিমিত্ত, প্রকৃত ভাগবত-ধর্ম্ম, ভাগবত-সিদ্ধান্ত, বিষ্ণুসেবা, বৈষ্ণবসেবা, বিষ্ণুবৈভব-সেবা-বিস্তারার্থ উদ্ঘাটিত হইতেছে। কাজেই বিশ্বের সকল ব্যক্তির, সকল সম্প্রদায়ের, সকল সত্যানুরাগী—ধর্ম্মানু-রাগীর এই পারমার্থিক প্রদর্শনীতে সমবেত সেবা কর্ত্তব্য।

ভক্ত-চরিত

গুরু-সেবক কুরেশ

আচার্য্য শ্রীরামানুজের চরিত্র-প্রসঙ্গে তদীয় শিষ্য-বর্য্য শ্রীকুরেশের গুরু-ভক্তির আদর্শ-গাথা শুনিতে পাই। কাঞ্চিপুরের প্রায় একক্রোশ দক্ষিণে 'কুর-অগ্রহার' নামক স্থানের তুবাসী বলিয়া উক্ত ভক্তপ্রবর "কুরেশ" নামে খ্যাত ছিলেন। কুরেশ বাৎস্যগোত্রীয় ধনাঢ্য ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি অণ্ডাল-নাম্নী এক পরমা সুশীলা সহধর্ম্মিণীর পাণিগ্রহণ করেন। কুরেশের বিপুল ঐশ্বর্য্য অতিথি-সৎকারাদি সৎকার্য্যেই নিয়োজিত ছিল।

P29496

কুরেশ বাল্যকালেই শ্রীবেঙ্কটেশিকের (শ্রীরামানুজাচার্য্যের) দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিয়া তাঁহাকে প্রগাঢ় ভক্তির পাত্র-রূপে বরণ করিয়াছিলেন। শ্রীবেঙ্কটেশিক সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, কুরেশ সদ্গুরু আচার্য্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন এবং প্রায় সর্ব্বদাই আচার্য্যের সন্নিধানে অবস্থান-পূর্ব্বক আচার্য্যের বাণী শ্রবণ ও আচার্য্যের প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিতেন। কুরেশের অনুকরণীয় পাণ্ডিত্য-প্রতিভা ও অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি ছিল। এক কথায় জয়, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী—এই চারিটী বিরল একাধারে কুরেশে দেদীপ্যমান থাকিলেও ঐ সকল তাঁহার ভগবৎসেবার সম্পূর্ণ অনুকূল হইয়াছিল।

কুরেশ বিচার করিলেন, কেবল সাধারণ অতিথি-সেবা, দীন-সেবা প্রভৃতিতে অর্থ নিযুক্ত হইলে তাহাতে অর্থের যথার্থ সদ্ব্যবহার সাধিত হয় না অর্থাৎ উহা দ্বারা একান্ত ভগবদ্ভজন বা পরমার্থ-লাভ ঘটে না। ঐরূপ কার্য্য বিষয়ী কর্ম্মিগণের চমৎকারিতা উৎপাদন করিতে পারে; কিন্তু ভগবৎসেবা, লক্ষ্মীপতির পূজা, বিশেষতঃ লক্ষ্মীপতির ভক্তগণের পূজায় অর্থ-নিয়োগই অর্থের যথার্থ সদ্ব্যবহার। ইহা বিচার-পূর্ব্বক কুরেশ কাঞ্চীপুরের বেদে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব-নিবেদনার্থ শ্রীরঙ্গমে যাত্রা করিলেন।

পারমার্থিক ইতিহাস-পাঠকগণ জানেন যে, শ্রীরামানুজাচার্য্য বোধায়নবৃত্ত্যনুসারী শ্রীভাষ্য রচনা করেন। কাশ্মীর-দেশাভ্যন্তর সারদাপীঠে বোধায়নবৃত্তি গুপ্তভাবে সংরক্ষিত আছে—সংবাদ পাইয়া শ্রীভাষ্য রচনা করিবার পূর্ব্বে আচার্য্য শ্রীরামানুজ প্রিয় শিষ্য কুরেশকে লইয়া সারদাপীঠে (বর্ত্তমান ত্রিচুরে) গমন করেন। মহর্ষি-বোধায়ন-রচিত বৃত্তি বা ভাষ্যসারিণী ব্যাখ্যা প্রভৃতি প্রচারিত হইলে কেবলাদ্বৈতবাদ চিরতরে বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে বিচার করিয়া সারদাপীঠের অধিষ্ঠাতৃ কেবলাদ্বৈতবাদিগণ, ঐ পুঁথিটি কীটদষ্ট ও বিনষ্ট হইয়াছে,—শ্রীরামানুজের নিকট এরূপ অসত্যোক্তি প্রচার করেন।

শ্রীরামানুজ তিনমাসকাল পরিশ্রমের পর সারদাপীঠে উপনীত হইয়াছিলেন। বোধায়নবৃত্তি সংগৃহীত না হইলে তাঁহার ভাষ্য-রচনাই সম্ভব হইবে না, শ্রীল যামুনাচার্য্যের আত্ম-ও মনোঽভীষ্ট-পরিপালন অসম্ভব হইবে, সুতরাং তাঁহার (শ্রীরামানুজের) জীবনধারণ বৃথা,—এইরূপ বিচার করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া শ্রীরামানুজ একদিন সারদাপীঠে শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় সারদাদেবী (শ্রীসরস্বতী) স্বয়ং বোধায়নবৃত্তি হস্তে গ্রহণ-পূর্ব্বক শ্রীরামানুজের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং অবিলম্বে ঐ পুঁথি লইয়া শ্রীরামানুজ ও কুরেশকে স্থানপরিত্যাগের আদেশ করিলেন। শ্রীরামানুজ সারদাপীঠের পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট কোন কথা প্রকাশ না করিয়া কেবলমাত্র তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক কুরেশের সহিত সারদা-পীঠ পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন।

শ্রীরামানুজ ও কুরেশ চলিয়া যাইবার কয়েক দিবস পরে সারদাপীঠে কেবলাদ্বৈতবাদিগণ গ্রন্থাগারে বোধায়ন-বৃত্তি পুঁথিটি অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ঐ পুঁথিটি তথায় দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে কতিপয় দ্রুতগামী বলবান্ পুরুষ দিবারাত্র দ্রুতবেগে চলিতে চলিতে একমাস পরে পথিমধ্যে শ্রীরামানুজ ও কুরেশের সাক্ষাৎ পাইয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট হইতে পুঁথিটি কাড়িয়া লইলেন এবং সারদাপীঠে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইলেন।

এবার শ্রীরামানুজের আর দুঃখের অবধি রহিল না। তাঁহার চিরাভীপ্সিত গুরু-সেবা—শ্রীযামুনাচার্য্যের মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণ—বুঝি চিরতরে ব্যর্থ হইল, ইহা ভাবিয়া আচার্য্য যতিরাজ অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। গুরুপ্রাণ কুরেশ তখন শ্রীগুরুদেবকে আশ্বাস প্রদান-পূর্ব্বক কহিলেন—"প্রভো! আপনি চিন্তা করিবেন না। কাশ্মীর হইতে যাত্রা করিয়া অবধি এই একমাসকাল প্রতিরাত্রে আপনার বিশ্রামের পর আমি বৃত্তিটি পাঠ করিতাম। ইহাতে সমগ্র বোধায়নবৃত্তিটি আমার কণ্ঠস্থ হইয়াছে। আমি কয়েক দিবসের মধ্যেই উহা অবিকল লিখিয়া ফেলিতেছি।"

যতিরাজ শ্রীরামানুজ কুরেশের-বাক্য শ্রবণে যেন নষ্ট-সম্পত্তি পুনরায় ফিরিয়া পাইলেন এবং যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। বোধায়নবৃত্তি লেখা শেষ হইলে কুরেশের সহিত যতিরাজ শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক অন্যান্য শিষ্যগণের নিকট এইসকল বৃত্তান্ত বলিলেন এবং কুরেশের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অতঃপর আচার্য্য শ্রীরামানুজ প্রিয় শিষ্য কুরেশকে তাঁহার লেখক করিয়া শ্রীভাষ্য রচনা আরম্ভ করিলেন। কুরেশ গণেশের

ভায় আচার্য্যের সমস্ত কার্য্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া শ্রীভাষ্য লিখিয়া ফেলিলেন।

যে-সময়ে বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীযামুনাচার্য্যের বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইতেছিল, সেই সময় চোলরাজ্যের অধিপতি কৃমিকণ্ঠ নিজ রাজধানী কাঞ্চিপুরে অবস্থান করিয়া সমগ্র চোলরাজ্যকে শৈব-মতে আনয়নের প্রবল চেষ্টা করিতেছিলেন। চোলরাজ কৃমিকণ্ঠ সচ্ছাস্ত্র-পরিপন্থী ভবব্রতধর পাশুপতাদির আদর্শ ছিল। যথার্থ শৈবপ্রকৃতি বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবোত্তম শিবকে বিষ্ণুর প্রিয়তম ও অভিন্নাত্মারূপে দর্শন করেন। আর অশৈব সম্প্রদায় সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র পরমেশ্বর বিষ্ণুর ন্যায় তদধীন শিবাদি দেবতাকেও স্বতন্ত্র পরমেশ্বররূপে কল্পনা-পূর্ব্বক গীতা-ভাগবতাদি সৎশাস্ত্রের পরিপন্থী পাশুপতাবলম্বী হইয়া থাকে। চোলাধিপতি কৃমিকণ্ঠ মনে করিল,—যদি কোন-প্রকারে পরম প্রতিভাশালী রামানুজকে পাশুপতৈশ্বরমতে (অর্থাৎ শিবকে স্বতন্ত্র পরমেশ্বররূপে কল্পনাকারীর মতে—শিবকে বৈষ্ণবোত্তমরূপে পূজা 'পাশুপত' নহে) আনয়ন করা যায়, তাহা হইলে সমগ্র চোলরাজ্যে শৈবমতের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহা সঙ্কল্প করিয়া কৃমিকণ্ঠ কতিপয় কূরপ্রকৃতি বলিষ্ঠ ব্যক্তিকে রামানুজের নিকট প্রেরণ করিল। ঐ সকল রাজপুরুষ শ্রীরামানুজকে অবিলম্বে কাঞ্চিপুরে গমনার্থ রাজাদেশ জ্ঞাপন করিলেন।

ভক্তপ্রাণ কূরেশ একান্তে শ্রীরামানুজাচার্য্যকে বলিলেন যে, তিনি (কূরেশ) বিশ্বস্ত লোকমুখে শুনিয়াছেন, কৃমিকণ্ঠ আচার্য্যের প্রাণ সংহার করিবার জন্যই আচার্য্যকে কাঞ্চিপুরে আহ্বান করিয়াছেন। কারণ, শ্রীরামানুজের প্রাণসংহার ব্যতীত চোলরাজ্যে পাশুপত-মত প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। অতএব আচার্য্যের কিছুতেই কাঞ্চিপুরে যাওয়া উচিত নহে। অথচ কাঞ্চিপুরে না গেলেও অসুরপ্রকৃতি নৃপতি চোলরাজের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া অসম্ভব। এরূপ সঙ্কটে ভক্তসৌকর্য্যবাঞ্ছু কূরেশ আচার্য্যের চরণে নিবেদন করিয়া বলিলেন,—"প্রভো! জগতে আপনার অবস্থান সমগ্র পৃথিবীর মঙ্গলসেতু; কারণ, আপনার শ্রীপাদপদ্মসেবাই ভগবৎপাদাম্বুজ গমনের একমাত্র রাজকীয় পথ। অতএব আপনি অনুমতি করুন,—আপনার পরিবর্ত্তে এই নিষ্কিঞ্চন নরাধম কৃমিকণ্ঠের রাজদরবারে গমন করুক। আপনি আমার শুভ্র বসন পরিধান-পূর্ব্বক মঠ হইতে বাহির হইয়া শ্রীরঙ্গমে গমন করুন এবং আমি কাষায় বস্ত্র ও ত্রিদণ্ড গ্রহণ-পূর্ব্বক চোলরাজের প্রেরিত রাজপুরুষগণের অনুগমন করি। আর কালবিলম্বের অবসর নাই, নতুবা বিপদ অবশ্যম্ভাবী।" আচার্য্য শ্রীরামানুজ বিশেষ চিন্তা-পূর্ব্বক অর্থাৎ তাঁহাকে শ্রীযামুনাচার্য্যের অনেক মনোভীষ্ট পরিপূরণ-সেবা সম্পন্ন করিতে হইবে চিন্তা করিয়া এবং ভবিষ্যতে কূরেশের গুরু-সেবারও আরও উন্নততর পূর্ণতার প্রকাশার্থ কূরেশের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া অনতি-বিলম্বে তিনি কূরেশের বেশ ধারণ-পূর্ব্বক দ্রুতপদে মঠ হইতে পশ্চিমাভিমুখে বনোদ্দেশে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। গোবিন্দাদি শিষ্যবর্গও ক্রমে ক্রমে আচার্য্যের অনুগমন করিলেন।

এদিকে কাষায়বস্ত্র-পরিহিত ত্রিদণ্ড-ধৃক্ কূরেশ রাজপুরুষগণের সহিত কাঞ্চিপুরে কৃমিকণ্ঠের নিকট উপস্থিত হইলে কৃমিকণ্ঠ ছদ্মবেশী কূরেশকে যতিরাজ রামানুজ বলিয়াই অবধারণ করিল এবং রামানুজ তাহার আট বৎসর বয়ঃক্রমকালে কৃমিকণ্ঠের পিশাচগ্রস্তা ভগ্নীর আরোগ্য বিধান করিয়াছিলেন জানিয়া ও তাঁহার পাণ্ডিত্যপ্রতিভার কথা স্মরণ করিয়া রামানুজ-বেশী কূরেশকে অভ্যর্থনা-পূর্ব্বক তাঁহার সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গ আরম্ভ করিল। কৃমিকণ্ঠ জিজ্ঞাসা করিল,—'মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি?' রামানুজবেশী কূরেশ বলিলেন,—"মনুষ্য কেন, আব্রহ্মস্তম্ব সকল জীবেরই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সেবাই একমাত্র কর্ত্তব্য"। ইহা শ্রবণমাত্রেই কৃমিকণ্ঠ ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িল এবং বলিতে লাগিল যে, "মহাকাল শিবের হস্তে কালক্রমে বিষ্ণুও বিনষ্ট (?) হয়। সেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর শিবকে পরিত্যাগ করিয়া যে-ব্যক্তি ছদ্মী বিষ্ণুর উপাসনা করে ও তাহার ভক্ত-নামধারী কুক্কুরের সেবা করে, তাহার ন্যায় মূর্খ আর কেহ নাই। অতএব আপনি এখনই শৈবমতে দীক্ষিত হউন। আমার পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করুন; শৈবদীক্ষা গ্রহণ না করিলে আপনার নিস্তার নাই।"

রামানুজবেশী কূরেশকে একাকী প্রাপ্ত হইয়া শৈব-মতাবলম্বী সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থী পণ্ডিতম্মন্যগণ অনেকপ্রকারে নির্য্যাতিত করিবার চেষ্টা করিলেও কূরেশের সুদার্শনিক

সিদ্ধান্তে তাহারা পরস্পরের বিপক্ষীয় হইয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে কৃমিকণ্ঠ অগ্রণী হইয়া কুরেশকে বলিল,—"ওহে কুরাধিপ, যদি প্রাণে বাঁচিতে চাও, তাহা হইলে বল, 'শিবাৎ পরতরো নাস্তি' অর্থাৎ শিব হইতে আর শ্রেষ্ঠ কেহ নাই।" কুরেশ নির্ভীক-হৃদয়ে বলিলেন,—"দ্রোণমস্তি ততঃ পরম্" অর্থাৎ শিব হইতে দ্রোণ অধিক। এখানে 'শিব' ও 'দ্রোণ' পরিমাণবাচক শব্দ।

ইহা শুনিয়া চোলরাজ কৃমিকণ্ঠের ক্রোধাগ্নি আরও দ্বিগুণতর হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। কৃমিকণ্ঠ রাজপুরুষদিগকে আজ্ঞা করিল,—"এখনই দুরাত্মার চক্ষু-দুইটি উৎপাটন কর। এই ব্যক্তি পূর্ব্বে আমার ভয়ানক উপকার করিয়াছে বলিয়া কেবল ইহাকে প্রাণে সংহার করিও না।"

রাজাদেশে ক্রূরপ্রকৃতি রাজপুরুষগণ কুরেশের চক্ষু-দুইটী উৎপাটন করিয়া ফেলিল। কুরেশ এইরূপ কঠোর পরীক্ষার মধ্যেও একান্ত সহিষ্ণুতার সহিত শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্মরণ করিতে লাগিলেন। কুরেশ এইরূপ বিপদের মধ্যে একটুকুও বিচলিত না হইয়া শ্রীযজ্ঞাগবতের "ওন্তেঽনুকম্পাং" শ্লোক বিচার করিতে করিতে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মে অধিকতর গাঢ়ভাবে কায়মনোবাক্যে সংলগ্ন করিলেন এবং রাজপুরুষগণকে বলিলেন,—"তোমরা আমার যথার্থ বান্ধব; যেহেতু তোমরা সতত আমাকে জাগতিক-ভোগ মোহে প্রলুব্ধ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সৌন্দর্য্য দর্শন হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিত; তোমরা আমার সেই ভোগময় চক্ষুকে নষ্ট করিলে। পরমেশ্বর বিষ্ণু তোমাদের মঙ্গল করুন, শ্রীগুরুপাদপদ্মের জ্ঞানাঞ্জনশলাকা আমার দিব্য নয়ন উন্মীলন করিয়া দিলেই আমি কৃতকৃতার্থ হইব।" রাজপুরুষগণ কুরেশের অত্যদ্ভুত সহিষ্ণুতা ও অহিংসা প্রকৃতি দর্শন করিয়া যুগপৎ আশ্চর্য্যান্বিত ও ভীত হইল। তাহারা পথের একটি ভিক্ষুককে ডাকিয়া আদেশ করিল,—'তোকেকিছু অর্থ দিতেছি, তুই এই অন্ধ সাধুটির হাত ধরিয়া ইঁহাকে শ্রীরঙ্গে লইয়া যা।' ভিক্ষুকের সহিত কুরেশ শ্রীরঙ্গম আসিয়া পৌঁছিলেন। এদিকে কিছুদিনের মধ্যেই পাপাত্মা কৃমিকণ্ঠ এক উৎকট ভীষণ-যন্ত্রণাদায়ক, দীর্ঘকালস্থায়ী অদৃষ্ট রোগে আক্রান্ত হইয়া অকথ্য যন্ত্রণায় বিকট চীৎকার করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল।

আচার্য্য-সেবার মূর্ত্ত আদর্শ কুরেশ সহধর্ম্মিণী অণ্ডাল ও পুত্র পরাশরের সহিত শ্রীরঙ্গম্ হইতে 'কুক্কাচল' নামক স্থানে আগমন-পূর্ব্বক কিছুকাল ভগবৎসেবার্থ তথায় বাস করিলেন এবং আচার্য্যের শ্রীপাদপদ্ম-ধূলি-গ্রহণার্থ 'কুক্কাচল' হইতে 'যাদবাদ্রি'তে গমন করিলেন। আচার্য্য শ্রীরামানুজ স্বীয় পদপ্রান্তে ছিন্ন কদলীবৎ পতিত প্রিয়শিষ্য কুরেশকে ভূতল হইতে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন-পূর্ব্বক অশেষ আশীর্ব্বাদ ও তাঁহার জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শ্রীরামানুজ কুরেশকে বলিলেন,—'বৎস! তুমি কাঞ্চিপুরে গমন-পূর্ব্বক শ্রীবরদরাজের নিকট চক্ষুর জন্য প্রার্থনা কর, ইহা আমার একান্ত অভিলাষ।' কুরেশ শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞায় কাঞ্চিপুরে গমনপূর্ব্বক শ্রীবরদরাজ বিষ্ণুর নিকট নিজের জৈহিক চক্ষুর জন্য প্রার্থনা না করিয়া দিব্যচক্ষু প্রার্থনা এবং নিজ-চরণে অপরাধী অর্থাৎ তাঁহার চক্ষু উৎপাটনকারিগণের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। যাদবাদ্রির আচার্য্য শ্রীরামানুজ যখন লোকমুখে শুনিতে পাইলেন যে, কুরেশ নিজচক্ষু প্রার্থনা না করিয়া নিজশত্রুকুলের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছেন, তখন তিনি জনৈক শিষ্য-দ্বারা কুরেশকে বিশেষভাবে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন—'বৎস, কুরেশ! তুমি কেবল নিজ আনন্দলাভের জন্য শত্রুকুলের মঙ্গল প্রার্থনায় কৃতকৃত্য হওয়ায় স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়াছ। তুমি জান,—তোমার দেহ, মন, আত্মা সকলই আমাতে সমর্পিত ও আমার সম্পত্তি; সুতরাং তুমি আমার সুখ-বিধানের জন্য শ্রীবরদরাজের নিকট তোমার নয়নদ্বয় প্রার্থনা কর। কারণ, হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সুখ-প্রার্থনাই যথার্থ সেবা।"

এবার আচার্য্যের আদেশে ও তাঁহার ইচ্ছায় বশবর্ত্তী হইয়াই কুরেশ শ্রীবরদরাজের নিকট নয়নদ্বয় ভিক্ষা করিবামাত্র পুনরায় পূর্ব্ববৎ চক্ষুর্দ্বয় লাভ করিলেন এবং হরিগুরুপাদপদ্ম-সৌন্দর্য্য-দর্শনে চক্ষুকে নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন। আচার্য্য রামানুজের শিষ্যশ্রেষ্ঠ কুরেশের এই অত্যদ্ভুত গুরুসেবার কথা জগতে প্রকাশিত হইবামাত্র সমগ্র দাক্ষিণাত্যবাসী শ্রীরামানুজাচার্য্যের পাদপদ্মে অধিকতর আকৃষ্ট হইলেন। নিত্যযুক্ত ভগবৎপার্ষদ আচার্য্য শ্রীরামানুজও নিজ-গৌরব-প্রচারার্থ সকলকে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—"আমার শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ-শ্রীচরণযুগল-

প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই ; কারণ, স্বয়ং যখন শাস্ত্রগণকেও যুক্তিবানে সমর্থ হইয়াছেন, তখন তাঁহার সঙ্গ পাইয়া আমিও হরিভজনে কৃতার্থ হইব।" জগতে এইরূপ অকৃত্রিম গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধই কাম্য। নিরপেক্ষ চক্ষুষ্মান্ হইলে এই ঘোর তর্কযুগেও এইরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীগুরুদেবার আদর্শ প্রকটিত দেখিতে পাওয়া যায়।

পারমার্থিক ভূগোল ও ইতিহাস

শ্রীপরমানন্দ পুরীর কূপ

শ্রীচৈতন্যভাগবত-পাঠকগণ শ্রীনীলাচলে অবস্থিত শ্রীপরমানন্দ-পুরীর কূপের বৃত্তান্ত ও মাহাত্ম্য অবশ্যই বিদিত আছেন। এই কূপের মাহাত্ম্য-প্রকাশ-বিষয়ে এক সুন্দর সংবাদ আমরা শ্রবণ করিতে পাই। একদিন ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে "শ্রীল পরমানন্দ পুরীর মঠে" শ্রীপুরী গোস্বামীর সমীপে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মত তত্ত্বকথা আলোচনা করিতেছেন। শ্রীল পরমানন্দ পুরী "প্রেমামৃততরঙ্গ"র 'মধ্যমূল', 'কৃষ্ণপ্রেমপূর' "ভক্তিকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর" শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য, শ্রীমদ্ ঈশ্বরপুরীর সতীর্থ। শ্রীল পরমানন্দ পুরীপাদের পূর্ব্বাশ্রম —ত্রিহুতদেশে। সন্ন্যাসীর মধ্যে শ্রীল স্বরূপ ও শ্রীল পরমানন্দ পুরীর ন্যায় আর মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র নাই—

> সন্ন্যাসীর মধ্যে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র।
> আর নাহি এক পুরী গোসাঞি যে মাত্র।
> দামোদর-স্বরূপ, পরমানন্দ পুরী।
> সন্ন্যাসি-পার্ষদে এই দুই অধিকারী॥
> নিরবধি নিকটে থাকেন দুই জন।
> প্রভুর সন্ন্যাসে করে দণ্ডের গ্রহণ॥
> যত প্রীতি ঈশ্বরের পুরী গোসাঞিরে।
> দামোদর-স্বরূপেরে তত প্রীতি করে॥
>
> (শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্য ১০ম অঃ)

শ্রীল পরমানন্দপুরী শ্রীপুরীধামে শ্রীমন্দিরের পশ্চিম-দিকে একটি মঠ স্থাপন-পূর্ব্বক বাস করিতেন। মঠের সংলগ্ন একটি কূপ ছিল। কিন্তু কূপের জল অত্যন্ত কর্দ্দমাক্ত বলিয়া অব্যবহার্য্য হইয়াছিল। অন্তর্যামী শ্রীগৌরসুন্দর ইহা জানিতেন, তথাপি শ্রীল পুরীপাদের কূপ-মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করিবার গূঢ় অভিসন্ধিতে প্রশ্ন-ভঙ্গীদ্বারা উক্ত কূপের জল কিরূপ, তাহা পুরীপাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীল পুরীপাদ বলিলেন,—"এ দুর্ভাগা কূপের কথা আর কি বলিব! ইহার জল অত্যন্ত কর্দ্দমময়।" ইহা শুনিয়া শ্রীগৌরসুন্দর 'হায়! হায়!' করিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন,—"জগন্নাথ নিশ্চয়ই কৃপণ হইয়াছেন, নতুবা তাঁহার ভক্তোত্তম পুরীপাদের কূপের জল এইরূপ মন্দ হইল কেন? অথবা শ্রীল পুরীপাদের কূপের জল যাহাতে সাধারণে স্পর্শ করিতে না পারে, এ জন্যই জগন্নাথের মায়ায় কূপের জল এরূপ অব্যবহার্য্য হইয়াছে। কারণ, পুরীপাদের কূপ-জল-স্পর্শমাত্রই জীবের তৎক্ষণাৎ সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্তি ঘটিবে। অব্যবহার্য্যজল-জ্ঞানে লোকে এই সর্ব্বপাপহারক জল স্পর্শ করিতে বিরত হইলে তাহাদের পাপনির্ম্মুক্তি হইবে না।

শ্রীগৌরসুন্দর ইহা বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"জগন্নাথের নিকট আমার এই প্রার্থনা, গঙ্গাদেবী এই কূপের ভিতরে প্রবিষ্ট হউন। জগন্নাথের আজ্ঞা-বলে পাতালস্থা ভোগবতী গঙ্গা এই কূপে এখনই প্রবিষ্ট হউন।" ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শ্রীমুখ-বাণী শ্রবণ করিয়া উচ্চ হরি-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর গঙ্গাদেবীকে এইরূপ আদেশ প্রদান-পূর্ব্বক কিছুকাল পরে "শ্রীল পরমানন্দপুরীর মঠ" হইতে নিজ বাসায় গমন করিলেন। ভক্তগণও সে রাত্রির মত নিজ-নিজ স্থানে বিশ্রামার্থ চলিয়া গেলেন। প্রভাত হইবামাত্র ভক্তগণ আবার শ্রীল পরমানন্দ পুরীপাদের মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; আসিয়া দেখেন,—মঠের কূপের আর কর্দ্দমাক্ত জল নাই—কূপ পরম নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ

হইয়াছে। ইহা দেখিয়া ভক্তগণ মহা চমৎকৃত হইলেন এবং 'হরি' 'হরি' জয়ধ্বনিতে গগন বিকম্পিত করিয়া তুলিলেন। শ্রীল পুরী গোস্বামীর আনন্দে বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল—তিনি অচৈতন্য হইয়া ধরায় বিলুণ্ঠিত হইলেন। সকলেই বুঝিতে পারিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বরে মঠের কূপে "গঙ্গার বিরহ" হইয়াছে; সুতরাং সকলেই হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে কূপ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে এই আনন্দ-সংবাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট প্রেরিত হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সংবাদ শ্রবণমাত্রেই শ্রীল পুরীপাদের মঠে চলিয়া আসিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীপুরী গোস্বামীর কূপ-মধ্যে সুন্দর স্বচ্ছ জল দেখিয়া পরমানন্দিত হইলেন এবং ভক্তগণকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—"যিনি এই কূপে স্নান করিবেন, 'গয়া' 'গয়া' তিনি গয়া-স্নানের পরিপূর্ণ ফলপ্রাপ্ত হইবেন—তাঁহার নির্ম্মলা কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে।" ভক্তবৃন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-বাণী শুনিয়া পুনরায় উচ্চ হরিধ্বনি করিতে করিতে আনন্দোল্লাস জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং আচমন করিয়া তাঁহার শ্রীমুখ-বাণীর সত্যতা সুদৃঢ় করিলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং পুরী-গোস্বামীর দিব্য কূপ-জলে মহা আনন্দ-সহকারে স্নান এবং সেই বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি-প্রদায়ক জলপান-লীলা প্রদর্শন করিলেন। তদবধি পুরী গোস্বামীর কূপ শ্রীক্ষেত্রে সুপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। *

---

* একদিন প্রভু পুরী গোসাঞির ঘরে।
বসিলেন গিয়া স্নান পরম নিকটে॥
পরমানন্দ পুরীর প্রভুর বড় প্রীত।
পূর্ব্বে যেন ঈশ্বর অর্জ্জুন দুই মিত॥
কৃষ্ণকথা-রসেতে যে গুনিয়া প্রসঙ্গ।
নিরবধি পুরী সঙ্গে থাকে প্রভু রঙ্গে॥
পুরী গোসাঞির কূপে ভাল নহে জল।
অন্তর্য্যামী প্রভু তাহা জানেন সকল॥
পুরী গোসাঞিরে প্রভু জিজ্ঞাসে আপনি।
কূপে জল কেমত হইল কহ গুনি॥
পুরী বলে সেহ বড় অগাধিয়া কূপ।
জল হৈল যেন ঘোল ঘর্ম্মের স্বরূপ॥
গুনি' প্রভু হায় হায় করিতে লাগিলা।
প্রভু বলে,—জগন্নাথ রুষ্ট হইলা॥

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মে প্রাতঃকাল। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ মঠে (শ্রীমঠ তখন 'গোড়াকুটী' নামক ভবনে অবস্থিত ছিল) বসিয়া শ্রীল পরমানন্দ পুরীর কূপের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছিলেন। তখন আমরা শ্রীপুরী-গোস্বামীর কূপ সম্বন্ধে অন্যান্য কথাও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রবণ করিতে পারিলাম।

পুরীর কূপের জল পরশিবে যে।
সর্ব্ব পাপ থাকিলেও তরিবেক সে॥
অতএব জগন্নাথদেবের মায়ায়।
এই জল হৈল যেন কেহ নাহি খায়॥
এত যদি' মহাপ্রভু আপনি উঠিলা।
তুলিয়া শ্রীমুখ এই কহিতে লাগিলা॥
জগন্নাথ মহাপ্রভু মোর এই বর।
গঙ্গা প্রবেশুক এই কূপের ভিতর॥
যোগধর্ম্মী গঙ্গা যে আছেন পাতালেতে।
তাঁরে আজ্ঞা কর এই কূপে প্রবেশিতে॥
সর্ব্বভক্তগণ শ্রীমুখের বাক্য শুনি'।
উচ্চ করি' বলিতে লাগিলা হরি-ধ্বনি॥
তবে ভক্তগণে প্রভু বাসায় চলিলা।
ভক্তগণ সবে গিয়া শয়ন করিলা॥
সেইক্ষণে গঙ্গাদেবী আজ্ঞা করি' শিরে।
পূর্ণ হই' প্রবেশিলা কূপের ভিতরে॥
প্রভাতে উঠিয়া সবে দেখেন অদ্ভুত।
পরম নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ কূপ॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া হরি বলে ভক্তগণ।
পুরী গোসাঞি হইলা আনন্দে অচেতন॥
গঙ্গার বিরহ সবে বুঝিয়া কূপেতে।
কূপ প্রদক্ষিণ সবে লাগিলা করিতে॥
মহাপ্রভু শুনিয়া আইলা সেইক্ষণে।
জল দেখি' পরম আনন্দ-যুক্ত মনে॥
প্রভু বলে, শুনহ সকল ভক্তগণ।
এ কূপের জলে যে করিবে স্নান পান॥
সত্য সত্য হৈল তার গঙ্গা-স্নান-ফল।
কৃষ্ণভক্তি হৈব তার পরম নির্ম্মল॥
সর্ব্ব ভক্তগণ শ্রীমুখের বাক্য শুনি'।
উচ্চ করি' বলিতে লাগিলা হরি-ধ্বনি॥
পুরী গোসাঞির কূপে সেই দিব্য জলে।
স্নান পান করে প্রভু বহু কুতূহলে॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্য ৩য়)

শ্রীপুরী গোস্বামীর কূপের এইরূপ পরম মাহাত্ম্য ও শ্রীকূপের সংস্কার-বিষয়ে সাধারণে অনেকেই অনুসন্ধান রাখিতেন না। কালক্রমে শ্রীপুরী-গোস্বামীর কূপে সংস্কার-সেবার প্রয়োজন হইয়াছিল। ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীপুরী-গোস্বামীর কূপের পুনরুদ্ধার করেন এবং ঠাকুরের অনুগত কোন ভক্তের অর্থানুকূল্যে ঐ কূপের সংস্কার ও কূপের চতুর্দ্দিক বাঁধান হয়।

আজও পরমানন্দ গোস্বামীর কূপের জলের মাহাত্ম্য শ্রীক্ষেত্রে সুপ্রচারিত রহিয়াছে। এই কূপ-জলে শ্রীক্ষেত্রস্থ সমস্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব শ্রীবিগ্রহের অভিষেকাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মাত্রেই নির্ম্মলা কৃষ্ণভক্তি লাভের জন্য ঐ কূপের জল মস্তকে ধারণ ও পান করেন।

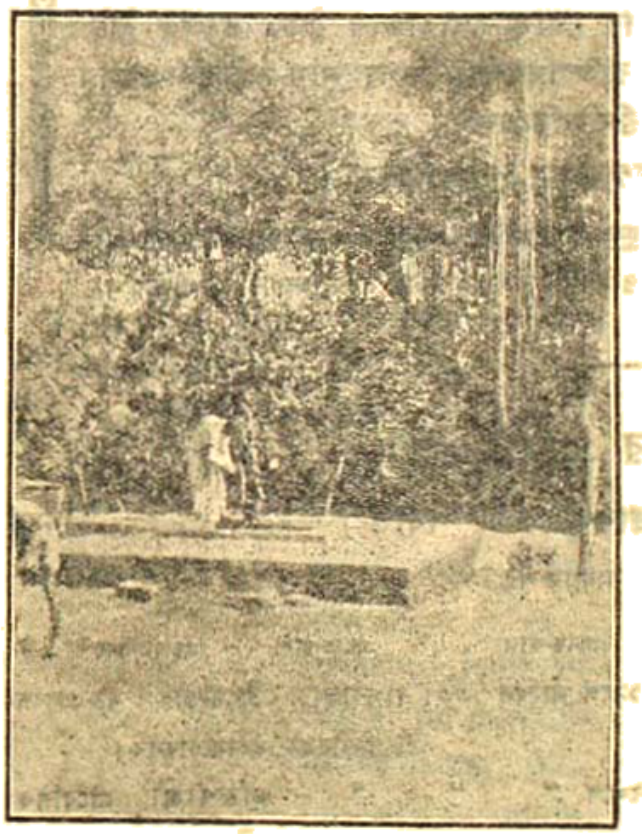

শ্রীল পরমানন্দ পুরীর কূপ
শ্রীচৈতন্যমঠের জনৈক ব্রহ্মচারী শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে কূপ হইতে জল উত্তোলন করিতেছেন।

এই কূপ যে-স্থানে সংপ্রতিষ্ঠিত, সেই স্থানটীর বর্ত্তমান নাম—'বালেলিসাহি'। 'বালেলিসাহি' নামক পল্লীটি শ্রীজগন্নাথ-শ্রীমন্দিরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

শ্রীপরমানন্দ গোস্বামীর কূপটি বর্ত্তমান বালেলিসাহি পুলিশ-ষ্টেশনের সীমানার মধ্যে পড়িয়াছে। শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর ঐ কূপের সংস্কার করাইবার পর কূপের জল পূর্ব্ববৎ নির্ম্মল ও পানযোগ্য হইয়াছে। একটি প্রস্তরফলকে কূপের অভ্যন্তরে এই কয়েকটী কথা লিখিত আছে,—

শ্রীপুরী গোস্বামীর কূপ
খনিত চৈঃ ৩২
চৈঃ ৪১৮
সংস্কর্ত্রী দাসী মৃণালিনী

৩২ শ্রীচৈতন্যাব্দে ঐ কূপ প্রথম খনিত হন এবং ৪১৮ শ্রীচৈতন্যাব্দে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে ও নির্দ্দেশে শ্রীযুক্তা মৃণালিনী দাসী নাম্নী ভক্তিপ্রাণা মহিলার অর্থানুকূল্যে সংস্কৃত হন।

বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রবাহ পুনঃ প্রবর্ত্তনের মূলপুরুষ ভক্তিভাগীরথীর ভগীরথ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল পরমানন্দ গোস্বামীর কূপ পুনরুদ্ধার করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আনীত নির্ম্মলা কৃষ্ণভক্তিগঙ্গার নির্ম্মল শুদ্ধা ধারাকে পুনরায় সাধারণে প্রবাহিত করিয়াছেন। আমরা সেই পুরী গোস্বামীর কূপ দর্শনার্থ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে গত ইং ২৮শে মে ১৯২৯, বাং ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬ তারিখে মধ্যাহ্নকালে উপস্থিত হইয়াছিলাম। শ্রীল প্রভুপাদ পরমানন্দ-কূপ-সমীপে উপস্থিত হইয়াই ভূমিষ্ট প্রণাম করিলেন, আমরাও তদনুগমনে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলাম। প্রভুপাদ বলিলেন,—"এই কূপ-জল মস্তকে ধারণ ও পান করিলে নির্ম্মলা কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়।" ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহনজী প্রভুপাদের আদেশে কূপ হইতে জল উত্তোলন করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ প্রথমে অঞ্জলিতে করিয়া এক গণ্ডূষ জল পান করিলেন এবং তৎপরে কিঞ্চিৎ জল মস্তকে ধারণ করিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে আমরাও সেই গুরুগৌরাঙ্গ-সেবিত কৃষ্ণভক্তি-প্রদায়ক জল পান ও মস্তকে ধারণ করিলাম। চতুর্দ্দিক গুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল।

আমরা কূপের চতুষ্পার্শ্বস্থ বাঁধান চত্বরে বসিয়া শ্রীমন্দির দর্শন করিতে লাগিলাম। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচক্র দর্শনে ও শ্রীপরমানন্দ পুরীপাদের কূপ-জলপানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা

স্মরণ-পূর্ব্বক ভাবাবিষ্ট হইলেন এবং হরিকথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। স্থানান্তরে সেই সকল অপূর্ব্ব কথা প্রকাশিত হইবে।

বালেশ্বরাধিপতি পুলিশ-থানার একটী পুলিশ নিকটে অবস্থিত ছিল। আমরা তাঁহাকে এই কূপের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল,—"এই কূপ হইতে বহু লোক জল নিয়া থাকে। অনেক সময় বহু রাজ-ভাণ্ড-সংযোগে অনেক সাধু-মহান্ত-বৈষ্ণব এই কূপের জল রৌপ্য ও স্বর্ণ-কলসী প্রভৃতি মূল্যবান পাত্রে বহু সমাদরকারে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই কূপের জল বেশ নির্ম্মল ও পানযোগ্য।"

বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহামহোৎসবোপলক্ষে আগামী ১৩ই ভাদ্র, ৩০শে আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির হইতে দ্বিতীয় বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হইবে। ঐ দিবস সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্ঘ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট্, বাগবাজার ষ্ট্রীট্, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, মাণিকতলা স্পার, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, হ্যারিসন রোড্, অপার সার্কুলার রোড্, বৌবাজার ষ্ট্রীট্, কলেজ ষ্ট্রীট্, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, বাগবাজার ষ্ট্রীট্, প্রভৃতি রাজপথগুলির মধ্যে নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়া সন্ধ্যা ৭ টায় পুনরায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আগামী ২০শে ভাদ্র, ৬ই সেপ্টেম্বর রবিবার অপরাহ্ণ ২টার সময় পুনরায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে এইরূপ নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইবে।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার-পঞ্জী

[শ্রাবণ ১৩৩৭ হইতে শ্রাবণ ১৩৩৮ পর্য্যন্ত]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যার পর)

প্রচার-কাল	প্রচার স্থান	প্রচার্য্য বিষয়
১৭ই আশ্বিন ১৩৩৭	শ্রীগৌড়ীয়মঠ উল্টাডিঙ্গি কলিকাতা।	শ্রীপাদ রামগোবিন্দ দাস অধিকারী মহোদয়কে "শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ শ্রৌতী" ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস-নামপ্রদান।
১৮ই " "	বাগবাজার নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠে প্রবেশ	শ্রীগৌড়ীয় মঠের নব-নির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে প্রবেশ-উৎসব-উপলক্ষে বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা প্রচার।
১৯শে আশ্বিন ১৩৩৭	বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ	শ্রীগৌড়ীয় মঠ-প্রবেশ-মহামহোৎসব।
২০শে " " "	"	ভক্তিশাস্ত্রী প্রবেশিকা পরীক্ষা; অ্যাড্‌ভোকেট্ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন।
২১শে " " "	"	ভক্তিশাস্ত্রী প্রবেশিকা পরীক্ষা; বাণীঘন্টে নির্ম্মিত

প্রচার-কাল	প্রচার-স্থান	প্রচার বিবরণ
		শ্রীনারায়ণ মাটীনস্থিরে শ্রীচৈতন্যের দয়া, ভক্তি-বিনোদ দয়া ও শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনের অষ্টবিধ শুভোদয়ের কথা সম্বন্ধে বক্তৃতা, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম,এ,সলিসিটর বিলাতে রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে যোগদান করিবার জন্য যাত্রার পূর্ব্বে প্রভুপাদের নিকট বিদায় গ্রহণ ও গৌড়ীয়মঠে বক্তৃতা
২২শে আশ্বিন ১৩৩৭	শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার	কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম এম, এ, পি, আর, এস্, শ্রীযুক্ত মাখন লাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু ভদ্রলোকের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন।
২৮শে " " "		শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্রের নিকট গৌড়লিকতা ও শ্রীবিগ্রহসেবার পার্থক্য বর্ণন।
২৯শে " " "		অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট জজ শ্রীযুক্ত বাবু অনঙ্গমোহন লাহিড়ীর প্রশ্নের উত্তর-প্রদানমুখে নানারূপ সদুপদেশ কীর্ত্তন।
৩০শে " " "		শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র নাথ দত্ত প্রমুখ বহু ভদ্রলোকের সহিত প্রশ্নোত্তরমুখে হরি-কথা আলোচনা।
১লা কার্ত্তিক ১৩৩৭	শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার	অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন পাল বি, এল, শ্রীযুক্ত বিষ্ণুভূষণ ধাত্রী প্রভৃতি বহু ব্যক্তির নিকট উপ-নিষৎ, ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ভাগ-বতের কথা কীর্ত্তন।
২রা " " "		আবকর বিভাগের ডেপুটি-ষ্টেণ্ট্ কমিশনার বরিশাল-নিবাসী রায়সাহেব শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ; প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম এম, এ, পি,আর,এস; কলিকাতার জমিদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নিকট হরি-কথা কীর্ত্তন।
৩রা " " "		শ্রীযুক্ত নীরদরুক্ষ রায় (পার্সনাল ডেপুটি ষ্টেণ্ট্ কমিশনার), শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ বি, এ, প্রভৃতি কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট প্রশ্নোত্তর-প্রসঙ্গে হরিকথা আলো-চনা, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য উপাধি পরীক্ষা।
৪ঠা " " "		ডাঃ এইচ, বি, মোরেণো পি, এইচ, ডি মহোদয়ের নিকট বৈষ্ণবদর্শন আলো-চনামুখে ঈশ্বরের পিতৃত্ব-বিচার অপেক্ষা পরমেশ্বরের পুরুষ বিচারের শ্রেষ্ঠত্ব

প্রচার-কাল	প্রচার-স্থান	প্রচার্য্য বিষয়
		স্থাপন। শ্রীরাধাগোবিন্দোৎসব, শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও শ্রীঅন্নকূট উৎসবোপলক্ষে শ্রীরাধাগোবিন্দ সেবার পারতন্ত্র্যের কথা শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণের নিকট কীর্ত্তন।
৭ই কার্ত্তিক ১৩৩৭	শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার	অখিল ভারতবর্ষীয় সাধু-মহাসভার সভ্য শ্রীযুক্ত আনন্দগিরি স্বামীজীর সহিত সাধুর সংখ্যা সম্বন্ধে আলোচনা; পারমার্থিক সম্মিলনীতে প্রথম অভিভাষণ।
৮ই " "	"	পারমার্থিক সম্মিলনীতে ২য় দিবসের অভিভাষণ।
৯ই " "	"	রাজর্ষি কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত মহোদয়, অমৃতবাজারের শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, কৃষ্ণনগর কলেজের দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, এবং ইংরেজ বৌদ্ধভিক্ষু শ্রামা প্রজ্ঞানন্দের (পূর্ব্বনাম—মেজর ফ্রেচার) নিকট বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা-প্রসঙ্গে জীবের পরম প্রয়োজনের কথা কীর্ত্তন, পারমার্থিক সম্মিলনীতে ৩য় দিবসের অভিভাষণ।
১০ই কার্ত্তিক— " "		পারমার্থিক সম্মিলনীতে
১৫ই " পর্য্যন্ত		দৈনন্দিন অভিভাষণ।
১০ই " " "		কলিকাতা ডিউক্লিয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রায় রাম-প্রসাদ চন্দ বাহাদুর বি, এ মহাশয়ের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন।
১৪ই কার্ত্তিক ১৩৩৭	শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার	শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় ও শ্রীযুক্ত কিশোরচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির নিকট ভাগবতধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন।
১৬ই " "	শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত নাট্যমন্দির	শ্রীশ্রীগৌরকিশোর-বিরহ-মহামহোৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা।
২৭শে " "	শ্রীগৌড়ীয়মঠ	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম. এ; 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার সঃ শ্রীযুক্ত গোপাল লাল সান্যাল মহোদয়দ্বয়ের সহিত হরিকথা আলোচনা।
২৯শে " "	"	কলিকাতার গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন এম, এ মহোদয়ের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন।
১লা অগ্রহায়ণ "	"	স্যর ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সি, আই, ই ও রাজর্ষি রাওসাহেব শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রাক্ত মহোদয়-দ্বয়ের নিকট প্রদর্শনীর সমস্ত আদর্শ ব্যাখ্যা এবং সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গসম্বন্ধে আলোচনা।
৮ই " "	"	রাজর্ষি প্রাক্ত শ্রীযুক্তশরদিন্দুনারায়ণ রায় মহোদয়ের নিকট ভাগবত কথা কীর্ত্তন।

প্রচার-কাল	প্রচার-স্থান	প্রচার্য্য বিষয়
২ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৭	বাগ্‌বাজার লক্ষ্মীনিবাস	শ্রীযুক্ত কিরণ দত্ত, কিরণ বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিবেকানন্দ মিশনের জনৈক সন্ন্যাসী প্রভৃতির নিকট আমূল বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ইতিবৃত্ত কীর্ত্তন।
১৯শে " "	শ্রীধাম-মায়াপুর	শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পদ্মবিদ্যাভূষণ ও ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ প্রমুখ বৈষ্ণব-গণের সহিত হরিকথা প্রসঙ্গ।
৩রা পৌষ "	রামকৃষ্ণপুর	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী প্রমুখ বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধে কথোপকথন।
৯ই " "	বালুপুর	শ্রীবরাহদেবের মন্দিরে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ স্থাপন।
১০ই " "	কূর্ম্মাচল	কূর্ম্মদেবের মন্দিরে চৈতন্য-পাদপীঠ স্থাপন।
১১ই " "	সিংহাচল	বিমল-নৃসিংহ-মন্দিরে গৌর-পাদ-পীঠার্চ্চা প্রতিষ্ঠা।
১৩ই " "	কুরুপুর	শ্রীগৌরপাদপীঠ-সংস্থাপন এবং বহু সম্ভ্রান্ত ভক্ত-মণ্ডলীর নিকট রায় রামা-নন্দ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্র ও শিক্ষা বর্ণন।
১৫ই " "	মঙ্গলগিরি	পানা-নৃসিংহ-মন্দিরে গৌর-পাদপীঠ প্রতিষ্ঠা।
" "	মাদ্রাজ একাম্রেশ্বর অগ্রহারম	হরিকথা কীর্ত্তন।
" "	বিষ্ণুকাঞ্চি-মন্দির	বিষ্ণুস্বামী আচার্য্যের চরিত্র কীর্ত্তন।

প্রচার-কাল	প্রচার-স্থান	প্রচার্য্য বিষয়
পৌষ ১৩৩৭	ত্রিবাঙ্কুর পদ্মবিলাস-প্রাসাদ	ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যের দেও-ওয়ান সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ মহাদেব আয়ার, মিঃ পদ্মনাভ আয়ার প্রমুখ বহু ভদ্র-লোকের নিকট শ্রীমন্মহা-প্রভুর শিক্ষা আলোচনা।
" "	অনন্তপদ্ম-নাভের স্থান	শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ও চরিত্র কীর্ত্তন।
" "	তিরুবল্লম গ্রাম শ্রীআদিকেশব-মন্দির	ঐ
" "	ত্রিবাঙ্কুম জুবিলীহল	শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়-সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে ইংরাজীতে অভি-ভাষণ।
" "	মাদ্রাজ এলেক্সিয়েসন হল	মাধ্বগৌড়ীয় সুদর্শন সম্বন্ধে ইংরাজীতে অভিভাষণ।
১লা মাঘ "	শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার	কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন ভট্ট-চার্য্য এম, এ; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি অনেক ভদ্রলোকের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন।
৯ই মাঘ "	শ্রীধাম-মায়াপুর	শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জন্মোৎ-সব-উপলক্ষে তাঁহার চরিত্র-প্রসঙ্গ বর্ণনমুখে হরিকথা কীর্ত্তন।
২৪শে " "	শ্রীচৈতন্যমঠের নাটমন্দির	শ্রীব্যাস-পূজার প্রত্যভি-ভাষণ।
২৫শে " "	"	ঐ
৩রা ফাল্গুন "	শ্রীধাম-মায়াপুর	বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সী বিভা-গের মাননীয় কমিশনার বাহাদুর মিঃ ফ্রেডারিক

প্রচার-কাল	প্রচার-স্থান	প্রচার বিষয়
		ওয়াইল্ ডগার্টসন্ আই, সি,এস, মহোদয়ও উচ্চ-পদস্থ বহু রাজকর্ম্মচারী এবং উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সমবেত বহু ভদ্রলোকের নিকট সময়োপযোগী হরি-কথা কীর্ত্তন।
১৯ ফাল্গুন ১৩৩৭	শ্রীধাম-মায়াপুর	ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত ভক্ত-মণ্ডলীকে ধাম-পরিক্রমার উপযোগিতা,ধামাপরাধ ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে নানারূপ উপদেশ প্রদান।
১৬ই " " "		ভক্তমণ্ডলীর নিকট হরি-কথা-কীর্ত্তন।
১৫ই " " "		কোলদ্বীপ-পরিক্রমা
১৯শে " " "		হরিকথা-কীর্ত্তন মুখে গৌর-তন্মাধিবাসোৎসব সম্পন্ন।
২০শে " " "		শ্রীগৌরজন্মোৎসবোপলক্ষে ভক্তমণ্ডলীর নিকট অনর্গল হরিকথামৃত বর্ষণ ; দেশ-নেতা স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ বসু এম, এল, সি, সলিসিটর মহাশয়ের সহিত হরিকথা আলোচনা-মুখে কথোপকথন। নদীয়ার ডিষ্ট্রীক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ টি, সি, রায় ; নদীয়ার সবডিভিসনেল অফিসার শ্রীযুক্ত অনাদিরঞ্জন বসু, নদীয়ার ডি, এস, পি, রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত সতীশ
২১শে ফাল্গুন ১৩৩৭	শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠ	চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্য মঠে তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠা,সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য পরীক্ষা।
		ভক্তিশাস্ত্রী প্রবেশিকা পরীক্ষা, শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার গৌরা-শীর্ব্বাদপত্র উপহার, পদক বিতরণ এবং অভিভাষণ।
২৩ " " "	হংসক্ষেত্র	সঙ্কীর্ত্তনমুখে একাদন মঠের প্রতিষ্ঠা। ভক্তগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন।
১৪ই চৈত্র "	শ্রীগৌড়ীয় মঠ	কলিকাতার জমিদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ সম্বন্ধে অমূল্য উপদেশ কীর্ত্তন।
১৬ই " "	হংসক্ষেত্র	বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তির নিকট হরিকথা কীর্ত্তন।
১৯শে " " "		শ্রীযুক্ত শরদিৎ মৈত্রের বিবিধ পরিপ্রশ্নের উত্তর-প্রদান-মুখে শ্রীহরিকথা আলোচনা।
২০শে " "	শ্রীধাম-মায়াপুর	ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টি-টিউট্ উদ্ঘাটন ও সভা-পতিরূপে অভিভাষণ। কলিকাতার বাবু রাম প্রতাপ, বাবু বালকিষণ, বাবু শিবুরাম,বাবু বিশ্বম্ভর লালের নিকট হিন্দি-ভাষায় হরিকথা কীর্ত্তন।

(ক্রমশঃ)

১০ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১২শে ভাদ্র শনিবার, ১৩৩৮; ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ | ৫ম সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয় মঠের

সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য

প্রদর্শনীর 'নাম' হইতেই প্রদর্শনীর 'রূপ'-বৈশিষ্ট্য সূচিত হইতেছে। সাধারণ বিচারে কেবল স্থূল-বাহ্যসামগ্রী সৎশিক্ষা-সমূহকে রূপ দিয়া প্রদর্শন করাই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য। সৎশিক্ষার রূপ বাহ্যতঃ স্থূল বলিয়া প্রতিভাত হইলেও তাহা সারগ্রাহিগণের নিকট চিন্ময়ী উদ্দীপনার সহায়তা করে।

সৎশিক্ষা কি?

যাহা নিত্যকাল অবস্থিত, তাহাই সৎ। জড় বা জড়-পিণ্ডসমূহের আধার ভূতাকাশাদি আপাততঃ 'সৎ' বলিয়া প্রতিভাত হইলেও নিত্যস্থিতিশীল নহে, এইজন্য ঐসকল অসৎ। সেই সকল অসদ্বস্তুর শিক্ষা যতই আপাত নীতি-পূর্ণা কিম্বা দুর্নীতিপূর্ণা হউক না কেন, তাহা মানবগণকে বহু-শাখায় বিক্ষিপ্ত করিয়া পরমতত্ত্ব 'সৎ' পদার্থ হইতে দূরে পাতিত করে। পরাৎপরতত্ত্বজ্ঞান শ্রীকৃষ্ণই সদ্বস্তুর জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, অতএব শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী শিক্ষাই অব্যভিচারিণী সতী শিক্ষা। নিখিল জীবের বা নিখিল প্রকৃতির একমাত্র পতি-প্রভুই—কৃষ্ণ, তদ্বিষয়িণী শিক্ষাই—সৎশিক্ষা বা কৃষ্ণশিক্ষা। তাহাই শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা। শ্রীচৈতন্যদেব শিক্ষাষ্টকে যে কৃষ্ণশিক্ষা বা পরবিদ্যাবধূর জীবন শ্রীহরি-নামের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই চৈতন্যশিক্ষা রূপানুগ সজ্জনগণের শিক্ষা বলিয়া তাহাই সৎশিক্ষা। শ্রেয়স্কামী সুমেধোগণ সেই চৈতন্যশিক্ষা মস্তকে বহন করেন এবং জগতের শিরোদেশে সেই চৈতন্যশিক্ষা বহন করিয়া দেন। এই চৈতন্যশিক্ষা বা সৎশিক্ষা নানাপ্রকার জাগতিক অনর্থ-ধূলিরাশি-দ্বারা আবৃত, বিপর্য্যস্ত ও বিকৃতরূপে লোক-

লোচনে প্রতিভাত হইলে সার্ব্বকালিক, সার্ব্বলৌকিক ও সার্ব্বত্রিক মঙ্গল-নিদানময় সেই চৈতন্যশিক্ষামৃতকে বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তি-পুনঃপ্রবাহের মূল পুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জগতে প্রবাহিত করিয়া প্রদর্শন করেন। এতন্মধ্যে নিবদ্ধা সেই শিক্ষা সজ্জনতোষণী হইলেও তাহার আরও রসবৈচিত্র্য প্রস্ফুটিত করিয়া আস্বাদ-যোগিনী করিবার জন্য সেই পুরাতন সজ্জনগণের সংশিক্ষা-ধারাকে পারমার্থিক প্রদর্শনীর মধ্যে উদ্ঘাটন করিয়াছেন—শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ। সেই সকল অনন্তবৈচিত্র্য-বৈভবময়ী সংশিক্ষার মধ্যে কয়েকটি ইতঃপূর্ব্বে শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী এবং পূর্ব্ববৎসর শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রবেশোৎসবকালে শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-উপলক্ষে সংশিক্ষার মধ্যে যে কয়েকটি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও তদন্তর্গত সারনীতি দর্শনকারিগণের দর্শনের সাহায্যার্থ এবং বোধ-সৌকর্য্যার্থ নিম্নে বিবৃত হইল।

১। দশাবতার

বেদানুদ্ধরতে জগন্নিবহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে,
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে,
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥

যিনি মৎস্যাবতারে বেদের উদ্ধার সাধন করেন, কূর্ম্মাবতারে পৃথিবীকে পৃষ্ঠোপরি বহন করেন, বরাহাবতারে ধরণীকে ঊর্দ্ধে সমুত্তোলিত করেন, নৃসিংহাবতারে হিরণ্যকশিপুর বিশাল বক্ষ বিদীর্ণ করেন, বামনাবতারে ত্রিপাদ ভূমির প্রার্থনাচ্ছলে বলিকে ছলনা করেন, আমদগ্ন্য পরশুরামাবতারে ক্ষত্রিয়কুল নিধন করেন, দাশরথি রামাবতারে রাবণকে বধ করেন, রৌহিণেয় বলরামাবতারে হল ধারণ করেন, বুদ্ধাবতারে অহিংসা প্রচার করেন, কল্কি-অবতারে ম্লেচ্ছকুলকে মোহন করেন, সেই দশরূপধারী কৃষ্ণই যুগবস্তু; হে কৃষ্ণ, তোমাকে নমস্কার করিতেছি।

মহাকবি জয়দেব তাঁহার মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীর সৌরচন্দ্রিকা দান করিয়া দশাবতার-স্তোত্র-কীর্ত্তনমুখে যে কৃষ্ণস্তব করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের আশ্রিতগণের আশ্রয়-বিগ্রহরূপ বা শ্রীবল্লভাদি প্রভৃতি সাধুগণের নিত্য প্রণম্য পরধাম ও জগদ্ধাম শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন স্কন্ধে সেই সকল অবতারের নাম-রূপ-গুণ-লীলা এবং "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এর নাম-রূপ-গুণ-লীলা-মাধুরী-পরাকাষ্ঠা বর্ণিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিরঙ্কুশ পারতম্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। নরাকৃতি পরব্রহ্ম গোপ-বেশ-বেণুকর নিজ শক্তিমত্তাকে অপ্রকাশিত রাখিয়া স্বীয় মাধুর্য্যমূর্ত্তি প্রকাশিত করেন। শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশক্তিমত্তার পরাকাষ্ঠা শ্রীবলরামে প্রকাশিত। বলরাম সর্ব্বশক্তিমত্তার পরিপূর্ণতম প্রকাশবিগ্রহ। এজন্য দশাবতার-গণনায় কেহ কেহ 'কৃষ্ণ' শব্দ ব্যবহার করিলেও সে স্থানে বলরামই লক্ষিতব্য। জীবের প্রতি অপার করুণাই ভগবদাবির্ভাবের কারণ। এই আবির্ভাবসকলকে 'অবতার' বলা যায়। প্রাণীর অধঃাবস্থা হইতে মনুষ্যের পূর্ণাবস্থায় ভক্তাধিকারোচিত চিন্তাধারার উপযোগী অর্থাৎ তত্তৎ ভাবধারার উপযোগিতার দিক্ হইতেই প্রাণিগণের ক্রম-মঙ্গল-বিধানার্থ যে-সকল নিত্য সচ্চিদানন্দময়-বিগ্রহ অবতারগণ তাঁহাদের নিত্যবৈকুণ্ঠধাম হইতে ইহজগতে প্রকটিত হন, সেইসকল অবতার-সমূহ ঋষিগণের চিদ্বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দশবিধ রূপে লক্ষিত হইয়াছেন। চিদ্বিজ্ঞানাচার্য্য ঋষিগণ জীবের প্রথম বদ্ধাবস্থার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত দশটি বিশেষ বিশেষ সমশীল ভজনীয় বস্তুর বিচার করেন। প্রথমে—অধঃাবস্থা, দ্বিতীয়ে—বরাহাবস্থা, তৃতীয়ে—মেরুদণ্ডাবস্থা, চতুর্থে—উত্থিত-মেরুদণ্ডাবস্থা অর্থাৎ নরপশু-অবস্থা, পঞ্চমে—ক্ষুদ্র-নরাবস্থা, ষষ্ঠে—অসভ্য-নরাবস্থা, সপ্তমে—সভ্য-নরাবস্থা, অষ্টমে—জ্ঞানাবস্থা, নবমে—অতিজ্ঞানাবস্থা এবং দশমে—প্রলয়াবস্থা-বোধক উপাত্তবিচার। জীবের ঐপ্রকার ঐতি-হাসিক অবস্থাক্রমে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথিরাম, কৃষ্ণ (বলরাম), বুদ্ধ ও কল্কি—ভগবানের এই দশটি অবতার অপ্রাকৃত-লীলাময়রূপে লক্ষিত হন।

২। আরোহপথ ও অবরোহপথের বৈশিষ্ট্য

আরোহণ ও অবরোহণ বা অবতরণ—এই প্রতিযোগি-শব্দ-দ্বয় হইতে 'আরোহপথ' ও 'অবরোহপথ' পরিভাষা প্রকাশিত হইয়াছে। নীচ হইতে নিজ-চেষ্টা-বলে উপরে

উঠাকে আরোহণ করে, আর উহা হইতে নীচে যেস্থার নামাকে অবরোহণ বা অবতরণ কহে। যখন জীব বা মানব তাহার নানাপ্রকার ভ্রম-প্রমাদাদিযুক্ত মনীষা বা অন্য কোনপ্রকার জড়েন্দ্রিয়গত অধিকার, সম্পত্তি ও সাময়িক পরিচ্ছিন্ন বলকে সম্বল করিয়া ইন্দ্রিয়াতীত তত্ত্বের নিকট আরোহণ করিবার চেষ্টা করে, তখন তাহাকে আরোহপথের চেষ্টা বা আরোহবাদ বলা যায়। আর যখন জীব তাহার ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ এবং সর্ব্বতোভাবে নিজ অসম্পূর্ণতার বিষয় স্মরণ করিয়া ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুকে আশ্রিবাদ জন্য ইন্দ্রিয়াতীত পরতত্ত্বে প্রপন্ন হয়, তখন অনুক্ষণ কৃপাবিস্তার-শীল অতীন্দ্রিয়-তত্ত্ব কৃপা-পূর্ব্বক তাঁহার পরমোচ্চ অবস্থান হইতে জড়ের অসংস্পৃষ্টরূপে নিম্নে অবতীর্ণ হইয়া আপনাকে আপনি প্রকাশ করিলে দ্রষ্টা তাঁহার প্রার্থিত বস্তুতত্ত্বকে যেরূপভাবে দর্শন করিয়া থাকেন, তাহাই অবরোহপথে দর্শন বা অবরোহবাদ। এই দুইটি পন্থার বৈশিষ্ট্য দুইটি দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রদর্শনীয়কে প্রদর্শিত হইয়াছে। আরোহ-পথে ভগবদ্দর্শনের চেষ্টা মেঘাবৃত সূর্য্যকে বা রাত্রিকালে সূর্য্যের লোকলোচনে আবৃতাবস্থাকে লণ্ঠন আনিয়া কিম্বা বৈদ্যুতিক আলোক-সংযোগে দর্শনের চেষ্টার ন্যায়। যাঁহারা জাগতিক অভিজ্ঞতা, জ্ঞান বা সম্বল লইয়া স্বপ্রকাশ কৃষ্ণসূর্য্যকে দেখিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদের চেষ্টা এইরূপ হওয়ায় তাঁহারা বাস্তবসূর্য্য-দর্শন হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়েন। প্রদর্শনীয়কে আবৃত-সূর্য্যদর্শনকারীর জন্যে যে সাধারণ লণ্ঠন ও বৈদ্যুতিক বর্ত্তিকা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য—যথাক্রমে সাধারণ বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা লইয়া কৃষ্ণদর্শন-চেষ্টা এবং অভিজ্ঞান বা জড়-বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞান-দ্বারা কৃষ্ণদর্শনের চেষ্টার প্রতীক বুঝিতে হইবে। অবরোহ-পথের পথিকের দৃষ্টান্তে স্বপ্রকাশ অনাবৃত-সূর্য্যের স্বাভাবিক উদয় এবং নিত্যউন্মীলিত-চক্ষু অর্থাৎ নিত্যমুক্ত শুকদেবের দ্বারা সেবোন্মুখ শিষ্যকে সেই স্বপ্রকাশ সূর্য্য প্রদর্শন। শ্রীমদ্ভাগবতের 'আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ' শ্লোকে আমরা এই আরোহ ও 'এতন্নীলনমীলক' শ্লোকে অবতরণ বা অবরোহণপথের দুইটি বিচার দেখিতে পাই।

৩। আরোহপথ বা রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি

রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি নির্ম্মাণ করিয়া স্বর্গ-গমনাগমনের পথ সুগম করিবার চেষ্টার দৃষ্টান্তের দ্বারা আরোহপথের পথিক বা অভিজ্ঞতা-বাদীর প্রতিপদে পতনশঙ্কার অনিবার্য্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে। স্বর্গের উচ্চ সিঁড়ি নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা অর্থাৎ অভিজ্ঞতা-দ্বারা অতীন্দ্রিয় বস্তুকে স্পর্শ করিবার চেষ্টা মনোরম হইলেও উচ্চ সিঁড়ি আকাশ-মার্গে নিরালম্বভাবে অধিক দূর উহার সাম্য রক্ষা করিতে পারে না। কিছু উচ্চ প্রদেশে উঠিলেই অবলম্বন-রহিত হওয়ায় উক্ত নিরালম্ব উচ্চ সোপানাবলী আরোহণকারীকে লইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। ইহাতে অন্তিমে উচ্চ আশার আপাত-মুগ্ধমান আরোহণকারীর কষ্ট ও দুর্ভাগ্যের সীমা থাকে না। প্রদর্শনীয় প্রতীকে রাবণের ঐরূপ সিঁড়ি আরোহণের চেষ্টার সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া সিঁড়ির সহিত পতন এবং তদনুগামী ব্যক্তিরও সেই প্রকার ভাগ্যলাঞ্ছনার সম্ভাবনা প্রদর্শিত হইয়াছে। যাঁহারা ঐকান্তিক শরণাগতির পথ পরিত্যাগ করিয়া অভিজ্ঞতাবাদকে তত্ত্বজ্ঞান-প্রাপ্তির বহুমূল্য উপায় মনে করেন, তাঁহাদের অবস্থা ঐরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতে এই অভিজ্ঞতাবাদ বা আরোহবাদের নিরাস-কল্পে এইরূপ শিক্ষা দৃষ্ট হয়,—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

(ভাঃ ১০।২।৩২)

৪। ভগবান্ বিষ্ণুর ভিক্ষুক-লীলা

প্রহ্লাদ-পৌত্র বলির যজ্ঞে বামনাবতার ভগবান্ বিষ্ণু ব্রাহ্মণ-বটুর বেশ ধারণ করিয়া দান-গ্রহণার্থ আগমন করিলে উদারচেতা বলি ব্রাহ্মণ-বটু-বেশী বামন-দেবকে তাঁহার জীবিকা-নির্ব্বাহ-যোগ্য প্রচুর ভূমি-হিরণ্যাদি গ্রহণার্থ অনুরোধ করিলেন; কিন্তু বামনদেব তাঁহার ক্ষুদ্র পদের দ্বারা পরিমিত ত্রিপাদ-ভূমি ব্যতীত অন্য কিছুই গ্রহণ করিতে উৎসুক নহেন জানাইলে অসুর-রাজের কুলাচার্য্য এবং দেবাসুর-সংগ্রামে বলির পুনর্জ্জীবন-দাতা কূটনীতিজ্ঞ শুক্রাচার্য্য উক্ত ব্রাহ্মণবেশী বামনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ভূমি-দানে উদ্যত শিষ্য বলিকে নিষেধ করিলেন। কারণ, অসুরকুলের শৌক্র-পারম্পর্য্যে আচার্য্য-সূত্রে শুক্রাচার্য্য, জীবের বিষয়ভোগ-প্রবৃত্তি—যাহা অধোক্ষজের নিত্য-স্বভাব,

সেই প্রবৃত্তিকে বাধা প্রদান করিয়া সকল জীবের সর্ব্বস্ব সর্ব্বজীবপতি লক্ষ্মীনাথ-বিষ্ণুর নিত্য-সেবায় তাৎপর্য্যের বিষয় অবগত ছিলেন। কিন্তু ইহা বৈষ্ণবকুলাচার্য্যের অসহনীয় বোধ হইল; যেহেতু ভগবান্ জীবের সম্বন্ধের একমাত্র ভোক্তা হইলে শুক্রাচার্য্যের শিষ্যগণের সম্পত্তি এবং শৌক্র-পারম্পর্য্যে তাঁহার পৌরোহিত্য অর্থাৎ নিজ পুত্র-পৌত্রাদি-ক্রমে অসুরগণের পুত্র-পৌত্রাদির সম্পত্তির ভোগ-দখল অসম্ভব হইয়া উঠে। অসুরগণকে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগিরূপে সংরক্ষিত করিতে পারিলে কুলাচার্য্যেরও শৌক্র-সন্তান-সন্ততিগণ ভোগী শৌক্র-যজমানগণের অর্থাদি ভোগ করিতে পারে। শুক্রাচার্য্য তাঁহার শৌক্র-পারম্পর্য্যগত অসুরগণের বিষয়-ভোগ বিনষ্ট হইবে আশঙ্কা করিয়া বলিকে বলিলেন,—"এই ক্ষুদ্র ভিক্ষুককে এবং তাঁহার এই ক্ষুদ্র ভিক্ষাকে সামান্য মনে করিও না। ইনি ক্রমে ক্রমে তোমার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিবেন। ইনি যখন একপদ-বিন্যাসে পৃথিবী, দ্বিতীয় পদ-বিক্ষেপে স্বর্গ এবং বিরাট্ শরীর-দ্বারা অন্তরীক্ষ অধিকার করিবেন, তখন ইঁহার তৃতীয় পদ-বিন্যাসের জন্য স্থান তুমি কোথায় দিবে? আর,—

সর্ব্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা মূঢ় বৃত্তিমবাপ্সসে কথম্।

• • •

ন তদ্দানং প্রশংসন্তি যেন বৃত্তির্বিপদ্যতে।
দানং যজ্ঞস্তপঃ কর্ম্ম লোকে বৃত্তিমতো যতঃ॥

(ভাঃ ৮।২০।৩৩,৩৬)

অর্থাৎ ওহে মূঢ় বলি, তুমি সর্ব্বস্ব বিষ্ণুকে দান করিয়া কিরূপে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে? যে দানে নিজের জীবিকা পর্য্যন্ত বিপন্ন হয়, ভগবন্নীতিশাস্ত্রাচার্য্যগণ ভোগ-বিচারের বর্জ্জনতা লক্ষ্য করিয়া সেইরূপ দানের প্রশংসা করেন না। যেহেতু এই সংসারে জীবিকাশীল লোকের পক্ষেই দান, যজ্ঞ, তপস্যা প্রভৃতি কর্ম্মের সম্ভাবনা হইয়া থাকে।

শুক্র-নীতি এইরূপই বটে। সেই নীতিতে জীবকে জন্ম-জন্মান্তর ভোগী রাখিয়া ভোগ-বর্দ্ধক দানের অনুশাসন প্রচার করে; কিন্তু জীব স্বরূপতঃ বলি অর্থাৎ বিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের নিত্য উপহার বা সমর্পিত বস্তু। ভক্ত-ভগবানের কৃপায় জীবের সেই বলি-স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হইলে জীব ঐরূপ অসুরকুলাচার্য্য শুক্রাচার্য্যগণের প্রাকৃত শুভত্ব, প্রাকৃত উপকার, উপদেশ, প্রাকৃত শাস্ত্র-প্রমাণাদি পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব-সদ্গুরুর পাদাশ্রয়ে বিষ্ণুর চরণে সমস্ত ভূমি-সম্পত্তির সহিত আপনার মস্তককে অর্থাৎ প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যকে অহৈতুক ভাবে সমর্পণ করিয়া থাকেন। অসুর-কুলাচার্য্য শুক্রাচার্য্য শিষ্যগণের বিষয়-ভোগ-মল স্বয়ং ভোগ করিবার জন্য বিষ্ণুর ভোগে বাধা প্রদান করেন; কিন্তু একান্ত ভগবৎসেবাপর বৈষ্ণবাচার্য্য বিষয়ীর বিষয়-মল কখনও গ্রহণ করেন না। তিনি কখনও নিজের সম্পত্তির ভোগের জন্য লালায়িত নহেন। তবে তিনি একমাত্র অধিকারীর ভোক্তা লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুর জীবের নিকট গচ্ছিত সম্পত্তিকে বিকলগ্রস্ত জীবকুলের নিকট হইতে অহৈতুক অকপট বিষ্ণু-সেবার্থ অর্থাৎ বিষ্ণুর নাম-রূপ-গুণ-লীলা-প্রচারার্থ অকৈতবভাবে গ্রহণ করিয়া বিষয়ীর অনর্থ বিদূরিত করেন। ইহাই প্রাকৃত তথা-কথিত পুরোহিত কুলাচার্য্য বা শুক্রাচার্য্য এবং একান্ত সর্ব্বোত্তম ভগবৎসেবক বৈষ্ণবাচার্য্যের আচার-বৈশিষ্ট্য। ঐরূপ প্রাকৃত অসদ্গুরুর অসদ্বার্থপর আদেশ ও উপদেশ-লঙ্ঘন দোষাবহ নহে এবং তাহা লঙ্ঘন করিয়াও বৈষ্ণবাচার্য্যের আনুগত্যে ভগবৎসেবায় অর্থাৎ বিষ্ণুর পাদ-পদ্মে সর্ব্বস্ব বলি প্রদান করিলে ভগবানের তুষ্টি-সম্পাদন হয়। ইহাই বলি-বামন-সংবাদের রহস্য। অসুরকুলাচার্য্য বা শুক্রাচার্য্যগণ ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তের ভিক্ষাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া ভোগী বিষয়িগণকে তাঁহাদের আপাত-বিষয়-ভোগের পক্ষে অনুকূল বিচার দেখাইয়া এবং অনেক বিপদের কথা বুঝাইয়া দিলেও যথার্থ শ্রেয়স্কামী বলির ন্যায় সত্যানুরাগি ব্যক্তি ভগবৎসেবায় সর্ব্বস্ব ভিক্ষা দিতে পশ্চাৎপদ হন না। ইহাই এই স্থানের শিক্ষা।

৫। হরিকথাশ্রবণ ও বৈষ্ণব-কৃপা-গ্রহণ-বিমুখ চতুর্ব্বিধ লোক

যে-স্থানে জীবের চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ সাক্ষাদ্-ভাবে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারে না, সেই সুদূরস্থিত অতীন্দ্রিয় বৈকুণ্ঠধামের অর্থাৎ নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিময় ভগবানের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে কিম্বা মর্ত্যজগতে অতিমর্ত্যকে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে যে সুদুর্লভ বৈকুণ্ঠ-প্রেরিত ভগবজ্জন বৈকুণ্ঠের সংবাদ-বহনকারিরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া বৈকুণ্ঠের কথা কীর্ত্তন করেন, সেই বৈকুণ্ঠজন-মুখ-নিঃসৃত বৈকুণ্ঠ-কীর্ত্তন কর্ণপুটে শ্রবণ ব্যতীত বৈকুণ্ঠ-বিষয়ে

অভিজ্ঞানের অন্য দ্বিতীয় উপায় আর নাই। নিখিল মর্ত্য-জীবকুলকে এরূপ অতিমর্ত্য দান বিতরণের জন্য বৈকুণ্ঠ-সন্দেশবাহী, নিরন্তর বৈকুণ্ঠ-কীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবাচার্য্যের অবতার। এরূপ দয়ার—পরোপকারের—মহাবদান্যতার দৃষ্টান্ত আর মর্ত্য-জগতে সম্ভব নহে। যাঁহারা শ্রেয়কামী, তাঁহারা ঐ অমন্দোদয়-দয়ার অবধি নিয়ে গ্রহণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ বৈষ্ণবাচার্য্যের কীর্ত্তন-শ্রবণ-মূলে তাঁহার কৃপা গ্রহণ করেন। কিন্তু যাঁহারা অত্যন্ত দুর্ভাগা, সেই চতুর্বিধ শ্রেণী বৈষ্ণবাচার্য্যের হরিকীর্ত্তনের প্রতি বিমুখ হইয়া মঙ্গল-লাভ হইতে বঞ্চিত হন। শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষায় সেই চারি শ্রেণী এইরূপ,—

ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্ধ্বাঙ্ক্ষং তীর্থমুশন্তি মানসা ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যুশিক্ষয়াঃ॥
(ভাঃ ২।৪।১২)

(১) কুক্কুরের স্তুতির পাত্র—কামুক ব্যক্তিগণ। কুক্কুর হেতু-ব্যতীত ক্রুদ্ধ হইয়া বৃথা চীৎকার করিতে থাকে। হস্তী-দর্শনে কুক্কুরের চীৎকার আরও বর্দ্ধিত হয়। কুক্কুর পুনঃ পুনঃ কুক্কুরী-তাড়িত হইয়াও কুক্কুরীর কাম ভিক্ষা করে। যাহারা হেতু-ব্যতীত সাধুগণকে দেখিলেই চীৎকার করে এবং কামের বশীভূত হইয়া গ্রাম্যকথা ও সাধু-নিন্দাতেই আনন্দ বোধ করে, তাহারা এবং তাহাদের বহুমানিত পূজ্য ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবাচার্য্যের মুখ-নিঃসৃত হরি-কথা শ্রবণ ও তাঁহার কৃপা গ্রহণ করিতে পারে না।

(২) বিষ্ঠাভোজী শূকরের পূজ্য—প্রতিষ্ঠালোলুপ ব্যক্তি। গ্রাম্য শূকর সর্ব্বদা বিষ্ঠাভোজন করে ও পঙ্কিল স্থানে কেলি-রত থাকে। যাহারা অমেধ্যভোজনরত এবং প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা-ভোজনে ও সর্ব্বাঙ্গে লেপনে সুখানুভবকারী, তাহারা বৈষ্ণবাচার্য্যের শ্রীমুখ-নিঃসৃত কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-প্রতিষ্ঠার কথা-শ্রবণে পরাঙ্মুখ হয়।

(৩) কণ্টকভোজী উষ্ট্রের স্তুতির পাত্র—পুনঃ পুনঃ বিষয়ভোগরত ব্যক্তিগণ। উষ্ট্র কণ্টক ভোজন করিতে ভাল বাসে; এমন কি, কণ্টক ভোজন করিতে করিতে তাহার মুখ-গহ্বর ছিন্ন হইয়া গেলেও কণ্টকভোজন পরিত্যাগ করিতে পারে না। যাহাদের অক্ষাভিলাষ, ফলভোগময় কর্ম্ম, নির্ভেদ-জ্ঞান প্রভৃতি বিষয়-কণ্টক চর্ব্বণ করিতে করিতে মুখ ছিন্ন হইয়া গেলেও ঐ সকল কণ্টক-চর্ব্বণের স্পৃহা বিগত হয় না, তাহারাও বৈষ্ণবাচার্য্যের মুখে নিত্যমঙ্গলদায়িনী হরিকথা শ্রবণ করিতে পারে না। হরিকথা তাহাদের এবং তাহাদের বহুমানিত পূজ্য ব্যক্তিগণের নিকট বৃথা বাক্য বা তিক্ত বলিয়া মনে হয়।

(৪) ভারবাহী গর্দ্দভের স্তুতির পাত্র—শাস্ত্র-ভারবাহী পণ্ডিতাভিমানিগণ। গর্দ্দভ অনেক চিনির বোঝা বহন করিলেও চিনির স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না অথবা গর্দ্দভ যেরূপ রজকগণের পালিত-পশু-সূত্রে লোকের মলিন-বস্ত্র-সমূহ বহন-মাত্র করিয়া থাকে, তদ্রূপ যাহারা বহু-শাস্ত্রের ভার বহন করে, কিন্তু শাস্ত্রসারনিরোমণি, সর্ব্ববেদেতিহাসের শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য কৈবল্যৈক-প্রয়োজন অহৈতুকী বিষ্ণুভক্তির স্বরূপ আস্বাদন বা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না অথবা যাহারা আপাত-পাপ-বিনোদকারি প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থাপকগণের পালিত-পশুরূপে কেবল লোকের পাপ-পঙ্কিল মলিন বসন অর্থাৎ জীবের স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ অনর্থযুক্ত মলিন আবরণ-বস্ত্রের শুদ্ধভোগরূপ মলিনতার বোঝাই বহন করে, সেই সকল ভারবাহি সম্প্রদায় বৈকুণ্ঠ-সন্দেশবাহী বৈষ্ণবাচার্য্যের চেতনময়ী কথা-শ্রবণে রুচিবিশিষ্ট হইতে পারে না। স্থূলসূক্ষ্ম দেহরূপ মলিন বসনের ভার-বহন বা শাস্ত্র-ভার-বহন-কার্য্যে নিপুণতাই তাহাদের নিকট অধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়।

৬। ত্রিবিধ শাস্ত্রীয় দীক্ষা ও সংস্কার

(ক) পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা—বিষ্ণুযামল প্রভৃতি স্মৃতি-গ্রন্থ, কলিকালে মানব-মতি অশুদ্ধ বলিয়া অগ্নিবিলুপ্ত হওয়ায় ও বাক্যের সহিত কার্য্যের বিশুদ্ধির অভাবহেতু পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষারই ব্যবস্থা করিয়াছেন। পঞ্চরাত্র বা সাত্বততন্ত্রপারাম্নুসারে যে দীক্ষা হয়, তাহাই পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা। এই পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে আচার্য্য শিষ্যকে সাত্বত-তন্ত্রানুযায়ী দীক্ষিত করিয়া দীক্ষার পর তাহার ভাবি যোগ্যতার বিচারে সংস্কার প্রদান করিয়া থাকেন।

স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ ধাতানেব হি মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ॥
(নারদপঞ্চরাত্র—ভরদ্বাজসংহিতা ২য় অঃ ৩৪ শ্লোক)

আচার্য্যগুরু স্বয়ং পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র প্রদান করায় সেই মন্ত্র-প্রভাবে শিষ্যের পুনর্জ্জন্ম হয়। বিনীত শিষ্যপুত্রাদিকে বৈদিক দশ-সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া আচার্য্য শিষ্যাদিগকে ব্রহ্মচারী করাইয়া মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দিবেন। ইহাই দীক্ষা-বিধি।

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥

(হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিঃ ৭ সংখ্যাধৃত হরিবংশ-বচন)

যেরূপ কোন বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়া-দ্বারা কাঁসা স্বর্ণত্ব লাভ করে, তদ্রূপ (বৈষ্ণবী) দীক্ষাবিধানের দ্বারা নরমাত্রেরই দ্বিজতা সাধিত হয়।

এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দ্বিজ ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
গুরোরনুগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ॥

(হঃ ভাঃ অনুঃ শাঃ পঃ ১৪৩।৪৬)

হে দেবি, নিম্নকুলোদ্ভূত শূদ্রও এই সকল কর্ম্মফল দ্বারা আগমসম্পন্ন অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রিক বিধান-অনুসারে দীক্ষিত হইয়া দ্বিজত্ব-সংস্কার লাভ করেন।

পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় পঞ্চসংস্কারের কথা উক্ত হয়। সেই পঞ্চ সংস্কার—তাপ অর্থাৎ অঙ্গের ঊর্দ্ধভাগে ভগবন্-নামাঙ্কন, পুণ্ড্র অর্থাৎ বাহুদ্বয়ে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি বিষ্ণুমন্দির রচনা, ভগবদ্দাস-সূচক নাম, ভগবন্মন্ত্র ও শালগ্রামাদি পূজা এবং শ্রুতি-স্মৃতি শ্রবণ-যোগ্যতা। প্রদর্শনী-মঞ্চে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষানুষ্ঠান-প্রদর্শনের প্রকোষ্ঠে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল ঘনশ্যামপ্রভু-কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণেতর কুলে তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে অবতীর্ণ শ্রীল রসিকানন্দের পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষাপ্রদান এবং পাঞ্চরাত্রিক বিধানানুসারে বৈষ্ণব-সাবিত্র-সংস্কার-প্রদানের আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে।

(খ) পৌরাণিকী দীক্ষা—মানবকে যোগ্যজ্ঞানে উপবীত প্রদান করিয়া যে বিধিতে পরে মন্ত্র প্রদান করা হয়, তাহা পৌরাণিকী দীক্ষা বা বারাহী অথবা নারসিংহী দীক্ষা নামে খ্যাত। প্রদর্শনীর ৬ষ্ঠ সংখ্যক মঞ্চে, ২য় প্রকোষ্ঠে এই পৌরাণিকী বা বারাহী দীক্ষার দৃষ্টান্তে বালককে আচার্য্য নারদ-কর্ত্তৃক প্রণব-পরিপুটিত দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র-প্রদানের আদর্শ প্রকটিত হইয়াছে।

(গ) বৈদিকী দীক্ষা—আচার্য্য-কর্ত্তৃক যোগ্য মানবকে মৌঞ্জিবন্ধন-সংস্কার প্রদান পূর্ব্বক যজ্ঞোপবীত-প্রদান। মনু-সংহিতায় এইরূপ বৈদিকী দীক্ষার উপদেশ পাওয়া যায়,—

মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতি-চোদনাৎ॥

(মনু ২।১৬৯)

শ্রুতিতে কথিত হয় যে, দ্বিজের মাতৃকুক্ষি হইতে প্রথম জন্মই শৌক্রজন্ম, পরে উপনয়ন হইলে দ্বিতীয় জন্ম লাভ হয়, তৎপর যজ্ঞদীক্ষা লাভ করিলে তাহার তৃতীয় জন্ম হইয়া থাকে।

সত্যকাম জাবাল মহর্ষি গৌতমের নিকট বেদাধ্যয়নের জন্য উপস্থিত হইলে গৌতম তাহাকে বলিয়াছিলেন,—তুমি কোন্ গোত্রীয়? সত্যকাম উত্তরে বলিলেন,—আমি জানি না, আমি কোন্ গোত্রীয়, মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে বলিয়াছেন,—আমি যৌবনে পরিচারিণীরূপে বহু লোকের পরিচর্য্যা করিতে করিতে তোমাকে পুত্ররূপে পাইয়াছি, তুমি যে কোন্ গোত্রীয়, তাহা আমি বলিতে পারিব না। "সা মা প্রত্যব্রবীদ্বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে। সাহমেতন্ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি।" আচার্য্য গৌতম সত্যকামের এইরূপ অকপট সত্যোক্তি শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—বৎস, সত্যবাদিতা ও সরলতাই ব্রাহ্মণের লক্ষণ; অতএব তুমি ব্রাহ্মণ, তোমাকে গ্রহণ করিলাম। হে সৌম্য, তুমি সমিধ্ আহরণ কর, আমি তোমাকে উপনয়ন প্রদান করিব। তুমি সত্য হইতে চ্যুত হইও না।

নার্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রেঽনার্জ্জবলক্ষণঃ।
গৌতমস্বিতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ॥

(ছান্দোগ্য মাধ্বভাষ্যধৃত সাকল্যসংহিতা-বাক্য)

ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ সরলতা এবং শূদ্রে কুটিলতা বর্ত্তমান। হারিদ্রুমত গৌতম এইরূপ তত্ত্ব বিচার করিয়াই সত্যকামকে উপনয়ন বা সাবিত্র্যসংস্কার প্রদান করিয়াছিলেন।

আচার্য্য গৌতম-কর্ত্তৃক সত্যকামের যে দীক্ষা-দৃষ্টান্ত, তাহাই বৈদিকী দীক্ষা। বৈদিকী দীক্ষায় পূর্ব্ব-প্রাগল্ভ্য-বিচার থাকিলেও বৃত্তগত বিচার পরিত্যক্ত হয় নাই। ইহা উক্ত উদাহরণেই স্পষ্ট। কিন্তু বিদ্যাবত্তর্কে পৌরুষবিচারের তুচ্ছতায় অত্যাগ্রহযুক্ত পাষণ্ড স্মৃতিশাস্ত্রকপিধ্বজে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষারই ব্যবস্থা করিয়াছেন। যথা, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায়

ভাবি যোগ্যতা-বিচারে মানবকুলে যে সংস্কার প্রদান করা হয়, তাহাতে তাহার দীক্ষা-কার্য্য আচার্য্য-পাদাশ্রয়ের সময় হইতে মৃত্যু যোগ্যতা লাভ অর্থাৎ সম্যক্ বিদ্যাজ্ঞান-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। এজন্য পাঞ্চরাত্রিক পথই বিশ্বসঙ্ঘে অধিকতর উপযোগী।

অতস্তাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্নি শ্রৌতবর্ত্মনা॥
(হঃ ভঃ বিঃ ৫ম বিঃ প্রাণ্যাদৃত বিষ্ণুযামল-বাক্য)

৭। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে লোকের চিত্তবৃত্তি

কবিকর্ণপুর ও মহাকবি ঠাকুর বৃন্দাবন ইহা বিভিন্ন জীবন্ত ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন।

বিবাহযোগ্যত্বাদিহ কতিচিদাশ্রমমৃতো
গৃহস্থাঃ স্ত্রীপুত্রোদরভরণ-মাত্রব্যসনিনঃ।
অহো বানপ্রস্থা শ্রবণ-পথমাত্র প্রণয়িনঃ
পরিব্রাজো বেষৈঃ পরমুপহরন্তে পরিচয়ম্॥
(চৈঃ চন্দ্রোদয় নাটক ২য় অঙ্ক ৩য় সংখ্যা)

কেহ কেহ বিবাহে অযোগ্যতাহেতু ব্রহ্মচারীর বেশ গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মচারীর কৃত্য হরি-গুরু-সেবায় আদৌ প্রবৃত্তি নাই। গৃহস্থসকল কেবল স্ত্রী-পুত্রের উদর-ভরণ-মাত্র ব্যসন-কার্য্যে রত, বানপ্রস্থগণের কেবলমাত্র নাম শুনা যাইতেছে, কিন্তু একজনও দেখা যাইতেছে না, আর সন্ন্যাসি বেশধারিগণ হরিভজন পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র বেশ-দ্বারা আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছে। একদিকে গৃহব্রতগণ যেরূপ দেহ-সম্পর্কীয় ভোগ্য-স্ত্রী-পুত্রাদি-কথায় রত, অপরদিকে ব্রহ্মচারিব্রুব, বানপ্রস্থব্রুব ও সন্ন্যাসিব্রুবগণ সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে-হরিভজন হইতে বিচ্যুত হওয়ায় দেহ বা গৃহসম্পর্কীয় গ্রাম্যকথা এবং দেহের পালন-পোষণাদির জন্যই ব্যস্ত।

এই সকল গৃহব্রতের চিত্র শ্রীচৈতন্যভাগবতকার অঙ্কিত করিয়াছেন,—

যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের নামের প্রকাশ।
এতেকে আপনে কৃষ্ণ হইলা সন্ন্যাস॥
সন্ন্যাসীরূপে যথা যথা প্রভু যায়।
দণ্ড দেখি' লোক সবে এই মাত্র চায়॥
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।
মত্ত হরি' বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।
এইমত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে॥
বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য-মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥
নিরবধি নৃত্য-গীত-বাদ্য-কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥
কিছু নাহি জানে লোক ধন-পুত্র-আশে।
সকল পাষণ্ডী মেলি' বৈষ্ণবেরে হাসে॥
(চৈঃ ভাঃ আদি ২য় অঃ)

যাঁহারা কল্পনার মোহন-নেত্রে বিচার করেন যে, দেশের ধনাদি সম্পদ্বৃদ্ধি এবং দেশের ও দশের ভালরূপে খাইবার, পরিবার সংস্থান হইলে হরিভজনের অবশ্য সুযোগ হয়, সুতরাং আগে দেশের অবস্থা সচ্ছল করিয়া পরে হরিভজন করা যাইবে, এইরূপ কাল্পনিক চিন্তাস্রোতে ভাসমান ব্যক্তিগণের বহির্ম্মুখিনী চিন্তাধারার অসারত্ব বাস্তব ইতিহাস নির্ম্মূলিত করিয়া বলিয়া দেয় যে,—শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে নবদ্বীপে এবং বঙ্গদেশে খাইবার, পরিবার কোন অসুবিধা না থাকিলেও লোকের বহির্ম্মুখতা উচ্চ-সীমায় উপনীত হইয়াছিল। অবিকল্প শাস্ত্রে ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়া যায় যে, নানা প্রকার দুর্বিপাক ও বিপদের মধ্যে প্রকৃত হরিভজনকারীর হরিভজন হয়। এইরূপ, স্বচ্ছলতার মধ্যে থাকিয়াও লোকের ভগবৎযাত্রা-মহোৎসব করিবার প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তে বিড়ালের বিবাহ, পুতুলের বিবাহ দিবার প্রবৃত্তি এবং বৈষ্ণব-বিদ্বেষের মতি উদিত হইয়াছিল; আর সেই সময়ই শ্রীধর নবদ্বীপে পত্রছিদ্রযুক্ত পরিধানের অভিনয় করিয়াও হরিভজনের লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অতএব যাঁহারা কেবল আর্থিক অভাবের পক্ষপাতী, তাঁহারা স্ত্রী-পুত্রাদি-কথাময় গৃহব্রতধর্ম্মরূপ অচৈতন্য অশ্রিতাই বিচরণ করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্য-

দেব জগতে চেতনময়ী হরিকথা বিস্তার করিলে লোকে স্ত্রী-পুত্রাদি-কথা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিরস পান করিতে পারিয়া'ছলেন। গৃহব্রত-সম্প্রদায় তাদৃশ দুর্ভিক্ষাদি ক্লেশকর মনে করে, কিন্তু শ্রীবাস, শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতির ন্যায় গৃহস্থলীলাভিনয়কারী হরিব্রত-সম্প্রদায় কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষকে সমস্ত দেশের ও সমগ্র জীবের পক্ষে যাবতীয় ক্লেশের নিদান বলিয়া বিচার পূর্ব্বক চৈতন্য-কীর্ত্তন-মহারম্ভকে জগতের দ্বারে দ্বারে বিস্তার করেন।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এবং অদ্যুনাও অর্থাৎ সর্ব্বকালেই স্ত্রী-পুত্রাদি-কথারত গৃহব্রত-সম্প্রদায় মনে করে, হরিকথা-কীর্ত্তন-প্রচার-কার্য্যে যে ঐকান্তিক মঙ্গল হয়, তা'তে ঘরে গৃহব্রত-সম্প্রদায়ের অন্ন নাশ হওয়ায় তাহা অনাবশ্যক চেষ্টা মাত্র। কেহ কেহ মনে করে,—হরিকথা-কীর্ত্তনপ্রচারকারিগণ পেটের জ্বালায় ভিক্ষা করেন, কেহ মনে করে,—তাঁহাদের হরিকীর্ত্তন-প্রচারে দেশে আরও দুর্ভিক্ষ হইবে—ধান-চাউলের মূল্য বাড়িবে, কেহ মনে করে,—হরিকথা-কীর্ত্তনপ্রচারকারিগণ হরিকথা-কীর্ত্তনে সময় নষ্ট না করিয়া কৃষিকার্য্য বা বস্ত্রবয়নাদি করিলে কিম্বা বস্ত্র-দুর্ভিক্ষাদি-অপনোদন-কল্পে তাঁহাদের শক্তি নিযুক্ত করিলে জগতের অধিকতর মঙ্গল হয়, কেহ কেহ মনে করে,—হরিকথাকীর্ত্তন-প্রচারে অর্থাৎ সংক্রামক সাধারণ প্রবাহে জগৎ হইতে লোকদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য যে সৎ-শিক্ষা-প্রদর্শনীতে অর্থ ব্যয় হয়, সেই অর্থ ভোগপর মানবের আপাত-প্রয়োজনীয় ইন্দ্রিয়তর্পণপর কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিলে অর্থের যথার্থ সদ্ব্যবহার হয়। কেহ মনে করে,—ভগবদ্মন্দিরাদি আলোকাদি-দ্বারা বিভূষিত কিম্বা ভগবানের যাত্রা-মহোৎসব, মহানগরসঙ্কীর্ত্তন-শোভা-যাত্রা প্রভৃতিতে যে অর্থ ব্যয় হয়, সেই অর্থ বিড়াল কুকুরের বিবাহে কিম্বা ব্যবহারিক কোন নায়ক-পূজায় নিয়োগ করিলে অথবা লীলাপুরুষোত্তম ভগবান্‌কে একেবারে লীলা-সম্বরণ করাইয়া দিতে পারিলে অর্থাৎ নিঃশক্তিক নির্ব্বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিতে পারিলে জগতের অধিক মঙ্গল লাভ হয়। এই সকল বিষ্ণুসেবারহিত চিন্তাস্রোত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য গৃহব্রতসম্প্রদায়ে সর্ব্বকালেই অবস্থিত আছে। চেতন-কথায় দুর্ভিক্ষ যখন প্রবল থাকে, তখন এই সকল চিন্তাস্রোত তাহার বিরাট্ রাক্ষসীমূর্ত্তি লইয়া অধিকতর মস্তক উত্তোলন করে। তাই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এইরূপ বিচার হই'ত,—

সর্ব্বদিকে বিষ্ণুভক্তিশূন্য সর্ব্বজন।
উদ্দেশ না জানে কেহ, কেন সংকীর্ত্তন॥
কোথাও নাহিক বিষ্ণুভক্তির প্রকাশ।
বৈষ্ণবেরে সবেই করয়ে পরিহাস॥
"এ গায়নগুলা রাজা করিবেক নাশ।
ইহা সবা হৈতে হ'বে দুর্ভিক্ষ প্রকাশ॥
এবাযনগুলা সব মাগিয়া খাইতে।
ভাবক কীর্ত্তন করি' নানাছল পাতে॥
গোসাঞির শয়ন বরিষা চারিমাস।
ইহাতে কি যুয়ায় ডাকিতে বড় ডাক?
নিদ্রাভঙ্গ হৈলে ক্রুদ্ধ হইবে গোসাঞি।
দুর্ভিক্ষ করিবে দেশে ইথে দ্বিধা নাই॥"
কেহ বলে,—যদি থাক কিছু মূল্য চড়ে।
তবে এগুলারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে॥
কেহ বলে,—একাদশী-নিশি-জাগরণ।
করিবে গোবিন্দনাম করি' উচ্চারণ॥
প্রতিদিন উচ্চারণ করিয়া কি কাষ?
এইরূপ বলে যত মধ্যস্থ সমাজ॥

(চৈঃ ভাঃ আদি)

আর্য্যা তর্য্যা পড়ে যা বৈষ্ণব দেখিয়া।
'ছুতি, সতী, তপস্বীও যাইবে মরিয়া॥
তারে বলি সুকৃতি—যে দোলা ঘোড়া চড়ে।
দশবিশ জন যা'র আগে পাছে রড়ে॥
এত যে, গোসাঞি, তারে করহ ক্রন্দন।
তবু ত' দারিদ্র্যদুঃখ না হয় খণ্ডন॥'

(চৈঃ ভাঃ আদি ৭ম অঃ)

'আমি ব্রহ্ম, আমাতেই বসে নিরঞ্জন।
দাস-প্রভু-ভেদ বা করয়ে কি কারণ?
সংসারীসকল ভুল মাগিয়া খাইতে।
ডাকিয়া বলেন 'হরি', লোক জানাইতে॥
এগুলার ঘর-দ্বার কেলাই ভাঙ্গিয়া।
এ যুক্তি করে সব নদীয়া মেলিয়া॥'

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৩শ অঃ)

৮। তার্কবাহিকরূপে শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া পণ্ডিতাভিমানিগণের সর্ব্বদা বাদবিতণ্ডা

বহির্ম্মুখ কর্ম্মজড় ও আধ্যক্ষিকজ্ঞানমত্ত-সম্প্রদায় শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া সর্ব্বদা মুদার্শনিক ভগবৎসেবকগণের সহিত বাদবিতণ্ডা করিবার প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। সেই সকল বৃথা বিতণ্ডা ও নিরর্থক শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা কুতার্কিকের তার্কবাহিকই প্রকাশিত হয়। জগতে শুষ্ক চেতনময়ী কথার প্রচারের অভাবেই মনোধর্ম্মী নায়কগণের শিষ্য-সম্প্রদায়ে ঐ সকল বিতণ্ডার বীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এবং বহির্ম্মুখ জগতের স্বভাবানুসারে অধুনাও ন্যূনাধিক ঐসকল ব্যক্তির অযত্নন জগতে পরিলক্ষিত হয়। শ্রীচৈতন্যদেব শুষ্কভক্তিকথা প্রচার করিলে পণ্ডিতগণ তাঁহাদের নিরর্থক শাস্ত্রপ্রবাদ পরিহার করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানযুগে সমস্ত জগতের সহিত ঘাত, প্রতিঘাত ও মনোধর্ম্ম চিন্তাধারার বিনিময়ে শাস্ত্রের তার্কবাহিক, কদর্থ-প্রবৃত্তি ও তন্মূলে বাদ-বিতণ্ডার ক্ষেত্র নানাভাবে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়াছে। সুতরাং এইযুগে মুদার্শনিক ভক্তিসিদ্ধান্ত ও শ্রীচৈতন্যবাণী আরও প্রবলবেগে প্রচারিত ও লোকহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রদর্শনীতে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বাবস্থা পুনরাবৃত্তি-মুখে তুলিত হইয়া প্রদর্শিত হইতেছে।

৯। ভণ্ড যোগীর কৃত্রিম মনঃসংযম

কবিকর্ণপুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বাবস্থা-বর্ণনে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

জিহ্বাগ্রেণ ললাটচন্দ্রসুধা-তন্দ্বারুরোধে মহ-
দ্ধ্যানং ব্যঞ্জয়তো নিমীল্য নয়নে বদ্ধাসনং যায়তঃ।
অন্তোপান্ত-নদীতটে কিমপরং ভদ্রং সমাধেরভূৎ
• • •
পানীয়াহরণপ্রবৃত্ত-তরুণী-সঙ্ঘর্ষনাকর্ণনৈঃ।
তদ্বিস্মৃদ্ঘট-ভগ্নপায় কেবলং নাট্যায়তে স্ম।

কোন এক অষ্টাঙ্গ যোগী জিহ্বার অগ্রভাগ-দ্বারা ললাটস্থ চন্দ্রের অমৃত-ক্ষরণের পথ রুদ্ধ করিয়া নিজের ধ্যান-পটুতা প্রকাশপূর্ব্বক বদ্ধাসনে ধ্যানস্তিমিতলোচনে নদীতটে উপবেশন করিয়াছেন। কিন্তু অকস্মাৎ ইঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। কোন এক তরুণী নারী জল আনয়ন করিতে আসিয়াছে, তাহার হস্ত-পরিহিত শঙ্খ-বলয়ধ্বনি-শ্রবণে যোগীর এই অবস্থা ঘটিয়াছে। অতএব তাঁহার ধ্যানাদি কেবল উদর-উপস্থের ইন্ধন-সংগ্রহের নাট্য মাত্র।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এইরূপ বায়ু-নিয়মন-কারী ক্লেশ-পরায়ণ যোগীর অভাব ছিল না। পূর্ব্বকালেও বিশ্বামিত্র গৌতমী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ যোগীর কথা শ্রুত হয়। মেনকাদি দর্শন এবং জগদ্গুরুনারদ যোগক্রিয়াকালে জন-মধ্যস্থ মহতের স্পর্শ-সুখ-ভোগের উদ্দীপনায় তাঁহাদের ক্ষণিক যোগ হইতে বিয়োগের কথা ইতিহাসে প্রমাণিত রহিয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া শুদ্ধভক্তির স্বাভাবিক ও সহজ রাজকীয় পথের কথা প্রকাশিত করিলে ঐরূপ যোগিগণও যোগ-চর্য্যার নিরর্থক ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন এবং যোগিগণের আরাধ্য কৈবল্য সুখকে নরক-দুঃখবৎ বুঝিতে পারিয়া ভগবৎসেবানন্দসাগরে ভাসমান হইয়াছিলেন। কারণ,—

যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্ম্মনঃ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্॥
(ভাঃ ১০।৫১।৬০)

অভক্তগণ প্রাণায়ামাদি দ্বারা চিত্তকে নিরোধ করিয়া থাকেন, কিন্তু হে রাজন্! তদ্দ্বারা তাঁহাদের চিত্ত বিষয়-বাসনামুক্ত হয় না বলিয়া তাহা আবার বিষয়াভিমুখী হইয়া পড়ে।

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দ-সেবয়া যদ্বৎ তথাত্মাদ্ধা ন শাম্যতি॥
(ভাঃ ১।৬।৩৬)

সর্ব্বদা কাম-লোভাদি-রিপু-বশীভূত অশান্ত মন মুকুন্দ-সেবা-দ্বারা যেমন সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়, যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগমার্গ অবলম্বন-দ্বারা তাহা তেমন নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না।

১০। কষ্ট তপস্যার কঠোর তপস্চরণ

কেহ বা হেটমুণ্ড ঊর্দ্ধপাদ হইয়া কৃচ্ছ্রাচরণকেই ইন্দ্রিয়নিগ্রহের উপায় মনে করিত, কেহ গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপা, শীতকালে হরিদ্বারের বরফবারি গঙ্গাস্রোতে কণ্ঠাবধি থাকিয়া তপশ্চাচরণ, কেহ বা নগ্নদেহে হিমালয়ের

পাদদেশে অবস্থান, কেহ বা জটাজুট-বিভূতি ধারণপূর্ব্বক মাত্রমাত্র ভক্ষণ-দ্বারা দেহের পুষ্টি হ্রাস-করণ, কেহ বা অনাহারে প্রায়োপবেশনাদি কৃচ্ছ্রসাধনকেই ধর্ম্ম এবং সিদ্ধির পথ বলিয়া মনে করিতেন। শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া নিখিল চেতনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম কৃষ্ণভক্তির কথা প্রচার করিলে ঐসকল কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ সাধন বৃথা কালক্ষেপণ ও চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের উচ্চাবচ যোনিতে ভ্রমণের সেতুমাত্ররূপে প্রমাণিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,—হিরণ্যকশিপু ও রাবণাদি অসুরগণও তপস্যা করিয়া জড়ীয় প্রতিষ্ঠা ও আত্মবিনাশের সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। একমাত্র শুদ্ধবৈষ্ণবের মুখে ও তদীয় আনুগত্যে হরিকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনই জীবের কল্যাণকল্পতরুর শ্রেষ্ঠ ফলদাতার উপায় ও উপেয়। তাই,—

স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্হরিস্মরজকৈঃ তপস্বিনোঽন্যে তপঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং বহুশ্চ ষড়ঙ্গৈশ্চক্রুশ্চ যে যে পরা-
মাবির্ভূতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবাত্র আসীদ্রসঃ॥

(চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ১০।১১৩)

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরভক্তিযোগ-পদবী আবিষ্কার করিলে প্রাকৃতবিষয়-রসময় ব্যক্তিগণ স্ত্রী-পুত্রাদির কথা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পণ্ডিতগণ শাস্ত্রসম্বন্ধী বাদ-বিসম্বাদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যোগিশ্রেষ্ঠগণ প্রাণবায়ু নিরোধনার্থ সাধনক্লেশ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তপস্বিগণ তাঁহাদের তপস্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন, মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; তখন ভক্তিরস ব্যতীত আর অন্য কোন প্রকার রসই জগতে দৃষ্ট হয় নাই।

১১। শ্রীচৈতন্যদেব কর্ত্তৃক প্রকাশানন্দের নির্ব্বিশেষ বিচার খণ্ডন

ইন্দ্রিয়কে অবলম্বন করিয়া চিন্তার গতির সীমা—নির্ব্বিশেষ বা শূন্য পর্য্যন্ত। কেবল মায়াশক্তিকে রুদ্ধ করিয়া মায়াবাদীর ব্রহ্ম উঁকি হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা-দ্বারা চিৎশক্তির নিত্যক্রিয়া-শীলতা অবরুদ্ধ হয় না; কারণ, বেদ বলেন,—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে"। যে মায়াশক্তি হইতে জগৎ নিসৃত, সেই জগতের জীব আগন্তুক মনীষার দ্বারা যাহা কিছু কল্পনা করে, তাহা সমস্তই মায়াশক্তির অধীন। আকাশ রূপ অবকাশকে নিরাকার এবং সেই অবকাশস্থ জড়পিণ্ডগুলিকে সাকার বা সবিশেষ বলিয়া জড়-পিণ্ডরূপ আধেয়ের বা ঘটাকাশের মহাকাশরূপ আধারে প্রলয় বিদ্যা নির্ব্বিশেষ-পরিণতি—জড়পরিণতি মাত্র; কারণ, আকাশ নিরাকার হইলেও জড়পিণ্ডের জড় আধারই বটে। মায়াবাদী ব্রহ্মকে প্রকৃতির সহিত এক করিয়া ফেলিয়াছে। মায়াবাদীর যে 'মায়াবাদ' বা নিরীশ্বর কপিলের 'প্রকৃতিবাদ', তাহা বৌদ্ধেরই একটি প্রচ্ছন্ন বিচার-মাত্র। মায়াবাদী বলেন,—আমরা অতীন্দ্রিয়কে আমাদের মায়াশক্তিজাত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মাপিয়া লইব। মায়াবাদী যেন স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া কল্পনা করিয়া লইয়াছেন যে, অতীন্দ্রিয়ে সর্ব্বশক্তিমত্তা নাই, সর্ব্বশক্তিমত্তার অচিন্ত্য শক্তিমত্তাও তাঁহার ইন্দ্রিয়ের তরলে কবলিত হইবার বা মাপিয়া লইবার বস্তু। তাহারই প্রতিবাদসূচক "সত্যং বিশুদ্ধং বহুদেবশব্দিতং" শ্লোক সর্ব্ববেদসার শ্রীভাগবতে পরিস্ফুট রহিয়াছেন। মায়াবাদী শ্রীবলদেবপ্রভুকে আধ্যক্ষিক-বিচারে বিলুপ্ত করিবার বর-নিশিই,—শ্রীবলদেব-প্রভুর অধিষ্ঠানের প্রতি তাঁহার আক্রমণ। মায়াবাদী জড়শক্তির লোপকারী, সুতরাং অজড়শক্তির কোন কথা না জানায়, বস্তুজ্ঞানে অসমর্থ হওয়ায় কৃষ্ণের কথা পর্য্যন্ত বলিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ নিজের সর্ব্বশক্তিমত্তাকে বহুধানন না করিয়া অভেদ-স্বয়ংপ্রকাশ বলদেব-স্বরূপে যাহা নিহিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন, সেই সবিশেষত্বের পূর্ণতম প্রকাশ শ্রীবলদেবের অধিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মায়াবাদীর হাস্যাস্পদ ক্ষুদ্র অভিযান—নিখিলজীবপ্রভু শ্রীবলদেবের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র বদ্ধ-জীবের যুদ্ধ-চেষ্টা!—সর্ব্বশক্তিমত্তা ও শক্তিকৃতার বিকৃত চিন্তাধারার মধ্যে একটা আপাত অভিধানের অভিনয়। নির্ব্বিশেষবাদ সবিশেষেরই একটি ব্যতিরেকমুখী অসম্যক্ প্রতীতিমাত্র। সুতরাং উহা কখনও পূর্ণভাব হইতে পারে না।

এইসকল সুদার্শনিক বিচার শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় প্রকাশানন্দের দুইটি উদাহরণ ও আদর্শের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে,—

(ক) কাশীতে প্রকাশানন্দের কুবিচার-শ্রবণে নবদ্বীপে ভক্ত-মুরারির নিকট মহাপ্রভুর ক্রোধোক্তি। মুরারিগুপ্ত—রামভক্ত। কৌশল্যাতনয় শ্রীরাম সকল-মঙ্গলের স্থান

কোশলপুরীর রাজ-দুহিতা কৌশল্যাকে আশ্রয় করিয়া জগতে প্রকাশিত হইয়াছেন, সুতরাং কৌশল্যাতনয় রাম—শিবঘ। তিনি শিব বা মঙ্গলকে দান করিয়া থাকেন। শিব তাঁহার আশ্রিত। শ্রীরাম—দশরথ-তনয়। দশদিকেই তিনি বিচরণশীল আত্মারাম। শ্রীমন্মহাপ্রভু সীতারামের ও লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনার বিরুদ্ধবাদী হন নাই, তাঁহাদের পরিপূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছেন। রাঘবেন্দ্র শ্রীরাম—সবিশেষতার পূর্ণ বিগ্রহ, আর মৌষিলের বলরাম—সবিশেষতার পূর্ণতম বিগ্রহ। মহাপ্রভু বলিতেছেন,—মায়াবাদী প্রকাশানন্দ নির্ব্বিশেষবাদ প্রচার করিয়া স্বয়ংরূপ যে আমি, সেই আমার সর্ব্বশক্তিসমন্বিত প্রকাশমূর্ত্তিকে খণ্ডিত করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে—শ্রীবলদেবমূর্ত্তির অঙ্গের সোপলাঘনের জন্য চেষ্টা করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রধান সেবকরূপে, যিনি শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব জানাইয়া দিতেছেন—যিনি জ্ঞাতার বর্ত্তমানতা, জ্ঞেয়ের বর্ত্তমানতা এবং জ্ঞানের বর্ত্তমানতা দেখাইয়া দেন, সেই নিত্যানন্দ-পরিবর্ত্তনশীল ভগবদ্বিগ্রহ-প্রকাশবিগ্রহ বলদেবের হস্তস্থ বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। শক্তিদ্বারাই বস্তু জ্ঞেয়, কেবল বস্তু জ্ঞেয় নয়; লীলাময়ের জ্ঞান—লীলা-দ্বারা; মায়াবাদী লীলাময়ের লীলা রহিত করাইবার চেষ্টা দেখাইয়া লীলাপুরুষোত্তমকে কাল্পনিক নির্ব্বিশেষ করিতে চাহিতেছেন। ইহা অপেক্ষা সুরবিরোধী ভাব আর কি হইতে পারে? সর্ব্ববেদান্তসার চতুঃশ্লোকী ভাগবতের "জ্ঞানং যে পরমং গুহ্যং" শ্লোক তাঁহার ঐরূপ চেষ্টাকে বিপর্য্যস্তও করিয়াছেন। তাই রামভক্ত মুরারির নিকট মহাপ্রভু প্রকাশানন্দের উদ্দেশে এইরূপ ক্রোধোক্তি করিয়া বলিতেছেন,—

"সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে।
মোরে খণ্ড খণ্ড করে সেহো ভাগবতে॥
পড়ায় বেদান্ত, মোর বিগ্রহ না মানে।
কুষ্ঠ করাইনু অঙ্গে, তবু নাহি জানে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর যে অঙ্গেতে বৈসে।
তাহা 'মিথ্যা' বলে বেটা কেমন সাহসে?
সত্য কহি,—মুরারি, আমার তুমি দাস।
যে না মানে মোর অঙ্গ, সে যায় বিনাশ॥
অনন্তভবানন্দ প্রভুর বিগ্রহ সে সেবে।
যে বিগ্রহ প্রাণ করি' পূজে, সর্ব্ব দেবে॥
পূণ্য পবিত্রতা পায় যে-অঙ্গ-পরশে।
তাহা 'মিথ্যা' বলে বেটা কেমন সাহসে?
সত্য সত্য করোঁ তোরে এই পরকাশ।
'সত্য' মুই, 'সত্য' মোর দাস, তার দাস॥
'সত্য' মোর লীলা-কর্ম্ম, 'সত্য' মোর স্থান।
ইহা 'মিথ্যা' বলি' মোরে করে খান্‌খান্॥
যে-অঙ্গ-শ্রবণে আদি অবিদ্যা-বিনাশ।
পাপী অধ্যাপকে বলে,—'মিথ্যা' সে বিলাস।
যে যশঃ-শ্রবণরসে শিব-বিশ্বম্ভর।
যাহা গায় অনন্ত আপনে মহীধর॥
যে যশঃ-শ্রবণে শুক-নারদাদি মত্ত।
চারিবেদ বাখানে, যে যশের মহত্ত্ব॥
হেন পুণ্যকীর্ত্তি-প্রতি অনাদর যা'র।
সে প্রভু না জানে গুপ্ত মোর অবতার॥
গুপ্তরূপে সবারে শিখান ভগবান্।
'সত্য' মোর বিগ্রহ, সেবক, লীলা-স্থান॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২০শ অঃ)

(খ) সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরব্রহ্ম ভগবান্ বিষ্ণু ও কাশীতে মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দের তর্কপথাশ্রয়ে ভগবান্‌কে নির্ব্বিশেষ করিবার চেষ্টা—

মায়াবাদী প্রকাশানন্দ কিরূপে বিষ্ণুকে নির্ব্বিশেষ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার একটি আবশ ১১শ সংখ্যক প্রদর্শনী-মঞ্চে (খ) প্রকোষ্ঠে মায়াবাদী প্রকাশানন্দের কুতর্ক-তরবারি-দ্বারা নিত্য বৈকুণ্ঠস্থিত বিষ্ণুর শ্রীঅঙ্গ কাটিবার চেষ্টার উদাহরণ এবং মায়াবাদীর ঐরূপ শত চেষ্টা-সত্ত্বেও বিষ্ণুর অসংস্পৃষ্টরূপে নিত্যাবস্থানের দৃষ্টান্ত-দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। কাচভাণ্ডে সংরক্ষিত মধুর কাচাবরণের উপরে উপবিষ্ট মক্ষিকা যেরূপ 'মধু স্পর্শ করিতে পারিয়াছি' এইরূপ বিবর্ত্তে পতিত হইলেও প্রকৃত পক্ষে মধুর নিকট পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে না, কিম্বা রাবণ মায়া সীতা-হরণের দ্বারা বঞ্চিত হইয়া রাম-লক্ষ্মীকে হরণ করিয়াছে —এরূপ বিবর্ত্তগ্রস্ত হইলেও যেরূপ সীতার অঙ্গ স্পর্শ করা দূরে থাকুক, সীতার দর্শন পর্য্যন্ত পায় না, তদ্রূপ মায়াবাদী

প্রকাশানন্দ বা অন্যান্যগণ তাঁহাদের অসংখ্য তর্কপথাশ্রয় দ্বারা নিত্য সচ্চিদেকবিগ্রহ পরতত্ত্ব বিষ্ণুকে নির্ব্বিশেষ করিতে পারেন না। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্যত্র মুরারি-গুপ্তের নিকট বলিয়াছিলেন,—

"কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশ-আনন্দ।
সেই বেটা ধরে মোর অঙ্গ খণ্ডখণ্ড॥
বাখানয়ে বেটা, মোর বিগ্রহ না মানে।
সর্ব্ব-অঙ্গে হইল কুষ্ঠ, তবু নাহি জানে॥
সর্ব্বাঙ্গসমর মোর যে অঙ্গ পবিত্র।
অজ-ভব-আদি গায় যাঁহার চরিত্র॥
পূর্ণ পবিত্রতা পায় যে-অঙ্গ-পরশে।
তাহা 'মিথ্যা' বলে বেটা কেমন সাহসে?"

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ৩য় অঃ)

ভগবানের অঙ্গ বলিতে—তাঁহার স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব অর্থাৎ তাঁহার নিত্যধাম, জীব ও প্রধান। পরতত্ত্ব স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিক্রমে নিত্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহরূপে এই চারিপ্রকারে অবস্থান করেন।

১২। শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীধর

শ্রীধর বাহ্যদর্শনে দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তাঁহাকে লোকে 'খোলাবেচা শ্রীধর' বলিত। তিনি খোলা, খোড়, মোচা ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া অতিকষ্টে জীবিকানির্ব্বাহের অভিনয় করিতেন। অধ্যাপক নিমাই শ্রীধরের সহিত সকল সময়ে নানাপ্রকার রহস্যালাপ করিতেন। তিনি বলপূর্ব্বক শ্রীধরের খোড়, মোচা ইত্যাদি গ্রহণ করিতেন। মহাপ্রভু প্রত্যহ শ্রীধরের খোলায় ভোজন করিতেন। শচীমাতা শ্রীধরের খোড়, মোচা, মূলা ইত্যাদি প্রত্যহ পরম প্রীতির সহিত রন্ধন করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদন করিতেন এবং শ্রীশচীনন্দন ঐ সমুদয় ভোজ্য আনন্দের সহিত স্বীকার করিতেন। শ্রীধর বাহ্য-লোকের দর্শনে দরিদ্র থাকিলেও তাঁহার দারিদ্র্যজনিত কোন ক্লেশবোধ ছিল না। উচ্চ নাম-কীর্ত্তনেই তিনি সময় অতিবাহিত করিতেন। একদিন মহাপ্রভু শ্রীধরকে বলিলেন,—

——————তুমি যে অদ্ভুত।
হরি-হরি বল, তবে দুঃখ কি কারণ॥
পক্ষীকান্ত যেমন করিয়া কেন তুমি।
অন্ন-বস্ত্রে দুঃখ পাও কহ দেখি শুনি॥
দেখ এই চণ্ডী বিষহরিরে পূজিয়া।
কে না ঘরে খায় পরে সব নাগরিয়া॥

তদুত্তরে শ্রীধর বলিলেন—

রত্ন ঘরে থাকে রাজা দিয়া যায় পরে।
পক্ষীগণ থাকে যেন বৃক্ষের উপরে॥
কাল পুনঃ সবার সমান এক যায়।
সবে নিজ কর্ম্ম ভুঞ্জে আপন ইচ্ছায়॥

মহাপ্রভু পুনরায় বলিলেন—

প্রভু বলে, তোমার বিস্তর আছে ধন।
তাহা তুমি লুকাইয়া করহ ভোজন॥
তাহা মুই বিদিত করিনু কত দিনে।
তবে দেখি তুমি লোক ভাণ্ডিবা কেমনে॥

(চৈঃ ভাগবত আদি ১২শ অঃ)

সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীতে উক্ত আদর্শের দ্বারা এই শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে—

ধন নাহি, জন নাহি, নাহিক পাণ্ডিত্য।
কে চিনিবে এ সকল চৈতন্যের ভৃত্য॥
কি করিবে বিদ্যা-ধন-রূপ-কুল-সূত্রে।
অহঙ্কার বাড়ি' এ সকলে নির্ব্বংশে॥
কলা-মূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইল যারা।
কোটিকল্পে কোটীশ্বরে না দেখিবে তারা॥
অহঙ্কার প্রেমবাজ বিষয়েতে আছে।
অধঃপাত কুল তা'র না জানয়ে পাছে॥
দেখি' মূর্খ দরিদ্র, যে সুজনেত্র হাসে।
কুম্ভীপাকে যায় সে নিজ-কর্ম্ম-দোষে॥
বৈষ্ণব চিনিতে পারে কাহার শকতি।
আপনে সকল সিদ্ধি দেয়ে ভগবতী॥
খোলাবেচা শ্রীধর তাহার এই সাক্ষী।
ভক্তিযোগ নিল অষ্টসিদ্ধিকে উপেক্ষি'॥
যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দসুখ॥
বিষয়-অন্ধে সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে মত্তজনে বৈষ্ণব না চিনে॥

৮৩। মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণসঙ্গী কালা-কৃষ্ণদাসের তান্ত্রিক ভট্টথারি-গণের স্ত্রীলোকের মোহে পতন ও মহাপ্রভুর কৃপায় উদ্ধার-লাভ

শ্রীমন্মহাপ্রভু বিপ্র কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে কন্যাকুমারী দর্শন-পূর্ব্বক মলয় দেশে আসিয়াছেন। তথায় "ভট্টথারি" নামক এক সম্প্রদায় বাস করে। মলয়-প্রদেশে শুচি-অভিমানী যে-সকল বহুবৃচি ব্রাহ্মণের বাস, ভট্টথারিগণ সেই সকল ব্রাহ্মণের পুরোহিত। ইহারা যাগন, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি তান্ত্রিক যাগ-যজ্ঞে বিশেষ পারদর্শিতার জন্য সুপ্রসিদ্ধ। অনেক সময় ইহারা যাযাবরের ন্যায় জীবন যাপন করে। যেখানে যখন থাকে, তথায় শিবুকি অর্থাৎ সামান্য শিবির স্থাপন করে। ইহাদের বাহিরে সন্ন্যাসীর বেশ, কিন্তু ব্যবসায়,—চৌর্য্য ও প্রতারণা। ইহারা প্রতারণা-দ্বারা বহু স্ত্রীলোক সংগ্রহ-পূর্ব্বক শিবুকির মধ্যে সংরক্ষণ করে এবং ঐসকল স্ত্রীলোকের দ্বারা অপর পুরুষকে আকৃষ্ট করিয়া আপনাদের ধন বৃদ্ধি করে। কৃষ্ণদাস বিপ্র—"সরল ব্রাহ্মণ।" ভট্টথারিগণ সেই নবাগত "আর্য্য সরল বিপ্র"কে দেখিয়াই তাহাদের অভীষ্ট-সিদ্ধির সামগ্রী মনে করিল। উহারা "প্রীতন দেখাইয়া" 'আর্য্য সরলবিপ্র' কৃষ্ণদাসের "গোড় বন্ধাইল" এবং তাঁহার "খুঞ্চিনাশ" করিয়া দিল। দুঃসঙ্গে প্রলুব্ধ হইয়া কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর নিত্যসেবা-সঙ্গ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভট্টথারি-গৃহে চলিয়া আসিলেন।

কৃষ্ণদাস-বিপ্র—স্বরূপতঃ নিত্য কৃষ্ণদাস বটে; কিন্তু "তটস্থা শক্তি।" তটস্থা শক্তির যোগ্যতা এই যে, উহা স্বীয় তটস্থভূমিকার যে কোনও দিকে পতিত হইতে পারে—জলেও পতিত হইতে পারে—স্থলেও পতিত হইতে পারে—কৃষ্ণোন্মুখ-স্থলে পতিত—সম্পূর্ণ আশ্রিত হইতে পারে, আবার কাম-ক্রোধ-লোভ-মদ-মাৎসর্য্য-সঙ্কুল সংসার-অরণ্যেও—মায়াসিন্ধুতেও পতিত, অবস্থিত হইতে পারে। বিপ্র কৃষ্ণদাসের দ্বারা অযাচিত-করুণাময় শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই লীলা প্রকট করিলেন।

ছাড়িবে সেবক যদি যায় অন্যস্থানে।
সেই মূঢ়-নষ্ট, তারে কৃষ্ণ দূরে ধরি' মারে॥
সেই গুরু ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ-জন॥
(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ)

শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণদাস সম্বন্ধে সেই লীলাই প্রকাশ করিলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং অবিলম্বে কৃষ্ণদাসের উদ্দেশে ভট্টথারিগণের গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন,—"তোমরা আমার ব্রাহ্মণকে কি জন্য আটকাইয়া রাখিয়াছ, তাহাকে ছাড়িয়া দাও, আমিও সন্ন্যাসী, তোমরাও সন্ন্যাসী; সুতরাং তোমাদের পক্ষে আমার সম্বন্ধে কষ্ট দেওয়া উচিত নহে।" মহাপ্রভুর এই কথা শুনিয়া ক্ষুব্ধপ্রকৃতি ভট্টথারিগণ অস্ত্র লইয়া মহাপ্রভুকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হইল; কিন্তু মহাপ্রভুর অচিন্ত্যপ্রভাবে তাহাদের অস্ত্রের দ্বারাই তাহারা আহত হইতে লাগিল, ভট্টথারি-গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল; এই অবসরে পতিতপাবন শ্রীগৌরসুন্দর নিজ-নিত্যদাস বিপ্র-কৃষ্ণদাসকে কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক নিজ-স্থানে লইয়া চলিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর দক্ষিণদেশ উদ্ধার পূর্ব্বক নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণদাসকে বর্জ্জন করিলেন।

পতিতোদ্ধারণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কৃষ্ণদাসকে নবদ্বীপে মহাপ্রভুর নীলাচল-আগমনের সংবাদবাহিরূপে পাঠাইয়া কৃষ্ণদাসকে একেবারে সেবা হইতে বঞ্চিত করিলেন না। কৃষ্ণদাসের যোগ্যতায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ পার্ষদেশে থাকিয়া সেবা করিবার সৌভাগ্য থাকিল না। সেই সৌভাগ্য কৃষ্ণদাস নিজ স্বতন্ত্রতায় অপব্যবহার-ফলে হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

১৪। নামাভাসেই প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ যাবতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত

এই বিষয়টি শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় দুইটি উদাহরণের দ্বারা প্রদর্শনীর ১৪শ সংখ্যক মঞ্চে (ক) ও (খ) প্রকোষ্ঠে প্রদর্শিত হইয়াছে। পূর্ব্বে সুবুদ্ধি রায় গৌড়ের অধিপতি ছিলেন। তখন হুসেন খাঁ সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে চাকুরী করিতেন। সুবুদ্ধি রায় একটি দীঘী খনন করাইবার কালে হুসেন খাঁকে উক্ত দীঘীর তত্ত্বাবধায়করূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হুসেন খাঁ তাঁহার তত্ত্বাবধানকার্য্যে কিঞ্চিৎ মত্ত-

মনস্থ হওয়ায় দীঘী-নির্ম্মাণ-কার্য্যটিতে বোধ প্রবেশ করে। সেই ছিদ্র পাইয়া সুবুদ্ধি রায় হুসেন খাঁর গাত্রে চাবুক মারিয়া দণ্ড দান করিয়াছিলেন। যখন রাজা-বিপর্য্যয়ে হুসেন খাঁ গৌড়ের রাজা হইলেন, তখন হুসেন খাঁ পূর্ব্ব মনিব সুবুদ্ধি রায়কে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে দ্বিধা করিলেন না। কিন্তু হুসেন খাঁর বেগম তাঁহার স্বামীর অঙ্গে সুবুদ্ধি রায়ের প্রহারের চিহ্ন দেখিয়া হুসেন খাঁকে প্রতিশোধ লইবার জন্য প্ররোচনা করিতে লাগিলেন। হুসেন খাঁ বেগমের এইরূপ অনুরোধে বলিলেন—সুবুদ্ধি রায় আমার পূর্ব্ব মনিব, তাঁহার অন্ন খাইয়া আমি মানুষ হইয়াছি; সুতরাং আমি তাঁহাকে হত্যা করিতে পারিব না। বেগম অত্যন্ত অনুরোধ করিয়া বলিলেন,—যদি সুবুদ্ধি রায়কে একান্ত প্রাণে না-ই মারা হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ সুবুদ্ধি রায়কে জাতিভ্রষ্ট করিতে হইবে। স্ত্রীর একান্ত অনুরোধে পড়িয়া হুসেন খাঁ সুবুদ্ধি রায়ের মুখে "কারোয়ার পানি" অর্থাৎ মুসলমানের সংস্পৃষ্ট জল প্রদান করিয়া সুবুদ্ধি রায়ের জাতি নষ্ট করিলেন। সুবুদ্ধি রায়ের পূর্ব্বেই বিষয়ত্যাগের ইচ্ছা ছিল, জাতিনাশের ছলে শ্রীহরিবাসরদিনকে ত্যাগ করিয়া তিনি কাশীতে আগমন করিলেন এবং কাশীর শ্রেষ্ঠ স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের নিকট প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা-জিজ্ঞাসা-ফলে কেহ তপ্ত ঘৃত পান করিয়া প্রাণ-বিসর্জ্জনের ব্যবস্থা, কেহ বা নানাপ্রকার বিষমময় বিধান প্রদান করিতে লাগিলেন। সুবুদ্ধি রায় নানামুনির নানা বিধানে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও সংশয়-যুক্ত হইয়া রহিলেন। এমন সময়ে তাঁহার অশেষ সৌভাগ্যক্রমে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব বারাণসীতে পদার্পণ করিলে তিনি প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের হস্তিস্নানের ন্যায় নিরর্থক প্রায়শ্চিত্তাদির কোনওটির অনুমোদন করিলেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু সুবুদ্ধি রায়কে বৃন্দাবনে গমন-পূর্ব্বক নিরন্তর কৃষ্ণনামানুশীলন করিবার ব্যবস্থা দিলেন,—

এক নামাভাসে তোমার পাপ-দোষ যাবে।
আর নাম লৈতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥
আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি।
মহা পাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫শ পঃ)

যেরূপ অরুণোদয় মাত্রেই সমস্ত অন্ধকার মূর্চ্ছিত হয়, সিংহ-ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণ স্ব-স্ব বিবরে আত্মগোপন করে, নীহারব্রাজি চিরতরে বিলুপ্ত হয়, তদ্রূপ নামসূর্য্যের উদয় হউক, নাম-সূর্য্যোদয়ের আভাসেই জীবের প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ যাবতীয় পাপরাশি সমূলে ভস্মীভূত হয়। নাম-সূর্য্যের উদয়ে কৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তি, কৃষ্ণস্থানে স্থিতি ও কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইয়া থাকে। এইজন্য শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ শ্রীনামাষ্টকে শ্রীনামের স্তব-কীর্ত্তন-মুখে বলিয়াছেন,—

যদ্‌ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নামস্ফূরণেন তত্তে
প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ॥

অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ব্রহ্মচিন্তাদ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও যে প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ ব্যতীত নষ্ট হয় না, কিন্তু হে নাম! জিহ্বাগ্রে তোমার স্ফূর্ত্তিমাত্রেই সেই কর্ম্মবীজ ধ্বংস হইয়া যায়,—বেদ ইহা তারস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন।

তৎ নির্ব্যাজং ভজ গুণনিধে পাবনং পাবনানাং
শ্রদ্ধা-রজ্যন্মতিরতিতরাম্‌উত্তমঃশ্লোকমৌলিম্।
প্রোদ্যন্নন্তঃকরণকুহরে হন্ত যন্নামভানো-
র্ভাসাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তরাশিম্॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১।৩১)

হে গুণনিধে, তুমি পরমপাবন উত্তমঃশ্লোকমৌলি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা-মূলক মতির সহিত অতি শীঘ্র সরলভাবে ভজন কর। কেননা তাঁহার নামরূপ সূর্য্যের আভাসও অন্তঃকরণে উদিত হইলে মহাপাতকরূপ অন্ধকাররাশিকে বিনষ্ট করে।

১৫। মালাকাররূপী শ্রীচৈতন্য ও সকলকে নির্ব্বিচারে কৃষ্ণপ্রেমফল-বিতরণ

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু অচিন্ত্যশক্তিক্রমে স্বয়ংই প্রেমময়-তরু, আবার স্বয়ংই তাহার মালাকার। তিনি সেই প্রেম-কল্পবৃক্ষের ফলের দাতা ও ভোক্তা। শ্রীব্রহ্ম-মাধব-সম্প্রদায়ের শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ সেই ভক্তিকল্পতরুর প্রথম মুকুল। শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীতে সেই অঙ্কুরের বৃদ্ধিতে নব্য ভক্ত সন্ন্যাসী সেই প্রেমকল্পতরুর নবীন মূল। পরমানন্দ পুরী—মধ্য মূল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে মালি হইয়াও স্বয়ং বৃক্ষ ও সকল শাখার আশ্রয়। মূল বৃক্ষের দুই দিকে দুইটি বৃক্ষ—শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য। শিষ্য-প্রশিষ্যরূপ শাখা-উপশাখা-পরম্পরায় তাহার বিস্তার। শ্রীচৈতন্যমালি কেবল-মাত্র লৌল্যমূল্যে পাত্রাপাত্রনির্ব্বিশেষে প্রেমফল বিতরণ করেন; এমন কি, অযাচকেরও দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া সেই প্রেমফল বিতরণ করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্য বৃক্ষের সর্ব্বাঙ্গই চেতনময়। সেই চেতনময় ফলাস্বাদনে অচেতন জীবেরও চৈতন্য লাভ হয়। শ্রীচৈতন্যের কৃপাবতারে তিনি কেবল নিত্যমুক্তজন-সেব্য প্রেমকল্পবৃক্ষমাত্র; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্যময় শ্রীচৈতন্যাবতারে তিনি প্রেমকল্পবৃক্ষ হইয়াও অযোগ্য জনেও যথাতথাভাবে প্রেমকল্পবৃক্ষের ফল-বিতরণকারী মালাকার। সেই মালাকার-কার্য্য অর্থাৎ নামপ্রেম-প্রচাররূপ সঙ্কীর্ত্তনধর্ম্ম একাকী অসম্ভব দেখিয়া শ্রীচৈতন্য মালাকার জগতের সকলকে এই অমন্দোদয় পরোপকার-কার্য্যে আহ্বান করিতেছেন।

একলা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যা'ব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলা'ব॥
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায়, কেহ না পায়, হয়ে মনে ভ্রম॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে॥
একলা মালাকার আমি কত ফল খাব।
না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব॥
আজ্ঞা-ইচ্ছামতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর।
তাহাতে অনন্ত ফল বৃক্ষের উপর॥
অতএব সব ফল দেহ যারে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজর অমরে॥
জগত ব্যাপিয়া মোর হ'বে পুণ্যখ্যাতি।
সুখী হইয়া লোক মোর গাহিবেক কীর্ত্তি॥
ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥
এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥
প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ॥

মালী মনুষ্য আমার নাহি রাজ্য-ধন।
ফল-ফুল দিয়া করি পুষ্প উপার্জ্জন॥
মালি হঞা বৃক্ষ হৈলাঙ এই ত' ইচ্ছাতে।
সর্ব্বপ্রাণীর উপকার হয় বৃক্ষ হৈতে॥

(চৈঃ চঃ আদি ৯ম পঃ)

১৬। ঝারিখণ্ড-পথে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পশু-পক্ষী-তৃণ-লতাকে প্রেম-দান

নির্জ্জন বনে চলে প্রভু কৃষ্ণনাম লঞা।
হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুরে দেখিয়া॥
পালে পালে ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, শূকরগণ।
তা'র মধ্যে আবেশে প্রভু করিলা গমন॥
দেখি' ভট্টাচার্য্যের মনে হয় মহাভয়।
প্রভুর প্রতাপে তা'রা একপাশ হয়॥
একদিন পথে ব্যাঘ্র করিয়াছে শয়ন।
আবেশে তা'র গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ॥
প্রভু কহে,—কহ 'কৃষ্ণ', ব্যাঘ্র উঠিল।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহি' ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল॥
আর দিনে মহাপ্রভু করে নদী স্নান।
মত্তহস্তীযূথ আইল করিতে জল পান॥
প্রভু কহে 'কৃষ্ণ' কহেন, আগে হস্তী আইলা।
'কৃষ্ণ' কহ বলি' প্রভু জল ফেলি' মারিলা॥
সেই জলবিন্দুকণা লাগে যা'র গায়।
সেই 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' করে, প্রেমে নাচে গায়॥
কেহ ঘুমে পড়ে, কেহ করয়ে চীৎকার।
দেখি' ভট্টাচার্য্যের মনে হয় চমৎকার॥
পথে যাইতে করে প্রভু সঙ্কীর্ত্তন।
মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনি' আইসে মৃগগণ॥
ডাহিনে বামে ধ্বনি শুনি' যায় প্রভু-সঙ্গে।
প্রভু তা'র অঙ্গ মুছে, লোক পড়ে রঙ্গে॥
হেন কালে ব্যাঘ্র তথা আইল পাঁচ-সাত।
ব্যাঘ্র-মৃগী মিলি' চলে মহাপ্রভুর সাথ॥
দেখি' মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-স্মৃতি হইল।
বৃন্দাবন-গুণ-বর্ণন শ্লোক পড়িল॥
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহ কহি' প্রভু ঘরে বসিল।
'কৃষ্ণ' কহি' ব্যাঘ্র-মৃগ নাচিতে লাগিল॥

নাচে কান্দে ব্যাঘ্রগণ মৃগীগণ-সঙ্গে।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য দেখে অপূর্ব্ব-রঙ্গে॥
ব্যাঘ্র-মৃগ অন্যোন্যে করে আলিঙ্গন।
মুখে মুখ দিয়া করে অন্যোন্যে চুম্বন॥
কৌতুক দেখিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলা।
তা'সবাকে তাঁহা ছাড়ি' আগে চলি' গেলা॥
হরিণাদি পশুগণ প্রভুরে দেখিয়া।
সঙ্গে চলে 'কৃষ্ণ' বলি' নাচে মত্ত হঞা॥
'হরিবোল' বলি' প্রভু করে উচ্চধ্বনি।
বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত সেই ধ্বনি শুনি'॥
কারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণ নাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত॥
মথুরা যাইবার ছলে আইলেন কারিখণ্ড।
তিনপ্রায় লোক তাঁহা পরম-পাষণ্ড॥
নাম-প্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার।
চৈতন্যের গূঢ়লীলা বুঝিতে শক্তি কা'র?
বন দেখি' ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন।
শৈল দেখি' মনে হয় এই গোবর্দ্ধন॥
যাঁহা নদী দেখে তাঁহা মানয়ে কালিন্দী।
মহাপ্রেমাবেশে মহাপ্রভু পড়ে কান্দি'॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭শ অঃ)

কারিখণ্ড বৃন্দাবন-গমনপথের বস্তুপ্রদেশবিশেষ। বর্ত্তমান আটগড়, ঢেঙ্কানল, আঙ্গুল, দাশরা, কিয়োঝর, বামড়া, বোনাই, কালসুর, ছোটনাগপুর, রাঁচিপুর, সরগুজা প্রভৃতি পার্ব্বত্য জঙ্গলময় রাজ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু পশু-পক্ষী-কৃমি-কীট-লতা স্থাবর-জঙ্গমের আবৃতাবস্থা বিদূরিত করিয়া, তাহাদের চেতনতায় কৃষ্ণপ্রেমধর্ম্ম উদিত করাইয়া দেখাইলেন যে, নিখিল বস্তুতেই কৃষ্ণসেবাধর্ম্ম অনুস্যূত আছে। মহাভাগবতের শ্রীমুখে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন-শ্রবণে প্রত্যেক আপাত-আবৃতস্বরূপ কৃষ্ণদাসেরই চেতনময় স্বরূপে নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম প্রকটিত হইতে পারে। কৃষ্ণপ্রেম উদিত হইলে দৈহিক সম্প্রদায়গত হিংসা-বিদ্বেষাদি আর থাকে না। তখন সকলেই উর্দ্ধস্বরূপে কৃষ্ণসেবায় উন্মত্ত হইয়া পড়ে। এই জন্য পরোপকারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় ও উদ্দেশরূপে একমাত্র উচ্চ কীর্ত্তনই শ্রীচৈতন্যদেব কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাই ভাগবতধর্ম্ম। জল, ঘাস, রোগ, কর্ম্ম, জাত্যাদি-দ্বারা উচ্চ কীর্ত্তনের ন্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার হয় না। এইজন্য ঠাকুর হরিদাস বলিয়াছেন,—

জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনি সে তরে।
উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে পর-উপকার করে॥
উচ্চ করি' করিলে গোবিন্দ-সঙ্কীর্ত্তন।
অনায়াসে শুনিয়া পায় বিমোচন॥

এই সঙ্কীর্ত্তনধর্ম্ম-প্রচারার্থই এবং শুদ্ধ উচ্চকীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষ অপনোদনার্থই মহাভাগবত বৈষ্ণবাচার্য্যের আনুগত্যে শ্রীগৌড়ীয় মঠের সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী এবং শ্রীগৌড়ীয়-মঠের যাবতীয় প্রচার-কার্য্য।

১৭। তুলসীকুঞ্জ

"তুলসীকাননং যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ।"

১৮। ভক্তির বিষয়াশ্রয়-ভূমিকা

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর প্রয়াগক্ষেত্রে শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া এই তত্ত্বটি জগতে প্রচার করিয়াছিলেন,—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ॥
মালি হঞা সেই বীজ করয়ে আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেম-ফল।
ইহা মালি সেচে নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জল॥
যদি বৈষ্ণবাপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তা'র শুখি' যায় পাতা॥
তা'তে মালি যত্ন করি' করে আবরণ।
অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম॥
কিন্তু যদি লতার সহিত উঠে উপশাখা।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা যত অসংখ্য তা'র লেখা॥
নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটি, জীব-হিংসন।
লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥

সেইজন পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
মূল একা মূল শাখা বাড়িতে না পায়॥
প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন।
তবে মূল শাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন॥
প্রেমফল পাকি' পড়ে মালি আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি' মালি 'কল্পবৃক্ষ' পায়॥
তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফল মূল করে আস্বাদন॥
এই ত' পরম ফল পরম পুরুষার্থ।
যা'র আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ পঃ)

শ্রীগৌড়ীয় মঠের সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর ১৮শ সংখ্যক মঞ্চে নানাবিধ আদর্শের সাহায্যে শ্রীরূপশিক্ষার এই বিষয়টির দিগ্‌দর্শন করাইবার চেষ্টা হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে কোন ভাগ্যবানের অর্থাৎ ভক্তিপ্রবণ কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব-কৃপারূপ সুকৃতি-ফলে সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় লাভ হয়। সদ্‌গুরুর কৃপায় শ্রবণ-ফলে সম্বন্ধ-জ্ঞানের উপলব্ধি ও শ্রদ্ধার অঙ্কুর বা ভক্তিলতার বীজ হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। সেই বীজকে অঙ্কুরিত করিতে হইলে মালির ন্যায় ভক্তিলতার বীজে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ-কীর্ত্তনজল অনুক্ষণ সেচন করিতে হয়। অনর্থযুক্তাবস্থায়ও হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ ভজন করিতে করিতে অনর্থমুক্তাবস্থা লাভ হয়। অনর্থ-মুক্তাবস্থায় শ্রবণ-কীর্ত্তন-ভজন সুষ্ঠুরূপে সাধিত হয়। তখন রাগময়ী ভক্তির আশ্রয়ে কৃষ্ণমাধুর্য্যে চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্ম ও পরমাত্মার ঐশ্বর্য্যে শুদ্ধভক্তিলতার আশ্রয়যোগ্য স্থান নাই।

প্রদর্শনীর আদর্শে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য এই সাতটী উর্দ্ধলোক, এবং তল, অতল,-বিতল, সুতল, তলাতল মহাতল ও পাতাল এই সাতটি অধোলোক সাকুল্যে ১৪টি ভুবন প্রদর্শিত হইয়াছে। স্বরূপ বিস্মৃত জীব ব্রহ্মাণ্ড-বিচারের অন্তর্গত নিজ নিজ কর্ম্মের দ্বারা বিচলিত হইয়া উচ্চাবচ যোনি স্বীকারপূর্ব্বক এই চতুর্দ্দশ লোকে গমনাগমন করিয়া থাকে। দান, ধ্যান, তপস্যা, কৃচ্ছ্রসাধন, ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাস প্রভৃতি দ্বারা মহঃ, জন, তপঃ, সত্যাদি উর্দ্ধলোক লাভ হয় বটে, কিন্তু সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত হওয়ায় ঐ সকল হইতে পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। "আব্রহ্ম-ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন" প্রভৃতি গীতোক্ত বাক্যই তাহার প্রমাণ। এইরূপ চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে জীবের কৃষ্ণকৃপারূপ সুকৃতি-প্রভাবে সদ্‌গুরুপাদ-পদ্মাশ্রয়ে যে ভক্তিলতার বীজ লাভ হয়, সেই ভক্তিলতার ক্রমিক বিকাশের দৃষ্টান্ত একটি গোলোকার্দ্ধে বৈকুণ্ঠ ও তদুপরি অন্য গোলোকে ভক্তিলতার আরোহণের আদর্শ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ড ও চিজ্জগতের যথাক্রম পরিখারূপে ব্রহ্মলোকের নিম্নে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া বিরজা বা কারণ-সমুদ্র রহিয়াছে। বিরজার সমস্ত গুণ অর্থাৎ ত্রিগুণের সুষুপ্তাবস্থা সাম্যভাব লাভ করে, বিরজা বা কারণ-সমুদ্রে কারণোদকশায়ী প্রথম পুরুষাবতার। কারণ-সমুদ্রে ভাসমান অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী সহস্রশীর্ষক, সহস্রচক্ষুঃ, সহস্রপদ গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতার। গর্ভোদকশায়ীর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা ও ভ্রূমধ্য হইতে শিবের উৎপত্তি। কারণসমুদ্রের পরে নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময় ধাম ব্রহ্মলোক। ব্রহ্মলোকে ভক্তিলতার আশ্রয়স্থান নাই। যাঁহারা ব্রহ্মলোকের জ্যোতির্ম্ময়তায় আত্মহারা হইয়া পড়েন, তাঁহারা আর পরব্যোমের সন্ধান পান না। তাঁহাদের ভক্তিলতার বীজ অঙ্কুরিত হইতে না পারিয়া শুষ্কতা লাভ করে। কারণ, তাঁহারা শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলসেককে সাময়িক ও ভক্তিলতাকে ক্ষণ-জীবী মনে করেন। ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠধাম। তথায় মর্য্যাদাভাবময় গৌরবসখ্যার্দ্ধ, দাস্য ও শান্ত—এই আড়াইটি রসের একমাত্র পূজ্য বিষয়—শ্রীনারায়ণ। পরব্যোমে বা বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারাবলীর ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ আছে। লক্ষ্মী, গরুড়, বিশ্বক্সেন, সীতা এবং বৈকুণ্ঠের সর্ব্বোচ্চস্তরে কৃষ্ণিণী সত্যভামাদির প্রকোষ্ঠ। পুরুষোত্তম, অযোধ্যা প্রভৃতি পরব্যোমের অন্তর্গত উন্নত প্রদেশে আছে। যাঁহারা নিম্ন হইতে গোলোক দর্শন করেন, তাঁহারা গোলোকের নিম্নার্দ্ধ মাত্র দর্শন করিতে পান। শান্ত, দাস্য, সখ্যার্দ্ধ বা গৌরব-সখ্য পর্য্যন্ত তাঁহাদের দৃষ্টির সীমা। কিন্তু যাঁহারা উপরি-ভাগে গোলোক দর্শন করেন, তাঁহারা সেবার্দ্ধ পর্য্যন্ত দেখিতে পান। বিশ্রম্ভ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই উন্নত আড়াই প্রকার রসও তাঁহাদের দৃষ্টিতে উপনীত হয়। বৈকুণ্ঠ বা পরব্যোমের উপরে উর্দ্ধতন ধাম—গোলোক।

তথায় বিশ্রম্ভ-ভাবময় মধুর, বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য ও শান্ত—এই পাঁচটি রসের একমাত্র সেব্য বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ।

কৃষ্ণের বিভূতি চতুষ্পাদ; তন্মধ্যে চিজ্জগতে তিনপাদ বিভূতি এবং জড়জগতে একপাদ বিভূতি। একপাদ বিভূতিতে চৌদ্দভুবনাত্মক মায়িক বিশ্ব। বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্য প্রবল, নারায়ণচক্রই তথায় রাজরাজেশ্বর, অনন্ত-চিদ্‌বিভূতি-দ্বারা তিনি পরিসেবিত। বৈকুণ্ঠে ভগবানের স্বকীয় রস। শ্রী, ভূ, লীলাশক্তিগণ স্বকীয়া স্ত্রীরূপে নারায়ণের সেবা করিতেছেন, স্বকীয়া পুত্র-বনিতা অর্থাৎ দ্বারকার মহিষীগণ যথাস্থানে সেবাতৎপর। ব্রজ, গোকুল, বৃন্দাবন প্রভৃতি ধাম শ্রীমধুরমণ্ডলের অন্তর্গত। মাধুরমণ্ডল ও গোলোক অভেদতত্ত্ব। যাহাকে গোলোক বলা যায়, তাহাই প্রকট-লীলায় প্রপঞ্চান্তর্গতা মধুরাধাম, অপ্রকট-লীলায়—গোলোক। গোলোকস্থ বিশ্রম্ভ-ভাবের আশ্রয় —গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু, যমুনতট, বংশী, কদম্ব প্রভৃতি এবং একমাত্র বিষয়—ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, বিশ্রম্ভ ভাব-ময় দাস্যের আশ্রয়—রক্তক, পত্রক, চিত্রক, বহুল প্রভৃতি এবং বিষয়—একমাত্র নন্দনন্দন কৃষ্ণ। বিশ্রম্ভভাবময় সখ্যের আশ্রয়—শ্রীদাম, সুদাম, সুভদ্র, বসুদাম, স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি এবং একমাত্র বিষয়—শ্রীনন্দকুমার। বিশ্রম্ভ-ভাবময় বাৎসল্যের আশ্রয়—নন্দ, যশোমতী, উপানন্দ প্রভৃতি এবং একমাত্র বিষয়—নন্দগোপাল। পারকীয় মধুর রসের আশ্রয়—শ্রীমতী রাধিকা ও ব্রজবনিতাগণ এবং একমাত্র বিষয়—নন্দনন্দন কৃষ্ণ।

অনর্পিতচর কৃষ্ণপ্রেম-দাতা শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তি-লতার আরোহণের সীমাপর্য্যন্ত লতার কথা জগতে জানাইয়াছেন,—

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী
তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণ-
স্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ
প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে
সেবাং বিবেকী ন কঃ॥

(উপদেশামৃত ৯ম শ্লোক)

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-নিবন্ধন ঐশ্বর্য্যময় পরব্যোম বৈকুণ্ঠ হইতে অচিন্ত্য অনন্তের বিপরীত ধর্ম্ম-প্রকাশকারী মধুরা শ্রেষ্ঠ মধুরামণ্ডলের মধ্যে রাসোৎসব-নিবন্ধন বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ, সেই বৃন্দাবন-মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ কাম-কেলিস্থান বলিয়া গোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠ, গোবর্দ্ধনের সন্নিকট শ্রীকৃষ্ণের প্রেমামৃতের পূর্ণতম প্লাবনক্ষেত্র বলিয়া শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ। শ্রীগোবর্দ্ধন-প্রান্তে বিরাজমান এই শ্রীরাধাকুণ্ডের সেবা কোন্ ভজনবিজ্ঞ কৃষ্ণভক্ত না করিয়া থাকেন?

যখন সাধকের ভক্তিলতার বীজ ক্রমে ক্রমে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জলসেচন-প্রভাবে অঙ্কুরিত হইয়া ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে থাকে, তখন যদি নিকট কোন বিদ্বদ্ভক্তের চরণে নিষ্কাম্যাদি অপরাধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে লতার মূলশাখা বৃদ্ধি হয় না পাইয়া ভোগ-বাঞ্ছা, মোক্ষ-বাঞ্ছা, জড়ীয় সম্মান বা প্রতিষ্ঠার আশা, নিষিদ্ধাচার, কপটতা, জীবহিংসা-প্রভৃতি, জড়ীয় বিষয়-লাভেচ্ছা প্রভৃতি উপশাখাগুলি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বৈষ্ণবাপরাধ —মত্তহস্তীর ন্যায় লতাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া বা লতাকে ছিঁড়িয়া ফেলে। তাহাতে সমস্ত পত্র শুষ্ক হইয়া যায়। অতএব সাধকের সর্ব্বপ্রযত্নেই উপশাখা ছেদন অর্থাৎ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। তাহা হইলেই ক্রমে ক্রমে লতা কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে আরোহণ করিয়া প্রচুর প্রেমফল প্রদান-পূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনজল-সেচনকারী মালীকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে।

১৯। ভিক্ষার ছলে বৈরাগীর বেশধারী ছোট হরিদাসের স্ত্রীলোকের সহিত ভোগবুদ্ধিতে আলাপ

মহাপ্রভুর ভক্ত ভগবান্ আচার্য্য একদিন প্রভুর এক কীর্ত্তনীয়া ছোট হরিদাসকে শিখিমাহিতীর ভগ্নী পরমা বৈষ্ণবী, বৃদ্ধা ও তপস্বিনী মাধবীদেবীর নিকট মহাপ্রভুর ভোগের জন্য কিছু সূক্ষ্ম শুক্ল তণ্ডুল আনিবার জন্য পাঠাইয়া-ছিলেন। ছোট হরিদাসের আনীত উক্ত তণ্ডুল পাক হইলে যখন মহাপ্রভু ভগবান আচার্য্যের গৃহে আসিয়া ভোজনে বসিলেন, তখন ঐরূপ সূক্ষ্ম তণ্ডুল কোথায় পাইলেন আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করায় আচার্য্য ছোট হরিদাস মাধবী মাতার নিকট হইতে ঐ তণ্ডুল আনিয়াছেন জানাইলেন

মহাপ্রভু ভোজনান্তে নিজ-গৃহে আসিয়া নিজ-সেবক গোবিন্দকে বলিলেন, আজ হইতে ছোট হরিদাসের আমার এখানে প্রবেশ নিষেধ থাকিল। ছোট হরিদাস মহাপ্রভুর নিকট যাইবার প্রণ করিয়া তিন দিবস দুঃখে উপবাস করিয়া কাটাইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপাদি ভক্তগণ হরিদাসের কি অপরাধ জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু বলিলেন,—

> বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
> দেখিতে না পারো আমি তাহার বদন॥
> দুর্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
> দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥
> মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
> বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥
>
> (ভাঃ ৯।১৯।১৭)
>
> ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
> ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥

প্রদর্শনীর আদর্শে ছোট হরিদাসের বৃদ্ধা তপস্বিনী, পরমা বৈষ্ণবী এবং সাড়েতিনজন শ্রীমতীর গণস্থ প্রভু-ভক্তের অজ্ঞতমা মাধবী মাতার নিকট তণ্ডুল ভিক্ষা করিতেছেন; মাধবীমাতার গৃহাভ্যন্তরে অন্তরালে একটি বিধবা যুবতী বর্ত্তমান আছেন। ছোট হরিদাসের আদর্শে দেখা যায়, যাহে মহাপ্রভুর ভিক্ষার তণ্ডুল থাকিলেও মাধবীমাতার গৃহস্থিতা যুবতী পরস্ত্রীর দর্শন আনুষঙ্গিক কাম্য ছিল। সেই জন্যই মহাপ্রভু যাহে মহাপ্রভুর সেবা এবং বৃদ্ধা ও পরম-ভক্তিমতী স্ত্রীর নিকট হইতে ভিক্ষা-গ্রহণের বাহ্য বেশের অন্তরালে যে কপট মনোভাব বিরাজিত আছে, সেইরূপ কাপট্যমূলক ইন্দ্রিয়-পিপাসা কখনও মহাপ্রভুর অনুমোদিত সেবা নহে জানাইলেন। যাহারা বৈরাগ্যের বেষ ধারণ-পূর্ব্বক সার্ব্বকালিকী হরিসেবা আচরণ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে ইন্দ্রিয়তর্পণতার আভাস মাত্র মহাপ্রভু সহ্য করেন না। মহাপ্রভুর মতে প্রাকৃতসহজিয়াগণের, নেড়া-নেড়ী আউল-বাউলের কোন প্রকার চিত্তাস্রোতের আভাস-মাত্র কখনই ছিল না ও নাই, শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্ত আচরণের দ্বারা এই শিক্ষাই প্রমাণিত হইতেছে। যাহারা চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিকে রজকিনী ও লখমীদেবী প্রভৃতি পরস্ত্রীর সহিত সংযুক্ত করিয়া সেই চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতিকে মহাপ্রভুর আদরণীয় করিতে চাহেন, সেই সকল ব্যক্তি প্রাকৃতসহজিয়াগণের দাগাল মাত্র। তাহারা মহাপ্রভুর প্রকৃত সেবক-সম্প্রদায়ের কোন কথার সহিতই সংশ্লিষ্ট নহেন।

২৫। শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ছোট-হরিদাসকে মহাপ্রভুর শাসন ও বর্জ্জন

একদিন ভক্তগণ সকলে মিলিয়া ছোট হরিদাসের জন্য মহাপ্রভুর চরণে নিবেদন করিয়া বলিলেন,—ছোট হরিদাসের এই অল্প অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন। এখন ছোট হরিদাসের শিক্ষা হইয়াছে, তিনি আর কখনও ঐরূপ অপরাধ করিবেন না। কিন্তু লোকশিক্ষক জগদ্গুরু মহাপ্রভু পরিপূর্ণ নিরপেক্ষতা ও বজ্রাদপি কঠোরতা প্রদর্শন করিয়া বলিলেন,—"প্রকৃতিসম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন।" যদি তোমরা পুনরায় এজন্য আমাকে অনুরোধ কর, তাহা হইলে আমাকে আর এস্থানে দেখিতে পাইবে না।

আর একদিন ভক্তগণ মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য ও ঈশ্বর পুরীর গুরুভ্রাতা-সূত্রে শ্রীল পরমানন্দ পুরীর কথা গৌরবিচারে মহাপ্রভু অবশ্যই রক্ষা করিবেন বিচার করিয়া পুরীগোস্বামীকে একাকী মহাপ্রভুর নিকট ছোট হরিদাসকে ক্ষমা করিবার অনুরোধার্থ পাঠাইলেন। কিন্তু মহাগম্ভীর মহাপ্রভু বলিলেন যে, তাহা হইলে তিনি পুরী ত্যাগ করিয়া আলালনাথে গমন করিবেন।

যখন কিছুতেই মহাপ্রভু কপট হরিদাসের মুখ দর্শন করিলেন না, তখন ছোট হরিদাস দূরে থাকিয়া মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে লাগিলেন। এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল, তথাপি মহাপ্রভুর অটল নিরপেক্ষতা ভঙ্গ হইল না, যেহেতু অন্তর্যামি-সূত্রে ভগবান্ তাহার কপটতা-বিষয়ে সর্ব্বদা অভিজ্ঞ।

> নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
> পারং পরম্ বিজিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
> সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
> হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥
>
> (চৈঃ চন্দ্রোদয় নাটক ৮।২৩)

(শ্রীচৈতন্যদেব খেদের সহিত কহিলেন,—হায়!) ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার যাঁহাদের ইচ্ছা, এরূপ

ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিগণের পক্ষে স্ত্রীদর্শন, এবং স্ত্রী-সম্ভাষণ,—বিষ-ভক্ষণ অপেক্ষা অসাধু।

২১। প্রয়াগে ত্রিবেণীতে ছোট হরিদাসের প্রাণত্যাগ

অবশেষে একদিন দেহরাত্রে কপটতা-চালিত হইয়া ছোট হরিদাস কাহাকেও কিছু না বলিয়া প্রয়াগে আগমন করিলেন এবং কপটতাক্রমে পুনরায় মহাপ্রভুর পদপ্রাপ্তি সম্ভব করিয়া ত্রিবেণীর জলে প্রবেশ-পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। ছোট হরিদাস তখন ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত গন্ধর্ব্বের সূক্ষ্ম প্রাকৃত দেহ পাইয়া অলক্ষ্যে মহাপ্রভুর সহিতে কীর্ত্তন-গানসেবা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুতে ছলনাক্রমে দুষ্কজ্ঞানকারীই কপটতা। প্রয়াগ হইতে জনৈক বৈষ্ণব নবদ্বীপে আসিয়া সকলের নিকট হরিদাসের ত্রিবেণীতে দেহত্যাগের কথা বলিলেন। পরবর্ত্তী বৎসরে গৌড়ীয় ভক্তগণ শিবানন্দের সহিত পুরীতে গমন করিলেন, তথায় শ্রীবাস 'ছোট হরিদাস কোথায়?' মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন,—"স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্" অর্থাৎ যদিও প্রাকৃত পুরুষ হরিসেবাবিমুখ হইয়া প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করে যায়। তখন শ্রীবাস প্রয়াগ হইতে প্রত্যাগত বৈষ্ণবের মুখে ছোট হরিদাসের ত্রিবেণীতে প্রাণ-ত্যাগের যে বিবরণ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা মহাপ্রভুর নিকট বলিলে মহাপ্রভু তাহাতে বিন্দুমাত্রও দুঃখিত না হইয়া সুপ্রসন্নচিত্তে হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"প্রকৃতি দর্শন কৈলে অর্থাৎ প্রাকৃত সহজিয়ার বিচার স্বীকার করিলে এই প্রায়শ্চিত্তি।"

অর্থাৎ বৈরাগ্যের বেশধারী ব্যক্তি যদি ভোগবুদ্ধিতে কোন স্ত্রীলোক দর্শন করেন, তাহা হইলে কাপট্য-প্রায়শ্চিত্তের জন্য ভবিষ্যজন্মে ত্রিবেণীতে ডুবিয়া মরাই তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত। কপটতা-রহিত না হইতে পারিলে গন্ধর্ব্বাদি যোনি-প্রাপ্ত ঘটে, বৈষ্ণবানুগত্যের অভাব হয় ও বৈষ্ণবতার ছলনায় তৌর্য্যত্রিকে পারদর্শিতা লাভ ঘটে যায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবের বাহ্য আচরণ বা বেশ দেখিয়া হরিজনের নিষ্কপটতা পরিমাপ করেন না। ভোক্তা বা পুরুষাভিমানে স্ত্রী-ইন্দ্রিয়ভোগ্য-জ্ঞানে যোষিৎসহ বিষয়ীর যে আলাপ, তাহাই স্ত্রী-সম্ভাষণ। কনকবৈরাগী মায়াবাদিগণ স্ত্রীলোক দেখিলে বাহ্যে যে চক্ষুমুদ্রিত করিয়া থাকেন বা "স্ত্রীলোক দেখিব না, দেখিব না"—এইরূপ ধ্যান করেন, তাহাতে তাহাদের অন্তরে পুরুষাভিমান সুপ্তায়িত থাকায় স্ত্রীসম্ভাষণই হইয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐরূপ বিচারকে অনুমোদন করেন না। আবার বাহ্যে মহাপ্রভুর সেবার ছলনা দেখাইয়া অন্তরে ভোক্তা অভিমানে যোষিৎ দর্শন করিলে তাহাই স্ত্রীসম্ভাষণ বলিয়া মহাপ্রভুর বিচারে পরিগণিত হয়। শ্রীরামানন্দাদি অকৃত্রিম বৈষ্ণবগণ বাহ্যে দেবদাসী প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবার অভিনয় দেখাইলেও তাহাতে রামানন্দাদির কোন প্রকার প্রচ্ছন্ন ভোগবাঞ্ছা-ক্রমে পুরুষাভিমান এবং দেবদাসী প্রভৃতিতে ভোগের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণযোষিৎ বুদ্ধিতে তত্ত্বানুগত্য ব্যতীত অপর কোন কৃত্রিম বিচার বিন্দুমাত্রও না থাকায় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দাদির সহিত কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণার্থ কৃষ্ণযোষিৎ-সেবার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছেন।

২২। ষষ্ঠ সপত্নী ও উহাদের বশীভূত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি

প্রদর্শনীর আদর্শে একটি অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কটি-দেশে রজ্জু বন্ধন করিয়া ছয়টি সপত্নী ছয়দিকে টানাটানি করিতেছে। তাহাতে অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ কাহার অভিলাষ পূর্ণ করিবে, কোন্‌দিকে যাইবে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া মুহ্যমান ও প্রাণান্ত ক্লেশে পতিত হইয়াছে। একপত্নীর অভিলাষ পূরণ করিতে গেলে আর একপত্নী তাহাকে অস্থির অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে। পুরুষাভিমানীর ভোগ দূরে থাকুক, দুর্ভোগ ভোগের অন্ত নাই। শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীরূপ-উপদেশামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের শিক্ষা হইতে এই চিত্রটি আদর্শে প্রকাশিত হইয়াছে।

> জিহ্বৈকতোঽন্যত্র কর্ষতি কর্হি বৃষ্ণ
> শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণঃ কুতশ্চিৎ।
> ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক চ কর্ম্মশক্তি-
> র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি ॥
>
> (ভাঃ ১১।৯।২৭)

বহু সপত্নী যেমন গৃহপতিকে টানিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়সকল দেহাভিমানী অজিতেন্দ্রিয় পুরুষকে

ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে আকর্ষণ-পূর্ব্বক বিচলিত করিয়া থাকে। কখনও জিহ্বা রসের প্রতি, কখনও ত্বক্ স্পর্শের প্রতি, কখনও স্ত্রীলিঙ্গের প্রতি, কখনও উদর কোন আহার্য্য বস্তুর প্রতি, কর্ণ শব্দের প্রতি, চঞ্চল চক্ষু রূপের প্রতি, নাসিকা ঘ্রাণের প্রতি আকর্ষণ করিয়া থাকে। আবার কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল নিজ নিজ বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করে।

ছয়টি সপত্নীকে অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য—এই ছয়টি দোষ বলিয়াও ব্যাখ্যাত হইতে পারে, অথবা বাক্যবেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ এই ছয় বেগের প্রতীক বলিয়াও বলা যাইতে পারে, শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও পিপাসা—এই ষড়ূর্ম্মিকেও ষট্‌পত্নীর সহিত তুলনা করা যায়। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ষড়্‌রিপু, ষড়্‌বেগ, ষড়্‌দোষ, ষড়ূর্ম্মি বা ছয়প্রকার দেহধর্ম্ম দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া ভীষণ ক্লেশের মধ্যে সর্ব্বদা মুহ্যমান থাকে।

২৩। ছয় বেগ, ছয় দোষ, ছয় রিপু ও ষড়ূর্ম্মি বশীভূতকারী জিতেন্দ্রিয় গোস্বামী

শ্রীমদ্ভাগবতের হংসগীতা ও শ্রীরূপগোস্বামীর উপদেশামৃতে এই ছয়বেগ দমনকারী জিতেন্দ্রিয় গোস্বামীর কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহাই শ্রীগৌড়ীয় মঠের সংশিক্ষা-প্রদর্শনীতে আদর্শের দ্বারা প্রকাশিত।

> বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
> জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
> এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
> সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥
>
> (শ্রীরূপগোস্বামিকৃত উপদেশামৃত ১ম শ্লোক)

বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ—এই ছয়টি যে ব্যক্তি বিশেষ-রূপে সহ্য করিতে সমর্থ হন, তিনিই এই নিখিল পৃথিবী শাসন করিতে পারেন অর্থাৎ তিনিই ষড়্‌বেগজয়ী গোস্বামী।

যাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের নিকপট দাসগণের কৃপাকটাক্ষ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট কালদর্পরূপ দুর্দ্দান্ত কাম-ক্রোধাদি রিপু কিম্বা ষড়্‌বেগ, ছয় দোষ, অবৈকব্যো-পাত্ত ষড়্‌দর্শন, ষড়ূর্ম্মি—সকলই উৎপাটিত-বিষদন্ত সর্পের ন্যায়। কর্ম্মত্যাগী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি ঐ ছয় সপত্নী-তাড়না হইতে অব্যাহতি পান নাই। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদাসগণের কৃপা-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ টঙ্ক ঘটকের প্রতি অন্তরে অনুরাগ ও বাহ্যে ক্রোধের অভিনয় না দেখাইয়া তাঁহাদিগকে কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করিবার কৌশল বিদিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের দাসানুদাসগণ কামকে কামদেব কৃষ্ণের সেবায়, ক্রোধকে ভক্তদ্বেষিজনে, লোভকে সাধুসঙ্গে হরিকথায়, মোহকে ইষ্টলাভের জন্য ব্যাকুলতায়, মদকে কৃষ্ণগুণগানে, মাৎসর্য্যকে মদমত্ততা-দোষ-নির্ম্মুক্ত ইষ্টসেবায় প্রতিযোগিতায় নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা জিহ্বাকে হরিকথা-কীর্ত্তন বা কৃষ্ণের ভোগোদ্দীপক ভগবৎপ্রসাদের চতুর্ব্বিধ রসাস্বাদনে, তৃষ্ণাকে হরি-কথামৃত পানে, কর্ণকে হরিকথা শ্রবণে, চক্ষুকে হরিসম্বন্ধবৈকুণ্ঠের পারমহংস্যের সৌন্দর্য্য-দর্শনে, নাসিকাকে কৃষ্ণনির্ম্মাল্য আঘ্রাণে এবং মনকে কৃষ্ণপদারবিন্দে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা কৃষ্ণ-কথায় অশ্রুকণ-কীর্ত্তন-দ্বারা অব্যক্ত ও ব্যক্ত বাক্যবেগ দমন, মনের দ্বারা সর্ব্বদা হরিকার্য্যের চিন্তন-প্রভাবে মনের বেগ দমন, ভক্তদ্বেষীর প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করিয়া ক্রোধের বেগ দমন, প্রসাদরসকারী ভগবৎপ্রসাদরস আস্বাদন করিয়া জিহ্বার বেগ দমন, কেবলমাত্র হরিসেবার্থ দেহরক্ষার জন্য বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া উদরবেগ দমন এবং আপনা-দিগের পুরুষাভিমান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতমা সেবিকার বাস্তব কিঙ্করী অভিমানে যাবতীয় অনর্থের বেগ দমন-পূর্ব্বক ষড়্‌বেগজয়ী গোস্বামিরূপে প্রকাশিত হন। এইরূপ ষড়্‌বেগজয়ী নিষ্কপট ভগবৎসেবকগণই গোস্বামী। ইহাতে কোন প্রকার প্রাকৃত ধর্ম্ম বা কুলগত বিচারের অপেক্ষা নাই।

২৪। বিষ্ণুমায়ার পরম তেজস্বী রুদ্রেরও মোহ, পরে বিষ্ণুর প্রসাদ লাভ

ভগবান্ বিষ্ণু মোহিনীরূপে দানবগণকে মোহিত করিয়া-ছিলেন, এই কথা শুনিয়া মহাদেব ভগবানের মোহিনীরূপ দর্শন করিবার জন্য কৌতূহলগ্রস্ত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর স্তব করিলে কামিগণের অত্যন্ত আদরের মোহিনীরূপ ভগবান্ বিষ্ণু মহাদেবকে দর্শন করাইলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ৮ম স্কন্ধের ১২শ অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে।

জিতেন্দ্রিয়-শিরোমণি জগদ্‌গুরু মহাদেবও লোক-সমক্ষে-ভয়ে মোহিনীরূপ দর্শন করিয়া ধাবিনীর পশ্চাদ্ধাবিত যূথপতির ন্যায় ঐ সুন্দরীর অনুগমন এবং তাহাকে বাহু-দ্বারা আলিঙ্গন করিবার অভিনয় দেখাইলেন। মহাদেব ইতঃপূর্ব্বে পার্ব্বতীর সহিত বৃষে আরোহণ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট গিয়াছিলেন, কিন্তু মোহিনীরূপ প্রকাশিত হইলে তাঁহার সমস্ত জ্ঞান অপহৃত হইল। তিনি কাম-বিলাসে বিহ্বল হইয়া ভবানীর সম্মুখেও নির্লজ্জভাবে সেই সুন্দরীর অনুসরণ করিলেন। পরে মহাদেব আপনাকে ভগবানের মায়ায় জড়ীভূত দেখিয়া মোহ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। ভগবান্ বিষ্ণু পুরুষাকৃতি ধারণ করিয়া মহাদেবকে বলিলেন,—

কো নু মেঽবিতরেন্মায়াং বিষক্তদ্বয়ি মায়বান্।
ত্বদন্যঃ কিমজং যোগাঃ মায়ান্ত্বন্মায়য়া জিতঃ॥

(ভাঃ ৮।১২।৩৯)

আপনি ব্যতীত কোন্ পুরুষ বিষয়ভোগে আসক্ত হইয়াও অজিতচিত্তগণের দুস্তর তত্তদ্‌বিষয় সৃষ্টিকারিণী আমার মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারে?

মহাদেব বিষ্ণুর প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া ভবানীকে ভগবান্ বিষ্ণুর সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—

অহি ব্যপস্তুস্তমস্তত মায়াং
পরস্য পুংসঃ পরদেবতায়াঃ।
অহং কলানামৃষভোঽপিযুষে
যয়াবশোঽহঞ্চ বিমুহ্যমানঃ॥

(ভাঃ ৮।১২।৪৩)

হে দেবি! জন্মরহিত পরদেবতা ও পরম পুরুষ ভগবানের মায়া অবলোকন করিলে? আমি তাঁহার অংশাবতারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াও যখন মায়া-দ্বারা মুগ্ধ হইয়াছিলাম, তখন অন্যান্য ইন্দ্রিয়পরবশ লোকসকল যে তাহাতে মোহিত হইবে, সে বিষয়ে আর বক্তব্য কি?

শ্রীগৌড়ীয় মঠের সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীতে উক্ত আদর্শের দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যে, জগদ্‌গুরু শম্ভু স্বীয় আচরণের দ্বারা জানাইলেন, একমাত্র বিষ্ণুই পরাৎপর-তত্ত্ব; তিনিই পুরুষোত্তম। সেই পুরুষোত্তমত্বের যেখানে কামিনীত্ব বা নারীর দর্শন, সেখানেই মোহিনীত্ব ভাব উপস্থিত হয়, সেখানে আশ্রয়ে পুরুষাভিমান প্রবল হইয়া যায়। যেখানে পুরুষাভিমানে ভগবানের নারীত্ব দর্শন করিবার পিপাসা উপস্থিত হইয়াছে, সেখানে জগদ্‌গুরু মহাদেব তাঁহার অভিনয়ের দ্বারা লোকশিক্ষকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন,—পুরুষাভিমানে ভগবানের নারীত্ব দর্শন করিতে চাহিলে ঐরূপ মোহিত হইতে হয়। অতীবিচারপর জনগণ যে শাস্ত্রের বিচারের আবাহন করিয়া ভক্তিসমাদৃত-সিদ্ধান্ত কথিত শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশিত পঞ্চ নিত্যরসের মধ্যে স্ত্রী-মূর্ত্তির ভগবত্তার উল্লেখাভাব দর্শন করেন, তাহার অকর্ণণ্যতাই এই লীলায় প্রদর্শিত।

২। নামকীর্ত্তনাচার্য্য-গোস্বামী শ্রীঠাকুর হরিদাস ও বেশ্যার ছলনা

ঠাকুর হরিদাস যখন বেনাপোলের (যশোহর জেলায়) নির্জ্জন বনে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া অহোরাত্র তিন লক্ষ নামসঙ্কীর্ত্তন করিতেন, তখন সেই দেশের অধ্যক্ষ, বৈষ্ণববিদ্বেষী অক্ষেন্দ্রিয়-ভোগমাত্রপ্রধানী রামচন্দ্র খাঁ। নামাচার্য্য ঠাকুর গোস্বামী হরিদাসকে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী প্রভৃতি ব্যক্তিগণের ন্যায় জাগতিক প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইবার পাত্রবিশেষ তথাকথিত সাধু বিবেচনা করিয়া নিজের জড়াকৃষ্ট প্রবৃত্তির সমধীন জ্ঞানে তাঁহার নিকট একটি বেশ্যাকে প্রেরণ করে। হরিদাসের ন্যায় একজন অবরকুলোদ্ভূত ভিক্ষুককে লোকে পূজা ও প্রতিষ্ঠা প্রদান করে, ইহা বেনাপোল গ্রামের জমিদারসূত্রে রামচন্দ্র খাঁ সহ্য করিতে না পারিয়া এবং কোথাও হরিদাসের কোন ছিদ্র না পাইয়া বেশ্যার দ্বারা কপট নীচ ছোট হরিদাসের সেবোন্মুখ-জ্ঞানে বৈরাগ্য-নাশের উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক ব্রহ্ম-হরিদাসের ছিদ্র প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করে। রামচন্দ্রখাঁর প্রেরিত সুন্দরী যুবতী একটি বেশ্যা রাত্রিকালে ঠাকুর হরিদাসের বাসায় উপস্থিত হইয়া তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি উদ্ঘাটন, নানা হাবভাব-প্রদর্শন এবং বিবিধ মধুলুণ্ঠিত বাক্যে গোস্বামী হরিদাসকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরণানুরাগী, নিরন্তর নিষ্কপট হরিকীর্ত্তন-পরায়ণ ভক্তিযোগীকে রামচন্দ্র খাঁ-প্রেরিত বেশ্যা, যেনকাদি স্বর্গেশ্যা, এমন কি, ব্রহ্ম-রুদ্রাদি-মোহনকারিণী সাক্ষাৎ মহামায়াও মোহিত করিতে পারেন না, তাহার আদর্শ ঠাকুর হরিদাসের দ্বারা জগতে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরণে নিষ্কপট অনুরাগী, শুদ্ধনাম-

পরায়ণ মহাভাগবতকে কেহ প্রভুত্ব বা নিজ-করণে করণিত করা দূরে থাকুক, ঐরূপ ব্যক্তিগণ মহাভাগবত বৈষ্ণবের করণে করণিত হইয়া সদ্যে অর্থাৎ তাহারা দুর্বুদ্ধি হইতে নির্মুক্ত হইয়া মহাভাগবতের দাস্য-বন্ধনে আবদ্ধ এবং ভগবৎসেবার নিযুক্ত হইতে পারে।

২৬। আচার্য্য হরিদাসের নিরন্তর নামকীর্ত্তন ও বেশ্যার আচার্য্যমুখোচ্চারিত শুদ্ধনাম-শ্রবণ

ঠাকুর হরিদাস কণ্ঠবৈরাগীর ন্যায় বেশ্যা-দর্শনমাত্রে অসহিষ্ণু বা বিকারগ্রস্ত না হইয়া অর্থাৎ বেশ্যার প্রতি আন্তরিক অনুরাগের চিহ্ন-সূচক বাহ্য ক্রোধের অভিনয় বা তাহার প্রতি বাহ্য অনুরাগ-লক্ষণ প্রদর্শন না করিয়া পরম সহিষ্ণুতার আদর্শরূপে বলিলেন যে, তিনি সংখ্যানাম-কীর্ত্তনরূপ একটি ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, যে পর্য্যন্ত সেই ব্রত সমাপ্ত না হইবে, সেই পর্য্যন্ত তিনি অন্য কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না; অতএব সেই সুন্দরী যুবতীর কিয়ৎ-কাল অপেক্ষা করিতে হইবে। সংখ্যা-নাম-কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে তিনি বেশ্যাকে অঙ্গীকার করিবেন। এইরূপ আশ্বাসবাণী পাইয়া বেশ্যা সারারাত্র ঠাকুর হরিদাসের নিকটে বসিয়া নামসঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিল। রামচন্দ্র খাঁ এই সমাচারে তাঁহার অভীষ্ট-সিদ্ধির আশায় অকূলোদয় দেখিতে পাইল। দ্বিতীয় রাত্রেও হরিদাস ঠাকুর বেশ্যার মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন,এইরূপ আশ্বাসে বেশ্যাকে হরিদাস ঠাকুরের স্থানে প্রেরণ করিল। বেশ্যা তথায় উপনীত হইয়া পূর্ব্ববৎ নামকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতেই রাত্রি শেষ করিয়া ফেলিল। ঠাকুর হরিদাস বেশ্যার ব্যস্ততা দেখিয়া তাহাকে বলিলেন যে, তিনি একমাসে কোটিনাম-গ্রহণ-যজ্ঞ-ব্রত সমাপ্ত করিবেন—এইরূপ দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। আগামী কল্য তাঁহার সেই ব্রত উদ্‌যাপন হইবে, সুতরাং স্বচ্ছন্দে সেই দিবস তাহার সহিত সঙ্গ হইতে পারিবে। বেশ্যা এই কথা রামচন্দ্র খাঁকে জানাইলে রামচন্দ্র খাঁর আনন্দের অবধি থাকিল না।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংশিক্ষা-প্রদর্শনীতে এই আদর্শের দ্বারা প্রকৃত নিষ্কপট, একান্ত কৃষ্ণসেবানুরাগী ভক্তের স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম আচরণ প্রকটিত হইয়াছে। এইরূপ ঘটনা কোন কপট ত্যাগীর জীবনে উপস্থিত হইলে তিনি হয়ত' বেশ্যাকে দেখিয়াই বলিতেন,—আমি তোমার মুখ দর্শন করিব না, তুমি এস্থান হইতে চলিয়া যাও। কিম্বা মায়াবী বেশ্যা এইরূপ উক্তির মধ্যে লুক্কায়িত কপটত্যাগীর বেশ্যার প্রতি অনুরাগের বীজ ও দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়া কপটত্যাগীকে আরও পাইয়া বসিত। অথবা কপটত্যাগী বেশ্যার মোহিনী রূপ-দর্শনমাত্রে বিশ্বামিত্রের আদর্শে মেনকাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইত। কিন্তু ঠাকুর হরিদাসের আদর্শে এইরূপ দুইটী বর্ব্বরতার ভাব বিন্দুমাত্র প্রকাশিত না হইয়া পূর্ণ বৈষ্ণবতার ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। ঠাকুর হরিদাসের হরিনাম-গ্রহণ নির্ব্বিশেষ-বাদীর সাধনের ন্যায় সাময়িক নহে; সুতরাং তাহা কোন কালেই সমাপ্ত হইবে না। চেতনের দ্বারা যে চিন্ময়বিগ্রহ নাম কীর্ত্তিত হন, সেই নামকীর্ত্তন কখনই রুদ্ধ হয় না। অতএব ঠাকুর হরিদাসের নামকীর্ত্তনও সমাপ্ত হইবে না, বেশ্যারও প্রাকৃত অভিলাষ পূর্ণ হইবে না। কিন্তু চেতন-নিঃসৃত হরিনাম-শ্রবণের ফলে বেশ্যার দুর্বুদ্ধি স্বতঃই অপনোদিত হইবে। বহু হরিদাস ঠাকুরকে যাঁহারা নীচ বা ছোট হরিদাসের সমশ্রেণীস্থ জ্ঞান করেন, তাঁহারাই বর্ত্তমানকালে বিষ্ণুবৈষ্ণবকে শুদ্ধবৈষ্ণবের সহিত অবৈধরূপে সমন্বিত করিবার প্রয়াস করিয়া লোকপ্রতারণা করেন মাত্র। মেকি কখন আসল হইতে পারে না। জীবন্ত অনন্ত আচরণ ও কপট অভিনয় সাধারণে বুঝিতে না পারিয়া কপটকেও বৈষ্ণব-শ্রেণিভুক্ত করে।

২৭। আচার্য্যের মুখনির্গত নামাগ্নির স্পর্শে বেশ্যার পাপময় নাশ, বেশ্যা আচার্য্য-চরণে প্রণতা

ঠাকুর হরিদাসের কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে তৃতীয় রাত্রিও সমাপ্ত হইয়া গেল। সাধুসঙ্গের প্রভাবে বেশ্যার স্বীয় কুচেষ্টার দৌর্ব্বল্য দর্শনে নির্বেদ উপস্থিত হইল। বেশ্যা গোস্বামী নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের চরণে প্রণতা হইয়া রামচন্দ্রখাঁর দুষ্টা অভিসন্ধির কথা এবং নিজ পাপ-রাশির কথা প্রকাশ করিয়া বলিল। বেশ্যা এইবার ঠাকুরের শ্রীচরণে উদ্ধার ও উপদেশ প্রার্থনা করিল।

সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর এই আদর্শের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, পতিতপাবন গৌরাঙ্গী আচার্য্য পতিতাকে উদ্ধার করিতে যাইয়া নিজে পতিত হন না। বেশ্যা সাধুর সঙ্গ পাইয়া সর্ব্বতোভাবে অসাধুত্ব পরিবর্জ্জন-পূর্ব্বক সাধুত্ব লাভ করে; কিন্তু সাধু বেশ্যার সঙ্গে নিজ সাধুত্ব পরিবর্জ্জন-পূর্ব্বক অসাধুত্ব সঞ্চয় করেন না।

২৮। পূর্ব্ব ইতিহাস ভুলিয়া পতিতার কায়মনোবাক্যে হরিভজন

ঠাকুর হরিদাস নির্ব্বেদগ্রস্ত পতিতাকে উপদেশ করিলেন,—

> • • ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান।
> এই ঘরে আসি' তুমি করহ বিশ্রাম॥
> নিরন্তর নাম কর তুলসী সেবন।
> অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥
>
> (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩য় পঃ)

এইরূপ উপদেশ প্রদান-পূর্ব্বক ঠাকুর হরিদাস পতিতাকে নাম প্রদান করিলেন এবং 'হরি হরি' শব্দ উচ্চারণ-পূর্ব্বক সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। পতিতা নারী ঠাকুর হরিদাসের আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া তাঁহার গৃহ, বৃত্তি যাহা কিছু ছিল, সমস্ত দক্ষিণাস্বরূপ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন এবং সুন্দর কেশদামের মোহ প্রভৃতি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মাথা মুড়াইয়া একবস্ত্রে গুরুসমীপে বৈরাগ্যের সহিত শ্রীগুরুর আদর্শানুসারে রাত্রিদিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। নাম-সাধন-ফলে তাঁহার ইন্দ্রিয় জয়, সিদ্ধি লাভ বা প্রেমোদয় হইল।

সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর এই আদর্শের দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, হরিভজনকারী পূর্ব্ব ইতিহাস সমস্তই ভুলিয়া একমাত্র গুরুদাসাভিমানে, গুরু-আজ্ঞানুসারে, গুরুর আদর্শানুসারে ভগবদ্ভজন করিবেন। ঠাকুর হরিদাসের আদেশানুসারে অসদ্বৃত্তি-সঞ্চিত বিত্ত কর্ণকায়ীগণকে প্রদত্ত হইয়াছিল। শিষ্যের সর্ব্বস্ব গুরুদেবের প্রাপ্য হইলেও বৈষ্ণবগুরু শিষ্যের গৃহ-বিত্তাদি প্রাকৃত ধন-সমূহ স্বয়ং গ্রহণ করেন না। যাহারা দক্ষিণা গ্রহণ করেন, তাঁহারা দক্ষিণা-দ্বারা ধন-ভবনে ভীত হন, বৈষ্ণবগুরু তাদৃশ ধনভবনদাতা নহেন; তিনি —উত্তরায়ণের পথিক। তদ্রূপ কর্ম্মি ব্রাহ্মণাদিকে প্রাকৃত বৈষ্ণব-সমূহাদি দিবার ব্যবস্থা আছে। বৈষ্ণবগুরু শিষ্যের হরিবৈমুখ্যজনক ভোগ্য বিষয়-বৈভব স্বয়ং গ্রহণ করিয়া শিষ্যের আনুগত্য বা মুখাপেক্ষা করেন না; পরন্তু তাদৃশ বৈভবকে হরিবৈমুখ্যজনক জানিয়া উহা অবশ্যই ত্যাগ করেন। শিষ্যকে প্রাকৃত অভিমান হইতে মুক্ত করা এবং তাঁহার পরিত্যক্ত ভোগোপযোগী প্রাকৃত দ্রব্য স্বয়ং গ্রহণ না করাই সদাচারী বৈষ্ণবগুরুর কর্ত্তব্য,—ঠাকুর হরিদাসের ইহাই শিক্ষা।

২৯-৩০। বৃন্দাবনে কালীয়দহে রাত্রিতে মৎস্য-হিংসক মানব জালিয়াকে গণমতানুসারে বলভদ্রের 'কৃষ্ণ' বলিয়া ভ্রম ও মহাপ্রভু কর্ত্তৃক বলভদ্রের ভ্রম-নিরাস

বৃন্দাবনে রোল উঠিল, তথায় পুনরায় কৃষ্ণ প্রকটিত হইয়াছেন। রাস্তায়, ঘাটে লোকে উহা গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল। একদিন প্রাতঃকালে বহু লোক কোলাহল করিতে করিতে বৃন্দাবন হইতে অক্রূরতীর্থে আসিয়া উপনীত হইল। মহাপ্রভু এইরূপ লোক-সঙ্ঘট্ট দেখিয়া তাহাদের আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকগুলি বলিতে লাগিল যে, কালীয়দহের জলে দ্বাপরযুগের ন্যায় পুনরায় কৃষ্ণ প্রকটিত হইয়া কালীয়নাগের মস্তকে নৃত্য করিতেছেন, নাগের শিরে কণিরত্ন প্রজ্বলিত দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। লোকেরা স্বচক্ষে ইহা দর্শন করিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। মহাপ্রভু মূঢ় লোকসঙ্ঘের এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন,—"তোমরা যাহা বলিতেছ, ইহা সকলই বস্তুতঃ সত্য।" এইরূপ তিন দিন যাবৎ লোকসঙ্ঘ মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া জানাইতে লাগিল যে, তাহারা কৃষ্ণদর্শন পাইয়াছেন।

গণগল্পলিকার ঐরূপ বিবর্ত্তাশ্রিত কৃষ্ণদর্শনের কথা শুনিয়া সরল-বুদ্ধি বলভদ্র ভট্টাচার্য্যেরও সাক্ষাৎ বাস্তব কৃষ্ণের সেবা ছাড়িয়া বিবর্ত্তাশ্রিত অবাস্তব কৃষ্ণদর্শনের (?) কৌতূহল জাগিয়া উঠিল। ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে বলিলেন, —"প্রভো, আপনি অনুমতি করুন, আমি একবার কৃষ্ণ

দর্শন করিয়া আসি।" মহাপ্রভু ভট্টাচার্যকে চাপড় মারিয়া বলিলেন,—"মূর্খের বাক্যে 'মূর্খ' হৈলা পণ্ডিত একা।"

স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও মহাপ্রভু গণতন্ত্র ভট্টাচার্যের নিকট আত্মগোপন করিলেন অথচ সরলবুদ্ধি ভট্টাচার্যকে গণ-গজ্জলিকার বিবর্ত-বদন হইতে উদ্ধার করিলেন।

৩১। গণমতের বিরুদ্ধে একজন মাত্র শিষ্ট-লোকের প্রত্যক্ষিত কথাই বাস্তবসত্য

পরদিন প্রাতে অনেক শিষ্টলোক মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাদে কৃষ্ণদর্শনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকটী মহাপ্রভুর নিকট প্রকৃত তথ্য বর্ণন করিয়া বলিলেন,—"রাত্রিতে কালীদহে ধীবর নৌকায় আরোহণপূর্বক প্রদীপ জ্বালিয়া মৎস্য শিকার করে; দূর হইতে উহা দেখিয়া মূঢ় লোকের ভ্রম উৎপন্ন হয়। উহারা নৌকাকে 'কালীয়নাগ', প্রজ্বলিত প্রদীপকে 'কণিরত্ন' এবং ধীবরকে 'কৃষ্ণ' মনে করে। শিষ্ট লোকটি আরও বলিলেন,—"যদিও ঐ ঘটনা ও জনরব অলীক, তথাপি লোকের কৃষ্ণদর্শন ও জনরব অন্যাকারে বস্তুতঃ সত্য। বৃন্দাবনে আপনি কৃষ্ণাবতার হইয়াছেন, আপনার দর্শনে সর্বলোকের নিস্তার হইতেছে।"

শ্রীগৌড়ীয় মঠের সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীতে উক্ত আদর্শ প্রকটিত করিয়া বুঝান হইয়াছে যে, গণগজ্জলিকার বিবর্তাশ্রিত কৃষ্ণ (?) এবং শিষ্টলোকের কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-দর্শনের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রহিয়াছে। সমস্ত লোক একবাক্যে নিঃসন্দেহে যে অবাস্তব বস্তুকে—ইন্দ্রিয়জ বিবর্তজ্ঞানকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া ভ্রম করে এবং সেই গণগজ্জলিকার কথায় পড়িয়া নিত্য বাস্তব স্বরূপতঃ কৃষ্ণসেবকের পর্য্যন্ত বাস্তবকৃষ্ণসেবা, অধোক্ষজ কৃষ্ণের দর্শন পরিত্যাগ করিয়া অবাস্তব ও বিবর্তাশ্রিত মায়ার দর্শনের যে কৌতূহল-উৎপত্তির যোগ্যতা হয়, তৎপ্রতিকূলে একটিমাত্র শিষ্ট লোকের কথাই অধিক প্রামাণিকরূপে মহাপ্রভুর দ্বারা গৃহীত হইয়াছিল। গণসমষ্টি জড় ইন্দ্রিয়বোধক সমস্তদর্শনে ভূতকে, বিবর্তকে, মায়াকে 'ঈশ্বর' বলেন বলিয়া আর সেই বিবর্তে স্বরূপতঃ নিত্যকৃষ্ণসেবকের পতন-যোগ্যতা আছে বলিয়া গণসমষ্টির বিবর্তই সত্য বা তথাকথিত 'কৃষ্ণ' বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইবে, ইহা মহাপ্রভু ও পারমার্থিকগণ স্বীকার করেন না। মহাপ্রভু তাঁহার নিজ সরল বুদ্ধি দাসকে ঐরূপ গণবাদের আপাত-দর্শন-জনিত বিবর্ত হইতে উদ্ধার করেন; তিনি একটিমাত্র শিষ্টলোকের উক্তিতে বহু বহু মনোধর্মি-লোকের প্রত্যক্ষ-জন্য উক্তির বিরুদ্ধে 'সত্যকে'—একান্ত সত্যকে অপ্রতিদ্বন্দ্বি-সত্যরূপে স্থাপনের আদর্শ প্রচার করেন, কখনই শিষ্ট ও অশিষ্ট লোকের উক্তির চিন্তাসমন্বয় করেন না।

৩২। নির্বেদগ্রস্ত জীবের বৈষ্ণবের নিকট কৃপা-প্রার্থনা

"গণবন্ধু কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব-নিকটে।
(কবে) বস্তে তৃণ করি' দাঁড়াইব নিকপটে॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার-অনল হ'তে মাগিব বিশ্রাম॥

৩৩। প্রহ্লাদকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বিষ্ণুর সম্পত্তি জানিবার পরিবর্তে নিজ-ভোগ্য পুত্রজ্ঞানে নিজের ন্যায় ভগবৎসেবারহিত ভোগী অসুর-স্বভাবে দীক্ষিত ও শিক্ষিত করিবার জন্য ষণ্ডামর্ক নামক শিক্ষক-দ্বয়ের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শৌক্র-পারম্পর্য বৈষ্ণবতার হেতু নহে অর্থাৎ অসুরের গৃহেও ভগবানের অহৈতুক ভক্তের অবতার হয়, কোন প্রাকৃতবস্তু বৈষ্ণবের বা বৈষ্ণবতার কারণ নহে, ইহা জগতে জানাইবার জন্য নিত্যসিদ্ধ ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদ বাহ্যদর্শনে হিরণ্যকশিপুর পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি মাতা কয়াধূর গর্ভে থাকা-কালেই ভক্তরাজ নারদের শ্রীমুখে শ্রীবিষ্ণুর সেবাধর্মে দীক্ষিত ও শিক্ষিত হইয়াছিলেন, সুতরাং হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে অসুর-শিক্ষক-দ্বয়ের গৃহে প্রেরণ করিবার পর যখন তাঁহার শিক্ষা পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে সর্বোত্তম অধ্যয়নের বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, তখন প্রহ্লাদ বিষ্ণুর শ্রবণ-কীর্তনরূপ নববিধা ভক্তিকেই উত্তম অধ্যয়ন বলিয়া হিরণ্যকশিপুর নিকট বলিয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সেবার কথা শ্রবণে যার পর নাই ক্রোধান্বিত হইলে প্রহ্লাদ গৃহব্রত গোদাসগণের এবং অসদ্ভক্তনামধারি-গণের শিক্ষা-সম্প্রদায়ের বিষ্ণুতে ভক্তির অভাব জ্ঞাপন

করিয়াছিলেন। যখন কিছুতেই হিরণ্যকশিপু বালককে হিরণ্য অর্থাৎ সুবর্ণাদি অর্থ, কশিপু অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গাদি-সাধক শয্যাদি আহরণের নিপুণতা-লাভের দীক্ষায় শিক্ষিত করিতে পারিলেন না, তখন প্রহ্লাদকে নিজ-ভোগ্যরূপে না দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে নানাভাবে নির্য্যাতন করিতে লাগিলেন। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। প্রহ্লাদ বাহ্যদর্শনে বালক, যাহারা কনক-কামিনীতে রত, ভোগী, বিষ্ণু-বিদ্বেষী, সেই সকল সম্প্রদায় আস্তিকতার বাল্যাবস্থাকে অগ্নিকুণ্ডে অর্থাৎ ত্রিতাপাগ্নিতে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু সেইরূপ অবস্থায়ও জীব একান্ত ভগবৎপ্রপন্ন হইলে বিষ্ণুই আসিয়া তাঁহার ভক্তকে অলৌকিকভাবে রক্ষা করেন। প্রদর্শনীর আদর্শে অগ্নিকুণ্ড-মধ্যে হিরণ্যকশিপু-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত প্রহ্লাদ এবং তৎপশ্চাতেই ভক্তত্রাতা বিষ্ণু নিজ ভক্তকে রক্ষা করিতেছেন—এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। কাচভাণ্ডস্থিত মধু যেরূপ মক্ষিকা স্পর্শ করিতে পারে না, অসুরও সেইরূপ স্বীয় চিত্তবৃত্তিদ্বারা শোষণ করিতে গিয়া বিষ্ণুর ভক্তকে স্পর্শ করিতে পারে না, কেবল নিজেই ধ্বংসিত হয় মাত্র।

৩৪। প্রহ্লাদকে পর্ব্বতশিখর হইতে নিম্নে নিক্ষেপ

কনক-কামিনী-লুব্ধ-সম্প্রদায় বৈষ্ণবকে তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠাস্পদ হইতে পাতিত করিবার চেষ্টা করেন অর্থাৎ যে বৈষ্ণব বিষ্ণুর ক্রোড়ে, মস্তকে, বক্ষে নিত্য সাদরে স্থাপিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ সর্ব্বোচ্চ বৈষ্ণবকে বয়োধর্ম্মে, জাতিবাদে, বিদ্যাজালে, ধনগর্ব্বে, রূপমদে, পুণ্যাদি সৎকর্ম্মজ্ঞানে ছোট করিতে চান; কিন্তু বিষ্ণু সর্ব্বদাই তাঁহার ভক্তকে রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন। প্রদর্শনীর আদর্শে পর্ব্বত হইতে প্রহ্লাদকে পাতিত করিবার চেষ্টা এবং শরণাগত প্রহ্লাদের বিষ্ণুকর্ত্তৃক রক্ষা প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণবের ভগবৎসেবাবৃত্তিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা পর্ব্বতশিখরোপম, তাহা খর্ব্ব করিবার মৎসরতা অবৈষ্ণবে স্বাভাবিক, সুতরাং তাহা কুচেষ্টা।

৩৫। প্রহ্লাদকে সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপ

হিরণ্যকশিপুর সম্প্রদায় আস্তিকতার বাল্যাবস্থার আস্তিকগণকে তাহাদের নিজ-ভোগ্য পুত্র-পৌত্রাদি আত্মীয়স্বজন-জ্ঞানে ভবসাগরে নিক্ষেপ করিতে চাহে অর্থাৎ তাঁহাদিগকে সাংসারিক করিয়া তুলিবার যত্ন করে। কিন্তু অকৃত্রিম শরণাগত ভক্তকে সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু সেখানেও রক্ষা করিয়া থাকেন। প্রদর্শনীর মঞ্চে প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপু-কর্ত্তৃক সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপ এবং জলাভ্যন্তর হইতে বিষ্ণুর নিজভক্তকে রক্ষার আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে।

৩৬। প্রহ্লাদকে কারাগারে নিক্ষেপ

কনক-কামিনী-লুব্ধ, বিষ্ণু-বিদ্বেষি-সম্প্রদায় আস্তিকতার বাল্যাবস্থাকে বিষয়-ভোগ-কারাগারে দেহে আত্মবুদ্ধির বন্ধনে নিক্ষেপ করিয়া বিষয়বিষের দ্বারা তাহার ভগবৎ-সেবার তরুণ জীবনাবস্থাকে হনন করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু একান্ত শরণাগত ভক্তকে রক্ষা করিবার জন্য সেখানেও ভগবানের অবতার হয়। বৈষ্ণব নিজে বিষয় গ্রহণ করেন না, সমস্ত বিষয়ের একমাত্র মালিক কৃষ্ণকে যাবতীয় বিষয় নিবেদন করায় সেই বিষয় বিষ্ণু-দ্বারা সৃষ্ট হওয়ায় হরিসম্বন্ধি হইয়া যায়, সুতরাং যখন বাহ্যে বহির্ম্মুখ লোককে বঞ্চনা করিয়া, বৈষ্ণব বিষয়ীর ন্যায় বিষয়-গ্রহণের চেষ্টা দেখান, তখন হরিসম্বন্ধি বিষয় বৈষ্ণবকে ভোগ্য-বিষয়-বিবে জর্জ্জরিত না করিয়া অধিকতর অমৃতময় অর্থাৎ বৈষ্ণবের সেবায় উদ্দীপনাই করিয়া দেয়। প্রদর্শনী-মঞ্চে কারাগার-মধ্যে দৈত্য-রাজপুরুষ-কর্ত্তৃক প্রহ্লাদকে বিষ-মিশ্রিত দ্রব্য ভক্ষণার্থ প্রদান, কিন্তু বিষ্ণু সেই দ্রব্য স্পর্শ করায় তাহার অমৃতরূপে পরিণতি। এই দৃষ্টান্তে প্রাকৃত সহজিয়া বা চিচ্ছড়-সমন্বয়বাদি-সম্প্রদায় মনে করেন যে, প্রহ্লাদ যখন বিষকেও অমৃত মনে করিয়া ভক্ষণ করায় অন্ধ-বিশ্বাস-বলে বিষও অমৃত হইয়াছিল, তদ্রূপ মনোধর্ম্মিগণ অন্ধকেও চক্ষুষ্মান মনে করিয়া—ব্যভিচারকেও 'ভক্তি' কল্পনা করিয়া গ্রহণ করিলে তাহাদের 'ভক্তিই' লাভ হইবে। কিন্তু প্রদর্শনীর এই দৃষ্টান্তেই তাহা নিরস্ত হইয়াছে। এখানে অন্ধবিশ্বাস, কল্পনা বা আরোপের কোন প্রশ্নই নাই। শরণাগত ভক্তের দ্বারা হরিসম্বন্ধি বিষয় হইলেই ভোগ্য বিষয়ের মন্ত্রক্রিয়া থাকে না, তখন অমন্ত্রোদয়া ক্রিয়া প্রকাশিত হয়।

৩৭। প্রহ্লাদকে হস্তীপদতলে নিক্ষেপ

হিরণ্যকশিপু-সম্প্রদায় আস্তিকতার প্রথম অবস্থাকে পান-মত্ততা বা কুলনাদি-মত্ততার পদতলে নিক্ষেপ করে, অথবা বৈকুণ্ঠপরাধরূপ মত্তহস্তীর পদতলে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু জীব শরণাগত থাকিলে ভগবান্ বিষ্ণু-কর্ত্তৃক রক্ষিত হন। প্রদর্শনীমঞ্চে একটি মত্তহস্তীর পদতলে দৈত্যরাজপুরুষ-কর্ত্তৃক প্রহ্লাদকে নিক্ষেপ এবং তথায় শরণাগত প্রহ্লাদকে বিষ্ণু-কর্ত্তৃক সংরক্ষণের আদর্শ প্রদর্শনের দ্বারা উক্ত শিক্ষা প্রকটিত হইয়াছে।

৩৮। ভক্তত্রাতা শ্রীনৃসিংহদেব ও ভক্তদ্রোহী হিরণ্যকশিপু

হিরণ্যকশিপু যণ্ড ও অমর্ক অসুর-শুক্রত্বয়ের কথায় প্রহ্লাদের প্রতি অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রহ্লাদকে সংহার করিতে মনস্থ করিলেন। হিরণ্যকশিপু নানাপ্রকার অহঙ্কারমত্ত বাক্যে ভগবান্ হইতেও স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে থাকিলে এবং প্রহ্লাদের তৎসমীপে ঔদ্ধত্যপ্রকাশ-মূলক নির্ভীকত্বের কারণ জানিতে চাহিলে প্রহ্লাদ শ্রীভগবানেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব, সর্ব্বব্যাপকত্ব এবং হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি নিখিল জীবের ভগবানের অধীনত্ব জ্ঞাপন করিয়া দৈত্যরাজকে আসুর স্বভাব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শমদমশীল হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ইহাতে হিরণ্যকশিপু আরও অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"ওরে হতভাগ্য, যদি আমি ভিন্ন জগতে তোর কথা-মত আর একজন ঈশ্বর থাকিয়া থাকে, আর যদি সে সর্ব্বত্রই বিরাজ করে, তাহা হইলে আমার এই সভার স্ফটিক স্তম্ভ হইতে নির্গত হইয়া দেখি তোকে সেই ভগবান্ রক্ষা করুক্। আমি এখনই তোকে হত্যা করিতেছি।" হিরণ্যকশিপু স্তম্ভে মুষ্টি প্রহার করিলে স্তম্ভ ভেদ করিয়া ভীষণ শব্দে অকস্মাৎ ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি নৃসিংহদেব আবির্ভূত হইলেন।

প্রদর্শনী-মঞ্চে হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদের প্রতি তর্জ্জন-গর্জ্জন এবং ভক্তের বাক্য-রক্ষার্থ অর্থাৎ নিজ-সর্ব্বব্যাপকত্ব প্রদর্শনের জন্য স্ফটিকস্তম্ভ হইতে নৃসিংহদেবের আবির্ভাবের আদর্শের দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যে, শরণাগত ভক্তের 'ঈশাবাস্য'-দর্শন জড় হইতে চেতনের উৎপত্তিবৎ যাদৃচ্ছিক ব্যাপার-মাত্র নহে। অচেতন-আবরণ-বিমুক্ত হইলে সেবা-মুকুরে চেতন-প্রাকট্য উপলব্ধ হয়। হিরণ্যকশিপু স্তম্ভকে নিজের ভোগ্য জড়বস্তুমাত্র বিচার করেন বলিয়া জড় হইতে চেতনের প্রাকট্য বা সর্ব্বত্র ভোগ্য জড়দর্শনরূপ বিষ্ণুর অস্তিত্ব অস্বীকার বা বিষ্ণুবিদ্বেষ-হেতু তাহার উপলব্ধিব্যাপারে নিজত্বের নিধন-প্রাপ্তি। কিন্তু প্রহ্লাদের সর্ব্বত্র বিষ্ণুসম্বন্ধি বা ঈশাবাস্য দর্শন।

৩৯। শ্রীনৃসিংহ-হস্তে ভক্তদ্রোহী হিরণ্যকশিপুর নিধন

হিরণ্যকশিপু উগ্র তপস্যা-প্রভাবে পূর্ব্বে ব্রহ্মার নিকট হইতে এইরূপ বর সংগ্রহ করিয়াছিলেন, যেন অভ্যন্তরে, বাহিরে, দিবসে, রাত্রিতে, রুদ্র ব্রহ্মাদির কোন প্রকার সৃষ্ট বস্তু হইতে, অস্ত্র-দ্বারা, ভূমিতে, আকাশে, মনুষ্য বা মৃগাদি পশু-দ্বারা, প্রাণী, অপ্রাণী, দেব, দৈত্য, মহাসর্প প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার মৃত্যু না হয়। হিরণ্যকশিপুর বিমুগ্ধ জীব-বুদ্ধিতে মৃত্যুর যতগুলি উপায় অনুমিত হইয়াছিল, সেই সকল হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে অমর মনে করিতেন। কিন্তু বিষ্ণুই একমাত্র সকল জীবের রক্ষাকর্ত্তা—এই বুদ্ধি প্রহ্লাদের ছিল, হিরণ্যকশিপুর তাহা ছিল না। নাস্তিক-সম্প্রদায় প্রাকৃত উপায়গুলিকে তাহাদের শুভ-সাধক মনে করেন, বিষ্ণুর অস্তিত্বে তাঁহাদের সেবাবুদ্ধিজনিত বিশ্বাস না থাকায় এবং নিজ-বলে বিশ্বস্ত হওয়ায় তাঁহারা বিষ্ণুকে রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া বরণ করিতে পারেন না। নির্ভেদবাদিগণ আপনাকেই 'ঈশ্বর' বলিয়া কল্পনা করিয়া বিষ্ণুর পরমেশ্বরত্ব স্বীকার করেন; অথবা হিরণ্য (কনক) ও কশিপুতে (ভোগ্যকামিনীতে) মুগ্ধ হইয়া 'বিষ্ণু' বলিয়া কোন বস্তু আছেন, ইহা আদৌ স্বীকার করেন না। নাস্তিক-গণের এইপ্রকার আরোহপথে আত্মরক্ষা করিবার দুর্বুদ্ধিরূপ নাস্তিকতাকে হনন, বিষ্ণুর সর্ব্বশক্তিমত্তা, সর্ব্বব্যাপকতার এবং ভক্তবাৎসল্য প্রদর্শনার্থ নৃসিংহদেব অবতীর্ণ হইলেন। তিনি ব্রহ্মা-রুদ্রাদির সৃষ্ট কোন পদার্থ নহেন, মৃগপশুও নহেন, মনুষ্যও নহেন। হিরণ্যকশিপুর বিমুখ-জীববুদ্ধি যাহা কল্পনা করিতে পারে নাই, এমন এক নিত্য-রূপবান্ বৈকুণ্ঠবস্তু। তিনি দিবসে বা রাত্রিতে, ভূমিতে বা আকাশে, কোন

প্রকার অস্ত্র-শস্ত্রে—হিরণ্যকশিপু যে-সকল নিধনের একমাত্র উপায় চিন্তা করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেইরূপ স্থান-কাল-পাত্রের উপকরণে হিরণ্যকশিপুকে বধ করিলেন না। দিবা ও রাত্রির সন্ধিস্থলে স্বীয় জঘনোপরি হিরণ্যকশিপুকে নিপাতিত করিয়া নখ-দ্বারা হিরণ্যকশিপুর হৃদয় বিদীর্ণ করিলেন এবং কশিপুর অনুচর সহস্র সহস্র দৈত্যকে নখরাঘাতে নিহত করিয়া সেই সভায় সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ইহা দ্বারা দেখাইলেন,—হিরণ্যকশিপু রাজসিংহাসনের নিত্য মালিক নহেন, সর্ব্বরাজরাজেশ্বর বিষ্ণুই সকল ভূমিকার ও বস্তুর মালিক। নৃসিংহদেব কর্ত্তৃক হিরণ্যকশিপুর নিধন-ব্যাপারে আধ্যক্ষিকতারূপ নাস্তিকতা বাস্তবসত্যের দ্বারা নিহত হইল।

৪০। ভক্তবৎসল শ্রীনৃসিংহদেবের বরাভয় রূপ ও প্রপন্ন প্রহ্লাদ

হিরণ্যকশিপুর বধান্তে নৃসিংহদেব রোষাবিষ্ট হওয়ায় ব্রহ্মাদি দেবগণ, এমন কি স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী পর্য্যন্ত তৎসমীপস্থ হইতে সাহসী হইলেন না। তখন ব্রহ্মা প্রহ্লাদকে নৃসিংহদেবের কোপ-শান্তির জন্য প্রেরণ করিলেন। প্রহ্লাদ নির্ভীকচিত্তে ভগবৎসন্নিধিতে গমন করিয়া শ্রীপাদপদ্মে পতিত হইলেন। শ্রীনৃসিংহদেব বরাভয়প্রদ শ্রীকরকমল প্রহ্লাদের শিরোদেশে অর্পণ করিবামাত্রই প্রহ্লাদের নৈসর্গিক ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশমান হইল। প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবের স্তব আরম্ভ করিলেন। ভগবান্ নৃসিংহদেব প্রহ্লাদকে বর দান করিতে চাহিলে প্রহ্লাদ বলিলেন,—

নাত্মন্যা যে বিভো তেঽস্তু ভূতেভ করুণাত্মনঃ।
যত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্॥

(ভাঃ ৭।১০।৪)

হে অখিলগুরো, করুণাময়, আপনা-কর্ত্তৃক অন্য-প্রকার বরও নহে। আপনা হইতে যে ব্যক্তি বিষয়াদি ভোগ প্রার্থনা করে, সে আপনার ভৃত্য নহে, বণিক্।

প্রহ্লাদ তখন আবার বলিলেন যে, যদি তাঁহাকে শ্রীনৃসিংহদেব বর প্রদান করেন, তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন, যেন তাঁহার হৃদয়ে প্রাকৃত কোন কামের উদয় না হয়, তিনি যেন অহৈতুকভাবে নৃসিংহদেবের পাদপদ্মে প্রতি-বিশিষ্ট থাকেন। দ্বিতীয় অভিনিবেশ অর্থাৎ অন্যাভিলাষ বিষ্ণু ব্যতীত নিজ ভোগাবস্তুর অধিষ্ঠান-কল্পনা হইতেই ভয়ের উৎপত্তি হয়। সেইজন্য হিরণ্যকশিপু সর্ব্বদা ভয়ে ভীত। শরণাগতের কোন ভয় নাই। শরণাগত ভক্ত অহৈতুকী ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন বর চাহেন না। "কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শকতি আছে। আমি ত' কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি' ধাই তব পাছে পাছে॥" এইরূপ কৃষ্ণভক্তি-বর শরণাগত ভক্তের বৈষ্ণবের নিকট কাম্যবস্তু। কেশরী যেমন নিজ শাবকের নিকট শান্ত ও স্নেহশীল, নৃসিংহদেব তেমনি প্রহ্লাদের নিকট অনুগ্র, বরা-ভয়প্রদ; কিন্তু অপরের নিকট অর্থাৎ হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি অভক্তের নিকট ভয়ঙ্কর ও উগ্র।

৪১। যোগী ও ভক্তের সাধন-বৈশিষ্ট্য

ইন্দ্রিয়নিগ্রহকার্য্যে যোগীর নিজ-চেষ্টায় বিফলতা এবং ভক্তের অতি স্বাভাবিক ও সহজভাবে সফলতা সিদ্ধ হয়। এই ভাগবতীয় সিদ্ধান্তটি প্রদর্শনী-মঞ্চে একটি দৃষ্টান্তের আদর্শের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। কোন ব্যক্তি প্রবীণ লোকের কথায় অবাধ্য হইয়া কাষ্ঠ আহরণার্থে হিংস্রজন্তু-সঙ্কুল বনে প্রবেশ করিতেছে। প্রবীণের উপদেশের বিরুদ্ধে কাষ্ঠ-সংগ্রহকারী ব্যক্তির যুক্তি এই যে,—যখন কাষ্ঠসংগ্রহ করিবার জন্যই বনে প্রবেশ করিতেছে, তখন বন হইতেই ত' বৃক্ষের শাখা ভাঙ্গিয়া যষ্টি নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক ব্যাঘ্রের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবে। কিন্তু ঐরূপ যুক্তিবাদী ব্যক্তিকে বৃক্ষের শাখা ভঙ্গ করিয়া যষ্টি নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বেই একটি ব্যাঘ্র আক্রমণ করিয়াছে। অষ্টাঙ্গ-যোগী আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া সিদ্ধি লাভের পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়-চেষ্টাদ্বারা বাধা লাভ করিতে পারেন, সুতরাং পরে যে সিদ্ধিলাভের কল্পনা করিতেছেন, তাহা সংকল্পসিদ্ধির ঐরূপ ব্যাঘাতকর। ইন্দ্রিয় সংযম করিবার পূর্ব্বেই যদি কোন রিপু-ব্যাঘ্র তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলে, তবে তাঁহার সিদ্ধির স্বপ্নের কোন মূল্যই থাকিল না। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত ইন্দ্রিয় সংযম করিবার পর সেবার পথে প্রবেশ করেন না। তিনি বাহ্যপ্রদেশ হইতে কোন বস্তু সংগ্রহ করিয়া রিপু-দমন বা সিদ্ধিলাভের স্বপ্ন দেখেন না। তাঁহার রিপুদমনের অস্ত্র অব্যর্থ, অমোঘ ও শিবত্বের ন্যায় সর্ব্বদা প্রস্তুত। ভগবদ্ভক্তের ভগবৎসেবারূপ উপায়

—উপের নিকটবর্ত্তী হইতে ভিন্ন নহে। ফলাকাঙ্ক্ষারহিত নিষ্কপট সেবাপথে চলিতে চলিতে অনায়াসে আনুষঙ্গিক ভাবেই তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত হয়, সেজন্য তাঁহার অষ্টাঙ্গযোগী প্রভৃতির ন্যায় পৃথগ্‌ভাবে চেষ্টা করিতে হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাত্মা ন শাম্যতি॥

যমাদি অষ্টাঙ্গ যোগপথ মুহুর্মুহুঃ বিপথগামী। কিন্তু অভিন্ন উপায়োপেয় ভগবৎসেবাদ্বারা যেরূপ সাক্ষাদ্ভাবে আত্মাদি প্রবল বিক্ষেপ প্রশমিত না করিয়া শান্ত হয়, সেরূপ যোগাদি-সাধন-দ্বারা ফল-লাভ ঘটিতে পারে না।

৪২। নির্ব্বিশেষজ্ঞানীর নিষ্ফল জ্ঞান বিচার

শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রহ্ম-স্তবের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতে উপরি-উক্ত বিষয়টি প্রদর্শনীতে আদর্শের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে,—

শ্রেয়ঃ শ্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥

(ভাঃ ১০।১৪।৪)

হে বিভো, চরমকল্যাণস্বরূপ আপনাকে লাভ করিতে হইলে ভক্তিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়। যেরূপ জলাশয় হইতে নির্ঝরসমূহ প্রবাহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভক্তি হইতেই মোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়। ভক্তি হইলে জ্ঞান আপনা হইতেই হইয়া থাকে; তাহার জন্য পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না। যাহারা ধান্য পরিত্যাগ করিয়া স্থূল ধান্যাভাস তুষ (আগড়া) হইতে তণ্ডুল পাইবার জন্য তাহাতেই আঘাত করে, তাহাদের যেমন কেবল কষ্টই সার হয়, তেমনি ভগবদ্ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল শুষ্ক-ধারণায় নির্ব্বিশেষ জ্ঞানলাভের চেষ্টায় ক্লেশমাত্রই সার হইয়া থাকে।

সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর আদর্শ মধ্যে জনৈক ব্যক্তি ঢেঁকিতে তুষ ভানিতে গিয়া তাহার পরিশ্রমের ফলস্বরূপ কোন সারবস্তু লাভ করিতেছে না। যদি সে ধান ভানিবার জন্য এই চেষ্টা করিত, তাহা হইলে তণ্ডুল লাভ করিতে পারিত। শুষ্ক জ্ঞানী কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া কেবল বৃথা তুষ লইয়া পরিশ্রম করে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সম্বন্ধজ্ঞান বা ভগবৎসেবা-জ্ঞান লাভার্থ তাঁহার যাবতীয় চেষ্টা নিয়োগ করিয়া থাকেন। তুষকে যতই আঘাত করা যায়, ততই তুষই লাভ হয়, কোন সারবস্তু লাভ হয় না। তুষ নির্ব্বিশেষজ্ঞানের প্রতীক। নির্ব্বিশেষজ্ঞান লইয়া তর্ক, বিতর্ক, ধ্যান, ধারণা, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি যতই করা যায়, ততই শুষ্ক, অসার, ভগবৎসেবাগন্ধহীনজ্ঞান বা নাস্তিকতাই লাভ হইয়া থাকে। ঐরূপ পরিশ্রম করিয়া নাস্তিকতা অর্জ্জন—ঢেঁকিতে তুষ ভানিবার ন্যায় বৃথা আত্মক্লেশকর কার্য্যবিশেষ। তণ্ডুল—ভগবৎসেবাভাবের প্রতীক। তণ্ডুল—সার বস্তু, তণ্ডুলের জন্য পরিশ্রম করিলে লাভবান হওয়া যায়। তণ্ডুলের দ্বারা তুষ, পুষ্টি, ক্ষুধানিবৃত্তি, অর্থ-লাভ সকলই হয়। তুষসেবনে বা মনের মহিষ চরাইয়া কোন ফল নাই।

৪৩। শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে সুনিষ্ঠ সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে অতি সহজে ভবসিন্ধু অতিক্রম

জীব অকূল ভবসিন্ধুতে পতিত, তাহাতে আবার কাম-ক্রোধাদি নক্র-চক্র সর্ব্বদা মুখব্যাদান করিয়া বিক্ষুব্ধভাবে বিচরণ করিতেছে। এদিকে নানাপ্রকার অনর্থের প্রবল বাত্যা অসৎসঙ্গের প্রতিকূল আকর্ষণ ও আবর্ত্ত-সমূহে পতিত জীবকে সর্ব্বদা আকুল করিয়া তুলিতেছে। তাহার উপর মায়ানাগপাশ দ্বারা জীবের হস্ত-পাদাদি বদ্ধ রহিয়াছে। এমতাবস্থায় কোন সুদৃঢ় আশ্রয় ব্যতীত জীবের ভবসিন্ধু পার হইবার আর অন্য উপায় নাই। স্রোতবিক্ষিপ্ত সরু তৃণের আশ্রয়ে এইরূপ ভয়াবহ অকূল পাথার পার হওয়া যাইতে পারে না। ঐরূপ তৃণের আশ্রয় করিলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যদি কোন এমন গুরুবস্তু ভগবদিচ্ছাক্রমে ভবসিন্ধুর সেই আবর্ত্তমধ্যে উপস্থিত হইয়া আবর্ত্ত-বিক্ষিপ্ত জীবের ভার-বহনে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সেই বস্তুর আশ্রয়েই অনায়াসে ভবসিন্ধু অতিক্রম করা যাইতে পারে। শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে সুনিষ্ঠ বৈষ্ণব-সদ্‌গুরুই জীবের অনর্থ বিদূরিত করিয়া জীবকে ভবসাগর হইতে উত্তোলন করিতে পারেন। তিনি সুদক্ষ কর্ণধার। সেই কর্ণধারের পাদপদ্ম-

ভেলায় আশ্রয় গ্রহণ করিলে জীব কিরূপে সহজে ও অনায়াসে ভবসিন্ধু পার হইতে পারে, তাহাই প্রদর্শনীয় আদর্শে প্রদর্শিত হইয়াছে। কর্ম্মী, নির্ভেদজ্ঞানী, অষ্টাঙ্গ-যোগী, বিদ্বাভক্ত, প্রাকৃত সহজিয়া প্রভৃতি অভাভিলাষি-সম্প্রদায় কখনও ভক্তপদবাচ্য হইতে পারেন না। কারণ, কর্ম্মী সর্ব্বদাই ফলভোগের জন্য ব্যস্ত হইয়া অশান্ত বা অতৃপ্ত, নির্ভেদজ্ঞানী ফলত্যাগের জন্য ব্যস্ত হইয়া অশান্ত ও ভগবানের নিত্য পরিপূর্ণের সেবা ছাড়িয়া দেওয়ায় নিজেই আত্মহীন, সত্তামোমুখ; যোগী, ব্রতী, তপস্বী প্রভৃতি ভগবৎপাদপদ্মসেবাশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া নিজ-নিজ শারীরিক ও মানসিক ব্যায়াম ও বলের প্রতি অধিকতর আসক্ত থাকায় ভগবানে আত্মবুদ্ধি বা শরণাগতিবুদ্ধি হইতে বিচ্যুত. সুতরাং তাহারা কি করিয়া স্বীয় ভক্তত্ব প্রকাশ করিতে পারিবে? যাহারা কৃষ্ণের একান্ত আশ্রিত নহেন, তাহাদের ভক্তত্ব নাই। তাহারা সর্ব্বতোভাবে আকর্ষণ হইতে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় পতিত ও অণু। প্রাকৃত-সহজিয়াও অনুকরণকারী কপট বলিয়া তাহার ভক্তত্বের অভাব। অতএব একমাত্র কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ এবং অনুক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণানুশীলনতৎপর বৈষ্ণবসদ্গুরুর আশ্রয়েই অতি সহজে ভবসিন্ধু অতিক্রম করা যায়—অন্য কাহারও আশ্রয়ে নহে।

৪৪। মায়াবদ্ধ আধ্যক্ষিক কর্ম্মী ও জ্ঞানীর পক্ষে মায়াতীত বাস্তববস্তু লাভে অসামর্থ্য

সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর মধ্যে এই ভাগবতীয় শিক্ষাটি একটি দৃষ্টান্তের আদর্শের দ্বারা প্রকটিত হইয়াছে। তলিদেশে দুই ব্যক্তি নদীর পারে বসিয়া নৌকায় যমুনা পার হইতে ছিল। এমন সময় তাহাদের টিকা ধরাইবার দরকার হইল। তাহারা দেখিতে পাইল, তাহারা যে পারে বসিয়াছে, তাহার বিপরীত তটে একটি নৌকার মধ্যে প্রদীপ জ্বলিতেছে। নৌকায় যত ব্যক্তিদ্বয়ের একজন অপর পারে বসিয়াই টিকায় আগুন ধরাইবার জন্য সেখান হইতেই টিকাটি ধরিয়া রাখিল। নৌকায় সত্তব্যক্তি জানে না যে, তাহার টিকা ও নৌকার অগ্নির মধ্যে একটি বিস্তৃত নদী ব্যবধান রহিয়াছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথমোক্ত ব্যক্তির টিকা ধরিতেছে না দেখিয়া আর একটুকু হাত বাড়াইয়া সেই পার হইতেই টিকাটি ধরিয়া রাখিয়া মনে করিল যে, তাহার টিকায় নিশ্চয়ই আগুন ধরিবে! এই দৃষ্টান্তে নির্ভেদ জ্ঞানী ও ফলভোগী কর্ম্মীর সিদ্ধিলাভের যত্নের নিষ্ফলতা প্রদর্শিত হইয়াছে। অবাস্তবিক বিচারের নেশায় মুগ্ধ হইয়া নির্ভেদজ্ঞানী—সমুচিতহস্ত বৈরাগ্যবান ত্যাগী কথিত দৃষ্টান্তের পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির ন্যায় বিরজা-ব্যবচ্ছিন্ন প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে বসিয়াই ব্রহ্মলোকের জ্যোতির্ম্ময় অগ্নিতে তাহার টিকা ধরাইতে চাহিতেছেন, আর ত্রয়ীর মধুপুষ্পিত বাক্যের নেশায় মত্তগণ হইয়া ফলভোগী কর্ম্মী তাহার হাতটি মহাবিস্তারলীন আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের প্রতি বিস্তারিত করিয়া স্বর্গকাণ্ডের অগ্নিতে টিকা ধরাইবার বিবর্ত্তকে অভীষ্টসিদ্ধির উপায় বলিয়া মনে করিতেছেন, কিন্তু সর্ব্বসিদ্ধিস্বরূপী শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনাগ্নির স্পর্শলাভ করিতে পারিতেছেন না। আর অহৈতুক নিষ্কপট ভগবদ্ভক্ত সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনাগ্নির সংস্পর্শ পাইয়া অনায়াসে সিদ্ধিশিরোমণি লাভ করিতেছেন।

৪৫। কৃষ্ণবিহারোদ্যান

ভক্তের হৃদয়রূপিনে ভগবৎপ্রিয় তুলসীকানন বৃন্দাবন অবস্থিত। "আমের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন, মনে বনে এক করি জানি। তাহে তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়, তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি। মহাপ্রভুর এই বাক্য অনুসরণ করিলে বৃন্দাবনবসতি হইবে।

অবন্তীদেশীয় ত্রিদণ্ডি ভিক্ষুর ইতিহাস—

৪৬। পূর্ব্বাশ্রমে অতি কৃপণস্বভাব গৃহমেধী

শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধের ২৩শ অধ্যায়ে যে সংশিক্ষাটি রহিয়াছে, তাহাই অবন্তীদেশীয় ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর ইতিহাসের দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংশিক্ষা-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছে। মালবদেশের অনেক ব্রাহ্মণ কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যবসায়ের দ্বারা অতিশয় ধনাঢ্য হইলেও অত্যন্ত কদর্য্যস্বভাব, লোভী এবং ক্রোধী ছিলেন। দেবতা, জ্ঞাতি বা অতিথি কেহই তাঁহার অর্থের দ্বারা পরিতুষ্ট হইতে পারিতেন না।

এই দৃষ্টান্তের দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যে, গৃহব্রত অভিমান করিয়া যে ব্যক্তি ভগবৎসেবায় এবং ভগবদ্-

ভক্ত, অতিথি প্রকৃতি সৎকারে অর্থনিয়োগ না করিয়া কেবলমাত্র অর্থসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইয়া পড়ে, তাহার অর্থ ও পরমার্থ উভয়ই বৃথা বিনষ্ট হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু নবদ্বীপে গৃহস্থ-লীলায় যে আদর্শ প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাহাই প্রকৃত গৃহস্থের আদর্শ।

গৃহধর্ম্মে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম।
অতিথির সেবা গৃহস্থের মূল কর্ম্ম।
গৃহস্থ হইয়া অতিথিসেবা না করে।
পশু-পক্ষী হইতে অধম বলি তা'রে॥

(চৈঃ ভাঃ আ ১৪শ অঃ)

ফলভোগী কর্ম্মীর ন্যায় অতিথিসেবা-শিক্ষাদান মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য নহে। গৃহস্থ অতিথিসেবা করিতে করিতে যদি অকস্মাৎ কোন বৈষ্ণবকে অতিথিরূপে প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে সেই গৃহস্থের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির উদয়ে নিত্যমঙ্গল লাভ হইবে—ইহাই মহাপ্রভুর শিক্ষার গূঢ় অভিসন্ধি। মহাপ্রভু তাঁহার গৃহস্থ-লীলায় কিরূপ বৈষ্ণব-অতিথিবর্য্যের সেবা করিয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবতের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত রহিয়াছে।

অধর্ম্ম বলিতে দ্যূত, পান, স্ত্রী ও পশুবধ এবং কনক চেষ্টাকে বুঝায়। উহা ত্যাগ করার নামই ধর্ম্ম। যাহাদের উহা বন্ধনপিপাসা আছে, তাহারা জীবিত অভিমানে বর্ত্তমান থাকিলেও চেতনহীন মৃত বলিয়াই জানিতে হইবে।

"নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।"

৪৭। চোর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের যাবতীয় অর্থাপহরণ

সেই কর্ম্মী ব্রাহ্মণের বহু কষ্টোপার্জ্জিত বিপুল ধনের কিয়দংশ জ্ঞাতিগণ, কিয়দংশ দস্যুগণ দ্বারা অপহৃত হইল, গৃহ-দাহাদি দ্বারা কিছু ধন নষ্ট হইয়া গেল, কালক্রমে কিঞ্চিৎ অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল, রাজা ও ইতর লোক কিছু গ্রহণ করিল। আত্মীয়-বন্ধুগণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত, বিনষ্টধন ব্রাহ্মণ তখন দুরন্তচিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীতে উপরি-উক্ত ভাগবতীয় দৃষ্টান্তকে রূপ দিয়া প্রদর্শন-পূর্ব্বক কর্ম্মী বা বিষয়ীর ফলভোগার্থ অর্থ-সঞ্চয়ের নিরর্থকতা, ফলভোগত্যাগী ভক্তবৈরাগীর অর্থকে অনর্থ-নাশ জ্ঞান-পূর্ব্বক হরিসেবায় বিমুখতা এবং ভগবদ্ভক্তের যাবতীয় অর্থ লক্ষ্মীপতি মাধবের সেবায় নিযুক্ত করিয়া অর্থের পরমার্থের বা অর্থনীতিকে পরমার্থ-নীতিতে পর্য্যবসিত করিবার সুবৈজ্ঞানিক সার্থকতা প্রদর্শিত হইয়াছে। অর্থ ভোগ করিতে গেলে ফলভোগি-কর্ম্মীর যে-সকল অসুবিধা হয়, তৎসম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন,—

অর্থস্য সাধনে সিদ্ধে উৎকর্ষে রক্ষণে ব্যয়ে।
নাশোপভোগ আয়াসশ্চিন্তা ত্রাসো ঽর্থনাশনম্॥

(ভাঃ ১১।২৩।১৪)

অর্থের উপার্জ্জনে ও উপার্জ্জিত অর্থের পরিবর্দ্ধনে আয়াস, রক্ষণে চিন্তা, ব্যয় ও উপভোগে ত্রাস এবং অর্থনাশে ভ্রম হইয়া থাকে। অতএব অর্থসকল সর্ব্বথা দুঃখদায়ক।

অর্থের যথার্থ সদ্ব্যবহার কিরূপে হয়, তৎসম্বন্ধে মহাজন গাহিয়াছেন,—

"তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের যারে সেবহ মাধব।"

৪৮। ব্রাহ্মণের নির্ব্বেদময়ী অবস্থা

ব্রাহ্মণ ভোগবুদ্ধিতে সঞ্চিত অর্থের পরিণাম দর্শন করিয়া বৃথা অর্থ সঞ্চয়ের জন্য সময় অতিবাহিত করায় অত্যন্ত অনুতাপগ্রস্ত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—

লব্ধ্বা জন্মামরপ্রার্থ্যং মানুষ্যং তদ্বিকল্পয়াম্।
তদনাদৃত্য যে স্বার্থং ঘ্নন্তি যান্ত্যশুভাং গতিম্॥

(ভাঃ ১১।২৩।১৮)

মনুষ্যজন্ম দেবতাগণেরও প্রার্থনীয়; সেই মনুষ্যজন্মে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াও যে ব্যক্তি তাহাকে অনাদর-পূর্ব্বক আত্মহিতের একমাত্র উপায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি লাভ না করে, সে অশুভ গতি প্রাপ্ত হয়।

নূনং মে ভগবাংস্তুষ্টঃ সর্ব্বদেবময়ো হরিঃ।
যেন নীতো দশামেতাং নির্ব্বেদশ্চাত্মনঃ প্লবঃ॥

(ভাঃ ১১।২৩।২৪)

যে ভগবান্ আমাকে এই দশা লাভ করাইয়াছেন এবং যিনি তুষ্ট হইলে ভবসাগরের প্লবস্বরূপ বিবেক উপস্থিত হয়, নিশ্চয়ই সেই সর্ব্বদেবময় ভগবান্ হরি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি নিজ-কর্ম্ম-দোষে তাহার যে-কোন দশা উপস্থিত হউক না কেন, তাহাতে কর্ম্মফলভোগের

স্থায় মুহ্যমান হইয়া অপের প্রেমের পরম্পরা বৃদ্ধি করিবার পরিবর্তে সেই অবস্থাকেই ভগবৎসেবার অনুকূল করিয়া লন। তাহাকেই ভগবানের অনুকম্পা বিচার করিয়া আত্মকৃত কর্মফল উদাসীনভাবে ভোগ করিতে করিতে কায়মনোবাক্যে ভগবৎসেবা করিতে থাকেন। ইহাই এস্থানে শিক্ষনীয় বিষয়।

৪৯। ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসীর কায়দণ্ড, বাগ্‌দণ্ড ও মনোদণ্ড গ্রহণ এবং পরের অকারণ উৎপীড়ন সত্ত্বেও ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা

সেই অবন্তী-নগরের ভিক্ষুক নির্বেদগ্রস্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণে একান্ত ভক্তি-সহকারে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন এবং পরিব্রাজকবেশে পৃথিবী পর্যটন করিতে থাকিলেন। অসৎলোক চিরকালই সাধুর প্রতি দৌরাত্ম্য করিয়া থাকে। বিষ্ঠাভোজী কৃমির চিরস্বভাব—রাজহংসী দেখিলে চীৎকার করা। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। বুদ্ধ ভিক্ষুকে দেখিয়া সামাজিক লোকসকল বহুবিধ তিরস্কার ও অবমাননা করিতে লাগিল। কতকগুলি লোক ত্রিদণ্ডী ভিক্ষুর ত্রিদণ্ড, ভোজন-পাত্র ও কমণ্ডলু লইয়া গেল, কেহ কেহ জপমালা, কন্থা, চীরবস্ত্র প্রভৃতি কাড়িয়া লইল এবং নানাভাবে উৎপীড়ন করিতে থাকিল। কিন্তু যিনি কায়দণ্ড, বাক্যদণ্ড ও মনোদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন অর্থাৎ যিনি শরীরের দ্বারা ভগবৎকার্য্য, বাক্যের দ্বারা হরিকীর্ত্তন, মনের দ্বারা হরিচিন্তা করিয়া কায়, বাক্য ও মনের বেগকে দণ্ডিত করিয়াছেন, তিনি মৎসর লোক-সঙ্ঘের দুর্বাক্যে ও উৎপীড়নে কখনও হরিস্মরণ হইতে বিচ্যুত হন না।

৫০। ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসীর ধান্যভুক্ষণ এবং ত্রিদণ্ডির অসাধারণ ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা

ত্রিদণ্ডী ভিক্ষুক নদীর তীরে ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করিতে বসিলে মৎসর সামাজিকগণ তাঁহার মস্তকে মূত্রত্যাগ, থুৎকার দ্বারা শ্লেষ্মা প্রক্ষেপ করিত, ভিক্ষুক মৌনাবলম্বী থাকিলে তাঁহাকে কথা বলাইবার চেষ্টা করিত, কথা না বলিলে তাড়না করিত, কেহ বা "এ ব্যক্তি চুরি করিয়া অপরের গৃহ হইতে এসকল খাদ্য-দ্রব্যাদি লইয়া আসিয়াছে"—এইরূপ তর্জ্জন-গর্জ্জন করিত। কেহ বা "এই বর্ষাকালে লোকবঞ্চক ব্যক্তি অর্থহীন হওয়ায় ভিক্ষুকের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে, বকের ন্যায় স্বকার্য্য-সাধনে কৃতনিশ্চয় ও হিমালয়ের ন্যায় ধৈর্য্যশালী হইয়া মৌনাবলম্বনে স্বকার্য্য সাধন করিতেছে,"—এইরূপ বলিয়া ত্রিদণ্ডি ভিক্ষুককে তিরস্কার করিতে থাকিত, কেহ বা তাঁহার উপর অপান বায়ু ত্যাগ করিত, কেহ বা মূষণ দ্বারা পক্ষীর ন্যায় বন্ধন করিয়া কারাগারে রুদ্ধ করিয়া রাখিত। কিন্তু সেই ত্রিদণ্ডী মৎসর বহির্ম্মুখ লোকদিগের এই সকল উৎপীড়ন সহ্য করিয়া ভগবদ্ভক্তের স্বাভাবিক সহিষ্ণুতার আদর্শ দেখাইতেন।

ভগবদ্ভক্তকে মৎসর ব্যক্তিগণ নিন্দাদি করিলে তাঁহারা পরম সহিষ্ণুতার সহিত উপেক্ষা করেন, কিন্তু তাঁহারা বিষ্ণু-বৈষ্ণবের নিন্দা সহ্য করেন না। বিষ্ণু-বৈষ্ণবের নিন্দা সহ্য না করিয়া তৎ-প্রতিকার করাই সহিষ্ণুতার আদর্শ। তাহা প্রদর্শনীয় পৃথক্ প্রকোষ্ঠে সতী ও যজ্ঞাদজীর আদর্শে প্রদর্শিত হইয়াছে।

৫১। ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসীর কায়মনোবাক্যে হরিস্মরণ

ত্রিদণ্ডী ভিক্ষুক বহির্ম্মুখ সংসারের গতি সম্যগ্‌রূপে অনুভব করিয়া একান্তভাবে পূর্ব্বতন মহাজনগণের পদানুসরণ-পূর্ব্বক মুকুন্দের সেবাই ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণের মূল উদ্দেশ্যরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন,—

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥

(ভাঃ ১১।২৩।৫৩)

অবন্তীদেশীয় ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ কহিলেন,—আমি প্রাচীন মহর্ষিগণের উপাসিত এই পরাত্মনিষ্ঠারূপ ভিক্ষুকাশ্রম আশ্রয়-পূর্ব্বক কৃষ্ণপাদপদ্ম-নিষেবণ-দ্বারা দুরন্তপার সংসাররূপ তমঃ উত্তীর্ণ হইব।

৫২। দক্ষের মুখে পরম বৈষ্ণব শম্ভুর নিন্দা-শ্রবণে শিবপ্রিয়া সতীর দেহত্যাগ

প্রকৃত বৈষ্ণব তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু বলিয়া তত্ত্ব বা অপর বৈষ্ণবের নিন্দা-শ্রবণে তৎপ্রতিকার-বিষয়ে জড়তা প্রদর্শন করিলে তাহাতে বৈষ্ণবতা বা তৃণাদপি সুনীচতার অভাবই জ্ঞাপিত হয়। একান্ত আত্তি-

কলহপূর্ণ শুষ্ক বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্বন্ধে যে সকল সাম্প্রদায়িক সাধারণ ভুল ধারণার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেই সকল ভ্রমের অন্যতম একটি সাধারণ মহাভ্রম এই যে, গুরু বা বৈষ্ণবের কিম্বা প্রকৃত ভক্তিসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মৎসর ব্যক্তিগণ তাহাদের নিষ্ঠুর তাড়নাবশে কূবাক্য বলিলে তাহার প্রত্যুত্তর-প্রদান বা প্রতিকার-চেষ্টায় বৈষ্ণবের তৃণাদপি সুনীচতার ব্যাঘাত হয়। এই সাধারণ ভ্রম একদিন জগদ্গুরু শম্ভুর সহধর্ম্মিণী মহাবৈষ্ণবী সতীদেবী নিরাস করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধের ৪র্থ অধ্যায়ে সেই ইতিহাস দৃষ্ট হয়। উক্ত ভাগবতীয় সিদ্ধান্তই শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংশিক্ষা-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রজা-বর্দ্ধনকার্য্যে ব্রহ্ম, পরমবিরক্ত-শিরোমণি পরমহংসপ্রবর বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর নিন্দা করিলে পরমা বৈষ্ণবী সতীদেবী পূজনীয় বিষ্ণু-বৈষ্ণবের নিন্দা ও দ্রোহ শ্রবণ করিয়া তৎপ্রতিকার-কার্য্যে নিতান্ত অসমর্থ সেবকের পক্ষে যাহা ধর্ম্ম, তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। বাহ্য বৈহিকদর্শনে যদ্যপি পূজনীয় পিতৃসম্বন্ধে দৃষ্ট হইলেও বৈষ্ণবী সতী ঐরূপ বৈষ্ণব-নিন্দক পিতার কন্যা-পরিচয় তাঁহার গুরুসেবার প্রতিকূল জানিয়া পিতৃপ্রাপ্ত দেহকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক হংসের প্রতি নীরব অহিংস অসহযোগের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন,

নৈতেন দেহেন হরে কৃতাগসো
দেহোদ্ভবেনালমলং কুজন্মনা।
ব্রীড়া মমাভূৎ কুজনপ্রসঙ্গতঃ
তজ্জন্ম ধিগ্‌যো মহতামবজ্ঞয়া॥
(ভাঃ ৪।৪।২২)

অধিক কি, আপনি শিব-বিদ্বেষী; অতএব আপনার দেহ হইতে উৎপন্ন আমার এই কুৎসিৎ দেহে কোনও প্রয়োজন নাই। অয়ি কুজন, আপনার সহিত সম্বন্ধ থাকায় আমি বড়ই লজ্জিত হইয়াছি। মৎসঙ্গনের অপ্রিয়কর্ত্তা হইতে যে জন্ম হয়, সেই জন্ম ধিক্।

ইহা বলিয়া সতীদেবী নিজস্বামী জগদ্গুরু শম্ভুর পাদপদ্মের মকরন্দ-মাধুরী ধ্যান করিতে করিতে দেহকে শান্তিত করিলেন। কারণ,—

কর্ণৌ পিধায় নিরয়াদ্‌যদকল্প ঈশে
ধর্ম্মাবিতর্য্য-সৃণিভির্ভগবানে।
ছিন্দ্যাৎ প্রসহ্য রুষতীং সতাং প্রভুশ্চে-
জ্জিহ্বামসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্মঃ॥
(ভাঃ ৪।৪।১৭)

কোন দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি ধর্ম্মরক্ষক প্রভুর নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলে যদি দাসের সেই নিন্দকের মস্তিষ্ক ছেদন করিবার সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন-পূর্ব্বক প্রভু-ভক্তের সেই স্থান হইতে চলিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য; আর যদি সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে ঐ অসতের অকল্যাণবাদিনী জিহ্বাকে বলপূর্ব্বক ছেদন করাই বিধেয় এবং তদনন্তর স্বীয় প্রাণও পরিত্যাগ করা উচিত—ইহাই একমাত্র প্রভুভক্তের ধর্ম্ম।

৪৩। শ্রীরামভক্ত হনুমানের স্বর্ণলঙ্কা-দাহন

সামর্থ্য থাকিলে কিরূপে বৈষ্ণব-নিন্দকের মস্তক বিদীর্ণ করিতে হইবে এবং সেইরূপ প্রতিকার করাই যে দম্ভ ও তৃণাদপি সুনীচতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য দাসমূর্ত্তির বিগ্রহস্বরূপ শ্রীরুদ্রাবতার মহারাজ ক্রোধভরে বিষ্ণু-বৈষ্ণব দ্রোহী রাক্ষসরাজ রাবণের স্বর্ণলঙ্কা দগ্ধ করিয়াছিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ চিচ্ছক্তি শ্রীসীতাদেবীকে ভগবানের ভোগ্যরূপা না দেখিয়া পাষণ্ডভাবশে নিজ ভোগ্যরূপে পরিণত করিবার যে দুর্ব্বুদ্ধি পোষণপূর্ব্বক নির্ব্বেদজ্ঞানীর ন্যায় আপনাকে পরব্রহ্মের স্বগতাভিন্ন করিবার অবৈধ চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছিল এবং মায়াসীতা হরণ করিয়া বঞ্চিত হইয়াছিল, সেই রাক্ষসরাজ রাবণের অর্থাৎ নাস্তিকের কোন প্রকার ভোগে অধিকার নাই, রাম-বিদ্বেষীর—গুরুবিদ্বেষীর যাবতীয় ভোগে অগ্নিপ্রদান করিয়া তাহার ধ্বংস করাই সমীচীন—এই আদর্শ ধর্ম্ম প্রদর্শনকল্পে এবং প্রকৃত তৃণাদপি সুনীচতার নিষ্কপট বিচার প্রদর্শনার্থ রামভক্ত হনুমান কিরূপে রাবণের স্বর্ণলঙ্কা দহন করিয়াছিলেন, তাহা বাল্মীকি-রামায়ণের সুন্দরাকাণ্ডের ৫৫ সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। হনুমান রাবণের সোধিবর্গের যাবতীয় গৃহে অগ্নি প্রদান করিয়াছিলেন। রাক্ষস-জাতিবর্গের স-পুত্র-পৌত্রাদির সকাতর আর্ত্তনাদ তৃণাদপি সুনীচ বৈষ্ণবরর রুদ্রাবতার সেবা-সঙ্কল্পিত হৃদয়কে বিচলিত

করিতে পারে নাই। হনুমানজীর এই আদর্শ বৈষ্ণবতা জোগিসম্প্রদায়ের নিকট বিপ্রবাত্মক মনে হইলেও ইহাই ভাগবতধর্ম—রামায়ণের ধর্ম—ভারতের ধর্ম।

৩৪। শ্রীগৌড়ীয়মঠ-হাসপাতাল ও রোগী অগৌড়ীয়গণ

জগতের বা বিশ্বের দেবধর্মি-সমাজে আর্ত্ত বা রোগীর রোগ-নিরাকরণ-কার্য্য প্রভৃতিকে পরোপকার-কার্য্য বলিয়া সর্ব্বসাধারণ-সম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব যে পরোপকারের জন্য ভারতের তথা বিশ্বের সকল জীবকে আহ্বান করিয়াছেন,—"ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যা'র। জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥" সেই পরোপকার—অমন্দোদয় পরোপকার অর্থাৎ তাহাতে মন্দোদয় না করাইয়া অমন্দ বা একান্ত শুভ উদয় করায়। বিশ্বের প্রেয়ঃকামি-সমাজ মন্দোদয় আপাত উপকারের কথার সার্থকতা অতি সহজে বুঝিতে পারিয়া উহাকে সাদরে গ্রহণ করে, কিন্তু নিখিল ব্যাধির যে মূল, সেই মূল বা নিদান উৎপাটিত না হইলে ব্যাধির অসংখ্য উপসর্গগুলি কিছুতেই উপশমিত হইতে পারে না। যাঁহারা মূল পরিত্যাগ করিয়া শাখায় শাখায়,পাতায় পাতায় জলসেচনের পক্ষপাতী,তাঁহারা আপাত উপকারের বাহ্যদৃষ্টিকে বহুমানন করেন; আর যাঁহারা মূলে জলসেচন করিলে সমগ্র বৃক্ষ,পত্র, পুষ্প সঞ্জীবিত হয় এবং সুপুষ্ট ও সুপক্ক ফল লাভ হয়—এইরূপ প্রত্যক্ষানুভবে অভিজ্ঞ, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রদর্শিত পথে যে অমন্দোদয় পরোপকারের সন্ধান মিলিয়াছে, সেরূপ পরোপকারের আচার ও প্রচারই তাঁহাদের সার্ব্বকালিক কৃত্য বলিয়া বরণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে শ্রীগৌড়ীয়-মঠ সেই কার্য্যের অগ্রণী বা একমাত্র একনিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানরূপে জগতে প্রকাশিত। শ্রীগৌড়ীয়-মঠ বাহিরের দিকে সাময়িক, দৈহিক বা মানসিক রোগ, সাময়িক বন্যা বা ভূমিকম্পের ক্ষুদ্র কীণ সেবক না হইলেও ঐরূপ জাগতিক অসংখ্য দৈহিক ও মানসিক রোগের নিদান, ত্রিতাপ-সন্ততি-বৈচিত্র্যের অসংখ্য বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতির নিদান অনুসন্ধান-পূর্ব্বক ব্যষ্টি ও সমষ্টি মানবকুলকে—সমাজকে—বিশ্বকে ঐকান্তিক আরোগ্যের পথে লইয়া যাইতেছেন। রোগীর উপদেশানুসারে সদ্বৈদ্য কখনও চিকিৎসা করেন না। রোগী মনে করিতে পারেন, —আমি ডাক্তারকে দর্শনী দিয়া আনিয়াছি, ডাক্তার আমার মনের মত ব্যবস্থা করিবেন, আমার প্রেয়োরুচির অনুকূলে ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা দিবেন। ইহা রোগীর দিক হইতে নৈসর্গিক কাম্য বিষয় হইলেও শুভানুধ্যায়ী, অকৃত্রিম চিকিৎসকের তাহাতে ইন্ধনপ্রদান কর্ত্তব্য বিষয় নহে। আমরা কৃষ্ণবহির্ম্মুখতারূপ যে ভীষণ দংক্রামক মহামারীতে ন্যূনাধিক সকলেই আক্রান্ত হইয়া এই ভবকারাগারে পতিত হইয়াছি, তাহাতে আমরা মনে করি, আমাদের (বস্তুতঃ সর্ব্বমানব শ্রীকৃষ্ণের) প্রদত্ত দর্শনী দ্বারা চিকিৎসক গৌড়ীয়মঠ আমাদের আপাত প্রেয়ের—ইন্দ্রিয়তর্পণের—আপাত উপকারের ছাড়াছড়ির ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু সদ্বৈদ্য তাহা শুনিবেন কেন? বিস্ফোটকে আক্রান্ত রোগীর স্ফোটকে যদি কেহ একটুকু বাতাস দিয়া রোগীকে সাময়িক রোগ নির্ম্মুক্ত করাইবার জ্ঞান প্রদর্শন করে, তাহা হইলে সে সেইরূপ চিকিৎসককে তাহার প্রেয়োরুচির মনের মত যথার্থ চিকিৎসক বলিয়া মনে করে। কিন্তু যথার্থ সদ্বৈদ্য রোগীর প্রদত্ত দর্শনী দ্বারা ছুরিকা ক্রয় করিয়া (রোগীর আপাত যন্ত্রণা হইলেও—আবশ্যক হইলে রোগীকে অজ্ঞান করিয়াও) অস্ত্রোপচার-পূর্ব্বক বিস্ফোটকের যাবতীয় বিষনিদান বহির্গত করিয়া রোগীর রোগ একান্তভাবে নির্ম্মুক্ত করিয়া দেন। যন্ত্রা-দুর্ভিক্ষাদির আপাত নিবারণ, রোগীর বিস্ফোটকে বাতাস প্রদান-পূর্ব্বক প্রেয়ঃকামী রোগীর পক্ষে সাময়িক উপকারের ছবি হইলেও তাহা, চরম ও অমন্দোদয় উপকার নহে। ঐ সকল অসংখ্য বিপৎপাতের মূল নিদান কি, দুর্ভিক্ষ-যন্ত্রা-মহামারীর হস্ত হইতে ব্যষ্টি ও সমষ্টি মানবকে চিরস্থায়িরূপে কি প্রকারে মুক্ত করিয়া নিত্য নিরাময়ের রাজ্যে অভিষিক্ত করা যায়, সেই সকল অনুসন্ধান ও উহাদের বাস্তবচিকিৎসার জন্যই গৌড়ীয়মঠ-হাসপাতালের আবির্ভাব। সুতরাং সুবুদ্ধি, সদ্বিচারক ব্যক্তি বা শুভানুধ্যায়ী সাধারণ মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য,—যাহাতে তাঁহাদের সমস্ত প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য তৎসেবার মূল নিদান-চিকিৎসায় হাসপাতালে বিন্যুক্ত হয়। শুদ্ধহরিকীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ—হরিসেবা-দুর্ভিক্ষের জন্যই জগতে নানাপ্রকার বিপৎপাতের অনুভূতি ও তাড়না পণ্ডমনীষাকে অসহিষ্ণু করিয়া তুলে। কোটি

কোটি ঘুর ধরিয়া কোটি কোটি লোকের সমবেত চেষ্টায়ও বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি জগতের নৈসর্গিক বর্ত্তমান ত্রিতাপ-বৈচিত্র্যকে আদ্যাপানবীপ-পুরের ন্যায় কোন স্থানে চিরনির্ব্বাসিত করিতে পারা যাইবে না। তবে কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-রোগ দূরীকৃত হইলে সকলপ্রকার বাহ্য অসুবিধার মধ্যেও নিত্যানন্দ-পথের অভিযানের দিকে আনুকূল্য ব্যতীত কোন প্রকার প্রতিকূল ভাব আসিবে না।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংক্ষিপ্ত-প্রদর্শনীর মধ্যে যে দৃষ্টান্তের আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, রোগী আপাত ক্লেশের আশঙ্কায় ও ভাবী নিত্যসুখলাভ বিষয়ে অজ্ঞান থাকায় চিকিৎসককে শত্রু ভাবিয়া অস্ত্রোপচারে বাধা দিতে উদ্যত হইয়াছে; কিন্তু রোগীর শত চীৎকার ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও সৎচিকিৎসক রোগীর অস্ত্রোপচার করিয়া রোগীর দেহ হইতে বিষাক্ত রক্ত নির্গত করিয়া দিতেছেন। গৌড়ীয়মঠরূপ ভবরোগ-চিকিৎসাগারের হরি-কথা-কীর্ত্তনাস্ত্রোপচারে আপাত-শ্রেয়ঃকামী ও ভাবী নিত্য মঙ্গল-বিষয়ে অনভিজ্ঞ কৃষ্ণবহির্ম্মুখরোগগ্রস্ত বিরাট্ রোগি-সমাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠকে তাহাদের আত্যন্তিক হিতৈষী দর্শন করিবার পরিবর্ত্তে শত্রু মনে করিয়া নানাপ্রকার বিকট চীৎকার ও চিকিৎসিত হইতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও শ্রীগৌড়ীয়মঠ হাসপাতাল বিবিধ সুবৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহাদের অস্ত্রোপচার করিয়া সমাজের বহু লোকের মঙ্গল সাধন করিতেছেন।

৫১। আরোগ্যলাভান্তে বালকের চিকিৎসককে পরম মিত্র ও মহোপকারক জ্ঞান এবং আনন্দে নৃত্য

কৃষ্ণবহির্ম্মুখ-সমাজের সংক্রামক বহির্ম্মুখতারোগে আক্রান্ত যে-সকল শ্রেয়ঃকামী রোগী ইতঃপূর্ব্বে গৌড়ীয়মঠ-হাসপাতালকে ও গৌড়ীয়মঠের চিকিৎসকগণকে তাহাদের পরম-শত্রু জ্ঞান করিয়া তাহাদের নিন্দাধিতে আনন্দ বোধ করিতেন, যাঁহারা সমধীন কৃষ্ণবহির্ম্মুখ-সমাজ হইতে সহানুভূতি ও সমর্থন প্রাপ্ত হইয়া গৌড়ীয়মঠ-হাসপাতালে চিকিৎসিত হওয়াকে শ্রেয়ঃপথের বিঘ্নকারক মনে করিতেন, তাঁহারাও সদ্বৈদ্যকাচার্য্যের সুবৈজ্ঞানিক কৌশলে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতভাবে চিকিৎসিত হইয়া যখন সুস্থতা লাভ করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের মত্ততা ও অজ্ঞতামূলে পূর্ব্ব-কল্পিত পরম শত্রুকে পরম মিত্র ও মহোপকারকরূপে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া তাঁহারা আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। এই সকল কথা কল্পনা বা অতিরঞ্জিত ইতিহাস নহে। ইহার সাক্ষ্য দিবার শত শত ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয়মঠ-হাসপাতালে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারা রোগ-বিমুক্ত হইয়া ভব-রোগ-নিদান-নির্ম্মুক্তির অব্যর্থ অধিষ্ঠান শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সুবৈজ্ঞানিক চিকিৎসার বার্ত্তা সমগ্র বিশ্বে প্রচার-পূর্ব্বক জগতের মহোপকার সাধন করিতেছেন।

৫২। সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ অচ্যুতের পূজাতেই তদন্তর্ভুক্ত সকলের পূজা

যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

যেরূপ বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে উহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা প্রভৃতি সকলেই সঞ্জীবিত হয়, প্রাণে আহার্য্য প্রদান করিলে যেরূপ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধিত হয়, সেইরূপ একমাত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পূজার দ্বারাই নিখিল দেবতা, পিতৃ, ঋষি প্রভৃতির পূজা হইয়া থাকে।

এই ভাগবতীয় দৃষ্টান্তমূলক সিদ্ধান্তটি প্রদর্শনীর এক সাধ্যক মঞ্চে মূল আদর্শের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণব সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চ্চন করিতেছেন। এই বিষয়টি বৃক্ষের মূলদেশে জলসেচনকারীর জলসেকের দ্বারা বৃক্ষের সর্ব্বাঙ্গ সঞ্জীবিত করিবার আদর্শ। ইহাই বিধিপূর্ব্বক ভগবদ্যজন। গীতায় অন্য দেবতাযাজিগণকে অবৈধ অর্চ্চনকারী বলিয়া ভগবান্ স্থাপন করিয়াছেন।

৫৩। অন্যদেবতাযাজীর অবৈধ উপায়াবলম্বনে বৃথা-পরিশ্রম মাত্র সার

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

(গীঃ ৯।২৩)

যাহারা স্বতন্ত্র পরমেশ্বর-বুদ্ধিতে অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহারা অবিধি-পূর্ব্বক আমাকেই উপাসনা করিয়া

থাকে। 'অবিধি' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাদৃশ উপাসনা-দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ নিত্য ফল লাভ হয় না, সুতরাং তাহা অনিত্য কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত তুচ্ছফলপ্রদ।

এই অবিধির আদর্শটি একটি ভাগবত-কথিত দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শনীর ৫৭ সংখ্যক মঞ্চে প্রদর্শিত হইয়াছে। অনেক পঞ্চ বা বহুদেবতাবাদক যে-কোন একটি দেবতাকে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর কল্পনা করিয়া যে পূজার অভিনয় করিতেছেন, তাহা বৃক্ষের মূলদেশে জল প্রদান না করিয়া বৃক্ষের শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায় জল-সেচনের ন্যায় অবিধি-পূর্ব্বক চেষ্টা মাত্র। তাহাতে বৃক্ষ ফলফুলাদির সহিত শুষ্ক হইয়া যায়। অর্থাৎ অদ্বৈতব ভগবদ্ভক্তি বিশুষ্ক হয়। পঞ্চোপাসক যে কর্ম্মফলদাতা বিষ্ণুর পূজার অভিনয় দেখান, তাহাও বৈষ্ণবের বিষ্ণু-পূজা হইতে পৃথক্ ও অবিধি-পূর্ব্বক বিষ্ণু-পূজা। পঞ্চোপাসকের বিষ্ণু কল্পিত প্রতীকবিশেষ ও অনিত্য, তাঁহাদের উপাসনাও ফলস্থায়ী। কিন্তু বৈষ্ণবের বিষ্ণু নিত্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহ—একমাত্র অদ্বিতীয় পরাৎপরতত্ত্ব। সেই নিত্য উপাস্য বিষ্ণুর উপাসক ও উপাসনা নিত্য।

৫৮। শ্রীকৃষ্ণের রাস

শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় স্বরাট চিল্লীলাপুরুষোত্তম। তিনি নিখিল প্রকৃতির একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা। তাঁহার সেই নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্র চরিত্রে জীব-বুদ্ধির অগম্য সমস্ত কথা সুসমন্বিত। শ্রীকৃষ্ণেরই রাসলীলা সম্ভব। জীব রাসলীলার বিকৃত অনুকরণ করিতে গেলে তাহাকে সংসারচক্রে ভ্রমণের ক্লেশে পতিত হইতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যকে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার মাধুর্য্যময় স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। যেখানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ঐশ্বর্য্যকে স্বীকার করিয়া তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বতত্ত্বতা প্রকাশিত করেন, সেখানে বৃন্দাদেবের রাসক্রীড়া উপস্থিত হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় একমাত্র মাধুর্য্যগতপ্রাণ গোপললনাগণেরই অধিকার।

৫৯। জলের কম্পন-ফলে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব-চন্দ্রের কম্পন, তদ্দর্শনে মূলবস্তু বিম্ব-চন্দ্রের কম্পন-ভ্রম

অপ্রাকৃত চিজ্জগতের বিকৃত প্রতিফলন-স্বরূপ—এই বিশ্ব বা জগৎ। জড়ের দ্বারা পরিবর্ত্তনশীল আধারে অধিকৃত বিম্বের ছায়াছবি প্রতিফলিত হওয়ায় জড়ের কম্পন বা অস্থিরতা দেখিয়া মূল বিম্বের কম্পন-কল্পনা জড় দ্রষ্টার ভ্রম-মাত্র। জড়ে সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের বিক্ষুব্ধাবস্থা আছে বলিয়া তাহাতে প্রতিবিম্বের কম্পন অবশ্যম্ভাবী। মায়াবাদিগণ মনে করেন, যেহেতু প্রতিফলিত জড়জগৎ কম্পনশীল বা পরিবর্ত্তনশীল, সেই হেতু চিজ্জগৎও কম্পনশীল বা পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু এরূপ অনুমান বিবর্ত্তমাত্র। ইহাই উপরি-উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা সংশিক্ষা-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

যথাম্বুনা প্রচলতা তরবোঽপি চলা ইব।
চক্ষুষা ভ্রাম্যমাণেন দৃশ্যতে ভ্রাম্যতীব ভূঃ॥
(ভাঃ ১১।২২।৪৩)

৬০। শ্রীকৃষ্ণের কুলন

কুলন সম্ভোগবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগ-ক্রীড়া। শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগ-লীলার সহায়কারিণী গোপললনাগণ শ্রীরাধা-গোবিন্দকে সুখপ্রদানের জন্য রত্নডোরিবদ্ধা হিন্দোলে কুলাইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের বিপ্রলম্ভ-লীলায় বা মহাস্ত গুরুদেবের গৌরব-লীলায় সম্ভোগময় কুলন-লীলার অবকাশ নাই।

৬১। উদ্যান

৬২। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানের নিত্য প্রকট ও অপ্রকট-লীলা

এই গূঢ় বিষয়টি শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংশিক্ষা-প্রদর্শনীতে একটি আদর্শের দ্বারা নিদর্শন করাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। একটি দ্বারের মধ্য দিয়া শ্রীভগবান্ স্বেচ্ছায় লোক-লোচনের নিকট প্রকাশিত হইতেছেন এবং আর একটি দ্বার দিয়া আত্মগোপন করিতেছেন। স্বতন্ত্র পরমেশ্বরের কৃপা-পূর্ব্বক স্বেচ্ছায় আত্মপ্রকাশই তাঁহার প্রকট-লীলা। যখন তিনি কোন বিশেষ স্থান, কাল বা পাত্র-সমূহের লোচনের নিকট হইতে আত্মগোপন করিয়া অন্যত্র বা তাঁহার নিত্যধামে প্রকট-লীলা করিতেছেন, তখন অক্ষ-লোকচক্ষু তাঁহাকে দেখিতে না পাইলেও তাঁহার বাস্তব অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। লোকের অজ্ঞতা নিত্যবস্তুর বাস্তবতার অনস্তিত্বের প্রামাণিক নহে। তাই ভগবান্ যখন কোন বিশিষ্ট স্থান, কাল ও পাত্রের নিকট লীলাগোপন করেন, তখন সেই ব্যাপারকে তাঁহার অপ্রকটলীলা বলা হয়। সঙ্কীর্ণদৃষ্টি

আধ্যক্ষিকগণ রাত্রিকালে সূর্য্যকে না দেখিয়া সূর্য্যের মৃত্যু হইয়াছে বা সূর্য্য তখন আদৌ নাই—এইরূপ অনুমান করিলেও তাহা দ্বারা সূর্য্যের অনস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। এইজন্য বেদশাস্ত্রে লোক-লোচনের নিকট নিত্যবস্তুর আত্মপ্রকাশকে প্রকট ও আত্মগোপনকে অপ্রকট বলা হইয়াছে।

৬৩। শ্রীকৃষ্ণের কালীয়দমন-লীলা

শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র দুই প্রকার অর্থাৎ নিত্য ও নৈমিত্তিক। গোলোকে সর্ব্বকালে নিত্য চরিত্র ও অষ্টকালীয় লীলা বর্ত্তমান। ভৌমরূপে সেই অষ্টকালীয় লীলার নৈমিত্তিক লীলা সংযুক্ত আছে। ব্রজ হইতে গতায়াত ও অসুর-মারণাদি নৈমিত্তিক লীলা। নৈমিত্তিক লীলা ব্যতিরেকভাবরূপে গোলোকে আছে, কেবল প্রপঞ্চে সেই লীলা বস্তুতঃ প্রকাশ পায়। সাধকগণের পক্ষে নিত্যলীলার প্রতিকূল হইয়া ঐ নৈমিত্তিক লীলা প্রতিভাত হইতেছে। সাধকগণ সেই সেই লীলায় নিজ-নিজ অনর্থ-নাশের আশা করিবেন। কালীয়দমন-লীলা সেই সকল নৈমিত্তিক লীলার অন্যতম। কিন্তু এই সকল লীলা নৈমিত্তিক অর্থাৎ কোন নিমিত্তকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইলেও কর্ম্মফল-বাধ্য জীবের কার্য্যের ন্যায় অনিত্য নহে। এই সকল লীলার মধ্যে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহা সাধক জীব গ্রহণ করিবেন। এই সকল লীলা রূপক বা আধ্যাত্মিক নহে; ইহা বাস্তব।

কালীয়দমন-লীলা দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অভিমান-খলতা, পরোপকারিতা, ক্রূরতা, জীবে দয়াশূন্যতারূপ জীবের অনর্থকে দমন করেন।

৬৪। শ্রীকৃষ্ণের পূতনাবধ-লীলা

স্নেহময়ী মাতার কপট-বেশধারিণী পূতনা বালকৃষ্ণকে যশোদার ন্যায় বাহ্যে স্নেহময় ভাব প্রদর্শন এবং পাত্য-পাত্য-বিচারে স্তন-পান করাইয়া বিষমিশ্রিত দুগ্ধ দ্বারা মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিক কপটগুরু, ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিক কপট সাধুবেশধারিগণ, প্রাকৃতসহজিয়া বা মিছাভক্ত গুরুবর্গণ ঐরূপ পূতনার প্রতীক। তাঁহাদের বাহ্যে শিষ্যের নবোদিত কোমল শ্রদ্ধাকে লালন-পালন করিবার স্নেহময়ভাবের অন্তরালে অন্যপ্রকার বিষমিশ্রিত অভিসন্ধি বা স্বরূপ লুক্কায়িত থাকে। মিছাভক্ত, প্রাকৃত-সহজিয়া কিম্বা ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিক কপট গুরুবর্গণ শুভানুধ্যায়ী গুরুর বসন পরিয়া জীবের নবোদিত শ্রদ্ধাকে চিরতরে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। ঐসকল গুরুদ্রুবের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার ফলে অনেক কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তির প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী সদ্গুরুর প্রতিও ভবিষ্যতে আর বিশ্বাস উদিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণ পূতনাবধ করিয়া ঐরূপ কপট গুরুদ্রুব-সম্প্রদায়কে পরিত্যাগ করিবার শিক্ষা প্রদান করিলেন।

৬৫। শ্রীকৃষ্ণের বকাসুর-বধ-লীলা

শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ-লীলায় এক তীক্ষ্ণচঞ্চু বকরূপধারী 'বক' নামক বলবান্ মহাদৈত্য সহসা আগমন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করিয়া ফেলিবার অভিনয় প্রদর্শন করিল। গোপ-বালকরূপী শ্রীকৃষ্ণ বকের উদরস্থ হইয়া তাহামূলে অগ্নির ন্যায় দাহ উৎপাদন করিলেন। তাহাতে ঐ বক তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণকে উদ্গীরণ করিয়া ফেলিল। শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ দেখিয়া বকাসুর ক্রোধে পুনরায় চঞ্চুদ্বারা বধ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ কংসানুচর বকাসুরকে মহাবলদ্বয়-দ্বারা উহার চঞ্চুর্দ্বয় ধারণ-পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে তৃণের ন্যায় বিদারিত করিলেন। জীবের হরিভজন-বিদ্বেষী কলে প্রতীক ব্যক্তিগণ ভজনকারীর ভজনের সৌগন্ধাবস্থায় যে কুটনাটি, ধূর্ত্ততা ও পাঠ প্রভৃতি দ্বারা ভজনকারীকে ভজন-পথ হইতে বিচ্যুত করিতে চায়, তাহাই বকাসুরের প্রতীক। উহাদিগকে নাশ না করিলে গুরুকৃষ্ণভক্তি হয় না।

৬৬। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের গোবৎসহরণ

ব্রহ্মা ভগবানের ঐশ্বর্য্য-দর্শন-মানসে গোবৎস ও গোপবালকগণকে অপহরণ-পূর্ব্বক স্থানান্তরিত করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। কৃষ্ণ বৎস ও বালকদিগকে দেখিতে না পাইয়া ইহা ব্রহ্মার কার্য্য জানিতে পারিলেন। তখন সর্ব্বকারণ-কারণ ভগবান্ সহচরবৃন্দ ও তাঁহাদের মাতৃবৃন্দের সন্তোষ-বিধানার্থ স্বয়ংই বৎস ও বালকরূপে বিস্তৃত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় যথাযথ লীলা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার একবৎসর অতীত হইলে তিনি সেইস্থানে পুনরায় আগমন করিয়া তাঁহার অপহৃত গোবৎস ও বালকগণকে মাতা-মিত্রাদিভূত এবং কৃষ্ণকে পূর্ব্ববৎ গোবৎস ও বালকগণ লইয়া

ক্রীড়াশীল দেখিতে পাইলেন। ব্রহ্মা বহুকাল চিন্তা করিয়াও প্রকৃত এবং কৃষ্ণ কর্তৃক পুনরায় প্রকাশিত বালকগণের মধ্যে কাহারা সত্য এবং কাহারা অসত্য, তাহা কোন-ক্রমেই জানিতে সমর্থ হইলেন না। এমন সময় ব্রহ্মা কৃষ্ণ-প্রকটিত গোবৎস ও বালকগণকে শ্রীধরের চতুর্ভুজরূপে দর্শন করিয়া বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণ কৃপা-পূর্ব্বক ব্রহ্মাকে মায়ামুক্ত করিলে ব্রহ্মা প্রকৃতিস্থ হইয়া ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মমোহন-লীলা-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-চর্চ্চার সন্দেহবাদ ও ঐশ্বর্য্যমুগ্ধতায় মাধুর্য্যের অবমাননারূপ অনর্থকে দূরীভূত করিবার শিক্ষা দিলেন।

৬৭। শ্রীকৃষ্ণের রজক-বধ-লীলা

যখন শ্রীকৃষ্ণ বলভদ্র ও বয়স্যগণের সহিত মথুরা-নাগরীগণের দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া মথুরায় প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন রাজপথে কংসের এক বস্ত্রধৌতকারী অনুচরের সহিত তাঁহাদের দেখা হইল। ঐ কংস-ভৃত্য কংসের জন্য বিবিধ সুন্দর বসন-ভূষণ পরিষ্কৃত ও রঞ্জিত করিয়া রাজবাড়ীর দিকে যাইতেছিল। কৃষ্ণ ঐ রজকের নিকট হইতে কতকগুলি উত্তম বস্ত্র চাহিলেন। ইহাতে ঐ রজক ক্রুদ্ধ হইয়া বিদ্রূপ করিতে করিতে কৃষ্ণ ও বলরামকে বলিল,—"তোরা গ্রাম্য লোক, পাহাড়ে ও বনে বিচরণ করিয়া থাকিস্, রাজার ন্যায় সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদ তোদের উপযুক্ত নহে। রাজার জিনিষ প্রার্থনা করায় আস্পর্দ্ধা ও নির্ব্বুদ্ধিতা তোদের পরিত্যাগ করা উচিত। যদি বাঁচিবার সাধ থাকে, তাহা হইলে, সাবধান, পুনরায় ঐরূপ কথা মুখে আনিস্ না। শীঘ্র পলায়ন কর্। জানিস্, রাজপুরুষেরা তোদের মত অহঙ্কারী ব্যক্তিগণকে বন্ধন, প্রহার ও তাহাদের সকল সম্পত্তি হরণ করিতে পারে।" কংসরাজের ভৃত্য জানিত না যে, সে স্বয়ং পুরুষের সঙ্গে কথা বলিতেছে। কংসের ভৃত্য মনে করিয়াছিল,—আমার মালিক—কংস, বস্ত্রগুলির মালিক—কংস, মথুরা-নগরীর মালিক—কংস; কিন্তু আজ যে সকল-মালিকের মালিক—কংসেরও মালিক—কংসের কারণের কারণ স্বয়ং পুরুষ স্বয়ং আসিয়াছেন, সে কথা নির্ব্বোধ অভিজ্ঞতাবাদী, নীতিবাদী ও কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের প্রতীক কংস-রজক বুঝিতে পারে নাই। তাই শ্রীকৃষ্ণ রজকের দেহ হইতে উহার মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন—রজককে বধ করিলেন।

কর্ম্মজড় নীতিবাদিগণ, কৃষ্ণই যে নিখিল-বস্তুর মালিক, তাহা বুঝিতে না পারিয়া নাস্তিকতা-ক্রমে মনে করে, জীব-গণ নিজেরাই সকল দ্রব্যের মালিক—সকল অর্থের মালিক। বাহ্য গৌণ-দৃষ্টিতে ভারতঃ কখনই বস্ত্রগুলির মালিক বোধ হয়। সাধারণে দৈহিক পরিশ্রম করিয়া কিম্বা লৌক উত্তরাধিকারিসূত্রে যে অর্থাদি লাভ করেন, কর্ম্মজড়নীতি-বাদীর বিচারে—তাহা সাধারণের অর্থ। কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত মনে করেন,"সেই সাধারণের অর্থের মালিক—জীব; সুতরাং জীব নিজেই সেই অর্থ ভোগ করিবে, কৃষ্ণকে ভোগ করিতে দেওয়া হইবে না। কৃষ্ণসেবার অর্থাৎ কৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলা-প্রচারে, কৃষ্ণের লীলা-প্রদর্শনীতে, কৃষ্ণের যাত্রা-মহোৎসবে ঐসকল অর্থ-ব্যয় সাধারণের অর্থের (?) উপর অত্যাচার, উহা অপব্যয়মাত্র। সাধারণের অর্থ (?) সাধারণের দৈহিক সুখ-স্বরূপ অর্থাৎ সাধারণের দৈহিক ভোগার্থ নিয়োজিত হইলেই ভোগ-মূলক-পরম্পরারূপ সংসৃতিকে বাঁচাইয়া রাখিয়া নাস্তিকতা অর্থাৎ "কৃষ্ণ জীবের সর্ব্বস্বের মালিক নহেন, কৃষ্ণের যাত্রা-মহোৎসব—গৌণ ব্যাপারমাত্র, কন্যার পুতুলের বিবাহ তথা বিড়ালের বিবাহ, বিষহরি-পূজা বা দুর্গোৎসবের ন্যায়ই আমোদ-প্রমোদ সর্ব্বস্ব" এইরূপ কৃষ্ণসেবা-বিরোধি চিন্তাস্রোতকে জগতে প্রবাহিত ও সংরক্ষিত করা যাইতে পারে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রজক বধ করিয়া কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের—প্রাকৃত নীতিবাদীর ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধিকে হনন করেন। রজক সাধারণের মলিন বস্ত্রসমূহ পরিষ্কৃত করিয়া দেয়, যাহা দেখের ধূলি ও মলিনতা-দ্বারা ঐসকল শুভ্র বস্ত্র পুনরায় মলিন হইলে রজক উহা পুনরায় পরিষ্কার করিয়া তদ্বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহ করে। প্রাকৃত মলিন বস্ত্রকে সাময়িকভাবে পরিষ্কার করে অর্থাৎ উহা যতবার মলিন হইবে, ততবারই পুনঃ পুনঃ পরিষ্কার করে, এই ব্যবসায়—রজকের; কর্ম্মজড় স্মার্ত্তব্যবসাও তাহাই। ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধে অজামিলের প্রসঙ্গে আমরা তাহা দেখিতে পাই। এই কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবাদ কংস অর্থাৎ কৃষ্ণদ্বেষীর বা অহংপ্রয়োপাসকের অনুচর। শ্রীকৃষ্ণ তাহা বধ করেন। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবাদ পরিত্যাগ না করিলে কখনই শুদ্ধভক্তি-লাভ হইতে পারে না—ইহাই রজকবধের সংশিক্ষা।

৬৮। শকটভঞ্জন

একদিন তিনমাস-বয়স্ক শিশুরূপী শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রা আসিতেছে দেখিয়া মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে গৃহমধ্যে একটি শকটের অধোদেশে দোলায় শয়ান রাখিয়া উৎসব-কার্য্যে ব্যাপৃতা ছিলেন। এমন-সময়ে কৃষ্ণ রোদনচ্ছলে পদদ্বয় ঊর্দ্ধে সঞ্চালন করায় সেই শিশুর পদাঘাতে শকটখানি বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়া গেল। কংস-প্রেরিত শকটাসুরই দৈত্য অদৃশ্যভাবে শকটমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল এবং কৃষ্ণের দ্বারা অদৃশ্যভাবেই বিনষ্ট প্রাপ্ত হইয়া গেল।

প্রাকৃত ও আসুরিক অসৎ সংস্কার, জাড্য ও অভিমান-জনিত ভারবাহিত্বই শকটাসুরের প্রতীক। বালকৃষ্ণভাব ঐ শকট ভঞ্জন-পূর্ব্বক উক্ত অনর্থকে বিদূরিত করেন।

৬৯। শ্রীকৃষ্ণের যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন-লীলা

রুদ্রানুচর হইয়াও ঐশ্বর্য্যমদমত্ত যথেচ্ছাচার-রত কুবের-পুত্রদ্বয় একদিন মন্দাকিনী-তটে বিবস্ত্রা স্ত্রীগণসহ নগ্নাবস্থায় বিহার করিতেছিল। যথেচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে দেবর্ষি নারদ দৈবাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন; কিন্তু তাহারা এতদূর ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়াছিল যে, দেবর্ষিকে দেখিয়াও তাহাদের চৈতন্য হইল না। সুতরাং মহাভাগবত নারদ ঐ কুবেরাত্মজদ্বয়ের পক্ষে আচ্ছাদিত-চেতন স্থাবরদেহ-লাভই সমীচীন বিবেচনা করিয়া উহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়া 'শতবর্ষান্তে শাপমুক্ত হইবে' বলিয়া চলিয়া গেলেন। কৃপাময় বৈষ্ণব-ঠাকুরের দণ্ড ও জীবের পরম-মঙ্গল সাধন করে, সুতরাং বৈষ্ণবের দণ্ডও দণ্ড, জীববিংসা নহে। দেবর্ষির শাপে কুবেরপুত্র নলকূবর ও মণিগ্রীব গোকুলে যমলার্জ্জুন-বৃক্ষ রূপে জন্ম গ্রহণ করিল। শ্রীনারদ-কৃপায় তাহাদের পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক ছিল। শতবর্ষ পরে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবাক্য-রক্ষণার্থ বাল্য-লীলার উদূখলে বদ্ধাবস্থায় ঐ বৃক্ষদ্বয় উৎপাটিত করিলে উহা হইতে দিব্যদেহধারী কুবের-পুত্রদ্বয় নির্গত হইয়া সর্ব্বকল্যাণ-বিধাতা সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে পরমতত্ত্বপূর্ণ বাক্যে স্তুতি করিলেন; পরে আপনাদিগের প্রতি দেবর্ষিনারদের শাপপ্রদানরূপ অনুগ্রহ জ্ঞাপন-পূর্ব্বক কৃষ্ণ-সকাশে ভক্ত ও ভগবানের প্রতি ঐকান্তিকী স্তুতি প্রার্থনা করিলেন।

শ্রী-রূপ-মদ হইতে আভিজাত্যবোধে যে অভিমান হয়, তাহাতে কৃতঘ্নিংসা, শ্রীদম্ভ ও আসব-সেবাদিতে আসক্তি উৎপন্ন হইয়া জিহ্বালাম্পট্য ও নির্দ্দয়তা-প্রযুক্ত ভূতহিংসা ও নির্লজ্জতাদি দোষ হয়। বালকৃষ্ণ কৃপা করিয়া যমলার্জ্জুন ভঞ্জ করত সে দোষ দূর করিয়া থাকেন।

৭০। শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণ-লীলা

গোপগণ ইন্দ্রযজ্ঞের জন্য উদ্যোগ করিলে শ্রীকৃষ্ণ গোপগণকে ঐরূপ কর্ম্মবদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়া ইন্দ্রযাগার্থ সমাহৃত দ্রব্যসম্ভারের দ্বারা হরিদাসবর্য্য গোবর্দ্ধনের পূজা করিতে আদেশ দিলেন এবং স্বয়ং অভিনব রূপ ধারণ পূর্ব্বক গোবর্দ্ধন-নিবেদিত নৈবেদ্যাদি ভক্ষণ করিলেন। ওদিকে ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রজ বিনাশ করিবার জন্য প্রচুর বারি বর্ষণ করিতে থাকিলেন। গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে শ্রীকৃষ্ণ একহস্তে গোবর্দ্ধনপর্ব্বত ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়া ব্রজবাসিগণকে তন্নিম্নে আশ্রয় প্রদান করিলেন। অবিচ্ছেদে সপ্তাহকাল গিরি ধারণ করিয়া থাকিলে ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব বুঝিয়া মেঘগণকে নিরস্ত করিলেন।

ইন্দ্রপূজা-বারণ-দ্বারা ভগবান্ জীবকুলকে কর্ম্মকাণ্ডে ইন্দ্রাদি বহু-দেবতার পূজা বা স্বতন্ত্র-পরমেশ্বর-বুদ্ধিতে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণু ব্যতীত দেবতান্তরের পূজা পরিত্যাগ করিতে বলিলেন; ইন্দ্রপূজা-বারণের দ্বারা অহংগ্রহোপাসনা নিবারণ করিলেন। ইন্দ্র-গর্ব্ব হরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজেরই পরমেশ্বরত্ব-প্রকাশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোন দেবতাই 'স্বতন্ত্র পরমেশ্বর'-শব্দবাচ্য হইতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার কোন একটি শক্তির আভাসের দ্বারাই দেবতাগণের পরিচ্ছিন্ন শক্তি সৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণ শরণাগতপালক। গোবর্দ্ধনগিরিরাজকে অন্যান্য পর্ব্বতের সহিত গিরিগোষ্ঠবুদ্ধি করিতে হইবে না। গৌড়লিকগণের পর্ব্বত-সাগরাদি-পূজার ন্যায় ব্রজবাসীর গোবর্দ্ধন-পূজা নহে। গোবর্দ্ধন—সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তু।

৭১। বরুণের হস্ত হইতে কৃষ্ণের নন্দ-মোচন

গোপরাজ নন্দ একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশীতে পারণ করিবার মানসে রাত্রিশেষে আসুরী বেলায় স্নানার্থ যমুনাতে প্রবেশ করিলেন। বরুণের ভৃত্য কোন এক অসুর শাস্ত্র-নিষিদ্ধ সময়ে জলমধ্যে প্রবিষ্ট

নন্দমহারাজকে ধরিয়া বরুণের নিকট লইয়া গেল। ইহা জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ বরুণের নিকট গমন করিলেন। বরুণ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া কৃতঘ্নের অজ্ঞতা-কৃত ঐরূপ অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন।

বরুণ হইতে নন্দ-উদ্ধার-লীলা প্রকাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ 'বাকৃণী ইত্যাদি আসব-সেবার ভজনানন্দ বৃদ্ধি পায়'—জীবের এইরূপ দুর্বুদ্ধিকে বিদূরিত করিলেন।

৭২। শ্রীকৃষ্ণের অঘাসুর-নিধন-লীলা

একদিন কৃষ্ণ বনে বালভোজন ইচ্ছা করিয়া বৃন্দে গোপালগণ ও তাহাদের স্ব-স্ব বৎসগণের সহিত ব্রজ হইতে বাহির হইলেন। বালকগণ কৃষ্ণের সহিত বনবিহার করিতেছেন, এমন সময়, কংস-প্রেরিত পূতনা ও বকাসুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অঘাসুর নামক দৈত্য বালকগণ-সহ কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার ইচ্ছা করিয়া একযোজন বিস্তৃত, বিশাল পর্ব্বততুল্য অজগরদেহ ধারণ করিল এবং পর্ব্বতগুহার ন্যায় স্বর্গ-মর্ত্য পর্য্যন্ত মুখ ব্যাদান করিয়া পথিমধ্যে শয়ন করিয়া রহিল। কৃষ্ণ বালকদিগকে অঘাসুরের বদন-বিবরে প্রবেশরূপ ক্রীড়া হইতে নিবারণ করিবেন স্থির করিতেছেন, এমন সময় বালকগণ স্ব-স্ব গোবৎস-সহ অসুরের উদরে প্রবেশ করিলেন। অঘাসুর কৃষ্ণের জন্যই প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাই বালকগণকে গলাধঃকরণ করিল না। এদিকে কৃষ্ণও অসুর-সংহার ও সঙ্গিগণের উদ্ধার-সাধন-মানসে অঘাসুরের উদর-বিবরে প্রবেশ করিয়া স্বগণ-সহ স্বীয় কলেবর এরূপ বেগে বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন যে, তাহাতেই অসুর গতাসু হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ নিজ সখাগণের সহিত বাহির হইলেন।

এই লীলাদ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাধকের ভূতহিংসা, দ্বেষ-জনিত পরদ্রোহরূপ পাপবুদ্ধি-অপরাধ কৃপা-পূর্ব্বক দূর করিবার শিক্ষা দিলেন।

৭৩। পরমেশ্বর বিষ্ণুর আজ্ঞায় নন্দব্রহ্মকামীর উপাস্য সূর্য্যের গ্রহগণ-সহ কালচক্র ভ্রমণ

যে অধিষ্ঠান শিবাগম-শাস্ত্রকে শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যের আদিকেশব-মন্দির হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই 'ব্রহ্মসংহিতা'-গ্রন্থে ব্রহ্মার স্তবে সূর্য্য, শক্তি, গণেশ ও রুদ্রের সম্বন্ধে যে তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, তাহাই মূল আদর্শের দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংশিক্ষা-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছে। ৭৩সংখ্যক প্রদর্শনী-মঞ্চে সূর্য্যের তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। ব্রহ্মা আদিপুরুষ গোবিন্দকে স্তব করিয়া সূর্য্যের তত্ত্ব বর্ণন করিয়াছেন,—

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্ত্তিরশেষতেজাঃ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

ব্রহ্মসংহিতা—৫।৫২

[সকলগ্রহগণের রাজা অশেষতেজো-বিশিষ্ট সুরমূর্ত্তি সবিতা বা সূর্য্য জগতের চক্ষুস্বরূপ; তিনি যাঁহার আজ্ঞায় কাল-চক্রারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।]

অনেক বৈদিকব্রুব সূর্য্যকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া পূজা করেন। সূর্য্য পঞ্চদেবতার মধ্যে একটি দেবতা; আবার অনেকে উত্তাপই জনক এবং সূর্য্যই উত্তাপের একমাত্র আধার, জগতের হেতু বলিয়া সূর্য্যকে নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে সূর্য্য জড় তেজঃসমষ্টি একটি মণ্ডলের অধিষ্ঠাতা, সুতরাং একজন আধিকারিক দেবতা-বিশেষ। গোবিন্দের আজ্ঞাদ্বারা সূর্য্য স্বীয় নির্দ্দিষ্ট সেবা-কার্য্য করেন। অতএব সূর্য্য স্বতন্ত্র ঈশ্বর নহেন, পরন্তু গোবিন্দের আজ্ঞাবাহী আধিকারিক দেবতা-বিশেষ।

৭৪। পরমেশ্বর বিষ্ণুর স্বরূপশক্তি ও তাঁহার ছায়া,—মায়া বা প্রকৃতি

শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মসংহিতায় যোগমায়া ও মহামায়ার যে তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, তাহাই সংশিক্ষা-প্রদর্শনী-মঞ্চে মূল আদর্শের দ্বারা প্রকটিত। লোকপিতামহ ব্রহ্মা বলিতেছেন,—

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

ব্রহ্মসংহিতা—৫।৪৪

স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তির ছায়া-স্বরূপা জড়জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিনী মায়াশক্তিই ভুবনপূজিতা দুর্গা। তিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

দুর্গ-শব্দে—কারাগৃহ; তটস্থশক্তিপ্রসূত জীবগণ কৃষ্ণবহির্মুখ হইলে যে প্রাপঞ্চিক কারায় অবরুদ্ধ হন, তাহাই দুর্গার দুর্গ; কর্ম্মচক্রই তথায় বত; বহির্মুখ জীবগণের প্রতি এইরূপ শোধনপ্রণালীবিশিষ্ট কার্য্যই গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম; দুর্গা তাহাই নিয়ত সম্পাদন করিতেছেন। স্বরূপশক্তির ছায়া বলিয়া মহামায়া কৃষ্ণবহির্মুখ জীবগণকে কখনও ধন, ধান্য, পুত্র, আরোগ্য, সমৃদ্ধি, জড়ীয় স্বাধীনতা প্রভৃতি প্রধান-পূর্ব্বক কর্ম্মফলের ভোগাগার সংসার-দুর্গের কারাগারে শোধন করিয়া ব্যতিরেকভাবে কৃষ্ণোন্মুখ করিয়া থাকেন। আর স্বরূপশক্তি উন্মুখদিগকে অকপট কৃপার অতিরিক্ত করিয়া অন্বয়ভাবে জীবদিগকে কৃষ্ণসেবার সহায়তা করেন। সুতরাং স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তি যোগমায়ার ছায়াস্বরূপা জড়মায়া বিমুখবিমোহিনী। এই বিমুখবিমোহন-কার্য্যের দ্বারা ব্যতিরেকভাবে কৃষ্ণসেবা করিলেও তাহা অন্বয়ভাবের কার্য্য নহে বলিয়া ছায়াশক্তি শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারেন না, লজ্জিতা হইয়া অপাশ্রিতভাবে শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গে অবস্থান করেন। শ্রীমদ্ভাগবত এই মহামায়া-শক্তির সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি করিয়াছেন,—

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষা-পথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥

(ভাঃ ২।৫।১৩)

সুতরাং জড়জগতে যে শক্তি-পূজা হয়, তিনিই এই মহামায়া। কিন্তু ভগবদ্ধামের আবরণে যে মন্ত্রময়ী দুর্গার উল্লেখ আছে, তিনি চিন্ময়ী কৃষ্ণদাসী; ছায়াদুর্গা তাঁহার দাসীরূপে জগতে কার্য্য করেন। অতএব শ্রীগোবিন্দই সর্ব্বকারণকারণ স্বতন্ত্র পরমেশ্বর। তিনি শক্তিমন্তত্ত্ব। জড়া শক্তি তাঁহার অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তির ছায়া-মাত্র। নিখিল জীব সেই ছায়াশক্তিদ্বারা মোহিত হইয়া তাঁহাকে আপাত প্রেয়ঃপ্রদানের অধিকারিণী দেখিয়া তাঁহাকেই পরমেশ্বরী বলিয়া বিবেচনা করেন। মহামায়ার এই ভুবনমোহনকার্য্য গণমতকে আত্মকবলিত করিয়া রাখিয়াছে।

৭৮। শুদ্ধসত্ত্বময় মায়াতীত বিষ্ণু ও মায়া-শক্তি-যুক্তরূপে তমোগুণের অধিষ্ঠাতা রুদ্র

ব্রহ্মসংহিতার এই সিদ্ধান্তটি সংশিক্ষা-প্রদর্শনীতে একটি সুন্দর আদর্শের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে,—

যদীশ্বরো যদি বিকারবিশেষ-যোগাৎ
নৈবেশ্বরঃ প্রকৃতি-সংস্থ-হি তদ্গুণস্য।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্-
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

(ব্রহ্মসংহিতা—৫।৪৫)

দুগ্ধ যেরূপ বিকারবিশেষ-যোগে দধি হয়, তথাপি কারণরূপ দুগ্ধ হইতে পৃথক্ তত্ত্ব হয় না, সেইরূপ যিনি কার্য্যবশতঃ 'শম্ভুতা' প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

শম্ভু—কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ তত্ত্ব একটি 'ঈশ্বর' নন। যাহাদের সেরূপ ভেদ-বুদ্ধি, তাহারা ভগবানের নিকট অপরাধী। শম্ভুর ঈশ্বরতা—গোবিন্দের ঈশ্বরতার অধীন। সুতরাং তাঁহারা বস্তুতঃ অভেদতত্ত্ব। অভেদ-তত্ত্বের লক্ষণ এই যে, দুগ্ধ যেরূপ বিকারবিশেষ-যোগে দধিত্ব লাভ করে, তদ্রূপ বিকারবিশেষ-যোগে ঈশ্বর পৃথক্-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াও 'পরতত্ত্ব'; সে-স্বরূপের স্বতন্ত্রতা নাই। মায়ার তমোগুণ, তটস্থ-শক্তির স্বল্পতাগুণ এবং চিচ্ছক্তির স্বল্প হ্লাদিনীমিশ্রিত সদ্গুণ বিমিশ্রিত হইয়া একটি বিকারবিশেষযুক্ত ভাবাভাস-স্বরূপই—ঈশ্বর জ্যোতিষ্ময় শম্ভুলিঙ্গরূপ 'সদাশিব' এবং তাঁহা হইতে রুদ্রদেব প্রকটিত হন। "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" ইত্যাদি ভাগবত-বচনের তাৎপর্য্য এই যে, সেই শম্ভু স্বীয় কালশক্তি-দ্বারা গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ দুর্গাদেবীর সহিত যুক্ত হইয়া কার্য্য করেন। তিনি তন্ত্রাদি বহুবিধ শাস্ত্রে জীবদিগের অধিকার-ভেদে ভুক্তিলাভের সোপান-স্বরূপ ধর্ম্মের শিক্ষা দেন—গোবিন্দের ইচ্ছামতে মায়াবাদ ও কল্পিত আগম প্রচার-পূর্ব্বক ব্যতিরেকভাবে শুদ্ধভক্তির সংরক্ষণ ও পালন করেন। শম্ভুতে জীবের প্রকাশ গুণ প্রভৃতরূপে এবং জীবের অপ্রাপ্ত আরও পাঁচটি মহাগুণ আংশিকরূপে আছে। সুতরাং শম্ভুকে 'জীব' বলা যায় না; তিনি—'ঈশ্বর', তথাপি 'বিভিন্নাংশগত'।

শ্রীমদ্ভাগবতেও এই সিদ্ধান্তই রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরাৎপরতত্ত্ব স্বতন্ত্র পরমেশ্বর, ব্রহ্মাদি দেবতা, সকলেই তাঁহার অধীনতত্ত্ব।

৭৬। নবধাভক্তির পীঠ—শ্রীধাম নবদ্বীপ

এই ষোলক্রোশ মধ্যে দ্বীপ হয় নয়।
অষ্টদলপদ্ম যেন জলেতে ভাসয়॥
অষ্টদল—অষ্টদ্বীপ, মধ্যে অন্তর্দ্বীপ।
তা'র মাঝে মায়াপুর মহাবিষ্ণুরূপ॥
মায়াপুর-যোগপীঠ সদা গোলাকার।
তথা নিত্যচৈতন্যের বিবিধ বিহার॥
• • •
পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ, শ্রীসীমন্তদ্বীপ হয়।
গোদ্রুমদ্বীপ, শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয়॥
কোলদ্বীপ, ঋতু, জহ্নু, মোদদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার॥
• • •
নবদ্বীপ নাম ঐছে বিখ্যাত জগতে।
শ্রবণাদি নববিধা ভক্তি দীপ্ত যা'তে॥

(শ্রীধাম-মাহাত্ম্য ও শ্রীভক্তিরত্নাকর)

বৈষ্ণব মহাজনগণের এই সকল শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত ও ঐতিহ্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংশিক্ষা-প্রদর্শনীতে আদর্শের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। জলমধ্যে কর্ণিকারযুক্ত অষ্টদলপদ্ম ভাসিতেছে। কর্ণিকারে অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর—আত্ম-নিবেদনের পীঠ। আত্মনিবেদনই নবধা ভক্তির মেরুদণ্ড। আত্মনিবেদনের বিধ্যাশ্রয়ের আদর্শ বামন-বলির শ্রীমূর্ত্তি উক্ত অষ্টদলপদ্মের মধ্যস্থ কর্ণিকারে শোভা পাইতেছে। অর্থাৎ শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরে জীব আত্মনিবেদন করিলে শুদ্ধা নবধাভক্তির অধিকারী হয়। সীমন্তদ্বীপ শ্রবণ-ভক্তির পীঠস্বরূপ। অষ্টদলপদ্মের অন্তর্গত দলে শ্রবণ-ভক্তির বিধ্যাশ্রয়-আদর্শ পরীক্ষিৎ-শুকদেবের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছে। কীর্ত্তনভক্তির পীঠস্বরূপ গোদ্রুমদ্বীপ। অষ্টদল পদ্মের দ্বিতীয় দলে কীর্ত্তনাখ্য ভক্তির বিধ্যাশ্রয়-আদর্শস্বরূপ শ্রীশুক-পরীক্ষিতের শ্রীমূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। শ্রীমধ্যদ্বীপ স্মরণাখ্যভক্তির পীঠস্বরূপ। আত্মনিবেদনপর ভক্তের শ্রীমুখে শ্রবণ-কীর্ত্তনের পরই স্মরণ হয়। অষ্টদল পদ্মের তৃতীয় দলে স্মরণাখ্য ভক্তির বিধ্যাশ্রয়-আদর্শস্বরূপ শ্রীনৃসিংহ-প্রহ্লাদ মহারাজের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছে। কোলদ্বীপ পাদসেবনাখ্য ভক্তির পীঠস্বরূপ। অষ্টদল পদ্মের চতুর্থ দলে পাদ-সেবনের বিধ্যাশ্রয়-আদর্শস্বরূপ শ্রীলক্ষ্মী-শ্রীলক্ষ্মীদেবীর শ্রীমূর্ত্তি শোভিত রহিয়াছেন। ঋতুদ্বীপ অর্চ্চনাখ্য ভক্তির পীঠ-স্বরূপ, অষ্টদল পদ্মের পঞ্চমদলে অর্চ্চনভক্তির বিধ্যাশ্রয়-আদর্শস্বরূপ শ্রীবিষ্ণু ও পৃথু মহা-রাজের শ্রীমূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। জহ্নুদ্বীপ বন্দনাখ্য ভক্তির পীঠ-স্বরূপ। অষ্টদল পদ্মের ষষ্ঠদলে বন্দন-ভক্তির বিধ্যাশ্রয়-আদর্শ শ্রীঅক্রূর ও অর্জ্জুন বিরাজিত। মোদদ্রুম—দাস্যাখ্য-ভক্তির পীঠস্বরূপ। দাস্যভক্তির বিধ্যাশ্রয়-আদর্শ শ্রীরাম-চন্দ্র ও হনুমানের শ্রীমূর্ত্তি অষ্টদলপদ্মের সপ্তম দলে শোভিত রহিয়াছে। রুদ্রদ্বীপ—সখ্যাখ্য ভক্তির পীঠস্বরূপ। অষ্টদল-পদ্মের অষ্টম দলে সখ্যভক্তির বিধ্যাশ্রয়-আদর্শস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুনের শ্রীমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপে অষ্টদলপদ্ম ও কর্ণিকারের সহিত নবদ্বীপের সংস্থান এবং তাহাদের নবধা ভক্তির আশ্রয়ণ সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর মধ্যে প্রদর্শিত হওয়ায় ঔদার্য্যময় ভুবনমঙ্গলাবতার সর্ব্বতীর্থ-শিরোমণি আত্মমঙ্গলতোষ শ্রীধাম নবদ্বীপের নিগূঢ়তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আপামর সকলকে জানাইয়া নদীয়াপ্রকাশ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও তাঁহার প্রভু শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপচন্দ্রের মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ করিয়াছেন।

৭৭। নশ্বর অর্থকামিগণের উপাস্য নশ্বর সিদ্ধিদাতা—গজবদনগণেশ ও তদীয় কুম্ভোপরি পরমার্থ-কামীর উপাস্য ভক্তিদাতা গজারিবদন—শ্রীনৃসিংহ

শ্রীব্রহ্মসংহিতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তটি সাধারণের বিদিত, সুপ্রচারিত ও সুখ-বোধ্য করিবার জন্য স্থূল আদর্শের দ্বারা উহা সংশিক্ষা-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভ-
দ্বন্দ্বে প্রণামসময়ে স গণাধিরাজঃ।
বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্য জগত্ত্রয়স্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥
(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৫০)

গণেশ ত্রিজগতের বিঘ্ন বিনাশ করিবার উদ্দেশে তৎকার্য্যকালে শক্তিলাভের জন্য যাঁহার পাদপদ্ম স্বীয় মস্তকের কুম্ভযুগলের উপর নিয়ত ধারণ করেন, সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

বিঘ্নবিনাশকার্য্যরূপ অধিকার-প্রাপ্ত গণেশ—তত্তদধি-কারি-জনেরই উপাস্য; এমন কি, তিনি উপাস্য মহাপ্রভু বলিয়া পঞ্চদেবতার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। সেই গণেশ—একটী শক্ত্যাবিষ্ট আধিকারিক দেবতা, গোবিন্দের কৃপায়ই তাঁহার সমস্ত মহিমা.

শ্রীনৃসিংহদেব—ভক্তিবিঘ্নবিনাশক, আর তাঁহারই ছায়াস্বরূপ অভক্তি বা ভোগের বিঘ্ন-বিনাশের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক দেবতা—গণেশ। যাহারা জাগতিক ভোগের উপকরণ ধনাদি সংগ্রহে সিদ্ধি লাভ করিতে চান, তাঁহারা গণেশের উপাসক। জগতের গণসমষ্টি জাগতিক ভোগের বিঘ্ন-বিনাশের জন্যই সাধনা ও তপস্যা করেন। জগতের গণসমষ্টি অর্থকামী; অর্থ—ভোগসাধক সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তু। এজন্য গণসমষ্টির ঈশ্বর—গণেশ। বৈকুণ্ঠভাবাপন্ন জগৎ গণেশের অর্থাৎ গণমতের নায়কের উপাসনাকেই বহুমানন করেন; কিন্তু এই গণমতের ঈশ্বরের কুম্ভযুগলের উপরে তদীয় পরমেশ্বর ভক্তিবিঘ্ন-বিনাশন নৃসিংহের জীবের কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতারূপ গণমতের প্রতি বহুমানন-প্রবৃত্তিকে নিরাস করিয়া তদীয় চিন্ময় পদযুগল স্থাপন করেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও দেবতাগণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের গর্ভস্তুতিতে এইরূপ সিদ্ধান্ত উক্ত হইয়াছে,—

তথা ন তে মাধব! তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥
(ভাঃ ১০।২।৩৩)

৭৮। শুদ্ধসত্ত্বময় মায়াতীত বিষ্ণু ও তাঁহার রজোগুণে প্রতিফলিত রূপ—ব্রহ্মা

তাবান্ যথাস্বকলয়া নিজেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎপ্রকটতোপি তদদ্বত্র।
ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥
(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪৯)

সূর্য্য যেরূপ সূর্য্যকান্তাদি মণিসকলে নিজ তেজ কিয়ৎ-পরিমাণে প্রকট করেন, সেইরূপ বিভিন্নাংশস্বরূপ ব্রহ্মা যাঁহা হইতে প্রাপ্তশক্তি হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের বিধান করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

আতপ কাচের উপর সূর্য্যকিরণ কেন্দ্রীভূত হইলে যেরূপ তাহা দ্বারা বস্তু দগ্ধ হয়, সেইরূপ ব্রহ্মাও কৃষ্ণের শক্তি-প্রভাবেই সৃষ্টি করিতে পারেন। ব্রহ্মার নিজের স্বতন্ত্র শক্তি নাই। কৃষ্ণের শক্তির আভাসেই তাঁহার সৃষ্টি-সামর্থ্য। অতএব ব্রহ্মা স্বতন্ত্র পরমেশ্বর নহেন, কৃষ্ণই মূলবস্তু, সর্ব্বকারণকারণ।

গণ-মত সূর্য্য, শক্তি, গণেশ, রুদ্র বা কর্ম্মফলদাতা কল্পিত বিষ্ণুকে যে এক একটি সাময়িক স্বতন্ত্র পরমেশ্বর বিচার করিয়া পঞ্চোপাসনার আবাহন করে, তাহা অদ্বৈতব ভাগবতধর্ম্ম নহে। গণগড্ডলিকার এই সামান্য ভ্রম বিদূরিত করিয়া সর্ব্ববেদান্তসার, অনন্যশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার জন্যই শ্রীগৌড়ীয় মঠের সংশিক্ষাপ্রদর্শনীতে এই সকল আদর্শ প্রদর্শনপূর্ব্বক জগজ্জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলের চেষ্টা করা হইয়াছে।

৭৯। শেষশায়ী নারায়ণ, সিংহাসনস্থ নারায়ণ ও কালীয়নাগ-শীর্ষে কৃষ্ণের প্রকট-অপ্রকট-লীলা

বিষ্ণুবস্তু যেস্থানে আবির্ভূত ও অন্তর্হিত হন। তিনি জড়ীয় বস্তুর ন্যায় দৈশিক ভেদের দ্বারা পরিমিত নহেন। তাঁহার চিল্লীলা-বৈচিত্র্য অধোক্ষজজ্ঞানের বিঘ্নকারক নহে।

৮০। চিত্রপট-মঞ্চ

এই মঞ্চে বর্ত্তমান যুগের গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক, রূপানুগবিরুদ্ধমতসিদ্ধান্ত-বিনাশক, ভূতলে শ্রীচৈতন্যমনো-ভীষ্টসংস্থাপক, বিশ্বজীবের একমাত্র অহৈতুক অবলোকন-

মহাবদান্যজগদ্গুরু আচার্যবর্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ ; বর্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিধর্মের পুনঃ প্রচারের মূল পুরুষ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর, আদর্শ বৈরাগ্য-বিগ্রহ, অবধূতকুলচূড়ামণি, নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ, একান্ত বৈষ্ণব-সার্বভৌম, নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভগবানদাস বাবাজী মহারাজ ; আচার্যশিরোমণি শ্রীমৎ আনন্দতীর্থ পূর্বপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য, শ্রীশ্রীমদ্রামানুজাচার্য প্রভৃতি আচার্য-গণের সুবৃহৎ সুশোভন তৈল-চিত্রাদি তথা শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, শ্রীরাধাগোবিন্দ প্রভৃতি বিগ্রহ-বিগ্রহগণের চিত্রাঙ্কিত শ্রীমূর্তি স্থাপিত রহিয়াছে।

৮১। চিত্রপটমঞ্চ—দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ

এই মঞ্চে সুপ্রাচীন ও সুদুর্লভ ভগবদ্বিষয়ক চিত্রপট ও আলেখ্যাদি সংস্থাপিত রহিয়াছে। প্রায় তিনশত বৎসরের একটি শ্রীরাধাগোবিন্দের বৃহৎ তৈল-চিত্র এবং শ্রীমন্মহা-প্রভুর নীলাচলে রথাগ্রে নৃত্য, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত প্রভুত্রয়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর নগরসঙ্কীর্তন-প্রচার, পঞ্চতত্ত্ব, কালীয়দমন প্রভৃতি প্রায় দেড়শত দুইশত বৎসরের পূর্বের হস্তাঙ্কিত তৈলচিত্র রক্ষিত আছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীমন্মহা-প্রভুর ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক বহু প্রাচীন চিত্রপট এই মঞ্চে শোভিত রহিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ষড়্ভুজমূর্তি, শ্রীরূপ গোস্বামীর পূজিত শ্রীগোবিন্দজীউ, শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা প্রভৃতি প্রাচীন উৎকৃষ্ট চিত্রকলাময় অমূল্য চিত্রপট-সমূহ বিরাজিত আছেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে এই সকল চিত্রপট সংগৃহীত হইয়াছে।

৮২। ভগবৎসেবোপকরণ, মহাপ্রসাদ-নির্মাল্য ও চিহ্নচক্র

প্রদর্শনীর এই বিশিষ্ট মঞ্চে ভারতের সর্বতীর্থের জল ও বিভিন্ন প্রসিদ্ধ শ্রীবিগ্রহের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ ; সুপ্রাচীন মন্দির-সমূহের ভগ্নাবশেষ, দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ ; মঙ্গলঘট, খড়িকাসন ; বিভিন্ন তীর্থের মৃত্তিকা, নামাবলী প্রভৃতি ; ভগবানের আসন, দোলা প্রভৃতি ; বহু সুদুর্লভ প্রাচীন তীর্থ ও বিখ্যাত আচার্যগণের চিত্রপট এবং মধ্যস্থলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিশেষচিহ্নচক্রবর্তীটি স্থাপিত রহিয়াছে। উক্ত চিহ্নটির মধ্যে সুদার্শনিক সিদ্ধান্ত সম্পুটিত রহিয়াছে। চিহ্নচক্রবর্তীটি চক্রাকারে অঙ্কিত, তাহার চতুষ্পার্শ্বের চতুষ্কোণে যথাক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম—সাত্বতসম্প্রদায়চতুষ্টয়ের সমন্বয়ের প্রকাশক। চিহ্নের ঊর্ধ্বপ্রদেশে ঔদার্যবিগ্রহ নবদ্বীপরায়ণ গৌরসুন্দর। তাঁহার দক্ষিণে পঞ্চরাত্র ও বামে ভাগবতশাস্ত্র, শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বারা পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়-বিধান জ্ঞাপন করিতেছে। চিহ্নিত চক্রের মধ্যস্থলে 'ওঁ' নাম-শব্দ অঙ্কিত। সেই শ্রীনামশব্দ ষট্‌কিলকের মধ্যে অবস্থিত। ষট্‌কিলকের ঊর্ধ্বস্থ কিলকে 'যশঃ' শব্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মের নিম্নে অবস্থিত থাকিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের ঔদার্য-যশের কথা সূচিত করিতেছে। যশেরই ঠিক বিপরীত কিলকে 'বৈরাগ্য' শব্দটি অঙ্কিত, তদ্নিম্নে উর্ধ্বপুণ্ড্র এবং যথাক্রমে 'গুরু' ও 'গৌড়ীয়' শব্দ অঙ্কিত। গুরু ও গৌড়ীয়-শব্দের উপরি-ভাগে বৈরাগ্য ও ঊর্ধ্বপুণ্ড্র অঙ্কিত থাকিয়া গুরুগৌড়ীয়ের বৈরাগ্যবিগ্রহতা এবং বিষ্ণুতত্ত্বনত্ব প্রকাশ করিতেছে। দক্ষিণ কিলকদ্বয়ে যথাক্রমে 'বীর্য ও ঐশ্বর্য' শব্দ-দ্বয় অঙ্কিত। তৎপার্শ্বে রাজসিংহাসনে লক্ষ্মীনারায়ণ ; তদ্নিম্নে 'বিধি' শব্দ অঙ্কিত। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বীর্য ও ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাতা, বিধিদ্বারা সেবিত। তৎপার্শ্বেই ঘণ্টা ও ধূপদান এবং তন্মধ্যে 'অর্চন' শব্দ অঙ্কিত অর্থাৎ বিধিতে অর্চনপথের অধিষ্ঠান সূচনা করিতেছে। সেই অর্চন পঞ্চরাত্রের দিকে অবস্থিত অর্থাৎ অর্চন পঞ্চরাত্রমূলক অনুষ্ঠানবিশেষ। বামপার্শ্বের অপর কিলক-দ্বয়ে 'শ্রী' ও 'জ্ঞান' শব্দ অঙ্কিত, তৎপার্শ্বেই কদম্বকাননবিহারী রাধাগোবিন্দের যুগলমূর্তি এবং তদ্নিম্নে 'রাগ' শব্দ অঙ্কিত। 'রাগ' শব্দের পার্শ্বে মুরারব ও মৃদঙ্গ চিত্রিত রহিয়াছে। শ্রীরাধাগোবিন্দ চেতনের স্বাভাবিক অনুরাগের দ্বারা সেবা। শ্রী অর্থাৎ সেবাশোভা ও জ্ঞান অর্থাৎ ভগবদ্বিষয়ক সম্বন্ধজ্ঞানের অধিষ্ঠাতা—শ্রীরাধাগোবিন্দ। মৃদঙ্গদ্বারা কীর্তন-প্রচার, মুদ্রা-যন্ত্র বা বৃহৎ মৃদঙ্গ দ্বারা আরও সমধিকভাবে মনুষ্য-সমাজে সর্বত্র কীর্তন প্রচারিত হইয়া থাকে। কীর্তনই ভাগবত-পথের পথিকগণের ভজন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট শ্রুতবিষয়ের কীর্তনপ্রভাবেই শ্রীরাধাগোবিন্দের

স্বয়ং-সেবা হয়। শ্রীরূপানুগ গুরুদেব অর্চন ও কীর্ত্তনের, পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের মনন করিয়াছেন।

৮৩। ত্রিদণ্ড-গ্রহণ-প্রণালীর সমর্থন ও অনুমোদনকারী ছয় গোস্বামী

শ্রীল সনাতন, শ্রীল রূপ, শ্রীল রঘুনাথদাস, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীল গোপাল ভট্ট ও শ্রীল জীব—এই ষড়্‌গোস্বামী বৈদিক ও বেদান্ত-পঞ্চরাত্র সমর্থিত শ্রীমদ্ভাগবতীয় ত্রিদণ্ডের সমর্থন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত এই ত্রিদণ্ড-গ্রহণ-পূর্ব্বক হরিভজনকেই একমাত্র সকল সাধনোপায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া উদ্ধব-গীতায় শ্রীভগবদুক্তিতে প্রতিপাদন করিয়াছেন। যে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদনুগ ষড়্‌গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতকেই একমাত্র প্রমাণচক্রবর্ত্তী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভাগবতের অনুমোদিত ত্রিদণ্ডগ্রহণ-প্রণালী যে সর্ব্বতোভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও ষড়্‌গোস্বামীর সমর্থিত ও অনুমোদিত,—এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সংশয়ের অবকাশ নাই। উদ্ধবকে স্বয়ং ভগবান্ বলিতেছেন,—

অয়ং হি সর্ব্বকল্পানাং সত্তমো মত্তো মম।
মদ্ভাবঃ সর্ব্বভূতেষু মনোবাক্কায়বৃত্তিভিঃ॥

(ভাঃ ১১।২৯।১০)

মন, বাক্য ও কায়-ব্যাপারের দ্বারা সর্ব্ববস্তুতে আমার অস্তিত্ব-দর্শন—ইহাকেই সর্ব্ব উপায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া আমি স্বীকার করি।

ভার্গবীয় মনু-সংহিতাতেও কায়, বাক্য ও মনের নিগ্রহকারী পরমাত্মানুশীলনতৎপর ব্যক্তিকেই 'ত্রিদণ্ডী' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন,—

বাগ্‌দণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে॥

(মনু ১২।১০)

যাঁহার বাগ্‌দণ্ড, মনোদণ্ড ও কায়দণ্ড বুদ্ধিতে নিহিত, তিনিই যথার্থ 'ত্রিদণ্ডী'।

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ তাঁহার উপদেশামৃতে "বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং" শ্লোকে ত্রিদণ্ডী গোস্বামিত্বের স্বরূপ নির্ণয়পূর্ব্বক ত্রিদণ্ড-গ্রহণ-প্রণালী সমর্থন করিয়াছেন। শ্রীরূপানুগ গোস্বামি-পাদ শ্রীরূপপাদের অতীষ্টের অনুমোদনের ঐকান্তিকতাই সংরক্ষণ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী প্রকোষ্ঠে কতিপয় প্রসিদ্ধ-আচার্য্য ত্রিদণ্ডি বৈষ্ণব-গণের শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছে।

৮৪। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, শ্রীবালগোপাল ও ত্রিদণ্ডী শ্রীবল্লভাচার্য্য; ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপ্রবোধানন্দ ও পরমহংসবেষী শ্রীগোপালভট্ট; ত্রিদণ্ডী গোস্বামী শ্রীবিল্বমঙ্গল ও ত্রিদণ্ডী যতি শ্রীধরস্বামী

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ত্যাগী গোস্বামিকুলের মধ্যে পাবাহারী শাখার মূল পুরুষ—শ্রীল পাবাহর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভু। ইনি ক্ষেত্রসন্ন্যাস বা ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ত্রিদণ্ডবাদী শ্রীমাধব উপাধ্যায় নামক জনৈক শিষ্য পরবর্ত্তিকালে পণ্ডিত-গোস্বামি-প্রভুর নিকট ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া 'মাধবাচার্য্য' নামে খ্যাত হন। এই মাধবাচার্য্য বেদের পুরুষ-সূক্তের 'মন্ত্রণভাষ্যে'র রচয়িতা। শ্রীবল্লভ ভট্ট শ্রীল পাবাহর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর অনুগত ছিলেন। তিনি তাঁহার অপ্রকটের ৩৯ দিবস পূর্ব্বে তাঁহার গুরুভ্রাতা মাধবাচার্য্যের নিকট হইতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীল বল্লভাচার্য্য বালগোপালের উপাসক ছিলেন এবং তিনি শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীপাবাহর পণ্ডিত-গোস্বামীর অনুমোদিত ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ত্যাগী গোস্বামিকুলের মধ্যে প্রবোধানন্দী শাখার মূল পুরুষ—ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী। ইনি বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম-আচার্য্যবর্য্য শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর গুরুদেব এবং ত্রিদণ্ডি-গোস্বামীর লীলা অভিনয়কারী।

আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী ছিলেন। বৈষ্ণবকুল শ্রীল বিল্বমঙ্গল ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীবিষ্ণুস্বামি-ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসি-পর্য্যায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রশংসিত ভক্ত্যেক-রক্ষক শ্রীধর-স্বামিপাদ। অতএব বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্যেই শ্রীমদ্ভাগবতীয় ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসকে শ্রীভগবানের অনুমোদিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুকুন্দসেবা-প্রদ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

৮৫। শ্রীগৌড়ীয়-গ্রন্থাবলী

সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর এই কক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে

বলীর বিভিন্ন সংস্করণ তথা বহু প্রাচীন হস্তলিখিত ভক্তি-গ্রন্থাবলী সংরক্ষিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের পদ্য ও গদ্য গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যের অতিবর্ত্তী, অতিতীব্র মূল রসানুগ সাহিত্যিকবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের গ্রন্থাবলী-মধুরাও প্রদর্শনী-মঞ্চে সংরক্ষিত হইয়াছে।

উপসংহার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণের উপসংহারে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি বিষয় সারগ্রাহী দর্শকগণকে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে অসারগ্রাহী ব্যক্তিগণকেও চিন্তা করিবার জন্য নিম্নে নৈবেদ্যরূপে পরিবেশন করিতেছি।

সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর দর্শন বা তদ্বিষয়ক বিবরণ-পাঠের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক দ্রষ্টা ও মনোযোগে দর্শনকারী পাঠকগণের হৃদয়ে প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিচারের উদয় কিছু অলৌকিক নহে। বর্ত্তমান দেশ, কাল পাত্রের উপর এরূপ প্রদর্শনীর কতটুকু প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা বিভিন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তি তাঁহাদের বিভিন্ন ভূমিকা হইতে বিচার করিতে পারেন। অর্থ-নৈতিক, রাষ্ট্র-নৈতিক, সমাজ-নৈতিক, শিক্ষা-নৈতিক অবস্থানের যে-কোন ভূমিকায় আরূঢ় ব্যক্তি তাঁহার ব্যক্তিগত কেন্দ্র হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের সংশিক্ষা-প্রদর্শনীকে দর্শন করিয়া তৎসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মতামত প্রকাশ করিতে পারেন; কিন্তু এইরূপ দর্শন বা প্রদর্শনের মূলে যে বস্তু দৃষ্ট হইবে, তৎসম্বন্ধে কতটুকু নিরপেক্ষতা ও সুদূরদর্শিতা নিহিত রহিয়াছে, তাহাও তৎসঙ্গে বিচার্য্য। এই সংশিক্ষা-প্রদর্শনী কিরূপভাবে দর্শন করিতে হইবে, তাহাও সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর প্রদর্শিতব্য বিষয়ের অন্যতম একটি প্রধান বিষয়। কাজেই সেই বিষয়টি উপেক্ষা করিয়া প্রদর্শনী-দর্শকের নিরপেক্ষতা সংরক্ষিত হইতে পারে না।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তার দাবী করিয়া ভারবাহী হওয়া মানব-সমাজের পক্ষে শ্লাঘ্য নহে। ভারবাহিগণ হরিকথা-শিক্ষা-প্রদর্শনী অপেক্ষা ভোগশিক্ষা-প্রদর্শনীর অধিক মূল্য প্রদান করেন, হরিকথার তৃপ্তির অপেক্ষা ভোগের তৃপ্তিকে অধিক অনুভব করেন। ত্রিতাপোন্মূলক হরিকথার বন্যায় প্লাবিত না হইয়া ত্রিতাপের বন্যায় অধিকতর ত্রিতাপগ্রস্ত হইবার জন্য সাময়িক অবস্থানী প্রাকৃতিক বন্যা নিবারণের অসম্পূর্ণ উপায়গুলির আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে প্রাকৃতিক বন্যার আত্যন্তিক শান্তির পথেও লইয়া যাইতে পারে না। এইরূপ বহির্মুখ-সম্প্রদায়ের চিন্তাস্রোত কিরূপ-ভাবে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে বিমুখতা ও বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করে, তাহা আমরা সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর একটি মঞ্চে ভাগবতীয় উদাহরণের দ্বারা প্রদর্শিত দেখিতে পাই। ভাগবত বলেন,—বিষ্ঠাভোজী কূকুর-শ্রেণীর ব্যক্তি, বিষ্ঠা-ভোজী গ্রাম্যশূকরশ্রেণীর ব্যক্তি, কণ্টকে ক্ষতবিক্ষতমুখ হইলেও কণ্টক ভোজনেই আনন্দানুভবকারী উষ্ট্রশ্রেণীর ব্যক্তি, বাহ্য জগতের মলিনতায় ভারবহনকারী গর্দ্দভশ্রেণীর ব্যক্তি হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের মূল্য অপেক্ষা জগতের অন্যান্য বিষয়ের অধিক মূল্য প্রদান করে। ভাগবত এইরূপ তীব্র ভাষায় বিমুখ-জনসমষ্টির চিন্তাধারার যে প্রতি-বাদ কেবল গ্রন্থ-মধ্যের মধ্যে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংশিক্ষা-প্রদর্শনী এই বৈজ্ঞানিক-সর্ব্বস্ব যুগে কেবল সাহিত্যের ভাষায় নহে, মূল অর্চ্চায় পর্য্যন্ত প্রকাশিত করিয়া সমগ্র বিমুখ মানব-সমাজকে মঙ্গলশিক্ষা অধ্যয়ন করাইবার বিশ্বাস উন্মোচন করিয়াছেন।

কর্ম্মবীর বলিতে পারেন যে, ভারতভূমিতে বহু অর্থ-ব্যয়ে যে সকল ভগবন্মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে—শ্রীবিগ্রহের সেবায় যে-সকল অর্থ ব্যয় হইতেছে—ভগবানের যাত্রা-মহোৎসবাদিতে শ্রীমন্দির-শিখরে যে-সকল দীপাবলী প্রদত্ত হইবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সেই সকল অপব্যয় দূরীভূত করিয়া যাঁহারা জীবের ভোগময় শরীরের পুষ্টিসাধন-পূর্ব্বক বাঁচিয়া থাকিবেন এবং সেইরূপভাবে বাঁচিয়া থাকিয়া সমাজের ব্যষ্টির ও সমষ্টির ভোগ-পরিপোষণ সংবর্দ্ধন-পূর্ব্বক জগতের অবশ্যম্ভাবী ধর্ম্ম ত্রিতাপক্লেশ নিজে ভুগিয়া অপরকে ভোগাইবেন, তাঁহাদের শরীরপোষণে—সাত্ত্বিকতা-বর্দ্ধনে ঐ সকল অর্থ নিয়োজিত হউক। তাঁহারা বলিতে

পাবেন,—তুলসীবৃক্ষে জলসেচন যারা সময়, শক্তি ও জলের অপব্যবহার করিবার পরিবর্ত্তে বেতনের ক্ষেতে সেই সময়, শক্তি ও জল প্রদান করিলে যথার্থ অর্থনৈতিক ও সমাজ-নৈতিক উপকার সাধিত হয়। আর যদি একান্ত ঠাকুর-মন্দির, ঠাকুর, হরিনাম, তুলসীবৃক্ষ প্রভৃতি রক্ষা করিতেও হয়,তাহা হইলেও ঐ গুলিকে ভোগি-সমাজের বাড়ী ও সমষ্টির বাগান,বাগানের মালী, অফিস বাইবেল, আজ্ঞা-সহবরাহকারী ভৃত্য প্রভৃতি-রূপে রক্ষা করিয়া সমাজের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভোগাবশেষ দ্বারা উহাদিগকে ছলনা করা যাউক। প্লেগ, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ওলাউঠা প্রভৃতি ব্যাধি নিবারণের জন্য ঠাকুর-মন্দিরের সাময়িক অস্তিত্ব স্বীকার কিংবা সে জাতীয় মন্দিরে ভোগীর ভাক্তারশেষের কিছু দত্তমুক্ত দান বিশেষ আপত্তিকর নহে। প্লেগে হরিনাম করিলে সমাজের বিশেষ আপত্তি নাই; কারণ, তাহা ভোগী জীবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর, বৃক্ষের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। তুলসী বৃক্ষে জল দিতে আপত্তি নাই, যদি তুলসী গাছ আমার ভোগসাধক শরীরের ম্যালেরিয়া-বীজ বিনাশের সহায়তা করে, কিম্বা আমার ঔষধের অনুপান সরবরাহ করিতে পারে। ঐরূপ সমাজের বাড়ী ও সমষ্টির ভৃত্যগিরি করিতে পারিলে সেই তুলসীতে জল দেওয়া জলের অপব্যয় নহে, কিন্তু আমার ভোগ না হইলেই যত অপব্যয়! আর আমার সমশীল পারিপার্শ্বিকগণের ভোগ না হইলেই তাহারাও আমার সহিত মিলিত হইয়া তখন সমস্বরে বলিতে থাকে,—সমাজের জল, সমাজের ভোগ্য ব্যক্তির—যাহার প্রত্যেক অনুষ্ঠানের অংশ ভোগ্যরূপে আমাদের প্রাপ্য, সেইরূপ ব্যক্তির কেবল অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ আমাদের ভোগের অতীত বৃক্ষের ভোগের জন্য জল, সময়, বা শক্তি ব্যয় করিবার কি অধিকার আছে? তখন কিন্তু বরণ-বিস্তৃত বাড়ী ও সমষ্টি বহির্মুখ অর্থনৈতিক-সমাজ তুলিয়া গিয়াছেন,—জল কাহার? —সময় কাহার?—শক্তিই বা কাহার?

এইরূপ চিন্তাস্রোতের যদি কিছু আধুনিক নহে। সৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গেই এইরূপ চিন্তাস্রোত মহামায়ার মায়ো তাণ্ডব প্রদর্শন করিতেছে। শ্রীবৈষ্ণবপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেও পুতুলের বিবাহ, বিড়ালের বিবাহ, ছেলে-মেয়ের বিবাহ, চণ্ডী-বিষহরি-পূজায় অর্থব্যয় করিবার সময় অর্থ-অপব্যয়ের প্রতিবাদ হইত না। আধুনিক-কালেও সিনেমা, থিয়েটার, বারবনিতার গৃহে ইন্দ্রিয়-পূজার উৎসব, প্রকৃষ্টিতে অর্থ-অপব্যয়ের প্রতিবাদ হয় না। আধুনিক সামাজিকগণের যুক্তি এই যে, ভোগ তোমাদেরও থাকুক, আমাদেরও থাকুক—এইরূপ একটা আপোষে উভয়ের ভোগের তাল-বাটুয়া রক্ষা করিতে পারিলে আর কৃষ্ণের ভোগে একেবারে কসা দেখাইয়া দিতে পারিলে সেখানে কিছু প্রতিবাদের কথা থাকে না। রাজধানী কলিকাতার ন্যায় সহরে মাত্র একটি সিনেমা মাসে বিশহাজার টাকা লাভ করিয়া যদি পাঁচ হাজার টাকা বন্যার সাহায্যার্থে দানের বিজ্ঞাপন প্রচার-পূর্ব্বক সেই ছলনায় অধিক লাভ করিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে তাহাতে কোন দোষ নাই। দুর্ভিক্ষাদি না হইলে রঙ্গমঞ্চের যতটা আয় না হইত, বন্যা, দুর্ভিক্ষাদি হওয়ায় সাহায্য-রজনীর ছলনায় অধিকতর লাভ ও আয় হয়। ইহাতে বুদ্ধিমান্ সামাজিকগণ মনে করেন, রঙ্গমঞ্চ বন্যার সাহায্য করিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ রঙ্গমঞ্চ অধিক ব্যবসায়-বুদ্ধির চতুরতায় অধিক লাভ করিয়া লইলেন। ফলতঃ কত নিঃস্বের অর্থ-শোষণ, কত সচ্চরিত্রকে অসৎপথে চালিত, কত কোমলপ্রাণ যুবকের হৃদয়ে কামের ছাপ বসাইয়া দিয়া তাহার জীবনকে চিরতরে বিপথে চালিত করিয়া দিলেন। কিন্তু বুদ্ধিমান্ সামাজিকগণের ইহা দেখিবার—ভাবিবার অবসর নাই; কেন না, তাহাতে আমাদের ইন্দ্রিয় যাহা চায়, তাহার ইন্ধনপ্রদানের ইন্দ্রজালবিদ্যা-দ্বারা আমাদের নিত্যানিত্য বিচারকে ভুলাইয়া দিতে পারা যায়। রঙ্গমঞ্চ আমার ইন্দ্রিয় তর্পণ করে বলিয়া আমি তাহাতে অর্থ দেই, আর সেই অবৈধ অর্থের কিয়দংশ যাহারা সাময়িক অভাবে পতিত, তাহাদিগকে প্রদানের ছলনা দেখাইয়া ব্যক্তিগত—সমষ্টিগত ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্দ্রিয়জাল বিস্তার করিতে পারে বলিয়া ঐ সকলের কোন প্রতিবাদ নাই।

পণ্ডিতগণ বন্যার অর্থসাহায্য করিয়া সমাজের দৈন্য দূর করে,ইহা সামাজিকগণের যুক্তি; কিন্তু পণ্ডিতগণ তাহাদের পাণ্ডিত্য পরিত্যাগ করুক আর না-ই করুক, সমাজকে পতিত হইবার সাহায্য করিয়া অন্তরে অন্তরে সমাজকে সারশূন্য করিয়া মৃত্যুর পথে লইয়া যাউক, তাহাতে সমাজের বিশেষ আপত্তি নাই, পণ্ডিতগণের নিকট হইতে বন্যার সাহায্য পাইলেই হইল! আর বন্যার সাহায্যের নাম করিয়া

উহার অংশ অন্যভাবে আত্মসাৎ করিলেও সমাজের প্রতিবাদের বিশেষ কিছু নাই। সমাজের এইরূপ ভোগময় অর্থ-নৈতিক ধারণাই যার; বিদ্যাদৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণকে দীক্ষিত করিবার যে দুর্দমনীয় রাক্ষসী পিপাসা, তাহাতে নিযুক্ততর্ক ভগবদ্ভক্তগণলুব্ধ হইবেন কেন?

অনাদরের যে কুশিক্ষা ও বিকৃতশিক্ষার নেশা গণমতকে মত্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয় মঠের সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী একান্ত অবৈতব অর্থনৈতিক, যথার্থ শ্রৌত ও অবিকৃত সৎশিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া সামাজিকগণকে নিরপেক্ষভাবে বুঝিবার সুযোগ দিতেছেন যে, সমাজ-দেহের পরিচ্ছদে এখন এমন ভীষণ আগুন লাগিয়াছে যে, এখন আর অন্যদিকে তাকাইবার সময় নাই, এখন অন্য কর্ত্তব্যের ভাবনা করিতে গেলে সমাজ-দেহ পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইবে; অগ্রে আত্মরক্ষা করিতে হইবে—সমাজ-শরীরে যে ভগবদ্বহির্মুখতারূপ অনলরাশি লাগিয়াছে, তাহাকে যে কোন প্রকারে সর্ব্বাগ্রে না নিবাইতে পারিলে অন্য কোন দিক্ রক্ষা করা যাইবে না, আগে আত্মরক্ষা, তারপর বাড়ী, ঘর-রক্ষার চেষ্টা। যাহার গায় আগুন লাগে, সে কি তখন বাড়ী, ঘর, পোষাক, পরিচ্ছদ, ঘটি, বাটী রক্ষা করিতে যায়? না আগে আত্মরক্ষা করে? মূল দেহ বা দেহের পার্শ্বিপার্শ্বিক বাড়ী-ঘর-সদৃশ উপকরণগুলিকে রক্ষা করিতে গিয়া মূল সমাজ-দেহকে পুড়াইয়া ফেলা উচিত নহে। হরিকীর্ত্তনের বন্যায় সমাজ-দেহবাসিনী যাবতীয় অগ্নিশিখা নিমেষেই নির্ব্বাপিত হইবে।

বিমুখ-সমাজের বিচার—কার্য্য নাশে কারণ-নাশ! কিন্তু সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর বিচার—কারণ-নাশে কার্য্য-নাশ। ভোগ ব্যতীত অবিনাশী কার্য্যের মধ্যে যে-কোন একটিকে অবৈধভাবে নাশ করিতে গেলে 'কারণ' নাশ না হওয়ার ফলে রক্তবীজ দৈত্যের ন্যায় আরও নূতন শতকার্য্য গজাইয়া উঠিবে; শত প্রকারের বৈধ দুঃখের বন্যা আবির্ভূত হইবে। কিন্তু কারণ নাশে কার্য্যের আবির্ভাবের আর সম্ভাবনা নাই। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রিতাপ-বৈচিত্র্যের কারণ যে কৃষ্ণবিমুখতা, তাহা চেতন-কীর্ত্তন-বন্যায় ভাসাইয়া অনায়াসে বিদূরিত করিবার জন্য সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর আবির্ভাব; সুতরাং এইরূপ প্রদর্শনীতে সমগ্র সমাজের সমগ্র অর্থ, সমগ্র প্রাণ, সমগ্র বাক্য নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক।

উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে যে-সকল শিক্ষা অতি সূক্ষ্মাকারে ও দুর্ব্বোধ্যরূপে নিবিষ্ট মাত্র হইয়া জনসাধারণের নিকট অপ্রচারিত রহিয়াছে, তাহাই স্থূল অর্চ্চাকারে প্রকাশিত করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী যে কি ভুবনমঙ্গল অবতারের অবতরণ করাইয়াছেন, তাহা মানব-সেবা ইন্দ্রিয়-তর্পণের মাদকতায় তারবাহিত পরিত্যাগ পূর্ব্বক একটুকু সার-গ্রাহী হইলেই বুঝিতে পারিবে। ভুবনমঙ্গল অর্চ্চাবতারকে যেরূপ কোন কোন আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় কাঠ, পাথর, মাটি মনে করিয়া বঞ্চিত হইয়াছে, সেইরূপ যদি এই সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীকে কেহ 'সং' বা সখের উপকরণ মনে করিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা-বিষয়ে উদাসীন, বিমুখ বা বিদ্বেষী হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিও বঞ্চিত হইবে। সমাজ ও দেশের এইরূপ বিপদের সময় প্রকৃত নিত্য বা সৎশিক্ষার প্রসার ও প্রচার ব্যতীত সমাজের, দেশের বা মনের অশেষ দৈন্যের কারণ বিনাশের আর কোন প্রকৃষ্ট উপায় অতীত ইতিহাস বলুন, ভূতদর্শী আর্য্যগণের সাক্ষ্য বলুন, শাস্ত্রের বাণী বলুন, কিছুই নিরূপণ করেন নাই। আমাদের প্রকৃত নিত্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সকলেই সমস্বরে ভাগবত-শিক্ষা-প্রচারকেই ত্রিতাপ-উন্মূলনের অদ্বৈতব কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীতে যে-সকল পরম শিক্ষাময়ী অর্চ্চা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি চেতন-বাণীদ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়া আমাদের হৃদয়ে সবাক্ চিত্রের ন্যায় সৎশিক্ষার বাস্তব চিত্রগুলিকে চির-অঙ্কিত এবং জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে সমাজকে অশেষ মঙ্গলের পথে চালিত করিতেছে। অতএব সেই ভাগবতী সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী জয়যুক্তা হউন। আচার্য্যের এই অযাচিতোদয়া অনুকম্পা আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করুন। বিশ্ব প্রকৃত শ্রেয়ের পথ ধরিয়া লউন।

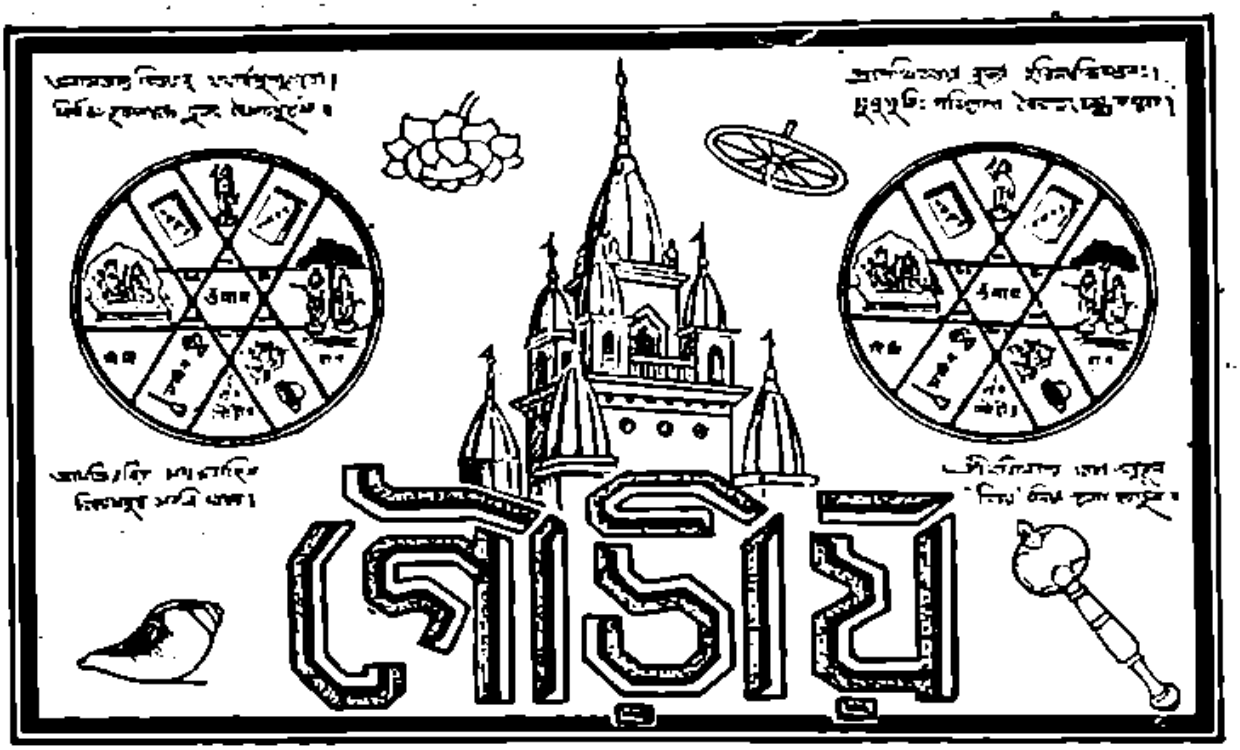

১০ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৯ই আশ্বিন শনিবার, ১৩৩৮ ; ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ | ৮ম সংখ্যা

সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন

গত ২০শে ভাদ্র (১৩৩৮) রবিবার অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় কলিকাতার সুযোগ্য শেরিফ বর্দ্ধমান জমিদার-বংশের মুখোজ্জলকারী জনপ্রিয় মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্ননাথ ঠাকুর মহাশয় শ্রীগৌড়ীয় মঠের সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করিয়া কলিকাতাবাসী এবং সর্ব্বসাধারণকে এই অভূতপূর্ব্ব সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী দর্শনার্থ আহ্বান করেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল মহাশয় উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিবার পর বাগবাজারের শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্ননাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর দ্বার-উদ্ঘাটন-কার্য্যে পৌরোহিত্যের জন্য সাধারণের পক্ষ হইতে প্রস্তাব করিলে কলিকাতা বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট নিবাসী জমিদার ও সলিসিটর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন।

মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক বাগ্মীপ্রবর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ দাক্ষিণাত্যবাসী এবং পাশ্চাত্য দেশবাসী শ্রোতৃমণ্ডলীর সভায় উপস্থিত-নিবন্ধন ইংরেজী ভাষায় একটি সারগর্ভ সুন্দর ও প্রাঞ্জল অভিভাষণ প্রদান-পূর্ব্বক এই সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য এবং বর্ত্তমানযুগে ইহার একান্ত সার্ব্বজনীন প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত শেরিফ মহাশয় এইরূপ অভিনব অনাবিল সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর উদ্ঘাটন-কার্য্যে তাঁহার সময় প্রদান করিয়া তিনি ব্যক্তিগত জীবনেও যে কিরূপ লাভবান হইতে পারিয়াছেন এবং মহানগরীকেও সৎশিক্ষায় শিক্ষিত হইবার জন্য অনুপ্রেরণা দিতে পারিয়াছেন, তাহা উপসংহারে কীর্ত্তন করিয়া মাননীয় শেরিফ মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়-মঠের নাটমন্দিরের বিবৃতসভা মধ্যে একটি বিস্তৃত অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীযুক্ত ভগবদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের অনন্য বিরহব্যথা প্রকাশ করেন বেদোক্তবিতত্ত্ব যজ্ঞ তথা ভারতে শ্রীমন্মহাপ্রভু-দ্বারা প্রেমবন্যা আনয়ন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বিমল সার্ব্বজনীন আত্মধর্ম্মের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম অসমর্থ, অপ্রাকৃত প্রেম ও প্রাকৃত কামের পার্থক্য উপলব্ধিহীন কতকগুলি স্বেচ্ছাচারী স্বতন্ত্র ব্যক্তি বিমল ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কিরূপে অবিকৃত প্রেমধর্ম্মকে শিক্ষিত লোক-লোচনে হেয়রূপে প্রতিপন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ছোট হরিদাস-বর্জ্জন-লীলায় যে কিরূপ বজ্রাদপি কঠোরতার আদর্শ এবং বাহ্য আত্যন্তিক সকলবিধ কপটতার নিরাস রহিয়াছে, তাহা উল্লেখ করিয়া মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের পরম নির্ম্মলত্ব স্থাপন করেন। আচার্য্যবান্ প্রচারকের দ্বারা প্রচারের অভাবে কালক্রমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত সেই প্রেমধর্ম্মের বিকৃতিতে নানাপ্রকার অমঙ্গলের আবির্ভাব হইলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কিরূপ অক্লান্ত চেষ্টা-সহকারে সেই আত্মধর্ম্মকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার পেরিক মহোদয় তাঁহার অভিভাষণ-প্রসঙ্গে জানাইয়া দেন। তিনি আরও বলেন,—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের সম্পাদিত 'সজ্জন-তোষণী' পত্রিকা, তাঁহার রচিত বৈষ্ণবধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত প্রভৃতি বহু অমূল্য গ্রন্থ কত বিপথগামীকে যে পথে আনয়ন করিয়াছে, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা সুকঠিন। তিনি কিরূপে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও বিশুদ্ধভাবে ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, তাহার বিস্তৃত আলোচনা এখানে অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব নহে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট যে যথেষ্ট পরিমাণে ঋণী—এবথা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে।"

ভক্তিভাষণ-প্রসঙ্গে সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর সুযোগ্য দ্বারোদ্ঘাটন-কারী মাননীয় পেরিক মহোদয় সকলকে আহ্বান-পূর্ব্বক আরও বলিয়াছিলেন,—"বড়ই আনন্দের বিষয়, শ্রীগৌড়ীয় মঠের সভ্যগণ মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত মধুর বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সহিত আমি ঘনিষ্টভাবে না মিশিলেও আমি মঠের কার্য্যাবলীর কথা অনেকদিন হইতেই শুনিয়া আসিতেছি। শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমি নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে ইঁহাদের মূল মঠ। ইহা ব্যতীত কলিকাতা, মাদ্রাজ, প্রয়াগ, কাশী, উড়িষ্যা, পঞ্জাব, বৃন্দাবন প্রভৃতি বহু স্থানে শাখামঠ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই গৌড়ীয় মঠের সর্ব্বসত্যাগী, সাধারণের মঙ্গলকামী ও আচারবান্ প্রচারক-গণ তাঁহাদের প্রধান আচার্য্য পরম ভক্তিভাজন শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শিক্ষা-দীক্ষায় শিক্ষিত দীক্ষিত হইয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং ভারতের বাহিরেও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের আচরিত ও প্রচারিত প্রেম-ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়া সাধারণের হৃদয়ে ধর্ম্মবীজ বপনের সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র চরিত্র গঠনের সহায়তা করিতেছেন। এজন্য তাঁহারা সকলেই আমাদের ধন্যবাদ পাত্র। শ্রীগৌড়ীয়-মঠ যেরূপ উদ্যম ও বল-সহকারে প্রচার-কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে আমাদের সুধামধুর বৈষ্ণবধর্ম্মের আর সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িবার আশঙ্কা বোধ হয় নাই।"

মাননীয় পেরিক মহোদয় আরও বলেন, "প্রচার-কার্য্য নানা উপায়ে হইয়া থাকে। গ্রন্থ প্রকাশ, কীর্ত্তন, প্রবন্ধ, পাঠ, বক্তৃতা, অভিনয় প্রভৃতির ন্যায় প্রদর্শনীও শ্রীভগবানের লীলা প্রচারের অন্যতম উপায়। অভিনয় ও প্রদর্শনী মানব-হৃদয়ে যে ভাব আনয়ন করিতে পারে, আর কিছুতেই তাহা পারে না। শ্রীধাম-মায়াপুরে আচার্য্য চন্দ্রশেখরের গৃহে মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণ-লীলার অভিনয়-কথা আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন। মহাপ্রভু পলিত-কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন, ইহা বক্তৃতায় উল্লেখ করিলে শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হইবে, তাহা চিরস্থায়ী হইবে কি না সন্দেহ, কিন্তু মহাপ্রভু কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করিতেছেন, ইহা অভিনয়ে কিম্বা প্রদর্শনীতে দর্শন করিলে দর্শকের হৃদয়ে একটা চিরস্থায়ী অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইবেই। শ্রীভগবানের জীবনে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য আমাদের পরম-ভক্তিভাজন গোস্বামী মহারাজ অদ্যকার এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া সাধারণের যে কি মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা আমার নাই। আশা করি, এই "সংশিক্ষা প্রদর্শনী" বহু নাস্তিককে

আস্তিক করিবে, বহু চরিত্রহীনকে চরিত্রবান করিবে, বহু বিকৃত মস্তিষ্ককে সুশিক্ষার পথে পরিচালিত করিবে। অতি জটিল তত্ত্বও প্রদর্শনীর যোগে সহজবোধ্য হইয়া থাকে। গোস্বামী মহারাজ প্রকৃত সনাতনধর্ম প্রচারকল্পে "সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী"র ব্যবস্থা করিয়া সাধারণ জন-সম্প্রদায়কে আত্মোন্নতির সুযোগ প্রদান-পূর্ব্বক তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিলেন। এরূপ প্রদর্শনী কলিকাতায় সম্পূর্ণ নূতন হইলেও ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার আবশ্যক হইবে না। আমি পরম কারুণিক মঙ্গলময় শ্রীভগবানের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া এই প্রদর্শনীর দ্বার-উদ্ঘাটন-পূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণকে প্রদর্শনী দর্শন করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। বলা বাহুল্য, অদ্যকার এই শুভ অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্যের ভার প্রাপ্ত হইয়া আমি আপনাকে গৌরবান্বিত ও ধন্য জ্ঞান করিতেছি।"

শ্রীগৌড়ীয় মঠের সুবিস্তৃত নাটমন্দির বিদ্যুদ্দীপের দ্বারা প্লাবিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অলিন্দ, প্রাঙ্গণ, চত্বর, পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ-সমূহে লোকবন্যা অনন্তরূপে পরিপ্লাবিত ছিল। মাননীয় জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল; মিঃ বিজয়রত্ন পিল্লাই; লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল এম, ষ্ট্যাগ্ ও, বি, ই, আর, ই; ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম, এ, পি, এইচ, ডি; শ্রীযুক্ত বিনোদমোহন মজুমদার এম, এ, বি, এল বার-এট্-ল প্রিন্সিপাল ইউনিভার্সিটি ল কলেজ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ মজুমদার এম, এ; শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল; রায় হরিনন্দন পাল, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত; রায় বাহাদুর অরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী; রায় সাহেব সতীশচন্দ্র বসু; রায়-সাহেব অক্ষয় কুমার গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কুমার বসু ব্যারিষ্টার; রায়বাহাদুর তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য; মিঃ এস্, এ, এম্ চৌধুরী; রায়বাহাদুর রামসেও চৌখানি, শ্রীযুক্ত বিমলকান্তি ঘোষ এম্, এ, বি, এল (অমৃতবাজার পত্রিকা), ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসু; শ্রীযুক্ত সুরেনাথ মুখোপাধ্যায়; অধিবায় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি বহু বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। অভিভাষণের পর মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল-নাথ ঠাকুর মহাশয় সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘোচন করেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, মাননীয় জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ দর্শকমণ্ডলীর নিকট প্রদর্শনীর এক একটি প্রকোষ্ঠের দর্শনীয় বিষয়কে অতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন। সকলেই প্রদর্শনী দর্শনে পরম প্রীতি লাভ করিয়াছেন এবং পুনরায় আরও অধিক সময় নিয়োগ করিয়া এই প্রদর্শনী দর্শনার্থ সপরিবারে আগমন করিবেন, অনেকেই এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সৎশিক্ষার্থীর বিবেচ্য

হরিসেবা-বিমুখ জনগণ চিরদিনই ত্রিমায়ার প্রদত্ত সুখ দুঃখ ভোগ করেন। সুখ-দুঃখ ভোগের ভূমিকা স্থূল দেহ ও মন। বিচারকগণ বলেন,—সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহ যাহার, তাহার কোন ভোগ করিতে হয় না। স্থূল সূক্ষ্ম দেহই যাবতীয় সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। জীবাত্মা সুখ দুঃখ ভোগের মালিক নহেন। তাঁহার সুপ্তাবস্থায় স্থূল সূক্ষ্ম আবরণদ্বয়ই সুখ-দুঃখাদি ভোগ করে।

যাঁহারা স্থূলসূক্ষ্ম দেহ এবং সেই দেহদ্বয়ের মালিক দেহীকে বুঝিতে পারেন, তাঁহারা স্বয়ং মুক্ত হইয়া হরিসেবা করেন। আত্মার বৃত্তি উন্মেষিত হওয়ায় যে সময় হরিসেবা আরম্ভ হয়, সেই সময়েই মন ও স্থূল দেহ প্রভুর ইচ্ছায় সাহায্য করে। প্রভু-আত্মা যে কালে নিষ্ক্রিয় হইয়া অধীন মন ও দেহকে শাসন না করেন, তৎকালে দেহ ও মন তাহাদের প্রভুকে বঞ্চনা করিয়া প্রভুর জাগতিক উপকরণ-সমূহের দ্বারা নিজ নিজ অনর্থার্থ পোষণ করে।

মন যখন জাগতিক বিষয় গ্রহণ করে, সেই কালে মনের প্রভুকে বঞ্চনা করিবার দুষ্প্রবৃত্তির উদয় হয়। যখন নীতিবিশারদ উপদেশক-সম্প্রদায় ব্যক্তিবিশেষের চিন্তা-

ভোগের অধিকারী মনকে নিজপ্রভুর মঙ্গল সংগ্রহ করিবার জন্য উপদেশ দেন, তখন মন হরণ্যগর্ভ-ভগবদ্ভাবিত হইয়া প্রভুর সুবিধার জন্য যত্ন দেখান না। বিশুদ্ধসত্ত্ব বা নির্গুণ জীবাত্মা এইপ্রকার মনোরূপ ভৃত্যের দ্বারা তাঁহার নিজস্বার্থে বঞ্চিত হইয়া দুঃখগ্রস্ত হন। উপদেশক তখন বলেন,—'তোমার ঘাড়ে ভূত চাপিয়াছে, তোমার স্বতন্ত্রতার উপর যখন তোমার ভৃত্য আক্রমণ করিয়াছে, তখন সেই শঠবরকে দমন করিতে না পারিলে তুমি তোমার কোন মঙ্গলই লাভ করিতে পারিবে না।' কিন্তু মনোধর্ম-জীবিগণপ্রবর উক্ত চেতনময় উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া অসুবিধা আনয়ন করেন এবং স্বয়ং ত্রিতাপে ক্লিষ্ট হইতে থাকেন।

বিকার-রাজ্যে তাপত্রয় আসিয়া দেহ ও মনকে বিপন্ন করে এবং তাহাদিগেরই বোধশক্তিতে আঘাত করিয়া স্বর্গ-নরকাদি ভূমিকায় গমনাগমন করায়। দেহ ও মন উপদেশকের বাক্য শ্রবণ করিলেই জীবাত্মার নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং দেহ ও মন সেই সময় আগ্রহ প্রভুর সুবিধার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিয়া উঠিতে পারে না। মন যখন দেহের অনুকূলে কার্য্য করিবার দুষ্প্রবৃত্তি পোষণ করে, তখনই তাহার মনিবকে ফাঁকি দিয়া ঘুম পাড়াইবার যত্ন হয়। উপদেশকের বাণী কপটতার সাহায্যে বিকৃত করিবার প্রয়াস করে। ভগবদ্ভাব না করিয়া মনের তাৎকালিক গতি বহির্জগতের বিষয়ভোগে নিযুক্ত হয় এবং বিষয়ী উপদেশক-গণকেই প্রকৃত উপদেশক মনে করায়।

ভগবদ্ভজনোপদেশকারী—জীবের স্বরূপের উদ্বোধক। তিনি যখন ব্যক্তিবিশেষের মনের নিকট মুক্তবাণী প্রচার করেন, তখন মনের চাকরী যাইবে, দেহ ও বিশ্বের জমিদারী নষ্ট হইবে ভাবিয়া সে হঠাৎ সেইসকল কথা শ্রবণ করিতে প্রস্তুত হয় না, পরন্তু উপদেশকের নিকট ধর্ম্মার্থ-কাম-ভোগের পরামর্শ পাইবার জন্য ব্যগ্র হন। আবার কোন কোন সময়ে বিষয়-ভোগ হইতে নিবৃত্ত হইবার পরামর্শ দিবার জন্য উপদেশককে বাধ্য করান।

শাস্ত্র বলেন,—গুরুর উপদেশ ব্যতীত চক্ষুষ ব্রাহ্মণাদি মন নিজের অধিকার বুঝিতে পারেন না। তিনি যে জীবাত্মার চাকর, তাহা ভুলিয়া যান। জীবাত্মা যে পরমাত্মার কিঙ্কর—এই ধারণাকে বাধা দিবার জন্য আকাশ পাতাল আলোড়ন করেন। পরমাত্ম-ভগবানের বৃহত্ত্বের উপলব্ধির অভাবে অণু জীবাত্মার স্বরূপ সর্ব্বদা তন্দ্রাগ্রস্ত। আত্মাকে ঘুম পাড়াইতে পারিলেই মন অনাত্ম বস্তু ভোগ করিতে সুযোগ লাভ করেন। তখনই তিনি পার্থিব আকাশে বিচরণ করিবার পক্ষদ্বয় লাভ করেন। মুণ্ডকোপনিষদে পক্ষদ্বয়সম্পন্ন পক্ষিদ্বয়ের কথা উল্লিখিত আছে। বিষয়-ভোগময় পক্ষী সর্ব্বদা ভগবানকে খাটাইয়া লয়। যখন সে জানিতে পারে যে, পরমাত্মা-পক্ষীকে তাহারই সেবা করা কর্ত্তব্য, তখনই সে মায়াবাদ অথবা কর্ম্মফলভোগবাদের গগনে উড়িবার চেষ্টা করে না। তখন সে স্বরূপ বুঝিতে পারে এবং মনরূপ চাকরের সাহায্যে ভোগী কর্ম্মী হইবার চেষ্টাকে দমন করিতে সমর্থ হয়।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্—অন্বয় জ্ঞানবস্তু। সুতরাং জীবের অধিষ্ঠানে ব্রাহ্মণ, যোগী ও গুরু স্বতঃই অবস্থিত। ব্রহ্মজ্ঞানে বৃহৎ প্রতীতির অণুত্ব বা খণ্ডত্ব যেকালে অপর অণু বা খণ্ডের সহিত বিবাদ করে না, সেই কালে সে বুঝিতে পারে যে, পরমাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন ও বিযুক্ত অবস্থায় আত্ম-প্রতীতি অধোগতি লাভ করায় পরস্পরের বৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং যোগী হইয়া পরমাত্মার সহিত মিলিত হওয়াই তাহার ধর্ম্ম। মিলিত হইলে সেই যোগধর্ম্ম ভজনে পরিণত হয়। ভজনীয় বস্তুর অবাধ দর্শনে, অবাধ শ্রবণে, অবাধ ঘ্রাণে, অবাধ আস্বাদনে, অবাধ স্পর্শনে ও অবাধ চিন্তনে চিদ্বিলাস-সেবা সংযুক্ত থাকায় অনাত্মিত পার্থিব বিচারে সে মায়াবন্ধনের অনুপযোগিতা লক্ষ্য করে,—ইহাই ভক্তের আত্মপ্রতীতি। তজ্জন্যই সে স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস বা বৈষ্ণব। অপরা-শক্তির আশ্রয়ে তাহার ভোগবৃত্তি ও পরা শক্তির আশ্রয়ে পরবিদ্যায় গতিবৃত্তি।

অবিকৃত জীবাত্মা বা বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্য—হরিসেবা; উহার অপর নাম 'চিদ্বিলাস'। মন সম্প্রতি অচিদ্বিলাসে জড় বা জড় হইতে জড়তার-প্রবণে, পূর্ণ সত্য হইতে কোন স্থলে আংশিক সত্যে এবং কোথাও বা সম্পূর্ণ অসত্যে নিযুক্ত থাকে। যেখানে অচিদ্বিলাস প্রবল, সেখানেই মনোধর্ম্ম।

যেখানে চিল্লিলাসের সাহচর্য্য, সেখানে নিত্যরজনীর বস্তুর নিত্যভজন ও নিত্যভজনকারীর বিচরণভূমি, উহা ক্ষুদ্র-কাল নহে, কল্পিতগত পাত্র নহে বা ক্ষুদ্র অন্তঃকরণের জড় বিলাসমাত্র নহে। সেখানে পূর্ণ সুখের সমস্ত জীবাত্মার একীভূত হইয়া ভগবৎসেবা-নিরত। তজ্জন্যই ভক্তির উপদেশকগণ জীবের স্বরূপ ও বৈকুণ্ঠতার কথাই মনকে উপদেশ দেন। সেইজন্যই প্রহ্লাদ-মহারাজ বলেন,—নিত্য চিদিন্দ্রিয়ের গতি ভগবৎসেবাপর হইয়া থাকে। জড়েন্দ্রিয়ের গতি মনোধর্ম্মজীবীর নিকট বহির্জগতে ধাবিত। তজ্জন্যই সচ্চিদানন্দময় উপদেশ বিভিন্ন ওপাতাড়িত জীবের অনুভূতির বিষয় হয় না।

যখন কোন সময়ে তটধর্ম্মে অবস্থিত; প্রভু আত্মার কথা উড়াইয়া দিয়া কেবল বহির্জগতে আনন্দ-সংগ্রহার্থ জড়েন্দ্রিয়-গুলিকে নিযুক্ত করে এবং মনিবের নিত্যকালের সুবিধা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া আপাতপ্রয়োজন-জ্ঞানে নিজের লাভ-কল্পনার প্রভুর ক্ষতি করায়। তখনের উপদেশকারী যখন মহাপরবশ হইয়া প্রভুপক্ষের আশা ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি বৈতব-লাভের উপদেশ দেন, তখন সে তাদৃশ উপদেশকের কথায় কান না দিয়া অন্ত তাপ্রকাশ করে বলিয়াই শ্রীগৌরসুন্দর "নায়মকামি"-শ্লোকে সংশিক্ষা দিয়াছেন। যখন মন কৃষ্ণসেবার উপযোগী হয় এবং আত্মশাসন প্রবল করে, তখনই জীবাত্মা আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া জগৎ হইতে ভোগবিচ্ছিন্ন হইয়া সেবাপর-নিত্যবৃত্তির পরিচালনা করেন—ইহাই সাধনের ফল। জীবন্মুক্তের প্রপঞ্চে অবস্থান ও ধর্ম্ম-পরবশ হইয়া জীবের কল্যাণ বিধান-চেষ্টাও নিজের নিত্যমঙ্গলসংগ্রহো-দ্দেশ্যে মাত্র।

প্রদর্শনী-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংশিক্ষা-প্রদর্শনী পৃথিবীর পারমার্থিক ইতিহাসে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। এই প্রদর্শনীর অভিনবত্ব, মৌলিকত্ব, দেশ-মঙ্গল, লোক-মঙ্গল, যুগ-মঙ্গল, শিক্ষা-প্রণালীর বৈশিষ্ট্য-সংস্থাপন-কার্য্য, ঘুমন্ত দেশে জাগরণের বাণী কীর্ত্তনে অধিষ্ঠীয় শক্তিসমূহ সকল গুণীজনকেই আকৃষ্ট করিয়াছে। অতীন্দ্রিয় রাজ্যের বাস্তব বিষয়-সমূহ, বৈকুণ্ঠের বিলাস-বৈচিত্র্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত শুদ্রশূদ্র হইয়া কিরূপভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শনী-প্রাঙ্গণে দেখিবার বিষয় ছিল।

এই সংশিক্ষা-প্রদর্শনী সার্ব্বজনীন, সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বত্রিক সংশিক্ষা-মণিরত্নমালার মধুরাক্ষরে লোকলোচনের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। কেবল যে বাঙ্গালার লোক এই প্রদর্শনী দেখিয়া লাভবান হইয়াছেন, তাহা নহে; কেবল যে ভারতবাসীর দেশীয় ও জাতীয় সাম্প্রদায়িকতায় এই প্রদর্শনীর শিক্ষা আবদ্ধ ছিল, তাহা নহে, কোন বিশিষ্ট যুগের সাময়িক উত্তেজনার বশায় এই প্রদর্শনীর শিক্ষা-গুলি যে ভাসিয়া গিয়া অনন্তকাল-সাগরের জলে বিলীন হইয়া যাইবে, তাহাও নহে; কিন্তু এই সংশিক্ষা-প্রদর্শনীতে নিত্য সদ্বস্তুর শিক্ষা, নিখিল চেতনের শিক্ষা সম্পুটিত রহিয়াছে। তাই কেবল বাঙ্গালা দেশ নয়, ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে, কেবল ভারতমাত্র নয়, জার্ম্মেনী, আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি স্থানেরও বহু দর্শক এই সংশিক্ষা-প্রদর্শনী দর্শন করিবার জন্য প্রত্যহ আগমন করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেকেই এই প্রদর্শনী দর্শন করিয়া এই প্রদর্শনীর ভুবনমঙ্গলময়ী প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন।

যে-সকল মনীষী ও লোক-মান্য ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয় মঠের সংশিক্ষা-প্রদর্শনী দর্শন-পূর্ব্বক বিভিন্ন ভাষায় তাঁহাদের আনন্দের অভিব্যক্তি করিয়াছেন, আমরা সেই সকল চয়ন করিয়া সময়ান্তরে প্রকাশ করিব। মাননীয় জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতার পেরিক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর প্রভৃতি প্রদর্শনী উদ্ঘাটনের দিবস প্রদর্শনী দর্শন করিয়া সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই সংশিক্ষা-প্রদর্শনী যে জগতের বহু লোকের নিত্য বাস্তব উপকার সাধন করিবে, তাহা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের সংশিক্ষা-প্রদর্শনীতে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রত্যহ উপস্থিত হইয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভারতবর্ষীয় চিত্রকলাবিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ হেনা কেম্‌রিস্; জার্মেন কন্সাল্ জেনারেলের পত্নী; জার্মেন পরিব্রাজক ডাঃ ম্যাগনাস্ হিরশফেল্ড্; কালিফর্ণিয়া হইতে আগত নর্ম্মা এন্ ব্যারেট্; কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম,এ, পি, এইচ্, ডি; লেপ্টেনাণ্ট্ কর্ণেল এম্ হেম্; শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মজুমদার এম, এ, বি, এল; 'অর্চ্চনা'-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল; 'অমৃতবাজার' পত্রিকার শ্রীযুক্ত বিমলকান্তি ঘোষ এম, এ, বি, এল; ডক্টর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল; বেঙ্গল কেমিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের ফ্যাসিষ্টেণ্ট্ সেক্রেটারী মিঃ জে,এন, সরকার; রায় বাহাদুর কমীলাল আডিয়র চাঁদ; মিঃ বিজয়রত্ন পিল্লাই; শঙ্কর-নারায়ণ আয়ার; শ্রীযুক্ত আর ডি, রুক্ষস্বামী আয়ার; পি, ডি, রুক্ষস্বামী আয়ার; টি মন্থুর রাও; সংস্কৃত-কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এম, এ; বাঙ্গালা 'দৈনিক বসুমতী'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়; নাটোরের মহারাজ, বেথুন কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীরাজকুমারী দাস; প্রসিদ্ধ ভাষাবিৎ অধ্যাপক ডক্টর পি, বাগ্‌চী; অধ্যাপক ডক্টর কালিদাস নাগ; শ্রীমতী শান্তা দেবী প্রভৃতি অগণিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রদর্শনী দর্শন করিয়া প্রদর্শনীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ও জষ্টিস্ মুখার্জ্জী

মাননীয় জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রদর্শনী-উদ্ঘাটনের পূর্ব্ব দিবস অর্থাৎ ১৯শে ভাদ্র (১৩৩৮) পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা-শ্রবণার্থ আগমন করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করেন। মাননীয় জষ্টিস্ মুখোপাধ্যায় মহোদয় তাঁহার জীবনের একটি সাময়িক ইতিহাস বর্ণন করিয়া বলেন,—তাঁহার উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যুতে তিনি এতদূর শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাহাতে তাঁহার ঈশ্বরবিশ্বাস বিনষ্ট হইয়াছিল। তিনি তাঁহার নিত্য-নৈমিত্তিক পূজা অর্চ্চা প্রভৃতি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, যে ভগবান্ কোন ব্যক্তিকে এইরূপভাবে কষ্ট দিতে পারেন, অথবা সেইরূপ অবশ্যম্ভাবী কষ্টের হাত হইতে রক্ষা করিতে না পারেন, সেইরূপ ভগবানের অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

—•—

শ্রীল প্রভুপাদের লণ্ডনে অবস্থান-কালে ইটনাওয়ের ডিষ্ট্রীক্ট জজ প্রভুপাদের নিকট তথাকার সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার মিঃ অয়নারায়ণ মহাশয়ের একমাত্র কন্যার মৃত্যুতে ইঞ্জিনীয়ার মহাশয়ের মহাপ্রভুর প্রতি কিরূপ বিচার উদিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করেন। মিঃ অয়নারায়ণ মহাশয় পূর্ব্বে খুব গৌরভক্ত নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন—সর্ব্বদা 'গৌর' 'গৌর' করিতেন। তাঁহার কন্যার অসুস্থতাকালে তিনি মহাপ্রভুকে আরও প্রবলভাবে এবং অধিকতর ব্যাকুলতা ও আর্ত্তির সহিত ডাকিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার এত ডাকা, এত আর্ত্তির পূর্ণাহুতি হইল—তাঁহার প্রতিদান হইল যে-দিন তাঁহার একমাত্র স্নেহপুত্তলি কন্যাটি মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন। এই ঘটনায় ব্যথিত হইয়া মিঃ অয়নারায়ণ মহাশয় মনে করিলেন, যদি মহাপ্রভু বলিয়া কোন বস্তু থাকিতেন, আর তিনি পরম দয়াময় হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার একমাত্র কন্যাকে তাঁহার শত প্রার্থনা সত্ত্বেও মৃত্যুর ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া ব্যাকুলিত পিতাকে ঐরূপ দুঃখ-সাগরে পাতিত করিতেন না। যিনি দিবারাত্র এত 'গৌর' 'গৌর' করিতেন, তিনি কন্যার মৃত্যুর পর মহাপ্রভুর অস্তিত্বের বিরোধী হইয়া পড়িলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত প্রসঙ্গের বিচার অবলম্বন করিয়া বলিলেন,—আমরা কোন ঘটনার মধ্য মাত্র দেখিতে পাই, তাহার আদি ও অন্ত্য আমাদের চক্ষের অন্তরালে থাকে।

আমরা হয় ত' একসঙ্গে কতকগুলি লোককে নৌকাডুবিতে মরিতে দেখিয়া কিংবা বন্যায়, ভূমিকম্পে মৃত্যুগ্রাসে পতিত দেখিয়া ভগবান্‌কে দোষারোপ করি, কিন্তু ঐ ঘটনা-সমূহের আদি আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত থাকে। যাহারা একমাত্র নৌকাডুবিতে বা বন্যাতে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছে, তাহারা এক সঙ্গে এমন কোন দৌরাত্ম্যজনককার্য্য করিয়াছিল, যাহার প্রতিফল তাহারা একসঙ্গেই পাইতে বসিয়াছে। আর সেইরূপ কর্ম্মবিপাক ভোগের দ্বারা তাহাদের ভবিষ্যতে যদি কোন মঙ্গল লাভ হয়, তাহাও আমাদের চক্ষুর অন্তরালে রহিয়াছে। আমরা আমাদের আপাত ইন্দ্রিয়-তর্পণকেই 'দয়া' মনে করি এবং অপরের আপাত ইন্দ্রিয়-তর্পণকে 'পরোপকার' নামে অভিহিত করিয়া থাকি। ভগবান্ কখনও আমাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিবেন না, আমরা ভগবানের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিব। ভগবানের দ্বারা ইন্দ্রিয়-তর্পণ করাইয়া লইবার চেষ্টাকে ভগবানে ভক্তি বলা যায় না, উহা ভক্তির বিপরীত—ভোগ বা আত্মবিনাশের পথ। যাহা আমাদিগকে অধিকতর ক্লেশ-সাগরে পাতিত করিবার জন্য আপাতইন্দ্রিয়-তৃপ্তি প্রদানের ছলনায় আমাদের প্রতি যে হিংসা করিয়া থাকে, তাহা কখনও আমাদের নিত্যমঙ্গলের উপায় নহে।

আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য ভগবান্‌কে যে ভক্তির ছলনা, তাহা আমাদের পার্থিব পরীক্ষার কষ্টিপাথরে অনেক সময় প্রকাশিত হইয়া পড়ে। আমরা গৌরসুন্দরের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি বিধানের জন্য "গৌর গৌর" না বলিয়া অন্য উদ্দেশ্যে যে "গৌর" বলিবার ছলনা দেখাই, সেই কপটতা গৌরসুন্দর প্রকাশ করিয়া দিয়া আমাদের মঙ্গল-বিধান করেন। ঐরূপ কপটতা গৌরভক্তি নহে; ইহা জাগতিক অসুবিধার অগ্নি পরীক্ষার মধ্যে পরীক্ষিত হয়। ইহাও গৌরসুন্দরের কৃপা। আমাদের নিজ কর্ম্মবিপাক গুলি ভগবানের অনুগ্রহতা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা আমাদের আবৃত-দর্শন-জনিত অনভিজ্ঞতা মাত্র। কুপথ্য দ্বারা রোগ আনয়ন করিয়া চিকিৎসকসম্প্রদায়কে দোষী সাব্যস্ত এবং তাঁহাদিগকে পরিবর্জ্জন করিতে গেলে নিজেরই অমঙ্গল হইতে ছুটি হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ নিজ কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফলকে ভগবানের অনুকম্পা বলিয়া উদাসীনভাবে ভোগ করিতে করিতে কায়মনোবাক্যে ভগবানে আত্মসমর্পণ-পূর্ব্বক জীবনধারণ করেন। যত বড় বিপদই উপস্থিত হউক না কেন, তাহাকে তাঁহারা নিজের কর্ম্মবিপাক জানিয়াই গ্রহণ করেন, তজ্জন্য ভগবান্‌কে দোষারোপ করেন না, বরং অনুকম্পা বলিয়া মস্তকে বহন-পূর্ব্বক ভগবানে অধিকতর প্রীতিবিশিষ্ট হন। ইহাই ভাগবতীয় শিক্ষা। এইরূপ প্রেষ্ঠের কয়েকটী কথা শ্রীল প্রভুপাদ মাননীয় হরিসাধু মুখোপাধ্যায়কে বলেন,—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদাবপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥
(ভাঃ ১০।১৪।৮)

শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ বসু

বাঙ্গালার উদারপন্থিগণের সর্ব্বজনপ্রিয় দেশমান্য নেতা মাননীয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, এম, এ; এম, এল, সি মহোদয় বাঙ্গালার মনোনীত প্রতিনিধিরূপে লণ্ডনের গোল-টেবিল বৈঠকে যোগদানার্থ বিলাত-যাত্রার পূর্ব্বে গত ২৭শে ভাদ্র (১৩৩৮), ১৩ই সেপ্টেম্বর (১৯৩১) রবিবার শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবু শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে নানাভাবে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্য-প্রচারিত সত্যের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ ও গভীর শ্রদ্ধা রহিয়াছে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ মাননীয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবুর এই সত্যানুরাগিতা শুনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে একটি অভিনন্দন প্রদান করেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে একটি বিদ্বজ্জনসমিতি বিরাট্ সভায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবু উপস্থিত হইয়া পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-

বর্ষা শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্, এ, বি, এল্ মহাশয় বৈষ্ণব-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিবার পর শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক-পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ অনুরূপচন্দ্র ভক্তি-শাস্ত্রী গোস্বামী প্রভু ভগবৎপ্রসাদ-মাল্য-চন্দনাদি দ্বারা শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রবাবুকে বিভূষিত করেন। অতঃপর 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে প্রদত্ত "বিদায় অভিনন্দন"টি পাঠ করেন। অভিনন্দন পাঠের পর মাননীয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিরাট সভাস্থলে তাঁহার নিম্নলিখিত অভিভাষণটি প্রদান করিয়াছিলেন।

"শ্রীমৎ আচার্য্যদেব, আচার্য্য-সঙ্গীগণ ও ভক্তবৃন্দ, আজ আপনাদের যে অনুগ্রহ-প্রসাদ দান ক'রে আমাকে কৃতার্থ ক'রেছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এই অনুগ্রহপত্র, আমার ভাবী যে কার্য্য আমার সম্মুখে রয়েছে, তা'তে শক্তি ও কার্য্য-কারিতার জয়পত্র-স্বরূপ হ'বে। আপনারা সকলে অনুভব ক'রছেন, দৈহিক বিষয়ে, মানসিক বিষয়ে ভারতের পক্ষে একটা সঙ্কটক্ষণ উপস্থিত হ'য়েছে। • • •

শ্রীগৌড়ীয় মঠ আমাদের জীবনশক্তিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন সেইদিকে— যেখানে ভারতের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য— ভারতের প্রকৃত অস্তিত্ব। এই বিষয়-ব্যসনরত যুগে, যে-সময়ে সব দিকে সন্ধ্যার ঘনঘটা, অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাত, তা' হ'তে বিশ্বকে তুলে নিয়ে শ্রীগৌড়ীয় মঠ বৈকুণ্ঠের পথে—ভারতের যেটা নিজস্ব—ভারতের যেখানে মৌলিকত্ব—ভারতের যাহা শাশ্বত, সেখানে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছেন। • • •

এখন আমরা জগতে কি দেখ্‌তে পাই? যাঁ'রা বলেন, তাঁ'রা উচ্চজাতি, সভ্যজাতি, তাঁদের কার্য্য কি? • • তা'রা নিজেদের মধ্যে একজন আর একজনকে দমন ক'রে বিষয়ভোগের উচ্চস্তরে উঠ্‌বার চেষ্টা করছে—যে রকম আমরা বনে-জঙ্গলে দেখ্‌তে পাই, জন্তুর মধ্যে; তা'রা একজন আর একজনকে আঁচড়, কামড় দিয়ে, খাদ্য-খাদক-সম্বন্ধে অবস্থিত হ'য়ে তা'দের সাময়িক অস্তিত্ব ও পদবী রক্ষা করতে চায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে মহাসমর হ'য়েছিল, তা'তেই কি শিক্ষা হ'য়েছে?

কিন্তু ভারতের সেই রীতি নয়—সেই নীতি নয়। গৌড়ীয় মঠ যে ভক্তি ও প্রেমের পথ প্রচার করছেন— নামের রূপ, গুণ, শক্তি প্রচার করছেন, সেটাই হলো ভারতের শাশ্বতী রীতি ও শাশ্বতী নীতি—যা'র ফল অমৃত, পরিণামে বিষময় নয়।

আমরা মানুষ যদি পাশব-বৃত্তি-দ্বারা পরিচালিত হই, তা' হ'লে মানুষের বেশে থাকলেও ক্রমে ক্রমে পশু হ'য়ে যাই। আমাদিগকে সত্যি সত্যি মানুষ হ'তে হ'বে। যদি ভারতকে প্রকৃত মনুষ্যত্বে স্থাপন করতে হয়—যদি ভারতের সমস্যার সমাধান করতে হয়, আর ভবিষ্যতে যদি ভারতের অস্তিত্ব রাখ্‌তে হয়, তবে ভারত জগৎকে এমন একটা কিছু শিখাবে—এমন একটা প্রাণ দিবে যা'তে প্রেম এবং ভক্তির ভাবে পরমেশ্বরের ঐকান্তিকতায় ও সম্বন্ধে বিশ্ব আপ্লুত হ'তে পারে। • • •

যদি মহাপ্রভুর অনুগ্রহ থাকে, তবে আপাত যন্ত্রণা অনুভব করতে করতে মরণ লাভ হ'তে পারে। সকলের মন হয় ত' সেরূপভাবে প্রস্তুত হয় নাই যে, যন্ত্রণা, অভাব, দৈন্য, দুঃখ—সব অবস্থাতেই স্বরূপকে জাগরিত রেখে ভক্তিরসে আপ্লুত হ'য়ে শাশ্বত বস্তুর অনুসন্ধান করেন।

একমাত্র গৌড়ীয়মঠই দৈন্য-দুঃখময় সকল অবস্থার ভিতরে ভারতের শাশ্বতী সাধনা—ভারতের সনাতন স্বরূপ জাগরণের বাণী প্রচারে যেরূপভাবে প্রস্তুত হ'য়েছেন, তাঁ'দের সেই অন্তরের আকাঙ্ক্ষা যেন ভারতবাসী বুঝ্‌তে পারেন,—এই আকাঙ্ক্ষা নিয়েই নিমন্ত্রণকে বরণ করেছি।

আমি আপনাদের এখানে এসেছি, আপনাদের—ভক্ত-বৃন্দের প্রীতি দ্বারা অন্তরে যেটুকু শক্তি লাভ করব, তা' মঠ যে কার্য্য করছেন, ভারত ও ভারতবাসীকে যে সত্যে পরিচালনা করতে অক্লান্ত চেষ্টা করছেন, সেই প্রেরণা-প্রভাবে সেই কথাগুলি আমি যেন সেখানকার লোককে এবং ভারতবাসীকে বুঝাতে পারি। আমাকে যখন তাঁ'রা আহ্বান করেছেন, আমি সেই আশায়ই তাঁ'দের আহ্বান গ্রহণ করতে স্বীকৃত হ'য়েছি।

আমি শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যদেব ও ভক্তবৃন্দের আশীর্ব্বাদের সহিত দেবতার আশীর্ব্বাদ সমকক্ষ মনে করি।

আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপনাদের অন্তরের বাণী আমি যথাযথভাবে ব্যক্ত করতে পারি—মহাপ্রভুর প্রেম-ভক্তিধর্ম্মে যেন বিশ্ব আপ্লুত হ'তে পারে। পুনরায় আমি আপনাদের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা ক'রে আপনাদের কাছে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

অভিভাষণ প্রদানের পর মাননীয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ বসু এম্, এ, এম, এল, বি মহোদয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আমরা কবে দেখিতে পাইব, আপনি ওখেই মিনিটারে আপনার সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে লইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রতীচ্যকে প্রেমের বন্যায় প্লাবিত করবেন।" তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—"ভগবদিচ্ছা ও ভক্তগণের ইচ্ছা হইলে শীঘ্রই সেই অভীষ্ট পূর্ণ হইবে। আমরাও সেইজন্য প্রস্তুত হচ্ছি।"

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে মাননীয় যতীন্দ্র বাবুকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন-পূর্ব্বক বলিলেন যে, আমরা ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সজ্জনতোষণীতে তাঁহার বহু বৎসর পূর্ব্বের লেখনীর মধ্যে তাঁহার একটি আকাঙ্ক্ষার কথা পাঠ করিয়াছিলাম,—

"আহা! যে-দিন ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, জর্ম্মণীতে, প্রুশিয়ায় ও আমেরিকায় ভদ্দেশস্থ ভাগ্যবন্ত পুরুষসকল নিশান-ডঙ্কা-খোল-করতালাদি লইয়া মুহুর্মুহুঃ নিজ নিজ নগরে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর নামোল্লেখ-পূর্ব্বক হরিনাম-কীর্ত্তনের তরঙ্গ উঠাইবেন, সে-দিন কবে হইবে? আহা! যে-দিন বিলাতীয় শ্বেতবর্ণ পুরুষ-সকল একদিক হইতে 'জয় শচীনন্দন কি জয়' এইরূপ ধ্বনি করতঃ প্রসারিত হইয়া অপরদিকে অস্মদ্দেশীয় ভক্তবৃন্দের সহিত আলিঙ্গন-পূর্ব্বক ভ্রাতৃভাব করিবেন, সে-দিন কবে হইবে? যে-দিন তাঁহারা বলিবেন, হে আর্য্য ব্রাহ্মণগণ! আমরা প্রেম-সমুদ্র চৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় করিয়াছি, এখন তোমরা দয়া করিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন দাও, সে-দিন কবে হইবে? যে-দিন পবিত্র চিহ্নময় বৈষ্ণব-প্রেমই সর্ব্বজীবের একমাত্র ধর্ম্ম হইবে ও সমুদ্রে নদীগণের ন্যায় সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম অনন্ত বৈষ্ণবধর্ম্মে আসিয়া মিলিত হইবে, সে-দিন কবে হইবে?" (সজ্জনতোষণী ৮ম খণ্ড ৪১ পৃঃ)।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি আমাদের যতীন্দ্র বাবু শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে প্রকাশ করায় বুঝিতে পারিলাম,—ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সেই আকাঙ্ক্ষার বীজ অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মহীয় আচার্য্যদেবের দ্বারা সেই শ্রীচৈতন্যজন-মনোহভীষ্ট পৃথিবীর সর্ব্ব নগর গ্রামে প্রচারিত হইতেছে। বিশ্ব সেই স্বরূপের জাগরণের বাণীতে উদ্বুদ্ধ হউক—স্বরূপের দেশের সন্ধান লাভ করুক—বিশ্ব পূর্ণ সুখময়—সেবাময়—সেবকানুবোধময় ধামরূপে উজ্জ্বল থাকিয়া সকলকে সেই স্বরূপের ধর্ম্মে আলিঙ্গন করুক।

অতঃপর ধন্যবাদ জ্ঞাপনমুখে সভা ভঙ্গ হয়। সভাভঙ্গের পরে একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত প্রণালী দ্বারাই অনায়াসে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের চিন্তবৃত্তির আন্তরিক মিলন এবং অসংখ্য সাম্প্রদায়িক বিরোধ-সমস্যার অকৃত্রিম সমাধান সম্ভব—এরূপ আলোচনা হইল। প্রেমাবতারের প্রেমকণ-বিতরণের মূর্ত্তবিগ্রহরূপী শ্রীগৌরসুন্দরের চেতনময়ী বাণী দ্বারাই চেতনে চেতনে—সকলেই একমাত্র স্বরাট্ পুরুষ কৃষ্ণের সেবক ও ভোগ-বিচারে শাশ্বত আন্তরিক মিলন-সম্ভব। মনুষ্য যতদিন জীবের সেই স্বরাটের সেবকানুবোধ উদিত না হইবে—যতদিন জীব প্রত্যেকেই ভোক্তা অভিমান করিতে থাকিবে, ততদিন বহু ভোক্তার অভিমানের অস্তিত্ব তাহাদিগকে পরস্পর কাড়াকাড়ি মারামারির হাত হইতে, যত বড়ই আপেক্ষিক আপাত সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা বা আপাত অহিংস নীতির পতাকা উড্ডীন হউক না কেন, কিছুতেই অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য্য বিরোধ, সংগ্রাম ও সমস্যার হাত হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে না। কারণ, বহু ভোক্তার অস্তিত্বের অভিমান সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও অগ্রাহ্যকর চিন্তাস্রোত। এইরূপ চিন্তাস্রোত লইয়া মানব যুগ-যুগান্তর ধরিয়া পরস্পর মারামারি, কাটাকাটি, সমর, মহাসমর এবং অবশেষে প্রলয়-সাগরে পতিত হইয়া পুনরায় ব্রহ্মাণ্ড-স্বরূপের বীজ আহরণ করিতেছে। কিন্তু কিছুতেই শাশ্বতী শান্তির পথ পাইতেছে না। স্বল্পময়ী বিশ্বশান্তি ত' দূরের কথা, ব্যষ্টিশান্তিও লাভ করিতে পারিতেছে না। এই যুগের সমস্যা, সংগ্রামকে নির্ম্মূলিত করিয়া স্বরূপের সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইতে হইলে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রদর্শিত পথ নিশ্চয়ই সারগ্রাহী সাধুগণের চেতন-বৃত্তির বিচারের বিষয় হইবে।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবাবু শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারি-বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র কুমার ঘোষ বি, এ মহাশয়ের সমভিব্যাহারে শ্রীগৌড়ীয় মঠের সংশিক্ষা-প্রদর্শনী দর্শনার্থ গমন করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক প্রভুর ইচ্ছানুসারে 'গৌড়ীয়'-পত্রের সম্পাদক মহাশয় মাননীয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবুকে প্রত্যেকটি প্রদর্শনী মঞ্চের দ্রষ্টব্য বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া দেন। প্রত্যেক দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি যে শাস্ত্রের নিগূঢ় জটিল তত্ত্ব ও পারমার্থিক ইতিহাসকে সাধারণ বোধগম্য করিবার জন্য অতি নৈপুণ্যের সহিত প্রকটিত হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করিয়া মাননীয় যতীন্দ্র বাবু সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার চিহ্নচক্রটি দর্শন করিয়া মাননীয় যতীন্দ্র বাবু বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং এরূপ সুন্দরতম ধারণা কাহার দ্বারা অর্চ্চাকারে প্রকটিত হইয়াছে, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদের নাম শ্রবণ করিয়া শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবু পরমানন্দ প্রকাশ করিলেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে ডাঃ সেন

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৪।০ ঘটিকার সময় কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও সংশিক্ষা-প্রদর্শনী দর্শনার্থ আগমন করেন। রায় বাহাদুর ডাঃ সেন প্রথমে শ্রীগৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন এবং প্রভুপাদকে অভিবাদনের দ্বারা শ্রদ্ধা জ্ঞাপনপূর্ব্বক বলেন,—"আপনি অক্ষয় কীর্ত্তি রেখেছেন। যা' করেছেন, আমরা কখনও ভাব্‌তেও পারি নাই। আমাদিগের সবই অবনতির দিকে যাচ্ছে, কেবল আপনি এরূপ একটা মহৎ কার্য্য ক'রে সকলকে রক্ষা কর্‌লেন। কেবল বাঙ্গালা দেশ বা ভারতবর্ষ নয়, যা'তে আপনার অনুপ্রেরণায় বিশ্ব ছেয়ে পড়ে, সেরূপ কায আপনা-দ্বারাই সাধিত হ'বে। শ্রীধামপুর গৌরাঙ্গের জন্মস্থান, ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর দশজন লোকের কথায় কান দেওয়ার লোক ছিলেন না। তিনি খুব নিরপেক্ষ ছিলেন। আমার তাঁ'কে দর্শন কর্‌বার সৌভাগ্য হ'য়েছিল। ইউনিভার্সিটি আমাকে নবদ্বীপের তথ্য অনুসন্ধান কর্‌বার জন্য পাঠাতে প্রস্তুত হ'য়েছিলেন, সেজন্য কিছু টাকা ও অনুমোদন ক'রে-ছিলেন। তবে আমাকে স্বার্থপর বিপক্ষের লোক বাহুবে-বরুবে ব'লে বাড়ীর লোক যেতে না দেওয়ায় ইউনিভার্সিটির দেওয়া টাকা ফেরৎ দিয়েছি। আমি আমার ছাত্র মণিকে পাঠিয়েছিলাম। আমরা বিশেষ আলোচনা ও অনুসন্ধান ক'রে দেখেছি, তা'তে আপনারা যেখানে প্রভুর নির্দ্দেশ ক'রেছেন, সেখানেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান স্থির হয়। অপর পক্ষ লোকের নিকট কান্নাকাটা ক'রে লোকের সহানুভূতি পাওয়ার চেষ্টা করেন। যাঁ'রা এ সকল কথা তলিয়ে দেখেন নাই, তাঁ'রা ঐরূপ কান্নাকাটি ও কতকগুলি অবথা কাগজ-পত্র দেখে মনে করেন, এর কথাই বুঝি ঠিক। আমি তা'কে যে কয়টি প্রশ্ন ক'রেছিলাম, সে তা'র কিছু উত্তর দিতে না পেরে আমার প্রতি ভীষণ রেগে উঠ্‌ল। স্বার্থপরতার বশীভূত হ'য়ে একটা গড়া জিনিষ ভাঙ্‌বার দুষ্প্রবৃত্তি অনেকের হতে পারে; কিন্তু যিনি জিনিষটাকে গ'ড়ে তুলেছেন, তাঁ'রই মহত্ত্ব বল্‌তে হ'বে।

এই সকল কথা আলোচনার পর রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন অতীব আগ্রহের সহিত সংশিক্ষা-প্রদর্শনী দর্শনার্থ গমন করিলেন। ত্রিদণ্ডী গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ডাঃ সেনকে এক একটি করিয়া প্রদর্শনীর বিভিন্ন মঞ্চের বিষয়গুলি বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দাস বি, এ ডাঃ সেন মহাশয়ের সঙ্গে ছিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের কার্য্যান্তরে গমন প্রয়োজনীয় হওয়ায় 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ডাঃ সেনকে তৎপরেও প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল প্রত্যেক প্রদর্শনী-মঞ্চের দ্রষ্টব্য বিষয়-গুলি এক একটি করিয়া বুঝাইয়া দিলে ডাঃ সেন সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। চিত্রপট-

মঠের নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের কয়েকটী প্রাচীন হস্তাপা চিত্র-দর্শনে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং উহার প্রতিচিত্র পাইবার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

প্রদর্শনী দর্শন করিবার পর রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশ-চন্দ্র সেন'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের নিকট "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" সম্বন্ধে অনেক কথা আলোচনা করিলেন। তিনি বলিলেন, যখন তিনি 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' লিখিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স অল্প ছিল। তিনি তাৎকালিক ভাবের উন্মাদনায় তাহাতে এমন অনেক কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, হয় ত' যাহা তিনি বর্ত্তমানকালে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে লিখিতেন। ডাঃ সেন আরও বলিলেন যে, প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের গৌরবিদ্বেষি দলের কোন এক ব্যক্তি নাকি রায় বাহাদুরের নিকট উপস্থিত হইয়া একটা রফা করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। সেই রফার সর্ত্ত এই যে, প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় তাহাদের প্রাণ্ডক্ত ভ্রান্ত পূর্ব্বিকেও স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত, যদি রায় বাহাদুর দীনেশবাবু তাহাদের কোন বিশেষ মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হন। এরূপ সর্ত্ত প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়েরই অনুরূপ বটে! রায় বাহাদুর আরও অনেক বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন; আমরা আবশ্যক মত প্রসঙ্গক্রমে তাহা প্রকাশ করিব।

রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন, ডি, লিট্ মহাশয় শ্রীগৌড়ীয় মঠের সংশিক্ষা-প্রদর্শনী দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন,

"The Gaudiya Math is holding an exhibition in the temple at Baghbazar, and I paid a visit to it in the afternoon of Wednesday, the 16th September 1931. The Bengalis, as a race are full of enthusiasm, but their sentiments are often found to flicker and die away, though they hold out promise of steady action at the outset.

The Gaudiya Math has, however, given a quite different account of its activities. It does not pursue any will-o-the-wisp vague shining theories, but in a quiet and sure manner does a solid constructive work which has elicited appreciation from the whole of Bengal without much fuss or noise. The temple of Baghbazar and the institution founded in it are glorious achievements of which we should all be proud. It is indeed a great surprise to see this temple rise and flourish as if by the touch of a magician's wand. The onrush of people from all parts of Bengal and many of the neighbouring provinces to visit the present Exhibition is an evidence of the popularity and fame achieved by its founder Srimad Prabhupad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. He is truly a leader of men, erudite, saintly and full of personal charm which exercises a hypnotic influence on all who come in contact with him. The Exhibition in which the felicitous Vaishnava philosophy has been illustrated by clay figures evinces the great power of the person who conceived the idea of making the most intricate doctrines of Vaishnava theology popular and simple by symbolical illustrations which make the philosophical truths promulgated in the Chaitanya Charitamrita accessible to very ordinary people. The whole Exhibition is a regular panorama of scenes of high religious significance and I am sure the masses of Bengal will now learn to realise Hindu spiritual philosophy without any academic culture. The institutions of the Vaishnavas generally promulgate emotional felicities, but there is a cultural element which forms the most striking feature of the Gaudiya Math. The people are pouring in hundreds and thousands from all places and it is a wonderful thing to behold how without much notice or advertisement the function has created a stir among the masses which one would attribute to psychic force or some other esoteric impetus not easily comprehensible to us.

Dehala
24 Parganas.

Sd/- Dinesh Ch. Sen.
19-9-31

শ্রীগৌড়ীয় মঠে জার্ম্মেন-পর্য্যটক

বিগত ১লা আশ্বিন (১৩৩৮) পৃথিবী-পর্য্যটক বার্লিনের অধিবাসী Dr. Magnus Hirschfeld কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ রেণা কেম্‌রিসের সহিত শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করিয়া প্রায় দুই ঘণ্টাকাল শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে বৈকুণ্ঠপক্ষ-শক্তি-বিষয়ে অনেক কথা শ্রবণ করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণী-সমূহ কটক রেভেন্স কলেজের অধ্যাপকবর শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর মহোদয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা সেইগুলি 'হারমনিষ্ট' পত্রিকায় অবিলম্বেই প্রকাশিত দেখিতে পাইব। Dr. Hrischfeld বক্তৃতা প্রদান করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে চিদ্বিজ্ঞানের বাণী শ্রবণ করিয়া উক্ত জার্ম্মেন-অধ্যাপক এবং অধ্যাপক কেম্‌রিস্ বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার একটি সংক্ষিপ্তসার জার্ম্মেন-অধ্যাপকের সাগ্রহ প্রার্থনার বিষয় হইয়াছে। তিনি শ্রীগৌড়ীয় মঠের সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী দর্শন করিয়া তৎসম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি এই প্রদর্শনীর মৌলিকত্ব এবং গূঢ় জটিল দার্শনিক বিষয়গুলি এরূপ সরলভাবে বুঝাইবার অভিনবকৌশলকে বিশেষ অনুভব করিয়া তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। প্রত্যেক প্রদর্শনী-মঞ্চের দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি স্বল্পাক্ষরে ইংরেজী ভাষায় যেরূপ সুন্দরভাবে বুঝান হইয়াছে, তাহা দেখিয়া তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—এরূপ প্রদর্শনী জগতের প্রকৃত শিক্ষা-বিস্তারে অপরিহার্য্যরূপ হইয়াছে।

আজ জার্ম্মেনী, ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, স্পেন তথা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে কত মনীষী, কত অধ্যাপক, কত ছাত্র, কত শিক্ষক, কত সাধারণ লোক উপস্থিত হইয়া বর্ত্তমান জড়ৈকসর্ব্বস্বযুগে প্রদর্শনীর একান্ত প্রয়োজনীয়তা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহার কীর্ত্তিগাথা গাহিয়া যাইতেছেন। কিন্তু যাহারা শ্রীচৈতন্যের দেশের লোক বলিয়া অভিমান করেন, তাহাদের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত কপট অচৈতন্য মোহনিদ্রা এখনও ভাঙ্গিতেছে না। তাহা যুচুক, তাহারা অসৎসঙ্গজনিত অসৎশিক্ষার মধ্যে আপাদ-মস্তক নিমজ্জিত থাকিয়া সৎশিক্ষার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াকেই গৌরব ও বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য মনে করিতেছেন। বিদেশীয় লোকের মহদ্‌গুণগুলি আমাদের অনুসরণ করিবার প্রবৃত্তি নাই, কিন্তু বিদেশীয় কুমতসমূহ মস্তকে লইয়া নৃত্য করাই আমাদের তথাকথিত জাতীয়তা ও মূলধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অধ্যাপক মজুমদার

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে ইউনিভার্সিটি ল কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন মজুমদার এম, এ, বি, এল মহাশয় সপরিবারে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী দর্শনার্থ আগমন করিয়া প্রদর্শনীর প্রত্যেক মঞ্চের বিষয়গুলি শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের নিকট হইতে বুঝিবার যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি প্রদর্শনী দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দপ্রকাশ করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান বিকৃত শিক্ষার যুগে এইরূপ প্রদর্শনীর একান্ত প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।

গণমত ও সৎশিক্ষা

শ্রীগৌড়ীয় মঠের সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী বৈকৈকসর্ব্বস্ববাদের যুগে যে কিরূপ যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে এবং মায়াবীর মোহনকাঠির স্পর্শে সুপ্ত জগৎকে কিরূপ আপরূপের বাণী শুনাইয়া সঞ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা আমরা প্রদর্শনীর নানা ধ্বনি-প্রতিধ্বনির মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারি। গীতায়—

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥"

—বাণী শ্রীগৌড়ীয় মঠের সংশিক্ষা-প্রবর্ত্তনী জগত অক্ষরে অনুভব করাইতেছেন। সর্ব্বভূতের নিকট যাহা নিশা, সেখানে একজন মাত্র সংযমী জাগরিত। সর্ব্বভূত—গণ-মতের প্রতীক। গণমতের নিকট যাহা নিশা, তাহা একটি মাত্র শিষ্ট বা সজ্জন-মতের নিকট দিবালোক। আর যেখানে গণ-মত জাগরিত, সেখানে শিষ্টমতের নিশাকাল। গণ-মত দেহৈকসর্ব্বস্বতায় জাগরিত—সেখানেই তাহাদের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, উৎসাহ, চেষ্টা; কিন্তু তাহাতে শিষ্ট-মত উদাসীন। আর একান্ত পরমার্থে গণ-মত সুপ্ত, সেখানে সজ্জন-মত জাগরিত।

গীতার ঐ বাণী সত্যরূপে প্রমাণিত করিয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সংশিক্ষা-প্রবর্ত্তনী জগতের নিকট যখন পরম দুর্দ্দিন, দেশ যখন অত্যন্ত আপাত কর্ত্তব্যের মোহে জাগরিত, দেশ যখন জগতের চির-নৈমর্গিক দৈহ-দুঃখ-দুর্ভিক্ষ-বন্যা প্রভৃতি ত্রিতাপ-বৈচিত্র্য লোকসমূহকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে, এমন এক যুগে তত্তদ্‌বিষয়ে সর্ব্বভূতের প্রয়োজনীয়তা বিচারেও উদাসীন থাকিয়া মানবের পরম প্রয়োজন—সকল প্রয়োজনের মূল প্রয়োজন—সকল সাময়িক কার্য্য-প্রয়োজনের মূলীভূত কারণ-প্রয়োজনের অনুসন্ধানে দেশকে জাগরিত করিবার আদর্শ দেখাইয়াছেন।

সর্ব্বভূতের বর্ত্তমানে পরমার্থ-বিষয়ে নিশা উপস্থিত হইয়াছে, আর তাহাদের জাগরণ হইয়াছে—আপাত ইতর কর্ত্তব্যতায়। গণ-মত বলিতেছে,—কার্য্যগুলির প্রতিকার কর; সংশিক্ষা-প্রবর্ত্তনী বলিতেছেন,—কারণের প্রতিকার কর, কার্য্য অনায়াসে আনুষঙ্গিকভাবে বিনষ্ট হইবে। গণ-মত বলিতেছে—যখন তোমার বাগানের গাছগুলির মূল শুকাইয়া গিয়াছে, পাতা মরিয়া যাইতেছে, তখন তুমি মূলে, পাতায় পাতায়, শাখায় শাখায় জল ঢালিয়া তোমার আপাত মূল বুদ্ধির—আপাত দর্শনের ইন্দ্রজালে আজন্ন হও। কিন্তু সংশিক্ষা-প্রবর্ত্তনী বলিতেছেন,—গোড়ায় জল দাও, অচিরেই পত্র, পুষ্প সঞ্জীবিত হইবে, গাছে সুমিষ্ট ফল দেখা দিবে। আলোআঁধারে তোমার চক্ষুগুলি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, চক্ষু দৃষ্টিহীন হইয়া পড়িতেছে, আপাত মূলদর্শী গণ-মত বলিতেছে,—হাতে, পায়ে, চোখে তাতের প্রাস বাঁধিয়া দাও, কিন্তু সুহৃদ্-ধর্ম্ম—ভাগবত—নিদান-চিকিৎসক সংশিক্ষা-প্রবর্ত্তনী বলিতেছেন,—প্রাণে আঘাত প্রদান কর, তাহা হইলে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সজীব হইয়া উঠিবে।

সেদিন শ্রীল ভগবতের এই বিকাটি শ্রীগৌড়ীয় মঠের সংশিক্ষা-প্রবর্ত্তনীতে প্রকটিত দেখিতে পাইয়া কতিপয় ব্যক্তি অত্যন্ত মন্দমতিতার সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের এই উদাহরণে ভুল প্রবেশ করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিতেছিলেন যে, দেবতাগণ-পূজাকে যদি কিম্বা ইতর কর্ত্তব্যগুলিকে যদি গাছের শাখা-প্রশাখায় জলসেচনের সহিত তুলনা করা হয়, তাহা হইলে ভাগবতের দৃষ্টান্ত ব্যর্থ হইয়া পড়ে; কারণ, দেখা যায়,—গাছের শাখা-প্রশাখায়—পত্র-পুষ্পে বৃষ্টিপাত হইলেই গাছ সঞ্জীবিত থাকে। সংশিক্ষা-প্রবর্ত্তনীর কোন ছাত্র ইহার উত্তর দিয়া বলেন, ঐ বৃষ্টির জল যদি মূলের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া শাখায় পাতায় সঞ্চারিত না হয়, তাহা হইলে গাছ বাঁচিতে পারে না। যে গাছের মূল কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেই গাছের শাখায় পাতায় যতই বর্ষার জল পতিত হউক না কেন, তাহা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। কোন অঙ্গবিশেষ কাটিলে গাছের ক্ষতি হয় না; কিন্তু একমাত্র মূল কাটিলে গাছ চিরতরে বিনষ্ট হইয়া পড়ে।

বন্যাপ্রতীকার ও জন-মত

উত্তরবঙ্গের এবং চীনদেশের বন্যায় সাহায্য করা সকল সামাজিকেরই উচিত। সামাজিকগণ উক্ত বন্যার যেরূপ তীব্রতা অনুভব করিতেছেন, তাহাতে এখন অন্য শিক্ষা, দীক্ষা এবং ইতর বিষয়ে অপব্যয় পরিত্যাগ করিয়া বন্যা-প্রতিকারে সমবেত প্রাণ, অর্থ, বাক্য, বুদ্ধি নিযুক্ত করাই উচিত। সে-দিন কেহ কেহ বলিতেছিলেন যে, বঙ্গদেশের রাজধানী কলিকাতায় যে বৃহৎ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বিশ্ব-বিদ্যালয়, রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্ প্রভৃতি শিক্ষা-মন্দির উন্মুক্ত

রহিয়াছে, সেগুলি আপাততঃ বিক্রয় করিয়া কিম্বা উহার যাবতীয় ব্যয় অন্ততঃ একমাসের জন্য অপব্যয় বিবেচনায় বন্ধ করিয়া বন্যাপীড়িত দুঃস্থদিগের সাহায্যার্থ প্রদত্ত হউক। আমরা কিন্তু এইরূপ বিচারের অনুমোদন করিতে পারিলাম না। কারণ সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর প্রকৃত সহায়ের ন্যায় অসংশিক্ষা-প্রদর্শনীর ব্যয়গুলি নিত্য সহায় না হইলেও তাহা বন্ধ করা সমীচীন নহে। সার্বজনীন, সার্বদেশিক ও সার্বকালিক ঐকান্তিক মঙ্গল-প্রতিষ্ঠান সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর ব্যয় বন্ধ করিয়া কখনই অসংশিক্ষার বন্যা ও মহামারী জগতে আনয়ন করার অভিলাষ বুদ্ধিমানের হৃদয়ে উদিত হয় না। অসৎ অর্থাৎ অনিত্যশিক্ষার প্রদর্শনীর ব্যয়গুলি অনিত্য। শ্রীধাম-মায়াপুরের ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের শিক্ষা-প্রণালী সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর শিক্ষা-লাভে বিরোধ না করিয়া আনুকূল্য করায় তাহার ব্যয়ও যথার্থ সহায়।

কেহ কেহ বলিতেছেন, দেশ যেরূপ বন্যায় প্লাবিত হইয়াছে, তাহাতে কিন্তু এখনও সিগারেট, বিড়ি, তামাক প্রভৃতির আগুন নির্বাপিত হয় নাই। বন্যার জল উচ্ছলিত হইয়া এখনও দেশের বিড়ি, সিগারেটশারিগণের মুখস্থ বিড়ি সিগারেটের অগ্নিকে নির্বাপিত করিতে পারে নাই। অন্ততঃ একমাসকাল পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের বন্যার জলে বঙ্গ তথা ভারতের অন্যান্য দেশবাসীর মুখের অগ্নি নির্বাপিত হইলে যে অপব্যয়টা বাঁচিবে, তদ্দ্বারা অনেক বন্যা-পীড়িত দুঃস্থ ব্যক্তির সাহায্য হইতে পারে। দেশের এরূপ দুঃসময়ে দেশের এতগুলি টাকাকে অগ্নিতে পোড়াইয়া দেওয়া কিছুতেই সমীচীন নহে; কারণ, বিড়ি, সিগারেট, তামাক না পান করিলে লোকের বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে কোনই অসুবিধা হয় না। অধিকন্তু মাদকতার কবল হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

আবার কেহ কেহ বলেন,—দেশের এই বন্যা-দুর্দিনের দিনে কিন্তু সিনেমা, থিয়েটার বন্ধ হয় নাই—উহাদের বৈদ্যুতিক আলোকগুলি নির্বাপিত হয় নাই, বরং কালেক্ট্রে সাহায্য-রজনী প্রদানের বিজ্ঞাপন প্রচারের চতুরতায় দ্বারা সিনেমা থিয়েটারের আয় আরও অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। যে-দেশবাসীর প্রাণ দেশের দুঃখে কাঁদিয়া উঠিয়াছে, তাহাদের আবার সিনেমার রঙ্গমঞ্চ প্রভৃতিতে বারবনিতার নৃত্য দেখিবার সাধ কিরূপে হয়? শুধু অশিক্ষিত লোক নয়, কলিকাতা রাজধানীতে শতকরা ৯৯ জন শিক্ষিত, উচ্চ-শিক্ষিত, এমন কি স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা, স্নেহ-সোহাগভরা মহিলারা পর্যন্ত সিনেমা-রঙ্গমঞ্চে সংখ্যাধিক্যের প্লাবন আনিয়াছেন। যে-দেশে কতকগুলি লোক বন্যার, দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইয়া—গৃহহীন, অন্নহীন বস্ত্রহীন থাকিয়া তীব্র বেদনায় আর্তনাদ উঠাইয়াছে, সে-দেশে পিতৃসুলভ, ভ্রাতৃসুলভ, মাতৃসুলভ হৃদয়বান্ ব্যক্তিরা আমোদ-প্রমোদে সিনেমা-রঙ্গমঞ্চে অর্থব্যয় করিতে কিছু মাত্র ত্রুটি করিতেছেন না! কেহ কেহ বলেন, কলিকাতা-সহরের রাস্তাঘাটের আলোক, পোষা, ফুটপথ প্রভৃতির খরচ কমাইয়া সেই অর্থগুলি পীড়িত লোকগুলির সাহায্যে প্রেরণ করিলে ভাল হয় না কি?

কেহ কেহ সাহায্য-রজনীর সাহায্য করিবার জন্য সিনেমা-রঙ্গমঞ্চে গমন করেন, এইরূপ যুক্তি দিয়া থাকেন। যাহাদের হৃদয় দেশের দুঃস্থ লোকের জন্য এতদূর আর্ত, তাহাদের সত্বের ভিতর দিয়া—নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ বজায় রাখিয়া সাহায্য করিবার প্রতিষ্ঠা-সকলরূপ ইন্দ্রিয়-তর্পণ কি কপটতা ও শুষ্ক দেশপ্রেম নহে? মাতা যখন পুত্রের দুঃখে অকৃত্রিমভাবে দুঃখিত হন, তখন কি তিনি নৃত্য করিতে যাইতে পারেন? সুতরাং কর্মরাজ্যে যে দুঃখ বা দেশ-প্রভৃতিকে সাহায্য করিবার ছলনা, তাহা পরের এক আনা বা তাহা অপেক্ষাও ন্যূন ইন্দ্রিয়-তর্পণ করাইয়া নিজের সত্তর আনা ইন্দ্রিয়তর্পণের বৈচিত্র্য সংগ্রহ করিবার চেষ্টা। সংশিক্ষা-প্রদর্শনী এই সকল কপটতা ধরাইয়া দেওয়ায় প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়তর্পণাম্বেষী কপট-সম্প্রদায়ের নিকট তাহা তিক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে।

পীঠ ও পট

কলিকাতা মহানগরীর প্রাচীর-পাত্রে অনেক প্রকার আমোদ-প্রমোদের বিজ্ঞাপন দৃষ্ট হয়। লোকশিক্ষার ধর্ম্মের দোহাই দিয়া আমোদ-প্রমোদ-প্রচার এবং জগতে পাপ-পঙ্কিলতা বিস্তারের চেষ্টা যেন একটা যুগধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। ভগবান্‌কে অর্থ-সংগ্রহের বস্তুবিশেষ করিবার চেষ্টা নানা আকারে ভীষণভাবে দেখা যাইতেছে। গত বৎসরের শ্রীগৌড়ীয়-মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীর শালগ্রাম দিয়া বাদামওয়ালার আদর্শ বহুরূপী হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। অধুনা আবার রঙ্গমঞ্চে বারবনিতাগণের বিলাস-ব্যসন তৎসমর্থনকারি-সম্প্রদায়ের দ্বারা "শ্রীগৌরাঙ্গ" "বিষ্ণুপ্রিয়া" নাটক প্রভৃতি-রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। রঙ্গমঞ্চের কোন্ বারবনিতা শ্রীগৌরাঙ্গ-অভিনয়ের (?) কোন্ পাঠ নিয়াছে, তাহার দর্শক প্রাচীরপটসমূহে প্রদত্ত হইতেছে! তাহার উপরে আবার ন্যাশনালিজিম্ বা কল্পিত অবতারবাদের আখড়ার নায়ক যে নজির রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বারবনিতার কেলিবিলাসকে চৈতন্য-লীলারূপে দর্শন ও অনুভব করিতে কস্তুরাণী মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণেরও আপত্তি নাই—এইরূপ ভোগময় বিচার উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং সমাজের স্পষ্ট ভোগি-সম্প্রদায় ভোগকে—পাপকে—ইন্দ্রিয়-তর্পণকে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা, বিষ্ণুপ্রিয়া-চরিত্র প্রভৃতিরূপে মনে করিয়া লইতেছে! একদিন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এইরূপ চৈতন্যলীলা-রচনাকারি-নায়কের দ্বারা তদর্শনার্থ অনুরুদ্ধ হইলেও এইরূপ অচৈতন্যলীলারূপ পাপপঙ্কিলতা কখনই যে ভগবদ্ধর্ম্ম নহে, তাহা জানাইবার জন্য সর্ব্বতোভাবে ঐরূপ নিমন্ত্রণ পরিবর্জ্জন করিয়াছিলেন।

—•—

সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্ঘ কি সঙ্ঘের বল?

জনৈক ভাড়াটিয়া কীর্ত্তনীয়া নাকি কলিকাতার আমোদ-বহুল আসরে পদাবলী কীর্ত্তন (?) মান, মাথুর (?) প্রভৃতিকে ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু করিয়া সাধারণ-রঞ্জনীর বিজ্ঞাপন প্রচার করিতেছেন। উক্ত ভাড়াটিয়া কাম-ক্রোধাদক জীবসমূহকে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ-মধ্যে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির গান (?) শুনাইয়া যে অর্থ সঞ্চয় করিবেন, তাহার কিয়দংশ বস্ত্রাদিচিত্তরঞ্জনের সাহায্যার্থ প্রদানের বিজ্ঞাপনে ইন্দ্রিয়তর্পণরত কর্ম্মি-সম্প্রদায়কে প্রলুব্ধ করিয়া অধিকতর অর্থ ও প্রতিষ্ঠা-সঞ্চয়ের এক নূতন কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন। দেশ এরূপ কৃষ্ণবহির্ম্মুখতার প্লাবনে প্লাবিত হইয়াছে যে, আজকাল এইরূপ ব্যক্তিগণই পরোপকারী ও কৃপাদপি সুনীচ বৈষ্ণব বলিয়া কাম-ক্রোধাদক জীব-বহুল দেশের নিকট বিখ্যাত! নিরপেক্ষ সত্য শুনিবার কর্ণ কাহারও নাই। যে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন একমাত্র কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়বৃত্তিবিধানের জন্য উদ্দিষ্ট, তাহা দ্বারা ইন্দ্রিয়তর্পণকারি-সম্প্রদায় স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণ ও জড়া প্রতিষ্ঠা সঞ্চয় করিতেছে! একদিকে কৃষ্ণের চরণে ভীষণ অপরাধ, আর একদিকে জীবহিংসার চরম এবং নিজের নশ্বর ভোগ-পিপাসা বহির্ম্মুখ পণ্যপঞ্জলিকার মস্তিষ্কে পরোপকার বলিয়া কল্পিত হইতেছে। এইরূপ নাস্তিকতার বন্যার উদ্বেলনকে সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্যই শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংসিক্ষা-প্রদর্শনী উদ্ঘাটিত হইয়াছিল।

———

প্রদর্শনী সকলের দেখা উচিত

বিগত (২রা আশ্বিন) বাঙ্গালা 'বৈনিক বসুমতী' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রদর্শনী সম্বন্ধে একটি সম্পাদকীয় বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। 'বসুমতী' সম্পাদক লিখিতেছেন,—"বর্ত্তমান সময়ে অর্থাৎ এই জড়বাদ-প্লাবিত যুগে এইরূপ প্রদর্শনীর যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। এই প্রদর্শনী সকলের দেখা উচিত।"

সম্পাদকীয় বিবরণে দুই একটি ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে। "সর্ব্বসমেত ইহাতে ১২টি মূর্ত্তি আছে" স্থলে "১২টি ইল আছে" হইবে; উক্ত সংখ্যক প্রত্যেকটি ইলে অনেক মূর্ত্তি রহিয়াছে। আজকাল "সাম্প্রদায়িক ভাব" শব্দটির অনেক অসাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ অর্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। "তেষ্বপি মাধবে কৌন্তেয় যজ্ঞবাবিধিপূর্ব্বকং" এখানে ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত 'অবিধিপূর্ব্বক' কথাটি একেবারে সাম্প্রদায়িক-ভাববর্জ্জিতরূপে ব্যবহার হয় নাই, ইহাও আধুনিক বুদ্ধি-মিশ্রি সমন্বয়কারি-সাম্প্রদায়িকগণের অভিমত হইবে, সন্দেহ

নাই। কাহারও সতী লক্ষ্মী মাতৃদেবীকে ছই পল্লীবিশেষের স্ত্রী-জাতির সহিত সমান না বলিলে তিনি যদি যুক্তি প্রদান করিয়া বলেন যে, উভয়ই যখন স্ত্রী-জাতীয়, তখন একজনকে আর এক জনের সহিত একাকার না করা সাম্প্রদায়িক ভাব মাত্র; তাহা হইলে ঐরূপ অসৎ সাম্প্রদায়িকতা পরিণামে কতদূর সমাজ-মঙ্গল করাইবে, তাহা বিচার করিবার লোকের অভাব হইয়া পড়িয়াছে। সাধুগণ চোরের সহিত সমত্ব করিতে পারেন না বলিয়া চোর-সম্প্রদায় সাধুগণকে অসুদার ও সাম্প্রদায়িক বলিলে সৎসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বা মূল্য সংরক্ষিত হওয়া উচিত নহে বিচার কিরূপে মনুষ্যদের বিচার-প্রণালীর নিকট টিকিতে পারে?

গৌর-নাগরীর কুনাট্য

রঙ্গমঞ্চে বিষ্ণুপ্রিয়া (?) দেখিয়া কল্পিত গৌর-নাগরী-মতের অধিষ্ঠাতৃ মহাশয় নিশ্চয়ই আনন্দে আত্মহারা হইয়াছেন। কলিকাতায় ছই একটি সাধারণ থানের (বাসের) নাম 'বিষ্ণুপ্রিয়া' রাখা হইয়াছে। গৌরনাগরী মতের অর্বাচীন ব্যক্তিগণ বোধ হয় 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নামক থান ব্যতীত অন্য থানে আরোহণের পক্ষপাতী নহে; কারণ, ঐরূপ নাটিয়া ভক্তিই তাহাদের ভক্তি ও প্রেমের নিদর্শন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌরনাগরী-দলের নাটিয়া ভক্তিকে কোন দিনই প্রশ্রয় দেন নাই। গৌরভোগী গৌরনাগরীগণ সিদ্ধান্ত বা শাস্ত্রীয় যুক্তি-প্রমাণের ধার ধারেন না। কতকগুলি কল্পিত বা জাল পদের বিকৃত অর্থ করিয়া গৌরনাগরীবাদের দুর্বলতা ও প্রমাণ-হীনতা প্রমাণিত করিয়া ফেলেন। তাহারা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায়—লেখনীতে গৌরনাগরীবাদের প্রতিকূল ব্যতীত কোন অনুকূল প্রমাণই না পাইয়া কে কবে সজ্জনতোষণী পত্রিকায় কি পদাবলী প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক পত্রিকায় যে-কোন লেখকের যে-কোন মত সম্পাদকেরই নিজ-মত—এইরূপ এক অদ্ভুত আশ্চর্য্যব্যঞ্জক কল্পনাকে লেখন করিয়া স্ব-মত স্থাপনের যে দুরভিসন্ধি প্রদর্শন করে, তাহাতে গৌরনাগরী-মতবাদের অশেষ দুর্বলতাই প্রকাশিত হয়। শতবার প্রতিবাদের দ্বারা প্রতিহত, পরাভূত হইলেও—অসৎযুক্তি দ্বারা গৌরনাগরী মতবাদের প্রত্যেকটি কল্পনা খণ্ড-বিখণ্ডিত হইলেও নির্লজ্জ প্রহৃত ব্যক্তি যেরূপ পুনঃ পুনঃ প্রহৃত হইয়াও বলিতে থাকে, "আমাকে মারুন ত' দেখি", গৌরনাগরী মতবাদের ব্যক্তিগণের নির্লজ্জতাও সেইরূপ। তাহাদের যাবতীয় মতবাদ 'সজ্জনতোষণী,' 'গৌড়ীয়' ও 'দৈনিক নদীয়া প্রকাশ' পত্রে চূড়ান্তভাবে খণ্ড-বিখণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী

গত ২রা আশ্বিন শনিবার শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী উৎসব-উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। জনসমুদ্রের প্লাবন সমগ্র মঠ, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট অভিমুখে চিৎপুর রোড, এমনকি, গঙ্গার তীর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ও উচ্ছলিত হইয়াছিল। বহু সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত এবং আভিজাত্য-সম্পন্ন ব্যক্তি এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সর্ব্বপ্রথমে 'রাধাষ্টমী' সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন এবং তাঁহার আদেশানুসারে তাঁহার শ্রৌতবাণীর অনুকীর্ত্তন-কারিরূপে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমী মহারাজ যথাক্রমে বক্তৃতা প্রদান এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল মহোদয়ের দ্বারা একটী গৌরবিহিত সঙ্গীত গীত হইবার পর সভা ভঙ্গ হয়। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণের চুম্বক আমরা বারান্তরে পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিবার আশা সংরক্ষণ করি

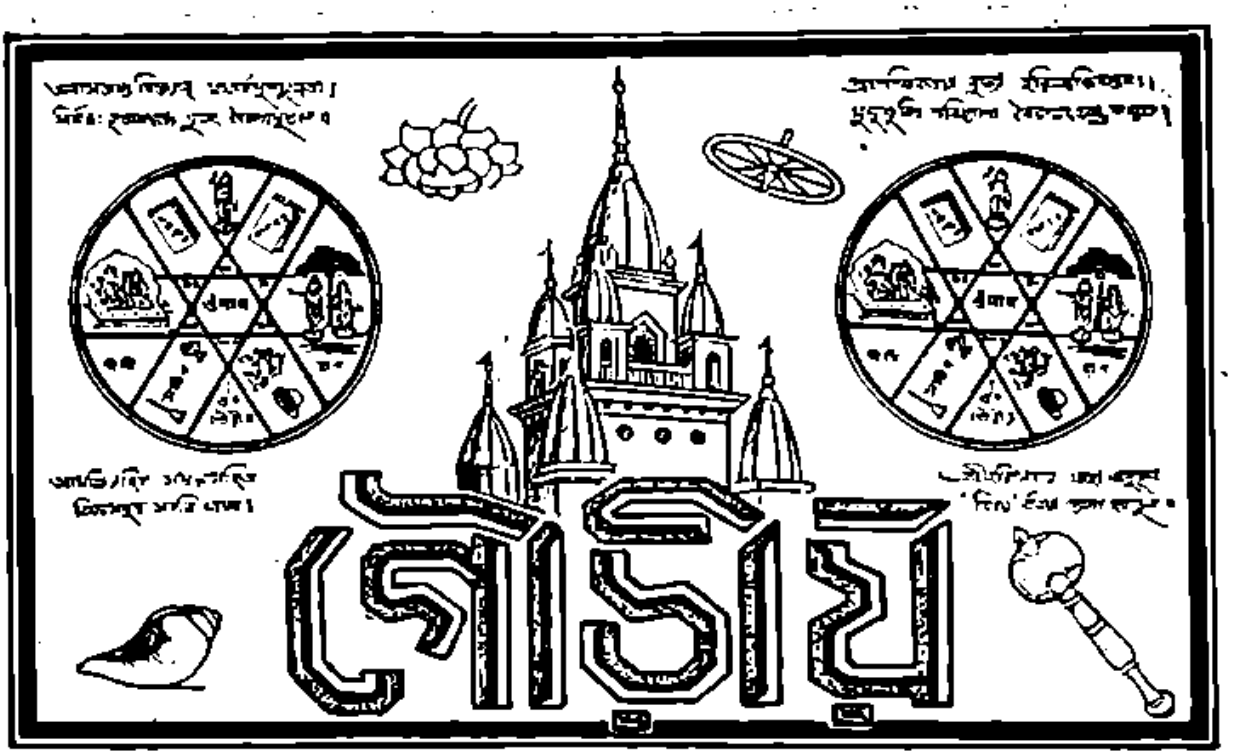

১০ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬ই আশ্বিন শনিবার, ১৩৩৮ ; ৩রা অক্টোবর ১৯৩১ | ৯ম সংখ্যা

নিম্ব-ভাস্কর

'বেদার্থসংগ্রহে' শ্রীরামানুজাচার্য্য ভাস্কর-মতের উল্লেখ করিয়াছেন। ভাস্কর-মতটি কি, তাহাও সংক্ষেপে তাঁহার লেখা হইতে "পরোপাধ্যানীচং বিবদমতভাস্করমিতি"-বাক্যে জানা যায়। ভাস্করভাষ্য-নামে বেদান্তদর্শনের একখানি নিবন্ধও কিছুদিন হইতে প্রচারিত হইয়াছে। দক্ষাদ্রি-নিবাসী জ্যোতির্ব্বিদ্ ভাস্করের কথাও গণিতশাস্ত্র-কোবিদ-জনগণের অপরিচিত নহে। ভাস্করাখ্য কোবিদগণের প্রতিভা ভারতের ঐতিহাসিকগণের নিকট অভিনব ব্যাপার নহে। তামিল ভাষায় "তিরুভাষগম্" নামক গ্রন্থ-প্রণেতা প্রসিদ্ধ শৈব কবি মাণিক্যভাস্করও ভাস্করাখ্যগণের অন্যতম।

আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নিম্ব-ভাস্কর ঐতিহাসিক নবযুগের চারিটি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অন্যতম আচার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। নাভাদাস-কৃত 'ভক্তমাল' গ্রন্থে তাঁহার কথা এইরূপ লিখিত আছে—

"মধ্বাচারজ মেস ভক্তিকর উদয় করিয়া।
নিম্বাদিত্য আদিত্য কুল অজ্ঞান যু হরিয়া॥
সৌহা
রমা পদ্ধতি রামানুজ বিষ্ণুস্বামী ত্রিপুরারি।
নিম্বাদিত্য সনকাদিকা মধুকর গুরুমুখচারি॥"

নাভাদাসের ব্যাখ্যাকুশলগণও তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও উদ্ধার করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না ; যথা বার্ত্তিকপ্রকাশে—

"শ্রীনিম্বার্কজী মহারাজ জনোঁ কে অজ্ঞানরূপী কুফেসে কো নাশ করকে উনকে হৃদয় মেঁ জ্ঞান-কথা ভক্তিপ্রকাশ করনেবালে সূর্য্য। • • তথা শ্রীসনকাদিক্ পদ্ধতি কে গুরু আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্য স্বামী হৈ। • • ভাগবতসম্প্রদায়প্রচারক স্বামী শ্রীনিম্বাদিত্যজীকে গ্রাম মেঁ একসময় একবড়ী স্বামী আয়ে ; আপ্‌নে উন্‌কা ভেষভূষা কিয়া।

সন্ন্যাসীকো ইন্‌কে স্থানমে আয়ে। কিসী কারণ সে রাত্রোই মে সন্ধ্যা (অধিক বিলম্ব) হো গই। অতিথীনে বেদবচনকা প্রমাণ দেকর্ কহা কি—"রাত্রি মে রহীনাত্র ভী মেঁ খাতা নহিঁ হুঁ। অব শুন, আপ্‌কো দয়া আই কি মেরে রহো অতিথি উপবাস করে, (ঔর মেরেকী অসাবধানতা সে) গৃহবিচারকর আপনে কহা কি—'ইস্ আজন মেঁ তো 'নিম' কা বৃক্ষ হৈ, উস্‌পর দেখিয়ে কি অতী অর্ক বা আদিত্য দেব বিরাজতে হৈঁ, ঔর এসাহি দেবাকে দণ্ডীজী কো সন্তুষ্টতা পূর্বক প্রসাদ পথ দিয়া। পীছে (দো তিন ঘড়ী) বাদ্‌কে চিহ্ন পাকর্ দণ্ডীজীনে আপ্‌কা প্রভাব প্রকট কিয়া। তথা জগৎ মেঁ সর্বত্র ইন্‌কী ভক্তিভাব কী ধাক এবং মহিমা প্রখ্যাত হো গই, ঔর ইসীসে আপ্‌কা যহ নাম (নিম্বার্ক) বিখ্যাত হুয়া।

আপ্ দক্ষিণমেঁ শ্রীগোদাবরী নদীকে তট মুংদর নামকে গ্রামকে বাসী মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ অরুণজী ঔর মাতা জয়ন্তীকে পুত্র হৈ।

ভগবান্ নে শ্রীহংস অবতার লেকে শ্রীসনকাদিক কো উপদেশ কিয়া; ঔর শ্রীসনকাদিক নে শ্রীনারদজীসে পায়া, ইসসে যহ সম্প্রদায় "সনকাদিক সম্প্রদায়" কহলাতা হৈ। ইসীকো স্বামীজীনে শ্রীনারদজীসে পায়ে, প্রচলিত কিয়া; ইসসে যহী শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়কে নামসে বিখ্যাত হুয়া। গোলোকবাসী শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ কী মাধুর্য্য উপাসনা ইস্ সম্প্রদায়কী মুখ্য বাত হৈ. আপ্‌কো গাদী সলেমাবাদ ইত্যাদিক নগরোঁ মে হৈ। নিম্বার্ক সম্প্রদায়কী শ্রীগুরু-পরম্পরা—শ্রীহংস ভগবান্‌জী, শ্রীসনকাদিক, শ্রীনারদজী, শ্রীনিম্বাদিত্যজী।"

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও 'প্রমেয়রত্নাবলী' গ্রন্থে এবং বেদান্তের 'গোবিন্দভাষ্যে' তাঁহার সাম্প্রদায়িক আচার্যদের কথা পদ্মপুরাণ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, (প্রমেয়রত্নাবলী ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্লোকে)—

"শ্রীরুদ্ররত্নসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে বয়ং তস্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥
রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥"

শ্রীগোবিন্দভাষ্যের টীকাতেও এইরূপ উদ্ধৃত আছে। বাহুল্যভয়ে পুনরুক্তি করা গেল না।

ইস্‌লিতলার আখড়ার নাগরাস কিষণজীমূলে তাঁহার সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহাও এখানে লিখিত হইল—

"নিম্বাদিত্য এক যতী গৃহে নিমন্ত্রিলা।
তথা আয়োজন পাকে সন্ধ্যা আসি' হৈলা॥
যতি শাস্ত্রবচন পড়িয়া কহে তবে।
রাত্রো ভিক্ষা যতীর নিষেধ বিধি হবে॥
ইহা শুনি চিন্তি নিম্বাদিত্য মহাশয়।
নিজভক্তিবলে সাধু সৃজিলা উপায়॥
আঙ্গিনায় আছয়ে বৃহৎ নিম্বতরু।
উদয় করিলা আসি' বুক্ষোপরি অর্ক॥
কৃষ্ণভক্ত-অনুরোধে সূর্য্যদেব আসি'।
প্রহরেক দিবা আছে এমত প্রকাশি'॥
ভোজন করিয়া তথা বৈসে যবে যতি।
সূর্য্য নিজস্থানে গেলা লইয়া সম্মতি॥
তখন প্রহর নিশি প্রতীত হইলা।
যতির আশ্চর্য্য-বোধ তখন জন্মিলা॥
কৃষ্ণভক্ত নিম্বাদিত্য-প্রভাব দেখিয়া।
চরণে পড়িলা যতি শরণ লইয়া॥
সাধুসঙ্গ-মহিমা দেখয়ে অদ্ভুত।
কৃষ্ণভক্ত হৈলা যতি ছাড়ি' জ্ঞানমত॥"

ভক্তিরত্নাকরের লেখকও নিম্বার্কের ও তাঁহার অধস্তন-গণের শিষ্যপরম্পরা এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন,—

গুরুপরম্পরা

১।	শ্রীনারায়ণ	১২।	বলভদ্রাচার্য্য
২।	হংস	১৩।	পদ্মাচার্য্য
৩।	সনকাদি চতুঃসন	১৪।	শ্যামাচার্য্য
৪।	নারদ	১৫।	গোপালাচার্য্য
৫।	নিম্বাদিত্য	১৬।	কৃপাচার্য্য
৬।	শ্রীনিবাসাচার্য্য	১৭।	দেবাচার্য্য
৭।	বিশ্বাচার্য্য	১৮।	সুন্দর ভট্ট
৮।	পুরুষোত্তমাচার্য্য	১৯।	পদ্মনাভ ভট্ট
৯।	বিলাসাচার্য্য	২০।	উপেন্দ্র ভট্ট
১০।	স্বরূপাচার্য্য	২১।	রামচন্দ্র ভট্ট
১১।	মাধবাচার্য্য	২২।	বামন ভট্ট

২৩। কৃষ্ণ ভট্ট ২৯। গোপাল ভট্ট
২৪। পদ্মাকর ভট্ট ৩০। বলভদ্র ভট্ট
২৫। শ্রবণ ভট্ট ৩১। গোপীনাথ ভট্ট
২৬। ভূরি ভট্ট ৩২। কেশব ভট্ট
২৭। মাধব ভট্ট ৩৩। গোকুল ভট্ট
২৮। শ্যাম ভট্ট ৩৪। কেশব কাশ্মিরী

মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরকে সাধারণ চলিত বাঙ্গালা ভাষায় 'নিমাই' বলিয়া পরিচয় দেওয়া হয়। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকেও চলিত ভাষায় 'নিতাই' বলা হয়। শ্রীসনাতন পণ্ডিত গোস্বামীকে 'সনাই' বলা হয়। ভক্তিরত্নাকরের বর্ণন হইতে জানা যায় যে, "নিমানন্দ-সম্প্রদায়" নামে শ্রীগৌরসুন্দরের কতিপয় অনুগ জন একটি ভট্ট ব্যাখ্যা জগতে প্রচার করিয়াছেন। শ্রীগোপালগুরু-প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্যগণ এই নিমানন্দ-সম্প্রদায়ের কথা বিস্তার করিয়াছিলেন। নিমানন্দ হইতে পৃথক্ বিচারে নিম্বার্ক বা নিম্ব-ভাস্করকে কোন কোন লেখক 'নিম্বমানন্দ' বলিয়া তাঁহাদের শাখা কল্পনা করেন। তাঁহারা বলেন যে, নিম্বার্ক 'নিম্বমানন্দ'-নামে পরিচিত ছিলেন।

ডাক্তার সার ভাণ্ডারকর এই নিম্বার্কের আবির্ভান বেলারি-জেলায় অবস্থিত বলিয়া অনুমান করেন। ভাণ্ডারকরের মতে,—নিম্বার্কের পিতার নাম জগন্নাথ ও মাতার নাম সরস্বতী এবং নিম্বার্কের নিবাস নিম্বপ্রামে ছিল। বেলারি জেলায় এখনও 'নিম্বপুর' বলিয়া গ্রাম আছে। তিনি এই সংবাদ হরিব্যাসদেবের দশ-শ্লোকীর "টীকো-পোদ্ঘাত" হইতে লাভ করিয়াছেন। হরিব্যাসদেব শিষ্য-পারম্পর্যে দ্বাত্রিংশৎ অবতন। ভাণ্ডারকর বলেন,—হরিব্যাস হইতেই নিম্বার্কসম্প্রদায় দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছেন। তিনি এই সম্প্রদায়ে জনৈক গোস্বামী দামোদরকে উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে ত্রয়স্ত্রিংশৎ অবতন বলিয়া বর্ণন করেন। নিম্বাদিত্যের অবতন কোন কোন পরিচয়াকাঙ্ক্ষ জনগণের নিকট জানা যায় যে, আন্ধ্রদেশে নিম্বাদিত্য স্বামী উদিত হইয়াছিলেন।

আড়ংঘাটার যুগলকিশোরের কতিপয় সেবক বলেন,—দাক্ষিণাত্যে 'মুঞ্জের-পত্তন'-নামক গ্রামে বহুপূর্বে জয়ন্তী-দেবীর গর্ভে আরুণি-ঋষির ঔরসে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। 'আরুণি-ঋষি' হইতে 'আরুণি ভট্ট' বা 'আড়ংঘাটা'-নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

কিছুদিন পূর্বে উৎকল-দেশে শ্রীক্ষেত্রে শ্রীমন্দিরের পশ্চিমে, লোকনাথে যাইবার পথে, 'ছাংগীগ্রাম বাবা'-নামে নিম্বার্কসম্প্রদায়ের একজন প্রাচীন ভক্তের আস্তানা বিরাজিত ছিল। এখনও উহা বর্তমান, কিন্তু 'ছাংগী স্থান-বাবা' নাই। তিনি কৃষ্ণিণীশ কৃষ্ণের উপাসক বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিতেন। কিছুদিন পূর্বে শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীমদ্দাস বাবাজী নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন।

জয়পুরের মহারাজগণ, বর্দ্ধমানের ভূপতিগণ, কৃষ্ণগড়-রাজাধিপগণ এবং অন্যান্য অনেক অর্থশালী ব্যক্তি নিম্বার্কিতা-শাখার অধস্তন বিরক্ত পুরুষগণের নিকট হইতে নানাধিক মন্ত্র-কৃপ লভিয়া আত্ম-পরিচয় দিতেন। কৃষ্ণগড় রাজ্যের 'সাগিয়াবাদ'-নামক স্থানে ইঁহাদের প্রধান গাদী অবস্থিত। জয়পুর-প্রদেশের কতিপয় বণিকগণ এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কটকে গোপাল-জীউর মঠ, বহরমপুরে উদয়চাঁদ, আড়ংঘাটায়, চন্দ্রকোণায় এবং আরও কতিপয় স্থানে অদ্যাপি ইঁহাদের অবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়।

নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের কতিপয় গ্রন্থও সংস্কৃতভাষায় লিখিত আছে। সুদর্শনমঞ্জরী, 'ধর্মাষ্টকবোধ' প্রভৃতি গ্রন্থেরও প্রচলিত আছে। নিম্বার্ক-রচিত 'দশ-শ্লোকী' ও 'পারিজাত ভাষ্যেরও কিছু কিছু প্রচার আছে। অধ্যাপক ঘাটে মহোদয়-প্রমুখ অনেকেই নিম্বার্কের 'পারিজাত-ভাষ্য', শ্রীনিবাসাচার্যের 'পারিজাত-সৌরভ', তথা কাশ্মীর-দেশীয় কেশবাচার্যের 'কৌস্তুভ'-টীকার কথা অবলম্বনপূর্বক তাঁহাদের শাখাশ্রিত গুরুগণের বিচার-প্রণালীর আলোচনা করিয়াছেন।

দাক্ষিণাত্যে শ্রীনিম্বার্ক-ধারার বহুল প্রচার সম্প্রতি লক্ষিত হয় না। 'পরাঙ্কুশগিরি'বর নামক বিচারগ্রন্থে-'মুকুন্দ' নামক জনৈক লেখক অন্য মত সমূহের খণ্ডনের প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহাতেও তাঁহার প্রতিভা নানাধিক আলোচ্য। সুন্দরভট্টের নামে লিখিত বেদান্তায়ণ-সূত্রের অন্তর্গত প্রথম কতিপয় সূত্রের অর্থাৎ অধিকরণ-ত্রয়ের বৈদান্তিক নিবন্ধ প্রচলিত আছে। ভক্তিরত্নাকর-লিখিত তাঁহাদের গুরুপারম্পর্যে এই সুন্দরভট্টের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ

এই প্রপঞ্চে জীবগণ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া কর্ম্মজগতে প্রবল করেন। জ্ঞানের গ্রাহক-সূত্রে চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা ও ত্বক্ দ্বারা রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ, এই পাঁচটী বিষয় ধারণা করেন। ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে ধারণা-যোগ্য বিষয়গুলির বৈলক্ষণ্য গৃহীত হয় না। স্থূলবিষয়ক জ্ঞানমাত্র ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের আধারে সংগৃহীত হইয়া চেতনের সান্নিধ্য লাভ করে। প্রকৃতপ্রস্তাবে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ প্রভৃতি বিষয় চেতনের সান্নিধ্য লাভ করিবার যোগ্য হইলেও চেতনের যে অংশ নশ্বর রূপাদি বিষয়-গ্রহণে সমর্থ অর্থাৎ অচিদ্রসের অভিলাষক-সূত্রে যে সমস্ত নশ্বর ভাব যাহাকে সেবা করে, তাহা—চিদাভাস 'চিত্ত,' এবং স্থূলভাবে সেই বস্তুই 'মনো'রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। মন, বুদ্ধি বা অহঙ্কার চিদাভাস হইলেও তাহাদের সহিত অচিদ্রসের সম্বন্ধ আছে, কিন্তু সেই সকল আবরণ-বিবর্জ্জিত নিরুপাধি চেতন-বস্তুই 'জীব' শব্দ-বাচ্য। সেই জীব—পূর্ণ, চিন্ময়বস্তুর অংশ-বিশেষ বা শক্ত্যংশবিশেষ। বহিঃপ্রজ্ঞা-চালনাক্রমে বাহ্য-জগতে নাম, রূপ, গুণ, ক্রিয়া ও বহুত্ব,—একই বস্তুর উদ্দেশে বিভিন্ন পরিচয় মাত্র। জাগতিক ভোগ্য নশ্বর ব্যাপারসমূহ মনের অধীনে সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়। সম্বন্ধের প্রথম সোপানে নাম বা সংজ্ঞা, সংজ্ঞা-দ্বারা সংজ্ঞিত বস্তুর অধিষ্ঠান, অপর চারিটী ইন্দ্রিয় দ্বারা এবং ইন্দ্রিয় সমষ্টিদ্বারা সমর্থিত হইলে তাহাই 'সত্য'রূপে প্রতিভাত হয়। পরিণামের-জগতে পরিচ্ছিন্ন-ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকায়, ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান তদতিরিক্ত ব্যাপার আয়ত্ত করিতে অসমর্থ। মায়িক-জগতে বস্তুবিষয়ক জ্ঞান প্রথমেই নাম বা সংজ্ঞা দ্বারা পরিচয় লাভ করে, কিন্তু বৈকুণ্ঠ-নাম—প্রাকৃত বা মায়িক নাম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধর্ম্মবিশিষ্ট। মায়িক বা প্রাকৃত নাম-মাত্রেই যে বস্তুকে নির্দ্দেশ করে, তাহা জীবের অপর ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান-দ্বারা সমর্থিত, কিন্তু প্রকৃতির অতীত-রাজ্যের নাম-দ্বারা উদ্দিষ্ট-বস্তু মায়িক বস্তুর ন্যায় ভোগ্যরূপে পরিণত হইবার অযোগ্য; তজ্জন্য বৈকুণ্ঠ বস্তুকেই 'অধোক্ষজ' বলা হয়। অক্ষজ-ধারণায় যাহা কিছু পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, উহা 'অধোক্ষজ' সংজ্ঞা লাভের অযোগ্য; আবার অধোক্ষজবস্তু বৈকুণ্ঠ হওয়ায় উহা পরিণামের জগতের বস্তুবিশেষ হইতে পারে না। তজ্জন্য শাস্ত্র বলেন—

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥"

যাহারা বৈকুণ্ঠ-বস্তুকে প্রাপঞ্চিক-জ্ঞানে ভ্রান্ত হইবার যোগ্য, তাহারাই 'ভক্তি' ও 'জ্ঞান' এই শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য্য বুদ্ধিতে অনভিজ্ঞ। নাম এবং নামী—বৈকুণ্ঠ-ব্যাপারে অভিন্ন, কিন্তু প্রপঞ্চে নামের সহিত নামীর ভেদ আছে, এজন্যই অচিজ্জগৎকে—'ভেদজগৎ' এবং চিজ্জগৎকে 'অভেদ জগৎ' বলা হয়। চিন্ময় অধোক্ষজ-জগতে যে বিচিত্রতা আছে, তাহাতে ভেদের হেয়ত্ব সংশ্লিষ্ট করিতে পারা যায় না। তথায় নাম এবং নামী অভিন্ন বলিয়া চিন্ময় নামের সহিত চিন্ময় রূপের ভেদ নাই, চিন্ময় গুণের ভেদ নাই, চিন্ময় পরিকর-বৈশিষ্ট্যের ভেদ নাই, চিন্ময় লীলার ভেদ নাই। অচিজ্জগতেই পরস্পর ভেদ ও হেয়তা বর্ত্তমান; যেহেতু বৈকুণ্ঠ-নামীর অপূর্ব্ব বিচিত্রতা সত্ত্বেও অভেদের উপেয়তা ও ভেদের হেয়তা অথবা জড়ীয় অভেদের হেয়তা ও চিন্ময় ভেদের অহেয়তা অবস্থিত, তাহাতে বৈকুণ্ঠ-নাম ভোগ্য জগতের বস্তু-নির্দ্দেশক সংজ্ঞার সহিত 'এক' হইতে পারে না; তজ্জন্য নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ ও মুক্ত চৈতন্যরস-বিগ্রহ চিন্তামণি বস্তুই বৈকুণ্ঠ-নাম। জীবের বৈকুণ্ঠ-প্রতীতির অভাব-দর্শনে পরমকৃপাবশে জগতে বৈকুণ্ঠ-নাম অবতীর্ণ হন, এবং উপাধিধর্ম্ম-বিনির্ম্মুক্ত চিন্ময় জীবই সেই বৈকুণ্ঠ-নামের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইতে সর্ব্বতোভাবে যোগ্য। দুঃসঙ্গে আত্মীয়-বোধহেতু জীবের হরিবিমুখতা বা তৎসেবা-বৈমুখ্য ঔপাধিক ও 'সহজ' বলিয়া বিবর্ত্ত-বুদ্ধি হইতেছে। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে অনাত্ম-যন্ত্রণাকারীর সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন শুদ্ধজীবাত্মা আত্মবিদের সঙ্গ প্রভাবেই স্বীয় স্বরূপের উপলব্ধি করিতে পারেন।

বৈকুণ্ঠ-নাম এবং মায়িক-নামের মধ্যে তটস্থ জীবের একটি তাটস্থ্য-ভাব আছে। বৈকুণ্ঠ-নামের আভাস —মধ্যবর্ত্তিস্থানে অবস্থিত। একদিকে অপরাধ, অপরদিকে মূর্ত্ত নিরপরাধ, মধ্যবর্ত্তিস্থানে অপরাধ-নির্ম্মুক্তিরূপ নামা-

ভাস অর্থাৎ একদিকে 'নাম', অপরদিকে নামাপরাধ, মধ্যে নামাভাস। নামের সেবা করিতে গিয়া প্রপঞ্চে বা ইতর-যোনে নামাপরাধ এবং উহার ও পরযোনের মধ্যবর্ত্তিস্থানে নামাভাস এবং বৈকুণ্ঠে নাম অবস্থিত। নামাপরাধ—নাম-সেবা নহে, নামাভাস—নামসেবা নহে, নামের সেবাও অপরাধ বা তদ্রহিত আভাসমাত্র নহে। প্রপঞ্চে অপরাধ-যুক্ত জীবগণ অপরাধকেই নাম-সেবা বলিয়া ভ্রান্ত হয়। নামাপরাধের অভাব হইলে নামাভাস হয়, কিন্তু নামাভাসের পরপারে পরব্যোমধামে নামসেবা অবস্থিত। অতএব আমরা নাম সাধন করিতে গিয়া তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। "নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেম-ধন"—এই শ্রৌতবাণী হইতে জানা যায় যে, অনর্থযুক্ত অবস্থায় নামাভাস বা নামের অবস্থিতি নাই। অপরাধযুক্ত অবস্থায় এবং নামগ্রহণে যোগ্যতারাহিত্যরূপ সম্বন্ধজ্ঞানাভাবে যে নামোচ্চারণ, তাহাই নামাভাস-শব্দে উদ্দিষ্ট হয়। নামাপরাধ-ফলে বৈবর্গিক ফল-প্রাপ্তি বা ফলের অপ্রাপ্তিরূপ তুচ্ছফল লাভ করা যায়।

প্রাপঞ্চিক জীবের ভোগময় অবস্থানে অর্থাৎ বদ্ধাবস্থায় নাম-গ্রহণ-যোগ্যতা হয় না; নামাভাস করিবার যোগ্যতায় অপরাধ হয় না। এইজন্যই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন,—বৈকুণ্ঠনাম সর্ব্বাগ্রে উচ্চারিত হইবামাত্রই সকল পাপ বিনষ্ট হয় এবং সর্ব্বনামের প্রায়শ্চিত্তাদিত হয়, তাহার পর নামগ্রহণে প্রেমোদয় হয়। নামোদয়ের পূর্ব্বে নামাভাস হয় অর্থাৎ নামাভাসের পরে নামোদয় হয়; তবে যে নামাভাস হইবার পর জাগতিক দর্শনে মুক্ত-পুরুষের চরিত্রে বদ্ধভাব প্রাপঞ্চিক নয়নে দৃষ্ট হয়, তাহা বাস্তব নহে, উহা ভক্তির পরিপোষক। উহা মুক্তপুরুষের চরিত্রে যখন প্রতিভাত হইতেছে, তখন তাহাকে অপরাধের ফল বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে না; কিন্তু তাই বলিয়া যাবতীয় নামাপরাধী তাহাদের প্রথম উচ্চারিত নামকেই 'নামাভাস'-জ্ঞানে আপনাদিগকে "মুক্তশ্চৈকব অজামিল" মনে করিয়া স্ব-স্ব অপরাধকেই ভক্তির পরিপোষক জ্ঞান করিবেন না, করিলে, নামবলে পাপপ্রবৃত্তি-হেতু নিশ্চয়ই নিরয়ে পতিত হইবেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বিচার-প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। তাহা হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই শ্রীসচ্চিদানন্দ ঠাকুর মহোদয় বলেন,—যদিও অজামিলের প্রথম নামোচ্চারণে সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তকর, সর্ব্বানর্থনাশক নামাভাস সম্বন্ধে শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বিচার-প্রণালীতে পরিদৃষ্ট হয় এবং কাল-প্রভাবে বীজ হইতে বৃক্ষের ফলধারণকাল পর্য্যন্ত যে ব্যবধান, তাহা অনন্তকাল-বিচারে নিতান্ত স্বল্প, তথাপি নামাভাসের অব্যবহিত পরেই নামসেবা আরম্ভ না হইয়া আর কিছু সংলগ্নিত হইলেই তাহাকে ভক্তিপরিপোষক বলিয়া স্বীকার করা হইবে না। সকলেই 'অজামিল' নহেন এবং বহির্জগতে অজামিলের কর্ম্মাচরণকারী অযুক্ত পুরুষের সমধর্ম্মে দৃষ্ট হইলে শুদ্ধ নামোচ্চারণে বিলম্ব হইয়া যাইবে, সুতরাং প্রথম নামোচ্চারণ তাঁহার নামাভাস হইলেও নামোচ্চারণের পূর্ব্ববর্ত্তী নামই ভগবৎসেবার স্মৃতি বা অনুভব উৎপাদন করিবে। যদিও অজামিলের আদি-নামোচ্চারণরূপ নামাভাস-ফলে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া জীবগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য বিষ্ণুদূতগণকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং অজামিলের দ্বারা ভগবৎপ্রেরণাক্রমে নানাবিধ পাপাচার নামগ্রহণের অন্তরায়রূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল, তথাপি অজামিল ব্যতীত অন্যান্য পরবর্ত্তী সাধকের সেই বিচার-ছলে আপনাদের সহিত অজামিলের সমতা-প্রয়াস এবং আপনাদিগের পাপাচারগুলিকে অপরাধোত্থ না জানিয়া ভক্তিপরিপোষক-রূপে উপলব্ধি-হেতু অমঙ্গলগ্রস্ত না হয়, তজ্জন্য প্রথম নামোচ্চারণ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেমোদয়কালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে শেষ-নামোচ্চারণ, সেই শেষ নামোচ্চারণকেই 'নামাভাস' সংজ্ঞা দিলে প্রাকৃত সহজিয়াকুলের সহজবিচার-বিষয়ে অনুবিধা হয় না। নামাপরাধে বৈবর্গিক ফল-লাভ ঘটে, নামাভাসে মোক্ষ-লাভ ঘটে এবং নামগ্রহণে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। "ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ" বা "অনুগ্রহায় ভক্তানাং" প্রভৃতি শ্লোকে 'ভক্ত' শব্দের প্রয়োগে বা "অপি চেৎ সুদুরাচারো" শ্লোকে 'অনন্যভাক্' শব্দের প্রয়োগে সেবা-বৈমুখ্যকেই ভক্তিরস-জ্ঞানরূপ ভ্রান্তি হইতে রক্ষা পাইতে হইলে জানা উচিত—'অনন্যভক্ত' শব্দের অর্থ চতুর্ব্বর্গানুসন্ধানপ্রিয়তায় আবদ্ধ নহে, পরন্তু তাদৃশ চতুর্ব্বর্গানুসন্ধান হইতে ব্যতিরেকভাবে জীবকুলকে নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যেই ভগবদিচ্ছাক্রমে বিহিত। যদি কেহ স্বীয় অনর্থযুক্ত অবস্থায় আপনাকে

শুদ্ধভক্ত বলিয়া অভিমান করেন, তাহা হইলে তাঁহার মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের মতে, অজামিলের প্রথম নামোচ্চারণের পরে তাঁহার যে-সকল দুষ্কৃতির উল্লেখ আছে, ইন্দ্রিয়তর্পণপর সেইগুলি আপরের সহিত প্রণম্য বা অনুকরণীয় নহে; পরন্তু বাহিরেক-বিচারে তাহাই তাহাদের পরিহার করা কর্ত্তব্য। মুক্তপুরুষের ঐগুলি 'দোষের বিষয়' না হইলেও অমুক ব্যক্তির পক্ষে উহা কখনই 'আদর্শ' হইতে পারে না। এই সকল কথা বিচার করিতে গেলে সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, নামাপরাধে, নামাভাস ও পরে শুদ্ধ নাম—এক-শ্রেণীর মহাজনের কথা, আবার অপর শ্রেণীর মহাজনের কথা এই যে, প্রথমেই মুক্ত-পর্য্যায়ে নামাভাস ও মুক্তি, তৎপর নাম বা শুদ্ধসেবা উভয়ে সমতাৎপর্য্যবিশিষ্ট হইলেও শেষোক্ত মতের তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বাগ্রে নামাভাস, পরে ভোগময়-ধর্ম্মবর্জ্জিত ভগবদিচ্ছানুকূলে ব্রহ্মচারাদি অপরাধ-রহিত অনুষ্ঠানের হেয়ত্বদর্শন পরিহার-পূর্ব্বক উহাকেই 'ভক্তিপোষক' বলিয়া জ্ঞান হইলেও উহা ফলোদয়কালাপেক্ষা-মাত্র, তৎফলে ঐ অবস্থা হইতে পরিত্রাণ-কালে তাদৃশ অবস্থার অনধিষ্ঠানে নাম-ভজনারম্ভ দৃষ্ট হয়। এতদুভয় মতই পরস্পর এক উদ্দেশ্য-বিজ্ঞাপক। সুধী পাঠক এ-বিষয়ে ভাষা ও বিচারের পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া উভয়ের এক তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলেই নাম-সাধন-পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন। পরিশেষে আর একটী বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, অজামিলের নামোচ্চারণ কালে অর্থবাদ বা অর্থ-কল্পনারূপ 'সাক্ষাৎ অপরাধ' ছিল না; সুতরাং ঐ অপরাধজন্য অনাদ্যাবী অনন্তজ্ঞ সার্ব্বভৌমের বহুজন্মব্যাপী কোটি কোটি নামোচ্চারণের সহিত অজামিলের নামোচ্চারণ কখনই একপর্য্যায়ে বিচারাধীন হইতে পারে না।

সংকীর্ত্তন-সন্দেশ

শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসবের দিবস হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের বহু শিক্ষিত সত্যানুসন্ধিৎসু ভদ্রলোক প্রত্যহ শ্রীমঠে আগমন করিয়া ও বিভূপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিকট সম্বন্ধ-বিষয়ে নানাভাবে পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ প্রশ্নকারিগণের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর-প্রদানমুখে শ্রীহরি-ভজনই যে মানবজীবনের একমাত্র কৃত্য, তাহা শাস্ত্রযুক্তিকুলে প্রদর্শন করিয়া জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল-বিধানে নিযুক্ত আছেন। কৃপানুসরণ আচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদের অহর্নিশ শ্রীহরি-নামের আচার-প্রচার-কার্য্য ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ গত ২৯শে জুলাই তারিখে অপরাহ্ণের বাবু-কানাইয়া-লাল-বিরেটার-হলে "গীতার বাণী" সম্বন্ধে ইংরাজীতে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। রাজা কেশোরাম পিরৌ, স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও ছুগিয়ানা মন্দির-সভার সভাপতি উক্ত সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্থানীয় বহু উচ্চশিক্ষিত উকীল, ব্যারিষ্টার, জমিদার, প্রফেসার ও ছাত্র সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বিশেষ মনোযোগের সহিত বক্তৃতা শ্রবণ করেন। উক্ত স্থানে প্রচারের জন্য রায়সাহেব বনওয়ারীলাল অ্যাসিষ্টাণ্ট ইন্‌কামট্যাক্স কমিশনার; বাবু লালচাঁদ এম এ ইন্‌কামট্যাক্স অফিসার; মিঃ সর্দ্দার বাহাদুর ইন্‌কামট্যাক্স অফিসার; মিঃ জি, আর সেটী; বাবু হরনাম দাস ডেপুটিবার, বি, এ; বাবু নলিনাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় গবর্ণমেণ্ট ইণ্টার ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রিন্সিপাল; মিঃ বি, সি দত্ত; রায়সাহেব হরিরাম কোহলী, শ্রীযুক্ত ত্রিগুণোধন

মেহোদয়, বাবু চুনীলাল প্রভৃতি সজ্জন ভক্তগোষ্ঠীগণ শুদ্ধ-ভক্তি-ধর্ম্মের কথা-প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

বিগত ৯ই আগষ্ট (১৯২১) তারিখে কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠের রক্ষক শ্রীপাদ কৃষ্ণচৈতন্য ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত প্রায় ১॥ ঘণ্টাকাল বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের কথা আলোচনা করেন। নন্দলাল বাবু আরোহ-পথে শাস্ত্র আলোচনা করিতে গিয়া ব্রহ্মসাযুজ্যই চরম প্রয়োজনরূপে স্থির করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারীজী তাঁহার নিকট সৎসম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের সিদ্ধান্ত এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্তের কথা কীর্ত্তন করিয়া কৃষ্ণভক্তিকেই জীবের পরম প্রয়োজনরূপে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

১২ই আগষ্ট তারিখে ব্রহ্মচারীজী সিমলা গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটারী অফিসের অবসর-প্রাপ্ত সুযোগ্য কর্ম্মচারী রায়সাহেব শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন যে, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অপর নাম—আত্মধর্ম্ম, ভৈষধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্ম; সুতরাং তাহা কোন দেশ-কাল-পাত্রগত বা সাম্প্রদায়িক নহে, পরন্তু সংসাম্প্রদায়িক বা সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। আউল-বাউলাদি অপসম্প্রদায়সমূহ সেই ধর্ম্মের মুখোশ পরিয়া কোমল-শ্রদ্ধ ব্যক্তিগণকে বিপথে পরিচালিত করত জগতের যে মহা অমঙ্গল সাধন করিয়াছে ও করিতেছে, গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীরূপানুগ মহাজনগণের আনুগত্যে সেই সব অমঙ্গলের হস্ত হইতে জীবকুলকে রক্ষা করিবার জন্য যত্ন করিতেছেন। এতৎপ্রসঙ্গে ব্রহ্মচারী প্রভুর মুখে পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর জন্তুর সহিত মানবজীবনের বৈশিষ্ট্য, এবং গৃহস্থ ও গৃহব্রতের পার্থক্য সম্বন্ধে বহু সিদ্ধান্তপূর্ণ কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীযুক্ত কিরণবাবু আরও হরিকথা শ্রবণের বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন।

গত ১৩ই আগষ্ট সন্ধ্যাকালে পেরিয়াকোলামের মিঃ যোগিরাজ রাজম্ এম্, টি, এস্, এম্ এ, আই, এস্, এস, পি, এস্, মহোদয় অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠে গমন করেন এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ব্যাখ্যামুখে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত সুবিমল প্রেমধর্ম্মের কথা মনো-যোগ সহকারে শ্রবণ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে ভক্ত-বৃন্দ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত পরমাগতির গীতি সুললিত স্বরে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বাস্তব সত্যের কথা শ্রবণে অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহারা সানন্দে মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। ১৫ই আগষ্ট তারিখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর ভক্তিসার মহারাজদ্বয় সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলী-সহ পক্ষীতীর্থে হরিকথা প্রচারার্থ গমন করিয়াছেন।

গত ৩১শে শ্রাবণ (১৩২৮), ১৬ই আগষ্ট (১৯২১) রবিবার দিবস কলিকাতা ৯নং সাউথ সিমলাস্থ রোডস্থ শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসাবাটীতে গৌড়ীয় মঠের প্রচারকবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ গমন করিয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবধন বিদ্যার্ণব, ডাঃ শ্রীযুক্ত কিতীন্দ্রনাথ দে বি, এস্-সি, এম, বি, সিনিয়র হাউস্ সার্জ্জন কলিকাতা মেডিকেল হাসপাতাল; ডাঃ শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ খাস্তগীর এম্, এস্, এফ; শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন মজুমদার বি, এ; শ্রীযুক্ত অজিত কুমার গুহ বি, এ; শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বি, এ, বি-এল; জমিদার শ্রীযুক্ত গোপীমোহন রায় চৌধুরী; শ্রীযুক্ত গুরুদাস রায় জমিদার ও মার্চ্চেণ্ট; শ্রীযুক্ত মহিম চন্দ্র রায় জমিদার ও মার্চ্চেণ্ট; শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র কিশোর চৌধুরী; শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ ঘোষ মোক্তার, শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় কন্ট্রাক্টার, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র লাল কর, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ অধিকারী বি, এ; শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র লাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যতীশ চন্দ্র উকিল, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জানেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষিত-মণ্ডলীর সভায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ভক্তরাজ প্রহ্লাদ-চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত কি বস্তু, ভাগবতের অভিধেয়ের স্থান নির্দ্দেশক্রমে দ্বিতীয় অভিধেয়ের স্থল, যাহা এতাবৎকাল অনাবিষ্কৃত ছিল, তাহা কিরূপে শ্রীগৌড়ীয়-

মঠের আচার্য্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়, মন্বাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত চতুর্ব্বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও ভাগবত-ধর্ম্মের সার্থকতা কি, ইত্যাদি জটিল বিষয়সমূহ স্বামিজী মহারাজ উপস্থিত জনমণ্ডলীকে প্রাঞ্জল ভাষায় শাস্ত্র-প্রমাণ-বাক্যের দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করাইতে থাকিলে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার শ্রীমুখ-বিগলিত চেতনময়ী ভগবদ্বাণী শ্রবণ করিতেছিলেন।

গত ২২শে আগষ্ট (১৯২৩) শনিবার দিবস সন্ধ্যার সময় কলিকাতাবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৮এ ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার ষ্ট্রীটের শ্রীযুক্ত দামোদর মজুমদার নামক অনেক ভদ্রলোক এবং ই, আই, রেলের কমারসিয়াল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ বি, কে, বসু-প্রমুখ বহু সজ্জন ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন-পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের নিকট প্রায় দুই ঘণ্টাকাল হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। উক্ত শ্রোতৃবর্গের মধ্য হইতে দামোদর বাবু "Godhead এর Conception কিরূপে করা যাইতে পারে," এই প্রশ্ন-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ "বাঙ্‌মাত্রা প্রবচনেন লভ্যঃ" উপনিষদের এই মন্ত্র ব্যাখ্যানুখে বলেন যে, মানব তাহার নিজের বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা কখনও ভগবদস্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে না। ভগবান্ স্বয়ংপ্রকাশবস্তু। তিনি কৃপাপরবশ হইয়া শরণাগত জীব-সমীপে উপনীত হইলে ভগবৎকৃপায় তাঁহারই ভগবদ্দর্শন সম্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, স্বপ্রকাশ সূর্য্যকে যেমন মানুষ রাত্রি-কালে শত সহস্র আলোকের সাহায্যে দর্শন করিতে পারে না এবং সূর্য্য যেমন নিশাবসানে স্বয়ং উদিত হইয়া লোক-লোচনের গোচরীভূত হন, সেইরূপ ভগবান্‌ও স্বয়ং যখন ভগবদনুগ্রহপ্রার্থী জীবহৃদয়ে আবির্ভূত হন, তখনই ভগবদ্দর্শন সম্ভব হয়।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ ভগবদনুকম্পাপ্রার্থী জীবের সুসঙ্গ-বর্জ্জনের কথা বলিতে গিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলেন যে, শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ-মানসে বাদশার কারাগার হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার এক-জন ভৃত্য ঈশান সপ্তস্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে লইয়া তাঁহার অনুগমন করেন। সেই সপ্তমুদ্রাই কিরূপে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের বিঘ্নোৎপাদক হইয়াছিল এবং সনাতন গোস্বামী সেই অনর্থ-বিষয়ী ভৃত্যের সঙ্গ বর্জ্জন করিয়া কিরূপে ভগবদনুসন্ধানে ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়াছিলেন, ইত্যাদি আলোচনা দ্বারা দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন ও সৎসঙ্গ গ্রহণই যে ভগবদালোচনার অনুকূল পথ, তাহা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন।

গত ২৩শে আগষ্ট রবিবার প্রাতে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট পোষ্টমাষ্টার জেনারেল শ্রীযুক্ত শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম, এ মহাশয়দ্বয় শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন-পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলে প্রভুপাদ তাঁহাদের সহিত বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা আলোচনা করেন।

বিগত ১১ই ভাদ্র (১৩৩০), ২৮শে আগষ্ট (১৯২৩) মঙ্গলবার দিবস শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীবলদেব-প্রকট-মহোৎসব মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বক্তৃতা শ্রবণ-পিপাসু হইয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের বহু ভক্ত এবং কলিকাতার বহু সজ্জন ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয় মঠে সমবেত হইয়াছিলেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে শ্রীগৌরবিহিত কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল। শ্রীশ্রীগৌরবিনোদানন্দজীউর সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগৌড়ীয় মঠের সুবৃহৎ সারস্বত নাট্যমন্দিরটী জনতায় পরিপূর্ণ হইলে শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার স্বভাব-সুলভ সুললিত স্বরে "যাদের দেহ গেহ যো কিছু মোর" গানটি কীর্ত্তন করেন। দিনাজপুরের জমিদার রাজর্ষি বেদান্তভূষণ রায়সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ, প্রোক্ত, নদীয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত নবরত্নচন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ, কলিকাতার জমিদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, রায়সাহেব শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য কালেক্টর একসাইজ কলিকাতা, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত অখিলবন্ধু সাহা মার্চ্চেণ্ট, রায়সাহেব শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্ত, অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেলিসিটর পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত যদুনাথ দে, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ মুখোপাধ্যায় পোষ্টমাষ্টার বিডন ষ্ট্রীট, ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন গাঙ্গুলী, ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীযুক্ত সতেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস

প্রভৃতি বহু বিদ্বজ্জন ভক্তলোক এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের বহু ভক্তমহিলা এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। অনন্তর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিরাট্ বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর নিকট সন্ধ্যা ৭-২৫ মিঃ হইতে ৮-২৫ মিঃ পর্য্যন্ত এক ঘণ্টাকাল "শ্রীশ্রীবলদেবতত্ত্ব" বিষয়ে একটি সুগবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন। সমবেত জনমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। প্রভুপাদের বক্তৃতার পর পুনরায় মহাজন-পদাবলীর কীর্ত্তন হইলে সমবেত জনমণ্ডলীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। আমরা সময়ান্তরে শ্রীল প্রভুপাদের এই বক্তৃতা গৌড়ীয়ে প্রকাশিত করিবার আশা পোষণ করিতেছি।

বিগত ৩০শে শ্রাবণ রবিবার দিবস ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠরক্ষক অধ্যাপক শ্রীপাদ বনবর ভক্তিশাস্ত্রী কতিপয় ভক্ত সমভিব্যাহারে জেলার নিকটবর্ত্তী লক্ষ্মণপুর-গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রসুন্দর মুন্সী মহাশয়ের ঐকান্তিক আগ্রহ ও আহ্বানে তদীয় ভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবশিক্ষা-লীলা-বিষয় পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবুর হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাপ্রবৃত্তি প্রশংসনীয়। ৩রা ভাদ্র (১৩৩৮) তারিখে রামামৃতপল্লীর মার্চ্চেণ্ট শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র লাহা মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র লাহা বি, এ মহাশয়ের বিশেষ আহ্বানে ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কতিপয় ভক্তসহ কালীপাড়া গ্রামে লাহা মহাশয়ের ভবনে গমন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শুকদেব পরীক্ষিৎ-সংবাদ পাঠ করেন। গ্রামবাসী সকলেই জীবের নিত্যমঙ্গলের কথা শ্রবণে বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন।

বিগত ৭ই ভাদ্র সোমবার দিবস শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে বহরমপুর কলেজের প্রফেসার শ্রীযুক্ত দীনদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ মহোদয় বন্ধুবর্গ-সমভিব্যাহারে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীবিগ্রহ-দর্শনার্থ গমন করেন। শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী প্রভুর সহিত তাঁহার শ্রীধাম-মায়াপুর ও শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা-সম্বন্ধে অনেক কথা আলোচনা হইয়াছিল। ৯ই ভাদ্র তারিখে শ্রীরাধাষ্টমীবাসরোচিত ঝুলনযাত্রা-উৎসবোপলক্ষে কলিকাতা হইতে বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা শ্রীধাম-মায়াপুরে গমন করিয়া শ্রীযোগপীঠ ও শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীবিগ্রহ-দর্শনে পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন। ঝুলনযাত্রা-উৎসব-উপলক্ষে শ্রীধাম-মায়াপুরে এইরূপ ভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের বহু যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের মহাসহোৎসবোপলক্ষে প্রথম দিবসের বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা গত ৭ই ভাদ্র ২৩শে আগষ্ট রবিবার দিবস অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির হইতে বহির্গত হইয়া বাগবাজার ষ্ট্রীট্, আপার চিৎপুর রোড্, শোভাবাজার ষ্ট্রীট্ প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট রাস্তা দিয়া এবং ১০ই ভাদ্র, ৩০শে আগষ্ট রবিবার দিবস দ্বিতীয় দিবসের বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাগবাজার ষ্ট্রীট্, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, বাণিকতলা স্ট্রীট্, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ প্রভৃতি পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট রাস্তার উপর দিয়া শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিতে করিতে সন্ধ্যা ৭টার সময় শ্রীগৌড়ীয় মঠে পুনরাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

উক্ত দিবসই অপরাহ্ণ ২ ঘটিকা হইতে বিরাট্ নগর সঙ্কীর্ত্তন-বাহিনী শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সুবৃহৎ নাট্যমন্দির এবং শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে সমবেত হইতেছিলেন। নাট্যমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী-শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে বহু নৃত্য-কীর্ত্তন করিবার পর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আদেশক্রমে বিচিত্র স্বরূপতাকা-শোভিত বিপুল সঙ্কীর্ত্তন-বাহিনী শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের অনুগমন-পূর্ব্বক মৃদঙ্গ-করতাল-শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসর প্রভৃতি বাদ্যাদি-সহ শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন-ধ্বনিতে দিগ্‌বিদিগন্ত কম্পিত করিয়া অপরাহ্ণ ৪টার সময় শ্রীমঠ হইতে বহু জনাকীর্ণ রাজপথে বহির্গত হইয়াছিলেন। সহস্র সহস্র কীর্ত্তনীয়ার সমবেত নৃত্য ও কীর্ত্তনের সুমধুর ধ্বনি বহু মৃদঙ্গ, করতাল এবং নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের মঙ্গল-গীতির সহিত মিলিত হইয়া কর্ণকোলাহল-পূর্ণ কলিকাতা মহানগরীর বিস্তীর্ণ রাজপথে তুমুল কৃষ্ণকোলাহলময় বৈকুণ্ঠ-ধ্বনির অবতরণ করাইয়া সর্ব্বজীবের আত্যন্তিক কল্যাণ-বিধান করিয়াছিল। ব্রহ্মাণ্ডভেদী বৈকুণ্ঠধ্বনিতে কৃষ্ণেতর কোলাহল সম্পূর্ণ তিরোহিত হওয়ায় শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তনের সর্ব্বমঙ্গলময়

অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম বহুক্ষণ মুহূর্ত্তের জন্যও আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কর্ণপথগত হইয়াছিল। রাজপথের উভয় পার্শ্ব অগণিত দর্শক ও শুভ্রদূর সমাগমে অপার্থিব সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছিল।

দ্বিতীয় দিবসের বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তনবাহিনী শ্রীল পরমহংস ঠাকুর এবং ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী মহারাজগণের নেতৃত্বে বাগবাজার ষ্ট্রীট অতিক্রম করিয়া কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিলে তথাকার সর্ব্বপ্রকার যান-বাহনাদির গমনাগমন মুহূর্ত্ত-মধ্যে স্থগিত হইয়া গেল এবং সকলেই বিস্ময় ও আনন্দবিস্ফারিত নেত্রে শ্রীহরির অপ্রাকৃত বৈভব ও নামকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া নিজকে ধন্যাতিধন্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র কণ্ঠকণ্ঠে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত "রাধা-কৃষ্ণ বল বল, বলরে সবাই" এবং "কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া" প্রভৃতি পদগুলি কীর্ত্তিত হইয়া সকলের প্রাণে কি যে এক অপূর্ব্ব নির্ম্মল আনন্দের সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। উক্ত দিবসই নির্দ্দিষ্ট রাস্তাগুলির উপর দিয়া এইরূপ ভাবে ভুবনমঙ্গল শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিতে করিতে বিপুল সঙ্কীর্ত্তনবাহিনী অপরাহ্ণ ৭টার সময় পুনরায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক বহু নৃত্যগীতের দ্বারা শ্রীশ্রীগৌরবিনোদানন্দগৌড়ীয় অভিনন্দন করিয়া শ্রীভগবৎপ্রসাদ সম্মান-পূর্ব্বক কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন।

বিগত ৬ই ভাদ্র হইতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসব-উপলক্ষে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ অসংখ্য ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলা শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও পাঠ-কীর্ত্তন-শ্রবণার্থ আগমন করিয়াছিলেন। শৃঙ্গার-কার্য্যে সুনিপুণ ভক্তগণ শ্রীশ্রীগৌরবিনোদানন্দগৌড়ীয়কে নানারূপ সুগন্ধি পুষ্প, উত্তম বসন ও বহুমূল্য অলঙ্কারাদি দ্বারা এরূপ দেবোচিতের সহিত সুসজ্জিত করিয়াছিলেন যে, শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব রূপ-মাধুর্য্য-দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া দর্শকবৃন্দের দর্শন-পিপাসা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছিল। শ্রীগৌড়ীয় মঠের বৃহৎ সারস্বত নাট্যমন্দিরটি বৈদ্যুতিক আলোক ও নানারূপ বিচিত্র বর্ণের বস্ত্রদ্বারা অত্যন্ত পারিপাট্যের সহিত সুসজ্জিত করায় দর্শকবৃন্দের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। ঝুলনযাত্রার কয়দিবস শ্রীগৌড়ীয়মঠে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান এবং কলিকাতা হইতে এত শিক্ষিত সজ্জনমণ্ডলী ও ভদ্রমহিলার সমাগম হইয়াছিল যে, প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৬টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয় মঠের সুবৃহৎ নাট্যমন্দির, জগমোহন, অলিন্দ, দ্বিতল ও একতলের সমুদয় সেবকবৃন্দ জনতায় পরিপূর্ণ থাকিত। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের উৎসবের দিন হইতে শ্রীমঠে প্রত্যহ সকালে ত্রিদণ্ডিস্বামিগণ-কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, অপরাহ্ণে গৌড়বিহিত কীর্ত্তন, সন্ধ্যারাত্রিকের পর পুনরায় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং তদনন্তর মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইত। সৌভাগ্যবন্ত জনগণ প্রত্যহ শ্রীগৌড়ীয়-মঠে আগমনপূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহ দর্শন, শুদ্ধ ভক্তগণের শ্রীমুখে পাঠ-কীর্ত্তন শ্রবণ এবং বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া মানব জীবনের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন।

১১ই ভাদ্র, ২৯শে আগষ্ট শুক্রবার দিবস অপরাহ্ণে নদীয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ, শ্রীযুক্ত সরলী পাল সরকার রিটায়ার সিভিলসার্জ্জন, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মিত্র, শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার মুখোপাধ্যায় এবং কলিকাতার আরও বহু সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন-পিপাসু হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। প্রভুপাদ সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত তাঁহাদের নিকট অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

ভক্তিভূষণ মহাশয়ের প্রশ্ন ছিল—"শিবের মন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভু নৃত্য-কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং শিবের প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা দ্বারা আমাদের কি শিক্ষালাভ হয়? শ্রীল প্রভুপাদ উত্তরে বলেন,—ভক্তের প্রসাদ সকলেরই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। (মহাপ্রভু ভুবনেশ্বর শিব-মন্দিরে নৃত্য-কীর্ত্তন করিয়া অনন্তপাত্র-দ্বারে যে নির্ম্মাল্য মহাপ্রসাদ শিবকে প্রদত্ত হয়, তাহাই গ্রহণ করিয়াছিলেন)। ভক্তিভূষণ মহাশয় পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—কিন্তু শিব-নির্ম্মাল্য অস্পৃশ্য কেন?" প্রভুপাদ বলিলেন,—উহা শাস্ত্রসঙ্গত নহে, কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-পদ্ধতি মাত্র। কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত-ব্রাহ্মণ-বিচারে—দেবতাগণই তাঁহাদের আরাধ্য; শিব অনার্য্যদেবতা, সুতরাং ব্রাহ্মণের নমস্য নহেন। রামচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র সম্বন্ধেও এরূপ আপত্তি শুনা যায়। "ধামুনের ঠাকুর, সূত্রের ঠাকুর"—এরূপ বিচারও কর্ম্মজড়দিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। ভগবান্ এবং ভগবদ্ভক্তগণ সম্বন্ধে প্রাকৃত জাতিকুল-

বিচার অপ্রাসঙ্গিক। এতৎপ্রসঙ্গে প্রভুপাদ "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং", "যথা তরোর্মূলনিষেচনেন", "যত্র যত্রকথাঃ গোকুলে", "স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্", "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ" প্রভৃতি শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের স্বরূপ নির্দ্দেশ করেন।

শ্রোতৃবৃন্দের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সবনী বাবু পার্থিব সকল অনুষ্ঠানকেই ভগবানের সেবারূপে নির্দ্ধারণ করিতে চাহিলে প্রভুপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দসরস্বতীপাদের "স্ত্রী-পুত্রাদি-কথাং ত্বদ্বিমুখজনসঙ্গাদ্দূরতো হিত্বরিণঃ" প্রভৃতি বাক্য এবং "নামাকারি বহুধা নিজ-সর্ব্বশক্তি-স্তত্রার্পিতা" প্রভৃতি ভগবদ্বাক্য আলোচনাপূর্ব্বক সবনী বাবুর এই ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, তাহা প্রমাণিত করিয়া বলেন,—ভগবানের সেবা অপার্থিব; আমাদের কর্ণে যদি বৈকুণ্ঠনাম একবার মাত্র প্রবেশ করে, তাহা হইলে আর কোন অমঙ্গল থাকিতে পারে না। শ্রীহরিনামে অনুরাগ হইলে জীবের সর্ব্বার্থসিদ্ধিলাভ হয়।

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ-প্রকট-বাসরে

দীনের অর্ঘ্য

বাণী-বিনোদ-কুঞ্জ-ভবনে উঠিছে মধুর তান
(যেন) ব্রজ-বিপিনের মূর্চ্ছনা-ভরা যমুনার কল-গান ;
চিদ্‌ঘন রসে নিত্য মাতোয়ারা
পরেশানুভবে যাঁরা আত্মহারা
গোলোক-রাগিনী আলাপ-বিভল সেবা-সরস-প্রাণ।

নীরব করিয়া মহানগরীর মুখর গণ্ডগোল,
মিলিত ছন্দে চেতনানন্দে বিপুল নামের রোল ;
অগণে যাহারা ছিলরে সুপ্ত
ঘন ঘুমঘোরে চেতনা-লুপ্ত
তারাও জাগিয়া গাহিছে হর্ষে জয় জয় হরি বোল॥

"আজিকার দিনে কে এল জগতে, কেগো সেই মহাজন ?
কা'র আরাধনে সেবক-সঙ্ঘ আনে নানা উপায়ন ?
গৌরাঙ্গচন্দ্রের অতি প্রিয়তম
সাধিতে প্রভুর যাহা গুরুতম
শুভসম্বোজ্জ্বল ভাগবতী তনু কৈলা আজি প্রকটন॥

যোগ-যাগ-জ্ঞান-স্মার্ত্তাচারের কঠিন কবচ-ক্লেশ,
অবিদ্যা-তিমিরে মগ্ন ভুবন চিনে না ভক্তির দেশ ;
চূর্ণ করিয়া জড় আবরণ
অন্ধ নয়নে হানিতে কিরণ
নিখিল বন্ধু ভক্তিবিনোদ আইলা ধরণ বেশ॥"

কালের সিন্ধু গড়াসিতে নারে মুনিত্যা ভক্তমা তিথি
গৌরজনের মানস-কমলে স্মরণ যখন নিতি
কৃষ্ণভক্তিপূত অমল হৃদয়
তাঁর অধিষ্ঠানযোগ্য ভূমি হয়
তুষিবারে তাঁর, নবীন অর্ঘ্য—মাধবসেবন-প্রীতি॥

দৈন্যনিশীড়িত জীবকুল যবে না দেখি' উপায় আর
আর্ত্ত কণ্ঠে বিধাতার পায়ে নিবেদিল হাহাকার,
ওহে দয়াময় বৈষ্ণব ঠাকুর !
বিলাতে করুণা গৌরাঙ্গ-প্রচুর
তখনি তোমার হ'ল আগমন ছুঁইতে অবনী-ভার।

ধরাতল বলিয়া বিশ্বমানব পূজে বটে অনেকেরে,
কিন্তুরে এমন অহৈতুক দয়া ভূতলে দেখেছে কেরে ?
অন্ধ যত জন করিছে রোদন
তার নিধি সনে অমৃত মিলন
হায় গো অবোধ বিপথ পান্থ ঘুরিছে মায়ার ফেরে।

কৃষ্ণসেবাহীন বিমুখ ধরণী আতপ-তপ্ত মরু,
বিস্তারিলে দেব ! চির সুশীতল কল্যাণ-কল্পতরু ;
দেখায়ে সেবার ধ্রুব আলোক
করিলে অবনী অমৃত অশোক
পিয়াসী জনেরে দিলে হে বাঁটিয়া নামযজ্ঞের চরু॥

শাস্ত্রসিন্ধু মথি' তুমি' অমৃত সরল ভাষায় রচিলে সার,
শত শত গ্রন্থে করিলে লুপ্ত পরিপূর্ণতম পরমা তার।
শুদ্ধভক্তিধনে দিতে সেবা-মতি
কৃপা করি' দিলে 'শ্রীপরমগতি'
'গীতাবলী' গানে তাপিত হিয়ায় নিতে যায় হাহাকার॥

জীবের স্বরূপ সেবোন্মুখময়ী পূর্ণচেতনের শোভা,
ধর্ম তাঁহার নিত্য সম্পদ—রাধাকৃষ্ণ মনোলোভা;
প্রতারিত মোরা ভুলিয়া স্বরূপ
ব'রেছি মায়ার নীরস বিরূপ
তুমি না জাগিলে ভ্রান্ত জগতে এ কথা জানাত কেবা?

গৌরবিহিত শুদ্ধ সুনির্মল কীর্তন-গঙ্গাধারা
দুশ্চক্রীদলের বক্র গতিতে হয়েছিল হতোদ্যমা,
ভক্তিপ্রবাহের ওহে ভগীরথ!
পূরাইলে সবা গৌর-মনোরথ
কৃপার প্লাবনে জাহ্নবী আজি প্রচারে পাপনপারা।

এসেছে এখন কল্যাণময়ী নিবিড় করুণা বরষা
শ্যাম-ঘন-স্নেহে চির কমনীয়া সরস শ্যামল ধরণী,
বিকশি উঠেছে অমৃত পরাগ
দিকে দিকে নব মঙ্গল গান
অখিল চিত্ত লভিয়া বিত্ত নমিছে নিখিল তরণী।
(আজি) নেমেছে তোমার করুণা ধারায় চরম সিদ্ধা বরষা॥

শোনরে বধির কাণ পেতে শোন্ উচ্ছল কল গান,
ওই বাগিনীতে ঘেরে যে তাদারে ভীর্ণ ভিক্ত প্রাণ;
আর কত কাল রবি আঁকড়িয়া,
প্রাণহীন শব দেহ আলিঙ্গিয়া
ধরমের নামে দানবের পথে করিবি কি আয়দান?

আউল, বাউল, নাগরীর দল গৌর-ভজন-ছলে,
মায়ার মহিমা প্রচারিল সবে নানা কল-কৌশলে।
পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রথম নেশায়
শিক্ষিত সবে ঘুরে সরি' যায়—
বৈষ্ণবের প্রতি পূর্ণ ঘৃণায় ভিড়ে মিশনারী দলে।

তালোচনা-ব্রত 'অভিজ্ঞানি'গণ না পেয়ে কোনই দিক্
নাইকো ব্রহ্ম, নাই ভগবান্—ইহাই করিল চিক্,
পূর্ণ চেতনের না পেয়ে উদ্দেশ
চরমে বরিয়া ব্রহ্ম নির্বিশেষ
সবিশেষবাদী সাত্বত-শাস্ত্রে দিল শত শত ধিক্।
সোহং-বিচারে মায়ার প্রগরে সাজিল নির্বিশিষ্ট॥

শ্রীকরশোভিত পাঞ্চজন্য ফুকারিল সেই ক্ষণ—
"আয় আয় ওরে কে আছ কোথায় নিদ্রায় অচেতন
পেয়েছ দুর্লভ মানব-জনম
লওরে অমিয় ভকতি-ধরম
যা' কিছু তোমার গৌর-চরণে করগো সমর্পণ।

দেব! বাণী তব মৃত্যুহারী মৃত্যুময় ভুবনের মাঝে,
আজিও রয়েছে যেই রুদ্ধ কক্ষে শত ঘুমা কাজে।
তোমার উদার আহ্বান বাণী
সহজ সরল দীপ্ত রাগিনী
রুদ্ধ ভবনে ঘুচ কর হানি' ভজাবে যুগল-রাজে।

অপূর্ব তোমার আচার প্রচার শ্রীগৌরশিক্ষা-সার,
প্রচারবিহীন শবের সমাজে তুলনা কোথায় তার?
মনোধর্মিবল পড়ি' মায়াজালে
নানা দুষ্টমত ঘোরে কলিকালে
বলিয়া তাদের নিরপেক্ষ তুমি গাঁথিলে শ্রীনাম-হার॥

গৌরযোগ-পীঠ মায়াপুর ধাম পুনঃ প্রকাশিলে তুমি,
আঁখি বিথারিয়া হেরিল সবাই অভিন্ন ব্রজের ভূমি;
চিন্ময় পদ্মের অপ্রাকৃতালোক
নাশিল জীবের সংশয়-শোক
অধম অবশ, নিরবশ আজি, শ্রীধামের রেণু চুমি'।

ভক্তিবিনোদন বিভু তব হিয়া কভু না মানে আমোদ
গৌরকুপিত্রতধর্ম! গৌরপ্রীতে তোমার প্রমোদ;
স্বকার্য্যে সতত যেথালে জগতে
প্রেয়কে পূজিতে প্রেয়ঃ বিধিমতে
বিতরিয়া গোরা প্রেম-মধু, ভকতির কৈলে সুবিনোদ॥

প্রভু শিখাইছ অনিশ, সেবা ছাড়া নাই কৃত্য ধন,
সেবাহীন জীবনের নাই বিশ্বে, নাই কোনো প্রয়োজন;
শুধু বিধি-বলে প্রেয়ঃ-সেবা-রীতি
মাধুর্য্য-পথের এ নহে পীরিতি
প্রেম অনুরাগে প্রেয়ঃকে যচিতে তোমার আকিঞ্চন।

বিবর্ত্ত-পতিত বিশ্বমানব চিনিত না 'চিন্তামণি'
মূল্য ধনিয়া শুক্তি বরিত তাজিয়া রতন-খানি ;
তুমি জানাইলে শ্রীনাম-মহিমা
নামের লহরি ! যত কৃপা-সীমা,
কাচসুদ্ধ জীবে করিলে দয়ায় চিন্তামণি ধনে ধনী ॥

আজি এ কল্যাণ কনক উষায় মিলিয়া ভক্তগণ
সুললিত তানে শুভ গুণগাথা করিতেছে কীর্ত্তন ।
ওহে মহাত্মন্ ! গৌরশক্তিধর !
তোমার মহিমা কি গাবে পামর ?
অসীম তোমার করুণা-বারিধি—ছুঁইতে একটী কণ
তোমারি দয়ায় তোমারি চরণে মূকের এ' আলাপন ॥

'জীবধর্ম্মে' হইবে জাগিতে লভিতে ভক্তি-দীক্ষা
তাইত পেয়েছ পতিতের তরে 'শ্রীগৌরহরির শিক্ষা'
আজিও যাহারা আমার মতন
তিমিরের দেশে স্বপন-মগন
অমর জীবন করিবে বরণ লভিয়া করুণা ভিক্ষা ।
দীনের লাগিয়া রহে কৃপাবারি—শ্রীগৌরচাঁদের শিক্ষা ॥

অনাদিবিমুখ হে মোর চিত্ত, নব জাগরণে জাগি'
করুণা-কিরণে বিকচ ধরণী, লওরে জীবন মাগি ;
জড়তার মোহ, শত তুচ্ছ ভয়
বিসরিয়া আজি হও নির্ভয়
মহাপুরুষের চরণ-সরোজে নব রাগে অনুরাগী
জেগে উঠি' প্রাণ হও আগুয়ান্ শ্রীহরিসেবন লাগি' ॥

ঢাকা
ফরিদাবাদ } শ্রীঅপর্ণা দেবী

মহামহোৎসব-পূর্ণাপ্তি

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব

গত ৯ই আশ্বিন গৌড়ীয়মঠের মাসাধিকব্যাপী মহামহোৎসব পূর্ণ হইয়াছে। গত বৃহস্পতিবার ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব-উৎসব এবং সমগ্র উৎসব মহা সাফল্য-গৌরবের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ উদ্যোগে শুদ্ধ হরিকথা-কীর্ত্তন-বন্যা অদ্বৈতসর্ব্বস্ববাদের ভূমিকা-সমূহকে উজ্জীবিত করিয়া কিরূপভাবে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা দর্শন ও অনুভবের বিষয়। রোগিসঙ্ঘের রোগ যেরূপ সুকঠিন, অপরদিকে রোগিগণ যেরূপ শ্রেয়োবরণে অনিচ্ছুক, চিকিৎসকের অযাচিত অনুকম্পার-ধরার প্রগাঢ়তাও তেমনই অনন্ত ও গভীরতম। সুতরাং হরিকথার কীর্ত্তন-দুর্দ্দিন, বহির্ম্মুখতার মহামারী প্রবল হইলেও সেই কৃষ্ণশক্তি সর্ব্বপ্রকার বাধাকে অতিক্রম করিয়া গোলোকের বন্যায় ভূলোক ভাসাইয়া দিতেছেন। সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী যে জনসাধারণের অবধানের রত্ন-মঞ্জুষা উদ্ঘাটন করিয়াছে, তাহা কেবল বঙ্গদেশ নয়, সমগ্র বিশ্বের বুঝিবার ও বুঝিয়া উপকৃত হইবার দিন আসিতেছে শ্রীনিত্যানন্দের বঙ্গলময়ী ইচ্ছায় প্রদর্শনী এবং মহোৎসব নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রদর্শনী অনেক অজ্ঞাতনামাকে কৃষ্ণাভিলাষী করিয়াছে, অনেক কর্ম্মপ্রবীণকে সেবা-প্রবণতার পথের যাত্রী করিয়াছে, অনেক কুতার্কিককে শ্রৌত-নিষ্ঠ করিয়াছে এবং অনেকের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের অনেক উপাদান ও পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া দিয়াছে। অচৈতন্য জগতে চৈতন্যবাণী বিস্তারের এরূপ লোকোত্তর উদ্যম ও উৎসাহ বিশ্ববাসী সুপ্ত জনগণের অধিক কি, নৈসর্গিক বিদ্বেষিগণেরও হৃদয়ে চমৎকারিতার উৎস উদ্ঘাটন করিয়াছে। অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-ধারা গৌড়দেশের ঘরে ঘরে

ত্রতকথা বা প্রধান সংবেশরূপে কীর্ত্তিত ও আলোচিত হইতেছে। মঠের সেবকগণ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবায় অকৈতবভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীচৈতন্য-নিত্য-জনের মনোহভীষ্ট-পূরণে সহায়তা করিয়াছেন। যে-সকল কর্ম্ম-প্রবীণ স্বেচ্ছাসেবকগণ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এই কীর্ত্তন-মহোৎসবের যে কোনরূপ আনুকূল্য করিয়াছেন, তাঁহারাও মঙ্গল-মার্গের পথে যাত্রী হইতে পারিবেন। প্রদর্শনীর মধ্যে যে-সকল সদাশয় ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যাদি প্রদর্শনার্থ প্রদান ও প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও আমরা অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রদর্শনী-প্রসঙ্গ

শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়েই দানের প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করিয়াছেন। ভোগ সঙ্কুচিত করিবার জন্য দান বা ত্যাগের ব্যবস্থা শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়েই অনুমোদন করে। সাংসারিক লোক বা গৃহস্থ ব্যক্তিগণ নিজের ভোগ বা ভোগ্য স্ত্রী-পুত্রাদির ভোগের জন্য যে-সকল অর্থ আহরণ বা সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহার ত্যাগ যদি তাঁহারা দেবতা, ঋষি, মনুষ্য প্রভৃতিকে দান না করেন, তাহা হইলে কখনই তাঁহাদের ভোগ-সঙ্কোচ বা নিবৃত্তির পথে মতি হইতে পারে না। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ শ্রীভগবানের নাম-প্রচারের জন্য যাবতীয় অর্থ, শক্তি, বিদ্যা, বুদ্ধি সংগ্রহ করেন; এমন কি, তাঁহাদের ব্যক্তিগত পূর্ব্ব লৌকিক ও সামাজিক জীবনের স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়-স্বজনের গ্রাসাচ্ছাদনার্থ একান্ত প্রয়োজনীয় অর্থ-সঞ্চয়ের শক্তি, প্রয়োজনীয়তা ও অর্থাহরণ-চেষ্টাকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের নাম-প্রচারের জন্য অর্থ ও শক্তিকে নিয়োজিত করিয়াছেন। তাঁহারা যে-কিছু অর্থ সঞ্চয় করেন, যে-কিছু খাদ্য, পণ্য আহরণ করেন, তাহার প্রত্যেকটি কপর্দ্দক, প্রত্যেকটি পণ্যের মালিক—কৃষ্ণ। যদি তাঁহারা কখনও ঐ কপর্দ্দকের একটিও তাঁহাদের হরিসেবাবিহীন জীবনের মুহূর্ত্তমাত্র সেবার জন্য অপব্যয় করেন, তাহা হইলে তাঁহারা আর অনুক্ষণ সর্ব্বোক্তিতে হুঙ্কারপ্রদানকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন না।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ শ্রীকৃষ্ণের সেবা-সম্পত্তির সেবক। তাঁহাদের নিজেদের ভোগের কিছুই নাই। যাহা আছে, তাহা সকলই কৃষ্ণের সেবার উপকরণ। সেই কৃষ্ণের সেবার উপকরণকে তাঁহারা কি করিয়া দান বা ত্যাগ করিবেন? কৃষ্ণের সম্পত্তি কি করিয়া অন্য কাজে ব্যয় করিয়া ফেলিবেন?

শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ কোন অপব্যয় করেন না। কৃষ্ণসেবা-সম্বন্ধরহিত হইয়া ব্যষ্টিগত বা সমষ্টিগত ভোগার্থ যাহা ব্যয়, তাহাই অপব্যয়। বিড়ালের বিবাহ, পুতুল-বিবাহ, কেবলমাত্র ভোগসর্ব্বস্ব মনুষ্যের বিবাহ, ভোগের অধিকতর ইন্ধন-সংগ্রহের জন্য চণ্ডী-বিষহরির পূজা-উৎসবে অর্থ-ব্যয়, নাস্তিকতার শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য অর্থ-ব্যয়—অপব্যয় মাত্র; কিন্তু শ্রীভগবানের শ্রীমন্দিরের চূড়ায় দীপাবলি-প্রজ্বালনোৎসবে—ভগবানের নাম-প্রচারে—ভগবানের লীলাভিনয়-বিস্তারে যে অর্থ-ব্যয়, তাহা অপব্যয় নহে। সুতরাং যে সামাজিকগণ বিড়ালের বিবাহে, পুত্রকন্যার বিবাহে, চণ্ডী-বিষহরি-পূজায়, নাটক-সিনেমার অর্থের অপব্যয় করেন, তাঁহারা বন্যা-দুর্ভিক্ষাদিতে দান করিয়া ত্যাগ শিক্ষা করুন—ইহাই শাস্ত্রবিধি। ঐ সকল ভোগের কার্য্যের ব্যয় সঙ্কোচ করুন; কিন্তু যেখানে শ্রীভগবানের ভোগ-বর্দ্ধন-সেবা, সেখানে ব্যয়-সঙ্কোচের কথা ভগবানের বিরুদ্ধে অভিযান মাত্র। ভগবানের সেবায় ব্যয়-সঙ্কোচ করিবার পরিবর্ত্তে ব্যয় আরও অধিকতরভাবে পরিবর্দ্ধনই করিতে হইবে। কৃষ্ণের ভোগ-বর্দ্ধন এবং কর্ম্মকাণ্ডের ভোগ-সঙ্কোচ-শিক্ষাপ্রদানের জন্যই ভগবান্ ব্রজে ইন্দ্রযজ্ঞ বারণ করিয়া ইন্দ্রযজ্ঞার্থ আহৃত উপকরণের দ্বারা গোবর্দ্ধন

গোবর্দ্ধনের সেবা শিক্ষা দিয়াছিলেন। আমরা যেরূপ কর্ম্মকাণ্ডীয় রীতিতে দুর্গোৎসবে দুর্গাদেবীর দশ হাত কাপড়ের পরিবর্ত্তে আড়াই হাত পরিমাণ একখানি বস্ত্রখণ্ড দিয়াই পূজার ব্যয় সঙ্কোচ করিবার আদর্শ দেখাই এবং নিজ-পত্নীর জন্য গাউন আকারে বস্ত্র পরিধানের আবশ্যকতা বিচারে দশ হস্ত পরিমাণ বস্ত্রেও কার্য্যসিদ্ধির অভাব মনে করিয়া দ্বাদশ হস্ত-পরিমিত বারাণসী শাড়ি ক্রয় করিয়া থাকি, সেরূপ কর্ম্মকাণ্ডীয় পূজা-উৎসবাদির বিচার কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা, স্বরাট্ কৃষ্ণের পূর্ণতম ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ হইতে দাবী করা শ্রীগৌড়ীয়-মঠের উদ্দেশ্যগুলাইয়া দেখিবার চিন্তাশক্তির অভাব-জ্ঞাপক।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ কৃষ্ণের সেবা-সম্পত্তির সেবক; তাঁহাদের নিজেদের ভোগের কিছুই নাই। তাঁহারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া যে-সকল অর্থ বা বস্তু সংগ্রহ করেন, তাহার প্রত্যেকটি কৃষ্ণের বস্তু বলিয়াই তাঁহারা জানেন। যখন যখন অপরের নিকট ছিল, তখনও কৃষ্ণেরই সম্পত্তি অপরের নিকট গচ্ছিত ছিল। যাঁহাদের নিকট এই সম্পত্তি গচ্ছিত ছিল, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা সেই সম্পত্তি নিজেদের ভোগে লাগাইয়া তাহার অপব্যয় করিতেছিলেন, কেহ বা কৃপণতারূপ ইন্দ্রিয়তর্পণ বা ভোগবিশেষে সেই সম্পত্তি নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। সুতরাং সাধারণের অর্থ বলিয়া যে-সকল কথা, তাহা "সকলের মালিক কৃষ্ণ বলিয়া একজন মূল বস্তু আছেন"—এই বাস্তব সত্য ভুলিয়া যাইবার পরের কথা, তাহা নাস্তিকতার উপসর্গ-বিশেষ। সাধারণের নিকট গচ্ছিত কৃষ্ণের অর্থ কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করাই সদ্ব্যয়ের পরাকাষ্ঠা, শ্রীগৌড়ীয় মঠ তাহাই করেন। ঐরূপ সদ্ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া তাঁহারা অন্য কোন কার্য্য করিতে পারেন না।

যাঁহারা আপনাদিগকে সামাজিক বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদের নিজের বলিতে সবই—এরূপ অভিমান তাঁহাদের মজ্জাগত। তাঁহারা যে ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তকে কিছু দান করেন, তদ্দ্বারাও মনে করেন, "আমাদের অর্থ পাইয়া ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণ লাভবান্ হইলেন। কর্ত্তা আমরা ভগবান্‌কে সাহায্য করিলাম।" আমাদের নিকট গচ্ছিত ভগবানের সম্পত্তি ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তকেই দেয়—এরূপ বিচার আসিলে তাঁহারা আর ভগবানের সেবাকে অপব্যয় মনে করেন না, কিম্বা ভগবদ্ভক্তের সহিত কুতর্ক উঠাইয়া কোন ছলে ভগবানের সেবা হইতে পার পাইবার কৌশল অন্বেষণে ব্যস্ত হন না। কাজেই যখন তাঁহারা সকলই নিজের বলিয়া অভিমান করেন, তখন তাঁহারা কিয়দংশ সমাজের সাময়িক সেবায় প্রদান করুন; কিন্তু সেই বিচার নিরন্তর ভগবৎসেবানুষ্ঠানকারী ভগবদ্ভক্তের উপর যেন পাপের বোঝা প্রবর্ত্তিত করিবার দুর্বুদ্ধি না হয়।

মঠবাসিগণ ঐকান্তিকভাবে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত, আর গৃহস্থগণ স্ত্রী-পুত্র-সমাজ প্রভৃতি জনসাধারণের সেবায় নিযুক্ত। মঠবাসী সমাজের ঐকান্তিক উপকারের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট, গৃহস্থ ব্যক্তিগণ স্ত্রী-পুত্রাদি জনমণ্ডলীর সাময়িক উপকারের জন্য নানা চেষ্টায় ধাবিত; সুতরাং সমাজের সাময়িক সেবা গৃহস্থগণেরই কর্ত্তব্য, মঠবাসীর উপরে তাহা প্রক্ষিপ্ত করিবার চেষ্টা বিষয়জ্ঞানের অভাব-জ্ঞাপক। গোয়ালার দোকানে গিয়া পেরেক্ চাহিলে কিম্বা গোয়ালাকে পেরেক্ প্রস্তুতের জন্য জবরদস্তি করিলে ঐরূপ চেষ্টান্বিত ব্যক্তিরই অজ্ঞতা ও বাতুলতা প্রকাশ পাইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া যদি কেহ ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়িল করিতে চাহেন, তাহা হইলে ব্যক্তিবিশেষের অজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় ফৌজদারী কাছারী নহে, ফৌজদারীও বিশ্ব-বিদ্যালয় নহে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের হরিসেবৈকব্রত-প্রচারকার্য্য কিছু গৃহব্রত সামাজিকগণের চেষ্টা নহে। আবার গৃহব্রত সামাজিকগণের চেষ্টাও শ্রীগৌড়ীয় মঠের হরিসেবৈকব্রত প্রচারকগণের কৃত্য নহে।

দেশ-সেবায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ

শ্রীগৌড়ীয় মঠের সংশিক্ষা প্রবর্ত্তনী জীবের নিখিল দুঃখের কারণ—ত্রিতাপের মূল উন্মূলনের জন্য উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। অতএব এরূপ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সামাজিকগণের যাবতীয় পরিশ্রমলব্ধ অর্থ প্রদত্ত ও রক্ষিত হইলে—সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাণ, বাক্য, দৈহিক শক্তি নিযুক্ত হইলে সমাজের প্রকৃত কল্যাণ—দুঃখমোচন—ভুবনমঙ্গল—সর্ব্বমঙ্গল সাধিত হইবে। পরমার্থের যেরূপ ভীষণ দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে, জগৎ যেরূপ নাস্তিকতার বন্যায় ভাসিয়া গৃহহারা, আশ্রয়হারা, বসনহারা, ভজনহারা হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে তাহার আশু প্রতিকারের জন্য জগতের অন্যান্য অসদ্ব্যয়, নৈতিক ও দুর্নৈতিক অপব্যয়-সমূহ বিশেষভাবে সঙ্কুচিত না করিলে সমাজ রসাতলে চলিয়া যাইবে। এই পারমার্থিকতার দুর্দ্দিন ও নাস্তিকতার বন্যা আজ শুধু দেশবিশেষে আবদ্ধ নহে, সমগ্র বিশ্বে ব্যাপক ও সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং দেশের এরূপ দুর্দ্দিনে আর অন্য কোন দিকে তাকাইবার উপায় নাই। শ্রীচৈতন্যদেব যে উপদেশ দিয়াছেন—মানবের সমগ্র প্রাণ, সমগ্র অর্থ, সমগ্র বাক্য, সমগ্র বুদ্ধি একান্ত আস্তিকতা প্রচারে নিযুক্ত হউক—স্বরাট্ পুরুষোত্তমের সেবায় নিযুক্ত হউক, সেই উপদেশানুসরণ ব্যতীত সমাজ-মঙ্গলের, দেশ-মঙ্গলের অন্য কোন উপায় নাই।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা

শ্রীকৃষ্ণাঙ্ক, কল্যাণ—আমরা গোরক্ষপুর গীতা-প্রেস হইতে প্রকাশিত ও শ্রীযুক্ত হনুমানপ্রসাদ পোদ্দার কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'কল্যাণ' পত্রের শ্রীকৃষ্ণাঙ্ক নামক সুবৃহৎ বার্ষিক সংস্করণ প্রাপ্ত হইয়াছি। ডবলক্রাউন ৮ পেজি সাইজের ৪০০ পৃষ্ঠারও অধিক স্থান বিভিন্ন লেখকের লেখনী-প্রসূত শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধ-দ্বারা উহা মণ্ডিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতীব সুন্দর; বহু ত্রিবর্ণ ও একবর্ণ চিত্রে এই বিশেষ সংস্করণটি সুশোভিত। চিত্রগুলির জন্য বহু অর্থ ব্যয় এবং শ্রীকৃষ্ণ-লীলাস্থল শ্রীধাম-বৃন্দাবন, গোকুল, মথুরা ও দ্বারকার বহু প্রয়োজনীয় চিত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই বিশেষ-সংখ্যার মুদ্রণ-সৌষ্ঠব, চিত্রকলা প্রভৃতি অতীব সুন্দর। "কল্যাণে"র বিশিষ্ট সংখ্যার ১৩শ পৃষ্ঠায় পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের লিখিত "শ্রীকৃষ্ণ-ধারণা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্তপত্রের সম্পাদক পাদটীকায় উক্ত প্রবন্ধের অশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণতা এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সিদ্ধান্তানুসারী শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে অতীব সুযুক্তি-ও সুগভীর আলোচনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

কল্যাণের মধ্যে কতকগুলি প্রবন্ধ বিষ্ণুবৈষ্ণবমাত্রেরও প্রতিধ্বনি প্রকাশ করিতেছে। যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে শুদ্ধ ধারণা ও বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত উত্তরোত্তর প্রচারিত ও বিস্তারিত হয়, তদ্বিষয়েই আমাদের সকলের যত্নবান্ হওয়া উচিত। অনেকে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়াচার্য্য গোস্বামি-গণের শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বালোচনাকে সাম্প্রদায়িক মতবিশেষ মনে করিয়া ভ্রান্ত হন; কিন্তু গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিগণ শ্রীমদ্ভাগবতাদি শ্রৌতশাস্ত্রসম্মত নিরপেক্ষ সরল যুক্তি-দ্বারা সুষ্ঠুরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে যে ধারণা ও সিদ্ধান্ত জগতে প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাই শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা। বিভিন্ন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শ্রীকৃষ্ণ-ধারণায় যে-সকল অসম্পূর্ণতা ছিল, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারে স্বয়ং সেই সকল ধারণার সম্পূর্ণতা বিধান করিয়াছেন।

১০ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২৩শে আশ্বিন শনিবার, ১৪০৮; ১০ই অক্টোবর ১৯০১ | ১০ম সংখ্যা

মাংসদৃক্ ও বেদদৃক্

'মাংসদৃক্' ও 'বেদদৃক্' শব্দদ্বয়—শ্রীমদ্ভাগবতীয় পরিভাষা। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৩য় অধ্যায়ের ২৮শ সংখ্যক শ্লোকে 'মাংসদৃক্' * শব্দ এবং ৭ম স্কন্ধের ১১শ অধ্যায়ের ৩১শ সংখ্যক শ্লোকে 'বেদদৃক্' শব্দ দৃষ্ট হয়। † এই শব্দদ্বয় মানব-সমাজের মনো-বিজ্ঞান ও আত্মবিজ্ঞানের এরূপ সুন্দর বিশ্লেষক যে, এত স্বল্পপরিসর শব্দে এরূপ বিপুল বিচারময় সিদ্ধান্ত ও বাগ্মিতাপূর্ণ গবেষণার ভাণ্ডার খুব কম শব্দের দ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছে। 'মাংসদৃক্' অর্থে যাঁহারা ভ্রম-প্রমাদাদি চর্ম্মচক্ষুর স্থূল প্রত্যক্ষকেই বহুমানন করেন, আর 'বেদদৃক্' অর্থে যাঁহারা শ্রোত আত্মদৃষ্টির অনুসরণ করেন, তাঁহাদিগকে বুঝায়।

ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরীর ভিতরস্থ বহু-কোটি আমরা, সকলেই ন্যূনাধিক 'মাংসদৃক্' শব্দের বাচ্য বিষয়। আমরা মাংসের চক্ষু লইয়া সর্ব্বদা মাংসের রূপ দর্শন করিবার জন্য লালায়িত। মাংস বহুবিধ বিকার-যুক্ত। মাংস পচিয়া যায়, গলিয়া যায়, শুষ্ক হয়, অগ্নিতে দগ্ধ হয়, তথাপি সেই পচা মাংস লইয়াই আমরা টানাটানি, কাড়াকাড়ি, মারামারি করিয়া থাকি। মাংসের রূপ ছাড়া, মাংসের স্থূলতা ছাড়া অন্য কোন বস্তু আমাদের নিকট 'বাস্তব' বলিয়াই মনে হয় না। আমরা মাংসের নয়নে মাংসের ধ্যান করিতে করিতে মাংসের বিচারে এরূপ সমাধিস্থ হইয়াছি যে, মাংস ছাড়া আমাদের অন্য কোন বিষয়ে ইষ্ট-নিষ্ঠা হয় না। মাংসই আমাদের ইষ্ট, মাংসই আমাদের অভীষ্ট, মাংসই আমাদের ধ্যান, মাংসই আমাদের জ্ঞেয়, মাংসই আমাদের ধ্যাতা, মাংসই আমাদের আশার আলোক, মাংসই আমাদের ক্ষেত্র, মাংসই আমাদের বৃত্ত, মাংসই আমাদের পরিধি, মাংসই

---

* ত্বগাদিকং পৌরুষং ধাতুবিকারং বা প্রত্যক্ষং মাংসদৃশাং বদীয়াঃ।

† প্রায়ঃ স্বভাববিহিতো নৃণাং ধর্ম্মো মুখে মুখে।
বেদদৃগ্‌ভিঃ স্মৃতো যাজ্ঞ শ্রেয়া তেষ ন কর্ম্মণাং।

আমাদের মেধা, মাংসই আমাদের ব্রত, মাংসই আমাদের তপ—জপ। মাংস আমাদের হৃদয়ের দেবতা, মাংসই আমাদের নিত্য পরিক্রমার মন্দির। মাংস আমাদের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্ম-নিবেদনের বিষয়। মাংস আমাদের 'সম্বন্ধ,' মাংস আমাদের "অভিধেয়," মাংসই আমাদের 'প্রয়োজন'।

জগৎ 'মাংস চাই', 'মাংস চাই'—কোলাহলে পাগল। মাংসের প্রতি যাঁহার যতটা আসক্তি, তিনি এই বিশ্বে ততটা প্রেমিক। বিশ্বমাংস-প্রেমই বুঝি বিশ্বপ্রেম। মাংসের বিজ্ঞানে যিনি যতটা অভিজ্ঞ, তিনি ততটা শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। মাংস-দর্শনে যাঁহার দৃষ্টি যতটা সূক্ষ্ম, তিনি ততটা দার্শনিক। মাংসের কাব্যে, মাংসের সাহিত্যে, মাংসের কলা-বিজ্ঞানে যিনি যতটা পারদর্শী, তিনি ততটা কবি, ততটা সাহিত্যিক, ততটা কলা-শিল্পী।

পাঠক! যদি আপনি 'বেদদৃক্' হইয়া থাকেন, তাহা হইলে জগতে ঐ কথাগুলির সত্যতা বর্ণে বর্ণে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। জগৎ 'মাংস' লইয়া কিরূপ কাড়াকাড়ি, মারামারি করিতেছে, কিরূপ স্ব-স্ব তৃপ্তির তৃপ্তি-সাধনেই আত্মিক অভ্যুদয় ও উন্নতির সীমা মনে করিতেছে, তাহা দর্শন করিতে পারিবেন।

মাংস-ব্যবসায় জগতে আজ নানা মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কর্ম্ম-রাজ্যের বিভিন্ন বিচার-আচার মাংস-ব্যবসায়ের বিভিন্ন বিপণি মাত্র। 'বেদদৃক্' হইলে এই কথাটী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভবের বিষয় হয়। মাংসব্যবসায়িগণ কেহ স্ত্রী-পুত্রাদি-কথার দোকান খুলিয়াছেন, কেহ স্ত্রী-পুত্রাদি কথা পরিত্যাগের আপাত-ছলনার নামে ব্যক্তিগতের বিপণি উন্মুক্ত করিয়াছেন, কেহ সমাজ-সেবা, দেশ-সেবার ছলনা লইয়া মাংস-ব্যবসায় পাতিয়াছেন, আবার কেহ কেহ বিশ্বের এলোপ্রোহিতের পোষাক পরিয়া মাংস-ব্যবসায় চালাইতেছেন!

পূর্ব্বে মাংস-ব্যবসায় ব্যাধ নিষাদাদি নীচ জাতির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, এখন সর্ব্বোচ্চকুলাভিমানী ব্যক্তিগণও নাকি মাংসযোজিনী জৈবতার 'আসন' স্থাপন করিয়া বাজারে মাংস-দুকানী চালাইতেছেন। ব্যবহারিক জগতে যে ব্যবসায় ঘৃণা-প্রাপ্ত হয় নাই, পারমার্থিক জগতের ছলনার মধ্যেও যে তাহা সহজে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? কাজেই, ধর্ম্মের ভাবনা দিয়া মাংস-ব্যবসায়টী বৈশ্ব-জগতের বাজারে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরীর 'বলি'রূপে ক্রমশঃই বিস্তৃত হইয়া জগতের মাংসদৃক্-সম্প্রদায়ই বৃদ্ধি করিতেছে।

মাংসদৃক্ সম্প্রদায় আজ গণ-শক্তির উপাসক, যে শক্তি মাংস-বুভুক্ষা—মাংস-লালসা—মাংস-স্পর্শের উত্তেজনা ক্রমশঃ বাড়াইয়া দেয়। মনীষী কুরুক বলেন, আমি যাহার মাংস খাইব, সেও পরজন্মে আমার মাংস খাইবে, ইহাই কর্ম্মফল।

যেখানে মাংস আমাদের বরণীয় দেবতা হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে আমরা নিশ্চয়ই এক মাংসদৃক্ অপর মাংসদৃকের সহিত খাদ্য-খাদক, ভোগ্য-ভোক্তৃ-সম্বন্ধে অবস্থিত; সেখানে বাহিরের মৌখিকতার যতই কপট-প্রেমের মোহন বাঁশী থাকুক না কেন, অন্তরে কল্প নদীর ন্যায় মাংসদৃক্গণের পক্ষ কুক্ষ বাসনা নিহিত রহিয়াছে; সেখানে প্রাকৃত-প্রসবিনী শক্তি প্রলয়ের রুদ্র মূর্ত্তির দিকে অভিসার করিতেছে। এক একটী বুভুক্ষু মাংসদৃক্, সাম্প্রদায়িক সাম্যবাদ, দেশ-প্রেম ও জাতি-প্রেমের উন্মত্ততা মাংস-দৃগ্‌গণের প্রসবিনী-শক্তিকে কিরূপে প্রলয়-মূর্ত্তি রুদ্রের সহিত রমণ করাইয়া মাংসদৃগ্‌গণের পরিণতি লক্ষ্য করিয়া দিতেছে, তাহা দেখিবার বিষয় হইলেও 'জিঘাংসাশূন্যতাপত্রম্' বাক্যের বিরোধী মূর্ত্ত মাংসদৃক্-সম্প্রদায়ের মাংসভক্ষণ নিকট তাহা দ্বিতীয় ইন্দ্রজালই সৃষ্টি করিতেছে।

বেদদৃক্-সম্প্রদায়ের কোন কথা মাংসদৃক্-সম্প্রদায়ের মাংসময়ী মনীষার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে না। মাংসমেধা, গৃহ-মেধা আমাদিগকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে, তাই বেদদৃক্ সম্প্রদায়ের কোন উপদেশই আমাদের চিত্তে অবকাশ বা অবস্থান পাইতেছে না। আমাদের কথা—আগে মাংস রক্ষা, মাংস-সুখ-সম্বর্দ্ধন; তৎপরে মাংসাতিরিক্ত যদি কোন বস্তু থাকিয়া থাকে, অবসরমত তাহার কথা শুনা যাইবে। আর সেই প্রবণীয়, কীর্ত্তনীয় বস্তুও যদি মাংসের কোন মেধ বৃদ্ধি করিতে না পারে, তাহা হইলে সেরূপ বস্তুর সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়াও কিছু অযৌক্তিক ও অপার্থিক কার্য্য নহে। ইহাই যুগের প্রবল অভিমত।

জগতে দেশে দেশে, ঘরে ঘরে আমরা মাংস-প্রদর্শনী খুলিয়া মাংসের রূপ দর্শন ও প্রদর্শন করিতেছি, তাহাতে আমাদের আপত্তিকর বিশেষ কিছু নাই। মাংসের রূপ-মহোৎসবে অপরিমিত অর্থব্যয়, মাংস-ভূমীর কৃষি-সাধনের

শিক্ষা-দীক্ষার নামান্তরে ফোস ও তাহার অন্যত্র অর্থ-নিয়োগ, মাংস-মেদার পরিবর্দ্ধনে—মাংস-পুষ্টির সৌকর্য্যার্থে যে-সকল চেষ্টা, তাহাতে প্রতিবাদ-বোধ কোন্ কথা মাংসমুক্ত পশু-সন্ততিদের মুখ হইতে নির্গত না হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যখন বেদমুক্ত-সম্প্রদায় মাংসাতিরিক্ত রাজ্যের কথা —শ্রৌতপুরীর কথা; শ্রৌতদেবের নাম-রূপ-মহাৎসবের সুখ কীর্ত্তনে প্রাণ, অর্থ, শক্তি নিয়োগ করেন, যখন বেদ-মৃগগণ জগদ্দর্শনের প্রদর্শনী উন্মুক্ত করেন, তখন মাংসমুক্ত-সম্প্রদায় ভাগবতীয় ব-নিদ্ বরাহ-টাই-পর অর্থাৎ 'বরাহ-বুদ্ধি কুকুটেন্দ্রোক্ত-কথিত 'গোখর'বৎ অথবা মহা-ভারতীয় শূকর-রূপী ইন্দ্রাৎ যে-সকল তাঁহার আর্ত্তনাদ উঠাইয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের দৃষ্টির অভাব-জ্ঞাপক। বেদমুক্ত-সম্প্রদায় মাংসমৃগগণকে ক্রমে ক্রমে মাংস-দর্শনের সমাধি হইতে পরিত্রাণ করিয়া বেদ-দর্শনের কীর্ত্তনের পথে চালিত করিতে চাহেন।

শ্রীমদ্ভাগবত কিরূপ মাংস-দর্শনকে নিরাস করিয়া লোকের বেদ-দর্শন উন্মীলন করিয়াছেন, আমরা তৎসম্বন্ধে কয়েকটী বাক্য উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না,—

ত্বঙ্মাংসরুধিরমেদোমজ্জাস্থি-প্লিহান্ত্র-
পূর্ণে বিণ্মূত্রপিত্তকফবাতাদিভিরন্বিতম্।
জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতিবিমূঢ়া
যা তে পদাব্জমকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী

(ভাঃ ১০।৬০।৪৪)

যে বিমূঢ়া স্ত্রী আপনার (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) পাদপদ্মের মকরন্দ আঘ্রাণ করে নাই, সেই স্ত্রী উপরে ত্বক্, শ্মশ্রু, রোম, নখ ও কেশাচ্ছন্ন এবং অন্তরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, কফ, পিত্ত ও বায়ু পরিপূরিত জীবিত শবকে "এই আমার কান্ত" ইহা ভাবিয়াই ভজনা করিয়া থাকে।

অহো যে পিতরৌ মূঢ়ৌ ভার্য্যা বালাত্মজাশ্চ যাঃ।
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ॥
এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্।
অত্যুগ্রতীব্রমদনান্ মৃতোঽন্ধং বিশতে তমঃ॥

(ভাঃ ১১।১৭।৫৮)

হায়! আমার বৃদ্ধ মাতাপিতা, পিতৃপুত্র-বিহীনা ভার্য্যা এবং সন্তানগুলি আমা বিনা অনাথ ও দুঃখিত হইয়া দীনভাবে কিরূপেই বা জীবনযাপন করিবে?' এই প্রকার গৃহাভিমানে আক্ষিপ্তচিত্ত, অসন্তুষ্ট ও মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি পুত্রকলত্রাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ করে, এবং তাহার পর 'অন্ধ'-নামক অতি ভীষণ ঘোর নিরয়ে প্রবেশ করে।

যদৈষ্ণবাদি-গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং
কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখ-দুঃখম্।
তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ
কণ্ডূতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ॥ (ভাঃ ৭।৯।৪৫)

গৃহমেধিগণের স্ত্রীসম্ভোগাদিজনিত সুখ অতীব তুচ্ছ, উহাতে কণ্ডূয়ন সংঘর্ষণের ন্যায় দুঃখের পর দুঃখই হয়। কামুক ব্যক্তিগণ বহু দুঃখ ভোগ করিয়াও গৃহমেধসুখে পরিতৃপ্ত হয় না। (হে ভগবন্, আপনার কৃপায়) কণ্ডূতির (খুজলানির) ন্যায় ক্লেদোত্তেজক ও পরিণামে যন্ত্রণাদায়ক কামকে কোন কোন ধীর ব্যক্তি সহ্য করিতে সমর্থ হন।

জিহ্বেকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তা
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্মশক্তি-
র্বহ্বঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি (ভাঃ ৭।৫।৩১)

হে অচ্যুত! জিহ্বা তৃপ্ত না হইয়া একদিকে অর্থাৎ যে দিকে মধুরাদি রস, সেই দিকে আমাকে আকর্ষণ করিতেছে। এইরূপ লোভন-ভূষণ ইন্দ্রিয় অন্যদিকে, ত্বক্ আর একদিকে আকর্ষণ করিতেছে। উদর আহার্য্যের প্রতি এবং শ্রবণ, মন ও চঞ্চল চক্ষু ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রতি, কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল বিভিন্ন কর্ম্মের প্রতি আকর্ষণ করিতেছে। সপত্নীগণ যেমন গৃহপতিকে আকর্ষণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করে, এই সকল ইন্দ্রিয় সেইরূপ ভিন্ন বিষয়ে আকর্ষণ করিয়া আমাকে বিব্রত করিতেছে।

মাংস-দর্শন-স্পৃহা কিরূপে প্রশমিত এবং পূর্ণসচ্চিদানন্দ কৃষ্ণপাদপদ্মের রূপ-দর্শন-স্পৃহায় চিত্ত কিরূপে প্রলুব্ধ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন প্রভু বলিয়াছেন,—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

(ভাঃ ৭।৫।৩২)

যদি কপটতা-রহিত হইয়া জীবকুল কায়মনোবাক্যে ভগবান্ অনন্তদেবের চরণে শরণাপন্ন হন, তাহা হইলে ভগবান্ তাঁহাদিগকে কৃপা করেন এবং তাঁহারা তাহা হইলেই অলৌকিকী মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন। ঐরূপ দুষ্কৃত-দুষ্পাল-ভক্ষণকারীকে "আমি ও আমার" বলিয়া সদাগর্বিত জনের অভিমান থাকে না।

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে
নবনবরসধাম্নুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্যমানে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ॥

(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিভাগ ২।৩৯)

যে-দিন হইতে আমার মন নব নব রসের আলয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেই দিন হইতে কদাপি নারীসঙ্গম স্মরণ হইলেও আমার অত্যন্ত মুখবিকার এবং তৎপ্রতি নিষ্ঠীবন (থুৎকার) নিক্ষেপরূপ ঘৃণ্যতা রতির উদয় হইয়াছে।

কৃষ্ণভক্তিরস-ভাবিতা মতিঃ ক্রিয়তাং যদি কুতোঽপ্যলভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৪)

কৃষ্ণভক্তিরস-ভাবিতা মতি যদি কোথাও লাভ করা যায়, তবে তাহাতে লোলুপতাই একমাত্র মূল্য। কোটি জন্মের সুকৃতিতেও উহা লাভ করা যায় না।

কৃষ্ণভক্তিরস-সুধা পান করিয়া দেহিজীবগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণা দেহ ও তদ্ভোগ্য-সম্বন্ধীয় বস্তু বিস্মৃত হন। ঐরূপ কৃষ্ণভক্তের দেহ প্রাকৃত নহে, তাঁহাদের পাঞ্চভৌতিক দেহ স্মৃতি-বিলুপ্ত হইয়া আত্মদর্শনে সচ্চিদানন্দময়তা প্রাপ্ত হয়।

কৃষ্ণবহির্মুখ দনুজকুলের জীবের মাংস-দৃষ্টি বিনষ্ট করিয়া বেদ-দর্শনের চক্ষু উন্মীলিত করেন। মাংস-দর্শনই অজ্ঞানতিমির। শ্রৌতবাণী—জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা; তদ্দ্বারা চক্ষুরুন্মীলন-কার্যই বেদদৃক্ গুরুদেব কর্তৃক বেদচক্ষু-প্রদান-কার্য। এজন্য আমরা শ্রীগুরুদেবের প্রণামে—

'অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥'

—মন্ত্র পাঠ করি। যে গুরুদেব আমাদিগকে মাংস-দর্শন হইতে উদ্ধার করিয়া বেদ-দর্শনের চক্ষু না দিলেন, তিনি গুরুপদবাচ্য নহেন, আবার যে শিক্ষাভিমানী ব্যক্তি সর্বোত্তম বেদ-দৃক্ শ্রীগুরুদেবে নিষ্কপটে প্রণত হইয়া বেদচক্ষু লাভ না করিলেন, তিনিও শিষ্যপদবাচ্য নহেন।

জগতের যাবতীয় ব্যক্তি যে মাটিয়া মাংস-দর্শনের ঘোর আবর্তে পতিত, তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া বেদ-দর্শনের সেবা প্রদান করেন বলিয়াই শ্রীগুরুদেব পরম করুণাময় ও পরমহংসগুরু। আর গুরুদেবের কৃষ্ণি-সম্ভবা আমাদের কায়া আমাদিগকে প্রেয়ঃ মাংসদর্শন-পিপাসাকেই নানা আকারে সমৃদ্ধ করেন বলিয়া তাঁহারা মাংস দৃক্-সম্প্রদায়ের নিকট 'পরোপকারী' বলিয়া আপাত অভিনন্দিত হইলেও বস্তুতঃ তাঁহারাই সমাজের পরম শত্রু ও মহা হিংসক।

মাংস-দর্শন-পিপাসা প্রশমিত হইয়া শ্রীগুরুদেবের প্রদত্ত বেদ-দর্শনের চক্ষু বরণ না করিলে আমাদের কোন দিনই আত্মমঙ্গল লাভ হইতে পারে না। আমরা বেশে ও অভিমানে ব্রহ্মচারীই হই, গৃহস্থই হই, বানপ্রস্থই হই, কিম্বা সন্ন্যাসীই হই, মাংস-দর্শনই আমাদের কুগৃহাস্তরূপ; মাংসত্বক্—গৃহস্থত্ব, মাংসমেদোই—গৃহমেদী। মাংসই—কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাকাঞ্চনের মূল। মাংস হইতেই জগৎ বা বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, সুতরাং মাংসই মাটিয়া সংসার। ইট, পাথরের গৃহ-ত্যাগ কিম্বা পরিধেয়ের বাহ্য-ত্যাগ, অথবা জন্মভূমি, সমাজ, দেশ প্রভৃতির স্থূলতঃ ত্যাগ—সংসারত্যাগ নহে। মাংসদর্শন-স্পৃহা-পরিত্যাগই সংসার হইতে প্রকৃত মুক্তি বা জীবন্মুক্তি। জীবন্মুক্ত পুরুষগণের কায়মনোবাক্যের যাবতীয় চেষ্টা—পূর্ণ চিন্ময় বস্তুর সৌখ্য-বর্দ্ধনে নিযুক্ত। আর নিত্যবদ্ধগণের যাবতীয় চেষ্টা নিজের ও পরের মাংসের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-সাধনে নিযুক্ত।

মাংসদৃক্-সম্প্রদায় সমাজের মাংস-সম্বর্দ্ধিনী আপাত তৃপ্তিকেই জগতের, সমাজের, দেশের বা জাতির প্রতি দয়া বা 'সেবা' (?) মনে করেন। আর বেদদৃক্-সম্প্রদায় আত্মার আবরণ উন্মোচন-পূর্বক আত্মানুশীলনের—কৃষ্ণানুশীলনের প্রেয়ঃ-দানকেই সর্বোত্তম, নিত্য অবসাদ-প্রদার কার্যরূপে বর্ণন করেন। মাংসদৃক্-সম্প্রদায় সঙ্কীর্ণ ভ্রমপূর্ণ-দৃষ্টি ব্যক্তিগণের নিকট উদার বলিয়া খ্যাত হইলেও তাহারা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, কেন না, শকুনীর ন্যায় তাহারা উর্দ্ধে বিচরণ করিবার ছলনা দেখাইলেও তাহাদের দৃষ্টি খোলাগারের দিকেই নিম্নে অবস্থিত। যাঁহাদের মাংসের রূপ-দর্শন-স্পৃহা পরিত্যক্ত হইয়া তাহা শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের পাদপদ্ম-রূপ-দর্শন-স্পৃহায় বাস্তবিকী উন্মুখতা লাভ করিয়াছে, তাঁহারাই জীবন্মুক্ত হইতে পারিবেন।

নষ্টরা মাংস-ধর্শনের পুরাতন, সভ্যতা-শাসন-পাশে বন্দিনী বাহে ধর্ম ও ধর্মের আদর্শের প্রতিষ্ঠা, সংগ্রহ করি না কেন, তথায়ও বিষ্ণুতেই শ্রীরূপানুগ-গণের ভজন-সন্ধান পাইব না। শ্রীসম্প্রদায়ের ব্রহ্মচর্য্য নাই, গার্হস্থ্য নাই, সন্ন্যাস নাই, পুনঃপ্রবেশের অভিনয় করিয়াও মাংসদুক্—মায়াবাদী। মাংসদুক্ গৃহব্রতাভিমানী হইয়াও—গৃহব্রত।

মহাবৈষ্ণবাপরাধ-মত্ততন্ত্রী প্রবল হইলেই মাংস-ধর্শন-স্পৃহার মূল আমাদের হৃদয়ের গভীরতম স্থান পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। মাংস-ধর্শনের মূলকে উৎপাটিত করিতে হইলে নিষ্কপটে বেদদৃক্ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রিত সহিত শরণ গ্রহণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। মাংসধর্শনরূপ মহাসংস্কৃতির মহাবিষ্ণি হইতে উদ্ধার-কর্ত্তা বেদদৃক্ গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম ব্যতিরেকে মাংস-ধর্শনের মূল ছেদনের অন্য মহৌষধি। কিন্তু তাহাতে কোনপ্রকার কপটতা বা জীভ্যা উপস্থিত হইলে মাংস-ধর্শনের কবলোগ হইতে আর্য্যদের নিষ্কৃতি নাই। জগতে মাংস-ধর্শনের যে তীব্রপাদপিতীর্ষা জেগে করুণাময় ভগবান্ স্বয়ে স্বয়ে গাওাইয়া বুঝিয়া আমাদিগকে নিয়ত সতর্ক করিয়া দিতেছেন, সেই জেগের মূলকাণ্ডে মস্তক প্রদানে কাহার ইচ্ছা হয়? ভগবান্ বিষ্ণু মৎস্যাবতারে বেদ উদ্ধার করিয়াছেন অর্থাৎ ভগবানের আশ্রিতায় মাটিয়া জীবকে মাটিয়া বুদ্ধিতে মজিতে না দিয়া—মাংসদুক্ হইবার পরিবর্ত্তে বেদদৃক্ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

[১]

পূর্ব্বাভাষ

মঙ্গলাচরণ

যঃ শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ
লোকে নাস্তিকতয়া প্রথিতেষু পাশ্চাঃ।
প্রত্যাহরৈষ্ণবপয়োধিবিধুঃ মহেন্দ্র
বৈদগ্ধ্যপ্রকৃতঃ প্রভবতি যোজনুঃ। (স্তোত্ররত্ন)

অন্যাভিলাষ-প্লাবিত বর্ত্তমান যুগে যিনি শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনীধারা পুনঃ প্রবাহিত করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট অকৈতব যুগমঙ্গল, জীবমঙ্গল ও বিশ্বমঙ্গল-সাধনের পথে প্রথম প্রেরণা দিয়াছেন, সেই অকৃত্রিম যুগাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আনীত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-প্রবাহ আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া আমাদিগকে তাঁহার অতিমর্ত্য চরিত্রগাথা-কীর্ত্তনে শক্তি-সঞ্চার করুন।

ঠাকুরের চরিত্রের অসাধারণত্ব

মহাপুরুষগণের চরিত্র আলোচনা বিপথগামী জীবের জীবন-পথের আলোক-বর্ত্তিকা-স্বরূপ, এ কথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। কিন্তু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অসাধারণ চরিত্র ঐরূপ সাধারণ মঙ্গল অপেক্ষাও অতিমর্ত্য বাস্তব-মঙ্গলের আলোকস্তম্ভ প্রদর্শন করিয়াছে এবং তৎসঙ্গে-সঙ্গে শ্রীচৈতন্যানুচর জনগণের অসমোর্দ্ধ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কৈতবযুক্ত মানব-জাতির মনোধর্ম্ম-জাত চিজ্জড়সমন্বয়ের ইন্দ্রজালকে নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসুগণের নিকট ধরাইয়া দিয়া অকৈতব সত্যের শোভা প্রদর্শন করিয়াছে।

চিজ্জড়-সমন্বয়-চেষ্টা

বহির্ম্মুখতার একটা নৈসর্গিকী বৃত্তি এই যে, তাহা ইন্দ্রিয়াতীতকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের সহিত, চিন্মাত্রকে মৃন্ময়ের সহিত, বিশুদ্ধসত্ত্বকে মিশ্র সত্ত্বের সহিত সমস্তরে স্থাপন করিবার প্রবণতা সংরক্ষণ করে। কোটি বহির্ম্মুখতার চিত্তস্তন্ত্রী সমস্বরে তখনই বাজিয়া উঠে, শত সমবেদনা তখনই সাগ্রহ সহানুভূতি প্রকাশ করে—যখন ঐরূপ চিন্ময়ের সহিত মৃন্ময়ের, সিদ্ধের সহিত সাধকের,

পূর্ণ চেতনের সহিত অপূর্ণচেতন বা বহির্মুখ সময়য়-সভিমসা বর্ণোন্নাদিনীর প্রতিফলনে প্রতিফলিত হয়। পাষণ্ডীকে উপদেশ-প্রদান, গবাহুককে ভূতার নর্ম-তত্ত্বাগারির মূলের সহিত সম-জ্ঞান, শ্রীতুলসী-পত্রকে অন্যান্য পত্রের সহিত সমকক্ষ-বিচার, শ্রীমদ্ভাগবতকে অন্যান্য শাস্ত্রের সর্বপ্রতিপাদক গ্রন্থের সহিত সমস্তরে স্থাপন, রাষ্ট্রনীতিতে প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি কিম্বা লোকনায়ক প্রভৃতিকে ভগবৎসেবকরত আচার্যগণের সহিত সমস্থানে দর্শন, মিছাভক্তকে অকৈতব ভক্তের সহিত একস্থানে আসন-প্রদান কিম্বা কোন যুগপ্রয়োজনের নায়ককে সার্বকালিক, সার্বজনীন ও সার্বত্রিক ভুবনমঙ্গল অবতারীর সহিত সমভাবে সন্দর্শন—বহির্মুখতার একটা প্রধান উপলক্ষণ। ইহার বিরুদ্ধে কোন কথা বহির্মুখ গণ-সমীপে কিছুতেই চলান যাইবে না। জগতে যখন বহির্মুখের সংখ্যাধিক্যই স্বারাজ্য স্থাপন করিয়াছে এবং সংখ্যাধিক্যের বলই যখন জগতের নিকট সর্বাপেক্ষা প্রবল বিভীষিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন তাহাই প্রচলিত শাস্ত্র, প্রচলিত প্রবাদ, প্রচলিত সিদ্ধান্ত। তাহার বিরুদ্ধে কিছু নিরপেক্ষ শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত থাকিলেও সংখ্যাধিক্যের ইন্দ্রজালবিদ্যা সকল কথা—সকল যুক্তি ভুলাইয়া দেয়।

উদারতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিকৃত অর্থ

এইরূপ বিচার-স্রোত হইতেই বুদ্ধ-শঙ্করের সহিত তাঁহাদের পরমেশ্বর শ্রীচৈতন্যদেবকে সমপর্য্যায়ে গণিত, এমন কি, আধুনিক কালের নব্য সমাজ-নায়ক, দেশ-নায়ক প্রভৃতিকে পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত সমানাবৃদ্ধি করা হয়। আর তাহা সংখ্যাধিক্যের নৈসর্গিকী বহির্মুখিনী রুচির সহিত 'খাপ খায়' বলিয়া তাহাই 'উদারতা' এবং প্রকৃত নিরপেক্ষ শ্রৌত সত্তাই 'সাম্প্রদায়িকতা' বা 'অনুদারতা' বলিয়া বিবেচিত হয়। ভগবান্‌কে 'জীব' বলিলে বা জীবকে 'ভগবান্' বলিলে, মিছা-ভক্তকে 'ভক্ত' বলিলে আর অকৃত্রিম ভক্তকে 'অভক্ত' বলিলে বর্তমান-যুগে সাম্প্রদায়িকতা হয় না— তাহাতে অনুদারতা প্রকাশ পায় না। কিন্তু ভগবান্‌কে 'ভগবান্' বলিলে, অথবা 'জীব ভগবদ্দাস'—এই শ্রৌতসিদ্ধান্ত যাহার [illegible] ক্রত্রিম ভক্ত হইতে অকৃত্রিম ভক্তের [illegible] হয়, অহমারতা, সঙ্কীর্ণ [illegible] সেইরূপ এক বিরাট সঙ্কীর্ণতার [illegible] বলিয়াছে। এজগতে বুজরুকী 'ত্যাগ' বলিয়া প্রচারিত হইতে বেশী সময় লাগে না; বুজরুকি, লোকপ্রতারক বা লোকহিংসকের 'সাধু', 'প্রচারক' ও 'সমাজহিতকারক' প্রভৃতি খ্যাতিতে লোকপ্রিয়তা অর্জন করিবারও বিশেষ বাধা হয় না; কিন্তু বাস্তব 'সত্য'কে সত্যরূপে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলেই যত অসুবিধা উপস্থিত হয়। এইরূপ দুর্দৈব দুশ্চিকিৎস্য সাধারণ ভ্রম ও সাধারণ নৈসর্গিক বহির্মুখতার কবল হইতে যাঁহার অপ্রতিহত পাদপদ্ম-ধূলি-বলের বৈশিষ্ট্য আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া প্রকৃত যুগমঙ্গলের প্রয়োজন-বিগ্রহের পাদতীর্থের যাত্রী করিয়াছেন, সেই জগদ্‌গুরুদেব মহীশ্বর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পাদপদ্মরেণু শিরোভূষণ করিয়া অমন্দোদয়-দয়াবতার ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অগাধ চরিতামৃতসিন্ধুকণ সুধী ও সারগ্রাহী ব্যক্তিগণের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

প্রথম প্রসঙ্গ

আবির্ভাব-তিথি

হরের জন্মতিথি যে হেন পবিত্র।
বৈষ্ণবেরও সেই মত তিথির চরিত্র।

(শ্রীঃ ভাঃ আঃ ১৪শ অঃ)

৩৫২ গৌরাব্দ, ১৭৮০ শকাব্দ, ১৮৭৪ সম্বৎ, ১২৬৫ বঙ্গাব্দ ও ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর, ১৭ই ভাদ্র, ত্রয়োদশীতিথি রবিবার তিন দণ্ড চল্লিশ পলে [illegible] প্রাতঃ ৭ ঘটিকা ১২ মিনিটে বর্তমান যুগের [illegible] পুনঃসংস্থাপনের মূল পুরুষ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] জগতে উদিত হন। ঠাকুরের আবির্ভাব [illegible] ভানুকাব্যের [illegible] বলিয়াছিলেন। [illegible]

[illegible]

অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিলম্ব।
সভার সম্পূর্ণ করি' পুইলেন কথা।

(চৈঃ ভাঃ আদি ২য় অঃ)

উলা বা বীরনগর

শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব-ভূমি শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে ক্রোশ বারখানের মধ্যে উলা গ্রাম। কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব ৫১ মাইল। পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ের মুর্শিদাবাদ লাইনের রাণাঘাট ষ্টেসনের অব্যবহিত পরেই যে 'বীরনগর' ষ্টেসন, তাহারই নামান্তর সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন উলা গ্রাম। এই উলা গ্রাম নবীয়া জেলার অন্তর্গত উখড়া পরগণার মধ্যে অবস্থিত।

এই স্থানে ঠাকুরের মাতামহ তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ জমিদারী ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তৌফি মহাশয় বাস করিতেন। তাঁহার অতুল বৈভব, প্রকাণ্ড ভদ্রাসন, শত শত দাস-দাসী, [illegible] প্রতিষ্ঠা, প্রাসাদবৎ অট্টালিকা এবং গ্রামের সাধারণ সমৃদ্ধি বঙ্গদেশে প্রবাদের মত প্রচলিত ছিল। উলার সমৃদ্ধি ও সার্ব্বকালিক আনন্দোৎসব বিদেশীয়গণকে পর্য্যন্ত আকৃষ্ট করিয়া তথায় আনয়ন করিত। ঠাকুর এই উলাগ্রামেই মাতামহের গৃহে অবতীর্ণ হন। এখনও উলায় ঠাকুরের জন্মচিটা বিদ্যমান রহিয়াছে। কর্ত্তাভজাদলের আদিগুরু আউলে-চাঁদও ইতঃপূর্ব্বে এই উলা গ্রামে 'মহানের অকুর' নামক জনৈক ব্যক্তির গৃহে প্রথমে পরিদৃষ্ট হইয়াছিলেন। উলা বা বীরনগরের নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহুপ্রকার কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ

সামাজিক অবস্থা

[illegible] এবং এমত বন-পুত্র-বিস্তারে।
[illegible] এছিলে বৈষ্ণবমাত্র সবে উপজায়ে।
[illegible] লোক সবে এইমাত্র জানে।
[illegible]

(চৈঃ ভাঃ আদি ২য় অঃ)

ভক্তিবিনোদ যেকালে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তৎকালে বঙ্গদেশের অবস্থা শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পূর্ব্বাবস্থারই পুনরাবৃত্তি হইয়াছিল। সেই পুত্রের বিবাহ, সেই পুত্রকন্যার বিবাহে অজস্র অর্থ-ব্যয়, মনসচণ্ডী, বিষহরি-পূজায় নৃত্য-গীত-বাদ্য-রাত্রিজাগরণ, ভূত-সিদ্ধি, বশীকরণ, পক্ষপক্ষীসাধন, পক্ষমারামারি, মহিষের যুদ্ধ, বারবনিতার নৃত্য, কবিওয়ালাদের [illegible] বাক্‌সংগ্রাম এবং নানাভাবে পাপ-পুণ্যে বিবাদ। দেশের আর্থিক স্বচ্ছলতা ও তজ্জনিত মানসিক স্বতঃস্ফূর্ত অবসরস্থায়ী চিত্তরঞ্জন কলরূপে প্রকাশিত ছিল। স্বয়ং ভক্তিবিনোদ তাঁহার আত্মজীবনচরিত-মধ্যে তাৎকালীন অবস্থা বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন,—"জগদ্ধাত্রী-পূজার রাত্রি আমার বেশ মনে পড়ে। পূজার বাটীতে শত শত কাড় লণ্ঠন টাঙ্গান হইত; অনেক দারোয়ান, পেয়াদা ও সিপাই পোষাক পরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। রাণাঘাট, শান্তিপুর হইতে অনেক পেট-মোটা বাবুরা জরির পোষাক পরিয়া আসিতেন। লোকে লোকারণ্য, আলোতে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি প্রভৃতি ধূমধাম খুব ছিল। প্রথম রাত্রে যেমন ওস্তাদের নাচ হইত, তৎকালে লোকদিগের চিত্ত ধর্ম্ম অপেক্ষা ইন্দ্রিয়-সুখে আকৃষ্ট থাকিত। অধিক রাত্রে কবিগান হইত। দলে কবির লড়াই। আহারাদি ব্যাপারও অতিশয় আনন্দজনক ছিল। কালীপূজার রাত্রে পূজাটা বড় জাঁকের সহিত হইত। মনুষ্যদিগের জাঁক ছিল, কিন্তু পাঁঠাগুলির সর্ব্বনাশ। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা পাঁঠার লোভে উপস্থিত হইতেন। উলা-চণ্ডী-আতের সময় উলায় বড় আমোদ হইত। নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদের মধ্যে হাতী ও মহিষের লড়াই বড় আনন্দজনক ব্যাপার ছিল। অনেক স্থান হইতে অনেক হাতী আনা হইত। মুখোপাধ্যায়দিগের একটী প্রকাণ্ড মহিষ ছিল। সেই মহিষটার শৃঙ্গ লৌহ দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইত। বড় বড় হাতীর দাঁতে লৌহ বাঁধা হইত। অগ্রে ঘোষণা দিয়া মহিষ ও হাতী গ্রাম-মধ্যে ছাড়িয়া দিত। গ্রামে চৌষট্টি ঘর ভাল ব্রাহ্মণ; কায়স্থ বৈদ্যও অনেক ছিল। গ্রামের লোকের অন্নাভাব ছিল না। তখন অল্প-বস্ত্রে নির্ব্বাহ হইত। সকলেই স্বচ্ছন্দে আহা বিহার করিয়া দীন, বাদ্য ও অন্নাদি করিয়া বেড়াইতেন [illegible] গ্রামে [illegible] বাবা গেলিতেন। কলাবতী গা

ও কুস্তী-বিদায় তাঁহারা সকলেই সুদক্ষ ছিলেন। সেই গ্রামে ব্রাহ্মণ যে কত ছিল, তাহা বলা যায় না। গ্রামটা আনন্দময় ছিল। কাহার কোন বিষয় আবশ্যক হইলে মুক্তৌফি মহাশয়ের বাটী হইতে অনায়াসে পাইতেন। ঔষধ, তৈল, ঘৃত সকলই সর্ব্বদা লইয়া যাইতেন। গ্রামটা এত বড় যে, সেকালে ৫৬ জন চৌকীদার গ্রামে কার্য্য করিত। চৌকী-চাকরী করিয়া খাইতে হইবে,—এ কথা উনার ভাল লোক জানিতেন না। এমন দিন যাইত না—যেদিন কোন না কোনপ্রকার সাধারণ উৎসব না হইত। গ্রামটা আনন্দপূর্ণ ছিল। তদ্ভিন্ন গ্রামস্থ সকলেই খোল মেজাজ ও চিত্তাকর্ষক ছিল। মস্করামী করিতে সকলেই মজবুদ্। সুতরাং অনেকেই 'পাগল' উপাধি লাভ করিত। ঈশে পাগ্‌লা, গঙ্গা পাগ্‌লা, পেশা পাগ্‌লা, শম্ভা পাগ্‌লা—এরূপ নামে অনেক ব্যক্তি ভদ্রলোক পরিচিত ছিলেন। বারো-য়ারী পূজা করা করিবার জন্য উহারা দেশ-বিদেশ হইতে বাক্‌চাতুরী করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেন।"

ভোগের স্বচ্ছলতায় হরিভক্তির দুর্ভিক্ষ

"এরূপ এইপ্রকার সুখ-স্বচ্ছলতার দিনেও সর্ব্বত্র কিরূপ হরিসেবার প্রবল দুর্ভিক্ষ ছিল, তাহার প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক সাক্ষ্য বর্ত্তমান আধুনিক গণতন্ত্রের সুখ-স্বপ্ন-সমাধি – যাহা দেশের অসুবিধা ও অর্থাভাব দূর করিবার পর ভগবদ্ভজনের আশায় ছলনার ধ্যান করিয়া থাকে, সেই ধ্যান-মোহকে ভাঙ্গিতে পারিবে? শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেও দেশের এইরূপ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছিল, কিন্তু সাধারণে হরি-সেবার কোনও প্রবৃত্তি ছিল না। শ্রীচৈতন্যভাগবত-পাঠকালেও আমরা দেখিতে পাই,—

শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
ভক্তিহীন সহিত সব-পাপে ডুবি' মরে॥
বোলে ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাঁরাও না জানে গ্রন্থ-অনুভব॥

(চৈঃ ভাঃ আদি ২য়)

শ্রীবিশ্বম্ভর আত্মচরিতে পাঠ-কালেও তদানীন্তন দেশের সর্ব্বত্রই সেই জাতীয় দৃশ্যই আমাদের চক্ষের নিকট উপস্থিত হয়। ঠাকুর তাঁহার আত্মচরিতে তাঁহার লীলাভূমি গ্রামের অবস্থা বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন,—

"এক বৃদ্ধ কলু মরণাপন্ন হওয়ায় সে কথক-ব্রাহ্মণের দ্বারা মহাভারত পাঠ করাইত। এক এক দিন কথকের অনেক খাদ্যদ্রব্য লাভ হইত। সেইদিন কথক বড়ই প্রফুল্ল থাকিতেন। যেদিন কিছু পাইতেন না, সেদিন মনটা ভারী হইত।"

গ্রাম্যকথা ও গ্রাম্য-উৎসব

"স্ত্রীলোকেরা অনেক উপকথা কহিতেন; ডাকাতের গল্প, মেদন-মোহন, বত্রিশ ধরের গল্প, বাঘের গল্প শুনিতে শুনিতে বালকদের নিদ্রা আসিত। ষষ্ঠীর দিবস হইতে ঢাক-ঢোলের আওয়াজে উলা গ্রাম কম্পিত হইত। নবমী-দিবসে অনেক পাঠা ও মহিষের বলিদান হইত। স্ত্রীলোকেরা স্ত্রীগণ মস্তকে ধূনা জ্বালাইয়া দেবীর কোনপ্রকার, উপাসনা করিত। দোলযাত্রায় যাত্রা-গান ও নানাবিধ আনন্দ হইত; এত আবির ছড়ান হইত যে, সব স্থানই রক্তবর্ণ হইয়া যাইত। মৃত্যুর দ্বারে পদার্পণকারী বৃদ্ধগণও একসঙ্গে বহু বিবাহ করিতেন এবং তদুপলক্ষে বহু অর্থব্যয় হইত। জাতি, ধন, কুল ও রূপের গৌরব লইয়া পরস্পর প্রতি-যোগিতা ও বড়াই করা একটা নিত্য ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গ্রামের এক পার্শ্বে উলা-চণ্ডীর তলা, সেখানে বটবৃক্ষ ছিল। উচ্চ বেদীর উপর সিঁদুর-মাখা একখানা প্রস্তর উলাচণ্ডী বলিত। বৈশাখী পূর্ণিমায় উলাচণ্ডীর বড় ধুম-ধাম হইত। সেই সময় দুই পাড়ায় দুই বারোয়ারী পূজা হইত। দেশ-বিদেশ হইতে সর্ব্বপ্রকার লোক খেলা দেখিতে আসিতেন।"

ঠাকুরের চরিত-গাথা বিস্তৃতভাবে ক্রমিকপ্রবন্ধে প্রকাশ করিবার অভিলাষ আছে। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় ঐরূপ শুভকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে। লেঃ সঃ

সর্ব্বমহাজনবিগর্হিত গৌরনাগরী-মত

গ্রাম্য ও সাধারণ লোকগণ যাহাকে 'ঠেঁটামী', গোঁয়ারতামী' ও 'খোঁড়ামী' প্রভৃতি বলে, তাহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী আদর্শ যদি কোথাও থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে কুলিয়া মিউনিসিপাল সহরের বুড়াশিবতলার নাগরী-বাবের আস্ফালন এবং ক্যাকচার মাঠের মেঠো বৈরাগ্যের মধ্যেই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত উদাহরণটি বর্ত্তমান প্রসঙ্গের অন্তর্গত নহে বলিয়া আমরা তাহা পরিত্যাগ করিলাম।

অনেক দিন হইতেই গোস্বামি-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ, অশাস্ত্রীয় গৌরনাগরীমতবাদের দুর্ব্বলতা ও দারিদ্র্য তাহাদের অদম্য খোঁড়ামীর মধ্যে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে বৃন্দাবনের রাধারমণস্থের পরলোকগত মধুসূদন গোস্বামী মহাশয়ের সরলতার উপর অনুরোধ-উপরোধের আবেষ্টনের ভার চাপাইয়া উক্ত গোস্বামীর দ্বারা গৌনোগরী-মতবাদের কীট অপেক্ষাও ক্ষুদ্র জীবনকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু 'গৌরনাগরীর গৌরলিকতা' (গৌড়ীয় ৪।০৯।৭), 'গৌরবিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব' (গৌঃ ৪।১।২), 'ভগবানভর্ত্তা' (গৌঃ ৪।৭।২), 'গৌরনাগরী গৌরলিক কেন?' (গৌঃ ৪।১৮।২), 'গৌরনাগরী গৌরভোগী কেন?' (গৌঃ ৪।১৯।২), 'গৌরনাগরী ভেদবাদী কেন?' (গৌঃ ৪।২০।২), 'গৌরনাগরী নীলাবিনাশিনী কেন?' (গৌঃ ৪।২১।২), 'গৌরনাগরী স্বর্গপরাধী কেন?' (গৌঃ ৪।২৩।২), 'গৌর-নাগরী রসতত্ত্বাজ্ঞ কেন?' (গৌঃ ৪।২৪।২), 'আত্মরক্ষা' (গৌঃ ৬,৭।১২,৮।১৪), 'সাময়িক প্রসঙ্গ' (গৌঃ ৪।৩৪।২ ও ৭।২৭।১) প্রভৃতি প্রবন্ধ সমূহে গৌরনাগরীমতবাদের অপসাম্প্রদায়িকতার বীজ বিধ্বংসিত করিয়া দিয়াছে। আজ পর্য্যন্তও ঐসকল প্রবন্ধের কোন সদ্যুক্তি ও শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-সম্মত উত্তর দিবার সামর্থ্য গৌরনাগরীমতবাদিগণের কাহারও হয় নাই। ঠেঁটামী করিয়া অবৈধ ও অশাস্ত্রীয় মতবাদ অজ্ঞ-সমাজে প্রচার করিবার চেষ্টা অপসাম্প্রদায়িক-গণের দুর্ব্বলতা ও নিজপক্ষ সমর্থনের অপারকতা মাত্র, তাহা কিন্তু সিদ্ধান্তিষ্ঠা মতপ্রতিষ্ঠা নহে। স্বধামগত মধুসূদন গোস্বামী মহাশয়ও এইরূপ পরবর্ত্তিকালে আর তাঁহার খণ্ডিত প্রবন্ধের সম্বন্ধে কোন দ্বিতীয় চেষ্টা প্রদর্শন করেন নাই।

গত ভাদ্রমাসে গৌরনাগরী মতবাদের মুখপত্র কিরূপ অবৈধ বিপ্রলিপ্সা ও অসদ্ খোঁড়ামীর সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহার একটিমাত্র উদাহরণ উদ্ধার করিলেই নিরপেক্ষ সুধী পাঠক-গণ গৌরনাগরীমতবাদের দুর্ব্বলতা ও নির্থকতা ধরিতে পারিবেন। উক্ত পত্রের ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ মাসের সংখ্যার ২৫৩ পৃষ্ঠায় মধুসূদন গোস্বামী মহাশয়-লিখিত "নবীনানাগরীভাব ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" শীর্ষক একটি প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। ঐ প্রস্তাবের প্রতিবাদ ও নিরবচ্ছিন্ন খণ্ডন 'দৈনিক নবীন প্রকাশ' ও 'গৌড়ীয়ে'র কয়েকটি প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রের সম্পাদকের নিকট "গৌড়ীয়" নিয়মিতভাবে প্রেরিত হয়। কিন্তু ঐ সকল প্রতিবাদের কোনপ্রকার সদ্যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রীয় প্রত্যুত্তর গৌরনাগরীমতবাদের কেহই প্রদান করিতে পারেন নাই। অধিক কি, শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী এক গত বৎসরের শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রদর্শনীর মধ্যে গৌরনাগরী-মতবাদের নির্থকতা সকলেই দর্শন করিয়াছেন। ইহাতে বাগবাজারের কোনও কোনও নাগরী-বন্ধু ক্ষোভান্বিত হইয়া শাস্ত্রীয় সত্য প্রচারের প্রতি বাধা প্রদানের দুর্ব্বল চেষ্টা প্রদর্শন-পূর্ব্বক আত্মপক্ষের দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিয়া ফেলেন। শাস্ত্রীয় বিচারপূর্ণ প্রতিবাদ-প্রবন্ধ-সমূহের বিচারের উত্তর প্রদান করিতে না পারিয়া 'বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গে'র সম্পাদক ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ মাসে উপরি-উক্ত যে প্রস্তাবটি প্রকাশ করিয়াছিলেন, ঠিক সেই প্রস্তাবটিই অবিকল আবার চারি বৎসর পরে অর্থাৎ ১৩৩৮ সালের শ্রাবণ মাসের সংখ্যায় প্রকাশ করিয়া অজ্ঞ লোকের নিকট তাঁহার একঘেয়ে খণ্ডিত এক পড়া কথারই পুনরুদ্গার করিয়াছেন! এরূপ অসদ্ খোঁড়ামীর দৃষ্টান্ত দেখিয়া আর একটি ঘটনার কথা স্মৃতিপথে উদিত হয়। একবার এক জমিদার-বাড়ীর একটি নিম্নশ্রেণির চাকর জমিদার বাবুর জামার পকেট হইতে বাবুর অজ্ঞাতসারে একটি টাকা চুরি করিয়া-ছিল। বাবু লোকের দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া চাকরটির পুঁটলির মধ্যে সেই রৌপ্য-মুদ্রাটি প্রাপ্ত হইলেন। ভবিষ্যতে ঐ চাকরটি যাহাতে আর ঐরূপ অন্যায় কার্য্য না করে, সেইরূপ শিক্ষা দিবার জন্য জমিদার বাবু তাঁহার কর্ম্মচারী

দ্বারা চাকরটিকে বেত্রাঘাত করাইলেন। কয়েকটি বেত্রাঘাত দিবার পর চাকরটি বলিতে লাগিল,—"জমিদার বাবু, আমার গায়ে বেত মারুন ত' দেখি, তাহা হইলে আমি যে চুরি করিয়াছি, তাহা প্রতিপন্ন হইবে।" এবার উক্ত চাকরের গায়ে জমিদার বাবু স্বয়ং বেত মারিলেন; তাহাতে চাকরটি বলিল,—"আমার মারুন ত' দেখি।" তৃতীয়বার উহার গায়ে বেত মারা হইল। তখন চাকরটি বলিল,—"আমার গায়ে বেত মারিয়াছেন বটে, মুখে ত' মারিতে পারেন নাই!" চতুর্থবার উহার মুখে বেত মারা হইল। তখন আবার চাকরটি বলিল,—"আমার মাথায় ত' মারিতে পারেন নাই।" পঞ্চমবার বেত মাথায় মারা হইল। তখন চাকরটি বলিয়া উঠিল,—"আমার ছেলের গায়ে বেত মারিতে পারিলেন কৈ?" উহার ছেলেও জমিদার বাবুর বাড়ীতে কাজ করিত। জমিদার বাবু চোর চাকরটির ঠেঁটামী ভাঙ্গিবার জন্য চাকরের ছেলেটিকেও এক ঘা বেত মারিলেন। তখন ঐ চাকর পুনরায় বলিল,—"আমার স্ত্রীকে ত' মারিতে পারেন নাই।" জমিদার বাবু স্ত্রীলোকের অঙ্গে কোন প্রকার আঘাত না করিবার ভদ্রতা সংরক্ষণ করায় ঠেঁটা চাকরটি বলিয়া বেড়াইতে লাগিল,—"বাবু আমাকে মারিতে পারেন নাই; সুতরাং আমি নির্দ্দোষী।" এইরূপ ঠেঁটামীর নিকট শিষ্টাচারের মৌনাবলম্বন অনেক সময় পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তির দ্বারা স্বপক্ষের অবৈধ মত-প্রতিষ্ঠা বলিয়া বিজ্ঞাপিত ও অজ্ঞ-সমাজে প্রচারিত হয়।

"নদীয়ানাগরীভাব ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" শীর্ষক প্রস্তাবের প্রতিপাদ্য বিষয় পূর্ব্বেই 'সজ্জনতোষণী,' 'গৌড়ীয়', 'নদীয়াপ্রকাশ', উপদেশামৃত-পরিশিষ্ট প্রভৃতিতে বহুবার খণ্ডিত হইয়াছে, আমরা এ কথার পূর্ব্বে ইঙ্গিত দিয়াছি। তথাপি যে-সকল নূতন লোক সেই সকল কথার খবর রাখেন না, তাঁহাদিগের জন্য আমরা দুই একটি কথা বলিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

"নদীয়ানাগরীভাব ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" প্রস্তাবের মূল বিষয় এই যে, সজ্জনতোষণী ৮ম বর্ষ ৮ম সংখ্যার বর্দ্ধমান জেলার উকরা-নিবাসী কিশোরী মোহন গোস্বামী নামক জনৈক ব্যক্তি "শ্রীগদাধরানন্দ ঠাকুরের পদাবলী" শীর্ষক কয়েকটি পদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ পদগুলিতে পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব-লেখক টানিয়া-বুনিয়া নদীয়ানাগরী-মতের গন্ধ বাহির করিতে চান। অসারগ্রাহী, দুর্জ্জন, নব্য নদীয়ানাগরী-মতবাদের যুক্তি এই যে, যেহেতু ঠাকুর ভক্তিবিনোদ "সজ্জনতোষণী" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং যেহেতু "সজ্জনতোষণী" পত্রিকায় অন্য ব্যক্তি কোন পদাবলী প্রকাশ করিয়াছেন, (যাহার অর্থ ভিন্ন রূপও হইতে পারে) সেই পদাবলীর দুই একটি পদকে নদীয়ানাগরী-মতের সমর্থক-রূপে কল্পনা করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়াই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নিশ্চয়ই নদীয়ানাগরী-মতবাদের সমর্থনকারী ছিলেন।

নদীয়ানাগরীগণের এইরূপ দুর্জ্জনা যুক্তি দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করা যায় না। সম্পাদক, গ্রন্থকর্ত্তা বা আচার্য্যের যাহা নিজ-মত, অথবা তিনি যাহা সমর্থন করিতে প্রস্তুত, সেই মত বা সিদ্ধান্তের সুষ্ঠুতা-সম্বন্ধে সম্পাদক তাঁহার বিপুল লেখনীর মধ্যে নিজে কিছুই প্রকাশ করিলেন না, কোথায় সাময়িক পত্রিকার কোন্ সংখ্যায় অপর ব্যক্তি কোন্ এক পদ উদ্ধার করিয়াছেন, সেই পদকে কোনও মতবাদী তাঁহার নিজের কুবাগ্ব্যায় ব্যাঘাত করিয়াছেন বলিয়া তাহাই সম্পাদকীয় মত বা সমর্থন বলিয়া বিবেচিত হইবে! ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন যে, তাঁহার সেই গ্রন্থ-সমূহের দ্বারা একটি বৃহৎ মহুয়া গাছান যায়। কিন্তু ঠাকুর তাঁহার এতগুলি গ্রন্থে তাঁহার নিজ লেখনীর মধ্যে কোথাও নদীয়ানাগরীমতের সমীচীনতা সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই, বরং শ্রীচৈতন্যভাগবতের কবিতাগুলি উল্লেখ-পূর্ব্বক বহুবার তিনি সকলকেই গৌরনাগরী-মতবাদের বিরুদ্ধসমালোচনা করিয়া ঐ শ্রেণীর অপরাধিগণের সঙ্গত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন। সে-সকল কথা মধুসূদন গোস্বামী মহাশয়ও বিশেষরূপে জানিতেন। ইহাও কি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে নদীয়ানাগরীমতের সমর্থক ছিলেন না, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ নহে? কেবল তাহাই নহে, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার নিজ লেখনীমধ্যে স্পষ্টভাবে বলিয়া গিয়াছেন যে, যাহা গ্রন্থকে নদীয়ানাগর ভাবময়-কথা ভক্তিসিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিরোধী। তিনি লিখিয়াছেন,—"নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া একটি পৃথক্ গুরু-লীলা দেখাইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে (শচীনন্দনকে) নবদ্বীপনাগর মনে করিয়া ব্রজভজন পরিত্যাগ করিও না।" (চৈতন্যধর্ম্ম লীলাপ্রবেশ-বিচার)

যেখানে এইরূপ স্পষ্টভাবে শচীনন্দনকে 'নবদ্বীপনাগর' মনে করিয়া ব্রজভজন পরিত্যাগ করিবার চেষ্টাকে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গর্হণ করিয়াছেন, সেখানে মনিষর মক্ষিরে সিপীলিকার ছিদ্র অনুসন্ধানের চেষ্টার ন্যায় ঠাকুর ভক্তি-বিনোদকে নদীয়া-নাগরী-মতের সমর্থকরূপে অযৌক্তিকভাবে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা অকূল নিরাশা-সমুদ্রে পতিত নদীয়া-নাগরীগণের তৃণবিবর্ত্ত ধারণের চেষ্টার ন্যায় নিরর্থক। ঐরূপ তৃণের বিবর্ত্তের সাহায্যে কখনই অপার সিদ্ধান্তসমুদ্রের তীরে পৌঁছান যাইবে না। নদীয়ানাগরী-মত যে একান্ত অসঙ্গত, ইহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের বিচার হইতে জগৎকে জানাইতেন এবং শ্রৌত-পারম্পর্য্যে মহাত্মা তোতারামের কবিতাও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। যে সিদ্ধান্ত গোস্বামি শাস্ত্রে সমর্থিত হয় নাই, নবদ্বীপ-লীলার ভাগবত-লেখক ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবন যে নদীয়ানাগরী-মতকে অতি স্পষ্টভাবে খণ্ডন করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত যে মতা নদীয়ানাগরী-মতকে কোনই স্থান দেন নাই, ঠাকুর নরহরি তাঁহার 'ভজনামৃত' গ্রন্থে যে নদীয়ানাগরীবাদের অপমতকে ভজনের পংক্তি মধ্যেই বসিতে দেন নাই, মহাত্মা তোতারাম প্রভৃতি বৈষ্ণবকুল যে নদীয়ানাগরীমতের শতমুখে গর্হণ করিয়াছেন, ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ যে নদীয়ানাগরী-মতের হেয়ত্ব ও কুনাটোর কথা অনর্থোবার তাঁহার অন্তরঙ্গভক্তগণকে জানাইয়া ঐরূপ দুষ্টমত হইতে সতর্ক থাকিতে বলিয়াছেন,ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কোন অনুগ ব্যক্তির মধ্যে যে অপমত ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কখনও প্রদান করেন নাই, সেই অপমত ভক্তিবিনোদের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে, এইরূপ অসদভিপ্রায় ও অবৈধ অভিসন্ধি কোন সুধী ব্যক্তিই সমর্থন করিতে পারেন না।

নদীয়ানাগরীমতবাদিগণ মনস্তোষায় হইয়া তাঁহাদের প্রস্তাবে লিখিয়াছেন যে, যদি নদীয়ানাগরীমতবাদ সজ্জন-তোষণী-সম্পাদকের অভিমতই না হইবে, তাহা হইলে তিনি অপর ব্যক্তির উদ্ধৃত পত্রাবলী তাঁহার কাগজে প্রকাশ করিয়াও সম্পাদকীয় মন্তব্যে তদ্বিষয়ে তাঁহার অনভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতেন। স্বপক্ষের দুর্ব্বলতার নিদর্শনরূপে এরূপ যুক্তি প্রদর্শিত হইতে পারে। অনেক সময় সম্পাদকের অজ্ঞাতসারে অনেক বিষয় সাময়িক পত্রিকা প্রভৃতিতে মুদ্রিত হইয়া পড়ে। ইহা যাঁহারা পত্রিকা-সম্পাদনকার্য্যে অভিজ্ঞতা ও প্রবীণতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা খুব ভালরূপে জানেন। অনেক সময় আলোচনা এবং তৃতীয় পক্ষ হইতে সমালোচনা আহ্বানের জন্য সম্পাদক স্বয়ংও মৌনাবলম্বনও করিয়া থাকেন। আমোঘ "ভক্তিবিনোদ না সম্বাদে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি,"—বিচার ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। ঐরূপ অবস্থায় যতে তিনি মৌন থাকাই শ্রেয়ঃ বিচার করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তিনি চিরকালই অতি পাষণ্ডগণের প্রবল যুক্তিপূর্ণ মতবাদের আলোচনা করা অসঙ্গত মনে করিতেন। অনেক সময় ঠাকুর মহাশয় পত্রিকাকার্য্যালয় হইতে বিদেশে বালকালীন প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজের প্রেরিত প্রবন্ধ দুই একটা প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন সংযোগী বৈষ্ণবের লিখিত তাঁহাদের সামাজিক-কথা-মুখে বৈষ্ণব-সমাজের প্রতি অবৈধ আক্রমণ। গৌরনাগরী-মত-বাদীর ভক্তিহীন প্রবন্ধ বা গৌরভক্ত গোপীভাব-দলের লিখিত প্রবন্ধ—যাহার প্রতিবাদে কলাই ঠাকুরের অভীপ্সিত। আমরা বিশেষভাবে জানি, ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের অনুপস্থিতিকালে ঠাকুরের তদানীন্তন মুদ্রাযন্ত্রের ভারপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ঠাকুরের সম্পূর্ণ অভিমতের বিরুদ্ধ, জনৈক খ্যাতনামা পণ্ডিত-সাংযোগীবৈষ্ণব লিখিত একটি প্রবন্ধ সজ্জনতোষণী পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া ফেলেন। "সজ্জনতোষণী"র সেই সংখ্যার উক্ত প্রবন্ধ ঠাকুরের দৃষ্টি-গোচর হইলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মুদ্রাযন্ত্রের উক্ত অধ্যক্ষের আচরণকে কোন ভাবেই আদর করিতে পারেন নাই। কিন্তু সজ্জনতোষণীর সম্পাদকপ্রবর পরবর্ত্তী সংখ্যায় ঐরূপ কার্য্যের প্রতিবাদসূচক কোন সম্পাদকীয় মন্তব্যও প্রকাশ করেন নাই, ইহাও আমরা জানি। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ইহা দ্বারা সাধারণের ভ্রম-পথে চালিত হইবার যোগাড় আছে। কিন্তু যে পাঠকের অতটুকু সারগ্রাহিতা-শক্তি নাই—যে পাঠক সজ্জনতোষণীর ন্যায় পত্রিকার ভূরি ভূরি বিচারযুক্ত সিদ্ধান্তপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াও এই সরল জ্ঞানটি সংগ্রহ করিতে পারেন না, যে সম্পাদক-প্রবর তাঁহার শত সহস্র লেখনীর মধ্যে অন্যায়, দুর্নীতি এবং অসিদ্ধান্তকে নিরাস করিয়াছেন, অপর ব্যক্তির লিখিত কোন একটি প্রবন্ধের একেকটি কথার

যাহাই যদি সেই সম্পাদকের সমস্ত সিদ্ধান্ত বিপর্য্যস্ত ও বিলুপ্ত হইয়া পড়ে এবং সেইরূপ কল্পিত বিপর্য্যস্ত বিচারকেই তাঁহারা সম্পাদকের ব্যক্তিগত মত বলিয়া বিচার করেন, সেইরূপ আত্মবঞ্চনাকামী নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণের যোগ্য পুরস্কার বঞ্চনা-লাভই সমীচীন। ব্যাসাদি মহর্ষিগণের লিখিত শাস্ত্র, গোস্বামিচরণাদি আচার্য্যগণের লিখিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের নিখিল সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করিয়া তন্মধ্যস্থ দুই একটি শব্দ বা বাক্যকে সমর্থ করিয়াও অনেকে জগতে পাষণ্ড-মত স্থাপন ও প্রচারের চেষ্টা দেখাইয়াছে। ভগবানের উদ্দেশ্য এইরূপ যে, আচার্য্যগণের প্রণীত শাস্ত্র ও লেখনীমুখে ঐরূপ বঞ্চনাকামী অধিকারীর জন্য ঐরূপ দুই একটি মোহনপর অবকাশ থাকিবে। ইহা তাহাদের যোগ্য কার্য্যের যোগ্য পুরস্কার। গৌড়নাগরীমতবাদিগণ যদি ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে সেইরূপভাবে নদীয়ানাগরী-অপমতের সমর্থক করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহারাও সেইরূপ যোগ্য পুরস্কারই প্রাপ্ত হইয়াছেন জানিতে হইবে। আজ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদকে, কাল শ্রীল বংশীবদন বাবাজী মহারাজকে, পরশ্ব হয় ত' শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজকে, তার পরদিন হয় ত' বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজকে কিংবা কোনও দিন হয় ত' ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজকেই গৌড়নাগরী-মতবাদের সমর্থক সাজাইয়া অবৈধ অভিসন্ধিযুক্ত গৌড়নাগরীগণ গৌড়নাগরী-মতবাদকে 'কপাহুগসিদ্ধান্ত' বলিয়াই প্রচার না করিয়া বসেন। বাসুঘোষ, নরহরি সরকার ঠাকুর, লোচনদাস ঠাকুর, নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর প্রভৃতির নামে অনেক জাল পুথিও রচিত হইয়া গৌরভক্তী নবা গৌড়নাগরীগণের অপমত স্থাপনের চেষ্টা কিছুকাল যাবৎই হইতেছে। যে-সকল মহাজন প্রকটলীলা সংগোপন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নামে যাহা ইচ্ছা, তাহা লিখিয়া অসম্মত স্থাপনে যে অপরাধের সীমা ঈশ্বর পর্য্যন্ত গড়াইয়া থাকে, সেই অপরাধের ফল গৌড়নাগরী-মতবাদিগণের ইন্দ্রিয়তর্পণের উত্তেজনার বিস্মৃতির বিষয় হইলেও যে-সকল নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট মহাজনের আচার-প্রচার, সিদ্ধান্ত ও বিচার শ্রবণ এবং দর্শন করিবার নিষ্কপট সঙ্গিগণ অদ্যাপি ভূমণ্ডলে বিরাজিত রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা, তাহা বলিবার ধৃষ্টতা প্রকৃত সত্যানুরাগিগণ—শ্রীচৈতন্যানুচরগণ—শ্রীরূপানুগচরণানুচরগণ কখনই সহ্য করিবেন না।

প্রদর্শনীর প্রতিধ্বনি

বহুভাষাবিৎ অধ্যাপক ডক্টর পি, সি বাগ্‌চি মহাশয় প্রদর্শনী দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন—

The Exhibition is unique in character and has been arranged in a view to impart instructions in Vaishnava Theology in a very simple way.

P. C. Bagchi M. A, D. Lit
Prof. Calcutta University
9, Rustomjee Street,
Ballygunje.

এই প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য অদ্বিতীয় ও অভিনব। অতীব সহজ উপায়ে বৈষ্ণবতত্ত্ব-সিদ্ধান্তের উপদেশ প্রদানের জন্য এই প্রদর্শনী সজ্জিত হইয়াছে।

ডেভিনিউ ডিপার্টমেণ্টের অ্যাসিটেণ্ট সেক্রেটারী, মহাশয় প্রদর্শনী দেখিয়া জে, এম, সরকার লিখিয়াছেন—

The Exhibition is unique of its kind and the arrangements of the exhibits and for the convenience of the visitors are excellent. Even an ordinary layman cannot fail to be impressed by the graphic way in which the inner meaning has been made intelligible to all by means of symbols and texts. No pain has been spared by the authorities to make the Exhibition success and they deserve the greatest credit for the immense good they are doing to-words the uplift of the

ordinary laymen who never think of such things unless these are placed before them in a manner which they can easily understand.

J. N. Sircar
Asst. Secy. Revenue Department.
Govt. of Bengal
14-9-31.

এই প্রদর্শনীটী অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় হইয়াছে। প্রদর্শনীর প্রদর্শনীয় দ্রব্য-সমূহ অতি সুন্দরভাবে সাজান হইয়াছে। দর্শকগণের দর্শনের সুবিধার সংস্থাবস্তও অত্যুৎকৃষ্ট হইয়াছে। আদর্শ এবং শাস্ত্র-বাক্য-সমূহের দ্বারা সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রদর্শনীর গূঢ় অর্থসমূহ বোধগম্য করিবার যেরূপ সুবিধৃত উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা তত্ত্বানভিজ্ঞ সাধারণ ব্যক্তিগণের হৃদয়েও প্রদর্শনীর প্রতিপাদ্য বিষয় গভীরভাবে অঙ্কিত না হইয়া পারে না। কর্তৃপক্ষ প্রদর্শনীকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যত্নের কোন ত্রুটি করেন নাই। প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ সাধারণ তত্ত্বানভিজ্ঞ লোকের উন্নতিকল্পে যে প্রভূত মঙ্গলের কামনা করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রশংসার্হ। সাধারণ লোকের নিকট এইরূপ সহজবোধ্য করিয়া বিষয়গুলি না দেখাইতে পারিলে তত্ত্বানভিজ্ঞ সাধারণ লোক কিছুতেই এই সকল বিষয়ের কথা চিন্তার মধ্যেও আনয়ন করে না।

ডাঃ বি, বি, ব্রহ্মচারী মহোদয় লিখিয়াছেন—

The Exhibition is so crowded that it was impossible for me to go round it ; this shows, however, that it has been attractive to the people, many of whom have been drawn even from distant villages, some even from other provinces. It must have been expensive but the expenses were certainly worth incurring as it has been done for the best cause, nothing less than spiritual and moral uplift of the mass.

Dr. B. B. Brahmachary
D. P. H.
13-9-31

প্রদর্শনীতে এত বেশী ভিড় হইয়াছিল যে, আমার পক্ষে প্রদর্শনীর চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া দেখা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, প্রদর্শনী জনসাধারণের কিরূপ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। দর্শকদিগের মধ্যে অনেকেই দূরস্থ গ্রাম, এমন কি, বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগমন করিয়াছিলেন। এই প্রদর্শনীতে অনেক খরচ পড়িয়াছে সন্দেহ নাই ; কিন্তু এই খরচ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্যেই নিয়োজিত হইয়াছে। ইহাতে জনসাধারণের পারমার্থিক ও নৈতিক উন্নতি হইবে।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ক্যালিফর্ণিয়া হইতে আগত নর্মা এন্ বেসেট ও এলিজাবেথ শেমার প্রদর্শনী দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন,—

We have viewed the Exhibition with much interest and enjoyment and are grateful for the very kind attention and time taken to explain the various exhibits.

Normah N. Besset.
Elizabeth Shamer.
3432 Alteera Awe
La Crescenta, Caleformia
U. S. A.

আমরা বিশেষ আগ্রহ এবং আনন্দের সহিত প্রদর্শনী দেখিলাম। বিভিন্ন দর্শনীয় দ্রব্য সম্বন্ধে আমাদের নিকট ব্যাখ্যা করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ যে সময় ব্যয় করিয়াছেন এবং আমাদের প্রতি যে অনুকম্পাময় মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

জার্ম্মেনীর বার্লিন নগর হইতে আগত পৃথিবী-পর্য্যটক বক্তা ও অধ্যাপক ডক্টর মেগ্‌নেস্ হিরশ্‌ফেল্ড প্রদর্শনী দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন,—

I had a great impression. Best thanks and wishes for your ideas and helpful teaching and workings.

Dr. Magness Hirschfield
from
Berlin, Germany.
Calcutta.
18-9-31.

প্রদর্শনী আমার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিয়াছে। কর্তৃপক্ষগণের চিন্তাধারা, সাহায্যপূর্ণ শিক্ষা-প্রণালী ও কার্য্যাবলীর জন্য আমি আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা প্রকাশ করিতেছি।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল মাননীয় ব্রিগেডিয়ার গোহেল লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল আই. এম্. এস্ মহাশয় প্রদর্শনী দর্শন করিবার পর লিখিয়াছেন,—

It has been a great joy to me to visit this fascinating Exhibition and to listen to the learned discourse of the Swamiji who so very kindly showed me over. The Exhibition will, I am sure, be a source of great inspiration to the thousands who are visiting it. The genesis of Gaudiya Math in organising it so well deserves all praise and admiration.

Dr. D. P. Goil.
Lt. Col. I. M. S.
Principal, Medical College
20-9-31.

এই প্রকার চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনী দর্শন করিয়া এবং স্বামিজীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয়ে মহা আনন্দের উদ্রেক হইয়াছে। স্বামিজী অতিশয় কৃপা-পূর্ব্বক আমাকে প্রদর্শনীর সকল অংশগুলি দেখাইয়াছেন। আমি স্থির বিশ্বাস করি, এই প্রদর্শনী সহস্র সহস্র দর্শনকারী ব্যক্তিগণের পক্ষে মহা-অনুপ্রেরণার উৎস-স্বরূপ হইবে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের কর্ত্তৃপক্ষ প্রদর্শনীকে এইরূপ সুন্দরভাবে পরিচালিত করিয়া সর্ব্ববিধ প্রশংসা ও অভিনন্দনের যোগ্যপাত্র হইয়াছেন।

কলিকাতা লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির প্রধান অধ্যাপক মাননীয় এফ্. এফ্. লংম্যান প্রদর্শনী দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন,—

This Exhibition has enabled one to realise more fully the influence of the Chaitanya-movement in Bengal and to appreciate the devotion of those connected with it. We are personally grateful for the courtesy and kindness of those who have shown us the Exhibition.

F. F. Longman.
L. M. Society
Calcutta.

এই প্রদর্শনী বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্য-আন্দোলনের প্রভাব এবং তৎসম্পর্কিত ব্যক্তিগণের গভীর ভক্তিনিষ্ঠা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিবার সাহায্য করিয়াছে। যাঁহারা আমাদিগকে প্রদর্শনী দেখাইয়াছেন, তাঁহাদিগের সৌজন্য ও অনুগ্রহের জন্য আমরা ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

কলিকাতার মেডিকেল কলেজের মেডিসিন্ বিভাগের রাজকুমারী দাস ও ফুলব্রাইট্-স্কলার শ্রীযুক্তা কে, বসু প্রদর্শনী দর্শন করিবার পর লিখিয়াছেন,—

The Exhibition is very interesting and highly instructive. The exposition of Personal God is very appealing. The work embraces many activities which are beneficial to all societies and communities. The effort of the Math is very laudable.

(Mrs.) Raj Kumari Das
K. Bose
23-9-31.

এই প্রদর্শনীটি অতীব চিত্তাকর্ষক এবং উচ্চ শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে। আদর্শমূলে পুরুষোত্তম পরমেশ্বরের ধারণা অতীব হৃদয়গ্রাহী। এই ব্যাপারটি এমন অনেক কার্য্যাবলী বরণ করিয়াছেন, যাহা নিখিল সমাজ ও সম্প্রদায়ের পক্ষে উপকারক। মঠের প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ।

শ্রীযুক্ত মহীমোহন বসু এম, এ, (কলিকাতা) বি, এ, (অক্সফোর্ড) মহাশয় প্রদর্শনী দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন,—

I was greatly impressed by the Exhibition. No one can doubt that great skill, thought and trouble have been lavished to make it a success. It is calculated to drive home in a forceful way the truths which it is intended to impart.

Mahi Mohan Bose
M.A. (Cal), B. A. (Oxford),
23-9-31

এই প্রদর্শনী আমার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিয়াছে। এই প্রদর্শনীকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যে অসাধারণ নৈপুণ্য, মনীষা ও পরিশ্রম অপরিমিতভাবে ব্যয়িত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এই প্রদর্শনী যে-সকল সত্য লোক-হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উদ্দেশ করিয়াছে, তাহা সমস্তই মূর্তভাবে দর্শক-হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছে।

প্রদর্শনী-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংশিক্ষা-প্রদর্শনী বিশেষ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পৃথিবীর সর্বদেশের লোক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় প্রদেশের মনীষীবৃন্দ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর অভিনবত্ব, মৌলিকত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠে কীর্তন করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক, সমগ্র বিশ্বের অহৈতুক ঐকান্তিক মঙ্গলকামী, মহামহা বদান্যশিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই সংশিক্ষা-প্রদর্শনী উন্মোচন করিয়া জগতে শ্রীচৈতন্য-দেবের অনর্পিতচর মহা দানকে সুলভ, সহজ ও সার্ব্বভৌমিক করিয়া দিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে ও তদীয় অনুচরবৃন্দের সেবায় ভাগবত-সিদ্ধান্তমালা প্রদর্শনীর মধ্যে রূপ গ্রহণ করিয়া বিশ্বমানবের নিকট প্রকটিত হইয়াছিল। শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট সচার্য্য বিষয়গুলিকে রূপ প্রদান করিবার জন্য যে যত্ন করিয়াছেন তাহা তাঁহার জীবে মঙ্গল চিকীর্ষার প্রকৃষ্ট পরিচয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ অক্লান্ত পরিশ্রম, এমন কি, বিশ্রাম ভোজনাদি বিসর্জ্জন করিয়াও সেই সকল বিষয়গুলি আদর্শের দ্বারা সজ্জিত করিবার জন্য অহোরাত্র চেষ্টা করিয়াছেন। আচার্য্যাগ্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু দিবারাত্রি অক্লান্তভাবে সর্ব্ব বিষয়ের তত্ত্বাবধান ও যাবতীয় দায়িত্বপূর্ণ আবশ্যক কার্য্যের জন্য প্রাণপাত করিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। গৌড়ীয়-সম্রাজপতি শ্রীপাদ অরুণচন্দ্র ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিলাস পর্ব্বতিনেবী মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-যতীন্দ্র শ্রীমদ্ভক্তি-প্রবীণ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ পর্ব্বত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসূন বোধায়ন মহারাজ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দজী এবং অন্যান্য ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দ প্রদর্শনী-উৎসবের আনুকূল্য-সংগ্রহে অশেষ সেবা-চেষ্টা এবং প্রদর্শনী-দর্শনে শ্রীগুরুপাদ-পদ্মসঙ্গে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-কীর্ত্তনে পরম উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। গৌড়ীয়-সম্রাজপতি শ্রীল ভক্তিদয়িত গোস্বামী-প্রভু প্রদর্শনী উদ্ঘাটন এবং প্রদর্শনীর সাফল্য-বিধানার্থে শুরুসেবোদ্দীপ্ত সেবা-কার্য্যে অনির্ব্বচনীয় পরিশ্রম করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অমৃতধারণ দাসাধিকারী বি, এ মহোদয়েরই বিশেষ চেষ্টার ফলে কর্পোরেশনের নিকট হইতে প্রদর্শনীর ভূমি পাওয়া গিয়াছিল। প্রদর্শনী সংগঠনের বিভিন্ন সেবা-কার্য্যে তিনি অক্লান্তভাবে শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। কটক-প্রবাসী শ্রীপাদ সুদর্শনসনাতন দাস অধিকারী মহোদয় ও শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ দাস অধিকারী মহাশয় প্রদর্শনী রক্ষণাবেক্ষণ-কার্য্যে দিবারাত্র অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। শ্রীপাদ সুদর্শন সনাতনদাস অধিকারী মহাশয়ের উপর প্রদর্শনীর অনেক দায়িত্বপূর্ণ বিষয়ের ভার ছিল। তিনি সেই গুরুভার যেরূপ সাফল্য ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার গুরুসেবায় ঐকান্তিকতাই প্রমাণিত হইতেছে। কটক রেভেন্স কলেজের অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তি-শাস্ত্রী এম, এ মহোদয় ইংরাজী ভাষায় প্রদর্শনীর প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি অনূদিত ও ইংরাজী ভাষায় প্রদর্শনীর বিবরণ রচনা করিয়া বিদেশীয়গণের পক্ষে বোধসৌকর্য্য সাধন করিয়াছেন। ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ হরগ্রীবজী, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ গোবিন্দমোহনজী, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ গৌরকৃষ্ণজী প্রভৃতি সেবক-গণ প্রদর্শনীর নানাবিধ আভ্যন্তরীণ সেবায় দিবারাত্র পরি-শ্রম করিয়াছেন। চিত্রবিদ্যাভূষণ ব্রহ্মচারী শ্রীধীরকৃষ্ণজী, কলাকোবিদ শ্রীমনীন্দ্রচন্দ্র আচার্য্য এবং তদীয় অনুজ শ্রীমান্ শ্রীবাস চন্দ্র আচার্য্যের প্রদর্শনীতে তাঁহাদের চিত্র-বিদ্যা-বিষয়ক নিপুণতা দিবারাত্র পরিশ্রম-দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। কলিকাতা-নিবাসী ভক্তবান্ধব বৈষ্ণবজন-প্রিয় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ বসু মহাশয় প্রদর্শনীর প্রবেশ-দ্বারে অভ্যর্থনা-সমিতির মুখ্যাধ্যক্ষরূপে প্রত্যহ অবস্থান করিয়া যেরূপ সৌজন্য, প্রীতি, স্নেহ ও সহিষ্ণুতার পরিচয় প্রদান-পূর্ব্বক বিপুল লোক-সমূহকে অভ্যর্থিত, নিয়মিত ও পরিচালিত করিয়াছেন, তাহা দেখিবার বিষয় ছিল। তিনি

অন্যান্য বহির্দেশেও প্রদর্শনী ও উৎসবের সেবায় যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। শ্রীযুক্ত কিশোরচন্দ্র দত্ত এম্, আর, এ মহাশয় মহোৎসব ও প্রদর্শনী উদ্বোধন ও উদ্ঘাটনের পূর্ব্ব হইতে পূর্ণাহুতি পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যহই রাত্রি ১১ ঘটিকা, কোন কোন দিন রাত্রি ১২টিকা ১৪০ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রদর্শনী ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া শান্তি সংরক্ষণের জন্য যেরূপ আন্তরিক চেষ্টা ও সৌজন্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি অশেষ ধন্যবাদার্হ। এটর্ণি শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল মহাশয় প্রদর্শনীর কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দকে নানাভাবে উৎসাহ প্রদান ও প্রেরণা দান করিয়া যেরূপ সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ। বাগবাজার স্বেচ্ছাসেবকদলের প্রথম মণ্ডলীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমিয় নাথ বিশ্বাস ও স্বেচ্ছাসেবকদলের দ্বিতীয় মণ্ডলের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ কুণ্ডু যেরূপ অক্লান্তভাবে লোক-সঙ্ঘের সৌষ্ঠব ও ধানাদি নিয়মন-কার্য্যে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। শ্রীযুক্ত বিজলীভূষণ বানার্জ্জী ঐ সকল কার্য্যের অগ্রণীরূপে বিশেষ উৎসাহ ও অক্লান্ত কর্ম্মপরতার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিজলী বাবুর কর্ম্ম-কুশলত্ব ও সৌজন্য বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে

শ্রীল ভক্তিবিনোদ-প্রকটোৎসব

মাদ্রাজ হইতে নিজস্ব সংবাদ-দাতা জানাইয়াছেন,—মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে ঠাকুরের আবির্ভাবোৎসব বিশেষ উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। মান্দ্রাজবাসী বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বর্ত্তমানযুগের শুষ্কভক্তি পুনঃপ্রবাহের মূল পুরুষ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মহাদানের বার্ত্তা শ্রবণার্থ মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি-বাসরে মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠে একটি বিশেষ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় উপস্থিত এম, আর, আর ওয়াই অমিধার নিস্বারা বাবু; এম, আর, আর-ওয়াই সুব্রহ্মণ্য আয়ার গভর্ণমেণ্ট অডিট য়্যাকাউণ্টাণ্ট); এন, এ, ভট্ট, ম্যানেজার কানেরা এণ্ড কোং; য়্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জেন মধুসূদন রাও; এম, আর, আর-ওয়াই স্বামিনাথ আয়ার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গভর্ণমেণ্ট প্রেস ইত্যাদি ভদ্রলোকগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাতঃকাল ৫ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা উষঃকীর্ত্তন ও প্রভাত-সঙ্গীত হইয়াছিল। মঠস্থ গুরুবর্গ শ্রীমঠটিকে সুসজ্জিপুষ্প ও আম্রপল্লবের দ্বারা সুশোভিত করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে ঠাকুরের শ্রীআলেখ্য পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করা হইয়াছিল। অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা হইতে ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত গুরুবন্দনা ও "ঠাকুরের শরণাগতির" সঙ্গীত কীর্ত্তন হয়। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ইংরাজী ভাষায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চরিত্র-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন, তদনন্তর পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে তামিল ভাষায় ডাঃ মধুসূদন রাও একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজ হিন্দীভাষায় 'বর্ত্তমান যুগে ঠাকুরের দান' বিষয়ে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। মিঃ স্বামীনাথ আয়ার ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জীবনচরিত-বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেন। মিঃ স্বামীনাথ আয়ার ঠাকুরের সম্বন্ধে তামিল ভাষায় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ব্রহ্মচারীজী ও পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মঠসেবকগণ হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন করিবার পর সমাগত ব্যক্তিগণকে মহা প্রসাদ বিতরণ করা হয়। মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের মহামহোৎসব বিশেষ সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

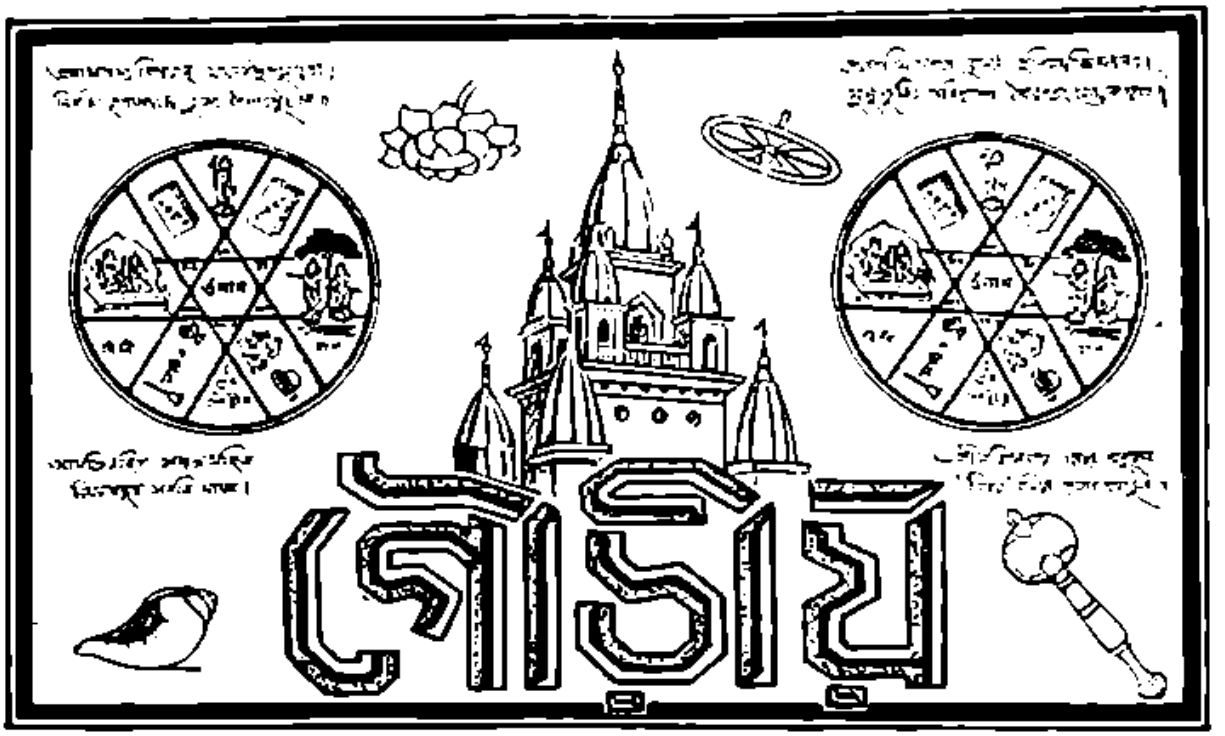

১০ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৩০শে আশ্বিন শনিবার, ১৩৮৮; ১৭ই অক্টোবর ১৯৮১ | ১১শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

শ্রীচৈতন্য-শিক্ষানুসরণে আচার্য্যের আহ্বান

কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শরৎ-কালে শ্রীক্ষেত্র হইতে যাত্রা করিয়া ঝারিখণ্ড পথে শ্রীবারাণসী ও শ্রীপ্রয়াগ-ধাম হইয়া শ্রীধাম-বৃন্দাবনে আগমন-পূর্ব্বক শ্রীশ্রীবৃন্দাবনের দ্বাদশবন-দ্বাদশ-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারই ভুবনমঙ্গল আদর্শের অনুসরণে বর্ত্তমান যুগে শ্রীচৈতন্য-মঠোপীঠ-সংস্থাপকবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ঐরূপ সময়ে শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার জন্য বিশ্ববাসীকে আহ্বান করিতেছেন।

পরিক্রমার প্রয়োজনীয়তা

জগৎ প্রাণী মাত্রেই স্ব-স্ব উদরভরণ, জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ এবং অন্যান্য দৈহিক নশ্বর কার্য্যের জন্য কোন না কোন স্থান পরিক্রমা করিয়া থাকে। এমন কি, পশুও ঐ সকল কার্য্যের জন্য কৃত্রিম পথাদি সংস্কারিত করিয়া বিষয়-পরিক্রমা-কার্য্যে রত হয়। ঐরূপ পরিক্রমার দ্বারা পরিণামে ক্লেশদায়ক ও চিত্তোপবন্ধক নশ্বর অর্থাদি লাভ হইতে পারে। ভোগোন্মত্ত হইয়া দেহ-গেহাদি পরিক্রমা, বিলাস-বাহন-রত বা কোনও না কোনও ইন্দ্রিয়তর্পণরত হইয়া বিভিন্ন দেশ বা পৃথিবী পরিক্রমাদ্বারা কোন বাস্তব নিত্য পরম মঙ্গল লাভ হয় না। ঐ সকলের প্রাপ্য ফল পশুত্ব আদি প্রদান করিতে পারে না। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত (২।৩।২২) বলিয়াছেন,—

"পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমকারণাভৌ
ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরেয়ৌ ॥"

যে-সকল মনুষ্যের পদদ্বয় হরির লীলাক্ষেত্রে পরিভ্রমণ না করে, তাহাদের পদদ্বয় বৃক্ষতুল্য স্থাবর। অম্বরীষাদি

রাজচক্রবর্ত্তিত্ব লাভে পরম বিতৃষ্ণ ছিলেন বলিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলী দর্শনে সাধু-সঙ্গে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সাধু-সঙ্গ একমাত্র হরির তীর্থ-পর্য্যটনে ব্যবহৃত হইলেই পদত্রার ব্যবহারের সার্থকতা।

মহাভাগবতের অনুগমনে পরিক্রমা

অনেক সময় সহানুভূতিরভাবে অনেকে ভগবানের তীর্থাদি পরিক্রমা ব্যাপার করিলেও মহাভাগবত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্য-জনের সঙ্গে শ্রীহরির লীলাক্ষেত্রের বিষয় শ্রবণমুখে তত্তৎ স্থান-দর্শন—যুগে যুগে মহাবদান্য ভগবদবতারের ন্যায় কখনও কখনও জীবের সুদুর্লভ সৌভাগ্য প্রকাশিত হয়। বিশ্ব-জীবের মহাভাগ্যফলে একপ সুযোগ বর্ত্তমানে উপস্থিত হইয়াছে। আগামী **অগ্রহায়ণ মাসের প্রারম্ভে** গোকুল-মহাবনকে কেন্দ্র করিয়া এই ব্রজ-মণ্ডল-পরিক্রমা মাসাধিক ব্যাপী অনুষ্ঠিত হইবে।

পরিক্রমার অধিকারী

আচার্য্যের অনুকম্পা ও আস্থানে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিমাত্রেই স্ত্রী-পুরুষ ও জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে পরিক্রমার অনুগমনে অধিকারী। কারণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর শিক্ষা,—

"ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতো।"

অন্যাভিলাষীরও সুযোগ

অন্যাভিলাষী—পুণ্যাভিলাষী ব্যক্তিগণও মহাভাগবত আচার্য্য ও অকৃত্রিম সেবাপরায়ণ সাধুগণের সঙ্গে ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার ভ্রমণকালে অচৈতব হরিকথা শ্রবণের ফলে অজ্ঞাতসারে এবং অবশেষে ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের কোন প্রকার সেবার সহায়তা করিয়া কেলিলে অজ্ঞাত সুকৃতি লাভ করিয়া কৃষ্ণাভিলাষী হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারিবেন।

কর্ম্মীরও সুবর্ণসুযোগ

কর্ম্মী তাঁহার কর্ম্ম-স্পৃহা এবং কর্ম্মতৎপরতা লইয়া সাধু-সঙ্গে অনিমিত্র-চেতনময়ী হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে কর্ম্মফল পরিহার-পূর্ব্বক সকল কর্ম্ম অনায়াসে ও অবশে ভগবানের ও ভগবদ্ভক্তের সেবায় অনুকূলে করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়া পরা ভক্তির সোপান অবলম্বন করিতে পারিবেন।

জ্ঞানীর সুযোগ

হরি-লীলা-শ্রবণের যেরূপ অপূর্ব্ব-শক্তি যে, সনকাদি জ্ঞানিগণকেও তুলসীর গন্ধে আকৃষ্ট এবং ভগবৎসেবা-মাধুরী আস্বাদনে লুব্ধ করিয়াছিল। সুতরাং সাধারণের আর কি কথা? বৃন্দাবনের বনে বনে শ্রীচৈতন্য-জনের হরিকথা-মন্দাকিনীর সহিত শ্রীবৃন্দাবৃন্দা-বিপিনের রজঃ-পাদপদ্মপূত বায়ু শুষ্ক জ্ঞানিগণের হৃদয়কেও দ্রবীভূত করিয়া দিবে। তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, জ্ঞানের বৃথা প্রয়াসে মূল তুচ্ছ জানিয়া আর সময় নষ্ট করা উচিত নহে। তাঁহারা হরিলীলা ও হরিলীলাঙ্গের এবং তত্তৎসেবাদি-পরিক্রমা প্রভৃতি ভক্তাঙ্গের নিতান্ত হৃদয়ঙ্গম-পূর্ব্বক সাধুমুখ-বিগলিত ভগবদ্বার্ত্তা শ্রবণে কায়মনোবাক্য নিযুক্ত করিয়া জীবনধারণ করাই জ্ঞানের চরম ফলরূপে বুঝিতে পারিবেন। ইহাতে তাঁহাদের পাণ্ডিত্য হারাইবার ভয়ে ভীত হইবারও কোনও কারণ থাকিবে না। কারণ, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, স্নান হইবার পর মূল মাঝির নদীর তীরে গেল বিদায়িয়া তত্ত্ব টানিবার প্রবল পিপাসা পণ্ডশ্রম ও উন্মত্ততা মাত্র।

যোগীর সুযোগ

অষ্টাঙ্গ-যোগী প্রভৃতি বনে গমন-পূর্ব্বক ভগবান্ বনস্থ হিংস্রজন্তুর কবলে কবলিত হইবার পরে রক্ষার্থ আত্মবলের সংক্ষেপ-নীতি অর্থাৎ প্রাণায়ামাদি-দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় করিবার পর কল্পিত সিদ্ধি লাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনের বনে বনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পত্ত-পক্ষী তৃণ-গুল্ম-লতার প্রেম-প্রণয়ন-লীলার কথা চৈতন্যবাণীর মধ্যে শ্রবণ করিতে করিতে শ্রেষ্ঠতম-যোগময়ী ভগবৎসেবার সহজ-সমাধিতে সিদ্ধিলাভের যোগ্যতাও পাইতে পারিবেন।

ব্রতী-তপস্বীর সুযোগ

ব্রতী, তপস্বিগণ এতাবৎকাল অবান্তর সাময়িক আশার ছলনাপ্রদ ধর্ম্ম লাভের জন্য বৃথা শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিয়া একুল ওকুল দুকুল হারাইতেছিলেন। কিন্তু মহাভাগবতের অনুগমনে তাঁহাদের ব্রত-তপস্যাদির স্পৃহাও কৃষ্ণসেবা-ব্রত এবং কৃষ্ণপ্রীতে ভোগ-ত্যাগে পর্য্যবসিত হইয়া চরম সার্থকতা মণ্ডিত হইবে।

ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক প্রভৃতির সুযোগ

ঐতিহাসিক ! যদি তুমি ইতিহাসের চক্ষু লইয়া থাক, ভৌগোলিক ! তুমি যদি ভূগোলের চক্ষু পরিধান কর, প্রত্নতাত্ত্বিক ! তুমি যদি তোমার বিদ্যার পারদর্শিতা পাশের করিয়া উপস্থিত হও, দেশভ্রমণকারিন্ ! তুমি যদি দেশ-দর্শনের কৌতূহল চরিতার্থতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীটুকেই পরিপূর্ণ করিতে চাও, তাহা হইলেও শ্রীচৈতন্য-বাণীর এমন অদ্ভুতপূর্ব্ব শক্তি যে, তোমার হৃদয়ে কোনও না কোনক্রমে চরম মঙ্গলের বীজ সঞ্চারিত হইবেই হইবে। তুমি কেবল সাধুমুখে ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার যোগদান কর—সাধুমুখে ব্রজের বার্ত্তা শ্রবণ কর।

ভগবদ্ভক্তের আশার অবধি

ব্রজ-পরিক্রমার কথা ভগবদ্ভক্ত-সম্প্রদায়কে অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। তথাপি তাঁহাদের জন্যও অধিক অদ্ভুতপূর্ব্ব শোভনীয় সন্দেশ আছে। ভগবদ্ভক্ত-সম্প্রদায়ের চতুঃষষ্টি-অব্দ্যের মহামহোৎসব এই অভিনব ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় আবিষ্কৃত হইবে। বৈধ ভক্তগণের বিধি-পর্য্যায়ে, সৌভাগ্যবান্ রাগানুগ ভক্তগণের রাগ-পর্য্যায়ে ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় যোগদানের অধিকার আছে। আবার সিদ্ধভক্তগণও শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্বাকিনী-ধারায় ব্রজের পথে স্নান করিয়া কালিন্দীকানন-বিহারীর শুদ্ধপ্রেমভক্তির সন্ধান পাইতে পারিবেন। এই ব্রজ-পরিক্রমা ঔদার্য্য-লীলার প্রকৃতি নগরী হইতে অভিসার করার মাধুর্য্য-লীলার রসময়ী ভূমিতে সকলকে আত্মসাৎ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তনে সকল ব্রহ্মাণ্ডেরই অধিকারের জয়-পতাকা সংরোপিত করিবে।

আবেদন

অতএব শ্রদ্ধাবান্ সজ্জন-মণ্ডলি ! আপনারা সকলে এই পরিক্রমায় যোগদান করুন। পরিক্রমার বিপুল সেবা-উৎসবের উপায়ন সংগ্রহ করিয়া পরিক্রমার ফলভাগী হউন। প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য—শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যদেব-কথিত পরোপকারের উপাদান চতুষ্টয় যত্নের সহিত সংগ্রহ করিয়া পরিক্রমার সেবাগণের বাহুভাক্ হউন। ভারতের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য সংস্থাপিত হউক। অদ্বৈতব প্রেমের পথে সকলে ধাবন করুন। প্রেমের ছলনার আলেয়া, আকাশ-কুসুম ও ইন্দ্রজালগুলি যেন আর জগতে একবা ও অধিক বিস্তার করিতে না পারে। সকলে পরম প্রয়োজনের পথে পরিক্রমা করুন।

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী উপলক্ষে
শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠের শারস্বত নাট্যমন্দির
তারিখ—২রা আশ্বিন (১৩৩৮), ১৯শে সেপ্টেম্বর (১৯৩১)
সময়—রাত্রি ৮ ঘটিকা—৯।০ ঘটিকা

শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠকগণ যাঁ'র একমাত্র সেবক হইবার আশা পোষণ করেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে যাঁ'র নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ নাই, ভগবানের সেই সর্ব্বস্ব বস্তু আমাদের সকল অহঙ্কার বিনাশ ক'রে তাঁ'র পদতলে আশ্রয় প্রদান করুন।

আজ তাঁ'রই আবির্ভাবের দিবস। যিঁনি সকল প্রাণীকে ভগবানের নানা প্রকার প্রসাদ সংগ্রহ ক'রে দিবার জন্য সর্ব্বদা যদাকরা, সেই মদনমোহন-রূপিণী আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূতা—প্রকটিতা হউন। তাঁ'র আবির্ভাব আমাদের আরাধ্য-ব্যাপার হউক।

আমরা সাধারণতঃ লোকের নিকট শুনে আস্‌ছি, গোবিন্দ বস্তু সকল পৃথিবীকে পালন করেন। সেই গোবিন্দ যাঁ'কে সর্ব্বস্ব বিচার ক'রে থাকেন, সেই বস্তুর আনুগত্য ব্যতীত আমাদের সর্ব্ব শব্দের অর্থের উপলব্ধি হয় না।

'স্ব' শব্দে—নিজ, 'ব' শব্দে—ধন; তিনি গোপিকের 'স্ব' অর্থাৎ নিজ, আর যিনি গোপিকের 'ব' অর্থাৎ ধন, গোকুলের সকল ধন তিনি—যে ধনে গোবিন্দ ধনী। সেই বস্তু গোবিন্দের সর্ব্বস্ব বস্তু। তিনি যদি আমাদের আরাধ্য বিষয় হন, তা'হ'লে আরাধনা কি জিনিষ বুঝতে পারব।

ভগবৎপ্রেমকে ভজনীয় বস্তু ব'লে সকল শাস্ত্র তারস্বরে গান করেন। তিনি ব্যতীত আর অন্য কোন বস্তু আরাধ্য বস্তু-পদবী হ'তে পারে না। আমাদের তাৎকালিক অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন সেই বস্তুর অনুসন্ধান-রহিত হ'য়ে তাঁর প্রেমা হ'তে বঞ্চিত হই। সেইকালে অনর্থ এসে সেই বস্তুকে অন্য বস্তু ব'লে সাব্যস্ত করায়। আমাদের প্রয়োজন যে অর্থ, তদ্ব্যতিরিক্ত বিষয়ই অনর্থ। আমাদের মনোঽভীষ্ট প্রাপ্য অর্থ বা সিদ্ধির যদি সেবা না করি—সেবা বিষয়ে শিক্ষা লাভ না করি, তা' হ'লে আমরা নিজের অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হ'য়ে সেবার পরিবর্ত্তে আর কিছুকে সেবা ক'রে বসব।

ভগবৎপ্রেমাই যে একমাত্র আরাধ্য, এ কথা চরিতার্থ লাভ করি যাঁ' হ'তে, তাঁর পদে পতিত হ'বার প্রবল আশায় জীবিত থাকব, নতুবা হাজার বার মরে যাওয়াই আমাদের ভাল।

আশাভরৈরমৃতসিন্ধুশতৈঃ কথঞ্চিৎ
কালোময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বৎসেবনে যদি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈর্ব্রজেন চ বরোরুকৃপাণিপাতৈঃ॥
হা নাথ গোকুলসুধাকর সুপ্রসন্ন-
বক্ত্রারবিন্দমধুবৃদ্ধিত হে কৃপার্দ্র।
ত্বয়ি ত্বয়া বিরহিতে প্রণতৈঃ প্রিয়ায়া-
স্তুল্যৈব মামপি নয় প্রিয়সেবনায়॥

ভক্তগণের যে একমাত্র অভিলষিত আশা, সেই অমৃত-সিন্ধুরূপী আশা কোন্ সময়ে ফলবতী হ'বে, এই আশায় জীবনধারণ করাটা প্রয়োজনীয় বোধ করি। কিন্তু আমাদের উৎকণ্ঠার বৃদ্ধি না হওয়ায় সেই আশা পূর্ণতা লাভ করছে না—আশার সফলতা হচ্ছে না। সেই আশা যদি আজও পূর্ণ না হয়, আজও যদি গোবিন্দ-সর্ব্বস্বের আবির্ভাব হৃদয়ে প্রকাশিত না হন, তবে আমরা বঞ্চিত। আমাদের তুল্য ভাগ্যহীন জগতের ইতিহাসে আর পাওয়া যা'বে না। ভগবানের ধাম—ভগবদ্বস্তু, সমস্তই যাঁ'র কৃপায় লাভ ঘটে, তাঁ'র সেবায় যদি বঞ্চিত হই, যদি তাঁ'র পরিচয় না পাই, শ্রীমদ্ভাগবতের আঠার হাজার শ্লোক পাঠকালে তাঁ'র সন্ধান যদি না পাই, তবে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ব্যর্থ হ'য়ে যেত।

তাঁ'র পরিচয়ে পরিচিত হ'য়ে শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে যে উন্নত উজ্জ্বল রসের কথা বলেছেন এবং ভাগবতের সেবা কত প্রকারে করতে পারা যায়—অবিমিশ্র সেবা কিরূপভাবে করতে পারা যায়, সেই কথা যখন বলেছেন, তখনই আমরা উজ্জ্বল রস ব'লে একটা ব্যাপার বুঝতে পারি। ব্যতিরেক-ভাবে অনুজ্জ্বল রসের ব্যাপার—ক্ষীণ-লুপ্ত রসের অস্তিত্বের ভাবও জানতে পারা যায়।

ভগবান্‌কে সেবা করবার জন্য ভগবান্ স্বয়ং কত প্রকারে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ভগবান্‌কে দুষ্টভাবে সেবা ক'রে যিনি ভগবানেরও সেব্য বস্তু হ'য়েছেন, সেই পদার্থকে আমাদের সর্ব্বতোভাবে জানা আবশ্যক। তাঁ'র পাদপদ্মে আমাদের আত্মার অনুরাগ প্রকটিত করতে হ'লে যাঁ'রা তাঁ'র ভাবক, তাঁ'রাই আমাদিগকে তাঁ'র সেবার অধিকার দিতে পারেন। সেবা করবার বুদ্ধি ও শক্তি তাঁ'র আত্মগত নিজ জনগণের সঙ্গে লাভ হয়—তাঁ'র সেবাই আমাদের পরম প্রয়োজনীয় বিষয় ব'লে উপলব্ধি হয়।

সেই বস্তুটি যখন ভগবানের সর্ব্বস্ব ব'লে আমরা মহা-জনের উপদেশাবলী হ'তে সংগ্রহ করতে পারি, তখন আরাধনা-কার্য্যের দুষ্টতা একমাত্র তাঁ'তেই আছে জেনে তাঁ'র সেবায় অগ্রসর হই। আজ থেকে—তাঁ'র আবির্ভাব দিবস থেকে তাঁ'র কাজে নিযুক্ত হ'লে পরম মঙ্গল আমাদের অধিকারের মধ্যে আসবে।

সকলেই যে আমরা চরম মঙ্গল প্রার্থী, তা' নহে। কিন্তু কোন অজ্ঞাত সুকৃতিক্রমে যদি পরম মঙ্গলের আকর-স্বরূপা বৃষভানু-নন্দিনীর সপত্ন কাহারও সঙ্গে আমাদের তাঁ'র অকৃত্রিম কথা শুনবার সত্য সত্য সৌভাগ্য লাভ হয়, তা' হ'লে আমাদেরও চরম মঙ্গলের পথে যাত্রা করবার প্রেরণা লাভ হ'তে পারে।

যিনি অখিল রসামৃতমূর্ত্তি নব-নন্দনের সর্ব্বস্ব, তাঁ'র সেবা এবং তাঁ'র অনুগত জনগণের সেবায় বঞ্চিত হ'য়ে কখনও গোবিন্দ-সেবার অধিকার লাভ হয় না। প্রথমে তাঁ'র (শ্রীমতী রাধিকার) পরিচয় পেতে হ'লে তাঁ'র নামের

পরিচয়ের আবশ্যক মনে করি, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠকালে আপাত দৃষ্টিতে তাঁর নামটি দেখ্‌তে পাই না, কেবল তাঁর রূপের কথা, গুণের কথা, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলার কথার আলোচনা পাই। গোবিন্দ-সর্ব্বস্বের নাম বাদে আর সকল কথা যেন শ্রীমদ্ভাগবতে পাই। নামটি যেন শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হচ্ছে না। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকে পাই,—

জ্ঞানং যে পরমং গুহ্যং যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥

(ভাঃ ২।৯।৩০)

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥
তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে পূর্ব্বজায় সা।

(ভাঃ ১১।১৪।৩-৪)

ভগবান্ আদি পুরুষ ব্রহ্মাকে এই সকল কথা ব'লেছিলেন; কিন্তু কাল-প্রভাবে জন্ম-মরণ-ধর্ম্মের বশীভূত বিচার-প্রণালীতে লোক ভগবানের কথা বিস্মৃত হ'য়েছিল।

জ্ঞানং যে পরমং গুহ্যং যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥

আমি বল্‌ছি, তুমি শ্রবণ কর, গ্রহণ কর। আমার জ্ঞান পরম গোপনীয়। বিজ্ঞান-সমন্বিত জ্ঞান, রহস্য-সহিত জ্ঞান—পরম গুহ্য। রহস্য—রহঃ শব্দ দ্বিতঃ—বাইরের দিকের বিচারে সেগুলি ধর্‌তে পারা যায় না—রহস্যাঙ্গ ধর্‌তে পারা যায় না। বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোতে থাকার দরুণ আত্মবিৎ এর চরণাশ্রয় করা যে একান্ত প্রয়োজন, তা' বিস্মৃত হয়েছি। সেই জ্ঞান দেওয়ার জন্য ভগবান্ সর্ব্বদা প্রস্তুত।

ভগবান্ ব্রহ্মাকে বল্‌ছেন—"আমি বল্‌ছি, তুমি শ্রবণ কর, তুমি গ্রহণ কর; আমার কৃপা ব্যতীত কাহারও শ্রবণ কর্‌বার বা গ্রহণ কর্‌বার অধিকার নেই। আমার কৃপা-দ্বারা কেবল তাঁরাই সেই রহস্য-জ্ঞান লাভ কর্‌বেন—যাঁরা আমার কথা শ্রবণ কর্‌বেন। আমি যে প্রকার, আমার যে রূপ, আমার যে স্বরূপ, আমার যে গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য, লীলা—সাধারণ ভাবনাবর্ত্ম অতিক্রম ক'রে যে অপ্রাকৃত রসময়ী লীলা, তা' আমার কৃপাশক্তি ব্যতীত লাভ হয় না। অখিল সদ্‌গুণের একমাত্র আধার যে আমি—রজস্তমোমিশ্র সদ্‌গুণের কথা বল্‌ছি না;—যা' জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের কারণ হ'য়ে অবস্থিতি করে, সেই গুণ-বিশিষ্ট ও কার্য্যের কারক যে আমি—আমি যে মূল আকর বস্তু, তা' জান্‌তে পারা যায় আমার অনুগ্রহ লাভ কর্‌লে। এইজন্য 'মদনুগ্রহ' শব্দটি ব্যবহার কর্‌লেন। ভগবানের অঙ্গের স্বরূপ, রহস্যের স্বরূপ, বিজ্ঞানের স্বরূপ—কেবল চেতনময়বিজ্ঞান; তদ্ভিন্ন-বৈভবের স্বরূপ—পরম গোপনীয় অবয়জ্ঞান, যা' কোন দিন কোন কারণে প্রবর্ত্তিত হয় না, সেই নিত্য পরমতত্ত্বজ্ঞান একমাত্র ভগবৎকৃপাতেই লাভ হয়। এই সংক্ষেপ জ্ঞানের কথা চতুঃশ্লোকী শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে অভিব্যক্ত। শ্রীমৌঢ়মুকুন্দ তা' জগতের নিকট উদ্ঘাটিত ক'রে জানিয়েছেন, তাঁর তাৎপর্য্য আমরা। এই যে রহস্যের কথা বল্‌লেন, কিন্তু যাঁকে নিয়ে সেই রহস্য, তাঁর নামটি উচ্চারণ করেন নাই। সেই কিনিষটি রহস্য ব'লে—অনভিজ্ঞ-সম্প্রদায়ের নিকট প্রকাশ্য নহে ব'লে প্রকাশ করেন নাই। ঐ সকল লোক ভাগবতের নব-নবীনের লীলার কথা শুনে শ্রদ্ধান্বিত হওয়া দূরে থাকুক, ঐ সকল কথা পরিহার ক'রে জড়ের ধারণার অনুকূলে নির্ব্বিশেষভাব-নাম বিচার করেন। কেউ বা তাঁকে বিলীন হওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেন। শ্রবণের অভাবে আপাতদর্শনে এরূপ বিবর্ত্ত উপস্থিত হয়। প্রচুর পরিমাণে ভগবৎ-সেবাবৈমুখ্য থাকায় ভগবদ্ভক্তির স্বরূপ তাঁদের অবগতির বিষয় হয় না। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে রসময়ী পরমেশ্বরীর আবির্ভাব-দিবস রবিচক্রে উপস্থিত হ'য়েছে। ভাগবান্ রবি পরমেশ্বরীর প্রাকট্য উদ্ঘাটন কর্‌ছেন। সুতরাং সেই বেদগণও রহস্য-উদ্ঘাটনের জন্য আজ আমাদের পরম অনুকূল।

আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে—রহস্যবিৎ ব্যক্তির শরণাপন্ন হওয়া। মনোহরদাস নামে এক কবি বলেন,—

রাধা-পদ-পঙ্কজ ভকত কি আশা।
দাস মনোহর কর তঁ পিয়াসা॥

শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্তগণের অভীষ্ট বস্তু একমাত্র রাধাপদসেবা—

শ্রীরাধাপদবাঞ্ছনের পরমাভীষ্টং জনং ধারয়ন্।
কর্হিচাৎ ভবদনুগ্রহেণ পরমাদ্ভুতাদ্ভুতাগোদয়ঃ॥

শ্রীবল্লভেরও তাঁর অষ্টপদীর মধ্যে ব'ল্‌ছেন,—

কংসারিরপি সংসার-বাসনা-বদ্ধ-শৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥

রাসস্থলীতে গোপীসকল উপস্থিত, গোপীনাথ রাসক্রীড়ার জন্য ব্যস্ত। বার্ষভানবী রাসস্থলীতে উপস্থিত হ'য়ে দেখ্‌ছেন,

অন্যান্য গোপী ও তুলসী-মূলে ভাবাবেশে সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত। তাঁতে কৃষ্ণানুরাগ মনে বিচার হচ্ছে,—"আমার কৃষ্ণ আজ অন্যদের বরণ করেছে। আমার অনুগত জনগণ আজ সম্ভোগ-লীলায় ব্যস্ত।" সুতরাং তাঁদের সম্ভোগরসের পুষ্টিকারক বিচলস্থ ভাবের সংবর্দ্ধনের জন্য বার্ষভানবী রাসস্থলীতে যোগদান করবার পরিবর্ত্তে অন্যত্র চ'লে গেলেন। এখানেই ভক্তদের প্রভু ব'লেছেন,—কখনারি কৃষ্ণ কখনও রাসস্থলী ত্যাগ ক'রে সংসারবন্ধনাবদ্ধ-দৃষ্টিতে রাধাকে হৃদয়ে ধ'রে অন্যান্য ব্রজসুন্দরীগণকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন। রাধিকার আনুগত্য পরিত্যাগ ক'রে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণের যে নিপুণতা দেখা যায়, তা' ঐকান্তিকী কৃষ্ণসেবা-পরা চিদ্বৃত্তির অনুসারিণী নহে। গোপীসকল রাধিকার কায়ব্যূহ হ'লেও কৃষ্ণসর্ব্বস্ব শ্রীমতী রাধিকার অনুগতা অভিমানী কৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম আনন্দ-বিধান করতে পারেন,—

শ্রীমন্নরাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥

রাসরস-প্রবর্ত্তক, বংশীবটতটস্থিত শ্রীমদ্‌গোপীনাথ বেণু-ধ্বনি-দ্বারা গোপীসকলকে আকর্ষণ করছেন। তিনি আমাদের মঙ্গল-বিধান করুন।

গোবিন্দ-সর্ব্বস্বের আনুগত্য-রহিত যে সম্ভোগের বিচার, তা' আমাদের প্রতীতির নয়, ইহা প্রকাশ করবার জন্য অষ্টাদশ শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবতের পরিশিষ্ট বিচার উদ্ঘাটন ক'রে বল্‌ছেন,—"তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ"—রাসে নিযুক্ত গোপী সকলকে পরিত্যাগ ক'রে কৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে হৃদয়ে ধ'রে তাঁর অনুসন্ধানে ছুটলেন। সকল গোপীর প্রেমের বন্ধন কীর্ত্তা, হৃদয়া, অন্যমনস্কতা। বার্ষভানবীর গৃঢ়প্রেমের বড় বেশী জোর, তা' বড় শক্ত। তখন সেই গোপীসকল বৃষভানুনন্দিনীর অধিরূঢ় মহাভাবান্বিতা হ'য়ে—মোহন-মাদনাদি ভাবযুক্তা হ'য়ে কৃষ্ণান্বেষণে ছুট্‌লেন—তাঁরা সকলেই বুঝতে পারলেন—গোবিন্দ-সর্ব্বস্ব বার্ষভানবীর চরণাম্বুজ ব্যতীত মধুর রস সমগ্র পুষ্টিলাভ করতে পারে না। বিভিন্ন গোপী যে-সকল ভাবসমন্বিত হ'য়ে সেবা করেন, তাঁদের সকল ভাব যুগপৎ বার্ষভানবীতে এবং উহাদের পরিপূর্ণতাও একমাত্র তাঁতেই থাকায় প্রোষিতভর্তৃকাদি কোন কোন একটি ভাবযুক্ত গোপীসকলকে পরিত্যাগ ক'রে পূর্ণভাবান্বিতা বার্ষভানবীর আকর্ষণে আকৃষ্ট হ'য়ে কৃষ্ণ চ'লে গেলেন—সমস্ত আকর্ষক বস্তুকে আকর্ষণ করে যে বস্তু, তাঁর অনুসন্ধানে চ'লে গেলেন। গোপীগণ রাধিকার কায়ব্যূহ, অংশিনীর আংশিক বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকায়—সম্পূর্ণা রাধিকার সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণকে বন্ধন করতে না পারায় সকলের আকর্ষক বস্তু কৃষ্ণকে রাধিকা রাসস্থলী হ'তে সরে গেলেন। যাঁদের আত্মবৃত্তিতে মধুরা রতি উদিত হ'য়েছে, তাঁরাই এ কথা বুঝতে পারবেন। যাঁদের হৃদয়ে বাৎসল্য-রসের প্রাবল্য, তাঁরাও সম্পূর্ণা লীলা-রাধুনী বুঝতে পারেন।

মুরলী-রাধুনী-আকৃষ্টা গোপীসকল কৃষ্ণাকৃষ্ট হ'য়ে রাসস্থলীতে যোগদান করেন; আবার মধুরা রতির পূর্ণ-বিগ্রহ বার্ষভানবী যখন সেবা করবার অভিলাষী হন, তখন আমার সেবাবস্তু নন্দনন্দন গোপীনাথ রাধারমণ সকল গোপীর সাধারণ আকর্ষণ পরিত্যাগ ক'রে শ্রীবার্ষভানবীর আকর্ষণের বস্তু হন—আকর্ষক বস্তু আকৃষ্ট হ'য়ে পড়েন। সুতরাং রাধিকার পদবী যখন কৃষ্ণ জী আলোচনা করবার অধিকার লাভ করেন, তখন তিনি বুঝতে পারেন,—

কশ্চিদ্ভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তমা ব্যক্তিং যযুস্তাসিনস্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেম্নৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয় সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥

কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ প্রেয়সিভ্যোঽপিরাধা
কুণ্ডং চাস্যা মুনিভিরভিতস্তাদৃগেব ব্যধায়ি।
যৎ প্রেষ্ঠৈরপ্যলমনুপদং কিং পুনর্ভক্তিভাগ্যং
তৎ প্রেমেবং সরসি সরসি স্নাতুরাবিষ্করোতি॥

শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রণয়বসতি এবং অন্য প্রিয়াগণ অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা ও প্রিয়তমা। উদ্ধব প্রভৃতি ভক্তগণ পর্য্যন্ত যাঁদের পদরেণু প্রার্থী, সেই গোপী-সকল যাঁর আনুগত্য লাভ ক'রে কৃতার্থম্মন্য হন, সেই বার্ষভানবীর ক্রীড়াভূমি ও সরোবর রাধাকুণ্ডই মধুরা রতিতে আকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্তির পরাকাষ্ঠা যাঁরা লাভ করেছেন, তাঁদের অবগাহনের আশ্রয়। তাঁরা সেই কুণ্ডে চেতনের বৃত্তিতে নিরন্তর অবগাহন ক'রে সেই সরোবরের অধিবাসী হন। শচী, চন্দ্রার অনুগতাগণ যেখানে যা'বার অধিকার পান না, এমন যে কুণ্ড তীর, সেখানে চেতনের বৃত্তিতে নিরন্তর বাস ও অবগাহন সাধারণ সৌভাগ্যবান্

বাক্তির লাভ হয় না। যে-কালে বার্ষভানবীর অপ্রাকৃত বয়োবৃদ্ধির কৌমার্য্য ও যৌবনধর্ম্ম আমাদের আলোচ্য বিষয় না হয়, সেইকালে আমরা তাঁ'র আনুগত্যের মহিমা বুঝ্‌তে পারি না।

ভাগবত-পাঠকগণের ভজনের জন্য নাম জান্‌বার আবশ্যকতা আছে। নামের দ্বারাই ভজন হয়, লীলার দ্বারা প্রথম হইতেই ভজন হয় না।—

"প্রথমং নামঃ শ্রবণমস্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যতে। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদ্রূপবতি লীলাতাং ভবতি। নামশুদ্ধিতে চ রূপে তদ্যানাবং স্ফুরণং সম্পদ্যেত সম্পন্নে চ তদ্যানাবং স্ফুরণে পরিকরবৈশিষ্ট্যেনৈব তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নাম-রূপগুণপরিকরেষু সম্যক্ স্ফুরিতেষু লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতীত্যভিপ্রেত্য সাধনক্রমো নির্দ্দিষ্টঃ।"

সুতরাং আমাদের নামাক্ষর সম্বন্ধ-বিচার উদিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবানের রূপ-গুণ-লীলা-পাঠের অধিকার নাই। কেবল বহির্জগতের শব্দসিদ্ধি যাঁ'দের হয়েছে—যে-কাল পর্য্যন্ত তাঁ'দের আচার আত্মবিৎএর আচরণের সঙ্গে পৃথক্ থাকে, তাবৎকাল ভগবানের রাসলীলার কথা তাঁ'দের প্রাপ্য বিষয় নয়। এইজন্য গৌরসুন্দর নাম-গুরুদের কথা বল্লেন। তারকব্রহ্ম নামের সহিত যে 'হরে' শব্দ দেখ্‌তে পাই, তাঁ'র বিবৃতি না পাওয়া পর্য্যন্ত অসুবিধা ঘটে। 'রাম' শব্দ বিচার কর্‌তে গিয়ে অনেক সময় ত্রৈহিত্য ঘাড়ে চেপে বসে। অনেক সময় প্রকৃতিবাদ, অন্যাত্মবাদ, পরমেশ্বরে মনুষ্যারোপকল্পনাবাদ বুদ্ধিশুদ্ধি নষ্ট ক'রে ফেলে। যাঁ'দের রাসস্থানের অভাব আছে, তাঁ'দের রাধাগোবিন্দ-ধর্ম্মনের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে ধ্বনিকা এসে পড়ে। মহামন্ত্রে যে 'হরে' শব্দের প্রয়োগ, তা' 'হরা' শব্দের সম্বোধনাত্মক পদ—বার্ষভানবীর উদ্বোধক। মহামন্ত্রে যে 'রাম' শব্দের প্রয়োগ, তা' রাধিকারমণ রামের সম্বোধনাত্মক পদ। যাঁ'দের মধুরা রতিতে প্রবেশাধিকার হয় নাই—যাঁ'দের সম্বন্ধজ্ঞান-লাভ হয় নাই, তাঁ'রা 'হরে' পদটিকে 'হরি' শব্দের সম্বোধনের পদমাত্র বিচার করেন। কেহ বা 'রাম' শব্দে আত্মারাম বিচার-মাত্র করিয়া ক্ষান্ত হন।

কেবল পুরুষোত্তমের বিচার বল্‌লে তাঁ'র অর্দ্ধপরিচয়-মাত্র দেওয়া হয়। অপরার্দ্ধের কথা না বল্‌লে সেই শব্দগুলি আমাদিগকে বঞ্চনা করে। পুরুষোত্তম-বৃন্দের ধারণা হ'তে চ্যুত হ'য়ে—শক্তিমান্ ও শক্তি যে অভেদ, সেই বিচার পরিত্যাগ ক'রে—পুরুষোত্তমের বিচার যেটুকু হ'য়েছে, সেটুকুও পরিবর্ত্তিত হ'য়ে ক্লীবত্বের বিচারে পর্য্যবসিত হয়।

রাধাগোবিন্দের বিচারে পরিপূর্ণতমতা। কেবলমাত্র পুরুষোত্তম-বিচারে আনুগত্যধর্ম্ম বাৎসল্য, সখ্য ও দাস্যরসে পর্য্যবসিত—উজ্জ্বলরসের কথা তাঁরা আলোচনা করেন না। রাধানাথ, রাধারমণ প্রভৃতি যে-সব শব্দ-সমূহ যে পূর্ণতা সম্পাদন করেন, তা' কখনই 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' শব্দে স্থাপন কর্‌তে পারে না। যে-সকল ব্যক্তি সাধন-ভক্তির রাজ্য অতিক্রম ক'রে ভাবভক্তির রাজ্যে প্রেমভক্তির অনুসন্ধান করেন, তাঁ'রা প্রেমভক্তির উন্নত শিখরে যে বার্ষভানবীর প্রেম, তা' কখন কোথাও পড়া নহে জান্‌তে পারেন। সেই বার্ষভানবীর আনুগত্য ব্যতীত জীবের কখন অধিকার লাভ হয়। মানবাসন বৈকুণ্ঠধাম, বিরজা, ব্রহ্মলোক অতিক্রম ক'রে—পরব্যোমের সমস্ত ঐশ্বর্য্য-বিচার অতিক্রম ক'রে, এমন কি, গোলোকের বিশ্রম্ভসখ্য, বাৎসল্যাদি পর্য্যন্ত অতিক্রম ক'রে আমাদের নিত্যসিদ্ধ আত্মস্বরূপে রাধারমণের স্বরূপ জান্‌তে পারি, তখন আমাদের অধিকার এত উন্নত হয় যে, আমরা ধন্যাতিধন্য হ'য়ে যাই—আমাদের সেবাপরাকাষ্ঠা উদিত হয়। তা'কে realisation বা অনুভূতি মাত্র বলা যায় না। জ্ঞানীর ভাষায় অপরোক্ষানুভূতিমাত্রও নহে। সেই জিনিষটি যোজন-সাধনের ব্যাপারবিশেষ। তা'কে উপপূর্ণা বলে—চিত্রজল্প বলে—মহাভাব বলে। স্থূল শরীরে অবস্থান-কালে তা' প্রচুর পরিমাণে বাধা দেয়—সূক্ষ্মশরীরের অনুভূতি বাধা দেয়। আত্মবৃত্তিতে বার্ষভানবীর অপরিহার্য্য, অবিশ্রান্ত আনুগত্য ব্যতীত সে জিনিষের সন্ধান পাওয়া যায় না। আমরা তাই শ্রীরূপানুগবর শ্রীল দাস-গোস্বামী প্রভুর চরণরেণু মস্তকে ধারণ ক'রে গৌরাঙ্গময়ী প্রার্থনায় বল্‌ছি,—

হা দেবি কারুণ্যরসপরিপূর্ণধারে রাধে।
যাচে নিপত্য ভুবি দণ্ডবদুৎকটার্ত্তিঃ।
অদ্য প্রপাদয়মুকুন্দ জনস্য রূপা
গান্ধর্ব্বিকে তব গণে গণনাং বিধেহি॥

প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা

ভক্তিবিবেক-কুসুমাঞ্জলি—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্-ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পিত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-বিরচিত কবিতাগুচ্ছ। শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীপাদ দামোদর গোস্বামী ভক্তিরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য কর্তৃক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের 'প্রাগ্‌ভাষ' ও 'প্রকাশকের নিবেদন' সহিত প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৮ পেজি আকারে, উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে, সর্ব্ববিধ মুদ্রণ-সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত। মূল্যের বাঁধাই—ভিপা মাঃ ১৲ এক টাকা। প্রাপ্তি স্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম-মায়াপুর, নবদ্বীপ; অথবা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; বা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালা সাহিত্যে কবিতা-গ্রন্থের অভাব নাই। 'যত্র-তত্র গ্রাম্য কবি'র প্রতিষ্ঠার প্রাকৃত বিষয়ের নিদর্শনও মুদ্রিত। বিশ্বরূপের—প্রকৃতির মায়ামুগ্ধজুষ গ্রাম্য কবিগণ 'বিশ্বকবি'—'মহাকবি' নামে তৎসমশীল ইন্দ্রিয়ারামী তথাকথিত সভ্যকোটির নিকট পরিচিত। ইন্দ্রিয়ারামি-সম্প্রদায় যাঁহাকে একবাক্যে 'মহাকবি' বলিতে সম্মত, শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু ঐরূপ কবির কবিত্বের কোন বাস্তব মূল্যই প্রদান করেন না। কারণ, সকল কাব্যের নায়ক—একমাত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণের নিষ্কপট ভক্তগণই কবি। শ্রীরূপানুগ গৌড়-কৃষ্ণভক্তগণই কবিরাজ। শ্রীরূপ-রঘুনাথ —কবিরাজ-গুরু। এইজন্য বৈষ্ণবের লক্ষণ-বর্ণনে শ্রীমহাপ্রভু বৈষ্ণবকেই 'কবি' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, অপর কেহ কবি নহে। তাঁহারা অপ্রাকৃত কাব্যের ছায়ার বিকৃত হেয় প্রতিফলনে মুগ্ধ হইয়া কেবল প্রাকৃতের অধিকতর মোহ বরণ করিয়া থাকে। তাহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে হিংসক, সমাজকে অজ্ঞাতসারে অন্তঃসারশূন্য করিয়া অধিকতর কৃষ্ণ-বিমুখ করিয়া দেয়। তাহারা 'মাংসভুক্', 'বেষভুক্' নহে। এইজন্য শ্রীল স্বরূপ-দামোদর বলিয়াছেন,—

"গ্রাম্য কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ।
বিষয়-আত্মীয়-বাক্য শুনিতে হয় সুখ॥"

আমাদের আলোচ্য 'ভক্তিবিবেক-কুসুমাঞ্জলি'তে শ্রীগুরু-গৌড়ীয়-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবাময় 'বিষয়-আত্মীয়-বাক্যে'র অনুশীলন থাকায় সৎসাহিত্য-সেবিগণ কুসুমাঞ্জলির কবিতা পাঠ করিলে সুখানুভব করিবেন, ইহা আমাদের বিশ্বাস। ধর্ম্মোন্মাদনার ছন্দনাম কবিতা অনেকেই লেখেন; কিন্তু যদি কবিতা লিখিতে হয়, তাহা হইলে ভক্তিবিবেক-কুসুমাঞ্জলির লেখকের মত অবিমিশ্র গুরু-বৈষ্ণবের মহিমা-কীর্ত্তনে কবিতা লেখাই কবির কবিত্বের পরিচায়ক। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ভক্তিবিবেক-কুসুমাঞ্জলির প্রাগ্‌ভাষে যে-সকল কথা প্রস্ফুটিত করিয়াছেন, তাহাতে কুসুমাঞ্জলির বৈশিষ্ট্য স্থাপিত হইয়াছে। এই প্রকাশিত কবিতাগুচ্ছে গুরু-বৈষ্ণবের কৃপার কথা, প্রাচীন মহাজনগণের সুদুর্লভ সংস্কৃত কবিতার পদ্যানুবাদ, বিভিন্ন ছন্দে আচার্য্য ও মহাজনগণের জীবন-চরিত, বিভিন্ন হরিক্ষেত্রের তত্ত্বগর্ভ পরিচয়, পারমার্থিক শাস্ত্র ও সাময়িক পত্র-সমূহের প্রশস্তি, শ্রীমদ্ভাগবতের দুরূহ বর্ণপ্রসাদন সিদ্ধান্তময় শ্লোকাবলীর পদ্যানুবাদ, বিভিন্ন সুগভীর তত্ত্ব-সিদ্ধান্তের আলোচনা এবং বিবিধ পারমার্থিক উপদেশ সুললিত সুমধুর কবিতায় গ্রথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এরূপ গ্রন্থ সাহিত্যক্ষেত্রে অনেক অভিনবত্ব ও সৌন্দর্য্যের ডালি লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমান সাহিত্যিক সমাজ ও প্রাকৃত কাব্যমুগ্ধ সমাজকেও এই 'ভক্তিবিবেক-কুসুমাঞ্জলি'-নির্ম্মাল্য আঘ্রাণ করিয়া ভক্তিবিবেকে উন্মুখ হইবার জন্য অনুরোধ করি। আদি কবি ব্যাসের কাব্যের মধ্যে যখন আমরা দেখিতে পাই যে, সনকাদি ঋষির জ্ঞানকঠিন হৃদয়ও কৃষ্ণচরণতুলসীর ঘ্রাণে, চেতনতার স্বাভাবিকী বৃত্তিতে বিগলিত হইয়াছিল, তখন শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-বিগ্রহের শ্রীচরণে প্রণত ভক্তিবিবেক-কুসুমাঞ্জলির ঘ্রাণে অনেক জড় কঠিন হৃদয়ও যে ভক্তিবিবেক-প্রবাহে বিগলিত হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? এই গ্রন্থখানি ঘরে ঘরে সংরক্ষিত হইতে দেখিলে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইব। শারদীয়া পূজায় যত-তত্র কবির গ্রন্থগুলি বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনদিগকে উপহার প্রদান

করিয়া তাঁহাদের অমঙ্গল সাধন করা অপেক্ষা আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব, স্বজনের হস্তে একখানা করিয়া বিবেক-কুঠারখানি প্রদান করিলে তাঁহাদের শুষ্ক বিবেক উদিত হইবে— ভেড়ৈতদর্শনস্বতন্ত্রতার নেশা কাটিয়া গিয়া সেখানে কল্যাণ-কল্পতরুর মূলে মুক্তবিত হইবে, আমরা এরূপ আশা করি।

প্রাপ্ত পত্র

গৌরনাগরীগণের দুরভিসন্ধি উদ্ঘাটিত

মাননীয় শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

কৃপা-পূর্ব্বক আমার এই পত্রীটি আপনাদের সুপ্রসিদ্ধ পত্রে প্রকাশ করিয়া সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন।

শ্রীধাম কুলিয়া নবদ্বীপসহরের বৃদ্ধা শিরঃপীড়া অবসর-প্রাপ্ত পোষ্ট-মাষ্টার শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী তাঁহার 'বিষ্ণু-প্রিয়া-গৌরাঙ্গে'র ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন মাসের সংখ্যায় এবং আরও কয়েকটি স্থানে শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের প্রসঙ্গে আমার নাম উল্লেখ করিয়া অনেকগুলি অসত্যপূর্ণ নিজ-মত প্রচার করিবার চেষ্টা দেখাইয়াছেন। আমার ন্যায় অত্যন্ত হীন, পামর ব্যক্তি শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের ন্যায় মহাভাগবত বৈষ্ণবের কিঞ্চিৎ সেবা করিবার উদ্দেশ্যে বাবাজী মহারাজের নূতন চড়াং মন্দিরটি নির্ম্মাণ-কার্য্য বাবাজী মহারাজেরই কৃপায় সম্পন্ন করিয়াছে। একথা শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয়ও তাঁহার বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গে প্রকাশ করিয়াছেন। আমি অনেক সময়েই নবদ্বীপ থাকা-কালে শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের নিকট গমন করিয়া থাকি। ১৩৩৪ সালের শীতকালে সকালবেলা আমি শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের নিকট উপস্থিত আছি, এমন সময় শ্রীহরিদাস গোস্বামী মহাশয়ও তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমাকে সাক্ষী রাখিয়া উক্ত গোস্বামী মহাশয় শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের ন্যায় মহাভাগবতের শ্রীমুখে ও আচরণে যে-সকল কথা বহির্গত করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা আমি কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারিলাম না। শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের সঙ্গ তাঁহার কৃপায় আমি অনেক দিন ধরিয়াই করিয়া আসিতেছি, কিন্তু কোন দিন আমি বাবাজী মহারাজকে আধুনিক গৌর-নাগরীমতবাদে বিভাবিত দেখিতে পাই নাই। গোস্বামি-শাস্ত্রের শিক্ষা এবং শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাসশ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বাক্যে স্পষ্টভাবে নিশ্চিত গৌরনাগরী মতের পরি-পোষক কোন কথাই তিনি কোন দিন বলেন নাই। শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের ন্যায় মহাভাগবতের আচরণ সাধারণের বোধগম্য নহে। তাঁহার বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝাও কোন মতবাদে নবিষ্ট ব্যক্তির কার্য্য নহে। মহাভাগবত-গণের কার্য্যের অনুকরণ করিলে সাধারণ জীবের অধঃপতন হয়। আমরা শুনিয়াছি, নবদ্বীপ-ধর্ম্মশালার সাবরেজের মত-নূতন পরিত্যাগের স্থানে বসিয়া পরমহংস অবধূত-শিরোমণি শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের ভজনের অনু-করণ করিতে গিয়া কোন কোন ব্যক্তি পাষণ্ড হইয়া পড়িয়াছে। মহাভাগবত বংশীদাস বাবাজী মহারাজের ব্যক্তি-গৌরব দেখিয়া যদি কেহ অভদ্রবেশ রক্ষা করাকে বৈষ্ণবাচার মনে করেন এবং বাউল সহজিয়াকে বংশীদাস বাবাজী মহারাজের আচরণের অনুসরণকারী ভক্ত মনে করেন, তাহা হইলে তিনি কি বঞ্চিত নহেন? আমরা জানি এবং শুনিয়াছি, শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজেরই অনুগত। সুতরাং কোন দিনই শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের কোন প্রকার গোস্বামি-শাস্ত্র-বিরোধী মতে আদর হইতে পারে না। বাউলদিগকে বঞ্চনা করিবার জন্য যদি শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ দাড়ি চূড়া রাখিবার অভিনয় করেন, কিম্বা মৎস্যাদি ভোজনের অভিনয় দেখান, অথবা সহজিয়াদিগকে বঞ্চনা করিবার জন্য যদি তামাকাদি পানের চেষ্টা এবং

ভোগী গৃহব্রাহ্মিণকে বঞ্চনা করিবার জন্য যদি নিজের গৃহ-নির্ম্মাণের আসক্তি প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে আমরা কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িব না, সহজিয়া বা তোপ-পন্থের ভোগময় মতের প্রামাণিক বলিয়া গ্রন্থ-পুস্তক মহাজনবাক্যের চরণে অপরাধ করিব না। আমার সাক্ষাতে বংশীদাস বাবাজী মহারাজ কোন দিনই শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী বা কাহারও নিকট গৌরনাগরী-মতের সমর্থন করিবার কোন চেষ্টা দেখান নাই। তবে যদি ঐক্ত গোস্বামী মহাশয় বংশীদাস বাবাজী মহারাজের অন্তর্ধানী (?) হইয়া কিম্বা নিজে মনন করিয়া মহাভাগবতের অলৌকিক দূরদর্শিতা চেষ্টার মধ্যে গৌরনাগরী-মতের সমর্থন পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা বহুদূর নিষ্কপটতাভাবপূর্ণ, বৈষ্ণবগণই বিচার করিবেন। আর যদি কখনও গোপনে বা গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গী দুঃসঙ্গচরিত্র ব্যক্তিগণের নিকট মহাভাগবত বংশীদাস বাবাজী মহারাজ গৌরনাগরী-মতের কোন কথা বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া নিজ ভজন গূঢ়ভাবে সংরক্ষণ করিবারই চেষ্টা দেখাইয়াছেন। আমরা শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের বিষয়ে শুনিয়াছি এবং তদনুগ বংশীদাস বাবাজী মহারাজের আচরণেও দেখিয়াছি, তাঁহারা নিজ-নিজ ভজন গূঢ়ভাবে রাখিবার জন্য ও ভজনে ব্যাঘাতকারী প্রতীপ লোকদিগকে প্রকৃত ভজনকথা হইতে দূরে রাখিবার জন্য কাহারও সহিত দান-চালের কথা উত্থাপন করেন, কোন কোন পাষণ্ড ব্যক্তির সহিত বা তাহার রুচিপ্রদ কথায় মনোযোগ প্রভৃতি করিয়া তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকেন। ঐ সকল ব্যক্তির রুচি যাহা চায়, তাহারা উহার সমর্থন পাইয়া বঞ্চিত হয়—সাধুর প্রকৃত মনন-উপদেশ হইতে এই হইয়া পড়ে। ভজনচতুর বৈষ্ণবগণ বিষয়ী ও পাষণ্ডমতাবলম্বিগণকে এইরূপ ভাবেই দূরে রাখিয়া থাকেন। বাউল, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা, নেড়া, গৌরনাগরী, স্মার্ত্ত প্রভৃতিকে দূরে রাখিবার জন্য অনেক সময় ভজনচতুর বৈষ্ণবগণ ঐ সকল অসৎ মতেরও প্রশংসা করিয়া থাকেন। মাতাল মাতালামীর প্রশংসা শুনিলে সুস্থ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিয়া নিজে নিজেই অধিক মাতালামীতে প্রবিষ্ট হয়। যাঁহারা প্রকৃত ভজনচতুর বৈষ্ণবগণের সঙ্গ করিয়াছেন, তাঁহারা ভজনানভিজ্ঞগণের দুঃসঙ্গ পরিত্যাগের এই সুকৌশলটি অনেক সময় সুসূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা ফলে দেখিতে পান। যাহা হউক, আমার ন্যায় মূর্খ, অধমজন শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের স্নেহ, কৃপা ও তৎসঙ্গ-প্রভাবে যতটা সাধু, শাস্ত্র ও মহাজনের বিচার বুঝিতে পারিয়াছে, তাহাই সাধারণের নিকট জানাইবার ধৃষ্টতা করিয়াছে। তবে এ কথা আমি শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের দাসানুদাসগণের পদরেণু মস্তকে গ্রহণ-পূর্ব্বক উৎসাহ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে পারি যে, শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজকে অবৈধ গৌরনাগরী-মতবাদের সমর্থক বলিলে তাঁহার চরণে ভীষণ অপরাধ হইবে। ইতি সন ১৩৩৮ সাল, ২৪শে ভাদ্র।

শ্রীবংশীদাস বাবাজী মহারাজের সেবকাভাস

শ্রীরাসবিহারী সাহা, রাণীরচর, নবদ্বীপ।

পত্র-প্রেরকের প্রতি

মুর্শিদাবাদ জেলার মনোহরিবাদ হইতে শ্রীকৃষ্ণনাথচন্দ্র নামক জনৈক ব্যক্তি 'গৌড়ীয়' পত্রের ১০ম খণ্ড ৯ম সংখ্যার ৬৪ পৃষ্ঠায় "শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারপদ্ধতি" শীর্ষক বিষয়ের তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ হইয়া উহাকে কটূক্তিস্থানীয় বিজ্ঞাপন মনে করিয়াছেন। ঐরূপ বিষয়ের উদ্দেশ্য তিনি বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহার পত্রে তিনি স্বীকার করিয়াছেন। পত্রলেখক মনে হয় পূর্ব্ব হইতে 'গৌড়ীয়' পত্রের পাঠক—পাঠক হইলেও মনোযোগী পাঠক ছিলেন না বা নহেন। কারণ, ১০ম খণ্ডের ৩য় সংখ্যায় যে প্রচারপদ্ধতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা গৌড়ীয়ের নবম বর্ষে বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত প্রচার-প্রসঙ্গের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণের পুনরাবৃত্তি মাত্র। নবম বর্ষে বিস্তৃতভাবে যে-সকল বহুমূল্য উপদেশামৃত বিভিন্ন সজ্জনের নিকট বর্ষিত হইয়াছিল, তাহাই ডায়েরীর প্রণালী অনুসারে পুনরাবৃত্তি-দ্বারা পাঠকগণের চিত্তপটে পুনঃ স্মরণ

এবং আচার্যবর্গের জীবনচরিতের উপাদান-সংগ্রহের সংক্ষিপ্ত সমীকরণের সৌকর্য্যার্থে ঐরূপ প্রণালী গৃহীত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে যে সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তির নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তীকালে যদি তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়, কিম্বা সময়ে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত নাই হউক, যদি সেই সকল ব্যক্তির নাম, শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ ও কথামৃতের সার সঙ্কলনে বর্ণিত হয়, তাহা হইলে উহা কি জীবের পক্ষে পরম মঙ্গলদায়ক উপাদান নহে? আজ যদি প্রত্যেক শকাব্দ, ও তারিখ-সম্বলিত করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তৎপূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের উপদেশামৃত এবং সেই উপদেশামৃত শ্রবণকারী সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তির নাম-ধাম-পরিচয় লিপি-বদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে জগতে আজ আরও কত গভীর-ভাবে সাধারণ আধ্যক্ষিকগণেরও হৃদয়ে ঐ সকল বিষয় অঙ্কিত থাকিবার সুযোগ হইত। জীবনচরিত ও ইতিহাস-লেখন-প্রণালী সুযোগিত থাকায় প্রথাবিত করিবার জন্য এবং তদ্দ্বারা পাঠকগণের কৌতূহল ও সত্বর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য ঐতিহাসিকগণ এইরূপ ভাষাসীর বিশেষ সমর্থন করিয়াছেন। মনে হয়, পরমেশ্বরের ইহা জানা নাই। সাধারণ মানুষের ধারণের প্রতি এমন একটা মোহ রহিয়াছে যে, সেই ধারণের মোহ আমাদিগকে অতর্কিতভাবেও আমাদের মনোযোগের বহির্ভূত বিষয়গুলির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া থাকে। এইরূপ ধারণের মোহে পতিত সাধারণ জীবের ঘাট হাজার সন্ন্যাসীর গুরু প্রকাশানন্দ বা কাশীর সন্ন্যাসিগণের অধ্যাপক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মুখ হইতে কি প্রশ্ন বাহির হইয়াছিল এবং সেই প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু কি উত্তর দিয়াছিলেন, ইহা শুনিবার জন্য যেরূপ কৌতূহল ও মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, সেই প্রশ্নই সাধারণ লোকের মুখে উত্থাপিত হইলে ধারণের মোহে পতিত সাধারণের সেইরূপ কৌতূহল এবং সেই কৌতূহলজাত মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না, ইহা প্রত্যক্ষিত সত্য। আমরা জানি, জগতে অনেক কুতার্কিক, অনেক শুষ্কজ্ঞানী পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সত্যে অনায়াসে দীক্ষিত হইয়াছেন—যখন তাঁহারা জানিয়াছেন যে, প্রকাশানন্দের ন্যায় সন্ন্যাসী, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় নৈয়ায়িকের তর্ক-চেষ্টা ও শ্রীমন্মহাপ্রভু খণ্ডন করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা অনুমোদ্য, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কিছু প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি হইয়া যায় নাই। কারণ, তিনি নিত্য প্রতিষ্ঠিত—তিনি নিখিল প্রতিষ্ঠার প্রভু—সমস্ত কীর্ত্তি, যশঃ, প্রতিষ্ঠা ভগবান্ ও বৈষ্ণবেই সমর্পিত—তবে এখানে মঙ্গল হইয়াছে প্রকাশানন্দ—সার্ব্বভৌম এবং তদনুগামী কুতার্কিক-সম্প্রদায়ের। তাঁহারা ভগবৎসেবায় অপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহাদেরই প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির সুযোগ হইয়াছিল।

অবৈষ্ণবীয় মতবাদ এই যে, প্রতিষ্ঠা ভগবান্, শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবের থাকিবে না। কিন্তু তত্ত্ব বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত এই যে, যত কিছু সৎপ্রতিষ্ঠা ভগবানেরই পাদপদ্মের অর্চ্চনকারিণী, যত কিছু সৎপ্রতিষ্ঠা, সকলেই শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবার জন্য সমুৎপ্রতীক্ষাকারিণী। বৈষ্ণবগণ নিজে প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী হইবেন না, কিন্তু বিষ্ণু, বৈষ্ণব ও শ্রীগুরুদেবের প্রতিষ্ঠা স্বতঃসিদ্ধভাবে তাঁহাদের পশ্চাতে থাকায় সেই প্রতিষ্ঠার সংবাদ বৈষ্ণবাপরাধ-বিষ্ণু বৈষ্ণব-সেবায় অপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি-গণকে কৃপা-পূর্ব্বক জানাইয়া তাঁহাদের নিত্যমঙ্গল বিধান করিবেন অর্থাৎ গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্‌ই যে সকল প্রতিষ্ঠার মালিক, আর ক্ষুদ্র বদ্ধজীব আমরা, আমাদের জন্য প্রতিষ্ঠা যে শূকরীবিষ্ঠা অপেক্ষাও ঘৃণিত—ইহা বৈষ্ণবগণ জানাইয়া দিবেন। জীবকুলকে ইহা জানাইবার জন্যই ঈশ্বরপুরীপাদ প্রতিষ্ঠার জন্য পলায়ন-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর দাস শ্রীঈশ্বরপুরী-পাদ কখনও রামচন্দ্রপুরীর চিত্তবৃত্তির অনুকরণ করিয়া বলিবেন না, "মাধবেন্দ্রপুরীকে কোন প্রতিষ্ঠা দেওয়া যাইবে না—মহাপ্রভুকে দিইয়া যাহাতে দেওয়া হইবে না।" এরূপ পাষণ্ডতা—যাহা কপট আনুগত্যের অভিনয়ে—কপট তৃণাদপি সুনীচতার ছলনায় মহা ধার্ম্মিকতার প্রচ্ছন্ন আবরণ মূর্ত্তভাবরূপে অনর্থযুক্ত জীবের হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া অনর্থযুক্ত আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী গণসমষ্টির নিকট 'বৈষ্ণবতা' বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা দমন এবং গুরুবর্গের স্বতঃসিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ প্রতিষ্ঠা প্রচারের জন্য মাধবেন্দ্রপুরীর প্রকৃত দাসানুদাসগণ জগতের নিকট প্রতিষ্ঠা'শূকর'রূপে নিজের অর্থাৎ 'তাঁহারা বৈষ্ণব হইতে পারেন নাই'—বিমূঢ় গণসমষ্টির নিকট এরূপ অপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াও নিজে গুরুবর্গের সেবা এবং প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসুগণের মঙ্গল-বিধান করেন।

যে-কোন কোন এক বিশেষ কার্য্যের প্রতিষ্ঠাকারী ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীবিগ্রহ-দর্শনকালে বলিতেছিলেন,—"শ্রীমহাপ্রভু বিখারী ছিলেন, তিনি ঝোড়া কাথা, করঙ্গ, কৌপীন লইয়া যেখানে-সেখানে বিচরণ করিতেন। তিনি জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর প্রদত্ত চন্দনাদি তৈল এবং শয্যাদি গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিতেন,—আমাকে শাকান্ন-ব্যঞ্জন দেও। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত-সম্প্রদায় কেন সেরূপ কাঙ্গালের ঠাকুরকে কাঙ্গাল বিখারীরূপে না সাজাইয়া তাঁহাকে উৎকৃষ্ট নীলবর্ণ রেশমের কাপড়, জরীর চাদর, মাথায় সোণার চূড়া পরিধান করান? আর তাঁহার নিকট কেনই বা নানাপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্য এবং ভাল ভাল নৈবেদ্যাদি প্রদান করেন? বিখারীকে বিখারী না সাজাইয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠা বাড়াইয়া লাভ কি?" এইরূপ চিত্তবৃত্তি শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের পাষণ্ড ও শিষ্য হইতে ভ্রষ্ট রামচন্দ্রপুরীর অনুগত সম্প্রদায়ের। কিন্তু শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের অনুগত শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ ও তদনুগ নীলাচলবাসী শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাসগণের চিত্তবৃত্তি ঐরূপ নহে। তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি সর্ব্বদা নিত্যপ্রতিষ্ঠিত শ্রীগুরুদেবের প্রতিষ্ঠা-কীর্ত্তনময়ী। ঠাকুর নরোত্তম আপনাকে 'অধম, চণ্ডাল' বলিয়াছেন বলিয়া—শ্রীরূপ-সনাতন আপনাদিগকে 'নীচজাতি, নীচ সঙ্গী অস্পৃশ্য' বলিয়াছেন বলিয়া শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিক্ষানুসরণকারিগণ ঠাকুর নরোত্তম বা শ্রীরূপ-সনাতনকে 'অধম' 'চণ্ডাল' কিম্বা 'নীচজাতি, নীচসঙ্গী ও অস্পৃশ্য' কখনও লিখেন না। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে উদ্ঘোষণা করিয়া দিবেন,—শ্রীরূপ-সনাতন বা ঠাকুর নরোত্তম এত বড় বস্তু—(যাঁহাদিগকে আপনার মতবাদিগণের মধ্যে এই প্রকার দ্বারা উর্দ্ধে উত্তোলিত ও কল্পিত অবাস্তব বস্তু করেন) যে, তাঁহাদের পরেশ্বর এক একটি কণ সমগ্র বিশ্বের সমস্ত প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ নায়কগণের শিরোদেশে নৃত্য করিতেও পারা যায়। ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবতাগণও সেই বৈষ্ণবদের প্রতিষ্ঠার এক কণ প্রাপ্ত হইলে কৃতকৃতার্থ হইয়া যাইতে পারেন।

আমাদের পরম গুরুদেব অবধূতকুলচূড়ামণি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীগৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ অবধূতের ন্যায় বিচরণ করিয়া কখনও নবদ্বীপের গোরুত্তিকা-ভক্ষণ, অনক্ষ তুলসী ভোজন, কখনও গঙ্গাজলে দৌত দুগ্ধের ন্যায় পরিধান এবং কখনও বা সামাজিকগণের কর্ণরন্ধ্র কচিৎ বেতা প্রদর্শনের জন্য তাহাদের কচিৎ পরিত্যক্ত অক্ষিত পুরোভাগের স্থানে অবস্থান করিতেন।

তাঁহার অপ্রকট-লীলার পূর্ব্বে তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার অপ্রকটের পর যেন তাঁহার চিদানন্দময় দেহকে রজ্জুযোগে বন্ধন করিয়া মেথরের দ্বারা কুক্কুরের শবের ন্যায় নবদ্বীপের সমস্ত পথে পথে টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়। অবধূতকুলশিরোমণি শ্রীল গৌরকিশোরের অপ্রকটের অব্যবহিত পরে কতকগুলি অর্ব্বাচীন ব্যক্তি শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের চিদানন্দময় দেহকে ঐরূপভাবে মৃত কুক্কুরের দেহের ন্যায় নবদ্বীপের রাস্তায় টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ছিলেন। এমন সময় আমাদের প্রভুপাদ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া ঐসকল বৈষ্ণবনামধারী ব্যক্তিগণের ঐরূপ গুরুদ্রোহ-বিদ্রোহময়ী চিত্তবৃত্তিতে বাধা প্রদান করিয়া তাহাদিগকে ঐরূপ পাষণ্ডতার কার্য্য হইতে উদ্ধার করেন। কেহ কেহ শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজকে মঠের কাথা পরাইয়া দিয়াছিলেন! কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগুরুদেবের ঐ প্রকার স্বতন্ত্রময়ী অবধূতলীলা শিষ্যের গুরুর প্রতি কর্ত্তব্য নহে, উহা জগতে শিক্ষা দিবার জন্য এবং সামাজিক পাষণ্ডতার কার্য্য হইতে অসামাজিকগণকে উদ্ধার করিবার জন্য ঐরূপ কার্য্যে বাধা-দান করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের সমাধি-মন্দিরে তাঁহার শ্রীমুখোদ্গত সম্মুখে নৈবেদ্যরূপে শুষ্ক তণ্ডুল, গঙ্গামৃত্তিকা প্রভৃতি প্রদান করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন! কিন্তু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ঐরূপ ভীষণ গুরুদেবাপরাধপূর্ণ কার্য্যে বাধা প্রদান করিয়া শ্রীগুরুদেবের সমাধি প্রতিষ্ঠা এবং তৎস্থানে শিষ্যের কামনোদ্গত্যে অনুরূপ চেষ্টা জগতে প্রচার করিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছিলেন যে, অনর্থযুক্ত জীবের সাধন-কৃচ্ছ্রতার আবশ্যকতা আছে বলিয়া কিম্বা সাধকের হরিবাসরাদি ব্রতে উপবাসাদি করিতে হয় বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বা গুরুদেবের অপ্রকট-লীলাস্থলে শিষ্য নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশে তাঁহাদিগকে সাধকজীবনার বিচারে একাদশী দিবস নির্জ্জল উপবাস করাইবেন কিম্বা অনুকল্পাদির ব্যবস্থা করিবেন, তাহা নহে। তাঁহাদিগকে

অন্নাদি নৈবেদ্য প্রদানেও কোন-প্রকার বাধার কথা থাকিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া যে অনর্থযুক্ত আমরা—সাধক আমরা—তাঁহাদের নিত্যানুনিত্যাভাসস্থানীয় আমরা ভোগবুদ্ধিতে জড়প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিতে যাইব, উত্তমোত্তম বস্ত্র পরিধান করিব, জিহ্বা-লাম্পট্যের প্রশ্রয় দিব কিম্বা শ্রীক্ষেত্রে নিত্যমহাপ্রসাদ সেবার ছলনায় একাদশী দিবস অন্নভোজনরূপ শাস্ত্রবিগর্হিত কার্য্য করিব, তাহা নহে। নিত্যমুক্তকুলশিরোমণি শ্রীল রামানন্দ দেবদাসীর দর্শন-স্পর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা তাঁহার অবৈধ অনুকরণে পাষণ্ডতার পক্ষে নিমজ্জিত হইবার জন্য পরস্ত্রী দর্শন-স্পর্শন করিয়া শ্রীল রামানন্দের প্রতিষ্ঠাকে আঘাত করিয়া ফেলিব, এরূপ বিচার শুদ্ধ-বৈষ্ণবদাসের নহে।

পত্রপ্রেরক এই সকল কথা ভাল করিয়া অনুধাবন করুন —প্রকৃত ভক্তিসিদ্ধান্তস্বামীর সেবক নিকট বৈষ্ণবগণের সঙ্গ করুন। তাহা হইলে তিনি আর জড়প্রতিষ্ঠা ও বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠাকে—সাধক ও সিদ্ধকে—অদ্বৈত ও বৈষ্ণবকে—নশ্বর ও গুরুকে—জীব ও ভগবান্‌কে—অচেতন ও চেতনকে সমপর্য্যায়ে স্থাপন করিবার প্রয়াস দেখাইয়া অবৈষ্ণব-চিত্তবৃত্তি প্রকাশের জন্য অগ্রসর হইবেন না।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার-পঞ্জী

[শ্রাবণ ১৩০৭ হইতে শ্রাবণ ১৩৩৮ পর্য্যন্ত]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যার পর)

প্রচার-কাল	প্রচার-স্থান	প্রচার বিষয়
২১শে চৈত্র ১৩০৭	শ্রীধাম-মায়াপুর	শ্রীচৈতন্যমঠের ভক্তগণ এবং শ্রীপাদ সুকুমারানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃ প্রমুখ বহু বৈষ্ণবের নিকট হরিকথা-কীর্ত্তন।
২২শে " "	"	শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বাবু যামিনী-কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু অবধিৎ মৈত্র প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণের নিকট শুদ্ধভক্তির কথা কীর্ত্তন।
২৭শে " "	কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল ঘোষ মহাশয়ের ভবন	পারমার্থিক গৃহস্থের গৃহ-প্রবেশ-সম্বন্ধে বহু সদুপদেশ কীর্ত্তন।
২৮শে " "	"	শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল ঘোষ মহাশয়ের ভবনে শ্রীগৌড়ীয়মঠ সিউড়ী ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ডের চেয়ারম্যান ও জমিদার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অধিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু প্রশ্নের উত্তর প্রদান-মুখে হরিকথা আলোচনা।
৩০শে " "	"	বিভাগীয় কমিশনার বাহাদুরের পার্সনেল এ্যাসিষ্টেণ্ট শ্রীযুক্ত নীরদরক্ষ রায় ও শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ ভক্তি-ভূষণ প্রমুখ বহু ভদ্রকে উপদেশামৃত বিতরণ।
১লা বৈশাখ ১৩০৮	"	শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবকগণের নিকট ব্রহ্মগায়ত্রী ও কাম-গায়ত্রীর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা।
৬ই " "	শ্রীধাম-মায়াপুর	বীরভূম জেলার শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শ্রীচৈতন্য

প্রচার-কাল	প্রচার স্থান	প্রচার্য্য বিষয়
		হইতে অব্যাহতি লাভের উপায়" সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন।
৭ই বৈশাখ ১৩৩৮	হাসেক্স শ্রীকোয়ারমহ	সপ্তাহব্যাপিক কাল শুভ্রস্থ জনসাধারণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন।
২১শে "	" দার্জ্জিলিং লুইস্ জুবিলি ট্যানিটোরিয়ম	ডাঃ শ্রীযুক্ত শিশির কুমার পাল মহোদয়ের "বিশ্ব-সৃষ্টিতত্ত্ব" সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর প্রদানমুখে হরিকথা কীর্ত্তন।
২২শে " "	"	কতিপয় শিক্ষিত ভদ্রলোক, উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী এবং ভক্তগণের নিকট মহাপ্রভুর প্রচারিতপ্রেম-ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন।
২৩শে "	" দার্জ্জিলিং অবজারভেটরি	সেণ্টজেবিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক ফাদার টুর্ণে সাহেবের সহিত ধর্ম্মকথা আলোচনা; সারওয়ারীর রাজাসাহেব ও তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারীর সহ প্রশ্নের প্রতীমাংসা।
২৪শে "	" দার্জ্জিলিং লুইস্ জুবিলি ট্যানিটোরিয়ম	হরিকথা কীর্ত্তন।
২৬শে "	"	ইংলাণ্ডবাসীবন্ধী দুই জন উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকের নিকট সার্ব্বজনীন প্রেম-ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন।
২৭শে "	" দার্জ্জিলিং	সেক্রেটারী অফিসের বাঙ্গালী হিন্দু মহোদয়গণ, সপার্ষদ রেলওয়ে ষ্টেশন-মাষ্টার, বড় পোষ্টাফিসের কর্ম্মচারীবৃন্দ, স্থানীয় উকীল

প্রচার-কাল	প্রচার-স্থান	প্রচার্য্য বিষয়
		শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র বাবু এবং স্থানীয় ডাক্তার ও অন্যান্য বহু শিক্ষিত ভদ্রলোকের সহিত ভাগবত ধর্ম্মের কথা আলোচনা।
২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮	ওলপাইগুড়ি	প্রবাসী শ্রীযুক্ত কল্যাণকল্পতরু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের ভবনে ভক্তিকথা কীর্ত্তন।
৬ই " "	" শ্রীগৌড়ীয়মঠ	রাজর্ষি শ্রীল শশিভূষণ রায় বেদান্তভূষণ প্রাক্তন এম, এ, ও কুলিয়া নবদ্বীপ-নিবাসী জনৈক বৈষ্ণবের সমক্ষে "ভাস্কর" পত্রের সম্পাদক শ্রীমোক্ষদাচরণ সমাধ্যায়ী নামক জনৈক ব্যক্তির নিকট "বৈষ্ণ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে"র প্রকৃত স্বরূপ কথন।
১৭ই আষাঢ়	" গৌড়ীয় মঠের সারস্বত নাট্যমন্দির	ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহ-মহোৎসব-উপলক্ষে অভিভাষণ।
১৩ই "	" কাঁঠালপুলি শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট	শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের চরিত্রবর্ণনমুখে অভিভাষণ
১৪ই "	" শ্রীগৌড়ীয়মঠ	ফাদার্স ডোনাল্ড্ ও ফাদার্স টুর্ণুর্ সাহেব-দ্বয়ের সহিত ইংরেজী ভাষায় "বৈষ্ণব-দর্শন" আলোচনামুখে রসের-ক্রমোৎকর্ষতা বর্ণন।
২৬শে "	" শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র	গৌড়ীয়নাথের আলাল-নাথবিজয়-উপলক্ষে কৃষ্ণ-ভজনের কথা কীর্ত্তন।

প্রচার-কাল	প্রচার-স্থান	প্রচার্য্য বিষয়
২৭শে আষাঢ় ১৩০৮	শ্রীআলালনাথ	শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে মহোৎসবের সহিত গৌড়ীয়-মাসের শ্রীঅর্চ্চা প্রতিষ্ঠা।
৩০শে ,,	,, শ্রীপুরুষোত্তম মঠ	মানভূম জেলার ধলভূমের কুমারিকারী মহাশয়ের নিকট শ্রীগৌরসুন্দরের অমন্দোদয়-দয়ার কথা কীর্ত্তন।
১লা শ্রাবণ ,,	,,	শ্রীপুরুষোত্তমমঠের শ্রীমন্দির-ভিত্তি স্থাপন।
২রা ,, ,,	,,	শ্রীপাট বৈকুণ্ঠপুর গ্রাম-বাসী ভক্তিপাত্রী মহোদয়কে "শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়নস্বামী" ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-নাম-প্রদান।
৪ঠা শ্রাবণ	,, কটক, কাঠ-জুড়ি নদী-তীরস্থ সুবৃহৎ বিতল গৃহ	বেঙ্গলান বাহাদুর শ্রীরঙ্গ-মহাপাত্র, কটক র‍্যাভেন্স কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় এম, এ, এবং আরও অনেক সজ্জন ব্যক্তির নিকট হরিকথা কীর্ত্তন।
১০ই ,,	,, শ্রীধাম-মায়াপুর	শ্রীধাম-মায়াপুরের ভক্ত-বৃন্দের নিকট শ্রীজগন্নাথ-দেবের সম্বন্ধে লৌকিক ধারণা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর জগন্নাথ-দর্শন-বৃত্তান্ত বর্ণন।
১৪ই ,,	,, শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ কালিদাস নাগ এম, এ, ডি, লিট মহাশয় এবং আরও বহু সজ্জন ব্যক্তির নিকট মাত্রিকা, গণ্ড, নির্ব্বর্ণ, স্ত্রীযন্ত্রবাদ এবং (অ-প্রাকৃত) পুরুষ, মিথুন, স্বকীয়
প্রচার-কাল	প্রচার-স্থান	প্রচার্য্য বিষয়
		ও পারকীয় প্রকৃতি বিষয় কীর্ত্তন।
১৪ই শ্রাবণ ১৩০৮	শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগবাজার	শ্রীহট্ট জিলার অন্তেহারী গ্রামবিবাসী শ্রীযুক্ত দীনেশ-চন্দ্র দাস মহোদয় এবং বহু ভক্তের নিকট নিত্যানন্দ-তত্ত্ব বর্ণনমুখে শ্রীবলদেব-তত্ত্ব, চতুর্ব্যূহতত্ত্ব চতুর্বিধ আধ্যক্ষিক ও অধোক্ষজ প্রতীতির বৈশিষ্ট্য প্রকৃতি আরও অনেক গূঢ় তত্ত্বের বিচার প্রদর্শন।
১৬ই ,,	,,	জোড়াসাঁকো নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বরিশাল নিবাসী সবজজ রায়সাহেব শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত, শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন ভক্তিবান্ধব বি, এল এবং আরও বহু ভক্তের নিকট শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজীমহারাজের চরিত্র, পাষণ্ডোপাসকগণের বিভিন্ন-রূপে জগন্নাথকে দর্শন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর জগন্নাথ-দর্শন-বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা।
২৮শে ,,	,,	কাশী-প্রবাসী শ্রীযুক্ত গোপী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্য তীর্থ মহোদয়ের প্রশ্নের উত্তর-প্রদানমুখে লীলা ও ক্রিয়ার পার্থক্য, লীলার নিত্যত্ব, কালের অস্তত্ত্ব ও স্বতন্ত্র, রসের আস্বাদ্য, আস্বাদক ও আস্বাদন প্রভৃতি অনেক তথ্য বর্ণন।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ
৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
২৪শে আশ্বিন, ১৩৭৮ সাল

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ৬ঠা কার্ত্তিক (১৩৮৮), ২১শে অক্টোবর (১৯৭১) বুধবার হইতে ৯ই অগ্রহায়ণ, ২৪শে নভেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত ঢাকা নগরীতে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার উদ্যোগে মাসাধিকব্যাপী উর্জ্জাব্রত (নিয়ম-সেবা) হইবে। মহাশয় কৃপা করিয়া উৎসবে যোগদান করিলে সভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। তদুপরি উৎসবের তালিকা প্রদত্ত হইল। নিবেদন ইতি।

বৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রীঅচ্যুতচন্দ্র দেবশর্ম্মা (বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিরত্ন গোস্বামী, ভক্তিশাস্ত্রী)
শ্রীনলিনাক্ষ দেবশর্ম্মা (সাহিত্য, এম, এ, ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী)
শ্রীকৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতরত্ন, আচার্য্যতিক)
(শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সম্পাদকগণ)

উৎসব-তালিকা

৬ঠা	কার্ত্তিক	২১শে অক্টোবর	বুধবার	শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব ও শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব
৭	"	২৩ "	শুক্রবার	শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভট্টগোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব
৯	"	২৬ "	সোমবার	শ্রীব্যাসতীর্থের তিরোভাব
১৪	"	৩১ "	শনিবার	শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব
১১	কার্ত্তিক	৭ নভেম্বর	শনিবার	শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব
২৪	"	১০ "	মঙ্গলবার	শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা, অন্নকূট মহোৎসব ও শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের তিরোভাব
২৫	"	১১ "	বুধবার	শ্রীগদাধর পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব
১	অগ্রহায়ণ	১৭ "	মঙ্গলবার	গোষ্ঠাষ্টমী, গোপাষ্টমী, শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীজাহ্নবা দেবী ও শ্রীনরহরি পণ্ডিতের তিরোভাব
৪	"	২০ "	শুক্রবার	ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব
৬	"	২২ "	রবিবার	সাধারণ মহামহোৎসব
৮	"	২৪ "	মঙ্গলবার	শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা, শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী ও কাশীশ্বর পণ্ডিতের তিরোভাব
৯	"	২৫ "	বুধবার	শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাব এবং মহোৎসব সমাপ্তি

দ্রষ্টব্য

শারদীয়া পূজা-উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় আগামী সপ্তাহে 'গৌড়ীয়' প্রকাশিত হইবে না। তৎপরে পুনরায় নিয়মিতভাবে 'গৌড়ীয়' প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

১০ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৪ই কার্ত্তিক শনিবার ১৩৮৮; ৩১শে অক্টোবর ১৯৮১ | ১২শ সংখ্যা

দ্বাদশ বন-ভ্রমণ

বা

চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

"ভ্রমিব দ্বাদশ বনে, চতুরশীতি ক্রোশ স্থানে,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া।
গুণাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণ-স্থানে,
নিবেদিব চরণ ধরিয়া॥"—ঠাকুর নরোত্তম

হে প্রেম-কুতূহলী—প্রেমার্থী সজ্জন-সমাজ! তোমরা যে কোথায় আছ, প্রেমের দেশে চল। প্রেমের অধিপতিগণ লইয়া তোমাদের জন্যই কোন্ এক অনির্দ্দিষ্ট অতিথি করাঘাত করিতেছেন। ঐ শুন তাঁহার সহস্রমুখী আহ্বান। এবার অপ্রাকৃত বিরহ-প্রেমের দেশ হইতে বিরহের সাম্রাজ্য-মহোৎসবের বান প্রেমার্থিগণকে লইয়া অভিসারে ছুটিবে। তোমরা সেই অভিসারের আগমনী শুনিয়াছ কি?

প্রেমের ছায়া, আর কামের মায়ার বহুরূপিণী প্রাদুর্ভাব বিশ্বের জীবনকুঞ্জকে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে—কুঞ্জগুলি নায়কহীন—জীবন-দেবতা-বিহীন। বিশ্বে বিশ্বরূপের সংগ্রাম, মাৎস্য-পৃষ্টির আকর্ষণ, সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তার রুদ্র তাণ্ডব, জড়ানন্দবাদের কৈতবচক্রের ঘনঘনারব, আবার ঐগুলিকে অস্বাভাবিক উপায়ে দমন করিবার নীতি ও প্রণালী আজ মনুষ্য অশান্তির আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত

আরম্ভ করিয়াছে। তবুও আমরা সেইখানেই বিশ্বমনের আলোর ইঙ্গিত বুঝিতেছি। ওগো, যদি অমাকে গোপের বেশে যাইতে চাও, প্রণয়ী পরম পুরুষ যেখানে একমাত্র অধিষ্ঠাতা কান্ত, জয়শ্রী অনুচরী শ্রীমতীর সহিত যেখানে কানাই, কল্পতরু যেখানকার বৃক্ষ, চিন্তামণি যেখানকার ভূমি, অমৃত যেখানকার জল, গান যেখানকার কথা, নাট্য যেখানকার গমন, সরলা রমণী যেখানকার সুন্দরী, কাম-বুদ্ধিবিলয়, কালিন্দীকূল, বিপিন কেলি, কোকিলের কাকলী, গোপ-গোপী-গোধন যেখানকার সম্পদ, সকলই যেখানে নিত্য—বাস্তব—অবিমিশ্র চিদানন্দময়, মর্ত্যজগতের চিরস্বভাব 'অভাব' যেখানে কোন দিনই অতিথি হইতে পারে না, স্বাধী ভাবৌঘাই যেখানকার স্বভাব, সেই স্বরাটের দেশে যদি যাইতে চাও, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যদেবের অনুচর হও।

ঠাকুর নরোত্তম একদিন গাহিয়াছিলেন,—

গৌরাঙ্গের সঙ্গীগণে, নিত্যসিদ্ধ করি' মানে।
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত-পাশ।
শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস॥

গৌরবন হইতে একদিন আরও একটী বিরহবিধুর-বীণার ঝঙ্কার উঠিয়াছিল,—

(কবে) গৌরবজনে, ভেদ না দেখিব,
হইব বরজবাসী।
(কবে) ধামের স্বরূপ, স্ফুরিবে নয়নে,
হইব রাধার দাসী॥

সেই ঝঙ্কারের মূর্চ্ছনারই আজ ব্রজবন-পরিক্রমার আগমনী গীতি আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীস্বরূপ রূপানুগবর চিদ্‌বিলাস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ প্রথমে নবদ্বীপ ও গৌড়মণ্ডল-পরিক্রমায় গৌরাঙ্গের সঙ্গীগণের পদধূলি ও শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমির রজে অনুগাভি-মানকে অধিকতর করিয়া ব্রজ-পরিক্রমার অধিকার-পত্র প্রদান করিতেছেন। 'গৌরপ্রেমরসার্ণবে'র তরঙ্গে ডুবিয়া যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ 'রাধামাধব-অন্তরঙ্গ'রূপে অবস্থান করিতেছেন, 'গৌরব্রজবনে' অভিন্ন-মূর্তিতে যাঁহারা নিত্য 'ব্রজবাসী', নিত্যকাল যাঁহাদের ধামের স্বরূপ নয়নে স্ফূর্তি পাইতেছে, আর যাঁহারা অপরকে ধামের স্বরূপ স্ফূর্তি করাইতেছেন, যাঁহারা 'রাধার দাসী' অভিমানে নিত্য স্বরূপসিদ্ধ, সেরূপ সুদুর্লভ প্রণয়ীজনের পদানুসরণ করিয়া,—

"গৌর আমার, যে-সব স্থানে,
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান, হেরব আমি,
প্রণয়ী ভকত-সঙ্গে॥"

—এই মহাজন-পদের অনুকীর্ত্তন করিতে করিতে বৃন্দাবনের দ্বাদশ বন—ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার জন্য কাহার চেতনের স্বরূপ না আর্দ্র হইয়া উঠে?

শ্রীরাধার নিজস্বীয় অভিমান-লীলা প্রকট করিয়া একদিন স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন তাঁহার গৌরলীলায় বিপ্রলম্ভক্ষেত্র হইতে শ্রীবৃন্দাবন গমন ও তথায় বন-পরিক্রমা করিয়াছিলেন। তিনি শরৎকালে শ্রীনীলাচল হইতে যাত্রা করিয়া, ঝারিখণ্ড বনপথে চলিয়া, বারাণসী ও প্রয়াগধাম হইয়া শ্রীধাম-বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং মথুরাপ্রেমে শ্রীবৃন্দাবনের দ্বাদশ-বন-ভ্রমণ-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের বনভ্রমণ-লীলা যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশে পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না,—

তবে সেই বিপ্র প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
মথুরার লোক-সব প্রভুকে দেখিতে আইল॥
লক্ষ সংখ্যা লোক আইসে, নাহিক গণন।
যাহির হঞা প্রভু দিল দরশন॥
'বাহু তুলি' বলে প্রভু হরিবোল'-ধ্বনি।
প্রেমে মত্ত নাচে লোক করি' হরিধ্বনি॥
যমুনায় 'চব্বিশ ঘাটে' প্রভু কৈল স্নান।
সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থস্থান॥
অক্রূর, বিশ্রাম, তীর্থবিন্দু, ভূতেশ্বর।
মহাবিদ্যা, লোকশৃঙ্গি দেখিলা বিস্তর॥
'বন' দেখিবারে যদি প্রভুর মন হৈল।
সেই ত ব্রাহ্মণে প্রভু সঙ্গেতে লইল॥
মধুবন, তাল, কুমুদ, বহুলা-বন গেলা।
তাহা তাহা স্নান করি' প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥
পথে গাভীগটা চরে প্রভুরে দেখিয়া।
প্রভুরে বেড়য় আসি' হুঙ্কার করিয়া॥
গাভী দেখি' স্তব্ধ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে।
বাৎসল্যে গাভী প্রভুর চাটে সব-অঙ্গে॥

হেন হলা প্রভু করে অঙ্গ-কণ্ডূয়ন।
প্রভু-সঙ্গে চলে, নাহি ছাড়ে ধেনুগণ॥
কষ্টে-সৃষ্টে ধেনু-সব রাখিল গোয়াল।
প্রভু-কণ্ঠ-ধ্বনি শুনি' আইলে মৃগীপাল॥
মৃগী মৃগী মুখ দেখি' প্রভু-অঙ্গ চাটে।
ভয় নাহি করে, সঙ্গে যায় বাটে-বাটে॥
শুক, পিক, ভৃঙ্গ প্রভুরে দেখি' 'পঞ্চম' গায়।
শিখিগণ নৃত্য করি' প্রভু-আগে যায়॥
প্রভু দেখি' বৃন্দাবনের দ্রুমলতাগণে।
অঙ্কুর-পুলক, মধু-অশ্রু বরিষণে॥
ফুল-ফল ভরি' ডাল পড়ে প্রভু-পায়।
বন্ধু দেখি' বন্ধু যেন 'ভেট' লঞা যায়॥
প্রভু দেখি' বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম।
আনন্দিত, বন্ধু যেন দেখে বন্ধুগণ॥
হা-সবার প্রীতি দেখি' প্রভু ভাবাবেশে।
সবা-সনে ক্রীড়া করে হঞা তার বশে॥
প্রতি বৃক্ষ-লতা প্রভু করেন আলিঙ্গন।
পুষ্পাদি ধ্যানে করেন কৃষ্ণে সমর্পণ॥
অশ্রু-কম্প-পুলক-প্রেমে শরীর অস্থির।
'কৃষ্ণ' বলে, 'কৃষ্ণ' বলে, বলে উচ্চৈঃস্বরে॥
স্থাবর-জঙ্গম মিলি' করে কৃষ্ণধ্বনি।
প্রভুর গম্ভীর-স্বরে যেন প্রতিধ্বনি॥
মৃগের গলা ধরি' প্রভু করেন রোদনে।
মৃগের পুলক অঙ্গে, অশ্রু নয়নে॥
বৃক্ষডালে শুক-শারী দিল দরশন।
তাহা দেখি' প্রভুর কিছু শুনিতে হৈল মন॥
শুক-সারিকা প্রভুর হাতে উড়ি' পড়ে।
প্রভুকে শুনাঞা কৃষ্ণ-গুণ-শ্লোক পড়ে॥

(শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ১৩।২৯ শ্লোক)—

সৌন্দর্য্যং ললনালিবৈর্যবলনং লীলা রমাভর্ত্তিনী
বীর্য্যং কম্বুকিতাদ্রিবর্য্যময়নাঃ পারে-পরার্দ্ধং গুণাঃ।
শীলং সর্ব্বজনাত্মরঞ্জনমহো যস্যায়মস্মৎ প্রভু-
র্বিশ্বঃ বিশ্বজনীনকীর্ত্তিরবতাৎ কৃষ্ণো জগন্মোহনঃ॥

শুক-মুখে শুনি' তবে কৃষ্ণের বর্ণন।
সারিকা পড়য়ে তবে রাধিকা-বর্ণন॥

(শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ১৩ সর্গ)—

শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা স্বরূপতা
সুশীলতা নর্ত্তনগানচাতুরী।
গুণালিসম্পৎ কবিতা চ রাজতে
জগন্মনোমোহন-চিত্তমোহিনী॥

পুনঃ শুক কহে,—কৃষ্ণ 'মদনমোহন'।
তবে আর শ্লোক শুক করিল পঠন॥

(শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ১৩ সর্গ)—

বংশীধারী জগন্নারী-চিত্তহারী স শারিকে।
বিহারী গোপনারীভির্জীয়ান্মদনমোহনঃ॥

পুনঃ শারী কহে শুকে করি' পরিহাস।
ইহা শুনি' প্রভুর হৈল বিস্ময়-প্রেমোল্লাস॥

(শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ১৩ সর্গ)—

রাধা-সঙ্গে যবা ভাতি, ভবে 'মদনমোহন'।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং 'মদনমোহিতঃ'॥

শুক-শারী উড়ি' পুনঃ গেল বৃক্ষডালে।
ময়ূরের নৃত্য প্রভু দেখে কুতূহলে॥
ময়ূরের কণ্ঠ দেখি' প্রভুর কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হৈল।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িল॥
প্রভুরে মূর্চ্ছিত দেখি' সেইত ব্রাহ্মণ।
ভট্টাচার্য্য-সঙ্গে করে প্রভুর সন্তর্পণ॥
আস্তে-ব্যস্তে মহাপ্রভুর লঞা সহিবাস।
জনৈক করে অঙ্গে বস্ত্রের বাতাস॥
প্রভু-কর্ণে কৃষ্ণনাম কহে উচ্চ করি'।
চেতন পাঞা প্রভু যা'ন গড়াগড়ি॥
কণ্টক-দুর্গম বনে অঙ্গ ক্ষত হৈল।
ভট্টাচার্য্য কোলে করি' প্রভুরে সুস্থ কৈল॥
কৃষ্ণাবেশে প্রভুর প্রেমে গরগর মন।
'বোল্' 'বোল্' করি' উঠি' করেন নর্ত্তন॥
ভট্টাচার্য্য, সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম গায়।
নাচিতে নাচিতে পথে প্রভু চলি' যায়॥
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি' ব্রাহ্মণ—বিস্মিত।
প্রভুর রক্ষা লাগি' বিপ্র হইলা চিন্তিত॥

নীলাচল অপেক্ষা বৃন্দাবন-যাত্রার পথে শ্রীগৌরসুন্দরের অধিকতর প্রেমাবেশ প্রকাশিত হইয়াছিল—সম্ভোগে

অধিকতর বিশ্লেষণ-সূচির আদর্শ-পত্রাকারে প্রকটিত হইয়াছিল,—

নীলাচলে ছিল যৈছে প্রেমাবেশ মন।
বৃন্দাবনে যাইতে পথে হইল শতগুণ॥
সহস্রগুণ প্রেম বাড়ে, মথুরা-দরশনে
লক্ষগুণ প্রেম বাড়ে ভ্রমেন যবে বনে॥
অন্তরদেশে প্রেম উছলে 'বৃন্দাবন' নামে।
সাক্ষাৎ ভ্রময়ে যবে সেই বৃন্দাবনে॥
প্রেমে মত্ত মন রাত্রি-দিবসে।
স্নান-ভিক্ষাদি-নির্ব্বাহ করেন অভ্যাসে॥

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৭শ পঃ)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের বনভ্রমণ-লীলা-বর্ণনের উপসংহারে বলিতেছেন,—

এই মত প্রেম, যাবৎ ভ্রমিলা 'বার'বন।
এক্র লিখিলুঁ, সর্ব্বত্র না যায় বর্ণন॥
বৃন্দাবনে যৈল প্রভুর যতেক প্রেমের বিকার।
কোটি-গ্রন্থে 'অনন্ত' লিখেন তাহার বিস্তার॥
তবু লিখিবারে নারে তার এক কণ।
উদ্দেশ করিতে করি' দিগ্‌দরশন॥

(শ্রীচৈঃ চঃ ঐ)

এই মত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
'আরিট্ট'-গ্রামে আসি' 'রাঢ়' যৈল আচম্বিতে॥
অরিষ্টে রাধাকুণ্ড-বার্ত্তা পুছে লোক-স্থানে।
কেহ নাহি কহে, সঙ্গের ব্রাহ্মণ না জানে॥
তীর্থ 'লুপ্ত' জানি', প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্।
দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্পজলে কৈলা স্নান॥
দেখি' সব গ্রাম্য-লোকের বিস্ময় হৈল মন।
প্রেমে কহু করে রাধাকুণ্ডের স্তবন॥
সব গোপী হইতে রাধা কৃষ্ণের প্রেয়সী।
তৈছে রাধাকুণ্ড—প্রিয়, 'প্রিয়ার সরসী'॥

(পদ্মপুরাণ-বাক্য)

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥
সেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে।
জলে জলকেলি করে, তীরে রাস-রঙ্গে॥
সেই কুণ্ডে যেই একবার করে স্নান।
তাঁরে রাধা-সম 'প্রেম' কৃষ্ণ করে দান॥
কুণ্ডের 'মাধুরী'—যেন রাধার 'মধুরিমা'।
কুণ্ডের মহিমা—যেন রাধার 'মহিমা'॥

(শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ৭ম সর্গ ১০১ শ্লোকে)—

শ্রীরাধায়া হরেরত্যন্তবল্লভা প্রেষ্ঠানুকৈঃ সৈরং সৈরং
যস্যাং শ্রীযুতমাধবেন্দুরনিশং প্রীত্যা তয়া ক্রীড়তি
প্রেমাস্মিন্ বত রাধিকেব লভতে যস্যাং সকৃৎ স্নানকৃৎ
তস্যা বৈ মহিমা তথা মধুরিমা কেনাস্তু বর্ণ্যঃ ক্ষিতৌ॥
এই মত স্তুতি করে প্রেমাবিষ্ট-হঞা।
তীরে নৃত্য কলে কুণ্ডলীলা স্মরিয়া॥
কুণ্ডের মৃত্তিকা লঞা তিলক করিল।
ভট্টাচার্য্য-দ্বারা মৃত্তিকা সঙ্গে করি' লৈল॥
তবে চলি' আইলা প্রভু 'সুমনঃ-সরোবর'।
তাহা 'গোবর্দ্ধন' দেখি' হইলা বিহ্বল॥
গোবর্দ্ধন দেখি' প্রভু হইলা দণ্ডবৎ।
'এক শিলা' আলিঙ্গিয়া হইলা উন্মত্ত॥
প্রেমে মত্ত চলি' আইলা গোবর্দ্ধন-গ্রাম।
'হরিদেব' দেখি' তাহা হইলা প্রণাম॥
'মথুরা-পদ্মের পশ্চিমদলে যাঁর বাস।
'হরিদেব' নারায়ণ—আদি-পরকাশ॥
হরিদেব-আগে নাচে প্রেমে মত্ত হঞা।
সব লোক দেখিতে আইল আশ্চর্য্য শুনিয়া॥
প্রভু-প্রেম সৌন্দর্য্য দেখি' লোকে চমৎকার।
হরিদেবের স্তুতি প্রভুর করিল সৎকার॥
ভট্টাচার্য্য 'ব্রহ্মকুণ্ডে' পাকযাত্রা কৈল।
ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করি' প্রভু ভিক্ষা কৈল॥
সে-রাত্রি রহিলা হরিদেবের মন্দিরে।
রাত্রো মহাপ্রভু করে মনেতে বিচারে॥
'গোবর্দ্ধন-উপরে আমি কভু না চড়িব।
গোপাল-রায়ের দরশন কেমনে পাইব?'
এত মনে করি' প্রভু মৌন করি' রহিলা।
জানিয়া গোপাল শ্রেষ্ঠভক্তগণে উঠাইলা॥
অনাদরুদ্ধবে গৈলা স্বপ্নে ভক্তাভিমানিনে।
অবরুহ গিরেঃ কৃষ্ণো গৌরায় স্বয়মর্পিতং॥

'অন্নকূট' নামে গ্রামে গোপালের স্থিতি।
রাজপুত-লোকের সেই গ্রামে বসতি॥
একজন আসি' রাত্রো গ্রামীকে কহিল।
'তোমার গ্রাম মারিতে তুরুকসারী লাগিল॥
আজি রাত্রো পলাহ, না রহিহ একজন।
ঠাকুর লঞা ভাগ', আসিবে কালি যবন॥'
শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল।
প্রথমে গোপাল লঞা গাঠোলি-গ্রামে থুইল॥
দ্বিপ্রহরে গোপালের নিদ্রাতে সেবন।
গ্রাম উজাড় হৈল, পলাইল সর্ব্বজন॥
ঠাকুর প্রেমভরে গোপাল জাগে বারে-বারে।
মন্দির ছাড়ি' কুত্রে রহে, কিবা গ্রামান্তরে॥
প্রাতঃকালে প্রভু 'মানসগঙ্গা'য় করি' স্নান।
গোবর্দ্ধন-পরিক্রমায় করিলা প্রয়াণ॥
গোবর্দ্ধন দেখি' প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা।
নাচিতে নাচিতে চলিলা শ্লোক পড়িয়া॥
শ্রীমদ্ভাগবত (১০।২১।১৮ শ্লোক)—
হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ-গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়-সূযবস-কন্দর-কন্দমূলৈঃ॥
'গোবিন্দকুণ্ডাদি' তীর্থে প্রভু কৈলা স্নানে।
তাহা শুনিলা, গোপাল—গাঠোলি-গ্রামে॥
সেই গ্রামে গিয়া কৈল গোপাল দরশন।
প্রেমাবেশে প্রভু করে কীর্ত্তন-নর্ত্তন॥
গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি' প্রভুর আবেশ।
এই শ্লোক পড়ি' নাচে, কৈল দিন-শেষ॥
(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ১।২৬ শ্লোক)—
বামস্তামরলাক্ত কুন্তলভরঃ স শাতু বঃ।
ক্রীড়াকন্দুকতাং যেন নীতো গোবর্দ্ধনো গিরিঃ॥
এই মত তিন দিন গোপালে দেখিলা।
চতুর্থ-দিবসে গোপাল স্বমন্দিরে গেলা॥
গোপাল-সঙ্গে চলি' আইলা নৃত্য-গীত করি'।
আনন্দ-কোলাহলে লোক বলে 'হরি' 'হরি'॥
গোপাল মন্দিরে গেলা, প্রভু রহিলা তলে।
প্রভুর বাহ্য পূর্ব্ব সব করিল গোপালে॥

• • •

প্রস্তাবে কহিনু গোপাল-কথার আখ্যান।
তবে মহাপ্রভু গেলা 'শ্রীকাম্যবন'॥
প্রভুর গমন-রীতি পূর্ব্বে যে লিখিল।
সেইমত বৃন্দাবনে তাবৎ দেখিল॥
তাহা লীলাস্থলী দেখি' 'নন্দীশ্বর' গেলা।
'নন্দীশ্বর' দেখি' প্রেমে বিহ্বল হইলা॥
'পাবনাদি' সব কূপে স্নান করিয়া।
লোকেরে পুছিল, পর্ব্বত-উপরে যাঞা॥
কিছু দেবমূর্ত্তি হয় পর্ব্বত-উপরে।
লোক কহে,—মূর্ত্তি হয় গোফার ভিতরে॥
দুইদিকে দাণ্ডা-পিণ্ডা দুই-কলেবর।
মধ্যে এক 'পিণ্ড' হয় দ্বিভুজ-সুন্দর॥
শুনি' মহাপ্রভু মনে আনন্দ পাঞা।
'তিন' মূর্ত্তি দেখিলা সেই গোফা উঘাড়িয়া॥
ব্রজেন্দ্র-ব্রজেশ্বরীর কৈল চরণ বন্দন।
প্রেমাবেশে কৃষ্ণের কৈল সর্ব্বাঙ্গ-স্পর্শন॥
সব দিন প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত কৈলা।
তাহাঁ হৈতে মহাপ্রভু 'খদির-বন' আইলা॥
লীলাস্থল দেখি' তাহাঁ গেলা 'শেষশায়ী'।
'লক্ষ্মী' দেখি' এই শ্লোক পড়েন গোসাঞি॥
(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৩১ অ, ২০শ শ্লোক)
হন্ত প্রণতচরণাব্জরজঃ স্পৃশনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয়দয়োদ্যমি কর্হিচেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥
তবে 'খেলা-তীর্থ' দেখি' 'ভাণ্ডীরবন' আইলা।
যমুনা পার হঞা 'ভদ্রবন' গেলা॥
'শ্রীবন' দেখি' পুনঃ গেলা 'লোহবন'।
'মহাবন' কৈলা গিয়া জন্মস্থান-দরশন॥
যমলার্জ্জুনভঞ্জাদি দেখিল সেই 'স্থল'।
প্রেমাবেশে প্রভুর মন হৈল টলমল॥
'গোকুল' দেখিয়া আইলা 'মথুরা'-নগরে।
'জন্মস্থান' দেখি' রহে সেই বিপ্র-ঘরে॥
লোকের সংঘট্ট দেখি' মথুরা ছাড়িয়া।
একান্তে 'অক্রূর-তীর্থে' রহিলা আসিয়া॥

আর দিন আইলা প্রভু দেখিতে বৃন্দাবনে।
'কালীয়-হ্রদে' স্নান কৈলা আর 'প্রবর্ষণে'।
'ভাণ্ডীর-আদিত্য' হৈতে 'কেশিতীর্থে' আইলা।
'বংশীবট' দেখি' প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা॥
চেতন পাঞা পুনঃ গড়াগড়ি যায়।
হাসে, কান্দে, নাচে, পড়ে, উচ্চৈঃস্বরে গায়॥
এই রঙ্গে সেইদিন তথা গোঙাইলা।
সন্ধ্যাকালে 'অক্রূরে' আসি' ভিক্ষা নির্ব্বাহিলা॥
প্রাতে বৃন্দাবনে কৈলা 'চীরঘাটে' স্নান।
'তেঁতুল-তলা'তে আসি' করিলা বিশ্রাম॥
কৃষ্ণলীলা-কালের সেই বৃক্ষ পুরাতন।
তার তলে পিঁড়ি-বান্ধা পরম-চিক্কণ॥
নিকটে যমুনা বহে শীতল সমীর।
বৃন্দাবন-শোভা দেখি' যমুনার নীর॥
তেঁতুল-তলে বসি' করেন নাম-সংকীর্ত্তন।
মধ্যাহ্ন করি' আসি' করে 'অক্রূরে' ভোজন॥
'অক্রূরে'র লোক আইসে প্রভুরে দেখিতে।
লোক-ভিড়ে হস্তচ্ছলে নারে 'কীর্ত্তন' করিতে॥
বৃন্দাবনে আসি' প্রভু বসিল একান্ত।
নাম-সংকীর্ত্তন করে সন্ধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত॥

• • •

এই ঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দেখিল।
ব্রজবাসী লোক 'গোলোক' দর্শন কৈল॥
এত বলি' ঝাঁপ দিলা জলের উপরে।
ডুবিয়া রহিলা প্রভু জলের ভিতরে॥
দেখি' কৃষ্ণদাস কান্দি' হুঙ্কার করিল।
ভট্টাচার্য্য শীঘ্র আসি' প্রভুরে উঠাইল॥
তবে ভট্টাচার্য্য সেই ব্রাহ্মণে লঞা।
যুক্তি করিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া॥
আজি আমি আছিলাঙ, উঠাইনু প্রভুরে।
বৃন্দাবনে ডুবেন যদি, কে উঠাবে তাঁরে?
লোকের সংহট্ট, আর নিমন্ত্রণের জঞ্জাল।
নিরন্তর আবেশ, ইহাঁর না দেখিয়ে ভাল॥
বৃন্দাবন হৈতে যদি প্রভুরে কাড়িয়ে।
তবে মঙ্গল হয়, এই ভাল যুক্তি হয়ে॥

বিপ্র কহে, প্রয়াগে প্রভু লঞা যাই।
গঙ্গাতীর-পথে যাই, তবে সুখ পাই॥
'সোরোক্ষেত্রে' আগে যাঞা করি' গঙ্গাস্নান।
সেই পথে প্রভু লঞা করিয়ে পয়ান॥
মাঘ-মাস লাগিল, এবে যদি যাইয়ে।
মকরে প্রয়াগ-স্নান কত দিন পাইয়ে॥

• • •

বাহ্য বিকার নাহি, প্রেমাবিষ্ট মন।
ভট্টাচার্য্য কহে,—চল, যাই মহাবন॥
এত বলি' মহাপ্রভুরে নৌকায় বসাঞা।
পার করি' ভট্টাচার্য্য চলিলা লঞা॥
প্রেমী কৃষ্ণদাস, আর সেই ব্রাহ্মণ।
গঙ্গাতীর-পথে যাইবার বিঘ্ন দুইজন॥
যাইতে এক বৃক্ষতলে প্রভু সবা লঞা।
বসিলা, সবার পথ-শ্রান্তি দেখিয়া॥
সেই বৃক্ষ-নিকটে চরে বহু গাভীগণ।
তাহা দেখি' মহাপ্রভুর উল্লসিত মন॥
আচম্বিতে এক গোপ বংশী বাজাইল।
শুনি' মহাপ্রভুর মহা প্রেমাবেশ হৈল॥
অচেতন হঞা প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
মুখে ফেনা পড়ে, নাসায় শ্বাস রুদ্ধ হৈলা॥

(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ১৮শ পঃ)

শ্রীশ্রীল গৌরসুন্দর ও তদনুচর শ্রীশ্রীগোস্বামিপাদগণের অপ্রকটের পর শ্রীনিবাসাচার্য্য ও ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর অনুজ্ঞা লইয়া শ্রীরাধা গোস্বামীর সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের লীলানুসরণে ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা বা দ্বাদশ-বন-ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তি পুনঃ প্রবর্ত্তনের মূল পুরুষ, আচার্য্যগণের আচরিত-সমূহের পুনঃ প্রকটনকারী ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে তদানীন্তন প্রকৃষ্ট বৈষ্ণবসম্রাট, বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সঙ্গে বর্দ্ধমান জেলার আমলাযোড়ায় হরিবাসরে সঙ্কীর্ত্তন-উৎসব সম্পন্ন এবং বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম গুরুবর্গের নিকট হইতে কৃপা-প্রার্থনা-লীলা প্রকাশ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের দ্বাদশ-বন-ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী

মহারাজ, ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ প্রভৃতি নিত্য গৌর-জন—ব্রজবাসীগণও ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের এবং শ্রীচৈতন্যচরণচরণগণের অনুবাগময় আচারে সাধারণ জীবগণের সাধনার উন্মেষ করাইবার জন্য পরম করুণাসিন্ধু শ্রীগৌর-জন আমাদের সকলকে—স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার আহ্বান করিতেছেন। শ্রীগৌরসুন্দর বা শ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথাদি-গোস্বামিগণ, শ্রীনিবাসাচার্য ও শ্রীনরোত্তমাদি আচার্যগণ কখনও একাকী, কখনও বা মাত্র দুই একটী প্রবীণ ভক্তজন-সঙ্গে বনভ্রমণ-লীলার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া স্ব-স্ব ভজনলীলা ও ভজনানন্দীর আচার প্রকট করিয়াছেন।* ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদও কয়েক বৎসর পূর্বে ঐরূপ শ্রীবৃন্দাবন-ভ্রমণ-লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বজন-বিজন-প্রয়োজনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আপামরে বিতরণেই যাঁহার একমাত্র সার্বকালিক ব্রত, সেই গৌরানন্দী গৌরজন আজ সকলকে লইয়া ব্রজের পথে চলিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই সৌভাগ্য জগদ্বাসীর কখনও হয় নাই, হইবে কিনা, কেহ বলিতে পারেন না। কারণ, এ সকল সুযোগ জগতে কখনও দুইবার অভিনীত হয় না। প্রতি বৎসর যে বন-ভ্রমণের প্রথা প্রচলিত আছে, তাহাতে সভাপ্রতিক ভাবে ভ্রমণাদি হইবার সুযোগ থাকিলেও কিম্বা কচিৎ কোনও ভজনানন্দী মহাত্মা আপন মনে বন-ভ্রমণে যোগদান করিলেও পরম দুর্ভ গৌরানন্দী শ্রীচৈতন্য-নিজ-জনের শ্রীমুখ-বিগলিত অবিরাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকথামৃত-ভাগীরথী-বন্যা ধারায় অবগাহন-স্নান করিতে করিতে ব্রজ-বিপিনের মাধুরীর মর্ম উপলব্ধির সৌভাগ্য সাধারণের কোনও দিন হয় না।

নবদ্বীপ-বাসীর তাঁহার বৃন্দাবন-লীলার কোন্ স্থানে কোন্ অপ্রাকৃত লীলা বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা শাস্ত্র-গ্রন্থ হইতে কীর্তন, পাঠ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা, ভাষণ, সঙ্গীত, আলোচনা, বিচার, ইষ্টগোষ্ঠি, সংকীর্তনমুখে শ্রবণ ও দর্শন করিবার সুযোগ আপামর সাধারণের কোন যুগে হয় নাই। কি ভাবে, কি যোগ্যতায়, কাহার নিকট যে বৃন্দাবনীয় লীলা শ্রবণ ও দর্শন করিয়া ব্রজবনবাসীর গণে গণিত হইতে পারেন, তাহার অকৃত্রিম ও অহৈতুক সন্ধান অন্য কোনও সময়ে এতদ সুলভ ও সহজ করিয়া প্রকাশিত হয় নাই। তাই চেতন-বৃত্তিতে বার্ষভানবী-করিতবাসাদাসগণের 'চরণরেণু' অভিমান করিয়া আমরা যাহাতে তাঁহাদের পাদপদ্মের সহিত ব্রজের পথে ব্রজ-জনগণের চরণরেণুতে অভিষিক্ত হইতে হইতে পরিক্রমার অধিকারটুকু করিয়া লইতে পারি, তজ্জন্য আমরা বিশ্ববাসী সকলের চেতন-বৃত্তির সম্মুখে আমাদের এই আবেদন জানাইতেছি। সকলে মিলিয়া যাহাতে আমরা ব্রজের পথে সমাধিস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সংকীর্তন করিতে পারি, তজ্জন্য আমরা সকলের সহানুভূতি ও যোগদান প্রার্থনা করি। সকলে শ্রীধাম-বৃন্দাবন-পরিক্রমায় গৌরপ্রবর্তিত নামের সহিত কৃষ্ণ-প্রণয়-লীলাস্থলী-সমূহ দর্শন করুন।

যেমন গৌরভক্তগণ অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হয়, তদ্রূপ গোকুল-মহাবনকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীধাম-বৃন্দাবনের দ্বাদশবন-পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হইবে। আগামী অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে মাসাধিক-কাল এই পরিক্রমা-লক্ষ বন-ভ্রমণ করিবেন। পরিক্রমার সিদ্ধিই বিবরণ ও অন্যান্য বিশেষ বিশেষ বিবরণ পরে বিভিন্ন সংবাদপত্রে সাধারণে বিজ্ঞাপিত হইবে। "গৌড়ীয়," "নদীয়া-প্রকাশ" "হার্মনিষ্ট" প্রভৃতি পারমার্থিক পত্রে এ বিষয়ের আরও আলোচনা প্রকাশিত হইবে। যথাযোগ্য উপায়ন লইয়া এই পরিক্রমায় সকলে যোগদান করুন—বর্ণাশ্রম পুরুষগণ অপরাপর ব্যক্তিকেও ব্রজ-পরিক্রমায় যোগদান করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা-কটাক্ষে পতিত হউন।

---

* ব্রজের ৪টী বনপথে পলাকা যায়।
একাকী যাইব, কারো সঙ্গে না লইব।
কেহ যদি সঙ্গ লইতে পাছে ইচ্ছা যায়।
তবারে রাখিব, যেন কেহ নাহি যায়॥

(শেষাংশ ৪: নং ১৭শ পৃঃ)

স্ত্রী-সঙ্গি-সঙ্গ

স্ত্রী সঙ্গীর সঙ্গ অপেক্ষা জগতে অনর্থকর আর কিছুই নাই। জগতে যত কিছু অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার মূলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ-প্রভাব অনুস্যূত বা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। স্ত্রী-সঙ্গ-স্পৃহা অতীব অনর্থকারিণী হইলেও স্ত্রী-সঙ্গি সঙ্গ-স্পৃহা আরও অনর্থকারিণী। ধর্ম্মাতি, শ্রিয়ঃভ্রষ্ট, মুক্তাভিমানী প্রভৃতি স্ত্রীসঙ্গাসক্ত ব্যক্তিগণেরও কোনও দিন নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গকারিগণের মঙ্গল উপস্থিত হওয়া সুকঠিন।

স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গকারী ব্যক্তিগণের দুর্দ্দশা যে কিরূপ ভয়াবহ, তাহা কপিলদেব মাতা ও স্ত্রীজাতি দেবহূতির নিকট লোক-মঙ্গলার্থ প্রকটে ব্যক্ত করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই—

বয়ন্তদ্ধিঃ পথি পুনঃ শিশ্নোদরকৃতোদ্যমৈঃ।
আত্মিতো ব্রজতে তমস্তমো বিশতি পূর্ব্ববৎ॥
সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধিঃ শ্রীর্হ্রীঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্যাতি সংক্ষয়ম্॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ॥
ন তদস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ।

(ভাঃ ৩,৩১।৩২-৩৫)

কামলম্পটার ও উদরের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে উদ্যত অসাধুগণের সহিত অবস্থান করিয়া জীব যদি তাহাদের পথেই বিচরণ করে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই নরকে প্রবেশ করে। সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, দম, ক্ষমা, শম, দম ও ঐশ্বর্য্যাদির ইত্যাদি যাবতীয় সদ্‌গুণরাশি সমস্তই অসৎসঙ্গ-প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; ঐ সকল অশান্ত, মূঢ়, দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট, ক্রীড়ামৃগের ন্যায় কামিনীকুলের বশীভূত, স্বপ্ন অসৎব্যক্তিগণের সঙ্গ জীবের কখনও কর্ত্তব্য নহে। যোষিৎ (ভোগ্যা স্ত্রী) ও যোষিৎ-সঙ্গী (ভোগ্যা-স্ত্রী-সঙ্গী) ব্যক্তির সংসর্গ-ফলে জীবের যেরূপ মোহ ও বন্ধন উপস্থিত হয়, অন্য কোন বস্তুর সংসর্গে সেইরূপ (সর্ব্বনাশ) হয় না।

স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গের কুফল শ্রীশুকদেব রাজর্ষিগণের প্রতি স্পষ্টভাবে বর্ণন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই—

মহৎ সেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে-
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।

(ভাঃ ৫।৫।২)

তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ভক্তভক্ত বা মহাজনের সেবাকেই স্বরূপ-ব্যবস্থিতিরূপা মুক্তির দ্বার এবং স্ত্রীসঙ্গিগণের সঙ্গকেই তমোরূপ নরকের দ্বার বলিয়া অভিহিত করেন।

স্ত্রীসঙ্গিগণ বা স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গিগণ মুহূর্ত্তের অকৃত্রিম মহত্তের সাধুসিদ্ধান্ত-সমূহের অসম্ভোগ বিষয়ে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। কেন না, তাহাদের কর্ণ স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গিগণের কামবার্ত্তায়—ভাষাসাহিত্যে-নাম-নাম এতদূর তন্ময়—তাহাদের নয়ন কামিনী-কটাক্ষ ও কামিনী-সঙ্গি-গণের বিবিধ মুদ্রার ধ্যানে এতদূর তন্ময়—তাহাদের হৃদয় স্ত্রীসঙ্গিগণের ভাব-ভাবনায়, বিচার-আচারে-এতদূর উদ্‌ভ্রান্ত যে, সর্ব্ববিধ যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গি-সঙ্গ-বর্জ্জিত, অনুক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ও সর্ব্বোপকরণে কৃষ্ণ-সেবাময় অকৃত্রিম অনবদ্য মহৎ ব্যক্তি এবং তাঁহার কৃষ্ণসেবার আনুকূল্যকারী পরম-বিমল চরিত্র সঙ্গিগণ জগতে অবস্থান করিতে পারেন, ইহা ঐ সকল স্ত্রীসঙ্গ-সর্ব্বস্ব ব্যক্তিগণ কিছুতেই ধারণায় আনিতে পারে না। তৎফলে তাহারা জগতে অকৃত্রিম মহাজনের পাদপদ্মপরাগের অনুসন্ধান না পাইয়া যে-সকল ব্যক্তি নানা ছলে-কৌশলে স্ত্রী ও স্ত্রীসঙ্গিগণের সঙ্গের অনুমোদন করে, তাহাদিগকেই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করে। যাহারা স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ করিবার অনুমোদনের আদর্শ দেখাইয়া স্ত্রীসঙ্গিগণের ইন্দ্রিয়তর্পণে বা প্রেয়োলিপ্সার চাতুর্য্য করিতে পারিলেন না, সেই সকল সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণকারী মুহূর্ত্তের মহদ্‌ব্যক্তিকে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গিগণই কল্পনা ও লোক-প্রবঞ্চনা-প্রবৃত্তিমূলে কখনও "যোষিৎসঙ্গী" বলিয়া স্থাপন করিবার কুচক্র পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিয়া থাকে।

"কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ" কামুকগণ জগৎ-ময়—বিশ্বময় কামিনী ও কামিনীসঙ্গীই দর্শন করে। কারণ, বহির্ম্মুখ লোকের স্বভাবই এই যে, "লাক্ষারঞ্জিতে জগৎ" ন্যায়াবলম্বনে তাহারা নিজের চরিত্র-দ্বারা বিশ্বের চরিত্র

নির্বন্ধ করিয়া থাকে। কিন্তু অকৃত্রিম মহদ্ভক্তির চরিত্র যে বিশ্ব চরিত্রের অন্তর্গত নহে—তিনি যে জগতের লোক-সামান্য বা জাতিসামান্যের অধীন নহেন, ইহা অদূরদর্শি-গণের অসতী ধারণায় কখনই আসে না। ইহার ফলে স্ত্রীসঙ্গিগণ সর্বতোভাবে স্ত্রীসঙ্গবিমুখ, অকৃত্রিম, মহৎসঙ্গি-গণের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া স্ত্রীসঙ্গি-গণের কবলে ও সঙ্গেই অধিকতর ভাবে পতিত হইবার পথ পরিষ্কৃত ও প্রশস্ত দেখিতে পায়।

আচার্য-লীলাভিনয়কারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের নবদ্বীপ-লীলার চরিত্র-সম্বন্ধে ভাষবিদমুকুটমৌলি শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন লিখিয়াছেন,—

• • •

সবে স্ত্রীমাত্র না দেখেন বৃষ্টি-কোণে।
স্ত্রী-গণ নাম প্রভু এই অবতারে।
প্রবণেও না করিলা বিদিত সংসারে॥

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৪শ অঃ)

কিন্তু তদানীন্তন নবদ্বীপের "পাষণ্ডী হিন্দু", "কর্মজড়স্মার্ত", "বর্ণাশ্রমাকড়াভিমানী" ব্যক্তিগণ শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্তনে দুর্দৈবফলে প্রবেশাধিকার না পাইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সর্বোত্তম আদর্শ বিমল চরিত্রে দোষারোপ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

রাত্রি করি' মদ্য পড়ি' পঞ্চ কন্যা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা-সবার সনে॥
ভক্ষ্য, ভোজ্য, গন্ধ, মাল্য, বিবিধ বসন।
খাইয়া তা-সবা-সঙ্গে বিবিধ রমণ॥
ভিন্ন লোক দেখিলে না হয় তার সঙ্গ।
এতেক দুয়ার দিয়া করেন নানা রঙ্গ॥

• • •

চাল, কলা, দুগ্ধ, দধি একত্র করিয়া।
জাতি নাশ করি' খায় একত্র হইয়া॥

• • •

পাষণ্ডী পাষণ্ডী দেই দুই দেখা হয়।
গলাগলি করি' সব হাসিয়া পড়য়॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ৮ম অঃ)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তাঁহাদিগকে "পাষণ্ডী-হিন্দু" নাম প্রদান করিয়াছেন, উদ্ধৃত উক্তিগুলি তাঁহাদেরই বা তাঁহাদের সমধর্ম বন্ধু ব্যক্তিগণেরই মুখনিঃসৃত।

অবৈধ-বর্ণাশ্রম বা কর্মজড়স্মার্ত-মত জগতের বহির্মুখ লোক-সমাজে যতই সুন্দর সজ্জায় ও রূপে লোকমনো-মোহন করুক না কেন, উহা স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গি-সঙ্গের ধারাকে অক্ষুণ্ণরূপে প্রবাহিত রাখিবার একটি প্রকৃতি-সঙ্গত প্রণালিকা। তাহেই "বর্ণাশ্রমাকড়াভিমানে" করিয়া অবৈধ বর্ণাশ্রমী কর্মজড়স্মার্ত-মতাবলম্বিগণ 'কামুকঃ গর্দভী কামিনীমেব ভজেৎ" ন্যায়ের যে উদ্ভ্রান্ত নৈয়ায়িক হইয়া পড়িবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য কি? স্ত্রীসঙ্গ-লিপ্সাই পৌরুষ-মাত্রার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, আর স্ত্রীসঙ্গিগণই তাহার বাহন। বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী তথাকথিত বর্ণাশ্রমধর্মের ছলনা—সেই দেবীপূজার পীঠাবরণ দেবতা অকৃত্রিম বৈষ্ণবের নিন্দা ও কৃত্রিমতার প্রশস্তি—সেই দেবীপূজার কবচমন্ত্র, বর্ণাশ্রমের বেদমূল বিষ্ণুপ্রণামমূলের স্থলে বিষ্ণু-যোনিত্বকে হরণ করিবার প্রবৃত্তি-মূলে বিষ্ণুকে 'নপুংসক' করিবার চেষ্টা—সেই দেবীপূজার অস্ত্র, স্ত্রীসঙ্গি-সঙ্গ-প্রবৃত্তির হস্তে বিশ্ব-বীক্ষা—সেই পূজার অমোঘ সিদ্ধি।

স্ত্রীসঙ্গি-সঙ্গ-প্রবর্তিত প্রকৃতি-পিচ্ছিল প্রবাহকে রোধ করিয়া 'কৃষ্ণপ্রীতিতে তোমত্যাগে'র দিকে চিদ্বৃত্তিকে পরিধাবিত করিবার জন্যই শ্রীগৌড়ীয় মঠ অদ্বৈতমত শ্রৌত-পথানুসারে বৈধ-বর্ণাশ্রমধর্মের পুনঃ সংপ্রতিষ্ঠার উদ্বোধন করিয়াছেন। যে-সকল অবৈধ বর্ণাশ্রমাকড়াভিমানী ব্যক্তি বৈধ-বর্ণাশ্রম পুনঃ প্রতিষ্ঠাকে স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গি-সঙ্গের বাধক আশঙ্কা করিয়া "চোর বলে ঐ চোর" নীতি অবলম্বনে নিজদিগের পশু অপেক্ষাও অধম কলুষিত চরিত্র গোপন এবং "অবিদ্যা-মজ্জিত-মধ্যে পিশীলিকা পঙ্ক্তি ছিদ্রম্" ন্যায়ানুসারে সম্পূর্ণ নিশ্ছিদ্র মহতের অন্তশ্ছিদ্র লোক-প্রতারণার চক্রান্ত-বলে অলীকতার সৃষ্টি করিয়া 'বহুলোকে পাইবার' দুরভিসন্ধি-দ্বারা আপনাদিগের স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গি-সঙ্গের বিকৃত, রুগ্ন, পতনোন্মুখ মুমূর্ষু জীবনকে আরও দুই এক মুহূর্ত বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য গ্রাম্য কথা—গ্রাম্যবার্তা—গ্রাম্য উপন্যাস—গ্রাম্য নবন্যাসের আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহে, আর ঐরূপ অভিসন্ধিমূলে কল্পিত গ্রাম্য উপন্যাসের

দ্বারা সমাজ-হিতৈষণার ছলনায় বেকারে সমস্যার দিনে ঐরূপ বেকার বারবনিতার জগতে কবলিত, এবং কল্পনার উর্ব্বর মস্তিষ্কবিলাসরূপ যে-সকল ব্যক্তি বিশ্বজনীন প্রচারণায় শত-সহস্রবার প্রচারিত, প্রকৃতি-সুলভ প্রেমঃ পিপাসায় আর্ত্ত ব্যক্তিগণের লুব্ধকর্ণের নিকট গ্রাম্য উপন্যাসের মদিরায় পাত্র পরিবেষণ করিয়া ভাগবত-নিন্দিত নিজ উদর-উপস্থাপনের — স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গি-সঙ্গের পথ আরও সুলভ এবং সমাজের তরুণদিগের সহজ উত্তেজনার কৌতূহল অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গের ছল-পরিবেষণ-কার্য্যকেই 'সমাজ-মঙ্গলে'র রূপে সাজাইতে চাহে, সেই সকল অবৈধ স্ত্রীসঙ্গি-সঙ্গীর ব্যভিচারিণী —বারাঙ্গনা-প্রভৃতি নিকট সম্বন্ধানুসন্ধিৎসু, অকৃত্রিমতার আর্ত্তসেবকগণ চিরদিনই ধরিয়া লইতে পারেন।

'বাপের কুটিলা গতিঃ'। মহাপ্রভু বৈষ্ণবের নিকট 'ভাগবত' পড়িবার উপদেশ দিয়াছেন—অবৈষ্ণব বৈষ্ণবের নিকট দেবদুর্ব্বিজ্ঞেয় বৈষ্ণব-চরিত্র জানিবার পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু কলিকাল যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই বারবিলাসিনীর মুখে ভাগবতী গীতি, রজনীপতির মুখে—ব্যভিচারযুক্ত বর্ণাশ্রমের ছদ্মবেশ-ধারীর মুখে 'ভাগবত' (?) শুনিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিতেছে! এখন অবৈষ্ণব মহাভাগবতের নিকট বৈষ্ণব-চরিত্র বিচার বা শ্রবণ —সাময়িক ও নিরপেক্ষতাযুক্ত নহে! বৈষ্ণবতার বক্তা এখন—অবৈধ স্ত্রীসঙ্গি-সম্প্রদায়, আর তাহাদের বিলাসিনী-কুল! ইহা কি ভাগবত শ্রবণ ও ভাগবত-চরিত্র-নির্ণয়ের নিদর্শন, না আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের অভিনন্দন—আত্মবঞ্চনার আবাহন? কথায় বলে,—'শুঁড়ির সাক্ষী—মাতাল'। তাই অবৈধ স্ত্রীসঙ্গীর সাক্ষী—কল্পিতা বারবিলাসিনী! কুল-কলঙ্কিনীই কি যুগোচিত কুলহিতৈষিণী? ইহাই কি নারীপ্রগতির যুগসিদ্ধি?

কলিকাল অগ্রসরের সঙ্গে-সঙ্গে রামচন্দ্র খাঁ, রামচন্দ্র-পুরীর প্রবৃত্তি হইতেও অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী ও অবৈধ সম্প্রদায়ের কুপ্রবৃত্তি অধিকতর কলুষিত হইতেছে। স্ত্রীসঙ্গী রামচন্দ্র খাঁ মহাভাগবতবরেণ্য জগদ্গুরু ঠাকুর হরিদাসের নিকট সস্তাই ব্যভিচারিণী প্রেরণ করিয়া নেপার দ্বারা লোক-সমাজে বৈষ্ণব-চরিত্রের দাক্ষ্যপ্রদানের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল, আর শ্রীচৈতন্যপুরী লিপীলিকাকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের লিঙ্গ-পাম্পটোর (?) সাক্ষী রাখিয়াছিলেন; কিন্তু অবৈধ স্ত্রীসঙ্গিগণের অবৈধ অনুকরণগণ অলীকতার কাল্পনিক কন্যাকে অকৃত্রিম বিষ্ণু-বৈষ্ণব-চরিত্রের পরিমাপক করিতে চাহিতেছেন।

'ধন্য কলিকাল! ভেবি তমাসা, দুধ লাগে আটর হাসি!'

অতাধিক স্ত্রীসঙ্গ ও অবৈধ স্ত্রীসঙ্গের কলা-কৌশলের যাহাতে অধিকতর কৃত্তি-সাধন হয় এবং তদ্দ্বারা স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ-সাধক উদরের অন্ন-সংস্থান ও উদরের মেদ পরিবর্দ্ধিত হয়, তজ্জন্য এক শ্রেণীর গ্রাম্য সাহিত্যিক সমাজ-হিতৈষণার ছলনারূপ পূতনা-সুলভ ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া সমাজের চিরসর্ব্বনাশ করিয়া দিতেছে। স্পষ্ট গ্রাম্য সাহিত্যিক অপেক্ষাও এই শ্রেণীর ছদ্মবেশী অসৎ-সাহিত্যিক-পুঙ্গবগণ ভয়াবহ। 'Realistic art' এর নামে সাহিত্যে যে-সকল স্ত্রীসম্ভোগোদ্দীপক প্রেমো-গ্রাম্যকথা বিস্তারিত হইতেছে, তাহা ঐরূপ ব্যক্তিগণেরই চরিত্রের সাক্ষী। অবৈধ বর্ণাশ্রমের পুরোহিতগণের অবৈধ অনন্তনগণ চরিত্র-ভ্রষ্ট হইয়া তাহাদের চরিত্রভ্রষ্টা বিলাসিনীর মুখে যে-সকল চরিত্রহীনতার সাহিত্য সৃষ্টি করে, তাহা একদিকে যেমন চরিত্রভ্রষ্ট সাহিত্যিকগণের চরিত্রহীনতার জীবনপঞ্জী, অপর-দিকে তেমনি বর্ত্তমান ও ভাবী সমাজের চরিত্রহীন জীবন-গঠনের প্রশস্ত রাজকীয় পথ। ঐ সকল অসতী সাহিত্য-বৈয়র্থ্য সংযমনের জন্য—নাটক-নভেল-চলচ্চিত্র-নিয়মনের জন্য নানাপ্রকার রাজকীয় আইন প্রস্তুত হইলেও কাপট্য-মূলক স্ত্রীসঙ্গি-সঙ্গজ কামনাই অধিকতর কৌতূহলময়ী উত্তেজনা সৃষ্টি করিতেছে।

শ্রীগৌরসুন্দরের নবদ্বীপ-লীলা আলোচনা করিলে দেখা যায়, একদিকে যেমন পাপে সুখে বিষয়ভোগী, হরিকীর্ত্তন-বিরোধী "পাষণ্ডী হিন্দু"-সম্প্রদায় তাহাদের আত্মচরিত্র-বিচারে মহাপ্রভুর সর্ব্বোত্তম বিমল চরিত্রে দোষারোপ করিতেছিলেন, অপরদিকে তেমন পরবর্ত্তীকালে প্রাকৃত-সহজিয়া সম্প্রদায় 'মহাজনগণে'র বিচার ও সিদ্ধান্ত-বিরোধ করিয়া মহাপ্রভুকে 'নাগর', 'লম্পট' বা 'পরস্ত্রী-সঙ্গী' সাজাইয়া অতিমর্ত্যোত্তম রূপের পরিচয় দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। প্রাকৃত-সহজিয়া সম্প্রদায় অধোক্ষজ স্বরাট্ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের লাম্পট্যের অবৈধ অনুকরণ করিয়া কেহ বাউল, কেহ আউল, কেহ সহজিয়া, কেহ কর্ত্তাভজা, কেহ নেড়া, কেহ দরবেশ, কেহ সখীভেকী, কেহ তথানীতর্ত্তা

স্মার্ত, কেহ লৌকিক গোস্বামী, কেহ অবৈধ কৌপীনধারীর উদ্ধতত্য প্রদর্শনপূর্ব্বক জগতে বোষিৎসঙ্গ ও বোষিৎসঙ্গি-সঙ্গেরই প্রচার বিস্তারিত করিয়াছিলেন। পৌরাণিক আচার্য্য-সন্তানবর্গ গোস্বামিত্ব প্রতিপাদন-প্রয়াসের পূর্ব্ব-চেষ্টা—স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গি-সঙ্গই অবৈধ স্মার্তমতেই পুনরাবৃত্তি। আবার কেহ কেহ অতিনিরপেক্ষতার অক্ষজ আবর্শের দ্বারা ভোক্তৃত্ব ভগবান্‌কেও পরিমাণ করিবার দুর্বুদ্ধি পোষণ-পূর্ব্বক মহাপ্রভুকে পর্য্যন্ত পাছে অপর লোকে 'বোষিৎসঙ্গী' বলেন, এই আশঙ্কায় পণ্ডিত হইবার অভিনয় দেখাইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐরূপ গণগজ্জলিকার ভ্রান্তমতের পঙ্কায় পণ্ডিত, অতিনিরপেক্ষত্ব প্রদর্শনের আদর্শ-লীল পণ্ডিত রামোদরকে অন্তর পাঠাইয়া দিয়া ঐরূপ ভ্রান্ত-লোক-মতে বা ভ্রান্তগণ-বিশ্বাসে বাস্তব বিমল চরিত্র কোনও বিনই সত্যানুসন্ধিৎসুগণের নিকট পূর্ণ-আদর্শ স্থাপন করিতে লেশমাত্রও ক্ষুণ্ণ হন না, ইহা জানাইয়াছিলেন।

আবার—

"ছাড়িয়া যবনী যদি নিত্যানন্দ ভজে।
তথাপি তাহার বন্দ্য কহিল তোমারে॥"

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩।১২৩)

—প্রভৃতির অর্থ জীবেন্দ্রিয়-তৃপ্তির আধারে বিচার করিয়া—

"যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি-বাড়ী যায়।
তথাপি আমিহ সেই নিত্যানন্দ রায়॥"

—প্রভৃতি যে-সকল বিকৃত পয়ার পরবর্ত্তিকালে সহজিয়া-সাহিত্যে সৃষ্ট হইয়াছে, সেই সকল সাহিত্য হইতেও নানাপ্রকার বোষিৎসঙ্গ-প্রবৃত্তি জগতে প্রসারিত হইতেছে।

বদ্ধজীবকে—'গুরু' কিম্বা জীবতত্ত্বকে—'নিত্যানন্দ' সাজাইবার প্রবৃত্তি, অথবা মহাভাগবতের আচারকে অনর্থ-যুক্ত জীবের আচরণের সহিত সমতন্ত্রে দর্শন ও তাহার অবৈধ অনুকরণ-প্রবৃত্তি বোষিৎসঙ্গি-সঙ্গিগণের মধ্যে যেরূপ বিস্তার লাভ করিতেছে, সেই সকল প্রচ্ছন্ন ও স্পষ্ট সর্ব্ববিধ বোষিৎসঙ্গি-সঙ্গজ কাম-কবল হইতে জীবকুলকে উদ্ধারের জন্যই শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় এরূপ ভীষণ যুগে "গৌড়ীয়-মঠে"র আবির্ভাব হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণের অপ্রকটের পরে শ্রীগৌড়ীয়-মঠ গভীর একনিষ্ঠ এত অধিক-সংখ্যক কায়মনোবাক্যে অদ্বৈতের আদর্শ, বিমল-চরিত্র, সুশিক্ষিত ব্যক্তি শুদ্ধ হরি-ভজনের কথা জগতে প্রচার করিয়াছেন কি না, আমাদের জানা নাই। তথাকথিত কর্ম্মজড়স্মার্ত বা ভক্তিবিদ্বেষী "পাষণ্ডী হিন্দু" এবং তথাকথিত সভ্য ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্বন্ধে নাসিকা-কুঞ্চনময়ী অসতী ধারণাকে এক-মাত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠই অসমোর্দ্ধ আদর্শ অনবদ্য চরিত্রের দ্বারা পরিবর্ত্তিত করিয়া বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ-নির্ণয়ের অকৃত্রিম প্রথম পথ-প্রদর্শক, এই সত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিজয়-পতাকা আজ লক্ষ্মন-পিণ্ডে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীগৌড়ীয় মঠের কোনও নিকপট সেবকের কখনও কলিহান-পঙ্কজের বিন্দু-মাত্র সেবা করিবার অধিকার নাই; পান, তামাক, গাঁজা প্রভৃতি সেবন, তাস-পাশা খেলা, অবৈধ সিনেমা-বায়োস্কোপ-থিয়েটার দর্শন, অবৈধ বোষিৎসঙ্গ ও গৃহস্থগণের বৈধ স্ত্রীসঙ্গে অত্যাসক্তি, বিবিধ কার্পণ্য, লম্পট্য, নিজভোগার্থ অর্থ-সংগ্রহ—ইহার কোনটীই শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্য কোন-প্রকারে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অনুগত সেবকগণের মধ্যে অণুমাত্রও অনুষ্ঠিত হইবার জন্য অনুমোদন করেন না।

কালাকৃষ্ণদাসের ভট্টথারি-স্ত্রীর প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইবার মতি বা স্বতন্ত্রতা জীব-স্বরূপের যোগ্যতার পরিচায়ক হইলেও অর্থাৎ তটস্থা শক্তিস্থ প্রত্যেক অণুচেতন জীবের ভগবৎসেবা হইতে স্বতন্ত্র হইবার যোগ্যতা আছে, ইহা কালাকৃষ্ণদাসের আদর্শে প্রদর্শিত হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভু কোনও দিনই বিপ্র কৃষ্ণদাসের ঐরূপ আচরণের অনুমোদন করেন না। পরম করুণাময় পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু কৃষ্ণদাসকে বোষিৎসঙ্গ এবং বোষিৎসঙ্গী ভট্টথারী হইতে পৃথক্ রাখিয়া কৃষ্ণদাসের অধিকারোপযোগি-সেবার অধিকার-দ্বারা তাঁহার ভাবিমঙ্গলের পথ সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ করিবার পক্ষপাতী না হইলেও কালাকৃষ্ণদাসের বোষিৎ দর্শন বা ছোট হরিদাসের "প্রকৃতি দর্শন" কোনও দিনই অনুমোদন করেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা করিবার অভিনয় দেখাইতে গিয়া কালাকৃষ্ণদাসের বা ছোট হরিদাসের বোষিৎসঙ্গ-স্পৃহা, কিম্বা বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের অত্যাসক্তি, অদ্বৈতপ্রভুর সেবকাভিমানী কমলাকান্ত বিশ্বাসের অস্থির বিচার উপস্থিত

হইয়াছিল বলিয়া কিম্বা শ্রীনিত্যানন্দবংশজ বীরভদ্রের পার্ষদবর্গের হইতে কেহ কেহ বিচ্যুত হইয়া অসৎসম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বা শ্রীবীরভদ্র প্রভুকে দোষারোপ করা —গোবিন্দভক্তি-সজ্জের চিন্তাস্রোত ও বিচারধারা। কেননা, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু প্রমা সাহিত্যিক বা সাহজিয়া-সম্প্রদায়ের ন্যায় জগাকৃষ্ণদাসের বা ছোট হরিদাসের ভগবদ্-বিদ্বেষতাপাত গোবিন্দভক্ত-পৃহার বিন্দুমাত্রও অনুমোদন করেন নাই। বর্ত্তমান যুগে একমাত্র শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্যবর্য্যের অদ্বৈতব অনুগত সেবক-সম্প্রদায়ই স্ব-স্ব বিমল চরিত্রের আদর্শে ইহা সর্ব্বতোভাবে বাস্তবতায় সমাবিত করিয়াছেন।

নীলাচলে যখন সন্ন্যাসি-লীল শ্রীগৌরসুন্দর গরুড়-স্তম্ভের নিকট হইতে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন, সেই সময় এক উড়িয়া স্ত্রীলোক অজ্ঞাতসারে মহাপ্রভুর স্কন্ধে স্পর্শ-পূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে উদ্যত হন। কৃষ্ণদর্শন-রসে কৃষ্ণের সেবাসুখ-বিধান-হেতু সন্ন্যাসি-লীল শ্রীগৌরসুন্দর দৈন্যক্রমে অপ্রাকৃত কার্পণ্য জ্ঞান করিয়াছিলেন, তজ্জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু উড়িয়া স্ত্রীকে যোষিদ্রূপে দর্শন বা ঐরূপ যোষিতের সঙ্গ করেন নাই। কিংবা অন্য সময় যখন দেবদাসীর গুর্জ্জরী রাগিণীতে গীতগোবিন্দের সঙ্গীত শুনিয়া অর্দ্ধবাহ্যদশায় শ্রীমন্মহাপ্রভু দেবদাসীর পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছিলেন এবং গোবিন্দের মুখে 'স্ত্রী' নাম শ্রবণ করিয়া সাবধান হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তজ্জন্যও শ্রীমন্মহাপ্রভুর যোষিৎসঙ্গ হয় নাই বা তজ্জন্য পৌরনাগর-বাদও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। সেতু পার হইবার সময় পাটনীর সঙ্গে নৌকা আরোহণ—যোষিৎসঙ্গে নৌকাবিলাস নহে, ইহা "কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ" ন্যায়ের বিষয়ীভূত ব্যক্তিগণ যদি বুঝিতে না পারিয়া "আত্মবৎমন্যতে জগৎ" ন্যায়াবলম্বনে অকৃত্রিম সাধুকেও তাহাদেরই মত অসৎ ও কামলুব্ধ মনে করে এবং সেইরূপ অনুমান ও অসৎ অভিসন্ধিতে] লোকবঞ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে বঞ্চিত হইবে কে ও কাহারা, ইহা অন্যের যোষিৎসঙ্গিগণ বিচার করিতে না পারিলেও নিষ্কপট আত্মমঙ্গলকামিগণ বুঝিতে পারেন।

তাই আমরা শ্রীল রূপপাদ ও তদনুগত আদর্শ-চরিত্র ভক্তবৃন্দের পদরেণু-সমূহ শিরোভূষণ করিয়া ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর গীতি পুনরাবৃত্তি করিতেছি—

স্বয়ং প্রভূদ্যতোঽপি নটন্নটতি বৈষ্ণবঃ।
যস্য দৃষ্ট্যা পদ্মিনীনামপি স্যাদ্ধৃতিরুত্তমা॥

(ভঃ রঃ সিঃ উঃ বিঃ ৮।২২)

যিনি সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা পদ্মিনী নারীগণকেও দেখিবামাত্র অত্যন্ত ঘৃণা করেন অর্থাৎ দুঃসঙ্গ জ্ঞান করেন, সেই বিষ্ণু-ভক্ত সর্ব্বদা স্বীয় প্রভুর পাদপদ্ম-স্মরণ-পূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

তনোতি মুখবিক্রিয়াং যুবতীসঙ্গরঙ্গোদয়ে
ন কুপ্যতি ন সর্ব্বতঃ সুখময়ে সমাধাবপি।
ন সিদ্ধিষু চ লালসাং বহতি লভ্যমানাষ্বপি
প্রভো তব পদার্চ্চনে পরমুপৈতি তৃষ্ণাং মনঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ উঃ বিঃ ৮।২৩)

যুবতী-সঙ্গ-রঙ্গের স্মৃতি উদয় হইবা-মাত্র আমার মন মুখবিকৃতি বিস্তার করে, নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-সমাধির নিমিত্ত যে-সব শ্রবণ-মননাদির অনুষ্ঠান, তাহাতেও আমার অতৃপ্তি (ঘৃণারূপ) হইতেছে না অর্থাৎ উহাকে যথেষ্ট-জ্ঞানে ঘৃণা করিতেছে এবং সিদ্ধি-সমূহের প্রতিও আমার আর লালসা হইতেছে না, হে প্রভো! (ভগবান্) কেবলমাত্র তোমার পাদপদ্মার্চ্চনেই আমার মন পরম তৃষ্ণা লাভ করিতেছে।

কীর্ত্তন-প্রসঙ্গ

(১)

গত ৮ই অক্টোবর (১৯৩১), ২১শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার শ্রীহরিবাসর-দ্বিবস বেলা প্রায় ১১ ঘটিকার সময় কলিকাতার প্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম, এ, এল, এম, এস মহাশয় ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিকট শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় সেন মহাশয় আচার্য্য-ভ্রম্ভা জ্ঞাপনানন্তর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট নিম্নলিখিত প্রশ্ন করেন,—

ম: ম: সেন—দেহে কয়টী আত্মা ?

প্রভুপাদ—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। মুণ্ডক শ্রুতি বলেন,—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ ॥
যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥

ম: ম: সেন—ক্ষর, অক্ষর ও উত্তম পুরুষ একটি না তিনটি ?

প্রভুপাদ—ক্ষর পুরুষই বিভিন্নাংশ জীব; অক্ষর পুরুষ—প্রতীতিভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও পুরুষোত্তম ভগবান্।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥
(গীতা ১৫।১৬—১৮)

বস্তুতঃ লোকে দুইটী ব্যতীত পুরুষ নাই; তাহাদের নাম—'ক্ষর' ও 'অক্ষর'। বিভিন্নাংশগত চৈতন্যরূপ জীবই—ক্ষরপুরুষ; স্ব-স্বরূপ হইতে ক্ষরণশীল, তটস্থ স্বভাববশতঃই জীবকে ক্ষরপুরুষ বলা যায়। স্ব-স্বরূপ হইতে জীবাত্মা কখনই ক্ষরিত হন না, এরূপ 'স্বাংশ'-তত্ত্বই অক্ষর পুরুষ; অক্ষর পুরুষের অন্য নাম—'কূটস্থ' পুরুষ। সেই কূটস্থ অক্ষরপুরুষের ত্রিবিধ প্রকাশ,—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও উত্তম পুরুষ ভগবান্।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

অদ্বয়জ্ঞানের আংশিকপ্রকাশরূপ দ্বিতীয় অক্ষর পুরুষ পরমাত্মা—অসম্যক্ প্রকাশরূপ সামান্যতঃ অক্ষরপুরুষভাব ব্রহ্ম অপেক্ষা উত্তম; তিনিই ঈশ্বর এবং লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তত্ত্ব বা নিয়ন্তৃস্বরূপে বিরাজমান। অদ্বয়জ্ঞানের পূর্ণপ্রতীতি তৃতীয় এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট অক্ষরপুরুষের নাম—'ভগবান্'। সেই ভগবত্তত্ত্ব অক্ষরপুরুষ জীবের অতীত এবং অক্ষর পুরুষ 'ব্রহ্ম' ও 'পরমাত্মা' হইতে উত্তম। লোকে ও বেদে সেই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বকে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া থাকে। অতএব ক্ষর ও অক্ষর—এই দুইটী পুরুষ। তন্মধ্যে অক্ষর পুরুষের তিনটি প্রকাশ—সামান্যপ্রকাশ—'ব্রহ্ম'; উত্তম প্রকাশ—'পরমাত্মা' ও সর্ব্বোত্তমপ্রকাশ—'ভগবান্'। অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময়বিগ্রহ পুরুষোত্তম ভগবানের চিন্ময় অঙ্গ-প্রভাই চিদ্বিলাসহীন অতন্মাত্রায়িত ব্রহ্ম ও ঐশ্বর্য্যাংশ-সত্তাই পরমাত্মা।

ম: ম: সেন—'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্' ত্রিবিধ প্রকাশ বলিলে 'অদ্বয়জ্ঞান' কিরূপভাবে রক্ষিত হইল ?

প্রভুপাদ—অদ্বয় বস্তুলোকের সচ্চিদানন্দস্বরূপং বস্তু ব্রহ্মপরমাত্মভগবৎশব্দৈকচ্যতে, নতু বস্তুতঃ স্বরূপতঃ কোঽপি ভেদোঽস্তি "স্বরূপৈক্যাভাবাৎ" (ভাঃ ৬।১৩।৫) ইতি ষষ্ঠস্কন্ধোক্তেঃ। প্রতীতিভেদে দর্শনভেদমাত্র, স্বরূপভেদ নহে; অসম্যক্ প্রতীতি, আংশিকপ্রতীতি এবং পূর্ণপ্রতীতি। যে ভূমিকায় অসম্যক্ প্রতীতি হয়, সেই ভূমিকা হইতে আংশিক প্রতীতির ভূমিকা ভিন্ন, আবার পূর্ণ প্রতীতির ভূমিকা

আংশিক ও অসম্যক্ প্রতীতির ভূমিকা হইতে ভিন্ন। বস্তু ভিন্ন নহে, ভূমিকা-কল্পিত প্রতীতি ভিন্ন। বস্তু—অধ্বয়-জ্ঞান, সেই অধ্বয়জ্ঞানই পূর্ণপ্রতীতি ভগবান্ পুরুষোত্তম। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"অধ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।"

অতঃপর মঃ মঃ সেন মহাশয় শ্রীধরস্বামীর টীকা ও শ্রীধর-স্বামীর বিষয় উল্লেখ করিলে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধরস্বামিচরণের শুদ্ধাদ্বৈত বিচারের কথা জানাইলেন। শ্রীধরস্বামী ভক্তির একমাত্র রক্ষক। তিনি কেবলাদ্বৈতবাদী নহেন। মঃ মঃ কবিরাজ সেন মহাশয় কেবলাদ্বৈতবাদের সহিত শ্রীধর-স্বামিপাদের শুদ্ধাদ্বৈতবাদের বৈশিষ্ট্য জানিতে চাহিলে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধরস্বামিপাদের "বস্তুনোঽংশো জীবঃ বস্তুনঃ শক্তির্মায়া চ বস্তুনঃ কার্য্যং জগচ্চ তৎ সর্ব্বং বস্তুনো ন ততঃ পৃথগিতি বেদম্" ;

"জ্ঞানিনাং চাগ্রগণ্যায় সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সাক্লেশনিকরাকরঃ॥"
"সার্দ্ধদ্বয়নামকর্ত্তারংহরং নিত্যায় শুষ্কয়ে"
"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে॥"

—প্রভৃতি বহু বাক্য কেবলাদ্বৈতবাদ হইতে বিষ্ণু-স্বামি-মতাবলম্বী ভক্তোকরক্ষক শ্রীধরস্বামিপাদের শুদ্ধা-দ্বৈতবাদের বৈশিষ্ট্য বিচার করিলেন।

মঃ মঃ সেন মহাশয় আচার্য্য শঙ্করেরও ভগবদ্ভক্তির নিদর্শন-সূচক শ্লোকাদির কথা উল্লেখ করিয়া আচার্য্য শঙ্করের মতবাদও তৎমতাবলম্বিগণ-কর্ত্তৃক 'শুদ্ধাদ্বৈত-মত'-রূপে উক্ত বলিলে শ্রীল প্রভুপাদ শুদ্ধ ও বিদ্ধ অদ্বৈতমতের, অনাবিল ও প্রচ্ছন্ন অভক্তিপর মতবাদের বিচার দ্বারা জানাইলেন যে, আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্য-পাঠে জীবের সর্ব্বনাশ* হয়, ইহাই শ্রীচৈতন্যদেব জানাইয়াছেন; কিন্তু শ্রীধরস্বামিপাদের ভাষ্য বা টীকা-লঙ্ঘনকারীকে বেত্রাঘাত করিয়াছেন।† শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধরস্বামি-পাদকেই শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর নিকট 'ভক্তোকরক্ষক' বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীধরস্বামিপাদ একান্ত নামাশ্রয়ী ছিলেন—শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্যের নিত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও বৈষ্ণবগণের মায়াবাদ-খণ্ডন-বিচার শ্রবণ করিয়া আচার্য্য শঙ্করের পরবর্ত্তিকালের অনুপ পরিচয়াকাঙ্ক্ষিগণ তাঁহাদের মতবাদকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য নানাপ্রকার কৌশলে বৈষ্ণবগণের অনেক কথা প্রচ্ছন্নভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাহাতে তাঁহারা ভামতী-পরিমল প্রভৃতির লেখক, পঞ্চপাদীর লেখক, বেদান্তসারের লেখক প্রভৃতির বিচার হইতে ক্রমে ক্রমে দূরে পড়িয়া গিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ আরও জানাইলেন,—প্রথমে ভগবদ্-ভক্তির ছলনা বা প্রতিবিম্বাভাস প্রদর্শন করিয়া অন্তিমে কার্য্যসিদ্ধিকালে ভগবানের নিত্যত্ব অস্বীকার করা কিংবা দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনের ত্রিপুটি-বিনাশের চেষ্টা—আরও অধিকতর প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা। এজন্য মহাপ্রভু বলিলেন,—

"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয় নাস্তিকবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥

* * *

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে-বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার॥"
"কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশানন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥"

শ্রীল প্রভুপাদ আরও বলিলেন, বাস্তব বিজ্ঞানে প্রবিষ্ট হইতে হইলে কৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দরকার। আর বাহির হইতে বহিঃপ্রজ্ঞা-দ্বারা কৃষ্ণের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টায় ঐরূপ ব্রহ্ম ও পরমাত্ম-প্রতীতি পর্য্যন্ত খুব বেশী অগ্রসর হইতে পারা যায়, কিন্তু তাহার চরম ফল—আত্মবিনাশ।

জ্ঞানং মে পরমগুহং যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥
যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥

---

* তাঁর দোষ নাহি, তেঁহো আজ্ঞাকারী দাস।
আর যেই শুনে তার হয় সর্ব্বনাশ॥
(চৈঃ চঃ আদি ৭ম)
মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ
(চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ)

† প্রভু হাসি' কহে,—'স্বামী না মানে যেই জন।
বেত্রাঘাত তিনবার তারে করিয়ে শাসন॥'
(চৈঃ চঃ অন্ত ৭ম)

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষানুসারে 'ভগবদনুশীলন' কথাটি পর্য্যন্ত ব্যবহার করিলেন না, বলিলেন—কৃষ্ণানুশীলন।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

অসমাক্ বা আংশিক ভূমিকা ও প্রণীতি কেন মিথ্যা-কালের সংরক্ষণীয় এক একটি উপায় বা উপেয় নহে। চিকিৎসক-সম্প্রদায় রোগিগণের জন্য রোগীর রোগমুক্ত অধিকারে যে-সকল ব্যবস্থা করেন, রোগমুক্ত অধিকারেও তাঁহারা তাহাই ব্যবস্থা করিবেন কিংবা সুস্থ চিকিৎসককেও সেরূপ ব্যবস্থাই চলিতে হইবে, এরূপ বিচার ভ্রান্ত বিচার-মাত্র। Kindergarten systemএ যাহাদের অধিকার, তাহাদের সেই অধিকারই যে চিরস্থায়ী করিতে হইবে, তাহা নহে। নাস্তিক-সম্প্রদায়ের চতুর্ব্বিধ ব্যক্তি কিঞ্চিৎ উন্মুখতার ভাব দেখাইয়া গীতা পড়িতে বসিয়াছেন—তাঁহারা আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। ইঁহারা ভক্ত নহেন, ভক্তের পূর্ব্বাবস্থার এরূপ চারিটী ভাবসিদ্ধি। সুতরাং গীতায় যাহা অব্যক্ত, অস্পষ্ট, অবিবৃত, শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদ্ভক্তির অধিকারের জন্যই তাহা ব্যক্ত, স্পষ্ট ও বিবৃত। আবার শুদ্ধাদ্বৈতবাদীর পাঠের অধিকারের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত যে বার্হস্পত্যবীর কথা চালিয়া গিয়াছেন, তাহাই শ্রীগীত-গোবিন্দের লেখক আরও খুলিয়া বলিয়াছেন,—

কংসারিরপি সংসার-বাসনা-বদ্ধ-শৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥

যাঁহারা শ্রীগুরুর উপদেশামৃত শুনিয়াছেন, তাঁহারা আরও জানিতে পারেন,—

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তরা যাজ্ঞিং যদুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥

শ্রীল দাস গোস্বামীপ্রভুর ভাষায় তাঁহারা আরও জানিতে পারেন—

ব্রজযুবনয়োর্ভাবোল্লাসপ্রিয়ত্বমিনিকাময়ং
ব্রজমধুরকিশোরী গৌরিমপ্রিয়েব।
পরিচিতমপি নাথং যচ্চ তেনৈব তত্র-
তদপি মুহুরিরাধাকুণ্ডসেবাগ্রহো মে॥

কোন ব্যক্তিবিশেষের যে অধিকার, সেই অধিকারটি তাঁহার পক্ষে প্রযোজ্য। সাধারণ শ্রদ্ধাভূমিকার কথা রতিভূমিকায়, রতিভূমিকার কথা প্রেমভূমিকার সহিত একাকার করিতে হইবে না।

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানামযং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

এতৎপ্রসঙ্গে আরও কথিত হইল যে, অন্তর্য্যামী বিচারে পুঙ্খানুপুঙ্খ-বিচারের অভাব নাই। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ মায়াবাদিগণের কেবলাদ্বৈতবাদ অধিকতরভাবে দূরে রাখিবার জন্য শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদের শুদ্ধদ্বৈতবিচার অবলম্বনে 'ক্ষর' ও 'অক্ষর' পুরুষের যে তাৎপর্য্য নিবিষ্টাছেন, তাহাতে তিনি 'ক্ষর' শব্দে বদ্ধ, 'অক্ষর' শব্দে মুক্ত এবং 'ক্ষর' ও 'অক্ষরের' অতীত উৎকৃষ্টতম পুরুষকে 'উত্তম পুরুষ ভগবান্' বলিয়াছেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য 'অক্ষর' শব্দে 'লক্ষ্মী' বলিয়াছেন। বস্তুতঃ এই সকল মর্ম একই তাৎপর্য্যের অস্ফুট, স্ফুট ও পরিপূর্ণ বিচারমাত্র। শ্রীল বলদেবের কথিত—"শ্রীমধ্বঃ প্রাহ" প্রভৃতি শুদ্ধদ্বৈতবিচারপর উক্তি-সমূহ "স্বামিনঃ প্রাহ" প্রভৃতি বিচারে অধিকতর পরিস্ফুট ও পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ আরও বলিলেন, 'অপ্রাকৃত' প্রভৃতি শব্দার্থ আধুনিক আনুকরণিক নির্ব্বাক্-মতাবলম্বিগণও ধারণা করিতে পারেন নাই।

মঃ মঃ কবিরাজ সেন মহাশয় মধুসূদন সরস্বতীর "তস্মৈবাহং" প্রভৃতি উক্তির দ্বারা প্রথমে 'পরব্রহ্মের আমি', ও পরে 'পরব্রহ্মই—আমি' প্রভৃতিকে সাধনোপ-যোগিক পর্য্যায়-ভেদ ও ক্রমভেদমাত্র বলায় শ্রীল প্রভুপাদ ঐসকল মতবাদ কিরূপে প্রচ্ছন্ন ভগবদ্বিরোধ বা নাস্তিকতা, তাহা সুষ্ঠুরূপে প্রদর্শন করেন। উহা প্রথমে পরব্রহ্মকে কার্য্যসিদ্ধির জন্য মৌখিক স্বীকার করিয়া পরে তাঁহাকে তাঁহার সিংহাসন হইতে টানিয়া ফেলিয়া নিজে তাঁহার সিংহাসনে বসিয়া যাইবার আস্পর্দ্ধার ন্যায় কার্য্যবিশেষ।

মঃ মঃ সেন বলিলেন যে, গোপীগণেরও ত' ভাবের চরম অবস্থায় "আমিই কৃষ্ণ" এইরূপ বিচার উপস্থিত হইয়াছিল।

শ্রীল প্রভুপাদ "ব্যতীত ভাবনারহস্য" প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যামুখে বিপ্রলম্ভে দিব্যোন্মাদের চরম অবস্থায়—অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবানন্দী পরমতনৎকারিণী সর্ব্বোত্তমাবস্থা—

"উদ্‌ঘূর্ণা, বিরহ-চেষ্টা, দিব্যোন্মাদ নাম।
বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, আপনাকে 'কৃষ্ণ'জ্ঞান॥"

—নির্ব্বিশেষ ভাবের নাস্তিক বিচার হইতে যে সম্পূর্ণ পৃথক্, তাহা জানাইলেন। প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত বা বিপ্রলম্ভ-দিব্যোন্মাদের চরম অবস্থা:—সেবার প্রগাঢ়তা, চিদ্‌বিলাসের চরমকাষ্ঠা; আর নির্ব্বিশেষভাব অচিদ্‌বিলাস-নিরাসক হইলেও চিদ্‌বিলাসের দ্বারে যবনিকা। চিদ্‌বিলাসের রঙ্গ-ক্ষেত্রটি চিন্মাত্রবাদীর নিকট আবৃত। চিন্মাত্রবাদীর সেবার একান্ত অভাব বা সেবা-রাজ্যের সম্মুখে যবনিকা পতন, আর চিদ্‌বিলাসবাদীর সেবার সর্ব্বোত্তম অবস্থায়, সেবার প্রগাঢ় পরাকাষ্ঠায় দিব্যোন্মাদ—উদ্‌ঘূর্ণা—বিরহ-চেষ্টা, বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি। কৃষ্ণসেবা-লালসার অবিচ্ছিন্ন অবিচ্ছেদ মহাভাব মোহনাদিই 'উদ্‌ঘূর্ণা' বা 'চিত্রজল্প'রূপে প্রকাশিত এই সকল ভাবনারহস্যের অতীত অনন্তলীলান্বিত বাস্তব অধোক্ষজ রাজ্যের কথা নির্ব্বিশেষবাদীর ন্যায় প্রাকৃত ভাবনা-নিষেধক-মাত্র গল্পের কথা নহে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বিশেষভাবে তর্কপথ, শ্রৌতক্রম প্রস্থের তর্কপথ এবং অচৈতব শ্রৌতপথের কথা বিশ্লেষণ-পূর্ব্বক জানাইলেন।

মঃ মঃ সেন বলিলেন যে, গীতায়ও আমরা দেখিতে পাই "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" হইবার পরেই 'পরা ভক্তি' লাভ হয়। 'ব্রহ্মভূত' হওয়াই শেষ কথা নয়। শ্রীচৈতন্য-দেবের সিদ্ধান্ত অপূর্ব্ব জিনিষ। তাহার সহিত আর কিছু তুলনা হয় না।

মঃ মঃ কবিরাজ সেন মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিবার পর শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিলেন। শ্রীবিগ্রহ-দর্শনকালে তিনি 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের নিকট মহাপ্রভুকে ত্রিভঙ্গী বেশের পরিবর্ত্তে উত্তম বেশ-ভূষায় সাজাইবার কারণ জানিতে চাহিলে "গৌড়ীয়"সম্পাদক শ্রীগুরু-মুখ-শ্রুত-বাক্যানুযায়ী উহার যথাযথ উত্তর দিলেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ দর্শন করিয়া মঃ মঃ সেন বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী-সমূহ দর্শন করিতে চাহিলেন। ঐ সকল গ্রন্থের অনেকগুলিই তিনি পূর্ব্বে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, যে-সকল গ্রন্থ পরে প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্য হইতে মঃ মঃ সেন অনেকগুলি গ্রন্থ গ্রহণ করিলেন। গ্রন্থ-গ্রহণ-কালে মঃ মঃ সেন 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের নিকট গৌড়ীয়মঠের প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের অপূর্ব্বতা ও বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, গৌড়ীয় মঠের গ্রন্থাবলী অতীব সুন্দর এবং তাহাতে জগতের অনেক কল্যাণ হইবে, সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ 'বৈষ্ণবদর্শন' ও 'গৌড়ীয়-কণ্ঠহার' তিনি সর্ব্বদা সঙ্গে রাখেন।

শ্রীমঠ পরিদর্শন করিবার পর মঃ মঃ সেন গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

নিজস্ব সংবাদ-দাতার তার

লক্ষ্ণৌ ৩১।১০।৩১

অদ্যকার এলাহাবাদে শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব বিশেষ সমারোহে ও কৃতকার্য্যতার সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিনেই শ্রীযুক্ত বাবু গণেশচন্দ্র সেব-প্রদত্ত প্রায় এক একর ভূমির উপর শ্রীমঠ-নির্ম্মাণের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ প্রভু ও অন্যান্য ভক্তগণসহ ব্যোমযানে মোটর-যোগে এখানে শুভাগমন করিয়াছেন। তিনি সপার্ষদ এখানকার পান্থনিবাস-ভবনে অবস্থান করিতেছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ ও শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু তোজী এষ্টেটে হরিকথা প্রচারে যাত্রা করিয়াছেন।

১০ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২১শে কার্ত্তিক শনিবার, ১৩৮৮ ; ৭ই নবেম্বর ১৯৮১ | ১৩শ সংখ্যা।

ব্রজ-পরিক্রমায় আহ্বান

"কে যাবি, কে যাবি আয় ব্রজে আয়"
ডাকিছে 'গৌড়ীয়' উদার সুরে।
আকুল অধীর করণার তান,
নিখিল ভুবনে ফিরিছে ঘুরে॥

যে যথায় আছ অতি অভাজন,
তা'রে চাহি যেন নমিছে আজ,—
পতিত-বন্ধু নিতাই-চাঁদের
কি পাবন-লীলা অবনী-মাঝ॥

সমস্যা-পীড়িত মানব সমাজ
দর্শনিত শত নিরাশা-তাপে,
মায়া-মৃগ-পাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া
গেহ-পরিক্রমে জীবন যাপে॥

"নাই প্রতীকার, নাই কৃপাধার,
কোথা ভগবান্? নাই সে কভু!
ধূধায় অন্ধ দেখ না যে পিছা
মানিব না হেন নিঠুর প্রভু॥"

স্নেহের বিচারে ছেয়েছে অন্ধ,
নিজকে নিজের পালক-জ্ঞান,
"মাপকাঠি" দিয়ে মাপিবারে চায়
ধাতার বিধাতা শ্রীভগবান্!!

মাৎস-লোভী বল প্রবল গরবে
নয়নে দিয়েছে মোহের ধূলি;
জড়বিদ্যার সংশয়-ভারে
তাই কহে হেন অতীব ভুলি!

তাই দয়াময় হরি-নিজ-জন
দূর করিবারে মায়ার ঘোর ;
ব্রজবিপিনের পুণ্য রেণুতে
ঘুচা'তে তপ্ত আঁখির লোর ॥

বারে বারে ঐ ডাকেন সবারে
জীব-স্বরূপের স্বাধীন দেশে ;
স্বাধীনতা-কামি ! কে আছ কোথায়
এসরে বৈষ্ণব-দাসের বেশে ॥

অধীনতা-দুখে জর-জর প্রাণ
মায়া-ক্রীতদাস রয়েছি পড়ি',
এসগো আমরা এ'শুভ-লগনে
দাসিবলের সঙ্গ ধরি' ॥

মহাবন-পীঠে,আত্মনিবেদিয়া
গুরু-গৌড়ীয়ের পাদের দাসে ;
প্রণমি আমরা কৃষ্ণলীলাস্থান
প্রণয়ি-জনের সেবার রাগে ॥

দিবসের পর রজনী আসিছে
আয়ুপ্রভাকর পশ্চিমে যায় ;
দেহ-পরিক্রমা হ'ল না শেষ
জীবন-সুযোগ বহিয়া যায় ॥

তাই গো আজিকে দয়ালের রাজ্য
বৃন্দাবিপিনের পরিক্রমে ;
করিছে আহ্বান করুণার বশে,
বিবর্ত্তে পতিত নিখিল জনে ॥

তাল, মধু, চুম্বা, বহুলা, খদির,
কুমুদ-বনেতে কীর্ত্তন-মেলা
বাদশ-বনের শ্যামল ছায়ায়
কে কে যাবি সবে আয় এ' বেলা ॥

রাধা-বিভাবিত শচীর দুলাল
ভ্রমেছিল যেই ব্রজের বনে ;
কৃষ্ণ-স্মৃতি-ভরা ভ্রমিতে সে-স্থান
যোগ্যতা দেন শ্রীগৌর-ভনে ॥

ওঁ'র কৃপা-বলে ঘুচে যায় চোখ
চেতনায় বাজে শ্যামের বাঁশী ;
কুরূপের নেশা চকিতে পলায়,
গোপিকার পায়ে হয় সে দাসী ॥

চরম সম্পৎ শ্রীরাধা-দাস্য—
অতুল বিত্তে কে আছ লুব্ধ ?
সেই মহাজন, সুবুদ্ধি-প্রধান
সাধুসঙ্গে যা'র মানস মুগ্ধ ॥

ব্রজমণ্ডলের প্রতি লীলাস্থানে,
কৈশোরিল যে-গো শ্রীগৌরহরি ;
আপনি আপন নিগূঢ় ধরম
বিলায়েছিল সে করুণা করি' ॥

নদীয়াচাঁদের লীলানুসরণ
এনেছে ওঁ'রই প্রেরিত জন ;
বিমুখ জীবের নিস্তার লাগি'
অনন্ত কৃপার প্রস্রবণ ॥

ওগো যাত্রিবর ! সাজ, সাজ, সাজ,
এমন সুযোগ হয়নি কভু ;
জগতের মাঝে এ' শুভ লগন
প্রকট করিয়া নিতাই প্রভু ॥

এস বিশ্ববাসি, ল'য়ে উপহার ;
তরুণ প্রভাতে বাঁধ্‌রে দল ;
বদনে গাহিয়া গুরু-গৌর-বাণী
সাধুর পিছনে চল্‌রে চল্ ॥

সনাতন বৈষ্ণবক্ষেত্র—মথুরা

প্রেমিক-কুলের প্রণয়-পরবশ হইয়া গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণ মথুরামণ্ডলে নিত্য নাম, ধাম ও কাম-সহ প্রকট-লীলা বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকটলীলা-কালে আনুষঙ্গিকভাবে তদন্তর্গত বিষ্ণু অসুর-মারণ ও শিষ্ট-পালনাদি কার্য্যও করিয়াছিলেন। ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অপ্রকট-লীলা প্রকাশ করিলে কলিও জগতে প্রবেশ করিতে লাগিল। কলিকাল উপস্থিত দেখিয়া পাণ্ডবগণ বজ্রনাভকে দ্বারকা হইতে আনিয়া মথুরার রাজা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র—প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্নের পুত্র—অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধ-পুত্র—বজ্র। সুতরাং বজ্রনাভ শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র।

'কলি' অর্থে—বিবাদ, তর্ক বা সংশয়। কলিকালে অতীন্দ্রিয়, অপ্রাকৃত স্বরাট্ শ্রীভগবানের নিত্য শাশ্বত নাম, ধাম ও কামের সম্বন্ধে নানাপ্রকার তর্ক, বিবাদ ও সংশয়াদি উপস্থিত হইবে এবং নানাপ্রকার অনর্থবিষয়ে জীবের রুচি হইবে জানিয়া 'বজ্র' শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তগণ ও শ্রীকৃষ্ণের অভীষ্ট ও প্রেরণা অনুসারে শ্রীমথুরামণ্ডলের শ্রীকৃষ্ণলীলা ও লীলাস্থলী-সমূহ জগতে নিত্য প্রকটিত ও প্রচারিত রাখিবার জন্য বিভিন্ন লীলাস্থলীতে ভগবানের অর্চ্চাবতার-সমূহ প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের পূজা প্রচার করিলেন।

কালবশে কলির প্রাবল্যে জীবের বহির্মুখতার নিকট বজ্রের চিহ্নিত লীলাস্থানাদি নানাপ্রকার পাষণ্ড মতবাদ ও অবৈধ অত্যাচারের আবরণে আবৃত হইল। ভাগবত-নিন্দিত বৌদ্ধ, জৈন ও বিধর্মি-মতবাদিগণ রাবণের মায়াসীতা-হরণের প্রবৃত্তি-প্রদর্শনের ন্যায় অপ্রাকৃত ভগবল্লীলাস্থলীকে নানাভাবে আক্রমণ ও আত্মসাৎ (?) করিবার চেষ্টা করিলেও তত্তৎ অপ্রাকৃত স্থানসমূহ ভ্রান্ত ও দুষ্ট মক্ষিকার কবল হইতে অসংস্পৃষ্ট, স্বচ্ছ কাচকাণ্ডে সংরক্ষিত মধুর ন্যায় যোগমায়া-প্রভাবে সমাবৃত ও অনাবিল থাকিল।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব স্বয়ং এবং তাঁহারই প্রেরণায় তৎপূর্ব্বে প্রেমিক-কুল-মুকুট-মৌলি শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ ও তৎপরে শ্রীরূপ-সনাতনাদি শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট-সংস্থাপক আচার্য্যবৃন্দ লোক-লোচনে অপ্রকাশিত বা লুপ্ত ব্রজমণ্ডলের তত্তল্লীলাস্থান-সমূহ কৃষ্ণসেবাময়ী স্মৃতিবুদ্ধি, তত্তৎস্থানে ভ্রমণ এবং শাস্ত্র-প্রমাণাদিবলে পুনরায় ঐ সকল লুপ্ত নয়নমঙ্গল লীলাকেতন-সমূহ জগতে প্রকাশ ও প্রচার করিলেন। *

শ্রীগৌরসুন্দরের বন-ভ্রমণ এবং শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যাম-কুণ্ডাদি আবিষ্কার-বার্ত্তা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্য-লীলার ১৭শ ও ১৮শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য ১৭শ পরিচ্ছেদেই মথুরাগত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নিকট শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের নিজ বৃদ্ধ সাম্বোড়িয়া ব্রাহ্মণের শ্রীল পুরীপাদের মথুরা-ভ্রমণ এবং বজ্রের স্থাপিত গোবর্দ্ধনধারী শ্রীগোপালের প্রকট-বার্ত্তার (চৈঃ চঃ মধ্য ৪র্থ পঃ) বর্ণনা শুনিতে পাই।

যাঁহারা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াতীত এবং দেবোন্মুখ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, স্বয়ংপ্রকাশ, বাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন

---

* মথুরামণ্ডলে যাহা বজ্রনাভ দৈলা।
কৃষ্ণলীলা গ্রামে বহু গ্রাম বসাইলা।
শ্রীবিগ্রহ-সেবা কৈলা কুণ্ডাদি প্রকাশ।
নামমাত্রে পূর্ণ হৈল তাঁর অভিলাষ।
কতদিন পরে সব হৈল লুপ্তপ্রায়।
তীর্থ-প্রসঙ্গাদি কেহ না জানে কোথায়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ব্রজেন্দ্র কুমার।
মথুরা আইলা, দৈলা কৌতুক অপার।
করিলা প্রথম কিছু দিগ্‌দরশনা।
সনাতন-দ্বারে সব প্রকাশিলা।
যদ্যপি সে-সব স্থান লেখা নে যোহায়।
তথাপি কহিলা শাস্ত্রমত অঙ্গীকার॥
মাথুরাশাস্ত্র প্রমাণ করিলা সকল।
করিলেন ব্রজেতে ভ্রমণ দুইজন।
লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিল যত্ন করি'।
তাহা কৈল রাধাকৃষ্ণ রসের মাধুরী।

(ভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ)

যথাবিধি সবাকেন প্রেমে বনে বনে।
প্রতি বৃক্ষে, প্রতি কুঞ্জে বহে রাত্রি দিনে।
মথুরা-মাহাত্ম্য-শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া।
লুপ্ততীর্থ প্রকট কৈলা যত্নেতে জানিয়া।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২৪।২০৭-৮)

না, মুখে স্বীকার করিলেও কার্য্যতঃ তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন না, তাঁহারাই নাস্তিক। তাঁহাদের ইন্দ্রিয় শতসহস্র ভ্রম-প্রমাদের অধীন এবং নানা প্রকার অসম্পূর্ণতা ও পরবঞ্চনা-প্রবৃত্তিতে দুষ্ট থাকিলেও তাঁহারা প্রত্যক্ষকেই বহুমানন করিয়া তদ্দ্বারা প্রত্যক্ষাতীত অপ্রাকৃত বস্তুকে যদি মাপিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সেখানে প্রত্যক্ষই তাঁহাদের পূর্ব্ব বিচার-ধারার বিরুদ্ধবাদী হইয়া পড়ে। এইরূপ প্রেমিক প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, নাট্যিক, লেখক, বিচারক প্রভৃতির অভিমত বা অনুমান কোন দিনই নিরপেক্ষ বা সত্যনিরূপণী হইতে পারে না। এজন্য শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত লীলাক্ষেত্র বা শ্রীধামাদি-নিরূপণে, লুপ্ততীর্থাদি পুনঃপ্রকটন-করণে পূর্ব্বাপর আচার্য্যগণ কেহই নাস্তিকগণের প্রত্যক্ষ ও অনুমানের প্রতারণাপূর্ণ আপেক্ষিক পথ অবলম্বন করেন নাই। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ, শ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীল চক্রবর্ত্তী, শ্রীল বলদেব, শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি আচার্য্যগণ লুপ্ততীর্থ-উদ্ধারাদি কার্য্যে সনাতন-বিধিই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা শাস্ত্র-নির্দ্দেশ, মহাজন-বাক্য বা আপ্ত-বাক্যের অনুগমে, একান্তে ভগবৎসেবানন্দ অকপট বাস্তব স্বানুভূতি এবং স্বপ্রকাশ শ্রীধাম বা ভগবল্লীলাস্থানের নিকপট শরণাগত হইয়া তত্তৎস্থানে ভ্রমণাদি-দ্বারা শ্রীধাম-কৃপায় শ্রীধাম বা লীলাস্থানের উদ্ধার-সাধন করিয়াছেন।

মথুরামণ্ডলে বৌদ্ধ, জৈন বা বিধর্ম্মিগণ-প্রভাবের আগন্তুক পরিচয় কিংবা জৈন-সম্প্রদায়ের পরবর্ত্তিকালের ব্যক্তিবিশেষের 'বস্তু' নামের আনুকরণিক সামান্যদর্শন অথবা শ্রীমদ্ভাগবতের ২৪ জন ভগবদবতারের অবৈধ অনুকরণে সৃষ্ট ২৪ জন তীর্থঙ্করের অন্যতম ১৯শ ও ২২শ তীর্থঙ্কর মল্লিনাথ ও নেমীনাথের মথুরায় জন্ম ও নির্ব্বাণ কিংবা তৈমিক পরিব্রাজকগণের উক্তি শ্রবণ করিয়া মথুরায় অশোক-স্তূপ ও অশোক-কীর্ত্তি-সমূহ দর্শন অথবা ডাঃ কানিংহাম, ফরহার, বার্গেস, কিংবা প্রাচীন টলেমী, প্লিনি প্রভৃতি কিংবা আধুনিক গ্রাউস, স্মিথ প্রভৃতি ভূদর্শিগণের মতাবলম্বনে কখনও সনাতন বিষ্ণুক্ষেত্র—মথুরার প্রকৃত স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায় না। ঐ সকল বিবরণ মথুরার বিকৃত স্বরূপের কতকগুলি ভ্রমপূর্ণ আধুনিক ও আপেক্ষিক প্রত্যক্ষ পরিচয় দিয়াছে। ঐ সকল মতে প্রভাবিত হইয়া অনেকে মথুরাকে শ্রীধাম বা অধোক্ষজ শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহরূপ শ্রীধামক্ষেত্ররূপে দর্শন ও প্রদর্শন করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের ভোগ্য পদার্থ মনে করিয়া বঞ্চিত হইয়াছেন। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে মুসলমান যাদুঘর, খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর শেষে ও ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে সিকন্দর লোদী বা ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে আরঙ্গজেবের ভোগবুদ্ধিতে নানাপ্রকার অবৈধ অভিযান ও আচরণ যেরূপ বহির্ম্মুখ ধারণাগুলিকে বিক্ষিপ্ত করিয়াছে ও করিতেছে, তাহা হইতে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ও তাঁহার চরণানুচরগণ তাহাদিগকে চিরকালই উদ্ধার করিয়াছেন ও করিতেছেন। শ্রীভগবানের সনাতন কাম্যক্ষেত্র শ্রীধাম মথুরামণ্ডল ঐ সকল সাময়িক আবরণ হইতে চিরকালই মুক্ত থাকিয়া শ্রীগোলোকবীরের নাম-কাম-ধাম-মহিমা প্রচার করিতেছেন।

সুদর্শন-সনাতন-বিষ্ণুক্ষেত্র শ্রীমথুরামণ্ডল কোন দিনই বৌদ্ধ, জৈন, সৌর বা শৈবক্ষেত্র নহে। ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণেও প্রমাণিত হইবে। অঘ, বক, পূতনা প্রভৃতি কংসানুচরগণের অবৈধ অত্যাচারগণের সাময়িক উপদ্রবের সূচনা এবং বিষ্ণুভক্তগণের দ্বারা তন্নিরাকরণ ও ভুবন-মঙ্গলাবতার হরিধাম, হরিজন ও শ্রীহরিনাম-কামের মহিমা অধিকতরভাবে বিস্তারের জন্যই ভগবদিচ্ছায় বহির্ম্মুখ লোক-লোচনে রাহুগ্রস্ত ভাস্করের ন্যায় উহা ঐরূপ প্রকাশিত হইয়া থাকিবে।

মথুরামণ্ডল বিষ্ণুর চক্রোপরি অবস্থিত পদ্মাকার সনাতন বৈষ্ণবক্ষেত্র—

তন্মণ্ডলং মাথুরং হি বিষ্ণুচক্রোপরিস্থিতম্।
পদ্মাকারং সদা তত্র বর্ত্ততে শাশ্বতং নৃপ॥

(স্কন্দপুরাণ, বৈষ্ণবখণ্ডে মথুরামাহাত্ম্য)

হে মহারাজ, বিষ্ণুচক্রোপরিস্থিত পদ্মাকার সেই সনাতন মথুরামণ্ডল সর্ব্বদাই সেখানে বিরাজমান।

সুতরাং নিত্য-বিষ্ণুচক্রোপরিস্থিত সনাতন বৈষ্ণবক্ষেত্রকে অন্য কোন ইতর বস্তু কোনও দিনই স্পর্শ করিতে পারে না।

অতৈব কাচিৎ সা সৃষ্টির্বিনাশব্যতিরেকিনী।
ন যৎক্ষেত্রগুণান্ বক্তুমীশ্বরোঽপীশ্বরো যতঃ॥

(আদিবরাহে)

এই মথুরাপুরী বিধাতার সাধারণ সৃষ্টিপদার্থের অতিরিক্ত কোনও বাস্তব বস্তু। যেহেতু ইহার গুণসমূহ বাক্য করিতে স্বয়ং ঈশ্বরও সমর্থ হন না।

"বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী" প্রভৃতি মহাজন-বাক্যও এই কথার সমর্থন করেন। হরিসন্তিধূলে প্রীতি তাপরাজ্যে প্রবেশাধিকার জ্ঞাপন করে বলিয়া মথুরাবাস পক্ষ মুখ্য সেবার অন্তর্গত।

অজ্ঞ ও বিজ্ঞের নর্ম্ম-কথা

অজ্ঞ—আমি গৌড়ীয় মঠের কোন কথা জানি না। নানা লোকে নানা কথা বলে, তাহা শুনি। যখন যে যাহা বলে, আমি তখন উহা বিশ্বাস করিয়া ফেলিলেও পরক্ষণে অন্য কথা শুনিলে আমার বিচার তফাৎ হইয়া পড়ে।

বিজ্ঞ—গৌড়ীয় মঠের সম্বন্ধে কথা না শুনিলে নানা প্রকার লোকের নিজ নিজ চিত্তবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাতে গৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠানের কোন কথা বুঝিতে পারা যায় না। আবার, যিনি শুনেন, তাঁহার ব্যক্তিগত অধিকারের উপর সত্যগ্রহণের শক্তি থাকা আবশ্যক।

অ—গৌড়ীয় মঠের পরিচয়ে আমি অনভিজ্ঞ বলিয়াই আপনার নিকট কতকটি কথা জানিবার জন্য আসিয়াছি। আপনার উপর আমার শ্রদ্ধা আছে; কিন্তু যখন অন্য বিপরীত কথা শুনি, তখন সেই সব কথারও কিছু মূল্য আছে বলিয়া আমার মনে হয়। আপনি বলিলেন যে, আমার অধিকার ও শক্তি অনুসারে আমি কথাগুলি বুঝিতে পারিব। সুতরাং আপনি এরূপ কথা বলুন—আমি স্বীয় অধিকার ও শক্তি অনুযায়ী যাহাতে গৌড়ীয় মঠের সকল কথা জানিতে ও বুঝিতে পারি।

বি—অনেকে কথা জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর শুনিবার সময় অন্যমনস্ক হন, অধিকার কম থাকায় উত্তরের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন না এবং বিকৃত ধারণা করিয়া বসেন; সেজন্য কেবল অজ্ঞতা পোষণ করিলে গৌড়ীয় মঠের সকল কথা বুঝা যায় না। আপনার বর্ত্তমান শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস—অগৌড়ীয় কথায়, সুতরাং আমার প্রতি আপনার যে বিশ্বাসের কথা বলিতেছেন, সে বিশ্বাসটি ওজনে কম আছে বলিয়া বিপরীত কথা শুনিলে, আপনি সেই সকল কথায় কিছু মূল্য আছে বলিয়া মনে করেন।

মানুষ যেরূপ সঙ্গে বাস করে, সেরূপ ধরণের বিপরীত কথা শুনিতে তাঁহার রুচি পরিবর্ত্তিত হয়। জন্ম-জন্মান্তরে যেরূপ সঙ্গ লাভ হইয়াছে, সঞ্চিত সংস্কার মানুষের সহিত তদ্রূপ দেখা যায়। আবার বর্ত্তমান জীবনে যে-সকল রুচি পরিবর্ত্তন করিবার কারণ হয়, তাহাও সঙ্গের প্রভাবে।

অ—আপনার কথা বুঝিলাম, এখন গৌড়ীয় মঠ কি ব্যাপার, তাহা বলুন।

বি—শিক্ষার্থিগণ শিক্ষা-লাভের জন্য যেখানে শিক্ষকের নিকট উপস্থিত হইয়া বাস করেন, সেই স্থানকে 'মঠ' বলে। অদ্বৈতবাদীদিগের মঠ—গৃহব্রতের গৃহ, দেশ প্রভৃতিতে অবস্থিত; কর্ম্মিগণের মঠ—সুনীতি ও সুষ্ঠু ভোগের বিচারক-দিগের শাসনে অবস্থিত; কর্ম্মি-মঠে গৃহব্রত আশ্রম, গৃহস্থ আশ্রম, ইন্দ্রিয়তর্পণ-মূলে সুখ-লাভ করিবার আশ্রম-সমূহ অবস্থিত। আবার, কর্ম্মিগণের মঠান্তরে পরোপকারের নামে মৃত দেহের সৎকার, শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্রের বিচার-দ্বারা ইহ-জীবনে উৎকৃষ্ট গৃহস্থালি করিতে করিতে পরলোকে ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলে সূক্ষ্ম ফল-লাভ; আবার, সন্ন্যাস, তপ, জন ও মহর্লোক প্রভৃতি লোক লাভের আশায় কর্ম্মি-মঠের অনেক প্রকার ব্রত, ষট্‌যোগ, বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্র, মিউনিসিপ্যাল আইন, সামাজিক নীতিমাত্র প্রভৃতি উপদিষ্ট হয়; তদ্দ্বারা সুষ্ঠুভাবে ইহ জগতে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-লাভ এবং নিজ পক্ষের লোকদিগের ইন্দ্রিয়-তর্পণলাভ ঘটে। তামসিক, রাজসিক ও মিশ্র সাত্ত্বিক প্রবৃত্তির বলে যাহা যাহা ফলরূপে আশা করা যায়, উহাদিগের সিদ্ধির জন্য বহু প্রকার কপটতা আছে, তাহা সুকর্ম্মকারী বা যথেচ্ছাচারীর মঠে পাওয়া গেলেও কর্ম্মি-মঠে সেই গুলির কোন আবশ্যকতা থাকে না। কর্ম্মি-মঠ স্বদেশহিতৈষণা, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, আনুকাম্য, দ্রবিণ-কাম

প্রভৃতি নানা প্রকার চেষ্টার অনুকূল যে-সকল প্রবৃত্তি দেখাইয়া থাকেন, উহাদিগকে তাঁহারা স্বাধ্যায়, ব্রত, তপস্যা, যোগ প্রভৃতি সংজ্ঞায় এবং কখনও কখনও নৈষ্কর্ম্য-সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। মোটের উপর, ফলকাম এবং তাহার ঔহিক ও পারত্রিক প্রাপক-স্বত্বে কামী হওয়াই কর্ম্মি-মঠের লক্ষণ। কর্ম্মিগণ যে-মাত্র বল করিয়া কর্ম্মনিপুণ ব্রাহ্মণগণকে ছুতা দান করিয়া থাকেন; কখনও বা বটবৃক্ষের তলে ধ্যান-নিমগ্ন হইয়া মানবের দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় চিন্তা করেন এবং বাহিরের দিকে অহিংসা-নীতির কথা বলিয়া ফল-কালে হিংসা-নীতিতেই পর্য্যবসান করেন। কর্ম্মি-মঠের সেবকগণ বঞ্চনা-প্রপীড়িত লোকগণকে নানা-প্রকারে সাহায্য করেন, মূর্খদিগের বোধের জন্য কর্ম্মি-মঠ স্থাপন করেন; দেহ ও মনের যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহাতে অপরের অতি বড়দূর না হইতে পারে, এরূপ বাঁচাইয়া অন্যের বিত্ত-দারাদির প্রতি বাহিরে লোভ না দেখাইলেও উহার অপহরণের প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত করিয়াছেন, প্রকাশ করেন। যখন কর্ত্তার ক্রিয়া-সমূহ অপব্যবহারে পরিণত হয়, তখন তিনি কর্ম্মি-মঠ ছাড়িয়া অন্যাভিলাষীর মঠে চলিয়া যান এবং কর্ম্মি-মঠের প্রচুর নিন্দাবাদ করেন।

অ—আপনার কথায় কর্ম্মি-মঠের সম্বন্ধে যে-সকল বর্ণন করিলেন, তাহাতে আমার অনেক প্রশ্নের উত্তর হইতেছে। একেবারে সকল কথা বুঝিয়া উঠিতে পারিব না, সুতরাং আপনার কথিত বিষয়ে যে-সকল প্রশ্ন উদিত হইতেছে, তাহা প্রথম-রূপে একেবারে না বলিয়া আপনাকে ক্রমে ক্রমে জানাইব। আপনার কথায় বাধা দিলাম বলিয়া আমার প্রতি প্রসন্নতার লাঘব করিবেন না। আমার নিকট অন্যাভিলাষ-মঠ ও কর্ম্মি-মঠ ছাড়া অন্য প্রকারের মঠের কথা বলুন। গৌড়ীয় মঠ কি কর্ম্মি-মঠ?—এ কথা জানিবার হঠাৎ ইচ্ছা হইতেছে।

বি—গৌড়ীয় মঠ অন্যাভিলাষীর বা কর্ম্মীর মঠ নহে। অন্যাভিলাষি-মঠের অধিবাসী ও কর্ম্মি-মঠের বাস্তব্য স্থাপনকারী ব্যক্তিগণের অর্ব্বাচীনতায় গৌড়ীয় মঠকে যদি অন্যাভিলাষী বা কর্ম্মীদিগের মঠের সমশ্রেণীতে গণ্য করিবার ভ্রমের সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে গৌড়ীয় মঠের কোন কথা আদৌ বুঝিতে পারা যাইবে না। কংসের অন্য মাতা পদ্মাবতী অন্যাভিলাষি-মঠে বাস করায় এবং মধ্যে মধ্যে কর্ম্মি-মঠের উপদেশ লাভ করায় গৌড়ীয় মঠের একমাত্র উপাস্য শ্রীরাধাগোবিন্দের স্বরূপ তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন না। তাঁহার দলের লোকেরা কিন্তু গৌড়ীয় মঠের সমালোচনা করিতে ত্রুটি করেন না। অজ্ঞার দলের লোকেরা তাঁহার নিকট অজ্ঞতা শিক্ষা করেন বলিয়া গৌড়ীয় মঠের অনুভূতি তাহাদের দুষ্প্রাপ্য বিষয়। গৌড়ীয় মঠের পূর্ব্ব আচার্য্য শ্রীসনাতন গোস্বামী 'বৃহদ্ভাগবতামৃত'-নামক গ্রন্থে এই অজ্ঞার কথা ও অজ্ঞার সম্প্রদায়ের বিচার-প্রণালীর কথা বিশেষভাবে লিখিয়াছেন। কথা-প্রসঙ্গে আমি সেই সকল কথা ক্রমশঃ বিস্তার করিব। এক্ষণে জ্ঞানি-মঠের কথা সংক্ষেপে বলিতেছি।

অ—উগ্রসেন-পত্নী পদ্মাবতী কেবল অপত্যার্থ-পোষক কংসকে প্রসব করিয়াছিলেন, শুনিয়াছি। সেই কংস কৃষ্ণ-বিদ্বেষী ছিল। অজ্ঞা পদ্মাবতী কংসকে নিজ-মঙ্গল-সাধনের উপদেশ দিতে গিয়া কৃষ্ণের সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়াছিল, আপনি কি তাহাই উল্লেখ করিতেছেন?—না, কংস-বধের পর দ্বারকায় অবস্থান-কালে পদ্মাবতী কৃষ্ণ-ধারণায় বঞ্চিতা হইয়া তাঁহাকে সাধারণ মানব মনে করিয়া কৃষ্ণের নিকট ব্রজবাসী গোপ-গোপীগণের যে প্রাপ্য হিসাব নিকাশ করাইতেছিল, তাহাই উল্লেখ করিতেছেন?

বি—ব্রজবাসিগণের ধারণা বুঝিতে অসমর্থা হইয়া যেগণেরা ধর্ম্মে পদ্মা দ্বারকাবাসীদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন, আমি উহাকেই "পদ্মা-ন্যায়"-শব্দে বলিয়াছি। পদ্মা ইহলোকে আত্মসুখ-লাভ ও আত্মীয়-স্বজনের তাৎকালিক সুখ-লাভকেই ধর্ম্ম বলিয়া ধারণা করায় ঐরূপ হিসাব-নিকাশের প্রস্তাব করিয়া তাঁহার সেই ফল-লাভ করিবেন আশা করিয়াছিলেন। প্রেয়ঃপন্থীর অর্থাৎ "আমার যাহা ভাল লাগে" ইত্যাদি কূপমণ্ডূকের বিচার লোকে গ্রহণ করিয়া লাভবান্ হউক, অজ্ঞার দলের লোকেরা এরূপ চিন্তাস্রোত পোষণ করে। গৌড়ীয় মঠের লোকেরা—ব্রজবাসীর অনুগত, সুতরাং অন্যাভিলাষী বা কর্ম্মি-মঠের সেবিকা পদ্মার ন্যায় উপদেশক নহেন। গৌড়ীয় মঠের সম্বন্ধে যে-সকল অর্ব্বাচীন নিজ-নিজ স্বভাবোচিত বিকৃত ধারণা পোষণ করে, সেই সকল অর্ব্বাচীনের দল গৌড়ীয় মঠকে যে উপদেশ দিতে আসে, তাহা দুগ্ধস্থ শিশুর কলস্তাবণ মাত্র। গৌড়ীয় মঠের লোকেরা তাহা অনায়াসেই হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন।

কিন্তু সেই সকল অর্ব্বাচীনগণ জীবন বৈষ্ণবাপরাধ ও নামাপরাধে পতিত হইতেছে দেখিয়া গৌড়ীয় মঠ দয়া-পরবশ হইয়া যে শাসন-দণ্ড গ্রহণ করেন, তাহার মর্ম্ম অজ্ঞাভিলাষী বা প্রেয়ঃপন্থীর বুঝিয়া উঠা সম্ভব হইবে না। গৌড়ীয় মঠ তাহাদের শিক্ষক-সূত্রে ইহাপূর্ব্বের কৃতপূর্ব্ব হেড্ মাষ্টারের কথা জানিতে পারিয়া তাহার মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন। টাপাহাটিতে গৌড়ীয় মঠের পরিক্রমা-কালে কলটতা-গ্রস্থে যে ব্যক্তি দুই ঘণ্টা-কাল কর্ম্মের কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া গৌড়ীয়-মঠ-সেবক সাজিতে গিয়াছিল, যে-ব্যক্তি তাহার মাটিয়া চক্ষু দিয়া হরিকে (?) দেখিবার কল্পনার যাবতীয় দার্শনিক তথ্য জর্ডন-নদীর জলপানে পবিত্রীকৃত ব্যক্তির নিকট অভিব্যক্ত করিয়াছিল, সে-গৌড়ীয় মঠের কোন সংবাদই রাখিবার শক্তি ধরে না। সে-ব্যক্তি পন্থাভাবের আশ্রয়ে বাস্তবনিত্যতার মুখে নিজেরই ঐরূপ বৃত্তির কথা উদ্ঘাটিত করিয়াছে। এই সকল প্রবন্ধ আমি ক্রমে ক্রমশঃ তোমাকে বলিব। অজ্ঞাভিলাষী শ্রীরাধা-গোবিন্দ লীলা বুঝিতে পারে না বলিয়া কলটতা-দ্বারা দশায় পড়িয়া যায় এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তি অবৈধভাবে পরিচালনা করে। সেই সকল লক্ষণ অজ্ঞাভিলাষি-মঠের কর্ম্ম-কর্ত্তৃগণের স্বভাব। ভক্তিমঠ—উহা হইতে অনন্ত যোজন দূরে অবস্থিত।

অ—আমি দেখিতেছি, আপনি গীতার পদ্ধতি অনুসারে আমাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিয়াছেন অর্থাৎ প্রথম ছয় অধ্যায়ে অন্যাভিলাষ ও কর্ম্মকাণ্ড, শেষ ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানকাণ্ড বা জ্ঞানিমঠের উপদেশ, আর মধ্য ছয় অধ্যায়ে ভক্তিকাণ্ডের কথা বুঝাইতেছেন।

বি—গীতার মধ্য ছয় অধ্যায় ভগবদ্ভক্তির কথা বলিয়াছেন। প্রারম্ভ ও শেষ ছয় অধ্যায়—এই দুইটী আবরণের কার্য্য করিয়াছে—ইহা সত্য; কেহ যেন মনে না করেন—আবরণের একপ্রান্ত প্রারম্ভ ও অপর প্রান্তই শেষ সীমা। বহির্দ্দর্শনে প্রারম্ভ ও শেষ আবরণ-দ্বয়ই অন্তর্হিত বস্তুকে নিত্যকাল ঢাকা করে। বস্তুর আবরণ—বস্তুর সহিত বৈশিষ্ট্য-বিচারে পৃথক্। জন্ম ও নাশ তাৎকালিকতার প্রতিষ্ঠিত; তজ্জন্য কর্ম্মি-মঠ ও জ্ঞানি-মঠ উভয়ই অনিত্য মঠ, কিন্তু ভক্তি-মঠ—নিত্য। ভক্তি-মঠের অধিবাসিগণ—নিত্য; তাঁহাদের ভগবৎসেবা-বৃত্তি নিত্য। কর্ম্মি-মঠের সেবকগণ অনিত্য; কর্ম্মি-মঠের সেব্য ফল-লাভও—অনিত্য। জ্ঞানি-মঠের অধিবাসিগণের প্রারম্ভ অনিত্য; মুখে তাঁহারা নিত্যের উদ্দেশে প্রধাবিত হইলেও প্রাপ্যাবস্থা ও প্রাপকাবস্থার ভেদ-হেতু পূর্ণনিত্যতার অভাব-ধর্ম্মেই অবস্থিত। কালের অভ্যন্তরে তাঁহাদের বস্তুপ্রতীতি এবং অবশিষ্ট কালে তাঁহাদের মুক্তপ্রতীতি নিত্যত্বের বিরোধী হইয়া পড়ে। ভগবদ্ভক্তগণ সেরূপ অনিত্য-বিচারে প্রতিষ্ঠিত নহেন। যদিও বিবর্ত্তবাদের আবাহন করিয়া জ্ঞানিমঠের অধিবাসিগণ স্বীয়-নিত্যত্বের প্রতিপাদন করেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের জ্ঞান অদ্বয়জ্ঞানে অবস্থিত নহে; যেহেতু বিবর্ত্তাশ্রিত জ্ঞান ও বিবর্ত্তমুক্ত জ্ঞান স্বীকার করিতে গিয়া তাঁহারা ন্যূনাধিক অধ্যাসবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্ভক্তগণ সেরূপ বিবর্ত্তের পরিবর্ত্তে শক্তি-পরিণামের বিচার বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিচারে বস্তুবিকারবাদ স্বীকৃত হয় না।

(ক্রমশঃ)

কীর্ত্তন-প্রসঙ্গ

(২)

গত ৯ই অক্টোবর (১৯৩১), ২২শে আশ্বিন শুক্রবার ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে অধিকতরভাবে শ্রীচৈতন্য-বাণী বিস্তার এবং শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ, শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ, ও দিল্লী-গৌড়ীয়-মঠ প্রভৃতির বার্ষিক উৎসবের প্রেরণা প্রদান-পূর্ব্বক শ্রীমায়াপুরস্থের দ্বিতীয় অধিবেশনের স্থান শ্রীভক্ত-পরীক্ষিৎ-সংবাদ-ক্ষেত্র 'শুকরতল' প্রভৃতি স্থানে ভাগবতী বাণী পুনরুদ্বোধনের জন্য শুভবিজয় করিবার মানসে কলিকাতা হইতে প্রথমে শ্রীপ্রয়াগধাম-যাত্রা করিবেন, স্থির হইয়াছে; এমন সময় সংবাদ আসিল যে, অবসর-প্রাপ্ত সিভিলসার্জ্জন ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনেক আমেরিকান পৃথিবী-পর্য্যটককে লইয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে বৈষ্ণব-দর্শনের কথা শ্রবণ করিবার জন্য সেই দিনই অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় আগমন

করিবেন। হরিকথা-কীর্ত্তনে কোটিচিত্ত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রার্থনা স্বীকার করিলেন। আমেরিকান পৃথিবী-পর্য্যটক এ, আরউড্ জেকব (নিউইয়র্ক) নির্দ্দিষ্ট সময়ে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পৃথিবী-পর্য্যটককে অভিজ্ঞতা-বাদের দরিদ্রতা, বাস্তব অভিজ্ঞানের নিত্য নবনবায়মানতা ও অসমোর্দ্ধ প্রাচুর্য্য, তৃতীয়মানের রাজ্যের কথার অসম্পূর্ণতা ও তৃতীয়মানের অতীত তুরীয়-পঞ্চম ও অনন্ত মানের রাজ্যের শ্রৌত বিচারের কথা, শ্রৌত শাস্ত্র, শ্রৌত শব্দ বা শ্রীনামের শক্তির কথা নানা প্রকার বিচারের দ্বারা বিবৃত ও পরিস্ফুট করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের অপূর্ব্বতা ও বৈশিষ্ট্যবর্ণনমুখে অন্যান্য যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ অপেক্ষা শ্রীমদ্ভাগবতের অমন্দোদয় অনর্পিতচর দয়ার দানের অবধির কথা জানাইলেন। প্রসঙ্গানুক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ চার্ব্বাক-মত, বৌদ্ধ-মত, জৈন-মত, নির্ব্বিশেষতত্ত্ববাদাদির স্বরূপ ও ইতিহাস বলিলেন। চারি প্রকার নাস্তিক্য ধারণা এবং চারি প্রকার আস্তিক্য ধারণার চরম সোপানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের অচিন্ত্যভেদাভেদ-দর্শনের সম্পূর্ণতা ও চিদ্‌বিজ্ঞান-পরাকাষ্ঠার কথা বিশেষভাবে বুঝাইলেন। পৃথিবীর ধারণার পরিপূর্ণতা ও ব্যাপক-বিচার কিরূপ আনুষঙ্গিকভাবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রচারিত সিদ্ধান্তে ক্রোড়ীভূত হইয়াছে, তাহাও শ্রীল প্রভুপাদ বিশেষ করিয়া জানাইলেন। অদ্বৈক-সর্ব্বস্ব-চিন্তাস্রোতের ফলরূপে রাজ-নীতি, ভোগ-নীতি, দেশ-নীতি, সমাজ-নীতি, সভ্যতা-নীতি প্রভৃতি যাহা জগতে প্রচলিত ও প্রসারিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃত সমাজ-মঙ্গলের সেতু নহে, উহা সমাজধ্বংসেরই আপাত-উত্তেজক প্রজল্প বল্প। ঐ সকল প্রজল্প-বিবাদ-নীতি হইতে সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ থাকিয়া সর্ব্বদেশ-কাল-পাত্রের একমাত্র অব্যর্থমঙ্গলময়ী ভগবৎসেবা-নীতি প্রচারই শ্রীগৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য; ইহা শ্রীল প্রভুপাদ বহু বিচার-দ্বারা উপস্থিত করিলেন। পৃথিবী-পর্য্যটক এবং শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের আনন্দ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। পৃথিবী-পর্য্যটক বলিলেন যে, তিনি আজ এমন অনেক নূতন সুচিন্তিত ও যুক্তিপূর্ণ তত্ত্বের কথা শুনিতে পাইলেন, যাহা তিনি তাঁহার পৃথিবী-পর্য্যটনকালে কোনও মনীষীর নিকট শ্রবণ করিবার অবসর পান নাই। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণী সত্য-সত্যই পৃথিবী পর্য্যটককে নূতন আলোক প্রদান এবং তাঁহার পর্য্যটনের সার্থকতা-সাধন করিয়াছে, ইহা তিনি জানাইলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সেই দিবসই অন্যত্র চলিয়া যাইতেছেন, সুতরাং তাঁহারা আরও কয়েক দিবস শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে ঐ সকল অমূল্য উপদেশ শ্রবণ করিয়া বিশেষ লাভবান হইতে পারিতেন, এজন্য তাঁহারা খেদ প্রকাশ করিলেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ঐ দিবস সন্ধ্যায় ৯ই অক্টোবর (১৯০১), ২২শে আশ্বিন (১৩০৮) শুক্রবার রাত্রিতে বোম্বে মেইলে ভক্তবৃন্দসহ শ্রীপ্রয়াগ ধামে যাত্রা করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি. এ, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ভক্তিবিনোদ, শ্রীযুক্ত গোপাল-চন্দ্র ভক্তিরত্ন, শ্রীসজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী এবং অন্যান্য কতিপয় ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দ। শ্রীধাম-প্রয়াগবাসী আমাদের সতীর্থ, শুদ্ধ-বৈষ্ণবে বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত, পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র সেন মহোদয়ের বিশেষ প্রার্থনা ও আগ্রহাতিশয্যে

প্রয়াগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভূমি-প্রদাতা পরমভাগবত শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র সেন

সপার্ষদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সেই প্রত্যুষের গৌরাঙ্গধ্যানে পূর্ণরূপে ভক্তকে অনির্ব্বচনীয় অনুকম্পামৃতে অভিষিক্ত করিবার জন্য তাঁহার ২৮নং বাইকারাগাছা ভবনে পদার্পণ-পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। সপরিবারে শ্রীযুক্ত গণেশ বাবুর গুরু-বৈষ্ণব-সেবার আদর্শ অনুপমেয়। আমরা শুনিয়া আরও আনন্দিত হইলাম যে, তিনি শ্রীপ্রয়াগধামে শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠের জন্য একটি স্থায়ী বিস্তৃত ভূখণ্ড-প্রদানে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। সর্ব্বতোভাবে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাই যে গৃহস্থের মূলধর্ম্ম, ইহা আমরা গণেশ বাবুর আদর্শে প্রকাশিত দেখিতে পাইতেছি। গুরু-বৈষ্ণব-সেবাহীন ব্যক্তি গৃহমেধীর আশ্রয় লইয়া কেবল উত্তরোত্তর অশান্তির রাজ্য অধিকার করিয়া থাকে, আর গুরুসেবৈকনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ গৃহস্থাদি যে কোনও আশ্রমের বাহ্য পোষাকে থাকুন না কেন, তাঁহারাই সর্ব্বলোক-পূজ্য এবং শ্রীভগবানের অতীব প্রিয় ও আত্মীয় বলিয়া গৃহীত হন।

শ্রীযুক্ত গণেশবাবু এবার শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালেও হরিকথা শ্রবণ এবং সৎশিক্ষা-গ্রহণীয় সেবায় বিশেষ উৎসাহ ও প্রযত্নের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

গত ১১ই অক্টোবর কটক রেভেন্স কলেজের অধ্যাপক-বর শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, ভক্তিপ্রদীপক, 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ও শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী হাওড়া মিলী এক্সপ্রেসে কলিকাতা হইতে রওয়ানা হইয়া ১২ই অক্টোবর প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছেন।

ঐ দিবস অপরাহ্ণ (১২ই অক্টোবর ১৯৩১) সোমবার ৪ ঘটিকার সময় এলাহাবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চেন্সলার

শ্রীপঞ্চসখীবৃন্দ শ্রীপ্রয়াগধামে সপার্ষদ ও বিদূষক শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গঙ্গানাথ ঝা, এম, এ, ডি, লিট্ মহোদয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণার্থ আগমন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ "বেদান্ত-বিচারে বৈষ্ণব-দর্শন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচারের বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে কিছুকাল শ্রীহরি-কথা কীর্ত্তন করেন। মহামহোপাধ্যায় ডক্টর ভাইস্‌চেন্সলার মহাশয় বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করেন। ঐসকল কথা বিস্তৃত-ভাবে পরবর্ত্তীকালে প্রকাশিত হইবে। যে-কালে মহা-মহোপাধ্যায়ের নিকট শ্রীল প্রভুপাদ হরি-কথা কীর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময়ে এলাহাবাদ ডিভিসনের কমিশনার মিঃ বিনায়ক নরহরি মেটা, আই, সি, এস, মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার-বাণী-সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। শ্রী

প্রভুপাদ মহাশয়ে শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবরাজ-[illegible] কীর্ত্তন করেন।

রাত্রি ৮ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশে শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় "প্রয়াগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা"-সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দজী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

গত ১৩ই অক্টোবর (১৯৩১) মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকার সময় বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ এলাহাবাদ মায়োরেজনী-ইণ্টারমিডিয়েট্ কলেজের প্রাঙ্গণে "Eternal Harmony and how to achieve it"—"নিত্য চিরৈক্যতান এবং তাহা প্রাপ্তির উপায়"-সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় একটি শ্রোতৃ গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার সভাপতিরূপে এলাহাবাদ হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি মিঃ নিয়ামতুল্লা খাঁ এট্ ল মহোদয় সাগ্রহজনীন শ্রীচৈতন্য-বাণী শ্রবণ করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-বাণী জাতিবর্ণধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলেরই শ্রবণের অধিকার আছে, ইহা আমরা শ্রীচৈতন্যদেব ও তদনুগতজনগণের আচার-প্রচারের সর্ব্বত্র দর্শন করিতে পারি। শ্রীচৈতন্যদেব 'অমানী' ও 'মানদ' হইয়া এই শ্রীচৈতন্যবাণী—শব্দব্রহ্মের কথা জগতের সকলের নিকট কীর্ত্তন করিবার আদেশ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং এই বাণী তাঁহার গৃহস্থ-লীলায় তদানীন্তন নবদ্বীপের শাসনকর্ত্তা ভিন্ন-সমাজের চাঁদকাজীকে—সন্ন্যাস-লীলার পরে গৌড়ের বাদসাহ হুসেন সাহকে—শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রয়াগ যাইবার পথে জনৈক পাঠান সৌদাগর, বিজলী খাঁ প্রভৃতিকে মান-দান করিয়া হরিকথা শ্রবণের সুযোগ দিয়াছিলেন। জাগতিক জন্ম-ঐশ্বর্য্য শ্রুত-শ্রীতে প্রমত্ত ব্যক্তিগণের কর্ণে হরিকথা প্রবিষ্ট করাইবার কৌশলক্রমে শ্রীচৈতন্যদেব প্রচারকগণের পক্ষ হইতে যে 'মান-দান' করিবার ও তাঁহাদিগকে 'অমানী' হইবার উপদেশ দিয়াছেন, তাহা পালন করিয়া শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রচারকগণ জগতের সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্য-বাণী বিস্তার করিয়া থাকেন।

মাননীয় বিচারপতি মহোদয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-হৃদয় বন মহারাজের প্রমুখাৎ শ্রৌত শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দপ্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সভাস্থলীতে ইংরেজী ভাষায় বলিয়াছেন,—"শ্রীগৌড়ীয়মঠ একটি সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের প্রচারবার্ত্তা সার্ব্বজনীন; ইহাতে কোনও প্রকার জাগতিক বা ভৌম দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্র নাই। এই প্রতিষ্ঠানের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সকলেই তাঁহাদের পারমার্থিক জীবনে প্রচুর লাভবান্ হইতে পারেন। স্বামিজী মহারাজ অদ্য যে অতীব পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিলেন, তাহাতে পারমার্থিক জগতের অনেক অভিনব সন্দেশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্বামিজীর বক্তৃতার প্রধান মূল্য ও বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি বিশেষ কঠিন ও সুসূক্ষ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও ইহা এরূপ হৃদয়গ্রাহী করিয়া সাধারণ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তাহাতে ঐরূপ সুকঠিন বিষয়ও প্রাঞ্জল হইয়াছে। স্বামিজী মহারাজ যে-সকল উদাহরণের দ্বারা তাঁহার বক্তব্য বিষয়টি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই অতীব হৃদয়-গ্রাহী ও পরম সুন্দর। ভৌমজগতের অনুরাগ যাহা বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মসর্ব্বস্ব ও একমাত্র লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া এই প্রতিষ্ঠান এরূপ ভীষণ যুগেও যে বার্ত্তা প্রদান করিবার জন্য এরূপ অনবদ্য আয়োজন করিয়াছেন, তাহাতে যে বাস্তব নিত্য ঐকান্তান-প্রতিষ্ঠার সুদৃঢ় সোপান নির্ম্মিত হইবে, এবিষয়ে জগতের প্রসিদ্ধ যে কোনও নিরপেক্ষ ধর্ম্মাচার্য্যগণের মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। আমি স্বামিজী মহারাজকে ব্যক্তিগত-ভাবে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি এবং সাধারণের পক্ষ হইতেও তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমি আশা করি, স্বামিজী মহারাজ যে-সকল উপদেশ দিলেন, তাহা সকলেই তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য স্মরণ রাখিবেন এবং নিজ-নিজ জীবনে পালন করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইবেন। আমার দৃঢ় আশা, এই সকল উপদেশ সামাজিক-জীবনে পালিত হইলে নিশ্চয়ই নিত্য ঐক্যতান—যাহা আমাদের লক্ষ্য, তাহা অচিরেই প্রকাশিত হইবে।"

এলাহাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও কালেক্টর মিঃ W. F. Maple. I. C. S. ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-হৃদয় বন মহারাজের নিকট শ্রীচৈতন্য-বাণী শ্রবণ করিয়া তাহা প্রচারার্থে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রত্যহ উপস্থিত শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের

নিকট শ্রীচৈতন্য-শিক্ষার কথা অধিপ্রাণতাবে কীর্ত্তন করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরূপশিক্ষা-পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়-মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ প্রভৃতি প্রচারকবৃন্দ শ্রীসনাতন-শিক্ষাকথা শ্রীবারাণসী-ধামে সনাতনী শুদ্ধভক্তির কথা এবং বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তি-সিদ্ধান্ত প্রচার করিতেছেন। কাশীধামে একদিকে মায়াবাদের হলাহল-তরঙ্গিনী, অপরদিকে মহামায়ার মায়ামোহন চিন্তাস্রোত সবিস্ত্র স্থাপন করিয়া প্রবাহিত। কিন্তু আজ পুনরায় শ্রীচৈতন্য-শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী-গঙ্গার প্লাবনে অকপট সত্যানুসন্ধিৎসুগণের হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যশক্তিরূপে শ্রীচৈতন্যদেবের অবির্ভাব-কালের স্মৃতির উদ্দীপনা করিয়া দিতেছে। গৌড়ীয়-সম্পত্তি শ্রীমদ্ভক্তি-সারঙ্গ-গোস্বামী প্রভু বিকৃত বেদান্ত-বিতর্ক কাশীক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য-বাণী-গঙ্গা বিস্তার করিয়া শুদ্ধবেদান্ত-সার-সুধা-সুরধুনী প্রবাহিতা করিবার জন্য বিপুল প্রযত্ন করিতেছেন।

আচার্য্যানুগমনে

শ্রীকাশীধামে

কাশীধাম শ্রীসনাতন-শিক্ষা বা সদ্বস্তু-জ্ঞানের ক্ষেত্র। কলিদুষ্পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কাশীতে শ্রীসনাতন-শিক্ষার মধ্যে সর্ব্ববিধ শাস্ত্রীয় বিবাদ ও পর্য্যবিতণ্ডা এবং সর্ব্বপ্রকার সমস্যার মূল মীমাংসা তথা সর্ব্ববিধ সাধ্বত স্বার্থনিক সিদ্ধান্তের চিৎসমন্বয় করিয়াছেন। সেই শ্রীচৈতন্য-সনাতন-বাণীই কাশীধামে এবং উত্তরপশ্চিম প্রদেশে পুনঃ প্রচারার্থ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বারাণসীতে শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ সংস্থাপিত হইয়াছে।

গত ২৯শে কার্ত্তিক (১৩৩৮), ১৬ই অক্টোবর (১৯৩১) শুক্রবার হইতে কাশী-মঠের উৎসব আরম্ভ হয়। ঐ দিবস শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তদনুগামি-ভক্তবৃন্দের সহিত প্রভাগধাম হইতে প্রাতঃ ৭টা-১০ মিনিটে বি, এন, ডব্লিউ রেলওয়ের গাড়ীতে যাত্রা করিয়া বেলা ১১টা-১০মিনিটে বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্টে পৌঁছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কাশীবাসী সজ্জন ব্যক্তিগণ শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়-মঠের সেবকবৃন্দের সংকীর্ত্তন-সঙ্ঘকে অগ্রণী করিয়া ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেসনে উপস্থিত হন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু এবং কাশীর সাধারণ সজ্জনবৃন্দ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে পুষ্প-মাল্যাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া অভ্যর্থনা করেন। কাশীবাসী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব এবং প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত মনোহর দাস, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মল্লিক, শ্রীযুক্ত কেশবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সম্ভ্রান্তব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ষ্টেসনে আগমন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের অভ্যর্থনা-সংকীর্ত্তনানুগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যকে মহামান্য কাশী-নরেশ তাঁহার "মিণ্ট্-প্যালেসে" (Mint Palace) বাসস্থান প্রদান করিয়াছিলেন। মহামান্য কাশী-নরেশের সুযোগ্য প্রাইভেট সেক্রেটারী রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ললিত-মোহন সেন রায় মহাশয়ের সৌজন্যও এস্থলে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

ক্যাণ্টনমেণ্ট রোডে সাধারণতঃ বাদ্যাদির সহিত সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-বিজয়ের অনুমোদন নাই। কিন্তু ক্যাণ্টনমেণ্টের অধ্যক্ষ ক্যাণ্টনমেণ্ট রোডের উপর দিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-বিজয়ের অনুমোদন করিয়া বিশেষ সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন।

কাশী-নরেশের মিণ্ট্-প্যালেসটি ক্যাণ্টনমেণ্ট রোডে অবস্থিত একটী সুবৃহৎ ও সুসজ্জিত অট্টালিকা এবং

ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত। মিন্ট-প্যালেসের গায়ে প্রস্তরফলকে নিম্নলিখিত ইতিহাস খোদিত রহিয়াছে—

This House was built as a Mint in 1820—1827 from the designs of James Prinsep, the celebrated antiquarian who resided in it till the Benares Mint was abolished in 1830. It was used as a place of refuge by the European inhabitants of Benares in June and July 1857.

সেই দিবস (১৩ই অক্টোবর, ১৯৩১) রাত্রের গাড়ীতে এলাহাবাদ-বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের রিসার্চ স্কলার (Research Scholar) শ্রীযুক্ত আইশ্বিহারী কপূর এম, এ শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের সহিত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য এলাহাবাদ হইতে কাশিতে আগমন করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রয়াগধামে অবস্থানের কয়েক দিবস হইতেই মিঃ কপূর প্রত্যহ জিজ্ঞাসু হইয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতেছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের আগমন-বার্ত্তা কাশীর "To day", "হুরে", "আজ" প্রভৃতি দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্রে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যের সহিত প্রচারিত হইয়াছে।

৩০শে আশ্বিন, ১৭ই অক্টোবর প্রাতে কতিপয় উত্তর-পশ্চিম-দেশবাসী বিশেষ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য আগমন করেন। ঐ দিবস বেলা প্রায় ১১ঘটিকার সময় মহামান্য কাশী-নরেশের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী মাননীয় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ললিত-মোহন সেন রায় মহাশয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থ আগমন-পূর্ব্বক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে আচার্য্যোচিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়-মঠের উৎসব-উপলক্ষে কাশীর বাঙ্গালীটোলা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ১লা কার্ত্তিক ১৮ই অক্টোবর মহামায়ার সপ্তমী পূজা-দিবস হইতে ৩রা কার্ত্তিক ২০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত শুদ্ধ হরিকথা আলো-চনার ব্যবস্থা রায় বাহাদুরের উদ্যোগেই সাধিত হইয়াছিল। তিনিই উক্ত তিন দিবসের সভার বিজ্ঞাপন প্রচার-পূর্ব্বক কাশীবাসী সাধারণকে ঐ সভায় যোগদানার্থ আহ্বান করেন।

রায় বাহাদুর শ্রীল প্রভুপাদের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলেন, "আমরা কাশীবাসী হইলেও আপনার ন্যায় মহতের দর্শন, বিশেষতঃ আপনার নিকট হইতে হরিকথা শ্রবণ করিবার সুযোগ আমাদের পক্ষে বিশেষ দুর্লভ। আপনি কৃপা পূর্ব্বক পদধূলি দানে সভা কৃতার্থ করিলে আমরা সকলেই বিশেষ আনন্দিত হই।" শ্রীল প্রভুপাদ রায় বাহাদুরের আন্তরিক প্রার্থনা স্বীকার করিয়া বাঙ্গালীটোলা হাই স্কুলের প্রাঙ্গণের সুবিস্তৃত সভা-মণ্ডপে ১লা কার্ত্তিক, ১৮ই অক্টোবর অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তৎপূর্ব্বদিবস ৩০শে আশ্বিন, ১৭ই অক্টোবর অপরাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ এবং কাশীবাসী সজ্জনবৃন্দের নিকট "সনাতন-শিক্ষা"-সম্বন্ধে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী-টোলা হাইস্কুলের প্রাঙ্গণে ১লা কার্ত্তিকের (১৩৩৮) সভার সভাপতি-প্রবরের আদেশানুসারে বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ ও তৎপরে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ "সনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তৎপরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সভাপতির অভিভাষণে বৈকুণ্ঠগুরু অবিমিশ্র, শ্রৌত কৃপানুগ পরিচয় প্রদান-পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বিষয়ের অবতারণা করিয়া প্রায় ২ ঘণ্টা কাল বক্তৃতা প্রদান করেন। সনাতন ধর্ম্ম, সনাতন পুরুষ, বিভিন্ন মতবাদীর সনাতন ধর্ম্মের অশ্রৌত ও শ্রৌত-ক্রম ধারণা, পুরুষোত্তম সনাতন বস্তুর শক্তিমত্তা, বাস্তব-বস্তু-নির্দ্দেশ ও নিরূপণ, বস্তু ও শক্তি-বিচার, বস্তুর পূর্ব্বে 'বাস্তব' বিশেষণ প্রয়োগের সার্থকতা, প্রকৃতি-প্রসূত—প্রাকৃত বস্তু এবং অপ্রাকৃত বাস্তব বস্তুর পার্থক্য, শক্তি-দ্বারা বস্তু-পরিচয়, নিঃশক্তিকের পরিচয়-হীনতা, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের ত্রিপুটি-বিনাশ, বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত-বৃত্তি ও অন্তঃ-প্রজ্ঞা-চালিত বৃত্তি, 'অধ্যাসবাদ', চতুঃশ্লোকী ভাগবতের 'ঋতেঽর্থং' শ্লোক-বিচার, 'আভাস' ও 'তমঃ' শব্দের বিস্তৃত ব্যাখ্যা, অবিদ্বদ্রুচি ও বিদ্বদ্রুচি, ভাগবতীয় "সত্যং বিশুদ্ধং" শ্লোকের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা, "যাম্যা যেন সদা নিরস্ত-কুহকং সত্যং পরং ধীমহি" শ্লোকের তাৎপর্য্য, 'মায়াধীশ' ও 'মায়াবশযোগী'র পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য-বিচার, ভগবদ্ভক্তির বস্তুর সেবাই সনাতনধর্ম্ম বা অসনাতন ধর্ম্ম, 'ত্রিসর্গ' ব্যাখ্যা, কেবল চেতন ও মিশ্র চেতন, জগতের একমাত্র গুরু বিশ্বনাথ, তাঁহার ভগবদ্ভক্তির বিচার, ব্রহ্মাণ্ড-বিধাত্রী ও প্রকৃতি মহা-মায়ার কার্য্য, ব্রহ্মা ওতাতোধরী—বিশ্বমোহিনী, উন্মুখ-সহায়কারিণী চিৎস্বরূপ শক্তির স্বরূপ, "ধনং দেহি, মনোরমাং

তার্থাং দেহি", অন্যদিকে শ্রীগৌরসুন্দরের "নদনং ন জনং ন সুন্দরীং", "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকের শিক্ষা, অনাদ্য প্রতীতিতে জাগতিক বস্তুর শ্রেষ্ঠতা বিচার, আত্মার অস্তিত্বানে উহাদের অপ্রয়োজনীয়তা, বহির্মুখতা হইতে কখন ও ভোগাকাঙ্ক্ষা, কখন ও ভোগে অতৃপ্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়া ত্যাগাকাঙ্ক্ষা, আবার ত্যাগী হইয়া বিশ্বামিত্রের মেনকা-দর্শনে পতন, বিনষ্ট বাধাগ্রহ, প্রকৃতিলয়, বৌদ্ধধর্মের বিচার-প্রণালী, বুদ্ধদেব, জয়দেবের বুদ্ধস্তব, বৈদিক যজ্ঞ প্রণালীতে পশুবধ-অনুমোদনের তাৎপর্য্য, শ্রীমদ্ভাগবত, নারদসংহিতার শ্লোক-বিচার, কর্ম্মাগ্রহিতা, জ্ঞানাগ্রহিতা, যোগাগ্রহিতা, অন্যাভিলাষাগ্রহিতা, চিন্মাত্রবাদ ও চিন্বিলাস-সিদ্ধান্ত, প্রকৃতি ও প্রধান, শ্রৌতপ্রণালী, শ্রীজয়দেবের দশাবতার স্তবের বিশদ ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্যবর্ণন-মুখে-শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের অংশাংশিত্ব ও স্বয়ংরূপত্ব এবং শ্রীরাধা-গোবিন্দ-সেবা ও উন্নত-উজ্জ্বলরসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন ; লক্ষ্মণদেশিকের লক্ষ্মী-নারায়ণ-উপাসনা, আনন্দতীর্থের বালকৃষ্ণের উপাসনা-বিচার, শ্রীবিষ্ণুস্বামীর নৃপকান্তোপাসনা, শ্রীনিম্বার্কের কৃষ্ণশীল-উপাসনা, শ্রীবল্লভাচার্য্যের বাল ও কিশোর-গোপাল-উপাসনা, শ্রীজয়দেব, শ্রীচণ্ডীদাস, শ্রীবিদ্যাপতি, শ্রীজগন্নাথবল্লভনাটক ও শ্রীগৌরসুন্দরের অনর্পিতচর উন্নত-উজ্জ্বলরস-বিচার, শ্রীগৌরসুন্দর যাহাকে সনাতনধর্ম্ম বলিয়াছেন, তাহা শ্রীল বিশ্বনাথের "আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ" শ্লোকে প্রকাশিত, ব্রজবধূগণের বৃন্দাবনীয় কৃষ্ণোপাসনাই সনাতন ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা, তাহা কেবলমাত্র ভারতবর্ষীয় আস্তিকতামাত্রের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ হইবার কথা নহে, তাহা সার্ব্বজনীন আস্তিকতার শিরোমণি, কৃষ্ণভজনকারী ব্যক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা চতুর, বাদবাকী সকলেই অপেক্ষাকৃত মূঢ়। সাঙ্খ্যদর্শনসূত্রে 'ব্রহ্ম' শব্দের তাৎপর্য্য, ইতরযোগের শব্দ ও শব্দী এবং পরযোগের শব্দ ও শব্দীর বৈশিষ্ট্য ; শক্তিমান্ যখন স্বয়ং কর্ণে উপস্থিত হন, তখন অভিজ্ঞতা-বাদের আবর্জ্জনার অনায়াসে নীরসীকরণ উপস্থিত হয়, ঐতিহ্যের কৃষ্ণ, রূপক কৃষ্ণ, আধ্যাত্মিক কৃষ্ণ, চারিহস্তযুক্ত কৃষ্ণ, রাধাহীন কৃষ্ণকে দূরে দণ্ডবৎ এবং অন্যান্য দেবতাকেও সসম্মানে দূরতঃ দণ্ডবৎ করিয়া, অতি বিশুদ্ধ আত্মজগতের কথা—যেখানে পাপের কথা নাই, পুণ্যের কথা নাই, নিজের স্বার্থরূপ মুক্তির কথা নাই, যে কথায় সর্ব্বাকর্ষী কৃষ্ণকে সর্ব্বতঃ আকর্ষণ করে, সেরূপ কথাই বক্তার অনুক্ষণ সেবা ; পরমেশ্বরের মাতৃত্ব, পিতৃত্ব এবং পুত্রত্ব-বিচার ; পঞ্চবিধরস—মধুর রসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা, গোলোকের নিম্নার্দ্ধ ও ঊর্দ্ধার্দ্ধ, শ্রীগৌড়ীয় মঠের সৎশিক্ষা-প্রবর্ত্তনী, শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পঞ্চায়তনপূজাপবাদ-নিরাস ; যামুনাচার্য্য ও শ্রীরামানুজের বিচার, স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদ-রহিত ব্রহ্মবিচার, শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের আবশ্যকতা, চতুর্ব্বিধ আস্তিকতা ও চতুর্ব্বিধ নাস্তিকতা ; একম বাসুদেব, লক্ষ্মীনারায়ণ, সীতারাম, কক্ষিশীল উপাসনা, শ্রীরাধাগোবিন্দউপাসনা, শ্রীরাধাদাস্য-বিচার, ব্রজবনিতার বাক্যেই সনাতন ধর্ম্মের চরমকাষ্ঠা প্রভৃতি বিষয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বক্তৃতামুখে কীর্ত্তন করেন।

বিস্তৃত সভামণ্ডপে কাশীবাসী বহু শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, ঋষি, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, ভক্ত, সজ্জন ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মুখমণ্ডল দর্শন ও শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। কাশী-নরেশের প্রাইভেট সেক্রেটারী রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন রায় মহাশয়ও শেষ পর্য্যন্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ শ্রীনগর-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সন্ধ্যার পরে শ্রীমঠে উপস্থিত হইয়া ইষ্টগোষ্ঠী ও মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

২রা কার্ত্তিক, ১৯শে অক্টোবর সোমবার কাশী বাঙ্গালীটোলা স্কুলের হাতায় শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়-মঠের সভার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত সুখরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ও তদনন্তর বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ "সনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে দ্বিতীয় অভিভাষণ প্রদান করেন। বাগ্মীবর শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের উদ্দীপনাময়ী ও আলাময়ী প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা কাশীবাসী বহু শ্রোতাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। সকলেই বিশেষ কৌতূহল ও আনন্দঅভিব্যক্তির সহিত ঐ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ সে-দিন বক্তৃতা-মণ্ডপে উপস্থিত হন নাই। সেই দিবস অপরাহ্নে ডেপুটী আকাউন্টেন্ট্ জেনারেল অব্ বেঙ্গল শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অধ্যাপক শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর পূর্ব্ব বন্ধু। ভক্তিসুধাকর প্রভুও শ্রীল প্রভুপাদের

সহিত উপস্থিত ছিলেন। ভক্তিসুধাকর প্রভু বলিলেন, সে-দিন শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা বিশেষ উচ্চ গণিতশাস্ত্রের পরিভাষা-সমন্বিত ও উপমাবহুল হইয়াছিল। গণিত-শাস্ত্রের নানাবিধ উপমা-দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট বৈজ্ঞান-দার্শনিক সিদ্ধান্ত-সমূহ ব্যাখ্যা করেন। বসন্তবাবু একজন প্রবীণ সাহিত্যিক। সাময়িক মাসিক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত তাঁহার লেখনী সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত। বসন্তবাবুর সৌজন্য, হরিকথা-শ্রবণে সহিষ্ণুতা ও আচার্য্য-শ্রদ্ধা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা-শ্রবণে বসন্তবাবু এত আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, তৎপর দিবস তিনি অপরাহ্ণে প্রভুপাদের শ্রীমুখে পুনরায় হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের বাসস্থানে আসিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বসন্তবাবু সে-দিন "লীলা" সম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ তৎসম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন।

৩রা কার্ত্তিক ২০শে অক্টোবর মঙ্গলবার বাঙ্গালীটোলা হাই-স্কুলের প্রাঙ্গণে শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়-মঠের সভার তৃতীয় অধিবেশন হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়া সর্ব্বজনের হৃদয় আকর্ষণ করেন। সকলেই স্বামিজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া একবাক্যে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীনগর-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সেবকগণ শ্রীমঠে প্রত্যাবৃত্ত হন।

৪র্থা কার্ত্তিক ২১শে অক্টোবর বুধবার কাশী সনাতন-গৌড়ীয় মঠের সাধারণ মহা-মহোৎসব। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কাশী সনাতন-গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া হরিকথা কীর্ত্তন করেন। উৎসব-উপলক্ষে কাশীবাসী বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠে সমবেত হইয়াছিলেন। গৌরজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শুভবিজয়ে কাশীধামে গৌরলীলাস্মৃতি ও শ্রীসনাতন চৈতন্যবাণীর বন্যা পুনরায় উদ্বেলিত ও প্রবাহিত হইয়াছিল। সমবেত ব্যক্তিগণকে মধ্যাহ্ন কাল হইতে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

শ্রীপ্রয়াগ-প্রাপ্ত

শ্রীপ্রয়াগ-ধামস্থ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ পূর্ব্বে দারাগঞ্জ নামক পল্লীতে অবস্থিত ছিল। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ বর্ত্তমানে ৮ এ সাউথ মালাকা, এলাহাবাদ —এই ঠিকানায় ভবনে স্থানান্তরিত হইয়াছে। শ্রীমঠভূমটী সম্পূর্ণ নূতন এবং স্থানটি সহরের কোলাহল হইতে মুক্ত হইলেও সহরের সুন্দর স্থানেই অবস্থিত। মঠের ঠিক সম্মুখে উত্তর ও দক্ষিণ দুই দিকেই দুইটী পার্ক এবং চতুর্দ্দিক উন্মুক্ত। পার্কের পরেই প্রসিদ্ধ মিউয়েট্ রোড্।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই কার্ত্তিক (১৩৩৮) ২২শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার বেলা প্রায় ১০ ঘটিকার সময় মোটরে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু ও শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দের সহিত প্রয়াগ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠের নূতন ভবনে ১২টা-৫০ মিনিটের সময় পৌঁছিলেন। শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ভক্তিবিজয়, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন, শ্রীযুক্ত অরুণপদ ভাগবতাচার্য্য, শ্রীযুক্ত আশুবিহারী বসু, এম, এ; শ্রীসজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারীজী, শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারীজী ও শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রেসে রহিয়া গেলেন। তাঁহারা বৈকালে ৫টার পরে শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠে আসিয়া পৌঁছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ বন মহারাজের নিকট মহাশয় কাশী-নরেশ শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য বিষয়-সম্বন্ধে শ্রবণ করিবেন, এইরূপ পূর্ব্ব বন্দোবস্ত থাকায়

শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ একসঙ্গে সে-সময়ে প্রয়াগে আসিতে পারেন নাই। শ্রীপাদ বন মহারাজ বৈকালে ৪টার গাড়ীতে কাশী হইতে রওয়ানা হইয়া ৬টায় প্রয়াগ-মঠে আসিয়া পৌঁছেন। মহামান্য কাশী-নরেশ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন-মহারাজের মুখে শ্রীগৌড়ীয় মঠের সদাচারবাণী শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ কাশী হইতে সে-দিন প্রয়াগে উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

৬ই কার্ত্তিক, ২৩শে অক্টোবর সন্ধ্যাকালে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ বাংগলো 'শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে'র পূর্ব্বতন ভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীগৌর-বিনোদবিশেষগুলি দর্শন করেন। শ্রীযুক্ত আইন্‌বিহারী বসু এম,এ,মহাশয় অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণার্থ আগমন করেন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ সন্ধ্যাকালে কাশী হইতে শ্রীমঠে আগমন করেন।

৭ই কার্ত্তিক ২৪শে অক্টোবর শ্রীযুক্ত আইন্‌বিহারী বাবু ও এলাহাবাদ-প্রবাসী কয়েকজন ভদ্রলোক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিলেন।

৮ই কার্ত্তিক ২৫শে অক্টোবর প্রাতে দুই বন পার্শী সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক পুষ্পগুচ্ছসহ শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থ আগমন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সন্ধ্যাবেলা শ্রীযুক্ত আইন্‌বিহারী বাবুর সহিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ ভক্তিসুধাকর ভক্তি-শাস্ত্রী প্রভৃতি এবং গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, মহাশয় এলাহাবাদের পাব্‌লিক্ লাইব্রেরীতে 'মথুরা ও ব্রজমণ্ডল' সম্বন্ধে কতিপয় গ্রন্থ অনু-সন্ধান ও আনয়নের জন্য গমন করেন। এই লাইব্রেরীতে শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থাবলীর অনেকগুলিই আছে। শ্রীল জয়-কৃষ্ণদাসের "ভাষ্যসূচনা" গ্রন্থখানা লাইব্রেরীর সংস্কৃত গ্রন্থ-বিভাগে রহিয়াছে। ৮ই কার্ত্তিক সন্ধ্যায় 'ভবরাজ আশ্রমে' ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ বহু শ্রোতার সম্মুখে শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা করেন।

১১ই কার্ত্তিক, ২৮শে অক্টোবর বুধবার হইতে প্রয়াগ-শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণার্থ স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ভদ্রলোক প্রত্যহই উপস্থিত হইতেছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অনুক্ষণ অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তনের দ্বারা কুতর্কবহুল বাবতীয় অশ্রৌত মতবাদ-সমূহ নিরাস করিয়া শ্রীরূপানুগ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের সৌষ্ঠব প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ প্রয়াগ-প্রবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ দে মহাশয়ের নিজস্ব-রোডস্থ ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্যে গুরুদ্বারী শ্রীসঙ্কীর্ত্তনানন্দজী সুললিত সংকীর্ত্তনের দ্বারা সর্ব্বজনকে আকর্ষণ করেন।

শ্রীল ভক্তিদয়িত গোস্বামী প্রভু শ্রীরূপপ্রভুর কৃপাপ্লাবন-ক্ষেত্র অভিনব পীঠ শ্রীপ্রয়াগধামে শ্রীরূপানুগবর আচার্য্য-দেবের মনোহভীষ্ট সংস্থাপনার্থ অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার চেষ্টায় বহু বহু ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীরূপ-গৌড়ীয়গণের সেবা-নিষ্ঠার-সৌষ্ঠবের বার্ত্তা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

প্রয়াগ-প্রবাসী ওকৌঁকৈঙ্কর-সেবাপরায়ণ পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত গবেশচন্দ্র দেব মহোদয় সপরিবারে শুদ্ধ-গৌরাঙ্গ-মনোহভীষ্ট-প্রচারের সহায়তা করিয়া আদর্শ গৃহস্থের কৃত্য প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার সেবাবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

প্রয়াগ-প্রবাসী শ্রীযুক্ত রাধারমণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠের ভূমি সংগ্রহের জন্য ও উৎসবের বিভিন্ন সেবাকার্য্যে বিশেষ যত্ন করিতেছেন। বৈষ্ণবগণের প্রতি তাঁহার প্রীতিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ-পুরী মহারাজ প্রভৃতি প্রচারব্রতস্থ ও শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-মনোহভীষ্ট-প্রচারে বিশেষ যত্ন করিতেছেন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

শ্রীগৌড়ীয় মঠের নবনিকা-প্রদর্শনীতে ভারতের বিভিন্ন স্থানের বহু মহদ্ব্যক্তি অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য প্রদান, কেহ বা প্রদর্শনার্থ দ্রব্যাদি সাময়িকভাবে প্রদান করিয়া বিশেষ সৌহৃদ্যের পরিচয় দিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে যথাবিহিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। মাদ্রাজ ওতারাসিয়ার শ্রীযুক্ত আর সুন্দরম্ শ্রীমদ্ভাগবত-প্রকাশিত কৃতমালা পদ্মিনীর পুণ্যজল ও অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য চিত্রপট এবং শ্রীনাকিদেবী শ্রীসুবর্ণেশ্বরের মন্দিরে ব্যবহৃত নানা-প্রকার দ্রব্য ও প্রসাদ-নির্ম্মাল্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিরুপতি শ্রীবালাজী-মন্দিরের মহামান্য মহান্ত মহারাজ শ্রীবালাজীর আদেশ্য, প্রসাদ-নির্ম্মাল্য এবং বিভিন্ন দ্রব্যাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন। ত্রিভাঙ্কুর হইতে শ্রীযুক্ত পি, এম্, অনন্তনারায়ণ আয়ার মহোদয় অনন্তশয়ন শ্রীপদ্মনাভ-স্বামীর তুলসীহার, তুলসী-চন্দন-প্রসাদ প্রেরণ করিয়া-

ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি শ্রীরঙ্গনাথজীর প্রসাদ এবং শ্রীকাবেরীর বালুকা, জল, ভারত-মহাসাগরের পবিত্র জল এবং শ্রীজনার্দ্দনের প্রসাদ-নির্ম্মাল্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। মদুরাকোট হইতে শ্রীযুক্ত পি, জি, স্বামী আয়ার শ্রীরামেশ্বর-মন্দিরের আলেখ্য, শ্রীরামেশ্বরলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা, শ্রীরামেশ্বর দেবতা, শ্রীরামেশ্বর-মন্দিরের তৃতীয় প্রাকার, মদুরাকোটি-সেতু সমুদ্রের জল, কোটিতীর্থ ও রামেশ্বর তীর্থের জল, রামেশ্বরের বিভূতি, রামেশ্বর-মন্দিরের ধূলি, কুঙ্কুম, মদুরাকোট সেতুর ধ্বজা, নিশান প্রভৃতি প্রেরণ করিয়াছিলেন। বিষ্ণুকাঞ্চী হইতে শ্রীযুক্ত কে, রাম লিঙ্গম্ বিষ্ণুকাঞ্চীর শ্রীবরদরাজ দেবমন্দিরের প্রসাদ, নির্ম্মাল্য, মন্দিরের মৃত্তিকা ও তীর্থ-জল এবং শিবকাঞ্চী একাম্রেশ্বর-মন্দিরের প্রসাদ-নির্ম্মাল্যাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গম্ হইতে শ্রীযুক্ত এস, কে শ্রীনিবাস আয়ার শ্রীরঙ্গনাথজীউর আলেখ্য, নির্ম্মাল্য, প্রসাদ ও মহাপুণ্যা কাবেরী নদীর জল প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজমহেন্দ্রীর কলিশন এজেন্ট কে, রামচন্দ্র রাও মহাপুণ্যা গোদাবরী নদীর জল, বালুকা, গোপালক্ষেত্রের জল, কোটিলিঙ্গক্ষেত্রের জল, শ্রীগোপালজীউ ও মহালক্ষ্মীউর প্রসাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্রীধাম-বৃন্দাবন ও শ্রীমথুরা হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দ শ্রীযমুনার চব্বিশ ঘাটের জল ও মৃত্তিকা, ধ্রুবটিলা, ঋষিটিলা, কলিটিলা, বালিটিলা, কংসটিলা, অম্বরীষটিলা, হনুমানটিলা, গতশ্রমটিলা প্রভৃতির ধূলি, বাদল-বনের ধূলি ও তুলসী-পুষ্পাদি, শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, শ্রীযমুনা কচ্ছপির জল, শ্রীগোবর্দ্ধনশিলা, গোস্বামী ও আচার্য্যগণের সমাধির রজঃ এবং নানা প্রকার প্রসাদ-নির্ম্মাল্য, ভগবৎসেবোপকরণ প্রভৃতি প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শঙ্কর নারায়ণ আয়ার শ্রীনারায়ণ-সহিত শ্রীরামানুজের শ্রীমূর্ত্তি এবং তামিল ভাষায় রচিত কতিপয় দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। মাদ্রাজের শ্রীমন্ত-সজ্জ বহু দুষ্প্রাপ্য চিত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠের স্থায়ী চিত্রশালার জন্য প্রদান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নরহরি ভট্ট তাঞ্জোরের কাবেরী নদীতে লোকনাথের স্নানের চিত্র, মায়ুরা মন্দিরের চিত্র, কৃষ্ণনদী এবং কালহস্তীর মন্দির ও নদীর চিত্র প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত পি, বিজয়রঙ্গ পিল্লাই পেরেম্বদুরের শ্রীরামানুজাচার্য্যের শ্রীমূর্ত্তির প্রতিচিত্র, শ্রীগোদাদেবী, শ্রীমধ্বাচার্য্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য এবং আরও কতকগুলি শ্রীমন্দির ও আচার্য্যগণের দুষ্প্রাপ্য চিত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি তামিল ভাষায় রচিত শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের আরও কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থও প্রেরণ করিয়াছিলেন। আদিকেশবের শ্রীমন্দিরের প্রসাদ ও রজঃ প্রদর্শনীতে প্রেরিত হইয়াছিল। শ্রীনৈমিষারণ্য, শ্রীকুরুক্ষেত্র, শ্রীপ্রয়াগধাম, শ্রীকাশীধাম প্রভৃতি হইতে বহু বহু দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য আসিয়াছিল। শ্রীধাম বৃন্দাবন ও শ্রীক্ষেত্র হইতে নানাপ্রকার পূজার-উপকরণ, পুরী হইতে শ্রীজগন্নাথের বাবতীয় প্রসাদ, নির্ম্মাল্য, আলেখ্য প্রভৃতি গৌড়ীয়মঠের প্রদর্শনীতে আসিয়াছিল। ঢাকার নিত্যানন্দ-বংশের শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় ও তৎপুত্র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ গোস্বামী মহাশয় শ্রীরাধাগোবিন্দের একটি সুপ্রাচীন চিত্রপট এবং ঢাকা বলগোলানিবাসী পরম-ভাগবত, ভক্তবান্ধব, সুজনপ্রিয় শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস উকিল মহাশয় অনেকগুলি দুর্লভ চিত্র ও দ্রব্য প্রদান করিয়াছিলেন। ঢাকা করিমাবাদ কৈলাস আর্টষ্টুডিওর স্বনামধন্য স্ব-ঘোষণ শ্রেষ্ঠচিত্রশিল্পী কৈলাসচন্দ্র আচার্য্য মহাশয়ের সুযোগ্য জ্যেষ্ঠপুত্র অনেকগুলি মূল্যবান তৈলচিত্র প্রদর্শনীর জন্য প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রদর্শনীতে একটি দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খও জনৈক ভক্ত প্রদান করিয়াছিলেন। ঢাকা নবাবপুরের শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসাক এবং গোয়াইলারানিবাসী বসাকবংশীয় জনৈক সজ্জন ব্যক্তি অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন চিত্রপট প্রদান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ইংরাজী ভাষায় অনূদিত সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ইটালী ভাষায় লিখিত ও ইংরেজী অক্ষরে মুদ্রিত শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী, ত্রিপুরার মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী স্বনামধন্য রায়বাহাদুর ঘোষ মহাশয়ের গ্রন্থাগারের কতিপয় ভক্তিগ্রন্থ এবং অন্যান্য বহু স্থান হইতে সংগৃহীত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীপদ্মপুরাণ, শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রের সুপ্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিও পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্নস্থান হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংশিক্ষা-প্রদর্শনীতে আসিয়াছিল। বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাচীনক, দোলা, সিংহাসন, বস্তিকাবন, মঙ্গলঘট প্রভৃতিও প্রদর্শনীতে আসিয়াছিল। কলিকাতা বাগ্‌বাজারের শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এম, আর, এ, এস্ মহাশয় কতিপয় সুন্দর তৈলচিত্র ও আলেখ্য শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রদর্শনীতে প্রদান করিয়াছিলেন। ভারতের বিভিন্ন-স্থান এবং ভারতের বহির্ভাগ হইতেও অনেক বৈষ্ণব-বৈষ্ণবোপকরণ শ্রীগৌড়ীয় মঠের সংশিক্ষা-প্রদর্শনীতে আসিয়াছিল। যে-সকল সজ্জন ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয় মঠের সংশিক্ষা প্রদর্শনীতে ঐ সকল বস্তু সাময়িকভাবে প্রেরণ, প্রদান বা চিরতরে দান করিয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বৈষ্ণব-প্রচারে সহায়তা করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পক্ষ হইতে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

এলাহাবাদপ্রবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দেব মহাশয় এইসকল দ্রব্যভাণ্ডারের প্রদর্শনীর রক্ষণাবেক্ষণ-কার্য্যে যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও দক্ষতার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সহস্রমুখে প্রশংসনীয়।

বিভিন্ন দেশের যে-সকল সাময়িক পত্র এই সার্ব্বজনীন সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর বার্ত্তা প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণকে সংশিক্ষা-গ্রহণে আকৃষ্ট করিয়াছেন, আমরা সেই সকল সংবাদপত্রের কর্ত্তৃপক্ষ ও পরিচালকবর্গকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

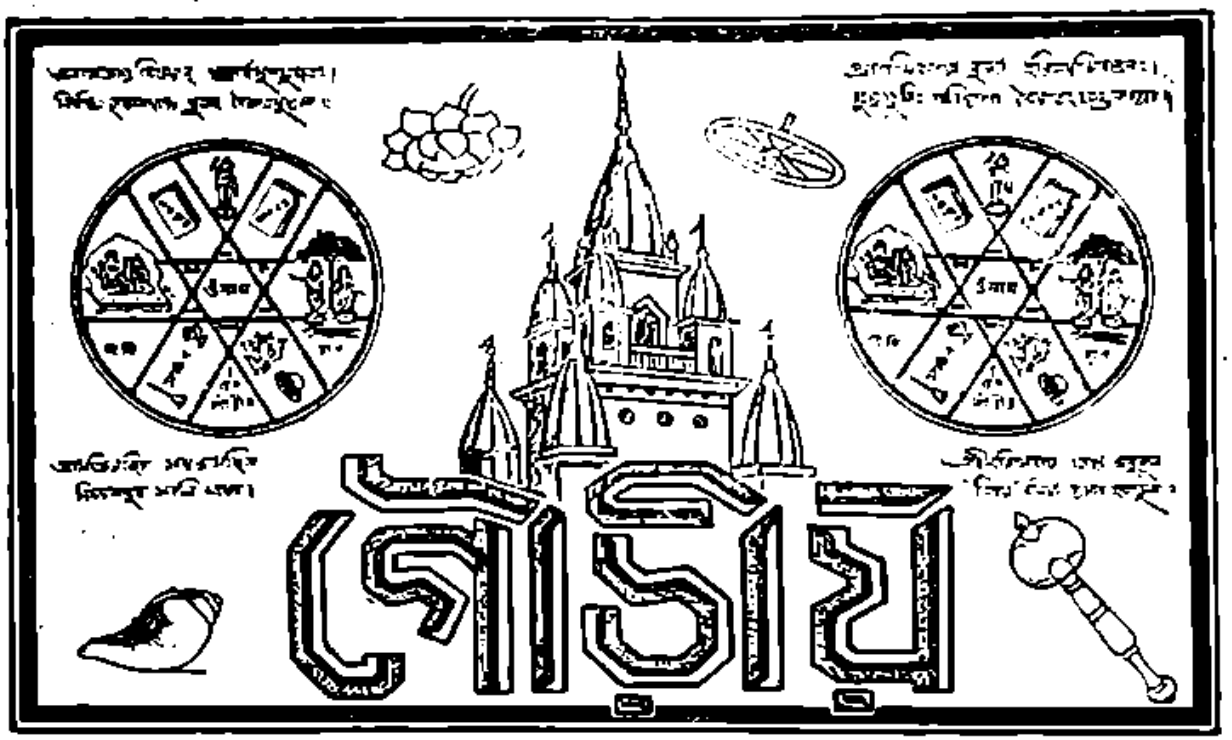

১০ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২৮শে কার্ত্তিক শনিবার, ১৩৩৮ ; ১৪ই নবেম্বর ১৯৩১ | ১৪শ সংখ্যা

"ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার অধিকারী কে ?"

"গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্য সিদ্ধ করি মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্র-সুত-পাশ।
গৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস।"

ভাগ্যহীন কলিজীব আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি ভাগবতের একটি বাণীতে—"কলিযুগে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের মহদ্‌গুণ কলির সকল দোষ শুদ্ধ করিয়া দিয়াছে।" কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যে অবিকৃত কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের কথা জগৎকে জানাইয়াছেন, সেই কীর্ত্তনের যোগেই শ্রীবিগ্রহের সেবা, সেই কীর্ত্তনের যোগেই শ্রীহরি-জনগণের সেবা, সেই কীর্ত্তনের যোগেই শ্রীমদ্ভাগবত-কথার বিস্তৃতি ও আলোচনা এবং সেই কীর্ত্তন-যোগেই মাধুর্যমণ্ডলে নিত্য অবস্থান।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কৃষ্ণময় অধিষ্ঠানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ জনগণের দুর্ভাগ্যের সীমার পরিমাণ করিতে কেহই সমর্থ নহেন। পাঁচ প্রকার সাধনভক্তির অন্যতম "কীর্ত্তন" হইতেই আমরা জানিতে পারি যে, ঐ পাঁচটীর অন্য সঙ্গ হইতে জীবের নিত্য মঙ্গল লাভ হয় এবং কীর্ত্তনের যোগেই এই পাঁচ প্রকার সাধন সম্পন্ন হইতে পারে।

শ্রীমাধুর-মণ্ডল—শ্রীগৌড়-মণ্ডল হইতে অভিন্ন, শ্রীগৌর-সুন্দর—শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন হইতে অভিন্ন, শ্রীগুরু-গৌর-কীর্ত্তন—শ্রীহরিজনকীর্ত্তন হইতে অভিন্ন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-সঙ্গ—শ্রীরূপ সঙ্গ বা শ্রীমদ্ভাগবত-সঙ্গ হইতে অভিন্ন, শ্রীগৌরভক্ত সেবা—শ্রীহরিভক্ত-সেবা হইতে অভিন্ন।

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবা করিতে করিতেই শ্রীব্রজমণ্ডলের, শ্রীহরির, শ্রীমদ্ভাগবতের, শ্রীনাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য-লীলা-কীর্ত্তনের এবং শ্রীকৃষ্ণ-জনের সেবায় অধিকার লাভ

ঘটে। যাঁহারা শ্রীগৌড়মণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলের সেবার অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই শ্রীব্রজমণ্ডল-ভ্রমণে যোগ্যতা হইয়া থাকে। ভৌম-ব্রজ ও অপ্রকট-ব্রজ এক হইলেও ভৌম-ব্রজে শ্রীগুরু-গৌর-কৃপা পূর্ণমাত্রায় লাভ ঘটে। তখন ভৌম-ব্রজের অধিক উপকারিতা, শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহের অধিক উপকারিতা, শ্রীমদ্ভাগবতের স্বাধ্যায়—সেবার অধিক উপকারিতা, শ্রীগৌর-পার্ষদের আনুগত্যে ব্রজ-লীলার পার্ষদগণের সেবার অধিক উপকারিতা এবং শ্রীগৌরধামের আনুগত্যে শ্রীব্রজধামের স্ফূর্তির অধিক উপকারিতা আমাদের নিত্য উপলব্ধির বিষয় হয়।

সাধকরূপে সেবা এবং সিদ্ধরূপে সেবা—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগতাৎপর্য্যপর। সম্ভোগের পুষ্টির জন্যই বিপ্রলম্ভ, সুতরাং মানসময়ী প্রার্থনা বিপ্রলম্ভেরই জ্ঞাপিকা।

ব্রজ-জনের অনুগমনে নিত্য ব্রজবাসের ভূমিকা লাভে কাহার না আগ্রহ হয়? অনুরাগের সেবা অনুরাগী জনের কৃপা-সাপেক্ষ; সুতরাং তাদৃশ সুযোগে অনাদর করা অভক্তগণের ধর্ম্ম। অভক্ত-সঙ্গ, অভক্তোচিত ব্যবহার হরিসেবা-বিমুখতার আনুষঙ্গিক ব্যাপার হইলেও তাহা পরিহার করিয়া সজ্জন-সঙ্গই বুদ্ধিমানের প্রার্থনীয়।

শ্রীচৈতন্যদেব যাঁহাদের চিত্তবৃত্তিতে ভুক্তিভোগ ও জড়-ত্যাগের বাসনা পরিত্যাগের যোগ্যতা উদিত করেন, তাঁহারাই ব্রজ-জনে অনুরাগবিশিষ্ট হইয়া তাঁহাদের ভৌমাবস্থানের সাফল্য-বিধান করেন। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং আদর্শ-চরিত্রের অভিনয় করিয়া দেখাইয়াছেন, ভাগ্যবন্ত জনগণ তাহা অনুসরণ করিতে পারেন।

বন-ভ্রমণে ভজন-ব্যাপারের উদ্দীপন হয়। বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর এই বৃন্দাবন-ভ্রমণ-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

"গৌর আমার, যে-সব স্থানে,
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান, হেরিব আমি,
প্রণয়ী ভক্ত-সঙ্গে॥"

এই মহাজনের পদানুকীর্ত্তন করিতে করিতে ভাগ্যবন্ত জনগণ শ্রীধামপরিক্রমায় যোগদান করুন।

দ্বাদশ বন

বনৈর্দ্বাদশভির্যুক্তা পুণ্যা পাপহরা শুভা।
(আদিবরাহে ১৫৩।২৯)

দ্বাদশ-বিপিনযুক্তা শ্রীমথুরা পুরী।
পুণ্যা পাপহরা শুভা অপূর্ব্বা মাধুরী॥
(ভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ)

শ্রীমথুরামণ্ডল দ্বাদশটী বন-সংযুক্ত। যমুনার পশ্চিম-ভাগে সাতটী বন এবং পূর্ব্বভাগে পাঁচটী বন। পশ্চিম-ভাগে অবস্থিত বন-সমূহের নাম এই—(১) মধুবন, (২) তালবন, (৩) কুমুদবন, (৪) বহুলাবন, (৫) কাম্যবন, (৬) খদিরবন ও (৭) বৃন্দাবন এবং পূর্ব্বভাগে (৮) ভদ্রবন (৯) ভাণ্ডীর বন, (১০) বেলবন, (১১) লোহবন এবং (১২) মহাবন:—

মধু, তাল, কুমুদ, বহুলা, কাম্য আর।
খদির, শ্রীবৃন্দাবন যমুনা এপার॥
শ্রীভদ্র, ভাণ্ডীর, বিল্ব, লোহ, মহাবন।
যমুনার ওপার এ মনোজ্ঞ কানন॥
(ভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ)

উপরি-উক্ত শাস্ত্র-কথিত দ্বাদশ বনের নির্দ্দেশ কোন কোন বিচারে নিম্নলিখিতভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

যমুনার পশ্চিম পারে—

(১) **মধুবন**—বর্ত্তমান মহোলি (Maholi)। মথুরা রেলওয়ে লাইনের ধারে ধারে প্রায় ৩॥০ মাইল মথুরার দক্ষিণে।

(২) **তালবন**—বর্ত্তমান টালি (Tarsi)। রেলওয়ে লাইনের নিকট মহোলির প্রায় ২॥০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

(৩) **কুমুদবন**—বর্ত্তমান উচাগাঁও (Unchagaon)। টাদির প্রায় ৩ মাইল পশ্চিমে এবং মহোলির প্রায় ৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

(৪) **বহুলাবন**—বর্ত্তমান বাটি (Baihi)। মথুরার প্রায় ৩০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

(৫) **কাম্যবন**—বর্ত্তমান কামান (Kaman)। ভরতপুর রাজ্যের অন্তর্গত। 'কানোয়ারা'র (Kanwara) প্রায় ৩ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং বর্ষাণের প্রায় ৮ মাইল পশ্চিমে।

(৬) **খদিরবন** - বর্ত্তমান খৈরা (Khaira)। নন্দ-গ্রামের প্রায় ৩৪০ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে এবং বিজোয়ারির (Bijwari) প্রায় ১৮০ মাইল পূর্ব্বভাগে অবস্থিত।

(৭) **বৃন্দাবন** - মথুরা হইতে প্রায় ৬ মাইল উত্তর-পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।

যমুনার পূর্ব্বপারে—

(১) **ভদ্রবন**—মাঠগ্রাম হইতে উত্তর-পূর্ব্বদিকে প্রায় ৪ মাইল। মানচিত্রে 'ভদ্রবন' (Bhadraban) নামেই যে স্থান, তাহাকেই অনেকে ভদ্রবন বলিয়া বিচার করেন।

(২) **ভাণ্ডীরবন**—বর্ত্তমান মাঠগ্রাম (Mat)। কোন কোন বিচারে "ভাণ্ডীর বন" বলিয়া বিবেচিত।

(৩) **বেলবন বা শ্রীবন**—বর্ত্তমান মানচিত্রে যে-স্থানের নাম 'জাহাঙ্গীরপুর' (Jahangirpur) হইয়াছে, সেই স্থানেই 'বেলবনে'র নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। এইস্থান মাঠগ্রাম হইতে প্রায় ২৪০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

(৪) **লোহবন**—বর্ত্তমান মানচিত্রের লো-বন (Lohban) নামে যাহা নির্দ্দিষ্ট, তাহাই লোহবন। মথুরা হইতে প্রায় ৪ মাইল পূর্ব্বদিকে যমুনা নদী ব্যবধানে মথুরার পর পারে অবস্থিত।

(৫) **মহাবন**—মথুরা হইতে প্রায় ৭ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে যমুনার পর পারে অবস্থিত। মহাবনেই গোকুল বা শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাস্থলী প্রকাশিত।

(১) মধুবন

মধোর্বনং প্রথমতো যত্র বৈ মথুরাপুরী।
মধুদৈত্যো হতো যত্র হরিণা বিশ্বমূর্ত্তিনা॥
(স্কান্দে বৈষ্ণবখণ্ডে মথুরামাহাত্ম্যে ২৩ অঃ)

মধুদৈত্য-বধ এথা কৈলা ভগবান্।
এই হেতু মধু'র মথুরা আখ্যান॥
(ভঃ রঃ ৪র্থ ভঃ)

প্রথমেই মধুবন, যেখানে মথুরাপুরী বর্ত্তমান। এই মধুবনে ভগবান্ শ্রীহরি মধুদৈত্যকে বধ করিয়াছেন।

দ্বাদশবনের মধ্যে মধুবনই প্রথম বন। মধুবনে মধুদৈত্যের বাসস্থান ছিল, তাহার নামানুসারেই 'মধুবন' হইয়াছে। মধুসূদন হরি এই মধুদৈত্যকে মধুবনে বধ করিয়াছিলেন। এখানে শ্রীবলদেব মধুপান-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। মথুরা হইতে এইস্থান রেলওয়ে লাইনের ধারে ধারে প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ভূতেশ্বর হইতে মধুবন প্রায় ২ ক্রোশ। বর্ত্তমানের 'মহোলি' নামক স্থানই অনেকের বিচারে মধুবন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। এইস্থানে 'মধুকুণ্ড' নামক একটি কুণ্ড আছে। এখানে মধুবনবিহারীর শ্রীমূর্ত্তি আছেন। শ্রীগৌরসুন্দর এইস্থানে আগমন করিয়াছিলেন। (চৈঃ চঃ মধ্য ১৭শ ১৯৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)

শ্রীমদ্ভাগবতে নারদ ধ্রুবকে বলিতেছেন,—

তত্তাত গচ্ছ ভদ্রং তে যমুনায়াস্তটং শুচি।
পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ॥
(ভাঃ ৪।৮।৪৭)

অতএব হে বৎস, তুমি এই সন্নিহিত যমুনাতটস্থিত পরম পবিত্র, মঙ্গলনিধান, পুণ্যময় মধুবনে গমন কর, তথায় নিত্যই নিত্যাধন প্রদ শ্রীহরির দর্শন পাইবে।

মধুবন-পথে শ্রীধ্রুবের সিদ্ধিলাভের স্থান আছে। ঐ স্থান মধুবন হইতে মথুরার দিকে অর্দ্ধ মাইল দূরে উচ্চটিলার উপর অবস্থিত।

এই মধুবনে অসংখ্য তীর্থ বিরাজিত—

তস্মিন্ মধুবনে রাজন্ দুর্ঘটঃ কিং হরিপ্রিয়ে।
বক্তুং নামানি তীর্থানাং শক্যতে ন ময়াধুনা॥
(স্কন্দপুরাণে বৈষ্ণবখণ্ডে মথুরামাহাত্ম্যে ২৩ অঃ)

এথায় যতেক তীর্থ দেখা নাই তা'র।
সে-সব তীর্থের নাম কহে শক্তি কা'র॥
(ভক্তিরত্নাকর ৪র্থ তরঙ্গ)

মথুরাপুরী মধ্যেরই অন্তর্গত—

"মধোরনং প্রথমতো যত্র বৈ মথুরাপুরী চ"

মধুবনান্তর্গত মথুরাপুরী যার।

মাহাত্ম্য কহিতে কেহো নাহি পায় পার॥

(ভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ)

(ক) মথুরা—শ্রীরামায়ণে বর্ণিত আছে যে, লোণাম্বর জ্যেষ্ঠ পুত্র মধুদৈত্য মহাদেবকে তপস্যা-দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া একটি অপূর্ব্ব শূল প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহাদেব মধুদৈত্যকে বর প্রদান করিয়া কহিলেন, যতদিন তোমার পুত্রের হাতে এই শূল থাকিবে, ততদিন কেহই তোমাকে বধ করিতে পারিবে না। এই বর লাভ করিয়া মধু এক সুন্দর পুরী নির্ম্মাণ করাইয়াছিল। মধুর নামানুসারে ইহা 'মধুপুরী' নামে খ্যাত হইল। মধুদৈত্যের পত্নী কুম্ভনীর গর্ভে লবণদৈত্য জন্মগ্রহণ করে। মধুদৈত্য নিজ পুত্র লবণকে শিব-প্রদত্ত শূল প্রদান-পূর্ব্বক রসাতলে গমন করে। লবণের দৌরাত্ম্যে ত্রিদিবের ত্রাহি ত্রাহি আর্ত্তনাদ উপস্থিত হইল। ত্রিদিবগণ সেই অত্যাচার-কাহিনী ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে জানাইলে রামচন্দ্রের অনুমোদনে শত্রুঘ্ন লবণদৈত্যকে ত্রিশূলহীন করিয়া বধ করিলেন। তাহার পর হইতে এই দেব-বিনির্ম্মিত পুরী 'মধুপুরী,' 'মধুরা' ও 'শূরসেনা' নামে খ্যাত হইল।

"প্রত্যাগচ্ছন্ মহাবাহুঃ শত্রুঘ্নঃ প্রহরতাম্বরান্।

ইয়ং মধুপুরী রম্যা মথুরা দেবনির্ম্মিতা॥

নিবেশঃ প্রাপ্তরাজ্যীমমেষ মেহস্তু বরঃ পরঃ।

তং দেবাঃ প্রীতমনসো দাতুমিত্যেব রাঘবম্।

করিষ্যন্তি পুরী রম্যা শূরসেনা ন সংশয়ঃ।"

(রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ৮৩ সর্গ)

বিষ্ণুপুরাণেও ইহার সমর্থন শুনা যায়,—

হত্বা চ লবণং রক্ষো মধুপুত্রং মহাবলম্।

শত্রুঘ্নো মথুরা নাম পুরীং বত্র চকার বৈ॥

তত্রৈব দেবদেবস্য সান্নিধ্যং হরিমেধসঃ।

সর্ব্বপাপহরে তস্মিন্ তপস্তীর্থে চকার সঃ॥

(বিষ্ণুপুরাণ ১।১২।৫)

শ্রীশত্রুঘ্ন মধুদৈত্য-পুত্র লবণরাক্ষসকে বধ করিয়া যেখানে 'মথুরা' নাম্নী নগরী নির্ম্মাণ করেন, তথায় দেবদেব ভগবান্ শ্রীহরি নিরন্তর বিরাজমান আছেন। সেই সর্ব্বপাপহর তীর্থে শত্রুঘ্ন নিজেও তপশ্চরণ-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

'মথুরা' শব্দের অর্থ পদ্মপুরাণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

মকারে চ থুকারে চ রকারে চাত্মসংস্থিতে।

নিষ্পন্নো মথুরা শব্দ ঔকারস্তু ততঃ পরঃ॥

মহারুদ্রো মকারঃ স্যাথ্ কারো বিষ্ণুসংজ্ঞকঃ।

রকারো ব্রহ্মসংজ্ঞ স্যাৎ ত্রিশক্ত্যা মাথুরং ভবেৎ॥

অতঃ শ্রেষ্ঠতমং ক্ষেত্রং সত্যমেব ভবত্যুত।

সা ত্রিদেবময়ী মূর্ত্তি মথুরা স্থিতিতে সদা॥

(পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড)

'মাথুর' শব্দ যথাক্রমে 'ম'কার, 'থু'কার ও 'র'কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া উহাও ওঁকারতুল্য। অর্থাৎ ওঁকার যেরূপ 'অ'কার বিষ্ণুস্বরূপ, 'উ'কার মহারুদ্ররূপ এবং 'ম'কার ব্রহ্মারূপ—এই তিন অক্ষরযোগে উৎপন্ন হইয়া ত্রিদেবাত্মক বলিয়া কথিত হয়, 'মথুরা' শব্দও তদ্রূপ; এজন্য সত্যসত্যই সেই শ্রেষ্ঠতম ক্ষেত্র মথুরাপুরী ত্রিদেবময়ী মূর্ত্তিরূপে নিত্য বিরাজিত।

অন্যেষু পুণ্যক্ষেত্রেষু মুক্তিরেব মহাফলম্।

মুক্তেঃ প্রার্থ্যা হরের্ভক্তিঃ মথুরায়াস্তু লভ্যতে॥

(পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড)

মথুরা আনুষঙ্গিকভাবে মোক্ষদায়িকা সপ্তপুরীর অন্যতম বলিয়া কথিত হইলেও তাহা কেবলমাত্র মোক্ষদায়িকাপুরী-নামে বিচার্য্য তীর্থ নহেন। তজ্জন্য বলিতেছেন,—সমস্ত পুণ্যক্ষেত্র-সমূহের একমাত্র মহাফল মুক্তি; কিন্তু মুক্তিকামিগণেরও নিরন্ত প্রার্থনীয়া যে হরিভক্তি, তাহা এই মথুরাতেই লাভ হয়।

এই মথুরামণ্ডল চতুর্বিংশতি ক্রোশ এবং দ্বাদশ অরণ্য-সংযুক্ত।

সপ্তর্ষিবিংশময়ী দ্বাদশারণ্যসংযুতা।

তথাপি মথুরা দেবি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী॥

(আদিবরাহ ১৫৩ অঃ)

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ইহার এইরূপ পদ্যানুবাদ করিয়াছেন,—

তথাপি বৈশিষ্ট্য এই মথুরা প্রবরা।

চতুর্ব্বিংশতি ক্রোশময়ী মনোহরা॥

কুমুদবনাদি দ্বাদশারণ্য-সংযুতা।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী সর্ব্বত্র বিশ্রুতা॥

দ্বাদশারণ্যসংযুক্তা পদ্মাকৃতি মথুরার কর্ণিকারে সর্ব্ব-ক্লেশনাশন কেশবদেব বিরাজিত। পূর্ব্ব-পত্রে—শ্রীবিশ্রান্তিদেব, পশ্চিম পত্রে—গোবর্দ্ধন নিবাসী শ্রীহরিদেব, উত্তর পত্রে—শ্রীগোবিন্দদেব এবং দক্ষিণ পত্রে—শ্রীবরাহদেব।

ইদং পদ্মং মহাভাগে সর্ব্বেষাং মুক্তিদায়কম্।
কর্ণিকায়াং স্থিতো দেবি কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ॥

(আদিবরাহে ১৬৩।১৫)

শাস্ত্র-মতে বাষাবর হইতে শৌকরী ঘটেশ্বর পর্য্যন্ত মথুরা-মণ্ডলের সীমা। বাষাবর বিপ্রের নামানুসারে স্থানের নাম বাষাবর এবং আদিশূকররূপী বিষ্ণুর নাম হইতে 'শৌকরী' নাম হইয়াছে। সেখানে 'ঘটেশ্বর শিব' বিরাজমান। এখানে "বরাহ দর্শন হ্রদ" নামে তীর্থও অবস্থিত। এই মথুরামণ্ডল শ্রীশূরসেনের রাজ্য বলিয়া বিখ্যাত।

শ্রীহরিপ্রিয়ধাম মথুরাকে সর্ব্বদা ক্ষেত্রপাল মহাদেব রক্ষা করিতেছেন এবং এই পুরী সর্ব্বতীর্থময়ী।

ক্ষেত্রপালো মহাদেবো বর্ত্ততে যত্র সর্ব্বদা।
যত্র বিশ্রান্তি তীর্থঞ্চ তত্র কিং দুর্ল্লভং ভবেৎ॥
ত্রিবর্গদা কামিনাং চ মুমুক্ষূণাঞ্চ মোক্ষদা।
ভক্তীচ্ছোর্ভক্তিদা সা বৈ মথুরামাশ্রয়েদ্বুধঃ॥

(স্কান্দে বৈষ্ণবখণ্ডে মথুরা-মাহাত্ম্যে ২৩ অঃ)

যে ক্ষেত্রের ক্ষেত্রপালরূপে সর্ব্বদা রুদ্রদেব বিরাজমান এবং যে-স্থানে 'বিশ্রান্তি' নামক তীর্থ অবস্থিত, লোকে এমন কি ফল আছে—যাহা তথায় দুর্ল্লভ হইতে পারে? কামী ব্যক্তিদিগের ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গপ্রদ, মুমুক্ষুগণের মোক্ষপ্রদ এবং মোক্ষাতীতা অহৈতুকী ভক্তিলাভেচ্ছুগণের ভক্তিপ্রদ এই মথুরাপুরীকে পণ্ডিত ব্যক্তি মাত্রেরই অবশ্য আশ্রয় করা কর্ত্তব্য।

মথুরার প্রসিদ্ধ তীর্থ

(১) শ্রীকেশবদেব—শ্রীকেশবদেব পদ্মাকার শ্রীমথুরামণ্ডলের কর্ণিকারস্থ অধিদেব। অষ্টদিকের প্রত্যেক দিকে তিন মূর্ত্তি করিয়া যে ২৪টী মূর্ত্তি বৈকুণ্ঠে স্ব-স্ব-ধামে নিত্য বিরাজমান, সেই শ্রীমূর্ত্তি-সমূহ ব্রহ্মাণ্ডে ২৪টী বিভিন্ন স্থানে স্ব-স্ব ধাম-সহ অর্চ্চাবতাররূপে নিত্য অধিষ্ঠিত আছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য-লীলা ২০শ পরিচ্ছেদে শ্রীসনাতন-শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রহ্মাণ্ডে নিত্য অধিষ্ঠিত অর্চ্চাবতারস্বরূপ শ্রীভগবানের ২৪জন অর্চ্চাবতারের নাম এবং শাস্ত্র-নির্দ্দেশমত তাঁহাদের চতুর্ভুজের অস্ত্রভেদাদির বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। যেমন নীলাচলে—শ্রীজগন্নাথ, প্রয়াগে—শ্রীমাধব, মথুরায়—শ্রীমধুসূদন, বিষ্ণুকাঞ্চীতে—শ্রীবরদরাজ বিষ্ণু, মায়াপুরে—শ্রীহরি, আনন্দারণ্যে—শ্রীবাসুদেব, তদ্রূপ মথুরাতে কেশবের নিত্য অধিষ্ঠান,—

"মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।২১৫)

যাহারা গৌড়প্রমাণ অপেক্ষা অশ্রৌত প্রমাণাদি-দৃষ্ট প্রত্যক্ষ বা অনুমানকেই বহুমানন করেন, সেই সকল আধ্যক্ষিক ব্যক্তি মথুরার শ্রীকেশব, নীলাচলের শ্রীজগন্নাথ, মন্দারের শ্রীমধুসূদনাদি নিত্য প্রকটিত অলৌকিক অর্চ্চা-বতার-সমূহ-সম্বন্ধে নানা প্রকার অবৈদিক মত ঘোষণা করিয়া থাকেন। শ্রীকেশব, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীমধুসূদনকে কেহ অদৈব-বিচারে দর্শন, কেহ কেহ তাঁহাদিগকে বৌদ্ধ ও জৈন দেবতার কিংবা তাঁহাদের প্রতিযোগী দেবতারূপে কল্পনা করিয়া নয়নমঙ্গল পরম কারুণিক অর্চ্চাবতারের অযাচিত অনবদ্য-দয়া-দত্ত হইতে স্বকর্ম্ম-দোষে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়েন। অশ্রৌত ও অদৈব বৌদ্ধ ও জৈন-মত-সৃষ্টির বহু বহু পূর্ব্বে ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগাদি বেদে বিষ্ণুর উপাসনার কথা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। অদৈব-সম্প্রদায় শ্রুতি-স্মৃতি-পাঞ্চরাত্রের বিরোধার্থে এবং জগতে অদৈব-মত বিস্তারের জন্য লোক-লোচনের সম্মুখে সনাতন বিষ্ণুপাসনার উপর সময় সময় যে-সকল আবরণ উপস্থিত করিয়া থাকেন, সংসারানুচরগণের সমধর্ম্ম বা মূঢ় ব্যক্তিগণের সেই সকল অদৈব চিত্তবৃত্তির বিনাশ-দ্বারা কৃপাময়গণ সনাতন বিষ্ণুর নিত্য উপাসনা ও অধিষ্ঠান যুগে যুগে প্রকাশ করেন।

পদ্মাকৃতি শ্রীমথুরার কর্ণিকারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে শ্রীকেশবদেবের শ্রীমন্দির। শ্রীকেশব—শঙ্খ-পদ্ম-চক্র-গদাধর চতুর্ভুজমূর্ত্তি অর্থাৎ দক্ষিণাধঃ হস্তে পদ্ম, দক্ষিণোর্দ্ধ হস্তে শঙ্খ, বামোর্দ্ধ হস্তে চক্র এবং বামাধঃ হস্তে গদা। দক্ষিণে শ্রীলক্ষ্মী

এবং ধামে শ্রীসরস্বতী দেবী। শ্রীমন্মহাপ্রভু মথুরায় আগমন করিয়া বিশ্রামতীর্থে স্নান-লীলা প্রদর্শন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণজন্ম-স্থানে শ্রীকেশবদেবের দর্শন-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন,—

মথুরা আসিয়া কৈলা 'বিশ্রামতীর্থে' স্নান।
জন্মস্থানে 'কেশব' দেখি' করিলা প্রণাম॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭শ পঃ)

শ্রীকেশবদেবের প্রাচীন মন্দির বহু বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান মন্দির পরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন,—কেশবদেবের প্রাচীন শ্রীমূর্ত্তি ১৬৭০ খৃষ্টাব্দের পর নাথদ্বারে, কোনও মতে কামপুরের নিকট বুধোলী গ্রামে বিধর্ম্মি-ভয়ে প্রেরিত হন।

কংসের কর্ম্মচারিবর্গগণের প্রায়শ্চিত্তের বিধি-ব্যবস্থা শ্রীবসুদেবের বিষয়ের সহিত মনঃস্থ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীবল্লভাচার্য্যের আদেশে শ্রীমথুরামণ্ডলে আসিয়া শ্রীমথুরার কেশবমন্দিরের সন্নিধানে অবস্থান করিয়াছিলেন (ভক্তি-রত্নাকর ৫ম তরঙ্গ)। শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীল রাঘব গোস্বামী ও শ্রীশ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদের সহিত শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা-কালে মথুরায় শ্রীকেশবদেবের স্থান দর্শন করিয়াছিলেন

(২) **দীর্ঘবিষ্ণু**—শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘাকার শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করিয়া কংসের চানূর এবং মুষ্টিক মল্লের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমূর্ত্তিই "দীর্ঘবিষ্ণু" নামে খ্যাত হইয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমথুরায় পদার্পণ-পূর্ব্বক দীর্ঘ-বিষ্ণু-শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৯১ সংখ্যা)। মথুরা সহরের মনোহরপুর মহল্লায় ভরতপুর দরওয়াজ যাইবার পথে দীর্ঘবিষ্ণুর শ্রীমন্দির বিরাজিত। দীর্ঘবিষ্ণুর বর্ত্তমান মন্দির কাশীর রাজা পাটনীমল নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

(৩) **শ্রীএকানংশা**—একা মুখ্যা অনংশা অংশ-রহিতা অর্থাৎ পূর্ণা শ্রীযোগমায়াদেবী, যিনি নন্দগোপ-গৃহে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন।

(৪) **শ্রীযশোদা দেবী।**

(৫) **শ্রীদেবকী দেবী।**

(৬) **শ্রীমহাবিদ্যেশ্বরী**—শ্রীযোগমায়ার মূর্ত্তি। ইনি শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিপ্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরসুন্দর এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। (চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৯১)

(৭) **শ্রীভূতেশ্বর মহাদেব**—ইনি মথুরার ক্ষেত্র-পাল। আদিবরাহে শ্রীশিবের প্রতি শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর বাক্য,—

মথুরায়াঞ্চ দেবত্বং ক্ষেত্রপালো ভবিষ্যসি।
যদি দৃষ্টে মহাদেব মম ক্ষেত্রফলং লভেৎ॥

হে শম্ভো, মথুরায় তুমি ক্ষেত্রপাল হইবে। তোমার দর্শনে আমার ক্ষেত্রফল লাভ হইবে।

শ্রীপদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে ৪২ অধ্যায়ে—

যত্র ভূতেশ্বরো দেবো মোক্ষদঃ পাপিনামপি।
মমপ্রিয়তমো নিত্যং দেবো ভূতেশ্বরঃ পরঃ॥
কথং বা ময়ি ভক্তিং স লভতে পাপপুরুষঃ।
যো মদীয়ং পরং ভক্তং শিবং সংপূজয়েন্ন হি॥
মমায়ামোহিতো দিবঃ প্রায়ন্তে মানবাধমাঃ।
ভূতেশ্বরং যে স্মরন্তি ন নমন্তি স্তবন্তি বা॥

যেখানে আমার পরম প্রিয়তম পাপিগণেরও পাপ-বিনাশক ভূতেশ্বর দেব বিরাজিত, সেখানে আমার সেই পরমভক্ত শম্ভুকে যে পাপপুরুষ পূজা করে না, সে কিপ্রকারে আমাতে ভক্তি লাভ করিবে? যে নরাধম ভূতেশ্বর মহাদেবকে আমার সেবক বৈষ্ণব-বিচারে স্মরণ, নমস্কার ও স্তবন না করে, সে আমার মায়ায় মোহিত।

শ্রীগৌরসুন্দর এই ভূতেশ্বর ক্ষেত্রপাল শিবের দর্শন-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। (চৈঃ চঃ মধ্য ১৭শ ১৯১)

শ্রীবৃন্দাবনের দক্ষিণদিকে মথুরাভিমুখী যে পাকা রাস্তা আছে, ঐ রাস্তায় প্রায় ৬৷৷০ মাইল চলিয়া ভূতেশ্বর পাওয়া যায়। ভূতেশ্বর মথুরা সহরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

(ক্রমশঃ)

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

[২]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১০ম সংখ্যার পর)

তৃতীয় প্রসঙ্গ

পূর্ব্বসংহিতা-পরিচয়

পিতৃকুল

যেই দেশে, যেই কুলে বৈষ্ণব অবতরে।
তাঁহার প্রভাবে সর্ব্বজগৎ নিস্তরে॥

(চৈঃ ভাঃ আদি ৬ষ্ঠ)

প্রশংসিত মহাপুরুষ যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই বংশের কিছু পূর্ব্ব-পরিচয় দিতেছি। বিশাল হিন্দু-জাতীয় বিশ্বাস ও বিচার-মতে ব্রহ্মা হইতে চিত্রগুপ্তের সন্তানগণ ভারতবর্ষে 'ব্রহ্ম-কায়স্থ' বলিয়া প্রথিত হন। চিত্রগুপ্ত হইতে ৮৭ পর্য্যায়ে ভরত, ৮৮ পর্য্যায়ে ভরদ্বাজ, তদধস্তন অঙ্গিরা, তদধস্তন বৃহস্পতি উদ্ভূত হন এবং ১৪৯

পুরুষোত্তম দত্ত

অধস্তনিক পর্য্যায়ে শিবদত্তের পুত্র পুরুষোত্তম বঙ্গরাজ আদিশূর-কর্ত্তৃক আহূত হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন।

কনকদণ্ডী

তাঁহার কনিষ্ঠ তনয় সন্ন্যাস গ্রহণ-পূর্ব্বক 'কনকদণ্ডী' নামে পরিচিত হন। তাঁহার রচিত "সারগ্রাহি-বৈষ্ণব-মহিমাষ্টকে"র "কনকপ্রভা" টীকা আজও দেখিতে পাওয়া যায়। ৮৬৫ শকাব্দ ইহার রচনা-কাল।

"সারগ্রাহি-বৈষ্ণব-মহিমাষ্টকে" ভক্তিসিদ্ধান্ত

"সারগ্রাহি-বৈষ্ণবমহিমাষ্টকে" ও টীকায় ভক্তিসিদ্ধান্তের যে আলোচনা রহিয়াছে, তাহা অতীব সুন্দর ও বৈষ্ণবগণের হৃদয়গ্রাহিণী। যে বংশে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই বংশের কোন কোন পূর্ব্ব পুরুষে ভক্তি-সিদ্ধান্ত-নিপুণতা-স্পৃহা অতিপূর্ব্বেও যে অঙ্কুরিত না হইয়াছিল, এরূপ নহে। জাগতিক ভোগে বৈরাগ্য, তত্ত্বানুসন্ধিৎসা, কৃষ্ণের পুরুষোত্তমত্ব-বিচার, অচিন্ত্য ভেদা-ভেদ-সিদ্ধান্তে আদর, নির্ব্বিশেষ-বিচারের অযৌক্তিকতা প্রভৃতি আমরা ঠাকুরের পূর্ব্বপুরুষ কনকদণ্ডীর আচরণ ও সাহিত্যে দেখিতে পাই। "সারগ্রাহি বৈষ্ণব-মহিমাষ্টকে"র 'কনকপ্রভা' টীকায় কনকদণ্ডি-পাদ লিখিয়াছেন,—

"গাঙ্গবৈষ্ণবকে গ্রামে গৌড়ে সোমর্দ্দনঃ সুধীঃ।
পুরুষোত্তম-সেবায়ামাস্তে বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ।
তৎপ্রসাদাদহং সর্ব্বপুরুষোত্তম-সেবয়া।
সুখং অক্ষ্যে ধরিষ্যে বসামি ভাগীরথীতটে।"

উক্ত টীকার উপসংহারে টীকা-রচনার কাল এইরূপ আছে,—

"গাঙ্গবৈষ্ণবকে পক্ষবাণাঙ্ক-সংযুতে শকে।
কনকেন কৃতা টীকা নাম্নেয়ং কনকপ্রভা।"

উক্ত পুরুষোত্তম দত্তের বংশে তাঁহার সপ্তম ও অষ্টম অধস্তন 'বিনায়ক' ও তৎপুত্র 'নারায়ণ' উভয়েই রাজমন্ত্রিত্ব করেন এবং পঞ্চদশ পর্য্যায়ে কামদেবের পুত্র রাজা কৃষ্ণানন্দ কৃষ্ণনামে বিশেষ রুচিসম্পন্ন হন।

শ্রীনিত্যানন্দ-কৃপা-প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ

এই কৃষ্ণানন্দের মণ্ডপে অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ সপার্ষদে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণানন্দকে প্রভূত কৃপা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণানন্দ হইতে সপ্তম পুরুষে প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যকীর্ত্তি মদনমোহন উদ্ভূত হন। তিনি বঙ্গবাসী, বিশেষতঃ কলিকাতাবাসী সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মুখপাত্র ও গৌরব-ভাজন ছিলেন। তিনি বারাণসী প্রভৃতি পুণ্যক্ষেত্রে দেবমন্দিরাদি এবং বহুস্থানে জলাশয়াদি খনন করাইয়া দেন এবং গয়ায় প্রেতশিলার সোপান-সমূহ নির্ম্মাণ করাইয়া বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের গৌরব পোষণ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র রামতনুর বদান্যতা ও সৌম্য কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা-বাসীর নিত্য গৃহ-কথার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। মদনমোহনের প্রপৌত্র—আনন্দচন্দ্র। তিনি পরম ধার্ম্মিক, সরল-হৃদয় ও বিষয়-বিরক্ত ছিলেন। তাঁহার সৌজন্য-

সম্বন্ধে অনেকেই এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, সেরূপ সুপুরুষ তৎকালে কলিকাতায় আর কেহ ছিল না। আনন্দচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী জগন্মোহিনী। তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমতী ও সরলা রমণী জগতে খুব কমই দৃষ্ট হয়। আনন্দচন্দ্র ও জগন্মোহিনী দেবীর তৃতীয় পুত্ররূপে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জগতে আবির্ভূত হন। আনন্দচন্দ্র উক্ত পুত্ররত্নের নাম রাখিয়াছিলেন—কেদারনাথ।

মাতৃকুল

আনন্দচন্দ্রের মাতামহ রায় রাঁইচা জগন্নাথপ্রসাদ মহারাজ রাজবল্লভের পিতৃব্যের পুত্র। ঠাকুরের মাতামহ ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তৌফি তৎকালে নদীয়া জেলার একজন সর্ব্বপ্রধান সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী। শিবাপাতিয়ার রাজা তখন মুস্তৌফি মহাশয়ের প্রজা ছিলেন। আনন্দচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র অভয়কালী কেদারনাথের জন্মের পূর্ব্বেই নরলীলা সম্বরণ করেন এবং মধ্যম পুত্র কালীপ্রসন্ন ও কনিষ্ঠ পুত্র-দ্বয় হরিদাস ও গৌরদাস, ঠাকুরের জ্ঞানের প্রথম বিকাশ-কালেই ইহজগৎ ত্যাগ করেন। আনন্দচন্দ্রের পিতা রাজবল্লভ কলিকাতার অধিবাসী হইলেও শক্তি-উপাসনা-প্রভাবে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং উৎকলদেশে কটক জেলার 'ছুটী' নামক গ্রামে ঠাকুরের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই বাস করিতে থাকেন। সুতরাং ঠাকুরের পিতা আনন্দচন্দ্র কলিকাতা-বাস ছাড়িয়া ঠাকুরের মাতামহালয়ে কিছুকাল বাস করেন। জগন্মোহিনী দেবী নিজ পিত্রালয়ে বাসকালে পৃথিবীর শিরোরত্নস্বরূপ পুত্ররত্নকে প্রাপ্ত হন।

লৌকিক কুলাচার অপ্রাকৃত হরিভক্তির কারণ নহে

কেদারনাথের পিতৃকুলে কৃষ্ণানন্দের ন্যায় হরিপরায়ণ পুরুষ জন্মগ্রহণ এবং পুরুষোত্তম ক্ষেত্রাদিতে মঠাদি স্থাপন করিলেও সাধারণতঃ পঞ্চোপাসক-মতে বিশ্বাস-ক্রমে সেই বংশে প্রচলিত অবৈষ্ণব-ধর্ম্মই প্রবল ছিল। পুণ্যময় মদনমোহন গয়াক্ষেত্রে প্রেতশিলায় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রপত্তি শিলায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের বংশে নিত্যানন্দবংশীয় আচার্য্যগণের বিশেষ সম্মান-প্রদর্শন-রীতি বংশানুক্রমে প্রচলিত ছিল এবং সেই বংশে জীব-বলাদি পশুর অনুমোদনও ছিল না; তথাপি উক্ত বংশের কুলগত আচারে সংসাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবতা কোন দিনই প্রবল ছিল না। ঠাকুরের মাতৃকুলে হরিভক্তির কোন আদর ছিল না। লৌকিক শক্তি-উপাসনা এবং কৌলিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠাময় উৎসবাদিই প্রবল ছিল। "অষ্টধাতুর জগত্তারিণী ঠাকুরাণী"টি সুবৃহৎ মন্দিরে সর্ব্বদিন পূজিত হইতেন। দুর্গাপূজার সময় তাঁহাকে পূজার বাটীতে আনা হইত। নবমী দিবসে অনেক পাঠা ও মহিষ বলিদান হইত। প্রস্তরময়ী দীনদয়াময়ী কালী নবচূড়-মন্দিরে নিত্য বিরাজমানা ছিলেন।

চতুর্থ প্রসঙ্গ

আচার্য্য-অন্বেষণ-প্রণালী

বৈষ্ণব লৌকিক দেশ-কাল-জাতি-কুল-পাত্রের অন্তর্গত বস্তু নহেন

উদ্যন্নিত্য-নিরস্তমন্দমহসাং নিত্যাদি-
সর্ব্বাবলৈঃ ওব পরিস্ফুরিমমস্তাবম্।
মায়ান্তেন তমস্তদপি বিদুষাং নাধানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং তমসাবৃতাত্মানঃ।

(আলবন্দার স্তোত্রম্)

সূর্য্যদর্শনকারীর নিকট সূর্য্য কোন কালে, দেশে এবং দিকে উদিত বলিয়া প্রতিভাত হয়। কলিকাতায় ৬ ঘটিকার সময় পূর্ব্বদিকে উদিত সূর্য্যকে দর্শন করিয়া কেহ যদি পূর্ব্বদিককে সূর্য্যের প্রসূতি, কলিকাতাকে সূর্য্যের জন্মভূমি এবং ৬ ঘটিকা হইতে মুহূর্ত্তকাল-মাত্র সূর্য্যের বয়স বিচার করেন, তবে যেরূপ তাহা দর্শনকারীর সমূহ অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া দেয়, সেইরূপ কোন বিশেষ দেশে, বিশেষ কালে ও বিশেষ কুলে বৈষ্ণবকে আবির্ভূত দেখিয়া সেই দেশ, কাল বা কুলের সহিত নিত্য স্বপ্রকাশ বৈষ্ণবের অস্তিত্বকে সংশ্লিষ্ট করিতে চাহিলে তদ্দ্বারা বিচারকের অজ্ঞতাই অপরাধগ্রস্ত হয়; ইহা নিখিল সাত্বত শাস্ত্র সমস্বরে বিচার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বলিয়াছেন,—

শ্রীব্যাসের বাক্য

অর্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল কলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥
(পদ্মপুরাণে)

যে-ব্যক্তি পূজার বিগ্রহে শিলা-বুদ্ধি, বৈষ্ণব-গুরুতে মরণশীল মানব-বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদকে জল-বুদ্ধি, সকল কল্মষবিনাশী বিষ্ণুনাম-মন্ত্রে শব্দসামান্যবুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহিত সমবুদ্ধি করে, সে নারকী।

শ্রীচৈতন্য-লীলায় ব্যাসও গাহিয়াছেন,—

গোড়দেশে গোদাহুলে আসব সমান।
জন্মাইব বৈষ্ণব সবারে করেন আণ।
সেই দেশে সেই হুলে বৈষ্ণব অবতরে।
তাঁহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তরে॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ ২য় অঃ)

জাতি, কুল সব নিরর্থক বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে॥
অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সেই সে পূজ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
উত্তম কুলেতে জন্ম শ্রীকৃষ্ণ না ভজে।
কুলে তার কি করিবে নরকেতে মজে॥
এই সব বেদবাক্য সাক্ষী দেখাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে॥
প্রহ্লাদে যে হেন চেষ্টা, কপি হনুমানে।
এইমত হরিদাস নীচজাতি সাথে॥
হরিদাস-স্পর্শবাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাতে যাহার হরিদাসের মজ্জন॥
স্পর্শের কি দায় দেখিলেই হরিদাস।
ছিণ্ডে সর্ব্বজীবের অনাদি কর্ম্মপাশ॥
হরিদাস-আদর করিবে যেই জন।
তারে যেনিসেও খণ্ডে সংসার-বন্ধন॥
(চৈঃ ভাঃ আ ১০ম অঃ)

আচার্য্য বা বৈষ্ণবের আবির্ভাব-কারণ

বৈষ্ণব কর্ম্মফলবাধ্য জীবের ন্যায় জগতে জন্ম-মৃত্যুর অধীন হন না। ভগবান্ বিষ্ণু যেরূপ অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ও ধর্ম্মের গ্লানি বিদূরিত করিয়া ভাগবতধর্ম্ম সংস্থাপন ও সত্যানুসন্ধিৎসুগণের আনন্দ-বর্দ্ধনার্থ জগতে স্বেচ্ছায় আবির্ভূত হন, বৈষ্ণবাচার্য্যগণও সেইরূপ ধর্ম্মের গ্লানি দূরীভূত করিয়া শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম পুনঃসংস্থাপনার্থই ভগবানের সহিত কিম্বা ভগবানের ইচ্ছাবশতঃ ভগবানের আবাস-ভূমিরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া সত্য-পিপাসুগণকে ভগবৎসেবামৃত পান করাইয়া থাকেন। যখন নানা অপরাধগ্রস্ত ভগবদ্বিমুখ জীব অত্যধিক ভগবদ্বহির্ম্মুখতায় নষ্টমতি হইয়া স্বয়ং ভগবানের প্রচারিত পরম মঙ্গলময় সত্যকেও বিপর্য্যস্ত ও আচ্ছাদিত করিবার চেষ্টা করে, তখন ভগবান্ স্বয়ং অবতীর্ণ না হইয়া তাঁহার চিহ্নিত প্রতিনিধিকে সাধারণ মনুষ্যের সমাজে, সাধারণ মনুষ্যের মূর্ত্তিতে প্রেরণ করিয়া তাঁহার বাণীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে সর্ব্ব-যজ্ঞের ভোক্তা এবং একমাত্র শরণ্য বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, তখন কোন কোন জীব কৃষ্ণের বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া কৃষ্ণকে আত্মশ্লাঘাকারী, আত্মপ্রতিষ্ঠা-কামী পাষণ্ডিক মনে করিয়াছিল। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণের শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যাবতারের প্রয়োজন হইয়াছিল। যিনি তৃণাপেক্ষা সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী-মানদের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকেই একমাত্র সর্ব্বভোক্তা, সর্ব্ব প্রতিষ্ঠার আশ্রয়, সর্ব্ব সেবার বিষয় এবং সর্ব্ব রসের নিলয়রূপে স্থাপন-পূর্ব্বক নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ-ভজন প্রচার করিয়াছিলেন, সেই করুণাবারিধির উপদেশ, শিক্ষা এবং প্রচার,এমন কি, তাঁহার পার্ষদবৃন্দের আচরিত আদর্শসমূহও যখন জড়ৈক-সর্ব্বস্ব-বিচারের প্রতিফলনে প্রতিবিম্বিত হইয়া বিপর্য্যস্ত ও বিকৃত হইয়া যাইতেছিল, তখন অবলোদয়-রত্নানিধি শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার শ্রীচৈতন্যবাণীকে পুনরায় জগতে সংস্থাপন-পূর্ব্বক ভুবনমঙ্গল সাধনের জন্য তাঁহার ভক্তি-বিনোদা মহাশক্তির মূর্ত্তিমান বিগ্রহরূপে যে আচার্য্য-শ্রেষ্ঠকে জগতে প্রেরণ করিলেন, তাঁহার আবির্ভাবাদি ব্যাপার-সমূহ ভগবদিচ্ছারই বিবৃতি মাত্র। শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাসও বৈষ্ণবগণের আবির্ভাবের এইরূপ কারণই জগতে জানাইয়াছেন,—

বৈষ্ণবের প্রকট ও অপ্রকট-ব্যাপার কর্ম্মফল-ভোগ নহে

অতএব বৈষ্ণবের জন্ম-মৃত্যু নাই।
যারে আইসেন, সারে যায়েন তথাই।

যত্র কর্ম-বন্ধ বৈষ্ণবের কভু নয়।
পরমুখাপেক্ষি ইহা বাক্য কবি কয়।
যথা সৌরিস্মিতবক্ত্রো যথা হরিবাসরঃ।
তথা হৈতন্য আবেশে ধর্ম্মাধর্ম্মে অমুজ্ঞা॥
পুরুষোত্তম বাসাদি তদ্বিষ্ণোঃ পাদতঃ পদম্।
ন কর্ম্মবন্ধনং জন্মবৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে॥

(পদ্মপুরাণ ধৃত)

বৈষ্ণবের আবির্ভাব বিষ্ণুর আবির্ভাব হইতেও অধিকতর ভুবনমঙ্গল-বিধায়ক

বিষ্ণু কিম্বা স্বয়ং ভগবান্ জগতে অবতীর্ণ হইলে আমরা ভগবানের ভগবত্তা-বিষয়ে সন্দিহান ও সংশয়াকুল হইয়া পড়িতে পারি কিম্বা কেবলমাত্র ভগবানের ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ঐশ্বর্য্যের পূজা করিতে গিয়া তাঁহার স্বরূপ-পূজার সিদ্ধিলাভ হইতে দূরে অবস্থান করিতে পারি। ভক্তের পূজা পবিত্রভাবে করিয়া কেবল ভগবানের পূজা করিবার প্রবণতা প্রাকৃত বিচারে ও কনিষ্ঠাধিকারগত যোগ্যতায় আমাদের নিকট অধিকতর আদরণীয় বলে হইতে পারে; কিন্তু ভগবানের সেবায় প্রকৃত সিদ্ধি এবং নিঃসংশয়িতভাবে নিত্য ভগবদ্ভক্তপদারবিন্দ-সেবা প্রদানের জন্য ভগবদ্ভক্ত অবতীর্ণ হন। তিনি তাঁহার জন্মতিথি প্রকট করিয়া সেই তিথি-পূজা জগতে বিস্তার-পূর্ব্বক একাধারে ভক্ত ও ভগবানের পূজা-স্থিতিতে আমাদের হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া তুলেন। তাঁহার আদর্শ-আচরিত-সমূহের অনুসরণের প্রেরণা আমাদের বিপথগামী জীবনকে সুপথের কেন্দ্রস্থলে চালিত করিয়া থাকে। এইজন্য ব্যাসাবতার কবি বলিয়াছেন,—

মোর পূজা, মোর নাম গ্রহণ যে করে।
মোর ভক্ত নিন্দে যদি, তারে বিঘ্ন করে।
মোর ভক্ত-প্রতি প্রেম ভক্তি করে যে।
নিঃসংশয় বলিলাম মোরে পায় সে॥
সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্।
নিঃসংশয়ন্তু তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্॥

(বরাহপুরাণ)

মোর ভক্ত না পূজে, আমারে পূজে যত।
সে যাজিক, নহে মোর প্রসাদের পাত্র॥
অতএবিয়া গোবিন্দং হরীশ্বরার্চ্চনরতি যে।
ন তে বিষ্ণু প্রসাদস্য ভাজনং যাজিকা জনাঃ॥

আচার্য্য বা বৈষ্ণব-চরিত্র-কীর্ত্তন ও শ্রবণকারীর অনুক্ষণ স্মরণীয় বিচার

উপরি-উক্ত শ্রৌতবিচার-সমূহ চিত্তপটে সর্ব্বদা প্রোজ্জ্বল রাখিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চরিত্র আলোচনা, কীর্ত্তন, পাঠ ও শ্রবণ করিতে হইবে। ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের প্রত্যেকটি ঘটনা উক্ত শ্রৌত আলোকশিখায় দর্শন করিতে হইবে। যে মুহূর্ত্তে সেই উজ্জ্বল শিখাটি ইন্দ্রিয়জ্ঞানের নিষ্প্রভতার আভা প্রদর্শন করিবে, সেই মুহূর্ত্তে ঠাকুরের চরিত্রের যথার্থ স্বরূপ আমাদের নিকট আবৃত হইয়া তৎস্থানে কোন বঞ্চনাময়ী মূর্ত্তি প্রকাশিত করিয়া ফেলিবে। সুতরাং আমরা ঠাকুরের চরিত্র আলোচনা ও কীর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট যেরূপ আত্মসতর্কতা প্রার্থনা করিতেছি, তদ্রূপ পাঠক ও শ্রোতৃবর্গকেও বিশেষ সতর্ক ও সাবহিত হইবার জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি।

ইতিহাস ও অতিমর্ত্ত্য বৈষ্ণব-চরিত্র

নিত্যসিদ্ধ গৌর-নিজ-জন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে কোন প্রকার লৌকিক ঐতিহ্য-বিচারে কিম্বা লৌকিক কুল, শীল, দেশ, কাল, পাত্রের অন্তর্গত করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলে কিছুতেই ঠাকুরের বাস্তব স্বরূপ আমাদিগের নিকট উদ্ঘাটিত হইবে না। এই কথা পুনঃ পুনঃ জগতের নিকট কীর্ত্তন করিয়া প্রকৃতি-বিমূঢ় জীবগণের হৃদয়ে রাগ বসাইবার জন্যই ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র হইতে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর আবির্ভাব। নবীন আচার্য্যদেব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদের চরিত্র-বর্ণনের উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন,—"অপ্রাকৃত রাজ্যের হরিজনগণের ক্রিয়া-কলাপ ঐতিহ্যবিৎ সাধারণ বাহ্যবিচারকের চক্ষে আবরণস্বরূপে অবস্থান করে। ঐ প্রকার ঐতিহ্য কুজ্ঝটিকার ন্যায় বদ্ধজীবের হৃদয়ে সত্য-সূর্য্যের রশ্মি আবরণ করিয়া তাঁহাদিগকে লৌকিক বিচার-ভূমিকায় বিচরণ করায়।"

ভ্রমপূর্ণ প্রাকৃত-সাহজিক-বিচার

আধুনিক প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায় তথা গ্রাম্য সাহিত্যিক-সম্প্রদায়ের মত এই যে, অতিমর্ত্ত্য বস্তুকেও

মর্ত্যের ছাঁচে—মাপার খাঁচায় মেপিয়া না দেখিতে পারিলে তাঁহাদের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম হয় না। কিন্তু নিরপেক্ষ বস্তু-বিচারে দেখিলে ইহা প্রাকৃত সাহজিকগণের ইন্দ্রিয়তর্পণ-পিপাসার প্রলাপ-মাত্র। অতিমর্ত্য বস্তুকে অতিমর্ত্যের তুলিকায় অগ্রসর হইয়া দর্শন করিতে পারিলেই বস্তুর স্বরূপ-দর্শন হয়। আর অতিমর্ত্যকে মর্ত্যের মনের মতো টানিয়া আনিবার স্বত্ব-বৃত্তি কোনও দিনই অতিমর্ত্য বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ করে না।

শ্রীশ্রীবলদেব-প্রকটোৎসবোপলক্ষে

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত নাট্যমন্দির

তারিখ—১১ই চৈত্র (১৩৩৮), ২৮শে আগষ্ট (১৯৩১)

সময়—সন্ধ্যা ৭॥০—৯টা

যং ব্রহ্ম-বরুণেন্দ্র-রুদ্র-মরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥

(ভাঃ ১২।১৩।১)

আমি সেই দেবতাকে নমস্কার করি—যে দেবতার আজ আবির্ভাব-দিবস—যিনি সর্বশক্তিমান্ ও নিঃশক্তিমান্, একাধারে এই দুই ব্যাপারে যিনি অচিন্ত্য অর্থাৎ মানব-চিন্তার বহির্ভূত। যিনি সুরাসুর উভয়ের বন্দ্য—যাঁকে ব্রহ্মা-বরুণ-ইন্দ্র-রুদ্র-মরুতাদি দেবগণ দিব্য স্তবে স্তব করেন—উপনিষদের সহিত বেদ-সমূহ এবং সামগানকারী ব্রাহ্মণগণ যাঁর কীর্ত্তিগাথা গানে করেন—যোগিগণ যাঁর দর্শনাকাঙ্ক্ষী হন—সুরাসুরগণের কেহই যাঁর অন্ত জানতে পারেন না, অথচ জান্বার জন্য উৎসুক হন, তিনি বলদেব বস্তু, তাঁকে আমি নমস্কার করি।

শ্রীবলদেব স্বয়ংপ্রকাশবস্তু। পরমেশ্বর বস্তু প্রকাশিত না হ'লে তাঁকে কেহ জান্তে পারে না। কৃষ্ণচন্দ্র অখিল-রসামৃতসিন্ধু; সেই কৃষ্ণচন্দ্রের স্বয়ংপ্রকাশ-বিগ্রহ—অভিন্ন-বস্তু বলদেব; তিনিও 'ব্রজরাজকুমার' ব'লে প্রসিদ্ধ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যে-সকল কথা আছে, তাঁতেও তাই আছে, তবে তাঁকে কৃষ্ণ বলা হয় না, 'বলরাম' বলা হয়। নিখিল বিষ্ণুতত্ত্ব যাঁ' হ'তে প্রকাশিত হ'য়েছেন—দেবাসুরগণ যাঁর উপাসনা করেন, তিনিই স্বয়ংপ্রকাশবস্তু। সুরাসুরগণ স্বয়ংরূপ বস্তুর উপাসনা না ক'রে স্বয়ংপ্রকাশবস্তুর উপাসনা করেন, যেহেতু স্বয়ংরূপ বস্তু স্বয়ংরূপ প্রকাশের দ্বার ব্যতীত স্বয়ং নিজের পরিচয় দেন না। সেই স্বয়ংপ্রকাশবিগ্রহ—বলদেব প্রভু। মহাবৈকুণ্ঠে বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহরূপে তিনিই প্রকাশিত আছেন—একই বস্তু চার প্রকারে প্রকাশিত। সেখানে স্বয়ংপ্রকাশবিগ্রহের রূপ পূর্ণ আছে। 'রূপ' শব্দের অর্থ—পূর্ণ, অংশে নয়। এই রূপবিশিষ্ট বস্তুই—সঙ্কর্ষণদেব—স্বয়ংরূপের বৈভব—যাঁর চারটি প্রকাশবিগ্রহ মহাবৈকুণ্ঠে প্রকাশিত। একই বস্তু চার প্রকারে প্রকাশিত হ'লেও সেই চার বস্তু এক। বাসুদেব—প্রাভব-বিলাস, সঙ্কর্ষণ—বৈভব-বিলাস, প্রদ্যুম্ন—প্রাভব-প্রকাশ, অনিরুদ্ধ—বৈভব-প্রকাশ।

বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কারণসমুদ্র। তত্রত্যবৈভবের কারণ—সঙ্কর্ষণ প্রভুর অংশ কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু। তিনি বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ডের কারণ—সকলের কারণ। বৈকুণ্ঠ—অবিনশ্বর, ব্রহ্মাণ্ড—নশ্বর। বৈকুণ্ঠ, গোলোক—ভগবানের অন্তরঙ্গাশক্তি-প্রকটিত বস্তু—সম্পূর্ণ উপাদেয়, ঘৃণাবিজ্ঞিত, ঘৃণীয় প্রভৃতি শব্দ একাধারে যাঁর সার্থকতা সম্পাদন করছে। অবিনশ্বর আমার—বৈকুণ্ঠ; উহা সৃষ্ট পদার্থ নহে, নিত্য-প্রকাশশীল। আর ব্রহ্মাণ্ড—নশ্বর, কালক্ষোভ্য আধার; উহা ভগবানের বহিরঙ্গাশক্তি-দ্বারা নির্ম্মিত। ব্রহ্মার

অণ্ড—ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ সৃষ্টি-পদার্থ। বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা মহাবিষ্ণু সঙ্কর্ষণ হ'তে নিঃসৃত হ'য়ে কারণ-সমুদ্রে কারণার্ণবশায়িরূপে বিরাজিত। এই কারণশায়ী মহাবিষ্ণু হ'তে দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ী নিঃসৃত—যাঁ'কে ঋক্‌সমূহ "সহস্রশীর্ষ পুরুষঃ" প্রভৃতি ব'লে স্তব ক'রেছেন—যোগিগণ যাঁ'কে পরমাত্মরূপে লক্ষ্য করেন—তিনি ভূমা, সর্ব্বব্যাপী—যাঁ'কে পরিচ্ছিন্ন করা যায় না—যাঁর নাভিনালে জন্ম ও মরণের মূল—ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও প্রাণ-কারী হিরণ্যগর্ভ ও কমলের আশ্রয়। এই দ্বিতীয় পুরুষা-বতারকে স্বয়ংরূপ ভগবানের অংশ—কলা বলা হ'য়েছে। আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু—

"এবৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপাস্ত তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥"

—প্রভৃতি মহাজন-বাক্য ব'লে এই গর্ভোদকশায়ী অন্তর্যামী মহাবিষ্ণুর পূজা করেন। ইনি আমার বলদেব প্রভুর অংশাংশ—'পরমাত্মা' শব্দবাচ্য—ব্যাপকতা বশে আশ্রয় ক'রে ইঁহার উপাসনা বর্ত্তমান। ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু—ব্রহ্মবাচক শব্দ, জীব-বাচক নন। ব্রহ্ম—বৃহৎ ও পালনকারী।

মানব-জ্ঞানে যা' জানা যায়, তা' সঙ্কীর্ণ—বলদেবের বলের কিঞ্চিৎ আভাসময় অংশ মাত্র। বলদেব প্রভু সর্ব্বশক্তিমান্—সকল বল যাঁ'র পদনখে অবস্থিত—যে সর্ব্বশক্তিমত্তা হ'তে দূরে অবস্থান ক'রে কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ংরূপের লীলা প্রকাশ করে-ছেন। মর্য্যাদাপথে ভগবান্‌কে জান্‌বার ইচ্ছা হ'লে আমরা বলদেব প্রভুর পাদপদ্ম পর্য্যন্ত পৌঁছ্‌তে পারি, তাঁর অতিরিক্ত আমরা দর্শন কর্‌তে পারি না। এখানে যা' অতি দুর্লভ—এখানে যা' আধিক, চিজ্জগতে তাঁর আকর বস্তু সম্পূর্ণরূপে অবস্থিত। বলদেব প্রভুর বলে আমরা তা' আলোচনা কর্‌তে সমর্থ হই। আমরা মায়িক জগতের অন্তরালে অবস্থিত—আমাদের কথা স্তম্ভিত হ'য়ে যাচ্ছে। যে বল আমাদিগকে অভিভূত করে, আমরা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করি। আমরা দুর্ব্বল—সামান্য শক্তি লাভের জন্য আমরা কত যত্ন করি। গৌরসুন্দর বলেছেন,—'তৃণাদপি সুনীচ' হও, বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণুগুণসম্পন্ন হও, নিজের চেষ্টায় বলবান্ হ'বার দুর্ব্বুদ্ধি না ক'রে যিনি বল-প্রদাতা, সেই বলদেব প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ কর। যাঁ'র বল, তিনি বলদেব প্রভু; কৃষ্ণচন্দ্র বলদেবের অনুগত জন কর্ত্তৃক সেবা হ'তে ইচ্ছা করেন। বলদেব প্রভুর অনুগ্রহ ব্যতীত কৃষ্ণসেবা পা'বার উপায় নেই। যাঁরা বলদেব প্রভুর সেবক হ'তে পারেন, তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে বলবান্ হন। আমরা যদি অন্য কার্য্যে নিযুক্ত হ'য়ে যাই, তা' হ'লে বলদেব প্রভুর সেবা করবার পরিবর্ত্তে আমরা নিজেদের সেবা প্রার্থী হ'য়ে যাই।

আমরা দুর্ব্বল জীব—৪০টি গুণ অতি অল্প পরিমাণে আমাদের আছে। ৬০টি গুণসম্পন্ন বিভুবস্তুর আনুগত্য ব্যতীত আমরা তত্তদ্‌গুণবিশিষ্ট হ'য়ে যাব কর্‌ব মাত্র; কিন্তু তাঁর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হ'লে পূর্ণতা লাভ কর্‌ব। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ যে কোন অবস্থায় থাকি না কেন, তাঁর আনুগত্য ব্যতীত আমরা বলবিহীন হ'য়ে থাক্‌ব। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্—যাঁ' হ'তে মানব পূর্ণবিচারশক্তি লাভ ক'রে কৃষ্ণদর্শনের সুযোগ প্রাপ্ত হন—যিনি সুরাসুরেশ্বরা—সকল দেব যাঁ'কে স্থিরনিশ্চয় কর্‌তে পারে না, তিনিই বলদেব। তাঁর আজ আবির্ভাব-বাসর। তাঁ'রই বাহু অঙ্গ হ'তে এই জগৎ প্রকাশিত হ'য়েছে; বাহু-অঙ্গ—পরিবর্ত্তনশীল। অন্তর অঙ্গ—নিত্য। সঙ্কিনী—'সৎ'—বর্ত্তমান। সেই বলদেব প্রভু একমাত্র পালনকারী—সকল মঙ্গলের মূল বিধাতা; তাঁর মূল বস্তু কৃষ্ণ স্বয়ংরূপ, স্বয়ং-প্রকাশ বলদেব প্রভুর সেবা। তিনি সখা, ভাই, শয়ন, যাজন, আবাহন, গৃহ, ছত্র, বস্ত্র, ভূষণ, আসন প্রভৃতিরূপে কৃষ্ণের সেবা করেন। বলদেব, বলভদ্র, বলরাম প্রভৃতি শব্দ দ্বারা তাঁর সকল প্রকারের বলের কথা বলা হ'য়েছে। তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি হ'তে বৈকুণ্ঠ, গোলোক, বৃন্দাবনাদি প্রকাশিত হ'য়েছে; তাঁর বহিরঙ্গাশক্তি-পরিণাম—এই জড়ব্রহ্মাণ্ড; আর তাঁর তটস্থাশক্তি-পরিণতি—অনন্ত জীবগণ।

যে প্রভুর কিঞ্চিৎ বল পেলে এই জীবকুল তাঁর আনু-গত্যে পারমার্থিক বলে বলীয়ান্ হন—কৃষ্ণসেবা লাভ করেন, সেই বলদেব প্রভু—সঙ্কিনীশক্তিদ্বিগ্রহ; কৃষ্ণচন্দ্র—সন্বিদ্‌বিগ্রহ; তিনি—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, তন্মধ্যে সঙ্কিনীশক্তি। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের বিচার দূর হওয়ার জন্য মধ্যবর্ত্তী যা' থাকে তা' সৎ। সচ্চিদানন্দবস্তু—বলদেবপ্রভু, সচ্চিদানন্দবস্তু—কৃষ্ণচন্দ্র, সচ্চিদানন্দবস্তু—বার্ষভানবী—এঁরা সকলেই

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। "ব্রহ্মজ্ঞানাত্মক ব্রহ্মে ব্রজেন্দ্রনন্দন"। সর্ব্বশক্তিমান্ বলদেব প্রভুতে সকল বিরুদ্ধধর্ম্মের সমাবেশ আছে। চিদ্বস্তু যখন সচ্চিদানন্দময় বস্তুর জ্ঞান গ্রহণের জন্য ব্যস্ত থাকেন, তখন বহির্জ্জগতের অন্যান্য কথার সহিত তাঁর সামঞ্জস্য করা সঙ্গত নয়। এরূপ করলে আমরা নানারূপ অমঙ্গলের মধ্যে প'ড়ে যা'ব।

আমরা জড়জগতে আছি—ভটস্থাশক্তিপরিণত জীবকুল আমরা কৃষ্ণবৈমুখ্য-বশতঃ এখানে এসে পৌঁছেছি। বলের অভাব-হেতু এখানে আমরা প্রত্যেকের দ্বারা আক্রান্ত; জড়বদ্ধ আমাদিগকে নানা ভাবে বিক্ষিপ্ত করছে। বলদেব প্রভুর আনুগত্য ব্যতীত আমাদের গতি নেই। আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র" শ্লোকে যে বাস্তবসত্যের কথা কীর্ত্তন ক'রেছেন, তা' পরিত্যাগ ক'রে আমরা যদি ভগবানের ছলময়ী মায়ার অন্তর্ভূত হ'য়ে পড়ি, তা' হ'লে শ্রীবলদেব প্রভুর পাদপদ্মের শোভা দর্শন করবার সৌভাগ্য আমাদের হ'বে না। বলদেব প্রভু ভেদমূলক বলের প্রদানকারী অচিৎএর নিকট হ'তে আমরা যে বল—যে জ্ঞান লাভ করি, তা' দ্বিনি ধ্বংস কর্‌তে পারেন, তাঁর নিকট হ'তে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। আমাদের যে বোধশক্তি, যে বল আছে বিচার কর্‌ছি, তলবকার উপনিষদে উমা-হৈমবতী-সংবাদে ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, পবন, প্রভৃতি দেবগণের যেরূপ বলের নিরর্থকতা ভগবান্ প্রদর্শন করেছেন। এ সমস্তই অচিদ্বল মাত্র। বলদেবের বলে বলীয়ান্ না হ'লে এসমস্ত বল ব্যর্থ হ'য়ে যায়—ইন্দ্রাদি দেববৃন্দের সমস্ত বল ব্যর্থ হ'য়ে গিয়েছিল, বলদেবের বল লাভ না করায়।

আমাদের বর্ত্তমান বল প্রতিমুহূর্ত্তে নষ্ট হ'চ্ছে। বাস্তব-সত্যের অনুসন্ধানের জন্য বলদেবের আশ্রয় গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা অবাস্তব বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য অপরের নিকট হ'তে যে-সমস্ত পরামর্শ প্রাপ্ত হই, তা'র মূল্য অন্ধকর্ণধার-মাত্র। যা' পরিবর্ত্তনশীল, নশ্বর, এরূপ জ্ঞানের প্রতি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি আস্থা স্থাপন করেন না। আমরা মনোধর্ম্মের দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে যে শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করি—অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির সাথী হই, তা' প্রাকৃত বুদ্ধির পরিচয় মাত্র; মুটো হাড়িতে জল রেখে কি লাভ হ'বে?

আমরা যখন বলদেব প্রভুর আনুগত্যে কার্য্য করি, তখন কৃষ্ণসেবা হয়। বলদেবপ্রভুর একমাত্র কৃত্য—কৃষ্ণসেবা। সেব্য-সেবকের পাঁচ প্রকার সম্বন্ধ। ভ্রাতা এবং ভ্রেয়—কান্ত-কান্তা, ভ্রাতা এবং ভ্রেয়—পুত্র-পিতামাতা, ভ্রাতা এবং ভ্রেয়—বন্ধু, ভ্রাতা এবং ভ্রেয়—সেব্য-সেবক, ভ্রাতা এবং ভ্রেয়—নিরপেক্ষ শান্ত। সেবক যখন সেব্যের দিকে অগ্রসর হন, তখন তাঁকে বলদেব প্রভুই সাহায্য করেন। বলদেব প্রভুর বল লাভ না ক'রলে আমাকিকতা প্রবল হ'য়ে নানারূপ মতবাদ সৃষ্টি হয়। তখন—"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।"—তখন আমাদের বিচার-প্রণালী দুষ্ট হ'য়ে পড়ে—তখন অনুগ্রহোপাদনা-দ্বারা 'আমরাই সেই বস্তু' মনে করি। নিজে অনাদী-মালব গুরুরাই আমাদের দ্বারা, তাঁতেই আমাদের নাম গুরুত্বে যোগ্যতা হয়, নতুবা আমাদের যোগ্যতা থাকে না।

নামের বদলে শঙ্খ উচ্চারণ ক'রে আমরা যে অমঙ্গল বরণ করি, তা' হ'তে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় শ্রীগৌর সুন্দর আমাদের জন্য নির্দ্দেশ ক'রেছেন। শ্রীগৌরসুন্দর পড়া হ'তে এসে নবদ্বীপের পুরুষোত্তম সঞ্জয়ের বাড়ীতে ছাত্রগণকে ব্রাহ্মী ভাষায় যে ব্যাকরণ শিক্ষা দিয়েছেন, তা'তে সকল শব্দকেই কৃষ্ণরূপে বর্ণন ক'রেছেন। ফোটের বিদ্বদ্‌রূঢ়ি ও অবিদ্বদ্‌রূঢ়ি ব'লে দু'প্রকার বৃত্তি আছে বিদ্বদ্‌রূঢ়িতে যাবতীয় শব্দ কৃষ্ণপাদপদ্মকে লক্ষ্য করে; আর অবিদ্বদ্‌রূঢ়ি দ্বারা ভগবদ্বিতরবস্তু লক্ষিত হয়। কৃষ্ণজ্ঞানের বৃদ্ধিকে—নানা প্রকার কাল্পনিক চিন্তাস্রোতে কৃষ্ণবৈমুখ্যধর্ম্ম উৎপন্ন হ'য়েছে। আমরা বলদেব প্রভুর কৃপায় পুনরায় কেবলজ্ঞানে জ্ঞানী হ'তে পারি—"কৈবল্যৈক-প্রয়োজনম্" বিচারে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারি—ভাগবতকে বেদান্তলভ্য ব'লে জান্‌তে পারি। সেই বলদেবপ্রভুর সর্ব্বতোভাবে অন্বয়জ্ঞান কৃষ্ণপাদপদ্মের সেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নেই। এই বলদাতা প্রভুর আনুগত্য করা—তাঁর নিকট হ'তে চিদ্বল লাভ করাই আমাদের একমাত্র কৃত্য। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। সেই বলদেব প্রভুর বল ব্যতীত আমাদের কোন সম্বল নেই।

আমরা ত' অচিদ্বল লাভের জন্য অনেক যত্ন করলাম, কিন্তু তা' সমস্তই নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে; কেন নষ্ট হ'য়ে যায়,

তা'র কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। বলদেব প্রভু বিরুদ্ধশক্তি হ'তে উদ্ধার করেন, যেমন প্রহ্লাদকে ক'রেছিলেন। মনোধর্ম্মের পিপাসা তিনি মুষলের দ্বারা উৎপাটন করেন। তাঁ'র কিঙ্কিৎ অনুগ্রহে সমস্ত মঙ্গল হ'য়ে যায়। তাঁ'র আবার আবির্ভাব কিরূপ? নিঃশক্তিক থাকবার যোগ্যতা তাঁ'র আছে, কাল্পনিক নিঃশক্তিক নহে—সঙ্ঘশক্তিমত্তা-বিচার দূরে রেখে কৃষ্ণচন্দ্র যেরূপ লীলাবিলাসী হ'য়ে থাকেন। যখন সেই বস্তু জ্ঞেয়রূপে প্রকাশিত হন, তখন আমরা ক্রম বুঝতে পারি—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণাগ্রজন, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ-দ্বারকেশের সেবার ক্রম। অন্য-স্থিতি-স্বীকার রামচন্দ্রের সেবা-দ্বারা বুঝতে পারা যায়। কৃষ্ণলীলার সেবা-ধামে—ব্রজে, মথুরা ও গোকুলে সর্ব্বত্রই বলদেব প্রভু আমাদিগকে সাহায্য করেন। তাঁ'র কৃপায় মানবোচিত ভাব সমূহ ঈশ্বরে আরোপ ক'রে কদর্য্য করার হাত হ'তে আমরা রক্ষা পাই। এরূপ কদর্য্য গর্হণযোগ্য। প্রাকৃত সাহজিক-সমাজ এটাকে ধর্ম্ম ব'লে মনে করে। সেখানকার (চিচ্ছায়াতের) বিকৃত প্রতিফলনে এখানকার সমস্ত উদ্ভূত হ'য়েছে। কিন্তু সেই বস্তু যাঁ'র বহিরঙ্গাশক্তি হ'তে উদ্ভূত হ'য়ে সত্যের প্রতিফলনকে সত্য ব'লে অনুভূত করাচ্ছে, সেই মূল আকর বস্তু আমাদের আলোচ্য হউক, নচেৎ বৌদ্ধবিচার, অর্হৎ-বিচার ইত্যাদি অবলম্বন ক'রে অষ্টবসুর অন্তর্গত উপরিচরবসুর বিচার অবলম্বন না করলে অক্ষজ বিচার হ'বে। কিন্তু বলদেব প্রভু অধোক্ষজ বস্তু। তিনি অন্তর্যামিসূত্রে অবিচার ধ্বংস করেন। কৃষ্ণের কথা আলোচনাকালে সব মুবিধা হ'বে। তখন কৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহের বিষয় উপলব্ধি হ'বে। ক্রম-উপলব্ধি হ'য়ে উন্নত হ'তে পারব। শ্রবণের সিঁড়িটা ছেড়ে দেবো। জগতের জ্ঞান হতে inductive process রূপ কাল্পনিক পথ অবলম্বন করব না। সূর্য্যের আলোক অক্ষিতে আসলে তদ্দ্বারা সূর্য্যকে দেখব। আলোকে সূর্য্য কল্পনা করা apotheosis. আমরা কপটতা ক'রে একটা মানুষকে ভগবান্ সাজাতে যাবো না। ভগবান্ বলেছেন,—

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ।

আমার স্বরূপ, আমার রূপ, গুণ ও লীলা যে প্রকার, সেই সকলের তত্ত্ববিজ্ঞান আমার অনুগ্রহে তুমি প্রাপ্ত হও।

ভগবৎকৃপাক্রমে সেই ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশিত হন। অক্ষজ-জ্ঞানে তাঁ'কে জানতে পারা যায় না। বলদেব প্রভু ভিন্ন অন্য কেহ তাঁ'কে জানাতে পারে না। আমরা নিজ চেষ্টায় সেই বস্তুর জ্ঞান লাভ করতে অসমর্থ,—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।

একমাত্র ভক্তিবলেই সত্যসিদ্ধি হ'তে পারে,—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

পরা ভক্তি ব্যতীত আমাদের আর উপায় নেই—বলদেব প্রভুর অনুগ্রহ ব্যতীত মঙ্গলের পন্থা নেই। আর সমুদয় বিচার অক্ষজ- মানব-জ্ঞান-কল্পিত।

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥

নির্ব্বিশেষবাদী মনে করেন,—অক্ষজ জ্ঞানের দ্বারা বর্ত্তমান জড়ীয় অবস্থা অতিক্রম ক'রে চেতনময় জগতে যেতে পারি। এরূপ চিন্তাস্রোতের অকর্ম্মণ্যতা বলদেব প্রভুর কৃপায় বুঝতে পারা যায়। বলদেব প্রভুর অনুগ্রহ লাভ করলে চিদ্বল ও অচিদ্বল যে এক একটি আলাদা জিনিষ, তা' বুঝতে পারি। বদ্ধজীবের শুদ্ধাকাশে—চিদাকাশে—জড়ীয় মনে বস্তুর কোন ক্রিয়াকলাপ নেই। অক্ষের রূপ—অক্ষের চিন্তাস্রোত সেখানে নিয়ে যেতে হ'বে না,—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া বা বহুনা শ্রুতেন।"

সেই বস্তুটি শ্রীচৈতন্যদেব ব্যতীত অন্য কোন জিনিষ নয়। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চতুর্ব্বিধ ব্যক্তি নিজ নিজ বৃত্তি পরিত্যাগ করলে ভক্ত হ'তে পারে। দুর্ব্বলতা গ্রহণ ক'রে আত্মরক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য নয়। বাস্তবসত্যের অনুগ্রহই আমাদের একমাত্র বৃত্তি। চিদ্বলে বলীয়ান্ হওয়া কর্ত্তব্য। বাস্তিকতা, অবজ্ঞায়, অচিদ্বলে বলীয়ান হওয়া আত্মমঙ্গলের পন্থা নহে।

শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের এরূপ চিত্তস্রোতের অকর্ম্মণ্যতা দেখা'বার জন্য বলেন,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

সর্ব্বদা বিষ্ণুরই কীর্ত্তন কর্ত্তে হ'বে। মায়ার কীর্ত্তন কর্ত্তে হ'বে না। বৈকুণ্ঠরাজ্যে বাস কর্ত্তে হবে—দর্শকগণ মায়ায় বিমোহিত হ'লেও আমাদের মায়াতীত রাজ্যে বিচরণ করার বলই বলদেবপ্রভুর কৃপায় অর্জ্জন ক'র্ত্তে হ'বে। যাঁ'দের চিত্ত, চিদ্‌বিলাস লাভ হ'য়েছে, তাঁ'রা বাস্তব সত্যের প্রচারের জন্য বদ্ধ করেন। এখানকার অনন্ত কোটি ধন, বিদ্যা, জ্ঞান, সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট হবার দরকার নেই। যাঁ'রা এগুলোকে বহুমানন ক'রেছেন, আমরা দূর হ'তে তাঁ'দিগকে দণ্ডবৎ করি। তাঁ'দের নিত্য-মঙ্গল-লাভের জন্য আদৌ ইচ্ছা নেই। যাঁ'রা অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, অসত্যাশ্রয়ী, তাঁ'দের বিচার-প্রণালী প্রশংসনীয়া নহে,—

নহ্যসুত্তৃপ্তিরিতঃ বহুদণ্ডরাজ্যে
মর্ত্যেষ্বমর্ত্যনিভৃতাক্ষদৃশস্তদর্হাঃ।
তৃর্ণং বপেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

আমরা অনুভবজন্য পেয়েছি—জগতের কোটি কোটি লোকের কথা শুনছি; কিন্তু তাঁ'রা মরবে, তাঁ'দের চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তন হ'বে। খানিকক্ষণ পরে তাঁরা আর সাড়া কর্ত্তে পার্‌বে না। সুতরাং আমরা এদের আনুগত্য ক'রে আর প্রতারিত হ'ব না। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্—যাঁ'র আনুগত্যে আমাদের সর্ব্ব অমঙ্গল দূর হ'বে—নিত্যকাল যাঁ'র কৃপা আমাদের উপর বর্ষিত হ'বে, সেই বলদেব প্রভুর আশ্রয় আমরা গ্রহণ কর্‌ব। যদিও আমি বর্ত্তমান সময়ে মায়ার অভিভূত হওয়ার যোগ্যতা লাভ কর্‌ছি, তথাপি সেই দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ ক'রে যাতে বলদেব প্রভুর কৃপা লাভ কর্ত্তে সমর্থ হই, আপনারা আমাকে এরূপ আশীর্ব্বাদ করুন।

হিন্দি পারমার্থিক পত্র
"ভাগবত"

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ভগবান্ রসবর্জ্জিত নীরবার অন্তর্ভুক্ত ব্যাপার নহেন। ভগবানের নির্ব্বিশেষ প্রতীতি "ব্রহ্ম" শব্দে আবদ্ধ। ভগবানের আংশিক বৈভব-প্রতীতিতে চিদ্‌চিৎ শক্তিবৈচিত্র্য বর্ত্তমান থাকিলেও চিদ্‌বিলাস-বিচিত্রতার অখিলরসাস্বাদন-ধর্ম্ম-বর্জ্জিত। সুতরাং আকর ব্রহ্মাধিষ্ঠান বা পরমাত্মাধিষ্ঠান উহাস্ত জ্ঞান বা আংশিক অধিষ্ঠান-মাত্রেরই প্রকাশবহ। ইহাদেরই পূর্ণ প্রকাশ ভগবত্তায় প্রদর্শিত হয়। দর্শনকারীর অধিকারভেদে প্রদর্শিত প্রকাশ-সমূহ ন্যূনাধিক অনুভূত হয়। তজ্জন্য ব্রহ্মজ্ঞ ও সংবিত জনগণের পর্য্যায় ভজনীয় বস্তুর জ্ঞাননিষ্ঠ ভক্তের আসন হইতে পৃথক্ স্তরে অবস্থিত হয়।

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ভগবানের কথা বেদের পরিণত ফল-রূপ শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থেই গীত হইয়াছে। বদরিকাশ্রমে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাস স্বীয় পরীক্ষিত-জাত পুত্ররত্নকে সেই গান শুনাইয়াছিলেন। সেই অভিনব গীতি ঋষিগণের সহিত অসংস্পৃষ্ট হইয়া অবস্থিত শুকদেবের শ্রীমুখে পৃথ্বীপতি তাঁহার পার্থিব-লীলা সংগোপনের পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রবণ করিবার স্থান-টী গঙ্গাদৈবতোপরে অবস্থিত ছিল। সেখানে বহু মনীষী, সাধক মহাপুরুষ, তাপস, কোবিদগণ, মুনিসমূহ এবং শীতবিস্তারপরায়ণ গোমহর্ষণি সূতও উপস্থিত ছিলেন। সেই শ্রীসূত গোস্বামীই নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণ-সমীপে গুরুদিগের বেদার্থসংবলিত বহু কথায় সহজ ভাষায় বলিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতোপদেশের কথাগুলি শ্রোতৃবর্গের ধারণোপযোগী করিবার উদ্দেশ্যে ঐতিহ্য বর্ণনমুখে জাগতিক কথায় শ্রীমদ্ভাগবতের যে তৃতীয় অধিবেশন হইয়াছিল, তাহা কালপ্রভাবে বিভিন্ন আধারে পতিত হইয়া নানাপ্রকারে ব্যবহার-জীবনে নিযুক্ত হইয়াছে দেখিয়া কলিযুগাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব স্বীয় নিত্যলীলা প্রকট করাইয়া কলিহত জনগণের দুর্গতির হস্ত হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। সেই ভগবৎসন্দর্ভিনী

কথা গৌড়ীয়ায় এবং গৌরজনের মুখে যেরূপে গীত হইয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে, সেই কল্যাণময়ী বাণী বর্ত্তমানকালে দর্শ ও পৌর্ণমাসীকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বে হইবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। গৌরজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুগতে। সমগ্র গৌড়মণ্ডলে স্থানীয় প্রাদেশিক ভাষার সাহায্যে সেই হরিকথা প্রচারিত হইবার সঙ্কল্পে ভাগবতের প্রকাশ প্রাকট্য লাভ করিলেন। বর্ত্তমান কলিহত জীবগণ শ্রীমদ্ভাগবতকে 'শ্রীভাগবত' বলিয়া দর্শন করেন, এজন্য 'শ্রীভাগবত'কে 'শ্রীভাগবত' বলে সম্প্রতি প্রাকট্য লাভ করিতে হইল।

ভাগবতকথা ও ইতর কথার মধ্যে পার্থক্য এই যে, ভাগবতকথা—নিত্যা, ইতর কথা—তাৎকালিকী মাত্র। হরিকথার আনুষঙ্গিক হরিজন-কথা অপরিহার্য্য। হরিজন-সম্বন্ধে যিনি ভাগবতী কথা ভাগবতের মুখে শুনিবার অধিকার পাইবেন, তাঁহাকে কেবল মানব কেন, মানব-বন্ধু দেবাদিও আদর করিবেন।

গত অমাবস্যা তিথিতে, ২২শে কার্ত্তিক (১৩৩৮), ৯ই নভেম্বর (১৯৩১), ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অন্তর্ধানক্ষেত্র ভাগবত-কীর্ত্তন-ক্ষেত্র শ্রীনৈমিষারণ্য শ্রীসরমহংসমঠের মুখপত্ররূপে "ভাগবত" নামক একটি পারমার্থিক পাক্ষিক পত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। সুপ্রথিত বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপা-শক্তিসঞ্চারে এই পত্রের সম্পাদকত্বের ভারগ্রহণ করিয়াছেন। আর্য্যাবর্ত্তে এইরূপ পত্রের আবির্ভাব সম্পূর্ণ অভিনব ও মৌলিক অতএব এখানে এইরূপ পত্রের একান্ত প্রয়োজনীয়তার অবকাশ রহিয়াছে। ইতোমধ্যেই এই পত্রখানি সত্যানুসন্ধিৎসু সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হইতেছে। উক্ত পত্রের প্রথম সংখ্যা সঙ্ঘো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পত্রে ও বিষ্ণুপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতির্ সত্যাগ্রহবাদ, সম্পাদকীয় বক্তব্য, ব্রহ্মমণ্ডল-পরিক্রমার আহ্বান, কৃষ্ণদাস রাজকুমারের চরিত্র, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের "হরিনামের রহস্য" প্রবন্ধ, ও "শ্রীগুরুস্বামী, মায়াবাদ" নামকীর্ত্তন সম্বন্ধে, শ্রীশ্রীবিষ্ণু-আরাত্রিকম্ এবং "নিবেদন" শীর্ষক প্রবন্ধ-সমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। 'ভাগবত' পত্র প্রতিমাসে দুবার অর্থাৎ অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায় প্রকাশিত হইবে। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড়টাকা, প্রতি-সংখ্যা এক আনা। বিশেষ মুদ্রণ-সৌষ্ঠব ও পরিপাটির সহিত এই পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত অধোক্ষজ সেবা-কাব্যিপ্রভুর অর্থানুকূল্যে এই পত্র শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট-সেবার সম্ভার লইয়া আর্য্যাবর্ত্তবাসী জনসাধারণের নিকট উপস্থিত হইয়াছে।

প্রয়াগ-মহোৎসব

প্রয়াগ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের মহোৎসব এবং নৈমিষারণ্য শ্রীসরমহংসমঠের মহামহোৎসব শ্রীরূপানুগবর পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচৈতন্য-কথা, শ্রীরূপ-কথা ও পারমহংসী সংহিতা শ্রীভাগবতের কথা কীর্ত্তনমুখে সমাপ্ত হইয়াছে। শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের মহোৎসবে প্রয়াগ-বাসী বহু শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, পণ্ডিত ও বিদ্বজ্জন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণের অপূর্ব্ব সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের উৎসব-উপলক্ষে কৃপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদের অনর্গল শ্রীরূপো-পদেশামৃত বিতরণ এবং উৎসবের প্রাঙ্গণে 'অভিজ্ঞান' শ্রীরূপশিক্ষাদ্বয়ী শ্রীপ্রয়াগধামে পুনরায় শ্রীচৈতন্য-কথার গঙ্গা-যমুনা ও সরস্বতী ধারায় সম্মেলনের বন্যা প্রবাহিত করিয়াছে। মহোৎসব-উপলক্ষে বিচিত্র ভগবৎপ্রসাদ সর্ব্ব-সাধারণে বিতরিত হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠের নূতন শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করেন। প্রয়াগ-প্রবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দেব মহোদয় এবং তাঁহার আদর্শ ভক্তিশীলা সহধর্ম্মিণীর সেবানুকূল্যে শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠের একটি বিস্তৃত ভূখণ্ড পরিগৃহীত হইয়াছে। শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের মহামহোৎসবে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিভব মহোদয় অক্লান্তভাবে সেবা করিয়াছেন। গৌড়ীয়-সঙ্ঘপতি শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ প্রভৃতি ভক্তসেবকগণ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-মনোহ-ভীষ্ট প্রচারে অসামান্য সেবা করিয়াছেন।

বিগত ২৬শে কার্ত্তিক (১৩৩৮) বুধবার দিবস কলিকাতা বাগ্‌বাজার শ্রীগৌড়ীয় ম.ঠ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দোৎসবো-পলক্ষে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ইহার বিবরণ সময়ান্তরে 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশিত হইবে। গৌঃ সঃ

১০ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৫ই অগ্রহায়ণ শনিবার, ১৩৩৮ ; ২১শে নবেম্বর ১৯৩১ | ১৫শ সংখ্যা।

দর্শন ও শ্রবণ

'দর্শন'-ব্যাপারটি দর্শকাভিমানীর নিজের দিকের ক্রিয়া, আর 'শ্রবণ' সেবার সম্প্রতিষ্ঠিত অপরের দ্বারা অনর্থযুক্তের সেবোন্মুখতা উৎপাদনী ক্রিয়া : 'দর্শন'—দর্শকের নিজের চেষ্টা, আর 'শ্রবণ'—আবর্ষিতা গুরুদেবের দ্বারা শিষ্যের সেবা-গতিময়ী চেষ্টা। আমরা শ্রীগুরুপ্রণামে পাঠ করি,—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

অজ্ঞানতিমিরান্ধ ব্যক্তি আপনাকে দ্রষ্টা অভিমান করিয়া যে দর্শন-চেষ্টা প্রদর্শন করে, তাহাতে দর্শন তিরিৎময়—অনর্থময় ; উহা দর্শনবাধ, অন্ধকার বা মায়া-দর্শন, আর শ্রীগুরুদেব অজ্ঞানতিমিরান্ধকে সদ্য শ্রবণ করাইয়া অর্থাৎ দিব্যজ্ঞানাঞ্জনশলাকা-দ্বারা অজ্ঞানতিমির বিনাশ করিয়া যে দর্শনের যোগ্যতা দেন, অর্থাৎ শ্রবণ-ফলে যে দর্শনাধিকার লাভ হয়, তাহাতে অনর্থযুক্তের আবরণ থাকে না।

অনর্থযুক্তের দর্শনের বাধা রহিয়াছে, সুতরাং ঐ বাধা বাধকরূপ দর্শনের দ্বারা অপসারিত হয় না, কিন্তু শ্রবণের বাধা সাক্ষাৎ শ্রবণের দ্বারাই সাক্ষাদ্ভাবে অপসারিত হয়। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ নববিধা ভক্তির মধ্যে সর্ব্বাগ্রে শ্রবণের কথা বলিলেন,—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

শ্রবণ-ফলে পরম পুরুষ বিষ্ণুতে আত্মসমর্পণ-বুদ্ধি উদিত হয় অর্থাৎ ক্ষুদ্রজীব আমি, আমার অনর্থসমূহ, আবৃত ও

বিকিন্তু অহমিকার কোন চেষ্টা-দ্বারা অধোক্ষজ বিষ্ণুর স্বরূপ নির্ণয় করা যাইতে পারে না। শ্রবণ-ফলে যখন আত্মসমর্পণ হয়, তখনই শ্রুতবিষয়ের অনুকীর্ত্তন, অনুকীর্ত্তিত বিষয়ের ধ্যান বা স্মরণ, শ্রবণমুখে অর্চ্চন, শ্রবণমুখে বন্দন, শ্রবণকারী চেতনে সখ্যাদি বিচার প্রকাশিত হয়।

শ্রুতবিষয়ের অনুকীর্ত্তন না করিয়া অনর্থযুক্ত-দর্শকাভিমানী তাঁহার দর্শন বাক্যের অভিজ্ঞানের বিষয় বা কল্পনার বিষয় যদি কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে তাহা হরিকীর্ত্তন নহে, মাত্রিক কীর্ত্তন-মাত্র। কোন এক ব্যক্তি তাঁহার কল্পিত গুরুকে বলিলেন,—"আমাকে 'ভগবান্' দর্শন করাইয়া দিতে পারেন?" গুরু (?) বলিলেন,—"হাঁ আমাকে যেরূপ দেখিতেছ, সেইরূপ প্রত্যক্ষভাবেই তোমাকে ভগবান্ দর্শন করাইয়া দিতে পারি।"

এখানে দর্শন করাইবার মাত্রিক অভিমানকারী 'গুরু' ও দর্শনকামী শিষ্য উভয়েই অনর্থযুক্ত ও বিবর্ত্তে পতিত। এখানে শিষ্যের গুরু-দর্শন এবং গুরুর শিষ্য-দর্শন উভয় ব্যাপারই অনর্থময়। কারণ, কাহারও "বিষ্ণোঃ শ্রবণম্" অর্থাৎ অধোক্ষজ বিষয় শ্রবণ হয় নাই। গুরুরূপ শিষ্য-গুরুকে অক্ষজ দর্শন করাইবেন, এই প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, আর অক্ষজ দর্শন-প্রতারিত শিষ্যগুরু 'অক্ষজ দর্শন'কেই অধোক্ষজ দর্শন মানিয়া লইয়া অক্ষজ-দর্শন-রঞ্জিত লোক-সংখ্যাধিক্যের নিকট—বহির্ম্মুখজনকোটির নিকট ঐরূপ প্রতারক ব্যক্তিকে ভগবত্তের অন্যতমরূপে আরোহণ করাইয়া বিজয়পতাকারূপ ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়াছে। এখানে ঐরূপ প্রতারিত অনর্থময় শিষ্যের দর্শন যেরূপ ভ্রান্ত, অনর্থযুক্তজনকোটির দর্শনও তেমনি বিবর্ত্তাশ্রিত। শ্রবণাভাবে অনর্থময় শিষ্য অশ্রোত অনর্থযুক্তকোটিরই অন্যতম।

প্রত্যক্ষ নেত্রে অক্ষজ দর্শন হয়; কিন্তু বিষ্ণু—অধোক্ষজ, অতীন্দ্রিয়; তাঁহাকে প্রত্যক্ষ নেত্র কিরূপে দর্শন করিবে? যেখানে কোন আবরণ নাই, সেই অনাবৃত বস্তুরই দর্শন সম্ভব। কিন্তু 'যোগমায়া সমাবৃত' ভগবান্ বিষ্ণুর দর্শন মহামায়ার আবরণে আবৃত জনকোটি বা জীবের কিরূপে সম্ভব? সুতরাং অক্ষজ দর্শন-প্রতারিত জীব যখন পরম-মুক্ত শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ-ফলে অক্ষজ দর্শনের হাত হইতে পরিমুক্ত হইয়া সেবোন্মুখ হন, তখনই স্বপ্রকাশ অধোক্ষজ বস্তুর স্বপ্রকাশিত্ব রূপ তাঁহার সেবোন্মুখ নয়নের দর্শনের বিষয় হয়। শ্রবণ-ফলে যখন মহামায়ার যবনিকা—আবরণ বিদূরিত হয়, তখনই 'যোগমায়া সমাবৃত' পুরুষোত্তম আত্মপ্রকাশ করেন।

শ্রীগুরু-শ্রবণে, শ্রীনাম-শ্রবণ, আর রূপ-দর্শন। শ্রীগুরু-শ্রবণ-ফলে মননধর্ম্ম অর্থাৎ জীবের নিজেন্দ্রিয়তাৎপর্য্যরূপ যাবতীয় মনোধর্ম্ম নিবৃত্ত হয়, শ্রীনাম-শ্রবণ-ফলে অধোক্ষজ বস্তুতে অনাবৃত চেতনের প্রীতি উদিত হয়, তখন আকর্ষক ও আকৃষ্টের অনাবৃত নিরবধি অবস্থানের মধ্যে সাক্ষাৎ দর্শন বা রূপ প্রকাশিত হয়।

"একবার হৃৎকমলে, যারে দেখে
দাঁড়িয়ে বাজাও বাঁশরী।"

—প্রভৃতি মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায়ের গান নিজ-অক্ষেন্দ্রিয়-তাৎপর্য্যপর। আক্ষেন্দ্রিয়-তর্পণকারি-সম্প্রদায় সর্ব্বাগ্রেই কপটতা চায়; কেন না, তাহা হইলেই তাহারা যাবতীয় ক্ষতোর হস্ত হইতে অবসর লাভ করিতে পারে। সম্বন্ধ-জ্ঞান, অভিধেয়-যাজন, তৎপরে প্রেমফল লাভ; কিন্তু উহারা সাধন বা অভিধেয় যাজন না করিয়াই কোর করিয়া একেবারেই 'ফল' আদায় করিবার জন্য ব্যস্ত হয়! ফল লাভ হইয়া গেলে আর কোনও সাধন-ভজনাদি করিতে হইবে না—উহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ হইবে, উহাই ঐ সকল ভোগোন্মুখ ব্যক্তিদের হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন অভিলাষ! যাহারা শ্রৌত সদ্‌গুরুর পাদপদ্ম হইতে শ্রবণ না করিয়াই ফল-লাভের জন্য ব্যস্ত, সেই সকল আক্ষেন্দ্রিয়-তর্পণকামী ব্যক্তিই সর্ব্বাগ্রে 'রূপদর্শন', 'রূপদর্শন' করিয়া ব্যস্ত হয়।

'দর্শন করিবেন কে? কাহাকেই বা দর্শন করিবেন? প্রকৃত দর্শনই বা কি?—এই সকল বিষয় সদ্‌গুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ না করিয়াই 'দর্শনে'র জন্য ব্যস্ত হওয়া আক্ষেন্দ্রিয়-তর্পণ-চেষ্টারূপ 'দর্শনবাদ'-ব্যাপারের আবাহন। পরন্তু 'শ্রবণ' এমনই ব্যাপার যে, তজ্জন্য পৃথগ্‌ভাবে 'দর্শনে'র জন্য চেষ্টা করিতে হয় না। 'শ্রবণ'ই 'দর্শন'রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া দর্শকের চক্ষুদান, দর্শনের অনাবিলতা-সাধন, দর্শক ও দৃশ্যবস্তুর মধ্যে যাবতীয় ব্যবধান ও প্রতিবন্ধকের অপসারণ করিয়া স্বয়ংএবং স্বপ্রকাশ, দৃশ্য ইষ্টবস্তুকে সহজ, স্বাভাবিক ও অব্যবহিতরূপে প্রকাশিত ও অবরুদ্ধ করে। শ্রুতিকে এজন্য দর্শন-শাস্ত্র বলে—শ্রুতির অন্তরে দর্শন—শ্রুতির মধ্যে

দর্শন পাওয়া যায়। শ্রুতিকে বাদ দিয়া যে অশ্রৌত দর্শন, তাহাই কুদর্শন বা দর্শন-ভাস। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥

(ভাঃ ২।৮।৪)

যিনি শ্রীহরির সুমঙ্গলকথা শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ এবং স্বয়ংও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ভগবান্ অতিশীঘ্রই সেই শ্রবণ-কীর্ত্তনকারীর হৃদয়ে স্বয়ং আবির্ভূত হন। তদ্বিষয়ে শ্রবণ-কীর্ত্তনকারী ভক্তের বিশেষ চেষ্টা বা কৃত্রিমভাবে অষ্টকাল লীলাস্মরণ অথবা ভগাদি দর্শনের প্রয়োজন হয় না।

সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র
কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ

(ভাঃ ১।১।২)

শুশ্রূষুগণই তৎক্ষণাৎ অধোক্ষজ কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিয়া থাকেন। একমাত্র শ্রবণকারী ব্যক্তিই তৎক্ষণাৎ ভগবানকে নিত্য হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিয়া দর্শন করিতে পারেন। যাঁহারা নিষেধ্রিয়তাৎপর্য্যার্থ শ্রবণবিমুখ হইয়া অনর্থময় "হৃদ্‌কমলে বামে হেলে দাঁড়িয়ে বাজাও বাঁশরী" প্রভৃতি 'ফক্কারায়' বাক্য-মাত্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাঁহারা অধিকতর দর্শনবাধের মধ্যে স্বয়ংই অবরুদ্ধ হইয়া পড়েন, অধোক্ষজ পরমস্বতন্ত্র কৃষ্ণকে অবরুদ্ধ করিতে পারেন না। যাঁহারা জ্ঞানের অর্থাৎ অধিরোহ প্রণালীর যাবতীয় চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র সাধুগণের উচ্চারিত কথা শ্রবণ এবং কায়মনোবাক্যে উহার সংকার করিয়া জীবন যাপন করেন, অখিল লোকে অখিত ভগবান্ তাঁহাদের নিকটই জিত হইয়া থাকেন—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

(ভাঃ ১০।১৪।৩)

শ্রবণকারী পুরুষই শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সাক্ষাৎকার পান—

শিবদ্বি যে ভগবতঃ আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্॥

(ভাঃ ২।২।৩৭)

যাঁহারা নিজ ইষ্ট ভগবান্ শ্রীহরির ও তদীয় ভক্তবৃন্দের কথামৃত শ্রবণপুটে সংস্থাপিত করিয়া পান করেন, তাঁহারা বিষয়-দূষিত অন্তঃকরণকে পবিত্র করেন এবং শ্রীভগবানের পাদপদ্মসমীপে উপনীত হন।

প্রত্যক্ষ দর্শন, স্বপ্ন-ভ্রমাদাদি প্রবল আমাদিগকে প্রতি মুহূর্ত্তেই ছলনা করিতে পারে। আত্মারাম সদ্‌গুরুর অস্ত্র-প্রয়োগে কাহারও মস্তক কাটিয়া গেল দেখিলাম, কিন্তু বস্তুতঃ ঠিক ব্যক্তির মস্তক অটুটই রহিল, ঐন্দ্রজালিক একটি অশ্বকে অগ্নি-দ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেলিল, আবার পরমুহূর্ত্তেই সেইরূপ একটি অশ্ব সেই স্থানেই আনিয়া দিল, একজন ধূর্ত্ত আমার প্রতি খুব প্রসন্ন, তাঁহাকে আমি কৃষ্ণ দর্শন করিলাম; একজন প্রকৃত নিষ্কপট সাধুকে 'স্ত্রীলম্পট' বলিয়া দর্শন করিলাম, আর কপট স্ত্রীলম্পটকে 'সাধু' মনে করিলাম। নবদ্বীপের পড়ুয়া-সমাজ, পাষণ্ডী হিন্দুগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে "গোপী গোপী" উচ্চারণ করিতে দেখিয়া স্ত্রী-চিন্তা-বিহ্বল এবং মহাপ্রভুর গোপীভাবে কৃষ্ণের প্রতি ক্রোধ ও দোষারোপের অপ্রাকৃতত্ব অবধারণাভাবে, গোপীভাবময় মহাপ্রভুর পদ্ধতিকে কৃষ্ণপক্ষপাতী জ্ঞানে ক্রোধভরে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন, পড়ুয়ার পলায়ন তথা তদ্দর্শনে কর্ম্মজড় হরি-বিমুখ ব্রাহ্মণ-ভ্রুবগণের মহাপ্রভুকে অত্যন্ত ক্রোধী এবং ব্রাহ্মণ-হিংসক-রূপে দর্শন—মহাপ্রভুর প্রকৃত স্বরূপ দর্শনের বাধক। সহিষ্ণু হইয়া মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ-ব্যতীতই মহাপ্রভুকে অক্ষজ-নেত্রে দর্শন (?) করিয়াছিল বলিয়া কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণ বঞ্চিত হইয়াছিল। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তির সহিত সাধুর কথা শ্রবণ না করিয়াই যাঁহারা 'সাধুকে দর্শন করিয়া ফেলিয়াছি' মনে করেন, তাঁহারা এইরূপেই বঞ্চিত হন। জগতে শতকরা প্রায় শতজন লোকেই অধোক্ষজতত্ত্বের শ্রবণ-ব্যতীতই 'দর্শক' হইয়া পড়ায় তাঁহারা এইরূপ ভাবেই বঞ্চিত হইয়া থাকেন। কাহারও কল্পিত বুরুরু শুরু কোনও অনর্থযুক্ত ব্যক্তিকে ধূর্ত্ত' 'ভণ্ড' বা ঐন্দ্রজালিক দেখাইয়া দিলেন, আর অমনি বিশ্বিত হইয়া তাঁহাকেই 'ভগবদ্দর্শন'

বলিয়া মানিয়া লইল এবং তাহা প্রচার করিয়া বঞ্চিত সম্প্রদায়ের নিকট 'মহা সাধু' ও 'ভক্ত' বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে করিতে কেবল কেনা-বিষয়গর্ত্তেই পতিত হইতে থাকিল।

অদ্বৈতত্ব শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে এই সকল কথা নিয়ত শ্রবণ করিলে আমাদের ভগবদ্দর্শনের বাধক ঐ সকল প্রতিবন্ধক ও অনর্থসমূহ ভ্রান্তিরাশি বিদূরিত হয়।

হিরণ্যকশিপুর বিষ্ণুর 'দর্শন'-চেষ্টা আর প্রহ্লাদের বিষ্ণুর 'দর্শন' সম্পূর্ণ পৃথক্। প্রহ্লাদ 'শ্রবণ' করিয়াছিলেন, আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ শ্রবণ-ফলে জানিয়াছিলেন,—আত্মনিবেদনকারীর নিকট অধোক্ষজ বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুর রাজরাজেশ্বরের ভোগ্য স্তম্ভেরও অন্তর্যামী ও নিয়ন্তৃরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন—প্রহ্লাদ শ্রবণ-ফলে বুঝিয়াছিলেন—স্তম্ভকে 'দর্শন' করা যায় না, যতক্ষণ না স্তম্ভ তাঁহাকে দর্শন করাইয়া থাকেন। হিরণ্যকশিপু নিজ-চেষ্টায় স্তম্ভকে দর্শন করিতে চাহিয়াছিলেন—পদাঘাত করিয়া—বীর অহমিকা ও বল প্রয়োগে স্তম্ভ দর্শন করিতে চাহিয়াছিলেন, তাই স্তম্ভ তাঁহার দর্শনের বাধক অর্গলরূপে—'দর্শনে'র দ্বাররূপে স্তম্ভাভ্যন্তর্গত কশিপু-বিদারক মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, আর শ্রবণ-শরণাগত প্রহ্লাদ 'স্তম্ভ তাঁহার স্বরূপ দর্শন করাইলে তিনি স্তম্ভকে দর্শন করিতে পারিবেন' শ্রবণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার নিকট স্তম্ভ হইতে অধোক্ষজ ভক্তিবিঘ্নবিনাশন প্রহ্লাদাহ্লাদ-দায়ক শ্রীনৃসিংহ-বৈভবস্তম্ভের অবতরণ হইয়াছিল। যাহারা 'শ্রবণ' না করিয়াই দর্শন করিবার পক্ষপাতী—যেন অধোক্ষজ ভগবানের সহিত অক্ষজ নেত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া—পদাঘাত করিয়া দর্শন করিবার পক্ষপাতী, তাহাদের মনোভাব কশিপু-মনোভাবেরই প্রতিমূর্ত্তি। প্রহ্লাদ ঐরূপ 'দর্শন'-চেষ্টাকে নিরাস করিয়াছেন। প্রহ্লাদ বলেন,—শ্রবণকারীই দর্শন করিতে পারেন—সেবোন্মুখ শ্রোত্রই অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব-দর্শনের নেত্র। সেখানে শ্রোত্রের সহিত নেত্রের আর ব্যবধান থাকেনা।

অতাত্ত্বিক প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় মনে করেন, "শ্রীগৌরসুন্দর লোকদিগকে প্রথমে তাঁহার দর্শন অর্থাৎ রূপ-দ্বারা আকৃষ্ট করিয়া পরে তাহাদিগকে হরিনাম শ্রবণ করাইয়াছিলেন। লোক প্রথমে রূপ-দ্বারাই আকৃষ্ট হয়, পরে রূপাকৃষ্ট ব্যক্তি শ্রবণার্থ কর্ণ নিয়োগ করে। যেমন কাশীর মায়াবাদি-সন্ন্যাসিগণ প্রথমে মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করেন নাই, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর রূপাকৃষ্ট হইবার পরে তাঁহারা মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান॥

দর্শন-প্রভাবেই মুখে হরিনামকীর্ত্তন উপস্থিত হয়, শ্রবণ-প্রভাবে 'হরিনাম' নহে—ইহাই মহাভাগবতের লক্ষণ।"

আপাতমুক্তিতে এরূপ ভ্রান্তি বা সাধারণ ভ্রম শ্রেয়ঃকামী প্রাকৃত সহজিয়া-সমাজে প্রবলতা লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ ইহাও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্গুরুর শ্রীমুখ হইতে যথার্থ তাৎপর্য্য শ্রবণের অভাব-হেতুই বহুজন্মী প্রচ্ছন্ন অনর্থের অস্তিত্বজন্যই উদিত। এই সকল দুষ্টপ্রহ "শ্রবণ"—ফলেই বিদূরিত হইতে পারে, নতুবা আমাদের দর্শনে ঐ গ্রহ আরও পরিবর্দ্ধিত হইয়া আমাদিগকে শ্রৌতপথ হইতে 'দূরাৎ সুদূরে'ই নিক্ষেপ করিতে থাকে।

মহাপ্রভু প্রকাশানন্দ সরস্বতী বা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া জীবের অদৈব-প্রবৃত্তি মোচন করিয়াছিলেন, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীগুরু-পাদ্য শ্রবণের পূর্ব্বে মহাপ্রভুর দর্শন (?) লাভ করিয়াও প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুর পরাৎপরতত্ত্ব সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত স্বরূপ দর্শন হয় নাই। মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া প্রকাশানন্দ এইমাত্র বুঝিয়াছিলেন যে, মহাপ্রভু—"কেশবভারতীর শিষ্য," "সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী", "সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন-গায়ন। ভাবুক সব সঙ্গে লঞা করহ কীর্ত্তন।" "হীনাচার কর কেনে, ইথে কি কারণ" ইত্যাদি। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-কথা "শ্রবণে"র পূর্ব্বে "দর্শন" (?) করিয়া মহাপ্রভুর সম্বন্ধে বিচার করিয়াছিলেন,—"ইহার থোড় যৌবন। কেমনে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম হইবে রক্ষণ॥ নিরন্তর ইঁহাকে বেদান্ত শুনাইব। বৈরাগ্য-অদ্বৈত-মার্গে প্রবেশ করাইব॥ কহেন যদি, পুনরপি যোগপট্ট দিয়া। সংস্কার করিয়ে উত্তম সম্প্রদায়ে আনিয়া॥" নবদ্বীপের পড়ুয়া পাষণ্ডিগণ মহাপ্রভুকে নিয়ত দর্শন করিয়াও শচী দিদির 'ছেলে' মাত্র মনে করিয়া মহাপ্রভুকে কাজীর শাসনাধীন প্রজামাত্র-জ্ঞানে কাজীর নিকট মহাপ্রভুকে

নবদ্বীপ হইতে বহির্গত করিয়া দিবার জন্য সকলে মিলিয়া আবেদন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিবার পূর্ব্বে মথুরা হইতে প্রয়াগের পথে বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি পাঠানগণ মহাপ্রভুকে ও তদ্ভক্তগণকে দর্শন করিয়াও মহাপ্রভুর নিষ্কপট সেবক বৈষ্ণবগণকে "বাটোয়ার" এবং মহাপ্রভুকে বাটোয়ারগণের বিল্বপ্রয়োগে মুমূর্ষু জীব মনে করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশে ভ্রমণকালে জনৈক বৌদ্ধাচার্য্য মহাপ্রভুকে অক্ষচক্ষুতে দর্শনের অভিনয় করিয়াও মহাপ্রভুর সহিত কুতর্ক এবং সকলে মিলিয়া কুমন্ত্রণা করিয়া অশেষ অস্ত্র-দ্বারা মহাপ্রভুকে বধের চেষ্টা দেখাইয়াছিল। রামচন্দ্রপুরী মহাপ্রভুকে দর্শন (?) করিয়াও শ্রবণের অভাবে মহাপ্রভুকে একজন কিতবশ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছিল। রামচন্দ্র খাঁ মহাভাগবত ঠাকুর হরিদাসকে দর্শন করিয়াও শ্রবণ-বিমুখতায় ভক্ত ঠাকুরের নিকট বেশ্যা প্রেরণ করিয়াছিল। যখন মহাপ্রভু তাঁহার স্বতন্ত্র কৃষ্ণদাসকে কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক ভট্টথারির গৃহ হইতে আনিতে দিয়াছিলেন, তখন ভট্টথারি মহাপ্রভুকে দর্শন (?) করিয়াও শ্রবণ-বিমুখতা-নিবন্ধন মহাপ্রভুকে প্রাকৃত মনুষ্যমাত্র মনে করিয়া মহাপ্রভুর প্রতি অস্ত্রনিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু সেই প্রকাশানন্দ সরস্বতী, সেই সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য, সেই বিল্বমঙ্গল খাঁ প্রভৃতির শ্রবণ করিবার পর মহাপ্রভুর স্বরূপ যথার্থরূপে 'দর্শন' করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বৌদ্ধগণ এবং বৌদ্ধাচার্য্য ও শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখে পরবর্ত্তিকালে 'কৃষ্ণনাম' শ্রবণ করিবার পরই মহাপ্রভুর স্বরূপ দর্শন করিতে পারিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ মধ্য ৯.৬২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। মহাভাগবত-লীন শ্রীচৈতন্যদেবকে 'দর্শন' করিয়াও পূর্ব্বে বৌদ্ধ ও বৌদ্ধাচার্য্যগণের মুখে 'কৃষ্ণ'-নাম বহির্গত হয় নাই। নামাচার্য্য মহাভাগবতশিরোমণি ঠাকুর হরিদাসকে দর্শন করিয়াও 'মুলুকের কাজী' প্রভৃতির মুখে 'কৃষ্ণ' নাম বহির্গত হয় নাই অথচ ঠাকুর হরিদাসের নিকট 'শ্রবণ'-ফলে বেশ্যারও মঙ্গলোদয় বা ঠাকুর হরিদাসের পাদপদ্ম-নখশোভা 'দর্শন' হইয়াছিল।

মহাভাগবত যদি কৃপা-পূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন করান, তবেই তাঁহার দর্শনে আমাদের মুখে 'হরিনামে'র উদয় হয়। সেখানে মহাভাগবতের কৃপাশক্তি সকারের 'অবতরণ', অনর্থযুক্ত জীবের ব্যক্তিত্বাপূর্ণ দর্শন-চেষ্টার 'আরোহণ' নহে। মহাভাগবতকে শ্রবণ-সেবোন্মুখতার দ্বারা যে দর্শন হয়, তৎফলেই আমাদের জিহ্বায় প্রকৃত 'নাম' প্রকাশিত হইয়া থাকে।

মহাপ্রভু বহির্ম্মুখগণের মোহনার্থ কখন ও কখনও ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেও তদ্দ্বারা বহির্ম্মুখদের আসুর ভাবের সাময়িক শুদ্ধ হইয়াছে মাত্র, কিন্তু 'শ্রবণ'-ফলেই বহির্ম্মুখগণের প্রকৃত স্বরূপ দর্শন ঘটিয়াছে। মহাপ্রভু সর্ব্বত্রই শ্রবণামৃত বিতরণ করিয়াছেন।

> যারে দেখে, তারে কহে,—কহ কৃষ্ণনাম।
> কৃষ্ণ-নামে ভাসাইল নবদ্বীপ-গ্রাম॥
> (চৈঃ চঃ আদি ১৩।৩০)
>
> যারে দেখ, তারে তুমি কৃষ্ণ উপদেশ।
> আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥
> (চৈঃ চঃ মধ্য ৭।১২৮)

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"তত্র নামরূপগুণপরিকরলীলাবৈশিষ্ট্যানাং শ্রোত্রস্পর্শঃ। প্রথমং নামঃ শ্রবণমতঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যতে। ততো হৃদঃকরণে রূপশ্রবণেন তদ্রূপবোধতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে তথানাং স্ফুরণং সম্পদ্যতে, সম্পন্নে চ তথানাং স্ফুরণে পরিকরবৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। তত্তত্তেষু নামরূপগুণপরিকরেষু সম্যক্ স্ফূর্ত্তিতেষু লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতি। তত্রাপি শ্রবণে শ্রীভাগবতশ্রবণস্য পরমশ্রেষ্ঠত্বম্।" (শ্রীভগবান্ ও ভক্তের) নাম-রূপ-গুণ-লীলাময় শব্দ-সমূহ শ্রবণ-পথগত হইলে তাহাকে 'শ্রবণ' বলা যায়। সাধনের প্রারম্ভে অন্তঃকরণ শুদ্ধির নিমিত্ত ভগবন্নাম শ্রবণের অপেক্ষা থাকে। অন্তঃকরণ শুদ্ধ অর্থাৎ বিষয়মল মুক্ত হইলে, ভগবানের রূপাবর্দ্ধিনী কথা শ্রবণ এবং তাহার ফলে অন্তরে ঐ রূপের উদয়হেতু যোগ্যতা লাভ হয়। রূপের কথা শ্রবণ-প্রভাবে রূপের সম্যক্ উদয় হইলে গুণের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। গুণের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইলে পরিকরবর্গের সেবাবৈচিত্র্য এবং তৎসহ লীলাবৈশিষ্ট্যও স্ফূর্ত্তিত হয়। এইরূপে ভগবান নাম-রূপাদির স্ফূরণে তাঁহার লীলা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না হইয়া সুষ্ঠুভাবে স্ফূর্ত্তিতা হন।

যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত ছিলেন, তখন মুক্তগণমণ্ডলিকা রাত্রিকালে দূর হইতে কালীয়দহে কোন নৌকার উপরে জনৈক বৈষ্ণবকে প্রদীপ জ্বালিয়া মহা

করিতে দেখিয়া কালীদহের উপর কৃষ্ণের আবির্ভাব মনে করিয়াছিল। অতি ক্ষুদ্রতম মহাপ্রভুকে দর্শন (?) করিয়াও তাহারা অপ্রাকৃত কৃষ্ণকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া দর্শন না করিয়া কৈতবে কৃতবিকর্ত্ত করিয়াছিল। এমন কি, যে বল্লভ ভট্টাচার্য্য সাক্ষাৎ কৃষ্ণ মহাপ্রভুকে দর্শন (?) করিতেছেন, তিনিও বিবর্ত্তাশ্রিত "কৃষ্ণদর্শনে"র প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু বল্লভ ভট্টাচার্য্যকে "চাপড় মারিয়া" বলিয়াছিলেন,—

"মূর্খে যাকে 'মূর্খ' কহিলা পণ্ডিত হঞা।"

সুতরাং শ্রবণবিমুখ বা শ্রবণতত্ত্বিক্ষ-পীড়িত মূর্খ বা মূঢ় লোকের—

"নৌকাতে কালীয়-জ্ঞানে, দীপে বৃক্ষ-জ্ঞানে।
তাণ্ডিয়ারে * * 'কৃষ্ণ' করি' মানে॥
* * *
স্থাণু-পুরুষে যৈছে বিপরীত-জ্ঞানে॥"

—প্রবৃত্তি আপাত 'দর্শন' অধোক্ষজ 'কৃষ্ণদর্শন' নহে। কৃষ্ণতত্ত্ববিদের নিকট শ্রবণের দ্বারেই প্রকৃত দর্শন হয়। মহাপ্রভু উপরি-উক্ত লীলা প্রকাশ করিয়া এই শিক্ষাই প্রচার করিলেন।

যাঁহারা মৌনী সাধুর 'দুর্জ্জন'-মাত্র করিয়া নিজ-নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণ-মাত্র সাধন-পূর্ব্বক অনর্থময় হৃদয়গ্রন্থি-বিধায়ক সাধুমুখ-বিগলিত তীব্র শ্রেয়োপদেশ 'শ্রবণ' হইতে পলায়নের পথ আবিষ্কার করেন, তাঁহারা আত্মবঞ্চনাকামী। তাঁহারা সাধুর সঙ্গ-ফলে আত্মমঙ্গল চাহেন না, আক্ষেপ্রিয়-তর্পণপরা আত্মবঞ্চনাই পুরস্কারস্বরূপে প্রাপ্ত হন। সাধুর কার্য্যই এই যে,—তিনি মনোব্যাসঙ্গবিনোদিকা উক্তি-সমূহ নিরন্তর 'শ্রবণ' করাইয়া থাকেন,—

"সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

যে সাধু অনুক্ষণ শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে 'শ্রবণ' না করান, তিনি হয় আমাদিগকে অন্তরঙ্গ পাইয়া আত্মগোপন করিতেছেন, না হয় তিনি নিজে বঞ্চিত ও অপরকে বঞ্চনা করিতেছেন। কিন্তু সেই সাধুই সর্ব্বাপেক্ষা মহামহাবদান্য, পরদুঃখদুঃখী—যিনি অনুক্ষণ অধোক্ষজ-কীর্ত্তন করেন এবং আমাদিগের কর্ণপুটে শ্রবণামৃত দান করিয়া আমাদের নিত্য চেতনতার পোষণ করিয়া থাকেন।

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥"
(ভাঃ ১০।৩১।৯)

আচার্য্যানুগমনে

প্রয়াগ-শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠের মহামহোৎসব

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠে অনুক্ষণ অনর্গল শ্রীশ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভুর মহাদানের বার্ত্তা কীর্ত্তন করিতেছেন, শ্রীরূপ-শিক্ষা-বিস্তারার্থ নানাভাবে প্রযত্ন করিতেছেন, শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে কেবল—

"শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥"

বাণী—শ্রীরূপানুগবর ঠাকুর নরোত্তমের এই বাণীর বিবিধ ব্যাখ্যা করিতে করিতে শ্রীল প্রভুপাদ অতিমর্ত্ত্য-ভাবে বিভাবিত হইয়া পড়িতেছেন। কখনও বা শ্রীব্রজ-মণ্ডলের দ্বাদশবনের বার্ত্তা, দ্বাদশবনে শ্রীগৌরসুন্দরের ভ্রমণ-লীলা, দ্বাদশবনে শ্রীশ্যামসুন্দরের অধোক্ষজ রসকেলি-বার্ত্তা কীর্ত্তন করিতে করিতে অকৃত্রিম প্রেমে গদ্গদ হইয়া পড়িতেছেন। সে এক অদ্ভুত ঔদার্য্যময়-ভাবাবলী—যাহার বাহ্য মুদ্রাগুলিও আমাদের অভাবিলাষময় জীবনের প্রতি পদক্ষেপে শিক্ষা আনিয়া দিতেছে।

১২ই কার্ত্তিক (১৩৩৮), ২৯শে অক্টোবর (১৯৩১) বৃহস্পতিবার, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রয়াগ-প্রবাসী বহু

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে হরিকথা কীর্ত্তন করিলেন। গত কল্য হইতে শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠের উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। অদ্য উৎসবের সভার দ্বিতীয় অধিবেশন। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠের সম্মুখস্থ বিস্তৃত প্রমোদোদ্যানে ভগবৎসেবাপ্রমোদ বা কীর্ত্তন-উৎসবের বন্দোবস্ত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে কয়েকটি শিবির স্থাপিত এবং মধ্যস্থানে সভামণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছে। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশে শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যা-ভূষণ প্রভুর নেতৃত্বে মঠস্থ ভক্তবৃন্দ শুদ্ধবৈষ্ণবের পর গৌর-বিহিত কীর্ত্তন করিতেছেন। তৎপরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় প্রায় ২ ঘণ্টাকাল "বেদান্ত, চিৎসমন্বয় ও প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষা" সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত শ্রোতৃবর্গ মনোযোগ-সহকারে ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া এই জড়দম্ভধ্বজ যুগে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অসমোর্দ্ধ কৃপার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৩ই কার্ত্তিক (১৩৩৮), ৩০শে অক্টোবর (১৯৩১) চতুর্থী, শুক্রবার, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত আউধ্ বিহারী কপূর এম, এ, মহাশয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার ফলে শ্রীচৈতন্য-চরণার্চ্চনই মানবজীবনের যাবতীয় অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও প্রত্নতত্ত্বের সার্থকতা বিশেষ বিচারের সহিত হৃদয়ঙ্গম করিয়া শ্রীচৈতন্য-নিত্য-জনের পাদপদ্মাশ্রয়-পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যদেব-নির্দ্দিষ্ট হরিনাম-মহামন্ত্রের সেবা আরম্ভ করেন। শ্রীযুক্ত আউধ্ বিহারী বাবুর কণ্ঠে শ্রীতুলসীমালা, ললাটে তিলকাঙ্কিত শ্রীহরি-মন্দির এবং নামাচার্য্য-তুল্যশ্রীমস্তকে বদনে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরি-নাম বড়ই শোভন হইয়াছে।

এই দিবস শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, শ্রীপাদ ভাগবতী মহারাজ, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দেব মহোদয় শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সেবকগণের বিশেষ চেষ্টায় শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠের একটি বিস্তৃত ভূখণ্ড ক্রীত ও রেজেষ্ট্রীকৃত হইল। পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দেব মহোদয় শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠের জন্য এই ভূমি ক্রয় করিয়া দিলেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠের নূতন শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করিলেন। মন্দিরের ভূমিতে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের আলোকচিত্র গৃহীত হইল। শ্রীল প্রভুপাদের ভিত্তি-সংস্থাপন-কালে প্রয়াগের স্বনামধন্য ব্যবহারবিৎ শ্রীযুক্ত হরিমোহন বাবু, তৎপুত্র এবং মিলিটারী ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের শ্রীযুক্ত চন্দ্র মহাশয় তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

আজ শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠের সাধারণ মহামহোৎসব। শ্রীমঠের উৎসব-সভায় প্রয়াগ-প্রবাসী বহু বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছেন। সপুত্র শ্রীযুক্ত হরিমোহন বাবু শ্রীল প্রভুপাদের সমীপে শ্রীমঠের অগ্রমোহনে উপবিষ্ট হইয়া হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য নামক অনেক ব্যক্তি আপনাকে বিকৃত বেদান্তের অনুশীলন-কারী এবং তাঁহার বিকৃত ধারণায় প্রচলিত তথাকথিত ভক্তির বিকার-বর্ণনে অধোক্ষজ-সেবাময়ী ভক্তিকেও 'অবৈদিক ধর্ম্ম' বলিয়া মনে মনে ধারণা করিয়া রাখিয়া-ছিলেন। কেহই তাঁহার ঐ ভ্রান্ত ও বিকৃত ধারণার বিপরীত কথা বলিয়া তাঁহার বিকৃত মনোধর্ম্মকে নিরাস করিতে পারেন নাই। শ্রীল প্রভুপাদ শাস্ত্রযুক্তিমূলে উক্ত ভট্টাচার্য্যের ঐরূপ ধারণার অকিঞ্চিৎকরতা প্রদর্শন করিয়া একমাত্র ভক্তিধর্ম্মেরই শ্রৌত মৌলিকতা সংস্থাপন করেন। পরে ভট্টাচার্য্য বিনম্র হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের কথা শ্রবণে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ঐ দিবস সন্ধ্যার পরে সভামণ্ডপে "বাস্তব সত্য কি?"—এই বিষয়ে একটি বিস্তৃত অভিভাষণ প্রদান করেন। অবাস্তব বা তাৎকালিক সত্যসমূহের পরমায়ু, 'বাস্তব' শব্দের তাৎপর্য্য, বাস্তব সত্যের সংজ্ঞা-নিরূপণ, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে 'বাস্তব সত্যে'র অর্থ, শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ, অধোক্ষজ বস্তুই বাস্তব সত্য, জীবের পরমধর্ম্ম ভগবদ্ভক্তি, আধ্যক্ষিকতার প্রকার, একপাদ বিভূতি, তুরীয় বস্তু, বিশ্বাংকণ চিন্তাস্রোত, অন্তর্যামী, অন্তর্যামীর স্বরূপাবরণ, বাস্তব সত্যের পারিপার্শ্বিকতা ও তাঁহার ধাম, 'ধাম'শব্দের তাৎপর্য্য, ধামের বিষয়, গৌণী শক্তি বা বহিরঙ্গা শক্তি, "ধরিত্রীনারায়ণ" প্রভৃতি অবৈধ ও বিষ্ণুবিরোধমূলক শব্দ, অদ্বয়জ্ঞানবাদের অভ্যন্তরে যে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহার অপূর্ণতা, মানবের একবারে খগোলের অর্দ্ধেক দৃষ্টিগোচর হয়, মানবের একবারে ১৮০ ডিগ্রি দৃষ্টিগোচর হয়, মর্ত্ত ১৮০ ডিগ্রি দৃষ্টিগোচর

হয় না, মানবপ্রতিভার প্রেমাবদান, সকলেই ভক্তিপথ-বিচ্যুতির বক্তা, শ্রোতা, দাতা; সর্ব্বজ্ঞতার অভাব, অতীন্দ্রিয়ের ও তত্ত্ব-স্থাপন-দ্বারা বস্তুবিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভ, ব্যক্তির দর্শনশক্তি ও অপ্রাকৃত দর্শন, ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান স্বরাট্ নহে, আকাশাভাবে আকাশ-দর্শনের অভাব, মুক্তিপদের মোক্ষ-শক্তির বহুত্ব, বস্তুর একত্ব, বস্তুত্বে শক্তির বৈচিত্র্য, পূর্ণবস্তু যখন অপূর্ণ আমাদের নিকট উপস্থিত হন, তখন অপূর্ণ হইলেও "স চানন্ত্যায় কল্পতে," "আনন্ত্য" শব্দের তাৎপর্য্য, কেবলাদ্বৈতবাদীর স্বকপোলকল্পিত বিকৃত অর্থের অসঙ্গতি, অখিলরসামৃতমূর্ত্তির আলোচনা, শ্রীচরণের দাসদাসানুদাস-ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য, বাস্তবসত্যের অধিকারীই কেবল অচিন্ত ভগবান্‌কে জয় করিতে পারেন, শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন ও বাণীই শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি বহু বহু বিষয়ের অবতারণা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ একটি অভিনব সুন্দর অভিভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব কৃপানুগবর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় পরম সাফল্যের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যহ-প্রবাসী বহু বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত তথা সাধারণ ব্যক্তি, আবালবৃদ্ধবনিতা হরিকথামৃত শ্রবণ এবং বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়াছেন। এই মহোৎসবে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভক্তিবিজয় মহোদয় অক্লান্ত ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার সেবা অনুমোদনীয়। সপরিবারে পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দেব মহোদয়ের প্রাণপণ সেবা-চেষ্টাও আদর্শ-স্থানীয়। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দেব মহোদয়ের পরমা ভক্তিমতী আদর্শ সেবাপরায়ণা সহধর্ম্মিণী পতির হরিভজনের সর্ব্ববিধ আনুকূল্য করিয়া সতীধর্ম্মিণীর আদর্শ-স্থানীয়া হইয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন-মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীলপাদপদ্ম-মনোহভীষ্ট-প্রচারের সহায়তা শ্রীগৌড়ীয় মঠের মহোৎসবকে শ্রীগুরু-কৃপায় সর্ব্ববিধ সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছে।

১৪ই কার্ত্তিক (১৩৩৮), ৩১শে অক্টোবর (১৯৩১) শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, শ্রীসুখানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি কয়েকজন ভক্তসমভিব্যাহারে মোটরে এলাহাবাদ হইতে বেলা ১২টার পরে যাত্রা করিয়া ৪টার সময় লক্ষ্ণৌ উপনীত হন। ট্রেণে পৃথগ্‌ভাবে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন-মহারাজ, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু, ভক্তিবিজয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, ভক্তিরত্ন শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায়, ব্রহ্মচারী শ্রীসজ্জাননজী প্রভৃতি ভক্তগণ এলাহাবাদ হইতে রওয়ানা হইয়া অধিক রাত্রিতে লক্ষ্ণৌ পৌঁছেন। লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী গৃহস্থভক্তবর ভক্তবৈষ্ণবসেবাসক্তচিত্ত শ্রীপাদ অদোক্ষজ সেবাকোবিদ মহোদয় শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহোদয়ের সহিত বহু ক্রোশ পথ অগ্রসর হইয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভ্যর্থনা করেন। লক্ষ্ণৌ ক্যান্টনমেণ্টে "পাতিয়ালা ভবন" নামক স্থানে (৪নং হোপ্-রোড, 'কেদখোলা' লক্ষ্ণৌ) সপার্ষদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। বাসস্থানটি অতীব নির্জ্জন; চতুর্দ্দিকে বিচিত্র বৃক্ষশ্রেণী ও মনোরম উদ্যান। শাস্ত্রগ্রন্থাদি আলোচনা, প্রবন্ধাদি রচনা ও গভীর বিষয়ের গবেষণা প্রভৃতির পক্ষে বড়ই অনুকূল স্থান। সহরের মধ্যে থাকিয়াও সহরের গোলমালের কোলাহল সংস্পর্শই নাই। শ্রীল প্রভুপাদ অনুক্ষণ হরিকথা আলোচনা, কখনও বা প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া জীবমঙ্গলের জন্য ব্যস্ত রহিয়াছেন। শ্রীপাদ সেবাকোবিদ প্রভু শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা-প্রতীকায় সর্ব্বদা সপরিবারে উৎকণ্ঠা হইয়া আছেন।

১৫ই কার্ত্তিক (১৩৩৮), ১লা নভেম্বর (১৯৩১) রবিবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রাতঃকাল হইতে শ্রীব্রজমণ্ডলের সম্বন্ধে নানাবিধ কথামৃত বর্ষণ করিতেছেন, বাসস্থলনের বিবরণ, বাসস্থলনের নির্দ্দেশ, বন-পরিক্রমার সার্থকতা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেকপ্রকার অমূল্য উপদেশ ও কথামৃত অবতারণা করিয়া শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট-সংস্থাপকবর স্বীয় ঔদার্য্য-সীমার পরিচয় প্রদান করিতেছেন।

অপরাহ্ণে কটকপ্রবাসী শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ প্রভুর কনিষ্ঠ-ভ্রাতা মুন্সেফী পরীক্ষায় কর্ম্মকারী শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সরকার মহাশয় আগমন করিলেন। পরে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু প্রভৃতি ভক্তগণের নিকট শ্রীল প্রভুপাদের লক্ষ্ণৌ-শুভবিজয়-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ললিতবাবু 'পাতিয়ালা ভবনে' শ্রীল প্রভুপাদের

দর্শনার্থ আগমন করিয়াছেন। ললিতবাবু বলিলেন যে, তিনি তাঁহার জীবনে বহু সাধু, তপস্বী, যোগী, তথাকথিত যাবতীয় বৈষ্ণবসেবাকারী কাহাকেও বাদ রাখেন নাই, সকলের সহিতই মিশিয়াছেন, সকলের উপদেশই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়মঠের অদ্বৈতত্ত্ব সত্যবাণী তাঁহার কর্ণে উপস্থিত হইবার পর প্রচলিত সাধু-সেবাকারী ও প্রচলিত সাধুবৈষ্ণবনামধারী অন্যাভিলাষিতাদিবাঞ্ছিগণের কপটতা তিনি অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত ললিত বাবুর প্রশ্নোত্তরে আমাদিগকে অনেক হরিকথা বলিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—আমরা হরি-সেবা করিতে গিয়া অনেক সময় মনে করি যে, আমরা বুঝি জগতের ভোগে বঞ্চিত হইলাম। এইজন্য আমাদের অন্য-সোচনা উপস্থিত হয়; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। আমরা বঞ্চিত হই না, প্রচুর লাভবানই হই। ভোগী ও ত্যাগী লোকগুলিই বঞ্চিত হইয়া থাকে—ঠকিয়া থাকে; হরি-সেবাকারী কখনও ঠকেন না। হরিসেবার নিকপটতা থাকিলে তাহাকেও কোন দিন বঞ্চিত হইতে হয় না। হরিসেবকই সুচতুর।

১৩ই কার্ত্তিক, ২রা নভেম্বর সোমবার প্রাতঃকালে লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী শ্রীযুক্ত নলিনী মোহন হালদার, কলিকাতার ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত অম্বুজাক্ষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ললিত কুমার সরকার প্রভৃতি কয়েক জন ভদ্রলোক শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন ও শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণার্থ আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রশ্নের প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ প্রাকৃত সহজিয়াগণের অবৈধ বিচার, ধাতু-পাত্র-স্পর্শ-পরিবর্জ্জনকারী অবৈধ আনুকরণিক প্রস্থর প্রতিষ্ঠাকারী কৃত্রিম ভজনানন্দী বাউলমতবাদ প্রভৃতি এবং নিষ্কপট হরিসেবা বা বৈষ্ণবতা-সম্বন্ধে অনেক উপদেশ প্রদান করিলেন। শ্রীযুক্ত নলিনী বাবু প্রশ্ন করিলেন,—"হরিনাম করিবার সময় চিত্তবিক্ষেপের হস্ত হইতে উদ্ধারের উপায় কি?" শ্রীল প্রভুপাদ ঐ প্রশ্নের প্রসঙ্গে নামাপরাধ, নামাভাস, নাম ও নামাচার্য্য শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ কীর্ত্তন করিলেন এবং 'শ্রীহরিনামচিন্তামণি'তে ঐ সকল বিষয়ের বিস্তৃত উল্লেখের কথা জানাইলেন।

দ্বিপ্রহরে শ্রীযুক্ত ললিত কুমার সরকার মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীবাসবাড়ি হইতে শ্রীনাম শ্রবণ-পূর্ব্বক শ্রীনাম-সেবা আরম্ভ করিলেন। সন্ধ্যাকালে লক্ষ্ণৌ-হোটেলাধি-পতির জন্য শ্রীযুক্ত জে, এন, রায় এবং তাঁহার বন্ধু শ্রীযুক্ত মনমথকুমার বসু পাইয়াগ ভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল হরিকথা শ্রবণ করিলেন। রজবাবুর প্রশ্ন ছিল,—"কোন কর্ম্মি-প্রতিষ্ঠানের সহিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের পার্থক্য কোথায়?" শ্রীল প্রভুপাদ তদুত্তরে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, অন্যাভিলাষ বা সাময়িক আপেক্ষিক সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক সমাজসেবা এবং নিষ্কপট শ্রীচৈতন্যবাণানুশীলনকারীর বিচার-অনুসরণকারী জীবে ও সমাজে অহৈতুক অনুকম্পাদান-বা-বিতরণ-ব্রত-গ্রহণকারী শ্রীগৌড়ীয় মঠের সার্ব্বকালিক ও নিরপেক্ষ পর-উপকারের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। কতক-গুলি লোক বা তথাকথিত প্রতিষ্ঠান জগৎ যাহা চায়, তাহারাই তাহা প্রদান করেন, আর শ্রীগৌড়ীয় মঠ লোক যাহা চায়, তাহা প্রদান না করিয়া লোকের যাহা চাওয়া উচিত বা ঐকান্তিক মঙ্গলতম, সেই শ্রেয়ঃ সত্য বস্তু প্রদান করিবার জন্য সচেষ্ট। বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু-সম্প্রদায় তাঁহাদের স্বপক্ষার্থ বা নিজতাৎপর্য্যপরতা চাহেন, কৃষ্ণ থাকুন আর নাই থাকুন, তাঁহাদের প্রাপ্য ভাগ কি হইল, তজ্জন্যই তাঁহারা ব্যস্ত, আর সেবক-সম্প্রদায় অখিল চেষ্টার কৃষ্ণের তাৎপর্য্য কতটা স্থাপিত হইল, তজ্জন্যই অনুক্ষণ সংশ্লিষ্ট ব্যস্ত।

শ্রী। প্রভুপাদ বলিলেন,—শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় অধিবেশন হইয়াছিল—রথযাত্রার সময়াগ্রে, দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়াছিল—শুক্লতটে, তৃতীয় অধিবেশন—নৈমিষারণ্যে, চতুর্থ অধিবেশন—সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাগবতধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠাকালে, পঞ্চম অধিবেশন—শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীল নরোত্তম প্রভু ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর সময় এবং ষষ্ঠ অধিবেশন—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও তদনুগ-গণের ভাগবতধর্ম্মের পুনঃপ্রচার-কালে। শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতে বর্ত্তমান ভাগবত-কীর্ত্তনের অধিবেশন—তৃতীয় অধিবেশন।

১৬ই কার্ত্তিক (১৩৩৮), ৩রা নভেম্বর (১৯৩১) মঙ্গলবার প্রাতঃকালে আসর-লাভ ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ইঞ্জিনীয়ার লক্ষ্ণৌ-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বিদ্যার্থ (পূর্ব্বে শান্তিপুর বাড়ী) এবং তাঁহার সহিত শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর শুক্ল (চন্দননগর বাড়ী) মহাশয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণার্থ আগমন করিয়া বহুক্ষণ অনেক বিষয় শ্রবণের সৌভাগ্য

দাত করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদিগের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাবদান্যতার কথা, শ্রবণ-শিক্ষা, শ্রীনাম-শিক্ষা এবং সঙ্কীর্ত্তন ও অনুসরণকারী শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্যের কথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া স্বগৃহে গমনকালে শ্রীযুক্ত বিশ্বাস মহাশয় 'গৌড়ীয়'-সম্পাদককে অনেকগুলি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন এবং তাহার উত্তর প্রাপ্ত হন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্টক্রমে উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশবাসীর নিকট শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভুবনমঙ্গলময়ী বার্ত্তা প্রচারের উদ্দেশ্যে একখানি হিন্দি পত্রিকা প্রকাশের চেষ্টা হয়। লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী পরমভাগবত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত সেবাকোবিদ প্রভু উক্ত পত্রিকা প্রচারের আনুকূল্যের ভার-গ্রহণে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিলে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিলাষানুসারে গত গোদ্রুমবতী অমাবস্যা বা গৌরমাসিকা-মহাসংসবের দিবস হইতেই উক্ত পত্রিকাখানি আরম্ভ করিবার সঙ্কল্প হয়। তদনুসারে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত সেবাকোবিদ প্রভু, শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন প্রভু এবং শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীল প্রভুপাদের চরণধূলি গ্রহণ করিয়া লক্ষ্ণৌএর কোন হিন্দি মুদ্রাযন্ত্রালয়ে উক্ত পত্রিকা মুদ্রণের বন্দোবস্ত করিতে থাকেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে স্থির হয়,—হিন্দি পত্রটীর নাম "ভাগবত" হইবে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচারক্ষেত্র শ্রীনৈমিষারণ্যের শ্রীপরমহংসমঠের মুখপত্ররূপে লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশিত হইবে। এই পত্রটি—পাক্ষিকপত্র, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ উক্ত পত্রের সম্পাদক হইবেন।

মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের শ্রীচৈতন্য-বাণী শ্রবণ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীনৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব সম্পন্ন করিয়া লক্ষ্ণৌ হইয়া গত ১৪ই নভেম্বর (১৯২১) শ্রীগৌড়ীয় মঠের মোটরে দিল্লী গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব সম্পাদনার্থ দিল্লি-অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। বিশ্বের অভিজাত-সম্প্রদায়ের সভামণ্ডপে শ্রীচৈতন্যবাণী-বিনোদ-বহ্নের ভারপ্রাপ্ত 'উনীয়মান ভক্তিক্, শ্রীগুরুগৌড়ীয়ের মনোহভীষ্ট-পূরক, হিন্দি 'ভাগবত' পাক্ষমাসিক পত্রের সম্পাদক, অলৌকিক বাগ্মিপ্রবর 'ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ কয়েকদিন পূর্ব্বেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কীর্ত্তন-সন্দেশের অগ্রদূতরূপে রাজধানী দিল্লীতে আসিয়া শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজগণের শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃতবাণী শ্রীআচার্য্যদেবের অভিজাত-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার করিতেছিলেন। ভারতের মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ মেভিল (Mr. E. C. Mieville, C. M. G. Private Secy. to H. E. the Viceroy) এর সহিত শ্রীমৎ স্বামিজী মহারাজের শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, স্বামিজী মহারাজ গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯২১) মাদ্রাজের মাননীয় গভর্ণর বাহাদুরের নিকটও শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক গৌড়ীয়-সঙ্ঘপতি শ্রীমদ্ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিপ্রদীপ প্রভুও গত ২১শে এপ্রিল (১৯২১) বঙ্গদেশের মাননীয় গভর্ণর বাহাদুরকে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী শ্রবণ করাইয়াছিলেন। গত ১৪ই নভেম্বর (১৯২১) সপরাষ্ট্র স্বামিজী মহারাজ মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারীর একখানা পত্র প্রাপ্ত হন যে, মহামান্য ভারত-রাজপ্রতিনিধি (His Excellency the Right Hon'ble Freeman Freeman Thomas, the Earl of Wellingdon, P. C., G. M. S. I., G. M. I. E., G. C. M. G., G. B. E. the Viceroy and Governor-General in Council of India) ১৪ই নভেম্বর (১৯২১) বেলা ১২টার সময় শ্রীপাদ স্বামিজী মহারাজের সহিত অনুগ্রহ-পূর্ব্বক সাক্ষাৎ করিবার সানন্দ সম্মতি দিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যবাণীর দাক্ষী কৃপার বৈজয়ন্তীস্বরূপ শ্রীমদ্ভক্তি-সুন্দর বন মহারাজ তারযোগে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া গত ১৪ই নভেম্বর (১৯২১) তারিখে

নির্দ্দিষ্ট সময়ে দিল্লীর "ভাইসরিগাল লজে" উপনীত হন। তাৎকালিক ভারপ্রাপ্ত মাননীয় এ, ডি, সি স্বামিজী মহারাজকে মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের নিকট পরিচয় করাইয়া দিলে মহামান্য বড়লাট বাহাদুর অগ্রসর হইয়া তাঁহার প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে স্বামিজী মহারাজকে অভ্যর্থনা করেন। পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ মহামান্য বড়লাট বাহাদুরকে বলেন,—"আপনার অনুমতি হইলে আমি ভারতবর্ষীয় প্রথানুসারে আপনাকে ভগবৎপ্রসাদি মালা, নির্ম্মাল্যচন্দন প্রদান এবং শ্রীগুরু মহারাজের প্রণয়তা জ্ঞাপন করিতে পারি।" মহামান্য বড়লাট বাহাদুর সানন্দচিত্তে তাহাতে অনুমতি প্রদান-পূর্ব্বক পদদেশে মালাধারণ এবং হস্তে চন্দনচর্চ্চিত নির্ম্মাল্য শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করিয়া স্বামিজী মহারাজকে মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। তৎপরে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচার-বার্ত্তা এবং বর্ত্তমান পূজ্যপাদ পাত্ররাজের বিষয় জানিতে চাহিলে স্বামিজী মহারাজ এ সকল বিষয় মহামান্য রাজপ্রতিনিধিকে যথাযথ জ্ঞাপন করেন। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান-প্রপূজ্যপাদ পাত্ররাজ-প্রবরের পরিচয়ে শ্রীচৈতন্যদেব হইতে দশম অধস্তনাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পৃথিবীর সর্ব্বত্র বর্ত্তমানযুগে মহাঐকান্তানয়ী শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের কথা, শ্রীল প্রভুপাদের অসমোর্দ্ধ অতিমর্ত্ত্য ব্যক্তিত্ব এবং বর্ত্তমানযুগে সনাতন ভক্তিস্রোত পুনঃ প্রকটনের মূল পুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিশ্বকল্যাণে জীব-কল্যাণ-চেষ্টার কথা স্বামিজী মহারাজ বর্ণন করেন। স্বামিজী মহারাজ এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্যের কথাও কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। মহামান্য বড়লাট বাহাদুর সানন্দচিত্তে জিজ্ঞাসু হইয়া প্রতিবিষয়েই বহু প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছিলেন।

মহামান্য বড়লাট বাহাদুর—আপনার শ্রীগুরুদেব কোথায় থাকেন?

স্বামিজী—তিনি পরিব্রাজকাচার্য্যরূপে ভারতের সর্ব্বত্র হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

মঃ মাঃ বড়লাট—আপনাদের প্রধান কেন্দ্র কোথায়?

স্বামিজী—কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয় মঠে।

আমাদের মূল মঠ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরে 'শ্রীচৈতন্যমঠ' নামে প্রসিদ্ধ।

মঃ মাঃ বড়লাট—আপনার শ্রীগুরুদেব এখন কোথায় আছেন?

স্বামিজী—তিনি লক্ষ্ণৌ হইতে দিল্লীতে আসিতেছেন, এখানে শ্রীচৈতন্যদেবের সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচার করিবেন। তাঁহারই একজন নিতান্ত অযোগ্য দীন প্রতিনিধিরূপে আমাকে আপনার নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী বর্ণন করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর মহাঐকান্তানয়ী বাণী আপনার নিকট এবং তাহা আমাদের মহামান্য সম্রাট্ বাহাদুরের নিকট যাহাতে পৌঁছে এবং তদ্দ্বারা বিশ্বের সভ্যসমাজে যাহাতে পরমার্থের বীজ উপ্ত হইবার সুযোগ উপস্থিত হয়, তজ্জন্যই শ্রীগুরু-মহারাজের আদেশে আমি প্রেরিত হইয়াছি।

মঃ মাঃ বড়লাট—আপনাদের প্রচারের উদ্দেশ্য কি?

স্বামিজী—জগতে কর্ম্ম (Elevation), জ্ঞান (Salvation) এবং ভক্তি (Devotion)—এই তিন প্রকার বিচার দৃষ্ট হয়। কর্ম্ম ও জ্ঞানের দ্বারা প্রকৃত ঐকান্তিক সম্প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কারণ, কর্ম্মের ভোক্তৃ-অভিমান-কারীর বহুত্ব স্বীকার, আর জ্ঞানীর একমাত্র ভোক্তা পুরুষোত্তম ভগবান্‌কে নির্ব্বিশেষ করিয়া ফেলিবার বিচারে অধিতীয় অসমোর্দ্ধ স্বরাট্ পুরুষোত্তমতত্ত্বকে (Transcendental Despot) অস্বীকার করা হয়। তাহা নাস্তিকতারই প্রকার-ভেদ। যেখানে ভগবানের সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতা, নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়তা রক্ষিত হইল না—মানব-মেধা যেখানে ভগবানের শক্তিকে কাটিয়া ছাঁটিয়া ফেলিল কিংবা মানবের বা জীবের অপস্বার্থের প্রয়োজনের গোলাম করিয়া ফেলিল, সেখানে আস্তিকতা বলিয়া কোনও অকৈতব বাস্তবতা থাকিল না। আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের দাসানুদাসগণের বিচারানুগমন-পূর্ব্বক সনাতন শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম প্রচার করি, তাহাতে ভগবানের সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতা পূর্ণতম-মাত্রায় স্বীকৃত হইয়াছে। সেখানে কর্ম্মরাজ্যের মত বহু ভোক্তার সমাবেশ নাই কিংবা নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানীর মত অতিমর্ত্ত্য অসমোর্দ্ধ অধিতীয় ভোক্তাকে নির্ব্বিশেষরূপে কল্পনা করিয়া বহু প্রজ্ঞর ভোক্তা সাজিবার কাণ্ডও নাই। যেখানে বহু ভোক্তা, সেখানেই পরস্পরের ব্যক্তিগত স্বার্থ বা ভোগ লইয়া মারামারি,

প্রভাবলি, ঈশ্বরজ্ঞানের অভাব, অশান্তি। ভগবদ্ভক্তিরাজ্যে একমাত্র ভোক্তা পুরুষোত্তমভগবান্, আর সকলেই ভোগ্যতত্ত্ব। ইহ সকল মানব—কেবল আমরা নহি, সকল জীবমাত্রেরই স্বরূপ। এই স্বরূপের বাণী মর্ত্যে আচার্যদেব সকলের নিকট প্রচার করিয়া ও সাময়িকাদি সেবাপরাধ, আচার-পরাধ, অকৃতক প্রচারকগণের দ্বারা প্রচার করাইয়া বিশ্বে নিত্য মহাশৈকাতান স্থাপনের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ভগবত্তার পুরুষোত্তমত্ব স্বীকার করি।

মঃ মাঃ বড়গাছি—ইহা ত' আমাদেরও কথা। আমি কি স্বামিজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে, আপনি 'হিন্দু' না খৃষ্টধর্মাবলম্বী?

স্বামিজী—বর্তমানে 'হিন্দু'-শব্দের যেরূপ বিকৃত রূপ হইয়াছে, আমি সেইরূপ তথাকথিত 'হিন্দু' শব্দের বাচ্যও নহি, আর খৃষ্টধর্মের যদি কোন রূপান্তর হইয়া থাকে, সেইরূপ রূপান্তর বা তাহার কোন সঙ্কুচিত বিচারেও আমি আবদ্ধ নহি। আমি বরং আমাকে ব্যাপকতম খৃষ্টধর্মের (Extended Christianity) অনুসন্ধানকারিগণের অনুগত বলিতে পারি। 'It-God'এর (ব্রহ্মতত্ত্বের) কথা Pantheism বা ভারতবর্ষীয় নির্বিশেষ বিচার বা মায়াবাদেরই সখাবিশেষ। আর Father-hood of Godhead এর কথা মাত্রেও আমাদের উপদেষ্টৃবর্গ আবদ্ধ নহেন। Transcendental Son-hood of Godhead, Transcendental Consort-hood of Godhead এর অপ্রাকৃত স্বাভিভাবে যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত, আমরা তাঁহাদেরই পাদত্রাণবাহী দাসানুদাস হইবার জন্য অপেক্ষাকৃত।

মঃ মাঃ বড়গাছি বাহাদুর—তাহা হইলে আপনাদের বিচার হইতে আমাদের বিচারের পার্থক্য কোথায়?

স্বামিজী—New Testamentএ Father-hood of Godhead স্বীকৃত হওয়ায় ভারতীয় বিচারের পুরুষোত্তম-বাদ বা একল-বাসুদেব-উপাসনার কিয়দংশ স্বীকৃত হইয়াছে। শক্ত্যাবেশাবতার মহাত্মা খৃষ্ট এই পর্যন্ত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে Predominated Moietyর বিচার নাই, কেবলমাত্র Predominating Moietyর কথা আছে। Predominated Moietyর সহ Predominating Moiety না থাকিলে বিনিময়টী পূর্ণ হয় না। এটি moietyতে একটি integer হয়। বৈকুণ্ঠধর্মের লক্ষ্মী-নারায়ণ-বিচারে Predominated Moietyর কিছু বিচার আছে। কিন্তু এই বিচারেও পূর্ণতা প্রকাশিত হয় নাই; কেন না, এখানে নারায়ণের জনক-জননী নাই। ভগবান্ অজ 'বিভু' হইলেও অচিন্ত্যশক্তিবলে ভগবানের যে অজত্ব ও ভূম্নিত্বশক্তির যুগপৎ বিকাশ-দ্বারা তদীয় সর্বশক্তিমত্তা পরিস্ফুট হইতে পারে, তাহা লক্ষ্মীনারায়ণের বিচারে অপ্রকাশিত। সীতা-রামের বিচারে তাহা অনেকটা প্রকাশিত। শ্রীরামচন্দ্র অজ হইয়াও বিভুতত্ত্বস্বরূপ দশরথ ও কৌশল্যা জনক-জননী হইতে তাঁহার ভূম্নিত্বশক্তি প্রকাশ-পূর্বক অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু সীতাদেবীতে তাহা অনপ্রকাশিত। সীতাদেবীকে "জনক-ঝিনী" বলিলেও তিনি অযোনিসম্ভবা। শ্রীসীতারামের বিচারে পাতিব্রত্যও একপত্নীব্রতধর্মে আবদ্ধ। কিন্তু অসমোর্দ্ধ স্বরাট্ ভগবানের উপর কোন Penal imposition প্রযুক্ত হইতে পারে না। আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের উপর নিয়ম বা নীতি প্রযুক্ত হইতে পারে, সাধারণ ঐশ্বর্যবান্ ঈশ্বরগণও নীতি পালনের আদর্শ দেখাইতে পারেন, আমাদের ন্যায় মানবগণের অন্যায়ের জন্য বহু আইনকানুন প্রস্তুত হইতে পারে; কেন না, আমরা ভ্রম-প্রমাদাদি প্রবণতাযুক্ত জীব, অসৎপ্রবৃত্তিতে যোগ্যতা-বিশিষ্ট তটস্থশক্তিজাত অণুচেতন; কিন্তু যেরূপ সংবাদ বলিয়া থাকে,—"King can do no wrong", তদ্রূপ যিনি একমাত্র Transcendental Despot স্বরাট্, সেই সর্বশক্তিমত্তায় পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত ভগবদ্বস্তুকেও একপত্নীব্রতধর্মের সীমায় বা শাসনে আবদ্ধ করিয়ারাখিলে ভগবানের পূর্ণপ্রকাশ পরিলক্ষিত হইল না। এজন্য একপত্নীব্রতধর সীতারামের উপাসনা অপেক্ষা বহুবল্লভ দ্বারকেশ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনায় ভগবত্তার পূর্ণত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে অচিন্ত্য চিৎ-শক্তিবলে অপ্রাকৃত অদ্বিতীয় বহুত্ব ও অপ্রাকৃত বহুত্বাপগমের যুগপৎ অজত্ব ভূম্নিত্বের অভিব্যক্তি এবং শক্তি ও শক্তিমানের সংযুক্ত বিচার তথা শক্তিমানের বহুশক্তিভোক্তৃত্ব-বিচার-নিবন্ধন ভগবত্তার স্বতন্ত্রতার ব্যাপকতা বা ভগবত্তার পূর্ণতা প্রকটিত হইয়াছে। আবার পরম মুক্ত পুরুষগণের নিরপেক্ষ পূর্ণতম বিচারে শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা আত্যন্তিকতার পরাকাষ্ঠা বা পরিপূর্ণতমতা আবিষ্কার করিয়াছে। ভগবান্ সেখানে নন্দনন্দন (Sonhood of Godhead); কেবলমাত্র

(Father-hood of Godhead) ঈশ্বরীয় পিতৃত্ব বিচারে আবদ্ধ নহেন। পিতাকে পুত্র তাহার জন্মকাল হইতেই সেবা করিতে পারে না; পুত্র অনেক বড় হইলে—পুত্রের বুদ্ধি-বিচার উপস্থিত হইলে সম্ভ্রমযুক্ত হইয়া পুত্র পিতার সেবা করে; কিন্তু পুত্রকে মাতা-পিতা পুত্র জন্মিবার পূর্ব্ব হইতে এবং জন্মিবার সময় হইতেই স্বাভাবিকী প্রীতি বা অনুরাগের বশীভূত হইয়া সেবা করেন। মাতা-পিতাকে পুত্র চিনাইয়া দিতে হয় না; স্বাভাবিক সম্বন্ধের আকর্ষণের দ্বারাই মাতা-পিতা পুত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আজন্ম পুত্রের স্নেহ-সেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু পুত্রকে অনেক সময় মাতা-পিতার প্রতি প্রীতির পরিচয় করাইয়া দিতে হয়। শাসনের দ্বারা পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তি শিখাইতে হয়; শাসনের দ্বারা মাতৃস্নেহ বা পিতৃস্নেহ উপস্থিত হয় না। মাতা-পিতা—পূজনীয়; সুতরাং পুত্র পূজনীয়-বুদ্ধিতে —কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে মাতা-পিতার সেবা করে; কিন্তু পুত্রের প্রতি মাতা-পিতার স্নেহ-সেবা সেরূপ জাতীয় নহে—কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-মাত্র নহে। আর একটি সৌন্দর্য্য এই যে, পুত্র—মাতা-পিতার পূজার বস্তু না হইলেও, সেবা যোগ্য না হইলেও মাতা-পিতা পুত্রকে বাস্তবতার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেবা যোগ্য করিয়া ফেলেন। ইহা এই জগতের প্রতিবিম্বিত অনিত্য মাতা-পুত্র, অনিত্য পিতা-পুত্র-সম্বন্ধেও প্রত্যক্ষিত। পরম-নিত্যপুত্র—একমাত্র পূর্ণতম নিত্যপুত্র সর্ব্বপালকগণের পালক হইয়াও নন্দ-যশোদার পালারূপে অবস্থান-পূর্ব্বক তাঁহাদের অনুরাগময়ী সেবা গ্রহণ করেন। সেই নন্দ-নন্দন যখন পূর্ণতম স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম-লীলা প্রকট করিয়া অপ্রাকৃত ব্রজ-বধূগণের সর্ব্বাঙ্গ-সাধনময়ী একান্ত-বিশ্রম্ভ-সেবার জন্য লালায়িত হন, তখন যে তাঁহার পূর্ণতমা মাধুরী প্রকাশিত হয়, তাহাই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত পূর্ণতমা আত্মিকতার স্বারাজ্য লীলারূপে আমরা শ্রীল গুরুদেবের কৃপা ও তৎসেবা-ফলে লাভ করিবার যোগ্য হইতে পারি। আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে এই সকল কথাই শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি।

মঃ মাঃ বড়গাট—আপনারা শ্রীগুরুদেবকে কিরূপভাবে সেবা করেন—সম্ভ্রম-বুদ্ধিতে, না বন্ধুভাবে?

স্বামিজী—অনর্থমুক্ত ও মুক্ত—এই বিবিধ অধিকারে শ্রীগুরুদেবের সেবা-প্রণালীও বিবিধ হইয়া থাকে। অনর্থমুক্ত সাধক-শিষ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সম্ভ্রম-বুদ্ধিতে দর্শন ও সেবা করেন। অনর্থযুক্ত যদি জোর করিয়া স্বীয় অধিকারের বহির্ভূত সেবার ভান প্রদর্শন করে, তবে সে ব্যক্তি একমাত্র মঙ্গলের পথ—শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবা হইতে চিরবঞ্চিত হয়। যেমন আমাদের অনুচরের মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তি দূরে অবস্থান করিয়া দম্ভভরে আপনার আজ্ঞা-পালন বা আপনার সেবা-কার্য্য করেন, আবার কেহ কেহ আপনার এতদূর বিশ্বাস-ভাজন হইয়াছেন যে, তাঁহারা আপনার ভৃত্য হইলেও আপনার অন্তরঙ্গ ও বন্ধুরূপে নিঃসঙ্কোচভাবে আপনার অতি নিকটতম সেবা করিতে পারেন। শিষ্যের মুক্তাবস্থায় শ্রীগুরুদেবের সহিত ব্যবহারও সেইরূপ বিশ্রম্ভাত্মক বান্ধবভাবময় হয়, তথাপি সেখানে শ্রীগুরুদেবের নিত্যাশ্রয়-বিচার থাকে। তখন শ্রীগুরুদেব নিত্যাভীষ্ট পূর্ণতত্ত্বস্বরূপ ভগবানের প্রেষ্ঠরূপে প্রকাশিত হন এবং মুক্ত শিষ্য সেই নিত্যাভীষ্ট-প্রেষ্ঠের পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহার আজ্ঞায় ইষ্টসেবা করেন।

মঃ মাঃ বড়গাট—তাহা হইলে আপনারা আপনাদের গুরুদেবকে কিরূপে দেখেন?

স্বামিজী—আমরা আমাদের পূর্ব্ব-কথিত বিচারেরই অনুসরণ করি। মুক্ত ও বদ্ধের বিচারকে একাকার করি না। যাঁহারা মুক্ত পুরুষ, তাঁহারা মুক্তের বিচার অনুসরণ করিতে পারেন, আর যাঁহারা অনর্থযুক্ত, তাঁহারা অনর্থমুক্ত হইবার বিচার অবলম্বন-পূর্ব্বক গুরু-সেবা করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিচারের সহিত প্রচলিত খৃষ্ট-বিশ্বাসের গুরুবাদের কিছু পার্থক্য আছে।

মঃ মাঃ বড়গাট—পার্থক্য কোথায়?

স্বামিজী—খৃষ্টীয় মতে একজগদ্‌গুরুবাদ স্বীকৃত হয়; কিন্তু সনাতন-ধর্ম্ম-সিদ্ধান্তে 'মহাজগদ্‌গুরুবাদ' গৃহীত হয়। একজগদ্‌গুরুবাদের বিশ্বাস এই যে, মহাত্মা খৃষ্টই জগদ্‌গুরু-রূপে ১৯০০বর্ষ পূর্ব্বে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনিই একমাত্র জগদ্‌গুরু, তৎপরে আর কেহ জগদ্‌গুরু হইতে পারিবেন না। এক হাজার নয় শত বৎসর পরে কিংবা তৎপরেও যাঁহারা পৃথিবীতে আছেন বা আসিবেন, তাঁহাদিগকে মহাত্মা খৃষ্টের সহিত সাক্ষাৎ বাতীতই খৃষ্টের বাণী-মাত্র নিজ-বিচারে গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ বিচারে একটি অসুবিধা উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা।

মহাপ্রভু যুগে যুগে যে মঙ্গলময় উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা ১৯০০ বৎসর পরে আমি সাক্ষাৎ তাঁহার মুখ হইতে শ্রবণ করিতে না পারায় এবং তজ্জন্যই সাক্ষাদ্ভাবে যাঁহারা খৃষ্টের বাণী শ্রবণ করিতে পারেন নাই, এইরূপ বহু স্তরের ভিতর দিয়া আগমন করিতে করিতে কালের ব্যবধান-দোষে দুষ্ট' সেই একতত্ত্বসম্ভবের বাণীর মধ্যে অবশ্যম্ভাবিরূপেই প্রবিষ্ট হইয়া পড়া যথার্থ উপদেশেরও বিকৃতি হইয়া পড়িতে পারে। এজন্য সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মে সাক্ষাৎ শ্রৌত গুরুপরম্পরা স্বীকার করা হয়। সাক্ষাৎ ভগবৎ-পার্ষদ হইতে সাক্ষাদ্ভাবে শ্রবণ করিয়া প্রত্যেক মহান্ত গুরু সাক্ষাদ্ভাবে তাঁহার নিকটে আচার্য্যবান্ শিষ্যের নিকট যে যে অব্যবহিত শ্রৌত উপদেশ কীর্ত্তন করেন, তিনি আবার মহান্তগুরুরূপে সেই উপদেশ তাঁহার নিকট শিষ্যের স্বর্গে অব্যবহিতরূপে কীর্ত্তন করিয়া মহান্ত-গুরু-পারম্পর্য্য বর্ত্তমান কালে আমার নিকট পর্য্যন্ত সাক্ষাদ্ভাবে, অব্যবহিত রূপেই অবতরণ করাইয়া থাকেন। ইহা দ্বারা প্রত্যেক যুগে যুগে প্রত্যেক প্রতিপাত্রবিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট মহান্ত-সদ্গুরু-পাদপদ্ম সাক্ষাদ্ভাবে চেতনময় উপদেশ অবিকৃত ও অব্যবহিতরূপে শ্রবণ করিবার সুযোগ প্রদান করেন। শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মাকে সাক্ষাদ্ভাবে যে উপদেশ দিয়াছিলেন —ভগবান্ বা শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার নিষ্কপট সেবক ও অন্তরঙ্গ গোস্বামিগণকে সাক্ষাদ্ভাবে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, মহাভাগবতগুরু মহীয় আচার্য্যের কৃপায় তাহা আমরা বর্ত্তমান সময়েও সাক্ষাদ্ভাবে আমাদের নিকট পর্য্যন্ত অটুট ও অনাবিলভাবে অবতীর্ণ দেখিতে পাইয়া শ্রীনারায়ণ বা শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব-কালের উপদেশই সমভাবে অবিকৃত ও অব্যবহিতরূপে লাভ করিতে পারি। Popism এবং Lutherism—এই উভয় মতবাদ হইতে আমাদের বিচার বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। পরবর্ত্তিকালে যদি Popismএর কোন প্রকার বিকৃতি ঘটিয়া থাকে, তাহাই অন্ধবিশ্বাসে মানিয়া লইতে হইবে, এরূপ বিচার কতদূর সমীচীন, তাহা বিচার্য্য। সদ্গুরু তত্ত্ববস্তুবিধাতা বটে, এ বিষয়ে আমাদের বিচারও তাহাই। কিন্তু গুরুর আসনে সমাসীন যে কোন ব্যক্তিকে 'গুরু' পদবাচ্য মনে করিয়া তদনুগতি-দ্বারা কোন মঙ্গল লাভ হইবে কি? মাননীয় মার্টিন লুথার Distorted Papal Conceptionএর প্রতিবাদ এবং সংস্কারের কার্য্য করিয়াছেন। এই ভারতেও অনেক কপটবাদ বা মর্ত্তবীর পরিচয়কাঙ্ক্ষী 'ধর্ম্মের সংস্কারক' বলিয়া আপনাদিগকে প্রচার করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহারা শাস্ত্রের মধ্যে কোন কোন বিষয় তাঁহাদের বিচারানুসারে ছাঁটিয়া, কাটিয়া সংশোধিত, পরিবেশিত, পরিবর্জ্জিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া নূতন রূপ দিয়া নূতন মতসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিচার—'সনাতনে'র 'সংস্কার' হয় না—সনাতনধর্ম্মের 'সংস্কার' হইতে পারে না—'সনাতনধর্ম্ম' নিত্য অপরিবর্ত্তনশীল—বিকার-রহিত; কেবল কালপ্রভাবে লোকলোচনের নিকট আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইলে যুগে যুগে আচার্য্যগণ যাবতীয় আগন্তুক আবরণ দূরীভূত করিয়া—তথাগত আবর্জ্জনার নীরাজীকরণ করিয়া তাহা পুনঃপ্রকট বা "পুনঃসংস্থাপন" করেন। শ্রীচৈতন্যদেব যে 'সনাতন ভাগবতধর্ম্ম' জগতে বিতরণ করিয়াছিলেন, তাহা লোকলোচনে আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হওয়ায় অনেক তথাগত আবর্জ্জনালিপ্ত ব্যাপারই 'বৈষ্ণব-ধর্ম্ম' বলিয়া অতাত্ত্বিক, অবিচারক গণসমক্ষে বিবেচিত হইয়াছিল। মহীয় আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সনাতন ভাগবতধর্ম্ম-লোত বর্ত্তমানযুগে পুনঃপ্রবাহিত করিবার বিচার অবলম্বনপূর্ব্বক সেই "সনাতনধর্ম্ম" "পুনঃসংস্থাপন" করিতেছেন। শ্রীচৈতন্য-দেব যে অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমরা শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে সেই শব্দব্রহ্মই শ্রবণ করিতে পারি। সংকীর্ত্তন-পথের দ্বারাই অতি অনায়াসে নিত্যা পরা বিশ্বশান্তি ও মহা ঐক্যতান প্রতিষ্ঠিত হইবে —ইহাই বিশ্বগুরু শ্রীচৈতন্যদেব ও বর্ত্তমানকালের শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রধানতম প্রতিনিধিস্বরূপ মহীয় আচার্য্যদেবের প্রচার্য্য বাণী। আমরা অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মকে শ্রুতির পথে—আনুগত্য-সহকারে গ্রহণ করিব। অপ্রাকৃত শব্দকে Scriptureকে Challenging Spiritএ গ্রহণ করিতে গেলে অপ্রাকৃত বস্তু কখনই আমাদের নিকট প্রকাশিত হইবেন না। একমাত্র শব্দের দ্বারাই—একমাত্র কর্ণেন্দ্রিয়-দ্বারাই চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দূর-স্থিত অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব আমাদের গোচরীভূত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানও প্রমাণ করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব অপ্রাকৃত শব্দ-

শক্তির কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন—মহীয় আচার্য্যদেব বিশেষ তাহাই বলিতেছেন।

মঃ মাঃ বড়ুয়াট—কিরূপভাবে আপনাদের 'সংকীর্ত্তন' হয়?

স্বামিজী—ভগবানের নিকট একান্ত আর্ত্তির সহিত সেবোন্মুখচিত্তে শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে সম্বোধনাত্মক যে নামকীর্ত্তন, তাহাকেই আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন ও সাধ্যরূপ 'সংকীর্ত্তন' বলি। বিশ্ববাসী সকলেরই সেই সংকীর্ত্তনে যোগদান করিবার অধিকার আছে। যদি মহারাজ রাজ-প্রতিনিধি-প্রবরের অনুমতি হয়, তবে আপনার ভবনে আমরা শ্রীচৈতন্য-সংকীর্ত্তনও করিতে পারি।

মঃ মাঃ বড়ুয়াট—আমি আপনাদের সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইব। আপনি এ বিষয়ে আমার প্রাইভেট্ সেক্রেটারীকে জানাইলে আমি আমার ভবনের নির্দ্দিষ্ট দিন জানাইব।

স্বামিজী—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হইতে আমরা আপনাকে আমাদের শ্রীগুরুবর্গের রচিত কতিপয় গ্রন্থ উপহার প্রদান করিতেছি।

মঃ মাঃ বড়ুয়াট—আমি এই সকল গ্রন্থ আমার গ্রন্থাগারে যত্নে সংরক্ষণ করিব।

[উপরি-উক্ত প্রসঙ্গ ইংরেজী ভাষায় হইয়াছিল, স্বামিজী মহারাজের মুখে শ্রবণ করিয়া যথাসম্ভব তাহার তাৎপর্য্য মাত্র বঙ্গভাষায় লিখিত হওয়ায় যদি কোন ব্যক্তিক্রম, বিচ্যুতি বা ত্রুটী ঘটিয়া থাকে, তাহা ক্ষন্তব্য।—[গৌঃ সঃ]

ভজ্জিরাজ্যে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম। ট্রাষ্টি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি, এ, এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক গৌড়ীয়-সম্পাদক-সম্প্রতি শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামী প্রভু গত ২রা নভেম্বর (১৯৩১) প্রাতে ৯-২০ মিনিটের পাঞ্জাব এক্সপ্রেসে লক্ষ্ণৌ হইতে যাত্রা করিয়া রাত্রি প্রায় ৮-৩০ মিনিটের সময় দাহরাদূনে দিল্লী হইতে আগত পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের সহিত মিলিত হইয়া ৩রা নভেম্বর প্রাতঃকাল ৬ ঘটিকায় কাল্‌কায় পৌঁছেন এবং তথা হইতে মোটর-যোগে সাত হাজার ফিট উচ্চে সিমলা-শৈলে আরোহণ করেন। সিমলা-বাসী শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার প্রচারকবৃন্দকে সিমলা-"সনাতন ধর্ম্মসভা"র অভ্যর্থনা করেন। স্থানীয় ব্যবসায়ী লোকের প্রদত্ত অর্থে উক্ত "সনাতন ধর্ম্মসভা"র চারতলা বৃহৎ বাটীটি নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

৪ঠা নভেম্বর তারিখে প্রচারকবৃন্দ সিমলাশৈলে অবস্থান করিয়া শ্রীচৈতন্য বাণী প্রচার করেন। ৫ই নভেম্বর বেলা ১০। ঘটিকায় ৩খানা রিক্সা-যোগে প্রচারকবৃন্দ ভজ্জিরাজ্যে বিশেষভাবে আহূত হইয়া তথায় হরিকথা প্রচারার্থ গমন করেন। ভজ্জিরাজ্যের চতুর্দ্দিকেই উচ্চ নাল-নৌদি গিরিমালা শোভিত রহিয়াছে। সকলের অন্যতম শতক্রনব নীলোৎপল-লহরী-লীলা বক্ষে ধারণ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। রাজ্যটি একটি বৃহৎ উপত্যকা-ভূমিতে অবস্থিত। ৬ই নভেম্বর শুক্রবার শ্রীহরিবাসর। ভজ্জিরাজ্যের রাজপরিবারবর্গ এই পুণ্যবাসরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-প্রমুখ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার প্রচারকবৃন্দের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ৬ই নভেম্বর হইতে ১০ই নভেম্বর পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাজপরিবারের একান্ত আগ্রহাতিশয্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীগুরুগৌরবিহিত সুধা-মধুর সংকীর্ত্তনে সকলের হৃদয়ে সেবাপ্রবৃত্তি প্রবাহ সঞ্চার করেন। ১০ই অক্টোবর শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা-দিবস সংকীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব সম্পন্ন হয়।

ইতঃপূর্ব্বে ৯ই নভেম্বর প্রচারকবৃন্দ ভজ্জি হইতে ৭৯০ মাইল পশ্চিমে সুকেত (Suket State) ষ্টেটের অন্তর্গত

"তাতাপানি" দর্শন করিতে যান। ঐটি সতলুজ-নদের তীরে অবস্থিত এবং বড়ই মনোরম। এখানে সতলুজে যেমন অত্যধিক শীতল জল, আবার তৎসন্নিকটে গন্ধক-প্রস্রবণ (sulphur spring) রে অতি উষ্ণ জল অতীব আশ্চর্য্যজনক। বহু বহু লোক, এমন কি বহু পাঞ্জাব-দেশবাসী পর্য্যন্ত সিমলা হইতে এই স্থানে গমন করিয়া থাকেন। এইজন্য সিমলা হইতে "তাতাপানি" পর্য্যন্ত একটি ডিষ্ট্রীক্ট্‌বোর্ডের রাস্তা রহিয়াছে। সিমলা হইতে এই স্থানটি ২৬ মাইল।

ভক্তিরাজ্যে এতাদৃশ দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে কেবলমাত্র নিত্যসিদ্ধের প্রকৃতি-প্রতিপালিত ক্ষেত্রে প্রাকৃত প্রবাহ ব্যতীত অন্য কিছু আশা করা যায় না। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-নিজ-জনের কৃপাস্ত আজ যাহার ভৃত্যরূপ—শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর ন্যায় নিষ্কপট শ্রীচৈতন্যবাণী-বিনোদ সেবকগণও শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার করিয়া শুষ্কহৃদয় জীবসমূহকে প্রকৃতি-পালিত দেশকে চেতনের মন্ত্র শুনাইলেন—সঞ্জীবিত করিলেন। ১০৮শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিদর্শন গিরি মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদকশ্রীলভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, এবং পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু যে অনন্তোদয়-ধারায় অনবিরতরূপ শুদ্ধগৌরবিহিত কীর্ত্তনের দ্বারা ভক্তিরাজ্যের সরল ও সুকৃতিমান ব্যক্তিগণকে ভগবৎসেবার পথে পরিচালিত করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা সহস্রমুখে তাঁহাদের প্রশস্তিগাথা কীর্ত্তন করিতেছি।

তাঁহারা সকলেই তড়িদ্‌বার্ত্তায় ১৪ই নভেম্বর তারিখে দিল্লী শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের স্থানী শুভবিজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে মিলিত হইবার জন্য গত ১৫ নভেম্বর ভক্তিরাজ্য হইতে যাত্রা করিয়া রাত্রি ৮ টায় সিমলা পৌঁছেন। ১৬ই নভেম্বর সিমলা হইতে যাত্রা করিয়া পঞ্জাব মেলে ১৭ই নভেম্বর ভোর ৪টায় দিল্লী শ্রীগৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হইয়াছেন। সিমলা হইতে ভক্তিরাজ্যের উপত্যকায় বিকল্প-যোগে অবতরণ করিতে ৭৮ ঘণ্টা লাগিয়াছিল, আর ভক্তি হইতে সিমলায় আরোহণ-কালে ১২ ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল।

আমরা ভক্তিরাজ্যের রাজপরিবারের হরিকথা-শ্রবণে আগ্রহ, সরলতা, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবায় নিষ্কপট অনুরাগ প্রভৃতি অশেষগুণের পুনঃ পুনঃ অভিনন্দন করিতেছি। তাঁহারা সত্য সত্যই সুকৃতিমান, বুদ্ধিমান ও সত্যপ্রাণ।

দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠে উৎসব ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

১লা অগ্রহায়ণ ইং ১৭ই নভেম্বর মঙ্গলবার হইতে ২০শে অগ্রহায়ণ ৩রা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত দিল্লী শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার উদ্যোগে বার্ষিক মহামহোৎসব হইতেছে। এতদুপলক্ষে প্রত্যহ মঠে ও অন্যান্য স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তনাদি হইতেছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কৃপা-পূর্ব্বক দিল্লীতে অবতরণ করিয়া প্রত্যহ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের শুভবিজয়ে রাজধানী দিল্লী মহানগরী শুদ্ধ কীর্ত্তনধ্বনায় প্লাবিত হইয়াছে। আগামী ২০শে অগ্রহায়ণ ইং ৬ই ডিসেম্বর রবিবার শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও মহামহোৎসব হইবে।

সাত্বত শ্রাদ্ধ

বিগত ১লা অগ্রহায়ণ (১৩০৮) মঙ্গলবার নিবাস শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তগণের অন্যতম কটক-প্রবাসী শ্রীযুক্ত বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে তাঁহার পরলোকগতা জননীর আত্মার তৃপ্ত্যর্থ একাদশাহে বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুসারে বিষ্ণুনৈবেদ্য-দ্বারা শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ, সঙ্কীর্ত্তন এবং শুদ্ধ বৈষ্ণবমণ্ডলী ও সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

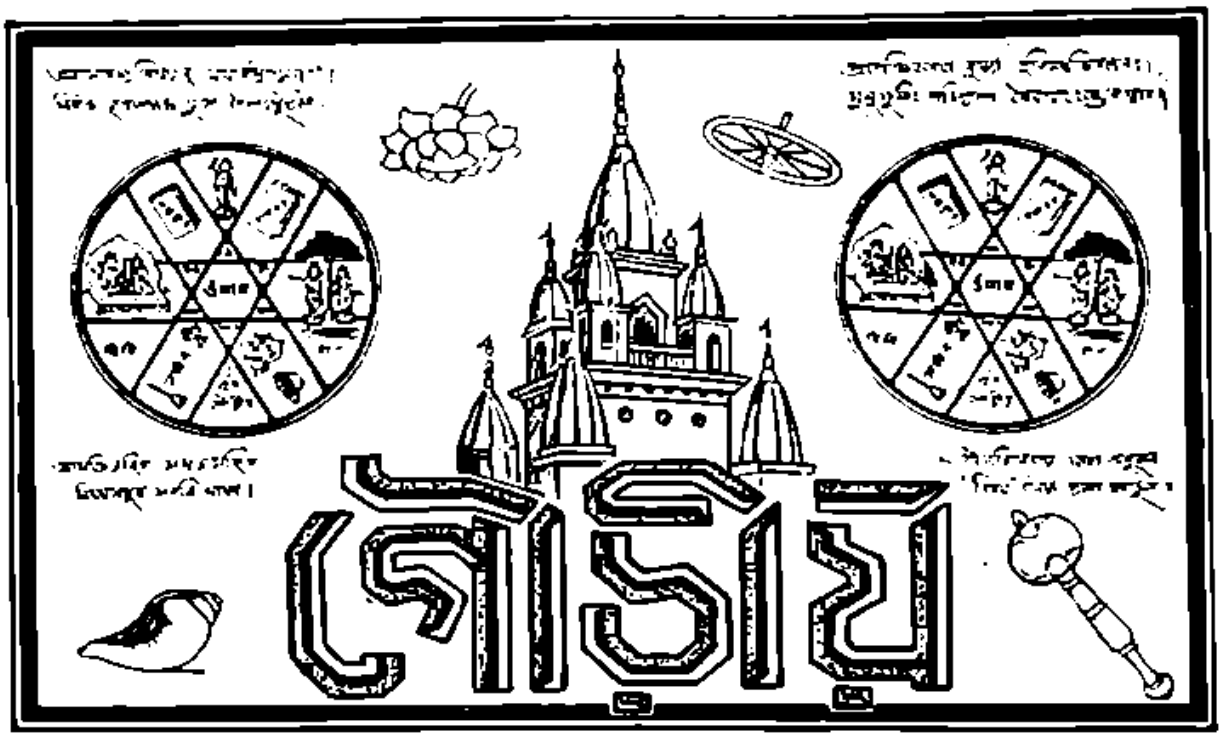

১০ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১২ই অগ্রহায়ণ শনিবার ১৩৮৮; ২৮শে নবেম্বর ১৯৮১ | ১৬শ সংখ্যা।

"শ্রবণ করি না কেন ?"

'শ্রবণে'র শ্রাব্যই বাণী-বর্ষা সংস্রবাবে শ্রীগুরুমুখাকাশ হইতে অবিরাম পতিতে বর্ষিত থাকা-সত্ত্বেও আমি শ্রবণ করি না কেন ? তৃষিতকে মানুষ ক্লিষ্ট থাকে, অভাবগ্রস্ত থাকে, চক্ষু থাকা-সত্ত্বেও অন্ধকারে মানুষ বস্তু দেখিতে পায় না ; কিন্তু শ্রীচৈতন্যবাণি-কীর্তনের অদ্ভুতপূর্ব সুবিধ-সত্ত্বেও —কীর্তন-কিরণমালী মধ্যাহ্নগগনে উদীয়মান থাকিলেও আজ আমার 'শ্রবণে'র অভাব কেন ?

'শ্রবণ' করি না বলিয়া "শ্রবণ করি না কেন"—এই প্রশ্নও ত' আমার হৃদয়ে আর্ত ও ঐকান্তিক হইয়া উঠে না ! শ্রবণ করি না বলিয়া "শ্রবণ করি না কেন" প্রশ্নের মীমাংসোটাও ত' হয় না !

না জানি কোন ভাগ্যফলে শ্রবণ-বিতরণের এক অভূতপূর্ব—অদৃষ্টপূর্ব—অশ্রুতপূর্ব মহাশক্তি-সদন—শ্রবণ-ধানের গোদুহীপ্রপাত আমার কর্ণের সম্মুখে কৃপা-পূর্বক অবতরণ করিয়াছেন। পূর্বতন চেতনের কীর্তন-শক্তি মূর্ত হইয়া কর্ণের দ্বারে অতিথি হইয়াছেন—কত ভাবেই না করাঘাত করিতেছেন—পুনঃ পুনঃ করাঘাত করিতেছেন—অবিশ্রান্ত করাঘাত করিতেছেন, তথাপি সেই আঘাত 'শ্রবণ' করি না কেন ?—বাণী শ্রবণ করি না কেন ?—জাগরিত হই না কেন ?

জাগরিত হইবে কে ? আমি যে ভাসিয়া ঘুমাইবার স্থান করিতেছি—আমি যে শুনিয়াও শুনিতেছি না—কানের দুয়ারের অতিথিকে চেতনের অন্তরমহলে প্রবিষ্ট করাইলেই আমার আর আলস্য-নাশ হইবে না ; আমার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের রাজা মন, আর মনের অনুচর বুদ্ধি, অহঙ্কার সবগুলিকেই 'শ্রবণ' আক্রমণ করিয়া ফেলিবে, 'শ্রবণ'ই প্রভু—স্বরাট্ হইয়া বসিবে, 'শ্রবণ' তা'র সাম্রাজ্য

প্রতিষ্ঠা করিবে ; 'শ্রবণ' চক্ষু দান করিবে ; 'শ্রবণ' কর্ণবেধ করিয়া সম্পূর্ণ নূতন কর্ণ প্রদান করিবে ; 'শ্রবণ' নাসিকা, জিহ্বা, ত্বকের নিয়ামক হইবে ; 'শ্রবণ' মনের শুদ্ধিসাধন করিয়া 'শ্রবণে'র কমল, অচল আসন রচনা করিবে ; 'শ্রবণ' আমার সর্ব্বনাশ করিবে—আমার স্থূল শরীর ধ্বংস, আমার সূক্ষ্মশরীর পর্য্যন্ত নাশ করিয়া দিবে—স্বরূপসিদ্ধি হইতে বঞ্চিত করাইবে ; আমার—'মাটিয়া' আমার কানাকড়ির প্রতিষ্ঠা—কানাকড়ির প্রভুত্ব—হাইড্রন্ত, ক্রমিকীট, বিষ্ঠাবাটীর কৌটস্থ কীটের বাহাদুরী, বড়াই, স্ফীতস্তম্ভ—স্ফীতকলস, মাটিয়া আমার জন্ম, ঐশ্বর্য্য, রূপ, পাণ্ডিত্যের মাটিয়া ঢোল-কলসীর তালের 'পিরামিড্' 'শ্রবণ-আগ্নেয়গিরির ভূমিকম্পে ধূলিসাৎ—অগ্নিসাৎ হইয়া যাইবে ; এই জন্যই কি "আমি শ্রবণ করি না ?"

আমি পর-উপদেশে পণ্ডিত, পরের আচরণ-শিক্ষার আচার্য্য, পরের শ্রবণ-শিক্ষার গুরু ; আমার কৈফিয়ৎ—আমি কীর্ত্তনকারী—গুরুর আদেশে প্রচারক ; কিন্তু আমি 'শ্রবণ' করিবার পূর্ব্বেই ত' পণ্ডিত হইয়া পড়ি নাই ? উপদেষ্টক হই নাই ? শ্রবণ না করিয়াই ত' আচার্য্য, কীর্ত্তনকারী, গুরু, শিক্ষক, প্রচারক হই নাই ? শ্রবণের অনাবিল সম্ভোগ দৃষ্টির দ্বারা ইহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি কি ? 'শ্রবণ'কে প্রভু করিয়া বোধ করিয়াছি কি ? না মাঝখানে আমার কর্ণের দ্বারে মাটিয়া প্রভুত্বের পর্দ্দা টানিয়া আমাদ্বারা আলোর দ্বারা আমাকে 'কীর্ত্তনকারী', 'প্রচারক' প্রভৃতি দেখিতেছি ? আমাকে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, উত্তরোত্তর শ্রবণ, প্রতিনিয়ত শ্রবণ করাইবার জন্য—পদে-পদে শ্রবণের পরীক্ষা প্রদান করাইবার জন্যই শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে কীর্ত্তন-প্রচারক করিয়াছেন, ইহা ভুলিয়া গিয়াছি কি ? 'প্রচারক'গণের বিরুদ্ধে 'প্রচারক' হইয়া নিজেই ত' 'আত্মপ্রতারক' হইয়া পড়িতেছি না ? অনাচারিগণের আচার-শিক্ষার আচার্য্য (?) হইয়া স্বয়ংই ত' আচারহীন হইতেছি না ? সকল উপদেশ, সকল আচার, প্রচার, বিচার, সকল শিক্ষা, দীক্ষা কেবল পরমৈশ্বর্য্যী করিয়া সেইগুলি আত্মসেবাধী ধাতুর গণ হইতে একেবারে চিরনির্ব্বাসিত করিয়া ত' দিতেছি না ? শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণকে উন্মুক্ত কর্ণের 'প্রভু' করিয়া ঐ সকল কথা শ্রবণ-শোষিত চিত্তে, শ্রবণ-শোষিত বিচারে স্থান দিতেছি কি ?—বিচার করিয়াছি কি ?—শ্রবণ-শোষিত চক্ষে দর্শন করিয়াছি কি ? আমি সকল কার্য্যই শ্রীগুরুদেবের আদেশ লইয়া করিতেছি—এই কৈফিয়তে শ্রীগুরুদেবের নিকট স্বাতন্ত্র্যের আবশ্যকতা শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতব 'শ্রবণ'কে আবরণ করিয়া দেয় নাই ত' ? শ্রীগুরুদেবের আদেশ চাহিবার নামে শ্রীগুরুদেবকে আমার আদেশে আদেশ দিবার জন্য আমিই আদেশ করি নাই ত' ? শ্রীগুরুদেবের প্রতি আমার আদেশই 'শ্রীগুরু-আদেশ' বলিয়া প্রচার করিয়া শ্রীগুরু-শ্রবণকে 'প্রভু' করিবার পরিবর্ত্তে, আমার ইন্দ্রিয় তৃপ্তি, আমার বিশেষ ঝোঁক, আমার আবদার, আমার ইচ্ছা, আমার প্রভুত্বকেই 'প্রভু' করিয়া ফেলি নাই ত' ? অনাবিল শ্রবণের কষ্টি-পাথরে তাহা পরখ্ করিতেছি কি ? আর পরখ্ করিবার সময় শ্রবণ-শোষিত চক্ষুকেই বা উন্মীলিত রাখিয়াছি কি ? আমার এ-সকল গুপ্ত কপটতা ধরিবার জন্য "শ্রবণ করি না কেন ?" কীর্ত্তন-পরায়ণা ত' কর্ণের দ্বারে নিত্য-প্রণাহিতা। তথাপি তাঁহাকে শ্রবণাঙ্গীতে পান করি না কেন ?

আমি 'শ্রবণ' না করিয়াই আত্মবাহাদুরীর জন্য কীর্ত্তন (?) করি, আমার আত্মবাহাদুরী ছাড়িয়া প্রকৃত কীর্ত্তন করিতে হইবে বলিয়াই 'শ্রবণ' হইতে বিরত হই। 'কীর্ত্তন'-অর্থে —শ্রবণ-শোষিত জীবন যাপন—শ্রবণ ব্যাপ্ত হইলেই কীর্ত্তন হয়, আর শ্রবণ' সঙ্কুচিত ও রুদ্ধ হইলেই কীর্ত্তনবাধ বা মাটিয়া'র প্রভুত্ব, লাভ-পূজা-কামনারূপ ধ্বনিকার পতন হয়। সমমুখ বলিতে পারা—মুখি আওড়াইয়া শ্রেয়ঃপন্থী লোক ভুলাইতে পারা—লোকের বাস্তব নিত্যমঙ্গল করিবার পরিবর্ত্তে লোকে যাহা চাহে, তাঁহাই হরিকথার মুখস পরাইয়া লোকের কর্ণে ঢালিয়া দিবার কৌশল-বিজ্ঞানে নিপুণ হওয়া, আর বঞ্চিত লোকের দেওয়া 'বাহাবা'র মালা আপনার গলায় ঝুলিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত থাকা 'শ্রবণে'র ফল কি ?

আমাকে ত' সকল কথাই বলা হইয়াছে, হইতেছে—হাজারবার—লক্ষবার—কোটীবার বলা হইয়াছে, হইতেছে—লক্ষবার বলাইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিয়ত বলিতেছেন, তথাপি আমি "শ্রবণ করি না কেন ?" আমি মনে করি, আমি ঠিক আছি, আমার সব শুনা হইয়া গিয়াছে, একঘেয়ে কথা শুনিয়া আর লাভ কি ? শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রতিবারে চেতনরাজ্যের নূতন কথা শ্রবণ করান, এ কথা আমার মৌখিক

মনরাখা কথা—গুরুপাদপদ্মকে (?) তোষামোদ (?) করিয়া আত্মতোষামোদ (?) আদায় করিবার কপটতা; শ্রবণ করিয়া বলিয়া—অন্যমনস্ক, অন্যাভিলাষিত অন্তরে জানি, ঐ সকল বস্তুতঃ একঘেয়ে কথার—পুরাণো পচা সংবাদের কেবল পিষ্টপেষণ। সুতরাং 'শ্রবণে'র পরিবর্ত্তে সেই সময়টা যদি আত্মবাহাদুরী অর্জ্জনের পর একটা কর্ম্মঠ আড়ম্বর দেখাইতে পারি,তাহা হইলে 'আমার দাঁড়ে কিছু অধিক ছোলা পাওয়া যাইবে!' শ্রবণের পথে অর্পণ দিয়া বিলাসিনী, বহুরূপিনী আত্মরক্ষনাকে তালিমন করিতে যাওয়ায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের 'বাণী-শ্রবণ'কে একঘেয়ে অলস-কথা-বোধ, আর আমার জড়চাক পিটাইবার মহাআড়ম্বর ও চট্টগোলকেই শ্রীগুরুদেবের অনুমে দিত কার্য্যকলাপরূপে কল্পনা করিয়াছি। ইহা আমার শ্রবণের পথে আর একটি অর্পণ। কর্ণবেধ-সংস্কার করাইবার কালে শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রাকৃত রূপের অর্পণ, ঐশ্বর্য্যের অর্পণ, পাণ্ডিত্যের অর্পণ, প্রাকৃত গুণের অর্পণ খুলিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ প্রাকৃত অর্পণগুলি এখন 'অপ্রাকৃতে'র ছদ্মবেশ ধারণে রাজা-মহা-চাকচিক্যযুক্ত হইয়া নূতন রকমের চাক্‌চিক্য দৃঢ়তর অর্পণরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

এখন রূপের অর্পণটার আর পূর্ব্বের আকৃতি নাই—লোক-দেখানো ও নিজ-মন-ঠকানো অপ্রাকৃতের ভাবনা দিয়া আমি মনে করিতেছি, যেহেতু গুরুমুখে আমার বহু অর্থে জন্ম হইয়াছে, কিংবা যেহেতু শ্রীগুরুদেব আমার সাময়িক কোমল সেবোন্মুখতাকে উৎসাহিত করিবার জন্য বা প্রবল আত্মরক্ষনাকামী আমাকে রক্ষা করিবার জন্য আমাকে তাঁহার সংকীর্ত্তন-মণ্ডলীতে স্থান দিয়াছেন, সুতরাং আমি অপ্রাকৃত (?) আভিজাত্যে, জন্মে—শ্রেষ্ঠ—জ্যেষ্ঠ; সেবক-কুলের মধ্যে কুলীন—প্রবীণ! কিংবা যেহেতু দীক্ষিতের অভিনয় করিয়া আমি দীক্ষাদাতার কুলে জন্ম লাভ করিবার অভিমান পোষণ করি, সেহেতু প্রকৃত সেবা-জ্যেষ্ঠ, সেবা-শ্রেষ্ঠ, সেবা-কুলীন, সেবা-প্রবীণের সহিত আমি সাম্যবাদে প্রতিষ্ঠিত—এইরূপ সংস্কার (?) জন্মাভিমান কি আমার শ্রবণ-পথের আত্মরক্ষনাময় অর্পণ নহে?

ঐশ্বর্য্য-অভিমিকার অর্পণটাও আমাতে তেমনি অপ্রাকৃতের অভিনেতার আকারে নূতন মূর্ত্তিতে উপস্থিত হইয়াছে। আমি অধিক অর্থ সংগ্রহ করিতে পারি—অর্থের পরিমাণের অনুপাতে সেবার পরিমাণের সমীকরণ অনুপাত করিবার পণ্ডিতবিস্তারিশারদ হইতে পারি—অধিক অর্থ-উপার্জ্জনকারী আমি স্বয়ংই প্রণোদিত হইয়া আমার ভাগে অধিক সেবা, অধিক সুন্দর খাদ্য, সুন্দর বেশভূষা-শয্যা-সম্ভোগকরণে অধিক দাবী রাখিতে পারি—আমার মতন রাজা-মহারাজা, রাণী-মহারাণী, জমিদার-রাইয়া, বড় বড় ব্যবসায়ী-মহাজন, উচ্চ রাজকর্ম্মচারী—'এ' হইতে 'জেড্' পর্য্যন্ত উপাধিধারী, পেটমোটা, হোমরা-চোমরা ব্যক্তি, আর অপর নিকৃষ্ট ঐকান্তিক নীরব সেবকের গুরু-সেবার অনুকূলাকারী যত ছোটো লোক—গ্রাম্য সরল লোক, চতুরশূন্য আমি ঐ সকল বড় বড় লোক হইতে মারফতে আমার কিছু বর্ত্তমান বা ভাবী সুখ-সুবিধা করিয়া লইবার কৌশল জানি, আর আমার বিচারে বোকা, মূর্খ অপর সেবক সেরূপ কৌশলে অনভিজ্ঞ; সুতরাং আমার সম্মান, আমার প্রভুত্ব, আমার প্রাপ্যভাগ নিশ্চয়ই সেই অনুপাতে বেশী—এইরূপ অনুপাত-অঙ্ক আমি নিয়তই কষিতে পারি—গুরুপাদপদ্ম যেন ঐশ্বর্য্যহীন—গুরুপাদপদ্ম যেন আমার উপার্জ্জিত ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যান্বিত ও লঘুত্ব উপলব্ধ হইবার বস্তু—শ্রবণ-প্রতিষ্ঠান আমারই (?) পরিশ্রমে—পরিশ্রমলব্ধ ও উপার্জ্জিত অর্থে প্রতিষ্ঠিত, প্রতিপালিত, পরিবর্দ্ধিত, পরিপুষ্ট; সুতরাং আমার আত্মপ্রতিষ্ঠার—আধিপত্যের ভাগ অধিক হইতে বাধ্য—এইরূপ কত কি ঐশ্বর্য্য—অহমিকা আমার শ্রবণ-পথে আরও একটি আত্ম-ছলনাময় অর্পণ আনয়ন করিয়াছে।

পাণ্ডিত্যের অর্পণটি ব্যাকরণের ব্যায়াম-চর্চ্চার মধ্য দিয়া অনেক সময়ে স্বরূপ প্রকাশ না করিলেও বাগ্‌বৈখরীর 'ফুলঝরি' বাক্যেতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কথাবস্তুগুলিকে পোড়াইয়া (?) না ফেলে—সাহিত্যের বৈয়রণাবন গুরুমুখী-গোমুখী-দ্বারাকে ভাসাইয়া দিবার অহমিকার 'স্বর্গচোরা' অর্পণ সৃষ্টি না করে, তাহাই ভাবিবার বিষয়। প্রতিবিম্বিত সাহিত্যের শব্দ-ঝঙ্কারকেই 'প্রভু' করিয়া তুলিয়া শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-সাহিত্যের নবনবায়মান অফুরন্ত ভাণ্ডারের প্রেমঃ-কুসুম-বিকাশী শব্দাবতারকে 'একঘেয়ে', 'অশ্লিষ্ট', 'তীব্র', কাব্যরসসাহিত্যহীন বিচারে বিদ্যাসুন্দরী সাহিত্যের স্রোতে 'ভাসাইয়া না দেয়, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ঐরূপ গুরুশ্রবণ-রাহিত্যের সাহিত্য, ঐরূপ বাগ্মিতার

যাহাদের, ঐরূপ পাণ্ডিত্য প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনা আমার শ্রবণ-পথের সৌধ-মর্যাদা রচনা না করে! অতএব—পুনঃ পুনঃ শ্রবণ—প্রতিমুহূর্তে শ্রবণ না করার ফলে আমি ভুলিয়া যাই,—'আমি', গাত্রাবরণ, পোষাক কিংবা জীব-মাত্র—শরীরী নহে; তাই আমার স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা আমার নিজ-স্বরূপ আত্মা ও উপাস্য পরমাত্মাকে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-বশে ঢাকিয়া ফেলিবার জন্য শ্রবণ-বিমুখ আমি শ্রীগুরুমুখ-বিগলিত নিত্যশরীরী স্বনীয় শ্রুতিকে—সাক্ষাৎ কৃষ্ণকে—পরম প্রভুকে উন্মার্গ-গামিনী আমার ধারণা ঢাকিয়া ফেলিতে চাহি! বাহিরের পোষাক দ্বারা মূল তাৎপর্যটীকে ঢাকিয়া ফেলিয়া কৃত্রিম সৃষ্টি করিবার জন্য বা অন্যান্য প্রবৃত্তি আমার শ্রবণ-বিমুখতা হইতেই উদিত হয়। আমি শ্রুতিকে—শ্রৌত শ্রীচৈতন্য-বাণীকে বিদ্যাভোগী আমার পঠা ও পঠিত পাণ্ডিত্যের সেবকে পিষিয়া ফেলিতে চাহি—মনে করি, শ্রুতিতে আমা অপেক্ষা পাণ্ডিত্য—সাহিত্য কম আছে—আমি শ্রুতিকে সংশোধিত (?) করিতে পারি—কর্ম্মি-জ্ঞানি-সম্প্রদায়ের উচ্ছিষ্ট, লাদা-লব, বমন-সদৃশ আধ্যক্ষিক কুপাণ্ডিত্য বা "চু, চুক্ত, কয়ণা" দলাদলকরণ করিয়া শ্রুতির মূল ধরিতে পারি! কখনও বা "চু, চুক্ত, কয়ণা"দি আয়ত্ত করিবার শক্তির অভাবজনিত জাগতিক মূর্খতার বিষাদে মনে মরিয়া 'আঙ্গুর ফল টক্' জ্ঞানাবলম্বনে অন্তরে ঐরূপ পাণ্ডিত্যের জন্য অর্থ, আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া বাহে ঐরূপ পাণ্ডিত্যের প্রতি মৌখিক উদাসীনতা প্রদর্শন-পূর্ব্বক প্রচ্ছন্ন কুপাণ্ডিত্যের স্পৃহার চাপে শ্রৌতবাক্যকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলি! এইরূপ নূতন সংস্করণের কৃত্রাভিমান আমার প্রতিপথের কঠিন অর্গল-স্বরূপ হইয়াছে।

আমার রূপাভিমানের অর্গল বিশ্বরূপের ভাণ্ডারে আর একটি নূতন সৃষ্টি আবিষ্কার করিয়াছে। 'শ্রবণ' না করার ফলে আমার চেতনের রূপ শ্রীরূপানুগবরে শ্রীগুরু-পাদপদ্ম-সেবায় প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিলেই ত' চেতনের রূপ প্রকাশিত হইবে। আমি লোক-দেখান শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণের নামে অচৈতন্যবাণী—গ্রাম্য-কথা শ্রবণে কর্ণ উন্মুক্ত রাখিয়াছিলাম, তাই আমার 'মাটিয়া' রূপ—'মাটিয়া' মূল—'মাটিয়া' বেদের মূরূপ 'মটিয়া'-সমাজের মাংস-ধর্ম্মি-নেত্রে 'সুরূপ' বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। আমার মাটিয়া রূপে—আমার জন্য সুকঠোর স্বরূপের রূপের অনুরূপের মাংসময় কুরূপে মাটিয়া-সমাজ আকৃষ্ট; আমার সেমনি শ্রবণ-বিমুখ আমার মাংসচক্ষু ও তাহাদের 'মাটিয়া' রূপে আকৃষ্ট। কুরূপের এই পরস্পর সংবেদনা—পরস্পর উত্তর-প্রত্যুত্তর আমার পুরুষাভিমান বৃদ্ধি করিতেছে। এই পুরুষাভিমান হইতে অনর্থের অগণিত মাংসময়-সমূহ সৃষ্টি হইতেছে। রূপাভিমান কখনও প্রতিষ্ঠা-কামিনীর সহিত সুখোচুরি খেলিতেছে, কখনও স্বয়ংসিদ্ধ নায়ক হইবার মানসলতা সংগ্রহ করিতেছে, কখনও ভোগ-কামিগণের অভিনন্দনের আলিঙ্গন অনুসন্ধান করিতেছে, কখনও কৃষ্ণসেবার 'হিড়িক'কে সেবাপূজার পূর্ব্বেই স্বীয় আধিপত্যের উচ্ছিষ্ট করিয়া ফেলিতেছে, কখনও বা প্রভুতার বাসকসজ্জায় বিশ্রাম-সদন খুঁজিতেছে! তাহাতে শ্রীরূপানুগ-শ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম বহু দূরে সরিয়া পড়িতেছেন। তাই বলিতেছিলাম, আমার কর্ণের দ্বার এইরূপ বহু অর্গলে অবরুদ্ধ করিয়া আমি রূপের, গন্ধের, আস্বাদনের, স্পর্শের, ধ্যানের, বিচারের, প্রচারের, আচারের গ্রাহক-অনুগ্রাহক—ক্রেতা-বিক্রেতা হইয়া পড়িয়াছি! কাজেই আমার যত কিছু আচার, তাহা সমস্তই 'বৈরাচার', 'ব্যভিচার' হইয়া পড়িতেছে। 'শ্রবণ-পথ'ই প্রভুর—পতির নিত্য পথ—রাজকীয় পথ—রথবর্ত্ম, আমারও অভিসারপথ তাহাই। যখন সেই শ্রবণ-পথে অর্গল লাগাইয়া রাখিয়া প্রভুর প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ করিয়াছি, আর রূপের সহিত, গন্ধের সহিত, স্পর্শের সহিত, মনের সহিত আমি মিতালী করিতেছি, তখন আমাকে সজ্জন-সমাজ 'বৈরাচারী', 'ব্যভিচারী' বলিবেন, না ত' কি বলিবেন?

রূপের পথ, গন্ধের পথ, স্পর্শের পথ, আস্বাদনের পথ বা ভাবনার পথ আপাতপ্রতীতিতে পুষ্পাস্তরণাচ্ছাদিত হইতে পারে—আমি সেখানে 'কুসুম বিছাইয়া রাখিবার' কল্পনাও করিতে পারি, কিন্তু আমার সেই পথ রূপের পথে, গন্ধের পথে, 'মাটিয়া' স্পর্শের পথে সচ্চিদানন্দ কান্ত আসিবেন না। শ্রবণের পথে গন্ধোন্মাদনায় আমার যত কুরূপ, দুর্গন্ধ, মাটিয়া কামজ স্পর্শ-সুখ, মনোমল সকলগুলিকে বিধৌত করিয়া যখন চেতনের সুরূপের সুগন্ধি আসন প্রকট করিবে, তখনই নিত্য কান্ত শ্রবণের পথে প্রবিষ্ট হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

আমার ঘ্রাণের পথ নাসিকা, আস্বাদনের পথ জিহ্বা, স্পর্শের পথ ত্বক্—এক লাইনে, আর উহাদেরই রাস্তা-সীমানার মধ্যে—নাসিকা-জিহ্বা-ত্বকের লাইনেরই দুইধারে থাকিয়া দুই চক্ষু দুইটি দালালরূপে জ্ঞানের পথে, আস্বাদনের পথে, স্পর্শের পথে যত ক্রেতা-বিক্রেতা সকলকে প্রতি-মুহূর্ত্তে ধরিয়া লইয়া আসিতেছে। চক্ষু ফুল দেখাইয়া দিলে নাসিকা ফুলের গন্ধ বরণ করিতেছে, জিহ্বা মধু পান করিতেছে, ত্বক্ কোমলতাকে আলিঙ্গন করিতেছে। বিধাতা কিন্তু ঐ চারটীর রাস্তা-সীমানা হইতে শ্রবণ-পথটিকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছেন—স্বতন্ত্র রাখিয়াছেন। চক্ষু দিয়া 'বৃত্ত-পাদ' (quadrant) দর্শন হয়—'একপাদ' দর্শন হয়—২০ ডিগ্রি-মাত্র দর্শন হয়—৩২০ ডিগ্রি দর্শন হয় না। চক্ষু যায় নাসিকা-ভাগ জিহ্বা-ভাগ, ত্বক্-ভাগ দর্শন হয়, কিন্তু কর্ণ দেখা যায় না; কেন না, উহা যে একপাদ সীমার বাহিরে। 'কর্ণ' একপাদ সীমার বাহিরে বলিয়াই একপাদের অতীত রাজ্য ত্রিপাদের কথা শ্রবণের পথ দিয়াই প্রবিষ্ট হইতে পারে—একপাদের অন্তর্গত চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা ত্বকের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিতে পারে না; একচতুর্থাংশ-জ্ঞানের ইন্দ্রিয়-চতুষ্টয় হইতে স্বতন্ত্র পঞ্চম স্থানে অবস্থিত কর্ণের পথ দিয়াই পঞ্চম মানের মূলীভূত প্রবেশ করিতে পারে—শ্রবণের পথের দ্বারাই চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্, ইন্দ্রিয়ের রাজ্য মন অভিজ্ঞান লাভ করিতে পারে—চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মনের অতীত রাজ্যের সংবাদ শ্রবণের পথেই ঐ সকল ইন্দ্রিয়গুলির গ্রাহ্যবিষয় হয়। শ্রবণের পথ ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় পথ—'আমার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির পথ'—'আমার আত্মবাহাদুরীর পথ'—'আমার প্রভুত্বের পথ'; আর 'শ্রবণের পথ'ই—শ্রবণীয় শ্রীগুরু-কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পথ—প্রভুত্বের পথ। শ্রবণ-পথের—কৈফিয়ৎ তলবিলেই অন্যান্য পথগুলির মূল্য, আর উহারা স্বতন্ত্র হইলে ঐগুলিই নরক-পথ।

আমি কিন্তু 'শ্রবণ করি না' বলিয়া—'শ্রবণ করিতে চাহি না' বলিয়া—শ্রবণের পথে আমার কর্তৃত্ব থাকে না বলিয়াই শ্রবণের পথ অপেক্ষা রূপের পথ, গন্ধের পথ, স্পর্শের পথ, আস্বাদনের পথ, মনের পথের কার্য্যগুলিকেই শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের অভীপ্সিত কার্য্যরূপে প্রচার করিতে চাহি—স্থাপন করিতে চাহি, অন্ততঃ 'শ্রবণে'র পথের অধিক মূল্য কপটতা-পূর্ব্বক মৌখিক স্বীকার না করিলে আমার আত্মপ্রতিষ্ঠা সুরক্ষিত হয় না, এইজন্য শ্রবণের পথের মৌখিক মূল্য প্রদান-পূর্ব্বক রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদি পথেরই আন্তর-মূল্য ও আমার কল্পিত বাস্তবতা কার্য্যতঃ প্রদান করি।

সর্ব্বত্র 'শ্রবণ'-দুর্ভিক্ষ-নিবারণ—শ্রবণ-সম্বেদ শ্রীচৈতন্য-কীর্ত্তনের বিতরণাথই শ্রীচৈতন্য-কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের মূর্ত্তা-বতার শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবতরণ; ইহাই ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গোস্বামী গৌরকিশোর প্রভুর পূর্ণগুরু এবং শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাদ্ বাণীতে আমরা প্রতিনিয়ত 'শ্রবণ' করি। মঠ-মন্দির, মহোৎসব, ধর্ম্মশালা, সৌধ, স্মৃতি-স্তম্ভ, স্মৃতিফলক, পাঠশালা-বিদ্যালয়, বহির্জ্জগল্লোক-সঙ্ঘের সহিত আলাপ-ব্যবহার, গ্রন্থসংগ্রহ, দেশ-পর্য্যটন, যানাদি আরোহণ, বর্ত্তমান উন্নত বিজ্ঞানের জ্ঞানসমূহ স্বীকার, বৈদ্যুতিক আলোক, মুদ্রাযন্ত্র, পুস্তকাগার, মঠবাস, বেষধারণ, শরীরসংস্কার, অর্চ্চন-পূজন সকলেরই মূল উদ্দেশ্য—মূল প্রয়োজন শ্রীচৈতন্য-কীর্ত্তন—শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রতিষ্ঠা। যদি খুব উৎকৃষ্ট মর্ম্মর-মণ্ডিত গগনভেদী উচ্চশীর্ষ মঠ-মন্দির নির্ম্মাণ কিংবা স্মৃতি-স্তম্ভ, স্মৃতি-ফলক স্থাপন, খুব ঘটাপূর্ণ মহামহোৎসব, লোক-ভোজন, লোক-আপ্যায়ন হয়, আর ঐ মন্দিরের চূড়ায় যদি শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ-কীর্ত্তনের বিজয়-বৈজয়ন্তী কদাচিৎ উড্ডীন না থাকে—প্রত্যেক স্মৃতিফলক, প্রত্যেকটি কারুকার্য্য যদি শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন না করে, প্রত্যেকটির প্রতি যদি কৃষ্ণ-শ্রবণ-কীর্ত্তনে পর্য্যবসিত না হয়—প্রতি সেবক দণ্ডে, রন্ধনশালায়, প্রসাদ-সেবন-শালায়—অলিন্দে, জগমোহনে, নাট্যমন্দিরে, সেবাকার্য্যালয়ে, প্রস্রাবাগারে, নহবতে, তোরণে, ঘাটে, অনুক্ষণ অনবদ্য, অকৈতব শ্রীচৈতন্যবাণীশ্রবণ ও হরনাম-কীর্ত্তন করিতে যদি না পারি, তবে আমার মঠ-দর্শন হইল কৈ?—মঠ-বাস হইল কৈ? আপনাকে শ্রীচৈতন্যমঠ—শ্রীগুরুপাদপদ্ম-শ্রবণানুকীর্ত্তন-পীঠ করিতে না পারিলে আমার গৃহব্রত-ধর্ম্ম ঘুচিল কৈ? অনুক্ষণ নিষ্কপটে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণকারীই—মঠব্রত বা শ্রীচৈতন্যমঠ, আর অচৈতন্য কথা—চৈতন্য-কথার মুখোস পরা অধিকন্তু কাপট্যপূর্ণ আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-কথা—আমার আত্মপ্রভুত্বের কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনকারী আমিই গৃহব্রত বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর।

দেওয়া যৌক পাগোডা, সাধনাদের যৌথস্তম্ভ, আশ্রমের অনেকে মূর্তিমন্ত, মূর্তিমন্ত জগতে অনেক হইয়াছে ও হইবে, আর সেগুলি জগতের শ্রবণবিমুখ লোকের শ্রবণ-স্বরূপ চক্ষু, কর্ণ, মনের বিশ্লেষোৎপাদনও করিবে। আর আমিও শ্রবণ-বিমুখ হইয়া কখনও উহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় তদপেক্ষা বৃহৎ তাহাদের পাগোডা নির্ম্মাণ করিয়া দেখিব, ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের বৃষ্টিকল্পে পাগোডার পরিণামও দেখিতে পাইব, কখনও বা উহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় আপনাকে নিতান্ত অসমর্থ দেখিয়া মরমে মরিয়া যাইব। প্রতিষ্ঠার বেলুন নিউটন, টলষ্টয়, সিলভেনো টমসন্ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠার নিকট আমার ক্ষুদ্র মনীষা অসামান্য কলেবরলাভে অপ্রতিভ হইয়া পড়িবে। কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিলে বুঝিতে পারিব, শ্রবণ-কীর্ত্তনপূর্ণ জীবন শ্রীচৈতন্যমঠরূপে আমাকে প্রকাশ করিবার জন্য অতি উচ্চতরশীর্ষ বাস্তব মন্দির-রচনা আর কিছুই নাই—শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রেরিতের সেবা আর কিছুই নাই। অর্চ্চন যদি 'শ্রবণে'র অধীন না হয়, 'শ্রবণকণে' যদি নিজ-ধর্ম্ম-ধ্যান-পূজাদির ঘর পরিত্যাগ করিয়া অনুক্ষণ সঙ্কেত্রির শ্রবণ-কীর্ত্তনের অনুযোগিতা না করে, তাহা হইলে ঐরূপ অর্চ্চনা-সম্রাট শত শত জন্ম করিয়াও আমি 'মাটিয়াতে'ই আসক্ত থাকিলাম—নিজ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাতেই মত্ত হইয়া রহিলাম। কারণ শ্রুতি বলেন,—"শত শত জন্ম নিরপরাধে বাসুদেবের সমর্চ্চন করিলে আমার মুখে অকপট কীর্ত্তন বাহির হইত—আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্য অর্চ্চনা কর্ণের পূজা করিতাম।"

শ্রীগুরুপাদপদ্ম-গাথা শ্রবণ করিলে জানিতে পারি, শ্রীচৈতন্যবাণী আসিয়াছেন—জীবন্ত শ্রীচৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠা করিতে—তাঁহার পাগোডা প্রস্তুত করিতে তিনি আসেন নাই; চৈতন্য-কীর্ত্তন 'শ্রবণ' করাইয়া অকপট কীর্ত্তনকারী প্রস্তুত করিতে তিনি আসিয়াছেন, আর কিছু করিতে তিনি আসেন নাই—আর কিছু করিতে তিনি আসেন নাই—আর কিছু করিতে তিনি আসেন নাই। শ্রবণ-বিমুখ আমি অনেক সময় শ্রীগুরুপাদপদ্ম কেন খুব পাকা গাথুনির গৃহ-মন্দির প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া উহার স্থায়িত্ব সুদৃঢ় করিবার পরিবর্ত্তে মাটির গাথুনী, অসার কাষ্ঠ প্রভৃতির দ্বারা অস্থায়ী আবাস নির্ম্মাণ করাইবার পক্ষপাতী, তাহা বুঝিতে পারি নাই; শ্রবণ-বিমুখ আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মকে যুগপৎ অনেকগুলি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে দেখিয়া এবং উহাদের অসম্পূর্ণচার অবস্থান দেখিতে পাইয়া শ্রবণ-স্বরূপ মনে করিয়াছি, কিন্তু শ্রীচৈতন্যবাণীর শ্রবণালোকে আমার সেই অজ্ঞান-অন্ধকার বিদূরিত হইবার যোগাতা দেখিতে পাইতেছি—শ্রবণ-ফলেই জানিতে পারিতেছি, যেমন সূত্রধর স্থপতি কাষ্ঠাদি খণ্ড-কূটা প্রভৃতি অস্থায়ী দ্রব্য-দ্বারা অস্থায়ী 'কাম্পুস্' প্রস্তুত করাইয়া তাহার উপর চিরস্থায়ী খিলানের প্রতিষ্ঠা করান এবং যেমন গৃহের ছাদ-নির্ম্মাণকারী স্থপতি একই সঙ্গে সমভাবে চারিদিকের ভিত্তি খনন ও চতুর্দ্দিকের ভিত্তি হইতে সমভাবে প্রাচীর উঠাইবার আজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকেন—এক একটি প্রাচীর ছাদের সীমানা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ করিয়া পরে আর একটি প্রাচীরের ভিত্তি খনন বা প্রাচীর নির্ম্মাণে হস্তক্ষেপ করেন না, তদ্রূপ শ্রবণ-কীর্ত্তনের পাকা 'খিলান' এবং শ্রবণ-কীর্ত্তনের ভিত্তি সংস্থাপনই যাঁহার একমাত্র মূল কার্য্য বা প্রয়োজন, তিনি অস্থায়ী বহিরঙ্গ মাটিয়া 'কাম্পুস্' সদৃশ অন্যান্য কার্য্যের প্রতি বা 'মাটিয়া' জগতে যাহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া বাস করিবেন, কল্পনা করিয়াছেন, তাঁহাদের বিচারস্রোত "একটি কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া আর একটি কার্য্য আরম্ভ" করিবার প্রণালী গ্রহণের প্রতি দৃষ্টিপ্রদান করিবেন কেন? তাই বলিতেছিলাম, "শ্রীচৈতন্যবাণী" বিশ্বজীবকে বিশ্বরূপের মোহ হইতে শ্রবণ-পথে টানিয়া নিয়ত 'শ্রবণ' করাইবার জন্যই আসিয়াছেন—"শ্রবণের পথে" শ্রীচৈতন্যবাণীহট্টের ভিত্তি সংস্থাপন করিতে আসিয়াছেন—"আত্ম নিবেদনে"র পথে জীবন্ত শ্রীচৈতন্যমঠ নির্ম্মাণ করিতে আসিয়াছেন। যদি ইহা ব্যতীত শ্রীচৈতন্যবাণী অবতরণের অন্য কোন উদ্দেশ্য আমার শ্রবণ-স্বরূপ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ বা মন কল্পনা করিয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই আমি বঞ্চিত হইয়াছি।

আমি সকল কাজে সময় পাই, ফুর্ত্তি পাই; কিন্তু শ্রবণের সময় পাই না—'হরিকথা' শ্রবণ (?)টা থামিলেই যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি—'রক্ষা পাইলাম' বলিয়া নিদ্রাতে মনে মনে ধন্যবাদ দেই—পায়ে কি কি ধরিয়া গিয়াছিল, খাওয়ার সময় অতিক্রান্ত হইয়া পড়িতেছিল—বলিয়া বলিয়া ঘুমাইবার ক্লেশ আর সহ্য হইতেছিল না—শয্যাশায়ী হইবার

সময় অধিক হইয়া যাইতেছে বলিয়া অন্তর আর্ত্ত হইতে আর্ত্ততর হইতেছিল। হরিকথা শ্রবণের নামেই আমার ঘুম আসে—তখন পার্শ্বের গৃহে কিংবা কোন রহঃ প্রদেশে মন সমাধির অনুসন্ধান করে। 'শ্রবণ' করিতে গেলে আমার বাহাদুরীর প্রদর্শনী প্রবন্ধ লিখিবার সময় কমিয়া যাইবে, আমার বাহাদুরীর প্রদর্শনী কিকার (?) সময় কম হইয়া পড়িবে, আনাহার তারপর বিশ্রামের নির্দ্দিষ্ট সময় ঠিক হইয়া যাইবে, বেড়াইবার সময় পাইব না—স্বাস্থ্য না থাকিলে আমার নিজের বাহাদুরীর সেবা করিব কিরূপে? হরিকথা 'শ্রবণ' করিতে করিতে 'আফিসে'র সময় অতিক্রান্ত হইয়া পড়িলে, বাড়ী যাইবার ট্রেণ ছাড়িয়া দিলে আমার যুক্তবৈরাগ্য রক্ষা হইবে কিরূপে—এরূপ শত সহস্র যুক্তি আমার হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। আমি 'শ্রবণ' করি না বলিয়া ভুলিয়া গিয়াছি, প্রবন্ধ-প্রবাহের সোমুখী ধারা কোথা হইতে আসিবে? প্রবন্ধের মূল কোথায়? প্রবন্ধের প্রাণবস্তু কোথায়? প্রবন্ধের মৌলিকতা কোথায়? প্রবন্ধের সূত্র কোথায়? প্রবন্ধের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা কোথায়? আর প্রবন্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই বা কোথায়? 'শ্রৌতবাণী'—'শ্রোত-বাণী'—শ্রৌতবাণী'—শ্রীগুরুমুখবিগলিতা প্রতিই প্রবন্ধের প্রাণবন্ত। 'শ্রবণ' ছাড়িয়া দিলে "প্রবন্ধে"র সাহিত্য-দুর্ভগা—মূকা—কুরূপা—বৈরিণী।

তাই বলিতেছিলাম, আমি "শ্রবণ করি না কেন?" আমি শ্রবণ করিতে করিতে আমার সকল ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া পূর্ব্বতন গতিতে শ্রবণের অনুগমনে করিতে থাকিব—আমি তখন কেবল কর্ণ দিয়া শ্রবণ করিব না—পূর্ব্বতন ক্রিয়াশীল—সেবাশীল সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রবণ করিব—শ্রবণ করিতে-করিতে কীর্ত্তন করিব—কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রবণ করিব।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার তারিখ

শ্রীভগবান্ ও শ্রীভগবদ্ভক্তগণের ইচ্ছায় এবং যাত্রিগণের ক্লেশ-তিতিক্ষা-সম্ভাবনার দিকে তাকাইয়া বহু লোকের অনুরোধক্রমে শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা অগ্রহায়ণ মাসে অনুষ্ঠিত না হইয়া কয়েক মাস পরে নির্দ্দিষ্ট হইল। পরিক্রমার তারিখ পিছাইয়া দিবার জন্য শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে আমরা কয়েকখানা অনুরোধ পত্রও পাইয়াছি। শ্রীধাম বৃন্দাবন-বাসী ভক্তবৃন্দের প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বলহরিদাস মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক মহোদয়ের নিকট গত ১লা অগ্রহায়ণ তারিখে ঐ মর্ম্মে যে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—"শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার কথা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। আমার নিবেদন, এ সময়ে ব্রজমণ্ডলে বিশেষ শীত পড়িয়াছে, আবার মাঝে-মাঝে জ্বরের প্রকোপও বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রীধাম বৃন্দাবনে প্রতিদিন লোক মারা যাইতেছে। দৈব ও ব্যবহারিক হিসাবে পরিক্রমার বিশেষ বাধা পড়িবে বিবেচনায় আমার জ্ঞান-বিশ্বাসমতে মাঘ-ফাল্গুনে পরিক্রমা আরম্ভ করিলে সুবিধা বিবেচনা করি।"

মাঘ মাসে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জন্মোৎসব, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর আবির্ভাবোৎসব, ফাল্গুন মাসে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর আবির্ভাব-উৎসব, শ্রীব্যাসপূজা, তৎপরে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা এবং ১লা চৈত্র হইতে ১১ই চৈত্র পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহামহোৎসব প্রভৃতি নিত্য অনুষ্ঠান-সমূহ শ্রীগৌড়মণ্ডলে সম্পন্ন হইবে। সুতরাং ভগবদিচ্ছা হইলে **আগামী ১৫ই চৈত্র হইতে শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা আরম্ভ হইবে।**

বিশেষতঃ শ্রীগৌড়মণ্ডলের সেবা বঞ্চন করিয়া শ্রীব্রজ-মণ্ডলের সেবাধিকার পাওয়া যায় না। ঔদার্য্যময় ভুবন-মঙ্গলাবতার শ্রীনবদ্বীপ-ধামের পরিক্রমাসেবা ও কৃপায় শ্রীব্রজ-ধামদর্শনের যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া শ্রীশ্রীগৌর-ব্রজ-জনগণের আনুগত্যে শ্রীশ্রীবৃন্দাবন-পরিক্রমা করাই প্রাচীন ও মহাজন-

বিচারে-সঙ্গত। ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর সংকীর্তনের পরে শ্রীবৃন্দাবনের বন-পরিক্রমার লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং ভগবান্; বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত হইয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনের বাহ্য-স্ফূর্তির সহিতও তুলা করিয়াছিলেন —উহাদের গলা ধরিয়া হরিকীর্তন করিয়াছিলেন। আমরা দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট ঐতোক্তে-সুখা-পিপাসাপীড়িত ক্ষুদ্র জীব। সুতরাং শ্রীশ্রীল গৌরসুন্দরের চেষ্টার অনুকরণ করিবার পরিবর্তে তাঁহার ঐকান্তিক-ভাবে শ্রীনবদ্বীপ-ধামের সেবা করিবার পর, শ্রীনবদ্বীপধাম ও শ্রীনবদ্বীপবাসিগণের কৃপাক্রমে অগ্রসর হইবার পর শ্রীশ্রীগৌরভক্ত-জনের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আমাদের শ্রীব্রজমণ্ডলের রজঃ স্পর্শ করিবার—শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিবার আশা পোষণ করাই যুক্তিযুক্ত।

আগামী ১৪ই চৈত্র (১৩৩৮), ২৮শে মার্চ (১৯৩২) তারিখ হইতে শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা আরম্ভ হইবে। সকলে এই নির্দিষ্ট তারিখের জন্য এখন হইতেই প্রস্তুত হউন। যাঁহারা সময়ের অল্পতার জন্য ইতঃপূর্ব্বে অভিযোগ করিয়াছিলেন, এখন তাঁহাদেরও অসুবিধা বিদূরিত হইল। শ্রীমথুরাকে প্রথম কেন্দ্র করিয়া পরিক্রমা আরম্ভ হইবে। ১৪ই চৈত্রের পূর্ব্বেই যাত্রিগণের শ্রীমথুরা-নগরীতে উপস্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বাগ্‌বাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব

বিগত ২৪শে কার্ত্তিক (১৩৩৮) মঙ্গলবার দিবস বাগ্‌বাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে শ্রীরাধা-গোবিন্দোৎসবযোগদানকে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও শ্রীঅন্নকূট-মহা-মহোৎসব অভূতপূর্ব্ব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র-পুরী এই তিথিতে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনের পূজা, বিরাট্ মহোৎসবের সহিত শ্রীগোবর্দ্ধনে শ্রীগোপালের পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং অন্নকূট-মহোৎসব করিয়া সকল মথুরাবাসীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের কৃপানুগবর্য্য আচার্য্যের কৃপায় এই অন্নকূট-মহোৎসব সেই দিবস আরও শতগুণে প্রসারিত হইয়া শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের জয় ঘোষণা করিয়াছিল। বহু বিপ্র শত শত প্রকার ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ও শ্রীগোবিন্দলীলামৃতোক্ত শ্রীগোবিন্দের যাবতীয় প্রিয় ভোজ্য বস্তু সে-দিন অন্নকূট-মহোৎসবে প্রস্তুত হইয়াছিল। বিভিন্ন স্থান হইতে গিরিধারীর অন্নকূট-মহোৎসবের জন্য অসংখ্য প্রকার সামগ্রী ও উপকরণ শ্রীগৌড়ীয়মঠে সংগৃহীত হইয়াছিল।

বিভিন্ন সিংহাসনোপরি শ্রীশ্রীগৌরবিনোদানন্দজীউ সুবর্ণালঙ্কার ও নানাবিধ সুরভি পুষ্পমালিকা-দ্বারা বিভূষিত হইয়া দর্শকগণের চিত্তাকর্ষণ করিতেছিলেন। শ্রীমন্দির ও নাট্যমন্দির বৈদ্যুতিক আলোক, পতাকা ও বিচিত্র বর্ণের বস্ত্রাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। অন্নকূট-মহোৎসবের যাবতীয় সামগ্রী প্রস্তুত হইলে মঠবাসিগণ রাত্রি ৩ ঘটিকার সময় শ্রীসারস্বত নাট্যমন্দিরে যাবতীয় ভোগসামগ্রী সুষ্ঠুরূপভাবে সজ্জিত করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দিকে নারিকেল-সংযুক্ত অষ্টোত্তর-শত পূর্ণকুম্ভ সজ্জিত হইয়াছিল। অসংখ্য মৃন্ময় ও বিপুলাকার ধাতুপাত্র-সমূহে নানাপ্রকার ভোগোপকরণ সংগৃহীত হইয়াছিল। দর্শনার্থিগণের মধ্যে কেহ কেহ ভোগসামগ্রী পাঁচ শতেরও অধিক সজ্জিত হইয়াছিল বলিয়া গণনা করিয়াছেন। প্রাতঃকাল হইতেই এই অন্নকূট-মহোৎসব-দর্শনার্থ বিভিন্ন দেশ-বিদেশীয় অসংখ্য নরনারী শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীগিরি-ধারীর ভোগারতি-কীর্ত্তন-সমাপ্তির পর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের জয়ধ্বনির সহিত সারস্বত নাট্য-মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হইলে জন-স্রোত মহাপ্লাবনের ন্যায় নাট্যমন্দিরে উপস্থিত হইতে থাকিলেন। চতুর্দ্দিকে বহু

বেচ্ছাসেবক সমুপস্থিত থাকিয়া লোক-সমাগমকে ক্রমোন্নতি শ্রীঅন্নকূট-দর্শনের সুযোগ দিয়াছিলেন। মহিলাগণের জন্য সারস্বত নাট্যমন্দিরের উপরিভাগের দক্ষিণ অলিন্দ-সমূহে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তাঁহারা সেই স্থান হইতে দর্শন করিয়াছিলেন। বেলা ১০ ঘটিকা হইতে রাত্রি প্রায় ১১॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠে অন্নকূট-দর্শনার্থী অসংখ্য নর-

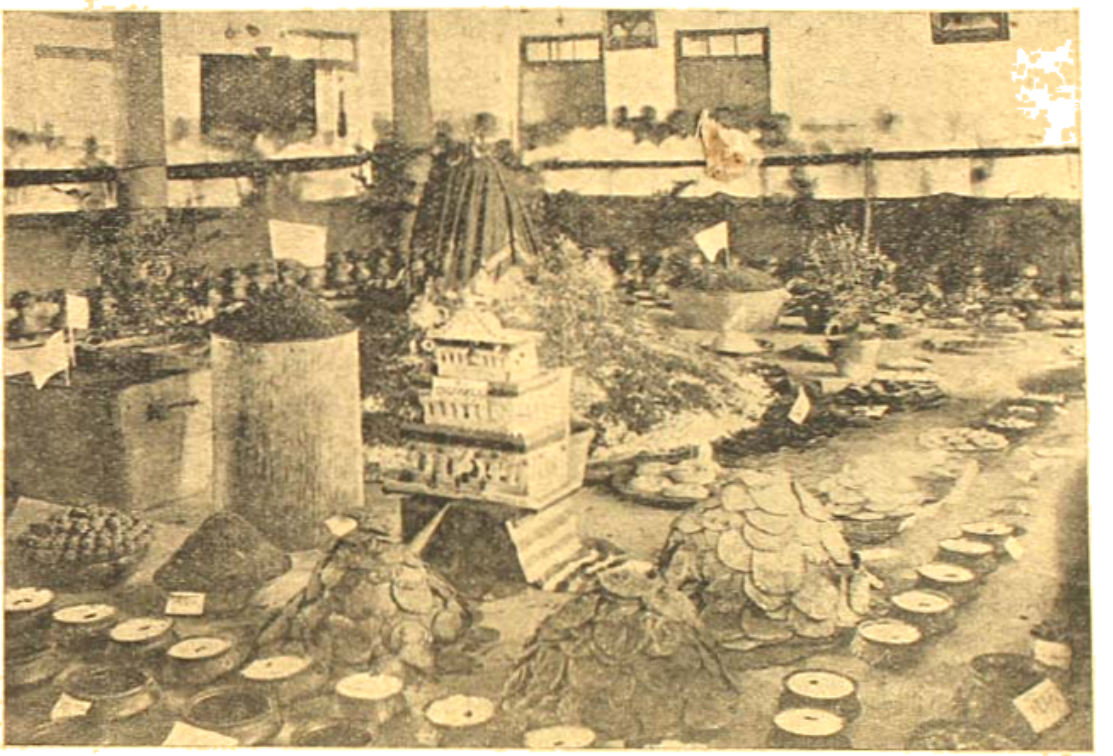

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজোপলক্ষে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্নকূটের বিশ্বদর্শন চিত্র

নারীর সমাগম হইয়াছিল। মঠসেবকগণ এই সমস্ত নরনারীর সকলকেই অকাতরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছিলেন এবং রাত্রি প্রায় ৯টার সময় গিরিধারীর যাবতীয় ভোগোপকরণ সকলকেই তাঁহাদের ইচ্ছামত গ্রহণ করিতে দিয়াছিলেন। অনেকেই মহাপ্রসাদ আকণ্ঠ গ্রহণ করিয়াও আবার প্রচুর-পরিমাণে মহাপ্রসাদ সমূহ নিজ-নিজ গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন। আমরা এই সকল ভোগসামগ্রীর নাম-সংখ্যা যতটা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

১। সুতারের পর্ব্বত, ২। পুষ্পান্ন, ৩। জগন্নাথের কানিকা, ৪। খেচরান্ন, ৫। পলতার সুখ্তা, ৬। নিম-বার্ত্তাকু, ৭। ভাটপটোল-নিম্বপাত, ৮। নিম্বসুখ্তা, ৯। উচ্ছের সুখ্তা, ১০। বাস্তু শাক, ১১। ঢেঁকি শাক, ১২। শতপুষ্পিকা শাক, ১৩। কচুর শাক, ১৪। নটেশাক, ১৫। বেথী শাক, ১৬। মিশি শাক, ১৭। সেঁচিশাক, ১৮। পালং শাক, ১৯। লাল শাক, ২০। মূলাশাক, ২১। পুঁইশাক, ২২। হিঞ্চে শাক, ২৩। ব্রাহ্মীশাক, ২৪। নালিতাশাক, ২৫। মিরাশাক, ২৬। হোলা শাক, ২৭। মটর শাক, ২৮। খেসারি শাক, ২৯। সুতনি শাক, ৩০। পঞ্চ শাক, ৩১। কুমড়া শাক, ৩২। লাউ শাক, ৩৩। সজিনা শাক, ৩৪। কচুসিদ্ধ, ৩৫। মূলকপিসিদ্ধ, ৩৬। পেঁপেসিদ্ধ, ৩৭। মানকচুসিদ্ধ, ৩৮। গোলআলুসিদ্ধ, ৩৯। লাল আলুসিদ্ধ, ৪০। থাম আলুসিদ্ধ, ৪১। ওলপাইসিদ্ধ, ৪২। বেগুনসিদ্ধ, ৪৩। কোহাল সিদ্ধ, ৪৪। উচ্ছেসিদ্ধ, ৪৫। ওলসিদ্ধ, ৪৬। ঝিঙেসিদ্ধ, ৪৭। বরবটী সিদ্ধ, ৪৮। পটোলসিদ্ধ, ৪৯। ঝিঙাসিদ্ধ, ৫০। সিমসিদ্ধ, ৫১। কাঁচকলাসিদ্ধ, ৫২। ওল-ভাজা, ৫৩। উচ্ছেভাজা, ৫৪। করেলাভাজা, ৫৫। কোহাল ভাজা, ৫৬। মূলকপিভাজা, ৫৭। কিন্দুরীভাজা, ৫৮। শশাভাজা, ৫৯। মুগভাজা, ৬০। পল্‌তাভাজা, ৬১। সিমভাজা, ৬২। পটোলভাজা, ৬৩। বেগুনভাজা, ৬৪।

চ্যাঁড়সভাজা, ৬৪। ডুমুরভাজা, ৬৫। গোলআলুভাজা, ৬৭। লালআলুভাজা, ৬৮। নারিকেলভাজা, ৬৯। কুমড়াভাজা, ৭০। কুঁড়িআলুভাজা, ৭১। কুমড়াফুলভাজা, ৭২। বকফুলভাজা, ৭৩। কাঁচকলাভাজা, ৭৪। বেগুনী, ৭৫। পটোলী, ৭৬। আলুর বড়া, ৭৭। পোস্তার বড়া, ৭৮। খোরবড়িভাজা, ৭৯। কুমড়ার ফুলুরী, ৮০। পেঁপের ফুলুরী, ৮১। আলুর ফুলুরী, ৮২। থানকুনীভাজা, ৮৩। খেসারিডালের বড়া, ৮৪। উচ্ছের ডাল, ৮৫। ডোলার ডাল, ৮৬। ভাজামুগডাল, ৮৭। কাচামুগডাল, ৮৮। অড়হরডাল, ৮৯। ভাজা মাসকলাইডাল, ৯০। বিউলির ডাল, ৯১। খেসারি ডাল, ৯২। চালতার ডাল, ৯৩। জলপাইর ডাল, ৯৪। মুগার ডাল, ৯৫। লাউর ডাল, ৯৬। আমড়ার ডাল, ৯৭। চ্যাঁড়স চচ্চড়ী, ৯৮। কুলবড়িভাজা, ৯৯। থানকুনীর সুখ্‌তা, ১০০। পানিফল ভাজা, ১০১। লাউ ঘণ্ট, ১০২। আলুপটলের রসা, ১০৩। ছানার ডালনা, ১০৪। মুগা চচ্চড়ী, ১০৫। স্রষ্ট-মাষ-মুগ-সূপ, ১০৬। ইচড়ের ডালনা, ১০৭। কুলকপির রসা, ১০৮। ইচড়ের রসা, ১০৯। মানকচুর ডালনা, ১১০। ওলেরডালনা, ১১১। পেঁপের ডালনা, ১১২। সিমবড়িচচ্চড়ী, ১১৩। বরবটী চচ্চড়ী, ১১৪। মাখনসিম চচ্চড়ী, ১১৫। কোরালের ডালনা, ১১৬। নূতন আলু চচ্চড়ী, ১১৭। ঝিঙাচচ্চড়ী, ১১৮। আলু-পটোলের ডালনা, ১১৯। সুখ্‌তার ডাল, ১২০। আলু-পোস্ত চচ্চড়ী, ১২১। আলুর দম, ১২২। লাফ্‌রা ব্যঞ্জন, ১২৩। উচ্ছে চচ্চড়ী, ১২৪। আলুর চপ, ১২৫। মোচার বড়া, ১২৬। ডুমুরের ডালনা, ১২৭। ধোকার ডালনা, ১২৮। নারিঙার কুষ্মাণ্ড, ১২৯। ব্যঞ্জনভাত, ১৩০। কুষ্মাণ্ডবড়ি, ১৩১। মোচার ডালনা, ১৩২। মুগার ডালনা, ১৩৩। মানকচুর ডালনা, ১৩৪। ইচড়-বড়া, ১৩৫। আলুকাচকলার রসা, ১৩৬। মুগা-খোড়-চচ্চড়ী, ১৩৭। ঝাঁঝকপির ডালনা, ১৩৮। পটোল-চচ্চড়ী, ১৩৯। পোস্ত চচ্চড়ী, ১৪০। কুমড়ার চাটনি, ১৪১। কুলের চাটনি, ১৪২। আদার আচার, ১৪৩। বড়লেবুর আচার, ১৪৪। আমলকীর আচার, ১৪৫। বাঁশ-আচার, ১৪৬। আম-আচার, ১৪৭। জলপাইর আচার, ১৪৮। চালতার আচার, ১৪৯। কুলের আচার, ১৫০। করমচার আচার, ১৫১। লাউর চাটনি, ১৫২। তেঁতুলের আচার, ১৫৩। আমড়ার চাটনি, ১৫৪। জলপাইর চাটনী, ১৫৫। কদবেল-চাটনি, ১৫৬। আনারসের চাটনি, ১৫৭। আমসত্ত্বের চাটনি, ১৫৮। আমতাসুক্তি, ১৫৯। আমচুর আচার, ১৬০। আনারসের মোরব্বা, ১৬১। কাল-কাসুন্দি, ১৬২। কাচামাযের চাটনি, ১৬৩। কমলালেবুর চাটনি, ১৬৪। ডালিমের চাটনি, ১৬৫। জলপাইর মোরব্বা, ১৬৬। পটোল মোরব্বা, ১৬৭। হরিতকীর মোরব্বা, ১৬৮। আমলকীর মোরব্বা, ১৬৯। পেঁপের চাটনী, ১৭০। আমের মোরব্বা, ১৭১। ধনে-পাতার চাটনি, ১৭২। পুদিনা চাটনি, ১৭৩। লাল আলুর চাটনি, ১৭৪। কুলের চাটনি, ১৭৫। কাঁচরাজার চাটনি, ১৭৬। চালতার চাটনি ১৭৭। আলুবোখরার চাটনি, ১৭৮। মুগডালের চাটনি, ১৭৯। চালকুমড়ার মোরব্বা, ১৮০। ইচড়ের আচার, ১৮১। ছানার বিবিধ ফল, ১৮২। ডোলার বরফি, ১৮৩। রস বড়া, ১৮৪। বকুল ভোগ, ১৮৫। দই বড়া, ১৮৬। রেশমী খাজা, ১৮৭। ঘিওর, ১৮৮। মোহন কচুরী, ১৮৯। বাদামী গজা, ১৯০। লাল আলুর পুলি, ১৯১। মনোহরা, ১৯২। আনন্দ লাড্ডু, ১৯৩। তালবড়া, ১৯৪। দুগ্ধ তুষী, ১৯৫। লাল আলুর পরমান্ন, ১৯৬। রসাবলী, ১৯৭। লবঙ্গ লতিকা, ১৯৮। ওলের জেলি, ১৯৯। রোটিকা, ২০০। খইর মোয়া, ২০১। রাধাবল্লভী, ২০২। মোহনপুরী, ২০৩। চন্দ্রকাট, ২০৪। ক্ষীরসার, ২০৫। মল্লপুপ, ২০৬। মোহন গজা, ২০৭। চন্দ্রপুলি, ২০৮। আরপুলি, ২০৯। অমৃতচিটে, ২১০। পাটি সাপটা, ২১১। চিড়ারপুলি, ২১২। সুজির লাড্ডু, ২১৩। সীতাভোগ, ২১৪। খাজা, ২১৫। বুঁদিয়ার পায়স, ২১৬। ছাপা সন্দেশ, ২১৭। ছানার পায়স, ২১৮। পেঁপের পায়স, ২১৯। অমৃত কেলী, ২২০। মুগের বরফি, ২২১। দুগ্ধ-লকলকি, ২২২। পাতপিঠা, ২২৩। ক্ষীরপুলি, ২২৪। পেঁপের মিঠাই, ২২৫। কলাবড়া, ২২৬। মুগসাউলি, ২২৭। ইচড়ের পরমান্ন, ২২৮। আলুর পায়স, ২২৯। কাউনের পায়স, ২৩০। পদ্মখাজা, ২৩১। মালপোয়া, ২৩২। খিহিদানা, ২৩৩। মতিচুরের মোয়া, ২৩৪। ধরবেশ,

২৩৫। মুড়ির মোয়া, ২৩৬। রস-মাধুরী, ২৩৭। মাষ-বড়া, ২৩৮। মিঠেগজা, ২৩৯। মোহন গজা, ২৪০। ছানার বড়া ভাজা, ২৪১। চিনির মঠ, ২৪২। ছানাভাজা, ২৪৩। বাতাসা, ২৪৪। ফেণিবাতাসা, ২৪৫। নকুলদানা, ২৪৬। মটরভাজা, ২৪৭। ছোলা ভাজা, ২৪৮। মকাই ভাজা, ২৪৯। চিনির মুচকী, ২৫০। চিড়া-খণ্ড, ২৫১। বাদাম, ২৫২। কিস্‌মিস্‌, ২৫৩। মনক্কা, ২৫৪। মুঁগিয়া ২৫৫। ডাব-জল, ২৫৬। মিশ্রিপানা, ২৫৭। চিনির-পানা, ২৫৮। ইক্ষুগুড়ের পানা, ২৫৯। শিবস্বিনী, ২৬০। ঘট, ২৬১। মুড়, ২৬২। চিড়ার মোয়া, ২৬৩। বৃহৎমল্লপুপ ২৬৪। লুচি, ২৬৫। বাতাবি লেবু, ২৬৬। নারিকেল-শস্য, ২৬৭। নারদাতি, ২৬৮। কেশুর, ২৬৯। চিনিচম্পা রম্ভা, ২৭০। পেয়ারা, ২৭১। কাঁঠালি রম্ভা, ২৭২। অগ্নিসহ রম্ভা, ২৭৩। কানাইবাঁশী রম্ভা, ২৭৪। মর্ত্তমান রম্ভা, ২৭৫। কামরাঙ্গা, ২৭৬। নারিকেল-কোরা, ২৭৭। খরমুজা, ২৭৮। শাঁকআলু, ২৭৯। আখরুট, ২৮০। কাঁঠাল, ২৮১। নূতন খেজুর গুড়, ২৮২। নারিকেল খণ্ড, ২৮৩। কমলালেবু, ২৮৪। অমৃতসাগর-রম্ভা, ২৮৫। আনারস, ২৮৬। আমড়া, ২৮৭। বেদানা, ২৮৮। চাঁপা কলা, ২৮৯। পানিফল, ২৯০। আপেল, ২৯১। লাল আলু, ২৯২। গুড়মী, ২৯৩। আমসত্ত, ২৯৪। বেল, ২৯৫। ডাল, ২৯৬। মুটি, ২৯৭। কলম্বা, ২৯৮। জলপাই, ২৯৯। সরবতী, ৩০০। আম্র, ৩০১। দাড়িম্ব, ৩০২। সবেদা, ৩০৩। আমুর, ৩০৪। খেজুর, ৩০৫। শশা, ৩০৬। ছোলা-ভিজা, ৩০৭। কাঁচা মুগের ডাল-ভিজা, ৩০৮। কড়াইশুটী, ৩০৯। ইক্ষু, ৩১০। পেস্তা, ৩১১। যবের ছাতু, ৩১২। ছোলার ছাতু, ৩১৩। খইর ছাতু, ৩১৪। মুড়ির ছাতু, ৩১৫। মকাইর ছাতু, ৩১৬। মাদ্রাজী চাটনি, ৩১৭। মাদ্রাজী তরকারী, ৩১৮। ডাল-পত্র, ৩১৯। নারিকেল-কোপল-ভাজা, ৩২০। তালের কোপল-ভাজা, ৩২১। শটীপালোর মোহন-ভোগ, ৩২২। শটীপালোর পিষ্টক, ৩২৩। নারিকেলের চিড়া, ৩২৪। নারিকেলের ছিবা, ৩২৫। শ্যামা চাউলের পায়স, ৩২৬। চিড়ার পায়স, ৩২৭। মুড়ির পায়স, ৩২৮। পানিফলের মোহনভোগ, ৩২৯। মুড়ির মোহনভোগ, ৩৩০। পানিফলের লুচি, ৩৩১। ছানার গজা, ৩৩২। আলুর পাপর, ৩৩৩। কলাইর পাপর, ৩৩৪। মুগের পাপর, ৩৩৫। নারিকেল-পুলি, ৩৩৬। ক্ষীরের অর্দ্ধচন্দ্র, ৩৩৭। আম-আদার পায়স, ৩৩৮। মুড়ির পায়স, ৩৩৯। চিড়ার পিষ্টক, ৩৪০। ক্ষীরের ভক্তি, ৩৪১ ক্ষীরের বরফী, ৩৪২ ক্ষীরের গোল্লা, ৩৪৩। ক্ষীরের চন্দ্রবলি, ৩৪৪। সন্দেশের ভবন, ৩৪৫ ক্ষীর-ছাঁচ, ৩৪৬। ঘষি, ৩৪৭। আরসে, ৩৪৮। চুসী পিষ্টক, ৩৪৯। গোকুল-পিষ্টক, ৩৫০। লক্ষচাক্‌লি, ৩৫১। সরের চাকি, ৩৫২। তিলের লাড়ু, ৩৫৩। মাঠা, ৩৫৪। ঘোলের সরবৎ, ৩৫৫। সুবাসিত বারি, ৩৫৬। শাঁক সন্দেশ, ৩৫৭। ছোট খাজা, ৩৫৮। কামরাঙ্গা-সন্দেশ, ৩৫৯। কমলা-লেবুর সন্দেশ, ৩৬০। নূতন খেজুর গুড়ের সন্দেশ, ৩৬১। বড় অমৃতি, ৩৬২। ক্ষীরের পানতুয়া, ৩৬৩। বড় খাজা, ৩৬৪। দেলখোস সন্দেশ, ৩৬৫। আবার খাবার সন্দেশ, ৩৬৬। আম-সন্দেশ, ৩৬৭। ছানার পুলাম্ন, ৩৬৮। মাখন-বড়া, ৩৬৯। খাজা নাবাবি, ৩৭০। বড় জিলাপী, ৩৭১। বড় রসগোল্লা, ৩৭২। বড় ক্ষীরমোহন, ৩৭৩। বড় চমচম্‌, ৩৭৪। পানতুয়া, ৩৭৫। তিলকুড়ি, ৩৭৬। তিল-চূর্ণ, ৩৭৭। রাবড়ী, ৩৭৮। বুঁদিয়ার রাবড়ী, ৩৭৯। গব্য ঘৃত, ৩৮০। নবনী, ৩৮১। মিশ্রি, ৩৮২। চন্দ্রকান্তি, ৩৮৩। বাঁধা কপির বড়া, ৩৮৪। কড়াইশুটীর কচুরি, ৩৮৫। কাবুলী বাদাম, ৩৮৬। সিঙ্গারা, ৩৮৭। নিমকি, ৩৮৮। পানগজা, ৩৮৯। খাস্তা কচুরি, ৩৯০। ডালপুরী, ৩৯১। চৈতন্যভোগ, ৩৯২। বলরাম ভোগ, ৩৯৩। নিতাইভোগ, ৩৯৪। ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ, ৩৯৫। রাবড়ি, ৩৯৬। ক্ষীর, ৩৯৭। গঙ্গাবলী, ৩৯৮। হরি-বল্লভ, ৩৯৯। পীযূষগ্রন্থি, ৪০০। ছানা, ৪০১। সরভাজা, ৪০২। ছানার জিলাপি, ৪০৩। কাঁচা গোল্লা, ৪০৪। রসগোল্লা, ৪০৫। মুগের লাড়ু, ৪০৬। লুচি ভাজা, ৪০৭। কদমা, ৪০৮। তিলুয়া, ৪০৯। জয়নগরের মোয়া, ৪১০। খইর ছাতুর মোয়া, ৪১১। চিড়ার মোয়া, ৪১২। নারিকেল লাড়ু, ৪১৩। তিলের লাড়ু, ৪১৪। ক্ষীরের চুষি, ৪১৫। দধিসুরণ, ৪১৬। ধাত্রী খণ্ড, ৪১৭। আমিক্ষা, ৪১৮। কুণ্ডলিকা, ৪১৯। কুষ্মণ্ডী, ৪২০। মহামাধুরী, ৪২১। সুমথিত, ৪২২। অমৃত গোধূমী, ৪২৩। চিড়াভাজা, ৪২৪। লালমোহন, ৪২৫। রাতাবি,

৪২৬। বাঙ্কর ছোলা, ৪২৭। পেচাকী, ৪২৮। সরপুরিয়া, ৪২৯। ঢাকোই পরটা, ৪৩০। মধুপর্ক, ৪৩১। তাম্বুল ৪৩২। আমসির চাটনি, ৪৩৩। ক্ষীরের মুড়কি, ইত্যাদি অসংখ্য প্রকার ভোগসামগ্রী।

উৎসবের দিবস বেলা ১০ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্নকূট-মহোৎসব-দর্শনার্থী বহু শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও শ্রদ্ধাবান্ ভদ্রমহোদয়ের নিকট শ্রীরাধাগোবিন্দসেবায় পারতন্ত্র্যের কথা অনুরূপ অনর্গল কীর্ত্তন করিয়া সকলকেই শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসবের অন্তরঙ্গ প্রতীতি উপলব্ধি করাইয়াছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু এবং শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুর ঐকান্তিক ইচ্ছা ও যত্নের ফলেই এই উৎসবটি সর্ব্বতোভাবে সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠাধ্যক্ষ শ্রীল ভক্তিবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের পরম ভক্তিমতী, আদর্শ সেবাপরায়ণা সহধর্ম্মিণী-দ্বয় এবং পরমভাগবত শ্রীযুক্ত সতীচরণ ভক্তিবিনয় মহোদয়ের হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার সাহায্যকারিণী সহধর্ম্মিণী অর্থানুকূল্য-দ্বারা ও অন্যান্য পরিশ্রমের সহিত শ্রীশ্রীগিরিধারীর নানাপ্রকার ভোগোপকরণ প্রস্তুত করিয়া আদর্শ সেবা-চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন। কলিকাতা-প্রবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের বিবিধ ভোগসামগ্রী প্রদানের দ্বারা শ্রীশ্রীগিরিধারীর সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ। কলিকাতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র-প্রসাদ দত্ত মহাশয়ও শ্রীগৌরবিনোদানন্দজীউকে নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া এবং বিভিন্ন উপায়ে শ্রীশ্রীগিরিধারীর সেবানুকূল্য-দ্বারা ভক্তবৈষ্ণবগণের বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছেন।

এইরূপ অনুষ্ঠানপূর্ণ বিরাট্ অন্নকূট-মহোৎসব-দর্শন পৃথিবীর ভাগ্যে যে পূর্ব্বে কখনও ঘটিয়া উঠে নাই, দর্শকগণ সকলেই সে-দিন একবাক্যে ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

চয়ন

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্নকূট-সম্বন্ধে সাধারণ সাময়িক পত্র-সমূহ

গত ১২ই নভেম্বর (১৯৩১) তারিখের ইংরাজী দৈনিক 'অমৃতবাজার' পত্রিকা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্নকূট-উৎসব-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

ANNAKUT MAHOTSAB

Celebration at the Gaudiya Math.

On Tuesday the 10th inst. Annakut Mahotsab or the Ceremony of the Peak of food was celebrated at the Calcutta Gaudiya Math with great success.

This is a ceremony of offering heaps of different kinds of food to the Supreme Godhead on the occasion of Sree Gobardhan Puja. This festival was first ceremoniously introduced about 500 years back by Srila Madhabendra Puri Goswami Maharaj when he collected heaps of various articles of food for Gobardhan Puja at Sri Brindaban. Since then this ceremony is being held in different places but most remarkably at Sri Brindaban. People are very particular to get at least a morsel of the heaps of food which is believed to possess unique auspicious merits. The name of Annakut means the peak of food heaped like hillocks.

Thank to the excellent arrangement and management of the devotees of Calcutta Gaudiya Math that the people of this metropolis could have the chance of attending this important ceremony at the Gaudiya Math Temple. The Temple and the Natyamandir Hall as well as the Sri Vigraha and their Throne were very tastefully decorated. About 500 varieties of delicious food of both modern and ancient types and designations were arranged and placed before the Deity at the Natyamandir Hall. The curious names of different articles of food

written on a label attached to each were very interesting both to the public and the antiquarians.

From ten in the morning till late at midnight varieties of Mahnprasad were distributed to the innumerable visitors totalling to about one lakh including the most respectable gentry of the city. Almost none forgot to take some Mahaprasad to home.

অনুবাদ

গত ১০ই নভেম্বর (১৯২১) কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব মহা আড়ম্বর ও বিচিত্রতার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা-কালে অশেষ প্রকারের সুস্বাদু ভোগ-দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতাকারে সজ্জিত করিয়া শ্রীবিগ্রহ (শ্রীগোপালজীউ) সমক্ষে অর্পণ করাই এই অদ্বিতীয় উৎসব। এই মহাবিচিত্রতা ও জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবের ইতিহাস ও আদি অনুসন্ধান করিলে অবগত হওয়া যায় যে, প্রায় ৫০০শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরীপাদ এই অন্নকূট-মহোৎসব সর্ব্ব প্রথমে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজাকালে শ্রীল পুরী-মহারাজ নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী স্থান-সমূহ হইতে বিভিন্ন ভোজ্য-দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং বালগোপাল শ্রীকৃষ্ণের সমক্ষে ক্ষুদ্র পর্ব্বতাকারে উহা সজ্জিত করিয়া অর্পণ করিয়াছিলেন। এই উৎসব এখনও প্রচলিত আছে এবং প্রতি বৎসর শ্রীধাম-বৃন্দাবনে বিশিষ্ট আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে এই উৎসব বারাণসী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ-সমক্ষে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা অনুষ্ঠিত হয়, সেই স্থানেই এই উৎসবের বৈশিষ্ট্য।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির, শ্রী-নাট্যমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। প্রায় ৫০০শত প্রকারের সুস্বাদু ভোগ-দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া অতীব দক্ষতা ও পারিপাট্যের সহিত সুবিস্তৃত নাট্যমন্দিরে শ্রীবিগ্রহ-সমক্ষে অর্পিত হইয়াছিল। ভোগ-দ্রব্য রক্ষিত পাত্রসমূহে সংযুক্ত অশেষ প্রকারের নামাবলী প্রত্যেক দর্শকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল এবং তাঁহাদিগের হৃদয়ে বর্ত্তমান ও প্রাচীন কালের বিভিন্ন প্রদেশ ও জেলার পাকপ্রণালীর ভাব জাগাইয়াছিল। পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকা হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যরাত্রি ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রচুর পরিমাণে প্রত্যেককে বিতরণ করা হইয়াছিল। প্রাতঃকাল হইতে বর্ণকুল এই অদ্বিতীয় উৎসব দর্শন ও মহাপ্রসাদ-গ্রহণে আকাঙ্ক্ষী হইয়া স্রোতের ন্যায় শ্রীগৌড়ীয় মঠে সমাগত হইয়াছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব-উপলক্ষে ইংরাজী দৈনিক "লিবার্টি" গত ১৬ই নভেম্বর (১৯২১) তারিখের কাগজে লিখিয়াছেন,—

CALCUTTA GAUDIYA MATH

Celebration of "ANNAKUT MAHOTSAB"

Annakut Mahotsab or the ceremony of the "Peak of Food" was celebrated with great pomp and success at the Calcutta Gaudiya Math on Tuesday the 10th inst.

This is a unique festival of ceremoniously offering to the Supreme Godhead (Sri Gopal) huge quantities of different qualities of delicious food heaped up like hillocks before the Deity on the occasion of Sri Gobardhan Puja. In an attempt to trace the history and the origin of this pompous festival one can go so far back as 500 years when Srila Madhabendra Puri Maharaj the great Acharyya of the school of devotion of the Madhwa Sampradaya to which the Gaudiya Vaishnava community of Bengal adheres through Srila Mahaprabhu, first inaugurated this ceremony of Annakut Mahotsab. Srila Puri Maharaj at the time of Sri Govardhan Puja at Sri Brindaban collected from the localities far and near enormous quantities of various articles of food which were heaped up like hillocks and offered to Sri Gopal Krishna. This ceremony is still in vogue and is held every year with remarkable austention at Sri Brindaban. Now this festival is observed in many places including Benares but it has a special importance and suitability where Sri Govardhan Puja is held before Lord Sri Krishna.

The Temple, the Natyamandir Hall, and Deities of the Gaudiya Math were very gracefully decorated. About 500 varieties of delicious

food were prepared with all nicety and skill and were beautifully kept in heaps in the spacious Natyamandir before the Deities. The curious names of the different types of preparations both ancient and modern having printed label on each drew the careful attention of every visitor and revealed to them the culinary art of the Bengali society in different districts of the present as well of the ancient times. Since 10 A. M. in the morning till 12 in the midnight these varities of Mahaprasad were freely and profusely distributed to one and all. From morning innumerable visitors flowed in incessant stream to the Gaudiya Math Temple to join this unique festival and partake of their share of Mahaprasad.

অনুবাদ

গত ১০ই নভেম্বর (১৯৭১), বুধবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব বা শ্রীভগবান্‌কে নৈবেদ্য-সমর্পণ সফলতার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা-উপলক্ষে শ্রীভগবৎ-বিগ্রহ সমক্ষে বিভিন্ন প্রকার ভোগ-দ্রব্যের স্তূপাকারে নিবেদনই এই উৎসব। প্রায় ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমন্ মাধবেন্দ্র পুরীপাদ শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা-উপলক্ষে বিভিন্ন প্রকার ভোগ-সামগ্রী সংগ্রহপূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহ-সমক্ষে স্তূপাকারে নিবেদন করিয়া এই উৎসব প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে এই উৎসব বিভিন্ন স্থানে, বিশেষতঃ শ্রীধাম বৃন্দাবনে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ভগবৎ-সমক্ষে অর্পিত, অপ্রাকৃত গুণাবলীযুক্ত স্তূপীকৃত ভোগসম্ভারের একটী ক্ষুদ্র-কণা-গ্রহণে দর্শনার্থিগণ অত্যন্ত আপ্লাবিত হইয়াছিলেন। অন্নকূট অর্থে—ক্ষুদ্র পর্ব্বতাকারে সজ্জিত ভোগ-সম্ভারের স্তূপ বুঝায়।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভক্তবৃন্দ তাঁহাদের অসাধারণ সুব্যবস্থার দ্বারা কলিকাতা নগরীর জনবৃন্দকে শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরে এই পরম পবিত্র উৎসবে যোগ-দানের যে সুযোগ দিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আমরা অশেষ আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। শ্রীমন্দির, শ্রীনাটমন্দির, শ্রীবিগ্রহ এবং সিংহাসন বিচিত্রভাবে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। প্রায় ৫০০শত প্রকারের আধুনিক ও পুরাতন সকলের সুস্বাদু ভোগ-সম্ভার শ্রীনাটমন্দিরে শ্রীবিগ্রহ-সমক্ষে অর্পিত হইয়াছিল। নৈবেদ্য-রক্ষিত প্রতি পাত্র-পার্শ্বে সংলগ্ন কৌতূহলোদ্দীপক বিভিন্ন দ্রব্যের নামাবলী দর্শনমুখের হৃদয়ে সম্মানের উদয় করাইয়াছিল।

পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকা হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রায় এক লক্ষ সমাগত বিভিন্ন ভক্তসংঘের-সমন্বিত দর্শকবৃন্দের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল। কেহই সামান্য মহাপ্রসাদ গৃহে লইতে বিমুখ হন নাই।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব ও প্রদর্শনী

বিগত ২৬শে অক্টোবর (১৯৭১) তারিখের দৈনিক "অমৃতবাজার" শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসব ও সংশিক্ষা-প্রদর্শনী-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদটী প্রকাশ করিয়াছেন,—

GAUDIYA MATH

Completion of Mahotsab Celebrations

(By a Visitor)

For more than a month the Annual Mahotsab Celebrations of the Calcutta Gaudiya Math were performed with extraordinary success. The daily programme including aratrik, recitation and exposition of Srimad Bhagabatam, Sri Chaitanya Charitamritam and other Shastrik texts, Puja and Bhogaraga, religious discourses, solution of all sorts of questions put by innumerable visitors, general instruction to devotees, lectures in different languages by eminent pandits and devotees, sankirtan songs by experts and the like functions arranged in succession throughout the whole period. Special festivals on special occasions such as Jhulan, Sri Baladevotsab, Sri Janmastami, Sri Nandotsab, Sri Radhastami, Thakur Bhakti Vinode Utsab, Sri Viswarup Mahotsab and soon, comprised of various special functions attracting on each occasion immensely large number of visitors of all nationalities and denomination. The functions were of such a universal character and the Math has become so fabulously popular that a major portion of

the diverse citizens of Calcutta and of the neighbouring towns willingly and gladly joined the Festivals of the Gaudiya Math and found a spontaneous response in their hearts for true service of the Godhead.

Every afternoon over and above the usual performances at the extensive Natyamandir Hall of the Gaudiya Math, His Divine Grace Paramahansa Sri Srimad Bhaktisiddhanta Swaraswati Goswami Maharaj the Acharyya of the Gaudiya Vaishnavas and Patraraj (President) of the time-honoured Viswa-Vaishnava-Raj-Sabha used to receive visitors in the drawing room and answer all sorts of intricate religious questions of both general and technical natures.

Religious Exhibition

Another epoch-making function on this occasion was the organisation of a unique and novel kind of religious exhibition illustrating by figures, models and various electric devices the main principles of religion and of religious life and many educative facts and examples of the Standard Shastras. These were splendidly displayed with quite belitting scenic back grounds in rows of stalls in front of the Temple on the vast lawn on Baghbazar Street, belonging to the Corporation of Calcutta who kindly placed the land at the disposal of the Math authorities for holding the Exhibition.

The representation of the Exhibits was so realistic and life-like that even the illiterate mass could any how gather the instructions intended and the erudite scholars could go deep and had many of their doubts cleared and many of their knotty problems solved. This unprecedented religious Exhibition was so successfull that during the 18 days of its session one lac of people visited it every day on average. The rush was so great that even the oldest inhabitants of the city admitted not to have seen its like in their life-time

Public Attraction

It is both a matter of hope and wonder that in these days of grossly materialistic ideas, a religious function could have attracted such an overwhelming number of quite different elements. The glaring lessons should not however be lost upon the patriotic public that religion of love is evidently the most potent banner under which unification of varied sections of people, however, alien to each other is a settled fact ; and another significant fact is that although much water has flown down the Ganges and the Indus, religion is still the innermost impulse of the Indians whose history and tradition have not yet ceased to exercise true influence. Symptoms have already been indicated that internally a religious urge has been gathering its momentum which will in no time prove irresistable for any hold of borrowed culture and parasitic civilisation imposed on the people.

অনুবাদ

গৌড়ীয়ষষ্ঠ-মহোৎসব সমাপ্তি

(জনৈক পরিদর্শক কর্ত্তৃক লিখিত)

মাসাধিক কাল ব্যাপিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব-অনুষ্ঠান অপরাহ্ণে সাফল্য-গৌরবে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীবিগ্রহের আরাত্রিক, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত এবং অন্যান্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা, শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন, ভোগরাগ, ইষ্টগোষ্ঠী, অন্যান্য পরিদর্শক-গণের বহুপ্রকার জটিল প্রশ্নের সমাধান, ভক্তগণকে সাধারণভাবে উপদেশ প্রদান, বিদ্বান্ পণ্ডিত ও ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিভিন্ন ভাষায় বক্তৃতা, সুরম্য গায়কগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তন প্রভৃতি বহুবিধ অনুষ্ঠান সমগ্র উৎসবকালব্যাপী নৈমন্দিন সূচী ছিল। এতদ্ব্যতীত শ্রীজন্মাষ্টমী, শ্রীনন্দের ঘুমনযাত্রা, শ্রীবলদেব-উৎসব, শ্রীনন্দোৎসব, শ্রীরাধাষ্টমী, ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ-উৎসব, শ্রীবিশ্বরূপ-উৎসব প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ উৎসব-উপলক্ষে বহু প্রকার বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং এই সব উৎসব-উপলক্ষে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে বিভিন্ন শ্রেণীর অসংখ্য লোক-সমাগম হইয়াছিল। এই সকল উৎসব এরূপ সার্ব্বজনীনভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাহাতে শ্রীগৌড়ীয় মঠ সর্ব্ব-সাধারণের নিকট এতদূর প্রিয় হইয়াছেন যে, কলিকাতার বিবিধ জাতির ও বিবিধ শ্রেণীর নাগরিকগণ এবং

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী গ্রাহক-সমূহের অধিবাসিগণের অধিকাংশ লোকই স্বেচ্ছায় ও অন্যান্য অনেকের সহিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের এই সকল উৎসবে যোগদান করিয়া প্রকৃত ভগবৎসেবার স্বাভাবিক প্রেরণা হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সুবিস্তৃত নাট্যমন্দিরে দৈনন্দিন অনুষ্ঠান ব্যতীত প্রত্যহ অপরাহ্ণে মঠের বৈঠকখানা-গৃহে শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার সভারাজ গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ বহুলোককে দর্শন দান করিতেন এবং তাঁহাদের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় সাধারণ ভাবের ও নিগূঢ় দার্শনিকতত্ত্বপূর্ণ জটিল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত-সম্মত সমাধান করিয়া দিতেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

শ্রীমঠের উৎসব-উপলক্ষে এক অভিনব অভিনীয় পারমার্থিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও আর একটি যুগান্তরকারী মহদনুষ্ঠান ছিল। এই প্রদর্শনীতে পরমার্থ-বিষয়ক এবং পারমার্থিক জীবন-যাপনের মূল নীতি, শাশ্বত শাস্ত্র-সমূহের বহু শিক্ষণীয় তথ্য ও উদাহরণ প্রভৃতি বিষয়-সমূহ নানাবিধ মূর্ত্তি, চিত্র ও বৈজ্ঞানিক কৌশল-সাহায্যে প্রদর্শিত হইয়াছিল। বাগবাজার ষ্ট্রীটের উপর কলিকাতা কর্পোরেশনের সুবিস্তৃত ময়দানে মহাসমারোহে এই বিরাট্ প্রদর্শনীর বিষয়গুলি সম্পূর্ণ উপযোগী পশ্চাদ্ভূমাবলী-সহ প্রদর্শনীক্ষেত্রে সমধর্ম্মা প্রকোষ্ঠে বিবিধ শ্রেণীতে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। এই প্রদর্শনীর নিমিত্তই কলিকাতা কর্পোরেশন্ ঐ ময়দানটী মঠ-কর্ত্তৃপক্ষগণের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

প্রদর্শনীর বিষয়বিন্যাস এরূপ সরল ও বাস্তব হইয়াছিল যে, নিরক্ষর জনসাধারণও তদ্দৃষ্টে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং উচ্চশিক্ষিত সুধী-বৃন্দও বিষয়গুলির মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানাবিধ সন্দেহ দূরীকরণে ও অনেক জটিল সমস্যার সমাধানে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই প্রদর্শনী এতদূর সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল যে, ইহার অষ্টাদশ দিবস অবস্থিতি-কালমধ্যে দৈনিক গড়ে একলক্ষ লোক এই প্রদর্শনী দর্শন করিয়াছেন। দর্শকগণের জনতা এত অধিক হইয়াছিল যে, কলিকাতা সহরের বর্ত্তমান নাগরিকগণও স্বীকার করিয়াছেন,—এরূপ জনতা তাঁহারা জীবনে কখনও দেখেন নাই।

জনসাধারণের আকর্ষণ

ইহা যুগপৎ বড়ই আশা ও বিস্ময়ের বিষয় যে, বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ জড়ভোগবাদের যুগেও একটি পারমার্থিক অনুষ্ঠান বিভিন্ন প্রকৃতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এত অসংখ্য লোককে আকর্ষণ করিতে পারে। যাহা হউক, দেশহিতৈষিগণ এই অমূল্য শিক্ষাটী ভুলিবেন না যে, একমাত্র প্রেমের ধর্ম্মের অমোঘ শক্তিশালী পতাকার নিম্নে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ও বিভিন্ন জাতীয় সম্পূর্ণ প্রতিকূলভাবাপন্ন জনগণেরও মিলন সম্ভব—ইহাই প্রত্যক্ষীভূত হইল; আর একটী দায়িত্বপূর্ণ শিক্ষা এই যে, প্রাচীন যুগের সে ভারত বর্ত্তমান না থাকিলেও ভারতবাসীর অন্তরতম প্রেরণাই পরমার্থাভিমুখিনী এবং ভারতের পূর্ব্ব ইতিহাস ও চিরন্তন নীতি এখনও প্রকৃত প্রভাব বিস্তার করিতে বিরত হয় নাই। অনুকরণ-লব্ধ শিক্ষা এবং কৃত্রিম সভ্যতা ভারতবাসীকে বর্ত্তমানে আত্মবিস্মৃত করিয়া যতই আধিপত্য বিস্তার করুক্ না কেন, তাঁহাদের অন্তরে অন্তরে পরমার্থের প্রভাব যে প্রবল শক্তি সঞ্চার করিতেছে, তাহার দ্বারা উহা সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত হইবে, এরূপ লক্ষণ স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে।

ভ্রম-সংশোধন

১৪শ সংখ্যা গৌড়ীয়ের ২১১ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের ১৭শ পঙ্‌ক্তিতে "লিখিত মানচিত্রে 'ভদ্রবন' (Bhadraban)" স্থানে "মানচিত্রে ভদরবন (Bhadarban)" হইবে এবং ২১৪ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের ১৭শ ও ১৮শ পংক্তিতে লিখিত "শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীল রাঘব গোস্বামী ও শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুপাদের সহিত" স্থানে "শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুপাদের আদেশে শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীল রাঘব গোস্বামীর সহিত" হইবে।

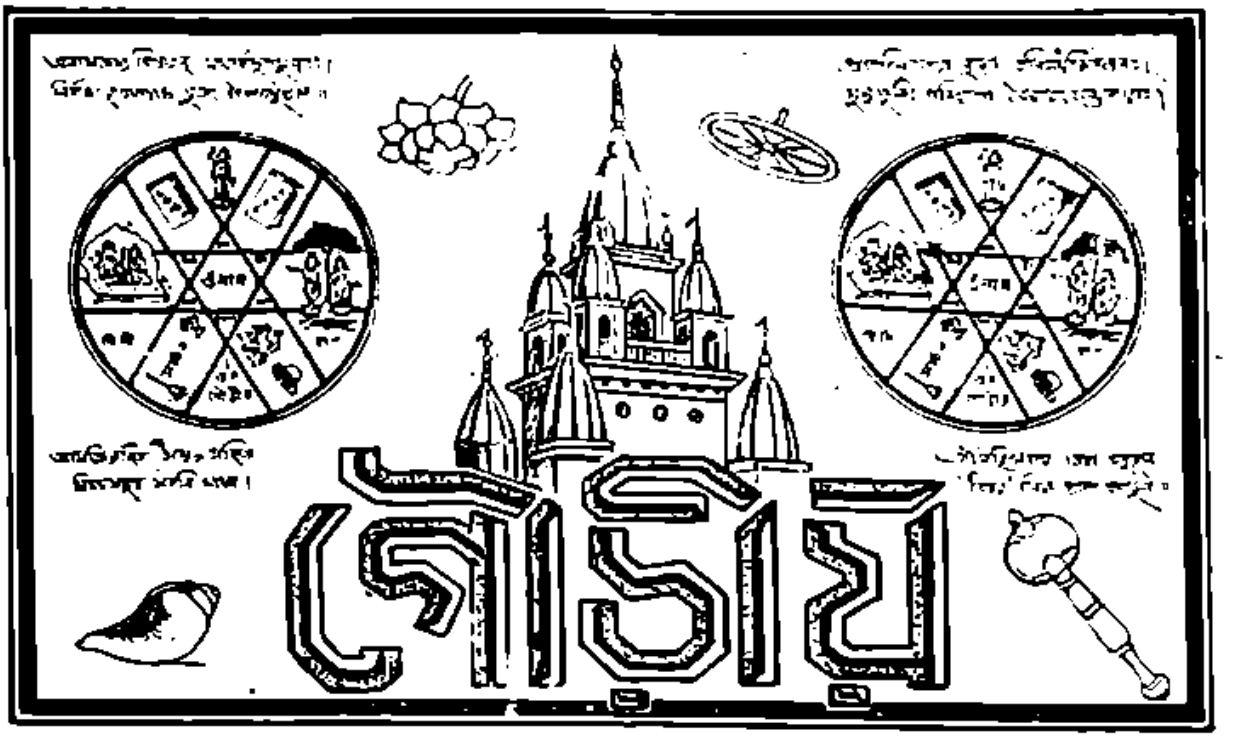

১০ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৯শে অগ্রহায়ণ [illegible] | ৩৮ ; ৫ই ডিসেম্বর ১৯৩১ | ১৭শ সংখ্যা

আচার্য্যানুগমনে

লক্ষ্ণৌ

বিগত ১১ই কার্ত্তিক (১৩৩৮), ৬ঠা নভেম্বর (১৯৩১) বুধবার "ভাগবত" পত্র প্রচার এবং তাহার প্রবন্ধাবলী রচনার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে লক্ষ্ণৌ "পাণ্ডিয়ালা ভবনে" (৪নং হোপ রোডে) উপদেশাদি প্রদান করেন।

১৮ই কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ণভাগে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে "ভাগবত" প্রচারের বিশেষ উপদেশ শ্রবণ এবং তৎসম্পর্কে লক্ষ্ণৌর 'আউধ্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্' নামক একটী বৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয়ে 'ভাগবত' মুদ্রণের জন্য গমনাগমনেই অতিবাহিত হয়। সন্ধ্যাকালে পাণ্ডিয়ালা ভবনে লক্ষ্ণৌ চোট আদালতের জজ শ্রীযুক্ত জে, এন রায়, তাঁহার বন্ধু শ্রীযুক্ত সনৎকুমার বসু মহাশয়ের সহিত শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণার্থ আগমন করিয়াছিলেন। জজবাবু প্রশ্ন করেন,—"গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য কি ?" শ্রীল প্রভুপাদ এই প্রশ্নের উত্তরে এত সুন্দর ও অভিনব কথা-সমূহ সে-দিন বলিয়াছিলেন যে, তাহা অভূতপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যের কথা বলিতে গিয়া শ্রীল প্রভুপাদের কোটিকণ্ঠ, কোটি জিহ্বা, কোটি ইন্দ্রিয় যুগপৎ অন্তর্বর্ত্তীভাবে প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহা যেন সে-দিন প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়াছিল। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম যে জগতে প্রচলিত বা প্রচারিত অন্যান্য ধর্ম্মমতগুলির অন্যতম, প্রতিযোগী কিংবা সমস্তরে স্থাপিত একটী ধর্ম্মবিশেষ নহে, তাহা শ্রীল প্রভুপাদ বিশেষভাবে নানা সুযুক্তি-দ্বারা জানাইয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম একাধিক-স্কন্ধে প্রতিষ্ঠিত, তাহা অদ্বিতীয়, অনন্যোদ্ধ বৈশিষ্ট্যযুক্ত। শ্রীল প্রভুপাদ এতৎ-প্রসঙ্গে অপ্রাকৃত পঞ্চ রস, অপ্রাকৃত পঞ্চ রসের অপ্রাকৃত

রসিকবর্গ এবং জগতের ভোগরাগে তাহার বিকৃত প্রতিফলন প্রভৃতি বিষয় বর্ণন করিতে করিতে শ্রীমদ্ভাগবতে—

"আহশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥"

(১০।৮২।৪৮)

—শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। গোপীগণ 'নাক টিপিয়া' অপরাবোধ যোগিগণের ন্যায় কৃষ্ণকে দূরের বস্তুবৎ কল্পিত ধ্যানে দর্শন করিতে চাহেন না—তাঁহাদের ধ্যান সহজ ধ্যান; রেচক, পূরক, কুম্ভক কিংবা আসন, প্রাণায়াম-বলে অনেক 'চেষ্টা চরিত্র' করিয়া সাময়িক অস্বাভাবিক ধ্যান নহে। যোগীরা অনেক 'চেষ্টা-চেষ্টা' করিয়া তাঁহাদের ইষ্টবস্তুর ধ্যানের চেষ্টা-মাত্র করেন, আর গোপীগণকে বিনা চেষ্টায় সহজভাবে কৃষ্ণের লীলা-নাচের ধ্যান এতদূর পাইয়া বসিয়াছে যে, তাঁহারা শত চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদের সহজ কৃষ্ণ-ধ্যান, কৃষ্ণ-সমাধি হইতে আপনাদিগকে ক্ষণকালের জন্যও পৃথক্ করিতে পারেন না। কৃষ্ণ গোপীগণের সর্ব্বাঙ্গ আস্বাদন করিয়াছেন; গোপীর সর্ব্বাঙ্গ সহজ স্বাভাবিকরূপে কৃষ্ণ-ধ্যান করিতেছেন—গোপীর চক্ষু কেবল কৃষ্ণ-ধ্যান করেন, গোপীর হৃদয় কেবল কৃষ্ণ-ধ্যান করেন, তাহা নহে; গোপীর কেশ কৃষ্ণ-ধ্যান করিতেছেন, কৃষ্ণ-সমাধিস্থ হইয়াছেন; গোপীর নখদর্পণ কৃষ্ণ-ধ্যান করিতেছেন, গোপীর প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, প্রত্যেক রোম-কূপ, প্রত্যেক অপ্রাকৃত রোমকূপ অপ্রাকৃত কৃষ্ণের ধ্যান করেন—কল্পিতভাবে নহে, কল্পনায় নহে—সহজ বাস্তবতায়; কৃষ্ণ গোপীকে আস্বাদন করিয়াছেন; গোপী কৃষ্ণকে আস্বাদন করিয়াছেন—সেখানে 'সৃষ্টিকর্ত্তা', 'পাতা' প্রভৃতিরূপে গৌণ-বৈভব-দর্শন, ব্রহ্মের জ্যোতিস্মত্ত্ব অনন্যাশ্রিত চিদাভাস, কিংবা পরমাত্মার আংশিক প্রতীতি, এমন কি, নারায়ণের চতুর্ভুজ বা তুরীয় মানের কথা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া তুরীয়াতীত পঞ্চম তান—পঞ্চম মানের কথা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্ত ভব-ভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥

—শ্লোক ব্যাখ্যা-মুখে বলিলেন, ভবভীত—সংসার-পীড়িত—ত্রিতাপদগ্ধ ব্যক্তিগণ বেদ পড়ুন, পড়ুন; স্মৃতি পড়ুন, পড়ুন; মহাভারত পড়ুন, পড়ুন; তাঁহারা স্ব-স্বজনকে তাঁহার ঐশ্বর্য্যাবরণে আবৃত করিয়া ঐশ্বর্য্যের উপাসক হন, হউন; কিন্তু ঐশ্বর্য্যাবরণকে অকিঞ্চিৎকর জানিয়া—বুঝিয়া—মাধুর্য্য-দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া মাধুর্য্যময় বিগ্রহ তাঁহার নিজ-স্বরূপে পঞ্চম মুরলী-তানের মূর্চ্ছনা প্রকাশ করিয়াছেন, গোপীগণ তাহাতেই আকৃষ্ট। শ্রীকৃষ্ণের সেই তুরীয়াতীত পঞ্চম মুরলীরবে যে গোপীগণের চিত্ত আকৃষ্ট, তাঁহাদের অনুগামিগণেই বৃন্দাবন-পরিক্রমার অভিসার করেন—কৃষ্ণানুসন্ধান করিতে করিতে বন-ভ্রমণ করেন—শ্রীরাসস্থলীতে দৌড়ান—কখনও বা শ্রীরাধানাথের সহিত শ্রীরাধারাণীর মিলন করাইবার জন্য শ্রীরাধার কিঙ্করী অভিমানে শ্রীরাধাকুণ্ডে ধাবিত হন। তাঁহাদের সম্ভোগে বিপ্রলম্ভেরই উদয় হয়—আত্মসুখ-বাসনা তাঁহাদের নাই—কৃষ্ণ কিসে সুখী হইবেন, কোটি ইন্দ্রিয়ে ইহাই তাঁহাদের সহজ-সমাধি।

শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত হইয়া নীলাচলে প্রাকৃত অলঙ্কার-শাস্ত্র, কাব্যপ্রকাশ ও সাহিত্যদর্পণের শ্লোকটি গান করিতেন,—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়া কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥

অর্থাৎ যিনি কৌমার-কালে রেবানদীর তীরে আমার চিত্ত-বিত্ত হরণ করিয়াছিলেন, তিনিই আমার এখন কান্ত হইয়াছেন; সেই মধুমাসের রাত্রিও উপস্থিত, উন্মীলিত মালতী পুষ্পের সৌরভও আছে; কদম্ব-কানন হইতে বায়ুও মধুরভাবে বহিতেছে; সুরতব্যাপারলীলা-সাক্ষিকা আমি সেই নায়িকাও উপস্থিত; তথাপি আমার চিত্ত এই অবস্থায় সন্তুষ্ট না হইয়া রেবাতটস্থ বেতসীতরুতলের জন্য নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখে এই শ্লোক শুনিয়া হয় ত' প্রাকৃত-সহজিয়াগণ বাহ্য লোকাচারে মনে করিত,—মহাপ্রভু প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার কথা আলোচনা করিতেছেন। মহাপ্রভু বাহ্য লোকদিগকে ভোগা দিতেন—তাঁহার অন্তরের ভাব

উহারা জানিত না—একমাত্র মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীস্বরূপ-দামোদরই মহাপ্রভুর অন্তর জানিতেন—মহাপ্রভু কেন ঐ শ্লোক পাঠ করেন, তাহা বুঝিতেন ; আর বুঝিতেন —শ্রীরূপ। তাই প্রাকৃত আলঙ্কারিকের সেই শ্লোকটির যে তাৎপর্য্য মহাপ্রভু আস্বাদন করেন, তাহা শ্রীরূপ অপ্রাকৃত ভাষায়—অপ্রাকৃত ছন্দে প্রকাশ করিয়া মহাপ্রভুর হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করিয়া দিলেন,—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাঽহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥

হে সহচরি, আমার প্রিয়তম কৃষ্ণ আজ কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছেন সত্য, আর আমিও সেই রাধা সত্য, আমাদের মিলনসুখও তাই বটে ; তথাপি বৃন্দাবনের বন-মধ্যে লীলা-লাস্যবিলাসী মুরলীর পঞ্চম তানে আনন্দবন্যা-বাহী যমুনা-পুলিন-বনের জন্য আমার উৎকণ্ঠা হইতেছে।

"কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি"—সম্ভোগে বিপ্রলম্ভের স্ফূর্ত্তি ; হে কৃষ্ণ! কুরুক্ষেত্রে তোমার দেখা পাইলেও হাতী, ঘোড়া, রথ, রাজদণ্ড, রাজপোষাক, বহু লোক-জন, সারথী, অনুচর প্রভৃতির নিকট হইতে তোমাকে উদ্ধার করিয়া তোমার প্রিয় বৃন্দাবিপিনের কুসুম, কিসলয়, কদম্ব, যমুনাপৈকত, ময়ূর, গাভী প্রভৃতির নিকট তোমাকে লইয়া যাইব।

'পঞ্চম-তান' অর্থে—তুরীয়াতীত পঞ্চম মান (Fifth dimension—Infinite dimensions) কৃষ্ণের বংশীর পঞ্চম তান একই সঙ্গে পঞ্চপ্রকার রসিকগণকে তাঁহাদের স্ব-স্ব অধিকারোচিত সেবায় আকর্ষণ করিতেছে। গো, বেত্র, বেণু, যমুনা, যমুন-পুলিন, কদম্ব, বংশীস্বনে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণসেবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন ; বংশী স্বয়ং কৃষ্ণের অধরামৃত-সংযুক্ত আকর্ষণে—নিজ-রবে নিজেই আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণসেবার জন্য ব্যাকুল হইতে ব্যাকুলতর হইয়া পড়িয়াছেন ; কৃষ্ণ উত্তরগোষ্ঠ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন ; বংশীরব শুনিয়া রুরুক, চিত্রক, পত্রক কৃষ্ণের পদধৌতির জলদানের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন ; সখাগণ বংশীরবে তাঁহাদের স্ব-স্ব সেবাধিকারে আকৃষ্ট ও ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন ; নন্দ-যশোদা কৃষ্ণকে স্ব-স্ব অধিকারোচিত বাৎসল্য-সেবা করিয়া পরোক্ষে বংশীবটবিহারী গোপীনাথের সেবার আনুকূল্য ও আজ্ঞাই বিধান করিতেছেন, কাজাগণ বংশী-ধ্বনি-শ্রবণে সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ-সুখার্থ কৃষ্ণাভিসারে ধাবিত হইয়াছেন। এতৎসম্পর্কে শ্রীল প্রভুপাদ—

শ্রীমদ্বৃন্দাবনস্থো বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥

—শ্লোকটি ব্যাখ্যা করেন। গোপীর মন—বৃন্দাবন, প্রাকৃত ব্যক্তিগণের ন্যায় আত্মভোগপর মনোধর্ম্মের ক্রীড়া-ভূমি নহে ; তাহা কৃষ্ণের প্রেমঃ ক্রীড়াভূমি—

আমের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি' জানি।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন, সহজিয়াগণ কুব্জতত্ত্ব গানের (?) পর গোঁসাগান (?) করিয়া বাড়ী চলিয়া যান—স্ত্রী-পুত্র-প্রতিপালনে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু আমাদের প্রণালী তাহা নহে। পরম কৃষ্ণপুরুষগণ নিশান্ত লীলা হইতে আরম্ভ করিয়া নিশান্ত লীলায় লইয়া যান।

১৯শে কার্ত্তিক, ১৪ই নভেম্বর শুক্রবার একাদশী ; লক্ষ্ণৌ "পাতিয়ালা-ভবন"। যাত্র ভোর হইয়াছে, তখনও সূর্য্য-দেব উদয়াচলে পূর্ণভাবে উদিত হন নাই। শ্রীল প্রভুপাদ আমাকে ডাকিয়া বলিলেন যে, একটা প্রবন্ধ লিখিতে হইবে, বিষয়—"অর্ব্বাচীনতা ও পরীচীনতা" ; তৎসম্বন্ধে অনেকগুলি সূত্রও শ্রীল প্রভুপাদ কৃপা-পূর্ব্বক প্রদান করিলেন। তৎপরে লক্ষ্ণৌ মাটীকাটরা নিবাসী শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ পাঁড়ে-সহ হিউট্ রোডে "আর্য্য প্রিন্টিং ওয়ার্কসে" "ভাগবত" হিন্দিপত্র ছাপিবার জন্য যাওয়া হইল। অপরাহ্নে লক্ষ্ণৌ ব্যবস্থাপক সভার সেক্রেটারী ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীর অনেকে আসিয়া কীর্ত্তন শ্রবণ করিলেন।

২০শে কার্ত্তিক, ১৫ই নভেম্বর শনিবার লক্ষ্ণৌ পাতিয়ালা-ভবন হইতে সেবাশ্রমে শ্রীপাদ বন মহারাজ, শ্রীধরশ্রীর ব্রহ্মচারীজী, শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারীজী প্রভৃতি কয়েক মূর্ত্তি শ্রীপরমহংস মঠের উৎসবের আয়োজন করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে নৈমিষারণ্যে গেলেন। বেলা ১০টার ট্রেনে শ্রীপাদ ভক্তিবিজয়প্রভু, ভক্তিরঞ্জনপ্রভু, শ্রীজয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারীজী ও শ্রীযুক্ত অনাদিচরণ বিশ্বাস শ্রীনৈমিষারণ্যে

যাত্রা করিলেন। শ্রীপাদ বন মহারাজ প্রভৃতি পূর্ব্বাগত ভক্তবৃন্দ যাহারা ট্রেণে উঠিতে না পারায় স্টেশনেই ভক্তবৃন্দের সহিতই একসঙ্গে নৈমিষারণ্যে পৌঁছিবেন। সকলে শ্রীপাদ অধোক্ষজ প্রভুর ভবনে প্রসাদ-সম্মানাদি গ্রহণ করিলেন। কেবল 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "পাতিয়ালা-ভবনে" শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট থাকিলেন। প্রভুপাদের ভবনের পাইবার পর তিনি একটি প্রুফ দেখাইলেন অর্থাৎ শ্রীল প্রভুপাদ দেখিয়া ফেরৎ আনার নির্দ্দেশ দেওয়া হইল। শ্রীল সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারীকে "পাতিয়ালা-ভবনে" শ্রীপাদ অধোক্ষজ প্রভুর ভবন হইতে কিছিয়া আসিলে আমরা আউধ্ প্রিন্টিং ওয়ার্কসে "ভাগবত" পত্র ছাপাইবার জন্য সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলাম। তাহার, রাত্রে সেখানে অমাবস্যার প্রকাশিত হওয়ায় ফিরিয়া আসিব; আজ শনিবার, আগামী কল্য রবিবারে ছেপে বন্ধ, তারপর আগামী কলাই শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীনৈমিষারণ্যে শুভবিজয় করিবেন। অনেক চেষ্টা-সত্ত্বে এক ফর্ম্মা সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং আর এক ফর্ম্মা আংশিক প্রস্তুত হইয়া থাকিল, দ্বিতীয় ফর্ম্মার ম্যাটার কিছু কম পড়িল; সন্ধ্যাকালে শ্রীল প্রভুপাদ কৃপা-পূর্ব্বক "আউধ্ প্রিন্টিং ওয়ার্কসে" আসিয়া "ভাগবতে"র কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিলেন, "ভাগবতে"র প্রুফাদি প্রভৃতি দেখিলেন। আমরা শ্রীপাদ অধোক্ষজ প্রভুর সহিত রাষ্ট্রীকাট্রা গেলাম; সেখানে গিয়া আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইল না। আমিনাবাদায় হইয়া রাত্রি ১১টায় "পাতিয়ালা-ভবনে" ফিরিলাম।

২১শে কার্ত্তিক, ৮ই নভেম্বর, রবিবার; লক্ষ্ণৌ পাতিয়ালা-ভবন হইতে আমরা "ভাগবত" পত্রের কার্য্য সমাপ্ত [illegible] জন্য খুব প্রাতঃকালেই প্রেসে গেলাম। সে[illegible] ছুটী থাকিলেও আমাদের জন্য অধিক মজুরী দিয়া প্রেসের অবাক কাজ করাইলেন। প্রুফ-পত্রীকদের সঙ্গে-সঙ্গে থাকিয়া প্রুফ দেখিয়া দেওয়া হইল।

শ্রীল প্রভুপাদের আজ মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই নৈমিষারণ্য যাত্রা করিবার কথা। আমরা প্রেস হইয়া শ্রীপাদ অধোক্ষজ প্রভুর ভবনে আসিলাম। তথায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ "পাতিয়ালা-ভবন" হইতে আসিয়া পড়িয়াছেন, দেখিলাম। আমরা প্রসাদ সম্মান করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের মোটরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সহিত আরোহণ করিলাম। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সহিত মোটরে শ্রীপাদ অধোক্ষজ প্রভু, শ্রীপাদ পরমানন্দ প্রভু, শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদী-মোহনজী ও 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক। সদরবাজার হইতে মোটর-গাড়ীর চাকার বৈদ্যুতিক বায়ু পূর্ণ করিয়া এবং মোটরে তৈল লইয়া আমরা যাত্রা করিলাম। পথে হিউটরোডে "আউধ্ প্রিন্টিং ওয়ার্কসে" "ভাগবত" পত্র ছাপা শেষ হইল কি না, দেখিবার জন্য যাওয়া হইল; কিন্তু তখনও দ্বিতীয় ফর্ম্মা ও প্রচ্ছদপট ছাপা শেষ হয় নাই। অদ্য কাগজ অপরাহ্নের পূর্ব্বে পাওয়া যাইবে না বিচার করিয়া শ্রীপাদ অধোক্ষজ প্রভু তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লক্ষ্ণৌ হইতে আগামী কল্যকার ভোরের ট্রেনে কাগজ লইয়া নৈমিষারণ্য যাইবার জন্য আদেশ ও ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। মোটর প্রায় ১১-টায় লক্ষ্ণৌ হইতে রওয়ানা হইয়া অপরাহ্ণ ৪টার সময় নিমষার পরমরম্য মঠে উপনীত হইল। লক্ষ্ণৌ হইতে সীতাপুর ৪২ মাইল; সীতাপুর হইতে নিমষার ২০ মাইল। সীতাপুর হইতে নিমষারের রাস্তা নূতন হইয়াছে, বেশ ভাল রাস্তা। সর্ব্বদাই বহু 'বাস' যাত্রিগণকে লইয়া সীতাপুর হইতে নিমষারে গমনাগমন করিতেছে।

প্রদর্শনীর প্রসঙ্গ-পরিশিষ্ট

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংশিক্ষা-প্রদর্শনী-ঘরে ছোট হরিদাসের মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ভগবান্ আচার্য্যের আদেশে মাধবী দাসীর নিকট মহাপ্রভুর সেবার জন্য সূক্ষ্ম চাউল ভিক্ষা এবং মহাপ্রভু কর্ত্তৃক ছোট হরিদাসকে "প্রকৃতি-সম্ভাষা" বৈরাগীরূপে বর্জ্জন করিবার আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছিল। মাধবী মাতা মহাভাগবত, সমগ্র মহাপ্রভুর ভক্তের মধ্যে সাড়েতিনজন শ্রীমতীর গণের অন্যতমা। তিনি পরমা বৈষ্ণবী, তপস্বিনী এবং বৃদ্ধা।

তাঁহার নিকট হইতে তণ্ডুল ভিক্ষা করার অপরাধে শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্তৃক ছোট হরিদাস-বর্জনের সামঞ্জস্য কিরূপে হইতে পারে? যদি কেবল বৃদ্ধা তপস্বিনী, তদুপরি মহাভাগবত পরমা বৈষ্ণবীর নিকট হইতে অপর ভক্তের আবেশে মহাপ্রভুর সেবার্থ চাউল-ভিক্ষাই প্রকৃতি-সম্ভাষণের আদর্শ হয় এবং সেই আদর্শের উপর লক্ষ্য করিয়া ছোট হরিদাসকে পরিবর্জ্জন করিবার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়, তাহা হইলে ঐরূপ যুক্তির পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিতে হইবে। বৃদ্ধা হরিদাস বা ঠাকুর হরিদাস যুবতী বেশ্যাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, তিনবার বেশ্যা ঠাকুর হরিদাসের সম্মুখে উপবিষ্ট থাকিয়া নানাপ্রকার হাবভাব প্রদর্শন করিয়াছিল। তাহা হইলে উহাও কি স্ত্রী-সম্ভাষণের কক্ষায় গণিত হইবে? "প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত", যদি এই উক্তি প্রাকৃত সহজিয়াগণের মতানুসারে স্থূলভাবে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে ঠাকুর হরিদাসকে ছোট হরিদাস অপেক্ষা অধিকতর প্রকৃতি-দর্শনকারীর কক্ষায় বলপূর্ব্বক টানিয়া আনিবার ভীষণ অপরাধময়ী চেষ্টা হয় না কি?

প্রাকৃত-সহজিয়া সাহিত্যিক-সম্প্রদায় বলিবেন,—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ইতিহাসে স্পষ্ট উক্তি নাই যে, ছোট হরিদাস কোন প্রকার ভোগবুদ্ধিতে অন্তরালে অবস্থিতা কোন প্রকৃতির প্রতি তাকাইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকারের লেখনী যতই গম্ভীর ও কতক কতক স্থানে আবশ্যক-বোধে অবাক্। শ্রীচৈতন্যভাগবতকারের লেখনী তদপেক্ষা অধিকতর বাক্ ও সরলভাষায় প্রকাশিত। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বহির্ম্মুখ সন্তানগণের কথা শ্রীচরিতামৃতকার কিরূপ গম্ভীরভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ছোট হরিদাসের কথাও শ্রীচরিতামৃতকার সেইরূপ গাম্ভীর্য্যের সহিত বর্ণন করিয়াছেন। "প্রভু কহে,—বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ। দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥" ০ ০ ক্ষুদ্র জীব-সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া। ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি-সম্ভাষিয়া॥ ০ ০ প্রভু কহে,—মোর বশ নহে মোর মন। প্রকৃতিসম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন॥" "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্।" "প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত।"—প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা কি চরিতামৃতকার ভোগ-বুদ্ধিতে ছোট হরিদাসের প্রকৃতি-দর্শনের ইঙ্গিত প্রকাশিত করেন নাই? যদি অপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে কি কনকবৈরাগ্য ও কৃষ্ণার্থে ভোগ-ত্যাগ এক শ্রেণীর হইয়া পড়ে না? তাহা হইলে মায়াবাদি-সন্ন্যাসিগণের প্রকৃতি-দর্শনের বিচারকে আচার্য্য গোস্বামী ঠাকুর হরিদাসের উপর নিক্ষিপ্ত করা হয় না কি?

প্রাকৃত-সহজিয়া সাহিত্যিক-সম্প্রদায় হয় ত' বলিবেন,—আমরা যুক্তি বা সিদ্ধান্তের দিক দিয়া যাইব না। কিন্তু ইহা প্রাকৃত-সহজিয়া সম্প্রদায়ের অসৎসঙ্গ বা স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীকে সমর্থন করিবার অন্তর্নিহিত অভিসন্ধিকেই উন্মুক্ত করিয়া দেয়। স্ত্রীসঙ্গীকে সমর্থন করিবার চেষ্টা-দ্বারা নিজদিগের স্ত্রীসঙ্গরূপ অবৈষ্ণব-আচার সমর্থনকল্পে যে-সকল কপটতা প্রাকৃত সহজিয়া সাহিত্যিক-সমাজে উপস্থিত হইয়াছে, শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ, নিরপেক্ষ, অপ্রাকৃত সাহিত্যিক-সম্প্রদায় তাহা ধরাইয়া দেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কোন আচরণ বা শিক্ষা ভক্তিসিদ্ধান্ত হইতে বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত হইতে পারে না। শ্রীচৈতন্যলীলার সাহিত্য-সমূহ—সিদ্ধান্তেরই পরিভাষা ও অভিব্যক্তি।

প্রাকৃত-সহজিয়া সাহিত্যিক বলিবেন,—যাঁহারা অদ্য প্রভুর সমস্ত ভক্ত এবং পরমানন্দপুরী গোস্বামী পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর নিকট অনুরোধ করিতে যান, তাঁহার আদর্শে কখনও ভোগ-বুদ্ধিতে স্ত্রী-সম্ভাষণের কোন প্রসঙ্গ থাকিতে পারে না। "দ্বিতীয়তঃ স্বয়ং স্বরূপ-দামোদর প্রভু যাঁহার সম্বন্ধে মহাপ্রভুকে অনুরোধ করিয়াছেন, যিনি ত্রিবেণীতে দেহত্যাগ করিবার পর দিব্য দেহে অলক্ষ্যে মহাপ্রভুর নিকট কীর্ত্তন-গান-সেবা করিয়াছিলেন, সেই ছোট হরিদাসের পক্ষে ভোগ-বুদ্ধিতে স্ত্রী-সম্ভাষণ অসম্ভব। যাঁহারা পূর্ব্বে যুক্তির অনাবশ্যকতা বোধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিজ-পক্ষ-সমর্থনার্থ পরবর্ত্তিকালে তাঁহাদের স্ব-পক্ষ সমর্থনের কোষ হইতে উপরি-উক্ত যুক্তিঅস্ত্রগুলি বাহির করিলেও তাঁহারা "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্"—এই মহাপ্রভুর উক্তি-দ্বারা সারগ্রাহিকী নিরপেক্ষতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পণ্ডিতোদ্ধারণ ভক্তগণ কোন পতিত ব্যক্তিকে পুনরায় সেবায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রভুর চরণে বা কৃষ্ণের চরণে বিজ্ঞপ্তি জানাইলেই সিদ্ধান্ত

করিয়া লইতে হইবে যে, পণ্ডিত ব্যক্তির পাণ্ডিত্য নাই, কিম্বা সেই পাণ্ডিত্যের তাৎপর্য্য ভক্তি! এরূপ যুক্তি প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজের মুখরোচক বটে; কিন্তু ইহা সিদ্ধান্তস্তরবিৎ সুধী সমাজের যুক্তি নহে। সকল ভক্ত মিলিয়াই মহাপ্রভুর নিকট একবাক্যে বলিয়াছিলেন যে, ছোট হরিদাস অপরাধ করিয়াছে, তবে "এবে শিক্ষা হৈল না করিবে অপরাধ,"—ভবিষ্যতে আর অপরাধ করিবে না। সুতরাং আপনি তাহাকে পুনরায় সেবায় নিয়োগ করুন। একদিন ছোটহরিদাস স্ত্রীলোকগণের প্রলোভনে পতিত বৈরাগী কালাকৃষ্ণদাসকেও শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু পুনরায় মহাপ্রভুর সেবায় নিয়োগের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইবে না যে, কালাকৃষ্ণদাস স্ত্রীর প্রলোভনে পতিত হন নাই। ভোগ-বুদ্ধিতে স্ত্রী-দর্শন বা যোষিৎ-দর্শনই মহাপ্রভুর শিক্ষায় 'প্রকৃতি-দর্শন'—তাহা 'বিষভক্ষণ হইতেও অসাধু'। নীলাচলে শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে জনৈকা উড়িষ্যা স্ত্রীর শ্রীজগন্নাথ-দর্শনের তন্ময়তাকালে গরুড়স্তম্ভের নিকট দণ্ডায়মান শ্রীহরিদাসপ্রভুর স্কন্ধে পদস্থাপন কিংবা দেবদাসীর মুখে শ্রীগীতগোবিন্দের গান শ্রবণ করিয়া অর্দ্ধবাহ্যদশায় মহাপ্রভুর তৎপ্রতি ধাবন, শ্রীল রায় রামানন্দের কৃষ্ণের সন্তুষ্টির জন্য দেবদাসীর দেহ-তুল্যাদি বিধান, ঠাকুর হরিদাসের দেহান্তে হরিকীর্ত্তন-শ্রবণে সুযোগপ্রদান প্রভৃতি দৃষ্টান্তসমূহ যোষিৎসঙ্গ বা প্রকৃতি-দর্শনের উদাহরণ নহে। কেন না, ঐ সকলের কোনটিই আত্মভোগবুদ্ধিমূলে সঙ্গত ব্যাপার নহে, প্রত্যেকটী কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-তাৎপর্য্যময়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকারের গম্ভীর বাক্যের তাৎপর্য্য একমাত্র গৌরকৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ শ্রীচৈতন্যভাগবতগণই বুঝিতে পারেন। সাধারণ সাহিত্যিক বা ঐতিহাসিকগণ পদ্যের পদ, ছন্দ, শব্দবিন্যাস, পাঠান্তর, ইতিহাস প্রভৃতি লইয়া ঘাটিয়া মস্তক আলোড়ন করিতে করিতে উহাদের বাহ্য আবরণে আবৃত হইয়া স্ব-স্ব অসদাচার, যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গজ শৃঙ্গারসমূহকে সমর্থন করিবার অন্তর্নিহিত নৈসর্গিকী বহির্ম্মুখিনী প্রবণতাবশতঃ অপ্রাকৃত ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ শাস্ত্রকারের গূঢ় ও অবাঙ্ মনসগোচর অর্থ হৃদয়ঙ্গম ও ধারণা করিতে না পারিয়া বৈরাগ্যের অধিকতর বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে। এজন্যই শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভু ও শ্রীল মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৩১)

বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন।

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১০।১১৩)

শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক-সমিতি

উত্তরবঙ্গে শুদ্ধভক্তি প্রচার

বর্ত্তমান যুগাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আদেশক্রমে, গত ১৯শে আশ্বিন (১৩৩৮) তারিখে দেওয়ানগঞ্জ মডেল স্কুল-প্রাঙ্গণে এক মহতী সভায় উত্তরবঙ্গবাসী সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের আন্তরিক আহ্বানে উত্তরবঙ্গে শুদ্ধভক্তি প্রচারোদ্দেশ্যে "শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সেবক-সমিতি" নামে একটী আলোচনা-কেন্দ্র, বিগত ৬ই কার্ত্তিক ঊর্দ্ধাম্নায়ের দিনে দেওয়ানগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপা-পাত্র শ্রীপাদ কল্যাণকল্পতরু ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন মহাশয় সমিতির নামটী প্রকাশ করিয়াছেন। সমিতির উদ্বোধন-উপলক্ষে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী মহাশয়ের নেতৃত্বে এক বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন বাহির হয়। প্রায় দেড় সহস্রাধিক লোক নগর-সংকীর্ত্তনে যোগদান করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। উত্তরবঙ্গে এইরূপ নগর-সংকীর্ত্তন এই প্রথম। সকলেই অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করেন।

কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী মহাশয় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্ম—"কলিতে শ্রীনামসংকীর্ত্তনই পরমোপায়" বিষয়ে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা

করেন। সন্ধীর্ত্তনাগ্রহে হরিকীর্ত্তনামৃত ও মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত সুরমুনি-বন্ধু দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত গুরুদেব দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সেন, শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ রায় বর্ম্মন, শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় ও শ্রীযুক্ত নরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ভক্ত ও সঙ্ঘানুসন্ধিৎসুগণের সেবা-চেষ্টা প্রশংসনীয়।

ঊর্জ্জব্রতের একমাস শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক-সমিতিতে উষার মঙ্গল-আরতি, উষঃকীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ এবং সন্ধ্যায়—সন্ধ্যারাত্রিক, শ্রীনামকীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ হইয়াছিল।

বাণী-সেবক-সমিতিতে প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবারে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন এবং প্রতি পূর্ণিমায় নগর-সংকীর্ত্তন ও বক্তৃতা হইতেছে। তদ্ব্যতীত স্থানান্তরে কীর্ত্তন, পাঠ, বক্তৃতাদি করিবার জন্য সমিতির সেবকগণ সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছেন।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক-সমিতির
সেবকবৃন্দ

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসব সমাপ্তি

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক-ঊর্জ্জব্রত-মহোৎসব প্রত্যহ শ্রীগ্রন্থ-পাঠ, গৌরবিহিত সংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-বিতরণমুখে বিশেষ সমারোহ ও সাফল্যের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-মনোহভীষ্ট-প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামিপাদগণের অন্যতম শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ প্রমুখ স্বামিপাদগণ, শ্রীমঠবাসী ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থ এবং ঢাকাবাসী গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে ঢাকানগরীকে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর উচ্চ কীর্ত্তন-মহারোলে মুখরিত করিয়া বহু জীবের সেবোন্মুখতা আনয়ন করিয়াছেন। ঢাকাবাসী সেবাপরায়ণ গৃহস্থ ভক্তগণের অন্যতম শ্রীপাদ জগদ্গোবিন্দ দাসাধিকারী (শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়), ঢাকা মনোমোহন সেবের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিরাজ মোহন দে ভক্তিভূষণ ও শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দে মহোদয়গণের অক্লান্ত অকপট সেবা-চেষ্টা অতীব প্রশংসনীয় ও আদর্শস্থানীয় হইয়াছে।

২৪শে কার্ত্তিক (১৩৩৮) মঙ্গলবার দিবস শ্রীমঠে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব বিপুল সমারোহ ও কৃতকার্য্যতার সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিবিধ সুবর্ণালঙ্কার, বৈদ্যুতিক আলোক, পতাকা ও মাল্যিকা-দ্বারা শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীমঠভবন অতি মনোরমভাবে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। মঠসেবকগণ ৩৪শতেরও অধিক প্রকার ভোগ্য-দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া শ্রীশ্রীগিরিধারীর সমক্ষে স্তূপীকৃতভাবে সাজাইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি-নেমি মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতপ্রভুর দান ও শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব-বিষয়ে সুসংকর্ষ-সমন্বিত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

ঢাকা নগরীর পাঁচশতেরও অধিক বিশিষ্ট ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ এই অন্নকূট-মহোৎসবে যোগদান করিয়া বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন। এই প্রকার বিরাট অন্নকূট-মহোৎসব ঢাকা নগরীতে অভিনব, ইহা দর্শক-মাত্রেই স্বীকার করিয়াছেন।

৬ই অগ্রহায়ণ (১৩৩৮) রবিবার দিবস সাধারণ মহানহোৎসব বিশেষ সফলতার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীমঠ-ভবন বৈদ্যুতিক আলোক, পতাকা-দ্বারা সুসজ্জিত এবং বিবিধ পুষ্পমালিকা ও বহু মূল্যবান অলঙ্কার ও জহরতাদির দ্বারা শ্রীবিগ্রহ সুশোভিত করা হইয়াছিল। শ্রীমঠ-ভবন-সমক্ষে একটী সুবিস্তৃত মঞ্চও প্রস্তুত হইয়াছিল। ঢাকা নগরীর এবং সহরতলীর বিভিন্ন

স্থান হইতে নূনাধিক দশ সহস্র ভক্তমণ্ডলী, ভদ্রলোক ও গণ্যমান্য লোক এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীমঠের বৈষ্ণবগণ সকলকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যা রাত্রি পর্য্যন্ত উপস্থিত সকলকেই বিভিন্ন মহাপ্রসাদ-দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল। শ্রীমঠের বৈষ্ণবৃন্দ, বিশেষতঃ ত্রিদণ্ডিস্বামি-পাদগণের ঐকান্তিক যত্ন ও সেবা-চেষ্টায় এই মহামহোৎসব সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

চয়ন

শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার-বার্ত্তা

৩১শে অক্টোবর (১৯৩১) মঙ্গলবার তারিখের লক্ষ্ণৌর সুপ্রাচীন ও সুবিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক "The Indian Daily Telegraph" পত্রে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য-সহিত নিম্নলিখিত সংবাদটি সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত হইয়াছিল,—

PARAMHANSA SARASWATI GOSWAMIJI ARRIVAL AT LUCKNOW

Paramahansa Saraswati Goswamiji arrived at Lucknow on the 31st last from Allahabad by motor with several of His learned disciples and has put up at the no. 4 Hope Road, Dilkhusa.

His Divine Grace is the present Head of the genuine Vaisnav Community of India. The very life of India had always been in her religion and really religion is the pulse of the whole animated kingdom. But in the midst of the variegated activities of the country, the diverse movements of materialised world, the religious firmament was of late very sadly over-clouded by utter non-godly feelings. His Divine Grace has very kindly hoisted the sheeny banner of true theism before the present world to save the fallen creatures of the world from their hasty jump into the bottomless depth of materialism. Paramahansa Maharaj has already established several centres of theistic propaganda wherefrom theistic education is imparted to the honest seekers with free board and lodging: able preachers of ideal character are sent round the world by His Grace to offer practical training to all irrespective of any caste, creed or community. Srila Goswami Maharaj has revived many forgotten sacred places of great concern with the religion of all souls; Saraswati Goswami Maharaj is the greatest exponent of Vedanta Philosophy at the present time and has also commented on many Scriptural works in the devotional line. In short, His Grace is the living fountain-source of the knowledge of the Absolute.

Those who are desirous of receiving any true conception of the Absolute are invited to pay their respect to His Holiness everyday in the morning and evening at the above address. The detailed programme of Srila Goswamiji will soon be given to the public through this paper.

অনুবাদ

লক্ষ্ণৌতে পরমহংস সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শুভবিজয়

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ গত ৩১শে অক্টোবর তারিখে তাঁহার সুপণ্ডিত শিষ্যমণ্ডলীসহ এলাহাবাদ হইতে মোটরযোগে যাত্রা করিয়া লক্ষ্ণৌ নগরে শুভ বিজয় করিয়াছেন ও ৪নং হোপরোড, দিলখুশাস্থিত পান্থশালা প্রাসাদে অবস্থান করিতেছেন।

পরমহংস গোস্বামী মহারাজ বর্ত্তমান ভারতের শুদ্ধ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আচার্য্য। ধর্ম্মই ভারতের প্রাণ এবং প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মই সমগ্র জৈবজগতের প্রাণ। বিভিন্ন স্বার্থ-সঙ্ঘর্ষে ও বিভিন্ন জাগতিক চিন্তাস্রোতে নিমজ্জিত দেশ-মধ্যে যে সময় ধর্ম্মজগৎ নিরীশ্বর মতবাদে আক্রান্ত, সেই সময় পরমহংস গোস্বামী মহারাজ অতি দয়ার্দ্রচিত্তে তাঁহার শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মের অমরপতাকা বর্ত্তমান জগতের সমক্ষে

উত্তোলন করিয়া সমগ্র বিশ্বের পতিত জীবকুলকে গভীর জড়ভোগ-পূর্ণা হইতে উদ্ধার-কল্পে ভারতের বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। এই সকল কেন্দ্রে সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণকে বাসস্থান ও আহার্য্যসহ শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম-সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। পরমহংস গোস্বামী মহারাজ আদর্শ চরিত্রবান্ ও সুযোগ্য প্রচারকবর্গকে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রেরণ-পূর্ব্বক জাতিধর্ম্ম ও সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক লোককে শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম শিক্ষাপ্রদানের সুব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীল গোস্বামী মহারাজ বহু লুপ্ত তীর্থক্ষেত্র পুনরুদ্ধার করিয়া প্রতি জীবহৃদয়ে ধর্ম্মভাবের প্রেরণা দান করিয়াছেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর মহারাজ বর্ত্তমানে বেদান্ত-দর্শনের একমাত্র ব্যাখ্যা-কর্ত্তা। তিনি বহু ধর্ম্মগ্রন্থের ভক্তিব্যাখ্যামূলে টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। এক কথায় বর্ত্তমানে তিনিই পরম বাস্তব জ্ঞানের একমাত্র আচার্য্য।

যাঁহারা পরমতত্ত্ব অর্থাৎ বাস্তব সত্যের কথা জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে প্রত্যহ প্রাতে ও সায়াহ্নে উপরি-উক্ত ঠিকানায় পরমহংস গোস্বামী মহারাজকে দর্শন-জন্য আহ্বান করা যাইতেছে। পরমহংস গোস্বামী মহারাজের কার্য্যাবলীর বিস্তারিত বিবরণ এই পত্রিকায় শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রবণ-সম্বন্ধে

কল্যেকটি সাধারণ সাময়িকপত্র

(দৈনিক "ষ্ট্যাট্‌স্‌ম্যান" ১৪ই নবেম্বর ১৯৩১)

Viceroy impressed with Vaishnavism

His wish to hear kirtan songs

His Excellency Right Hon'ble Freeman Freeman Thomas Earl of Willingdon, G.M.S.I., G.C.M.G., G.M.I.E., G.B.E., Viceroy and Governor General of India has been pleased to receive very cordially His Holiness Swami B.H.Bon Maharaj, a disciple of His Divine Grace Paramahansa Sree Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, President of the Viswa Vaishnav Rajsabha, Head and Founder of Sri Chaitanya Math of Sridham Mayapur (Old Nawadwip) Nadia, Bengal, to-day the 14th November at 12 noon in the Viceregal Lodge, New Delhi.

The Swamiji garlanded His Excellency who received the same with great delight and reverence. Next His Excellency accepted in his hand flowers and sandal paste as kind blessings from the Guru Maharaj of Swamiji. The Viceroy very earnestly enquired repeatedly much about the Paramahansa Maharaj whose blessings were highly valued by His Excellency. His Excellency also kindly put many questions about Srila Thakur Bhaktivinode, the Founder of the Mission for propagating Pure Devotion and Universal Love as expounded by Sree Chaitanya Mahaprabhu. His Excellency, Lord Willingdon wistfully listened to the Swamiji describing the various beneficent activities of the Gaudiya Math, which is the preaching centre of Sree Chaitanya Math of Sridham Mayapur, Nadia.

After a patient hearing for over half an hour His Excellency said that His Excellency's religion appeared to be identical with that of the Swamiji's and asked if the Swamiji was a Christian. The Swamiji declared himself to be a greater and more extended Christian. The Viceroy wanted to know how Swamiji's religion could be greater Christianity. Thereupon the Swamiji explained to His Excellency the successive stages of theism and its perfection in the Vaishnavism which the Swamiji followed and next showed the superiority of the conception of Friendhood, Sonhood, and consorthood of Godhead as incorporated in Swamiji's Vaishnavism over the conception of Fatherhood of Godhead of the Christians.

Next the fivefold relationship of service to Godhead as conceived and practised in Gaudiya Vaishnavism related by the Swamiji touched the heart of His Excellency who very highly appreciated it.

Viceroy to hear kirtan songs

At the close of the discourse His Excellency wished to listen to *Kirtan* songs by the Brahmacharies of the Mission in the Viceregal Lodge at a suitable time as may conveniently be appointed hereafter.

The Swamiji delivered to His Excellency some publications of the mission, as presentations of His Divine Grace Paramahansa Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, the Spiritual Preceptor of the Swamiji. His Excellency very thankfully accepted them and promised to preserve carefully and peruse with much pleasure.

Before leaving the Swamiji heartily thanked His Excellency for the kind interview and patient hearing given by His Excellency who assured whole-hearted sympathy and support for the noble activities of the Gaudiya Math.

অনুবাদ

বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি বড়লাট বাহাদুরের সহানুভূতি

কীর্ত্তন-শ্রবণে বড়লাট বাহাদুরের ঔৎসুক্য

গত ১৪ই নভেম্বর (১৯৩১) তারিখে মধ্যাহ্ন ১২ঘটিকার সময় ভারতের মহামান্য বড়লাট বাহাদুর লর্ড উইলিংডন বঙ্গদেশের নদীয়া জেলার অন্তর্গত শ্রীধাম-মায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ)-স্থিত শ্রীচৈতন্যমঠের আচার্য্য ও প্রতিষ্ঠাতা এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পারমহংস্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শিষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজকে নিউ দিল্লীতে ভাইস্‌রেগাল্ লজে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

স্বামিজী মহারাজ বড়লাট বাহাদুরের গলদেশে পুষ্পমালা অর্পণ করিলে বড়লাট বাহাদুর তাহা বিপুল সম্মান ও আনন্দের সহিত গ্রহণ করেন। বড়লাট বাহাদুর স্বামিজীর হস্ত হইতে তাঁহার গুরু মহারাজ-প্রেরিত কৃপাশীর্ব্বাদ-স্বরূপ সচন্দনপুষ্প সসম্মানে গ্রহণ করেন। বড়লাট বাহাদুর পুনঃ পুনঃ পরমাগ্রহ-সহকারে পরমহংস মহারাজ-সম্বন্ধে নানাবিধ সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি ও সার্ব্বজনীন গৌরধর্ম্ম-প্রচার-ব্রত এই মিশনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-সম্বন্ধে বড়লাট বাহাদুর অনেক প্রশ্ন করিলেন। তিনি পরম আনন্দ-সহকারে ও ঔৎসুক্যের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্যতম শ্রীধাম-মায়াপুরে অবস্থিত আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচার-কেন্দ্র কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যান্য প্রকার প্রচার-কার্য্যের বিবরণ স্বামী মহারাজের নিকট হইতে শ্রবণ করিলেন।

বড়লাট বাহাদুর অর্দ্ধ ঘণ্টারও অধিক-কাল স্বামি মহারাজের নিকট হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিভিন্ন কার্য্যাবলীর বিষয় গভীরভাবে শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিজ-মত স্বামী মহারাজের মত-মতের সহিত একই প্রকার,—এরূপ অনুমান করিলেন এবং স্বামিজী খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে স্বামিজী নিজকে গঠিত খৃষ্টধর্ম্ম অপেক্ষা পরমোদার ও বৃহত্তর খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন। বড়লাট বাহাদুর সেই ধর্ম্ম কি প্রকারে খৃষ্টধর্ম্ম অপেক্ষা বৃহত্তর, তাহা জানিতে চাহিলে স্বামী মহারাজ আত্মিকের বিভিন্ন স্তর ও বৈষ্ণবধর্ম্মে তাহার চরমোন্নতির বিষয় বিবৃত করিলেন এবং খৃষ্টধর্ম্মে ভগবানের পিতৃত্ব অপেক্ষা স্বামিজীর বৈষ্ণবধর্ম্মের সখ্য, নন্দনন্দন, গোপীজনবল্লভত্বে ভগবত্তত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিলেন।

অতঃপর স্বামী মহারাজ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মে পরমতত্ত্বের পঞ্চত্বে সেবার বিষয় বিবৃত করিলে বড়লাট বাহাদুরের হৃদয়স্পর্শী হওয়ায় তিনি তাহা গভীরভাবে উপলব্ধি করিলেন।

আলোচনা-সমাপনান্তে বড়লাট বাহাদুর তাঁহার ভাইস্‌রেগাল্ লজে শ্রীগৌড়ীয়মঠের ব্রহ্মচারিবৃন্দের কীর্ত্তন-গান শ্রবণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এইজন্য অতঃপর সুবিধামত দিন স্থির হইবে।

স্বামিজী মহারাজ তাঁহার শ্রীগুরুদেব ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-প্রণত শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত কতিপয় ভক্তিগ্রন্থ উপহার-স্বরূপ বড়লাট বাহাদুরকে প্রদান করেন। বড়লাট বাহাদুর পরম আনন্দ ও আন্তরিক ধন্যবাদের সহিত উক্ত গ্রন্থাবলী গ্রহণ করেন এবং গ্রন্থগুলি সযত্নে রক্ষা ও আনন্দের সহিত পাঠ করিবেন বলিয়াছেন।

বিদায়-গ্রহণের পূর্বে মহারাজ বড়লাটের অনুমতি-পূর্বক সাক্ষাৎদান ও সহিষ্ণুতার সহিত তাঁহার বক্তব্য বিষয় শ্রবণ-জন্য স্বামিজী মহারাজ মহামান্য বড়লাট বাহাদুরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বড়লাট বাহাদুর শ্রীগৌড়ীয় মঠের সাধু-কার্য্যাবলীর প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ও সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

(দৈনিক "বঙ্গবাসী" ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮)

শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও ভারতের বড়লাট বাহাদুর

গত ১৪ই নভেম্বর (১৯৩১) মধ্যাহ্ন ১২ ঘটিকার সময় ভারতের মহামান্য বড়লাট বাহাদুর লর্ড উইলিংডন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজকে নয়া দিল্লীর লাট-প্রাসাদে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

স্বামিজী মহারাজ তাঁহার গুরু মহারাজ পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের প্রেরিত আশীর্ব্বাদী পুষ্প চন্দন বড়লাট বাহাদুরকে প্রদান করিলে বড়লাট বাহাদুর পরমহংস মহারাজের বিষয় ও এই মিশনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন করেন।

এই মিশনের প্রচার-কেন্দ্র শ্রীগৌড়ীয় মঠের অশেষ প্রকার প্রচার-কার্য্যের বিবরণ-সম্বন্ধে স্বামিজী মহারাজ বড়লাট বাহাদুরকে প্রায় আধঘণ্টাকাল বুঝাইয়া দেন এবং তাহা শ্রবণের পর বড়লাট বাহাদুর বিশেষ প্রীতির সহিত এই মিশনের ব্রহ্মচারীদিগের কীর্ত্তন গান শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। স্বামিজী মহারাজ বড়লাট বাহাদুরকে পরমহংস মহারাজ-প্রেরিত কতিপয় গ্রন্থ প্রদান করিলে বড়লাট বাহাদুর এই মিশনের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

("আনন্দবাজার" পত্রিকা ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮)

শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও বড়লাট বাহাদুর

গত ১৪ই নভেম্বর (১৯৩১) বেলা ১২ ঘটিকার সময় ভারতের বড়লাট বাহাদুর লর্ড উইলিংডন নদীয়া জেলার অন্তর্গত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম সন্ন্যাসী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজকে নয়াদিল্লীর লাট-প্রাসাদে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

স্বামিজী মহারাজ তাঁহার গুরুদেব শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-প্রেরিত আশীর্ব্বাদী পুষ্প-চন্দন বড়লাট বাহাদুরকে প্রদান করিলে তিনি অতি আগ্রহের সহিত পরমহংস মহারাজের ও এই মিশনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিষয় বহু প্রশ্ন করেন।

বড়লাট বাহাদুর শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচার কেন্দ্র শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিভিন্ন কার্য্যাবলীর বিষয় স্বামিজী মহারাজের নিকট হইতে শ্রবণ-পূর্ব্বক তাঁহার ধর্ম্ম-মত স্বামিজী মহারাজের ধর্ম্ম-মতের সহিত একই প্রকার অনুমান করিয়া স্বামিজী খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে স্বামিজী নিজকে প্রচলিত খৃষ্ট ধর্ম্ম অপেক্ষা পরম উদার ও বৃহত্তর খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া জ্ঞাপন করেন। অতঃপর স্বামিজী মহারাজ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পরম তত্ত্বের বিষয় বিবৃত করিলে তাহা বড়লাট বাহাদুর শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রবণ করেন। আলোচনার পর বড়লাট বাহাদুর এই মিশনের ব্রহ্মচারিগণের কীর্ত্তন শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। স্বামিজী বড়লাট বাহাদুরকে কতিপয় ভক্তিগ্রন্থ উপহার প্রদান করিলে তিনি উহা সাদরে গ্রহণ করেন ও পাঠ করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেন। লাট-প্রাসাদ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে স্বামিজী মহারাজ বড়লাট বাহাদুরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে বড়লাট বাহাদুর শ্রীগৌড়ীয় মঠের সাধুকার্য্যাবলীর সহায়তা করিবেন, বলেন।

("ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা" দিল্লী-সংস্করণ ১৮ই নভেম্বর ১৯৩১)

Gifts for Viceroy

His Excellency the Viceroy received very cordially His Holiness B. H. Bon Maharaj, a disciple of His Divine Grace Paramahansa Sree Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, President of the Viswa Vaishnav Rajsabha, Head and Founder of Chaitanya Math of Sridham Mayapur (Old Nabadwip) Nadia, Bengal, at the Viceregal House recently. The Swamiji garlanded His Excellency and presented

him with flowers and sandal paste from the Guru Maharaj of Swamiji.

The Viceroy took a great interest in the Paramahansa Maharaj and after a hearing lasting half an-hour expressed a wish to listen to sankirtanam by the Brahmacharies of the Mission in the Viceregal Lodge at a later date. The Swamiji delivered to His Excellency some publications of the Mission.

অনুবাদ

বড়লাট বাহাদুরকে উপহার

বাঙ্গালার নদীয়া জেলার অন্তর্গত শ্রীধাম-মায়াপুরের (প্রাচীন নবদ্বীপের) শ্রীচৈতন্য-মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য এবং বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শিষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজকে মহামান্য বড়লাট বাহাদুর তাঁহার সাইন্‌রেগাল লাউঞ্জে সম্প্রতি বিশেষ সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। স্বামিজী বড়লাট বাহাদুরের গলদেশে পুষ্পমালা প্রদানান্তর তদীয় গুরুমহারাজের নিকট হইতে প্রাপ্ত আশীর্ব্বাদী পুষ্পচন্দন বড়লাট বাহাদুরকে অর্পণ করেন।

বড়লাট বাহাদুর পরমহংস মহারাজের বিষয় বিশেষ আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং অর্দ্ধঘণ্টাকাল স্বামিজীর নিকট হইতে শ্রবণের পর পরবর্ত্তিকালে সাইন্‌রেগাল লাউঞ্জে মিশনের ব্রহ্মচারিগণের সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন। মিশন হইতে প্রকাশিত কয়েকখানি ভক্তিগ্রন্থ স্বামিজী বড়লাট বাহাদুরকে উপহার প্রদান করেন।

(মাদ্রাজ "হিন্দু" পত্রিকা, ২১শে নভেম্বর, ১৯৩১)

H. E. Viceroy's interest in Gaudiya Math

His Excellency the Viceroy gave audience to His Holiness B. H. Bon Maharaj, a disciple of Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj President of the Viswa Vaishnav Rajsabha, Head and Founder of Sri Chaitanya Math of Sridham Mayapur, Nadia, Bengal, on the 14th instant. His Excellency was highly impressed with the discourses of the Swamiji on Vaishnavism. The Swamiji presented to His Excellency a garland, chandan paste and some publications of the Misson.

His Excellency, at the departure of the Swamiji, promised whole-hearted sympathy and support for the noble and selfless activities and propaganda work of the Gaudiya Math and expressed a desire to hear the kirtans on a suitable occasion.

অনুবাদ

শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতি মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের প্রীতি

গত ১৪ই নভেম্বর ১৯৩১ তারিখে শ্রীবিশ্বৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ এবং বঙ্গের নদীয়া জেলার অন্তর্গত শ্রীধাম-মায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠের আচার্য্য ও প্রতিষ্ঠাতা ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শিষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে স্বামিজীর নিকট বহু বিষয় শ্রবণ করিয়া বড়লাট বাহাদুর অত্যন্ত প্রীত হন। স্বামিজী বড়লাট বাহাদুরকে সচন্দন পুষ্পমালা এবং মিশনের কতকগুলি ভক্তিগ্রন্থ উপহার প্রদান করেন।

স্বামিজীর বিদায়কালে বড়লাট বাহাদুর গৌড়ীয় মঠের প্রচারকার্য্য ও ইহার বহু অপস্বার্থপূর্ণ অনুষ্ঠানাবলীর প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং যথা-সময়ে কীর্ত্তন গান শ্রবণে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের মহোৎসব

৪ই নভেম্বর ১৯৩১ তারিখের দৈনিক "অ্যাডভান্স" প্রয়াগ-শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠের মহোৎসব-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

Shree Rupa Gaudiya Math at Prayag

The third annual anniversary celebrations of the Math were held from the 27th to 30th Oct. at Allahabad. Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj delivered a most erudite lecture in Bengali on the subject of the religion of the Bhagabatam to a very large gathering

of the residents of Allahabad on the 30th evening in the Park opposite the Math in South Malaka, where the main function took place. His Divine Grace performed on the same afternoon the interesting ceremony of laying the foundation stone of Sree Rupa Gaudiya Math in the spacious grounds, situated on the junction of the Grand Trunk and Canning Roads, that have been recently purchased for the Math. Srijut Ganesh chandra Deb of Baikabagh has piously provided with the cost of the site of the Math which is situated in a prominent position on the route most frequented by pilgrims and residents.

Sree Rupa Gaudiya Math was situated as a branch of Sri Sri Chaitanya Math of Sridham Mayapur of His Divine Grace during the last Kumbha Mela. It is intended to be the centre of propaganda in the United Provinces of the religion of Universal Love taught by Shree Krishna Chaitanya Mahaprabhu to Sri Sri Rupa Goswami at the Dasaswamedha Ghat of Prayag in 1515 A. D. The practice of the function of unalloyed devotion was elaborated by Sree Rupa in his works i. e. Bhaktirasamrita-Sindhu and Ujjvala Nilmani in pursuance of the teachings of Sri Chaitanya by His Own command. Sri Rupa is the recognised source in the line of preceptorial succession of the spiritual authority of the present Acharyya, His Divine Grace Paramahansa Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Who is the tenth Acharyya in succession from Sri Rupa. Sri Rupa Gaudiya Math of Prayag seeks to associate the propaganda of the pure loving service of Shree Shree Radha-Govinda with the Holy Tirtha where the teaching was first delivered to the world.

অনুবাদ

প্রয়াগে শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ

গত ২৭শে অক্টোবর হইতে ৩০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এলাহাবাদ শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠের তৃতীয় বার্ষিক মহামহোৎসব বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সাউথ মালাকা রোডের শ্রীমঠের সম্মুখে বিস্তীর্ণ উদ্যানে ৩০শে অক্টোবর সন্ধ্যায় ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ এলাহাবাদবাসিগণের এক বিপুল জনতার সম্মুখে বাংলা-ভাষায় 'ভাগবতধর্ম্ম' সম্বন্ধে এক অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীল পরমহংস ঠাকুর সেইদিন অপরাহ্ণে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ও ক্যানিং রোডের মিলনস্থলে নব-নির্ম্মাণ-যোগ্য সম্প্রতি ক্রীত এক সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠের ভিত্তি-স্থাপন-মহোৎসব সম্পন্ন করেন। বাইকাবাগের পরমভাগবত শ্রীযুক্ত গণেশ চন্দ্র দেব মহাশয় শ্রীমঠের ভূমি ক্রয়ার্থ কৃপা করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবায় আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। এলাহাবাদবাসিগণের ও তীর্থযাত্রিগণের সর্ব্বদা যাতায়াতের রাস্তার উপর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—এমন স্থানে শ্রীমঠের ভূমি অবস্থিত।

গত কুম্ভমেলার সময় শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের শ্রীধাম-মায়াপুরের শ্রীচৈতন্য মঠের শাখাস্বরূপ শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে প্রয়াগের দশাশ্বমেধ-ঘাটে শ্রীরূপ গোস্বামীকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যে সার্ব্ব-জনীন প্রেমধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন, মুক্তপ্রবেশে সেই প্রেমধর্ম্ম প্রচারের কেন্দ্ররূপে এই মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। শ্রীল রূপপাদ শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশ ও শিক্ষানুসারে তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে অবি-মিশ্রা ভক্তির বিষয় বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বর্ত্তমান আচার্য্য রূপানুগ ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকা-চার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ শ্রী-পাদপদ্মের শ্রীল রূপগোস্বামী হইতে দশম অধস্তন। যে পবিত্র তীর্থভূমিতে সর্ব্বপ্রথম শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শুদ্ধা প্রেমসেবা-শিক্ষা জগতে প্রদত্ত হইয়াছিল, সেই পবিত্র তীর্থের সহিত সেই প্রেমভক্তি-প্রচার-কার্য্যের মিলন-জন্যই শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ উদ্যোগী হইয়াছেন।

(দিল্লী হইতে প্রকাশিত "হিন্দুস্থান টাইম্‌স্" পত্রিকা, ২৭শে নভেম্বর, ১৯৩১)

Religious Lectures in New Delhi

Under the auspices of Dharma-Juan-Bidhayini Harisabha of Simla a largely attended meeting was held in the Garudwara Hall, New Delhi, on the 22nd. instant to hear His Divine Grace Paramahansa Sri Srimad Bhakti Siddhanta

Saraswati Goswami Maharaj, the Founder of the Gaudiya Math, and its two stalwarts, His Holiness Tridandi Swami Bon Maharaj and Pandit Sundaranand Vidyavinode.

Lectures were delivered both in English and Bengali on "Devotion" (Bhakti), a subject rightly chosen as of perennial interest to all seekers of the Supreme Truth. The audience which was composed of adherents of almost all religious denominations, felt amply rewarded by receiving a rare exposition of the subject from His Divine Grace and His two eminent disciples. The meeting was graced at its start and conclusion by entrancingly sweet kirtan sung by the Bhaktas of the Math.

অনুবাদ

নিউদিল্লীতে পারমার্থিক বিষয়ে বক্তৃতা

বিগত ধর্মজ্ঞান-বিধায়িনী হরি-সভার পরিচালনায় গত ২২শে নভেম্বর তারিখে নিউ দিল্লীতে শুভযাত্রা করে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীমুখে এবং মঠের দুইটী স্তম্ভস্বরূপ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্তুদর বন মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয়ের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণ-জন্য একটী মহতী সভা আহূত হয়।

'ভক্তি'-বিষয়ে ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছিল। এই ভক্তিই পরম সত্যানুসন্ধিৎসুগণের নিত্য আনন্দবর্দ্ধক বলিয়া এই বিষয়টীই বক্তৃতার উপযুক্ত বিষয় বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। শ্রীল পরমহংস ঠাকুর মহাশয়ের ও তাঁহার উপযুক্ত শিষ্যদ্বয়ের মুখে ভক্তির অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া উপস্থিত বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শ্রোতৃবর্গ বিশেষ লাভবান হইয়াছেন। সভার আদি ও অন্তে মঠের ভক্তগণ-কর্ত্তৃক মধুর সংকীর্ত্তন হইয়াছিল।

নিমন্ত্রণ পত্র

ফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী লেন
বাগ্‌বাজার, কলিকাতা
১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৮

যথা-বিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন,—

আগামী ২৩শে অগ্রহায়ণ, ৯ই ডিসেম্বর বুধবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির-বাটী বাসরূপে পরমারাধ্যতম **শ্রীমৎ জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন শ্রৌতার্য্য** মহোদয়ের প্রথম বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব শ্রীমঠে সম্পন্ন হইবে। ঐ দিবস সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময় বিরহ-মহোৎসব-উপলক্ষে একটি সজ্জন-সভার অধিবেশনে কুসুমকুলবর্য্য মাননীয় বিচারপতি **শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়** এম্-এ, বি-এল্ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের সাধুতা ও কৃতিত্ব-বিষয়ে ঐ সভায় আলোচনা হইবে।

মহাশয় কৃপা-পূর্ব্বক সবান্ধবে সভায় যোগদান করিলে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পারিষদ্‌বর্গ সকলেই পরমানন্দিত হইবেন।

বিনীত

শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী)
শ্রীমিশিকান্ত দেবশর্ম্মা সান্যাল (ভক্তিসুধাকর এম্-এ)
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভাগবতরত্ন)
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকত্রয়।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে

শ্রীঊর্জ্জাব্রত ও শ্রীল গৌরকিশোর-বিরহোৎসব

বিগত ৬ই কার্ত্তিক (১৩৩৮) শুক্রবার শুক্লাদশীতিথি হইতে আরম্ভ করিয়া ৪ই অগ্রহায়ণ শনিবার বাঙ্গলী মহাবাদশী পর্য্যন্ত একমাসকাল কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠসেবকগণ ঊর্জ্জাব্রত পালন করিয়াছেন। মঠরক্ষক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর সুব্যবস্থায় প্রত্যহ উষঃকালে মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন, মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিক, শাস্ত্রালোচনামুখে সদাচার-শিক্ষা এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন—এইরূপ ভাবে অনুক্ষণ ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণের ভুবনমঙ্গলময় চরিত্র ও শিক্ষা শ্রবণ-কীর্ত্তনপ্রসঙ্গে এই ঊর্জ্জাব্রত-মহোৎসবটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইয়াছে।

৪ঠা অগ্রহায়ণ শুক্লপক্ষ উত্থানৈকাদশী-দিবস নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব উপলক্ষে অপরাহ্ণ ৪ঘটিকার সময় মঠসেবকগণ শ্রীগৌড়ীয় মঠের সুবিস্তৃত সারস্বত নাট্যমন্দিরে একটি উচ্চ কাষ্ঠাসনে শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের আলেখ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিবিধ সুগন্ধি পুষ্প-মালিকা দ্বারা বিভূষিত করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগৌরবিনোদা-নন্দজীউর সন্ধ্যারাত্রিকের পর নাট্যমন্দিরে একটি বিরাট্ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। কলিকাতার বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এই উৎসবে যোগদান করিয়া-ছিলেন। সভার প্রারম্ভে ভক্তগণ কর্ত্তৃক বন্দনা কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ ঈশান প্রভু দাসাধিকারী ভক্তিবিগ্রহ মহোদয় শুক্লপক্ষস্পর্শা কীর্ত্তন করিলে শ্রীপাদ প্রমোদ ভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রেমবিজ্ঞানভারতী প্রভু ভগ্নাষ্টক কীর্ত্তন করেন। তৎপর পণ্ডিত শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল মহোদয় "গোরা পহুঁ না ভজিয়া মৈনু" গীতিটি সুললিতস্বরে কীর্ত্তন করিলে শ্রীল প্রেমবিজ্ঞানভারতী প্রভু সভায় বর্ত্তমান হইয়া পরম ওজস্বিনী ভাষায় একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন।

তদনন্তর পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু "শ্রীগৌরকিশোর-বিরহ-মহোৎসব" সম্বন্ধে তাঁহার স্বভাব-সুলভ ওজস্বিনী ভাষায় একটি সুসংবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রবাহমুখে শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের অতিমর্ত্য চরিত্র ও শিক্ষার বিষয় কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবর্গের শ্রবণ-পিপাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করেন। ঐ দিবস পণ্ডিত শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল মহোদয়ও একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রবাহমুখে শ্রীল পরমহংস বাবাজী মহারাজের বৈরাগ্যের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে শ্রীপাদ প্রেমবিজ্ঞানভারতী প্রভু পুনরায় "হে আমির প্রেমধন"—এই বিরহ-গীতিটি কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব দেবানন্দের সঞ্চার করেন।

৪ঠা অগ্রহায়ণ হইতে ৮ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত তিন দিবস কাল ঐরূপ হরিকীর্ত্তনমুখে বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া-ছিল। ৮ই অগ্রহায়ণ রবিবার দিবস রাত্রি ৭ ঘটিকা হইতে ৮৷৩০ ঘটিকা পর্য্যন্ত পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীনাট্যমন্দিরে সমবেত বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহোদয়ের নিকট "শ্রীল গৌর-কিশোর দাস বাবাজী মহারাজের চরিত্র ও শিক্ষা" সম্বন্ধে একটি সুসিদ্ধান্ত-পূর্ণ চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করিয়া-ছিলেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। ৪ঠা অগ্রহায়ণ উত্থানৈকাদশী ও ৮ই অগ্রহায়ণ বাঙ্গলী মহাদ্বাদশীর উপবাস থাকায় ঐ দিবস ত্রয়োদশী তিথিতে সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

দিল্লীতে শুদ্ধভক্তি-প্রচার

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপায় ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী কলিকাতা নগরে শ্রীগৌড়ীয় মঠ অশেষ প্রকারে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিয়া জগতের বাস্তবউপকার সাধন করিতেছেন, ভারতের বর্ত্তমান রাজধানী দিল্লীতে "শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়" কয়েক বৎসর যাবৎ স্থাপিত হইয়াছে, বর্ত্তমানে শ্রীল

প্রভুপাদ স্বয়ং দিল্লিতে শুভবিজয় পূর্বক সর্বোচ্চ রাজ-প্রতিনিধি হইতে আরম্ভ করিয়া অভিজাত সম্প্রদায়, পাশ্চাত্যশিক্ষার সংস্পর্শে নবীন-আগত সম্প্রদায়, তথা পণ্ডিত-মণ্ডলী, দিল্লীর ব্যবসায়ী, বিদ্যার্থী ও অতিথিসম্প্রদায় এবং সর্বসাধারণের নিকট শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত অনবদ্য অধিতীয় ঐক্যতানের বার্তা স্বয়ং এবং তাঁহার সুযোগ্য অনুগ সম্প্রদায়ের দ্বারা বিশ্বের পরমার্থের উচ্চতম মরকত-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বর্তমান যুগের চিন্তা-ধারায় এক অভিনব যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্তন প্রবণার্থ সর্বোচ্চ রাজপ্রতিনিধি, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তবর্গ, পাশ্চাত্যগণ পণ্ডিতমণ্ডলী এবং সর্বসাধারণ সমভাবে সমুৎসুক হইয়াছেন। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সভাপতিবৃন্দ শ্রীশ্রীলভার পাশ্চাত্য-প্রবরের শ্রৌতব্যাপী নূতন ও পুরাতন দিল্লীর দ্বারে দ্বারে বিতরণ করিতেছেন। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পরিব্রাজকগণের অন্যতম ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি মহারাজ, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদক শ্রীমদ্ অনুকূলচন্দ্র ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিপ্রসাদ গোস্বামী প্রভু, আচার্য শ্রীমৎ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন এবং শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টি শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যা-ভূষণ প্রভৃতি আচার্যগণ দেশনী রাজধানীতে শ্রীচৈতন্যবাণী-বন্যা প্রবাহিত করিয়াছেন।

দিল্লীর বিভিন্ন স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা, ভাষণ, আলোচনা, ইষ্টগোষ্ঠি এবং অনুক্ষণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-মৃতোপদেশ সার্বকালিকী বন্যার ন্যায় প্লাবিত হইয়া রহিয়াছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ গত ২৯শে কার্তিক রবিবার (ইং ১৫ই নভেম্বর) রায় সাহেব শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বসুদেব-নারদ-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন; গত ৩০শে কার্তিক (ইং ১৬ই নভেম্বর) সোমবার রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ ঘোষ মহাশয়ের আবাসে শ্রীমদ্ভাগবতের যুধিষ্ঠির-নারদ-সংবাদে "গৃহস্থের ধর্ম"-প্রবন্ধ ব্যাখ্যা করেন; গত ২রা অগ্রহায়ণ (ইং ১৮ই নভেম্বর) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের ভবনে 'প্রবাসী' বিপ্রের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন; ৩রা অগ্রহায়ণ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সাহা মহাশয়ের ভবনে 'প্রবাসী' বিপ্রের উপাখ্যান ব্যাখ্যা করেন, ৪র্থ অগ্রহায়ণ পরমভাগবত রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ভারাপদ রায় মহাশয়ের ভবনে "মায়া ও তত্ত্বরূপোপায়" সম্বন্ধে হরিকথা কীর্তন করেন; এই অগ্রহায়ণ পুরাতন-দিল্লির মাড়োয়ারী ভক্তসঙ্ঘের মধ্যে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারকগণের সংকীর্তন হয়। দিল্লীর মাড়োয়ারী-সম্প্রদায় এবং স্থানীয় বহু ব্যক্তি এই সংকীর্তনে যোগদানপূর্বক শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারকগণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত নামের অনুসংকীর্তন করিয়াছিলেন।

ঐ দিবস অপরাহ্ণে শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যান্ত মহাশয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে অভিধেয়তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীল অনন্ত-শাস্ত্রীর পরবিদ্যাভূষণ প্রভু পাঠের পূর্বে ও পরে কীর্তন করিয়াছিলেন। রায়-সাহেব শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র ঘোষ (সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, সৈন্যবিভাগ, গভর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া), রায়সাহেব শ্রীযুক্ত ভারাপদ রায় (সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, কোম্পিউটেশন), রায়সাহেব শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার সেন, শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মজুমদার, শ্রীযুক্ত শাসন-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কামিনী-কুমার সেন, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেক স্থানেই দিল্লীর বহু বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিয়া উৎকর্ণ হইয়া হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন। বৈষ্ণব-রাজ সভাপ্রবর পরমভাগবত রায়সাহেব শ্রীযুক্ত ভারাপদ রায়, রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যান্ত-প্রমুখ সজ্জনগণের সৌজন্যে, দিল্লীতে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে প্রথম এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠের একটি স্থায়ী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠানের জন্য আন্তরিক চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষা বিশেষ প্রশংসার্হ। তাঁহারা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রয়ের ঐকান্তিকী আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি।

বিমল-বৈরাগ্যের মর্মজ্ঞানবিধায়িনী হরিসভার সভানুষ্ঠের আগ্রহাতিশয্যে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সভাপতিত্বে প্রথিতনামা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ ও গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় গত ২২শে নভেম্বর (১৯৩১) রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় নিউদিল্লীর (ক্যান্টনমেণ্ট রোড) নাটমন্দির হলের কথিত — "শুকরায়া বাংলো-সাহেব হলে" "ভক্তি" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভাপতিপ্রবর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এক অপূর্ব অভিভাষণ দ্বারা সমবেত বিরাট্ শিক্ষিত জনসঙ্ঘের কর্ণে ভক্তির স্বরূপ এবং পূর্ণতম অভিব্যক্তির কথা প্রদান করিয়া সকলের চেতনের ভূমিতে এক অবশ্যম্ভাবী অভিনব অনবদ্য সুবর্ণ-মন্থির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণের মর্ম এবং সভার বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

১০ম বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২৬শে অগ্রহায়ণ শনিবার, ১৩০৮ ; ১২ই ডিসেম্বর ১৯০১ | ১৮শ সংখ্যা।

ভক্তিরঞ্জন শ্রীল জগবন্ধু

গণরঞ্জন-কার্য্য ও ভক্তিরঞ্জন-কার্য্য এক নহে

জগতের লোকরঞ্জন—গণরঞ্জন—গণমনোরঞ্জন অনেক বন্ধু-ক্রব ব্যক্তি বিশ্ব-দরবারের দুয়ারে পতাকার মত মাথা উঁচু করিয়া কত না স্বপ্নরাজ্যের গান গাহিয়া থাকে! আর 'ভক্তি'র নামে ইন্দ্রিয়াসুরক্তি, 'ভাবুকতা'র নামে কামুকতা, 'সেবা'র নামে অপস্বার্থপরতার ধ্বজা-গুলিও ঐ পতাকাগুলির নিকট সমবেদনার প্রত্যুত্তর পাইয়া গণরঞ্জনের রাজ্যে গণবাদের ধুরবাহীকেই তাহাদের অর্ঘ্যের অধিকারী দেবতা কল্পনা করিয়া মানবে ঈশ্বর-কল্পনা আখ্‌ড়া গড়িয়া তুলে।

অমলা ভক্তির রঞ্জন জগতে সুদুর্লভ

এরূপ কোটি-কণ্টককল্প পথে অকিঞ্চনা শুদ্ধবিদ্যা অনবদ্যা কেবলা-ভক্তির আসন প্রতিষ্ঠিত। জগতে সেই অমলা ভক্তির—অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণৈকসুখতাৎপর্য্যপরা সেই অহৈতুকী আত্মবৃত্তি-ভক্তির অকৈতব সেবক বড়ই দুর্লভ-দর্শন, জগতে তাঁহাদের বড়ই দুর্লভ অবস্থান। বৈকুণ্ঠ-প্রিয়দর্শন সেই ভক্তির সেবকগণ প্রেয়ঃপথিক-সমাজের অশ্রেয়ো-বেশে অবিমিশ্র প্রেমের পসরা লইয়া জগতের দ্বারে অতিথি হন। ঐরূপ অভিনব অতিথির আকারে—উপহারে—উৎসবে কর্ম্মবীরত্বের চপলা প্রতিভা নাই, বহির্ম্মুখ-গণ-নায়কত্বের লোকরঞ্জন 'চাপ্‌রাশ্' নাই, অদ্বৈক-সর্ব্বস্ব যজ্ঞের মহা-বৈতানিক বা বৈতালিক মাগধবৃত্তিরও নাই, আছে কেবল কৃষ্ণকর্ণামৃত বাস্তব-চেতনময় কীর্ত্তন—যাহা মায়ামুগের মৃত্যুবাণে নাদিক কীর্ত্তন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

জড়বাহাদুরী ও হরিসেবা-কীর্ত্তি এক নহে

জাগতিক প্রভাব, প্রতিভা, পাণ্ডিত্য, আভিজাত্য, ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, লৌকিক ধর্ম্ম, কর্ম্ম, তপস্যা, বৈরাগ্য,

তথা-কথিত জন-সেবা, পর-উপকার, দান, আত্মত্যাগ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা 'চুবড়ী'-বাজীর ন্যায় মুহূর্ত্তের জন্য মুগ্ধ গণগজ্জলিকার চক্ষু ঝল্‌সাইয়া জড়গ্রাসী কালের কোলে সমাধি লাভ করে; আবার, কোন উজ্জ্বলতর ধূমকেতুর আবির্ভাবে উহা সবলের অবগুণ্ঠন-তলে লুপ্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু যিনি অকৈতব হরিজনের পাদপদ্মে অকপট আত্ম-সমর্পণ করিয়া অনুক্ষণ শ্রীহরির চেতনময়ী কথা শ্রবণ করেন, শ্রবণ করিতে করিতে অবিরাম কীর্ত্তন করেন, অবিনশ্বর কীর্ত্তি তাঁহারই করায়ত্ত। সেই কীর্ত্তিই সেবার প্রগতি সাধন করে—কৃষ্ণের কর্ণামৃত বিধান করে, আর জড়প্রতিষ্ঠার কীর্ত্তি সেবাকে ক্ষত ও উৎপাটিত করিয়া থাকে।

কৃষ্ণসেবা-কীর্ত্তিই সর্ব্বোত্তমা

একদিন কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ংই শ্রোতা এবং শ্রীল রামানন্দের মুখে বক্তা হইয়া বলিয়াছিলেন,—

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি ?
কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি।

যে কীর্ত্তি—যে প্রতিষ্ঠা 'শূকরী বিষ্ঠা'র ন্যায় ধিক্কারের বস্তু, কৃষ্ণসেবাময়ী কীর্ত্তি বা কৃষ্ণসেবকাভিমান সে-জাতীয় নহে। ঐরূপ অভিমানই প্রাণিজাতির সম্বন্ধ-জ্ঞান, নিত্যস্বরূপের স্বরূপোদ্বোধন, তথা-কথিত 'মহা-বাক্যে'র মূল তাৎপর্য্যও তাহাই। উহারই নাম 'তৃণাদপি সুনীচতা', 'তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা'—'অমানী', 'মানদ' ও 'সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তনকারী'র অনাবৃত পূর্ণ পরিচয়।

গুরুগৌরাঙ্গমনোঽভীষ্টানুসারী গৌড়ীয়-সেবাসদন-নির্ম্মাতা শ্রীজগবন্ধু

জগতে 'অসাম্প্রদায়িকতা', 'উদারতা', 'সাম্যবাদ' 'সমন্বয়' প্রভৃতি অবৈধ আহরণিক বিকৃত বাক্যবাগীশতার অন্তরালে অন্তঃসারহীন জড়াস্ববোধের সঙ্কীর্ণতামা ঘৃণ্য অপসাম্প্রদায়িকতার যে বিশাল বিষবৃক্ষ পল্লবিত হইতেছে, মায়া-মরীচিকার ভ্রান্ত শ্রান্ত পথ-গজ্জলিকাকে উহার আপাত-শীতল ছায়ায় বিশ্রামের আমন্ত্রণ ও অভ্যর্থনার প্রলোভন দেখাইয়া প্রাণীকুল বৃক্ষের ন্যায় জীবের জীবত্ব হরণ করিতেছে, তথাপি সেই বিষ-তরুর আলবালে জলসেচনেই যে দেশের 'কর্ত্তব্য-পালন' বা 'ধর্ম্ম-কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠা-লাভের রাজকীয় পথ' বলিয়া অনুমোদিত রহিয়াছে, সেই দেশের ঐরূপ সংক্রামক মহামারীর নিদারুণ-ঘাতক বীজাণু বিরাট্ সমাজ-শরীর হইতে সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য যে অহৈতুক-সেবা-সদন কলিকাতা-রাজধানীর বক্ষে কোন শ্রীচৈতন্যপ্রেরিত মহাজনের কৃপায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহারই মন্দির-নির্ম্মাণের আনুকূল্যকারী মরজগতে অমরকীর্ত্তির জীবন্তস্বরূপ ভক্তিরঞ্জন শ্রীল জগবন্ধু।

প্রাকৃত বীরপূজার ন্যায় হরিসেবকপূজা পৌত্তলিকতা নহে

শ্রীল জগবন্ধুর জগতের বাস্তবতা-কার্য্য কেবল ভক্তি-রঞ্জন-ব্যাপারে নিয়োজিত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি অকৃত্রিম, অকৈতব জগবন্ধু—অকৈতব ভক্তিরঞ্জন। লোক-রঞ্জন, গণরঞ্জন-কার্য্যে 'ভক্তিরঞ্জনে'র উদ্যম ও আন্তরিকতা বাধিত হইলে আমরা তাঁহাকে 'ভক্তিরঞ্জন জগবন্ধু' বলিতে পারিতাম না। আর সেইরূপ বন্ধু-ক্রব বীরের পূজায় পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিয়া অকৃত্রিম বৈদান্তিক ভাগবত-গণের পথ হইতে বিচ্যুত হইবার এবং সময় ও শক্তি নষ্ট করিবার প্রয়োজনও খুঁজিয়া পাইতাম না।

শ্রীজগবন্ধুর কীর্ত্তির মূল কোথায় ?

মূল্যবান্ ভূখণ্ড, সুরম্য শ্বেতমর্ম্মর, প্রাসাদোপম-ভবন, সুশোভন বৈদ্যুতিক আলোক প্রভৃতি প্রদানের জন্য শ্রীজগবন্ধু 'জগবন্ধু' নহেন—'ভক্তিরঞ্জন'ও নহেন। কিন্তু ভোগী ও ত্যাগী নাস্তিকসম্প্রদায়ের চিন্তা-ধারার বিরুদ্ধে কেবল-চেতনময়ী ভগবদুপাসনার অভিনব অভিযানের প্রধান সেনাপতির পতাকা-তলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শ্রীজগবন্ধু ঐসকল দ্রব্য একমাত্র বিষ্ণুর চেতনময় কীর্ত্তন-যজ্ঞ-পীঠের—শ্রীচৈতন্যবাণী-মন্দিরের বেদিতে নিয়োজিত হইলেই উহাদের পূর্ণতমা সার্থকতা, এরূপ বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক হইয়াছিলেন; ঐরূপ সুবৃহৎ সুশোভিত শ্রীমন্দির ও শ্রীনাট্যমন্দির শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তনে অনুক্ষণ মুখরিত রাখিবার ঐকান্তিক স্পৃহায় মূলীভূত হইয়াছিলেন বলিয়াই 'শ্রীজগবন্ধু'—প্রকৃত জগবন্ধু—সত্য সত্য ভক্তিরঞ্জন। এইখানেই শ্রীল জগবন্ধুর কীর্ত্তি—বৈকল্পী প্রতিষ্ঠা—

এখানেই তাঁহার অর্চ্চন-সিদ্ধির আদর্শ।* শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের চেতনকীর্ত্তনের সহায়তা-সাধন তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি—শ্রীগৌরসুন্দর এরূপ কৃষ্ণসেবা-পরা কীর্ত্তি-কামনাকেই সর্ব্বোত্তমা বলিয়াছেন—

"অতএব প্রেম-ফল দেহ' যারে তারে।
পাইয়া হউক লোক অজর অমরে।
জগৎ ব্যাপিয়া মোর হ'বে পুণ্য খ্যাতি।
সুখী হইয়া লোক মোর গাহিবেক কীর্ত্তি॥"

অর্থার্থীর অভিনয়ে পরমার্থী

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের চেতনময় কীর্ত্তনযজ্ঞে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি হইবে, চেতনময়কীর্ত্তনদুর্ভিক্ষ-পীড়িত বিশ্ব শ্রীচৈতন্য-বাণী-গঙ্গার সঞ্জীবনী ধারায় মৃত প্রাণ ফিরিয়া পাইবে, বিচার করিয়া—মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া, অনাহারে অনিদ্রায় অনাশ্রয়ে দিন কাটাইয়া, বহু পরিমাণে রক্ত জল করিয়া শ্রীজগবন্ধু যে-সকল অর্থ সঞ্চিত করিয়াছিলেন, প্রাণাপেক্ষা প্রিয় রাশি-রাশি সেই অর্থ কীর্ত্তনযজ্ঞের পীঠে ঢালি দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই শ্রীজগবন্ধু—জগবন্ধু 'ভক্তিরঞ্জন'।

শ্রীজগবন্ধুর নির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের বৈশিষ্ট্য—চেতনময় কৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রচারে

ধরিত্রীর বক্ষে সৌধাবলীর অভাব নাই, কারুকার্য্যের কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি অসংখ্য প্রতিযোগিতার পতাকা শিরে লইয়া দণ্ডায়মান, কোথাও উদ্ভ্রান্ত পত্নী-প্রেমের প্রদর্শনী, কোথাও অচিন্মাত্রবাদের প্রতীকস্বরূপ বিশাল স্তূপ, উচ্চ-শীর্ষ প্যাগোডা প্রভৃতি, কোথাও চিন্মাত্রবাদের মায়াময় মন্দির ; কোথাও বা মঠ-মন্দিরের উচ্চচূড়া অম্বরে চর্ম্মচটিকা-কুলের কলরবের সহিত গন্ধিকা-সেবিগণের ধ্বনি প্রলাপ ও অপলাপ সংবদ্ধ করিয়া গগনের বক্ষে লক্ষ্য ভেদ করিতেছে ; শ্রীল জগবন্ধুর নির্ম্মিত ও অভীপ্সিত শ্রীমন্দির সেরূপ নহে বলিয়াই শ্রীজগবন্ধু—অকৃত্রিম জগবন্ধু—অকৈতব 'ভক্তিরঞ্জন'।

নৈষ্কর্ম্ম্যবাদের উপাসক শ্রীজগবন্ধু

"যত্র আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্"। শ্রীজগবন্ধু এক কড়ি মাখ তেল'-নীতির ধাত্যে বণিক্-কুলে আবির্ভূত হইয়াও শ্রীগুরুপাদপদ্ম-কৃপায় নৈষ্কর্ম্ম্য-বাদের বিচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়াই 'ভক্তিরঞ্জন'। যিনি ভগবৎসেবকের অভিমান করিয়াও অন্তরে কোনও না কোনও প্রকারে—স্থূলাকারে—লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া বা সূক্ষ্মাকারে নিজের মনকে ফাঁকি দিয়া কিছু না কিছু আত্মকর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠান চাহেন, তিনি 'ভক্তির' মধ্যে নাই। শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয় শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, কেবলমাত্র শ্রীচৈতন্য-কীর্ত্তন-বাণীই জগতে বিস্তারিত হউন, এতদ্ব্যতীত অন্য কিছুই কামনা করেন নাই,—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রবল হউন, শ্রীগুরুগৌরাঙ্গকীর্ত্তন-মহোৎসব হৃদয়ে হৃদয়ে সঞ্চারিত হউন, হৃদয়ে হৃদয়ে শ্রীচৈতন্য-বাণীকীর্ত্তনময় শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত হউন,—ইহাই একমাত্র তাঁহার কামনা ছিল বলিয়া শ্রীজগবন্ধু—জগতের বন্ধু—ভক্তিরঞ্জন।

শ্রীল জগবন্ধু অন্যভক্তগণের ন্যায় ইষ্টদেবতা-বিসর্জ্জনকারী নহেন, তচ্চরণে আত্মবিসর্জ্জনকারী

অভক্তি-পথের পথিকগণ দেবতাকে পূর্ব্বে আবাহন করিয়া পরে বিসর্জ্জন করেন ; কিন্তু সেবার বৃত্তি ভক্তিরঞ্জন শ্রীল জগবন্ধু নিত্য অভীষ্ট দেবতাকে আবাহন করিয়া—অধিষ্ঠিত করিয়া বিসর্জ্জন করেন নাই। আপনাকেই নিজ মহাপ্রয়াণে ও আত্মনিবেদনে বলি দিয়াছিলেন।

শ্রীজগবন্ধুর দিব্যজ্ঞান ও বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি

শ্রীল জগবন্ধু জাগতিক লেখাপড়া অধিক শিখিতে পারেন নাই ; কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন-ফলে তাঁহার স্বাভাবিক দিব্যজ্ঞান উদিত হইয়াছিল। আমরা তাঁহার নিজ-ভাষায় ইহার একটুকু নিদর্শন দেই ; তিনি লিখিতেছেন,—

"আমাকে অনেকেই বলিতেছেন, "জগবন্ধু মহাশয়, আপনি একটা মহৎ কার্য্য করিয়াছেন ; গৌড়ীয় মঠের জন্য অনেকগুলি টাকা দান করিয়াছেন।" যাঁহারা আমাকে এইরূপ বলেন, তাঁহাদের ধারণার সহিত আমি একমত হইতে পারি না ; কারণ, আমি কি দান করিব ? কাহার জিনিষ দান করিব ? আমার ত' দান করিবার কিছুই নাই। আমাদের দেহ মন বর্ত্তমান থাকিতে নিঃস্বার্থ দান করা যায় না। এই জন্যে আমার সম্পূর্ণ স্বার্থ রহিয়াছে। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা কি যায়ে

উদাহরণ? নিজের বঞ্চিত অর্থ নিজকার্য্যে নিয়োগ না করাই যে চৌর্য্য-বৃত্তি।

আমরা প্রকৃত স্বার্থ চিনি না, অনর্থকে স্বার্থ মনে করি। স্বার্থ শব্দে—একমাত্র কৃষ্ণ; 'স্ব' শব্দে—আত্মা, জাতি, ধন বা ধর্ম্মীয়। অর্থ শব্দে—প্রয়োজন। আত্মার প্রয়োজন চাহিলে দেহ-মনের ভোগের জন্য কৃষ্ণের সম্পত্তি কখনও আত্মসাৎ করিতে পারি না; কৃষ্ণের কার্য্য-দ্বারা কৃষ্ণের সেবা করি; ইহারই নাম প্রকৃত স্বার্থ। যদি জাতি, পুত্র বা বন্ধু-বান্ধবের প্রকৃত প্রয়োজন চাই, তাহা হইলেও কৃষ্ণের অর্থ কৃষ্ণের কার্য্যে ব্যয়িত হইলেই আমার বিশ্ব-জাতিধর্ম্মের—বিশ্ব বান্ধবগণের প্রকৃত প্রয়োজন-প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ তাঁহাদের আত্মার মঙ্গল হয়—সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজেরও প্রয়োজন-লাভ হয়।"

অপ্রাকৃত পাণ্ডিত্যের নিকট প্রাকৃত পাণ্ডিত্যের পরাজয়

শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবায় উন্মুখ হইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণ-ফলে শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের হৃদয়ে বেদ-বেদান্ত-সার এইসকল দিব্য জ্ঞানসমূহ সংকেত-শাস্ত্রে অধিকার বা অনুস্বার-বিসর্গের পাণ্ডিত্য না-থাকা-সত্ত্বেও উদিত হইয়াছিল। বহু বহু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, কুতার্কিক পর্য্যন্ত ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের শ্রীগুরুসেবা-লব্ধ, বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি সৎ-সিদ্ধান্ত ও সদ্যুক্তির সমক্ষে বহু বহু বার বিনত হইয়াছেন।

সেবা-দীক্ষিত-পরিচয়ই প্রকৃত ও নিত্য-পরিচয়

শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়কে আমরা শ্রীজগদ্গুরু-দাস দেবতার পরিচয়েই দর্শন করি। সেই পরিচয় ও সেই ইতিহাসের সহিতই আমাদের সম্বন্ধ। তথাপি যাঁহারা অত্যন্ত স্থূলদর্শী, তাঁহারাও যদি আরোহবাদের কৌতূহল-চরিতার্থতার বৃত্তি ত্যাগ করিয়া শ্রীজগবন্ধুর পূর্ব্ব চরিত্র ও ইতিহাস হইতে স্ব-স্ব-জীবনের গতি কৃষ্ণানুশীলনের দিকে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য নির্ব্বেদগ্রস্ত হন, তাহা হইলে তাঁহারা শ্রীজগবন্ধুর জীবনের সংক্ষিপ্ত পূর্ব্ব পরিচয় আলোচনা করিতে পারেন।

জগবন্ধুর পূর্ব্ব চরিত্র

শ্রীল জগবন্ধু বরিশাল জেলার সুপ্রসিদ্ধ বানারিপাড়া-গ্রামে বাঙ্গালা ১২৭৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। স্বগ্রামস্থ বিদ্যালয়ে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যা লাভ করিয়া একদিন বানারিপাড়া হইতে আট ক্রোশ দূরে 'রামদিদ্দি' নামক গ্রামে মাতুলালয় গৃহে যাইবার কালে কর্ণে বাপ্‌টা বাতাস লাগায় সেই দিন হইতে জগবন্ধু সাংসারিক গোলমাল শুনিবার উপযোগী কর্ণে কিছু কম শুনিতে থাকেন। সেই সময় হইতে তাঁহার হরিকথার অন্তরায়জনক পড়াশুনাও বন্ধ হয়। ১৬ বৎসর বয়সে স্বগ্রামে অতিক্ষুদ্র একটি মনোহারী দোকান খুলিয়া বসেন; কিন্তু অর্থাভাব-নিবন্ধন একাকী ক্রেতা-বিক্রেতাদিগের সহিত সমস্ত ব্যবহার করিতে হওয়ায় এবং শ্রবণশক্তির অপটুতা-নিবন্ধন পদে পদে অসুবিধা ভোগ করায় জগবন্ধুর হৃদয়ে বড়ই দুঃখ হয়। সেই দুঃখে তিনি দুইবার অহিফেন সেবন করিয়া দুইবার প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করেন। বৈদ্যগণ অনেক চেষ্টায় জগবন্ধুকে দুইবার রক্ষা করেন। দেশে আত্মীয়-স্বজনের নিকট থাকিলে তাঁহার মরা হইবে না, বিবেচনা করিয়া জগবন্ধু মরিবার সঙ্কল্প করিয়া ১৪৲ চৌদ্দ টাকা মাত্র পাথেয় লইয়া কলিকাতায় পলাইয়া আসেন। কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার চিত্তের পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু রাজধানী কলিকাতার মত স্থানে তাঁহার মত সম্বলহীনের স্থান ও রাত্রিকালের বিশ্রামের শয্যা রাজপথের ফুটপাথ এবং পানীয় গঙ্গার জলও আহার্য্য দুই এক পয়সার ছোলা-ভাজা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তথাপি ধৈর্য্য, তিতিক্ষা ও সর্ব্বোপরি তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ হইতে রক্ষা করিয়া কোন এক অদূর, অজানা, মহত্তো মহীয়ান্ উদ্দেশ্যের জন্য প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছিল।

গৌড়ীয়মঠের সহিত পরিচয়ের সূত্রপাত

সুতীক্ষ্ণ-বুদ্ধিবলে জগবন্ধুর ভাগ্যলক্ষ্মী কলিকাতায় আসিবার পর হইতে ক্রমশঃই সহাস্য বদন প্রকাশ করিতে থাকিলেন। তিনি এইসময় কাঠের কৌটাতে 'জে, বি, ঠি' মার্কা কালির প্রচলন করেন। নিজে একরূপ নিরক্ষর হইলেও তাঁহার এই কালি-সমগ্র বাঙ্গালা-দেশের ছাত্র, শিক্ষক ও পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের নিকট তাঁহাকে পরিচিত করাইয়া দেয়। তিনি গঙ্গাতীরে বাস ও নিত্যগঙ্গাস্নান-মানসে ১৩২২ সালে বাগ্‌বাজারে গঙ্গাতট-প্রদেশে একটি ভূমি ক্রয় করিয়া অট্টালিকা নির্ম্মাণ ও অন্যত্র বাগানবাড়ী প্রস্তুত করান। ১৩২৬ সালে জগবন্ধু ভ্রাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে স্বদেশে গমন করেন এবং তথায় তাঁহার পদস্খলন ভঙ্গ হওয়ায়

কতস্থান বিদারিত হইয়া পড়ে। ডাক্তারগণ একবাক্যে তাঁহার পা কাটিয়া ফেলিতে ব্যবস্থা দেন এবং বলেন যে, পা কাটিয়া না ফেলিলে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দুষ্ট বিষে আক্রান্ত হইয়া অচিরেই জীবন নাশ করিবে। জগবন্ধু জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া তখন ভগবানকে ডাকিতে থাকেন। দেইসময় একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে শ্রীগৌড়ীয় মঠের দুইজন বৈষ্ণবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়।

দেখিয়া এবং কয়েকটি কপট বৈষ্ণব-বেষধারীর নিকট প্রতারিত হইয়া তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত অশ্রিদ্ধ ভাবের পোষণ করিতেন। কিন্তু গৌড়ীয়মঠের বৈষ্ণবগণের মুখে বর্ত্তমান যুগের আচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখোদ্গীর্ণ ভক্তি-সিদ্ধান্ত শ্রবণ এবং ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'চৈতন্যশিক্ষা', 'সজ্জনতোষণী', 'কল্পতরু' প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ

ভক্তিপ্রেম শ্রীল জগবন্ধু

পূর্ব্বে বহুদেব-পূজক ও কর্ম্মমার্গে রুচিবিশিষ্ট জগবন্ধুর পরিবর্ত্তন

জগবন্ধু পূর্ব্বে একজন ঘোর শাক্ত এবং বহু দেবতা-পূজক ছিলেন। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিকৃত অবস্থা ও আদর্শ

করিয়া তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম্মের যথার্থ স্বরূপ যে কত উচ্চ ও পবিত্র, তাহা বুঝিতে পারেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে জগবন্ধু শ্রীগৌড়ীয়মঠের আহ্বানে রথযাত্রার সময় শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের উৎসব দেখিবার জন্য পুরীধামে গমন করেন।

তথায় তিনি কলিকাতার মহানগরীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মৈত্র, সি, আই, ই বাহাদুরকে মঠে আনিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শুনিতে দেখেন। সেই সময়ই শ্রীভগবন্ধুর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ নিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ করিবার সুযোগ হইয়াছিল। শ্রীল ভগবন্ধু আমাদিগকে বহুবার বলিয়াছিলেন যে, সেই সময় তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈষ্ণবগণকে স্নান, ভোজন, এমন কি শৌচে গমন-কাল-পর্য্যন্ত হরিকথা-কীর্ত্তন হইতে বিরত না দেখিয়া এবং তাঁহাদের অনাসক্ত মুক্তবৈরাগ্য ও আন্তরিকতা দর্শন করিয়া অন্তরে অন্তরে গৌড়ীয়মঠের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে থাকেন এবং প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেন যে, একান্তভাবে নিষ্কপট গৌড়ীয়মঠসেবকগণই বর্ত্তমানযুগে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্মের পুনঃপ্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত। পুরীধাম হইতে আসিয়াই ভগবন্ধু শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যের কৃপা লাভ করেন এবং তাঁহাদি পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত হন। তৃতীয় সংস্কারস্বরূপ তাঁহার নাম হয়—শ্রীভগবন্ধু ব্রহ্মচারী। ঘোর শাক্ত ও তান্ত্রিক-কোটি সেবতার পূজক হইতে তিনি ঐকান্তিক বিষ্ণুপাসক হন। তিনি অন্ন-গ্রহণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া কেবল একবেলা ভগবৎপ্রসাদস্বরূপ দুগ্ধ ও ফল-মূল মাত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রত্যহ রাত্রি তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত হরিনাম করিতে থাকেন।

ভগবন্ধুর পরোপকার-চিকীর্ষা

যে-সম্ভ্রম নিজে আস্বাদন করিয়া তিনি পরম লাভবান্ হইয়াছিলেন, সেই ধন স্বদেশে বিতরণ করিবার জন্য ভগবন্ধু সেই বৎসর শারদীয়া পূজাবকাশে শ্রীল প্রভুপাদের সহিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠের ৩৬জন ভক্তকে বানারিপাড়ার নিজ-ভবনে লইয়া যান। সেখানে নাম-কীর্ত্তনের বন্যা প্রবাহিত হয়। শ্রীল ভগবন্ধু অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত সত্যের অনুসন্ধান করিতে থাকেন। তিনি মনোযোগের সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে "গৌড়ীয়" পাঠ করিতে থাকায় "গৌড়ীয়ে"র সিদ্ধান্তগুলি তাঁহার প্রাণের সহিত মিলিয়া যায়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের মন্দির-নির্ম্মাণে সংকল্প ও কার্য্যে পরিণতি

শ্রীল ভগবন্ধু তাঁহার কলিকাতা বাগ্‌বাজারস্থ ভবনে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও তদনুগ গৌড়ীয়-সম্পাদকের মুখে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারিত বাস্তব-সত্যের প্রতি হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং গৌড়ীয়মঠের একটি স্থায়ী প্রচারকেন্দ্র-নির্ম্মাণের জন্য তাঁহার হৃদয়ে মহান্ সঙ্কল্প বর্ত্তমান ছিল। গৌড়ীয়মঠরক্ষক এবং গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের নিকট হরিকথা-শ্রবণ-ফলে তাঁহার সেই পূর্ব্ব আকাঙ্ক্ষা অধিকতর বিকশিত হইয়া উঠে। গত ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ১০ই আশ্বিন বুধবার শ্রীবামন-দ্বাদশী, শ্রীহরির পার্শ্বপরিবর্ত্তন এবং শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব-বাসরে বাগ্‌বাজার কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীটে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করেন।

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের গত ৮ই বৈশাখ রবিবার ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীল ভগবন্ধুভক্তিরঞ্জন শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের মন্দির-প্রাসাদমূলের কার্য্য আরম্ভ করেন। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের গত ১৮ই আশ্বিন ত্রয়োদশী তিথিতে বিপুল সংকীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীগুরু-গৌড়ীয়-গৌরাঙ্গ-পাঞ্চর্ব্বিকা-গিরিধারী শ্রীগৌড়ীয়-মঠের নবনির্ম্মিত মন্দিরে প্রবিষ্ট হন। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মকে তাঁহার প্রাণদ্বারা নির্ম্মিত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া ভগবন্ধু মহোৎসব-পূর্ণাপ্তির ঠিক অধিবাস-দিবসে (৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, রাত্রি ১২টার সময়) শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে ভগবন্নাম-কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে সজ্ঞানে মহাপ্রয়াণ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বিরহ-বাসর ও শেষকৃত্যের সহিত শ্রীমঠ-প্রবেশোৎসবের পূর্ণাপ্তি হয়। তিনি ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজনগণ যাহাতে সর্ব্বদাই সাধুসঙ্গে নিরন্তর হরি-কথা শ্রবণ করিতে পারেন, এ জন্য তিনি নিজ ভবনের সন্নিকটে শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব গৃহস্থের আদর্শ

লোকে অন্তিমকালে স্ত্রীপুত্রজনগণকে আহ্বান করে, দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং তাঁহাদেরই সুখ-সুবিধার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়, কিন্তু ভগবন্ধু শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নিত্য

আত্মীয় শ্রীগুরু-পাদপদ্ম ও শ্রীবৈষ্ণবগণকেই দর্শনার্থ ব্যাকুল হইয়াছিলেন এবং যাহাতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের ও শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের স্থায়ী সেবার বন্দোবস্ত হয়, তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সহিত সজ্ঞানে তাহারও সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতেই—জানা যায় গৃহস্থের অভিনয় করিয়াও জগবন্ধু মঠপ্রাণ ও হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা-প্রাণ ছিলেন। তিনি গৃহে থাকিয়াও শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী ছিলেন—সন্ন্যাসের চরম ফল বৈষ্ণব গৃহস্থের আদর্শ তাঁহার চরিত্রে পূর্ণ ভাবে বিকশিত হইয়াছিল।

শ্রীজগবন্ধুর সহধর্ম্মিণীদ্বয় সর্ব্বতোভাবে পতির সেবাময় জীবনের সহায়তা করিয়া সহধর্ম্মিণী নামের সার্থকতা সম্পাদন ও আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন।

মঠস্থত জগবন্ধুর মঠের সংসর্গে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অন্তেবাসী হইয়া নিত্যকাল ভগবদ্ভজন করিবার ঐকান্তিক অভিলাষ এবং শেষ ইচ্ছা ও আজ্ঞানুসারে তাঁহার হরি-সেবাময়-মনোহভীষ্টপূরণকারিণী সহধর্ম্মিণীদ্বয় শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-সংলগ্ন ভূমিতে অচিরেই শ্রীল জগবন্ধুর সুরম্য সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিতেছেন।

জগতে জগবন্ধুর দানের আদর্শ

শ্রীল জগবন্ধু জগতের জন্য যে অমন্দোদয় দাতব্য-চিকিৎসার মহামন্দির নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, কীর্ত্তন-ভূতিক্ষ-প্রপীড়িত জগদ্বাসীর জন্য যে শ্রীচৈতন্য-বাণীর অন্নসত্র খুলিয়া গিয়াছেন, ভবরোগে জর্জ্জরিত জগতের লোকের জন্য যে মহৌষধ ও মহাপথ্যের সেবা-সদনের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনবর্গ—জগতের যাবতীয় জীব বর্ত্তমানকালে ও অনন্ত ভবিষ্যৎ জীবনে সকল দুঃখ-দৈন্য হইতে মুক্ত হইয়া পরা শান্তির রাজ্যে বিচরণ করিতে পারিবেন। জগবন্ধুর মত এত বড় দান আত্মীয়-স্বজনকে, পরিবারবর্গকে, সহ-ধর্ম্মিণীকে, সহকর্ম্মীকে বিশ্ববাসীকে বর্ত্তমানযুগে কোন গৃহস্থ ব্যক্তি আর বিতরণ করিয়াছেন কিনা, জানি না।

মুক্ত পুরুষগণের শ্রীজগবন্ধুর মহত্ত্ব দর্শন

আমরা উপসংহারে শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের কীর্ত্তনোচ্ছ্বাসের আভাস শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভাষায় যতটুকু জানিতে পারিয়াছি, তাহারই কিয়দংশ যোগ্য পাঠকগণের জন্য উপহার প্রদান করিতেছি।

শ্রীল জগবন্ধু মনের সমাধি দিবার পরেই কৃষ্ণদীক্ষায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণদীক্ষায় দীক্ষিত হইবার পরেই কৃষ্ণশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন এবং কৃষ্ণশিক্ষায় শিক্ষিত হইবার পরেই হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় যুগপৎ সদীক্ষ-শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে শিক্ষিত হইয়া সাত্বিক-ব্রাহ্মণতা ব্যতিরেকে শ্রীকৃষ্ণনামের অন্যোৎকর্ষ যে সাধিত হইতে পারে না, ইহা জগৎকে জানাইয়াছিলেন। তিনি সপ্তলোলা অগ্নিজিহ্বা-সমূহের অগ্নিদাত্ত-শর্ম্মত্ব লাভ করিয়া অগ্নিহোত্রী হইয়াছিলেন। চতুর্ব্বেদের একীকৃত মূর্ত্তিকে উহাকেই "একায়ন বেদ" বলে। সুতরাং তিনি চতুর্ব্বেদে পারঙ্গত হইয়া শ্রীনরনারায়ণপ্রভুর বাণীর সার্থকতা করিয়াছিলেন এবং ব্যাসদেব শ্রীনেত্রে দৃক্-দর্শনের অবতারদ্বারা ষড়দর্শনে পারঙ্গত হইয়াছিলেন। ষোড়শ দর্শনের দার্শনিক সায়নমাধবকে একদেশদর্শী জানিয়া তুরীয়-ষোড়শ-দর্শনরূপা-চতুঃষষ্টিকলা-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের অনু-শীলনের একায়ন-দর্শনময় গৌড়ীয়বৈষ্ণব-দর্শনের দার্শনিক হইয়াছিলেন। সেজন্য কল্প মর্কট বৈরাগিগণের মর্কট-দর্শন-বিমুক্ত হইয়া তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শন হৃদয়ে গূঢ়ভাবে গ্রহণ করিতে করিতে প্রাপঞ্চিক কলেবর সংরক্ষণপূর্ব্বক শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মন্দির বা মনোহভীষ্ট সংরক্ষণ করেন। তখন তিনি জগতের বন্ধু-রূপে জগতের দান করিয়া প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য করেন।

জগবন্ধুদাসের অধিকার চোখে আঙ্গুল দিয়া জগদ্বাসীকে দেখাইবার জন্যই তিনি জগবন্ধু-দাসাধিকার দেখাইলেন। তিনি যাবতীয় শ্রেষ্ঠগণের অধিকারী হওয়ায় 'শ্রেষ্ঠ', আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠজনগণের একমাত্র স্বত্বাধিকারী হওয়ায় 'শ্রেষ্ঠী' এবং আর্য্যবাক্যের অনুগমনলীলা-প্রদর্শনকারী মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর চিন্ময়-ভক্তিযোগ মায়া-মৃগের অনুধাবনপর হইয়া শ্রীধাম-মায়াপুরের সেবা-সৌষ্ঠব-দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়মঠাবরোহ লয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বা হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবাই যে শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট বা শ্রীরূপানুগত্ব, ইহা তিনি জগদ্বাসী লোককে জানাইয়া দিয়া স্বীয় কৃষ্ণানুশীলনের আদর্শ-দ্বারা মনোধর্ম্ম-জীবিগণের আধ্যাত্মিক জ্ঞান নিরস্ত করিয়াছেন।

শ্রীজগদ্বন্ধুদাস ভক্তিবিনোদপ্রভুর অনর্পিত মহাবদান্যের একমাত্র সেবা দিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মনোহভীষ্ট শ্রীগৌরকিশোরদাসপ্রভুর কথিত 'মায়ার প্রপাতকে—"যে দিন সুরে ভজন দেখি, সেইদিন গোলোক চাই"—এই বিচার-দৃষ্টিতে দেখিয়া গোলোক-বৈকুণ্ঠের আবাহন করিয়াছিলেন। এ সকল কথা মুক্তপুরুষগণই বুঝিতে পারেন, আমরা নহি।

মুক্তপুরুষের বাণী-শ্রবণ-ফলে বদ্ধজীবগণেরও সুদর্শন-লাভ

বদ্ধজীবগণ শ্রবণ-যোগ্যতা লাভ করিলেই, জগদ্বন্ধুলাভ এবং তাহাতে অধিকার-লাভ কি ব্যাপার, তাহা বুঝিতে পারিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদর্শনে নিরাশঙ্কচিত্ত হইতে পারিবেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদর্শনের দার্শনিকগণ 'ভাবুক' নহেন বা দুঃস্থচিত্ত নহেন এবং ভগবানকে দুর্বলচিত্ত বৈষ্ণবের বলদেব ক্লীব কামুকদর্শনকেই 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শন' বলিয়া জগজ্জনের উপস্থিত করিবার ইচ্ছায় মায়াবাদের প্রচারকও নহেন। অর্থ ও পরমার্থের বৈশিষ্ট্য-প্রদর্শনকারীর অধিকার-মূলেই শুদ্ধ গৌড়ীয়বৈষ্ণব-দর্শন; উহা—অচিন্ত্য-ভেদাভেদময়, শ্রীল আচার্যপ্রভুর প্রবর্তিত শ্রীরূপানুগত্য; উহা—শ্রীরঘুনাথদাস শ্রীজীবের প্রতিপাদ্য শ্রীযমুনাপরিবার অর্থাৎ উহাই শ্রীরূপানুগত্য। শ্রীনরোত্তমানুগ মহাজনবর্গগণ তজ্জন্যই শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে বলিয়া থাকেন,—

"শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ংরূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্।"

চেতনময় হরিকীর্তনে জাগরণই প্রাতঃস্মরণীয় জগদ্বন্ধুর কীর্তি-পূজা।

সুতরাং শ্রীজগদ্বন্ধুদাসদেবের প্রভুত্ব যাঁহাদের প্রাতাতিক কীর্তনে নিত্য অযুক্ত, সেই প্রাতাতিক-কীর্তনকারিগণ শ্রীজগদ্বন্ধুর সংরক্ষিত ফলেবরূপ শ্রীভক্তিবিনোদাসন-গৌড়ের নির্ধাণ-সেবনকার্যের এই গৌরব-গীতি প্রকটকালে ও অপ্রকটকালেও গাহিতে থাকিবেন,—

'জীব জাগ' 'জীব জাগ'—গৌরাচাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে?
'ভজিব' বলিয়া এসে সংসার-ভিতরে।
ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার জ্বরে॥
তোমারে লইতে আমি হইনু অবতার।
আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার?
এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি'।
হরিনাম-মহামন্ত্র লও তুমি মাগি'॥
বিনোদ-সেবক প্রভুর চরণে পড়িয়া।
হরিনাম-মহামন্ত্র লইল মাগিয়া॥

২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা

শ্রীল ভক্তিরঞ্জন জগদ্বন্ধু
বিরহ-স্মৃতিসভা

গত ২৩শে অগ্রহায়ণ (১৩৩৮), ৯ই ডিসেম্বর (১৯৩১) বুধবার অপরাহ্ণ প্রেমাধার শ্রীল জগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের প্রথম বার্ষিক বিরহ-বাসরে সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত আচার্যবিহারে একটী বিরহস্মৃতি-মণ্ডিত বিরাট্ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি, এ মহোদয় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বৈষ্ণব বন্দনা এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত "শুদ্ধ ভকত চরণরেণু ভজন-সুকৃতি" সঙ্গীত কীর্তন করিয়া মঙ্গলাচরণ ও সভার উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন-সঙ্গীত সমাপ্তির পর ওঁ বিষ্ণু-পাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ মাননীয় বিচারপতি ত্রিপুরাকুলবর্ধ্য শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল মহোদয়কে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তাব করেন। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের শাসন-পরিষদের অন্যতম সদস্য বিচারপতিবর—অনারেবল মিঃ বি, কি, ঘোষ প্রভু-

পাদের সেই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিলে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

তৎপরে সভাপতির নির্দ্দেশানুসারে "গৌড়ীয়"-সম্পাদক শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত 'বিরহস্মৃতি' প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধটী 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশিত হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যদুনন্দন দাস অধিকারী বি, এ, মহাশয় "In Memorium" নামক একটী ইংরাজী কবিতা পাঠ করেন এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল মহাশয় শ্রীযুক্ত মধুসূদনপ্রসাদ সরস্বতিকারী মহাশয়ের রচিত "শ্রদ্ধাঞ্জলি" কবিতা পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদ নিম্নলিখিত অভিভাষণটী প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ

সভাপতি মহোদয় ও শ্রোতৃবর্গ! ইতঃপূর্ব্বে আমি শুনেছিলাম যে, সভাপতি মহোদয়ের দারুণ শ্রান্তির পর এখানে অধিক সময় থাকা বোধ হয় কিছু কষ্টকর হবে। সেজন্য আমি সভাপতি মহোদয়ের নিকট প্রস্তাব ক'রেছিলাম যে তাঁর অভিভাষণটী আমাদের কিছু বলবার পূর্ব্বেই সমাপ্ত করতে। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা ও অনুগ্রহ যে, আমাদের কথা শুনবার পরেই তিনি বলবেন। সেজন্য আমি কিছু বলতে সাহসী হ'লাম।

আমরা শ্রীজগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের কথা অনেক শুনলাম, সেগুলি পুনরাবৃত্তি করবার আবশ্যক নেই। তবে একটা কথা পুঁথিতে প'ড়ে থাকি,—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরা দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥

ভগবানের আরাধনা সকল আরাধনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর ভগবানের আরাধনা যিনি করেন, তাঁর আরাধনা ভগবানের আরাধনা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুর সেবা ত' অনেকেই করেন, তদীয়গণের সেবা—যাঁদের সেবায় স্বয়ং ভগবান্‌ও বাধ্য, সেই বৈষ্ণবের সেবা করবার জন্য অধিক প্রাকৃত লোকের বুদ্ধি হয় না। তাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্যই হচ্ছে—বৈষ্ণবের সেবা। অনেক প্রচারক ভগবানের সেবার কথা ব'লে থাকেন, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তের সেবায় সর্ব্বোত্তমতা ব'লেছেন।

আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের আদেশ প্রতিপালন ও ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়ে অনেক সময় উদাসীন হ'য়ে যাই। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

অর্থাৎ লৌকিক শ্রদ্ধানুসারে যিনি অর্চ্চামূর্ত্তিতে হরি-পূজা করেন, কিন্তু হরিভক্ত এবং হরির অধিষ্ঠানস্বরূপ অন্য জীবকে শ্রদ্ধা ও দয়া করেন না, তিনি কনিষ্ঠ। নিম্নাধিকার থাকা-কালে, প্রাকৃত বিচার থাকা-কালে ভগবানের ভক্ত অপেক্ষা অর্চ্চাই আমাদের নিকট আরাধ্য বস্তু ব'লে বিবেচিত হন। কিন্তু তদপেক্ষা উন্নত সেবাধিকারী তা'দিগকেও (কনিষ্ঠাধিকারী বা বালিশকেও) কৃপা করেন। যাঁরা ভগবদ্ভক্ত-সম্প্রদায়ের সেবা বুঝে উঠ্‌তে পারেন না, তাঁ'দিগকে কৃপা করবার জন্য মধ্যমাধিকারী ভক্ত পরমেশ্বরের প্রেম, তদীয়ের সঙ্গে মৈত্রী, তদীয়-সেবার মহিমাবিষয়ে অজ্ঞগণকে কৃপা এবং বিদ্বেষীকে উপেক্ষা ক'রে থাকেন।

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥

(ভাঃ ১১।২।৪৬)

যেখানে মূর্ত্ত ভগবদ্বিগ্রহ—যেখান হ'তে ভগবদ্বিগ্রহের গৌরব কথা প্রকাশিত হয়—যেখানে প্রশ্ন ক'রে উত্তর পাওয়া যায়, 'সেবা' কা'কে বলে জান্‌তে পারা যায়, সেই ভগবদ্ভক্তের সেবা ভগবানের অর্চ্চামূর্ত্তির সেবা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অর্চ্চামূর্ত্তির সেবাও ভগবদ্ভক্তের বাণী শ্রবণ ব্যতীত সুষ্ঠু হ'তে পারে না।

অর্চ্চা আট প্রকার যথা,—

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥

(ভাঃ ১১।২৭।১২)

(১) শিলাময়ী, (২) কাষ্ঠময়ী, (৩) লৌহ, সুবর্ণ প্রভৃতি ধাতুময়ী, (৪) মৃন্ময়ী, (৫) চিত্রপটময়ী, (৬) বালুকাময়ী, (৭) মনোময়ী, (৮) মণিময়ী।

লোকাচার্য্যপাদ বলেন, ভগবান্ জীবের নিকট পাঁচ প্রকারে প্রকাশিত হন। সেই পাঁচ প্রকার স্বরূপ এই,—(১) পরতত্ত্ব, (২) ব্যূহতত্ত্ব, (৩) বিভবতত্ত্ব, (৪) অন্তর্যামি তত্ত্ব এবং (৫) অর্চ্চাবতার। পরতত্ত্ব—বৈকুণ্ঠে বিরাজমান

তৃতীয় বস্তু পরমেশ্বর—সর্বজীবারাধ্য ভগবান্। যাহার—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। বৈভবতত্ত্ব—রাম-নৃসিংহাদি অবতার। পরমাত্মা—পরমাত্মা। অর্চাবতার—নিত্যনাম-রূপ-গুণ-লীলাবিশিষ্ট ভগবদ্বিগ্রহের প্রাকৃত জীবের মঙ্গলের জন্য লোকলোচনে স্থূল অর্চাকারে প্রকটিত—করুণাময় সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ।

জগতে একই কালে ব্যক্তিবিশেষের নিকট দ্বিপাদ দর্শন, ত্রিপাদ দর্শন ও চতুষ্পাদ দর্শন সম্ভব নহে। বহির্জগতে আমরা ১৮০ অংশ মাত্র দর্শন করি। আর বাকী ১৮০ অংশ পশ্চাদ্ভাগে আমাদের অগোচর থাকে।

অধোদেশেও আমরা অর্দ্ধভাগ দর্শন করি, আর অর্দ্ধভাগ আমরা দেখ্‌তে পাই না। সুতরাং দুই সূত্রে এক কালে এখানে দ্বিপাদ দর্শনের কথা আমাদের নিকট অজ্ঞাত। একপাদ ভূমিকায় অর্থাৎ বর্তমান পরিদৃশ্যমান জগতে এককালে পূর্ণ বস্তুর দর্শন হয় না। ভগবানের চারপ্রকার প্রকাশ-ভেদের কথা না জান্‌লে আমরা পূর্ণ জ্ঞানের কথা জান্‌তে পারি না। একই সময়ে ভগবানের চারপ্রকার দর্শন ভগবৎকৃপাতেই সম্ভব হ'তে পারে। একেশ্বরবাদিগণ ব্যক্তিগত চতুষ্পাদের দর্শন কর্‌তে পারেন। ভগবান্ চতুর্ব্যূহে প্রকটিত হ'য়ে একই সময়ে তাঁর চার প্রকার চতুষ্পাদ-দর্শন প্রকাশিত করেন। কিন্তু বেদান্তের উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণ ৬ষ্ঠ পাদের সঙ্কর্ষণ-শারীরক ভাষ্যে সেই চতুষ্পাদ দর্শনের কথা আলোচিত হ'য়েছে। অচিন্ত্য শক্তিমান্ ভগবান্ যুগপৎ চতুর্দ্ধা প্রকাশিত হ'য়েও তাঁর অদ্বয়ত্ব পূর্ণভাবে সংরক্ষণ করেন। সর্বশক্তিমান ভগবান্ জীবের ন্যায় খণ্ডিত বা অপরের দ্বারা পরিমাপযোগ্য বস্তু ন'ন যে তিনি চতুর্দ্ধা প্রকাশিত হ'লেও তাঁর অদ্বয়সত্তা নানারূপে অসমর্থ হ'য়ে পড়্‌বেন।

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ সৃষ্টি দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥

ব্যূহতত্ত্বের পর তৃতীয়—বৈভবতত্ত্ব। সৌভাগ্যবন্ত জনগণের নিকট ভগবান্ মৎস্য-কূর্ম-রাম-নৃসিংহাদি নৈমিত্তিক অবতাররূপে যথাকালে আবির্ভূত হন। বৈভব-দর্শনের যোগ্যতা সম্প্রতি আমাদের সাধারণ জীবের হয় না। এই জন্য অন্তর্যামি পরমাত্মারূপে ভগবান্ আমাদের অন্তঃকরণে প্রকাশিত হ'য়ে আমাদের চেতনের বৃত্তি উন্মেষিত করেন। তা'তেও যোগ্যতা না হ'লে সকল অধিষ্ঠানের অর্চাবতার শৈলী, দারুময়ী, লেপ্যা, লেখ্যা প্রভৃতিরূপে জগতে প্রকাশিত হন। এই বস্তুটী বৈভবতত্ত্বের ন্যায় প্রকট-কালীন হয় মাত্র ন'ন। কিন্তু আমার ন্যায় ভাগ্যহীনের নিকট পরম উপযোগী ও করুণাময়। অর্চাবতারের সঙ্গে অপর তা'রপ্রকার তত্ত্বের কোন ভেদ নাই, কেবল তাঁ'দের মধ্যে বিলাসবৈচিত্র্য মাত্র বর্তমান। অর্চাবতার জীবের মনের কারখানার কোন কাল্পনিক সামগ্রী ন'ন। কিন্তু ভগবানের নিজ নিত্য রূপের, ভগবানের নিজ নিত্য নামের, ভগবানের নিজ নিত্য গুণের, ভগবানের নিজ নিত্যলীলার মূর্ত অবতার।

মূর্তিগঠনকারী (Iconographer) ও মূর্তিধ্বংসকারী (Iconoclast) উভয়েই কোন না কোনপ্রকারে পৌত্তলিক। বিষ্ণুর অর্চামূর্তির উপাসকগণ সেইরূপ পৌত্তলিকগণের আক্রমণের বস্তু ন'ন। কারণ তাঁহারা Iconographer এর ন্যায় মূর্তি কল্পনা করেন না বা Iconoclast এর ন্যায় মূর্তি ধ্বংস বা বিসর্জন করেন না। তাঁ'রা 'কাঠের ঠাকুর' 'মাটীর ঠাকুর' দর্শন ক'রে আপনাদিগকে ভোগময় দার্শনিকের অন্তর্গত বিচার করেন না।

চেতন-ধর্মের পূর্ণ অভিব্যক্তি হ'বে কর্ণে ভগবৎকীর্তন প্রবিষ্ট হ'লে। কর্ণে ভগবৎকীর্তন প্রবিষ্ট হ'লে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, মন, বাক্, পাণি প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়গুলিই সংশোধিত, সংবর্ধিত ও সৎপথে চালিত হ'বে। চেতনময় কীর্তন কর্ণে প্রবিষ্ট হ'লে বহির্দর্শন ও অক্ষজজ্ঞানের স্পর্শ হ'তে পরিত্রাণ লাভ ক'রে পূর্ণবস্তুর দর্শনলাভ হ'বে।

ভগবদ্বস্তুর দর্শন, আরাধনা প্রয়োজনীয়। কিন্তু বর্তমানে ভগবদ্বস্তুর দর্শন হচ্ছে না। বহির্জগতের দর্শন 'ভগবদ্দর্শন' নয়। ভগবান্ প্রকাশিত হ'লে প্রকাশ-বাধ ইন্দ্রিয়সকল আর বাধা প্রদান কর্‌তে পারে না। সেই বাধা একমাত্র শ্রবণের দ্বারাই অপসারিত হ'তে পারে। শ্রবণফলে জীব ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ ও ভগবৎকৃপালাভের অধিকারী হয়,—

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।"

এজন্য শ্রীগৌরসুন্দর জড়জগতে জীবের বর্তমান অনুভূতিতে দর্শাপেক্ষা নিম্নস্তরে অবস্থানের উপদেশ দিয়েছেন.

এবং অভাব, অসুবিধা, বিপত্তিতে সর্ব্বতোভাবে সহিষ্ণুতার আবশ্যকতা জানিয়েছেন। বাহিরের উপদেশ ব্যতীত অন্তরের সংযম-ভঙ্গ—'অমানী ও মানদ' হ'য়ে অনুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন কর্‌বারই আদেশ দিয়েছেন। হরিকীর্ত্তন ও বিশ্বের কথা কীর্ত্তনের মধ্যে পার্থক্য আছে। বিশ্বকথা-কীর্ত্তন অনিত্য। কিন্তু হরিকীর্ত্তন এবং তাঁর কীর্ত্তনীয় বস্তু উভয়ই নিত্য। সেই কীর্ত্তনে স্বতঃই ইন্দ্রিয়সমূহ সংযমিত ও নিয়মিত হয়। এই সকল কথা আলোচনার নামই হরিকথা-আলোচনা। যাঁ'রা এই হরিকথার আলোচনাকে প্রাধান্য ও মুখ্যতার আসনে স্থান দেন, তাঁ'দের ক্রিয়াকলাপ পরমারাধ্য ব্যাপার। এইরূপ বিচার যাঁ'দের মধ্যে সর্ব্বদা দেদীপ্যমান, তাঁ'রাই বৈষ্ণব। সেইরকম ভগবদ্ভক্তের পূজার দ্বারাই পূজ্য বস্তুর পূজার পূর্ণতা সাধিত হয়। কেবল ভগবানের পূজায় পূর্ণতা সাধিত হয় না। তা'তে বাকী থেকে যায়। ভগবদ্ভক্তের পূজায়ই ভগবানের পূজার পূর্ণতা সাধিত হয়,—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

(ভাঃ ১১।২।৪৫)

সকলেই ভগবানের সেবা কর্‌ছেন, আমিই কেবল ভগবানের সেবা কর্‌লাম না। আমা অপেক্ষা ছোট আর কেহ নাই,—

প্রাপ্ত মানব-জন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু দুঃখ কহিব কাহারে॥

কৃষ্ণকে অনেকে 'ঐতিহাসিক,' 'রূপক' প্রভৃতি মনে করেন। কিন্তু কৃষ্ণ ঐতিহাসপ্রমাণিত কোন বস্তু কিংবা কাল্পনিক রূপক পদার্থের সঙ্গে সমতা-প্রদর্শনের জন্য আবির্ভূত হন না। কৃষ্ণ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। কৃষ্ণপাদপদ্মে সকল রসেরই কথা পূর্ণভাবে দেখ্‌তে পাই। অনেক সময় বিশ্ব হ'তে গৃহীত বিচারে বাসুদেবকেই পরতত্ত্ব ব'লে বিচার করা হয়। বাসুদেবের সহিত মহালক্ষ্মীর, সীতা-রাম প্রভৃতির উপাসনার কথাও প্রচারিত আছে। কিন্তু শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা ব্যতীত রসের পরিপূর্ণতা কোথায়ও পাওয়া যায় না। শান্ত, দাস্য এবং গৌরবসখ্যার্দ্ধের দ্বারা ভগবানের উপাসনা অপেক্ষা যেখানে নিকট-সম্বন্ধে বিশ্রম্ভাবস্থায় ব্রজবালকগণ সর্ব্বারাধ্য বস্তু কৃষ্ণের স্কন্ধে পদ-বিক্ষেপ করেন, তাল গাছ হ'তে তাল সংগ্রহ করেন এবং সেই তালের উচ্ছিষ্টাদুচ্ছিষ্টই কৃষ্ণকে প্রীতিভরে প্রদান করেন, সেইরকম প্রীতিময়ী চেষ্টাই অধিকতর সেবাময়ী। কেহ কেহ মায়াদ্য বস্তুকে মাতৃপিতৃরূপে বিচার ক'রে থাকেন। কিন্তু মাতাপিতার নিকট আমরা স্তন্যাদি আকাঙ্ক্ষা করি, আমাদের নিরুপায় অবস্থায় তাঁ'রা আমাদের সেবা ক'রে থাকেন, আমরা তাঁ'দিগকে আমাদের পুরুষীয় বস্তুলেও এবং আমাদিগকে তাঁ'দের সেবক বস্তুলেও কাযাতঃ তাঁ'দিগের দ্বারা আমাদের অধিকতর সেবা করিয়ে থাকি। আমাদের জন্মের পূর্ব্ব হ'তে, জন্মের পরে শৈশব, বাল্য, কৈশোর, পৌগণ্ড, যৌবনাদি অবস্থাতেও নানাভাবে মাতাপিতার দ্বারাই সেবা করিয়ে থাকি। কিন্তু ভগবানের পুত্রত্ব-বিচারে মাতাপিতা নিত্যকাল ভগবানের বিশ্রম্ভসেবা কর্‌তে পারেন। মাতাপিতা পুত্রের জন্মাবার পূর্ব্ব হ'তেই এবং পরমুহূর্ত্ত হ'তেই পুত্রের সেবা কর্‌তে পারেন। ভগবানের পিতৃত্ব-বিচারে সেরূপ সৌষ্ঠব ও রসমাধুর্য্য নাই। এজন্য শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ বল্‌ছেন,—

শ্রুতিপরে স্মৃতিবিস্তরে ভারতমন্ত্রে ভজন্ত ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥

ভবভীত ব্যক্তিগণের অনেকে বেদপাঠ পড়ুন পড়ুন, স্মৃতি-শাস্ত্র পাঠ ক'রে প্রায়োগবিপুণ হ'ন হউন, মহাভারত পাঠ ক'রে নীতি-শিক্ষা করেন করুন, আমি কিন্তু যাঁ'র বারেন্দায় পরব্রহ্ম হামাগুড়ি দিচ্ছেন, সেই নন্দকে বন্দনা করি।

আবার গোপীগণ সর্ব্বস্ব দিয়ে সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণানুশীলনের যে আদর্শ প্রদর্শন ক'রেছেন, তা'তে সকল রসের যুগপৎ পূর্ণাবস্থান সঙ্কটিত হ'য়েছে।

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপ-পতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥

যখন বিরহবিধুরা গোপললনাসকল কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণকে দেখ্‌তে পেয়েছিলেন, তখন ব'লেছিলেন যে, তাঁ'রা অগাধ-বোধ যোগিগণের ন্যায় ধ্যান ক'রে কৃষ্ণকে দূর হ'তে দর্শন কর্‌তে চান না। দূরের জিনিষকেই লোকে ধ্যান করে। যে জিনিষ একমাত্র গোপীর নিজস্ব—করায়ত্ত—সহজ—সুলভ, সে জিনিষের ধ্যান তাঁ'রা কেন কর্‌বেন? গোপীসকল গৃহ

ত্যাগ ক'রে কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন আমাও তাঁর ভজন করতে চান না। তাঁরা কৃষ্ণ-পূর্ণতত্ত্ব একে নিয়ে তাঁদের সংসার। তাঁরা সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে তাঁর কৃষ্ণের ভজনা করেন। এই সর্ব্বাঙ্গীন, সার্ব্বজনিক, সর্ব্বরসে কৃষ্ণানুশীলন একমাত্র গোপললনাগণের আরাধনাতেই ব্যক্ত হ'য়েছে। বালকৃষ্ণের উপাসনা অপেক্ষা কিশোর-কৃষ্ণের উপাসনা অধিকতর চমৎকারিতাময়ী।

সাধারণ আধ্যক্ষিক নৈতিক বিচারে—জাগতিক প্রত্যক্ষ দর্শনের অনুমানোত্থ জ্ঞানের প্রতিফলনে যে রাধা-গোবিন্দের উপাসনা পরম হেয় ব'লে দৃষ্ট হয়, সেই বিকৃত, প্রতিফলিত হেয় বিচারকে বিনষ্ট ক'রে যে রাধাগোবিন্দের উপাসনা একমাত্র বাস্তব সত্যমাপাদেয়ত্ব প্রদর্শন ক'রেছেন, সেই রাধাগোবিন্দের উপাসনার আলোচনা যাঁরা করেন, তাঁরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। তাঁদের আরাধনা করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য। এই কার্য্যে যাঁদের চিত্ত ব্যস্ত হ'য়েছিল, তাঁরা ইহজগতে থাকলেও আমরা তাঁদের সেবা করবো—নিত্য-লীলায় প্রবিষ্ট হ'লেও তাঁদেরই সেবা করবো। তাঁদের ইহজগতে অবস্থান-কালে অনেক সময় আমরা অপরাধ ক'রে বসি। আমরা তাঁদের 'উপদেশক', 'গুরু' প্রভৃতি মনে ক'রে বসি। কিন্তু যে সময় তাঁরা আর এ'জগতে আমাদের সেবার জন্য অধিকার পান না, এমন সময় এ জগতে অবস্থান-কালেও আমরা তাঁদের সেবা করবার সুযোগ পাই। ভগবান্ যাঁকে দয়া করেন, তাঁকে নিত্যলীলার সঙ্গে সঙ্গে নিত্য-সেবাধিকার দেন। অনেকে মনে করেন, 'রামের গুরু শিব, শিবের গুরু রাম'—এটা একটা বিরুদ্ধ কথা। কিন্তু রাম যদি ভক্তবাৎসল্যহেতু মহাদেবের সেবা করেন—ভগবদ্ভক্তের উপাসনা করেন, তা'তে শ্রীরামের ভগবত্তা কিছু ক'মে যায় না।

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

তৃণাদপি সুনীচ, নিজে উত্তম হ'য়েও মানহীন এবং মানদ হ'লেই হরিকীর্ত্তনের অধিকার লাভ করা যায়। শ্রীভগবদ্ধু মহাশয় এই সব কথায় অগ্রসর হ'য়েছিলেন। তিনি কেবল ভগবানের সেবামাত্র করেন নাই। কিন্তু যাঁরা ভগবানের সেবা করছেন অর্থাৎ হরিকীর্ত্তন করছেন, সেই হরিকীর্ত্তনকারিগণের হরিকীর্ত্তনের সহায়তা ক'রেছেন।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণের পর আলোচ্য সভার সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিম্নলিখিত অভিভাষণটি প্রদান করেন।

সভাপতির অভিভাষণ

সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলি! যে মহাপুরুষের অর্ঘ্য-অঞ্জলি প্রদানের জন্য আমরা আজ এখানে সমবেত হ'য়েছি, তিনি ছিলেন—ভগবানের পরমভক্ত মহাপুরুষ। তাঁর জীবনী ও চরিত্র আলোচনার ক্ষমতা আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির সম্ভব হ'তে পারে না। শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় যে সুচিন্তিত, সুললিত ও বাগ্মিতাপূর্ণ বিরহস্মৃতি পাঠ ক'রেছেন, তারপরে নূতন কিছু বলা আমার পক্ষে কেন, অনেকেরই পক্ষে অসম্ভব হ'বে। ইহার পর আবার প্রভুপাদ স্বয়ং আমাদিগকে যে-সকল বিচারপূর্ণ অমূল্য উপদেশ প্রদান ক'রেছেন, তারপর বক্তৃতা করা অশোভনীয় ব'লেই মনে করি। তথাপি যখন স্মৃতিসভার সভাপতির কার্য্য করতে হ'চ্ছে তখন সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলবো।

অনেক সময় মনে হয়, ভক্তিরঞ্জন শ্রীল জগবন্ধুর স্থান আমাদের মধ্যে কোথায়? আমরা মানুষ, আমরা সচরাচর মানুষকে যে চোখ দিয়ে দেখি, সেই চোখ দিয়ে দেখা-মানুষের সঙ্গে জগবন্ধুর তুলনা হ'তে পারে না। এ'কথা জোর ক'রে বলতে পারি, তাঁর স্থান ঐ সকল মানব-মণ্ডলীর শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণ অপেক্ষাও উচ্চতম স্তরে অবস্থিত। সচরাচর আমরা যে-সকল স্মৃতিসভার উদ্যোগ করি—যে-সকল মহদ্ব্যক্তিগণের স্মৃতিপূজা ক'রে থাকি, তা' অপেক্ষা শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের স্থান অতুলনীয়রূপে অতি উচ্চে।

তিনি কখনও বক্তৃতা করেন নাই। দু' টাকা, পাঁচ টাকা দান ক'রে সংবাদপত্রে নাম উঠা'বার জন্য ব্যস্ত হন নাই। তিনি জাগতিক সাহিত্যিক ও পণ্ডিতও ছিলেন না। কিন্তু তিনি সমাজের বক্ষে যে এক বিশ্বমঙ্গল মহাদানের মহাযজ্ঞের রচনা ক'রে গিয়েছেন, সে কীর্ত্তির সঙ্গে অন্য কোন কীর্ত্তিরই তুলনা হ'তে পারে না। সকল দান সেই দানের নিকট পরাজিত হ'য়েছে।

তাঁকে যখন আগন্তুক লোকে তাঁর ধামের কথা বল্‌তে আস্‌তেন, তিনি তাঁর যে প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন, আমরা তা'ও "বিরহ-স্মৃতি"র মধ্যে দেখ্‌তে পাই। তিনি ব'লেছিলেন,—"আমার বল্‌তে ত' কোন জিনিষ নেই, সবই সেই মূল মালিক ভগবানের। যাঁর সম্পত্তি জিনিষ, তাঁকে প্রত্যর্পণ করার আবার বাহাদুরী কি? না করাটাই মহা অন্যায়।" এত বড় মহান্ অন্তঃকরণ—এত বড় কথা আমরা তাঁর কাছ থেকেই শুন্‌তে পাই। দেশের মধ্যে—সমাজের মধ্যে আমাদের বিচারে যাঁরা মহাত্মা, বড়লোক, উদার প্রকৃতি বিশেষভাবে পরিচিত, সে সকল নামে ত' শ্রীভগবদ্ভক্তিরঞ্জন মহাশয় পরিগণিত হবেনই, বরং তাঁরও অনেক উচ্চতর স্তরে তাঁর স্থান, তাঁর আসন প্রতিষ্ঠিত।

আমরা শাস্ত্রে পড়ি, ভগবান্ জগতের মঙ্গলের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। ইতিহাসেও দেখ্‌তে পাই, ভগবান্ কখনও নিজে অবতীর্ণ না হ'য়ে তাঁরই আপন জনকে মানুষের বেশে মানুষের মধ্যে পাঠিয়ে যেন তাঁদিগের মধ্যে তৃণমঙ্গল-বাণী প্রচারের জন্য—তাঁদিগের উদ্ধারের জন্য। ভগবান্ তাঁর প্রতিনিধির দ্বারাও মানবজাতির এরূপ হিত ক'রে থাকেন। এটা শুধু আমাদের দেশে নয়, অন্য দেশের ইতিহাসেও এ-সকল কথা শুন্‌তে পাওয়া যায়। শ্রীল জগদ্বন্ধু সেই শ্রেণীর মহাপুরুষ। তিনি ভগবানের ঈপ্সিত মানবজাতির কোন একটা প্রকৃত হিত কর্‌বার জন্যই ভগবানের প্রেরিত।

কে বল্‌তে পার্‌তো যে, তিনি যখন প্রাণ বিসর্জ্জনের সঙ্কল্প ক'রেছিলেন, দুই দুইবার অফিসেন সেবন ক'রেছিলেন, তিনি যখন ছই বিষে আক্রান্ত হ'য়ে জীবনের আশা পরিত্যাগ ক'রেছিলেন, তখন সেই অবস্থা হ'তে ফিরে এসে এত বড় অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন কর্‌বেন। তাঁর জীবনী-পাঠ করে ক'রে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে, ঐ মহৎ কার্য্যটী কর্‌বার জন্যই তিনি এই মরজগতে অবস্থান কর্‌ছিলেন এবং ভগবান্ এই জন্যই তাঁকে পাঠিয়েছিলেন।

এ-কথা স্বীকার কর্‌তেই হ'বে যে, প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের ঔজ্জ্বল্য কালের প্রভাবে লুপ্ত হ'য়েছিল। আর তৎসঙ্গে এ-কথাও স্বীকার ক'র্‌তে হ'বে যে, অবনত মস্তকে স্বীকার ক'রতে হ'বে যে, এই প্রকৃত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম পুনরুদ্দীপ্ত কর্‌বার জন্য—পৃথিবীর লোকের কাছে তাঁর বিমল প্রতিভা দেখাবার জন্যই প্রভুপাদ (শ্রীশ্রীবসুকিদিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ) অবতীর্ণ হ'য়েছেন। প্রভুপাদের অনুগ্রহে, কৃপায়, শিক্ষায়, দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিগণও সেই কার্য্যের সহায়তার জন্যই সঙ্ঘবদ্ধ ও সম্মিলিত হ'য়েছেন। এই কার্য্যের জন্য কলিকাতার মত স্থানে একটী প্রাসাদোপম সুবৃহৎ স্থান, যা'তে সকলে একত্র বস্‌তে পারেন—সকলে একত্র ব'সে ভগবানের বাণী শ্রবণ কর্‌তে পারেন, তার একটা বড়ই অভাব ছিল। এ'রকম সদ্বংশে সমবেত ও সুসঙ্গত ব্যক্তিগণের ভগবানের সেবাকার্য্যের সহায়তার জন্য—ভগবানের বাণী-প্রচারের সহায়তার জন্য—সমগ্র জাতির মঙ্গলময় একটী প্রতিষ্ঠানের জন্য শ্রীল জগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জন ভগবৎপ্রেরিত হ'য়ে এসেছিলেন—এইটুকু আমার অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস।

সময় অধিক হ'য়েছে। প্রভুপাদ বক্তৃতায় অনেক কথা ব'লেছেন। উপসংহারে আমি আপনাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে এই বিরহবাসরে শ্রীল জগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান কর্‌ছি।

সভাপতির অভিভাষণের পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল মহাশয় শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত বৈষ্ণব-মহিমাসূচক উপসংহার-সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন।

বিরহ-সভার অধিবেশনে অগণিত সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সমাগম হইয়াছিল। সকলের নাম উল্লেখ করা অসম্ভব। নিম্নে কয়েকটী নাম প্রদত্ত হইল:—

বিচারপতির বঙ্গীয় শাসন-পরিষদের অন্যতম সদস্য—অনারেবল মিঃ বি,বি, ঘোষ; শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, মিঃ এইচ, সি, ঘে এটর্নী-এ্যাট্-ল; রায়-বাহাদুর হাজারী মল; রাজা নারায়ণদাস বর্ম্মণ; মিঃ অবিনাশচন্দ্র দাস এম-এ, পি-এইচ, ডি; প্রফেসর অনন্তকৃষ্ণ আয়ার এম-এ, এল-টি, রাওবাহাদুর; প্রিন্সিপাল রাজকুমারী দাস; বাঁশবেড়িয়ার রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয়; শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এম-আর-এ-এস্; ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসু; ডাঃ অমূল্যরতন চক্রবর্ত্তী, এল্, আর, সি, পি; শ্রীযুক্ত প্রভাত চন্দ্র দত্ত এম-এ, বি-এল; শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, এম্-আর-এ-এস্, কর্পোরেশন কাউন্সিলার; ডাঃ সত্যরঞ্জন সেন এম্-বি প্রভৃতি।

দ্বাদশ বন

(পূর্বপ্রকাশিত ১০ম খণ্ড, ১৪শ সংখ্যা, ২১৪ পৃষ্ঠার পর)

(৮) **সানোড়িয়া বিপ্র-স্থান**—শ্রীমন্মহাপ্রভু মথুরায় উপস্থিত হইয়া শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য, সানোড়িয়া ব্রাহ্মণের গৃহে তাঁহাকে কৃপা করিয়া, ভিক্ষা করিয়াছিলেন। পশ্চিমদেশে বৈষ্ণবগণ কতক ভাগে বিভক্ত, —'আগরওয়ালা', 'কালওয়ার', 'সানোরাড়' ইত্যাদি। তন্মধ্যে 'আগরওয়ালা'ই অভিজাত; 'কালওয়ার', 'সানোরাড়' প্রভৃতি শ্রেণী—নিজ নিজ কার্য্য-দোষে পতিত। ঐ কালওয়ার ও সানোরাড়দিগকে যাঁহারা যাজন করেন, তাঁহাদিগকেই 'সানোড়িয়া ব্রাহ্মণ' ইত্যাদি বলে। 'সানোরাড়' শব্দে 'সুবর্ণবণিক্'; তাহাদের যাজক ব্রাহ্মণেরাই 'সানোড়িয়া' (বর্ণ) ব্রাহ্মণ। যাজন-দোষে পতিত হওয়ায় সেই ব্রাহ্মণদিগের গৃহে সন্ন্যাসিগণ ভোজন করেন না। পৌক্ত সম্বন্ধে অভক্ষ্যাচরণীয় হইলেও শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ বৈষ্ণব-দীক্ষায় দীক্ষিত শিষ্যের পারমার্থিক শুদ্ধিপ্রাপ্ত স্বীকারের আদর্শ প্রদর্শনার্থ তাঁহার হস্তপাচিত অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল পুরীগোস্বামী প্রভুর আচরণকেই প্রামাণিক বিচারে সানোড়িয়া বিপ্রের গৃহে ভিক্ষা-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই বিপ্রের গৃহে মথুরাস্থ সকল লোক মহাপ্রভুর দর্শনার্থ আগমন করিলে মহাবদান্যাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর সকলকে দর্শন দান করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু সকলের নিকট দুই বাহু তুলিয়া 'হরিবোল' ধ্বনি করিলে সকল লোক শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখনিঃসৃত-ধ্বনি-শ্রবণ-প্রভাবে প্রেমে মত্ত হইয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে নৃত্য করিয়াছিলেন। শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় যে-কালে শ্রীল রাঘব গোস্বামীর সহিত ব্রজ পরিক্রমা করেন, তখন তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাস্থলী মাথুর-সানোড়িয়া বিপ্রের স্থান দর্শন করিতে করিতে গৌরলীলা-স্মৃতিতে উদ্দীপ্ত হইয়াছিলেন।

(৯) **অর্দ্ধচন্দ্র স্থান**—আদি-বরাহে এই অর্দ্ধচন্দ্র-স্থানের বিশেষ মাহাত্ম্য প্রকাশিত আছে—

তত্র মধ্যে তু যৎ স্থানমর্দ্ধচন্দ্র-ব্যবস্থিতম্।
তত্রৈব বসিনো লোকা মুক্তিং যান্তি ন সংশয়ঃ॥

শ্রীযমুনার অবিমুক্ত, ভদ্র, প্রয়াগাদি-প্রমুখ চতুর্ব্বিংশতি তীর্থ অর্দ্ধচন্দ্র স্থানের মধ্যেই অবস্থিত।

অতে শ্রীনিবাস এই অর্দ্ধচন্দ্র-স্থিত।
শ্রীযমুনা-তীর্থ চতুর্ব্বিংশতি বিদিত॥

(ভঃ রত্নাকর ৪র্থ। ২৪৬)

(১০) **শ্রীকৃষ্ণজন্মস্থান**—পোত্রা কুণ্ড ও শ্রীকেশবদেবের নূতন মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী স্থলে বিরাজিত। এই স্থানে বসুদেব ও দেবকীর শ্রীমূর্ত্তি ও গৃহ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনানুসারে বুঝা যায়, জন্মস্থানেই 'কেশব' দেব বিরাজিত ছিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাই দর্শন করিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৫৬)

(১১) **পোত্রা কুণ্ড**—জানকবরী ও শ্রীজন্মভূমির মধ্যবর্ত্তী স্থানে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার পরে শ্রীদেবকী মাতা এই কুণ্ডে বস্ত্র পৌত করিয়াছিলেন, এই জন্য 'পোত্রা কুণ্ড' নাম হইয়াছে।

(১২) **মালপুরা**—শ্রীজন্মভূমির সম্মুখেই মল্লাখড়ের স্থান 'মালপুরা' নামে খ্যাত। শ্রীবসুদেব ও দেবকীকে কারাগৃহে পাঠাইয়া দিবার জন্য এই স্থানে কংস-নিয়োজিত মল্লসমূহ অবস্থান করিতেন।

(১৩) **বিশ্রাম তীর্থ**—শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়া এই স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। ইহাকে 'বিশ্রান্তি' তীর্থ বা 'শ্রমভ্রম তীর্থ'ও বলে। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর মথুরায় আগমন পূর্ব্বক প্রথমেই বিশ্রাম-তীর্থে স্নান-লীলা প্রদর্শন করিয়া জন্মস্থানে শ্রীকেশবদেব দর্শন করিয়াছিলেন,—

মথুরা আসিয়া কৈলা 'বিশ্রাম তীর্থে' স্নান।
জন্মস্থানে 'কেশব' দেখি' করিলা প্রণাম॥

(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৫৬)

দ্রষ্টব্য—"আদবন" শীর্ষক প্রবিষ্ক প্রবন্ধের বিভিন্ন স্থানের বিবরণ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা-কালে আবশ্যক হইলে পরিমার্জ্জিত, পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে—গৌঃ সঃ

বিশ্রান্তি তীর্থের অনেক ফলশ্রুতি পুরাণে দৃষ্ট হয়। ভক্তবৈষ্ণবসেবোন্মুখ হইয়া এই স্থানে স্নান করিলে ভক্তি-বিমুখদের বিশ্রাম-লাভ ঘটে। এই ঘাটে প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীযমুনাদেবীর আরতি হয়। চাতালের মধ্যে একটি ছোট মন্দিরের ভিতর শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি ও মুকুট রহিয়াছে।

(১৪) গতশ্রম দেব—কংসবধের পর ইনি বিশ্রামলীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া এই নামে পরিচিত। ইঁহার টীলাটী বিশ্রান্তি ঘাটের নিকট। উচ্চে প্রায় ২৪ ফিট হইবে। সোপান অতিক্রম করিয়া দেবালয়ে উঠিতে হয়। চতুর্দ্দিকে দোকান ও দোতালা বাটী আছে বলিয়া প্রথম দর্শনে 'টীলা' বলিয়া বুঝা যায় না। দেবালয় দুই মহলে বিভক্ত। প্রথম অঙ্গনে একটি ক্ষুদ্রাকার মন্দিরে গোপাল মূর্ত্তি, দ্বিতীয় অঙ্গনে দালানের অভ্যন্তরে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি, দুইদিকে বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীসরস্বতী। ধৌলপুরের মহারাজ-প্রদত্ত গ্রামের আয় হইতে শ্রীমন্দিরের সেবা চলে।

আদিবরাহ বলেন—

সর্ব্বতীর্থেষু যৎ স্নানং সর্ব্বতীর্থেষু যৎ ফলম্।
তৎফলং লভতে দেবি দৃষ্ট্বা দেবং গতশ্রমম্॥

(১৫) চব্বিশ তীর্থ বা চব্বিশঘাট—অর্দ্ধচন্দ্রস্থিত শ্রীযমুনাতীর্থ চব্বিশ-সংখ্যক। শ্রীভক্তিরত্নাকরে—

অহে শ্রীনিবাস এই অর্দ্ধচন্দ্রস্থিত।
শ্রীযমুনাতীর্থ চতুর্ব্বিংশতি বিদিত॥
(ভঃ রত্নাকর ৪র্থ তঃ ২৪৬)

বিশ্রামঘাটের উত্তরদিকে এবং দক্ষিণদিকে যথাক্রমে ১২টী করিয়া ২৪টী ঘাট বিদ্যমান। উত্তর দিকের ১২টী ঘাটকে "উত্তর কোট" এবং দক্ষিণ দিকের ১২টী ঘাটকে "দক্ষিণ কোট" বলে।

বিশ্রামঘাটের দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী বারঘাট যথা—(১) অবিমুক্ত, (২) অধিরূঢ়, (৩) গুহ্য, (৪) প্রয়াগ, (৫) কনখল, (৬) তিন্দুক (বাঙ্গালীরা এই ঘাটের নিকট আসিয়া বাস করিতেন বলিয়া ইহা 'বাঙ্গালীঘাট' নামেই প্রসিদ্ধ), (৭) সূর্য্যঘাট বা গড়ওয়ালা ঘাট, (৮) বটস্বামী, (৯) ধ্রুবঘাট, (১০) ঋষি তীর্থ, (১১) মোক্ষতীর্থ এবং (১২) বোধতীর্থ।

অবিমুক্ত তীর্থ হইতে গমন করিতে করিতে পর্য্যায়ক্রমে নিম্নলিখিত দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ পাওয়া যায় :—শুভমঙ্গলাদেবী, গতশ্রম দেব, বীরভদ্র মহাদেব, শ্রীশঙ্কর্ষণ, কংস-নিকন্দন (কংস-ভবন), দেবকীনন্দন, বৎসকূপ (হোলিদরজার বাহিরে), রঙ্গেশ্বর মহাদেব (বা সিদ্ধমুখ রুদ্র), সপ্তসমুদ্রকূপ, শিবতাল, বংশভদ্রকুণ্ড ও শ্রীবলদেব, ভূতেশ্বর মহাদেব, জ্ঞানবাপী, পোতরাকুণ্ড, শ্রীজন্মস্থান বা যোগপীঠ, শ্রীকেশব দেব।

প্রয়াগঘাটে বেণীমাধবের একটি মন্দির বিদ্যমান। সূর্য্যতীর্থে বিরোচন-পুত্র বলি তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। বটস্বামী তীর্থে 'বটস্বামী' সূর্য্যের অবস্থান। ধ্রুবতীর্থ উত্তানপাদ-নন্দন ধ্রুবের তপস্যা-স্থান। ধ্রুবঘাটের পশ্চাতে যে ধ্রুবটীলা, সেখানেই সপ্তঋষীর বালক ধ্রুব তপস্যা করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ। ধ্রুবতীর্থের দক্ষিণে ঋষিতীর্থ। ঋষিতীর্থ বিশেষ কৃষ্ণপ্রিয় তীর্থ। এই তীর্থে স্নান করিলে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়, তখন কৃষ্ণভক্তের পাদপদ্ম-জল-মহিমার অধিকতর ঔদার্য্য হৃদয়ঙ্গম হয়।

শ্রীভক্তিরত্নাকরে বিশ্রামতীর্থের দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী দ্বাদশ-ঘাটের মধ্যে 'অধিরূঢ়' তীর্থের নাম পাওয়া যায় না এবং কোটি ও বোধিতীর্থ দুটী পৃথক্ পৃথক্ তীর্থরূপে লক্ষিত হয়। কিন্তু কোন কোন গ্রন্থে 'কোটি' তীর্থের নামান্তরই 'বোধি-তীর্থ' বলিয়া বুঝা যায় এবং পৃথগ্‌ভাবে 'অধিরূঢ়' তীর্থেরও নাম পাওয়া যায়। 'অমৃতপ্রবাহ' গ্রন্থে দ্বিতীয় সংখ্যাক্রমে অধিরূঢ় তীর্থ এবং দ্বাদশ সংখ্যাক্রমে বোধিতীর্থের নাম আছে। বোধিতীর্থের নামান্তরই কোটি তীর্থ এরূপ উল্লেখ নাই। কোন কোন কিংবদন্তীমতে 'কোটি তীর্থ' 'রাবণকুটী' নামে উল্লিখিত হয়। প্রবাদ, এই স্থানে রাবণ তপস্যা করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

দিল্লি-গৌড়ীয়মঠে

শ্রীশ্রীগৌরকিশোর-বিরহ-উৎসব

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্তর্ধানের পরম শুভদিন নিত্য লীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ-উৎসব দিল্লি-শ্রীগৌড়ীয় মঠের বাসভবনে (৩০২ কেশোরোড্, নূতন দিল্লী) গত ৬ঠা অগ্রহায়ণ হইতে ৮ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত শ্রীগুরু ও শ্রীগৌরজন-মহিমা-গাথা-সমন্বিত মহামহোৎসবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অনুক্ষণ 'শ্রবণ' ও 'কীর্ত্তনের' সার্থকতা সম্বন্ধে বিবিধ ভাবে এই কয়েক দিন উপদেশ দিয়াছেন। নিত্য অনুসন্ধানীর নিকট নিষ্কপট জনপিপাসুগণের বাস্তব মঙ্গলের অনেক জ্ঞাতব্য কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীগৌরবিহিত কীর্ত্তনের দ্বারা সকলের হৃদয়ে সেবার লোভ প্রকটিত ও প্রবাহিত করিয়াছেন।

'শুকরতল'-পথে শ্রীল প্রভুপাদ

গত ২৯শে নভেম্বর (১৯৭১) রবিবার পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকার সময় নিউ দিল্লী হইতে রওয়ানা হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ভক্তবৃন্দ-সমভিব্যাহারে শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয়-অধিবেশন-স্থান পরীক্ষিৎ-সাধোপবেশন-ক্ষেত্র শুকর-তলাভিমুখে শুভবিজয়ার্থ বেলা ১২-৪৫ মিনিটে মহাঃফর-নগরে আসিয়া পৌঁছান। রাধাবাজার নিবাসী জগদীশ প্রসাদজীর ভবনে স্থানীয় বহু সজ্জন ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করেন। সভাগৃহ জগদীশ-প্রসাদ-হলে একটি সুবিরাট্ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় স্থানীয় সকল সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত লোকই উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ইংরেজী ভাষায় সভাপতির আসন হইতে অভিভাষণ প্রদান করেন। "ভাগবত" পত্রের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত বন মহারাজ ইংরেজী ও হিন্দিভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টি শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যা-ভূষণ প্রভু গায়ক-ভাগবতত্রয় নাম কীর্ত্তন করিয়া এই প্রদেশবাসীকে মন্ত্রাভিষক্ত করিয়াছেন।

সপার্ষদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গত ৩০শে নভেম্বর (১৯৭১) "শুকরতল" দর্শনার্থ শুভবিজয় করেন। বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

আসাম-বৈষ্ণব-সম্মিলনী

আগামী পৌষমাসের ৯ই ও ১০ই তারিখে আসামের গৌহাটী সব্‌ডিভিসনের অন্তর্গত নলবাড়ী রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত বামুনদি নামক গ্রামে এইবার "আসাম-বৈষ্ণব-সম্মিলনী"র তৃতীয় অধিবেশন হইবে। "ভগবান্ সাকার কি নিরাকার"—ইহাই সম্মিলনীর আলোচ্য বিষয়। সভায় সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

১০ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৩রা পৌষ শনিবার, ১৩৩৮ ; ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৩১ | ১৯শ সংখ্যা।

দ্বাদশ বন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম খণ্ড, ১৮শ সংখ্যা, ২৮৭ পৃষ্ঠার পর)

বিশ্রামতীর্থের উত্তরদিকে নিম্নলিখিত দ্বাদশটী ঘাট বিদ্যমান আছে—(১) মণিকর্ণিকা, (২) অসিকুণ্ড, (৩) সংযমন তীর্থ (অপর নাম 'স্বামীঘাট' বা বাসুদেবঘাট), (৪) ধারাপতনতীর্থ, (৫) নাগতীর্থ, (৬) বৈকুণ্ঠ ঘাট, (৭) ঘণ্টাচরণ ঘাট, (৮) সোমতীর্থ (নামান্তর 'গোঘাট'), (৯) কৃষ্ণগঙ্গা, (১০) চক্রতীর্থ (নিকটেই পরবর্ত্তী-সঙ্গম), (১১) বিল্বরাজ ঘাট, (১২) দশাশ্বমেধ ঘাট।

শ্রীভক্তিরত্নাকরে এইরূপ ক্রমে নাম পাওয়া যায়,—

(১) নবতীর্থ (অসিকুণ্ডের উত্তরে), (২) সংযমন তীর্থ, (৩) ধারাপতন তীর্থ, (৪) নাগতীর্থ, (৫) ঘণ্টাচরণ তীর্থ, (৬) ব্রহ্মতীর্থ, (৭) সোমতীর্থ, (৮) পরব্রহ্মতীপতন তীর্থ, (৯) চক্রতীর্থ, (১০) দশাশ্বমেধ তীর্থ (এখানে ঋষিগণ দেবকীনন্দনের পূজা করিয়াছিলেন), (১১) বিল্বরাজ তীর্থ, (১২) কোটিতীর্থ।

ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য মাথুর ব্রাহ্মণদিগের সহিত যমুনায় চব্বিশঘাটে স্নান-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

যমুনায় চব্বিশঘাটে প্রভু কৈল স্নান।
সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থ-স্থান ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭শ)

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

অহে শ্রীনিবাস, চতুর্ব্বিংশতি ঘাটেতে।
মহাপ্রভু কৈল স্নান মহানন্দ চিতে ॥

প্রতি ঘাটে কৈল বৈষ্ণবে প্রেমের আবেশ।
তাহা এক বর্ণিতে জানেন মাত্র শেষ।
লক্ষ এক শ্লোক স্নান কৈল প্রভু-সঙ্গে।
তাসিল সে-সব শ্লোক প্রেমের তরঙ্গে॥
সকল দেবতা আসি' মনুষ্যে মিলয়।
সবে কহে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় জয়॥

(ভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ। ৩১৫—১৮)

চক্রতীর্থে প্রায় ৭০ফুট উচ্চ একটি টীলা 'অম্বরীষ টীলা' নামে কথিত। এই স্থানে ভগবান বিষ্ণু চক্রাদায় প্রতি সুদর্শনচক্র সঞ্চালিত করিয়া নিজ-ভক্ত অম্বরীষের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন।

বিশ্রাম ঘাটের উত্তরদিক্ হইতে কতকটা পর্য্যায়ক্রমে নিম্নলিখিত স্থানসমূহ পাওয়া যায়—গয়তম বিগ্রহ, শ্রীবরাহদেব, শ্রীপঞ্চনাভজীউ, শ্রীবিশ্রামজীউ, শ্রীমথুরা দেবী, শ্রীদীর্ঘবিষ্ণু, শ্রীকেশব দেব, শ্রীভূতেশ্বর মহাদেব, কৃষ্ণকূপ, মহাবিদ্যেশ্বরী, মহাবিদ্যা কুণ্ড, সরস্বতী কুণ্ড, মহালক্ষ্মী দেবী প্রভৃতি।

(১৬) **বিশ্বনাথ তীর্থ বা গোকর্ণতীর্থ**—বিষ্ণু-প্রিয় বিশ্বনাথ মহাদেবের স্থান। এই স্থান বিশ্বনাথের ন্যায় বিষ্ণুর প্রিয়।

এই বিশ্বনাথ তীর্থ গোকর্ণাখ্য নাম।
বিষ্ণুপ্রিয় ভুবনে বিদিত অনুপম॥

(ভঃ রত্নাকর ৫ম। ৩২০)

যমুনার তীরে প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীন মন্দিরের অভ্যন্তরে গোকর্ণেশ্বর শিবমূর্ত্তি বিরাজমান।

(১৭) **কৃষ্ণগঙ্গা**—চক্রতীর্থ ও সোমতীর্থের প্রায় মধ্যবর্ত্তী স্থানে বিরাজিত।

(১৮) **বৈকুণ্ঠতীর্থ**—নারায়ণ তীর্থ ও বাসুদেব ঘাটের প্রায় মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত।

(১৯) **অসিকুণ্ড**—সমতীর্থের দক্ষিণে অবস্থিত। অসিকুণ্ডে স্নান করিয়া শ্রীবরাহদেব ও নারায়ণী এবং শ্রীনাগদমী ও শ্রীবামন বিগ্রহ দর্শন করিতে হয়।

(২০) **চক্ষুঃসামুদ্রিক কূপ**—কাছারী টীলার নিকট একটি সামুদ্রিক কূপ উক্ত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, ইহাই চক্ষুঃসামুদ্রিক কূপ। কথিত হয় যে, বিশ্বামিত্র পূজকগণ পূর্ব্বে শ্রীবিগ্রহাদিকে কূপ-মধ্যে সংরক্ষিত করিতেন।

(২১) **শ্রীযমুনা**—

রসো বঃ পরমাত্মাত্মঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ।
ব্রজেন্দ্রাপনিবদ্ধীতঃ স এব যমুনা স্বয়ম্॥
চিদানন্দস্বভাবোঃ সর্বানন্দসুখো: পরপ্রেমপাত্রী ব্রহ্মস্বরূপিণী।
অস্মানাং নবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী পবিত্রীক্রিয়ারো বসুমিত্রপুত্রী।

(পদ্মপুরাণ)

নন্দনন্দনের সর্ব্বদা প্রেমপাত্রী, ব্রহ্মস্বরূপিণী শ্রীযমুনা-দেবীর স্বরূপ-দর্শনের জন্য পরব্রহ্মনিষ্যন্দ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীমথুরামণ্ডল ভ্রমণ করিতে হয়। শ্রীযমুনার পশ্চিম পারেই শ্রীমথুরাপুরী বিরাজিত।

(২২) **সুদামা-গৃহ**—এই স্থানে কংসপ্রিয় সুদামা মালাকারের গৃহ। শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম মথুরাপুরী প্রবেশ করিয়া সুদামা মালাকারের গৃহে গমন করিলে সুদামা পাদ্য, অর্ঘ্য ও অনুলেপনাদির দ্বারা তাঁহার পূজা ও স্তব এবং শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রীতিসহকারে শ্রীরামকৃষ্ণকে সুগন্ধি পুষ্পমালো মণ্ডিত করিয়াছিলেন। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

(২৩) **রজকবধ-স্থান**—শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম মথুরায় প্রবেশ করিয়া কংসের রজকের নিকট হইতে উত্তম বস্ত্র যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। কিন্তু কংস-রজক শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে সাধারণ মনুষ্য ও কংসরাজার প্রজা মনে করিয়া কংসের অধিকৃত বস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের স্বাভাবিক কোন দাবী নাই বিচার-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বস্ত্র-প্রদানে অস্বীকার করিলে শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে চপেটাঘাতে রজকের মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। এই লীলায় শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের বিচার নিরস্ত করিলেন।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

(২৪) **ধনুষ্কভঙ্গ-স্থান**—শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় প্রবিষ্ট হইয়া পুরবাসিগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া ধনুর্যজ্ঞের স্থানে প্রবেশ করিলেন। তথায় ইন্দ্রধনুঃ-সদৃশ এক অদ্ভুত ধনুঃ দেখিতে পাইয়া রক্ষিগণের দ্বারা নিবারিত হইয়াও বলপূর্ব্বক উহা গ্রহণ করিলেন এবং তাহাতে জ্যা আরোপণ-পূর্ব্বক অনায়াসে নিমিষ-মধ্যে ঐ ধনুঃ ভঙ্গ করিয়া দিলেন। এই ধনুর্ভঙ্গ-শব্দে আকাশ, স্বর্গ ও দিক্‌সকল পরিপূর্ণ হইল এবং কংসের হৃদয়ে ত্রাস উপস্থিত হইল। কংস-প্রেরিত

সৈন্যগণকে সংহার করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তৎস্থান হইতে বহির্গত হইলেন। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

(২৫) **কুবলয়াপীড়-বধ-স্থান**—কংসের কুবলয়াপীড় নামক হস্তী যখন রঙ্গদ্বারে শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের পথ রুদ্ধ করিয়াছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ উক্ত হস্তির সহিত হস্তীপালককে নিপাতিত ও নিহত করিয়া এবং হস্তীর দন্তোৎপাটন-পূর্ব্বক রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

(২৬) **রঙ্গস্থল**—এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ কুবলয়াপীড় হস্তীর দন্ত সহায়ে মুষ্টিক এবং গজদন্তরূপ আয়ুধ হস্তে স্থাপন-পূর্ব্বক শ্রীবলদেব-সহ প্রবেশ করিলে শ্রীকৃষ্ণকে রঙ্গস্থলস্থ বিভিন্ন প্রকৃতির লোক বিভিন্নরূপে দর্শন করিতে লাগিলেন। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ চাণূরকে এবং শ্রীবলদেব মুষ্টিককে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিয়া মুষ্টিপ্রহার ও পাদতাড়না-দ্বারা নিহত করেন। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৩-৪৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

(২৭) **মঞ্চস্থান**—চানূর ও মুষ্টিকের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের মল্লযুদ্ধকালে সকোপরি কংস উপবেশন করিয়াছিলেন এবং বসুদেব, নন্দ, উগ্রসেন ও গোপগণ স্ব-স্ব স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন। চানূর ও মুষ্টিক বিনষ্ট হইবার পর কংস স্বয়ং নিরস্ত্র করিয়া বসুদেব, নন্দাদির প্রতি নির্য্যাতন আরম্ভ করিলে এবং রামকৃষ্ণকে সভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার আদেশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ উল্লম্ফনে কংসের নিকট উপস্থিত হইয়া কংসের কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক তাহাকে মঞ্চ হইতে রঙ্গভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ং তদুপরি পতিত হইলেন, তাহাতেই কংসের প্রাণবিয়োগ ঘটিল।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

(২৮) **কংসখালি**—এই খানেই কংসের মৃত্যু হইয়াছিল। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ইহাকে 'কংসটিলা'ও বলে। জোলিদরজার নিকট। মন্দিরের ভিতরে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের শ্রীমূর্ত্তি কংসের কেশাকর্ষণ করিতেছেন। এই টিলার পার্শ্বে 'কাস-খেড়া' নামে একটি ক্ষুদ্র নালা যমুনা পর্য্যন্ত গিয়াছে। পাণ্ডাগণ বলেন, কংসের মৃতদেহ টানিয়া যমুনায় ফেলিবার সময় গাত্র-ঘর্ষণে এই নালা বা খাদ উৎপন্ন হইয়াছে।

(২৯) **কুব্জার মন্দির**—কংসটিলার নিকট। কেহ কেহ কুব্জাটিলাও বলে। এখানে এককালে কুব্জার গৃহ ছিল। বর্ত্তমান মন্দির অল্পদিন পূর্ব্বে নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। ছোট মন্দিরের ভিতরে কুব্জার মূর্ত্তি রহিয়াছে।

(৩০) **কুব্জা-কূপ**—খুব প্রাচীন কূপ। কাটরার উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

(৩১) **বলদেব-কুণ্ড**।

(৩২) **কৃষ্ণকূপ**—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বিশ্রামস্থলী—শ্রীমথুরা প্রবেশানন্তর শ্রীমন্মহাপ্রভু এইস্থানে অসংখ্য লোক পরিবেষ্টিত হইয়া বিশ্রাম-লীলা প্রদর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

(৩৩) **গোপালস্থান**—শ্রীগোপালের শুদ্ধবাৎসল্য প্রচারার্থ শ্রীরূপগোস্বামী বৃন্দলীলা প্রদর্শন করিয়া যখন গোবর্দ্ধনে যাইতে অগ্রসর (শ্রীগোবর্দ্ধনপর্ব্বতে আরোহণ করিতে নাই, ইহা লোকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য) হইবার ছল করিয়াছিলেন, তখন শ্রীগোপাল শ্রীরূপগোস্বামীকে দর্শন দান করিবার জন্য ম্লেচ্ছভয়ের 'ছল' উঠাইয়া মথুরা নগরে শ্রীবল্লভ-ভট্ট-ভবন শ্রীবিশ্রামতীর্থেশ্বরের ঘরে একমাস বাস করিয়াছিলেন। এইস্থানে শ্রীরূপ গোস্বামী নিজগণ-সহ একমাস-কাল শ্রীগোপাল দর্শন করিয়াছিলেন (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৮শ। ৪৫-৫৪ দ্রষ্টব্য)।

(৩৪) **বলদেবক্রীড়াস্থলী**—এইস্থানে এক পুরাতন বৃক্ষের তলে রোহিণীনন্দন বলরাম বাল্যক্রীড়া করিতেন। অভিন্ন-বলদেব শ্রীনিত্যানন্দ যখন তীর্থপর্য্যটন করিতে করিতে শ্রীমথুরায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন প্রভু এইস্থানেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন। দ্বাপর-লীলার জন্ম-ভূমি দর্শন করিয়া অবধূতচন্দ্র শ্রীনিত্যানন্দের উল্লাসের অবধি ছিল না। এই স্থান দর্শনে অভিন্নরোহিণী-নন্দন শ্রীপদ্মাবতী-প্রাণধন শ্রীনিত্যানন্দের চরণে সুদৃঢ়া ভক্তি লাভ হয়।

(৩৫) **আদিবরাহদেব**—চৌবে পাড়ার নাতিক-চক্র মহল্লার ভূগর্ভাকৃতি মন্দিরের অভ্যন্তরে বিরাজিত। চতুর্ভুজ বরাহ-বদন শ্রীবিগ্রহ; বক্ষে ধরণী উপবিষ্টা, পদে হিরণ্যাক্ষদৈত্যকে দলন করিতেছেন—এইরূপ শ্রীমূর্ত্তি। এই মন্দির হইতে অল্পদূরেই অন্য একটি ছোট মন্দিরে শ্বেত প্রস্তরময়ী শ্রীবরাহ-মূর্ত্তি বিরাজিত। বরাহপুরাণে আদি-বরাহ ও শ্বেতবরাহ মূর্ত্তির উল্লেখানুসারে এখানে দ্বিবি-

বরাহবিগ্রহ দৃষ্ট হয়। কপিল নামে জনৈক বিপ্রর্ষি আদি-বরাহ-উপাসক ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র উক্ত বিপ্রর্ষির নিকট হইতে সেই বরাহবিগ্রহ প্রাপ্ত হন। রাবণ ইন্দ্রকে জয় করিয়া লঙ্কায় ঐ বরাহবিগ্রহ লইয়া যায়। কিন্তু শ্রীরাম-চন্দ্র নিরীশ্বরবাদী রাবণকে বধ করিয়া উক্ত বরাহ মূর্ত্তিকে অযোধ্যায় লইয়া আসেন। শ্রীশত্রুঘ্ন লবণদৈত্যকে বধ করিবার পর সেই বরাহবিগ্রহ শ্রীমথুরায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। উক্ত উদাহরণে কর্ম্মী ইন্দ্রের বিষ্ণুপূজার ছলনা এবং নিরীশ্বরবাদী রাবণের কর্ম্মীকে ছলন করিয়া বিষ্ণুবিগ্রহকে করতলগত করিবার দুরভিসন্ধি বিষ্ণুবিরোধ—এই উভয়কে নিরাস করিবার জন্য শ্রীরামচন্দ্র ঐরূপ আদর্শ প্রকটিত করিয়াছিলেন।

শ্রীমথুরানগরীর চারিদিকে চারিজন ক্ষেত্রপাল বা নগর-রক্ষক শ্রীবিষ্ণুমায়া মথুরাপুরীকে রক্ষা করিতেছেন। এই চারিজন ক্ষেত্রপাল মথুরানাথ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় মহাদেব-মূর্ত্তি। পূর্ব্বদিকে—পিপ্পলেশ্বর, পশ্চিমে—ভূতেশ্বর, উত্তরে—গোকর্ণেশ্বর এবং দক্ষিণে—রঙ্গেশ্বর।

মথুরার চারিটি দ্বার—(১) হোলি দরজা—আগরার ফাটকের উপরে। মথুরার ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর হার্ডিঞ্জ সাহেবের নামানুসারে ইহা 'হার্ডিঞ্জ গেইট্' নামেও পরিচিত। (২) 'হরতপুর দরজা', (৩) 'দিগ্ দরজা', (৪) 'বৃন্দাবন দরজা'।

মথুরায় অসংখ্য তীর্থ বিরাজিত। সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে সকল তীর্থের নামোল্লেখ অসম্ভব।

মথুরাপুরী নিত্য মেলা-মহোৎসবময়ী। যদিও শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ বা শ্রীগৌরসুন্দরের বিচারানুসারে অদ্বৈতবাদীর মহাভাগবত-বুধারবিন্দ-বিগলিত শ্রীভাগবত-কথা খুবই দুর্লভ, তথাপি অনুষ্ঠানপর মেলা-মহোৎসবাদি তথায় নিত্যই সংঘটিত হইয়া থাকে। নিম্নে কয়েকটি প্রসিদ্ধ মেলা-মহোৎসবের তালিকা প্রদত্ত হইল—

বৈশাখী শুক্লচতুর্দ্দশী—নরসিংহ-লীলা;—গৌরপাড়া, মাণিকচৌক এবং দ্বারকাধীশের মন্দিরে।

বৈশাখী পূর্ণিমা—মথুরা-পরিক্রমা—'বনবিহার' নামে প্রসিদ্ধ। বিশ্রান্তি ঘাটে মেলা।

জ্যৈষ্ঠী শুক্লদশমী—দশাশ্বমেধ-ঘাটে বিপ্রহরে শ্রীযমুনার স্নান এবং সন্ধ্যায় গোকর্ণেশ্বর টীলায় মেলা।

জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা—জলযাত্রা; শ্রীবিগ্রহের স্নানাভিষেকের জন্য নগরের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ মূল্যবান পাত্রে জলাহরণ করেন।

আষাঢ়ী শুক্লদ্বিতীয়া—রথযাত্রা।

আষাঢ়ী শুক্লা একাদশী—শ্রীমথুরা, শ্রীগরুড়গোবিন্দ ও শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমা।

শ্রাবণী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত হিন্দোল-উৎসব বিশেষ প্রসিদ্ধ। শ্রাবণী শুক্লাপঞ্চমী হইতে পঞ্চতীর্থের মেলা আরম্ভ হয়। যাত্রিগণ প্রথম দিন বিশ্রান্তি ঘাট হইতে মধুবন, দ্বিতীয় দিন শান্তনুকুণ্ড, তৃতীয় দিন গোকর্ণেশ্বর, চতুর্থদিন ছটীকরাতে গরুড়গোবিন্দ দর্শন করিয়া পঞ্চম দিনে বৃন্দাবনে ব্রহ্মকুণ্ডে উপনীত হন।

শ্রাবণী শুক্লা একাদশী—মথুরা পরিক্রমা এবং পবিত্রা-রোপণ-উৎসব।

শ্রাবণী পূর্ণিমা—হিন্দোল-উৎসব সমাপ্ত।

ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী—শ্রীকেশবদেবের মন্দিরে এবং মথুরার সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রত।

ভাদ্র কৃষ্ণা একাদশী—সাধারণ বনযাত্রা এই দিবস হইতে আরম্ভ হইয়া ১৫ দিবসকাল স্থায়ী হয়। ঐ দিবস তাঁহারা মধুবন, তালবন ও কুমুদবন ভ্রমণ করেন।

আশ্বিনী কৃষ্ণাষ্টমী—মথুরা পরিক্রমা এবং ৫দিন ব্যাপী রাসলীলা উৎসব।

আশ্বিনী শুক্লা দশমী—দশহরায় রাবণবধ ও শ্রীরামচন্দ্রের জয়োৎসব।

আশ্বিনী পূর্ণিমা—শরৎপূর্ণিমা, সারারাত্র ভগবদ্দর্শন ও মেলা-মহোৎসব হয়।

কার্ত্তিকী অমাবস্যা—দীপদানোৎসব, তৎপর দিবস অন্নকূটোৎসব।

কার্ত্তিকী শুক্লদ্বিতীয়া—গোবর্দ্ধন হইতে অন্নকূট দর্শনান্তর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিশ্রান্তিঘাটে মেলা ও উৎসব হয়।

কার্ত্তিকী শুক্লসপ্তমী—রঙ্গকরণ-টীলায় রঙ্গকরণ-উপলক্ষে অর্থাৎ কর্ম্মজড়স্মার্ত্তধর্ম্ম-নিরাস-উপলক্ষে মাথুরমণ্ডলের উৎসব।

কার্ত্তিকী শুক্লাষ্টমী—মথুরার দক্ষিণস্থ গোপালবাগে গোচারণ-লীলা।

কার্ত্তিকী শুক্লনবমী—মথুরা পরিক্রমা।

কার্ত্তিকী শুক্লদশমী—কংসবধ-উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণের মহাদেবের নিকট মেলা-মহোৎসব।

কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশী—মথুরা, গরুড়গোবিন্দ ও বৃন্দাবন পরিক্রমা।

মাঘী শুক্লপঞ্চমী—বসন্তপঞ্চমী উৎসব।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা—হোরিলীলা উৎসব।

চৈত্র কৃষ্ণপক্ষী—ফুলডোল-মেলা।

চৈত্র শুক্লাষ্টমী—মহাবিদ্যার মন্দিরে মেলা।

চৈত্র শুক্লনবমী—রামনবমী উৎসব।

শ্রীমথুরা হইতে শ্রীবৃন্দাবন-পথে নিম্নোক্ত প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ পাওয়া যায়—অক্রূরগ্রাম, শ্রীগোপীনাথ, ব্রহ্মকুণ্ড, ভোজনস্থলী (ভাতরোল), অষ্টসখীতীর্থ, কদম্বখণ্ডী প্রভৃতি। কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে ভোজনস্থলী বা 'ভাতরোলে' উৎসবাদি হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনৈমিষারণ্যে শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীমদ্ভাগবতের "জন্মাদ্যস্য যতঃ," 'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র", "নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্" যথাক্রমে এই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকের অব্যবহিত পরেই আমরা তৃতীয় শ্লোক পাঠ করি—

ওঁ নৈমিষেঽনিমিষক্ষেত্রে ঋষয়ঃ শৌনকাদয়ঃ।
সত্রং স্বর্গায় লোকায় সহস্রসমমাসত ॥

শৌনকাদি ঋষিগণ হরিলোক-প্রাপ্তির নিমিত্ত বিষ্ণুতীর্থ নৈমিষারণ্যে সহস্রবর্ষব্যাপী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

উক্ত শ্লোক এবং 'নৈমিষ' শব্দের পূর্ব্বে 'প্রণব' অবস্থিত। ইহা দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, "নৈমিষেঽনিমেষক্ষেত্রে" শ্লোক হইতেই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ আরম্ভ এবং নৈমিষক্ষেত্রেই আদি ও অনাদি শব্দব্রহ্ম প্রণবের বিস্তার অর্থাৎ বেদের নিগূঢ় তাৎপর্য্য প্রকাশিত হয়।

বায়ুপুরাণ বলেন,—ব্রহ্মার সৃষ্ট মনোময় চক্রের নেমি অর্থাৎ চক্রপরিধি যে দেশে কুণ্ঠিত হয়, সেই মুনি-পূজিত পবিত্র তপোময় বনভূমিই—নৈমিষ। মানবের অক্ষজজ্ঞান—যতই মহামনীষার ইন্দ্রজালময় অলাতচক্ররূপে লোকের বিস্ময়োৎপাদনপূর্ব্বক জগতে ঘূর্ণায়মান হইতে থাকুক না কেন, সেই অক্ষজজ্ঞানপরিধির চক্রসীমা যে-স্থানে গমন করিয়া 'ইতি' লাভ করে, তৎপরিহিত অধোক্ষজের সেবাভূমিই—নৈমিষ। এখানে মনশ্চক্র—মনোধর্ম্মের বৃত্ত, পরিধি অর্থাৎ প্রাকৃতজ্ঞান শুষ্ক হইয়াছে। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার সৃষ্ট মনোময় চক্রের পরিধি যে-স্থানে শুষ্ক হয়, সেই স্থানেই অধোক্ষজ ভগবৎসেবার প্রণয় ফল—নিগমকল্পতরুর গলিত ফল শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তনের পীঠ প্রকাশিত হইয়া থাকে,—তাহাই নৈমিষক্ষেত্র। শ্রীনৈমিষক্ষেত্রে সুদর্শনচক্রের নেমি নিহত হইয়াছে, কুরুক্ষেত্র বা মনোধর্ম্মের নেমি শুষ্ক হইয়াছে।

এতন্ মনোময়ং চক্রং ময়া সৃষ্টং বিসৃজ্যতে।
যত্রাস্য শীর্য্যতে নেমিঃ স দেশস্তপসঃ শুভঃ ॥
ইত্যুক্ত্বা সূর্য্যসঙ্কাশং চক্রং সৃষ্ট্বা মনোময়ম্।
প্রণিপত্য মহাদেবং বিসসর্জ্জ পিতামহঃ ॥
তেঽপি হৃষ্টতরা বিপ্রাঃ প্রণম্য জগতাং প্রভুম্।
প্রযযুস্তস্য চক্রস্য তে নেমির্যত্র শীর্য্যত ॥
তদ্বনং তেন বিখ্যাতং নৈমিষং মুনিপূজিতম্ ॥

(—বায়ুপুরাণ)

'নৈমিষ' শব্দে মূর্দ্ধন্য 'ষ' কার গ্রহণ করিলে বরাহপুরাণলিখিত গৌরমুখ ঋষির প্রতি ভগবানের বাক্যে উক্ত 'নৈমিষ' শব্দের তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়। ভগবান্ নিমেষকাল মধ্যে এই অরণ্যে দানবদল নিহত করিয়াছেন বলিয়া এই স্থানের নাম 'নৈমিষারণ্য' হইয়াছে। 'নৈমিষারণ্য' ভাগবত-সেবিগণের সেবাপীঠ, এই স্থানে ভাগবতবিরোধী দানবীয় চিত্তবৃত্তি নিমেষের মধ্যে ধ্বংস হয়। মানবের কামাদি শত্রুগণ দানব। ভক্তিবাসনাবিশিষ্ট জনগণ যে-স্থলে হরিকথার কীর্ত্তন-শ্রবণাদি-দ্বারা

প্রাকৃত বিষয়ভোগ-বাসনা পরিহার করেন, সেই স্থলই শ্রীভাগবত-গানের ক্ষেত্র নৈমিষারণ্য।

শ্রীমদ্বলদেবপ্রভুপাদ শ্রীবিষ্ণুস্বামিক তীর্থ বলেন,—'নিমিষ' বা 'তিনিষ' এইপ্রকারে ব্যাখ্যেয় হয়। 'তিনিষ' বা 'নিমিষ' ফল-সেবনকারী 'নিমিষ'-নামক ঋষির তপো-ভূমি বলিয়া ঐ স্থানের নাম 'নৈমিষ' হইয়াছে। 'নেমি' শব্দে 'তিনিশ' বৃক্ষও বুঝায়। 'তিনিশ' বৃক্ষপূর্ণ বনকেও সাধারণে 'নৈমিশারণ্য' বলে।

শ্রীরামানুজীয় সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীবীররাঘব, "নৈমিশ" পাঠে উক্তক্ষেত্রে ভগবানের সান্নিধ্যসূচক তাৎপর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

'অনিমেষ'-শব্দে—বিষ্ণু। বিষ্ণুর ঈক্ষণ, প্রাকৃত চক্ষুঃ আবরণ-পক্ষের ন্যায় বাধা প্রাপ্ত হয় না। বিষ্ণুক্ষেত্র অপ্রাকৃত, তথায় জীবের অবিদ্যা; তন্ত্রশ্রবৈষ্ণব-বৈকুণ্ঠবস্তুকে আবরণ করিতে সমর্থ হয় না। শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদ বলেন, যেখানে নৃসিংহদেবাদির আবাস-স্থল, তাহাই অনিমেষক্ষেত্র।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই ভাগবত-কীর্ত্তনপীঠের অনুসন্ধান করিতে করিতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের শীতকালে শ্রীনৈমিষারণ্য-ক্ষেত্রে শুভবিজয় করিয়া শ্রীনৈমিষক্ষেত্রের লুপ্ত ভাগবত-সারস্বত-পীঠস্থলী মহিমা জগতে পুনরুদ্ঘাটন করিয়াছেন। যাগ-যজ্ঞ-নিরত শৌনকাদি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ঋষিগণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের যাগযজ্ঞাদি কার্য্য, অন্যান্য সাধন-ভজন-চেষ্টা, উত্তরোত্তর-তপস্যা-ধ্যান-যোগ-জ্ঞান-কর্ম্মচেষ্টা—সমস্ত পরিবর্জ্জন করিয়া অবতরূপে আবির্ভূত লোমহর্ষণি শ্রীসূতগোস্বামী প্রভুকে উচ্চ ব্যাসাসন প্রদানপূর্ব্বক তন্মুখে ভাগবত-সরস্বতী শ্রবণ করিয়াছিলেন। যেখানে শ্রেষ্ঠবুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ ঋষিকুল কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-ব্রত-তপস্যা-অন্যাভিলাষরূপ যাবতীয় মনো-ধর্ম্মের বিশ্ববোহন অনাবৃতচক্ষুকে স্তব্ধ করিয়াছিলেন, যেস্থানে কালপ্রভাবে কর্ম্ম-ব্রত-তপস্যা বা নানাপ্রকার অন্যা-ভিলাষের যাত্রিসম্প্রদায়ই অধিকাংশরূপে সমবেত হইতে-ছিলেন, সেই স্থানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ভাগবত-কীর্ত্তনের গোমতি-ধারা পুনঃপ্রকটিত করিয়াছেন।

শ্রীনৈমিষারণ্য গোমতির তীরে অবস্থিত। 'গো' শব্দে শ্রুতি, গায়ত্রী, বিদ্যা, বাণী প্রভৃতি। শ্রুতিবিদ্যার বা শ্রৌতশিক্ষার মতি প্রদান করে যাহা, অথবা গায়ত্রীর তাৎপর্য্য যে-শ্রীমদ্ভাগবতে পূর্ণতমরূপে ব্যাখ্যাত, সেই শ্রীমদ্ভাগবতের গানেই জীবের ত্রাণ বা প্রকৃত নিস্তার হয়, এইরূপ বুদ্ধি বা মতি প্রদান করে যে প্রবাহ, কিংবা 'বিদ্যা ভাগবতাবধি'—এই উক্তির সার্থকতা সাধনপূর্ব্বক ভাগবতবিদ্যায় মতি প্রদান করে যাহা, বাণী বা কীর্ত্তনে মতি প্রদান করে যে প্রবাহলীলাস্রোতস্বিনী, সেই 'গোমতি' নদীর তীরে এই 'নৈমিষারণ্য' ক্ষেত্র। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সেই গোমতি-স্নানের যথার্থ মর্ম্ম, শ্রীনৈমিষারণ্য-ক্ষেত্রের মহিমা পুনরায় জগতে উদ্ঘাটন করিয়াছেন।

যুক্তপ্রদেশবাসী অনেকে 'সোমাবতী অমাবস্যা' প্রভৃতি তিথিতে স্নান-দান-পরিক্রমা প্রভৃতি কার্য্যোপলক্ষে শ্রীনৈমিষারণ্য-ক্ষেত্রে আগমন করিয়া থাকেন, কিন্তু গৌড়-দেশের খুব কম লোকই তথায় আগমন করেন। এই স্থানে একদিন জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহার পদপঙ্কজপরাগের অভিষেক করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার ব্যাস-রূপী শ্রীবলদেব-প্রকাশেও এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক স্বয়ং-প্রকাশতত্ত্ব জগদ্গুরুবরীয়ান ভগবানের অবতারিতা ধর্ম্মসংস্থাপিতার আদর্শস্বরূপ, অবৈদভাবে ব্যাসাসনে আরূঢ় লোমহর্ষণকে ব্যাসপীঠ হইতে উৎপাটিত করিয়া লোমহর্ষণ-নন্দন "অনঘ" শ্রীব্যাসশিষ্য মহাভাগবত শ্রীসূত গোস্বামী মহারাজকে ব্যাসাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। এই নৈমিষারণ্যক্ষেত্রে শ্রীসূত গোস্বামীর ব্যাসাসনের পদতলে উপবিষ্ট হইয়া একদিন যাগযজ্ঞনিপুণ শ্রেষ্ঠ অষ্টাশীতিসহস্র ব্রাহ্মণ ঋষিগণ যে ছয়টী প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরেই সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় সমস্যার সম্যক্ ও চূড়ান্ত সমাধান হইয়াছে। সেই প্রশ্ন ছয়টী এই—(১) পুরুষের ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ কি? (ভাঃ ১।১।৯), (২) আত্মা-হরি যাহাতে সুপ্রসন্ন হন, সেই শ্রোতব্য-সার কি? (ভাঃ ১।১।১১), (৩) ভগবান্ বাসুদেব কি কি কার্য্য-সাধনোদ্দেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? (ভাঃ ১।১।১২), (৪) তিনি বিবিধ অবতার-লীলা ধারণ করিয়া কি কি অলৌকিক কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন? (ভাঃ ১।১।১৩,১৮), (৫) শ্রীহরির যশঃ ও উদারলীলা-সমূহ কি? (ভাঃ ১।১।১৬), (৬) শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট-কালে ধর্ম্ম এখন কাহার শরণাগত হইয়াছেন? (ভাঃ ১।১।২৩)।

ঋষিকুলের এই প্রশ্নগুচ্ছের উত্তর গোমতি তটস্থিত শ্রীনৈমিষক্ষেত্রে প্রকাশিত হইয়া জীবের যাবতীয় মনোধর্মের নেমি চূর্ণবিচূর্ণ এবং তথায় সুদর্শনের চক্র প্রতিষ্ঠিত ও কৃষ্ণচৈতন্যবাণী-বিধায়িনী মতি উদ্ভূত হইয়াছিল।

আমরা শ্রীনৈমিষারণ্যের এই ইতিহাস—শ্রীনৈমিষক্ষেত্রের সর্ব্বাঙ্গে এই স্মৃতিঃ পূর্ণ আত্মসাৎ বিস্মৃতির বিষয়কেত্রে নিক্ষাশিত করিয়াছিলাম; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ, ভাগবত-সরস্বতীর সাক্ষ শ্রীমূর্ত্তি গৌরজনের কৃপায় শ্রীনৈমিষারণ্যে সেই ইতিহাস—সেই সনাতনী স্মৃতি-দীপ-মালিকা পুনঃ প্রজ্বলিত ও নন্দিত হইয়াছে। ভাগবত-সরস্বতীর দীপ-মালিকা-মহোৎসবে আজ বিশ্বের অন্ধনয়ন উন্মীলিত হইতেছে—বিশ্বরাড্য আজ বিশীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। মনোধর্ম্মের অলাতচক্র লইয়া যে সকল ঐন্দ্রজালিক বিশ্বকেনা করিতেছিল, তাহাদের স্বরূপও আজ ভাগবত-সারস্বত-দীপালোকে—প্রোজ্জ্বল মহাতাপালোকে উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীনৈমিষক্ষেত্রের বর্ত্তমান নাম 'নিমসার'। 'নিমসার' শব্দ 'নৈমিষারণ্য' শব্দের অপভ্রংশ। বর্ত্তমানে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে লাইনে যে 'নিমসার' ষ্টেশন, সেখানেই নৈমিষক্ষেত্র অবস্থিত। লক্ষ্ণৌ জংসন হইতে দশম ষ্টেশন 'বালামৌ' জংসন ৪২ মাইল, বালামৌ হইতে (বালামৌ-সীতাপুর শাখা লাইনে) ষষ্ঠ ষ্টেশন নিমসার ১৮ মাইল। কলিকাতা হইতে নিমসার বা নৈমিষারণ্য ৬৭৫ মাইল। "মোটর" বা "বাসে" লক্ষ্ণৌ-সীতাপুর হইতে গমনাগমনেরও ভাল রাস্তা আছে

শ্রীনৈমিষারণ্যে বহু তীর্থ বিরাজিত; সেখানে তীর্থ-পুরোহিত পাণ্ডারও অসদ্ভাব নাই। কয়েকটী ধর্ম্মশালা আছে। প্রতি অমাবস্যায় নিমসারে পারিপার্শ্বিক গ্রাম ও দেশদেশান্তর হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হয়, আর সোমবতী অমাবস্যায় লক্ষ লক্ষ যাত্রী নৈমিষক্ষেত্রে চক্রতীর্থে স্নানার্থ আগমন করিয়া থাকেন। তখন ধর্ম্মশালার স্থানাভাব হইয়া পড়ে। সম্পত্তিশালী ব্যক্তি, জমিদার, রাজা, মহারাজা

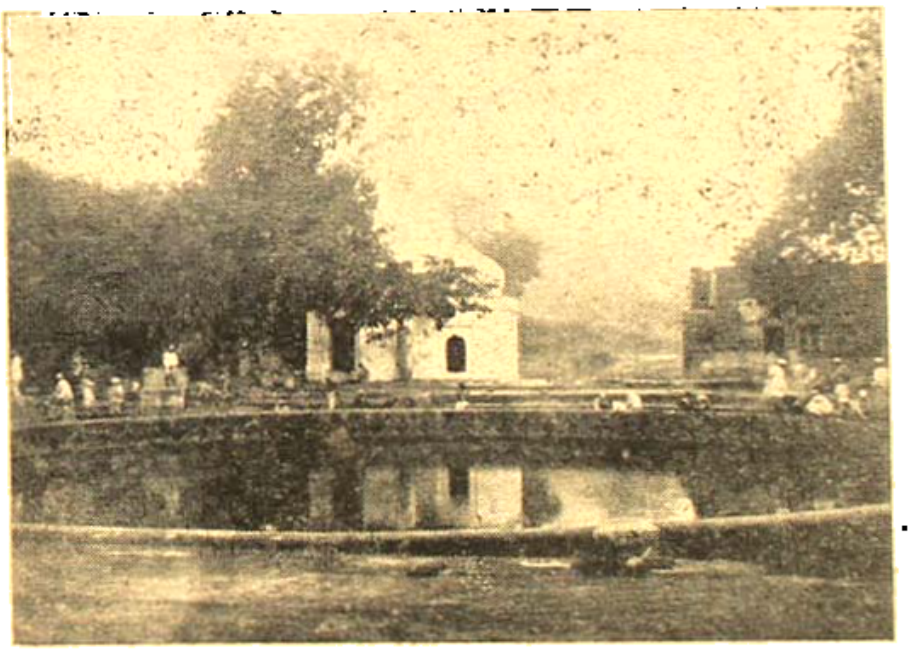

শ্রীনৈমিষারণ্যে 'চক্রতীর্থ'—যেখানে ব্রহ্মার সৃষ্ট মনোময় চক্রের নেমি বিশীর্ণ হইয়াছিল

পর্য্যন্ত তখন সপরিবারে সোমবতী অমাবস্যায় স্নানার্থ নিমসারে আসিয়া থাকেন এবং বিস্তীর্ণ ময়দান-সমূহে শিবির স্থাপন করিয়া একদিন, দুইদিন বা তিনরাত্র বাস করেন। এই সময় সহকারের পক্ষ হইতে সাধারণের স্বাস্থ্য-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেক কূপের জলে ঘূর্ণিত বীজাণু-প্রতিষেধক ঔষধ প্রক্ষেপ, মল-মূত্রাদি বিসর্জ্জনের নির্দ্দিষ্ট স্থান-নির্ম্মাণ, সাময়িক দাতব্যচিকিৎসালয়-উদ্ঘোচন প্রভৃতির দ্বারা সাধারণের স্বাস্থ্য-সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়।

শ্রীনৈমিষারণ্য-ক্ষেত্রে "শ্রীপরমহংস মঠ", তথায় শ্রীগৌর-সুন্দর ও শ্রীরাধাগোবিন্দ অষ্টাবতার, শ্রীভাগবত-পাঠশালা, অনতিদূরে শ্রীললিতাদেবীর মন্দির, শ্রীললিতাকুণ্ড, শ্রীচক্র-তীর্থ, শ্রীহনুমান্‌জি, শ্রীব্যাসগদ্দি, শ্রীঘোষমতি, শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীপঞ্চপাণ্ডব-স্থান প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। এতদ্ব্যতীত বহু কুণ্ড, তীর্থাদি এবং শ্রীমন্দিরাদিও আছে। বস্তুতঃ একমাত্র শ্রীপরমহংস মঠ ব্যতীত অন্য কোথায়ও নবধাভক্তির প্রধান ও মুখ্যতমা নাসিকাদ্বারা শ্রৌত শ্রবণ-ভক্তির অনুশীলন হয় না। "শ্রবণ" ব্যতীত চক্ষুর ক্রিয়া দর্শন এবং নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মনের ক্রিয়া যথাক্রমে আঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শ বা চিন্তন-ধ্যানাদি কিছুই নিয়মিত, সুষ্ঠু-চালিত হইতে পারে না। ইহা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ভাগবত-শ্রবণ-পীঠ শ্রীনৈমিষারণ্য-ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রৌতগুরুপাদপদ্মের "শ্রবণ" ব্যতীত চক্ষু-দ্বারা তীর্থাদি দর্শন, তীর্থাদিতে শ্রীমন্দির-শ্রীবিগ্রহাদি দর্শন, নাসিকা-দ্বারা শ্রীবিগ্রহের নির্ম্মাল্য ঘ্রাণ, জিহ্বার দ্বারা শ্রীবিগ্রহের প্রসাদ-আস্বাদন বা কীর্ত্তন, ত্বকের দ্বারা শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের পাদস্পর্শ—কিছুই প্রকৃতভাবে হইতে পারে না। শ্রৌতগুরুপাদপদ্মের "শ্রবণ" বাদ দিয়া তীর্থাদি দর্শন (?), শ্রীবিগ্রহ দর্শন (?), হরিকথা কীর্ত্তনের অভিনয়াদি যাহা কিছু করা হয়, তাহাসমস্তই বিপথচালিত ও মনোধর্ম্মযুক্ত। "শ্রবণ-পীঠ" শ্রীনৈমিষারণ্যে সেই মনোধর্ম্মের চক্র কিরূপভাবে বিদীর্ণ এবং "শ্রবণে"র গোমতি কিরূপ-ভাবে প্রবাহিতা হইয়াছে, তাহা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কীর্ত্তন-যোগে আমাদের সাধারণের 'শ্রবণে'র বিষয় করাইতেছেন। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য গৌর-নিজ-জন শ্রীপরমহংস-মঠে পুনরায় পারমহংসী সংহিতার কীর্ত্তনে আমাদিগকে কৃপা-পূর্ব্বক বর্ণবেশ-সংস্কারে সংস্কৃত করাইয়া—ভাগবতামৃত পান করাইতেছেন।

গত ২১শে কার্ত্তিক (১৩৭৮), ৮ই নভেম্বর (১৯৭১) শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লক্ষ্ণৌ হইতে প্রায় ১৪০ মাইল মোটর যাত্রা করিয়া অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় নিমসারে পৌঁছেন। শ্রীল প্রভুপাদের সহিত ছিলেন,—শ্রীপাদ অধোক্ষজ প্রভু, শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন, শ্রীপাদ গোপীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি [illegible]। অতিক্রম করিয়া সীতাপুর, সীতাপুর হইতে ২০ মাইল নৈমিষারণ্য।

শ্রীনৈমিষারণ্যের শ্রীপরমহংস মঠ শ্রীললিতাদেবী শ্রীমন্দিরের সন্নিকটে অতি উচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীল প্রভুপাদের শুভাগমনের পূর্ব্বেই ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীযুক্ত সখীচরণ ভক্তিবিনয়, ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলালজী প্রভৃতি শ্রীপরমহংস মঠে আগমন-পূর্ব্বক শ্রীমঠকে পুষ্পমালা, পতাকা, আম্রপল্লব, পূর্ণঘট প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যের দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। প্রভুপাদের যান উপস্থিত হইবামাত্রই মঠসেবকগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-জয়ধ্বনি-পূর্ব্বক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিলেন।

আগামী কল্য উষঃকালে সোমবতী অমাবস্যার স্নান। স্নানোপলক্ষে লক্ষাধিক যাত্রী নৈমিষারণ্যে সমবেত হইয়াছেন ও হইতেছেন। বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ব্যক্তি এবং উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারী প্রভৃতিও তথায় আসিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের শুভাগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাত্রিকালে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীপরমহংস মঠে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণার্থ আগমন করিলেন। তন্মধ্যে মাত্র কয়েক জনের নাম ও পরিচয় নিম্নে উদ্ধৃত হইল। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার সিং, ডেপুটী কালেক্টর সীতাপুর; শ্রীযুক্ত আর, ডি, কার্ণস, ডি, এম্, ও, এইচ; শ্রীযুক্ত ললিত মোহন মুখোপাধ্যায় ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল, হায়দ্রাবাদ ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ; শ্রীযুক্ত মহেশ্বর বক্স সিং অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট এবং জমিদার বরতাল; শ্রীযুক্ত রঘুবর-নন্দন সাঁহী তহসিলদার, মিশ্রিখ; হাকিম শ্রীযুক্ত বিষ্ণুলাল, মিশ্রিখ; শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসাদ লখিমপুর; শ্রীযুক্ত কে, এন, চৌবে, অবসরপ্রাপ্ত ষ্টেশন মাষ্টার মিশ্রিখ; পণ্ডিত উদোরাম তান্ত্রিক, গজসিংহপুর, হরদোই প্রভৃতি। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপরমহংস মঠের অলিন্দে উপবেশন-পূর্ব্বক সকলকে ইংরেজী ভাষায় উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

নিম্নে শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণের মর্ম্মের কেবল-মাত্র সূত্রগুলি বঙ্গভাষায় প্রদত্ত হইল। সম্পূর্ণ অভিভাষণ

তাহার পূর্বস্থ প্রবন্ধে "গৌড়ীয়ে" ও "ভাগবতে" সময়ান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিল।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন, যত শব্দের সম্বন্ধ সমস্ত কাল্পনিকতা পরিত্যাগ করিয়া বাস্তব সত্য জানিতে হইবে—সেই বাস্তব সত্য "শ্রবণ"-মুখেই জানা যায়। অভিজ্ঞতার প্রণালীতে যে দর্শন, স্পর্শন, আস্বাদন, ঘ্রাণ বা চিন্তনাদি-দ্বারা বস্তুজ্ঞান-সংগ্রহের চেষ্টা এবং সেইরূপ দূষিত অভিজ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট শ্রবণ-চেষ্টা অথবা ইহকর্ণে হরিকথা শ্রবণের অভিনয়ে যে অন্যমনস্কতা, তদ্দ্বারা কখনও বাস্তব সত্য জানা যায় না। অসদ্‌গুরুর নিকট শ্রবণ, বহুশাখার শ্রবণ বা অভিজ্ঞতাবাদীর আদর্শ লইয়া শ্রবণে কোন ফল হয় না। ভাগবত সেই শ্রবণের কথাই বলিয়াছেন, যদ্দ্বারা আত্মা সুপ্রসন্ন হয়—

ভূরীণি ভূরিকর্মাণি শ্রোতব্যানি বিভাগশঃ।
অতঃ সাধোঽত্র যৎ সারং সমুদ্ধৃত্য মনীষয়া।
ব্রূহি ভদ্রায় ভূতানাং যেনাত্মা সুপ্রসীদতি॥

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ অভিজ্ঞতা-বাদের শ্রবণীয় বিষয়ের পরিবর্তনশীলতা ও চঞ্চলতা, অভিজ্ঞতা-বাদের শ্রবণের শেষ-সীমা কিরূপে নির্বিশেষ বা ক্লীবব্রহ্মের (It God) ধারণায় পর্য্যবসিত হয়, তাহা বলিলেন। তৎপর 'জু'-দিগের "It God"এর ধারণা—Pantheism—মায়াবাদেরই প্রকারভেদ, Predominating Aspect of God-Head এ Personal God-Head এর ধারণা; জার্মেণ বিশ্ববিদ্যালয়ের Sexeology'র অধ্যাপক পৃথিবী-পর্য্যটক ডাঃ ম্যাগনাস হার্সফেল্ড শ্রীল প্রভুপাদের নিকট কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয় মঠে বৈষ্ণবদর্শনের কথা শ্রবণার্থ আগমন করিলে প্রভুপাদের কীর্ত্তিত Predominating & Predominated moiety'র উদাহরণ-দ্বারা কেবল পুরুষোত্তমতত্ত্বে বা কেবল শক্তিমৎ-তত্ত্বে পূর্ণ ধারণার সঙ্কোচ, বিষয় ও আশ্রয়তত্ত্বে, শক্তিমান্ ও শক্তিতত্ত্বের সম্মেলনে পূর্ণ ধারণা, 'অসৎ' হইতে সৎএর উৎপত্তি বিচার ও খণ্ডন, অদ্বিতীয়ার দুইটী অর্দ্ধেকে একটি পূর্ণ সংগঠন, ভগবত্তার অবয়বতা, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" গীতোক্ত শ্লোক-ব্যাখ্যা-মুখে শরণাগতির সার্থকতা স্থাপন, যেহেতু যাবতীয় পরিদৃশ্যমান বাস্তব প্রকৃতি-প্রসূত, সেই হেতু অতিমর্ত্য বা অপ্রাকৃত বাস্তবত্ব প্রকৃতিরই অন্তর্গত —এরূপ অনুমানে যেমাভাস ও বিবর্ত্ত, মানবের জন্মাবধি প্রতিবিম্বের অপেক্ষাকৃতত্ব, Henotheism বা পঞ্চোপাসনার "রা ডু ডু ডু" খেলায় ক্লীবব্রহ্মের 'বুটী' ছুঁইবার আকাঙ্ক্ষা, গীতায় ক্লীবব্রহ্মের নিরাস করিয়া পুরুষোত্তম-বাদ-সংস্থাপন, কিন্তু পুরুষোত্তম-প্রতীতি বাস্তবসত্যের একটি অর্দ্ধ ধারণা-মাত্র, মহালক্ষ্মী-সহিত পুরুষোত্তম অর্থাৎ লক্ষ্মীবাসুদেব, লক্ষ্মীগোবিন্দ-প্রতীতি, কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণের অচিন্ত্যশক্তিবিগ্রহশক্তির অপ্রকাশ-নিবন্ধন সর্ব্বশক্তিমত্তার সঙ্কোচ, লোকাচার্য্যের পঞ্চম-ধারণা, চতুর্ব্যূহের বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধত্ব এক একটি পাদ বা quadrant, প্রত্যেকটি quadrant অন্য তিনটির প্রত্যেক অংশ-কলার ratio এবং proportion প্রদায়ক, আমাদের চক্ষু এমনভাবে বিধাতা-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত যে, আমরা একসঙ্গে ৪ সমকোণ দেখিতে পারি না, ২ সমকোণ বা ১৮০° ডিগ্রি-মাত্র দেখি, আমরা horizon মাত্র দেখি, পূর্ণ গোল একধারে দেখিতে পাই না—গোলকদর্শন আমাদের বর্ত্তমান করণের দ্বারা হয় না, দৃশ্য বস্তুর অর্দ্ধেক বা এক-চতুর্থাংশ-মাত্র আমরা দেখি, পূর্ণ গোলক আমাদের নিকট আবৃত থাকে, অতএব যখনই আমরা কোন যুক্তি, তর্ক বা অনুমানের উপর বর্ত্তমান হই, তাহা প্রতিবিম্বিত রাজ্যের এক চতুর্থাংশের যুক্তিমাত্র, আমরা এক চতুর্থাংশ প্রতি-বিম্বিত বিশ্বে অর্থাৎ একপাদ যুক্তির কারাগারে মুগ্ধ নিত; কিরূপে আমাদের মূলবিম্ববিশ্ব পূর্ণগোলোকের বিষয়ের ধারণা হইবে? একচতুর্ব্যূহতত্ত্ব কৃপা-পূর্ব্বক বিস্তারিত করিয়াছেন, "চতুর্ব্যূহবাদে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বাক্যের বিরোধ"—শ্রীশঙ্করাচার্য্যের এই মতবাদ-খণ্ডন; চতুর্ব্যূহতত্ত্বে পূর্ণ অন্বয়জ্ঞান-সংরক্ষণ, পরন্তু শঙ্করাচার্য্যের কেবলাদ্বৈতবাদে অন্বয়জ্ঞানের বেদ-বিরোধের প্রচ্ছন্ন কৌশল, শঙ্করের শাক্তিনা-দূষণবাদ-নিরসনাদি বিচার-প্রসঙ্গ; এতৎপ্রসঙ্গে সীতাপুরের ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার সিংহ কর্ত্তৃক শ্রীশঙ্করের দ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক স্তোত্রাদি রচনার উল্লেখ, ঐরূপ জড়াদ্বৈতবাদ পঞ্চোপাসকগণের কিরূপ সর্ব্বনাশ করিয়াছে, শ্রীল প্রভুপাদের তাহা প্রদর্শন, পরে আর স্তোত্র থাকিবে না—স্তাবক, স্তবনীয় ও স্তোত্র, এই ত্রিপুটী বিনষ্ট হইয়া যাইবে, মাঝখানে স্তোত্রটী কেবলমাত্র কপটতা—স্তাবক স্তবনীয়কে যেন স্তোত্র-দ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া স্তবনীয়কে শুষ্কতর্কের পথে লইয়া যাইতেছে; লক্ষ্মীনারায়ণের জনক-জননীর অভাব, সীতারামে সীতার

জনক-জননীর অভাব, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে নীতিশাস্ত্রের কারাগৃহে আবদ্ধ রাখায় সর্ব্বশক্তিমত্তার পূর্ণ বিকাশ বন্ধ হইয়াছে, তাই বক্তৃতাপ্রধানী ঘাটুওয়ালার কবির শ্রীরামচন্দ্রের রূপ-বর্ণনে শ্রীরামচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিবার পূর্ণা উচিত হইলে শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাদিগকে তাঁহার শ্রীভগবত্তার জন্য অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন : বাহ্যকেশ, মধুবেশ ও ব্রজেন্দ্র-নন্দন বা শ্রীরাধাকৃষ্ণ-উপাসনার উত্তরোত্তর পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতমতা ; "প্রতিজনমে স্থিতি-বিস্তরে" শ্লোক-ব্যাখ্যা ; রেঃ ষ্ট্রাঙ্গলি সাহেবের সহিত শ্রীল প্রভুপাদের আলাপ-প্রসঙ্গ ; extended Christianity ; অপ্রাকৃত বরাট্, প্রাকৃত রাজ্যে 'বরাট্' বা 'হাবাতে' শব্দ হইতে পারে না, তাহা আপেক্ষিক, নশ্বর ব্যাপারে আবদ্ধ ; যাঁহারা আপনাদিগকে ভগবান্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বিচারকরূপে পরিগণিত করিবার চেষ্টা দেখাইয়া ভগবান্‌কে তাঁহাদের 'আসামী' করিতে চাহেন অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ গোপবধূবিট হইলে তিনি আমাদেরই মত হইলেন, এই-রূপ বিচার করেন, তাঁহারা anthropomorphistএর প্রকার-ভেদমাত্র ; আমাদের কাম, ক্রোধ ভগবানের (?) ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া ভগবানের (?) কাল্পনিক স্বরূপ সৃষ্টি করা কিংবা অচিন্ত্যশক্তি ভগবান্ যদি বরাট্ হন, Transcendental Despot হন, তাহা হইলে আমাদেরই মত কামক্রোধবিশিষ্ট হইয়া পড়িলেন, এইরূপ কল্পনা ও অনুমান—উভয়ই anthropomorphism, উহা গুলটানা-মার্কির রাজ্য হইবার পরও লেপ বিছাইয়া গুলটানার বিচারের ন্যায় ; অপ্রাকৃত শব্দ, শ্রবণের আবশ্যকতা, শ্রবণে শরণাগতি, সদ্‌গুরু ও অসদ্‌গুরু-বিচার, একজনসদ্‌গুরুবাদ ও বহুসদ্‌গুরু-বিচার, গুরু- শিষ্যের নিত্যতা, সূতাকাপড়ের শব্দ ও পরব্যোমের শব্দ-প্রকৃতি সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ অনেক কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপরি-উক্ত কথার কিয়দংশ আংশিকভাবে গত ১৪ই নভেম্বর (১৯৩১) মহারাজ ভারত-রাজপ্রতিনিধির নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

সীতাপুরের ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার সিং শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে এই সকল কথা আরও শুনিবার জন্য পর দিবস আসিবেন এবং অধিক সময় শুনিবেন বলিয়া গেলেন।

২২শে কার্ত্তিক ৯ই নভেম্বর শেষরাত্র হইতে নৈমিষারণ্যে গোমাবতী অবগাহনের ঘাটে আরম্ভ হইয়াছে এবং আবালবৃদ্ধ-বনিতা শত শত যাত্রী স্নানাদি সমাপন ও তীর্থদর্শন করিতেছেন। বহু লোক আসিয়া শ্রীপরমহংস মঠের শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধিকা-গিরিধারী দর্শন করিতেছেন। প্রাতঃকালেই সীতাপুরের কালেক্টর, তাঁহার মায়াবাদী এক সন্ন্যাসী বন্ধু ও অপর একটি উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর সহিত শ্রীপরমহংস মঠে শ্রীল প্রভুপাদকে ব্রহ্ম জ্ঞানার্থ আসিয়া-ছিলেন। তাঁহারা তৎপরে তীর্থ-দর্শনার্থ বহির্গত হইলেন। পুনরায় দ্বিপ্রহরের পরে আসিবেন বলিয়া গেলেন, কিন্তু বোধ হয় তীর্থাদি দর্শন এবং কোন মৌনী যোগী সাধুর দর্শনার্থ ব্যস্ত হইয়া পড়ায় আর তাঁহারা প্রবণার্থ উপস্থিত হইতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার বাবুর সাধু-দর্শনের খুব একটা ঝোঁক আছে—সাধু যেরূপ হউন না কেন। শ্রীল প্রভুপাদ এই প্রসঙ্গে রাত্রিতে শ্রীপরমহংস মঠের অলিন্দে বসিয়া আমাদের নিকট "দর্শন ও শ্রবণ" সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন এবং তৎসম্বন্ধে আমাদিগকে "গৌড়ীয়ে" প্রবন্ধ লিখিবার জন্যও আদেশ দিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশ ও সূত্রানুসরণ করিয়াই "গৌড়ীয়ে" "শ্রবণ ও দর্শন" সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। "শ্রবণ ও দর্শন" সম্বন্ধে আরও অনেক কথা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পরবর্ত্তীকালে নিত্য নবনবায়মানভাবে সূত্রাকারে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা "শ্রবণ ও দর্শন" প্রবন্ধের পরিশিষ্টরূপে গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইবে ও হইতেছে।

ঐ দিবস প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপরমহংস-মঠের ভক্তবৃন্দ এবং হস্তীর উপরে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীমূর্ত্তি-সহ শ্রীনৈমিষারণ্য পরিক্রমা করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ পদব্রজে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার অগ্রণীরূপে চলিলেন। হস্তীর উপরে সেবকব্রহ্মচারিদ্বয় ছত্র ও চামর ধারণপূর্ব্বক ভগবানের সেবা করিতে লাগিলেন। গজস্কন্ধে শ্রীরাধা-গোবিন্দ শ্রীমূর্ত্তি পৃষ্ঠোপরি বহন করিয়া মৃদঙ্গ, করতাল এবং পাশ্চাত্য ঐকতান বাদ্যের তালে তালে মন্দ মন্দ নৃত্য করিতে করিতে চলিতে লাগিল। সহস্র সহস্র যাত্রী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-

মহাপ্রভুর নাম-সংকীর্তনের অভিনব রথে মাতোয়ারা হইয়া শ্রীগৌরজনের অনুব্রজন করিতে লাগিলেন। পরিক্রমা-লব্ধ পথে শ্রীপরমহংসমঠ হইতে বহির্গত হইয়া শ্রীললিতাদেবীর মন্দির, তৎপরে শ্রীকৃষ্ণতীর্থ, শ্রীব্যাসগদ্দি, শ্রীবৃহত্সাধি হইয়া শ্রীপরমহংস মঠে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। লক্ষ লক্ষ বিদেশীয় লোক শ্রীগৌরজনের কৃপায় শ্রীগৌরকৃষ্ণ-নাম শ্রবণ কীর্তন করিতে করিতে শ্রীগৌরজনানুগমন করিয়া ধন্যাতিধন্য হইলেন।

ঐ দিন মধ্যাহ্নকালে কোটীশ্বর রাজপরিবার-সমূহ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমীপে আগমন করিয়া হরিকথা ও সংকীর্তন শ্রবণ করিলেন। মধ্যে কেহ "শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধিকাজীর নাম নাই কেন?" প্রশ্ন করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ মহাভারতে ভবভীত জনগণের জন্য উপদেশ, মহাভারতের অন্তর্গত গীতায় পুরুষোত্তমবাদের উপদেশ-পর্যন্ত এবং তাহাতে মহিষীগণের কথা পর্যন্ত উল্লেখ আছে, বলিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শুদ্ধতম শ্রীরাধারাণীর নাম শ্রবণ না করা পর্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের চরম ফল লাভ হয় না, জানাইলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধিকাদেবীর রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য-লীলাদির কথা আছে, কিন্তু সর্ব্বাগ্রে 'নাম-শ্রবণ'—সেই 'নাম' প্রকৃত শ্রবণের অভাবে আচ্ছাদিত রহিয়াছে। যথার্থ শ্রবণের পরে রূপ-দর্শনাদির কার্য্য স্বাভাবিকভাবে আরম্ভ হইলে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধিকার নাম দৃষ্ট হয়।

সে-দিন (৯ই নভেম্বর ১৯৩১) দ্বিপ্রহরে শ্রীল প্রভুপাদ স্বীয় প্রকোষ্ঠে উপবেশনে নিবিষ্ট ছিলেন, ঐ সময় শ্রীরামায়ণ-পাঠক পণ্ডিত শ্রীমনোহরলাল, উপনাম—মধুকরলাল, তৎপিতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রঘুনীর ঝাজীর সহিত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থ উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদকে বাহিরে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত নিরাশ-হৃদয়ে নীরবে হিন্দি-ভাষায় একটি কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন। শ্রীমধুকরলাল আমাদিগকে পরবর্ত্তি-কালে বলিয়াছিলেন যে, উক্ত কবিতার শেষ চরণ লেখা সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রকোষ্ঠের দ্বার খুলিয়া দর্শন দান করিলেন—পণ্ডিতজীগণ প্রভুপাদের চরণ বন্দনা করিলেন এবং ঐ কবিতাটী শুনাইলেন। কবিতাটী এই,—

শ্রীবনে পাবো, অজামিল পাবো, পাবো বা গণিকে খলদাংসহারী
দেবরী পাবো, গুরুনরী পাবো, পুতনাযো মহাগণিকা অঘহারী।
কর্ণকুটীর নহুনিমারী মিলো। দিজো কর্ণ-চতুর্ভুজ সো অঘহারী
সোহী দিজ-দেব নয়াউঁ মিলো। হরি কিনহি কৃপা

অহিংসেজবিমারী।

অর্থাৎ হে হরি, অজামিল পক্ষীকুলে উদ্ভূত হইয়াও তোমার দেখা পাইয়াছে, রাবণ খলমাংসহারী হইয়াও তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, চণ্ডালকন্যা শবরী তোমাকে পাইয়াছে, কুব্জা তোমাকে পাইয়াছে, পাপকের পরমাস্বরূপ মহাগণিকাও পাপ হইতে মুক্ত হইয়া তোমাকে পাইয়াছে, দৈত্যকুলে জাত হিরণ্যকশিপুকেও তুমি তাহার সমস্তক্ষণ কেন করিয়া দর্শন দিয়াছ; অহিংসাবিহারি হরি, ভক্তগণকে তুমি এই-রূপেই দর্শন দিয়া থাক—তোমার প্রকাশস্বরূপ জগদ্গুরু কি এই মহাত্মার প্রতি কৃপাদর্শন দান করিবেন না?

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন। "শ্রবণ ও দর্শন" সম্বন্ধে বলিতে গিয়া শ্রীল প্রভুপাদ প্রেয়ঃ পন্থা ও শ্রেয়ঃ পন্থার কথা বলিলেন। যাহা আমাদের বর্ত্তমান বিমুখ রুচিতে মনোধর্ম্মে ভাল লাগে, তাহা 'প্রেয়ঃ', আর যাহাতে আমাদের মঙ্গল হয়, যাহা আমাদের ভাল লাগা উচিত এবং যাহা আমাদের উন্মুখতায় একমাত্র ভাল লাগে, তাহাই 'শ্রেয়ঃ'। 'প্রেয়ঃ' ও 'শ্রেয়ঃ' যখন এক হইয়া যায়, তখন সিদ্ধাবস্থা; যাঁহার 'ভাল-লাগা'-ব্যাপারটী মঙ্গলপ্রদ হইয়াছে, যাঁহার প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ আর পৃথক্ নাই, তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। 'প্রেয়ঃ' ও 'শ্রেয়ঃ' যখন পৃথক্ পৃথক্ থাকে, তখন প্রেয়ঃপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃপথ গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ আরও অনেক কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সময়ান্তরে পৃথক্ প্রবন্ধে প্রকাশিত হইবে।

সে-দিন শ্রীপরমহংস মঠের বার্ষিক মহোৎসব। রাত্রিতে নৈমিষারণ্যবাসী ব্রাহ্মণগণ শ্রীপরমহংসমঠে আসিয়া ভগবৎ-প্রসাদবৈচিত্র্য সন্ধান করিলেন। সারা দিবস শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভাগবতীবাণী-শ্রবণ-মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় অধিবেশনক্ষেত্র শ্রীনৈমিষারণ্যের শ্রীপরমহংসমঠের উৎসব প্রভুপাদের কৃপায় সম্পন্ন হইল।

উক্ত সোমাবতী অমাবস্যা বা দীপমালিকা-উৎসবের দিন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নূতনমঙ্গলময়ী ইচ্ছানুক্রমে "ভাগবত"

সম্পাদক একটী পাক্ষিক পত্র দ্বিবি ভাষায় শ্রীভাগবত আশ্রম শ্রীনৈমিষারণ্য পরমহংস মঠের মুখপত্ররূপে প্রকটিত হইলেন। সেই দিনই কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও পণ্ডিত ব্যক্তি "ভাগবত" পত্রের গ্রাহক হইলেন।

২৪শে কার্ত্তিক (১৩৩৮), ১০ই নভেম্বর (১৯৩১) বুধবার শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব। শ্রীনৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস-মঠে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও শ্রীঅন্নকূট-মহামহোৎসব হইল। শ্রীল প্রভুপাদ নৈমিষারণ্য হইতে লক্ষ্ণৌ যাইবেন, এই মর্ম্মে শ্রীপাদ অযোধ্যেশ প্রভু শ্রীপাদ কৃষ্ণদা'র নিকট এক তার করিয়া শ্রীপাদ কৃষ্ণদা'কে লক্ষ্ণৌ আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য জানাইলেন।

এদিকে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ তাঁহার সঙ্গী সেবকগণের সহিত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞা লইয়া দিল্লী শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমনার্থ প্রস্তুত হইলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সহিত শ্রীপাদ অযোধ্যেশ প্রভু-প্রমুখ আমরা কয়েকজন লক্ষ্ণৌতে যাইব স্থির হইল। শ্রীনৈমিষারণ্য হইতে ২৪০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া মোটরের যন্ত্র বিকল হওয়ায় ৬ ঘটিকার ট্রেণে নিমসার ষ্টেশনে আরোহণ করিয়া 'বালামৌ জংসন' হইয়া রাত্রি ১ ঘটিকায় শ্রীল প্রভুপাদ লক্ষ্ণৌ শুভবিজয় করিলেন। মোটর পুনঃ প্রাপ্ত লাভ করায় শ্রীল প্রভুপাদের 'নিমসার' হইতে ট্রেণে যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই কতিপয় ব্রহ্মচারী মোটরে লক্ষ্ণৌ রওয়ানা হইলেন এবং শ্রীল প্রভুপাদ ট্রেণে লক্ষ্ণৌ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদকে ঐ যানে পাড়িয়ালা-ভবনে লইয়া আসিলেন। তথায় শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা কীর্ত্তন করিলেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

[৩]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪শ সংখ্যার পর)

পঞ্চম প্রসঙ্গ

গৌড়াব্দের নিজ-বংশ

ব্রহ্মা যেষাং প্রথমঃ সমভূৎ বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ।
(মুণ্ডক ১।১।১)

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের লৌকিক কুল সাধারণ ঐতিহাসিকের চক্ষে যাহাই প্রতিভাত হউক না কেন, তাঁহার নিত্যকুল বা বংশের যে পরিচয় তিনি স্বহস্তে লিখিয়া তাঁহার ভক্তিভবনে টাঙ্গাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা হইতে শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় আমরা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বংশের এইরূপ পরিচয় পাই,—

কৃষ্ণ হৈতে চতুর্ম্মুখ, হয় কৃষ্ণ-সেবোন্মুখ,
ব্রহ্মা হৈতে নারদের মতি।
নারদ হৈতে ব্যাস, মধ্ব কহে ব্যাসদাস,
পূর্ণপ্রজ্ঞ পদ্মনাভ-গতি।

নৃহরি-মাধব-বংশে, অক্ষোভ্য পরমহংসে,
শিষ্য বলি' অঙ্গীকার করে।
অক্ষোভ্যের শিষ্য জয়- তীর্থনামে পরিচয়,
তাঁ'র দাস্যে জ্ঞানসিন্ধু তরে।
তাহা হৈতে দয়ানিধি, তাঁ'র দাস বিদ্যানিধি,
রাজেন্দ্র হইল তাঁহা হ'তে।
তাঁহার কিঙ্কর জয়- ধর্ম্ম নামে পরিচয়,
পরম্পরা জ্ঞান ভাল মতে।
জয়ধর্ম্ম-দাস্যে খ্যাতি, শ্রীপুরুষোত্তম যতি,
তাঁ' হ'তে ব্রহ্মণ্যতীর্থ হরি।
ব্যাসতীর্থ তাঁ'র দাস, লক্ষ্মীপতি ব্যাস-দাস,
তাঁহা হ'তে মাধবেন্দ্র পুরী।
মাধবেন্দ্র পুরীবর- শিষ্যবর শ্রীঈশ্বর,
নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত বিভু।
শ্রীঈশ্বরপুরীকে ধন্য, করিলেন শ্রীচৈতন্য,
জগদ্গুরু গৌর-মহাপ্রভু।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য,　　রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য,
রূপানুগ জনের জীবন।
বিশ্বম্ভর-প্রিয়বর,　　শ্রীস্বরূপ-দামোদর,
শ্রীগোস্বামী রূপ-সনাতন।
রূপ-প্রিয় মহাজন,　　জীব-রঘুনাথ ধন,
তাঁ'র প্রিয় কবি কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণদাস প্রিয়বর,　　নরোত্তম-সেবাপর,
যাঁ'র পদ বিশ্বনাথ-আশ।
বিশ্বনাথ-ভক্ত-সাথ,　　বলদেব-জগন্নাথ,
তাঁ'র প্রিয় শ্রীভক্তিবিনোদ।
মহাভাগবতবর,　　শ্রীগৌরকিশোরবর,
হরিভজনেতে যাঁ'র মোদ।
তাঁহারা পরমধন্য,　　গৌরাঙ্গের নিজবন্য,
তাঁ'দের চরণে মম গতি।
আমি সেবা-উদাসীন, নামেতে দ্বিতীয় দীন,
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী।

ষষ্ঠ প্রসঙ্গ

আবির্ভাব-কারণ

"ধর্ম্ম বিলোপায় হৈলে প্রভু অবতরে।"　(চৈঃ ভাঃ আদি ৪র্থ)

ঠাকুরের আবির্ভাব-সম্বন্ধে মদীয় আচার্য্যদেব যে কয়েকটি সারগর্ভ মিতবাক্য লিখিয়াছেন, তাহা সুধী পাঠকগণ পুনঃ পুনঃ মনঃসহকারে পাঠ ও ধৈর্য্যসহকারে আলোচনা করিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বর্ত্তমান যুগে আবির্ভাবের অসমোর্দ্ধ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করুন।

অদ্বৈতলক্ষ্য ধর্ম্মকর্ম্মোদ্ভ্রান্ত যুগে অবতরণ

ভুবনমঙ্গল অনন্তশক্তিসম্পন্ন পুরুষোত্তম স্বয়ং মহাবদান্য-লীলা বিস্তারের জন্য যে সুবিমলা ভক্তির পথে বিচরণ নিত্য-বিজ্ঞান-সম্ভব আনন্দ-লাভের নিদর্শনরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার পরস্পর বিবদমান শক্তিদ্বয়ের বিভাগ-ক্রমে যেমন প্রেমধর্ম্মের সুশীতল রশ্মি হীনপ্রভ ও মলিনতা-জলধিতে আবৃত হইবার আতঙ্ক জগজ্জীবকে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিল, সেই প্রেম-সূর্য্যাংশুকে সুবিমল স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে অনাবৃত করিতে তাঁহার নিজ-জন পুরুষোত্তম-সেবাপর পুরুষবর শ্রীঅদ্বয়জ্ঞচন্দ্র-বিগ্রহের আত্মবিপ্রহরূপে জগতে সমর্পিত হইয়াছিলেন। যখন তিনি আগত হইলেন, তখন লোকে বাহ্যদর্শনে দেখিতে পাইলেন যে, পক্ষোপাসকের কুলে, পক্ষোপাসকের গৃহে এক প্রপঞ্চাতীত উপাসক আসিয়াছেন। "সৎকর্ম্মভূমি ব্রহ্মাবর্ত্তের বহির্ভাগে, যথেচ্ছা-চারিতাপূর্ণ আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বশৈলে গৌড়াকাশে, অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-নির্ম্মুক্ত কোন আদর্শ পক্ষ উদিত হইতে পারেন না,"—এরূপ ভ্রান্তির মূলোন্মূলনকল্পে—অধঃপতিতকে ও দগ্ধ করিবার নিমিত্ত—অপূত ভূমিকেও পূত করিবার জন্য—অবশ্য কলি-কালকেও নিরবদ্য সত্যযুগে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে," জগতের অকল্যাণমুক্ত নিরাস কল্পিঃ কল্যাণ আবাহনার্থ গৌরপার্ষদ ও তৎপরিষদ নক্ষত্রমণ্ডলীর উদয়-নিমিত্ত ঐ ভাগ্যহীন দেশবাসী অযোগ্য, অপূত জনগণেরই অধিক দাবী। তামসতন্ত্র-প্লাবিত গৌড়দেশে যোগিপাল, ভোগি-পালের গীত এবং মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরির ছড়াগানের ভিত্তিরূপে মুখরিত তিমিররাশিকে "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" শ্রীরূপ-গাথার উজ্জ্বল আলোক সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিয়াছিল। ভূত-সিদ্ধি, বশীকরণ, পক্ষপক্ষিদাহন, শক্তিসেবাবাহন প্রভৃতি বিচার-সমূহ যে-দেশে, যে-কালে যে-সকল কর্ণধারপাত্রগণে প্রবল ছিল, সেই সময়ে সেই দেশে সেই সকল পাত্রের নিকট একজন অতিমর্ত্য মূর্ত্তমঙ্গলের আগমন অহৈতুক দয়াময় ভগবানের অমন্দোদয়-দয়ারই পরিচয়।

তদানীন্তন যুগে ভক্তিবিনোদের অবতারণ শ্রীচৈতন্যের যুগোচিত ধাম

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমলীলা-সংগোপনের পরবর্ত্তিকালে আচার্য্য শ্রীনিবাস, ঠাকুর শ্রীনরোত্তম এবং প্রভু শ্রীশ্যামানন্দ প্রপঞ্চে সেই প্রেমবারিধারা বর্ষণের দেবতাত্রয় হইয়া অভাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর হৃদয়-ক্ষেত্রে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর শ্রবণকীর্ত্তন-জল সঞ্চার করিয়াছিলেন। বহুবর্ষের অনাবৃষ্টি, অল্পবৃষ্টিবশতঃ জীবের হৃদয়-মরু প্রেমাঙ্কুর উদ্গমনে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছিল। সুতরাং কালের প্রচণ্ড প্রতাপ হইতে অন্যাভিলাষী কর্ম্মিকুলের উদ্ধারের জন্য বিহিত ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। আদব-সেবা, নৈতিক উদ্ভ্রান্ত-হৃদয়োত্থ চেষ্টা, উৎকট তর্ক-পিপাসা, অবৈধ জড়োন্নতি-কামনা, অন্ধশৌক্রধারায় চেতনাধারের

ভক্তিপ্রবাহকে আবদ্ধ করিবার জন্যই বহুনা প্রভৃতি নামক-সমূহের আনুষঙ্গিক ঔষধি-স্বরূপ প্রেমার অনুধাবনে প্রতীকা সময়োপযোগী বলিয়াই বিচারিত হয়। সত্য-জ্ঞান-অনন্ত-আনন্দময় পুরুষোত্তম ভগবানীয়ন প্রপঞ্চে সচ্চিদানন্দ-সেবকের সেবা-বিধান অনুমোদন করিয়াছিলেন।

সজ্জন-হৃদয়ে নিরাশায় আশার সঞ্চার

শ্রীনিবাসাদি ত্রিধারা ভজবাসহত গোস্বামি-ষট্‌কের অনুকূল সেবাস্রোতে সম্বহিত হইয়া অখিল-রসামৃত সাগর-সঙ্গমে গমনকালে শতধারায় প্রবাহিত হইবার পরিবর্ত্তে স্থানে স্থানে ভক্তগণ নিরুদ্যম প্রভৃতি বাধা লাভ করিয়াছিল। এই সময় ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে অমন্দোদয়-দয়ার্দ্রি শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের একটী অলৌকিকী কৃপাশক্তি শুদ্ধভক্তিভাগীরথীর স্রোত পুনঃ প্রবাহিত করিয়া দিয়া কলাপকল্পতরুকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল। ঘন তিমিরের মধ্যে উজ্জ্বল তারকাচয় পূর্ণভাবে প্রবল প্রতাপ বিস্তার করিতে অসমর্থ হয়। পশ্চিমগগনে সূর্য্যালোক অন্তর্হিত হইলে তারকামণ্ডলী নৈশ-তিমির-অপসারণে মর্ত্যকগণের সাহায্য করে। প্রত্যেককালেও কিছুকাল আলোক-ছায়া পথিকের ন্যূনাধিক সাহায্য করিয়া থাকে। পুনরায় নিশানাথের আগমনে জীবের চিত্ত আশাতরে উল্লসিত হয়।

অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান বা তত্তদ্দেহমনোধর্ম্মের সহিত আনুষঙ্গিক ভক্তির চিজ্জড়সমন্বয় —কল্যাণকামীর প্রয়োজনীয় নহে

সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ববোধক উপাস্ত-বিগ্রহগণ যাঁহাদিগকে আকর্ষণ করেন, তাঁহারাই নিত্যকুহক সত্তা-গ্রহণে অগ্রগামী হইতে পারেন, ইহারই নাম সুকৃতি। কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, তপস্যা প্রভৃতিকে পরমজ্ঞানে যে-সকল পথিক পথহারা হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া বিপথে গমন করেন, তাঁহাদিগের জন্যই নিষ্কপট পথ-প্রদর্শকের আবশ্যক। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র তদাশ্রিত জনগণকে উৎসাহান্বিত করিয়া জীবকুলের প্রপঞ্চ হইতে অপ্রাকৃত পথে যাইবার ভক্তি-সরণী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, সেই পথও দুর্গম কণ্টক-পূর্ণ বলিয়া আদৌ পোষণ করায় জীবন-পথের পথিকগণের স্থানে স্থানে বিপৎসঙ্কুলতা উপলব্ধি হইয়াছিল। সরল সহজ ভক্তি-সুপথের আশ্রয়ে পরম সত্য আনন্দ-প্রয়োজন-তত্ত্ব অসম্বোধের প্রতিপাদন করে, ইহা জানাইবার মত আদর্শ জীবনের অভাব ছিল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই সকল অভাব-কি পরিমাণে পূরণ করিয়াছেন, তদ্ব জ্ঞানোন্মেষে তাহাই লক্ষিতব্য বিষয়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট জৈব ও জড়জগতের উদ্দেশ প্রদর্শন করিয়াছেন। 'ভগবৎসেবাই অভিধেয়, জড়ভোগবাসনা উহার অন্তরায়'—এই সকল কথা আচার-প্রচারের দ্বারা সংরক্ষণ করিয়াছেন। 'শান্তি, মুক্তি ও আনন্দ—পরা-শান্তি ও মুক্তি কৃষ্ণভক্তিতেই পর্য্যবসিত'—ইহা জানাইয়া প্রয়োজনতত্ত্বের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার সহিত ইতর কথা-কীর্ত্তনকারি ব্যক্তির মহত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যাঁহারা অমন্দোদয়-দয়ার সন্ধান দিতে পারেন না, তাঁহাদের মহত্ত্বের আশা-ভরসা করা কল্যাণকামিগণের আদৌ প্রয়োজনীয় বিষয় নহে।

সপ্তম প্রসঙ্গ

বাল্য অবস্থায়

বাল্য-বয়স যাবৎ হাতে খড়ি দিল।
পৌগণ্ড বয়স যাবৎ বিদ্যা না কৈল।
(চৈঃ চঃ আদি ১৩শ)

"শৈশবেই সকল শাস্ত্রেতে হইল স্ফূর্ত্তি।"
(চৈঃ ভাঃ আদি ২য়)

পাঠশালায় ও বিদ্যালয়ে

পিতার উড়িষ্যা হইতে আগমনের কয়েকদিবস পূর্ব্বে দুই বৎসরের বালক কেদারনাথ পিতৃদেবের স্বদেশ-প্রত্যা-গমন-সম্বন্ধে অস্ফুট ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া একটি দুইপংক্তির কবিতা স্বতঃ আবৃত্তি করেন। তিন বৎসর বয়সে ঠাকুর কার্ত্তিক সরকারের পাঠশালায় যাইতে লাগিলেন। পাঠশালাটি ঠাকুরের মাতামহের পূজার বাটীর সুবৃহৎ অলিন্দে স্থাপিত ছিল। তথায় পাড়ার অনেক ছেলে পড়িতে আসিত। প্রাতে ও অপরাহ্নে পাঠশালা বসিত। তিন বৎসর বয়স হইতে পাঠশালায় গেলেও পঞ্চম বর্ষ বয়স হইতেই ঠাকুর রীতিমত পাঠশালায় ভর্ত্তি হইলেন। তখন আর কার্ত্তিক সরকার ছিলেন না। যদু সরকার প্রভৃতি

কয়েকটি ভদ্রলোকের ছেলেদের পাঠশালা চালাইবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঠাকুর ৬ষ্ঠ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পাঠশালায় বাঙ্গালা শিক্ষা লাভ করিলেন। ঐ সময়ে ঠাকুরের মাতামহের আলয়ে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল। ফরাসডাঙ্গা-নিবাসী 'ডিজার বারেট' নামক একজন ফরাসী সেই বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। গুরু মহাশয়ের পাঠশালা দুই প্রহরে বন্ধ হইলে ঐ ইংরাজী বিদ্যালয়ে গমন করিয়া ঠাকুর ইংরাজী বর্ণমালা পাঠ করিতেন। অধ্যাপক ডিজার বারেট ঠাকুরের প্রতিভা ও পাঠের ঔৎসুক্য-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ঠাকুরের পিতৃদেবকে বলিয়া নিজ বিদ্যালয়ে ঠাকুরকে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন। ইংরাজী সাহিত্যে বালকের প্রতিভা দেখিয়া অধ্যাপক মহাশয় বালককে বিশেষ ভাল বাসিতেন। অধ্যাপক ডিজার বারেট ফরাসী হইলেও বাঙ্গালীর মত ধুতিচাদর পরিতেন এবং বাঙ্গালীর খাদ্য খিচুড়ি প্রভৃতি আহার করিতে ভাল বাসিতেন। ঠাকুরের স্খলিখিত জীবনচরিত হইতে জানা যায় যে, ঠাকুর এইরূপ শৈশবকালেই রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির ইতিহাস শ্রবণ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। যখন তাঁহার বয়স ছয় সাত বৎসর মাত্র, তখনই তিনি রামায়ণ মহাভারতের গুরু গল্প-মাত্র সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না, প্রত্যেকটি কথা ও উপদেশের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য প্রভূত যত্ন করিতেন। "দীনবন্ধু-মল্লীক" মন্দিরের ঘানানে বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের টোল ছিল। বাচস্পতি-মহাশয়ের অনেকগুলি ছাত্র ছিলেন; তাঁহারা ব্যাকরণ, অভিধান কোষ ও ভট্টী প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিতেন। ঠাকুর কোন কোন দিন দুই প্রহরের সময় বাচস্পতি মহাশয়ের টোলে গমন করিয়া ঐ সকল সংস্কৃত পাঠ শ্রবণ করিতেন। মাতামহের সুবিশাল প্রাসাদাদি হর্ম্ম্য, বহু দাস-দাসী-সেবিত পরিচর্য্যার অন্তরালে, আত্মীয়-স্বজনের স্নেহের মধ্যে, অতুল ঐশ্বর্য্যময় বসনালঙ্কারে ভূষিত হইয়া সুবর্ণ-রজতাদি পাত্রসমূহ ব্যবহার করিতে করিতে ঠাকুরের শৈশব সৌখণ্ডে পরিণত হইয়াছিল। যখন ঠাকুরের বয়স সাত বৎসর, তখন কৃষ্ণনগরে কলেজ সংস্থাপিত হইল। তখন নদীয়ার রাজা শ্রীশ চন্দ্রের বিশেষ আগ্রহাতিশয্যে মুন্সৌকি মহাশয় আমাদের ঠাকুরকে কৃষ্ণনগরে অধ্যয়নের জন্য পাঠাইলেন। ইতঃপূর্ব্বে ঠাকুরের বীরনগর হইতে কলিকাতা গমন বা পরিচারকের অবলম্বন রহিত হইয়া স্বতন্ত্র বাস ঘটে নাই; তজ্জন্য ঠাকুরের সঙ্গে কৃষ্ণনগরে পরিচারকও প্রেরিত হইল। তখন ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন্ সাহেব কলেজের প্রিন্সিপাল। স্বনামধন্য রাম-তনু লাহিড়ী দেশীয় প্রধান শিক্ষক। ঠাকুরের সহাধ্যায়ি-রূপে রাজপুত্র সতীশচন্দ্র বাহাদুর পড়িতেন। কয়েকদিন পরে কোচবিহারের বালক রাজাও আসিয়া জুটিলেন। ঠাকুর অচিরেই ইংরেজী সাহিত্যে নিজ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিলেন। সেই বৎসরই পরীক্ষায় উচ্চশ্রেণীতে উন্নত এবং পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন। উহাতে এরূপ ঘোষণা হইল যে, ঠাকুরের তুল্য আর উৎকৃষ্ট বালক গ্রামে নাই। মাষ্টারগণ সকলেই ঠাকুরকে বিশেষ আদর করিতে লাগিলেন। রবিবারে উহাঁর আসিলে অধ্যাপক ডিজার বারেটও আসিয়া ঠাকুরের প্রতিভার বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণনগর থাকা কালেও ঠাকুর বিশেষ যত্ন ও আগ্রহের সহিত মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিতেন। কিছুদিন ঠাকুরের বিদ্যালয়ের পাঠে অমনোযোগ ঘটিল। ঠাকুরের অগ্রজ মধ্যম ভ্রাতা কৃষ্ণনগরে বিসূচিকা পীড়ায় পীড়িত হইয়া উহাঁর আসিয়াই পরলোকগমন করায় ঠাকুরের বিদেশে থাকিয়া পাঠ বন্ধ হইল। এই সময়ে উহাঁর কয়েকটি ভদ্রলোক মিলিয়া একটি উচ্চ ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিলেন। হালিসহর-নিবাসী হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মাষ্টার হইলেন। পণ্ডিত হইলেন— উমাবাদী রাধা ভট্টাচার্য্য। আট বৎসর বয়সে ঠাকুর পুনরায় উহাঁর ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। এখানে ঠাকুরের ভাল ছেলে বলিয়া প্রতিষ্ঠা হইল। মাষ্টার মহাশয় ঠাকুরকে খুব ভাল বাসিতে লাগিলেন। এই সময়ে ঠাকুর পুরাতন বাটীর পাঠশালায় গিয়া বাঙ্গালা অঙ্ক অভ্যাস করিতেন। পুরাতন বাটীতে সাধারণের অধিকার ছিল। সদর দ্বারে নহবতখানা, তাহার সম্মুখে বোধন-তলা, দোলমঞ্চ এবং ভাণ্ডার বাটী। সদর দ্বারে প্রবেশ করিলে বামদিকে পূজার বাটী। ঘরের চণ্ডীমণ্ডপ অতীব সুদৃশ্য। তাহার সম্মুখে উঠানের আড় পারে হোমের কোঠা। বামদিকে চণ্ডীমণ্ডপ রাখিয়া সম্মুখে গেলে যোড় বাংলা; তাহাতে কৃষ্ণচন্দ্র রায় বিরাজমান। সেই যোড়বাংলার উঠানের চতুর্দ্দিকে অন্দরবাটী। অন্দরবাটী অনেক। তাহার বহির্ভাগে

প্রভৃতি গৃহপতির বৈঠকখানা। ব্রজেন্দ্র বাবুর নিকট একটি দালানে শুরু মহাশয় পড়াইতেন। ঠাকুর তাঁহার শৈশবকালের এই সময়ের কথা 'আত্মজীবন-চরিতে' এইরূপ লিখিয়াছেন,—"এই বয়সেই আমি অনেকটা স্বাধীন। সকল বালকের সহিত বেড়াইতাম। পুরাতন বাটীতে মহাভারত, রামায়ণাদি কথা হইলে আমি শুনিতে যাইতাম। শ্লোকের পর কথা শুনিতে থাকায় আমার একটু কথা হইল। কথা শুনিতে শুনিতে আমাদের শাস্ত্রের অনেক গল্প আমার শিক্ষা হইয়া উঠিল।" এই সময়ে ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভক্তিবিলাস ও গৌরীদাস ক্রমশঃ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

তান্ত্রিক-সিদ্ধি—মনোধর্ম্ম না আত্মধর্ম্ম ?

উপনয়নে তান্ত্রিক উপাসনা প্রভৃতির সূত্রপাত অতি বাল্যকালে ঠাকুরের দর্শনের সুযোগ হইয়াছিল এবং ঐ উপাসনার সিদ্ধির প্রবাহাদি কতটা সত্য, তাহা পৌগণ্ড-কালেই ঠাকুর অনুসন্ধান করিয়া বুঝিয়াছিলেন। এই সময়ের কথা তিনি তাঁহার আত্মজীবনীতে এইরূপ লিখিয়াছেন,—"যাহার বাটীতে দে উৎসব হয়, আমি দেখিতে যাই। ব্রহ্মচারীর বাটীতে অনেক পূজা হয়। সেই বাটীর বাহিরে একটি ভাল মন্দির। ভিতরদিকে বাগান ও হোমের স্থান। তান্ত্রিক-মতে ব্রহ্মচারীর উপাসনা। মড়ার মাথার খুলি গুপ্ত ছোট ছোট ঘরে থাকিত। কেহ কেহ বলিত যে, দুগ্ধ-পঞ্জাজল দিলে মড়ার মাথা হাসে। আমি মড়ার মাথা নাড়াইয়া জল দিয়া দেখিয়াছিলাম, কিন্তু কোন হাসি দেখিতে পাই নাই। সেইখানে সর্ব্বজিদিগের বাটী, তথায় গিয়া গান শুনিতাম।" ঠাকুর নয় বৎসর বয়সে জগৎ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট জ্যোতিষ পড়িতে গেলেন।

সাত্বত শ্রাদ্ধ

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তগণের অন্যতম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মালপাড় গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণসুন্দর রায়াধিকারী মহাশয় বিগত ২৯শে অগ্রহায়ণ (১৩৩৮) মঙ্গলবার দিবস স্বীয় ভবনে তাঁহার স্বধামগতা মাতার সাত্বত শ্রাদ্ধকার্য্য শ্রীগৌড়ীয় মঠসেবক পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের পৌরোহিত্যে বৈষ্ণব-স্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধান-অনুসারে একাদশাহে বিষ্ণুনৈবেদ্য-দ্বারা সম্পন্ন করিয়াছেন।

বিগত ১লা পৌষ (১৩৩৮) বৃহস্পতিবার দিবস শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থভক্তগণের অন্যতম রাণাঘাট-নিবাসী নিষ্ঠাবান সেবক পরমভাগবত স্বর্গীয়গত শ্রী হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীগৌড়ীয়মঠে বৈষ্ণব স্মৃতিবিধানানুসারে একাদশাহে ভগবৎপ্রসাদ-নির্ম্মাল্যের দ্বারা সাত্বত শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন।

মুদ্রাকর-প্রমাদ

গত ১০ম খণ্ড ১৮শ সংখ্যা "গৌড়ীয়ে" নিম্নলিখিত মুদ্রাকর-প্রমাদ কয়েকটি সংশোধন করিয়া প্রবন্ধ পাঠ করিতে হইবে—

২৭৩ পৃষ্ঠার (অর্থাৎ ১৮শ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার) ১ম স্তম্ভ, ৯ম পংক্তিতে "মানবে ঈশ্বর-কল্পনা আবড়া" স্থানে "মানবে-ঈশ্বর কল্পনার আবড়া" হইবে। "শ্রীল জগদ্বন্ধু-বিরহ-স্মৃতি-সভা" শীর্ষক প্রবন্ধে ২৮৪ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ১৮শ পংক্তির সভাপতির অভিভাষণের পর "শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার অন্যতম সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পক্ষ হইতে মাননীয় সভাপতি মহোদয়কে তাঁহার অমায়িক সৌজন্য এবং আচার্য্য ও বৈষ্ণব-প্রীতি, ভক্তি ও শ্রদ্ধার আদর্শের বিষয় উল্লেখ করিয়া আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন। অতঃপর"—এই বাক্যটি সম্পূর্ণ ছাড় হইয়াছে।

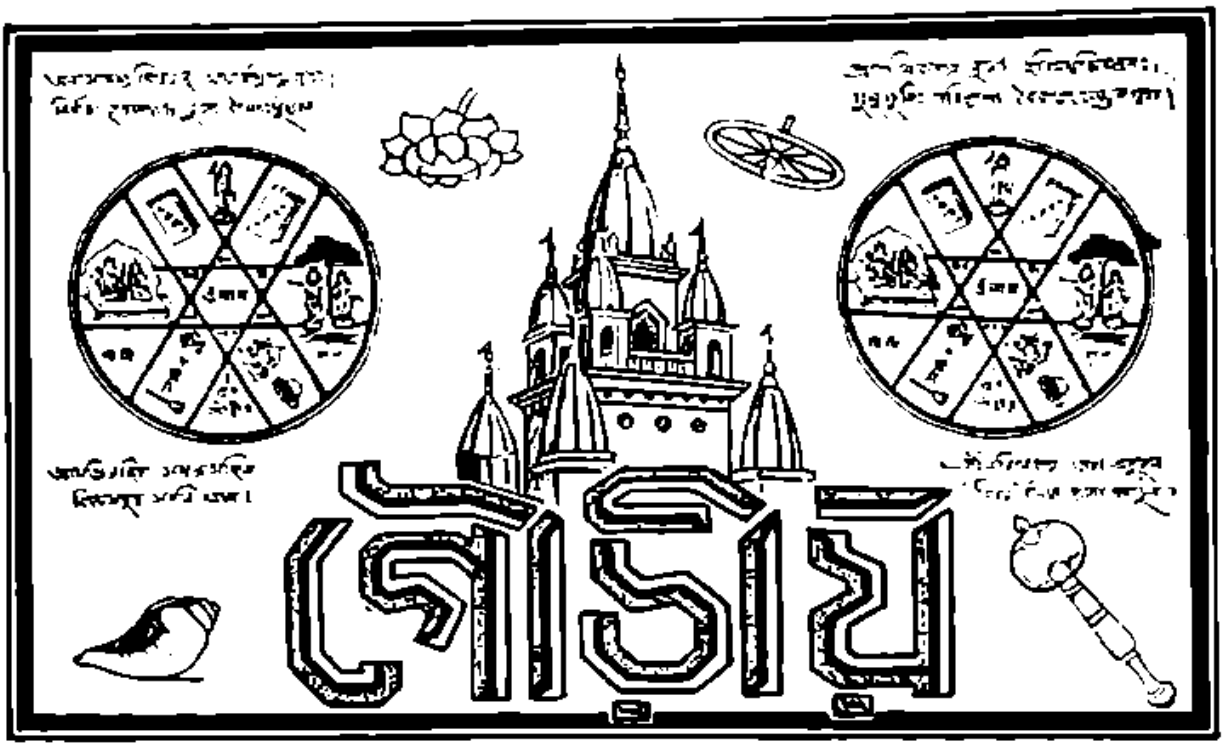

১০ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১০ই পৌষ শনিবার, ১৩৩৮ ; ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৩১ | ২০শ সংখ্যা।

পরীক্ষিৎ-পারায়ণ-পীঠের পথে প্রভুপাদ

নৈমিষারণ্য লক্ষণাবতী-দেহ্‌লী নগরে হরিকথা কীর্ত্তন

পাষণ্ডদলী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ-কীর্ত্তন-পরিষদের তৃতীয় অধিবেশন-পীঠ শ্রীনৈমিষারণ্য-শ্রীরমণদল মঠে 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'-রূপা মুখ্যা ভক্তির কথা অনুক্ষণ অনর্গল কীর্ত্তন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ গত ১১ই নভেম্বর (১৯৩১) হইতে ১৩ই নভেম্বর (১৯৩১) পর্য্যন্ত পুনরায় লক্ষণাবতীতে অবস্থান করেন এবং তথায় মুমুক্ষাগন্ধযুক্ত রাম্যোপাদক পণ্ডিত-মন্যগণ তথা হরিকথা-কীর্ত্তনচ্ছলিক-প্রপীড়িত ব্যক্তিগণকে পর্য্যন্ত চিদ্‌বিলাস-রাজ্যের চরম কথা 'প্রবণ' করাইয়া মথুরা-পথে ১৪ই নভেম্বর ভারত-রাজধানী দেহ্‌লী নগরে আগমন-পূর্ব্বক আতিথ্য-আসনের সর্ব্বোচ্চ কীর্ত্তে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণকে সর্ব্বোচ্চতম খরাট্ কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করান।

দেহ্‌লী হইতে মহঃকরনগর

গত ২৯শে নভেম্বর পূর্ব্বাহ্ণে ১০ ঘটিকার সময় দেহ্‌লী হইতে মোটরে যাত্রা করিয়া ১২ মাইলের মধ্যে 'গাজিয়াবাদ' পার্শ্বে রাখিয়া তৎপরে ৩১ মাইলের মধ্যে 'মীরাট্' নামক প্রসিদ্ধ নগর হইয়া আরও ৩৩ মাইল পরে 'মহঃকরনগরে' বেলা ১৩১ ৪৪ মিনিট এ আসিয়া পৌঁছেন। দিল্লী হইতে মীরাট্ ৪৪ মাইল এবং মীরাট্ হইতে মহঃকরনগর ৩৩ মাইল। সুতরাং দিল্লী হইতে মহঃকরনগর প্রায় ৭৭ মাইল। পৃথগ্‌ভাবে ট্রেণে শ্রীপাদ সখীচরণ ভক্তিবিজয়, ব্রহ্মচারী শ্রীদক্ষজানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীনিতাই দাস, শ্রীমনাদিচরণ বিশ্বাস প্রভৃতি কয়েক মূর্ত্তি অপরাহ্ণ ৪। ঘটিকায় মহঃকরনগর পৌঁছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের সহিত মোটরে ছিলেন,—আচার্য্যাত্মিক শ্রীপাদ বৃন্দবিহারি-বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভু, শ্রীপাদ

অনন্তর সুহৃদের পরিচয়ান্তর প্রভু, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদমোহনজী এবং 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক সম্বন্ধে কতিপয় কথা।

মজঃফরনগর-পথে

মোটরে চলিতে চলিতে শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয়ের গতিবিধির প্রকৃতি-সমূহ পরিবর্তন ও সংশোধন এবং শ্রীকৃষ্ণের পারতম্য-বিচার-সম্বন্ধে কীর্ত্তন করিতেছিলেন। শ্রীরাধা-গোবিন্দের চিরসেবাসেবী যে সম্বোত্তমোত্তম, ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের কীর্ত্তনের মূল বিষয় ছিল। শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভু 'উপদেশামৃতে' "কৃষ্ণিতাঃ পরিতো হরেঃ" শ্লোকে আশ্রয়-পাত্র-বিচারে শ্রীরাধাভানবীর সর্ব্বোত্তমত্ব এবং "বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী" শ্লোকে আশ্রয়-স্থান-বিচারে শ্রীবৃন্দাবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীল প্রভুপাদ নাস্তিক্য-সংশয়-নিরসন-কল্পে একদা বাসুদেব-সার্ব্বভৌমের গৃহে সীতারাম-বাবাজীর এবং শ্রীরাধারাণীর শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-বিশ্লেষণ-দ্বারা যুক্তিবাদী ব্যক্তিগণের হৃদয়েও বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীগোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণের পারতম্য প্রতিষ্ঠা করিতেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ কখনও চরিতকথা কীর্ত্তন, কখনও বা শ্রীনামিকায় শ্রীনাম গ্রহণ করিতেছিলেন। সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের মোটর-যান ক্রমে মজঃফরনগরে আসিয়া উপনীত হইল।

মজঃফরনগরে সজ্জনবৃন্দের অভ্যর্থনা

স্থানীয় সজ্জনবৃন্দ অনারেবল কাউন্সিল অফ্ ষ্টেটের সদস্য রায়বাহাদুর লালা জগদীশ প্রসাদ মহোদয়ের 'দাতাবাগ'-স্থ সুবৃহৎ ও সুন্দর বাগান-বাটীতে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিলেন। রায়বাহাদুর লালাজী—স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ জমিদার, শ্রেষ্ঠ্যধিকারিকুলস্থ, নগরের সর্ব্বপ্রধান নাগরিক এবং শ্রীগুরুদেব-আশ্রম ও স্থানীয় সনাতন-ধর্ম্ম-সভার সভাপতি।

শ্রীল প্রভুপাদের শুভবিজয়-বার্ত্তার অগ্রদূতরূপে ইতঃপূর্ব্বেই 'ভাগবত' পত্রের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুহৃদ বন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদর্শন গিরি মহারাজ এবং ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকিশোর মজঃফরনগরে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীস্বামিপাদ মহারাজ-দ্বয়ের মুখে শ্রীল প্রভুপাদের পরীক্ষিৎ-প্রায়োপবেশন-পীঠ দর্শনার্থ আগমন-বার্ত্তা বিদিত হইয়া মজঃফরনগরবাসী সজ্জনবৃন্দই শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ-বাণী শ্রবণ ও তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত উৎসুকহৃদয়ে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

মজঃফরনগরে ভাগবত-স্মৃতির পুনরুদ্বোধন

২৯শে নভেম্বর মজঃফরনগরে পৌঁছিয়াই বিশ্রামাদির অপেক্ষা না করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগের নিকট পরীক্ষিৎ-প্রায়োপবেশন-পীঠের ইতিহাস এবং তথায় কি প্রকারে পুনরায় সুষ্ঠু অধোক্ষজ-'শ্রবণ-কীর্ত্তন' ভক্তি পুনঃ প্রকটিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে অনেক কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—আমরা যে-স্থান দর্শনার্থ এখানে উপনীত হইয়াছি, 'অগ্রে শ্রবণ না করিলে'—সেই পরীক্ষিৎ-শ্রবণ-পীঠ বা শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্ত্তনের দ্বিতীয় অধিবেশন ক্ষেত্রটীর দর্শন হইতে পারে না। 'দর্শন' করিতে উদ্যত হইয়া শ্রবণবিমুখ দর্শনকারী গাছ, পাথর, মাটী, বাড়ী, ঘর বা প্রাকৃত প্রয়োজনের ভোগ্য সামগ্রী-রূপে 'দর্শন' করিবে। কিন্তু 'শ্রবণ'-প্রভাবেই 'দর্শন' সম্ভব; তাহাই প্রকৃত দর্শন। যাঁহারা শ্রীগুরুমুখ হইতে—শ্রীগুরু-গুরুদেবের আম্নায়-পারম্পর্য্যে বহু শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহাদের দর্শনেন্দ্রিয়ই নিরীক্ষিত ও দর্শনের অধিকার-প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহারা যখন দর্শন করিতে যান, তখন বস্তুর প্রকৃত স্বরূপই দর্শন করেন এবং এজন্য তাঁহাদের শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিতে করিতে দর্শন করিতে হয়। শ্রবণ-হীন 'দর্শনে' বস্তুর স্বরূপ-দর্শন হয় না।

পরীক্ষিৎ-শুক-শ্রবণ-কীর্ত্তন-পীঠে যাহাতে 'শ্রবণ' ও 'কীর্ত্তন' ত্রুটিরে অধোক্ষজ পুনঃ প্রকাশিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে যত্ন করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা মুমূর্ষু, তাঁহারা গঙ্গাজলী করিবার জন্যও যদি এখানে উপস্থিত হইয়া প্রকৃত ভাগবত-জীবনসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মুখে হরিকথা—ঐকান্তিক প্রেমের কথা—যে-সময় আর অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগের বাহাদুরীর কথা শুনিয়া সময় নষ্ট করিবার অবসর নাই, সেই সময়ে অধোক্ষজ ভগবদ্ভক্তির কথা শ্রবণ করেন, তাহা হইলে ঐরূপ ব্যক্তি-গণেরও মঙ্গল হইতে পারে। আমরা সকলেই মুমূর্ষু। পরীক্ষিৎ মহারাজের বরং প্রায়োপবেশনের সাতদিন অবশিষ্ট আছে, ইহা জানা ছিল; আমাদের জীবন তাহা অপেক্ষাও অনিশ্চিত; এই মুহূর্ত্তেই আমাদের দেহাবসান হইতে

পারে; অতএব পরীক্ষিৎ মহারাজের আদর্শানুসরণ করিয়া আমাদের অন্যান্য সকল কার্য্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কেবল 'শ্রবণ'—অধোক্ষজ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে অধোক্ষজ শ্রবণ করিতে হইবে। পরীক্ষিতের 'শ্রবণ'-কালে এই প্রায়োপবেশন ক্ষেত্রে কত কত মহর্ষি, দেবর্ষি প্রভৃতিরও 'শ্রবণ'-সৌভাগ্য হইয়াছিল—শ্রীসূত প্রভৃতি এইখানেই ভাগবত কথা 'শ্রবণ' করিয়া শ্রীনৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ষষ্টি সহস্র ঋষিগণের 'শ্রবণ'-সৌভাগ্য-পরম্পরা বিস্তৃত করিয়াছিলেন। 'শ্রবণে'র যেমন স্বভাব যে, তাহা আপনাকে পরম্পরায় ব্যাপ্ত করিবেই করিবে—'শ্রবণে'র স্বভাবই এই যে, তাহা আপনাকে পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করাইবে। শ্রীসূতগোস্বামী প্রভু 'শ্রবণ' করিয়া পুনরায় তদনুকীর্ত্তন করিয়া ছেন। শ্রীল পরীক্ষিৎ মহারাজ 'শ্রবণ' করিতে করিতেই 'পরিপ্রশ্ন'-মুখে শ্রবণীয় বিষয়ের পুনরাবৃত্তি বা অনুকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। একমাত্র 'শ্রবণ'-ফলেই পরীক্ষিৎ মহারাজের বহির্ম্মুখগণের রুদ্রভাব, তদতিরিক্ত গোষ্ঠীগণের অধিরূঢ়ভাব এবং গোপী-শিরোমণি শ্রীবার্ষভানবীর মহাভাবময়ী বিপ্রলম্ভসেবার বাস্তবোপলব্ধি হইয়াছিল। পরীক্ষিৎ মহারাজ 'শ্রবণ' কিংবা শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভু "কীর্ত্তন" পরিত্যাগ করিয়া পৃথগ্‌ভাবে স্মরণ প্রবর্ত্ত দেখান নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতের—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্‌রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত শ্রীব্রজবধূগণের চিদ্‌বিলাস অপ্রাকৃত শ্রদ্ধার সহিত 'অনুশ্রবণ' এবং 'অনুবর্ণন' অর্থাৎ কীর্ত্তনের কথাই আছে, 'স্মরণে'র কোনও পৃথক্ উল্লেখ দেখা যায় না; কারণ শ্রবণ-কীর্ত্তনের অধীন ও অন্তর্গতই স্মরণ। শ্রীশুক-পরীক্ষিতের আদর্শে তাহাই প্রকটিত হইয়াছে। 'শ্রবণ' ও 'কীর্ত্তনে'র ধ্বনি লইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভ ও উপসংহার। "ধীমহি ভক্তবকথোদয়ে" কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভি-স্তৎক্ষণাৎ', 'পিবত ভাগবতম্' প্রভৃতি উপক্রম-শ্লোকে শ্রবণের ধ্বনি, আবার সর্ব্বশেষ উপসংহার-শ্লোকে ও—

"নাম-সঙ্কীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্॥"

সেই নাম-সংকীর্ত্তনের ধ্বনিই ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

'শ্রবণ' করিবার শেষেই শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভুকে বলিয়াছিলেন,—

সিদ্ধোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি ভবতা করুণাত্মনা।
শ্রাবিতো যচ্চ মে সাক্ষাদনাদিনিধনো হরিঃ॥

(ভাঃ ১২।৬।২)

"শ্রবণই" সর্ব্বসিদ্ধি-বিধায়ক

'শ্রবণ'-ফলেই সিদ্ধি, 'শ্রবণ'-ফলেই প্রয়োজন—অনাদি-নিধন হরি-দর্শন লাভ হয়।

'পারায়ণ'-শব্দের অর্থ

'শ্রবণ'-ফলেই প্রকৃত 'পারায়ণ' হয়—'পারের'—কেবল মাত্র ভবপার নহে, আনুষঙ্গিকভাবে ভবপার হইবার পরে—চেতনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্য, অভীষ্ট যে 'পার' (কৃষ্ণচরণকল্পতরু), তাহার 'অয়ন' অর্থাৎ 'পথ'—'আশ্রয়', 'গতি' লাভ হয়। অর্থাৎ 'শ্রবণ'-ফলে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীগুরু-শিক্ষার "কৃষ্ণচরণ-কল্পতরুকে আরোহণ" পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন।

প্রায়োপবেশন কি?

'প্রায়োপবেশন'—প্র—অত্র, ই-ভাবে অন্—'প্রায়'; 'প্র'—প্রকৃষ্টরূপে 'অয়'—গতি—সেবা-গতি—প্রগতি, 'ই'—গতি; 'প্রায়' শব্দের অর্থে—'সেবাগতি'ও হয়। সেবা-প্রগতির জন্য উপবেশন—অহৈতুকী, অপ্রতিহতা, আত্মসমর্পণিনী প্রগতি বা অধোক্ষজ-হরিকথা-শ্রবণ-ভাক্-সেবা কর্ণের নব নব বর্দ্ধমান প্রবাহ-ধ্বনিতে বাস।

নাস্তিক কর্ম্মীর চেষ্টার সহিত পৃথক্

ইহা নিরীশ্বর কর্ম্মীর—ভোগী কর্ম্মবীরের ভোগাবস্তুর প্রাপ্তির অভাবে ক্রোধান্বিত হইয়া আহার বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক দেহবিনাশ-যজ্ঞ নহে। আত্মের নিকট হইতে—দেবতার নিকট হইতে—রাজার নিকট হইতে—সমাজের নিকট হইতে—স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের নিকট হইতে নিজ অপরাধ-পরম্পরার কাম্য ভোগ্য বস্তু না পাওয়ায় পরীক্ষিৎ শুক করিয়া—নিদ্রা, আহার বিসর্জ্জন করিয়া দেহপাতের নাস্তিক্য-চেষ্টা বা পত্নীগণের সহমরণাদি কর্ম্মি-সমাজে অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। বৈষ্ণব-সম্রাট্ শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের প্রায়োপবেশন সেইরূপ কর্ম্মবীরত্বের কার্য্য নহে।

'বিষ্ণুরাত' ও 'ব্রহ্মরাত'

শ্রীপরীক্ষিৎ—বিষ্ণুরাত ; আমার অন্তরিকে শ্রীশুকদেব —'ব্রহ্মরাত'। শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের মৃত্যু নাই—তিনি বিষ্ণু-দ্বারা নিত্য রক্ষিত বৈষ্ণব—সর্ব্বত্র তাঁহার বিষ্ণুদর্শন—প্রত্যেক বস্তু দর্শন-মাত্রেই তিনি 'ভাগবত' কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া লইতেন,—"ইনি কি আমার সেই আরাধ্য বিষ্ণু ?"—প্রতিমুহূর্ত্তে তিনি পরীক্ষা করেন, প্রত্যেক দর্শনীয় বিষয়ে—প্রত্যেক সেবা বিষয়ে তাঁহার বিষ্ণু-সেবা হইতেছে কি না? ব্রহ্মরাত শুকদেব ব্রহ্মের—বৃহৎএর কীর্ত্তনকরিতে করিতে সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন করেন—ব্রহ্ম তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে রক্ষা করিতেছেন—'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তথা তথা কৃষ্ণ (পরম ব্রহ্ম) স্ফুরে'। এইরূপ গুরু ও শিষ্যের সম্মেলন। কীর্ত্তন ও শ্রবণ উভয়েরই নিত্য ধর্ম্ম।

পরীক্ষিতের আবির্ভাব ও চরিত্র

দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনের অধিকতর প্রিয় হইবার কল্পনায় নিদ্রিত দ্রৌপদী-পুত্রগণকে হত্যা করিয়া তাহাদের বিচ্ছিন্নমস্তক দুর্য্যোধনকে উপহার প্রদান করিয়াছিল। দ্রৌপদীর শোক-দর্শনে অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি পুত্রহন্তার মস্তক নিশ্চয়ই দ্রৌপদীকে উপহার প্রদান করিবেন। কিন্তু গুরুপুত্র ও ব্রহ্মবন্ধুকে (ব্রাহ্মণাধমকে) সম্পূর্ণরূপে প্রাণে বিনাশ না করিয়া শাস্ত্রে মস্তক-মুণ্ডন, স্ব-স্থান হইতে নির্ব্বাসন প্রভৃতি যে-সকল ব্রহ্মবন্ধু বধের উপায় আছে, সেই উপায়-অবলম্বনেই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়ানুসারে অর্জ্জুন খড়্গ দ্বারা অশ্বত্থামার কেশের সহিত তাহার মস্তকজাত মণি ছেদন-পূর্ব্বক বহিষ্কৃত করিয়া দেন। এদিকে ক্রুদ্ধ ব্রহ্মবন্ধু অশ্বত্থামা ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য অর্জ্জুন-পুত্র অভিমন্যুর পত্নী উত্তরার গর্ভে যে পাণ্ডব-কুলতিলক ভাবি কলিশাসক পরীক্ষিৎ মহারাজ আবির্ভূত হইবেন, সেই পরীক্ষিৎ মহারাজকে গর্ভাবস্থায় অবস্থান-কালেই বিনষ্ট করিবার কল্পনায় ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিল ; কিন্তু ভগবান্ বিষ্ণু উত্তরার গর্ভস্থ পাণ্ডু-বংশধরকে রক্ষা করিয়াছিলেন। দশমাসবয়স্ক গর্ভস্থ শিশু অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত পুরুষ বিষ্ণুকে দর্শন করিয়া "ইনি কে ?" বিচার করিয়াছিলেন। যেহেতু সেই বালক মাতৃগর্ভে যে পরম পুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে সংসারে যত লোক আছে, সকলকেই 'ইনিই কি সেই পুরুষ ?'—এরূপ পরীক্ষা করিতেন, তজ্জন্য তিনি 'পরীক্ষিৎ' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন—

স এষ লোকে বিখ্যাতঃ পরীক্ষিদিতি যৎ প্রভুঃ।
গর্ভে দূতমুপাধাবন্ পরীয়েত নরেষিহ ॥

(ভাঃ ১।১২।৩০)

পৃথিবীতে কলির প্রবেশ জানিতে পারিয়া যুধিষ্ঠির মহারাজ পৌত্র পরীক্ষিতের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ-পূর্ব্বক মহাপ্রস্থান করেন। পরীক্ষিৎ মহারাজ কলিকে নিগ্রহ করিয়া দ্যূতক্রীড়া, মদ্যাদি পান, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বা স্ত্রীসঙ্গাসক্তি, প্রাণিবধ এবং স্বর্ণ—এই পাঁচটীর মধ্যে কলির বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন।

পরীক্ষিৎ ও শমীক মুনি

একদিন মহারাজ পরীক্ষিৎ মৃগয়ায় গমন করিয়া অত্যন্ত শ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইলে নিকটস্থ শমীক মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া সমাধিস্থ মুনির নিকট হইতে কোনও অভ্যর্থনা না পাইয়া ধনুর অগ্রভাগ-দ্বারা একটি মৃত সর্পকে মুনির স্কন্ধদেশে প্রদান-পূর্ব্বক ঐ স্থান পরিত্যাগ করেন। মুনি-পুত্র শৃঙ্গী পিতার ঐ প্রকার অবমাননার কথা জানিতে পারিয়া পরীক্ষিৎকে অভিশাপ প্রদান করিয়া বলিলেন যে, রাজাকে ঐ দিন হইতে সপ্তম দিবসে তক্ষক-সর্প দংশন করিবে।

শৃঙ্গীর অভিশাপ কৃষ্ণানুকম্পারূপে বরণ

এদিকে মহারাজ পরীক্ষিৎ শমীক মুনির অবমাননা করিয়া রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন এবং অবিলম্বে ঐরূপ কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত হওয়া উচিত—এইরূপ আর্ত্ত-প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে শমীক মুনির জনৈক শিষ্য তথায় আগমন করিয়া পরীক্ষিৎকে মুনিপুত্র শৃঙ্গীর অভিশাপের কথা জানাইলে মহারাজ বিষণ্ণ হইবার পরিবর্ত্তে নিজের বিষয়াসক্তি পরিত্যাগের সুযোগ উপস্থিত মনে করিয়া আন্তরিক সন্তুষ্ট হইলেন। মহারাজ পূর্ব্বেই এই পৃথিবী ও স্বর্গাদি লোকের নশ্বরতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, এখন এই জগৎ পরিত্যাগের

সাতদিন-মাত্র অবশিষ্ট আছে জানিয়া গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনের সঙ্কল্প করিলেন,—

অথো বিহায়েমমমুং লোকং
বিমর্শিতৌ কেবলয়া ধিয়ান্বাং।
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসেবামধিমন্যমানঃ
উপাবিশৎ প্রায়মমর্ত্যনদ্যাম্॥

(ভাঃ ১।১৯।৩৪)

মহারাজ পরীক্ষিৎ গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম চিন্তা করিতে লাগিলেন,—

ইতি ব্যবচ্ছিদ্য স পাণ্ডবেয়ঃ
প্রায়োপবেশং প্রতি বিষ্ণুপক্ষাম্।
দধৌ মুকুন্দাঙ্ঘ্রিমনন্যভাবো
মুনিব্রতো মুক্তসমস্তসঙ্গঃ॥

(ভাঃ ১।১৯।৭)

পরীক্ষিৎ-প্রায়োপবেশন-পীঠে মুনিঋষিগণের আগমন

মহারাজের এইরূপ অলৌকিক বিচার শ্রবণ করিয়া নানা দেশ হইতে সমিদ্ধ মহানুভব মুনি ঋষিগণ সেই প্রায়োপবেশন-ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান্, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, গাধিতনয় বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য, ইন্দ্রপ্রমদ, ত্রিবাহু, মেধাতিথি, দেবল, আষ্টিষেণ, ভরদ্বাজ, গৌতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, ঔর্ব্ব, কবষ, কুম্ভযোনি অগস্ত্য, দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, শ্রীনারদ এবং অন্যান্য দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি, ক্ষাত্রর্ষি প্রভৃতি মহামহিমগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁহাদিগের নিকট প্রণত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ঈদৃশ প্রায়োপবেশন করিয়া, কি অকর্ত্তব্য, জিজ্ঞাসা করিলেন। মহারাজ "তবেহানুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো" শ্লোকের আদর্শরূপে দ্বিজ-শাপের কোনও প্রকার প্রতিহিংসা বা তাহা নিরাকরণে ব্যস্তোচিত শাসনাদি প্রয়োগ না করিয়া উহাকে 'ভগবদনুকম্পা' বলিয়া বরণ করিলেন এবং ঐরূপ বিপৎপাত যে গৃহব্রত ব্যক্তিগণের মঙ্গলোদয়ের কারণ, তাহা জানাইয়া 'তৃণাপেক্ষা সুনীচ', 'তরুর ন্যায় সহিষ্ণু', 'অমানী' ও 'মানদে'র মূর্ত্ত আদর্শরূপে সমাগত মুনিগণকে একমাত্র হরিকথা কীর্ত্তন করিতে বলিলেন,—

ত্বং নোপযাতঃ প্রতিযন্ত্র বিপ্রা
গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে।
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা
দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ॥

(ভাঃ ১।১৯।১৪)

হে ব্রাহ্মণগণ, আপনারা এবং গঙ্গাদেবী সম্প্রতি আমাকে ভগবদর্পিতচিত্ত ও শরণাগত বলিয়া জানুন। এখন ব্রাহ্মণবটু-প্রেরিত তক্ষকই হউক বা কুহকই হউক, আমাকে যথেচ্ছ দংশন করুক, আপনারা কেবল হরিকথা কীর্ত্তন করুন।

আরও বলিতে লাগিলেন,—

পুনশ্চ ভূয়াদ্ভগবত্যনন্তে
রতিঃ প্রসঙ্গশ্চ তদাশ্রয়েষু।
মহৎসু যাং যামুপযামি সৃষ্টিং
মৈত্র্যস্তু সর্ব্বত্র নমো দ্বিজেভ্যঃ॥

(ভাঃ ১।১৯।১৬)

আর যদি কখনও জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে যেন আমার জন্মে জন্মেই সেই অনন্তগুণান্বিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে রতি, তাঁহার চরণাশ্রিত মহানুভব সাধুগণের সহিত সঙ্গ ও সর্ব্বত্রই মৈত্রী হয়, ইহাই আমার প্রার্থনা। ব্রাহ্মণগণের চরণে আমি প্রণিপাত করি।

গঙ্গাকূলে প্রায়োপবেশনে পরীক্ষিৎ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বীর পুত্র জনমেজয়ের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ-পূর্ব্বক ভাগীরথীর দক্ষিণকূলে প্রাচীন-মূল কুশসকল পাতিয়া তাহার উপর উত্তরদিগভিমুখী হইয়া উপবিষ্ট হইলেন।

ইতিস্ম রাজাধ্যবসায়যুক্তঃ
প্রাচীনমূলেষু কুশেষু ধীরঃ।
উদঙ্মুখো দক্ষিণকূল আস্তে
সমুদ্রপত্ন্যাঃ স্বসুতন্যস্তভারঃ॥

(ভাঃ ১।১৯।১৭)

বিষ্ণুগাথা-শ্রবণে আর্দ্রি

মহারাজ পরীক্ষিতের এই প্রকার প্রায়োপবেশন-দর্শনে দেবতাগণ স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি এবং ঘনঘন দুন্দুভি-নিনাদ করিতে লাগিলেন। মহর্ষিগণ 'সাধু', 'সাধু' বলিতে লাগিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ এই সময়ে কেবলমাত্র সাধুগণের মুখে বিষ্ণুগাথা শ্রবণার্থ পুনঃ পুনঃ সাধুগণের বন্দনা করিতে লাগিলেন।

মুমূর্ষু ব্যক্তির একমাত্র কর্ত্তব্য কি ?

পরীক্ষিৎ মহারাজ সমবেত মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, মুনিগণকে বলিলেন, আমি অত্যন্ত বিশ্বাসের সহিত একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, সকল অবস্থায়, বিশেষতঃ মুমূর্ষু অবস্থায় মানবের পাপ-সম্পর্ক-রহিত কর্ত্তব্য কি, তাহা বিশেষ বিচার-পূর্ব্বক নির্ণয় করুন। রাজার ঐ প্রশ্নের উত্তরে মুনি-ঋষিগণের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার মতভেদ করিয়া কেহ বা যাগ, কেহ বা যোগ, কেহ বা তপস্যা, ব্রত প্রভৃতি নানারূপ ব্যবস্থা প্রদান করিতে লাগিলেন।

শ্রীল শুকদেবের আগমন

এমন সময় পরমহংসকুল-মুকুট-মৌলি ষোড়শ-বর্ষীয় অমরোত্তমকান্তি দিগম্বর শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভু হরি-গুণ-মদিরা-পানে প্রমত্ত হইয়া সেই স্থানে কৃপা-পূর্ব্বক উপনীত হইলেন। তাঁহার আগমনে সকল মুনি ঋষির পরস্পর বিরুদ্ধমান মত, শাস্ত্র-সমূহের আপাত-বিরোধ—সকলই প্রশমিত ও সমন্বিত হইল। পরীক্ষিৎ মহারাজ সোৎসুক হইয়া প্রণিপাতের সহিত পরিপ্রশ্ন করিলেন,—

অতঃ পৃচ্ছামি সংসিদ্ধিং যোগিনাং পরমং গুরুম্।
পুরুষস্যেহ যৎ কার্য্যং ত্বিয়মাণস্য সর্ব্বথা॥

সম্যক্ সিদ্ধির সাধন কি ?

আপনি ত' যোগিগণেরও পরম গুরু, অতএব আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই। এই সংসারে সম্যক্ সিদ্ধি-লাভের উপায় কি ? যে-সকল মনুষ্যের মৃত্যু আসন্ন, তাহাদের কোন্ কার্য্য সর্ব্বথা করা একান্ত কর্ত্তব্য ?

শ্রীল শুকদেবের উত্তর

শ্রীব্যাস-শিষ্য শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভু পরীক্ষিৎ-প্রায়োপবেশন-ক্ষেত্রে উক্ত প্রশ্নের যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, সেই শুক-পরীক্ষিৎ-ভাগবত-সংবাদে নিখিল স্থানের নিখিল জীবের নিখিল যুগের যাবতীয় সমস্যার সমাধান হইয়াছে,—

শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ।
অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্॥
• • •
তস্মাদ্ ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্॥
• • •
প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্ নিবৃত্তা বিধিষেধতঃ।
নৈর্গুণ্যস্থা রমন্তে স্ম গুণানুকথনে হরেঃ॥
ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
অধীতবান্ দ্বাপরাদৌ পিতুর্দ্বৈপায়নাদহম্॥
পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্॥
তদহং তেঽভিধাস্যামি মহাপৌরুষিকো ভবান্।
যস্য শ্রদ্দধতামাশু স্যাদ্ বৃজিনতরিঃ সতী॥
এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥
• • •
ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ॥
• • •
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্॥
পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়-বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণ-সরোরুহান্তিকম্॥
এবমেতন্নিগদিতং পৃষ্টবান্ যদ্ ভবান্ মম।
নৃণাং যন্ ম্রিয়মাণানাং মনুষ্যেষু মনীষিণাম্॥

শ্রীশুক-পরীক্ষিৎ-পীঠে প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট

শ্রীল প্রভুপাদ ঐ সকল ভাগবত-সন্দেশ কীর্ত্তন করিতে করিতে বলিলেন যে, পরীক্ষিৎ-প্রায়োপবেশন-পীঠে মুমূর্ষু-গণকে শ্রীব্যাসগৌড়ীয়গণের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করাই-

যার ব্যবস্থা হউক্ এবং এই স্থানে শ্রীগুরু-পঞ্চাঙ্গিকের একটি শ্রুতি-স্তম্ভ ও স্মৃতি-মন্দির-গাত্রে শ্রীমদ্ভাগবতের সারগর্ভ শ্লোক-সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হউক, এখানে ভাগবত-জীবন-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ অবস্থান করিয়া সর্ব্বক্ষণ ঐ সকল শ্লোক সমাগত ব্যক্তিগণের নিকট কীর্ত্তন-মুখে ব্যাখ্যা করিয়া দিবেন, এরূপ বন্দোবস্ত হউক্, আর যাহাদের ঐ সকল কথাও বুঝিবার অধিকার নাই, ঐরূপ অতিস্থূলদর্শী ব্যক্তি-গণের জন্য এখানে একটি ভাগবত-প্রদর্শনী সর্ব্বক্ষণ উদ্ঘাটিত থাকুক্,—সেই সকল 'আদর্শ' কীর্ত্তনের দ্বারা ব্যাখ্যাত হউক্, তাহা হইলে স্থূলদর্শী সর্ব্বসাধারণও এই সকল বিষয়ে ক্রমে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীল প্রভুপাদ আরও বলিলেন, প্রতি বৎসর শ্রীমদ্ভাগ-বত সম্বন্ধে একটি মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় সকলকে আহ্বান করা হউক্, তাহা হইলে ভাগবত-সিদ্ধান্ত ও ভাগবত-সাহিত্যের প্রসার হইবে। প্রতিযোগিতার প্রথম স্থান ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারকারীকে দুইটি পারি-তোষিক বিতরণের বন্দোবস্ত হউক্।

বাণীহট্ট শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে প্রভুপাদের অভিলাষ

বাণীহট্ট শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রশস্ত ন্যাটমন্দির হইয়াছে, কিন্তু সেখানে সুষ্ঠু ভাবে হরিকথা কীর্ত্তনের বন্দোবস্ত হওয়া দরকার। সেখানে প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্ব্বে ও সন্ধ্যার পরে বঙ্গভাষায় ও ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা প্রদানের বন্দোবস্ত হউক্, যাঁহারা ভাগবতের কথা শ্রবণ করিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা ভাগবতের বক্তৃতা প্রদান করুন। ভাড়াটিয়া বক্তা, অশ্রৌত বক্তা, অনুস্বার-বিসর্গ-জ্ঞানমাত্র জানা বক্তা ভাগবতের কথা বলিতে পারেন না। এক একদিন এক একটি বিষয় লইয়া বক্তৃতা হউক্। "শ্রীমদ্ভাগবত ও কেবলাদ্বৈতবাদ," "শ্রীমদ্ভাগবত ও শুদ্ধাদ্বৈতবাদ," "শ্রীমদ্ভাগবত ও শুদ্ধদ্বৈতবাদ," "শ্রীমদ্ভাগবত ও অচিন্ত্য-ভেদাভেদসিদ্ধান্ত"—এইরূপ সিদ্ধান্তমূলক বিষয় নির্ব্বাচিত করিয়া ক্রমিক বক্তৃতা হউক্। অর্চ্চন বা নিত্যনৈমিত্তিক যে পাঠ হইতেছে, তাহা হউক, কিন্তু তাহা ছাড়াও নিয়ত হরিকথা শ্রবণ, হরিকথা কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হউক্।

মজঃফরনগরে সভার অধিবেশন

শ্রীল প্রভুপাদ এই সকল উপদেশ প্রদান করিতে-ছিলেন, ক্রমে স্থানীয় সজ্জন ব্যক্তিগণের উদ্যোগে ও আগ্রহাতিশয্যে শ্রীল প্রভুপাদের বাসস্থানেরই অন্তর্গত একটি সুবৃহৎ হলগৃহে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখবাণী শ্রবণ করিবার জন্য একটি সভার অধিবেশন হইল। সভায় শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পদবিদ্যাভূষণ প্রভু প্রথমে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বন্দনা-মুখে মঙ্গলাচরণ কীর্ত্তন করিলেন। হিন্দি 'ভাগবত'-পত্রের সম্পাদক বাগ্মিবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন-মহারাজ ইংরেজী ও হিন্দি ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ

তৎপরে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সভাপতির আসন হইতে ইংরেজী ভাষায় একটি অভিভাষণ প্রদান করিয়া ভাগবত-সিদ্ধান্তামৃতধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

বক্তৃতার চুম্বক

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—জগতে আমাদের বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন প্রকার কৌতূহল চরিতার্থ, ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার আগ্রহ, অভিলাষ ও প্রবণতা আছে সত্য, কিন্তু একটি বিষয়ে আমরা সকলেই vitally interested, তাহা অকপট হরিভজন। অন্যান্য বিষয়গুলি আমাদের আপাত-প্রয়োজন পূর্ণ করিতে পারে, কিন্তু হরিভজনই আমাদের নিত্য সত্তা, নিত্য জ্ঞান ও নিত্য আনন্দের পরিপূর্ণ প্রয়োজন নিঃসংশয়িতরূপে সিদ্ধ করিয়া থাকে। কতকগুলি অসৎসঙ্গ ও আপাতপ্রয়োজনের ছলনাময় চিন্তাস্রোত আমাদিগকে নিত্যপ্রয়োজনের বিচার হইতে আবৃত ও বিক্ষিপ্ত করিয়াছে। যদি কেবল বর্ত্তমান প্রয়োজনের বিভীষিকাই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তাহা হইলে অনেক প্রকৃত নিত্য প্রয়োজনের বিষয়ের প্রতি আমাদের উদাসীনতা এবং তজ্জনিত দুঃখ ও সুখ-ভোগে আমাদিগকে জন্মজন্মান্তর অতিবাহিত করিতে হইবে। আমরা সর্ব্বদা অপেক্ষাযুক্ত; অপরের সাহায্য ব্যতীত আমরা মুহূর্ত্তও অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারি না—আমাদের ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলি সর্ব্বদা বৈরিণীর ন্যায় রূপ-রসাদি বিষয়ের

অপেক্ষায়—চক্ষু-কর্ণাদির দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে। যখন ঐ সকল ইন্দ্রিয় তৃপ্তি বিষয় বরণ করিয়া ব্যাপৃত হইতে থাকে, তখন উহারা "তপস্বিনী"র ন্যায় বৈরাগ্য-ভিখারিণী হয়। মোক্ষকামিনী হয়। কিন্তু ভোগ-কামিনী ও মোক্ষকামিনী ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারে না। মোক্ষকামনা কিনিষ্টা কপটতা বা চতুরতার সহিত ভোগ-কামনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভক্তির পথে অপেক্ষা না করিলে—একমাত্র অধোক্ষজ কৃষ্ণকে বিষয় বা আশ্রয়রূপে বরণ না করিলে ইন্দ্রিয়-বৃত্তির পূর্ণ সার্থকতা ও পূর্ণ পিপাসা নিবৃত্ত হইতে পারে না।

কর্ম ও জ্ঞানের পথ ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা-বিচারে সংশ্লিষ্ট বলিয়া অপস্বার্থপরতা পরিবর্জনের পথ। সৌভাগ্যক্রমে ঐ দুইটী বিপথে বিপথগামী না হইলেই আমরা প্রকৃত সাধুর কৃপায় ভক্তির পথের পথিক হই। অকৈতব শ্রীগুরুদেবই আমাদিগকে সেই প্রাপঞ্চিক কর্ম-জ্ঞানাদির পথ হইতে রক্ষা করিতে পারেন। কর্ম ও জ্ঞানের বাধা অপস্বার্থ-পরতার অভিমান। ভক্ত বলেন, "আমাদের প্রকৃত 'স্বার্থ' কোন্‌টি, আমরা তাহা চিনিয়া লইব"। ভক্তভাগবত ও গ্রন্থ-ভাগবত আমাদের প্রকৃত স্বার্থ—বাষ্টি ও সমষ্টির স্বার্থ, যে স্বার্থে নিঃস্বার্থ ও পরার্থকে ক্রোড়ীভূত করিয়াছে, এইরূপ বিমল স্বার্থ প্রচার করেন। এই মহাকরুণাময় কিতার মধ্যেও চারিটী মহাকুমার অন্যতম সনৎকুমার একদিন শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। সদর হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের অধিবেশনের স্থান মাত্র ১৮ মাইল। আমরা ঐ স্থান দর্শনার্থ আগমন করিয়াছি। শ্রীগুরুভাগবতগণের কৃপা হইলে ঐ স্থান দর্শন করিয়া আমরা কৃতার্থ হইব। যে-স্থানে মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁহার রাজ্য-সিংহাসন—সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া—একান্ত হইয়া আসিয়াছিলেন, যে-স্থানে জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা, অবশ্যম্ভাবী অনিত্যতার বিষয় জানিয়া মহাভাগবত-মুখবিগলিত হরিকথা-শ্রবণে জীবনের অবশিষ্ট মুহূর্ত যাপনই মানবজীবনের সর্বোত্তম সার্থকতা—এই আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, যে-স্থানে সকল মানের কথা—পরম-বাস্তব সত্যের কথা উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, আমরা সৌভাগ্য-ক্রমে সেই স্থানে আবার শ্রীচৈতন্যদেবের কীর্তন শ্রবণ করিতে পারিব। সেখানে কত মুনি, ঋষি, ধর্মবক্তা, শাস্ত্র-কর্তা, ব্রহ্মজ্ঞ, পণ্ডিত, যোগী, জ্ঞানী, কর্মী, তপস্বী, ব্রতী উপস্থিত হইয়াছিলেন। ব্যাস-শিষ্য মহাভাগবত-বরেণ্য শুকদেবই একমাত্র মহামহোপদেশক কীর্তনকারিরূপে বৃত হইয়াছিলেন। কারণ, তিনি শ্রৌতপারম্পর্য্য ভগবদ্ভক্তির কথা 'শ্রবণ' করিয়াছিলেন—'ভাগবত' শ্রবণ করিয়াছিলেন। সেই ভাগবতে অপ্রাকৃত—অধোক্ষজ রাজ্যের সন্ধান আছে। শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিয়াছিলেন,—ভোগ ও মোক্ষ কখনই প্রাণি জগতের সমস্যা-সমাধানের মূলমন্ত্র হইতে পারে না। ভোগ-মোক্ষাভিসন্ধিরহিত শ্রৌতপারম্পর্যে ভাগবতধর্মেই—ভক্তিপথেই আমরা আত্মার পরম শান্তি অর্জন করিতে পারি—সকল সমস্যা-সমাধানের চরম প্রাপ্তি হইতে পারি। আত্মরক্ষার প্রণালীর পথ নির্ভেদজ্ঞানের কথা পরিত্যাগ করিয়া আমরা ভক্তির কথা শ্রবণে কর্ণ নিযুক্ত করিব। কর্ম ও জ্ঞানের মূলকাণ্ডে অন্বয়সেবা প্রবৃত্তি হরিভক্তিকে (?) বলি (?) দিবার চেষ্টা—যবনিকাপিনী চিন্তাধারার একটা নৈমিত্তিকী প্রবলতারূপে জগতে পরি-লক্ষিত হয়।

আমরা চাই বাস্তব সত্য—শতকরা শত অংশে—অংশ নয় পূর্ণতম সমগ্র বাস্তব সত্য। আমরা বাস্তব বস্তুর পূর্ণতম প্রাকট্য চাই, কর্ম ও জ্ঞানদ্বয় দ্বারা গ্রস্ত কোনও সত্যাভাস বা সত্যবাদকে আমরা চাই না।

সর্বপ্রথমে স্ব-স্বরূপ-নির্ণয় আবশ্যক, নতুবা 'মনোধর্মি-গণের শত সহস্র কল্পনা ও মতবাদ কোনও মঙ্গলের সীমায় উপনীত করিতে পারিবে না। যখন ঐ সকল মনোধর্মের অলাতচক্র স্তব্ধ হইবে, তখনই প্রশ্ন উদিত হইবে, "আমি কে?" মনোধর্মি সমাজ যে "আমি কে?" প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাইবে, তাহাতে নাস্তিক্য-সংশয়-মতান্তর-নির্ভেদ প্রভৃতি পরস্পর বিবদমান মতসমূহ সৃষ্ট হইবে মাত্র। অস্তিত্ব-বাদের শেষ সীমা এবং চরম মীমাংসা—নির্ভেদ গতি বা মায়াবাদ পর্যন্ত। কিন্তু চিজ্জগতের Sexological question উত্থাপিত হইলে ক্লীব-ব্রহ্মবাদের ধারণা পূর্ণতা সাধন করিতে পারে না, জানা যায়। বিষয় ও আশ্রয়ের বিচার ব্যতীত বস্তুর পূর্ণত্ব সাধিত হইতে পারে না। Old Testamentএও 'He God' এর ধারণার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। New Testamentএ সবিশেষবিচারের আংশিক ভাবের প্রতিধ্বনি-মাত্র 'He God' এবং শ্রীমদ্ভাগবতে বা

শ্রীশ্রীচৈতন্য সরিবেশ পুরুষোত্তমবাদের বিচার দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে পুরুষোত্তমবাদের পূর্ণতম বিচার অর্থাৎ স্বরাট্, লীলাপুরুষোত্তমের বিষয় গীত হইয়াছে। বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভকৌস্তভের মধ্যে শ্রীগৌরজনাকর্ষিত কেশবকাশ্মিরী ত্রিবিধ ভিন্ন-পর্য্যায় আলোচনা করিয়াছেন।

অপ্রাকৃত শব্দ-ব্রহ্মই এই সকল বিচার পূর্ণভাবে প্রকট করেন। অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মই 'He God' 'She God' এবং 'It God' এর পূর্ণ মীমাংসা ও চিৎসমন্বয় প্রবর্তন করিয়া থাকেন।

অধোক্ষজ শব্দব্রহ্ম ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, সাঙ্কী, পুষ্করসাদি প্রভৃতি লেখপ্রণালীজাত আভিধানিক শব্দ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অপ্রাকৃত শব্দের বিশেষ নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। অপ্রাকৃত শব্দ কর্ণ ব্যতীতও অন্যান্য ৪টী ইন্দ্রিয়কে (চক্ষু, নাসা, জিহ্বা ও ত্বক্‌কে) নিয়মিত করিয়া থাকে। প্রাকৃত শব্দকে চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বগিন্দ্রিয় মাপিয়া লইতে পারে—পরীক্ষা করিতে পারে; কিন্তু অপ্রাকৃত শব্দ ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের পরাকার বিষয় হওয়া দূরে থাকুক, ঐ শব্দব্রহ্মের দ্বারা নিয়মিত ও সংযমিত হইয়া থাকে। অপ্রাকৃত শব্দ কোনও প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার পাত্র নহে—তাহা অপ্রতিদ্বন্দ্বী—অসমোর্দ্ধ-বৈশিষ্ট্যযুক্ত—সর্বশক্তিমান্—যুগপৎ সকল বৃত্তির আধার—সর্বকল্যাণ-নিকেতন—সর্বনিয়ামক ও সর্বপ্রভু। ইহা আমাদের মস্তিষ্ককে—বুদ্ধিবৃত্তিকে—আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতাকে—ভ্রান্ত বিচারকে—ভ্রমপূর্ণ নৈসর্গিক চিন্তা-ধারাকে—মনোধর্মোত্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবণতাকে নিয়মিত করিবে। শব্দের জাগতিক অভিধানের যাবতীয় বিভীষিকাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া সেখানে নিখিলকল্যাণ-লক্ষ্মীর দ্বারাও স্থাপন করিবে— অপ্রাকৃত বাস্তব নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর-বৈশিষ্ট্যযুক্ত শব্দাবতারের আসন প্রতিষ্ঠা করিবে।

অভিজ্ঞতাবাদের অকর্মণ্যতার অভিজ্ঞতা মানব-সমাজ পুনঃ পুনঃ লাভ করিয়াও অভিজ্ঞতাবাদের মূলকাণ্ডেই তাহাদের প্রাণবিসর্জনে কৃতসঙ্কল্প। ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্য কি? ত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা পঞ্চাশ বৎসরের অভিজ্ঞতার নিকট পরাজিত। পঞ্চাশ বৎসরের অভিজ্ঞতা শত বৎসরের অভিজ্ঞতার নিকট সঙ্কীর্ণ ও দোষপূর্ণ, শত বৎসরের অভিজ্ঞতা সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতার সম্মুখে সম্পূর্ণ বিপরীত ও ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন। সুতরাং অভিজ্ঞতার 'স্বর্গের সোপান' বা রাবণের বিচার-পথ পরিত্যাগ করিয়া শব্দাবতারের পথে আত্মসমর্পণই আমাদের 'সনাতন ধর্ম', তাহাই শ্রৌত পথ।

আত্মার নিত্য ধর্ম কি? কর্মজড় স্মার্ত ধর্ম—পূর্ব-মীমাংসার প্রতিপাদ্য ক্রিয়াকাণ্ড, কিংবা ঘটাকাশ, পটাকাশ, মঠাকাশ প্রভৃতির বিচারে অভিজ্ঞতাবাদের যে-সকল সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয়, তাহা আত্মার নিত্য ধর্ম নহে। জীবাত্মা কখনও 'জড়সাম্য বস্তু' নহে, জীবাত্মা কখনও 'অনিত্য' নহে, জীবাত্মা কখনও 'মিথ্যা' নহে, জীবাত্মা কখনও 'পরমাত্মা' নহে। জীব' সর্বদাই আশ্রয়ের চিন্ময়ী। জীবাত্মার পরমাশ্রয়—পরমাত্মা।

জগতের আশ্রয়, বিষয়—সমস্তই অনিত্য—নাম, রূপ, গুণ, ক্রিয়া, পরিকর—সকলই অনিত্য বলিয়া অনুমান, প্রমাণের বলে আমরা যদি তৃতীয় মান, পঞ্চম মানের কথা-গুলিকেও তৃতীয় মানের তুলিকায় টানিয়া আনিতে যাই, কিংবা সম্পত্তিশালী হইবার পরেও 'মাছির নদীর পাড়ে দেশ বিছাইয়া গুণ টানিবার সম্বন্ধে'র ন্যায় তৃতীয় মানের প্রত্যক্ষ, অনুমানসমূহ তৃতীয় মানের রাজ্যে লইয়া যাইতে চাই, তাহা হইলে অভিজ্ঞ। আমাদের মত আর অনভিজ্ঞ কে?

আমরা কখনও এইরূপ অসম্যক্ অধিরূঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হইব না যে, ক্লীব-ব্রহ্মবাদই দার্শনিক শেষ মীমাংসা অথবা আমরা জগদ্ধাত্রীর লিঙ্গত্ব-বিচারেও আবদ্ধ থাকিব না। আমরা ভগবৎপ্রীতির বিচার—বিশ্রম্ভ সেবার বিচার গ্রহণ করিব। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের অনুগমনে বলিব,—

প্রতিদিবসং সুতিমিতরে ভারতমহো ভজন্ত ভবভীতাঃ।
অহমপি নন্দ বধে ব্রজালিকে পরত্রেহ॥

আর ও সর্বাধীন বিশ্রম্ভ সেবার মূল মহাজনের আনুগত্যে-লালসার স্ব-স্বরূপের নিত্য নিজবৃত্তি উদ্ঘাটিত করিয়া বলিব—

কদাস্যতি কথামিমাং সপদি কো বা প্রতীতিমান্ ভবেৎ।
গোপতি-তনয়াকুঞ্জে গোপবধূটী-বিটং ব্রহ্ম॥

নিখিল বিচিত্রতার নিত্য বিকাশে আমার প্রয়োজন পূরণ করিতে পারে, ইহা আমি চিন্তা করিতেই উঠিতে পারি না। আমি চাই আমাকে নিত্য পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত করিতে—নিত্য বিচিত্রতার পূর্ণতম বিকাশে প্রস্ফুটিত করিতে। শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র গ্রন্থ-সম্রাট্, যাহা নিত্য-বিচিত্রতার বিকাশ-সম্বন্ধে পরিস্ফুটভাবে কীর্ত্তন করেন এবং বলেন যে, এই জগৎ সেই নিত্য-বিচিত্রতা-দর্শনের প্রতিবন্ধক ও বিকৃত প্রতিবিম্ব। যদি আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের বাণীতে আমাদের তন্দ্রাহু কর্ণ নিয়োগ করি, তাহা হইলেই সমস্ত প্রকার জটিল ও অমীমাংসিত প্রশ্নের খোলকর্ষাধা হইতে উত্তীর্ণ লাভ করিতে পারিব। পরস্পর বিবদমান মতবাদ-সমূহ শ্রীমদ্ভাগবতে অতিসুন্দরভাবে মীমাংসিত ও সমন্বিত হইয়াছে। আমরা নির্ভয়ভোভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের শরণাগত হইব। অপ্রাকৃত সদ্বস্তু জ্ঞান-বিজ্ঞান একমাত্র অপ্রাকৃত শব্দাবতারের মধ্য দিয়াই অবতীর্ণ হয়—

> মুহুঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
> নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥
>
> (ভাঃ ২।৮।৪)

যিনি শ্রীহরির স্বমঙ্গলকথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ অথবা স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ভগবান্ অতি শীঘ্রই স্বয়ং তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন। হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-কারীর অন্য চেষ্টা-দ্বারা অর্থাৎ কৃত্রিমভাবে অষ্টকাল-লীলা-স্মরণাদির প্রয়োজন হয় না।

দেহের স্বরূপভূত হস্ত-পদাদি আছে; কিন্তু আত্মার নিত্য হস্ত, নিত্য পদ, নিত্য আকার বর্ত্তমান। ভগবানের পূর্ণচেতনময় হস্ত-পদাদি, রূপ-গুণাদি ভগবৎকৃপায়ই চেতনের বিজ্ঞানে সম্প্রকাশিত হয়—

> যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপ-গুণ-কর্ম্মকঃ।
> তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবান্ বলিতেছেন, আমার রূপ জীবের কোনও প্রকার কল্পনার বস্তু নহে, জীব তাহার মনোধর্ম্মের কারখানায় যেন আমার আকার সৃষ্টি করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন না করে। আমি স্বয়ংই আমার নিত্যরূপ জীবের চেতনময়ী সেবোন্মুখী বিশুদ্ধা বৃত্তিতে প্রকাশ করিব। শব্দাবতারেই সমস্ত শক্তি আছে, আমাদের কোনও প্রকার কল্পনার হেয়ত্ব বা মিশ্রব্যাপার পূর্ণচেতনের স্বতঃসিদ্ধ প্রাকট্যের পথে অর্গলরূপে ধারণ করিবার আবশ্যকতা নাই। আমরা আশ্রিত। আশ্রয়-ভিক্ষাই নামই ভক্তি; তাহা ব্যক্তিগত অপস্বার্থ নহে, পরন্তু পরম-শ্রেয়োলাভের। আমরা শ্রেয়ো-পথের পথিক হইব। আমরা সর্ব্বদাই অপ্রাকৃত বাস্তব-সত্যের অনুসন্ধিৎসু হইব। ভগবদ্ভক্তের ভজনীয় বস্তু ও ভজন-বৃত্তি নিত্য বর্ত্তমান, তাহা প্রকৃতিজাত কোনও বস্তু নহে। ভজনীয় বৃত্তির নিকটতায় পিতৃত্ব, মাতৃত্ব, ক্লীবত্ব, পুত্রত্ব বিচারের যথাযোগ্য স্থান—সকলই পরিস্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হইবে। ভক্তিই আত্মার বৃত্তি। কর্ম্ম এবং জ্ঞান-প্রবৃত্তি বর্ত্তমান আপাত-প্রয়োজনোচিত ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট আবৃত-আত্মারই বৃত্তিদ্বয়।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ইংরাজী ভাষায় যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন, উপরে তাহারই চুম্বক বঙ্গভাষায় অনূদিত করিয়া লিপিবদ্ধ হইল। সভায় স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সুবৃহৎ হলগৃহটী লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল এবং সকলের শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণে এক অদ্ভুতপূর্ব্ব, অভূতপূর্ব্ব অভিনব ভূমিকায় উন্নীত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। উপস্থিত বহু বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে নিম্নে মাত্র কয়েকটি নাম প্রদত্ত হইল—

মাননীয় শ্রীযুক্ত লালা হরিরাজস্বরূপ, এম-এ, এল-এল-বি, এম-এল-এ; লালা শ্রীযুক্ত গোপালরাম স্বরূপ এম-এ; লালা পেক্ষল (মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান মজঃফরনগর); লালা হরিকিষণদাস (অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট); মিঃ জগদীশ-নারায়ণ সিংহ বি-এ, (সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট); মিঃ মাখনলাল বি-এ, এল-এল-বি (য়্যাডভোকেট); ডাঃ রাধিকাপ্রসাদ; পণ্ডিত কাশীনাথলাল শাস্ত্রী (উপদেশক, সনাতন-ধর্ম্ম-প্রতিনিধি-সভা, লাহোর); বাবু কেশো দাস (জমিদার ও সেক্রেটারী সনাতনধর্ম্ম য়্যাসোসিয়েসন); ডাঃ শৈলধর হালদার; মিসেস্ হালদার বি-এ, এল-টি; মিঃ মজুমদার (হেডমাষ্টার গভর্ণমেণ্ট হাই-ইংলিশ স্কুল), শ্রীযুক্ত মাখন সিং শর্ম্মা (সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ডি, এ, ভি হাই-ইংলিশ স্কুল), মিঃ কুন্দন সিং (সেক্রেটারী ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড), শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন চৌধুরী (য়্যাসিষ্টেণ্ট হেডমাষ্টার, এডওয়ার্ড সনাতন-ধর্ম্ম হাইস্কুল); মিঃ সীতারাম; মিঃ এম, কি, ফিনগ্রার

(বেঙ্গল অফিসার); মিঃ শ্রীচাঁদ খৈরন, জুনিয়ার ভাইস্ চেয়ারম্যান, মজঃফরনগর মিউনিসিপ্যালিটী); মিঃ অম্বা-প্রসাদ ভেড় (কবি ও পত্রিকা-সম্পাদক); মিঃ দীপচাঁদ এম-এ, এল-এল-বি; রায়বাহাদুর লালা বেণীপ্রসাদ এবং মজঃফরনগর গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুল, ভেড্ আর্ড সনাতনধর্ম্ম হাইস্কুল ও ডি, এ, ভি হাইস্কুলের ছাত্রবৃন্দ।

জয়ন্তী

রোহিণীসহিতা কৃষ্ণা মাসি ভাদ্রপদেঽষ্টমী।
অর্দ্ধরাত্রোদয়স্পর্শে কলয়াপি যদা ভবেৎ॥
তত্র জাতো জগন্নাথঃ কৌস্তুভী হরিরব্যয়ঃ।
তস্মেবোপবসেৎ তাবৎ কুর্য্যাৎ তত্রৈব জাগরম্॥
জয়ন্তী নাম সা রাত্রিঃ সর্ব্বপাপহরা শুভা।
নিয়তাত্মা শুচিঃ স্নাত্বা পূজয়েৎ তত্র প্রবর্ত্তকে॥
(শ্রীহরিভক্তিবিলাস, ১২শ বিঃ)

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী অর্দ্ধরাত্রের অল্প অথবা ঊর্দ্ধ কলামাত্রে রোহিণীর সহিত মিলিত হইলে ঐ তিথিতে কৌস্তুভধারী অব্যয় হরি ভগবান্ জন্মগ্রহণ করেন, সেই কালেই উপবাস ও জাগরণ কর্ত্তব্য। ঐ রাত্রির নাম "জয়ন্তী"। সংযতচিত্ত, শুচি ও স্নাত হইয়া সেই সময় শ্রীহরির পূজা করিবে। 'বিষ্ণুধর্ম্ম' দেখিতে পাই—

রোহিণী চ যদা কৃষ্ণপক্ষেঽষ্টম্যাং নিশোত্তম।
জয়ন্তী নাম সা প্রোক্তা সর্ব্বপাপহরা তিথিঃ॥

কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে রোহিণী নক্ষত্র সংযুক্ত হইলে তাহাকে 'জয়ন্তী' বলে, ঐ তিথি সর্ব্বপাপহারিণী।

ব্রহ্মপুরাণেও এইরূপ উক্তি—

যা তু কৃষ্ণাষ্টমী নাম বিজ্ঞেয়া বৈষ্ণবী তিথিঃ।
তস্যাঃ প্রভাবমাশ্রিত্য পূতাঃ সর্ব্বে কলৌ জনাঃ॥
শ্রাবণে মাসি বহুলা রোহিণীসংযুতাষ্টমী।
জয়ন্তীতি সমাখ্যাতা সর্ব্বপাপবিনাশিনী।
ত্র এষ ভগবান্ বিষ্ণুর্দেবক্যাং বসুদেবতঃ।
জাতঃ কংসবধার্থং হি তদ্দিনং মঙ্গলায়নম্॥
তস্যাং সনাতনঃ সাক্ষাৎ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ।
অবতীর্ণঃ ক্ষিতৌ যৈষা মুক্তিদেতি কিমদ্ভুতম্॥

যে কৃষ্ণাষ্টমী 'বৈষ্ণবী তিথি' বলিয়া বিজ্ঞেয়, তাহাকে আশ্রয় করিয়া কলির নিখিল মানব পবিত্র হইয়াছে। শ্রাবণ মাসের রোহিণীযুক্ত কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী "জয়ন্তী" নামে প্রসিদ্ধ; উহা নিখিল-পাপ-বিনাশিনী। ভগবান্ বিষ্ণু কংসবধের নিমিত্ত বসুদেব হইতে দেবকীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার ঐ জন্ম-লীলা-বাসর—মঙ্গল-আলয়-স্বরূপ। সেই তিথিই 'জয়ন্তী'—যে তিথিতে সাক্ষাৎ সনাতন পুরাণ পুরুষোত্তম শ্রীহরি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই তিথি যে মুক্তিপ্রদায়িনী হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

এইরূপ অসংখ্য শাস্ত্রীয় বচন হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মবাসরই "জয়ন্তী" নামে বিখ্যাত। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ সম্বর্ত্তে বিশেষভাবে জানাইয়াছেন যে, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্মবাসর ব্যতীত অন্য কোনও দিবস "জয়ন্তী" নাম ধারণ করিতে পারে না।

কর্ম্মফলভোগী সাধারণ জীব বা তথাকথিত মর্ত্ত্য জন-নায়ক, দেশ-নায়ক, সমাজ-নায়ক, বিশ্ব সাহিত্যিক, কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর, তপোবীর ত' দূরের কথা, অতিমর্ত্ত্য বৈষ্ণবগণের জন্মতিথি প্রভৃতিকেও "জয়ন্তী" নামে অভিহিত করিয়া সুবিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণের বিশিষ্ট লীলাবিলাসের বিশেষ নামের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার অবৈধী চেষ্টা প্রদর্শন করেন না। "জয়ন্তী" শব্দ একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-দিবসের নামেই চিহ্নিত লাভ করিয়াছে। শুধু চিহ্নিত নহে, তাহা অপরে যাহা বা অবৈধভাবে আত্মসাৎ করিতে পারে না। কৌস্তুভমণি শ্রীকৃষ্ণের বক্ষেই বিরাজ করে; শ্রীলক্ষ্মীদেবী ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রেরই বক্ষোবিলাসিনী; সুদর্শনচক্র, কৌমোদকী গদা এবং পাঞ্চজন্য শঙ্খ বিষ্ণুরই করায়ত্ত সম্পত্তি; অপরে ঐ সকল দ্রব্যের আনুকরণিক আত্মসাৎ-কারী হইলে তাহার দুর্দ্দশার সীমা নাই। প্রাকৃত জগতেও দেখা যায়, সম্রাট্ যে বিশিষ্ট চিহ্নে চিহ্নিত রাজমুকুট ধারণ

করেন, যে বিশিষ্ট সিংহাসনে উপবেশন করেন, তিনি যত বড়ই হউন না কেন, তাঁহার সেই সকল রাজ-নিজস্ব বস্তুতে অধিকার নাই।

'জয়ন্তী' শব্দটীও তদ্রূপ স্বরাট্ পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর 'নিজস্ব'; কোনও জীবের—অপর কাহারও তাহা অবৈধভাবে অনুকরণ করিবার অধিকার নাই। রাষ্ট্রিক নীতিতেও গভর্ণমেণ্ট-রেজিষ্ট্রীকৃত কোন বস্তুর নাম অপরে বাজারে চালাইলে, তাহা জাল-বিগর্হিত ও দণ্ডার্হ বলিয়া প্রমাণিত হয়।

অদ্য আমরা—উৎকট অবৈধ নায়ক-পূজায় প্রমত্ত আমরা—সেবা-বিবেকহীন, সিদ্ধান্তবিবেকহীন আমরা—বৈকুণ্ঠ-পরিভাষা, বৈকুণ্ঠ-সাহিত্যের প্রত্যেক শব্দ কিরূপ ভক্ত-সেবার সম্ভার, তদ্বিষয়ে অদ্য আমরা যথা-তথা কবি, সাহিত্যিক, লোকরঞ্জনকারিগণের পুষ্পিত পবিভাষার প্রলুব্ধ হইয়া বৈকুণ্ঠ-নিজস্ব-সম্পর্ককে—কৃষ্ণের নিজস্ব বস্তু-সমূহকে—শ্রীরাসরঙ্গেশ্বরী শ্রীরাধাদেবীকে যেন কুণ্ঠ-রোগের কোন কীটের বা নায়কের নশ্বর পুরোপচারের লৌকিকতার মধ্যে টানিয়া না আনি। সাধু সাবধান !!

কৃষ্ণের নিজস্ব নাম, কৃষ্ণের নিজস্ব কাম, কৃষ্ণের নিজস্ব ধাম, কৃষ্ণের নিজস্ব লীলা-খেলা, কৃষ্ণের নিজস্ব রূপ-মাধুর্য্য, কৃষ্ণের নিজস্ব গুণ-গৌরব, কৃষ্ণের নিজস্ব পরিকরবৈশিষ্ট্য, কৃষ্ণের নিজস্ব সেবা-সম্ভার জীব কখনই অবৈধভাবে তাহার পরিচ্ছদাদিতে পরিণত করিতে পারে না। এরূপ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা-মাত্র দেখাইলেও মায়া ঐরূপ অবৈধ ব্যক্তিকে দণ্ডিত করে।

বর্ত্তমানে 'নায়ক-পূজা,' 'বীরপূজা' প্রভৃতির নামে কৃষ্ণ ব্যতীত বহুজীব-সমূহের কৃষ্ণের অনুকরণ-পিপাসা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। একদিকে যেমন ত্যাগীর নামে প্রচ্ছন্ন ভৌগিকুল নব্য অবতারবাদের আখড়া-সমূহ গড়িয়া তুলিয়া 'থিয়োসফিষ্ট্স্' বা মানবে ঈশ্বর-কল্পনার অবৈধ বৃত্তি প্রদর্শন করিতেছে, অপরদিকে ভোগিসমাজের মধ্যেও কৃষ্ণকামের অনুকরণ-প্রবণা জীবকুলকে পশুরের ন্যায় অবতারবাদের ইন্দ্রিয়মেষযজ্ঞে টানিয়া আনিতেছে।

দেশে শুষ্ক কৃষ্ণকথার দুর্ভিক্ষ এবং নৈমর্মিক বহির্মুখতা-রূপ সংক্রামক মহামারীর প্রকোপে তত্তৎপরি নব্য অবতারবাদের অভ্যুদয় আধুনিক অভ্যুদয়ে যে বিষবৃক্ষ সর্ব্বত্র পল্লবিত হইয়াছে, তাহা হইতে কি গৌরশক্তি যুগাচার্য্য-বর্য্যের চেতনানুসন্ধিৎসী বাণী আমাদিগকে রক্ষা করিবেন না ?—বিষবৃক্ষের বিশ্বাসঘাতক আপাত-শীতল ছায়ার ছলনা হইতে আমাদিগকে শ্রীভক্তিবিনোদের কল্যাণকল্পতরুর ছলনারহিত সুশীতল ছায়ায় লইয়া যাইবে না ? আজ জগতের যে দিকে তাকাই, সেই দিকে যে কেবল অবৈধ নৃত্য ! ধর্ম্মে-কর্ম্মে, কাব্যে-সাহিত্যে, গানে-গল্পে, ভাষার ভাবনায়, প্রেরণায়-প্রয়োজনায় সর্ব্বত্রই বহির্মুখতার বিষাক্তোৎপাত ! আজ কে রক্ষা করিত ?—কে আমাদিগকে পুনর্জ্জীবন প্রদান করিত ?—একমাত্র আত্মঘাতী আমাদিগকে—আত্মবঞ্চনা-বরণে অনিচ্ছুক আমাদিগকে—পরমোপকারায় বিদগ্ধবুদ্ধিকারী আমাদিগকে জোর করিয়া সেবাবিদ্বেষবিষেকাম্বুধৌ বিষপান করাইতেন ?—যদি গৌর-প্রেরিত মহাজনের জগতে অবতীর্ণ হইয়া চৈতন্যবাণী কীর্ত্তন না করিতেন ?—যদি বীরপূজা, নায়কপূজা, মানবে ঈশ্বরকল্পনা প্রভৃতি প্রচ্ছন্ন লৌকিকতার সহিত অদ্বৈত, বৈষ্ণবপূজা, সদ্গুরুপূজা ও ভগবৎপূজার পার্থক্য বিচার-বিশ্লেষণের কষ্টিপাথরে প্রকাশ করিয়া না দেখাইতেন ? অহো ! আমাদের সৌভাগ্য হউক—পুনঃ পুনঃ জন্ম-নির্ব্বাণ বরণ করিয়া জয়শ্রীর মহোৎসবে নন্দিত হওয়া উঠুক। অহো ! চৈতন্যচরণচারণগণ আজ "জয়ন্তী"র জয়গাথা গাহিয়া আমাদিগের সুপ্ত চেতনকে শুদ্ধগৌড়ীয়-গৌরবের উদ্বোধন-মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিতেছেন—জয়শ্রী যাঁহার চরণচন্দ্রিকায় লীলাবল্লভ-রসমাধুরী লুণ্ঠন করেন, সেই নন্দকুলচন্দ্রমার জন্মলীলার জয় ঘোষণা করিয়াই জয়ন্তী-লক্ষ্মী যাত্রারম্ভ বিস্তার করিতেছেন।

শ্রীধাম-প্রচারে

শ্রীল ইন্দ্রনারায়ণ ভক্তিভূষণ

গত ২১শে অগ্রহায়ণ (১৩৩৮) সোমবার রাত্রি ১১টা ২৫ মিনিটের সময় মানভূম জিলার নিবাসী বর্ষীয়ান্ ভাগবতবর শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ ভক্তিভূষণ মহোদয় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নামোচ্চারণ করিতে করিতে ধামে গমন করিয়াছেন। কাশী মণিকর্ণিকার ঘাটে তাঁহার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। বয়সে প্রবীণ হইলেও ভক্তিভূষণ মহাশয় শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় নবীন অপেক্ষাও অধিকতর উৎসাহ ও উদ্যমশীল ছিলেন। শ্রীধাম-মায়াপুরের সেবা-সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য তিনি অত্যন্ত যত্ন করিয়াছিলেন। শ্রীগৌর-কুণ্ডের তীরে 'ইন্দ্রনারায়ণ ধর্ম্মশালা' নামক সুবৃহৎ ধর্ম্মশালাটী ইঁহারই প্রদত্ত অর্থানুকূল্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই ধর্ম্মশালাতেই বর্ত্তমানে "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট" নামক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হইয়া অজ্ঞাতিনাথী ও আধ্যাত্মিক সম্প্রদায়ের কত সুকুমারমতি বালকগণকে ক্রমে ক্রমে সমুন্নত-চরিত্রে নমিত ও গঠিত করিবার সুযোগ প্রদান করিতেছে। ইতঃপূর্ব্বে বহু বহু শ্রীধামযাত্রী এই ধর্ম্মশালায় অবস্থান-পূর্ব্বক শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী,

শ্রীল ইন্দ্রনারায়ণ রায় ভক্তিভূষণ

বিষ্ণুপ্রিয়া-জন্মোৎসব, ব্যাসপূজা, নিত্যানন্দ-জন্মোৎসব, শ্রীধাম-পরিক্রমা ও গৌরজন্মোৎসব-প্রভৃতি দর্শন করিতে পারিয়াছেন। ভক্তিভূষণ মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবতের একটী সুরম্য ও সুদৃঢ় শ্রীমন্দির ও তোরণ নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিয়া

শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় শ্রীমদ্বৈষ্ণব-সার্বভৌম-মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করাইয়া বর্ত্তমান বর্ষে এই মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করাইয়াছিলেন। তিনি যখনে শ্রীগৌরপার্ষদপীঠ প্রকাশের ব্যবস্থায় ব্রতী, শ্রীমদ্বৈষ্ণবনে একটি নগরকীর্ত্তন প্রতিষ্ঠা এবং ভগবদ্ভক্তির কথা প্রচারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে আরও কত সাহায্য ও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। এরূপ প্রাচীন বয়সেও শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীধাম সেবার জন্য তাঁহার উৎসাহ, দেশ-বিদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচার-বার্ত্তা নানাভাবে প্রচারার্থ অদম্যচেষ্টা দর্শন করিয়া শ্রীধাম-প্রচারিণীসভা তাঁহাকে 'ভক্তিভূষণ' উপাধিতে বিভূষিত করেন। ভক্তিভূষণ মহাশয় পূর্ব্বেই ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিকট হইতে শ্রীহরি-নাম-মহামন্ত্র গ্রহণ করেন। গত গৌরজন্মোৎসবের পর তিনি কলিকাতা শ্রীবকুলতলাস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ভক্তিভূষণ মহাশয়ের হৃদয়ে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব ও শ্রীধাম-সেবা-বিষয়ে আরও অনেক প্রকার সঙ্কল্প বিরাজিত ছিল। আমরা তাঁহার এই সমস্ত সেবাসঙ্কল্প জগতে প্রকাশিত দেখিতে পাইব আরও অধিকতর উৎসাহিত ও হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় অনুপ্রাণিত হইতে পারিব—এরূপ কত আশাবন্ধ পোষণ করিয়াছিলাম। তাঁহার সঙ্গস্মৃতি আজও আমাদের হৃদয়ে বিরাজমান রহিয়াছে। ভক্তিভূষণ মহাশয়ের ন্যায় একনিষ্ঠ গুরু-বৈষ্ণব-সেবকের প্রয়াণে আমরা বিশেষ বিরহ-ব্যথা অনুভব করিতেছি।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

গত ১৩ই ডিসেম্বর (১৯৩১) রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় কলিকাতা হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি, এল মহোদয় হাইকোর্টের এডভোকেট কুলিয়া নবদ্বীপ-নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মচারী মহোদয়সহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুর পরিদর্শন করেন। খনাদেশক্রমে বিচারপতি মহোদয় কুলিয়া সহরে পৌঁছিলে মোটর মহের সেক্রেটারী আচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ এম্ এ ও শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধুচরণ দাসাধিকারী প্রভৃতি তাঁহাকে স্বীয় মোটর-যোগে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে লইয়া আসেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাণ্ডারাজ, সভ্যগণ এবং অন্যান্য ভক্ত বিচারপতি মহোদয়কে শ্রীচৈতন্যমঠস্থ 'ভক্তিবিনোদ-ভবনে'র সুসজ্জিত দ্বিতল কক্ষে বিশেষ সম্বর্দ্ধনার সহিত অভ্যর্থনা করেন। শ্রীল প্রভুপাদের চরণ-বন্দনান্তে বিচারপতি মহোদয় উপবেশন করিলে শ্রীচৈতন্যমঠস্থ পরিব্রাজকাচার্য্য-পীঠের ছাত্রবৃন্দের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত অভিনন্দন-পত্র প্রদান করা হয় এবং বিদ্যাপীঠের সুবিজ্ঞ অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরপদ ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় উক্ত অভিনন্দন পাঠ করেন।

নদীয়া জেলার সহপ্রতিষ্ঠ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র পাল চৌধুরী মহোদয় শ্রীযুক্ত মন্মথ বাবুকে বলেন, "আপনি বহুদিন যাবৎ ব্যবহারাজীব জীবন যাপন করিয়াছেন। এখন শেষ জীবন ভগবানের সেবায় অতিবাহিত করুন। এখানে কিছু ভোগাদি পাইবেন না, এখানকার সকলই খাঁটি।"

অতঃপর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ মাননীয় বিচারপতি মহোদয়কে শ্রীচৈতন্যমঠের ভক্তিবিনোদ-ভবন হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি, সুবর্ণবিহার, বল্লালঢিবি, বল্লালদীঘি, চাঁদকাজীর সমাধি এবং অন্যান্য প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নগুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখান। মাননীয় বিচারপতি মহোদয় শ্রীধামের পারিপার্শ্বিক মনোরম শোভা ও স্বাস্থ্যকর জলবায়ু দর্শন করিয়া বিশেষ মুগ্ধ হন এবং সময়ান্তরে পুনরায় আসিয়া শ্রীধামে কিছু অধিক সময় অবস্থান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

বিচারপতি মহোদয়ের শ্রীচৈতন্য মঠের নয়নমনোভিরাম শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও চারি সম্প্রদায়ের আচার্য্য-চতুষ্টয়ের শ্রীবিগ্রহ-দর্শন-কালে শ্রীল পরমহংস মহারাজ আচার্য্যগণের বিষয় তাঁহার নিকট সংক্ষেপে বর্ণন করেন। শ্রীধামের তদবস্থাপন্ন আবহাওয়ায় তিনি পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন।

তদনন্তর শ্রীযুক্ত বিচারপতি মহোদয় শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্' পরিদর্শন করেন। বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলে প্রধান শিক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ তাঁহাকে সাদরে সম্বর্দ্ধনা করেন। ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ডের সুপ্রশস্ত রাস্তার পার্শ্বে ও বিস্তীর্ণ গৌরসূতের উত্তর তীরে অবস্থিত বিতল ছাত্রাবাস ও বিদ্যালয় গৃহসমূহ সন্দর্শন করিয়াও তিনি নিরতিশয় আনন্দিত হন এবং ছাত্রদিগের অভিনব উন্নত শিক্ষা প্রদান-প্রণালীর বিষয় অবগত হইয়া বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন। এতদুপলক্ষে বিদ্যালয় এক দিবস বন্ধ দেওয়া হয়।

বিদ্বজ্জনবরেণ্য—ভূসুরকুলভূষণ মাননীয়

বিচারপতি

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

এম্-এ, বি-এল মহোদয়ায়

শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রদত্তং

স্বাগতাভিনন্দনপত্রমিদম্

[১]

হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ ! শ্রীমন্ ! সর্ব্বলোকৈকরঞ্জন !
বিদ্বদ্ভক্তানুরাগাঢ্য ! ব্যবহারাভিকোবিদ !

[২]

অজাতশত্রো ! ভদ্র-শ্রী-প্রভৃত্যর্থবিভূষণ !
অমানিন্ ! বিনয়িন্ ! নম্র ! ভূসুরকুলভূষণ !

[৩]

পাণিহট্ট্যাং গৌড়পুরং পরাপরেতিবিশ্রুতোঃ।
বিশ্ববিদ্যালয়রূপেণ বিস্তৃতং সর্ব্বতঃ পুরা।

[৪]

অপ্রাকৃতকবিশ্রেষ্ঠরূপদেবেন সর্ব্বতঃ।
পদৈর্মুখরিতং কান্তকোমলমধুরৈঃ পুরা।

[৫]

শ্রীমন্মহাপ্রভোর্জন্মক্ষেত্রং তেনৈব ভূষিতম্।
নাট্যাভিনয়কার্য্যেণ সর্ব্বাঘৌ গৌড়মণ্ডলে।

[৬]

শ্রীভক্তিবিনোদেন ঠক্কুরেণ মহাপ্রভোঃ।
আবির্ভাবভূমিত্বেন সমাবিষ্কৃতমগ্রতঃ।

[৭]

ধামপ্রচারিণীসংজ্ঞিহিতোজ্জ্বলযুক্তয়া।
চত্বারিংশদ্দলয়া ব্যাপ্য চৈকযোজনবর্ত্মিতম্।

[৮]

পীঠেন পরবিদ্যায়াঃ পরমার্থপ্রদর্শনৈঃ।
উচ্চবিদ্যালয়স্যাপি স্থাপনাদিসুকর্ম্মণা।

[৯]

শ্রীমদ্রাধাগোবিন্দায়া শ্রীমূর্ত্যোঃ স্থাপনেন চ।
শ্রীগৌরসুন্দরৈঃ সার্দ্ধং বৈষ্ণবাচার্য্যমণ্ডলৈঃ।

[১০]

শ্রীমদ্ভিঃ সদুপাদৈশ্চ প্রোদ্ভূতপ্রগৌরম্।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রবিদাং বন্দ্যং ভক্তিদং ক্ষেমদং নৃণাম্।

[১১]

প্রাপ্তস্য ভবতঃ কিঞ্চিৎ সর্ব্বমস্তুগুণশালিনঃ।
নেহং তুষ্টিকরং ন স্যাৎ কিঞ্চিদুপহরণৈঃ॥

৪৩৪ সংখ্যক চৈতন্যাব্দীয়
কেশবমাসস্থ অষ্টাদশদিবসে

[১২]

শ্রীগৌরসুন্দরে ভক্তিরস্তুভক্তিশ্চ বৈষ্ণবে।
আনুকূল্যেন ভবতাং কেবলং কাময়ে সদা॥

বিনত—
শ্রীধাম-মায়াপুরপরবিদ্যাপীঠস্থজাহ্নবীসেন

ঠাকুরসাহেব শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন প্রসাদসিংজীর স্বধাম-প্রাপ্তি

বিগত ৩০শে অগ্রহায়ণ (১৩৩৮) বুধবার দিবস প্রাতঃ ৭ ঘটিকার সময় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপা-পাত্র শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তগণের অন্যতম সীতাপুর জেলার করৌণা-নিবাসী বৈষ্ণবপ্রবর গৌড়ীয় মহারাজ পরীক্ষিৎ-অবতার তোমর-রাজবংশীয় তালুকদার ঠাকুরসাহেব শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন-প্রসাদ সিংজী নিত্যধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি নৈমিষারণ্য-শ্রীপরমহংস মঠের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শ্রীপরমহংস মঠের বার্ষিক উৎসবের সময় বিভিন্নভাবে এবং নৈমিষারণ্য-পরিক্রমায় হস্তী, আনাদোটা, পতাকা প্রভৃতি বিবিধ সেবোপকরণ-দ্বারা তিনি বিশেষভাবে ভক্ত-গৌরাঙ্গ-সেবানুকূল্য করিতেন। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠে পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা-লাভের কিছুকাল পরে ঠাকুরসাহেব স্বগৃহে প্রভুপাদের আগমনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলতা প্রদর্শন করেন। তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ ও সকাতর প্রার্থনায় সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ তদীয় ভবনে গমন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীযুক্ত রঘুনন্দনপ্রসাদ সিংজী অত্যন্ত হৃষ্ট ও পরমানন্দ-সহকারে হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, পদাতিক, শিবিকা এবং দেশীয় ও বিদেশীয় নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্রসহ বিপুল সমারোহের সহিত শ্রীল প্রভুপাদকে আড়ম্বরোচিত সম্মানে বিভূষিত করিয়া তদীয় গৃহে লইয়া যান। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া অনুক্ষণ শ্রীহরি-কীর্ত্তন করিতে থাকেন পরমভাগবত ঠাকুরসাহেব তাঁহার স্বভাবোচিত বৈষ্ণবভরে আপনাকে এক-জন দীনচেতা গৃহী-জ্ঞানে স্বগৃহে সপার্ষদ বৈষ্ণবাচার্য্যপ্রবরের শুভাগমন এবং তদীয় শ্রীমুখে আত্মমঙ্গলোপদেশ শ্রবণ-সৌভাগ্যলাভ প্রভৃতি বিষয় চিন্তা করিয়া স্বীয় জীবনকে ধন্যাতিধন্য মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার বিলাস-ব্যসন-রহিত, অমায়িক ও সরল ব্যবহার-দর্শনে সকলেই মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। ঠাকুরসাহেব তাঁহার সর্ব্বস্ব শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণ-পূর্ব্বক একনিষ্ঠভাবে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিষ্কপটানুষ্ঠান করিয়া তাঁহাদের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন। এরূপ আদর্শ ভক্তসেবকের বিরহে আমরা সকলেই বিশেষ ব্যথিত।

১০ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৭ই পৌষ শনিবার, ১৩৩৮ ; ২রা জানুয়ারী, ১৯৩২ | ২১শ সংখ্যা

পরীক্ষিৎ-পারায়ণ-পীঠে প্রভুপাদ

গত ১৪ই অগ্রহায়ণ (১৩৩৮), ৩০শে নভেম্বর (১৯৩১) সোমবার কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে পূর্ব্বাহ্ণ ১০৪ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণসহ ভগ্যাহারে মজঃফরনগর হইতে "পরীক্ষিৎ-পারায়ণ-পীঠ" বা "পরীক্ষিৎ-প্রায়োপবেশন-পীঠ" "শুকরতল" দর্শনার্থ শুভবিজয় করেন। মজঃফরনগর হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের মোটর-যানে শ্রীল প্রভুপাদের সহিত কতিপয় ভক্ত এবং আর একটি পৃথক্ মোটর-যানে আরও কতিপয় ভক্ত মজঃফরনগর হইতে যাত্রা করিয়া ১১ মাইল পরে 'ভোপা' নামক স্থানে উপস্থিত হন। মোটরে এ স্থানে আসিতে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা লাগিয়াছিল। মজঃফরনগর হইতে 'ভোপা' পর্য্যন্ত রাস্তা অনেকটা পাকা ও ভাল। ভোপা হইতেই অকল্প ধূলাময় কাঁচা রাস্তা আরম্ভ হইয়াছে। ঐ রাস্তায় গরুর গাড়ী, একা প্রভৃতিই শীতকালে চলিতে পারে। বর্ষাকালে সমস্ত স্থান কর্দ্দমাক্ত হইয়া যায়, সুতরাং যানাদি চলা একান্ত অসম্ভব হয়। ভোপা হইতে ৭।৮ মাইল কাঁচা রাস্তা অতিক্রম করিলে 'শুকরতল' পাওয়া যায়। ঐ রাস্তায় ভাল মোটর-যান চলা একরূপ অসম্ভব। ভাড়াটিয়া মোটর 'বাস' প্রভৃতিরও সেই রাস্তায় সচরাচর চলিবার হুকুম নাই। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবা-সৌকর্য্যার্থ মজঃফরনগরের পুলিশ সাহেবের সঙ্গে ঐ দিবস (১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৮ প্রাতঃকালেই সাক্ষাৎ করিয়া 'ভোপা' হইতে 'শুকরতল' পর্য্যন্ত ভক্তগণবাহী মোটর-বাস চলিবার অনুমতি-পত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'ভোপা'য় আসিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও ভক্তগণ একত্রিত হইলেন এবং শ্রীল প্রভুপাদকে অগ্রণী করিয়া সকলেই একটি মোটর-যানে আরোহণ করিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনকারী ভক্তগণের মধ্যে ছিলেন—

ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ, ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, আচার্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশবী ব্রহ্মচারিপ্রভু, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পদসেবাপ্রভু বি, এ, শ্রীযুক্ত সদীচরণ ভক্তিবিকাশ, ব্রহ্মচারী শ্রীমন্ত্রমোহনজী, ব্রহ্মচারী শ্রীবীরেন্দ্রজী, ব্রহ্মচারী শ্রীনিতাই, ব্রহ্মচারী শ্রীনারায়ণমোহনজী, ভক্ত শ্রীমাতাচরণ, ভক্ত শ্রীমন্দাধিকারী এবং 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক প্রভৃতি।

মহাকরনগর হইতে ভোগপুর হইয়া তথা হইতে শুকরতল যাইবার কালে রাস্তার দুই ধারেই উচ্চ বিস্তৃত ক্ষেত্র-সমূহ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। এই প্রদেশে এসময়ে ইক্ষুই প্রধান কৃষি সম্পদ। দুই ধারেই বিস্তৃত মাঠে ইক্ষুবনসমূহ শোভিত রহিয়াছে। পথ চলিতে চলিতে পল্লীর ঘুঘুর আহ্বান, কোথাও 'পাপিয়া' ও 'হনুমান'বুলের লম্ফঝম্ফ-ক্রীড়া, কোথাও বা বৃষভের চর্কিতচর্বণ, কোথাও অনবরত ধাবমান ছাগকের এবং গ্রাম্য গোপালকগণের গো-সংরক্ষণ-তাড়নে ও সাহসনে অপটুতার আদর্শ প্রভৃতি বাহ্যবিষয়গুলি পথিককুলের নয়ন-পথ রুদ্ধ করে। মহাকরনগর হইতে প্রায় ৮ মাইল ভোগপুর দিকের পথে একটি 'ডাকবাংলো' আছে। ভোগপুর একটি থানা রহিয়াছে। মধুর পথে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত যানে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মানুসরণে শুকরতলে শ্রীহরিকীর্তন করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। ভোগপুর থানা হইতে প্রায় দেড়-মাইল পরে দুই দিকে দুইটী রাস্তা চলিয়া গিয়াছে, বামে শুকরতলের রাস্তা এবং দক্ষিণে নিজলৌর যাইবার পথ। 'শুকরতলে'র রাস্তার সম্মুখে দুইটী খাম্বার উপর "Sukaratal-Gate" কথাটি প্রস্তরফলকে লিখিত রহিয়াছে এবং ফোর্ট-মাজিষ্ট্রেটের আদেশানুসারে এই প্রবেশে কেহ কোনও সময়ে কোনও জন্তু শিকার করিতে পারিবে না, করিলে রাজদ্বারে বিশেষরূপে দণ্ডিত হইবে, এই আদেশও অঙ্কিত আছে। 'শুকদেব-আশ্রম-কমিটি' সাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থে এই নাতি উচ্চ তোরণদ্বারটী নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই শুকদেব-দরজা হইতে আরও সাড়ে তিন মাইল পথে একটি গড় বা শুকখাতের ন্যায় স্থান দৃষ্ট হয়। কিন্তু নীচে নামিয়া আসিয়া ধূলিবালিমিশ্রিত বালুকাপূর্ণ স্থান দিয়া প্রায় অর্দ্ধ মাইল চলিলে 'শুকরতল' পাওয়া যায়। মহাকরনগর হইতে শুকরতল পর্য্যন্ত সমস্ত পথটী সজ্জন-তোষণী সভার সম্পাদক এবং শুকদেব-আশ্রম-পরিচালন-সমিতির অন্যতম সভ্য নানা ক্ষেত্রীয়াসহী বহন করিয়াছিলেন, যে-স্থানটী বর্ত্তমানে খাতের তীরে দুই হস্ত, তথায় মহারাজ পরীক্ষিতের দুর্গ ও তাহার চতুর্দ্দিকে গড় (পরিখা) বর্ত্তমান ছিল। তৎপারিপার্শ্বিক স্থানসমূহে এমনও নাকি পরীক্ষিৎ মহারাজের সমকালীন দুর্গের বিস্তারক নিদর্শন-সমূহ রহিয়াছে। বর্ষাকালে বিস্তৃত খাতের মধ্য দিয়া প্রবল বেগে জল প্রবাহিত হয়। পূর্বে যেখানে 'শুকরতল' নামক গ্রাম ছিল; কিন্তু পুনঃ পুনঃ গঙ্গার প্রবল প্লাবনে গ্রাম বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, লোক এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করায় এক্ষণে এখানে গৃহস্থ লোকের আর বসবাস নাই। মনে হইল যেন ভগবদ্বিচ্ছেদের একটা হইয়াছে। কারণ, যে-স্থান পরীক্ষিৎ-প্রায়োপবেশনক্ষেত্র, পরীক্ষিৎ-পারায়ণ-পীঠ, পরমহংসকুলমুকুট-মণি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভুবরের ভাগবত-কীর্ত্তন-আসন, আর মুমূর্ষুর আদর্শ-প্রকটস্থলী, কৃষ্ণসেবার্থে স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদিবন্ধ বিসর্জ্জনকারী, ঐকান্তিক কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-পিপাসু শ্রীল পরীক্ষিতের শ্রবণ-বেদী, সে-স্থানে গৃহব্রতধর্ম বা গৃহমেধিসুখের কুটীর-সমূহ অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারে না—পরমহংস-মুখপদ্ম-বিগলিত কীর্ত্তন গঙ্গার বন্যায় ঐ সকল গৃহাকূপ বিধ্বস্ত হইয়া পড়ে। এ স্থান অন্তিমকালের চরম কথার শ্রবণ-কীর্ত্তন-বেদী, সুতরাং যাহারা অন্তিমের কথা—শেষদিনের কথা ভুলিয়া আপাত প্রেয়ের পথে গৃহমেধিবন্ধের জালের মতপ রচনা করিতে চায়, তাহাদের চেষ্টা এখানে বিধ্বস্ত হইয়াই যায়। যে-স্থান কৃষ্ণকাম-পরিপূরণকারী পরমহংস মহামুনির কৃষ্ণ নাম-কথা-কীর্ত্তন বা বৈকুণ্ঠরাজ পরীক্ষিতের 'শ্রবণ'-মাহাত্ম্যে 'শ্রীধামে' পরিণত, সেই স্থানে গ্রামের অস্তিত্ব থাকিবে কেন? যাহে গ্রামের অবস্থান নাই, গ্রামে যান নাই।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম কৃপায় এই সকল বিচার করিতে করিতে প্রভুপাদের পদাঙ্কানুসরণে আমরা শুকরতলে অবস্থিত গোশালার নিকট আসিয়া উপনীত হইলাম। মহাকরনগর হইতে মোটরযোগে এস্থানে আসিতে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা লাগিয়াছিল এবং বালুকাপূর্ণ আরও অর্দ্ধ মাইল পথ পদব্রজে অতিক্রম করিতে প্রায় ২০ মিনিট লাগে।

অতিবাহিত হইয়াছিল। "শুকদেব-আশ্রম-সমিতি" নামে একটি ব্যবসায়িজনসঙ্ঘ এখানে দুইটি গো-শালা বা 'পিঞ্জরাপোল' স্থাপন করিয়াছেন।

যুগে যুগে যখন স্বয়ং প্রচারিত কলিকলুষ কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন-সঙ্গীত করিবার জন্য এই পল্লীকে কৃপাবতরণ করেন, তখনই ভারতে একাধিক কৃষ্ণকীর্ত্তনের মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত হয়, নতুবা জগতের বৈষয়িক সর্ব্বগ্রাসী চিন্তাস্রোতে ধাবমান আমরা—সর্ব্বদা অকর্ম্ম-বিকর্ম্মে ধাবমান আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তন-মহাযজ্ঞফলশ্রুতির মূল্য বুঝিতে পারি না; কৃষ্ণকীর্ত্তন অপেক্ষা পুণ্যকর্ম্মাদিকেই অধিক আদর করি। পরমহংস-চক্রবর্ত্তী শ্রীল শুকদেব গোস্বামীপ্রভুর পরমহংসসংহিতায় কীর্ত্তন-ধ্বনি পুনঃপ্রকটিত করিবার জন্যই পরমধাম পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গৌরকৃষ্ণশক্তিরূপে শুকদেব-কীর্ত্তনপীঠে আগমন করিয়াছেন। যে-স্থানের কথা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল—একাধারে কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের বেদীস্বরূপ দেবতা মিল, বিল্ব ও বিল্বত বিচারসম্পন্ন প্রাপঞ্চিক লোকের বিচারে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-কর্ম্ম-কর্ত্রী গণতন্ত্রিকতার সার্ব্বত্রিক মেলাস্থানমাত্রে পরিণত হইয়া পড়িয়াছিল—হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের মূল-কেন্দ্রে—মূল পরিকল্পনেই হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের অভাবনীয় ভীষণ দুর্ভিক্ষ এবং কামময় কদাচারের সাময়িক আড়ম্বরের মেঘাড়ম্বর কৃষ্ণনাম-সূর্য্যকে লোকলোচনের নিকট আবৃত করিয়া ফেলিয়াছিল, সেই "শুকদেবকী"তে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ পুনরায় হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-মন্দাকিনীর লুপ্ত ধারা পুনঃপ্রকটিত করিতে শুভবিজয় করিয়াছেন।

এখানে ২টী গোশালা, ৮টী বৃষশালা এবং কয়েক জন কর্ম্মিবারের ব্যক্তিগত 'গঙ্গাবাস' আছে। ত্যাগী সাধুগণের "দণ্ডীবারা" নামক একটি ধর্ম্মশালা আছে। কাঠ, তপাও (ত্যাগিব্রাহ্মণ), চামারো (চর্ম্মকার), সুত্রধর প্রভৃতির নির্ম্মিত ধর্ম্মশালা, রাম-বাহাদুর-বাংলো (রায়বাহাদুর লালা জগদীশ প্রসাদের), লালা মনোহর লালের বাংলো (লালা মনোহর লাল ভিঁকি গ্রামের জমিদার) এবং এতদ্ব্যতীত 'দুকুর হেড়ি'র জনৈক শেঠ-নির্ম্মিত শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ-মন্দির, কলিকাতার জনৈক বৈষ্ণ-নির্ম্মিত 'শ্রীগুরু-মন্দির', মহেশ্বরনগর-নিবাসী তুলসীরাম-জানকীর মন্দির-সমিতির এবং অন্যান্য কতিপয় লোকের নির্ম্মিত কয়েকটি শিব-মন্দির রহিয়াছে। এই বৈষ্ণক্ষেত্রে বৈষ্ণবগণ কোনও আনুষঙ্গিক অধিকার স্থাপন করিতে পারেন নাই; সুতরাং তাঁহাদের মন্দির বা ধর্ম্মশালাদি এখানে নাই। বর্ত্তমান বর্ষের 'গৌড়ীয়' ৯ম সংখ্যার (২২-২৩শ পৃষ্ঠা) 'শুকতাল' শীর্ষক প্রবন্ধে যে-সকল বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধ-পঠনে পরিমার্জ্জন আবশ্যক। কারণ, উক্ত প্রবন্ধ কেবলমাত্র পরোক্ষ বিবরণ হইতে লিখিত হইয়াছিল। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎ সেই স্থানে অবস্থিতি ও স্বয়ং সেই স্থান পরিদর্শন-মুখে আজ তথা হইতে বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিত হওয়ায় বর্ত্তমান বিবরণই গ্রাহ্য।

মহেশ্বরনগরের নদী নর্ম্মদার নূতন-বাজারের। বর্ত্তমান বৈষ্ণব গোশালা বা পিঞ্জরাপোল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মহেশ্বরনগরবাসী পণ্ডিত নারকটক এই গোশালার মালেকান্। বর্ত্তমানে এখানে ১২৫টী গরু আছে। গোশালার নিকটেই গোসেবকগণের একটি পাকা বাসভবন, তৎসম্মুখে প্রাঙ্গণ; সেই প্রাঙ্গণে অহৈতুক কৃপায় সপার্ষদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উপবেশন করিয়াছিলেন। স্থানীয় গোশালা-রক্ষক আপনাকে ধন্যাতি ধন্য জ্ঞান করিয়া ব্যস্তসমস্তে প্রভুপাদের উপবেশনার্থ একটি উচ্চ কাঠাসন, তদুপরি একটি টেবিল এবং অন্যান্য ভক্তগণের জন্য আরও পৃথক্ আসন আনয়ন করিলেন। তথায় উপবিষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ-মন্দিরের পূজারী শ্রীহেমরাজজী ও পূর্ব্বোক্ত গোশালা-রক্ষকের নিকটে 'শুকতালে'র স্থানীয় তথ্য-সমূহ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আমাদিগকে ঐ সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়া লইবার জন্য আদেশ দিলেন। স্থানীয় রক্ষক ঐ স্থানে ভীষণ বিষধর সর্প-সমূহের অবস্থানের কথা জানাইলেন। শীতকালে সর্পের উপদ্রব কম; কিন্তু বর্ষাকালে ও গ্রীষ্মকালে এই স্থানে বহু বিষধর সর্প স্বচ্ছন্দে সপরিবার বিচরণ করিয়া থাকে। এই সকল সর্প একবার দংশন করিলে আর রক্ষা নাই। সময় সময় বাঘ-ভাল্লুকাদি হিংস্র পশুও এই সকল স্থানে বিহার করিয়া থাকে। এখানে রক্ষক-জন মন্দির-সেবক, দণ্ডীবারার কয়েকজন ত্যাগী সাধু এবং গোশালা-রক্ষক ব্যতীত অন্য জনপ্রাণী নাই। রোগের কোন ঔষধপত্রাদি পাওয়া যায় না। 'গোশালা-রক্ষকটী

খুব সৌজন্যের পরিচয় দিলেন। উৎকট তার্কিকের যাবা কটি প্রস্তুত করাইয়া সাধুসঙ্গে মধ্যাহ্নে ভিক্ষা দিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু উপস্থিত ভক্তগণের কিছু গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা নাই জানিয়া কুপের তুষ্টিই বল প্রদান করিয়া সাধু সৎকার করিলেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা কীর্তন করিলেন। শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমহাভারত আদি শাস্ত্রে বিষ্ণু ও ভক্তগণ যা পরীক্ষিতের কাশ্যপ মুনি ও তক্ষকের বিবরণ বলিলেন। বিষধরা-বিদ্যায় কশ্যপ মুনি যখন শুনিতে পাইলেন যে, মহারাজ পরীক্ষিৎকে অব্যর্থ বিষধর তক্ষক দংশন করিবে, তখন কশ্যপ ধন ও অর্থ উভয়ই যুগপৎ প্রাপ্তির আশায় দংশনের নির্দ্ধারিত সপ্তম দিনে পরীক্ষিতের নিকট গমন করিতে লাগিলেন, এমন সময় পথিমধ্যে ব্রাহ্মণবেশধারী তক্ষক কশ্যপকে দেখিতে পাইয়া ঐরূপ দ্রুতবেগ-সহকারে এতাদৃশ গমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। কশ্যপ জানাইলেন যে, তিনি মহারাজ পরীক্ষিৎকে সর্পরাজ তক্ষকের অব্যর্থ বিষ হইতে রক্ষা করিবার জন্য গমন করিতেছেন। ব্রাহ্মণবেশধারী বলিলেন যে, তাঁহারই নাম তক্ষক; তাঁহার বিষ হইতে রক্ষা করিতে পারে, জগতে এরূপ কেহ নাই, সুতরাং কশ্যপের আশা হওয়াই বিফল। কশ্যপও জানাইলেন যে, তক্ষক যাহাকেই দংশন করুক না কেন, স্বীয় বিদ্যা-প্রভাবে কশ্যপ তাহা নিশ্চয়ই নির্বিষ করিতে পারিবে। তখন তক্ষক কশ্যপের মন্ত্র-প্রভাব পরীক্ষার জন্য নিকটস্থ একটি বটবৃক্ষকে দংশন করিয়া উহাকে নির্বিষ করিতে বলিলে কশ্যপ তক্ষকের বিষাগ্নিতে ভস্মীভূত বটবৃক্ষকে পুনর্জ্জীবিত এবং শাখা-প্রশাখায় পুনঃ প্রফুল্লিত করিয়া দিলেন। তক্ষক তখন আশ্চর্য্যান্বিত ও ভীত হইয়া কশ্যপকে বলিলেন, তিনি যে বহু লাভের উদ্দেশ্যে পরীক্ষিতের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, যদি সেই অর্থ তক্ষক এখানেই অধিকতর পরিমাণে কশ্যপকে প্রদান করে, তবে কশ্যপের বলিবার আর কিছু নাই। কশ্যপ তক্ষকের নিকট হইতে নিজাভীষ্ট অর্থ প্রাপ্ত হইয়া স্ব-স্থানে প্রস্থান করিলেন।

---

* মঃ ভাঃ আদিপর্ব্ব ৩৩শ অধ্যায় ও শ্রীমদ্ভাগবত ১২ স্কন্ধ ৬ষ্ঠ অঃ ১১-১২শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

এই সকল প্রসঙ্গ শ্রবণের পর শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে আমরা "পরীক্ষিৎ-পারায়ণ-পীঠে"র পার্শ্বদেশে আনীত ও উপনীত হইলাম। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু যে-স্থানে উপবেশন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, শ্রীমৎ পরীক্ষিৎ মহারাজ যে-স্থানে প্রায়োপবেশন-পূর্ব্বক ভাগবতপারায়ণ শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানটি একটি উচ্চ টীলার উপর অবস্থিত। কিন্তু উর্দ্ধে আরোহণ করিবার পর শ্রীশুকদেব-পাদপীঠের সম্মুখে উঠিবার জন্য চৌদ্দ ধাপ ইষ্টক-নির্ম্মিত সিঁড়ি টীলার গাত্রে সংলগ্ন রহিয়াছে। শ্রীশুকদেব-টীলায় আরোহণ করিবার সময় ভক্তগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি এবং শ্রীশুকদেব গোস্বামীর, শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের ও শ্রীমদ্ভাগবতের পুনঃ পুনঃ জয়-কীর্ত্তনে নিস্তব্ধ অরণ্যটিকে পুনঃ কীর্ত্তন-মুখরিত করিয়া তুলিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ মৃদঙ্গ-করতালের সহিত সংকীর্ত্তন করিবার জন্য ভক্তগণের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন। শ্রীল বাসুদেব প্রভু গান ধরিলেন,—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত শ্রীগদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥

সকলে তাহাই অনুকীর্ত্তন করিয়া বলিতে লাগিলেন। এইরূপ কীর্ত্তন করিতে করিতে সমস্ত সোপান অতিক্রম করিবার পর শ্রীশুকদেব-পাদপীঠের সম্মুখে সকলে উপনীত হইলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। সকলেই দর্শন-উৎসুক হওয়ায় কীর্ত্তন স্তব্ধ-প্রায় হইলে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—উচ্চ নাম-কীর্ত্তন করুন। এই স্থান কীর্ত্তনক্ষেত্র, কীর্ত্তন স্তব্ধ হইবার স্থান নহে। সকলে তখন উচ্চৈঃস্বরে গাহিতে লাগিলেন,—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

শ্রীনাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রণী শ্রীল প্রভুপাদের পদাঙ্কানুসরণে সকলে তিনবার শ্রীল শুকদেব-পাদপীঠ পরিক্রমা করিলেন। এক একবার পরিক্রমার পর শ্রীল প্রভুপাদ ভূমিষ্ঠ হইয়া পাদপীঠ-সম্মুখে প্রণত হইবার আদর্শ প্রদর্শন করিলেন।

উচ্চ টিলার উপরে শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মার্চ্চা একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে অবস্থিত। শ্বেতপ্রস্তরময়ী পাদপদ্মার্চ্চা দুইটী পৃথক্ বৃত্তে অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত আরও একটি পাদপদ্মার্চ্চা অধিকতর প্রাচীন ও খণ্ডিত দৃষ্ট হইল। পাদপীঠের সম্মুখে একটি প্রস্তরফলকে দেবনাগর অক্ষরে তিন্ন ভাষার কতক-গুলি কথা লিখিত আছে। স্থানে স্থানে অতি অস্পষ্ট, সকল পাঠ উদ্ধার করা যায় না। শিলাফলকটি বেশী প্রাচীন না হইলেও অত্যন্ত অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। অনেক চেষ্টায় নিম্নলিখিত পাঠগুলির অসম্পূর্ণভাবে উদ্ধার হইয়াছিল—

সন ১৯১৫ বৈশাখ শুক্লাপঞ্চমী রবিবার শ্রীগুরুদেবজীকা মন্দির ঔর চরণ-কমলোঁকে জীর্ণোদ্ধার মে কিয়া • • • ভরতরামনে কিয়া • • • মিস্ত্রী নাগনে • • • নেহি যোগা। শ্রীঃ সাহু।

এই ফলকটি শ্রীগুরুদেবজীর মন্দির ও শ্রীচরণার্চ্চার জীর্ণোদ্ধারের তারিখ ও জীর্ণোদ্ধারকারীর পরিচয়-বিষয়ক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নাম বিশেষ অস্পষ্ট, পাঠ একেবারেই উদ্ধার করা যায় না। ১৯১৫ সম্বৎ বা ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ; সুতরাং বর্ত্তমান কাল হইতে ৬৩ বৎসর পূর্ব্বের।

পল্লবিত রহিয়াছে। বিস্তৃত শাখা-প্রশাখাযুক্ত নিম্ব ও বটবৃক্ষ-যুগলের ছায়ার নীচে ঐ মন্দির শোভা পাইতেছে। মহাজনগণের সনাতনধর্ম্ম-সভার সম্পাদক মহাশয় আমা-দিগকে পরবর্ত্তীকালে জানাইয়াছিলেন যে, ঐ বটবৃক্ষ অতীব প্রাচীন; সম্ভবতঃ শ্রীগৌরাঙ্গদেব মহারাজের প্রায়োপবেশন-কালের প্রাচীন বৃক্ষ। শ্রীগুরুদেব-টিলার উপর হইতে গরুরোহা গঙ্গা দৃষ্ট হন। দৃশ্য মনোরম; স্থানটী পরম শান্তিময়। সংসারের সমস্ত কর্ম্মকোলাহল হইতে নিমুক্ত হইয়া হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের পরম অনুকূল স্থান। বর্ত্তমানে গঙ্গা শ্রীগুরুটিলার নিকট হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে শ্রবণ-কীর্ত্তন-পীঠের পাদদেশ ধৌত করিয়া গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন, এখনও প্রাচীন খাতের নিদর্শন দৃষ্ট হয়। এখানে গঙ্গাস্নানের জন্য উত্থান-একাদশী হইতে রাসপূর্ণিমা পর্য্যন্ত মেলা হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যায়ও মেলা হইয়া থাকে। তবে রাসপূর্ণিমার মেলাতেই অধিক লোকের সমাগম হয়। প্রায় ২০।২২ হাজার যাত্রী মেলায় উপস্থিত হইয়া থাকে। শুনা গেল, মেলার যাত্রিগণ এই প্রদেশবাসী এবং [illegible] শ্রেণীর অশিক্ষিত ও

১৯০২

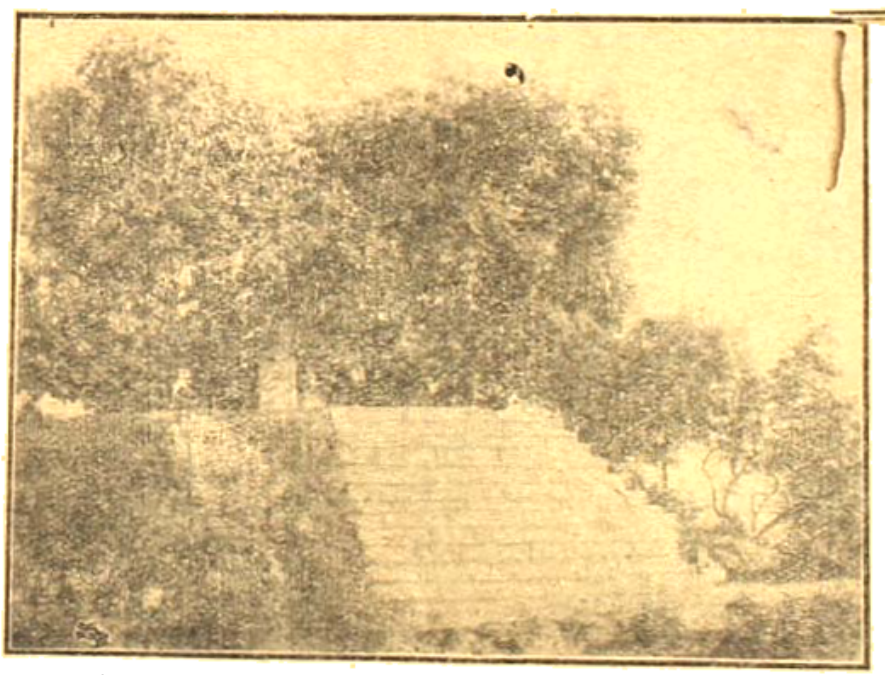

অক্ষয়তলে পাদপীঠের শ্রীমন্দির, তদুপরি প্রাচীন নিম্ব ও অশ্বত্থবৃক্ষদ্বয়

শ্রীগুরুদেবপাদপীঠের নাভি উচ্চ ক্ষুদ্রকায় মন্দিরের উপর নিম্ব ও বটবৃক্ষ পরস্পর আলিঙ্গিতভাবে সংযুক্ত হইয়া

স্ত্রীলোক। বড় বড় জমিদার এবং রাজা মহারাজাও পুণ্যার্থী হইয়া এস্থানে আসেন। গঙ্গাস্নান, দক্ষিণা-দান, তর্পণ,

প্রাণ এবং শ্রীগুরুদেবজীর পাদপদ্ম দর্শন, ইহাই কর্ম্মপ্রেরণার অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের নিত্যকথার অহৈতুক আদর্শ বক্তা ও শ্রোতার তুলিকা-নিবন্ধন শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্ত্তনের প্রকট স্থানেও শ্রবণ-কীর্ত্তনের নৈমর্গিক চর্চ্চা বিরাজিত। ভাগবত-বাণীগঙ্গা পুনঃ প্রবাহিতা করিবার জন্যই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বহু অনুসন্ধান ও অশেষ শ্রম স্বীকার করিয়াও এই স্থানে শুভবিজয় করিয়াছেন এবং তথায় মৃদঙ্গ-করতাল-সংযোগে শ্রীচৈতন্য-সংকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবতী বাণী কীর্ত্তন ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনের পুনঃ প্রেরণা প্রদান করিয়াছেন।

ইথান এবাদী হইতে রামপুরিয়া পর্য্যন্ত এই প্রদেশে গঙ্গাতটবর্ত্তী তিনটী বিভিন্নস্থানে গঙ্গাস্নানার্থ লোক-সমাগম হইয়া থাকে; প্রথম—শুকরতলে, দ্বিতীয়—গড়-মুক্তেশ্বরে, তৃতীয়—হস্তিনাপুরে।

মেলার সময় শুকরতলে মজঃফরনগর ও চোপা হইতে অপরদিকে বিজনৌর, তুকরহেড়ি, ভিক্তি, ওয়াজিরাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতে টাঙ্গা-গো-যানাদি গমনাগমন করে এবং এ স্থানের [illegible] লোকে পরিপূর্ণ হয়। বর্ত্তমানে ধর্ম্মশা[illegible] পড়িয়া রহিয়াছে। কোন পতীরায় কয়েকজন উদাসীন সাধু আছেন। শুকরতল হইতে ভিক্তি, তুকরহেড়ি ও ওয়াজিরাবাদ প্রভৃতি স্থান নূনাধিক দুই তিন মাইলের মধ্যে। সেইসব স্থান হইতে খাদ্য-দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে হয়, নতুবা শুকরতলে এক পানীয় জল ব্যতীত অন্য খাদ্যদ্রব্য কিছুই নাই। 'শ্রীগুরুদেব-আশ্রম-কমিটি' মেলার যাবতীয় বন্দোবস্ত এবং যাত্রিগণের গমনাগমনের পথ-ঘাটের সংস্কার করেন। নিম্নে গুরুদেব-আশ্রম কমিটির সভ্যগণের নাম লিখিত হইল—

প্রেসিডেন্ট—রায়বাহাদুর লালা জগদীশপ্রসাদ।

সেক্রেটারী—লালা রামস্বরূপ ঘাইওয়া।

এক্সিকিউটিভ্ কমিটির সভ্য—লালা কেদারনাথ ঘাইওয়া, রায়সাহেব লালা আনন্দস্বরূপ, লালা তুলসী রাম, শেঠ দেবী সাহী, চৌধুরী সুরথ মল (বাসেরা-নিবাসী) ইত্যাদি ইত্যাদি।

মজঃফরনগরের 'সনাতন ধর্ম্মসভা'র সম্পাদক মহাশয় আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন—ভিক্তি-নিবাসী জমিদার লালা মনোহরলালের এই গুরুদেবজীর স্থাপনা বিষয়ের প্রতি বিশেষ যত্ন ও আগ্রহ ছিল। কিন্তু তিনি প্রায় ছয়মাস হইল দেহত্যাগ করিয়াছেন।

'শুকরতল' বা 'গুরুদেবজী' হইতে দুই মাইল ব্যবধানে 'নীলকণ্ঠেশ্বর' নামক একটি স্থান আছে। সেখানেও মেলার সময় যাত্রিগণ গমন করিয়া থাকেন।

শ্রীগুরুদেব-পাদপীঠের সম্মুখে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ করিতেছেন

স্থানীয় সংবাদ-দাতা বলিলেন যে, সাধারণের চাঁদায় ও শুকদেব-আশ্রম-কমিটীর প্রযত্নে শুকতলের টীলার সোপান ও মন্দিরাদি সংস্কৃত হইয়া থাকে। এখানে উক্ত আশ্রম-কমিটির দ্বারা নিযুক্ত জনৈক পূজারী ব্রাহ্মণ ফুল-জল দিয়া পাদপীঠের অর্চ্চন করেন।

সনাতনধর্ম্ম-সভার সম্পাদক মহাশয় পরবর্ত্তিকালে আমাদিগকে আরও জানাইয়াছিলেন যে, শুকদেব-টীলার চতুষ্পার্শ্বস্থ টীলাগুলিও খুব উচ্চ ছিল, কিন্তু ঐগুলি গঙ্গা-প্রবাহে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। কেবলমাত্র শুকদেব-টীলার কোন প্রকার অনিষ্ট বা হ্রাস এ পর্য্যন্ত কেহ লক্ষ্য করেন নাই। শুনা গেল, এস্থানের বৃক্ষগুলির বর্ত্তমান জমিদার লালা মনোহর লাল, লালা তুলসী রাম, বিংশতী লাল ও লালু মোদাম্মদ—এই চারি জন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশুকদেব-পাদপীঠের মন্দিরের সম্মুখে বটবৃক্ষরাজের ছায়ার নীচে উপবিষ্ট হইলেন, ভক্তগণও তচ্চরণান্তিকে উপবেশন করিয়া কিছুকাল সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদ দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকাবলী উচ্চারণ-পূর্ব্বক স্থানে স্থানে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন—

শ্রীমদ্ভাগবত ১২শ স্কন্ধ ৬ষ্ঠ অধ্যায়

সূত উবাচ—

এতন্নিশম্য মুনিনাভিহিতং পরীক্ষিদ্-
ধ্যানাস্পদেন নিখিলাত্মদৃশা সমেন।
তৎপাদমূলমুপসৃত্য নতেন মূর্দ্ধা
বদ্ধাঞ্জলিস্তমিদমাহ স বিষ্ণুরাতঃ॥

রাজোবাচ

সিদ্ধোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি ভবতা করুণাত্মনা।
শ্রাবিতো যচ্চ মে সাক্ষাদনাদিনিধনো হরিঃ॥
নাত্যদ্ভুতমহং মন্যে মহতামচ্যুতাত্মনাম্।
অজেষু তাবতস্তেষু যদসুপ্রহঃ॥
সুখায়দংহিতামেতামশ্রৌষ্ম ভবতো বয়ম্
যস্যাং খলূত্তমঃশ্লোকো ভগবানুদ্বর্ণ্যতে॥
ভগবংস্তক্ষকাদিভ্যো মৃত্যুভ্যো ন বিভেম্যহম্।
প্রবিষ্টো ব্রহ্মনির্ব্বাণমভয়ং দর্শিতং ত্বয়া॥
অনুজানীহি মাং ব্রহ্মন্ বাচং যচ্ছামি কেশবে।
মুক্তকামাশয়ং চেতঃ প্রবেশ্য বিসৃজাম্যসূন্।
অজ্ঞানঞ্চ নিরস্তং মে জ্ঞানবিজ্ঞাননিষ্ঠয়া।
ভবতা ধর্ষিতং কৈবং পরং ভগবতঃ পদম্॥

সূত উবাচ

ইত্যুক্তস্তমনুজ্ঞাপ্য ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
জগাম ভিক্ষুভিঃ সার্দ্ধং নরদেবেন পূজিতঃ॥
পরীক্ষিদপি রাজর্ষিরাত্মন্যাত্মানমাত্মনা।
সমাধায় পরংধৈর্য্যাদসঙ্গাদুরুধাঃ শুকঃ॥
প্রাঙ্মূলে বর্হিষ্যাসীনো গঙ্গাকূল উদঙ্মুখঃ।
ব্রহ্মভূতো মহাযোগী নিঃসঙ্গশ্ছিন্নসংশয়ঃ॥
তক্ষকঃ প্রহিতো বিপ্রাঃ ক্রুদ্ধেন দ্বিজসূনুনা।
হন্তুকামো নৃপং গচ্ছন্ দদর্শ পথি কশ্যপম্॥
তং তর্পয়িত্বা দ্রবিণৈর্নিবর্ত্ত্য বিষহারিণম্।
বিজহ্রুষ প্রতিচ্ছন্নঃ কামরূপোঽদশন্নৃপম্॥
ব্রহ্মভূতস্য রাজর্ষেঃ [illegible]
বভূব তুমুলো নাদঃ [illegible]
হাহাকারো মহানাসীদ্ [illegible]
বিদ্ধিতা ভুবনং সর্ব্বং [illegible]
দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্গন্ধর্ব্বাপ্সরসো জগুঃ।
বর্ষুঃ পুষ্পাণি বিবুধাঃ সাধ্যাশিষঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১২শ স্কন্ধ ১২শ অধ্যায়

সঙ্কীর্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ॥
মৃষাগিরস্তা হ্যসতীরসৎকথা ন কথ্যতে যদ্ভগবানধোক্ষজঃ।
তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং তদেব পুণ্যং ভগবদ্গুণোদয়ম্॥
তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং যদুত্তমঃশ্লোকযশোঽনুগীয়তে॥
ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্ধ্বাঙ্ক্ষতীর্থং ন তু হংসসেবিতং যত্রাচ্যুতস্তত্র হি সাধবোঽমলাঃ॥
তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘসংপ্লবো যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥
নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন হ্যর্পিতং কর্ম্ম যদপ্যনুত্তমম্॥

বেণুস্বনেষু পরিতস্ত পথো বর্ণাশ্রমাচারতপঃসমৃদ্ধান্।
অধিস্থিতঃ শ্রীধরপাদপদ্মযোর্গায়ন্ গুণান্ দাশরথের্যতিভিঃ॥
অধিস্থিতঃ কৃষ্ণধরাধরস্থয়োঃ কিশোরয়োস্তদ্ধরণং সমং
অনোতি চ।

সত্ত্বং তদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞাননিষেবিতং যৎ।
যদ্ ব্রহ্মসংস্থং ত্বহমব্যয়ং বৈ পশ্যামি যত্রেদমপীতভেদম্।
নারায়ণে দেবদেবে ময়ীশে জীবস্য ভাবিনো ভবভীতিভেদঃ॥
অঞ্জঃ সংসেবিতো যত্র ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
প্রায়োপবেশে নৃপতেঃ পরীক্ষিতঃ সদাস্যতাং যত্র তাঞ্চ
সূতোঽব্রবীৎ॥

* * * *

ক্বাহমজ্ঞো হ্যতিক্রান্তো হ্যবিদ্যে হরিরিত্যুত্ত ন শ্রীয়তে
হ্যভীক্ষ্ণম্।
যে তু নমর্ভগবানশেষমূর্তিঃ পরিপঠিতোঽনুপদং
কথাপ্রসঙ্গৈঃ॥

তমহমজমনন্তমাত্মতত্ত্বং জগদুদয়স্থিতিসংযমাত্মশক্তিম্।
দ্যুপতিভিরজশক্রশঙ্করাদ্যৈর্দুরবগমং ত্রিগুণাত্মকং নতোঽস্মি॥
উপচিতনবশক্তিভিঃ পৃথগ্ধীভিরবহিতপৌরুষায় বিশ্বম্।
ভগবত উপলব্ধিমাত্রধাম্নে হরয়ে নমঃ সনাতনায়॥

স্বসুখনিভৃত চেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো-
হ্যপ্যজিতরুচিলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১২শ স্কন্ধ ১৩শ অধ্যায়

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥
পুত্রং ব্রাহ্মধনঞ্জয়প্রিয়সখং শ্রীবাসুদেবাত্মজং
ত্রিস্রোতঃ কমঠাকৃতের্ভগবতশ্বাসানিলাঃ পান্তু বঃ॥
যৎসংস্কারকলানুবর্তনবশাদ্বেলানিভেনাত্মনা
ধাত্রীয়াস্তমতন্দ্রিতঃ জগদিদং নিত্যাপি বিভ্রাম্যতি॥
শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
তত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃন্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥

তস্মৈ যেন বিভাবিতোঽহমতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা
তদ্রূপেণ চ নারদায় মুনয়ে কৃষ্ণায় তদ্রূপিণা।
যোগীন্দ্রায় তদাত্মনা চ ভগবদ্রাতায় কারুণ্যত-
স্তচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং পরং ধীমহি॥
নমস্তস্মৈ ভগবতে বাসুদেবায় সাক্ষিণে।
য ইদং কৃপয়া কস্মৈ ব্যাচচক্ষে মুমুক্ষবে।
যোগীন্দ্রায় নমস্তস্মৈ শুকায় ব্রহ্মরূপিণে।
সংসারদাবনির্বাণং যো বিষ্ণুরাতমবূণুচৎ॥
নামসংকীর্তনং যস্য সর্বপাপপ্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্॥

(শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-জয়ধ্বনি)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদ-সার কীর্তন এবং মহারাজ পরীক্ষিতের চরিত্র ও ইতিহাস বর্ণন করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ এতৎপ্রসঙ্গে আরও বলিলেন, দেহান্ত হওয়ার পর মানুষকে গঙ্গাযাত্রা করান হয়। জড়-বস্তুকে লইয়া টানাটানি করিলে কি মঙ্গল হইবে? যখন জীবন থাকে—চেতন থাকে, তখন যদি পরীক্ষিৎ-প্রায়োপ-বেশনক্ষেত্রে আনিয়া চেতনময়ী হরিকথা শ্রবণ করান যায়, তবেই তাহার নিত্য মঙ্গল হইতে পারে। এই স্থানে নিত্য শ্রীমদ্ভাগবতপারায়ণ হউক্ এবং এই স্থানে ভাগবত-কীর্তনোদ্দীপনার চৈতন্য-কীর্তনময় স্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হউক্।

শ্রীল প্রভুপাদ এইরূপ নানাপ্রকার উপদেশ ও হরিকথা-কীর্তন করিলেন। আমরা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যাকালীন একটী আলোকচিত্র গ্রহণ করিলাম এবং শ্রীশুকদেব-টীলা, শ্রীশুকদেবপাদপীঠের মন্দির, বটবৃক্ষরাজ ও টীলায় আরোহণের সোপান-সম্বলিত দ্বিতীয় আলোক-চিত্র এবং শ্রীশুকদেবটীলা হইতে গঙ্গা, বিভিন্ন মন্দির ও শুকতলের দৃশ্যের তৃতীয় আলোকচিত্র গ্রহণ করিলাম। এতন্মধ্যে 'গৌড়ীয়ে' পূর্বোক্ত ২টী আলোকচিত্রের দৃশ্য যথাস্থানে মুদ্রিত হইল।

শ্রীশুকপাদপীঠ-সমুখে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্বক সদাশিব শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশুক-পরীক্ষিৎ-কীর্তন-শ্রবণ-পীঠের স্তুতিকীর্তনোৎসব করিতে করিতে শ্রীশুকটীলা হইতে অবতরণ করিলেন এবং অন্যান্য মন্দির ও স্থানগুলি দর্শন করিয়া অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা ৫ মিনিট সময় যানে আরোহণ করিলেন।

বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বল্লভতীর্থ মহারাজের রাজধানী—শ্রীকৃষ্ণপথ-পাণ্ডুপুরের রাজধানী শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রিতভক্তের শ্রীবিগ্রহ-পূজা দর্শনার্থ শুভবিজয় করিলেন জানাইয়া শ্রীল প্রভুপাদ ভাগবতী [illegible] কীর্ত্তন করিতে করিতে 'জোপা' হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মঙ্গলকরনগর আসিয়া পৌঁছিলেন। প্রভুপাদ মঙ্গলকরনগরে প্রবেশমুখ হইলে স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত লোক প্রভুপাদের বাণী শ্রবণার্থ আগমন করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের নিকটও অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত ভাগবত-প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ঐ সকল কথা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে প্রকাশিত হইবে।

আমি ভজন করি না কেন ?

অপরে ভজন করুন, আর না-ই করুন, আমি ভজন করি না কেন ? ভজন ব্যক্তিগত কল্যাণ-সাধক। জগতের যদি কেহই হরিভজন না করেন কিংবা হরিভজনের ছলনায় অভ্যাভিলাষ পূরণ করেন, তাহাতে আমার হরিভজন পরিত্যাগের কি মঙ্গলময় কারণ আছে ? হরিভজন না করিবার প্রবল প্রচ্ছন্ন বিপাশা থাকিলেই 'অপরে হরিভজন করেন না'—ইহা অনুসন্ধানের ব্যাপারূপ হয়। আর হরি-ভজনের প্রবল অকপট পিপাসায়—

বৈষ্ণবের নিন্দাকর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে।
সবে কৃষ্ণভজন করে—এই মাত্র জানে॥

নিজে হরিভজন না করিলে অমঙ্গল কাহার ? নিজে হরিভজন ছাড়িলে অমঙ্গল—অনর্থ কাহার ?

তাঁহারই হরিভজন আরব্ধ হইয়াছে, যাঁহার নিকট জাগতিক অভাবনীয় অনন্ত অভাব-অসুবিধার পাহাড়-পর্ব্বত, দুঃখ-দৈন্যের হিমালয় স্তরে স্তরে উপস্থিত হইয়াছে ; আর তাঁহারই হরিভজনের নিষ্কপট পিপাসা উদিত হইয়াছে, যিনি মায়াবদ্ধ মানবজাতীয় দুরতিক্রম্য আত্মকর্ম-বিপাকের বৈচিত্র্যরূপ অভাব-অসুবিধা, দৈন্য-দুঃখের পাহাড়-পর্ব্বতকে কৃষ্ণানুকম্পার সোপান বলিয়া বরণ করিয়া তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, তৃণাপেক্ষা সুনীচ, অনিন্দক, অমানী, মানদ, নির্ম্মৎসর হইয়া সসঙ্গে শ্রীগুরুপাদপদ্মানুগত কীর্ত্তনের অনুকীর্ত্তন-পূর্ব্বক জীবন যাপন করিতে পারেন।

আমরা যেন আত্মকর্ম্মবিপাককে 'পরকৃত হিংসা' মনে করিয়া অসহিষ্ণু, ধার্ম্মিক, মৎসর, নিন্দক, অভিমানী, নিজমান-লাভে লিপ্সু না হইয়া পড়ি। বৈষ্ণবাপরাধমত্ত-হস্তী যেন আমাদের ভক্তিলতার বীজ বা নবাঙ্কুর উৎপাটন করিয়া কীর্ত্তনাপরাধের দ্বারা লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি উপশাখাগুলিই পরিবর্দ্ধিত করিয়া না তুলে ;

আমরা শ্রীগুরুমুখে ত' অনুক্ষণ ইহাই শুনিয়াছি, তাঁহার অভিনব্ধ, অভূতপূর্ব্ব, অদ্বিতীয় আদর্শে ত' ইহাই জাজ্বল্যমান প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি যে, জগতে যদি কেহই হরিভজন না করে, শত শত বাধা-বিঘ্নের আক্রমণ-শিরস্ত্রাণও যদি অহরহঃ উপস্থিত হয়, তথাপি আমার প্রবলতর বেগে, বিঘ্ন [illegible] হরিভজনই করা কর্ত্তব্য—আরও কোটিকণ্ঠে [illegible] কীর্ত্তন-গৌরবই প্রচার করা কর্ত্তব্য। ইহাও না প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি যে, আমরি অসংখ্য অভ্যাভিলাষের তাণ্ডবের মধ্যেও শ্রীগুরুপাদপদ্ম "সবে কৃষ্ণভজন করে—এই মাত্র জানে"—বাক্যের মূর্ত্ত আদর্শ প্রকট করিয়া অভ্যাভিলাষের যাবতীয় তাণ্ডব হইতে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে দূরে—সম্পূর্ণভাবে গোলোকের অধিষ্ঠান আত্মভূমিকা সংরক্ষণ করিয়াছেন। হরিভজনের—হরিভজনকারীর আদর্শ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া ঐ আদর্শ আমার জড়চক্ষুর আবরণ অপসারিত করিয়া চেতনচক্ষুকে আত্মসাৎ করে না কেন ?

কৃষ্ণ কি আমাকে বাজাইয়া লইবেন না ? কৃষ্ণ কি আমাকে কষ্টিপাথরে কষিয়া লইবেন না ? আমি মেকী না আসল ? আমি জড়উপধি না চিন্ময় সম্বিৎ ? আমি কৃষ্ণের হাটের মাটিয়া ভাণ্ড না শ্রীগুরুর হাটের মহাজনগণের পদাঙ্কধেনু ? কৃষ্ণ—পূর্ণতম বস্তু ; অপূর্ণ বস্তু, অসম্যক্ বস্তু, আংশিক বস্তু, প্রতিবিম্বিত বস্তু নহেন। তাই তাঁহাকে দান করিবার পূর্ব্বে তিনি কি আমাকে পরীক্ষা করিয়া লইবেন না ? আমি কি সত্য সত্য কৃষ্ণকে চাই,

কৃষ্ণের সেবোন্মুখ চাই, কৃষ্ণের অকপট কৃপা চাই, না কৃষ্ণমায়ার ঘৃণ্যকার্য্যের নায়ামৃগ হইতে চাই? ভক্তাভাস আর্য্য-পথ, স্বজন-তাড়ন-ভর্ৎসন, ভাগবতিক নখর লোক-লালসা —কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগি-কুলের অহমিকা যাহারা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া প্রতি নিশ্বাস-প্রশ্বাসে, প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, আনখকেশাগ্রে কৃষ্ণসেবাময় হইয়াছেন, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকেই ত' আত্মসাৎ করিয়াছেন—'আপন জন' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; আর আমি কি ফাঁক-তালে—সর্ব্বদিক্ বজায় রাখিয়া—সব সুবিধা সংরক্ষণ করিয়া হরিভজনকারীর মৌখিকতা দেখাইতে চাই?

কৃষ্ণ ত' জগতের প্রতি ব্যাপারে আমার প্রতি কার্য্যের অকৃতকার্য্যতা ও তথাকথিত কৃতকার্য্যতার অপূর্ণতার মধ্যে জগতের অনিত্যতা, সম্ভোগবাদের হেয়তা অন্তরাত্মরূপে প্রকাশিত করিতেছেন, আবার ঠিক সকল মনোধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মিগণের তাণ্ডব ছাপাইয়া শ্রীচৈতন্য-বাণীগঙ্গার প্রবাহ "তৎ শুশ্রূষয়া ভজনমদঃ" শ্লোক কীর্ত্তনের তরঙ্গে ভাগবত-মহাজনবরকত প্রস্ফুটিত হইয়া [illegible] হরিভজনের জন্য [illegible] আছি—সেবা উদিত হয় না কেন?

ইহার কারণ কি? আমার কি জীবন বৈষ্ণবাপরাধে সংঘটিত হইয়াছে? অথবা আমি গুরুতে মর্ত্যবুদ্ধি করিয়াছি? নামাপরাধ হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ শ্রীনাম-প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আর্ত্তির সহিত অনুক্ষণ প্রার্থনা জানাই কোথায়? নামে রুচি হয় না কেন? অর্চ্চনাপরাধে পতিত হইয়াছি কি? অর্চ্চনসিদ্ধি হইলেত' মুখে নাম প্রকাশিত হইত। রোগ কোথায়? হৃদয়-দৌর্ব্বল্য-অনর্থই কি আমার রোগ? কোথায়, সেই রোগ-উপশমের যে ঔষধ সদ্বৈদ্যরাজ ব্যবস্থা করেন, তাহা গ্রহণ করি কোথায়? অনুক্ষণ অনাবিল সাধুসঙ্গ করি কোথায়? সাধুসঙ্গের ছলনা করিতে করিতে অসৎসঙ্গে প্রধাবিত হই কেন? সাধু ব্যতীত অসাধুর সহিত কুসঙ্গক্রমে বা স্বেচ্ছাক্রমে কি বহুবিধ প্রীতি-বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছি? হৃদয়-দৌর্ব্বল্যকে মুমূর্ষুরোগ ভাবিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছি কি? হৃদয়-দৌর্ব্বল্য না জন্মাইতে পারে, এরূপ ব্যাধি নাই। হৃদয়-দৌর্ব্বল্য কিন্তু যাবতীয় উৎকট অনর্থব্যাধির জনক—দুরারোগ্য রোগ—কপটতার জনক। হৃদয়দৌর্ব্বল্য উৎপাটিত না হইলে উহা ভূবাগ্নির ন্যায় অন্তরে অন্তরে থাকিয়া ভীষণ অনিষ্টও করিয়া ফেলে—বৈষ্ণবাপরাধ, নামাপরাধ, গুরুপরাধ সকলগুলিই হৃদয়দৌর্ব্বল্যের প্রশ্রয়ে ও প্রতিপালনে উদিত হয়।

তাহা হইলে ঔষধি কি? ভগবৎ-কৃপায় ঔষধির দুর্ভিক্ষ এ যুগে অন্ততঃ আমার নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছে, কিন্তু ঔষধ যত আমার সম্মুখে হাত বাড়াইয়া আসে, আমি ততই দে'ঘুরে পলায়ন করি। ইহার উপায় কি? উপায়—বৈষ্ণবের পরামর্শ গ্রহণ—অবৈষ্ণবের পুষ্পিত প্রলাপিত বাক্য হইতে দূরে অবস্থান—অনুক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃষ্ণ-কীর্ত্তন শ্রবণ-কীর্ত্তন।

তাহা হইলেই কি সব হইবে? সব হইবে—হরিকথা শুনিলেই সব হইবে, নতুবা 'শব' হইতে হইবে। "শুনিতে" হইবে।—মাপে দেখিতে হইবে না,—বা আগে আর কিছু করিতে হইবে না। কাণের পথটি খোলা রাখিতে হইবে—আগিয়া ঘুমাইতে হইবে না।

আমি যে কথা শুনিতেছি না, তাহার প্রমাণ কি? আমি যে জাগিয়া ঘুমাই, তাহারই বা প্রমাণ কি? প্রমাণ—আমার অবরুদ্ধ অন্তরই সাক্ষ্য দিবে। যদি হরিকথা সত্য সত্য কাণে লইতাম—কাণ দিয়া শুনিতাম, তবে শরীর-সংক্রান্ত বিষয়গুলি বিস্মরণ হইত, আর কৃষ্ণ-সংক্রান্ত বিষয়-সকল প্রয়োজনীয়তার মূল ছাপাইয়া উঠিত।

> তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়নীশ মর্ত্যাং
> যে চাশ্বতঃ সুতসুহৃদ্গৃহবিত্তদারাঃ।
> যে ত্বজ্জনাভ ভবদীয়পদারবিন্দ-
> সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ॥
>
> (ভাঃ ৩।৯।১২)

হে ঈশ, হে পদ্মনাভ, যাঁহারা তবদীয় পাদারবিন্দ-সৌগন্ধে লুব্ধহৃদয় সাধুগণের প্রসঙ্গ লাভ করেন অর্থাৎ তাঁহাদের শ্রীমুখে হরিকথা-প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া জীবন যাপন করেন, তাঁহারা এই অতিশয় প্রিয় দেহ এবং তৎসম্বন্ধি পুত্র, সুহৃৎ, গৃহ, বিত্ত এবং কলত্র ইহাদের কিছুই চিন্তা করেন না।

তাহা হইলে আমি 'হরিকথা' শুনি কই? হরিকথা অপেক্ষা যে আমার নশ্বর দেহ-গেহ-বিত্ত-পুত্র-কলত্র-মান-

প্রতিষ্ঠা 'বড়' হইয়া উঠিয়াছে! বাস্তব কোন্‌টী? কল্যাণ-কল্পলতিকা হরিকথা, না নিখিল অকল্যাণ-নিকেতন নশ্বর তুচ্ছবস্তুগুলি?

শ্রীগুরু-মুখবিগলিত হরিকথা শ্রবণকারীর—অনুকীর্ত্তন-কারীর ত' কোনই অসুবিধা নাই—কোন অভাব নাই—গ্রাম্য-বৈতৃষ্ণা নাই, কোন অকল্যাণ নাই—

হিংসন্তং ন হিনস্তি ন বাধতে প্রহ্লাদ তম্।
ভক্ষয়ন্তং ন পাদস্থি নরং বিষ্ণুপরায়ণম্॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১০ম বিঃ ১০৩ সংখ্যাধৃত বৃহন্নারদীয়পুরাণ-বাক্য)

শত্রুগণ হরিস্তবনকারী ব্যক্তিকে হিংসা করিতে সমর্থ হয় না, প্রতিকূল বাধা প্রদান করিতে পারে না, রাক্ষসেরা ও তাঁহাকে গ্রাস করিবার যোগ্য হয় না।

অহো, যে ধন্যাতিধন্য অবসরে আমার নিকট শ্রীগুরু-পাদপদ্ম অযাচিত অহৈতুক কৃষ্ণকীর্ত্তন বিতরণ করিতে চাহিতেছেন, সেই কালে যেন আমি অন্য কিছু দান চাহিয়া বা তাঁহার অন্য কোনও দানের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া আত্ম-মঙ্গলের অনর্পিতচর মহাসুযোগ না হারাই—শেষে অপরি-শোধ্য অনুতাপে তপ্ত হইতে হইবে।

* * * *

তদচ্ছিদমদাদ্দেহং ভবং ভাগাবিবর্জ্জিতঃ।
স্বাহোক্ষং গচ্ছতো মৌঢ্যাদ্মানো মে ভিক্ষিতো বত।
ঈশ্বরাৎ ক্ষীণপুণ্যেন কলীকারানিবাধনঃ॥

(ভাঃ ৪।৯।৩৪-৩৫)

অহো, তদচ্ছিদ্—সংসার-ছেদক শ্রীগুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎ পাইয়াও ভাগ্য-বিবর্জ্জিত আমি আবার সেই অসৎ সংসারই প্রার্থনা করিতেছি। হায়, যেমন নির্ধন ব্যক্তি চক্রবর্ত্তী ভূপতির নিকট সমুদ্র-তণ্ডুলকণা প্রার্থনা করে, তদ্রূপ আমিও এমন দুর্দ্দৈবগ্রস্ত যে, শ্রীহরির নিকট অতিকিঞ্চন অসদ্বস্তু প্রার্থনা করিলাম। শ্রীহরি—শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আমাকে সেবানন্দ প্রদান করিতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন, আর আমি মূঢ়তা-বশতঃ তাঁহার নিকট অভিমানসেতু প্রার্থনা করিয়াছি!!

১৯৩২

"জগদ্‌গুরু"

অগণিত "সাধারণ-ভ্রমে"র মধ্যে ভগবদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সাহিত্যের পরিভাষা-সমূহের অপব্যবহার অন্যতম এবং বর্ত্তমান যুগের সংক্রামক অপরাধ। আমরা পূর্ব্বে "অবতার" শীর্ষক প্রবন্ধে উক্ত পরিভাষার ঐরূপ অপব্যবহারের নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছি। "জগদ্‌গুরু" শব্দটীরও সেরূপ যুগোচিত অপব্যবহার প্রতিপদেই পরিলক্ষিত হয়। নব্য অবতার-বাদের আবড়ার কল্যাণে আজকাল মর্ত্ত্য-মানবকে—পাশব-বলের দীপ্ত অহমিকার প্রয়োচনাকারীকে সাত্বতশাস্ত্রপরিপন্থী মেরেলি মনগড়া কথার ধুরন্ধরীর পদ-লেহীকে—আসুর রজোভাবের মূর্ত্ত মর্ত্ত্য প্রতীককে—শৃগাল-বাসুদেবের আদর্শানুকরণিককে যে-সকল অবৈধ আনুকরণিক বিশেষণে রাস্তার ঘাটে বিশেষিত করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শিত হয়, তাহার সহিত 'জগদ্‌গুরু' শব্দের বিষদৃগ্‌বৃত্তি চির-দিনই স্বতন্ত্র। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষী, আনু-করণিক অদৈব প্রকৃতির লোকবঞ্চক ব্যক্তিগণ কখনই "জগদ্‌গুরু" পদবাচ্য হইতে পারেন না। মেরেলি মনো-ধর্ম্মের কথায় বহির্ম্মুখগণ-মনোরঞ্জনকারীকে বংশদণ্ডের শীর্ষে পতাকা করিয়া তুলিলেই ঐরূপ মর্ত্ত্যানব "জগদ্‌গুরু"র অসমোর্দ্ধ পদবী ও পরিভাষার অবৈধ দাবী করিতে পারে না। যিনি সাক্ষাৎ শাস্ত্রের অনুক্ষণ কীর্ত্তনমুখে প্রচারকারী, তিনিই—জগদ্‌গুরু; যিনি একান্ত কৃষ্ণকীর্ত্তন ব্যতীত প্রকল্পেও অন্য কোন কল্পিত উপায়-উপেয়ের স্বপ্ন দর্শন করেন না, তিনিই—জগদ্‌গুরু; যিনি শ্রীগৌরসুন্দরের যাবতীয় অভিমর্ত্ত্য-ভাব-বিভাবের মূর্ত্ত প্রতাপবিগ্রহ, তিনিই জগদ্‌গুরু; যিনি প্রেমপ্রচারক ও পাষণ্ডদলনকারী শ্রীনিত্যানন্দের অভিন্নতনু, তিনিই জগদ্‌গুরু; যিনি স্ত্রী-সঙ্গী ও কৃষ্ণভক্তকুলের মূলোৎপাটনকারী, একান্ত কৃষ্ণ-ভক্তিশিক্ষক, তিনিই জগদ্‌গুরু; যিনি কীর্ত্তনৈকান্তের দ্বারা জগজ্জীবের মনোব্যাধি ছিন্নকারী, তিনিই জগদ্‌গুরু; যিনি শতকরা শত পরিমাণে কৃষ্ণজনের অহৈতুক আদর্শে

জগজ্জীবের সার্ব্বকালিকী নিত্য-মঙ্গলপ্রদায়িনী হরিসেবার উদ্বোধনকারী, তিনিই জগদ্গুরু ; যাঁহার প্রতি কার্য্য, প্রতি বিচার, প্রতি সিদ্ধান্ত, প্রতি কথা, প্রতি গমন, প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনুক্ষণ অদ্বৈতত্ত্ব রক্ষানুশীলন-প্রকটকারী, তিনিই জগদ্গুরু ; যাঁহার বাণী শ্রৌত সিদ্ধান্তের মৌলিক-গোমুখী, তিনিই—জগদ্গুরু ; যাঁহার বাণীর প্রতিপদে জীবন্ত শ্রীচৈতন্যমঠ প্রকটিত হয়, তিনিই জগদ্গুরু ; যাঁহার বাণীতে হরিসেবার পৌরোহিত্য আবিষ্কৃত হয়, তিনিই জগদ্গুরু ; যাঁহার বাণীতে সনাতন-ভক্তের পরব্রহ্মাভিষেক প্রার্থিত হয়, তিনিই জগদ্গুরু ; যাঁহার বাণীতে শুদ্ধ-আত্মত্ব-তরঙ্গিনী প্রবাহিত হয়, তিনিই জগদ্গুরু। ভক্তিশাস্ত্রোক্তা মহর্ষি শ্রীপাতিনা ঋষিগণকে কি বলিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন—

বৈষ্ণবজ্ঞানদাতারং যো বিদ্যাদ্বিষ্ণুবদ্গুরুম্।
পূজয়েদ্ধনদারাদ্যৈঃ ন শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈষ্ণবঃ॥
শ্রোতব্যশ্চ বক্তব্যশ্চ যঃ পুজ্যঃ স সদৈব হি।
কিং পুনর্ব্বহুবক্তৃণাং বক্তারং বিস্তরোক্তি যঃ॥

অর্থাৎ যিনি [illegible] বৈষ্ণবজ্ঞানের বক্তাকে বিষ্ণুতুল্য গুরুরূপে উপলব্ধি [illegible] এবং তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে পূজা করেন, তিনি [illegible] ও বৈষ্ণব। যিনি শাস্ত্রশ্লোকের বক্তা, তিনিও সকলের পূজ্য, আর যিনি ভগবান্ বিষ্ণুর বিরজ অর্থাৎ তত্ত্ব এবং তদ্ভক্তি-মাহাত্ম্য বিস্তার করেন, সেই জগদ্গুরুর কথা আর কি বলিব ?

আরও বলিতেছেন—

নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বজ্ঞানেনাথ গম্যতে।
জ্ঞানস্য সাধনং শাস্ত্রং শাস্ত্রস্য গুরুরুচ্যতে॥
ব্রহ্মপ্রাপ্তিরতো হেতোঃ গুর্ব্বধীনা সদৈব হি।
হেতুনানেন বৈ বিপ্রা গুরুর্ভূয়স্তরঃ স্মৃতঃ॥
যস্মাদ্দেবো জগন্নাথঃ কৃত্বা মর্ত্ত্যময়ীং তনুম্।
মনুষ্যত্বমুপেত্যেহ লোকান্ কারুণ্যাচ্ছাস্ত্রপাণিনা॥
শাস্ত্রজ্ঞানেন যোঽজ্ঞানং তিমিরং বিনিপাতয়েৎ।
শাশ্বতঞ্চ মহার্থঞ্চ বক্তি যঃ স জগদ্গুরুঃ॥

নারায়ণই—পরব্রহ্ম, তাঁহা দিব্যজ্ঞান-প্রভাবে অধিগত হয়। শাস্ত্রই জ্ঞানের সাধন, সেই শাস্ত্রও গুরুমুখগত অর্থাৎ স্বকপোল-কল্পিত বা নিজ-বিদ্যাবুদ্ধির অধিগম্য নহে। কাজে কাজেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি সর্ব্বদাই গুরুর অধীন। এ জন্যই গুরু সর্ব্বাপেক্ষা প্রধানতম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। তত্ত্বজ্ঞান শ্রীহরি শ্রীগুরুরূপা মানুষীমূর্ত্তি প্রকট করিয়া কৃপাপূর্ব্বক শাস্ত্ররূপ হস্ত দ্বারা সংসার-পতিত জনগণকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। যিনি শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করেন এবং পরা শান্তিপ্রদ ভক্তিলক্ষণস্বরূপ শাস্ত্রের বক্তা, তিনিই জগদ্গুরু।

একমাত্র ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তোত্তম ব্যতীত অপর কেহই 'জগদ্গুরু' পদবাচ্য হইতে পারে না, ইহা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া পুনঃ পুনঃ উদ্ঘোষ করিয়া বলিয়াছেন,—

বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয় মা ভজন্যান্যদেবতাঃ।
পুনন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে সর্ব্বলোকমিমং জগৎ।
মদ্ভক্তো দুর্ল্লভো যত্র স এব মম দুর্ল্লভঃ॥

(ভঃ ভঃ বিঃ ১০ম বিঃ ৯২ সংখ্যাধৃত আদিপুরাণ-বাক্য)

হে কৌন্তেয়, বৈষ্ণবগণকে ভজনা কর, অন্য দেবতাকে কখনও ভজন করিও না। অর্থাৎ যে-সকল দেবতার বৈষ্ণবাভিমান বা বৈষ্ণব-পরিচয় নাই, তাঁহাদিগকে কখনও ভজনা করিও না। "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" বিচারে যে শম্ভুর বৈষ্ণবাভিমান আছে, তাঁহাকেই 'জগদ্গুরু' বিচারে আরাধনা করিবে। বৈষ্ণবেরাই নিখিল দেবতাগণের সহিত জগৎ পবিত্র করেন। যাঁহার সম্বন্ধে আমার ভক্ত প্রিয়, মৎসম্বন্ধেও সেই ব্যক্তি প্রিয়।

তৎপরো দুর্ল্লভো নাস্তি সত্যং সত্যং ধনঞ্জয়।
জগতাং গুরবো ভক্তা ভক্তানাং গুরবো বয়ম্।
সর্ব্বত্র গুরবো ভক্তা বয়ঞ্চ গুরবো যথা।
অস্মাকং বান্ধবা ভক্তা ভক্তানাং বান্ধবা বয়ম্॥
অস্মাকং গুরবো ভক্তা ভক্তানাং গুরবো বয়ম্।
মদ্ভক্তা যত্র গচ্ছন্তি তত্র গচ্ছামি পার্থিব॥
ভক্তানামনুগচ্ছন্তি মুক্তয়ঃ শ্রুতিভিঃ সহ।
যে মে গুরুতমাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ।
যে কেচিৎ প্রাণিনো ভক্তা মদর্থে ত্যক্তবান্ধবাঃ।
তেষামহং পরিক্রীতো নান্যক্রীতো ধনঞ্জয়॥

(ভঃ ভঃ বিঃ ১০ম বিঃ ৯৩ সংখ্যাধৃত আদিপুরাণবাক্য)

হে ধনঞ্জয়, আমি পুনঃ পুনঃ সত্য করিয়া বলিতেছি, অতঃপর আর কি দুর্ল্লভ হইতে পারে ? ভক্তগণই

নিখিল জগতের গুরু, আর আমি ভক্তকুলের গুরু। সেরূপ আমি অখিল লোকের গুরু, ভক্তগণও তদ্রূপ। ভক্তগণ আমার বান্ধব, আমি ভক্তকুলের বান্ধব; ভক্তগণ আমার গুরু এবং আমি ভক্তগণের গুরু। হে অর্জুন, ভক্তগণ যথায় গমন করেন, আমিও তথায় গমন করি। মুক্তিগণ প্রভৃতিগণের সহিত ভক্তকুলের অনুসরণ করিয়া থাকেন। হে অর্জুন, যাহারা কেবল আমার 'ভক্ত' বলিয়া পরিচয় প্রদান করে, তাহারা প্রকৃত ভক্ত পদবাচ্য নহে, আমার ভক্তগণের ভক্ত বলিয়া যাঁহাদের অভিমান, তাঁহারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত। হে অর্জুন, যাঁহারা আমার প্রতি আসক্ত হইয়া আমার জন্য স্ত্রী-পুত্র-পরিজন-বন্ধু-বান্ধবাদি বিসর্জ্জন করিয়াছেন, সেই সকল ভক্তের নিকটই আমি সর্ব্বতোভাবে বিক্রীত হইয়া আছি। ইহা ব্যতীত আমাকে ক্রয় করিবার অপরের সাধ্য নাই।

৬ষ্ঠ কলিকাল। বহির্ম্মুখতার তাণ্ডব। শাস্ত্রের একেবারে-পক্ষতিতে অবিশ্বাস, সন্দেহ, কুতর্কপূর্ণ জন্মাইয়া দিবার জন্য তথাকথিত সমন্বয়ের মূল গান গাহিয়া এক-শ্রেণীর কলির চর জগতে বিচরণ করিতেছে; আর বহির্ম্মুখতার পক্ষপাতিনির মনে ঐরূপ সুরের সহজ শ্রবণ—ঐরূপ প্রতিধ্বনির প্রতি সহায় করিয়া অন্তরঙ্গরাগ বাড়াইয়া তুলিতেছে! ইহারই নাম নব্য 'সমন্বয়'! ইহারই নাম আধুনিক সাধারণ! ইহারই নাম কল্পিত অসাম্প্রদায়িকতা! ইহারই নাম বর্ত্তমান উদারতা!

ঐরূপ শ্রেণীর লোকের যুক্তি—"সাধুগণের শাস্ত্রে যখন সাধুর প্রশংসা, আবার চোরের শাস্ত্রে যখন চোরের প্রশংসা দেখা যায়, নীতিশাস্ত্রে যখন সতীর প্রশংসা, আবার দুর্নীতির শাস্ত্রে যখন স্বৈরিণ্যাদির স্তুতিবাদ দুই হয়, তখন সাধু ও চোর—সতী ও বেশ্যা সকলই সমান!! কেবল গোঁড়াগণই নিজের নিজের শাস্ত্রের কথা বড় বলেন! সাধুকে শ্রেষ্ঠ বলেন। সতীকে ভাল বলেন।"

ঐ শ্রেণীর লোকের যুক্তি—"প্রত্যেকের ব্যক্তিগত শাস্ত্রেই স্ব-স্ব মতবাদকে বড় করিয়া তুলিবার জন্য, সেই মতবাদে আস্থা জন্মাইবার জন্য এবং লোকদিগকে স্বমতে আকর্ষণ করিবার জন্য ঐরূপ অর্থবাদের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়।" অসদ্ব্যক্তিগণ, চৌরগণ, যাবতনিতাকুলের পক্ষাশ্রিতগণ এইরূপ একটা সন্দেহবাদের ইন্দ্রজালজাল অনন্তিজ্ঞ ধর্ম্মপ্রাণদিগের ও তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সম্মুখে বিস্তার করিয়া আপাত আত্মরক্ষার আর কোনও উপায় খুঁজিয়া পায় না। "সাধুগণের, সতীগণের যেরূপ প্রশংসাসূচক পুঁথি রহিয়াছে, আমাদের গুণপরিমার মহিমাসূচক পুঁথিও সেইরূপই আছে,"—ইহা যদি চৌর্যপ্রবাদ—বৈরিণীসম্প্রদায় না বলে, তবে অসাধুত্ব ও অসতীত্ব সমর্থন বা সংরক্ষণ করিবার আর কি অস্ত্র বা কি যুক্তি থাকিবে?

"বিষ্ঠার কৃমিগণের নিকট বিষ্ঠার উচ্চ প্রশংসা—সর্ব্বোচ্চ মাহাত্ম্য আছে, আর দেবতা-পূজকগণের নিকট চন্দনের প্রশংসা—তদ্রূপ শ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্য প্রচারিত আছে; সুতরাং দেবতা-পূজায় চন্দনের মাহাত্ম্য কেবল অর্থবাদ! উহা কৃমিকাম্য বিষ্ঠারই সমতুল্য!—দেবতা-পূজার সম্ভার চন্দনকে কৃমির দ্বারা বিষ্ঠা হইতে 'শ্রেষ্ঠ' বলা গোঁড়ামি!!—বা কুদৃষ্টাধিকার!!!" এইরূপ অসতী যুক্তি আজ তথাকথিত সমন্বয়বাদের ধূয়াগানের মধ্য দিয়া বহির্ম্মুখ মানব-মেলায় প্রকাশিত হইয়াছে। আরও আশ্চর্য্য! তথাকথিত সমন্বয়-বাদের পৃষ্ঠপোষক [illegible] অনেকস্থলে নির্ব্বিশেষবাদ বা সাধারণ কথায় 'এক [illegible] কিংবা 'অপাণিচূড়ীবাদে'র বিকৃত বৈধান্তিকত্রবত [illegible] মূর্ত্ত বেদান্তবিরোধের মধ্য দিয়া 'চন্দন ও বিষ্ঠা উভয়ই সমান'—এইরূপ স্বকপোল-কল্পিত, নাস্তিকতাপূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের ছদ্মনামে বাগ্‌বৈখরীতে অজ্ঞগণ-মেধাকে বিভ্রান্ত করিয়া দিয়া সার্ব্বতন্ত্র-বিরোধ—একায়নব্যক্তিপথের বিরোধপূর্ণ অভিযান চলিয়াছে! শ্রীহরি-পূজার সম্ভার বা শ্রীহরি-নির্ম্মাল্য চন্দন ও বিষ্ঠা সমান"—ইহা নাস্তিক শাস্ত্রের কথা। ওহে ভোগিন, তোমার কামিনীর গাত্রে বা তোমার কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষদেহের অবৈধ প্রসাধনরূপে পরিণত চন্দন ও তোমার ভোগ্য-সামগ্রীর বিকার বিষ্ঠা সমান হইতে পারে; ওহে 'ত্যাগি'-অভিমানী প্রচ্ছন্নভোগিন্, পরমেশ্বরের নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর, সেবা-সম্ভার প্রভৃতিতে মায়াময়ী বুদ্ধিজাত নাস্তিকতার চন্দন (?) ও বিষ্ঠার সমান হইতে পারে, কিন্তু যাহা হরিসম্বন্ধি বস্তু—যাহা হরিসেবাসম্ভার, সেই চন্দন কখনই তোমার ন্যায় মূর্খ, পাষণ্ড, চিজ্জড়সমন্বয়বাদীর ভাঁড় অজ্ঞতা বা নাস্তিকতার ফলে কবলিত (?) হইয়া বিষ্ঠার সহিত সমতা লাভ করিতে পারে না। যাহারা ঐরূপ

নাস্তিকতাকে—সাধারণতঃকে 'ব্রহ্মজ্ঞান', আর ঐরূপ আচরণ-কারীর আদর্শপুরুষকে 'ব্রহ্মজ্ঞানী' প্রভৃতি নামে পরিচিত করাইতে চাহে, তাহাদের বাক্য অশাস্ত্রীয়, তাহারা ধর্মধ্বজী, তাহাদের অবাধ্য অভীষ্টগুলি ধর্মধ্বজা—সুবিধাভোগিকুলের নায়ক-মাত্র। আমরা ত' পদে পদে দেখিতে পাই—শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই, ব্রহ্মজ্ঞানীর উপমানস্বরূপ—চরম আদর্শ-স্বরূপ শুক-সনকাদি ঋষিগণের জন্মজন্মান্তরবাঞ্ছিত চরণ-বিনিসৃত তুলসীর গন্ধেই 'ব্রহ্মজ্ঞানের পরিপাক ও পরম ফলস্বরূপ কৃষ্ণসেবার মহিমা-প্রচারে রত হইয়াছিল। শুক-সনকাদির ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানিকুলশিরোমণিগণ কোনও দিনই ত' ঐরূপ চিজ্জড়সমন্বয়বাদের আদর্শ দেখান নাই। সুতরাং মনোধর্মকল্পী নাস্তিককুলের সমন্বয়ের আধুনিক অভিধান-মতে গণতন্ত্র কীর্তিত হইলেও আমরা সাধুশাস্ত্র দর্শন করিয়া কখনই কৃষ্ণভোগ্যা চরণকে কুবি-কীটের ভোগ্য বিষ্ঠার সহিত এক বলিতে পারি না—সাত্বত শাস্ত্রে যে বিষ্ণু-পূজা, বৈষ্ণব-পূজার মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে, তাহার সহিত মিশ্র রজস্তমোগুণের অধিকারি-গণের জন্য লিখিত দেবতা[illegible] বাহ্যজ্ঞানে সমান আসন প্রদান করিতে [illegible]—নির্গুণ শাস্ত্র—পাঞ্চরাত্রসংহিতা [illegible] বিষ্ণুর সহিত সামান্য নীতিশাস্ত্র বা মিশ্রসত্ত্বকে তমোগুণাধিকারযুক্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়কে কখনই 'এক' বলিতে পারি না। বৈষ্ণবের সাধুসঙ্গ দর্শন—সুফলের দর্শন পরিত্যাগ করিয়া ভোগ-দর্শনে চিন্ময় স্বরূপকে 'কৃষ্ণদাস' বলিয়া জগৎবৎ করিতে পারি, ইহাও মিশ্র-সত্ত্ব-রজস্তমোগুণাধিকারযুক্ত শাস্ত্রের তত্তৎ মিশ্র বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের একমাত্র একায়ন শ্রীকৃষ্ণসেবার উদ্দেশ বা লক্ষ্যকে প্রণাম করিতে পারি; কিন্তু তাহাদের বাহ্য দর্শনকে কখনই আদর করিতে পারি না। চন্দনের দ্বারা কৃষ্ণসেবা হয়, বিষ্ঠার দ্বারা কৃষ্ণসেবা হয় না—বিষ্ঠা বর্জন করিয়া কৃষ্ণসেবা হয়। বিষ্ঠা কখনও অন্বয়ভাবে কৃষ্ণসেবা করিতে পারে না—অসৎসঙ্গ কখনও অন্বয়ভাবে ভজনের অনুকূল হইতে পারে না—বিষ্ঠা পরিত্যাগ করিলে—অসৎসঙ্গ বর্জন করিলে ভজনের অনুকূলতা লাভ হয়। মায়া অন্বয়ভাবে কৃষ্ণসেবা করিতে পারে না—ব্যতিরেকভাবে কৃষ্ণসেবার অনুকূলতা করিতে পারে। সুতরাং মায়াকে ও কৃষ্ণকে একাকার করিয়া সমন্বয়বাদীর অশাস্ত্রীয় ধৃষ্টতন করিতে পারি না। বৈষ্ণবকে সাত্বত শাস্ত্র 'জগদ্‌গুরু' বলিয়াছেন বলিয়া নির্ভেদ-জ্ঞানী, অষ্টাঙ্গযোগী, ফলভোগী কর্মী, অজ্ঞাভিলাষী, ভক্তী, তপস্বীকে যদি তামস, রাজস শাস্ত্র-সমূহ আপেক্ষিক প্রশংসা করিয়াও থাকে, সেজন্য তাহারাও অপ্রতিদ্বন্দ্বী, নিরপেক্ষ 'জগদ্‌গুরু'—ইহা কখনই বলিব না। কারণ, মলযুক্তের প্রশংসা ও নির্মলের প্রশংসা, মিশ্রগুণীর প্রশংসা আর অবিমিশ্র গুণী বা নির্গুণের প্রশংসা কখনই এক নহে। এই সকল দিব্যজ্ঞান প্রদান করিয়া নাস্তিকতার বিষবাষ্প চিজ্জড়সমন্বয়বাদের কবল হইতে যিনি জগজ্জীবকে উদ্ধার করেন, সেই মদাচার্যাই—জগদাচার্য্য, সেই মদ্‌গুরুই—'জগদ্‌গুরু'।

দ্বাদশ বন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম খণ্ড, ১৯শ সংখ্যা ২৯১ পৃষ্ঠার পর)

(২) তালবন

অহো তালবনং পুণ্যং যত্র তালৈর্দ্রুমোত্তমৈঃ।
হিতায় গাবঃসাকং রামঃ ক্রীড়নকায় চ॥
(শ্লোকে বৈষ্ণবধর্ম্মে মধুরারাধাস্যো)
তালবনে প্রভু তাল-রক্ষক অসুরে।
বধিল কৌতুকে সুখ সবার অন্তরে॥
(চঃ ভঃ ৪র্থ অঃ)

মধুবনে (মহোলি Maholi) হইতে দুই মাইলের কিঞ্চিৎ অধিক দূরে দক্ষিণে (ঈষৎ পশ্চিম কোণে) 'তালবন'। 'তালবন' 'তারসা' (Tarsi) নামক স্থানে অবস্থিত। ক্রবটীলার অনতিদূরেই তালবন। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের প্রায় ৮ মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে 'তালবন' পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ ১৫শ অধ্যায়ের ২১শ শ্লোকে দেখিতে পাই, শ্রীবলদেব ও শ্রীকৃষ্ণের সখা শ্রীদাম, সুবল ও স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি গোপবালকগণ শ্রীরাম-কৃষ্ণকে বলিতেছেন,—

রাম রাম! মহাবাহো! কৃষ্ণ! দুষ্টনিবর্হণ।
ইতোঽবিদূরে সুমহদ্বনং তালালিসঙ্কুলম্।

অর্থাৎ হে রাম! হে মহাবল রাম! হে দুষ্টদমন কৃষ্ণ! এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের অনতি দূরে বহু তালবৃক্ষে এক বৃহৎ বন আছে।

এই শ্লোকের টীকায় "বৈষ্ণব-তোষণী" বলিতেছেন,—অবিদূরে—অনতিদূরে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূর্ব্বতঃ ক্রোশচতুষ্টয়ান্তরে বৃন্দাঃ তথাচ শ্রীবারাহে—

"অস্তি গোবর্দ্ধনং নাম ক্ষেত্রং পরম দুর্ল্লভম্।
মথুরা-পশ্চিমে ভাগে অন্তরাদ্ যোজনদ্বয়ম্। ইতি
তথা—
অস্তি তালবনং নাম ধেনুকাসুর-রক্ষিতম্।
মথুরা-পশ্চিমে ভাগে অন্তরালেকযোজনম্॥

ইতি সুমহৎ ক্রোশদ্বয়ব্যাপিত্বাৎ তদ্বিশেষশ্চ শ্রীহরিবংশে—

"স তু দেশঃ সমঃ স্নিগ্ধঃ সুমহান্ কৃষ্ণমৃত্তিকঃ।
দর্ভপ্রায়ঃ তৃণীভূতো লোষ্ট্রপাষাণবর্জ্জিতঃ॥"

তাৎপর্য্য এই—

গোবর্দ্ধনপর্ব্বতের অনতিদূরে, পূর্ব্বদিকে চারি ক্রোশের মধ্যে তালবন অবস্থিত। শ্রীবরাহপুরাণ বলেন, পরম দুর্ল্লভ 'গোবর্দ্ধন' নামক ক্ষেত্র মথুরার পশ্চিমভাগে দুইযোজন-দ্বয়ের অন্তরে বিরাজিত। সেই বরাহপুরাণেই উক্ত হইয়াছে,—মথুরার পশ্চিম ভাগে এক যোজনের অন্তরে ধেনুকাসুর-রক্ষিত 'তালবন' আছে। সেই তালবন ক্রোশদ্বয় ব্যাপ্ত, সেইজন্য তাহাকে 'সুমহৎ' বলা হইয়াছে। শ্রীহরিবংশে তাহার বিশেষ বিবরণ যথা,—সেই প্রদেশ অঙ্কুর, স্নিগ্ধ, সুবিস্তৃত, কৃষ্ণমৃত্তিকাযুক্ত, দুর্ব্বাবহুল, অকৃত্রিম ভূমিময়, লোষ্ট্রপাষাণহীন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের প্রকট সময়েও এই স্থান 'তারনী', 'তালসী' বা 'তারকরা' প্রভৃতি নামে খ্যাত ছিল। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ উপরি-উক্ত তালবতীয় শ্লোকের টীকায় লিখিতেছেন,—

গোবর্দ্ধনাদবিদূরে ক্রোশচতুষ্টয়ান্তরে তারকরা প্রভৃতি তালনীতি খ্যাত প্রদেশগতং বনম্—

"অস্তি তালবনং নাম ধেনুকাসুর-রক্ষিতম্।
মথুরা-পশ্চিমে ভাগে অন্তরালেকযোজনম্॥"

ইতি বারাহোক্তেঃ। পশ্চিমে পশ্চাদ্ভবে ভাগে ইতি নৈর্ঋতকোণে ইতি ব্যাখ্যেয়ং তত্রৈব তদ্দর্শনাৎ।

গোবর্দ্ধনের অনতিদূরে চারি ক্রোশের মধ্যে 'তারকরা' বা 'তালসী' নামে প্রদেশগত বনই 'তালবন'। বরাহ-পুরাণের উক্তি হইতে জানা যায় যে, ধেনুকাসুর-রক্ষিত, 'তালবন' মথুরার পশ্চিমভাগে অবস্থিত, এখানে 'পশ্চিম ভাগ' পশ্চাদ্বর্ত্তিত্ব প্রদেশে—পশ্চিম-দক্ষিণ-দিকে, এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। কারণ, মথুরা হইতে 'তালবন' ঐরূপই দৃষ্ট হয়। মথুরার তিন মাইল নৈর্ঋতকোণে (পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে) তালবন। বর্ত্তমান মথুরা নগরীর প্রায় পাঁচ মাইল দক্ষিণে 'তারনী'।

তালবন-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।১৫শ অধ্যায়) প্রসঙ্গ এইরূপ—শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণ গৌরগুকাল (৬ষ্ঠ বৎসর বয়ঃক্রম) প্রাপ্ত হইলে শ্রীদাম প্রভৃতি গোপগণ শ্রীরাম-কৃষ্ণকে পশুপালনার্থ প্রধান করিলেন। ভগবান্ গোপালন-কালে ব্রজ বাসিগণের সুখের নিমিত্ত বহু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, তন্মধ্যে 'তালবন'-লীলা অন্যতম। একদিন শ্রীরাম-কৃষ্ণ সখাগণের সহিত বৃন্দাবনের বিভিন্ন বনে প্রবেশ করিয়া গোচারণাদি ক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময় শ্রীদাম, সুবল, স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি সখাগণ বলিলেন,—"হে মহাবাহো রাম, দুষ্টদমন কৃষ্ণ, এই গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের অতি নিকটে বহু তালপূর্ণ একটী সুবৃহৎ তালবন আছে। ঐ তালবনে প্রত্যহই অনেক তালফল পড়িয়া থাকে এবং এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু দুরাত্মা ধেনুকাসুর ঐ ফলগুলি রক্ষা করিতেছে। কোন প্রাণীই ঐ ফলগুলিতে অধিকার পায় না। মহাবলী ধেনুকাসুর পর্ব্বতের রূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বদাই ঐ তালবনে অবস্থান করে। উহার সহিত উহারই অন্যান্য বহুতর বলশালী জাতিবর্গও তথায় থাকিয়া তাল রক্ষা করিতেছে। ঐ অসুর নরমাংস ভোজন করে, সুতরাং মনুষ্য, পশু, এমন কি, আকাশে বিচরণশীল পক্ষিকুল পর্য্যন্ত উহাদের ভয়ে ঐ বনে প্রবেশ করিতে পারে না। ঐ দেখ, চতুর্দ্দিক

কিরূপ সুপক্ক তালের গন্ধে আমোদিত হইয়াছে। ঐ ফলের গন্ধে আমোদিদের বড়ই লোভ জন্মিয়াছে। আমাদিগকে ঐ ফল প্রদান কর।"

বলভদ্রের বাক্যে শ্যাম-কৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে গোপবালকগণের সহিত তালবনে প্রবেশ করিলেন। তালবনে প্রবিষ্ট হইয়াই অগ্রে বলদেব মত্তহস্তীর ন্যায় দুই বাহুর দ্বারা তালবৃক্ষগুলিকে কম্পিত করিয়া তালসমূহ পাতিত করিয়া ফেলিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্নেহবশতঃ বলদেবই অগ্রে অসুর-অধ্যুষিত বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। একটি বৃক্ষ কম্পিত হওয়ায় তাহার সম্বন্ধে অন্যান্য বৃক্ষগুলিও কম্পিত হইল এবং উহাদের সুপক্ক ফল মাটীতে পড়িয়া গেল।

তালফলগুলির পতন-শব্দ শুনিতে পাইয়া গর্দ্দভাসুর দৌড়াইয়া আসিল এবং পশ্চাদ্ভাগের পদদ্বয়-দ্বারা সবলে বলরামের বক্ষে আঘাত করিয়া গর্দ্দভের ন্যায় বিকট শব্দ করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া গর্দ্দভ পুনরায় বলদেবকে আঘাত করিবার অভিপ্রায়ে সদর্পে ধাবিত হইল, তখনই শ্রীবলদেব অসুরের [illegible] করিয়া পূর্ব্বকপূর্ব্বক প্রবলবেগে উহাকে ঘুরাইতে লাগিলেন। সেই ঘূর্ণনেই অসুরের প্রাণ বিনষ্ট হইল। বলদেব [illegible] উপর অসুরের মৃতদেহ নিক্ষেপ করিলেন।

অন্যান্য তালবৃক্ষ গর্দ্দভের দেহের আঘাতে কাঁপিতে কাঁপিতে পার্শ্বস্থ বৃক্ষকে কম্পিত করিয়া স্তব্ধ হইল, সেই কম্পিত বৃক্ষ আবার অপর বৃক্ষকে কাঁপাইয়া তাপিয়া পড়িল। এইরূপে এক একটি বৃক্ষ পার্শ্বস্থিত বৃক্ষকে কাঁপাইতে কাঁপাইতে তাপিয়া পড়িতে লাগিল।

এই জন্যই বোধ হয় বর্ত্তমানে "তালবনে" একটি তালবৃক্ষও দেখিতে পাওয়া যায় না।

ধেনুকাসুর নিহত হইলে উহার জ্ঞাতিবর্গ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের প্রতি ধাবিত হইল। অসুরগণ নিকটে আসিবামাত্র রামকৃষ্ণ অসুরদিগের পশ্চাদ্ভাগের পদদ্বয় ধারণ করিয়া অনায়াসে উহাদিগকে তালবৃক্ষের উপরে নিক্ষেপ করিলেন। শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভুত লীলার কথা শ্রবণ করিয়া আকাশ হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণ গীতবাদ্য এবং মহর্ষিগণ স্তব করিতে লাগিলেন।

তালফল প্রায় ছয় মাসেই পাকিয়া থাকে; সুতরাং শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদির উক্তি অনুসারে গ্রীষ্মকালে কালীয়-দমন হইবার পরেই এই তালবনে ধেনুকাসুর বধ হইয়াছিল।

তালবনে 'তালবনকুণ্ড' ও "শ্রীশ্রীবলদেবজীউর শ্রীমূর্ত্তি" বিরাজমান আছেন। এই স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ১৫শ অধ্যায় হইতে শ্রীবনপরিক্রমা-কালে ভক্তবৈষ্ণবের মুখে তালবন-লীলা-পাঠ শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। (ক্রমশঃ)

প্রচার-প্রসঙ্গ

বিগত ১২ই ডিসেম্বর মধ্যাহ্নে শ্রীচৈতন্যমঠের ভক্তিপ্রচারকগণের অন্যতম ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ দিল্লীধাম হইতে আলিগড় ষ্টেশনে পদার্পণ করিলে তত্রত্য বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত অধিবাসীবৃন্দ তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহকারে সকলের প্রধান রাজপথ দিয়া তাঁহাদিগকে স্থানীয় হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন-সভায় লইয়া যান। ১৩ই ডিসেম্বর স্বামিজীদ্বয় ইংরাজী ও হিন্দী-ভাষায় 'ভক্তি' সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামিজীদ্বয়ের শ্রীমুখে সহজবোধ্য, চিত্তাকর্ষক, অমৃতবর্ষিণী হরিকথা-শ্রবণে শ্রোতৃমণ্ডলী অত্যন্ত আনন্দানুভব করিয়াছিলেন। ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে উক্ত প্রচারকগণের উদ্যোগে এক বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্কীর্ত্তনে বহু বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ মাসাধিক-কালব্যাপী প্রসিদ্ধ ঢাকা নগরীকে গৌরবিহিত কীর্ত্তনবাণী-বন্যায় প্লাবিত করিয়া বর্ত্তমানে কতিপয় কীর্ত্তনীয়া ও ব্রহ্মচারীসহ বিহার-প্রদেশে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিতেছেন। স্বামিজী কএক দিবস বিহার-প্রদেশস্থিত ভাগলপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে বিশিষ্ট শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তাঁহাদের নিকট জীবের আত্যন্তিক কল্যাণের উপায় ভাগবতী বাণী কীর্ত্তন করিয়া সম্প্রতি তিনি হরিকথা-প্রচারোদ্দেশ্যে মুঙ্গের-অভিমুখে শুভবিজয় করিয়াছেন।

১০ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২৪শে পৌষ শনিবার, ১৩৩৮ ; ৯ই জানুয়ারী, ১৯৩২ | ২২শ সংখ্যা

আচার্য্যানুগমনে

লক্ষ্ণৌ

২৩শে কার্ত্তিক (১৩৩৮), ১০ই নভেম্বর (১৯৩১) রাত্রি ৯টায় লক্ষ্ণৌ 'দিলখুসা' পাতিয়ালা-ভবনে (৪নং হেষ্টিংস রোড্ লক্ষ্ণৌ ক্যান্টন্‌মেণ্টে) শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কতিপয় ভক্তসহ উপস্থিত হইলেন। প্রভুপাদের সঙ্গে আসিলেন—শ্রীপাদ অধোক্ষজ প্রভু, শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীসজ্জনানন্দজী এবং শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ। লক্ষ্ণৌ আসিয়াই শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে একখানা টেলিগ্রাম পাইলেন, তাহার মর্ম্ম এই—"শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্নকূট-মহোৎসব এবার পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বিগুণতর সমারোহে অনুষ্ঠিত হইতেছে। শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারি-বিদ্যাভূষণ প্রভু আগামী কল্য (১১ই নভেম্বর ১৯৩১) লক্ষ্ণৌ আসিয়া পৌঁছিবেন।"

২৪শে কার্ত্তিক (১৩৩৮), ১১ই নভেম্বর (১৯৩১) বুধবার সন্ধ্যা ৬টা-০০ মিনিটে মেবারুন এক্সপ্রেসে আচার্য্যত্রিক প্রভু ও শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারীজী লক্ষ্ণৌ আসিয়া পৌঁছিলেন। ইঃপূর্ব্বে ট্রেণ পৌঁছিবার বিষয় দেখিয়া হিউয়েট্ রোডে মাইথ্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে "ভাগবত"-পত্রের ১২ সংখ্যার অবশিষ্ট পুস্তকগুলি গাড়ী-পূর্ব্বক লক্ষ্ণৌ-ভবনে শ্রীপাদ অধোক্ষজ প্রভু, শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ প্রভু, ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দজী, শ্রীমান্ দক্ষিণাকৃষ্ণ এবং শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি কয়েকজন আচার্য্যত্রিক প্রভুকে আনিতে গিয়াছিলেন। আচার্য্যত্রিক প্রভু অন্নকূট-মহোৎসবের ভিন্ন ভিন্ন রকমের শুষ্ক প্রসাদ সেবা আসিয়াছিলেন, সেই সকল প্রসাদ—শ্রীপাদ অধোক্ষজ প্রভুর ভবনে (লক্ষ্ণৌ ২৬৮নং সদর বাজারস্থ) শ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে সাজাইয়া রাখা হইল। এক একটী বিরাট্‌কায় মিষ্ট দ্রব্য। আচার্য্যত্রিক প্রভুর বিশেষ প্রার্থনায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ঐ প্রসাদ—"শুষ্ক পর্য্যুষিতং

বাদি [illegible] প্রতিষ্ঠানের ভোক্তৃত্বং নাস্ত কালবিচারণা"। প্রভৃতি বিচারে ব্যভিচারিং সম্মান কাহিনে ভক্তগণ মহানন্দে অবশেষে গ্রহণ করিলেন।

শ্রীধাম অযোধ্যায় প্রভুর ভবনে প্রণাম সম্মানান্তর সকলেই "পাতিহালা-ভবনে" প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীপাদ অযোধ্যক ভক্তিকোবিদ প্রভু প্রভুপাদের নিত্য আদর্শ ভক্ত-গৃহস্থ। তাঁহার গুরু-বৈষ্ণব-সেবা-প্রবৃত্তি ভক্ত বৈষ্ণব-সমাজে প্রবাদের মত প্রচারিত রহিয়াছে। সরলতা ও সেবার আদর্শ তিনি। বিশেষতঃ তাঁহারই প্রযত্নে ও অনুকূলো শ্রীনৈমিষারণ্য শ্রীনৈমিষারণ্য মঠের মুখপত্র-স্বরূপ "ভাগবত" নামক একটি ত্রিভাষি পত্র প্রকাশিত হইয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট পূরণ করিতেছেন।

২৬শে কার্ত্তিক, ১২ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার প্রাতঃকাল ৬টায় ব্রহ্মচারী শ্রীচরণগোবিন্দজী ও শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ লক্ষ্ণৌ হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়া করিলেন। তাঁহাদের সহিত গৌড়ীয়ের প্রতিনিধি দেখা হইল।

২৭শে কার্ত্তিক (১৩৩৮), ১৩ই নভেম্বর (১৯৩১) শুক্রবার প্রাতঃকালে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ অস্থি (বাড়ী সোনখো, জেলা কানপুর) ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উদয়-নারায়ণ মিশ্র (লক্ষ্ণৌ) এই দুই ভদ্রলোক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাটি প্রবেশ করিতে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদিগকে অনেক হরিকথা বলিলেন। তাঁহারা উভয়েই মুমুক্ষু-শূন্যযুক্ত বিদ্ধা ভক্তির পক্ষপাতী অর্থাৎ তাঁহারা রামানন্দি-সম্প্রদায়ের মতবাদকেই বহুমানন করেন। তাঁহাদের নিকট শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগীতার "অবাক্ত" শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তখন মায়াবাদ এবং মায়াবাদের পক্ষযুক্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত প্রবলভাবে নিরাস করিতে লাগিলেন। পাতিহালা ভবনটী ক্যান্টনমেন্টের নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত। শ্রীল প্রভুপাদের বাটীতে প্রকোষ্ঠ মুখরিত হইয়া উঠিল। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখমণ্ডল ভক্তিরসে রঞ্জিত হইয়া উঠিল, চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত হইল। যেন কি অপূর্ব্ব সুদর্শন-চক্র নির্গত হইয়া সুদর্শনময়ী বাণীর দ্বারা মায়াবাদের মায়াময়ী সত্তাকে বিনাশ করিতে উদ্যত! মনে হইল যেন জগদ্গুরু ব্যাস ভাগবতী বাণীর দ্বারা মায়াবাদকে খণ্ড-বিখণ্ডিত করিতেছেন, কিংবা ভক্তির শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্য, অথবা অভিন্ন শ্রীনিম্বার্কাদিত্য শ্রীরামানুজাচার্য্য, মায়াবাদ-মতাবলম্বীকে এই যুগে আবার শাস্ত্রসিদ্ধান্তে বিদূরিত করিবার জন্য উদিত! আমার মনে হইল যেন শ্রীরূপানুগ শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুপাদ, তাঁহারই অভিন্ন শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিয়া মায়াবাদমরুভূমিকে শাস্ত্র-জলে সিক্ত করিতেছেন! সে এক অনির্ব্বচনীয় ব্যাপার!

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উক্ত পণ্ডিত-দ্বয়ের সম্মুখে শ্রীমদ্-শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ-নিরাস ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের কথা বলিলে পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতদ্বয় বলিলেন যে, কবিবর তুলসীদাস-জীও একজন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ভক্ত ছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ জানাইলেন যে, কবি তুলসীদাসজী রামানন্দি-সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। রামানন্দি-সম্প্রদায় শ্রীরামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈত-বিচার হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের বিচারে মুমুক্ষার পঙ্ক প্রবেশ করিয়াছে। মুমুক্ষা-পঙ্কযুক্ত ভক্তির আদর্শ—কখনই শুদ্ধা ভক্তি নহে। ঐরূপ বিদ্ধা ভক্তি বা প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাসকে শ্রীগৌরসুন্দর আদর করেন নাই।

কাশীবাসী বৈষ্ণব-বর তপনমিশ্রের আত্মজ শ্রীরঘুনাথ ভট্ট (যিনি পরে শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী নামে পরিচিত হন) মহাপ্রভুর দর্শনার্থ কাশী হইতে পুরী চলিয়াছেন। পথে পুরী-যাত্রী রামদাস বিশ্বাসের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় উভয়েই একসঙ্গে পুরীর অভিমুখে চলিলেন। রামদাস বিশ্বাস 'সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ', 'কাব্যপ্রকাশ' নামক অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক, রামচন্দ্রের উপাসক এবং তৎকালে যাঁহারা শুদ্ধ ও বিষ্ণুবৈষ্ণবের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারিতেন না, সেইরূপ সাধারণের নিকট 'পরম বৈষ্ণব' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি অষ্টপ্রহর রাম নাম জপ করিতেন, সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া তিনি জগন্নাথ-দর্শনে চলিয়াছেন। তিনি আপনাকে 'কায়স্থ' বৈষ্ণব (?) এবং শ্রীল রঘুনাথকে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব (?) বিচার করিয়া পথে শ্রীল রঘুনাথ ভট্টের কাঁসি মাথায় বহন করিয়া চলিতে লাগিলেন, কোথাও বা ভট্ট শ্রীরঘুনাথের পাদ-সম্বাহনাদি নানাপ্রকার সেবা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলে শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট তাঁহাকে বলিলেন—"তুমি বড় লোক, বৈষ্ণব, তোমার এ সকল উপযুক্ত নহে, তুমি সুখে পুরী চল।" রামদাস তাহাতে বলিলেন যে, তিনি অধম শূদ্র,

ব্রাহ্মণের সেবাই তাঁহার ধর্ম। রাত্রি-দিনে তারকব্রহ্ম রাম-নাম জপ করিতে করিতে রামদাস বিশ্বাস শ্রীরঘুনাথ ভট্টের সহিত নীলাচলে আসিয়া উপনীত হইলেন। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট সর্ব্বাগ্রেই ঈশ্বরমহাপ্রভুর নিকট গমন করিয়া প্রভুর চরণে পতিত হইলেন এবং প্রভুপদে শ্রীতপনমিশ্র ও ও শ্রীচন্দ্রশেখরের দণ্ডবন্নতি জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু রামদাস বিশ্বাস যখন প্রথম মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তখন মহাপ্রভু রামদাসকে অধিক আদর করিলেন না। তৎপ্রতি ঔদাসীন্যই প্রদর্শন করিলেন। কারণ, মুমুক্ষু-গন্ধযুক্ত ভক্তাভাসের চেষ্টা অনভিজ্ঞ ভক্তক্রব-সমাজে বা সাধারণ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে 'ভক্তি' বলিয়া মনে হউক না কেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু উহাকে আদর করেন না। কেননা—অকিঞ্চনা ভক্তিই শ্রীভগবানের সেবোন্মুখ-তাৎপর্য্যপরা—তাহাই প্রৌঢ়িস্তকৈতব ভাগবতধর্ম্ম। শ্রীধর-স্বামিপাদ 'প্র'-শব্দে 'মোক্ষাভিসন্ধি' পর্য্যন্ত নিরাস করিয়া-ছেন। অন্তরে যাঁহার মুমুক্ষু-গন্ধের লেশমাত্র আছে, তাঁহাকে কখনই 'শুদ্ধবৈষ্ণব' বলা যায় না। শুদ্ধা ভক্তি ব্যতীত ভগবান্ কখনই প্রীত হন না। বিদ্বা ভক্তির মধ্যে অনেক প্রকার মনোরম কাব্য, ছন্দ, অলঙ্কার প্রভৃতির ছটনা থাকিতে পারে এবং উহা সাধারণ ব্যক্তিগণের নিকট আকর্ষণের ইন্দ্রজালও বিস্তার করিতে পারে, কিন্তু তাহা কখনই কৃষ্ণকর্ণামৃত হয় না। মুমুক্ষা বা মুমুক্ষার পিশাচীর কোনপ্রকার 'গন্ধমাত্রের' সংস্পর্শ থাকিলেও কৃষ্ণভজন হয় না।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরামানুজের শক্তি-বিচার, মায়াবাদ-খণ্ডন, শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পঞ্চরাত্রদূষণবাদ-নিরাস, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা প্রভৃতি বহু প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া রামানন্দি-সম্প্রদায়ের মতের সহিত বিশিষ্টা-দ্বৈতবিচারপর শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের প্রকৃত সিদ্ধান্তের পার্থক্য জানাইলেন।

শ্রীরামানন্দি-সম্প্রদায়ের পরবর্ত্তী অধস্তনগণের এক পক্ষ শ্রীরামানন্দকে শ্রীরামচন্দ্রের অবতার কল্পনা করিয়া শ্রীরামানন্দি-সম্প্রদায়কে একটি পৃথক্ সম্প্রদায়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। আবার অপর পক্ষ শ্রীরামানন্দকে রামাংশাবতার বলিলেও শ্রীরামানুজাচার্য্যের অধস্তন আচার্য্যরূপে শ্রীরামানন্দের আম্নায়-পরম্পরা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তিনি-'ভক্তমাল'-রচয়িতা নাভাদাস ও বার্ষিক-প্রকাশকার শেষোক্ত মতের পক্ষপাতী। বার্ষিক-প্রকাশে শ্রীরামানুজ হইতে শ্রীরামানন্দ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিতক্রমে গুরু-পরম্পরা প্রদর্শিত হইয়াছে,—

(১) শ্রীরামানুজাচার্য্য, (২) গোবিন্দ, (৩) হৃষেশ, (৪) পরাশর, (৫) বিশ্বক্সেনযোগী, (৬) লোকাচার্য্য, (৭) দেবাধিপাচার্য্য, (৮) শৈলেশ, (৯) বরবরমুনি, (১০) পুরুষোত্তম, (১১) গদাধর, (১২) সদাচার্য্য, (১৩) রামেশ্বর (১৪) ধরানন্দ, (১৫) দেবানন্দ, (১৬) গুণানন্দ, (১৭) হরানন্দ, (১৮) বিদ্যানন্দ, (১৯) পূর্ণানন্দ, (২০) শ্রীরানন্দ, (২১) হরিরানন্দ, (২২) রাঘবানন্দ ও (২৩) রামানন্দ।

বার্ষিক-প্রকাশকার বলেন,—মুন্সী তুলসীরামজী, সভাপতি সিংহজী এবং ডাঃ এইচ্, এইচ্, উইলসন প্রভৃতি লেখকগণ শ্রীরামানন্দকে শ্রীরামানুজ হইতে [(১) শ্রীরামানুজাচার্য্য, (২) শ্রীদেবাচার্য্য, (৩) শ্রীহরিয়ানন্দ, (৪) শ্রীরাঘবানন্দ, এবং (৫) শ্রীরামানন্দ-স্বামী]—এই যে 'পঞ্চম' বলিয়াছেন, তাহাতে মধ্যবর্ত্তী আচার্য্যগণের নাম বাদ পড়িয়া গিয়াছে। ইহার কারণ, উক্ত লেখকগণ কেবল শ্রীভক্তমালের মূল পয়ারের উপর নির্ভর করিয়াই ঐরূপ গুরু-পরম্পরা লিখিয়াছেন; কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া সাম্প্রদায়িক আম্নায়-লিপি-পরম্পরা দর্শন করেন নাই।

"রামানন্দ-ধর্ম্ম-প্রকাশ" নামক গুজরাটী ভাষায় লিখিত শ্রীরামানন্দের একটী চরিতগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা পাঠে জানা যায়, শ্রীরামানন্দ কাশীতে 'গিরিপালক' নামক এক শিবমার্গী সন্ন্যাসীর নিকট গমন করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে সন্ন্যাস-সংস্কার লাভ করিয়া 'রামভারতী' নামে প্রসিদ্ধ হন। ঐ গ্রন্থে আরও দুই হয়, যখন শ্রীরামানন্দ স্বীয় 'অমায়েৎ' অর্থাৎ 'পঞ্চবর্গ-মঠ' দক্ষিণদেশে প্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন, সেই কালে দাক্ষিণাত্যবাসী রামানুজীয় সম্প্রদায়ের তদানীন্তন আচার্য্যগণ শ্রীরামানন্দকে 'পতিতোপদেষ্টা' অর্থাৎ শ্রীরামানুজাচার্য্যের মত হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া স্বসম্প্রদায় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। শ্রীরাঘবানন্দজী নিজ শ্রীরামানন্দের এইরূপ অপমানের কথা শুনিতে পাইয়া বিশেষ দুঃখিত হন এবং শ্রীরামা-নন্দকে তাঁহার নিজ-নামেই স্বতন্ত্র সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন

করিতে বলেন। তখন হইতেই শ্রীরামানন্দের নামানুসারে 'শ্রীরামানন্দ-সম্প্রদায়' প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিন্তু শ্রীরামানন্দীয় অনেকে এ কথা স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, শ্রীরামানন্দ—শ্রীরামাবতার। সুতরাং উচ্চতন আচার্য্যের অধীনতা স্বীকার না করিয়াই তিনি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিতে পারেন। কিন্তু এই মতে পাদ্মোক্ত চারিটী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ততা স্বীকার না করায় এবং আচার্য্যানুগত্য অস্বীকার করিয়া স্বতন্ত্র মত অবলম্বন করায় শাস্ত্র ও মহাজন-পন্থা-লঙ্ঘনরূপ মহাদোষ আচার্য্যের স্কন্ধে আরোপিত হইয়া পড়ে।

ঐতিহাসিকগণের অনেকে বলেন,—শ্রীরামানন্দ কোন-প্রকার গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন নাই। কিন্তু শ্রীরামানন্দীয়-গণের অনেকে এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়া ত্রিদণ্ডী শ্রীরামানন্দ-স্বামীকে ভাষ্যকার ও দার্শনিক গ্রন্থকার বলিয়া প্রতিপাদন করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, শ্রীরামানন্দ-স্বামী "আনন্দ ভাষ্য" নামে ব্রহ্মসূত্রের এক ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা আরও বলেন, ঐ ভাষ্য বহু পূর্ব্বে অপ্রকাশিত থাকিলেও কিছুকাল পূর্ব্বে কাশীর কোন হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীরামানন্দ "বৈষ্ণব-মতাব্জ-ভাস্কর" নামক আরও একটী দার্শনিক গ্রন্থও নাকি রচনা করিয়াছিলেন। উহা প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে কাশীর কোনও লিথো প্রেসে ছাপা হইয়াছিল। কিন্তু এখন ঐ গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য। রামানন্দিগণ বলেন, এই গ্রন্থে শ্রীরামানন্দ বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। রামানন্দীয়গণের মতে,—শ্রীরামানন্দ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারও একটী ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু অনেকে বলেন, শ্রীরামানন্দ যদি ঐ সকল ভাষ্য রচনা করিয়াই থাকেন, তাহা হইলে তৎ-প্রবর্ত্তিত শ্রীমঠ সম্প্রদায়ে এতদিনে ঐ সকল গ্রন্থের বহু পঠন, পাঠন, আলোচনা এবং ভাষ্য-অনুভাষ্যাদি রচিত ও প্রসারিত না হইবার কারণ কি? কেহ কেহ বলেন, পরবর্ত্তিকালে অপর কোন রামানন্দ ঐ সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকিবেন। এই জন্যই বোধ হয়, শ্রীরামানন্দ-স্বামিপাদের নামে আরোপিত গ্রন্থগুলির বহুল প্রচার হয় নাই।

শ্রীরামানন্দীয়গণের কেহ কেহ শ্রীরামানন্দ স্বামীকে বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্তের প্রচারক বলিতে চাহেন বটে, কিন্তু শ্রীরামানন্দ-সম্প্রদায়ের অধস্তনগণের বিচার অনুধাবন করিলে তাঁহাদিগকে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির যাজক, চরমে অদ্বৈতবাদী বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা মোক্ষকেই প্রয়োজন জ্ঞান করেন। শ্রীরামানন্দজী মোক্ষ পর্য্যন্তই সাধনপতি স্বীকার করিয়াছেন। মোক্ষাতীতা নিরুপাধিকা প্রীতি মুখ্য ও প্রবলভাবে শ্রীরামানন্দের প্রচারে যেন দৃষ্ট হয়না। 'অগস্ত্যোক্তানুভূতি' প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের লিখিত বলিয়া প্রচারিত থাকিলেও ঐগুলি শ্রীরামানন্দি-সম্প্রদায়ের গ্রন্থমধ্যে গ্রহণ করিতে কোনও দ্বিধাই পশ্চাৎপদ হন না। "শ্রীরামানন্দ-বশাবলী", "শ্রীরামানন্দ-জন্মোৎসব" প্রভৃতি রামানন্দ-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ পাঠে শ্রীরামানন্দকে চতুর্থবর্ণ বা মোক্ষমার্গ-প্রকাশক আচার্য্য বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। যথা শ্রীরামানন্দ-প্রণামে—

নমঃ আচার্য্যবর্য্যায় রামানন্দায় ধীমতে।
মোক্ষমার্গ প্রকাশায় চতুর্থবর্ণপ্রধায় চ॥

(নাভাদাসকৃত ভক্তমালে)

রামানন্দীয়গণের "শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা" প্রভৃতি গ্রন্থে ভক্তির কথা থাকিলেও ঐকান্তিকী নিরুপাধিকা প্রীতিময়ী ভক্তির বিশেষ আলোচনা নাই। শ্রীরামানন্দ-সম্প্রদায়ে শ্রীরামচন্দ্র মুক্তিদাতৃরূপেই পূজিত হন। শ্রীরামানন্দের শিষ্য কবীরের মতে নির্ব্বিশেষই চরম লক্ষ্য। এইজন্য আধুনিক রামানন্দীয়গণ দুইজন কবীর স্বীকার করিয়া নির্ব্বিশেষবাদী কবীরকে কবীরপন্থিদলের প্রবর্ত্তক এবং তাঁহাদের আরোপিত পূর্ব্ববর্ত্তী মূল কবীর বা 'শ্রীরাম-কবীরের' প্রচারিত মতের বিকৃত মত-প্রচারক বলিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহারা বলেন,—শ্রীরাম-কবীরই রামানন্দীয় বৈষ্ণব। পরন্তু নিরাকারবাদী কবীর-পন্থিদলের প্রবর্ত্তক কবীর অন্য এক ব্যক্তি। সেই কবীরপন্থীদের সহিত রামকবীরের অধস্তন রামানন্দীয়গণের সম্বন্ধ তাঁহারা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন।

রামানন্দীয়গণ শ্রীরামানন্দস্বামীকে বিশিষ্টাদ্বৈতমতের উপদেষ্টা ভাষ্যকার বলিয়া স্থাপন করিতে চাহিলেও স্পষ্টভাবে শ্রীরামানন্দের লেখনী বা তৎসম্প্রদায়ের প্রচলিত মত হইতে শ্রীরামানন্দকে কতদূর বিশিষ্টাদ্বৈতমত-প্রচারক বলিয়া স্থাপন করিতে পারিবেন, তাহা সন্দেহের স্থল। সুধী-গণের অনেকেই শ্রীরামানন্দকে 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী' বলিবার

পরিবর্ত্তে প্রকৃত অদ্বৈতবাদী সন্নিবারই পক্ষপাতী। এমন কি, ফুহরার সাহেব প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণেরও এই মত। নাভাদাস প্রভৃতি লেখকগণের মতে শ্রীরামানন্দ শ্রীরামানুজ আচার্য্যের অন্তর্ভুক্তই হউন, আর রামানন্দ-দিগ্বিজয়াদি লেখকগণের মতে স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকই হউন, শ্রীরামানন্দে আরোপিত বর্ত্তমান যুগে শ্রীরামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, উপাসনা-প্রণালী এবং আচার-বিচার হইতে পার্থক্যলাভ করিয়াছে, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। শ্রীরামানুজীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকরূপে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনাই প্রচলিত। কিন্তু শ্রীরামানন্দী 'জমাৎ' বা 'রামাৎ' সম্প্রদায়ে শ্রীসীতারামের উপাসনাই প্রবলরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে।

কবি তুলসীদাসজীর কাব্যাবলীতে ভক্তির সৌন্দর্য্য-মূলক অনেক কথা থাকিলেও ঐকান্তিকী ও অহৈতুকী শুদ্ধা ভক্তি—যাহা শ্রীগৌরসুন্দরের পার্ষদগণ জগতে প্রচার করিয়াছেন, তাহা পাওয়া যায় না। কোন কোন স্থানে মুখ্যার্থ গন্ধ, উদ্দেশ বা প্রচ্ছন্ন প্রভাবও যে নাই, তাহা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু শ্রীল রূপানুগ-গণের প্রচারিত শুদ্ধা ভক্তিতে ঐরূপ কোনও প্রভাবই নাই—তাহাতে অহৈতুকী অপ্রতিহতা ভক্তির পূর্ণতম-সৌন্দর্য্য বিকশিত।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এইরূপভাবে প্রায় দুইঘণ্টাকাল অনেক কথা কীর্ত্তন করিলেন। উক্ত পণ্ডিতত্রয় পুনরায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণার্থ রাত্রিকালে আসিয়াছিলেন। তখনও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রায় ২৪ ঘণ্টাকাল শুদ্ধা ভক্তি, বিদ্ধা ভক্তি, চতুর্ব্বিধ নাস্তিক্যবাদ, চতুর্ব্বিধ আস্তিক্যবাদ, বাসুদেব-উপাসনা, লক্ষ্মী-নারায়ণ-উপাসনা, শ্রীসীতারাম-উপাসনা, শ্রীকৃষ্ণলীলা-উপাসনা, শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনার তটস্থ-তারতম্য বিচার কীর্ত্তন করিয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনার পারতম্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

১৪ই নভেম্বর (১৯৩১) প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে ব্রহ্মচারী শ্রীজ্ঞানানন্দজী, শ্রীযুক্ত সখীচরণ ভক্তি-বিনোদ, শ্রীযুক্ত অনাদি চরণ বিশ্বাস ও শ্রীযুক্তরানন্দ বিদ্যা-বিনোদ লক্ষ্ণৌ জংসন হইতে একটি পাশা-লাইনের গাড়ীতে কানপুর হইয়া গাড়ী বদল করিয়া দিল্লী এক্সপ্রেসে বৈকালে একটিকার সময় দিল্লী পৌঁছেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, আচার্য্যাত্মিক প্রভু, শ্রীপাদ অধোক্ষজ প্রভু শ্রীগৌড়ীয় মঠের মোটরযানে বেলা ১২-১০ মিনিটে লক্ষ্ণৌ হইতে রওয়ানা হইয়া রাত্রি ৭টায় আগ্রায় পৌঁছেন। সেই রাত্রি আগ্রায় অবস্থান করিয়া তৎপর দিবস (১৫ই নভেম্বর ১৯৩১) ভোর ৬-৪৫ মিনিটে আগ্রা হইতে মোটর-যানে আরোহন করিয়া পুরাহ্ণ বেলা ১০-৩০ মিনিটে দিল্লীর ওল্ড হেলি রোডস্থ ভবনে পৌঁছেন। এ দিবসই পূর্ব ভোরে পাঞ্জাব মেইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গিরি মহারাজ, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পদবিদ্যাভূষণ প্রভু ও শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র ভক্তিপারম ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু দিল্লীতে পৌঁছিয়াছিলেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

[৪]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১২শ সংখ্যার পর)

অষ্টম প্রসঙ্গ

নিত্যসিদ্ধ বিভানুক

"ন যৎপ্রীয় ন পরপ্রীয়ঃ
স্তুতো যস্তোষ-কারণম্।
নৈবনিন্দাঃ ব্যথয়ন্ত যাজ্ঞম্"

(ভাঃ গাগাহৎ)

আনন্দচন্দ্রের পরলোকপ্রাপ্তি

ঠাকুরের একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে পিতা আনন্দচন্দ্রের পরলোক গমন হইল। মাতামহের অতুল ঐশ্বর্য্যেও অভাব দেখা দিল। নানাপ্রকার চিন্তারাশির মধ্যে ঠাকুরের সৌরভকাল অতিবাহিত হইল। এই সময়কার কথা

ঠাকুর তাঁহার আত্মচরিতে এইরূপ লিখিয়াছেন,—"আমার একাদশ বৎসর বয়সে পিতার পরলোক গমন হইল। তখন হইতে আমি স্বাধীন হইলাম। আমার পরে কি হইবে, এই ভাবিতে লাগিলাম। সকল বিষয়েই অন্ধকার দেখি। আত্মীয় এমন কেহ নাই যে, আমার বিষয় চিন্তা করেন। স্কুলে যাই; পড়ি নাই।"

স্বতন্ত্র জীবনযাপনেও কুসঙ্গ প্রভাব-হীনতা

ঠাকুরের পিতার পরলোকগমনের পর হইতেই ঠাকুরের স্বচ্ছন্দভাবে চলিবার যথেষ্ট সুযোগ হইয়াছিল; কিন্তু এইরূপ বয়সে কুসঙ্গ-প্রভাবে বালকগণের যেরূপ বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা, বিশেষতঃ একপ স্বতন্ত্র জীবনে সহজেই কিশোর ও যুবকগণের যেরূপ বিপথগামী হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেরূপ কোন কুসঙ্গ ঠাকুরকে আশ্রয় করিতে পারে নাই। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিত্যসিদ্ধ লোকোত্তর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বাল্যকাল হইতেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনি তাঁহার আত্মজীবনচরিতে এই সময়ের কথা লিখিয়াছেন,—"সংক্ষেপতঃ এই বলা ছিল যে, আমি কোন কুসঙ্গ লাভ করি নাই। অনেক বিষয় চিন্তা করি, কবিতা রচনা করিতে চেষ্টা করি।"

উলাচণ্ডী মাহাত্ম্য

এইকালে ঠাকুর "উলাচণ্ডী মাহাত্ম্য" নামক একখানা কাব্য রচনা করিয়া সাহিত্যে তাঁহার ভবিষ্যৎ প্রতিভার প্রথম পরিচয় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পৌগণ্ডেই পরমেশ্বরোন্মুখিনী চিন্তাশীলতার পরিচয়

পৌগণ্ডকালেই ঠাকুরের মধ্যে তত্ত্ববিষয়ক চিন্তাশীলতা লক্ষিত হইয়াছিল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার আত্ম-চরিতে লিখিয়াছেন,—"জগৎ কি? আমরাই বা কি?—এই দুইটি কথা আমার মনে দশ বৎসর বয়স হইতেই জাগিতে-ছিল। একদিন সন্ধ্যার সময় চন্দ্রোদয় হইলে ছাদে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখি, চাঁদ আমার সঙ্গে সঙ্গে চলে। মনে করিলাম, যে চাঁদকে আমরা কলিকাতায় দেখিয়াছি, এ কি সেই চাঁদ? ছোট গোলাকার জিনিষ কিরূপে সর্ব্বত্র থাকে? একবার মনে করিলাম, ভিন্ন ভিন্ন দেশে বোধ হয় চাঁদ ভিন্ন ভিন্ন। আবার চাঁদ সঙ্গে সঙ্গে চলে দেখিয়া একই চাঁদ সর্ব্বত্র থাকে, এরূপ সিদ্ধান্ত হইল। কোন কোন স্ত্রীলোক বলিয়াছিলেন যে, চন্দ্র ও সূর্য্য দেবতা, দুই ভাই; তাঁহারা দুইজনে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মা বলিয়া দিয়াছিলেন যে, ভাল ভাল খাবার আনিবে। চাঁদ নথের কোণে সন্দেশ এনেছিলেন, সূর্য্য কিছু আনেন নাই। তজ্জন্য মা চাঁদকে অমৃতবর দেন এবং সূর্য্যকে এরূপ বলিয়া শাপ দেওয়ায়, তুমি জগতের মল-মূত্র শুকাইবে।" অল্পদিনের মধ্যেই জানিলাম, এ সব স্ত্রীলোকের কথা নিতান্ত অসার। আমি রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পুঁথি পড়িয়া অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিতেছিলাম। যাহাকে একটু বিজ্ঞ দেখি, তাঁহার সহিত ভাল ভাল কথা আলোচনা করি। একদিন মাতামহের বৈঠকখানার সম্মুখের বাগানে জামরুল খাইতে গেলাম। শুনিলাম, জামরুল গাছে ভূত থাকে। অনেককে ভূতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহই আর 'ভূত নাই'—এ কথাটি বলিলেন না। আমি বাড়িবার হইয়া বাচস্পতি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, ভূতযোনি একটা আছে। ভূত বায়ুর স্বরূপ এবং তাহাদের চক্ষু কুঁচের ন্যায় ছোট ছোট। বাচস্পতি মহাশয়ের কথা শুনিয়া ভূতের বিষয়ে আশঙ্কা বৃদ্ধি হইল। আমি পরীক্ষা করিবার জন্য 'রাম' নাম বলিতে বলিতে জামরুল-তলায় গিয়া বিশেষ নিরীক্ষণ করতঃ কোনপ্রকার ভূতের ক্রিয়া দেখিতে পাইলাম না। সন্ধ্যা হইলেই 'রাম' 'রাম' বলি।

জগদ্ধাত্রীর চালচিত্র করিতে একজন বৃদ্ধ ছুতোর নিযুক্ত থাকিত। আমি তাহার নিকট বসিয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। সে সকল বিষয়ের উত্তর দিত। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বল দেখি, এই প্রতিমার মধ্যে দেবতা কখন আসিবে?" সে উত্তর করিল যে, "আমি যেদিন ইহার চক্ষু দান করিব, সেই দিন দেবতা আসিয়া প্রতিমার অধিষ্ঠান হইবে।" আমি আগ্রহের সহিত সেই দিনে দেখিতে আসিলাম, কিন্তু দেবতার কোন অধিষ্ঠান দেখিতে পাইলাম না। আমি কহিলাম যে, লোকে পাল প্রথমে গড়ে, পরে মাটিতে এই প্রতিমা গড়িয়াছে। আবার তোমরা প্রথমে খড়ি পরে রংচিত্র করিলে। দেবতা বস্তুতঃ কখনই আসিলেন না। তখন সেই বৃদ্ধ সূত্রধর কহিল,

ব্রাহ্মণেরা ঘট বসাইয়া মন্ত্র পড়িলে ঠাকুর আবির্ভূত হইবে। আমি তখনও দেখিয়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না। সেই বৃদ্ধ সূত্রধরকে বিদ্ধ জানিয়া তাহার বাটীতে গিয়া সব কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে তখন বলিল,—"এই প্রতিমা-পূজায় আমার কিছু বিশ্বাস নাই। আমার বোধ হয়,-ব্রাহ্মণেরা জুয়াচুরি করিয়া এই ব্যবসা-দ্বারা টাকা অর্জ্জন করে।" বৃদ্ধ পণ্ডিতের সেই কথায় আমার বিশেষ প্রীতি হইল। আমি তাহাকে পরমেশ্বরের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, "যে যাহাই বলুক, আমি এক পরমেশ্বর ব্যতীত আর কাহাকেও বিশ্বাস করি না। দেব-দেবী—কল্পিত। আমি প্রত্যহ সেই পরমেশ্বরকে আরাধনা করি।" বৃদ্ধের কথায় আমার শ্রদ্ধা হইল।

তত্ত্বজ্ঞানে চিত্ত-প্রসন্নতা

আমি জিজ্ঞাসু হইয়া উঠিলাম। গোপাল খাঁ সেবায়েত ভোগখানার দ্বারে পাহারা দেয়। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল যে, "ঈশ্বরের নাম—খোদা। তিনি একা ছিলেন, আর কেহ ছিল না। খোদা নিজের শরীরের মলা রুলিয়া রুটির মত করিয়া একার্ণবের জলে ফেলিলেন। রুটির উপরার্দ্ধ আকাশ ও নিম্নার্দ্ধ পৃথিবী হইল। এইরূপে জগৎ সৃষ্টি হইলে আদম হাওয়া সৃষ্টি করিয়া মানুষ সৃজন করিলেন। আমরা সকলেই আদম হাওয়ার বংশ।" আমি এই গল্পটি শুনিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি রামকে কি বল?" সে বলিল, "রাম রহিম এক। তিনিই খোদা।" আমি তখনই কৃষ্ণের মাত্রর সন্ধান পাইলাম। কৃষ্ণের কথায় গোপাল খাঁ কহিল,—"সকল কুরাণই সয়তানের আওতাড়। তাহারা রহিমের নামে ভয় করে।" আমার তত্ত্বজ্ঞানে চিত্ত প্রসন্ন হইল।

ভগবন্নামনিষ্ঠা

পরশুরাম মুন্সেফী তখন আইন পড়েন। প্রথমে তিনি একটু একটু ঈশ্বর মানিতেন। শেষে ঈশ্বরকে জবাব দিয়াছিলেন। যখন ঈশ্বর মানিতেন, তখন রঘুনাথ ও নন্দরাম তাঁহার চেলা ছিলেন। ঈশ্বরবিশ্বাস ছাড়িয়া দিলে রামমোহন রায়কে গুরুমহাশয় বলিতে লাগিলেন। আমার মহাদুঃখ হইল। আমি একে ছেলে মানুষ, অনেক কথা জানি না। তাহাতে মত-ভেদ দেখিয়া মনে খুব ভয় হইল না। পরশুরাম মামা বলিলেন,—"বাবা! সকলই প্রকৃতি হইতে হইয়াছে। 'ঈশ্বর' বলিয়া প্রকৃতি হইতে পৃথক কেহই নাই।" এই সব কথা শুনিয়া আমি কোন কোন টোলে ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা আরও গোলমেলে কথা বলিতে লাগিলেন। অধিক সিদ্ধান্ত হইলেও আমি 'রাম'নাম ছাড়ি না।

মনোধর্ম্মে অশ্রদ্ধা ও শ্রৌতনিষ্ঠা

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাল্য-চরিত্রের এই সকল ঘটনা হইতে সুধীগণ ঠাকুরের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে অনেক বিষয় নিরূপণ করিতে পারেন। মেকেলি শাস্ত্র, প্রবাদ বা সাধারণ সংক্রামক ভ্রম-সমূহের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা যেরূপ শ্রৌত বিচার ও সিদ্ধান্তকে লঙ্ঘন করি, কিম্বা বাস্তব পরমেশ্বরে অকৈতব শ্রৌত বিশ্বাস-হীনতা যেরূপ বর্ত্তমান তরুণ বিশ্বের নিকট কুসংস্কার হইতে নিষ্কৃতির মাপকাঠি বলিয়া নির্দ্দীত হয়, ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাল্য চরিত্র তাহা নিরসন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সাধারণ মনোধর্ম্মের নানা প্রকার প্রবাদ, প্রচলিত সংস্কার কিংবা বিচারগুলি প্রকৃত আস্তিকতার বিরোধী। সর্ব্ববিধ সাধারণ সংস্কার ও মনোধর্ম্মের বিরুদ্ধে শ্রীরামায়ণ, মহাভারতের শ্রৌতসিদ্ধান্ত এবং রাম নামে দৃঢ় নিষ্ঠা মাত্র নয় দশ বৎসরের বালকরূপী ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চরিত্রে তাঁহার স্বাভাবিক শ্রৌতানুগত্যের সাক্ষ্য দিতেছে। ঘোর বহির্ম্মুখতার পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়াও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অতি শৈশবকাল হইতে শ্রৌত শ্রদ্ধা এবং সর্ব্ববিধ দুঃসঙ্গের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণভাবে অসংস্পৃষ্ট থাকিবার অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা তাঁহার চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে।

নবম প্রসঙ্গ

বিবাহ ও কলিকাতায় আগমন

কিছুমাত্র দেখি, আই পূজ্যে যৌবন।
বিবাহের কার্য্য মনে চিন্তে অনুক্ষণ।

(চৈঃ ভাঃ আদি ১০ম অঃ)

মাতৃদেবী কর্তৃক বিবাহের উদ্যোগ

কেদারনাথের সহোদরাদের অকাল মৃত্যুতে, মাতামহের বিপুল ঐশ্বর্য্যভোগে, পিতার পরলোক-গমনে, পিতৃকুলবিত্ত প্রাপ্তির অসম্ভাবনায়, মাতামহ-প্রদত্ত দুঃসম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণাভাবে হস্তান্তরিত দেখিয়া, কেদারনাথের জীবনে হতাশ হইয়া, তাঁহার জননী নিজ সপ্তম বর্ষীয়া কন্যা ও দ্বাদশবর্ষীয় ভাগিনীয় বালকের সহিত পরামর্শ করিয়া অতিকিংকর জানিয়া ঠাকুরের বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হন। রাণাঘাট-নিবাসী কোন বিশেষ সম্ভ্রান্ত বংশের জনৈকা পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকার সহিত দ্বাদশ বর্ষীয় বালক কেদারনাথের বিবাহ হইল। কেদারনাথ শ্বশুর-বাটীতে একাকী থাকিতে পারিবেন না বলিয়া তাঁহার সঙ্গে একটি পরিচারিকা দিয়াছিলেন। পরদিবস বরকন্যা উভয়ে আসিলেন। বাটীতে সকলেই বলিলেন,—'বেশ পুতুলের বিবাহ হইয়াছে।'

কলিকাতায় আগমন

বিবাহ শেষ হইতে হইতেই ঠাকুরের মাতামহের পীড়া ও ক্রমশঃ মৃত্যুর সংবাদ উপায় পৌঁছিল। ঠাকুর মাতামহের মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া মাতৃদেবীর সহিত নৌকাযোগে কলিকাতায় ভবানীপুরে আগমন করিলেন। ঠাকুরের নিকট তাৎকালিক দৃশ্যপূর্ণ কলিকাতা বিশেষ অপ্রীতিকর মনে হইয়াছিল।

মনীষী কাশীপ্রসাদ ঘোষ

তুলসীরাম ঘোষের বংশধর কাশীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় তৎকালে ইংরেজী শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের অগ্রণী ছিলেন। * তাঁহার ইংরেজী সাহিত্যে অসাধারণ কৃতিত্বপ্রদর্শন ও বিদেশের সাহিত্যিক সমাজে অতীব উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছিল। কাশীপ্রসাদ বাবুর বাটী এখনও হেদুয়া পুষ্করিণীর উত্তরদিকে অবস্থিত রহিয়াছে। তখন হেদুয়ার ধারে কয়েকটি পাদ্রীসাহেবের বাটী, রেভারেণ্ড কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠশালা, কুইন্স কলেজ, বেথুনস্কুল প্রভৃতি থাকায় পাড়াটি দেখিতে অতি সুন্দর ছিল। কাশীপ্রসাদ বাবু একবার উপায় আগমন করিয়াছিলেন। তখনই তিনি বালক কেদারনাথের ভবিষ্যৎ শিক্ষা-লাভের সাহায্য করিতে প্রস্তুত হন। মাতার অনিচ্ছা-সত্ত্বে সুযোগের অভাবে জননী ও কনিষ্ঠা ভগিনীকে উপায় রাখিয়া কেদারনাথ কতিপয় অপর

কাশী প্রসাদ-ভবনে ঠাকুরের অবস্থান ও পাঠাভ্যাস

আত্মীয়ের সহিত নৌকাযোগে কলিকাতায় আসিয়া কাশীপ্রসাদ বাবুর বাড়ীতে থাকিয়া পুনরায় পাঠাভ্যাস আরম্ভ করেন।

তখন তিনি হিন্দু চেরিটেবল্ ইন্‌ষ্টিটিউসনে ভর্ত্তি হন। তখন ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী মহাশয় সাহিত্য পড়াইতেন। তিনি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মনিষ্ঠ, শাস্ত্র-পারদর্শী এবং সুবক্তা ছিলেন।

ঠাকুরের বাল্য প্রতিভা

ঠাকুরকে তিনি অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। এখানে আসিয়া ঠাকুর বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম পুরস্কার এবং পদক প্রাপ্ত হইলেন।

কর্ত্তাভজা-সম্প্রদায়ের সহিত পরিচয়-সুযোগ

প্রথম বৎসরে ঠাকুর অরুণোদয় অভিনয় করিয়া শ্রীপাট বড়দহ হইয়া উপায় গেলেন। সেখানে কর্ত্তাভজা-সম্প্রদায়ের নিম্নশ্রেণীর ফকিরের শিক্ষাই প্রভৃতি প্রকাশ

---

* ১২১৩ বঙ্গাব্দের ২৭শে শ্রাবণ, ইংরাজী ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট রাধাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় খিদিরপুরস্থ মাতামহ রামনারায়ণ বসু জমিদার মহাশয়ের ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। কাশীপ্রসাদের পিতৃপুরুষের আদি নিবাস হাওড়া জেলার অন্তর্গত সৈতাল গ্রামে ছিল। ইহার পিতামহ মুন্সী তুলসীরাম ঘোষ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর লবণ-চৌকি-দেওয়ান বা খাজাঞ্চীর পদে নিযুক্ত থাকিয়া কর্ম্মসূত্রে চাকরী স্থান কিদিরপুরে বাস করিতেন। ১৮০৪ সালে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি কলিকাতায় বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় স্থায়ীভাবে বাস করেন। তুলসীরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবপ্রসাদ। শিবপ্রসাদের দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠপুত্রই কাশীপ্রসাদ। কাশীপ্রসাদের ছাত্রজীবন ও সাহিত্যিক জীবন প্রতিভাদীপ্ত ছিল। ডেভিড হেয়ার, ডক্টর ডি, এল, রিচার্ডসন, অধ্যক্ষ ইলিয়ট, বিদুষী মুরাটী প্রমা

বার্টন্ প্রভৃতি বিদেশীয়গণও তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের মুখরী প্রশংসা করিয়াছেন। কাশীপ্রসাদ তাঁহার সমসাময়িক বেঙ্গল হরকরা, 'লিটারারী' জেনেট, 'জনবুল', 'বেঙ্গল স্যাচুরেল' প্রভৃতি সাময়িক পত্রে বহু প্রবন্ধ লিখিতেন, এতদ্ব্যতীত তিনি 'হিন্দু-ইণ্টেলিজেন্সার' নামক একখানি সংবাদ-পত্রের সম্পাদকতা করেন এবং অনেকগুলি ইংরেজী ও বাঙ্গালা পুস্তক রচনা করেন। কাশীপ্রসাদ অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও জষ্টিস্ অব দি পীস্ ছিলেন। ১৮৮০ সালের ২৭শে কার্ত্তিক, ১৮৭৩, ১১ই নভেম্বর তারিখে গমন করেন।

করিবার সুযোগ দিয়া পরমার্থ অপেক্ষা ব্যবহারিক দিকিতে উহাদের নিপুণতা প্রচার করিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উলাগ্রামে কর্ত্তাভজাদলের আদি গুরু আউলে-চাঁদ নামক এক ব্যক্তি মহাদেব বাকইর গৃহে পরিপুষ্ট হইয়াছিলেন। উক্ত আউলেচাঁদ বাইশ জন ফকিরের দ্বারা তাঁহার মত প্রচার করেন। তাঁহাদের অন্যতম রামশরণ পাল ঘোষপাড়ায় কর্ত্তাভজা-মত প্রচার করিয়াছিল। ইঁহাদের মূল ফকির খোটরা গ্রামে এক সম্প্রদায় স্থাপন করেন।

কর্ত্তাভজাদলের অধস্তনগণের চেষ্টা

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনুসন্ধানকালে সেই কর্ত্তাভজা-দলের গোলোক নামক একজন অধস্তন গুরু বর্ত্তমান ছিলেন। ঠাকুরকে বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন দেখিয়া উক্ত গোলোক গুরু ঠাকুরের নিকট নিজ-মতের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেন। কারণ, সকলেই জানিতেন, যে ধর্ম্মে বা ব্যাপারে দুর্নীতির আদর, সেরূপ কোন কার্য্যের সহিত বাল্যকাল হইতেই ঠাকুরের কোন প্রকার সহানুভূতি নাই। ইহা জানিয়াই কর্ত্তাভজাদলের গোলোক গুরু ঠাকুরকে স্বমত প্রতিষ্ঠার একজন মহাপ্রতিভাশালী আচার্য্য-রূপে নিজ-সম্প্রদায়ে পাইয়া লাভবান হইবার জন্য একদিন ঠাকুরকে বলিলেন,—"আমাদের ধর্ম্মটি অতি নির্ম্মল। ইহাতে জীবহিংসা নাই, নানা দেবদেবীর পূজা নাই। পরোপকার ও সাধুচরিত্র ইহার ভিত্তি। বাইশ ফকির বাইশ স্থানে আপন আপন সম্প্রদায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে রামশরণ পাল ঘোষপাড়ায় যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে অনেক অনাচার। আমাদের মূল ফকিরের মতে কোন অনাচার নাই। আমরা জাতির পদার্থতা স্বীকার করি না। 'শুচি হ'য়ে শুচি হয়, যদি কৃষ্ণ ভজে। শুচি হ'য়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে।' বিবাহ করিতে এমতে দোষ নাই। কিন্তু শরীরের ভেজ শরীরে যতই থাকে, ততই ভাল হয়। আমাদের মতে, যুগলতত্ত্ব যেমত রাগকৃষ্ণ, যুগল হইয়াও এক, মধ্যে মধ্যে রূপ দেখাইয়াও অরূপ, যেমত রাধে-বিবি। তেমতি সতী সত্য যুগল শুদ্ধ বন। মানুষই বটে। দেব-দেবীর মত অনিত্য নয়। আপনার প্রতি কৃপা হইয়াছে, আপনি এই যুগলতত্ত্ব শীঘ্রই পাইবেন।"

কর্ত্তাভজার ভবিষ্যদ্বাণী—সিদ্ধাই

ঠাকুর এই সকল কথা তাঁহার বাল্যকালেই শ্রবণ করিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন এবং অন্যের সহিত আলোচনা করিয়া জানিয়াছিলেন যে, উলাগ্রামের ঐ সকল ফকিরেরা কর্ত্তাভজা, কিন্তু ঘোষপাড়ার কর্ত্তাভজা সম্প্রদায় অপেক্ষা সদাচার-সম্পন্ন। ইঁহারা শারীরিক ব্যাধি প্রভৃতি ভাল করিতে পারিতেন এবং ইঁহাদের ভবিষ্যদ্-বাণী অনেক ঠিক হইত। একদিন এই কর্ত্তাভজাদলের গুরু উলাগ্রামের ভবিষ্যৎ ভীষণ মহামারীর কথা পূর্ব্বেই ঠাকুরকে জানাইয়া বলিয়াছিলেন,—"এই উলাগ্রাম কিছু-দিনের মধ্যেই নষ্টপ্রায় হইবে। অল্প-যোগে লোক মরিবে, এমন কি, গ্রামে আর লোক থাকিবে না।"

কর্ত্তাভজাদলের সহিত পরিচয়ের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভু ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দ্বারা ভবিষ্যতে স্বপ্রচারিত নির্ম্মল ধর্ম্মের আবরক আবর্জ্জনারাশি বিদূরিত করিয়া পুনরায় শুদ্ধভক্তিপ্রেমের স্রোত জগতে প্রবাহিত করিবেন বলিয়াই যেন ঠাকুরের বাল্যকালেই উপ ও অপ-সাম্প্রদায়িকগণের আচরণে ঠাকুরের দৃষ্টি আকর্ষণার্থ নিজ-জন ঠাকুরকে ঐরূপ একটি স্থানে আবির্ভূত করাইয়া ছিলেন—যেখানে বৈষ্ণবধর্ম্মের দোহাই দিয়া বহির্ম্মুখতার আদর্শসমূহ বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অতীব বাল্যকালেই কর্ত্তাভজা, বাউল, সহজিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহার পরিদর্শন করিবার সুযোগ পাইয়া ঐগুলি যে কিছুতেই শ্রীচৈতন্যদেব প্রচারিত নিরপেক্ষ ধাম্মধর্ম্ম নহে, ইহা জগতে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার আদর্শ স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন।

সাহিত্য-চর্চ্চার সূত্রপাত

ঠাকুর চারি বৎসরকাল কলিকাতার হিন্দু চেরিটেবল্ ইন্‌ষ্টিটিউসনে অধ্যয়ন-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তৃতীয় বৎসরে ঠাকুর কালীবাবুর "হিন্দু ইন্‌টেলিজেন্সর" * সংবাদ-

* বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে "The Hindu Intelligencer" নামক সাময়িক সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্রের উল্লেখসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। কালীপ্রসাদ বাবুই এই কাগজখানি প্রকাশ করেন। তিনিই ঐ কাগজের সম্পাদিকারী ও সম্পাদক ছিলেন। বার বৎসর চলিবার সহিত কাগজখানি পরিচালিত হইয়া সিপাহী বিদ্রোহের পর কাগজখানি বন্ধ হয়। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ পত্রিকা বর্ত্তমান ছিল।

পত্রে ইংরাজীতে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন এবং মাসান্তরে সভায় ইংরাজীতে বক্তৃতা করিতে থাকেন। ঐ সময়ে কৃষ্ণদাস পাল ও যদুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আসিয়া কাশীবাবুর আগ্রহাতিশয়-পূর্বক "হিন্দু ইন্‌টেলিজেন্সর" কাগজে লিখিতে আরম্ভ করেন। ঠাকুর আত্মজীবন-চরিতে লিখিয়াছেন,—"কৃষ্ণদাস পাল প্রথমে রচনা লেখায় মত লিখিতে লাগিলেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহার লেখা ভাল হইতে লাগিল। কলিকাতার ডিবেটিং ক্লাব প্রভৃতি কয়েকটি সভায় ঠাকুর গমনাগমন করিতে লাগিলেন এবং তর্ক ও যুক্তি-দ্বারা সকলের মত খণ্ডন-পূর্বক সভীর্থগণের বিস্ময়োৎপাদন করিলেন।

বাল্যবন্ধুগণের সহিত ভগবত্তত্ত্বালোচনা

ঠাকুর পূজার বন্ধের সময়ে উদ্যান গমন করিয়া পূর্ব্ব-পরিচিত বন্ধুবর্গের সহিত ভগবত্তত্ত্ব-সম্বন্ধে অনেক কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। পরমেশ্বরে অবিশ্বাসী ব্যক্তিগণের নিকট ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে অনেক সদ্‌যুক্তি প্রদান করিলেন। ঠাকুরের বাল্যকালের ঐ সকল চেষ্টা পরবর্ত্তিকালীন 'তত্ত্ববিবেক', 'তত্ত্বসূত্র' প্রভৃতি গ্রন্থে পল্লবিত হইয়াছে। অন্যত্র স্থানান্তরে সেই সকল কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব।

গ্রন্থাগারে

ঠাকুর কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তত্ত্ববিদ্যার ইংরাজী গ্রন্থসকল পড়িতে লাগিলেন। দেশবিখ্যাত সাহিত্যিক মনীষী কাশীবাবুর গ্রন্থাগারে যে-সকল পুস্তক ছিল, এক একটি করিয়া সব পড়িয়া ফেলিলেন।

দশম প্রসঙ্গ

ছাত্রজীবন ও সাহিত্য-চর্চ্চা

"অধ্যয়ন বিনা আর নাহি কোন কাম"—

(ঠাঃ ভাঃ আদি ১১শ)

বিশ্ববিদ্যালয়ে

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর হিন্দুস্কুলের প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন। সেই বৎসরেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইল। কলেজ-ক্লাসগুলি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইল। হিন্দু স্কুলের সিনিয়র ক্লাসগুলি পশ্চিমভাগে, সংস্কৃত কলেজ মধ্যভাগে এবং হুমিয়ার ক্লাসগুলি পূর্ব্বভাগে স্থাপিত ছিল।

সভাধ্যায়ী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সভাধ্যায়িরূপে আদি ব্রাহ্ম-সমাজের বিখ্যাত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সত্যেন্দ্র-নাথ ঠাকুর ও গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নবগোপাল মিত্র প্রভৃতি অনেকেই ছিলেন। সেইবার এণ্ট্রেন্স্ পরীক্ষা প্রথম আরম্ভ হইল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সাহিত্যে এত অধিকার ছিল যে, তিনি অচিরেই সমস্ত শ্রেণীর ছাত্র ও মাষ্টারদিগের প্রীতি আকর্ষণ করিলেন।

প্রিন্সিপাল ক্লিণ্ট সাহেব

ঠাকুর তখন ইংরেজী ভাষায় যে-সকল কবিতা রচনা করিতেন, তাহা মাষ্টারদের, ক্রমশঃ প্রিন্সিপাল ক্লিণ্ট সাহেবের গোচরে আসিল।

ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন

তখন কেশবচন্দ্র সেন হিন্দু বালক, সাহিত্য-চর্চ্চায় অনুরাগী। সাহিত্য-চর্চ্চার সৌকর্য্যার্থে তিনি "বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি" নামে একটি সভা স্থাপন করেন। পাশ্চাত্যদেশীয় অধ্যাপকগণ এবং বেথারেও ডাল সাহেব ঐ সভায় আসিতেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সাহিত্য-প্রতিভা কেশবচন্দ্রকে বিশেষ আকৃষ্ট করিল। কেশবচন্দ্র ঠাকুরকে উক্ত সভার একজন বিশিষ্ট সভ্য হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। এই সময় কলিকাতায় গ্যাসের আলোকের সৃষ্টি হইল। প্রথম দিন গ্যাস দেখাইবার জন্য সকল লোককে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। ঠাকুর কাশীবাবুর সহিত সন্ধ্যাকালে নারিকেলডাঙ্গার গ্যাস-অফিসে গমন করিয়া তথায় প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর প্রভৃতি অনেকের দ্বারা অভিনন্দিত হন।

প্যারীচরণ মিত্র

ঠাকুর প্রত্যহ 'মেটকাফ হলে' গমন করিয়া পুস্তকাদি পাঠ করিতেন। তখন প্যারীচরণ মিত্র মহাশয় তথাকার লাইব্রেরীয়ান্ ছিলেন। এই সময় ঠাকুর অনেক সভায় বিশেষভাবে বক্তৃতাদি করিতে লাগিলেন।

ডাল সাহেব ও টম্‌সন্ সাহেব

পাদ্রি ডাল সাহেব ও জর্জ টম্‌সন্ সাহেব ঠাকুরের প্রতিভা-দর্শনে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইলেন।

টম্‌সন্ সাহেবের বক্তৃতা-শিক্ষা-প্রণালী

একদিন টম্‌সন্ সাহেব তদানীন্তন ছাত্র ভকিবিনোদ ঠাকুরকে কিরূপে বক্তৃতা করিতে হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহার আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বলিয়াছিলেন যে,—তিনি নিজ গ্রাম হইতে পার্লামেন্ট যাইবার সময় মাঠে দণ্ডায়মান গরুগুলিকে পার্লামেন্টের মেম্বর মনে করিয়া অকাতরে খুব বলিতেন। সেইরূপ করিতে করিতে তিনি এরূপ মিষ্ট বক্তা হইলেন যে, তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। যে দিবস তিনি এই গল্পটি করিলেন, সেই দিবস ঠাকুরের সঙ্গে নবগোপাল মিত্র ও কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন। কেশবচন্দ্র বলিলেন,—ছোট ছোট অবুঝ ছেলে লইয়া আমিও ঐরূপ বক্তৃতা আরম্ভ করিব।

ঠাকুরের আদর্শ অন্যরূপ

ঠাকুর ভকিবিনোদের প্রণালী কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। তাঁহার জীবনের শত সহস্র স্থানে আমরা দেখিতে পাই, তিনি বলিয়াছেন যে, বাস্তব সত্যের বক্তা ঐরূপ আয়োজ প্রণালীর দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারেন না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রৌত বিজ্ঞান যখন শিষ্যের চেতনকে উদ্বুদ্ধ করিয়া দেয়, তখনই উদ্বুদ্ধ আত্মা তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ সেবা-বৃত্তি হইতে শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

"পোয়েমেড্", ডাফ্ সাহেব, ও গঙ্গাচরণ সেন

ঠাকুর ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ইংরাজী ভাষায় পোয়েমেড্ কাব্যের প্রথমভাগ লেখেন। কবিরাজ গঙ্গাচরণ সেন ও রেভারেণ্ড ডাফ্ সাহেব সেই কাব্য পাঠ করিয়া বিশেষ প্রশংসা করেন।

কবিরাজ গঙ্গাচরণ সেনের ইচ্ছামতে ঠাকুর পোয়েমেড কাব্যের দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রিত করিয়াছিলেন। রেভারেণ্ড ডাফ্ সাহেব ঐ কাব্য পাঠ করিয়া এতদূর আকৃষ্ট-হইয়াছিলেন যে, তিনি ঐরূপ কবিতার দ্বারা তদানীন্তন জমিদারদিগের দৌরাত্ম্য বর্ণন করিবার জন্য ঠাকুরকে অনুরোধ করেন। কিন্তু ঠাকুরের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব ঐরূপ জাগতিক ও আধিক সমাজের পক্ষপাতিত্ব করিবার জন্য কোন দিনই প্রস্তুত ছিল না। ঠাকুরের যাস্তাবিকী সেবাবিলাসিনী সাহিত্য-প্রতিভা যে ভাবী ভুবনমঙ্গল-উদ্দেশ্যে প্রকটিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, সেই মূল উদ্দেশ্য হইতে ঠাকুরের নৈসর্গিকী চিদ্বৃত্তি কোন দিনই বিচ্যুত হয় নাই। কবিরাজ গঙ্গাচরণ সেন ঠাকুরের যে সাহিত্য-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা সাহিত্যের বাহ্য আবরণ-মাত্র। যখন ঠাকুর তাঁহার সাহিত্য মন্দিরে সবিশেষ লীলাপুরুষোত্তমের শ্রীবিগ্রহ প্রকট করিলেন, যখন বাহ্য আবরণ অপসারিত করিয়া মন্দির-দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিলেন, তখন 'সাহিত্য-সমবয়কারে'র ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অপলাপ না হইয়া থাকিলে তিনি হয় ত রূপানুগ সাহিত্যের রূপে আস্তিকতার অঞ্জলি প্রদান করিতে পারিতেন। অপ্রাকৃত মহাকবি শ্রীরূপের সাহিত্য-ভাণ্ডারের সহিত প্রাকৃত গ্রাম্য কবির গ্রাম্য-সাহিত্য তুলিত হইতে পারে না, এই বিবেক সুধীগণেরই উদিত হয়।

লাইব্রেরী গেজেটে কবিতা প্রকাশ

এই সময়ে ঠাকুর বন্ধুর সহিত মিল্টন, কারলাইল, হাবলিঠ, কেল্‌সী, মেক্‌লে, এডিসন, ইবংসন্, নাইটঘট প্রভৃতি গ্রন্থকারের রচিত সাহিত্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন এবং ছোট ছোট কবিতা রচনা করিয়া "লাইব্রেরী গেজেট" কাগজে প্রকাশ করিতে থাকেন। একদিন ঠাকুরের একটি কবিতা দেখিয়া মিসেস্ লঙ্ ঠাকুরকে ডালসাহেবের দ্বারা ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ঠাকুরের সহিত কথোপকথনান্তে ডালসাহেব ঠাকুরের কবিতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া পোয়েমেড গ্রন্থখানি অঙ্গীকার করেন।

উলায় মহামারী

ইহার কিছুকাল মধ্যেই উলায় ভীষণ মহামারীর প্রকোপ আরম্ভ হয়। এই সময় ঠাকুরের বয়স প্রায় ১৭ বৎসর হইবে। তিনি কলিকাতায় কাশীবাবুর বাড়ীতে থাকিয়াই

মনীষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে

সভায় বক্তৃতাদি করেন, বন্ধুবর্গের বাটীতে গ্রন্থাদি আলোচনা করেন এবং সন্ধ্যার পর অনেক দিবসই

জোড়াসাঁকোর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটীতে অবস্থান করেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার এই কালের অবস্থা বর্ণন-প্রসঙ্গে আত্মজীবনচরিতে লিখিয়াছেন,—

মনীষী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত আমাদের ঠাকুরের সৌহার্দ্দ্য

"আমার সতীর্থ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় দাদা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও আমার বড় দাদা। যদি কখন মানবের মধ্যে আমার হৃদয়বন্ধু কেহ থাকেন, তবে বড়দাদাই আমার হৃদয়বন্ধু। তাঁহার নিকট বসিয়া আমি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আলোচনা করিতাম। বিজ্ঞান বিশেষতঃ পদার্থ-বিজ্ঞানের অনেক গ্রন্থ পাঠ করিতাম।

পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র আলোচনা

কাণ্ট, হোএগো, হিগেল, হুইডেনবর্গ, ফুশেনহুয়ার, হিউম, ভাল্‌টেয়ার, রুসো প্রভৃতি অনেক লেখকের পুস্তক আলোচনা করিয়া আমার যে সিদ্ধান্ত হইল, তাহা বড়দাদা (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) শুনিয়া বিশেষ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—ভাই, তুমি গম্ভীরভাবে চিন্তা করিয়াছ, আমি তোমাকে হঠাইতে পারিতেছি না। আমি কোন একটি সভায় আমার ঐ তত্ত্ববিদ্যার বিষয়ে বক্তৃতা করিলাম। তারকনাথ পালিত আমার সতীর্থ, বড় বন্ধু ছিলেন। আমার বিচারে তিনি বড় সন্তুষ্ট হইয়া আমার দ্বারা একদিন 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ সোসাইটি'তে বক্তৃতা করাইলেন। উপস্থিত সাহেবগণ বলিলেন যে, আমার বিচার গম্ভীর হইয়াছে। সেই সভায় আর এক অধিবেশনে আমি "বেতাল-পঞ্চবিংশতি" ইংরাজী নাটকাকারে রচনা করিয়া পাঠ করিয়াছিলাম। সে-দিন বড় বিতর্ক হইল। সেই দিন হইতে আমার বন্ধুবান্ধবের মধ্যে আমাকে একজন তার্কিক বলিয়া লোকে বলিতে লাগিলেন।"

বিচারপ্রিয় ঠাকুর

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার সেই ছাত্রজীবনের লীলায় এইরূপভাবে জীবন অতিবাহিত করিবার আদর্শ দেখাইলেন। একদিন নবদ্বীপচন্দ্র নিমাই পণ্ডিত এইরূপ লীলা প্রদর্শন করিয়া 'বাদীসিংহ' প্রভৃতি নামে নদীয়ার পণ্ডিত-সমাজে প্রচারিত হইয়াছিলেন।

ঠাকুরের অখিলীয় নিরপেক্ষতা

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ চিরকালই নিরপেক্ষ শ্রৌতবিচারের পক্ষপাতী ছিলেন। নিরপেক্ষতা ও শ্রৌতনিষ্ঠা তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব ছিল। যদিও তিনি আদি ব্রাহ্ম সমাজের সুপ্রসিদ্ধ নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কিম্বা পরবর্ত্তিকালীন নববিধান-সমাজের প্রবর্ত্তক কেশবচন্দ্র সেনের সহিত ঘনিষ্ট বন্ধুতা-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, তথাপি তিনি তাহাদের কাহারও দ্বারা কোন-রূপে বিন্দুমাত্র অভিভূত হইয়া কোনদিনই শ্রৌতসিদ্ধান্ত বা আত্মধর্ম্মে কোনপ্রকার মিশ্রভাব কিংবা ভেজাল প্রবেশ করিতে দেন নাই। জগতের অনেক তথাকথিত ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, তথাকথিত ধর্ম্ম-প্রচারক, তথাকথিত আচার্য্য, তথাকথিত মহাপুরুষ প্রকৃতির জীবনেতেও দেখা গিয়াছে যে, তাঁহারা অনেক সময় কোন কোন জাগতিক প্রতিপত্তি-শালী বন্ধুবর্গ কিম্বা মনোধর্ম্মপর ধর্ম্মোন্মত্ত ব্যক্তিগণের সংসর্গে আসিয়া তাঁহাদের নিজ মনোধর্ম্মকে, এমন কি, শ্রৌতপথকে কোন প্রবল প্রতিষ্ঠাশ্রিত দলীয় মনোধর্ম্মের সহিত সমন্বয় করিয়া বন্ধুর মন যোগাইবার কিম্বা প্রতিপত্তি-শালী ব্যক্তির তোষামোদ করিবার আদর্শ প্রদর্শন-পূর্ব্বক স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিবার এবং লোকপ্রিয় জননেতা হইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ঠাকুরের অতি বাল্যকাল হইতেই তাঁহার চরিত্রের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব প্রমাণিত করিয়াছে যে, আত্মধর্ম্ম ও শ্রৌতসিদ্ধান্তের সহিত প্রাকৃত শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের লোক-প্রথিত মনোধর্ম্মের কোন দিনই খোঁজামিল হইতে পারে না। সত্য চিরদিনই নিরপেক্ষ। এই নিরপেক্ষতা —বন্ধুতা, মনীষা, ধনবত্তা, বিদ্যাবত্তা, লোকপ্রসিদ্ধি, লোক-প্রিয়তা কোন বস্তু-দ্বারাই বিন্দুমাত্র প্রতিহত হইতে পারে না, ইহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জীবন তাঁহার বাল্যকাল হইতেই প্রমাণিত করিয়াছে।

সমসাময়িক নব্যব্রাহ্মমত ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার যৌবনকালে যখন ধর্ম্ম-সম্বন্ধে নানা তত্ত্ব আলোচনা করিতেন, তখন তদানীন্তন বঙ্গে অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্ম্মে তাঁহার কোন কোন বিশিষ্ট ও

শ্রেষ্ঠ বন্ধু অনুরক্ত ও দীক্ষিত থাকিলেও তিনি তাঁহাকে বিশেষ আদর প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার আত্মজীবনচরিতে এই সময়ের অবস্থা বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন,—

"আমি ব্রাহ্মদিগের বক্তৃতা ও পুস্তকাদি পড়িয়াছিলাম। এক ঈশ্বর মানা ভাল—একথা আমার অনেক দিন হইতে বিশ্বাস ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মেরা যে ধরণে বিচার করেন এবং যে রকম উপাসনা করেন, তাহাতে আমার কখনও রুচি হয় নাই।"

খৃষ্টধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে খৃষ্ট-প্রচারিত ধর্ম্মকে অধিকতর আদর করিতেন। কারণ, খৃষ্টধর্ম্মে সবিশেষ ভগবানের স্বীকারের প্রতিজ্ঞা আছে। যে পরব্রহ্মের ধারণায় অচিন্ত্য শক্তিমত্তা নাই, যে অচিন্ত্য শক্তিমত্তার ধারণা পরব্রহ্মের অপ্রাকৃত নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির নিত্যত্ব সংরক্ষিত করিতে পারে না, সেই ধারণায় যে ধর্ম্মমতে উপস্থিত হয়, তাহাতে পরমেশ্বরের পরম ঈশিতার অভাব সূচনাপূর্ব্বক আস্তিকতার অভাবই প্রদর্শন করে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার তদানীন্তন ধর্ম্মতত্ত্ব-বিচারের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—

বাইবেল ও খৃষ্টীয় গ্রন্থ আলোচনা

"ডাল সাহেবের সহিত পারমার্থিক-বিষয়ে অনেক আলোচনা হয়। তাঁহার নির্দ্দেশ মত আমি বাইবেল ও নানাবিধ খৃষ্টীয় গ্রন্থ পড়ি। চ্যানিং সাহেবের অনেকগুলি গ্রন্থ এবং রামমোহন রায় মহাশয়ের পাদ্রিদের সহিত বিতর্ক-বিবরণ সমস্ত পাঠ করি।

কোরাণ পাঠ

তখন আমার ধর্ম্মগ্রন্থে একপ ঝোঁক হইল যে, শেষে কোরাণ পর্য্যন্ত পড়িয়া ফেলিলাম। ফিয়োডোর পার্কার ও হুইটম্যানের গ্রন্থসকল ভাল করিয়া পড়িলাম। পূর্ব্বে যে পদার্থবিদ্যার গ্রন্থসকল পড়িতেছিলাম, তদপেক্ষা ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িতে ভাল লাগিল; এমন কি, যীশুখৃষ্টের প্রতি আমার শ্রদ্ধাভক্তি হইয়া উঠিল। যতই পড়ি, বড়দাদার (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের) সহিত আলোচনা ছাড়ি না।" কিছুকাল পরে ঠাকুরের মেদিনীপুরে অবস্থান-প্রসঙ্গে এ সকল কথার আরও স্পষ্ট প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।

সিপাহী বিদ্রোহ

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের প্রবলবেগে উপস্থিত হইল। তখন ঠাকুরের বয়স প্রায় ১৯ বৎসর। এই সময় ঠাকুর নানাদেশ-পর্য্যটনে বাহির হইলেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক

প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার তাৎকালিক সম্পাদক বাবুর বিদ্যালঙ্কার ও অন্যান্য কয়েকটি পণ্ডিতের সহিত

মহারাজ মহাতাপচন্দ্র

বর্দ্ধমানে গমন করিয়া তথায় মহারাজ মহাতাপচন্দ্রের আতিথ্যে কয়েকদিন অবস্থান করিলেন এবং তাঁহাকে গৌরিয়েড্ কাব্য উপহার দিলেন।

চাকদহ শ্রীল মহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাটে বার্ষিক মহামহোৎসব

বিগত ২০শে পৌষ (১৩০৮), ৪ই জানুয়ারী (১৯০২) মঙ্গলবার দিবস চাকদহ কাঁঠালপুলিস্থিত শ্রীপাট-বাটীতে দ্বাপর গোপালের অন্যতম শ্রীল মহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের বার্ষিক অপ্রকট-তিথির মহোৎসব আশাতীত সাফল্য-গৌরবের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীপাদ প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার, শ্রীপাদ নিরঞ্জনানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত হরিসাধন দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীহরিপ্রসাদজী, ব্রহ্মচারী শ্রীবরদরাজজী, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বসুমল্লিক ও শ্রীযুক্ত

বিদ্যাবিনোদ ঘোষ; শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন প্রভু, ডাঃ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বেদশর্ম্মা মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভক্তবিলাস দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত বন্ধুত্ব দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীবীরচন্দ্র, ব্রহ্মচারী শ্রীমধুসূদন প্রভৃতি ভক্তগণ; বারাকপুর হইতে শ্রীযুক্ত দিবাহরি দাসাধিকারী এবং কাঁঠালপুলি ও তৎচতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম-সমূহ হইতে আরও অনেক লব্ধজন ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্নে শ্রীপাদ প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রভু-বিদ্যালঙ্কার প্রভু এবং শ্রীযুক্ত দিবাহরি দাসাধিকারী মহাশয় বহু ভক্ত-সমভিব্যাহারে গৌরবিহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে কাঁঠালপুলি গ্রাম পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীপাটে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক শ্রীল নরেশ পণ্ডিতের সমাধি-পরিক্রমা ও দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। তদনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শ্রীপাট-প্রাঙ্গণে সমবেত বহু জনমণ্ডলীর নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর উক্তি—

"নরেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোপাল।
চক্কাবাজে মূর্চ্ছা করে প্রেমে মাতোয়াল॥"

—কীর্ত্তন ও ব্যাখ্যা করিতে করিতে সেবোন্মুখ ভক্তজন-হৃদয়ে প্রেমে মাতোয়ালের অকৃত্রিম শ্রীবিগ্রহ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। পাঠের পূর্ব্বে ও পরে শ্রীপাদ প্রমবিদ্যা-লঙ্কার প্রভু ও শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাসাধিকারী প্রভু মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন।

অতঃপর ভোগারতিকীর্ত্তি-কীর্ত্তনমুখে শ্রীবিগ্রহগণের ভোগারাত্রিক সমাপ্ত হইলে ভক্তগণ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়-ধ্বনির সহিত ন্যূনাধিক সহস্র ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছিলেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাট-প্রাঙ্গণে বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত জনমণ্ডলীর মধ্যে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ প্রায় দুই ঘণ্টাকাল একটি সারগর্ভ বক্তৃতার দ্বারা বিষ্ণু, বৈষ্ণব ও মহাপ্রসাদের অভিন্নত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব কীর্ত্তন করিয়া সকলের চিত্তাকর্ষণ করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন প্রভু, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু, ও শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দের সুব্যবস্থায় ও ঐকান্তিক যত্নে এই উৎসবটি সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

কাঁঠালপুলী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ দে, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র দে এবং অধুনা বশড়া-প্রবাসী শ্রীযুক্ত সুহাস চন্দ্র বসু মহাশয় এই মহোৎসবে—হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা-কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। শ্রীপাট-স্থলীর সেবা-সৌষ্ঠব-বিধান, শুদ্ধ হরিকথা শ্রবণ এবং বৈষ্ণব-সেবায় ইঁহাদের ঐকান্তিক আগ্রহ ও যত্ন আদর্শ-স্থানীয়। এরূপ ভগবৎসেবোৎসাহিতা জীবের আত্মকল্যাণ অর্থাৎ পরম শ্রেয়োসাধনকারী, সন্দেহ নাই। গুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় ইঁহাদের হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা-প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া হরিজনগণের প্রীতিবর্দ্ধন করুক।

দ্বাদশ বন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম খণ্ড, ২১শ সংখ্যা ৩৩৬ পৃষ্ঠার পর)

(৩) কুমুদবন

বনং কুমুদবনঞ্চৈব তৃতীয়ঞ্চৈবমুত্তমম্।
যত্র গত্বা নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে॥

(—আদিবারাহে)

কুমুদবন—তৃতীয়বন, তাহা অতি উৎকৃষ্ট। মনুষ্য এই বনে গমন করিলে বিষ্ণুলোকে সম্প্রতিষ্ঠিত হয়।

"পেখহ কুমুদবন পরম আশ্চর্য্য।
এথা গতি-মাত্রে বিষ্ণুলোকে হয় পূজ্য॥"

(ভঃ রঃ ৯ম তরঙ্গ)

মথুরা হইতে প্রায় সাড়ে পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম-দিকে 'উচাগাঁও' নামক স্থানে 'কুমুদবন' নির্দ্দিষ্ট হইয়া

থাকে। 'উচার্থাও' বা 'কুমুদবন' টাসি বা তালবনের প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে এবং মহোলি বা মধুবনের প্রায় সাড়ে তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। মধুবন হইতে যাত্রাপূর্ব্বক তালবন ও কুমুদবন প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় মধুবন বা মহোলিতে আসিতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে হয়। সাধারণ প্রচলিত পরিক্রমার প্রথম দিবসেই ভূতেশ্বর হইতে প্রায় ৩৪ মাইল দক্ষিণে শ্রীমধুবন, শ্রীমধুবন হইতে প্রায় ২৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে শ্রীতালবন, তাহার প্রায় ৩ মাইল পশ্চিমে শ্রীকুমুদবন হইয়া, কুমুদবনের প্রায় ১৪ মাইল উত্তর-পূর্ব্বদিকে 'উস্কার' ও ওস্পার (Usphar) গ্রাম হইয়া উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে প্রায় ৪ মাইল পথ অতিক্রম-পূর্ব্বক পুনরায় শ্রীমধুবনে আগমন করেন এবং তথায়ই মধুভূতের তটে রাত্রি যাপন করেন।

কুমুদবনের কুমুদপূর্ণ সরোবরে শ্রীকৃষ্ণ জলকেলি-লীলা করিয়াছেন। এখান 'জলমধ্যবিহার-স্থান' বলিয়াও প্রসিদ্ধ। অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর দ্বাদশ-বন-ভ্রমণ-লীলা প্রকটকালে এই স্থানে চরণরজোভিষেক করিয়াছিলেন।

দুঃখের বিষয়, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পদাঙ্ক-রঞ্জিত স্থান-সমূহে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশেষ কোন স্মৃতি-চিহ্নাদি নাই। এজন্য বর্ত্তমান যুগের গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক আচার্য্য-বর্য্য গৌর-নিজজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীগৌরপদাঙ্কিত বিভিন্ন বনসমূহে শ্রীচৈতন্যচরণচিহ্নসমূহ অঙ্কিত করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন।

এখানে শ্যাম-তমালের নীচে শ্রীবল্লভাচার্য্যের একটী বৈঠক আছে।

'বেণুনাদের স্থান'ও এই কুমুদবনেরই অন্তর্গত। শ্রীকৃষ্ণ বেণুবাদন করিয়া এইস্থানে ব্রজ-জনগণকে আকর্ষণ-পূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত বিবিধ লীলা-বিলাস করিয়াছিলেন। এখানে কপিলদেবের একটি মন্দির আছে।

১। দতিহা—শ্রীভক্তিরত্নাকরের এক তরঙ্গে শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য ও ঠাকুর শ্রীল নরোত্তমের যে ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার বর্ণনা রহিয়াছে, তাহাতে 'কুমুদবন' নির্দ্দেশের অব্যবহিত পরই মথুরার পশ্চিমে 'দতিহা' বা 'দতি' উপবনের নাম বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীল রাঘব গোস্বামিপাদ বলিতেছেন,—

অহে শ্রীনিবাস! দেখ মথুরা-পশ্চিমে।
দন্তবক্র-বধে কৃষ্ণ এই উপবনে॥
বজ্রনাভ থুইল নাম 'দতিহা' ইহায়।
'দতি', উপবন পদ্মপুরাণে প্রচায়॥

মানচিত্রে (Revised Map of the Muttra District, Nov. 1915) এইস্থান "Datiya" এইরূপ বর্ণবিন্যাসে লিখিত হইয়াছে। 'দতিহা' বা 'দতি' উপবন মথুরার প্রায় ২৪ মাইল পশ্চিমে এবং উচার্থাও বা কুমুদবনের প্রায় ৪ মাইল উত্তরাভিমুখে অবস্থিত।

'দতিহা' বা 'দতি' উপবনে ভগবান্ দন্তবক্রকে বধ করিয়াছিলেন। দন্তবক্র-বধের বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধের ৭৮তম অধ্যায়ে এইরূপ আছে,—

দন্তবক্র শিশুপালের ভ্রাতা ছিল। শিশুপাল, পৌণ্ড্রক ও শাল্ব ভগবানের দ্বারা নিহত হইলে দন্তবক্র ঐ সকল বিনষ্ট বিষ্ণুবিদ্বেষিগণের পরোক্ষ বন্ধুত্ব প্রকাশ করিবার জন্য অত্যন্ত ক্রোধের সহিত গদা-হস্তে—ভগবানের প্রতি ধাবিত হইয়াছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শাল্ববধের পর রথেই আরূঢ় ছিলেন। দুর্দ্মদ দন্তবক্রকে ঐরূপ দুর্দ্ধর্ষমূর্ত্তিতে নিজের দিকে ধাবমান দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং স্বীয় গদা-দ্বারা দন্তবক্রের গতি রোধ করিলেন।

দন্তবক্রের মাতা শ্রুতদেবা শ্রীবসুদেবের ভগ্নী ছিলেন। সেই সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়া দুরাত্মা দন্তবক্র শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিল, তুমি আমাদের মাতুল-পুত্র হইলেও মিত্রদ্রোহী। তুমি যাহাতে ভাই হইয়াও আমাকে পর্য্যন্ত হত্যা করিতে প্রস্তুত হইয়াছ! অতএব তোমাকে আমার এই বজ্রতুল্য গদার দ্বারা বিনাশ করিব। দন্তবক্র এইরূপ কর্কশ-বাক্য বলিয়া গদার দ্বারা ভগবানের মস্তকে আঘাত করিল এবং সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া নিজ কৌমোদকী গদার দ্বারা দন্তবক্রের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। সেই প্রচণ্ড আঘাতে দন্তবক্রের হৃদয় ভগ্ন হইল,' তখন সে রক্তবমন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল এবং দেহ পরিত্যাগ করিল।

দন্তবক্র-বধের পর তাহার ভ্রাতা বিদূরথও ব্রাহ্মণদ্বেষে অভিভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বধ (?) করিবার নিমিত্ত অসি চর্ম্ম লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্রের দ্বারা বিদূরথের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

কংস-কংস-প্রসঙ্গের বিশিষ্ট বর্ণন শ্রীমদ্ভাগবতের উত্তর-খণ্ডে দৃষ্ট হয়। তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে, কংসবধ 'শত-পাদের' নিকট প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য মথুরায় উপস্থিত হয়। কৃষ্ণও তাহা শ্রবণ করিয়া রথে আরোহণ-পূর্ব্বক মথুরায় আগমন করেন। মথুরার দ্বারে শ্রীকৃষ্ণ ও কংসবক্রের অনেকক্ষণ যুদ্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ পরিশেষে আঘাতে কংসবক্রের দন্তরাজি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া কংসবক্রকে সপরিবারে ও বিনষ্ট করেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৭৮।১৬ শ্লোকের টীকায় লিখিতেছেন,—

"অথবোদ্ধবং দ্বারকোদ্যতস্থিতের মনোজবেন রথেন তৎক্ষণ এব মথুরাধিকে তং দদর্শ, অতএবাহুশ্চি মথুরায়া দ্বারকিংস্থাদি কংসবক্রেতি সংস্কৃতানুগতলোকব্যবহারেণ 'দতিয়া' ইতি নাম্না খ্যাত বহুতে বাসিতো গ্রামো বর্ত্ততে। তত্র দ্বারে তথনস্থমপি গত্বং পক্ষ বধা—"কৃষ্ণোঽপি তং হত্বা যদুনামুত্তীর্য্য নন্দব্রজং গত্বা সোৎকণ্ঠৌ পিতরাবভি-বাদ্যাস্মাস্ত তাভ্যাং সাশ্রুসেকমালিঙ্গিতঃ সকলগোপবৃদ্ধান্ প্রণম্য বহুবস্ত্রাভরণাদিভিস্তত্রত্যান্ সন্তর্পয়ামাস।"

"কালিন্দ্যাঃ পুলিনে রম্যে পুণ্যদ্রুমসমাচিতে।
গোপনারীভিরনিশং ক্রীড়য়ামাস কেশবঃ।
রমাকেলিস্থলেনৈব গোপবেশধরঃ প্রভুঃ।
বহুপ্রেমরসেনাত্র মাসষট্কমুবাস হ।"

অথ তত্রত্যা নন্দগোপাদয়ঃ সর্ব্বে জনাঃ পুত্রদারাদিসহিতাঃ বাসুদেবপ্রসাদেন দিব্যরূপধরা বিমানমাস্থায়ঃ পরমং বৈকুণ্ঠ-লোকমগাদ্যঃ। কৃষ্ণস্ত নন্দগোপব্রজৌকসাং সর্ব্বেষাং নিত্যমরূপং স্বপদং দত্ত্বা দিবি দৈবগণৈঃ সস্তূয়মানো দ্বারাবতীং বিবেশ"। ইতি।

তাৎপর্য্য এই—পাঁচ-ছয়ের পরে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রবেশ না করিয়াই রথে আরূঢ় থাকিয়া তৎক্ষণাৎই মথুরার নিকটে কংসবক্রকে দেখিতে পাইলেন। এইজন্য অদ্যাপি মথুরার দ্বারকায় দিগ্বাচিনী ব্যবস্থানে 'কংসবক্রস্থ' এই সংস্কৃত শব্দের অনুরূপ লৌকিক ভাষায় 'দতিয়া' নামে বহুরের স্থাপিত এক গ্রাম দৃষ্ট হয়।

তৎপরে পদ্মপুরাণে এইরূপ কথিত আছে। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় কংসবক্রকে বধ করিবার পর যমুনা পার হইয়া নন্দ-ব্রজে আগমন করেন। সেখানে উৎকণ্ঠিত নন্দ-যশোদাকে অভিবাদন এবং আশ্বাসাদি প্রদান করেন। পিতৃষ্বসার মাতা-পিতা শ্রীকৃষ্ণকে অশ্রুসেকের সহিত আলিঙ্গন করেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ গোপগণকে প্রণাম এবং বহু বস্ত্রালঙ্কার-সমূহ-দ্বারা তাঁহাদিগের সন্তর্পণ করেন। যমুনার পুণ্য পুলিনে কেশব গোপনারীগণের সহিত অনিশি ক্রীড়া করেন। এখানে গোপবেশধর শ্রীকৃষ্ণ বহু প্রেমরসের সহিত রমা কেলিস্থলে ছয় মাস-কাল বাস করিয়াছিলেন। অনন্তর এখানকার নন্দযশোদাদি সকলেই বাসুদেবের প্রসাদে পুত্র-পরিজনগণের সহিত দিব্যরূপে বিমানে আরোহণ-পূর্ব্বক পরম বৈকুণ্ঠলোক লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ নন্দ-গোপাদি ব্রজবাসিগণকে পরম সুখদ নিজ পদ দান করিয়া স্বর্গস্থ দেবগণের দ্বারা সংস্তুত হইয়া দ্বারকায় প্রবেশ করেন।

২। 'আয়োরে'—শ্রীভক্তিরত্নাকর পঞ্চম তরঙ্গে দৃষ্ট হয়,—শ্রীব্রজপরিক্রমা-কালে শ্রীল রাঘব গোস্বামী শ্রীনিবাসা-চার্য্য প্রভুকেও পদ্মপুরাণের উক্ত প্রসঙ্গ বলিয়াছিলেন। ব্রজ হইতে শ্রীকৃষ্ণবিরহকাতর নন্দাদি গোপসকল কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণের স্নানের ছল করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন-লালসায় তথায় গমন করেন। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপ-গোপীগণের মিলন সংঘটিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ তথায় গোপ-গোপীগণকে যথোপযুক্ত সম্ভাষণ ও নানাপ্রকারে সন্তোষ-বিধান করেন এবং তাঁহাদের সহিত অচিরেই ব্রজে মিলিত হইবেন, এইরূপ আশ্বাস-বাক্য প্রদান করেন। কৃষ্ণের বাক্যামৃত পান করিয়া গোপ-গোপীগণ কুরুক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করেন এবং কৃষ্ণের জন্য যমুনার পারে সতৃষ্ণনেত্রে অপেক্ষা করিতে থাকেন। সকলেরই ঐকান্তিক মনোভিলাষ এই কৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিবেন।

এদিকে কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে নিজ ব্রজ-জনকে বিদায় দিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কুরুক্ষেত্র হইতে দ্বারকা গমন-পূর্ব্বক অনতিবিলম্বে শিশুপাল বধ করিলেন এবং দন্তবক্রের বধস্থলে মথুরা আগমন করিলেন। দন্তবক্র বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যমুনা পার হইলেন এবং যে-স্থানে উৎকণ্ঠিত নন্দ-যশোদাদি গোপ-গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। গোপ-গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন এবং পরম উৎকণ্ঠার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে "আয়োরে" 'আয়োরে' বলিয়া সমস্বরে সকোলাহল আহ্বান করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সকলের সহিত মিলিত হইলেন এবং সকলেও শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া যমুনা পার হইয়া নিজ-নিজ গৃহে আগমন করিলেন। ব্রজের ঘরে ঘরে পরমানন্দ প্রকাশিত হইল। পূর্ব্বের ন্যায় সকলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নানাপ্রকার লীলাবিলাস করিতে লাগিলেন। যে-স্থানে গোপগণ 'আয়োরে' 'আয়োরে' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। সেইস্থান 'আয়োরে' নামে খ্যাত হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

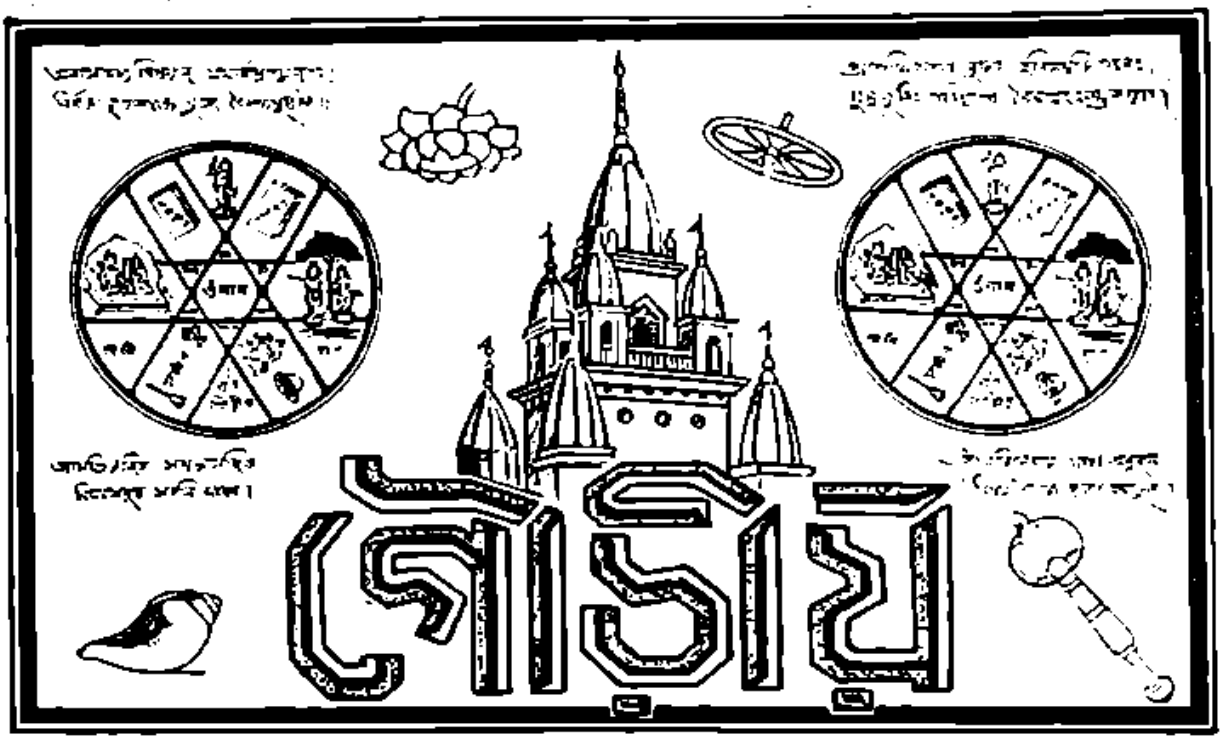

১০ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২রা মাঘ শনিবার, ১৩৩৮; ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৩২ | ২৩শ সংখ্যা

মাদ্রাজে শ্রীল প্রভুপাদ

গত ৮ই জানুয়ারী (১৯৩২), ২৫শে পৌষ (১৩৩৮), শুক্রবার অপরাহ্ণ ৬টা ৪৮ মিনিটের সময় (ষ্টীমারে) মাদ্রাজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কলিকাতাবাসী ভক্ত ও সজ্জনগণের অনুরোধের মধ্যে জাহাজ হইতে মাদ্রাজ বেলেলে অবতরণ করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনকারিরূপে ছিলেন,—গৌড়ীয়-সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ও শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার অন্যতম সম্পাদক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনুরূপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয়; পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি, এ; পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন (সম্প্রদায়-বৈভব); অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীপাদ বসুবর অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিপদ অধিকারী বি, এস্-সি; শ্রীযুক্ত গৌরসুন্দর দাসাধিকারী; শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয়; শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল দাস অধিকারী; শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চন্দ্র আচার্য্য কলিকাতা; আচার্য্য শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দাসাধিকারী (সম্প্রদায়বৈভব); শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসাধিকারী, সম্পাদকারী শ্রী দেবিহারীজী; ব্রহ্মচারী শ্রীমাধবানন্দজী; ব্রহ্মচারী শ্রীসজ্জনানন্দজী, ও গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীভক্তিবান্ধব বিদ্যা-বিনোদ বি-এ, প্রভৃতি বিংশ ভক্ত।

৮ই জানুয়ারী রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকায় 'পেরেম্বার' ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া কতিপয় ভক্ত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ বন্দনা করেন; 'কটক' মেল ষ্টেশনে রাত্রি প্রায় ১২ ঘটিকার সময় অপেক্ষা শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর এম এ, শ্রীপাদ সুদর্শন মদনমোহন দাসাধিকারী; শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী; শ্রীপাদ শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কটকবাসী গুরুবর্গ ভক্তবৃন্দ ও কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের সেবকবৃন্দ মালা উপায়নের সহিত

সপার্ষদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সম্বর্ধনা করেন। ১ই জানুয়ারী রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার 'রাজমহেন্দ্রি' রোড্ ষ্টেশনে শ্রীযুক্ত কুমার রামচন্দ্র রাও মহাশয় (তিনি শ্রীগোর-রামানন্দ মিলন-স্থল পশ্চিম গোদাবরী "গোদাবরী" বা "দক্ষিণে" পার্বতীঠ ও শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয় মঠের জন্য ভূখণ্ড প্রদান করিয়াছেন) পুষ্প-মাল্যাদি দ্বারা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পূজা করেন; তৎপরবর্তী ইলোর রোড্ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া মিঃ ওয়াই জগন্নাথম্ বি-এ, (সবরেজিষ্টার) ও মাতা নারায়ণ প্রমুখ কতিপয় ভক্ত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বর্ণন ও বন্দন-পূর্বক তাঁহার অনুগমন করেন। ১০ই জানুয়ারী প্রাতঃকাল ৮॥ ঘটিকার সময়, 'বেজিন্ ব্রিজ' ষ্টেশনে মাদ্রাজ সহরের কতিপয় বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া প্রভুপাদের শুভাগমনের অভ্যর্থনা করেন এবং প্রায় ৯ ঘটিকার সময় মাদ্রাজ পেরাম্বুর ষ্টেশনে মহাদেশবাসী বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে অভিনন্দন প্রদান করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যানে [illegible] করিয়া-মাত্র [illegible] ষ্টেশনে [illegible] হইতে মাদ্রাজ সহরের জনসাধারণের পক্ষ হইতে মাল্য। প্রভুপাদের প্রেসিডেন্ট মিঃ টি, এস, রামস্বামী আয়ার, প্রভুপাদকে পুষ্পমাল্য-দ্বারা বরণ করেন। তৎপরে অনারেবল্ মিনিষ্টার টি, বন্ধন্; মিঃ এস্, ভি, রামস্বামী মুদালিয়ার; অনারেবল্ দেওয়ান বাহাদুর জি, নারায়ণস্বামী চেট্টিয়ার, সি, আই ই; মিঃ টি, গুরুবল্লা পিল্লাই প্রমুখ বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও পুষ্প-মাল্যাদি দ্বারা আচার্যে উচিত অভিনন্দন প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট সমবেত বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণের পরিচয় করাইয়া দেন।

যে প্রদেশ আচার্যগণের আবির্ভাবক্ষেত্র ও বিচরণভূমি বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ, যে প্রদেশ কাবেরী, গোদাবরী, কৃতমালা, পয়স্বিনী প্রভৃতি পুণ্যনদীদ্বারা পরিবৃত থাকিয়া বহুজনকে নিয়ত হরিকথামৃত পানের পিপাসা জাগাইয়া দিতেছে, যে প্রদেশ একদিন সর্ব্বাবতারী কলিপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর ও তৎপার্ষদ্বিগ্রহগণের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়াছে, সেই প্রদেশের অধিবাসিগণের মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের একান্ত নিজ জন গৌরশক্তি যুগাচার্য্যবর্য্যের পূজার প্রতি স্বাভাবিকী পিপাসা থাকিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাই মাদ্রাজবাসী বিশিষ্ট ও সাধারণ সকল-প্রকার ব্যক্তিই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক যুগাচার্য্য-বর্য্যকে সর্ব্বান্তঃকরণে অভিবন্দ্য গুরু, বন্ধু ও আচার্য্যরূপে বরণ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন।

আরকটের মাননীয় যুবরাজ (Prince of Arcot) শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভ্যর্থনার জন্য একটি সুরম্য শকটযান প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। স্থানীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণও তাঁহাদের মূল্যবান যানাদি লইয়া প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীগৌড়ীয় মঠের মোটর-যানও ভক্তগণসহ নয়াদিল্লী হইতে মুম্বাই সহরে হইয়া সপার্ষদ প্রভুপাদের অভ্যর্থনার জন্য ইতঃপূর্ব্বেই মাদ্রাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল।

মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণের পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব ভক্তিকান্তি অরণ্য মহারাজ, দিল্লী হইতে আগত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, ব্রহ্মচারী সি, ভি, কৃষ্ণমূর্ত্তি আয়ার, শ্রীযুক্ত বিজয়ন্ত পিল্লাই, শ্রীযুক্ত গণেশ আয়ার, শ্রীযুক্ত পরমেশ্বরণ আয়ার, শ্রীযুক্ত রাঘবেন্দ্র রাও, শ্রীযুক্ত স্বামীনাথ আয়ার প্রমুখ ভক্তগণ মৃদঙ্গ-করতালাদির সহিত সংকীর্ত্তন-সেনাপতিকে বরণ করিবার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও তদনুগামী ভক্তবৃন্দ ষ্টেশন হইতে বাহিরে কট্টু রোডে উপস্থিত হইলে পাইকপাড়া রোড্ হইতে একটি বিপুল সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীভক্ত-গৌরাঙ্গকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া চলিতে আরম্ভ করে। সংকীর্ত্তন-শোভা-যাত্রা নিম্নলিখিত ক্রমে সজ্জিত হইয়াছিল—সর্ব্বপ্রথমে শ্রীমাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠের নামাঙ্কিত পতাকা, তৎপরে ট্রাক-তানবাদ্য, মাদ্রাজ যুবক-সমাজের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী, গৌরিদাসীয় সংকীর্ত্তন সঙ্ঘ, মাদ্রাজ কর্পোরেশনের স্বেচ্ছা-সেবকবাহিনী, মাদ্রাজ জর্জ্জটাউনের বিভিন্ন কীর্ত্তন-সঙ্ঘ, প্রাদেশিক স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী, মাদ্রাজ বাদ্যসঙ্ঘের বেরম্ব কীর্ত্তনীয়া ভক্তবৃন্দ, মাদ্রাজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সঙ্ঘ, মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের বিপুল সংকীর্ত্তন-সঙ্ঘ, তৎপরে পুষ্পমাল্য-বিভূষিত সুরম্য যানে শ্রীশ্রীল

প্রভুপাদ ও তৎপর যানে শ্রীগৌড়ীয়নাথ শ্রীগৌরসুন্দর, তৎপরে মাদ্রাজি জনসাধারণের মোটর যানাদি এবং সাধারণ লোক-সঙ্ঘ ও সংকীর্ত্তনমণ্ডলী। সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ওয়েষ্ট কট রোড্, পেরোকট্টস্ রোড্, উড্স্ রোড্, বাসপেটা চাট রোড্, মৌরেস রোড্, সাউথ্ রোড্ ও কয়লুপিথ্ রোড্ হইয়া নর্ত্তনোপালসহ নামক পল্লীস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্মুখে প্রবেশ করেন।

যখন মাদ্রাজ নগরের বিভিন্ন পথ দিয়া সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা চলিতেছিল, তখন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দর্শন ও সংকীর্ত্তন শ্রবণার্থ দুই পার্শ্বের অট্টালিকা ও গৃহের উপরে, অলিন্দে, রাজপথে অসংখ্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সমুৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। কেহ বা স্ব-স্ব স্থানে বসিয়াই আচার্য্যবর্য্যের উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছিলেন, কেহ বা স্তব করিতেছিলেন, কেহ বা পুষ্পবর্ষণ করিতেছিলেন, কেহ বা জয়ধ্বনি করিতেছিলেন, কেহ বা মঙ্গল-বাদ্য বাজাইতেছিলেন, কেহ বা স্থির কদলীর ন্যায় শ্রীল প্রভুপাদের যানের সম্মুখে ও পার্শ্বে পতিত হইয়া প্রভুপাদের বন্দনা করিতেছিলেন, কোন কোন বিশিষ্ট ভদ্রলোক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সেবানুকূল্য লাভের জন্য সেবকগণের অনুমতি গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহাদের হস্তস্থিত ব্যজন যাচ্ঞা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে ব্যজন করিতেছিলেন। কোন কোন কীর্ত্তনসঙ্ঘের পরিচালকগণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পদধূলি গ্রহণার্থ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পুষ্প-মাল্যাদি অর্ঘ্যের সহিত নৃত্য করিতে করিতে প্রভুপাদের পদান্তিকে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং পাদস্পর্শ করিয়া অধিকতর প্রেমভরে নৃত্য করিতেছিলেন; পুনঃ পুনঃ গুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিতে মাদ্রাজ নগর মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, নগরের কর্ম্ম-কোলাহল নিস্তব্ধ হইয়াছিল, সহরের অন্যান্য যানাদি পর্য্যন্ত উহাদের গতিরোধ করিয়া আচার্য্যবর্য্যের অপ্রাকৃত গতির অনুগমন করিয়াছিল, মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের সংকীর্ত্তনজ্ঞ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর নেতৃত্বে গৌরবিহিত সঙ্গীত সমূহ কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে করিতে রাজপথের মধ্য দিয়া চলিতেছিলেন, স্থানে স্থানে মণ্ডলী নৃত্য ও বেণী নৃত্যের দৃশ্য, মধুর মৃদঙ্গ-মুখরিতা দিগ্‌বধূগণের প্রতিধ্বনিময়ী কীর্ত্তনারতি সকলেরই হৃদয়ে নব নব চমৎকারিতা বিধান করিতেছিল।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে লইয়া সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা মৌরেস রোডে উপস্থিত হইলে মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের তত্রস্থ ভূমিতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অবতরণ করিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনার্থ মাদ্রাজবাসিগণ ৩২টী তোপধ্বনি করিয়াছিলেন। সংকীর্ত্তন-সঙ্ঘও ঐ ভূমিতে উপস্থিত হইয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ পুনরায় যানে আরোহণ করিয়া বহু লোকের অনুব্রজ্যার মধ্যে চলিতে লাগিলেন। প্রভুপাদের প্রতি সম্মান জ্ঞাপনার্থ পুনঃ পুনঃ তোপধ্বনি হইতে থাকিল। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভ্যর্থনার জন্য রাজপথের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান পতাকা-সমূহ নাগর বেলাগত চিরবসন্তানিলের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়া নৃত্য করিতেছিল, রাজপথের বক্ষে ভক্তকুলের নৃত্য, আকাশে পতাকাবলীর নৃত্য, পৃথ্বীতে ভক্তগণের কীর্ত্তনধ্বনি, আর আকাশে দিগ্‌বধূগণের অনুকীর্ত্তনধ্বনি শ্রীচৈতন্যবাণীর শুভাগমনবার্ত্তা দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত করিয়া দিতেছিল।

সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিয়া গোপালপুরস্থ পল্লীস্থিত মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকিল। ক্রমে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদেরই চরণাশ্রিত মন্ত্রদেশবাসী গৃহস্থ ভক্তপ্রবর শ্রীপাদ সি. ডি. কৃষ্ণস্বামী আয়ার মহাশয়ের "ভবনে"র সম্মুখে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের যান উপস্থিত হইল। শ্রীপাদ আয়ার মহোদয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের অভ্যর্থনার জন্য নিজ ভবনের দ্বারে কদলী-শ্রেণীসমন্বিত বৃক্ষ, মঙ্গলঘট, পুষ্পমাল্য প্রভৃতি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। মহাসৌভাগ্যবান্ উক্ত ভক্তবর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি এবং গলদেশে পুষ্পমালা প্রদান করিলেন। তৎপরিবারস্থ কেহ কেহ দেশ-প্রচলিতাচারে দুগ্ধ ও কর্পূরের আরতি করিলেন, বালকবালিকাগণ ললিতরাগিণীতে গুরুবন্দনাত্মক আরতি কীর্ত্তন করিতে লাগিল। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সেবোন্মুখগণের প্রতি এইরূপ অহৈতুক কৃপাবর্ষণ করিয়া পুনরায় সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহিত শ্রীমঠের অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। শ্রীমঠে সম্মুখস্থ হইবামাত্র পুনরায় বারংবার তোপধ্বনি হইতে লাগিল। ভক্তগণের আনন্দের সীমা নাই; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্ত্তনে মত্ত হইয়া ভক্তগণ মহা নৃত্য আরম্ভ করিলেন

উচ্চ সংকীর্ত্তন-কলরব, মৃদঙ্গের মধুর শব্দ ও শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-জয়ধ্বনি ঐকতানবাদ্যের সহিত মিলিত হইয়া চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া তুলিল।

মহাপথ হইতেই অনারেবল্ মিনিষ্টার দেওয়ান বাহাদুর কুমার রাজা রেড্ডিয়ার মহোদয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন প্রদানার্থ উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গেই ছিলেন। শ্রীমঠের প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অবতরণ করিলে মাদ্রাজ সহরের সামরিক সংবাদপত্র-সমূহের আলোকচিত্র গ্রহণকারিগণ উপস্থিত হইয়া স্বচক্ষে ঘটনা দর্শন এবং আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সহস্র সহস্র কণ্ঠনিঃসৃত জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রবিষ্ট হইলেন। শ্রীমঠের ৺ জগন্নাথদেব, পূর্ণকুম্ভ, আম্রপল্লব প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য এবং পুষ্পমালিকায় তোরণাবলী ও শ্রীমঠনামাঙ্কিত পতাকায় বিভূষিত করা হইয়াছিল। তোরণ হইতে মঠের "শ্রীকৃষ্ণ হল" পর্য্যন্ত রক্তিতবস্ত্রে মণ্ডিত ছিল। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ "শ্রীকৃষ্ণ হলে" উপনীত হইয়া আসন গ্রহণ করিলে মহরপেশবাসী অনেকে বাঙ্গি দ্বিন্ন কথনীর ন্যায় পতিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ বন্দনা করিতে লাগিলেন। আচার্য্য-সম্মান, বৈষ্ণব-সম্মানে কাহারও কোনও-প্রকার কৃত্রিম লজ্জা বা জড়তা নাই, এদিকে অনেকেই পাশ্চাত্য দেশের পোষাকে বিভূষিত, কিন্তু আচার্য্যের প্রতি ভক্তিজ্ঞাপনকালে তাঁহারা কোনওপ্রকার দ্বিধা না করিয়া ভূমিশায়ী হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইতেছিলেন। এ প্রদেশেও পশ্চিম দেশেরই ন্যায় ফলাদি উপহার প্রদানপূর্ব্বক সাধু দর্শন ও সাধুর চরণে প্রণত হইবার রীতি প্রচলিত আছে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ "শ্রীকৃষ্ণ হলে" আসন গ্রহণ করিলে স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ লয়ওলা কলেজের (Loyola College) অর্থনীতি-শাস্ত্রের অধ্যাপক মিঃ এল, এন, গোবিন্দরাজন এম, এ, মহোদয় মাদ্রাজ "গোপালপুরম্" অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উদ্দেশে প্রদত্ত একটি অভিনন্দন-পত্র বিশাট সভা-মধ্যে পাঠ করেন। নিম্নে উক্ত অভিনন্দন-পত্রের বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।

অভিনন্দন-পত্র

প্রভুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ, আপনি ভারতবর্ষের শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের প্রভূত আচার্য্য এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পরম সম্মানিত পাত্ররাজ, শ্রীগৌরজন্মস্থানী শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের কল্যাণনিকেতন শ্রীগুরুবর্য্য, কৃপা-পূর্ব্বক 'গোপালপুরম্' নামক স্থানের নব উপনিবেশিকগণের শুভ অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত এখানে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিতেছি। প্রভুপাদ বর্ত্তমান যুগে উত্তর ভারতবর্ষে ভগবদ্ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন। আমাদের বড়ই আনন্দ হইতেছে যে, প্রভুপাদ তাঁহার অভিমর্ত্ত্য প্রভাব পূর্ণ ভারতের চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিতেছেন এবং কিছুকাল হইল মাদ্রাজেও একটি শাখামঠ প্রকাশ করিয়াছেন; আমরা আশা করি, 'গোপালপুরম্' স্থানীতেই এই মঠ স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগ হইতেই আমরা প্রভুপাদ কর্ত্তৃক বিশেষ বিচার-বিচক্ষণতার সহিত নির্ব্বাচিত, সর্ব্বত্যাগী উপযুক্ত প্রচারকবর্গের কার্য্যাবলীর দ্বারা উপকৃত হওয়ায় আমাদিগকে বিশেষ সৌভাগ্যবন্ত মনে করিয়া আসিতেছি। আপনার অনুগত উক্ত প্রচারকগণ নিয়মিত হরিকথা আলোচনা এবং হরিপ্রসঙ্গের উপক্রম ও উপসংহারে চেতোদর্পণমেধী শ্রীহরিসংকীর্ত্তন-দ্বারা আমাদের হৃদয়ে প্রভু শ্রীহরি ও তাঁহার নিজ-জনগণের প্রতি শুদ্ধভক্তির সঞ্চার করিয়া দিতেছেন।

আমরা প্রার্থনা করি যে, প্রস্তাবিত "শ্রীকৃষ্ণ হলে"র পার্শ্বে সম্পাদিত হইবার অব্যবহিত পরেই নিখিল সত্যানুসন্ধিৎসু-গণের কল্যাণার্থ একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক—যেখানে পরমার্থের অনুগত শিক্ষা প্রদত্ত হইবে এবং শিক্ষার্থিগণ নির্দ্দিষ্ট কাল স্ব-স্ব শিক্ষা-ব্রত উদ্‌যাপনপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের কল্যাণাশীষ ও অনুমোদন-পত্র লাভ করিয়া শ্রীমঠের সেবা-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে অথবা সম্পূর্ণ ভগবদ্ভক্তিময় জীবনে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন। এইরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ শ্রীভগবানের সেবা এবং মানব জাতির নিত্য কল্যাণের জন্য হরিকীর্ত্তন-প্রচারময় জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইবেন।

আজ আমরা আমাদিগকে খুব ভাগ্যবন্ত মনে করিতেছি এবং তাহাতে আমরা ক্রমে ক্রমে শ্রবণে, কীর্ত্তনে, ভাবে, ভাষায়, আচারে-প্রচারে পরমার্থ জীবন যাপনের

শিক্ষা লাভ করিতে পারি, সেইরূপ শিক্ষার অতি প্রধানের —বিশেষতঃ সর্ব্বদিকে অধর্ম্মপ্রবৃত্তি-পরিপূর্ণ এই নাস্তিকযুগে ঐরূপ অমূল্য সুযোগ প্রদানের জন্য শ্রীভগবানের প্রতিনিধি আপনার নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি। একমাত্র অকৈতব পরমার্থ শিক্ষাই আমাদিগকে মহাচিৎসম্বল, পরা শান্তি এবং পরমানন্দ প্রদান করিতে পারেন।

তাং ১০ই জানুয়ারী ১৯৩২ গোপালপুরম্, মাদ্রাজ } শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা-প্রার্থী গোপালপুরম্ নিবাসী শ্রীকৃষ্ণ-সেবকানুসেবকাভাসগণ।

উপরি-উক্ত অভিনন্দন-পত্র পাঠের পর অনারেবল্ বিলিষ্টার দেওয়ান বাহাদুর কুমার স্বামী রেড্ডিয়ার মহোদয় মাদ্রাজবাসীর পক্ষ হইতে ইংরাজী ভাষায় একটি সংক্ষিপ্ত অভিভাষণ প্রদান-মুখে যাহা বলিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার তাৎপর্য্য বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইল—

পূর্ব্ব বক্তৃমহোদয়ের বাক্যানুসারে আমি পরমার্থ শ্রবণ, পরমার্থ কীর্ত্তন, পরমার্থ চিন্তন, পরমার্থ আচরণ এবং সর্ব্বতোভাবে পরমার্থে জীবন যাপন করা দূরে থাকুক, আমার অধিকাংশ সময়ই আমি অন্যান্য কার্য্যে অতিবাহিত করি, কাজেই আমার ন্যায় ব্যক্তির প্রভুপাদের ন্যায় মহাপুরুষবরের সম্বন্ধে কিছু বলিবার যোগ্যতা কোনও রূপেই নাই। তথাপি এই সভায়—এই মঙ্গলময় ব্যাপারে যেন আমি আমাকে প্রচুর কৃপাশক্তি-সঞ্চারিত বোধ করিতেছি —আমি যেন নবজীবন পাইয়াছি; আমি এই মঠের সহিত একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত না হইলেও এই মঠের কার্য্যাবলী একেবারে আমার অবিদিত নাই। আমি মঠের কথা শুনিয়াছি, ইহাদের কার্য্যাবলী দর্শন করিয়াছি এবং ইহাদের প্রচার ও আচারে বিশেষভাবে মুগ্ধ হইয়াছি। এই মঠের শুদ্ধভক্তি প্রচারের মহাপ্রচেষ্টা আমার হৃদয়ে গভীরভাবে দাগ বসাইয়াছে, এই কথাটুকু আমি সংক্ষিপ্ত নিরপেক্ষ ভাবেই বলিতে পারি। গুরু মহারাজ যে সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের কথা বিস্তার করিতেছেন, তাহাতে আমরা আজ তাঁহাকে আমাদের মধ্যে পাইয়া বিশেষ গৌরব অনুভব ও আমাদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিতেছি। তাঁহার ভুবনমঙ্গলময়ী বাণী আমাদিগকে অন্ধকার রাজ্য হইতে উত্তোলন করিয়া নিশ্চয়ই মহা আলোকময় সত্য-পথে চালিত করিবেন। সুতরাং "গোপালপুরম্" পল্লীর অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে আমাদের অধ্যাপক মহোদয় যে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন, আমি তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া সমগ্র মাদ্রাজ সহরবাসীর পক্ষ হইতে গুরুমহারাজকে আমাদিগের আন্তরিক শ্রদ্ধা, অভ্যর্থনা, কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাইতেছি। (করতালি)

শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণ *

ভদ্র মহোদয়গণ! আপনাদের অভিনন্দন-পত্রে এবং মাননীয় দেওয়ান বাহাদুরের অভিভাষণে আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তির প্রতি যে সকল প্রশস্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে, তজ্জন্য আমি আপনাদের মহত্ত্ব অনুভব করিয়া আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

ভগবদ্ভক্তিতে—ভগবানের সেবা-কার্য্যে আমরা সকলেই বিশেষভাবে সম্পর্কিত। আমাদের সত্তা নিরন্তর ভগবৎসেবাময় হইলেও—আমরা চেতন হইলেও বর্ত্তমানে আমরা স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি। এখানে আমরা প্রতিমুহূর্ত্তেই প্রত্যেক বস্তুর নিকট হইতে সাহায্য-প্রার্থী; যদিও আমরা অনুক্ষণই সাহায্য ও সহযোগিতার কাঙ্গাল হইয়া আমাদের অপূর্ণতা ও আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের চেষ্টা করিতেছি, তথাপি আমাদের অপূর্ণতা ও আকাঙ্ক্ষা থাকিয়াই যাইতেছে। সর্ব্বপ্রকার সহায়তা-লাভের মূল কেন্দ্র—শ্রীভগবানের পাদপদ্ম। পূর্ণ বিশ্বের ভগবানের নিকটই আমাদের নিত্য সাহায্য বা নিত্য কৃপার প্রার্থী হওয়া উচিত। তিনি আমাদিগকে যে সাহায্য প্রদান করেন, তাহাতে অপূর্ণতা, ক্ষণভঙ্গুরতা, ছলনা, হেয়তা প্রভৃতি থাকিতে নাই।

আমাদের নিয়মিত পরমার্থ-শিক্ষা আবশ্যক। কেবল যে ভারতবর্ষের লোকমাত্রেরই ঐরূপ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা নহে; সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালের, সর্ব্বলোকের ভগবদ্ভক্তিতে একান্ত প্রয়োজনীয়তা নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এখন জিজ্ঞাস্য, কিরূপে সেই বাস্তব পরম সত্য ভগবৎপাদারবিন্দের নিকট আমাদিগকে উন্নীত হইতে হইবে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমরা আমাদের জন্মের সময় হইতে, জন্মের সময় কেন, জন্মেরও পূর্ব্বে মাতৃগর্ভে থাকা-কাল

* ইংরাজীর বঙ্গানুবাদ

হইতে আমুষ্ক এবং তাহারই ফলে অর্থাৎ জীবনাদেও কোনও না কোনও বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষাযুক্ত। কিন্তু এই সকল আকাঙ্ক্ষা আমাদের আকাঙ্ক্ষার মূলেই বৃদ্ধি করে। কোন্ আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু আমাদের অভয় বিধান করিতে পারে? সেই আকাঙ্ক্ষার প্রাপক আমরা সকলেই; সেই আকাঙ্ক্ষাই আমাদের চেতনের নিত্য আকাঙ্ক্ষা, সেই আকাঙ্ক্ষা আবিষ্কৃত হইলেই তাহা আমাদিগকে কৃষ্ণচরণ-কল্পতরুকে আরোহণ করাইয়া থাকে।

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্॥
(ভাঃ ১২।১২।৫৫)

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের অনুক্ষণ স্মৃতি জীবের যাবতীয় অমঙ্গল বা অনর্থ বিনষ্ট করিয়া অশেষ কল্যাণ বিস্তার করে। তাঁহার চরণ-স্মরণে অন্তঃকরণ শুদ্ধি এবং জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বিরাগযুক্ত প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ হয়।

ভগবদ্ভক্তিরাজ্যে অনর্থযুক্তকে প্রবেশ করিতে হইলে নিয়মিত শিক্ষার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। আগে শ্রীগুরুপদাশ্রয় করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে কৃষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষা এবং বিশ্রম্ভের সহিত গুরুসেবা অর্থাৎ সদ্‌গুরুমুখ-নিঃসৃতবাণী অকপট ও অনলসভাবে শ্রবণ করিতে হইবে। কেবল বর্ত্তমানের আপাত প্রয়োজনীয়তার ছলনায় যে নশ্বর ও দুঃখদায়ক সুখের স্বপ্ন আছে, তাহাতে আমরা মুগ্ধ হইব না; বাস্তবসুখ, কৃষ্ণসেবা-সুখের কথা—যাহা শ্রীসদ্‌গুরু-দেবের বাণীতে নিত্য প্রকটিত, সেই বাণীর সেবা করিব—সেই বাণী নিয়ত শ্রবণ করিব। ইন্দ্রিয়পরায়ণতা প্রকৃত সুখ নহে, অধোক্ষজ কৃষ্ণেন্দ্রিয়পরায়ণতাই নিত্য বাস্তব সুখের খনি।

সবিশেষ পুরুষোত্তমত্ব সম্বন্ধে মনোধর্ম্মিগণের নানা প্রকার পরিবর্ত্তনশীল মতভেদের ফলে আমরা কদর্থিত হইব না। কেহ কেহ পরাৎপরতত্ত্বে 'ক্লীবত্ব' আরোপ করেন, তাঁহাদের বিচার এই যে, পরাৎপরতত্ত্বে লিঙ্গ-প্রকরণ-বিষয়ক প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তাঁহার পরাৎপরত্ব বিনষ্ট হয়!

কিন্তু ক্লীবত্ব-ধারণা একটি অসমাদৃত ধারণা মাত্র। যে তত্ত্বে প্রভুত্ব—পুরুষোত্তমত্ব প্রকাশিত নাই, যে তত্ত্বস্তু নিজে প্রেমণা গ্রহণ করিতে পারে না, তাহা কিরূপে পরাৎপরতত্ত্ব হইতে পারে? আবার তত্ত্বান্তর predominating feature ও predominated aspect ব্যতীত সম্পূর্ণ হইতে পারে না। moiety-র বিচার পূর্ণবিচার নহে। দুইটী moietyতে একটি integer বা পূর্ণ সংখ্যা হয়। Predominating and Predominated aspectএর বিচার পরস্পর সাপেক্ষিক।

আমরা শুনিয়া সুখী হইয়াছি যে, আমাদের অনারেবল্ মিনিষ্টার দেওয়ান বাহাদুর এখন পর্য্যন্তও সাম্বত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ স্মরণ করেন। এখনও তিনি স্মরণ করেন যে, সাম্বত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্যতম সম্প্রদায়ের তিনি একজন অধস্তন। যদিও তিনি বৈষ্ণবতঃ আপনাকে অত্যন্ত লঘু এবং অন্যান্য কার্য্যে ব্যাপৃত মনে করেন, তথাপি তাঁহার স্বরূপে তিনি একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব।

আমরা কেবল বর্ত্তমান জীবনের আপাত প্রয়োজনীয়তার প্রতি মনোযোগী হইব না, ভবিষ্যৎ জীবনের নিত্য ও শ্রেষ্ঠ প্রয়োজনীয়তাই আমাদের পূর্ণতম মনোযোগের বিষয় হইবে, বৈষ্ণমূলে মাননীয় দেওয়ান বাহাদুর এই শিক্ষাই দিলেন। অতএব আমরা দেওয়ান বাহাদুরের সম্বর্দ্ধনাকে সম্পূর্ণভাবে অভ্যর্থনা করিতেছি। যে-সকল ভদ্রলোক আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকেও নানাপ্রকার প্রশস্তির দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে পুনরায় ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি; তাঁহারা ভগবদ্ভক্তি-প্রচার-প্রতিষ্ঠানের জন্য তাঁহাদের যে-সকল সেবা ও সময় নিয়োগ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা বরেণ্য। ভগবানের সেবা আমাদের সকলকেই অবশ্য করিতে হইবে। সেই সেবা-কার্য্যে আমরা যেন মহাজনগণের পথ অনুসরণ করিতে পারি, ইহাই আমাদের আরাধ্য বিষয় হউক। আমি পুনরায় আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। (করতালি ও জয়ধ্বনি)

১০ই জানুয়ারী (১৯৩২) অপরাহ্ণে মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের "শ্রীকৃষ্ণ হলে" পুনরায় একটি বিরাট্ সভার অধিবেশন

হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম-এ, বি এল, ও শ্রীযুক্ত প্রমথ ভূষণ মজুমদার মহাশয়ের সমন্বিত-নৃত্য, শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বন্দনা ও উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিবার পর শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় ৩॥ ঘণ্টাব্যাপী "শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষা" সম্বন্ধে একটী অভিভাষণ প্রদান করেন। পরবর্ত্তী সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইবে।

সপার্ষদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মাদ্রাজ নগরীতে শুভপদার্পণ-বার্ত্তা এবং শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণাদি মাদ্রাজ স্থানীয় বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। স্থানীয় 'মাদ্রাজ মেইল' (Madras Mail) নামক গভর্ণমেণ্টের দৈনিক সংবাদপত্র গত ১২ই জানুয়ারী (১৯৩২) তারিখের সংখ্যায় সপার্ষদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আগমন অবতরণ, বিমিয়ার দেওয়ান বাহাদুর কুমার স্বামী হেডিয়ার প্রভৃতি বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণের চিত্রের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। 'হিন্দু' এবং 'ক্রনিক্‌ল্' নামক সুবহুল প্রচারিত ও প্রভাবান্বিত ইংরাজী দৈনিকেরও উক্ত তারিখের সংস্করণে মাদ্রাজ নগরীতে শ্রীল প্রভুপাদের অভ্যর্থনা, অভিনন্দন এবং প্রভুপাদের অভিভাষণের বিস্তৃত বিবরণ ও তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে। 'গৌড়ীয়' পত্রে যথাস্থানে তাহা প্রকাশিত হইবে।

আমার বধিরতা

যখন আমি শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শাস্ত্র হইতে "প্রণবে"র মুখ্যতার বিষয় শুনিয়াছিলাম, তখন মনে মনে একটি চিন্তার উদয় হইয়াছিল। মনে মনে ভাবিয়াছিলাম, এই যুগে যাঁহারা 'বধির' হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের ন্যায় দুর্ভাগা ও বঞ্চিত ব্যক্তি জগতে আর দ্বিতীয় কেহ নাই। কেন না, তাঁহারা একমাত্র মঙ্গল-নিধান শ্রীচৈতন্য-বাণী—শ্রীচৈতন্য-সংকীর্ত্তন-'প্রণব' হইতে জন্মের মত বঞ্চিত হইয়াছেন।

কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমি ঐ সকল জন্মবধির অপেক্ষাও অধিকতর বঞ্চিত—আমি সৌভাগ্যের সর্ব্বদিন সুযোগ লাভ করিয়াও দুর্ভাগ্য। যাঁহাদিগকে আমি 'বধির' মনে করিয়াছিলাম, তাঁহাদের কেহ বহু ত' এক জন্মের 'বধির', কেহ বা সাময়িক বধির; আবার শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপায় উহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, ঐ সকল আপাত দৃশ্যমান বধিরগণও শ্রীগুরুদেবের কৃপাবলে শ্রীগুরুমুখপদ্ম-বাক্য—শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণে যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন।

আমি যে অনাদিকালের বধির—কত চৌরাশি লক্ষ জন্মের বধির, তাহা তখনও ভাবিতে পারি নাই। পূর্ব্বের হিতকামনার ছলনা দেখাইয়া পূর্ব্বজনের পূর্ব্বে প্রবেশের নিমিত্ত পথ-প্রদর্শনকারিগণ 'পুরোহিত' নাম ধারণ-পূর্ব্বক যে কর্ণবেধ-সংস্কার করাইয়াছিলেন, তাহাতে কর্ণদ্বয় সংস্কৃত হওয়া দূরে থাকুক, মলগুলি আরও বৃদ্ধিই পাইয়াছিল, কর্ণজড়তার কোপানল কাণে এমন তালা লাগাইয়াছিল যে, তাহাতে হিতসাধক কোনও শব্দই আর কাণে যাইত না।

অনির্ব্বচনীয় মহা ভাগ্যফলে অপ্রত্যাশিত, অযাচিত ও অতর্কিতভাবে কোথা হইতে যেন এক অতিমর্ত্ত্য চেতনবাণীর শঙ্খাবতার সেই কাণের তালা খুলিয়া দিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু আমি সেখানে আমার স্বতন্ত্রতা প্রয়োগ করিলাম, আমি বলিলাম—'আমি বধিরই থাকিব—জন্ম জন্মান্তরের অভ্যাসটা পরিত্যাগ করিব না।' কারণ, ঐ অভ্যাস এমন একটি কাড়োর মোহ সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা পরিত্যাগ করিতে হইলে আমাকে আমার শ্রেয়ের প্রতি বিদ্রোহী হইতে হইবে।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমার বধিরতার ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া 'বধিরতা' নিবারণের জন্য যে কত উপায়—কত কৌশল অবলম্বন ও আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া অসম্ভব। তথাপি একটী অসম্পূর্ণ তালিকার খসড়া প্রস্তুত করিতেছি।

(১) বৎসরের সকল সময়েই কোনও না কোনও

স্থানে, কোনও না কোনও ভক্তাঙ্গোপলক্ষ স্মৃতি উপলক্ষ করিয়া কোন কীর্ত্তনসহ উৎসবের অনুষ্ঠান।

(৭) শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট কীর্ত্তনের প্রচারার্থ শ্রীচৈতন্য-সম্পর্কিত তীর্থসমূহে ও বৃন্দাবনের বিভিন্ন স্থানে পর্য্যটন।

(৮) পর্য্যটন-কালে একদিকে যেমন পরিব্রাজকাচার্য্য-গণকে—ব্রহ্মচারি-বানপ্রস্থগণকে নিজ সঙ্গে গ্রহণ, অপর দিকে আমার ন্যায় গৃহ-দেহাদিক গৃহাসক্ত, গৃহব্রতকেও পুনঃ পুনঃ পত্র প্রেরণ করিয়া—দূত প্রেরণ করিয়া গৃহাক্তুপের অন্ধকূপের দুর্দ্দিন বাস ও অন্ধকার হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক সঙ্গে আনয়ন।

(৯) 'বৈষ্ণব-বন্দনা' পাঠ-কালে "প্রণমি সিরসে সভাকার চরিনাম" একটি পদ কোনও বৈষ্ণবের সম্বন্ধে পাঠ করিয়াছিলাম; কিন্তু আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমার ন্যায় অনাদি বধিরকে তাঁহার কীর্ত্তন-শ্রবণের যোগ্যতা দানের জন্য কতপ্রকার দ্রব্য, কতপ্রকার বিচিত্র প্রসাদ, কত বিচিত্র লোকের সহিত প্রসঙ্গ, বিচিত্র উৎসবাবলীর আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

(১০) লুপ্ত-তীর্থ-উদ্ধার—প্রাকৃত প্রত্নতাত্ত্বিকের ন্যায় ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক কার্য্য বা পৌত্তলিকতার উদ্ধার বা প্রচার নহে। পরন্তু শ্রীচৈতন্য-কীর্ত্তন-বিস্তারার্থ লুপ্ত কীর্ত্তন-পীঠ-সমূহের উদ্ধার-সাধন-পূর্ব্বক তথায় কীর্ত্তনের নিত্য স্মৃতি ও অনুষ্ঠান সংরক্ষণ।

(১১) শ্রীমূর্ত্তি-স্থাপন—কীর্ত্তনযজ্ঞের দ্বারা শ্রীমূর্ত্তির সেবা প্রচার-পূর্ব্বক স্থাননিষ্ঠ, দেবাসক্ত, গৃহাসক্ত ব্যক্তিগণের সেবা-সুবৃত্তির উদ্বোধন, হরিকথা-শুশ্রূষা-বৃত্তির দ্বারোদ্ঘাটন।

(১২) শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ-স্থাপন—লোকসঙ্ঘের শ্রীচৈতন্য-জিজ্ঞাসা ও শ্রীচৈতন্য-শুশ্রূষা-বৃত্তি উদ্বোধনের জন্য শ্রীচৈতন্য-পদাঙ্কিত ভূমি-সমূহে সপার্ষদে গমন-পূর্ব্বক সকলের নিকট আচার্য্যবর্য্যের শ্রীচৈতন্যবাণী বিস্তার ও সংকীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীচৈতন্য-চরণচিহ্ন সংস্থাপন।

(১৩) পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র প্রচার—বধিরতা নিবারণের একটি মহাস্ত্র বা মহৌষধি। আমার ন্যায় অনাদি বধিরকেও অলৌকিক শ্রবণ-যোগ্যতা প্রদান-পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ তৎকর্ণে নবনবায়মান শ্রবণামৃত বর্ষণ ও সেই শ্রবণ-সন্দেশ পত্রিকা-মুখে জনসাধারণে বিস্তার করাইয়া অনুকীর্ত্তনকারীকে ভক্ত-বিবরে অপ্রতিহত ধ্যানমগ্ন করণ এবং অপরকেও তৎসঙ্গে শ্রবণের অভূতপূর্ব্ব সুযোগ-দান। প্রাণ্যকোলাহলে বিশ্বের কর্ণে যে তালা লাগিয়াছে, তাহা হইতে বিশ্বকে উন্মোচন-পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ-সন্দেশ প্রদান।

(১৪) মহাজন গ্রন্থ-প্রস্থাদি প্রচার—যাঁহারা মনোধর্ম্মী ভাক্ত-সম্প্রদায়ের মনোধর্ম্মের মাটিয়া মল কর্ণে বহন করিতে করিতে কর্ণকে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণে সম্পূর্ণ বধির করিয়া ফেলিয়াছেন কিংবা যাঁহারা মহাজনগণের গ্রন্থ ও বাক্যরাজি ঐ সকল মনোধর্ম্মিগণের মলযুক্ত ধারণার সহিত সংমিশ্রিত করিয়া কর্ণে পূরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের বধিরতা নিবারণের মহৌষধি বিস্তার।

(১৫) অভিভাষণ, আলোচনা, বক্তৃতা, পাঠ, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা বধিরতা নিবারণ।

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা, শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল-পরিক্রমা, শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা প্রভৃতি যাত্রা-মহোৎসব-ভক্ত্যঙ্গ আবিষ্কার ও প্রবর্ত্তনের দ্বারা বিপুল-ভাবে শ্রবণানুশীলনের সুযোগ প্রদান-পূর্ব্বক বধিরতা-ব্যাধির দূরীকরণ।

(১৭) বিভিন্ন স্থানে শ্রবণ-কীর্ত্তনানুশীলনপীঠ ভক্ত-সঙ্ঘারাম মঠাদি প্রতিষ্ঠান প্রকাশ-পূর্ব্বক সংসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণের দুর্ভিক্ষ নিবারণ এবং অনাদি বধিরতা-মহাব্যাধির মূলোৎপাটন।

(১৮) শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন্ত মূরজ-স্বরূপ ত্রিদণ্ডি-গণের শ্রৌতবাণীর ধ্বনি এবং বৃহৎ মূরজ মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা বিস্তারিত শাস্ত্রধ্বনির ঐকতান শব্দ দ্বারা বিশ্বের বধিরতা অপনোদন।

(১৯) অনাদি-বধির বিশ্বের কর্ণে দ্বারে প্রচারক প্রেরণ-পূর্ব্বক বধিরতা-ব্যাধির মহৌষধি শ্রীচৈতন্যবাণী বিতরণ প্রভৃতি।

অহো! আমি কি দুর্ভাগা! কি মন্দভাগ্য!! অহৈতুক কৃপাময় পরমদয়াময় শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমার জন্য এত প্রকার মহৌষধ আবিষ্কার করিলেও আমি বধিরতা-ব্যাধিকেই আদরের সহিত বরণ করিতেছি—পোষণ করিতেছি—সংরক্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছি! শ্রীগুরু-দেবের ব্রত—আমাকে ঐ বধিরতা-ব্যাধি হইতে বিমুক্ত করিয়া হরিকথা শুনাইবেনই, আর আমার কি প্রতিজ্ঞা,

এই যে, বধিরতা নিবারণের যত প্রকার উপায় আবিষ্কৃত হইবে, সেইগুলিকে আমি বর্জ্জ করিয়া দিব? শ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীচৈতন্যবাণী—শ্রীচৈতন্যের জীবন্ত মৃদঙ্গ-ধ্বনি সমূহ যতই বজ্রনির্ঘোষে বলিতেছেন,—"তুমি কৃষ্ণদাস", আমি ততই আমাকে "কালা কৃষ্ণদাস" করিয়া ফেলিতে চাহিতেছি! শ্রীচৈতন্যবাণী আমায় বলিতেছেন,—তুমি 'কালা' নও, তোমার কাণ আছে—সুন্দর সুতীক্ষ্ণ কর্ণ আছে, তুমি 'উৎকর্ণ কৃষ্ণদাস' হও।

অহো! শ্রীচৈতন্য-নিজজন শ্রীচৈতন্য-কীর্ত্তন শ্রবণ করাইবার জন্য অনুক্ষণ আমাকে তাঁহার কীর্ত্তনময়ী দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ-লীলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পদাব্জিকে রাখিবার বর করিতেছেন, আর আমি 'কালা কৃষ্ণদাসে'র ন্যায় সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎপাদপদ্মের—শ্রীগুরুপাদপদ্মের অন্তিক প্রবেশ পরিত্যাগ করিয়া—'শ্রবণ' পরিত্যাগ করিয়া—কর্ণদ্বারে সেবা পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বেই চক্ষুর সেবায় —রূপজ মোহের সেবায় ছুটিয়াছি! অহো! স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-রূপা বৈকুণ্ঠবার্ত্তা শ্রবণ পরিত্যাগ করিয়া নিজ কর্ত্তৃত্বরূপ দর্শন-আস্বাদনাদির সেবা যে অনর্থযুক্ত আমার ব্যক্তিগত 'কাম'—আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ, তাহাতে যে কৃষ্ণদাস অবরুদ্ধ হইয়াছে! দর্শনেন্দ্রিয় আমাকে মুগ্ধ করিয়া ভগবৎকর্ত্তৃত্বের ফলরূপ শ্রবণ-সেবা ব্যতীত উহার কার্য্যে টানিয়া লইয়া যাইতেছে—আমাকে বধির করিয়া রূপজ মোহে আকৃষ্ট করিয়া ভোগভবনের প্রভু সাজাইয়া লইতেছে—আমাকে কর্ত্তাভীগণের প্রাকৃত রূপজ মোহে পাতিত করিতেছে!

শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিতকে বাদ করিয়া শ্রীহরিকথা-শ্রবণ ব্যতীত আমার ইতর বাসনা থাকিতেছে কেন? সর্ব্বতীর্থমূল শ্রীগুরুপাদসেবা হইতে দূরে গিয়া, অন্য তীর্থ-দর্শনের লালসা কি আমার বধিরতা নহে? তাহা কি ধর্ম্মানুষ্ঠানের দুর্ব্বোধ-পরা প্রচ্ছন্ন রূপজ মোহ নহে? আমি যে 'উৎকর্ণ কৃষ্ণদাস', এই কথা ভুলিয়া গিয়া আমি ত' 'কালা কৃষ্ণদাস' হইয়া পড়ি নাই? আমি ত' সাক্ষাৎ কৃষ্ণপাদপদ্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত পদ্যগুলিকার বিবর্ত্তজাত কৃষ্ণ (?) দেখিবার জন্য বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের আদর্শে বধির হই নাই? 'শ্রবণ' ছাড়িয়া 'দর্শনে'র জন্য উন্মত্ত হইয়া পড়িলে এইরূপই দশা হয়—'কালা কৃষ্ণদাস' হইতে হয়, 'ছোট হরিদাস' হইতে হয়, 'বলভদ্র' ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির বধিরতার আদর্শ অনুসরণ করিতে ইচ্ছা হয়। তাই বলিতেছিলাম, আমি বধির হইয়াছি—বধিরতা বরণ করিয়াছি!

পূর্ব্বে একটা বধিরতা-ব্যাধির প্রতিষেধক ঔষধের তালিকা দিয়াছি, এখন আমার বধিরতা-ব্যাধির উপসর্গ ও বৈচিত্র্যের একটা অসম্পূর্ণ তালিকাও পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করি। পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, আমার এই বধিরতা-ব্যাধিটী কিরূপ ভয়ানক ও মারাত্মক! এই ব্যাধি হইতে বিশেষ সতর্ক না থাকিলে উহা চিরকালের জন্য আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে, এই জন্যই এই সকল কথার অবতারণা। গৌড়ীয় হাসপাতালের প্রধান সুচিকিৎসক ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ এই বধিরতা-ব্যাধির অনেক সুসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাঁহাদের উক্তিরই একটি অসম্পূর্ণ পুনরাবৃত্তি করিতেছি—

(১) ব্যবহারাতীত শ্রবণকে অব্যবহার্য্য (impractical) উপায় বলিয়া ধারণা।

(২) বৈকুণ্ঠ 'শ্রবণ' অপেক্ষা ইন্দ্রিয়তর্পণময় কর্ম্ম-পদ্ধতিকে অধিকতর বাস্তব (practical) বলিয়া ধারণা।

(৩) শ্রীসদ্গুরুপাদপদ্ম হইতে 'শ্রবণ' করিবার পরিবর্ত্তে বহির্দর্শনের অভিজ্ঞতা-প্রসূত প্রেয়োরুচির সমর্থন-কারীকে অর্থাৎ আক্ষেন্দ্রিয়তর্পণকারকেই 'গুরু' বলিয়া উহার বাক্য শ্রবণ।

(৪) বাস্তব সদ্গুরুর পাদপদ্মাশ্রিত অকৈতব আত্মধর্ম্মে অকপটভাবে প্রতিষ্ঠিত 'শ্রবণ-গুরু'কে বিশ্বাস না করিয়া প্রেয়োরুচির সমর্থনকারী মনোধর্ম্মীকে 'শ্রবণ-গুরু'-রূপে বরণ কিংবা নিজের বিমুখদর্শনেন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতার প্রিয়তার দ্বারা গুরু-নির্ণয়।

(৫) আনুপূর্ব্বিক 'শ্রবণ' করিবার পূর্ব্বেই ভগবদ্ভক্ত বা ভগবদ্ভক্তির প্রকৃত স্বরূপ-সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ বা অনধিকারচর্চ্চারূপ অসহিষ্ণুতা।

(৬) অকৈতব শ্রীসদ্গুরুপাদপদ্ম হইতে যথাযোগ্য 'শ্রবণ' করিবার পূর্ব্বেই অন্ধপ্রতিষ্ঠা-কামনাময়ী কীর্ত্তন-ঘোষণার স্পৃহা।

(৭) শ্রবণকে দুর্লভ সাধন-জ্ঞান, উপায়-মাত্র জ্ঞান কিংবা ধ্যান-ধ্যানাদি বহুবিধ উপায়ের অন্যতম কল্পনা।

(৮) হরিকথা-শ্রবণ ও নৈষ্ঠিক কথা শ্রবণকে সমস্তরে স্থাপন।

(৯) সন্ধ্যা-বন্দনাদি নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম কিংবা মাতা, পিতা, ভার্য্যা ও সন্তানাদির পরিচর্য্যা-পালন-পালনরূপ লৌকিক কর্ত্তব্যতা পরিত্যাগ করিয়া হরিকথা-শ্রবণকে অসার বা অনাবশ্যক মনে করা।

(১০) অন্যমনস্ক হইয়া শ্রবণের অভিনয় করা অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের কীর্ত্তনকালে দেহসম্বন্ধীয় স্ত্রী-পুত্র-পরিবার-পরিজন, সুনীতি, দুর্নীতি, লৌকিক কর্ত্তব্য, অকর্ত্তব্য, কর্ম্ম, বিকর্ম্মের বিষয় চিন্তা করিয়া হরিকথায় অন্যমনস্ক থাকা, কিংবা শ্রীগুরুদেবের বাক্য কেবলমাত্র 'কথার কথা,' ঐগুলি জীবনে পালন অসম্ভব ও অবাস্তব, এইরূপ ধারণা।

(১১) লোক দেখাইবার জন্য অর্থাৎ লোকের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা-মাত্র পাইবার জন্য শ্রবণের অভিনয় বা ছলনা; বস্তুতঃ অন্তরের অন্তঃস্থলে ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র বিচার, স্বতন্ত্র পূজা, ইতর কার্য্যের বাসনা দৃঢ়ভাবে পোষণ ও সংরক্ষণ করিবার সংকল্প।

(১২) শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান অথবা শ্রীগুরুদেবের সহিত হরিকথা-প্রচারার্থ দেশ-দেশান্তরে অনুগমনের অভিনয় করিয়াও গুরুর নিকট বসিয়া প্রদর্শিত একটা 'ছবি' মাত্র রাখিয়া অন্তরে বাড়ী ঘর-বাজার-হাট বা নানা তীর্থাদি দেখিবার ইচ্ছা, 'মিনির' জন্য পুতুল, খেলনা, 'টুকুর' জন্য কাপড়, জামা প্রভৃতি কিনিবার বাসনা, কিংবা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের কাম সংরক্ষণ।

(১৩) 'কীর্ত্তন' আরম্ভ হইবা-মাত্রই নয়ন-সরোবরে নিদ্রাসুন্দরীকে আলিঙ্গন অর্থাৎ শ্রবণের প্রতি সেবাবুদ্ধির অভাবজনিত জাড্যের অত্যাদর।

(১৪) 'শ্রবণ' করিবার পর তাহার অনুশীলন অর্থাৎ তদনুকূল্য ও তদ্রূপভাবে জীবনে পরিপালন করিবার ঐকান্তিক আর্ত্তির অভাব।

(১৫) কেবল আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণপর শব্দ-ব্রহ্মার বা প্রাকৃত কাব্য, সাহিত্যের বাহ্য বেষে সজ্জিত বাক্যগুলিকে 'শ্রবণে'র বিষয়রূপে স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়া প্রেমঃ-কীর্ত্তনকারী গুরু-বৈষ্ণবগণের মনোধর্ম্ম ও মনোভীষ্টদেক তীব্র উপদেশরাজিকে শ্রবণের বিষয় হইতে বর্জ্জন।

(১৬) অনর্থযুক্তাবস্থায় অপ্রাকৃত রূপ-লীলাদি শ্রবণের অভিনয়রূপ ইন্দ্রিয়তর্পণপরতা।

(১৭) যুক্তিবিবেক-বিচারমূলক 'শ্রবণ'কে তর্ক বা রসবর্জ্জিত বাক্যাড়ম্বর-ধারণা।

(১৮) কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগি-তপস্বি-ব্রতি-প্রাকৃত সহজিয়া প্রকৃতি মনোধর্ম্মিগণের আপাত প্রেয়ের উপায়কে শ্রবণীয় বিষয়রূপে কল্পনা।

(১৯) অপ্রাকৃত বাণী শ্রবণ করিবার পূর্ব্বেই প্রাকৃত বস্তু বা ভাবের স্মরণ বা দর্শনাদির চেষ্টা।

(২০) 'শ্রবণ' করিলে প্রেমঃ-পিপাসা বিনষ্ট হইবে আশঙ্কা করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে দূরে দূরে অবস্থান।

(২১) অকপট শ্রবণোন্মুখতার সহিত নিত্যকাল শ্রীগুরুদেবের সর্ব্বতোভাবে সঙ্গ না করিয়াই শ্রীগুরুদেবের বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিয়া ফেলিয়াছি, মনে করা।

(২২) "অত্যন্ত আত্মীয়তা পরিণামে তিক্তফল প্রসব করে"—এই লৌকিক প্রবাদের বিচার অনুসরণ করিয়া "দূরে থাকিয়াই গুরু-বৈষ্ণবের সঙ্গ করা ভাল, অধিক কথা শ্রবণ বা অধিক পরিমাণ সেবা করিতে গেলে শেষে তিক্ত হইয়া যাইব"—এইরূপ প্রাকৃত বিচার অর্থাৎ গুরুদেবে মর্ত্যবুদ্ধি পরিহার-পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠবাণী শ্রবণ হইতে দূরে অবস্থান।

(২৩) শ্রীগুরুদেবের বাক্যেও ভ্রম-প্রমাদ আছে, এইরূপ কল্পনা করিয়া গুরুদেবের নিকট শ্রবণের অভিনয় প্রদর্শন।

(২৪) "শ্রীগুরুদেব ত আবর্শের কথা, চরম কথা বলেন, সকল কথাই কি সকলে পালন করিতে পারে?"—এইরূপ প্রবোধ-বাক্য দিয়া শ্রবণ-পিপাসা ও সেবা-প্রগতিকে রুদ্ধ করিবার চেষ্টা।

(২৫) "শ্রীগুরুদেব যাহা বলিবেন, তাহা ত' শুনাই আছে, এক কথা বার বার না শুনিয়া, আলস করাই ভাল"—এইরূপ মনে মনে ধারণা।

বধিরতা-মহাব্যাধির এইরূপ অসংখ্য উপসর্গ ও বৈচিত্র্য-গুলি আমাকে প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়া আমাকে "কালা" কৃষ্ণদাস অর্থাৎ আবৃত কৃষ্ণদাস করিয়া ফেলিয়াছে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অতি নিকটে থাকিয়া

অধিনয়ের মধ্যেও শ্রবণের পরিবর্ত্তে সহবিষয়-দর্শন-লালসা ও ভোগের দৌরাত্ম্যই বৃদ্ধি পাইতেছে। আমি শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রতি বধির হইয়াছি, শ্রীভাগবতবাণীর প্রতি বধির হইয়াছি!

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসোদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্তে যৎ ক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া॥

• • •

গৃহেষাবিশতাঞ্চাপি পুংসাং কুশলকর্ম্মণাম্।
ময্যর্পিতাত্মনাং নৃণাং ন ক্ষীয়ন্তে হ্যভদ্রকাঃ॥

• • •

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দুরিকেব সূত ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ॥

• • •

নিসৃষ্টতীর্থেরিতপীয়মানহরৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥

• • •

তান্ শোচ্যশোচ্যানবিদোঽনুশোচে হরেঃ কথায়াং
বিমুখানঘেন।
কিলোতি দেবোঽনিমিষস্তু সেতুর্যন্নামুধাবর্ণতিষ্ঠতীনাম্।

বৈষ্ণব-বংশ

এই প্রাকৃত জগতে আমরা বৈষ্ণবগণকে ত্রিবিধ অধিকারে দেখিতে পাই। এতদ্ব্যতীত চেতনময় বস্তু-সমূহ—সকলেই কৃষ্ণদাস। যাহারা কৃষ্ণোন্মুখতার কোন পরিচয় দেয় না, তাহাদিগকে সাধারণ লোক, কনিষ্ঠাধিকারী ও মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণবগণ হরিবিমুখ বলিয়া জানেন। কিন্তু তাহারা অবৈষ্ণব হইলেও বিষ্ণুদাস। বাসুদেব সর্ব্ব-ভূতে অধিষ্ঠিত। প্রাকৃত রাজ্যে উচ্চাবচ সকল বস্তুতেই বিষ্ণুর অধিষ্ঠান না থাকিলে কোন বস্তুরই অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। কনিষ্ঠাধিকারগত বিষ্ণুদাস্যে আমরা দেখিতে পাই যে, বৈষ্ণব মহাশয়ের বিষ্ণু-বিগ্রহে বিশ্বাসের সহিত সেবা আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু বৈষ্ণবের স্বরূপোপলব্ধির অভাব আছে। সেজন্যই কনিষ্ঠাধিকারে বৈষ্ণবকে 'অপ্রাকৃত' আখ্যা দিবার পরিবর্ত্তে 'প্রাকৃত' বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছেন। পরম শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রীভগবানের সেবা করিতে করিতে তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া কোমলশ্রদ্ধ বৈষ্ণব নিজ প্রাকৃত বুদ্ধি ক্রমশঃ ত্যাগ করিবার অবসর লাভ করেন—অজ্ঞাতিনাশ, সৎকর্ম্মানু-শীলন, এমন কি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ প্রাকৃত জ্ঞানের অভিমানকেও তুচ্ছ দর্শন করিয়া প্রাকৃত বিষয়ে বিরাগ লাভ করেন। তখন তাঁহার বর্ণাশ্রম, প্রাকৃত ধর্ম্ম-মদ, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়চেষ্টা প্রভৃতি খর্ব্ব হইতে আরম্ভ করে। তৃণজলৌকার ন্যায় প্রাকৃত বৈষ্ণব অপ্রাকৃত রাজ্যের অনুসন্ধান করিতে শিখা স্বীয় অধিকার পরিবর্ত্তন করেন। পরিবর্ত্তিত মধ্যম অধিকারে আমরা দেখিতে পাই যে, অপ্রাকৃত অনুসন্ধান-ফলে কনিষ্ঠ ভাগবত দর্শনের শ্রীমূর্ত্তি তাঁহার অপেক্ষাকৃত উন্নত দর্শনের বিষয় হন। তিনি সেই কালে শ্রীমূর্ত্তিকে কেবল প্রাকৃত বস্তু জ্ঞান করেন না। তাঁহার নিজ অস্তিত্বে সেইকালে অপ্রাকৃতের তরল অবস্থান লক্ষ্য করেন এবং অধিকারভেদে ভাগবতগণের তারতম্য পরিদর্শন করিবার চক্ষু লাভ করেন। তাদৃশ দৃষ্টি লাভ করিয়া ভগবদ্বিগ্রহ-সমূহে প্রেম, কৃষ্ণোন্মুখজনে মিত্রতা, কৃষ্ণভক্তি-দ্বারা পরোপকার এবং অপ্রাকৃত বিরোধীবর্গের সঙ্গত্যাগরূপ অনুষ্ঠান-সমূহে ব্যস্ত হন। এইকালে তাঁহার নানাপ্রকার বিঘ্ন উদয় হয়। কখনও মায়াবাদী অহং-গ্রহোপাসক কর্ত্তৃক মন্ত্রিত, কখনও বা সৎকর্ম্মকারী বুভুক্ষিত-কর্ত্তৃক নিন্দিত এবং কখনও বা আহার-পানাদিমত্ত যথেচ্ছা-চারী ব্যক্তির আক্রমণের লক্ষ্য হন। এই সকল উপদ্রব অম্লান বদনে সহ্য করিতে করিতে তিনি হরিসেবা হইতে কৃষ্ণকৃপাক্রমে বিপথগামী হন না। কোমলশ্রদ্ধের যে-প্রকারে পতন সম্ভাবনা, মধ্যমাধিকারীর স্থান তাহা অপেক্ষা দৃঢ় হওয়ায় তাঁহাকেই হরিবিমুখ জনগণ বিপন্ন করিতে পারে না। মধ্যমাধিকারীর হৃদয়ে ভগবান্ যে অনেক সময় অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন। কৃষ্ণচন্দ্র বৈষ্ণবগুরুরূপে ভক্তের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া তাঁহাকেই নিজ-জন বলিয়া আকর্ষণ করেন। মধ্যম ভাগবত হরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপাক্রমে সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত অনুভূতি

লাভ করেন। সাধারণ ভাষায় ইহাকেই স্বরূপসিদ্ধি বলে। তাত্ত্বিকগণ তাঁহাকে নিত্যমুক্ত সংজ্ঞা দেন, তাঁহারা শুদ্ধাধিকার বৈষ্ণবের তাহার স্বরূপসিদ্ধি অর্থাৎ অবিমিশ্র অপ্রাকৃতে অবস্থিতি। এইকালে তাঁহার কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন চেষ্টা থাকে না। সেবার উপকরণ লইয়া যাঁহারা বিবাদ করেন, তাঁহারা উন্নতাধিকারের ধারণা করিতে পারেন না। শ্রীশ্রীমদ্ বিষ্ণুপাদ গৌরকিশোরের দুরন্তাত, অশ্রুরক্ত প্রবণ, সুতীব্র বৈরাগ্য, সহজিয়াগণকে উৎসাহ প্রদান—হরিসেবার উপকরণ জানিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইলে মূল সঙ্গ ত্যাগ করিয়া খোসা লইয়া টানাটানি চলিতে থাকিবে। যাঁহারা অপ্রাকৃত ছাড়িয়া প্রাকৃতে মত্ত, তাঁহারা কোন দিনই মহাভাগবতের চেষ্টা বুঝিতে সমর্থ হইবেন না। সেবার উপকরণগুলিকে নিজ নিজ প্রাকৃত ভোগ-বোধা উপকরণের সহ সমান জ্ঞান করিলে কখনই অপ্রাকৃত উপলব্ধি হইবে না।

উপরি-উক্ত তিন প্রকার বৈষ্ণবের বংশ এই জগতে দেখিতে পাওয়া যায়। 'বংশ' বলিলেই যে কেবল পৌত্র অধস্তনগণকে বুঝায়, এরূপ নহে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আদর-জ্ঞানে বৈধ যৌথসঙ্গ-প্রভাবে পৃথিবীতে বংশের উৎপত্তি হয়। কিন্তু তাহাই যে কেবল সেই বস্তুর পারমার্থিক অবিমিশ্র অধিষ্ঠান, তাহা বলা যায় না। পিতা-মাতা—এই উভয় বস্তুর সম্মিলনে সন্তানের উদ্ভব, প্রতি পুরুষেই ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীর সহযোগে সেই বস্তু হইতে অপর বস্তুর সমাবেশ লক্ষিত হয়। সুতরাং অবিমিশ্র পিতৃ-সত্তা পুত্রে বা স্থূল দৈহিকরূপে আরোপণ—সূক্ষ্ম বিচার-পুষ্ট নহে।

পিতা-মাতা পুত্রের সর্ব্বপ্রধান সেবক। তাঁহারা পুত্রের জন্য নানাবিধ অনুষ্ঠান-দ্বারা কায়মনোবাক্যে, অপত্যের জন্মাবধি স্বতঃ পরতঃ সেবা করিয়া থাকেন। সেই ঋণ পরিশোধের জন্য কৃতজ্ঞ পুত্রের পিতৃমাতৃ-সেবা কর্ত্তব্যের প্রধানতম অনুষ্ঠান। পুত্র, জন্মের অব্যবহিত পর হইতে পিতা-মাতার সেবা করিতে যোগ্য হন না। অনেক দিন পরে পুত্রের নিজত্ব উপলব্ধি হইলে সেবাধর্ম্ম প্রকাশমান হয়। তখন তিনি পিতা-মাতার উত্তরাধিকারি-স্বরূপে পিতৃমাতৃ সেবায় নিজ প্রধান কর্ত্তব্যতা উপলব্ধি করেন। এই প্রকার বংশ। ইহাতে পিতৃমাতৃ-প্রদর্শিত চিত্তের-ধারণা-সমূহ প্রবল হয়।

আমরা জানি যে, পৌত্রজন্ম ব্যতীত আচার্য্যকুলে জীবের দ্বিতীয় জন্ম হয়। দ্বিতীয় জন্ম হইলে জীব এক জন্ম অপরাধের হস্ত হইতে মুক্ত হন। আচার্য্য ও গায়ত্রী তাঁহাতে সাবিত্র্য জন্ম প্রদান করেন। এইকালে আচার্য্য-কুলে জীবের দ্বিতীয় জন্ম লাভ হওয়ায় তিনি অপেক্ষাকৃত সে সৌভাগ্য বুঝিতে পারেন। সন্তানের জন্মাবধি গৃহে বাসকাল পর্য্যন্ত পিতা-মাতা তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। পুত্রের জ্ঞান-বিকাশের প্রথমেই তিনি আচার্য্যকুলে প্রেরিত হন। সুতরাং পিতা-মাতার প্রতি কর্ত্তব্য-জ্ঞান আচার্য্যকুলে অবস্থানকালে তিনি বুঝিতে পারেন। পিতা-মাতার ন্যায় আচার্য্য, সন্তানের সেবক হন না। দ্বিজ, আচার্য্যের অনেকটা অধিক সেবা করিবার সুযোগ পান। আচার্য্যদাস দ্বিজ আচার্য্যের গৃহকে নিজ-গৃহ জানিতে পারেন। তিনি আচার্য্যের যাবতীয় দ্রব্যের সেবাভাব গ্রহণ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে আচার্য্যের নিকট হইতে বেদমন্ত্রের সহিত সমস্ত বেদশাস্ত্রে অধিকার লাভ করেন। বেদশাস্ত্র দুই প্রকার অনুষ্ঠানের উপদেশ করেন। প্রাকৃত জগতে যুযুধানভাবে প্রাকৃত ধর্ম্মের সহিত অবস্থান—এক প্রকার ফল। অপর এক প্রকার—নিত্য পারমার্থ বিদ্যায় অধিকার। আচার্য্য অনিত্য ধর্ম্মের বাধক হইলে শিষ্যকে অনিত্য উপাসনা—কর্ম্ম বা জ্ঞান উপদেশ করেন। আবার আচার্য্য স্মার্ত্ত না হইয়া পরমার্থী হইলে বেদ-কথিত পরম গোপনীয় পরমার্থ শিক্ষা দেন। যে অন্তেবাসী প্রাকৃত রুচিবিশিষ্ট, অন্ধকূপে অভিনিবিষ্ট, তিনি আচার্য্যের নিকট হইতে বৈদিক অধিকারক্রমে গৃহস্থত ধর্ম্মই মানবজীবনের ফল মনে করেন। আবার পরমার্থ-ধর্ম্মজ্ঞ বেদের প্রপঞ্চ ফল ভাগবত-সম্বন্ধি বেদশাস্ত্র হইতে শিক্ষা দিয়া জীবকে অনন্ত জীবনের পথে অগ্রসর করান—নিত্য জীবন হইতে নৈমিত্তিক জীবনের সার্থকতা বুঝাইয়া দেন। অন্তেবাসী ক্ষুদ্রার্থ-লোভে আচার্য্যের নিকট হইতে সমাবর্ত্তন-অনুষ্ঠান সমাপন করিয়া গৃহে প্রবেশ-পূর্ব্বক কর্ম্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। যিনি প্রাকৃত অর্থ পরমার্থের নিকট নিতান্ত ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর জানিয়া পরমার্থে আকৃষ্ট হন, তিনি সমাবর্ত্তনের পরিবর্ত্তে বৃহদ্ব্রত অথবা যতিধর্ম্ম বা গৃহ স্বীকার করিয়া পারমার্থিকী দীক্ষা লাভ করেন।

পারমার্থিক আচার্য্যের নাম—গুরু, তিনি অপ্রাকৃত

দিব্যজ্ঞান প্রদানরূপ দীক্ষানুষ্ঠান-দ্বারা জীবের তৃতীয় জন্ম প্রদান করেন। এই তৃতীয় জন্মে তিনি অপ্রাকৃত উপাসনায় প্রবৃত্ত হন এবং প্রাকৃত দর্শন হইতে বিমুক্তি লাভ করেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শৌক্রজন্মের বিস্মৃতি কেবল বংশাখ্যা লাভ করিতে পারে না, পরন্তু সাবিত্র্য ও বৈকাজন্মের বিলয়কেও 'বংশ' আখ্যা দেওয়া হয়। আচার্য্য-কুলে অবস্থান বা অপ্রাকৃত গুরুগৃহে জন্মের সহিত শৌক্রজন্ম-বিস্মৃতির পার্থক্য থাকিলেও উহাই (শৌক্রজন্ম) পারম্পর্য্যক্রমে 'বংশ' বলিয়া রূঢ়ীকৃত হইয়াছে। শৌক্রজন্মে সন্তানের পক্ষে পিতার মুখাপেক্ষা অল্প, কিন্তু সাবিত্র্য ও বৈদ্য জন্মে আচার্য্য ও গুরুর দান উত্তরোত্তর অধিক। ভক্তিমার্গে সেবনের তারতম্যই উত্তরাধিকারের তারতম্য নির্ণয় করে। যেরূপ চিকিৎসকের পুত্রের চিকিৎসা-শাস্ত্রে অধিকার পুত্রত্বে আবদ্ধ নহে, পরন্তু উহা বিদ্যাধিকারে ব্যক্তিগত পারদর্শিতাই একমাত্র কারণ, তদ্রূপ বৈষ্ণব-গুরুর পুত্রত্বই কেবল আচার্য্য বা গুরুত্বের কারণ নহে। শৌক্রবংশে কেবল যে পারমার্থিক অধিকার লভ্য হইবে, এরূপ কথা কোন শাস্ত্রে বা সদাচারে দেখিতে পাওয়া যায় না। উহা কেবলমাত্র গৃহব্রত অবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কতিপয় স্বার্থান্ধ সেবকের কপটতার ফল-মাত্র। সৎসম্প্রদায়ের মধ্যে তুর্য্যাশ্রমী গুরুগণের বংশাবলী বিদ্যমানপ্রায় আবদ্ধ। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, সৎসম্প্রদায়রাহিত্য অর্থাৎ সৎসাম্প্রদায়িক গুরুপরম্পরা বাহীত মন্ত্রের নিষ্ফলতা; মূঢ় ব্যক্তিগণকে প্রতারিত করিবার মানসে কতই নূতন মত উদ্ভূত হইয়াছে। প্রাকৃত স্বার্থ-বিমূঢ়িত সাধারণ লোক প্রাকৃত মনে মত হইয়া সেই মতবাদগুলি নিরাদর করতঃ সত্যের অনুসন্ধান করিতে পারে না। সুতরাং সত্য আচ্ছাদন করিয়া বঞ্চক-সম্প্রদায় জাল বিস্তার করে। অনেক দুর্ভাগা লোক তাহাদের কুহকে পড়িয়া পরম সত্য হইতে বিচ্যুত হয় এবং পরমার্থ দূরে থাকুক, কেবলমাত্র অনর্থজালে আবদ্ধ হইয়া পড়ে।

যদি ডাক্তারের পুত্র ডাক্তারী না শিখিয়া লোকের চিকিৎসা করে, রেলওয়ের ড্রাইভারের পুত্র ইঞ্জিনের যন্ত্র-সমূহে জ্ঞানলাভ না করিয়াই যদি ট্রেণ চালাইতে আরম্ভ করে, সন্তরণকুশল পিতার সন্তরণে অসমর্থ পুত্র যদি অপরকে অগাধ জলে সাঁতার শিখাইতে লইয়া যায়, তাহা হইলে যে কি বিষময় ফল উৎপন্ন করে, তাহা সহজে অনুমেয়। বিষ্ণু-বৈষ্ণবের শৌক্রবংশে জাত বলিয়া আমরা যতই কেননা আস্ফালন করি, আমাদের চরিত্রগত দৃঢ় শ্রদ্ধা না থাকিলে —নির্ভীক ভক্তাঙ্গ-সমূহ প্রদর্শন করিলে আত্মবঞ্চনা এবং সমাজের বঞ্চনা ব্যতীত আর কিছু করা হইবে না। অচ্যুত-গোত্র কখনই শৌক্রগোত্রনহে সুতরাং 'বৈষ্ণব-বংশ' বলিলে কেবল বৈষ্ণবের শৌক্রবংশ বুঝায় না। অচ্যুতগোত্র-গবিষ্ট পরমার্থী বৈষ্ণব স্ব-স্ব অধিকার-সমূহ তাদৃশ নিত্যসিদ্ধ অনুরক্ত সেবকেই ন্যস্ত করেন। তৃণ প্রভৃতি বলিয়া অযোগ্য অবস্থান-গণ কখনই পূর্ণ পুরুষের উত্তরাধিকার লাভ করিতে পারেন না; লাভ করিলেও তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হন না। এই সকল কথা বৈষ্ণব-বংশের ন্যায় বিষ্ণু-বংশেরও সমধিক কার্য্যকারী। বিশেষতঃ ভগবান্ ও ভক্তগণ কালে কালে ভিন্ন ভিন্ন বংশে জন্মগ্রহণ করেন, আবার ভক্তবংশে অভক্ত বা অসুরগণের জন্মলাভ করিবার বাধা নাই। বিষ্ণুর সন্তান —বিষ্ণু নহেন, কিন্তু বৈষ্ণব, সুতরাং বিষ্ণুবংশ ও বৈষ্ণব-বংশে তৃতীয় পুরুষ হইতে ভেদ নাই।

দ্বাদশ বন

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২২শ সংখ্যা ৩৫২ পৃষ্ঠার পর)

৩। 'গৌরবাই' বা গৌরাই—যেখানে নন্দাদি গোপ শ্রীকৃষ্ণের আগমন-প্রতীক্ষা-পিপাসু হইয়া বাস করিয়াছিলেন, সেই স্থানের নাম 'গৌরবাই' বা 'গৌরাই' হইয়াছে। এই গ্রামের ঐরূপ নাম হইবার কারণ ও উহার স্থান-নির্দ্দেশ নিম্নে বিবৃত হইল।

৪। ডানা—'বাম' নামক রেলওয়ে ষ্টেশনের প্রায় দুই মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব-দিকে, গোকুলের প্রায় ছয় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম-দিকে এবং টানির প্রায় পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে 'ডানা' নামে একটি বৃহৎ গ্রাম আছে। প্রাচীন-কালে এই ডানা গ্রামের এক বিশিষ্ট জমিদার শ্রীনন্দ

মহারাজের পরম বন্ধু ছিলেন। উক্ত ভূমিদার মহাশয় নন্দ মহারাজের কুরুক্ষেত্র হইতে আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিবে মাত্র আনন্দিত চিত্তে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া শ্রীনন্দ মহারাজকে অভ্যর্থনা করিলেন; তিনি যে-স্থানে শ্রীনন্দকে বাস করাইয়া গৌরবের সীমা অনুভব করিয়াছিলেন, সেই স্থানই গৌরবাই নামে পরিচিত হইল। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর শ্রীব্রজ-পরিক্রমা-কালে এই স্থান 'গৌরাই' নামে সাধারণের নিকট প্রচলিত ছিল। ইংরাজী মানচিত্রে এই স্থানের নাম 'Gharbi' এইরূপ লিখিত আছে এই Gharbi 'চানা'র সংলগ্ন উত্তরে অবস্থিত। ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনানুসারে 'চানা' 'আয়োরে' গ্রামের নিকটস্থ।

"চানা আয়োরে গ্রামাদির নিকটস্থ হয়"।—(ভক্তিঃ রঃ ১০ঃ)। কিন্তু ১৯১২ খৃষ্টাব্দের প্রকাশিত মানচিত্রে 'আয়োরে' নাম পাওয়া যায় না।

"শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থে 'গৌরাই' নামক স্থানের প্রসঙ্গ এইরূপ লিখিত আছে—

যথকিলপি মাথুরানুগতাঃ করণাং স্বলা-
ব্রজেন্দ্রমুখগোকুলঃ পুনরুপৈতুমাত্মালয়ম্।
বিরক্তমনসস্তদা তপনজাং যমুস্তীর্য্যগো-
রইতি নিগদিতস্থলে ব্রজমবাসয়ন্ দূরতঃ॥
গোকুলপতিরিতি নাম্না গৌরব ইতি তদ্গোরায়ীত্যপি চ
সংস্কৃতং প্রাকৃতজং গ্রামমমাধ্যানমকতি স্থানম্।
গোকুলপতিরিতি নাম্না খ্যাতং গোকুলপতেঃ স্থানং
পুরুষোত্তম ইতি যদ্বৎ পুরুষোত্তমধাম বিখ্যাতম্॥

শ্রীল রাঘব গোস্বামী প্রভুর সহিত শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার যে পথ নির্দ্দেশ শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের পঞ্চম তরঙ্গে বিবৃত আছে, তাহাতে দৃষ্ট হয় যে, তাঁহারা 'কুমুদ' বন দর্শনান্তে 'পতিহা', 'আয়োরে', 'গৌরাই', 'চানা' প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া আদিবরাহপুরাণ-লিখিত পরিক্রমার পথ অনুসরণ করিবার পরিবর্ত্তে একটুকু স্বতন্ত্র-পথ গ্রহণ করেন। শ্রীল রাঘব গোস্বামী প্রভুর পরিক্রমা-পথে চলিতে চলিতে 'যষ্টী করাটবী' নামক স্থান-দর্শনে ইচ্ছা হইলে পরিক্রমা-পথ ছাড়িয়া তিনি শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর সহিত 'যষ্টীকরা'য় প্রবিষ্ট হন এবং 'শকটারোহণ স্থান', 'শ্রীগরুড় গোবিন্দ' প্রভৃতি দর্শন করিয়া পুনরায় পূর্ব্ব পরিক্রমা-পথের অনুসরণ-পূর্ব্বক দূর হইতে 'গঙ্গেশ্বরা' স্থানের নিদর্শন করিয়া 'সাতোঙা' গ্রামাদি হইয়া শ্রীবহুলাবনে আগমন করেন।

"আদি বারাহাতে যৈছে কৈল নিরূপণ।
সেরূপ নহিব ক্রমে হইব তেমন॥
রাঘব পণ্ডিত পথে যাইতে যাইতে।
মনে হৈল 'যষ্টীকরাটবী' দেখাইতে॥
পরিক্রমা-পথ ছাড়ি' অন্য পথে গিয়া।
শ্রীনিবাসে কহে 'যষ্টীকরা' প্রবেশিয়া॥

• • •

দেখ শ্রীনিবাস, এই 'শকটারোহণ'।
কৃষ্ণপ্রিয় স্থান এ পরম রম্য হন॥

• • •

'গরুড় গোবিন্দ' এই দেখ শ্রীনিবাস।
এথা করিলেন কৃষ্ণ অদ্ভুত বিলাস॥

• • •

ঐছে কত স্থান দেখাইয়া দুই জনে।
পূর্ব্ব পরিক্রমা-পথে আইলা হর্ষ মনে॥
দূর হৈতে কহে দেখ, 'গঙ্গেশ্বরা স্থান'।

• • •

দেখহ সাতোঙা গ্রাম কুণ্ড সুশোভন।

• • •

আগে চলে নানা রম্যস্থান দেখাইয়া।

• • •

রাঘব পণ্ডিত কহে হইয়া উল্লাস।
শ্রীবহুলাবন এই—দেখ শ্রীনিবাস॥

(ক্রমশঃ)

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর

১লা মাঘ, ১৩৪৮ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বিকেয়ম্—

আগামী ২৮শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ্চ শনিবার হইতে নয়দিবসকাল নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপে শ্রীধাম পরিক্রমা হইবে। কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্তাঙ্গের ন্যূনাধিক সাধন-ফল লাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিদয়িত গোস্বামী), শ্রীবনগোপাল বিদ্যাভূষণ (এম্, এ), শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম্, এ), শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (এম, এ, বি, এল) এবং শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ।

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরমূর্ত্তিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈতভবন) ২৮শে ফাল্গুন ১২ই মার্চ্চ শনিবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, সোণডাঙ্গা, মেঘার চর, বেহুপুকুর) ২৯শে ফাল্গুন ১৩ই মার্চ্চ রবিবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, গঙ্গানগর, হরিহর-ক্ষেত্র, বেপাড়া) ১লা চৈত্র ১৪ই মার্চ্চ সোমবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা) ২রা চৈত্র ১৫ই মার্চ্চ মঙ্গলবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গদখালীর কোল ও চর, তেঘরির কোল, আমোদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ) ৩রা চৈত্র ১৬ই মার্চ্চ বুধবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাইতপুর, চম্পাহাটী বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির) ৪ঠা চৈত্র ১৭ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, আমলর) ৫ই চৈত্র ১৮ই মার্চ্চ শুক্রবার (একাদশীর উপবাস)।

(৮) মোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, মকটীলা বা একডালা মাতাপুর) ৬ই চৈত্র ১৯শে মার্চ্চ শনিবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, পঙ্খরপুর, ইন্দ্রাকপুর, গঙ্গেরমুড়াঙ্গা) ৭ই চৈত্র ২০শে মার্চ্চ রবিবার।

৭ই চৈত্র ২০শে মার্চ্চ রবিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির
২২ নারায়ণ, ৪৭৫ শ্রীচৈতন্যাব্দ

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদম্—

আগামী ৭ই চৈত্র ২০শে মার্চ্চ রবিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-নবদ্বীপ-মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব-উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নামসংকীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব অতিথিসেবা ও মহামহোৎসবাদি হইবে। ১০ই চৈত্র ২৩শে মার্চ্চ বুধবার অপরাহ্ণ ৩।০টার সময় শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত সৎকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অত্রস্থ সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সঙ্গসুখে পরমানন্দিত হইবেন। **আগামী ৭ই ফাল্গুন ২০শে ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব-উপলক্ষে শ্রীনামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবেন। ২৮শে ফাল্গুন শনিবার হইতে ৭ই চৈত্র রবিবার পর্য্যন্ত নয়দিন নয়টী ষ্টীমে পরিক্রমা হইবে।**

সজ্জনকিঙ্কর—

শ্রীনফরচন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তিবৃহৎ **শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়**
কার্য্যকরী-সমিতি সম্পাদক। (রাজর্ষি কুমার রাও সাহেব এম,এ প্রাঙ্ক)
সাধারণ-সমিতি-সম্পাদক।

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ-তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ ৭—৬,	৯—১৬,	১০—৫০,	১৪—২৯,	১৬—৫৬
রাণাঘাট	ছাঃ ৭—৫৫,	৯—৪৬,	১৩—৫০,	১৬—১৫,	১৮—৪৭
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ ৬—৩৬,	১০—২৫,	১৪—৩১,	১৭—০,	১৯—২৫
পাড়া রোড	ছাঃ ৬—৫৫,	১০—৭৬,	১৩—৪১,	১৭—১৪,	২০—১১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ ৭—২৭,	১১—২১,	১৪—০,	১৭—৫৪,	২০—৫১
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ ৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—৩,	২১—০

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, আই, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার-ট্রেণ তালিকা

হাওড়া ছাঃ ৬—৩৬, ১২—৪৫, ১৭—৪৬, ১৮—৫০
স্যাণ্ডেল ছাঃ ৮—৩০, ১৪—১৬, ১৫—২২, ১৬—৪০, ১৮—৪৭, ২০—৫
নবদ্বীপ পৌঃ ১০—২২, ১৩—১৪, ১৪—১৫, ১৫—২৬, ২০—৪৬, ২২—৮

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে।

দ্রঃ—উৎসব-উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি পরমহংস স্বামী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী, শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির, পোঃ আঃ, শ্রীধাম মায়াপুর জিলা নদীয়া :—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

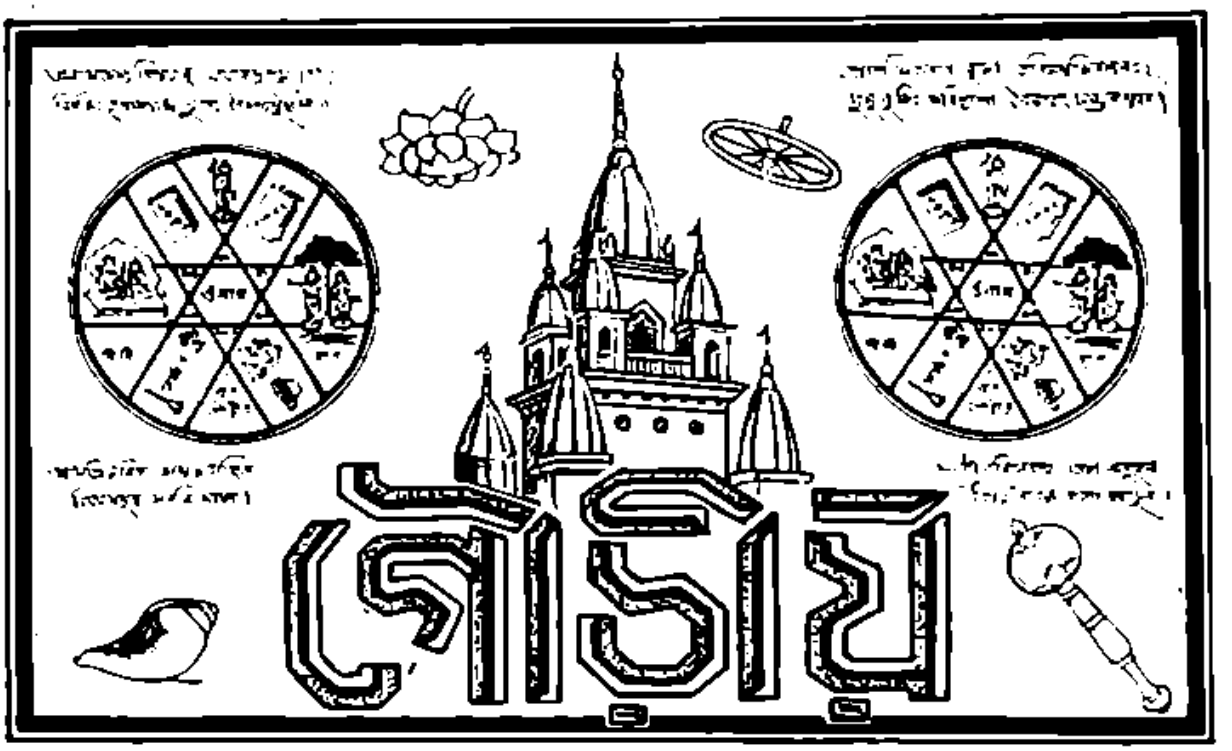

১০ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৯ই মাঘ শনিবার, ১৩৮৮ ; ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৮২ | ২৪শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও মাননীয় বিচারপতি চেট্টিয়ার

গত ১৪ই জানুয়ারী (১৯৮২) অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকায় মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য মাদ্রাজ হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি দেওয়ান বাহাদুর সুন্দরম্ চেট্টিয়ার মহোদয় আগমন করিয়াছিলেন। মাননীয় বিচারপতি মহোদয় ঐশ্বর্য্যপ্রধান ব্রহ্মের অনুগত একজন বৈষ্ণব এবং ধর্ম্মপ্রাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিচারপতি মহোদয় যখন শ্রীল প্রভুপাদের নিকটে আগমন করেন, তৎকালে শ্রীল প্রভুপাদ মাদ্রাজ-বেসন্তনগরবাসী কতিপয় ভক্তলোকের নিকট শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনের অনির্ব্বচনীয় বৈশিষ্ট্যের কথা কীর্ত্তন করিতেছিলেন। বিচারপতি মহোদয় উক্ত প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া শ্রীনাম-সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট প্রশ্নোত্তর-মুখে যে-সকল কথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহারই মর্ম্ম প্রদত্ত হইল। প্রশ্ন ও উত্তর উভয়ই ইংরাজী ভাষায় হইয়াছিল। গৌড়ীয়ের পাঠকবর্গের জন্য আমরা যথাসাধ্য তাহার বঙ্গানুবাদ করিয়া দিলাম। এই প্রসঙ্গের সময় মাদ্রাজের আরও কতিপয় বিশিষ্ট ভক্তলোক উপস্থিত ছিলেন। বেঙ্গালোর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনকারী ভক্তবৃন্দও সেই সময়ে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট অবস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে কতিপয়ের নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

মাদ্রাজের টি, নগর বুধালিয়ার রোড অঞ্চলের অবসরপ্রাপ্ত সহকারী সেক্রেটারী ; মিঃ এস, এন, বেঙ্কটাচলম্ নিম্ন আদালতের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ; টি, সি, রামস্বামী পিল্লাই ; মাদ্রাজ কর্পোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত মুনিস্বামী নাইডু ; জনৈক অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টর ; 'আর্য্য' পত্রিকার সম্পাদক ইত্যাদি।

মাননীয় বিচারপতি—অপ্রাকৃত (transcendent) কাহাকে বলে ?

শ্রীল প্রভুপাদ—যাহা প্রপঞ্চাতীত (beyond physical), তাহাই অপ্রাকৃত। সেই অপ্রাকৃত বস্তু চতুর্বিধ বাস্তিত্বের সহিত নিত্য বর্ত্তমান। তাহা নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ এবং মুক্ত। প্রাকৃত বিশেষে যে-সকল নাম-রূপ-গুণাদি আছে, তাহাদের নিত্যত্ব নাই, তাহারা অনিত্য, অপরিস্ফুর, অশুদ্ধ, খণ্ডিত ও বদ্ধ আপেক্ষিকতাযুক্ত। কিন্তু অপ্রাকৃত নামের উপাসনা নিত্য। তাহা সর্ব্ববিধ মায়িক বন্ধনের হেতুতা হইতে পরিমুক্ত। অপ্রাকৃত শ্রীনাম—পরিপূর্ণ বস্তু। তাহাতে সকল শক্তি নিহিত। অর্থাৎ অপ্রাকৃত নামই স্বয়ং নামী, অপ্রাকৃত নামই রূপী, অপ্রাকৃত নামই গুণী, অপ্রাকৃত নামই লীলাময়, অপ্রাকৃত নামই পরিকরবান্, অপ্রাকৃত নামই রূপ, অপ্রাকৃত নামই গুণ, অপ্রাকৃত নামই পরিকরবৈশিষ্ট্য, অপ্রাকৃত নামই লীলা। এই চারি প্রকার বৈশিষ্ট্য অপ্রাকৃত বস্তুতেই নিত্য বর্ত্তমান।

বিঃ—আমাদের পক্ষে সেই অপ্রাকৃত শব্দ ধারণা করিবার উপায় কি?

প্রঃ—অপ্রাকৃত বস্তু যখন কৃপা-পূর্ব্বক শ্রীনামাচার্য্যের শ্রীমুখ হইতে আমাদের সেবোন্মুখ কর্ণে অবতীর্ণ হন, তখনই আমরা অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মকে ধারণা করিতে পারি, নতুবা প্রাকৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া অপ্রাকৃতের ধারণা কখনই সম্ভব নহে। প্রত্যেক প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অন্তর্দ্ধি হইয়া অপ্রাকৃত চিন্ময় নিত্য ইন্দ্রিয়সমূহ আবৃত থাকায় বহির্জগতের আবরণযুক্ত-দর্শনে যে সেবোন্মুখতা আছে, তাহারই ধারণা গৃহীত হয়।

বিঃ—আমরা প্রাকৃত লোক, আমাদের প্রাকৃত মিত্র ভাব কিরূপে পরিত্যক্ত হইতে পারে?

প্রঃ—শ্রীনামাচার্য্যের কৃপায় শ্রীনামই আমাদের কর্ণকে নিয়মিত করিয়া আমাদের যাবতীয় প্রাকৃত ভোগানুকূল ভাবগুলিকে নিরাস করিয়া থাকেন।

বিঃ—যদি নামকে অপ্রাকৃত (transcendent) বলা হয়, তাহা হইলে তাহা 'নাম'-পদে কিরূপে অভিহিত হইতে পারে? অপ্রাকৃতকে নামের গণ্ডীতে আনয়ন করিলে তাহা কি জড়জগতের অনিত্য বস্তুর অন্তর্ভুক্তরূপে পরিণত হয় না? নাম-রূপাদিও প্রপঞ্চের অভিধান-মাত্র।

প্রঃ—আপনি এই সকল কথাগুলি নির্ব্বিশেষবাদিগণের অনুমান ও কল্পনাজাত মতবাদ হইতে আহরণ করিয়া বলিতেছেন, আপনি তাহাদের নিকট হইতে ইহাই শুনিয়াছেন যে, ব্রহ্মবস্তু অপ্রাকৃত বা নির্গুণের লক্ষণ। নিত্য পরা শক্তির রাজ্যে সবিশেষত্ব বলিয়া কোন ব্যাপার নাই। সেখানে যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের গতি, যাবতীয় নাম-রূপ-গুণ লুপ্ত হইয়াছে।

বিঃ—হাঁ, সেখানে সকলই শূন্য ও নির্ব্বিশেষ।

প্রঃ—কিন্তু এইরূপ অভিজ্ঞতা ও অনুমান কোথা হইতে উত্থিত হইয়াছে? ইহা প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতাকে অপ্রাকৃত জগতে বহন করিবার দুর্বুদ্ধি হইতে উদিত। কোন একটি মাঝি নৌকার গুণ টানিবার সময় নদীর তীরে কাঁকড়, কাঁটা প্রভৃতির ঘাত পুনঃ পুনঃ ক্ষত-বিক্ষত-পদ হইয়া কল্পনায় ভাবিতেছিল যে, যদি সে কোন সময় লক্ষ মুদ্রা উপার্জ্জন করিতে পারে, তাহা হইলে সমস্ত নদীর তীরে লেপ বিছাইয়া গুণ টানিলে তাহাকে আর ক্লেশের অনুভূতি লাভ করিতে হইবে না। মূর্খ মাঝি তাহার দরিদ্রতার অনুভূতি বলবান হইবার পরও বহন করিতে ইচ্ছা করিতেছিল। নির্ব্বিশেষবাদিগণের বিচারও তদ্রূপ। তাহারা প্রপঞ্চের অভিজ্ঞতাকে প্রপঞ্চাতীত রাজ্যে চালনা করিয়াছে। তাহারা এই প্রপঞ্চের নাম-রূপ-গুণ-লীলার হেয়ত্ব ও অনিত্যত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা হইতে অনুমান করিতেছে যে, প্রপঞ্চাতীত রাজ্যেও যদি নাম-রূপ-গুণ-লীলার অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলে তাহা প্রাকৃত জগতেরই ন্যায় অনিত্য ও হেয় হইয়া পড়িবে। সুতরাং নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রভৃতি প্রপঞ্চেরই ব্যাপার, তাহাদের প্রপঞ্চাতীত অস্তিত্ব নাই। নাম-রূপ-গুণ-লীলার অস্তিত্ব স্বীকারই প্রপঞ্চাতীতের লক্ষণ। এইরূপ বিচারে অভিজ্ঞতাবারোহ অনুমান এবং ব্যতিরেক একদেশী বিচারের অবাস্তবতা রহিয়াছে। ইহাতে বাস্তব জগতের যে অবতারের বিচার বা শ্রৌতপন্থা, তাহা সম্পূর্ণরূপে অনাদৃত হইয়াছে। নির্ব্বিশেষবাদীর অনুমান এইরূপ—তেতুলার উপরে বাঘ নাই। কেন না, যেখানে যেখানে বাঘ, সেখানে সেখানে মনুষ্যের অবস্থান থাকিতে পারে না। কিন্তু অবতারবাদী তেতলা হইতে নামিয়া আসিয়া বলিতেছেন—তেতলায় বাঘ আছে। কিন্তু সেই বাঘের হিংস্র স্বভাব নাই। অবতারবাদীর শ্রৌত উক্তি—তেতলায় যে বাস্তব বিষয় রহিয়াছে, তাহা অল্প ও অস্ফুটভাবে

জগতে প্রকাশিত করিয়া দিতেছে। আর আরোহবাদীর নেতি বিচার কেবলমাত্র প্রপঞ্চের অনুমান ও অভিজ্ঞতা হইতে অপ্রত্যক্ষ বস্তুর প্রতি উত্থিত হইয়া প্রপঞ্চের অভিজ্ঞতা-প্রতারিত ব্যক্তিগণের বিশ্বাস উৎপাদন করিতেছে মাত্র। সুতরাং যেখানে 'নাম', সেখানেই বেদতা, এরূপ অনুমান প্রপঞ্চের অভিজ্ঞতাকে অপকাতীত অধোক্ষজ রাজ্যে চালিত করাকপ মূর্খতা মাত্র। বৈকুণ্ঠগণ—অবতারবাদী, শ্রৌতপন্থী; তাঁহারা আরোহবাদী, তর্কপন্থী নহেন। শ্রীনাম নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতে পারেন (can take initiative)।

বিঃ—Initiative (স্বতঃপ্রবৃত্তি) কাহাকে বলে ?

প্রঃ—যাহা নিজেই প্রেরণা দিতে পারে, যাহা সর্ব্বতোভাবে নিরপেক্ষ এবং স্বতঃপ্রবৃত্তি-বিশিষ্ট।

বিঃ—জড়ীয় নাম কি অপ্রাকৃত হইতে প্রবৃত্তি লাভ করে ?

প্রঃ—জড়ীয় নাম অপ্রাকৃত নামের বিকৃত হেয় প্রতিফলন। অপ্রাকৃতের অবিকৃত অবস্থার—জড়তা নহে। অপ্রাকৃতের স্বরূপ-প্রতিবন্ধক প্রতিবিম্বিত নামই প্রাকৃত নাম-সমূহ। আমরা বর্ত্তমানে তৃতীয় মানের স্তরে অবস্থিত। তৃতীয়মানে আমাদের প্রবেশাধিকার নাই। অপ্রাকৃতের অসম্পূর্ণ দর্শন মনাদ্বিত আবরণ হইতেই উৎপত্তি লাভ করে। উহাই প্রাকৃত দর্শন-মাত্র।

বিঃ—হাঁ, যেমন আমরা রঙ্গিন কাচের মধ্য দিয়া সূর্য্যরশ্মির প্রকৃত রূপ দর্শন করিতে পারি না, যদি আমরা সবুজ কাচের গৃহে আবদ্ধ থাকি, তাহা হইলে আমরা সূর্য্যের শুভ্র আলোক দেখিতে পাই না, সবুজ আলোকই দেখি।

প্রঃ—অপ্রাকৃত শুভ্রতার বাধক প্রাকৃত সবুজ আবরণকে নিষ্প্রাকৃত করিয়া স্বয়ংই স্ব-স্বরূপে প্রকাশিত হইতে পারেন, ইহাই অপ্রাকৃতের যোগ্যতা। প্রাকৃতের সেই যোগ্যতা নাই।

[এই সময়ে রাও সাহেব টি, রত্ন মুদালিয়ার মহাশয় বিচারপতি মহাশয়ের দিকে তাকাইয়া বলিলেন যে, নাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্যান্য সাধনের প্রণালীও ত' দেখিতে পাওয়া যায়।]

বিঃ—উপায়গুলি ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য এক।

প্রঃ—যদি আপনারা শ্রৌত বিষয় শ্রবণে সহিষ্ণুতা পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে এইরূপ অশ্রৌত মতবাদসমূহই আপনাদের হৃদয় অধিকার করিবে এবং আপনারা সত্য তথ্য শ্রবণ হইতে চিরকালের তরে বিক্ষিপ্ত থাকিবেন। শ্রৌতপ্রণালী ও সাধারণে প্রচলিত গণতন্ত্রিকার মতবাদ—দুইটী ভিন্ন বস্তু। শ্রৌতবিষয় শ্রবণে সহিষ্ণুতা ও শ্রবণোন্মুখতা আবশ্যক। শ্রবণোন্মুখতার অভাবেই জগতে ঐরূপ নানা অশ্রৌত মতবাদ প্রবিষ্ট হইয়াছে।

বিঃ—নাম-সংকীর্ত্তনই কি সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও শ্রেষ্ঠ উপায় ?

প্রঃ—নাম-সংকীর্ত্তনই একমাত্র উপায়। এতদ্ব্যতীত অধোক্ষজ রাজ্যে প্রবেশের অন্য কোন উপায়ই নাই।

বিঃ—নাম-সংকীর্ত্তনই কি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায় ?

প্রঃ—**নাম-সংকীর্ত্তনই একমাত্র লক্ষ্যের একমাত্র উপায়। নাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত দ্বিতীয় উপায় নাই।** আর নাম-সংকীর্ত্তনে যে প্রেমা লভ্য হয়, তদ্ব্যতীত অন্য কোন পরম লভ্যও নাই। এইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

অন্য কোন উপায় নাই, নাই, নাই। তিনবার নিষেধ করা হইয়াছে।

দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলম্।
কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ॥

বিঃ—যদি ভক্তিভরে অবিরাম ভগবানের নাম গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে কি যাবতীয় প্রতিবন্ধক বিদূরিত হইবে ?

প্রঃ—কিন্তু শুদ্ধ নাম গ্রহণ করা চাই। অন্যমিশ্র অক্ষর বা শব্দ গ্রহণ করিলে নাম গ্রহণ হইল না। যদি আমরা নামের সহিত ঐতিহাসিক, আধ্যাত্মিক বা রূপক কোন প্রকার সম্বন্ধ সংযুক্ত করি, তাহা হইলে নামের স্বরূপ বুঝিতে পারিব না। নারিকেলের বহিস্থিত ছোবড়া, কঠিন আবরণ অস্থি প্রভৃতি বাহ্যাবরণকে নারিকেলের শস্য, জলাদি

মনে করিয়া উহা বর্জন করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেও —ইহা ভাবিয়া ফেলিলেও শুদ্ধ হইবে না।

বিঃ—কেবলমাত্র নাম-উচ্চারণ, অথবা মানসিক কোন প্রকার ধারণা বা মনঃসংযোগ আবশ্যক কি?

প্রঃ—আপনার চিত্ত বা মন জড়জগতের মলিনতা ও আবর্জনা হইতে নির্মুক্ত না হইলে আপনি কি করিয়া নাম গ্রহণ করিবেন? নাম গ্রহণ কোন প্রকার মানসিক বা শারীরিক ক্রিয়াবিশেষ নহে। নাম-গ্রহণের জন্য আপনার অন্য কোন প্রকার কৃত্রিম উপায়ের আবশ্যকতা নাই। যাহা যাহা অনর্থক, তাহা শ্রীনাম-কীর্ত্তনই সাধন করিবেন অর্থাৎ নাম-কীর্ত্তনই সকল অপ্রাকৃত অনুভূতি আনয়ন করিবেন ও তৎসহ যাহা অসম্পূর্ণ ধারণাযুক্ত হইবেন।

বিঃ—তাহা হইলে কি কেবলমাত্র উচ্চারণের দ্বারাই সকল সিদ্ধ হইবে?

প্রঃ—নামাপরাধ, নামাভাস ও নাম—এই তিন প্রকার বিচার আছে। যখন আমরা আমাদিগকে কর্ম্মী (elevationist) মনে করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম লাভের জন্য নাম-গ্রহণের ছলনা করি, তখন আমাদের নামাশ্রয়ের পরিবর্ত্তে নামাপরাধই হয় ও অন্ধবিচারের ফলও তদ্রূপ হয় মাত্র। যখন আমরা আমাদিগকে মোক্ষকামী (Salvationist) মনে করি, তখন নামাভাসের চেষ্টা প্রদর্শিত হইলেও 'নামাভাস' মোক্ষাকাঙ্ক্ষাযুক্ত হইয়া উদিত হয় না, তৎফলে স্বাভাবিক বন্ধবিচার ভোগ হইতে মুক্তি হয়। মোক্ষাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া নাম-গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে করিতে যখন অনর্থের নিবৃত্তি হয়, তখনই 'নামাভাস' উদিত হইয়া থাকে।

বিঃ—হাঁ, এইরূপ বিচারের সহিত নাম-গ্রহণেই মঙ্গলের সম্ভাবনা।

প্রঃ—নামাপরাধ আমাদিগকে পাপ-পুণ্যের পথে লইয়া যায়। অধর্ম্ম, অনর্থ ও কামের অপূরণ অথবা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই সকল নামাপরাধের ফল। কিন্তু ইহা শুদ্ধ নামোচ্চারণের প্রতিবন্ধক। সুতরাং আমরা নামাপরাধ হইতে সর্ব্বদা সাবধান থাকিব।

বিঃ—হাঁ, নামভজনকালে আমাদিগের হৃদয়ে কোন-প্রকার অপবিত্র চিন্তা আনিতে হইবে না।

প্রঃ—শুধু 'অপবিত্র' নহে। পবিত্র, অপবিত্র, পুণ্য, পাপ সমস্তই জড়জগতের পরিভাষা ও বিচার। পবিত্রতা ও পুণ্য-বুদ্ধিও অপ্রাকৃত শ্রীনাম-গ্রহণের প্রতিবন্ধক। ধর্ম্ম-কামনা পুণ্য-কামনা, পবিত্রতাকামনা বা অধর্ম্মকামনা, পাপকামনা ও অপবিত্রতাকামনা—সমস্তই অনর্থ ও নামোচ্চারণের প্রতি-বন্ধক। আমরা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম লাভের জন্য সমাজনীতি পালন করি; বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আমাদিগকে পবিত্রতা ও সাধুতা প্রদান করে। কিন্তু এই সকল বিধি—আত্মধর্ম্ম নহে। ঐরূপ বুদ্ধিতে আবদ্ধ থাকিলে শুদ্ধনামোচ্চারণ হয় না। নামা-ভাসে আমাদের অনর্থমুক্তি হয়। নামাভাস—নামোদয়ের প্রাগবস্থা, নামসূর্য্যের অরুণোদয়স্বরূপ। নামাভাসের পরে আমরা নামের উদয় লক্ষ্য করি। আমরা এখন নামাপরাধে পতিত। কেননা, আমরা নামের সহিত প্রপঞ্চের শব্দ-সমূহ সংযোজিত করিবার চেষ্টা করিতেছি, আমরা ফলাকাঙ্ক্ষী। যখন আমরা নামের নিকট ধর্ম্ম-অর্থ-কামের প্রার্থী হই, তখন নামাপরাধ উদিত হয়। যখন আমরা কোন প্রকার ইন্দ্রিয়পরায়ণতার ভূমিকায় বর্ত্তমান হইয়া নামগ্রহণের চেষ্টা দেখাই, তখন তাহা নামাপরাধ হয়। নামোচ্চারণ-প্রণালীকে একমাত্র প্রণালী বিচার না করিয়া বহুবিধ প্রণালীর অন্যতম মনে করা—'নামাপরাধ'। নাম-গ্রহণ-প্রণালীতে লোককে আকর্ষণ করিবার জন্যই ঐরূপ নামের অর্থবাদ কল্পিত হইয়াছে, এইরূপ বিচার —নামাপরাধ। নামাচার্য্য গুরুদেবে মর্ত্যবুদ্ধি, নামকে আনতা-জ্ঞান, নাম-মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক শাস্ত্রকে অন্যান্য রাজস-তামস শাস্ত্রের সহিত সমজ্ঞান, নামকে ভগবানের স্বরূপ-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য-লীলা হইতে ভিন্ন জ্ঞান, দেহে আত্মবুদ্ধির সহিত নামোচ্চারণের চেষ্টা প্রদর্শন, নামবলে পাপবুদ্ধি প্রভৃতি—নামাপরাধ। নামাভাসের পরে আমরা অপ্রাকৃত নামের বিচার দেখিতে পাই। অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম—চিন্তামণি, পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য ও মুক্ত বস্তু। অপ্রাকৃত নাম ও নামী অভিন্ন। অপ্রাকৃত নামের দেহ ও অপ্রাকৃত নামের দেহীতে কোন ভেদ নাই।

বিঃ—Subject and objectকে কি এক বিচার করিতে হইবে?

প্রঃ—ইহা Subject and objectএর কথা নহে। ইহা প্রকৃত সত্য অধিষ্ঠানের (entity) কথা, বাচ্য ও

বাচকের কথা। বাচক বস্তু নাম—বাচ্য বস্তু নামী হইতে অভিন্ন। বাচক নামই—বাচ্য নামী। আমাদিগের নিকট বাচ্য হইতেও বাচকস্বরূপের অধিকতর উপযোগিতা। কিন্তু বাচকের নিকট কোন প্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকামনা আমাদিগকে বাচকের স্বরূপবিজ্ঞান হইতে দূরে নিক্ষেপ করে। ভুক্তিকামনা ও মুক্তিকামনা—ইন্দ্রিয়-তর্পণের কথা। আমার মুক্তিতে আমার স্বার্থপরতা থাকিতে পারে, আপনার তাহাতে কি স্বার্থ আছে? সেখানে কৃষ্ণের পরিপূর্ণ সুখের অনুসন্ধান হয়, কৃষ্ণের কাম-চরিতার্থ হয়, সেখানে শুদ্ধ নামের উদয়। সেরূপ নামের উদয়ে আনুষঙ্গিকভাবে আমার যাবতীয় প্রকৃত স্বার্থপরতা এবং অন্যান্য জীবেরও শুদ্ধ স্বার্থপরতার যুগপৎ সিদ্ধি হয়। কৃষ্ণের কামের চরিতার্থতা যেখানে নাই, তাহা অভক্তি; নামাশ্রিত ব্যক্তিগণ সেরূপ অভক্তির জন্য লালায়িত নহেন। আমরা ভুক্তি বা মুক্তির কাঙ্গাল নহি। ভক্তি আমাদের আত্মার নিত্যা বৃত্তি। আমাদের স্বরূপ-নির্ণয় আমাদিগকে ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন ইতর সাধন বা লাভে উপনীত করে না। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জানাইয়াছেন,—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

আমি কর্ম—আমি বৈষ্ণবের দাসানুদাস. আমি আমাকে ব্রাহ্মণকুলজাত, ক্ষত্রিয়কুলজাত, বৈশ্যকুলসম্ভূত বা শূদ্র, অন্ত্যজ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম প্রভৃতি কোন কুলজাত মনে করি না। আমি আমাকে কামস্কাটকা, আমেরিকা, ইউরোপ বা ভারতবর্ষের অধিবাসীও মনে করি না। আমি আমাকে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ বা বানপ্রস্থ—কোন আশ্রমীও জ্ঞান করি না। এগুলি সকলই সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা মাত্র। আমি—আত্মা, চেতন; আমি বিভুচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাসানুদাস। পূর্ব্বোক্ত পরিচয়গুলি মায়িক পরিচয় মাত্র। মায়িক পরিচয় আমার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিলে আমার মুখে শ্রীনাম প্রকাশিত হইতে পারেন না। কোন প্রকার জড়ীয় অনুভব যেন আমাদিগের অপ্রাকৃত অভিসারে বাধা প্রদান না করে। আমরা যেন জড়-সম্বন্ধের ঘৃণকাষ্ঠে মস্তক প্রদান না করি।

বিঃ—নাম স্থূল বা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উচ্চারিত হইতে পারে কি না?

প্রঃ—আমরা এই কথার উত্তরই ত' এতক্ষণ ধরিয়া আলোচনা করিতেছি। স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা নামের উচ্চারণ হয় না; কিন্তু কেবল চেতন আত্মার সেই চেষ্টার উদয়েই অর্থাৎ কৃষ্ণবলেবার উন্মেষণ হইতে মনের দ্বারা চালিত হইয়া বহির্জগতে নাম-সেবা সম্ভবপর হয়।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রভৃতি প্রাকৃত চক্ষু-কর্ণ-রসনা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বা মনের দ্বারা গ্রাহ্য নহেন। জীব যখন সেবোন্মুখ হন, তখন সেই সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ং প্রকাশ নাম স্ফূর্তি লাভ করেন। বর্ত্তমানে আমাদের আত্মা নিদ্রিত, আত্মার প্রতিভূ বা কর্ম্মাধ্যক্ষ মন সুপ্ত প্রভুকে প্রতিমুহূর্ত্তেই বঞ্চনা করিতে চাহিতেছে। সুতরাং মন যাহা কিছু করিবে, তাহা আত্মার স্বার্থে নহে,—নিজের অনর্থার্থে। মন যদি নাম-প্রভুর ভজনা দেখায়, কিম্বা মনের আজ্ঞাবাহক স্থূলকার্য্যসাধক শরীর যদি নামোচ্চারণের ব্যায়াম প্রদর্শন করে, তাহা হইলে উহা তাহাদের কোনও না কোন অভিসন্ধিমূলক ইন্দ্রিয়তর্পণমাত্র হইবে। আত্মা তাহার কোন ফল লাভ করিবে না। কিন্তু যখন শ্রীনামাচার্য্য শ্রীগুরুদেবের কৃপায় আত্মার উন্মুখতা-বৃত্তি উদিত হয়, তখন আত্মাকে জাগরিত দেখিয়া আত্মার প্রতিভূ ও কর্ম্মকর্ত্তা মন এবং স্থূল দেহ—তাহাদের দুষ্ট অভিসন্ধি ও বিমুখতা সংরক্ষণ করিতে পারে না। তাহারাও পরমাত্মার সেবোন্মুখ আত্মার আনুগত্যে যে-সকল কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা আত্মা বা পরমাত্মারই নিজ-সুখ-সাধক হইয়া থাকে। শ্রীনামাচার্য্য শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে এই সকল কথা জানাইয়াছেন। আমরা কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শ্রীনামাচার্য্যের উপদেশ গ্রহণ করিলেই মঙ্গল লাভ করিতে পারি। যিনি অনুক্ষণ শতসহস্র শত পরিমাণে কৃষ্ণসেবায়—কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্যে নিখিল চেষ্টা নিয়োগ করিয়াছেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। উৎকৃষ্ট জাগতিক আভিজাত্য, পাণ্ডিত্য, সৌন্দর্য্য, কিম্বা ঐশ্বর্য্য—শ্রীগুরুদেবের গুরুত্বের লক্ষণ নহে।

মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥

অদ্বৈতের কখনই 'গুরু' হইতে পারে না।

বিঃ—হাঁ, নিশ্চয়ই।

প্রঃ—'বৈষ্ণব' বলিতে—যিনি শতসহস্র শত পরিবার বিষ্ণুর সেবা করেন। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ বিষ্ণুমায়া হইতে প্রসূত। এই অচিৎসংসর্গের কোন বস্তু, ব্যাপার বা চিন্তা মুহূর্তের জন্য যাঁহাকে বিষ্ণুর পরিপূর্ণ সেবা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না, তিনিই বৈষ্ণব বা গুরুদেব। বিষ্ণু অধোক্ষজ বস্তু। 'অধোক্ষজ' শব্দের অর্থ—"অধঃকৃতং অক্ষজং যেন তস্মাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞানং যেন সঃ।" যদি কেহ ইন্দ্রিয়জ্ঞানকাত বস্তুকে বিষ্ণু মনে করিয়া তাহার সেবায় নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'বৈষ্ণব' বা 'গুরু' বলা যাইতে পারে না। বিষ্ণু কখনও আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের নিকট আত্মসমর্পণ করেন না। যদি তিনি আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের নিকট কখনও আত্মসমর্পণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এই প্রপঞ্চের অন্যতম বস্তু জ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া তাদৃশ প্রভুই প্রভু বলিয়া নিজেদের বিচার করিতাম। বিষ্ণু শ্রীমূর্তি স্বয়ং বিষ্ণুর স্বরূপ হইতে অভিন্ন। অর্চাবতারকে 'কাষ্ঠ,' 'পাথর' ইত্যাদি মনে করা, কিম্বা কোন ভূস্বামী, ভূস্বর্গ, ভাস্কর প্রভৃতির সৃষ্টিবস্তু ধারণা করা—বিষ্ণুমায়ার দর্শনে ভোগীর ভোগ-পিপাসা-মাত্র। যাঁহারা বিষ্ণুমায়ার কুদর্শনের কবল হইতে উদ্ধৃত হইয়া সুদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহারা শ্রীঅর্চাবতারকে —শ্রীনামকে প্রাকৃত বস্তু জ্ঞান করেন না। তাঁহারা নামকপৃষ্ঠা বা পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেন না। বিষ্ণুর বহিরঙ্গা মায়ার কবলিত ব্যক্তিবিশেষকে ঈশ্বর বা গুরুরূপে কল্পনা করা বিচারকে ইংরাজী পরিভাষায় anthropomorphism বলা হয়। আমরা কখনই বিষ্ণুমায়ার কবলে কবলিত জাগতিক ব্যক্তিবিশেষকে গুরু বা ঈশ্বর মনে করিয়া anthropomorphismএর আবাহন করিব না। পরব্যোম বা পরাকাশের বিচার গ্রহণ করিতে গেলে এখানকার অণু-পরমাণুসমূহ আমাদিগের অপ্রাকৃত রাজ্যে অভিযানের পথে বাধা প্রদান করে। সুতরাং আমরা বস্তুর বাহ্য স্থূল দর্শন ও সূক্ষ্ম দর্শন উভয়কেই নিরাকৃত করিয়া আত্মদর্শনের রাজ্যে অগ্রসর হইব। নির্ব্বিশেষবাদীর ত্রিপুটী বিনাশ—জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এই ত্রিবিধ ব্যাপারের বিনাশ-চেষ্টা আমাদের বিচার্য্য বিষয় নহে। অপ্রাকৃত জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়—এই তিনই নিত্য।

বিঃ—নির্ব্বিশেষবাদিগণ জড়জগতের নশ্বর ভাবোত্থ ত্রিপুটী বিনাশকে তাঁহাদের সিদ্ধি মনে করেন।

প্রঃ—ইহা তাঁহাদের জগতের ভিন্ন অভিজ্ঞতার ধারণা হইতে গৃহীত। তাঁহারা কল্পিত শান্তির স্বপ্ন দেখিয়া জড়-বৈচিত্র্যের বিপরীত বা প্রতিযোগী অবস্থাকেই শান্তিময় কল্পনা করেন। জড়জগতে নির্বিশেষধর্ম্ম অত্যন্ত অশান্তি ও ক্লেশ প্রদান করিতেছে। সুতরাং নির্ব্বিশেষতার কোন কাল্পনিক ভাব তাহাদিগকে ক্লেশের দাবানল হইতে রক্ষা করিবে—এইরূপ কল্পনারই তাহাদের বিচিত্রতা-বিনাশের চেষ্টা বা নির্ব্বিশেষবাদ সৃষ্টি করে। যেমন জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, জাগতিক দুঃখ-কষ্টে অত্যন্ত মর্ম্মাহত ও জর্জ্জরিত হইলে কেহ কেহ চিত্ত বিচিত্রতার অনুভূতিযুক্ত জীবনকে বিনাশ করিয়া অর্থাৎ আত্মহত্যাদি করিয়া শান্তির আশা করিয়া থাকে। মায়াবাদিগণের বিচারও তাহাই। তাহারা জন্ম-জন্মান্তর প্রাকৃত বিচিত্রতাপূর্ণ—সুখদুঃখপূর্ণ জগতে প্রসূত জীবন অতিবাহিত করিয়া এতদূর চিত্ত অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়াছে যে, বিচিত্রতা-বিনাশ বা আত্মহত্যাই তাহাদের চরমপ্রাপ্য বলিয়া ধারণার বিষয় হইয়াছে। তাহাদের 'ঘটাকাশ' ও 'পটাকাশে'র বিচার ঐরূপ অজ্ঞতা-বিজৃম্ভিত। ঘটাকাশ বা পটাকাশ কখনই মহাকাশের সহিত একীভূত হইতে পারে না, সমজাতীয়তা লাভ করিয়াও নিজ বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করে; তবে সেই অপগত বৈশিষ্ট্য আমাদের বোধগম্য হয় না। স্থূলতার বিচার তাহা বিশ্লেষণ করিতে না পারিলেও সূক্ষ্ম বিচারকগণ তাহা ধরিতে পারেন। অংশ কখনই অংশী বা সমগ্র বস্তু নহে। তিন হাত পরিমিত আকাশ বা আকাশ কখনই অনন্ত অবকাশ বা আকাশে পরিণত হইতে পারে না। 'ভূতাকাশ' ও 'মহাকাশে'র বাগ্‌বৈখরী আমাদিগের বিমুগ্ধ বুদ্ধিমত্তাকে অধিকতর বিপথগামী করিয়া থাকে।

বিঃ—যতক্ষণ পর্য্যন্ত নাম, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ত্রিপুটী। ত্রিপুটী বিনষ্ট হইলে নামের আর অস্তিত্ব থাকে না—ইহাই মায়াবাদিগণের বিচার্য্য।

প্রঃ—এই বিচারে শ্রৌত বা অবতার-পন্থ স্বীকৃত হয় নাই। অনুমান ও শ্রুতির বিকৃত অর্থ হইতে এইরূপ

তর্কপথের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা শ্রৌতপথে কেবলমাত্র ব্যতিরেকী বিচারই পাই না, অন্বয় বিচারও প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাই। শ্রীনামের অনুশীলনের মধ্যে আমরা উপাদেয়তা এবং নবনবায়মান চমৎকারিতার অন্বয়মুখী বাস্তব বিচার দেখিতে পাই।

বিঃ—হাঁ, আমাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা কেবলমাত্র ব্যতিরেক বিচারে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। অন্বয়-বিচারের বাস্তবতা বরণ করিতে চাহে।

প্রঃ—ব্রহ্মের বিচার কেবলমাত্র ব্যতিরেকী বা নেতি-নেতি বিচারের ভাববিশেষ। কিন্তু বিষ্ণুর বিচারে অন্বয়-ব্যতিরেক-মুখে বেদ্যবাস্তব বস্তুর বিচিত্রতা ও চমৎকারিতার অনুসন্ধান নিহিত।

বিঃ—তাহা হইলে নাম-সংকীর্ত্তনই কি উপায় এবং উপেয়, উভয়ই?

প্রঃ—হাঁ, নাম-সংকীর্ত্তনই সাধন এবং সাধ্য, উপায় এবং উপেয়। যাঁহারা নামসাধন ব্যতীত ইতরসাধন-প্রণালী গ্রহণ করেন, তাঁহাদের উপেয় হইতে উপায় পৃথক্। নির্ব্বিশেষ অনুভূতি বা আত্মহত্যাই উপেয় এবং অন্যান্য যে-কোন ইন্দ্রিয়তর্পণপর কল্পিত মত বা পথ তাহাদের উপায়।

মুদ্রাধিকার—লক্ষ্যে উপস্থিত হইবার পর আমাদের কৃত্য কি?

প্রঃ—শ্রীরামানুজাচার্য্যের বিচারে আড়াই প্রকার রসে বিষ্ণুর সেবা মুক্ত পুরুষগণের কৃত্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। শান্ত, দাস্য এবং গৌরব সম্ভ্রমে তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করেন। বিশ্রম্ভ সখ্য শ্রীরামানুজের সম্ভ্রমের বিচারে স্থান পায় নাই বলিয়া তদীয় সম্ভ্রম-বিচারকে অর্দ্ধবিচার-মাত্র বলা যায়।

বিঃ—মুক্তিগণ কি নিত্যই ঐ সকলরসে উপাসনা করেন?

প্রঃ—দিব্যমুক্তিগণ মুক্ত হইয়াও নিত্যকাল বিষ্ণুর ঐরূপ উপাসনা করিয়া থাকেন। আমরা শ্রীধাম-মায়াপুর ও কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীতে গোলোক-নিত্যার্দ্ধের আড়াই প্রকার রস এবং গোলোক-পরার্দ্ধের পঞ্চরস-পরিপূর্ণতার কথা আদর্শের দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছিলাম। নিম্ন হইতে সম্ভ্রম-যুক্ত সেবা ব্যতীত উপরার্দ্ধস্থিত দিকটা দৃষ্টির বিষয় হয় না। কিন্তু পরার্দ্ধে আরোহণ করিলে বিশ্রম্ভপূর্ণ সেবার দিকটা দর্শনের বিষয় হয়। সাধারণ কিরূপে পরাৎপর ভগবানের স্কন্ধের উপর পদস্থাপন করিয়া উচ্চ তালবৃক্ষ হইতে তালফল সংগ্রহ করেন এবং সেই তালফল ক্রমে-ক্রমে নিজেরা আস্বাদন করিতে করিতে সর্ব্বশেষ উচ্ছিষ্ট পরম প্রীতিভরে কৃষ্ণকে প্রদান করিতে পারেন, তাহা সম্ভ্রমযুক্ত সখ্যরসের রসিক-গণের নিকট অপরিজ্ঞাত। বালকৃষ্ণের উপাসনায় মাতা-পিতা—কৃষ্ণকে তাঁহার আবির্ভাবের সূত্র হইতেই পূর্ণ প্রীতি-ভরে সেবা করেন। কিন্তু দাস্য বা সম্ভ্রমে সেই ভাব পরিবর্ত্তনের যোগ্যতার সম্ভাবনা নাই।

বিঃ—সকলগুলিই প্রেমের বিচিত্রতা-মাত্র।

প্রঃ—তথাপি তটস্থ বিচারে ইহাদের তারতম্য আছে। আমাদের কোন পূর্ব্বাচার্য্য বলিয়াছেন,—

প্রতিপদং শ্রুতিবিষয়ে তারতম্যং তত্র তা-তীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যোচ্ছিষ্টে পরং ব্রহ্ম॥

সংসার-ভয়ে ভীত ব্যক্তিগণ কেহ দেবকে, কেহ ধর্ম্ম-শাস্ত্রকে কেহ বা মহাভারতকে স্তবনা করেন—করুন। আমি কিন্তু এই বৃন্দাবনে একমাত্র নন্দের স্তবনা করি—যাঁহার বারান্দায় স্বয়ং পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হামাগুড়ি প্রদান করিয়া থাকেন। বালকৃষ্ণের উপাসনা অপেক্ষা কিশোর কৃষ্ণের উপাসনায় ব্রজবধূগণের যে প্রীতিপরাকাষ্ঠা দৃষ্ট হয়, তাহার কথা সাধারণ ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারেন না। এইজন্য আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য আরও বলিয়াছেন,—

কস্যাপি কথঞ্চিদুদীক্ষে সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু।
গোপতি-তনয়াকুঞ্জে গোপবধূটী-বিটং ব্রহ্ম॥

এই কথা কাহাকেই বা বলিতে পারি, আর ইহাতে কাহারই বা প্রত্যয় হইবে যে, কালিন্দী-তটকুঞ্জে গোপবধূ-লম্পট পরব্রহ্ম লীলা করিয়া থাকেন। এই সকল কথা সম্ভ্রম-সেবায় আসক্ত বুদ্ধির নিকট রুদ্ধ রহিয়াছে।

মুদ্রাধিকার—তাহা হইলেও কি ইহাই বুঝিতে হইবে যে, যখন কেহ নব্য বস্তুর নিকট উপনীত হন, তখন বিষ্ণুর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে? অর্থাৎ এক একজন বিষ্ণু কি এক এক প্রকার লীলা করিবার জন্য উপস্থিত হন?

প্রঃ—ভগবান্ একজন, বহু নহেন। কিন্তু তিনি তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিবলে লীলাবৈচিত্র্য প্রকট করিয়া থাকেন

Personality of Vishnu is Krishna বিষ্ণুর স্বয়ংরূপ অর্থাৎ কৃষ্ণ।

দুর্গাদিয়ার—মুক্ত হওয়ার পরেও কি 'ভক্তি' থাকে?

প্রঃ—আমরা এতক্ষণ ধরিয়া এই প্রশ্নের উত্তরই ত' আলোচনা করিতেছিলাম। মুক্তপুরুষগণই অমিমিশ্রা ভক্তি যাজন করিতে পারেন। অমুক্ত ব্যক্তিগণের চেষ্টা অভক্তি বা মিশ্র ব্যাপার।

'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।' মুক্তপুরুষগণও স্বেচ্ছায় শরীর পরিগ্রহ করিয়া ভগবানকে ভজনা করিয়া থাকেন। ভক্তির তিনটী অবস্থা—সাধনাবস্থা, ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তির নববিধ অঙ্গ প্রথমে সাধনভক্তিতেই ক্রীয়মান হয়। শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে অনর্থসকল যত হ্রাস পাইতে থাকে, ততই শ্রদ্ধাবৃত্তি ক্রমশঃ নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও 'ভাবীভাব রতি' নামে অভিহিত হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুশীলনে সেই রতি যত গাঢ় হইতে থাকে, ততই প্রেমাদি নাম ধারণ করে। ক্রমশঃ প্রেম-বৃদ্ধিক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হয়। যেমন রতির গাঢ়তা হয়, তেমনই প্রথমে গুরুত্ব, পরে পরমগুরুত্ব, পরমাত্ম, বিশ্রম্ভোদয় ও উত্তম বিশ্রম্ভাবস্থা লাভ করে। এই স্থায়ীভাবে বিভাব, অনুভাব সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চারিটী ভাব মিলিত হইলে রসোদয় হয়। কৃষ্ণ ও তদ্ব্যাপারে স্থায়ীভাবে ঐ সকল সামগ্রীযুক্ত কৃষ্ণভক্তিরস হয়। স্থায়ীভাবই রসোদ্গীরণ-কার্য্যে মুখ্য আধার। তাহার সহিত বিভাবাদি চারিটী সামগ্রী সংযুক্ত হয়। বিভাব দুই প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন পুনরায় দুইপ্রকারে বিভক্ত—বিষয় ও আশ্রয়। কৃষ্ণভক্তিরসে ভক্তই আশ্রয়—কৃষ্ণই বিষয় এবং কৃষ্ণের গুণসমূহই উদ্দীপন। Predominating aspect বিষয়, এবং predominated aspectই আশ্রয়। Predominated aspect অর্থাৎ আশ্রয় ব্যতীত বিষয়ের অর্থাৎ Predominating aspect এর Specification থাকিতে পারে না। নির্ব্বিশেষবাদিগণ পরাৎপর-তত্ত্বকে ক্লীবত্বে আরোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। চিন্ময় বিলাস-বৈচিত্র্যের অবতারণা ব্যতীত বিচারের পূর্ণতা কেবল ক্লীবধারণা-মাত্রে সাধিত হইতে পারে না। Old Testamentএ Jewদিগের It-God এর ধারণা, কিংবা মায়াবাদিগণের ক্লীবব্রহ্মের ধারণা অথবা ডাক্তারকার প্রভৃতির একদল বাসুদেবের বিচার—আপত্তিক সম্বন্ধ (reference) ও অনুমানমূলে কল্পিত অপরাপ্রাকৃতিক মতবাদ-মাত্র। ইহাপেক্ষা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে শ্রীরামানুজাচার্য্যের শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। বিষয়বিগ্রহ নারায়ণ আশ্রয়বিগ্রহ মহালক্ষ্মীর সহিত বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল লক্ষযুগলের সেবকগণের দ্বারা সেবিত। আমরা মহালক্ষ্মীকে কখনই জীবকোটির অন্তর্গত করিবার চেষ্টা করিব না। আস্তিকমাত্রকেই সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বিশেষবাদকে পরিহার করিতে হইবে। নির্ব্বিশেষবাদের গন্ধ থাকা পর্য্যন্ত কেহ আস্তিক পদবাচ্য হইতে পারেন না। যাঁহারা বিষ্ণুঃ নিত্য সবিশেষবিগ্রহত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগকে আমরা আস্তিক সংজ্ঞায় অভিহিত করিতে পারি না। বৈকুণ্ঠে শতসহস্র মহালক্ষ্মী ভগবান্ বিষ্ণুর সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। বৈকুণ্ঠধাম—নিত্য, বৈকুণ্ঠের সেবকগণ—নিত্য, বৈকুণ্ঠপতি এবং বৈকুণ্ঠপতির সেবকগণের নাম-রূপ-স্বরূপ-গুণ-ক্রিয়া—সকলই নিত্য।

দুর্গাদিয়ার—বৈকুণ্ঠে কি সহস্র সহস্র লক্ষ্মী রহিয়াছেন?

প্রঃ—লক্ষ্মীশতসহস্রসম্ভ্রমসেব্যমানং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে

ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥

পরাৎপরতত্ত্ব—নিঃশক্তিক নহেন। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি চিদচিৎশক্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বর। শ্রীরামানুজাচার্য্যের দর্শনে এইরূপ ভাবেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনে চিৎশক্তিকে আশ্রয় সুহৃৎ বিচারে অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যস্থা তটস্থা শক্তি বলা হইয়াছে।

দিঃ—এই cult—

প্রঃ—cult শব্দটীতেই আমার প্রথম আপত্তি। ইহাই একমাত্র সিদ্ধান্ত। বৈষ্ণবধর্ম্ম 'cult' শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। তাহা কোন মানব-কল্পিত সাম্প্রদায়িক মতবাদে আবদ্ধ নহে।

দিঃ—হাঁ, বৈষ্ণবধর্ম্ম অসাম্প্রদায়িক। Absolute itself is vaishnabism.

প্রঃ—It self নহে—Himself 'অসাম্প্রদায়িক' বলিতে কুসাম্প্রদায়িকগণ যে অসাম্প্রদায়িকতার ধারণা পোষণ করেন, বৈষ্ণবধর্ম্ম তাদৃশ অসাম্প্রদায়িক নহে। বৈষ্ণবধর্ম্ম ইন্দ্রিয়জ অধ্রৌত মনোধর্ম্ম নহে। শ্রৌত আম্নায়-প্রণালীতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং বৈষ্ণবধর্ম্ম সংসাম্প্রদায়িক।

বিঃ—অদ্বৈত, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি মত-সম্বন্ধে প্রচলিত লোক-মত অজ্ঞতন। তাঁহারা অদ্বৈত বিচারেই নির্গুণ এবং দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি বিচারে সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব মনে করেন।

প্রঃ—প্রচলিত লোক-মতও গৌড় সিদ্ধান্ত নহে, তাহা অজ্ঞতা-বিজৃম্ভিত। 'নির্গুণ' অর্থে চিদ্‌গুণরহিত নহে, পরন্তু মায়িক হেয় গুণ-রহিত নিখিল সদ্‌গুণ বা চিদ্‌গুণের আধার —ইহাই বুঝায়।

মধ্যালিখার—নাম-সংকীর্ত্তনই যদি একমাত্র উপায় হয়, তাহা হইলে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কেন ত্রিবিধ উপায়ের কথা বলিলেন?

প্রঃ—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা একমাত্র ভগবদ্ভক্তিকেই নিরপেক্ষ উপায় ও উপেয় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি উপায়ের নিরপেক্ষতা গীতা-শাস্ত্র কীর্ত্তন করেন নাই। বদ্ধদশায় কবলিত ব্যক্তিগণের কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি বদ্ধচেষ্টাকে ভক্তির কৈঙ্কর্য্যের উদ্দেশ্যে চালিত করিয়া চরমে নির্ম্মল করিবার জন্যই প্রথম মুখে সেই কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদিকে গৌণভাবে স্বীকার করিয়া উহাদিগের ভক্তিসম্বন্ধশূন্যতাই সর্ব্বথা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভক্তি ব্যতীত ঐ সকল চেষ্টার কোন সার্থকতাই নাই। আমি সমগ্র গীতা হইতে দেখাইব যে, শ্রীগীতা কেবলমাত্র ভগবদ্ভক্তিরই মুখ্যতা অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিকেই একমাত্র পরম উপায় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

মধ্যালিখার—ভক্তিকে গীতায় সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায় বলা হইয়াছে মাত্র।

প্রঃ—কেবল সর্ব্বাপেক্ষা সহজ নহে—একমাত্র নিরপেক্ষ উপায় বলা হইয়াছে। গীতা কর্ম্মবাদের নিরাস করিয়া বলিতেছেন,—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥
প্রকৃতের্গুণসম্মূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ॥
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥

যোগের স্বতন্ত্রতা নিরাস করিয়া বলিতেছেন,—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥
ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

জ্ঞানের স্বতন্ত্রতা নিরাস-পূর্ব্বক বলিতেছেন,—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥
যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥

ভগবদ্ভক্তির নিরপেক্ষতা, গুহ্যতমতা এবং সর্ব্ব সাধন নিরাস-পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে আশ্রয়নীয়তা গীতা-শাস্ত্র চরম-স্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

স্মরণং কীর্ত্তনং যাগ ইত্যষ্টাঙ্গা ভক্তিরুত্তমা।
নমস্কারস্তু যাগে স্যাদ্ভক্তা নিত্যমুক্তা উপাসতে।
ইত্যুক্ত্বা মন্ত্রতন্ত্রাণি বোধয়ন্ পরমাত্মনম্।
কথয়ন্ত্যং যাগ নিত্যং কৃতার্থশ্চ বভূব চ॥
তেষাং সততমুক্তানাং ভক্তানাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদাতি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

ঃঃ—তাহা হইলে কি নাম-সংকীর্ত্তনের মধ্যেই কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-ধ্যান-ধারণা-স্তুতি-সাধন—সকলই অনুষ্ঠিত হইয়াছে?

প্রঃ—ঐ সকল অতি আনুষঙ্গিকভাবে নামসংকীর্ত্তন-কার্য্য পূর্ণ পূর্ণ ভাবেই অনুষ্ঠান করিয়াছেন। যাঁহার জিহ্বাগ্রে নাম অর্থাৎ নামাভাস-মাত্র উদিত হইয়াছে, তিনি পূর্ণ পূর্ণ ভাবে বহু যজ্ঞ, কর্ম্ম, বহু দান, ব্রত, তপস্যা, বহু জ্ঞানাভ্যাস, বহু তীর্থে স্নান, বহু বেদাধ্যয়ন, বহু যোগাভ্যাস বহু সাধন—সমস্ত সাধনার সম্পন্ন করিয়াছেন।

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥

যাহার জিহ্বায় নাম উচ্চারিত হয়, তাঁহাকে সাধারণ জাতি-সামান্যে দর্শন করিতে হইবে না। তিনি বৈকুণ্ঠধামে আপনাকে নীচকুলে আবির্ভূত করাইয়া নীচকুলজাত ব্যক্তিদিগকে হরিনাম-গ্রহণের যোগ্যতার জন্য প্রধানের জন্য তাঁহার মহাবদান্যতা বিস্তার করিতে পারেন। তিনি যে-কোন কুলে আবির্ভূত হইলেন কেন, সকল মহাজন তাঁহার কৃতকৃত্যতা—তাঁহার সেবার জন্য অপেক্ষাকৃত।

ঃঃ—আমরা আজ আপনার বাণী শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

শ্রীনামতত্ত্ব-সম্বন্ধে এই সকল উপদেশ শ্রবণ করিবার পর মাননীয় বিচারপতি মহোদয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি আনুগত্যোচিত শ্রদ্ধা ও অভিবাদনাদি প্রদর্শন-পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীল গুরুপাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বীয় স্থানে আরোহণ করিবার কালে মাননীয় বিচারপতি মহোদয় উপস্থিত ভক্তমহোদয়গণের নিকট শ্রীল গুরুপাদের ব্যাখ্যাত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনের সিদ্ধান্তের সার্ব্বজনীনতা, পূর্ণতমতা এবং ব্যাপকতার বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিতেছিলেন,—আজ শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের শ্রীমুখে ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহার এই প্রতীতি হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের প্রচারিত সিদ্ধান্তে আচার্য্য শ্রীরামানুজ, আচার্য্য শ্রীমধ্ব ও অন্যান্য আচার্য্যগণের সিদ্ধান্তের সৌষ্ঠব আনুষঙ্গিকভাবে সম্পুটিত থাকিয়াও অধিকতর বৈশিষ্ট্য, পরিনিষ্ঠা ও সুন্দর সমন্বয় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্করের ব্যতিরেক বিচারেরও অপূর্ব্ব সমন্বয় এবং শ্রীরামানুজাচার্য্যের শক্তি-বিচার, শ্রীমধ্বের পঞ্চভেদ-বিচার শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের বিচারে অধিকতর পরিষ্কৃত ও বিকশিত হইয়াছে। শ্রীরামানুজাচার্য্যের লক্ষ্মী ও ভগবান্ হইতেও ভক্তপূজার শ্রেষ্ঠতা-বিচার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের রস ও রসিকগণের সুষ্ঠু সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মধ্যে অধিকতর ব্যাপকতা ও উন্নতভাব প্রকাশ করিয়াছে।

মহামান্য স্বাধীন নেপাল-ভূপতির প্রধান মন্ত্রী নেপাল-মহারাজের সহিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের সাক্ষাৎকার

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক, বর্ত্তমান যুগাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুগত পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্য্যাত্মিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু ও শ্রীপাদ জগদ্বান্ধব দাসাধিকারী বি, এ প্রমুখ ভক্তগণ কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ বিগত ২৩শে পৌষ (১৩৩৮), ৯ই জানুয়ারী (১৯৩২), শনিবার বিকাল ৩॥টার সময় একমাত্র স্বাধীন নৃপতি মহামান্য নেপাল-ভূপতির প্রধান মন্ত্রী এবং প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ মাননীয় শ্রীযুক্ত

ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ বেপারী মহাশয় সাহ তাঁর সাদুরে ঘর বাহাদুর রাধা কি, সি, এম্, কি ; কে, সি, কি, ও ; কে, সি, এস, আই ইত্যাদি, মহাশয়ের সহিত তাঁহার কলিকাতা-নিবাসে তদীয় আহ্বানানুযায়ী বেলা ২ ঘটিকার সময়ে সাক্ষাৎ করেন।

প্রচারকবর্য্য মাননীয় মহারাজ বাহাদুরের শিবিরে উপনীত হইয়া এডিকোং কর্ত্তৃক বিশেষ সাদরে রাজ-ভবনাভ্যন্তরে নীত হইলে প্রাইভেট সেক্রেটারী মহোদয় সর্ব্বপ্রথমে মাননীয় মহারাজের সমীপে একে একে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকবর্গের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ তদনন্তরপ্রদত্ত পুষ্পমালা ও চন্দন-নির্ম্মাল্যাদি মহারাজ বাহাদুরকে প্রদান করিলে মহামান্য মহারাজ বাহাদুর তদীয় মস্তক-শোভিত মুকুট উন্মোচন-পূর্ব্বক বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত অবনত মস্তকে তাহা গ্রহণ করেন। তদনন্তর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠের পক্ষ হইতে মঠের সদাচার-কার্য্যানুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ-সহ নেপালের স্বাধীন হিন্দুরাজবংশ-কর্ত্তৃক বিভিন্ন সময়ে বিধর্ম্মিগণের আক্রমণ হইতে সনাতন ধর্ম্মের সংরক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতা এবং বর্ত্তমান নেপাল-মহারাজের সনাতন ধর্ম্মের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি প্রভৃতি সম্বলিত মানপত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তি-মূলক ইংরাজী ভাষায় একটি অভিনন্দন পাঠ করিলে মহামান্য নেপাল-মহারাজ তচ্ছ্রবণে বিশেষ প্রীতি লাভ করেন এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠ কর্ত্তৃক সনাতন ধর্ম্ম-সংরক্ষণ ও প্রচার-কার্য্যের জন্য পুনঃ পুনঃ মুহুর্মুহু প্রশংসা করেন।

পরিশেষে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ মাননীয় মহারাজ বাহাদুরের নিকট সংক্ষেপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা বর্ণন করিয়া বর্ত্তমান যুগে শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-কর্ত্তৃক আচার-প্রচারমুখে জগতের বাস্তব হিতকল্পে উহা পুনরায় সর্ব্বত্র বিস্তারের কথা কীর্ত্তন করেন। মহারাজ বাহাদুর শ্রীগৌড়ীয় মঠের সদনুষ্ঠান-সমূহের বিশেষ প্রশংসা করিয়া এতদ্বিষয়ে তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিলেন এবং আরও জানাইলেন যে, শ্রীগৌড়ীয় মঠ দর্শনে তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল ; কিন্তু সময়ের অল্পতা-হেতু এবারে তিনি দর্শন করিতে পারিলেন না। তজ্জন্য তিনি আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া বারান্তরে এই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার বিশেষ চেষ্টা করিবেন, বলিলেন।

চয়ন

মদ্রদেশে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রচার

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মাদ্রাজ নগরীতে শুভবিজয়বার্ত্তা এবং শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণাদির ধর্ম্ম-সম্বন্ধে স্থানীয় বিভিন্ন সংবাদপত্রে যে-সমস্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকটি মাত্র নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

Justice, Tuesday, January 12, 1932.

GAUDIYA] MATH.

GURU MAHARAJ IN MADRAS

(From a correspondent). MADRAS JAN. 11

His Divine Grace PARAMAHAN SA SREE SREEMAD BHAKTI SIDDHANTA SARASWATI GOSWAMI MAHARAJ. the great Acharyya of Gaudiya cult and President of Sri Viswa Vaishnab Raj Sabha, arrived in Madras yesterday by the Calcutta Mail,

His Holiness's party consisted of about 30 persons and included among them the secretary of the said Sabha his Private Secretary, the Editor of "The Gaudiya" Profs. J. Dasadhikary, Bhaktishastri and H. P. Mandal, Mr. G. C. Deb, Retd Deputy Supdt. of Allahabad,

His Holiness was honoured and garlanded on the way at Cuttack Station by the residents of the city, at Rajamundry, Kovvur and Basin Bridge.

At the Central Station, His Divine Grace was received with shouts of glory by many

eminent citizens, and the members of the Madras Gaudiya Math. As soon as the Swamiji got down, S. H. Bon Maharaj introduced to him the President of the Madras Corporation, T. S. Ramaswami Iyer, the Hon'ble Minister Mr. P. T. Rajan, S. V. Ramaswami Mudaliar, the Hon'ble Dewan Bahadur S. G. Narayanswamy Chettiar, C. I. E. and they garlanded the Swamiji.

His Divine Grace got into the very beautifully decorated car and in a huge Samkirtan procession consisting of Tridandi Swamins, Brahmacharins, gentries of the city, Provincial Scouts, several Kirtan parties and the devotees from Calcutta, started from the front of the Madras Club and slowly proceeded to Gaudiya Math, Gopalapuram passing through West Cott's Road, Woods Road, Rayapettah Bazar Road, Lloyd Road and Corn Smith Road.

Besides the distinguished gentlemen who received the Goswami Maharaj at Central Station the inhabitants of Rayapettah, Mylapore and Gopalapuram received the great Acharyya at the corner of Pycrofts Road, and Hon'ble Minister Dewan Bahadur S. Kumaraswami Reddiar accompanied His Divine Grace to the Math itself. The whole procession party with the Swmiji Maharaj got into the new site of the Gaudiya Math and then again his car stopped at the gate of the house of his disciples at Lloyd Road whereHis Divine Grace was duly honoured by the whole family by Aratrika etc.

The Guru Maharaj alighted from the car, and was conducted to the decorated "Sri Krishna Hall" of the Math, where prof. L. N. Govindarajan of Loyola College, on behalf of the residents of the Gopalapuram Colony, read an address of homage to His Divine Grace.

The Hon'ble Minister Dewan Bahadur S. Kumaraswami Reddiar also addressed on behalf of a greater population of the province and paid homage to Paramahansa Maharaj. The Acharyya then gave a suitable and short reply to them.

Message to South India

SERMON AT SRI KRISHNA HALL

Srila Paramahansa Thakur addressed a learned audience in the Sree Krishna Hall of Gaudiya Math last evening the gist where of is given below.

Swami Bon Maharaj, at the outset, thanked the audience for having kindly assembled to listen to the message to be delivered by His Divine Grace.

Srila Paramahansa Thakur began by quoting from and explaining the first sloka of the Shikshastakam of Lord Sree Chaitanya as his message is no other than what Lord Sree Chaitanya came to deliver to the world, and in which only lies the highest good of created beings one and all. And that is Sree Krishna Samkirtanam which when efficaciously performed, brings in its train seven fold blessings up to the highest eternal bliss of transcendental Divine Love which is, and should be, the highest goal of life. We are all creatures of misery in this world of matter and limitations. Hence we all run after peace and happiness which we never find here. What we may get here is but transitory sensual pleasures which we miscall happiness, and which are but another side of misery. Yet we run after them for which our ignorance only is to blame.

But Shree Krishna Samkirtanam promised us no transient and relative happiness, but real and positive happiness which is ever full and continuous, by easy, natural and automatic removal of all possible obstacles in the way. The chanting of the name of Sree Krishna is the only practice adopted and followed by the truly theistic Devotees which leads them to the Lotus Feet of the Absolute God-head, Krishna. It is both the means and the goal too as the Name of Krishna is completely identical and equipotent in all aspects with himself. Shree Krishna-sankirtanam removes all dirts from the mirror of hearts; it extinguishes the wild fire of all sufferings of births and rebirths; it is the shedding of the soothing and pleasant moon-

light for undisturbed full blooming of the lily of Eternal good ; it is the very life of true unshaky eternal knowledge to be acquired by all souls who are but counterparts of the Absolute Over Soul ; it ever swells up the unbounded fathomless ocean of joy ; with every utterance it brings in the tasting of nectarine ecstacy identical with the Rasa Himself ; and it is an all round bath of hearts and souls when they are completely relieved of all intramundane thoughts and experience

No mundane experience and activities are of any avail for acquisition of the true and Transcendental knowledge. The only effective means is the singing of the Holy Name which is identical with the Absolute Name by which we can transgress all limitations and get to the fullest knowledge of the Unlimited, and enjoy all the blessings of Sree Krishna-Samkirtanam. We can approach the Unlimited by constantly uttering the Transcendental-unlimited Name of Krishna. We can know the Absolute by the absolute means only, viz. the Name Absolute.

His Divine Grace further discussed the neuter aspect, the single masculine aspect, that is, single Vasudeva-Worship, and the aspect of father-hood of the Godhead as imperpect and partial never satisfying fullest aspirations of souls they being counterparts of the Full Great soul. More sublime and wider than these is the aspect of the son-hood of God Head which Sree Ananda tirtha so kindly gave to the world. Yet this truly theistic and advanced idea of confidential service of the God-Head is not to be stopped and crippled here. It is to be fulfilled in the aspect of the consort-hood of God-Head which is the greatest gift of Lord Sree Chaitanya to all created beings who are essentially heir to the fullest bliss of completely unfettered confidential love of God-Head. In free confidential love of 'consorts' lies the supreme beauty of Bhakti or Service which was vouch-safed to the world never hereto fore, and with this message came our Great Lord Shre Krishna Chaitanya.

In the end, Paramahansa Maharaj begged, in all humility and in the name and words of Sri Probodhananda Saraswati, of all good people their kind attention to this message and its consideration by putting aside all other thoughts for a time.

অনুবাদ

শ্রীগৌড়ীয় মঠে

মাদ্রাজে আচার্য্যদেব

(জনৈক সংবাদ-দাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত)

গতকল্য কলিকাতা মেলে শ্রীশ্রীবিষ্ণৈষ্ণবরাজ-সভার সাম্রাজ এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ মাদ্রাজে শুভাগমন করিয়াছেন।

পরমহংস গোস্বামী ঠাকুরের সমভিব্যাহারে শ্রীবিষ্ণবৈষ্ণবরাজসভার সেক্রেটারী ; তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী, শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার সম্পাদক ; অধ্যাপক বে, দাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, অধ্যাপক এইচ, পি, মতিল ; এলাহাবাদ সেক্রেটেরিয়েটের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ জি, সি, ঘোষ প্রমুখ ৩০ জন অনুগত ভক্ত ছিলেন।

পথিমধ্যে পরমহংস গোস্বামী ঠাকুর মহাশয়কে স্থানীয় শিক্ষিত জনমণ্ডলী কটক, রাজমহেন্দ্রী, কক্কুর, বেজিনবিজ প্রভৃতি ষ্টেশনে ষ্টেশনে পুষ্পমাল্য দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।

ষ্টেশনে মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে পৌঁছিলে, মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠের সভ্যবৃন্দ ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার জয়কীর্ত্তন-সহ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। তিনি অবতরণ করিবামাত্রই শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ তাঁহাকে মাদ্রাজ কর্পোরেশনের সভাপতি মিঃ টি, এল, রামস্বামী আয়ার, মাননীয় মন্ত্রী মিঃ পি, টি, রাজন, মিঃ এল, জি,

রামস্বামী মুদালিয়ার; মাননীয় দেওয়ান বাহাদুর এল. ডি. নারায়ণ-স্বামী চেট্টিয়ার, সি, আই, ই প্রভৃতি মহোদয়গণের পরিচয় করাইয়া দিলে তাঁহারা শ্রীশ্রীল গোস্বামী মহারাজের গলদেশে পুষ্পমালা অর্পণ-পূর্বক বরণ করিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ একটী সুসজ্জিত মোটর-যানে আরোহণ করিলেন এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী, ব্রহ্মচারী, সঙ্ঘের গণ্যমান্য ব্যক্তি, প্রাদেশিক ডাইট, কতিপয় কীর্ত্তনদল ও কলিকাতা হইতে আগত ভক্তবৃন্দ-গঠিত এক বৃহৎ শোভাযাত্রার সঙ্গে মাদ্রাজ ক্লাবের সম্মুখ হইতে যাত্রা করিয়া ওয়েষ্ট কট রোড, উইল্স রোড, রাজাপেটা বাজার রোড, লয়েড রোড এবং কক্স স্কিম রোড দিয়া নীরগতিতে অগ্রসর হইয়া গোপালপুরম্ অবস্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হইলেন।

শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা-কল্পে সেন্ট্রাল ষ্টেশনে উপনীত বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভদ্রমহোদয় ব্যতীত রাজাপেটা, মযলাপোর এবং গোপালপুরমস্থিত অধিবাসিবৃন্দ পাই-ক্রফট-রোড-স্থিতগৃহে আচার্য্যদেবকে বন্দনা করিলেন এবং মাননীয় দেওয়ান বাহাদুর এল, কুমার স্বামী রেড্ডিয়ার তাঁহার সবডিভিসনের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সমগ্র শোভাযাত্রা-সহ শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয় মঠের নূতন স্থানে উপনীত হইলেন এবং তৎপর তাঁহার বাসভবন রোডস্থিত অনেক শিক্ষার্থী ও ভক্তবৃন্দ-সমক্ষে উপস্থিত হইল। এই স্থানে তাঁহারা সকলেই গোস্বামী মহারাজকে আন্তরিক প্রভৃতি দ্বারা অভিনন্দন করিলেন।

শ্রীগুরু মহারাজ মোটর যান হইতে অবতরণ করিলে তাঁহাকে শ্রীমঠের সুসজ্জিত 'শ্রীগুরু চক্রে' লইয়া যাওয়া হয়। লয়োলা কলেজের অধ্যাপক এল, এন, গোবিন্দ রাজন গোপালপুরম্ ঔপনিবেশিকগণের পক্ষ হইতে পরমহংস গোস্বামী মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপক এক অভিভাষণ পাঠ করেন।

মাননীয় মন্ত্রী দেওয়ান বাহাদুর এল, কুমার স্বামী রেড্ডিয়ার মহোদয় মাদ্রাজবাসীর পক্ষ হইতে এক প্রশস্তি পাঠ করেন এবং পরমহংস গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। অতঃপর আচার্য্যদেব সংক্ষেপে এক সারগর্ভ প্রত্যভিভাষণ প্রদান করেন।

দক্ষিণ ভারতে চৈতন্য-বাণী

শ্রীগুরু চক্রে চৈতন্য-বাণী কীর্ত্তন

গত সন্ধ্যায় শ্রীল পরমহংস গোস্বামী মহারাজ গৌড়ীয় মঠের শ্রীগুরু চক্রে বৃহৎ বিদ্বজ্জনমণ্ডলী সমক্ষে একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। উহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রারম্ভে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ শ্রীল পরমহংস গোস্বামী ঠাকুরের বক্তৃতা শ্রবণ-জন্য সমবেত শ্রোতৃবর্গকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোক কীর্ত্তন করিয়া ব্যাখ্যাচ্ছলে বলিতে আরম্ভ করেন। শ্রীচৈতন্যদেব জগদ্বাসীর আত্যন্তিক মঙ্গলপ্রদ যে বাণী কীর্ত্তন-জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের প্রচারণ বিষয়ও তাহা হইতে অভিন্ন এবং ইহাই শ্রীগুরু-সংকীর্ত্তন। শ্রীগুরু যখন সুষ্ঠুভাবে কীর্ত্তিত হন, তখন কীর্ত্তন-প্রভাবে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল বাহিত হয় এবং জীবের একমাত্র কাম্য যে ভগবৎ-প্রেম, তাহা লাভ হয়। আমরা এই দারুণ দুঃখকষ্টপূর্ণ কষ্ট জগতের জীব। সেই কারণে আমরা সর্ব্বদা সুখ এবং শান্তি অনুসন্ধানে ধাবিত হই, কিন্তু তাহা কখনও এই জগতে প্রাপ্ত হই না। এখানে আমরা যে ক্ষণিক ইন্দ্রিয়-সুখ প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে সুখ বলিয়া ভুল ধারণা করি, তাহা দুঃখেরই অবস্থান্তর। তথাপি অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন হইয়া তাহারই পশ্চাদ্ধাবন করি। কিন্তু শ্রীগুরুকীর্ত্তন আমাদিগকে অনিত্য ও মিশ্র আনন্দ প্রদান না করিয়া নিত্য, পূর্ণ ও মাধুর্য আনন্দ প্রদান করেন এবং কীর্ত্তন-প্রভাব সঙ্গে সঙ্গেই আনুষঙ্গিকভাবে যাবতীয় অন্তরায় দূরীভূত করেন। ভক্তজনগণের শ্রীগুরু-কীর্ত্তনই একমাত্র অবলম্বনীয় ও অনুসরণীয় বিষয়। এই কীর্ত্তন-প্রভাবেই ভগবদ্ভক্তগণকে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সমীপে উপনীত করেন। কৃষ্ণনাম শ্রীগুরু হইতে সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন বলিয়া নামই উপায় এবং নামই উপেয়। শ্রীগুরু-কীর্ত্তন চিত্তদর্পণের যাবতীয় আবর্জ্জনা দূরীভূত করেন। শ্রীগুরুকীর্ত্তন ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণ করেন। শ্রীগুরু-কীর্ত্তন শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা বিতরণ করেন। শ্রীগুরু-কীর্ত্তন পরমাত্মার অংশ জীবাত্মার অর্জ্জনীয় বাস্তব জ্ঞানের জীবন-

সদৃশ। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনই জীবের অপ্রাকৃত আনন্দসাগরের বর্দ্ধনকারী। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনই জীবের ভবাদিনিবেশ নির্মূলক করিয়া পরা শান্তিরূপ স্থিতি প্রদান করেন।

বাস্তব অপ্রাকৃত-জ্ঞান-লাভে লাকৃত অভিজ্ঞতা ও তর্ক-কুশলতা কার্য্যকরী নহে। শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন অপ্রাকৃত শ্রীনাম-কীর্ত্তনই সাধকীয় সমীহ ভাব মূর্ত্তীকৃত করিয়া অসীম বাস্তব বস্তুর পূর্ণ জ্ঞান এবং কৃষ্ণকীর্ত্তনের যাবতীয় মঙ্গল প্রদান করেন। সর্ব্বদা অপ্রাকৃত শ্রীনাম-কীর্ত্তন-প্রভাবেই আমরা নামীর সমীপবর্ত্তী হইতে পারি। অপ্রাকৃত নামের সাহায্যেই অপ্রাকৃত নামীকে আমরা জানিতে পারি।

অতঃপর পরমহংস ঠাকুর ভগবানের ক্লীবত্বরূপ-বিচার, পুরুষ বিচার, একল বাসুদেবের উপাসনা-বিচার, পিতৃত্ব-বিচার এবং এই সম্বন্ধে আরও অনেক বিষয় আলোচনা করেন। তিনি আরও বলেন যে, ভগবৎ-সম্বন্ধীয় এই সমস্ত অসম্পূর্ণ ও আংশিক বিচার পূর্ণবস্তু পরমাত্মার অংশ জীবাত্মার পূর্ণ আনন্দ বিধান করিতে কখনই সমর্থ নহে। এই সমস্ত বিচার অপেক্ষা শ্রীমদানন্দতীর্থপাদ-প্রবর্ত্তিত ভগবানের পুরুষ-বিচারই অধিকতর উন্নত ও বৃহত্তর। এতদ্ব্যতীত ভগবানের অন্তরঙ্গ সেবার উন্নত ভাবকেও এখানে অস্বীকৃত বা সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখিতে হইবে না। ভগবানে কান্তভাব-বিচারেই এই পূর্ণতম উন্নত ভাব পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং ইহাই শ্রীচৈতন্যদেবের জীবের নিকট মহাদান। প্রকৃতপ্রস্তাবে যাবতীয় সুস্থ জীব এই পূর্ণ, মুক্ত বিশ্রম্ভ প্রেমের পূর্ণ আনন্দেরই অধিকারী। ভগবানের এই কান্তভাব-বিচারেই ভক্তির পরমোৎকর্ষ নিহিত আছে। আর শ্রীচৈতন্যদেব ভগবৎ সেবার এই অনধিগতচর উন্নত উজ্জ্বলরস প্রদানের জন্যই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

উপসংহারে পরমহংস মহারাজ অত্যন্ত দীনভাবে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের তাঁহার প্রার্থনা করিয়া বলেন, হে সাধুসজ্জনমণ্ডলি, আপনারা যাবতীয় বিষয় কথকালের জন্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের বাণী-শ্রবণের জন্য অনুরাগ প্রকাশ করুন।

The Hindu, Tuesday, January 12, 1932.

THE GAUDIYA MATH, MADRAS

Address of Srila Paramahansa Thakur of Bengal.

Madras Jan, 11.

Srila Paramahansa Thakur addressed a learned audience in the "Sree Krishna Hall" of Gaudiya Math last evening. His Holiness began by quoting from and explaining the First Sloka of the Shikshastakam of Lord Sree Chaitanya, said :—The message of Lord Chaitanya is the message of Shree Krishna Nam Sankirtanam. Shree Krishna Sankirtanam. When properly and efficaciously performed, brings in its train seven fold blessings up to the highest eternal bliss of Transcendental Divine Love which is and should be the highest goal of life. We are all creatures of misery in this world of matter and limitations. Hence we all run after peace and happiness which we never find here. What we may get here is but transitory, sensual pleasures which we miscall happiness and which are but another side of misery. Yet we run after it for which our ignorance is to blame. But Shree Krishna Sankirtanam promises us no transient and relative happiness, but real and positive hapiness which is ever full and continuous. The chanting of the name of Shree Krishna is the only practice adopted and followed by the truly theistic devotees which leads them of the lotus feet of the Absolute Godhead Krishna. It removes all dirt from the mirror of hearts ; it extinguishes the wild fire of all sufferings of births and rebirths ; it is the very life of true, unshaky, eternal knowledge to be acquired by all souls, who are but counterparts of the absolute oversoul, it ever swells up the unbounded fathomless ocean of joy ; with every utteronce it brings in the tasting nectarine ecstasy identical with the *rasa* himself.

His Divine Grace further discussed the neuter aspect, the single masculine aspect that is single Basudev worship and the aspect of father-hood of God.

In the end Paramahansa Maharaj begged in the name and words of Shree Probodhanunda Saraswati, of all good people to give their kind attention to this message by putting aside all other thoughts for a time.

অনুবাদ

শ্রীগৌড়ীয়-মঠ, মাদ্রাজ

শ্রীল পরমহংস গোস্বামী ঠাকুরের অভিভাষণ

গত সন্ধ্যায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের "শ্রীকৃষ্ণ হলে" এক বিরাট জনমণ্ডলীর সমক্ষে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্যবর্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এক অভিভাষণ প্রদান করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যামুখে শ্রীল পরমহংস ঠাকুর মহাশয় বলেন,—শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্তনই শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী। শ্রীকৃষ্ণ যখন সমগ্রভাবে সংকীর্তিত হন, তখন সমস্ত প্রকার শুভাশীর্বাদ আনয়ন করিয়া পরিশেষে অপ্রাকৃত ভগবৎপ্রেম পর্যন্ত প্রদান করেন। এই ভগবৎপ্রেমই জীবের একমাত্র সর্বোত্তম মূল্য বস্তু। আমরা সকলেই এই সসীম জড়জগতের দুঃখ-ক্লেশক্লিষ্ট জীব। সেই কারণে আমরা সকলেই শান্তি ও সুখের অনুসন্ধানে ধাবিত হই, কিন্তু আমরা এখানে কখনই তাহা প্রাপ্ত হই না। আমরা এখানে যে ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখ প্রাপ্ত হই এবং তাহাকে সুখ বলিয়া ধারণা করি, তাহা দুঃখেরই নামান্তর। তথাপি আমরা অজ্ঞতা-প্রযুক্ত তাহারই পশ্চাৎ ধাবিত হই। শ্রীকৃষ্ণ-নাম-কীর্তন ক্ষণিক এবং মিশ্র সুখ প্রদান করেন না। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন অপ্রাকৃত, বাস্তব অবিমিশ্র আনন্দ প্রদান করেন এবং ইহাই পূর্ণ ও নিত্য আনন্দ। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন অবলম্বন ও অনুসরণ করিয়া পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হন। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনই চিত্ত-দর্পণের যাবতীয় আবর্জনা পরিমার্জন করেন এবং জন্ম-মরণ-মালার যাবতীয় দুঃখানল নির্বাপিত করেন। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনই অপ্রাকৃত, নিত্য ও বাস্তব পরবিদ্যার জীবন এবং পরমাত্মার অংশ প্রত্যেক জীবাত্মারই ইহা মূল্য বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনই জীব-হৃদয়ে নিত্যকাল অসীম আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধন করেন। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনই প্রতিপদে পূর্ণামৃতাস্বাদন আনয়ন করেন।

অতঃপর শ্রীশ্রীল পরমহংস ঠাকুর ভগবানের জীব ব্রহ্ম-বিচার, কেন বাসুদেব-উপাসনা-বিচার এবং ভগবানের বিভু-বিচার প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

উপসংহারে শ্রীল পরমহংস ঠাকুর নিখিলস্বামী শ্রীমদ্ প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের নাম ও তাঁহার বাণাবলী উচ্চারণ করিয়া বলেন,—হে সাধু ব্যক্তিগণ, আপনারা যাবতীয় চিন্তাস্রোতকে কিয়ৎকালের জন্য বিসর্জন করিয়া শ্রীচৈতন্য-বাণী-শ্রবণে অভিনিবেশ করুন।

সাত্বত শ্রাদ্ধ

বিগত ৩রা মাঘ (১৩৩৮) রবিবার দিবস কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তগণের অন্যতম শ্রীযুক্ত ভগবদ্ভক্তিদাস অধিকারী বি, এল মহোদয় তাঁহার পরলোকগত পিতার আত্মার কৃষ্ণার্থ বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের বিধানানুসারে শ্রীবিষ্ণু-নৈবেদ্য-দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-কীর্তন, বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-ভোজন এবং সাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

আগামী ২৪শে মাঘ (১৩৩৯) রবিবার দিবস গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক যুগাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ মাদ্রাজে শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা এবং ২৭শে মাঘ (১৩৩৯) বুধবার দিবস মাদ্রাজের গভর্ণর বাহাদুর মাদ্রাজে গৌড়ীয় মঠের 'শ্রীকৃষ্ণ হল' নামক শ্রীনাট্যমন্দিরের ভিত্তি প্রদান করিবেন। এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ সময়ান্তরে গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইবে। গৌঃ সঃ

১০ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৭ই ফাল্গুন শনিবার, ১৩৮৮ ; ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২ | ২৮শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক

(পূর্ব প্রকাশিত ২৭শ সংখ্যার পর)

শ্রীকৃষ্ণনামের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণই আমাদিগকে সর্ব-প্রকার সুযোগ দানে করিবে। আমরা সেই একমাত্র উপায় ও উপেয়কেই গ্রহণ করিব। তাহার কারণ, স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব কীর্তন করিয়াছেন,—

নামামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

ভগবানের নিজ সর্বশক্তি অপ্রাকৃত ভগবন্নামেই নিহিত হইয়াছে। "নিজশক্তি" বলায় তাঁহাকে বহিরঙ্গা মায়ার জড় বা ক্রিয়া অপ্রাকৃত শ্রীনামে নাই, ইহাই সূচিত হইয়াছে। কৃষ্ণের নিজস্ব যতকিছু শক্তি, তাহা অপ্রাকৃত ও পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। সুতরাং পুরশ্চর্যাদির ন্যায় শ্রীনামগ্রহণকারীর পৃথক্ শ্রম নাই। শ্রীহরি-নামে স্থান, কাল, পাত্রেরও বিচার নাই। পুরশ্চর্যা প্রভৃতি সাধনের স্থান, কাল, পাত্রের বিচার রহিয়াছে। যে পরম উপায় ও উপেয়ের স্থান-কাল-পাত্রের বিচার নাই, তাঁহাকে স্থান-কাল-পাত্রের বিচারাধীন অন্যান্য সাধনের সহিত সমপর্যায়ে গণিত করা দুর্দৈবের লক্ষণ। অপ্রাকৃত নামকে ইতরসাধনের দ্বারা সম্পূর্ণ (?) করিবার চেষ্টাও দুর্দৈবের অন্যতম চিহ্ন। অপ্রাকৃত নামকে প্রাকৃত শব্দের সহিত সমজ্ঞান-পূর্বক অন্যান্য কর্মাড়ম্বর, জ্ঞানাড়ম্বর, যোগাড়ম্বর ও ব্রতাড়ম্বরের ন্যায় আগ্রহও দুর্দৈবের লক্ষণ।

কৃষ্ণ—অখিল রসামৃতমূর্তি, পরম, বাস্তব, সত্য, ঘনীভূত ও বহুর পক্ষমুখ্য রস ও তাহাদের পরিপোষক বস্তু আশ্রয় করিয়াই পূর্ণরূপে অবস্থিত।

এই জড় জগতেও মধুর রসটীর সম্বন্ধে ঐ সকল রসের যে প্রতিফলন দৃষ্ট হয়। প্রাকৃত অলঙ্কারশাস্ত্রেও এই সকল রসের আলোচনা দৃষ্ট হয়। আমাদের প্রত্যেকেই উক্ত দুষ্য পঞ্চ রসের কোন না কোন একটীতে অপরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। প্রথমটীতে নিরপেক্ষ অবস্থান, দ্বিতীয়টীতে প্রভু ও ভৃত্যের অবস্থান, তৃতীয়টীতে বন্ধু ও বন্ধুর অবস্থান, চতুর্থটীতে মাতা-পিতা ও পুত্রের অবস্থান, পঞ্চমটীতে পতি ও পত্নীর অবস্থান। বন্ধু ও বন্ধুর অবস্থান দুই প্রকার। একটী সম্ভ্রম বা গৌরবের সহিত, আর একটী বিশ্রম্ভের সহিত বন্ধুর। বিশ্রম্ভ বন্ধুর কোন কোন বিচারক গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই দক্ষিণ-প্রদেশেই অনেক বিচারককে বিশ্রম্ভ বন্ধুত্বের সৌকর্য্য উপলব্ধি করিতে দেখিতে পাই নাই। তাঁহারা দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য অর্থাৎ গৌরব-সখ্য পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের বিচারানুসারে আমরা বিষ্ণুর নিকট দূরত্বের ভয় হইতে দণ্ডবৎ-প্রণাম ও পূজা-মাত্র করিতে পারি কিন্তু তাঁহাকে অত্যন্ত আপনার জ্ঞানে তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া, তাঁহাকে উচ্ছিষ্ট ভোজন করাইয়াও তাঁহার প্রীতি, সুখ ও শ্রেষ্ঠ সেবা করা যায়—এ কথা অনেকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

কেহ কেহ পরমেশ্বরকে পিতৃত্বে স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু পরমেশ্বরকে পুত্রত্বে স্থাপন করিয়া তাঁহার আবির্ভাবের মুহূর্ত্ত হইতে কিরূপে অখিল ভুবনপতি পরমেশ্বরকেও লাল্য-পাল্য-বিচারে অত্যন্ত বিশ্রম্ভ-সেবা করিতে পারা যায়, তাহা অনেকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। আবার যাঁহারা পরমেশ্বরের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারাও পরমেশ্বর-পুত্রের ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পরমেশ্বররূপেই দেখিয়াছেন। কিন্তু পরমেশ্বরের অনন্ত ঐশ্বর্য্য যেখানে তাঁহার পুত্রত্বের পূর্ণ প্রভাব সঙ্কোচিত করিতে পারে নাই, সেইরূপ পুত্রত্বের বিচার অনেকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ব্রজরাজ ও ব্রজেশ্বরী যে নিত্যপুত্র পরমেশ্বরকে লীলা-জ্ঞানে বন্ধন করিয়া থাকেন, পরমেশ্বরও নিত্যপুত্ররূপে যাঁহাদের অনিমেষ লাভুচংক্রমণ করেন, সেরূপ পুত্রত্বের বিচার অনেক বিচারক গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

পতি-পত্নীর বিচার অনেকে স্বীকার করিলেও এক পত্নী ও এক পতির নৈতিক বিচার অনেকে স্বীকার করিয়াছেন। কেহ কেহ বা পরমেশ্বরকে পাতিব্রত্য-রীতিতে বহুবল্লভ পর্য্যন্ত দর্শন করিয়াছেন কিন্তু অনূঢ়া ও পরোঢ়া অপ্রাকৃত রসনাকুলের কাহাকেও পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিতে অনেক বিচারক সমর্থ হন নাই।

যেখানে জাগতিক সম্বন্ধ, সেখানেই বিশ্রম্ভ-বিচার বা মাতা, পিতা ও পুত্র কিংবা কান্তের বিচার হেয়তা সংশ্লিষ্ট করিবে। কিন্তু যেখানে প্রাকৃত সম্বন্ধের বা প্রাকৃত বিষয়-আশ্রয়ের সমাবেশ নাই, যেখানে প্রাকৃত বিত্তাদি, অনুভাবাদি সামগ্রীর কোন প্রসঙ্গ নাই, যেখানে অস্থায়ীভাব বা বিরতি নাই, সেখানে কখনই হেয় রসের প্রসঙ্গ উত্থাপিতই হইতে পারে না। বিশ্বে যে বস্তু যত উন্নত, প্রতিবিম্বে সেই বস্তুই তত অবনত। বিশ্বে যে বস্তু যত উন্নাসের ও চমৎকার, প্রতিবিম্বে সেই বস্তুই তত অনুপাদেয় ও অলোভন। সুতরাং স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তমের সহিত যেখানে সম্বন্ধ, সেখানে বিকৃত প্রতিবিম্বজাত কোন হেয় রসের প্রসঙ্গ নাই। বিকৃত প্রতিফলিত প্রতিবিম্বে যাহা অত্যন্ত অবনত, তাহাই অবিকৃত অপ্রাকৃত বিম্বে উচ্চ উচ্ছ্বসরূপে সমুদ্ভাসিত।

যদি প্রাকৃত সম্বন্ধে পঞ্চবিধ রসের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়, তবে অপ্রাকৃত সম্বন্ধে মাত্র আড়াই প্রকার সম্বন্ধ স্বীকার করিলে অপ্রাকৃতের বিচিত্রতা অপেক্ষা প্রাকৃতের বিচিত্রতার সাম্যাধিক্য মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু ইহা যুক্তির বিরুদ্ধ কথা। অতএব, অনন্ত, নিত্য নবনবায়মান অপ্রাকৃত বৈচিত্র্যের পক্ষ, শাখ, অনিত্য, একঘেয়ে প্রতিফলন যায় —প্রাকৃত বৈচিত্র্য। বিম্বে যাহা নাই, প্রতিবিম্বে তাহা প্রতিফলিত হইতে পারে না। বিম্বে যাহা আছে, প্রতিবিম্বে তাহাই বিকৃতরূপে প্রতিফলিত হয়, ইহাই নিত্যসিদ্ধ সত্য। শ্রীচৈতন্যদেব এই ভাগবতীয় সত্যই দক্ষিণ-দেশে প্রচার করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জানাইয়াছেন যে, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-নামোচ্চারণের দ্বারাই অখিল রসামৃত-মূর্ত্তি নামীর রসসিন্ধুতে সর্ব্বাত্মস্নপন হয়।

আমাদিগকে অবিমিশ্র চেতনের সংস্পর্শ ও সন্ধান করিতে হইবে—যে চেতনের জগতের সহিত কোন মিশ্রণ নাই—যে চেতন আবরণ-রহিত হইয়া তাঁহার নিত্যা-মূর্ত্তিতে জাগরূক আছেন—যে চেতন বিশ্বজগতে

চেতনের পূর্ণসেবায় তৎপর হইয়াছেন ; কিন্তু যদি কেহ আমরা কৃত্রিম অনুকরণপ্রিয় হই, তবে কোন দিনই মঙ্গলের পথে আসিয়া হইতে পারিব না। ইহাদের সার্ব্বকালিকী সর্ব্বাসময়ী চেষ্টা পূর্ণতম চেতনের সুষ্ঠুতাৎপর্য্যে অবিচ্ছিন্ন-অহৈতুকভাবে নিযুক্ত, তাঁহাদের অনুসরণের দ্বারাই মঙ্গল লাভ হইবে। কারণ,—

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরৌঢ়ৌঢ়াদ্ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্।

অপ্রাকৃত সর্ব্ব ভাবনার পথ মনকে অতিক্রম-পূর্ব্বক শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল চেতনে চমৎকারাতিশয়ের তাণ্ডবস্বরূপ স্বামী ভাবরূপেসকাশিত হয়। তাহা কৃত্রিমতা বা অনুকরণের দ্বারা লাভ করা যায় না। অনুকরণকারী বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

আত্মাকে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারের সহিত একাকার করিয়া ফেলিতে হইবে না। পাশ্চাত্য দেশের অনেকেই এবং ভারতীয় কর্ম্মজড়-সম্প্রদায়ের অনেকে মনকে আত্মার সহিত একাকার করিয়াছেন, নির্ভেদজ্ঞানী আমার মন হইতে চেতনকে পৃথক্ করিতে গিয়া আত্মার অস্তিত্বই একেবারে অস্বীকার করিয়া ফেলিয়াছেন ; কিন্তু আমরা শ্রীগীতোপনিষদে দেখিতে পাই,—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।

হে অর্জ্জুন, আমার অপরা বা জড়া প্রকৃতি ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আট ভাগে বিভক্ত, এতদ্ব্যতীত আমার আর একটী পরা প্রকৃতি আছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা। সেই শক্তি হইতে জীবসমূহ নিঃসৃত হইয়া জড়জগৎকে ভোগ্য-রূপে গ্রহণ করিয়াছে।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি।

জীব—সনাতন অর্থাৎ নিত্য। মুক্ত দশায় জীব সম্পূর্ণ-রূপে মদাশ্রিত ও প্রকৃতি-সম্বন্ধমুক্ত। বদ্ধদশায় জীব জীব উপাধিরূপ প্রকৃতিস্থিত মন ও পঞ্চ বাহ্যেন্দ্রিয়—এই ছয়টী ইন্দ্রিয়কে স্বকীয় ভববোধে আকর্ষণ করিয়া থাকে।

আমাদের স্বরূপ-নির্ণয় হইলে অর্থাৎ আমরা যে পূর্ণ চেতনের বিভিন্নাংশ, এ কথা উপলব্ধি হইলে আমাদের অবস্থান অটুট হয়। তখন আমরা আমাদের নিত্য জীবনের পথে অগ্রসর হইতে পারি।

দক্ষিণদেশের শ্রী-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের পূজায় জন্য অগ্রসর হন, শ্রীমধ্বাচার্য্য-ভাষ্যের অধস্তন তত্ত্ববাদিগণও বালকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের বাণী ও শিক্ষার মধ্যে আমরা বিপ্রলম্ভসেবার সৌষ্ঠব দেখিতে পাই—

প্রতিমন্দিরে সুচিরস্থিতয়ে ভারতমহো শুভং ভবতীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম।

আমি কেবল ভগবদ্ভারত ও গীতায় আবদ্ধ থাকিতে চাহি না, কিন্তু আমি নন্দকে উপাসনা করিব—যাঁহার বাহিরের পরব্রহ্ম স্বচ্ছন্দে হামাগুড়ি দেন।

এরূপ বিচার বা ভগবৎপ্রীতির আন্তিকতা অধিকতর বিস্তৃত ধারণা। শ্রীভগবানের পুরুষের বিচার শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরীপাদ এবং তাঁহার অনুচরবর্গের লেখনীর মধ্যে প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়।

ভগবানের কান্তত্ব-বিচারও একদিন আমাদের ন্যায় পতিত জীবের নিকট প্রচারিত হইয়াছিল—কত বড় কথা প্রচারিত হইয়াছিল! আমাদের নির্ম্মল চেতনের নিকটই তাহা প্রকাশ করা হইয়াছিল। 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' ও 'ব্রহ্ম-সংহিতা' নামক দুইখানি গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এই দক্ষিণ-দেশ হইতেই আহরণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব একদিন উক্ত গ্রন্থ-দ্বয়ের পরিশিষ্ট-বিচার শ্রীরায় রামানন্দের শ্রীমুখে স্বয়ং শ্রবণ করিয়া দক্ষিণদেশে রাজমহেন্দ্রীর নিকট কলমূর নামক স্থানে প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ও তাঁহার অনুগবর্গের হৃদয়ে সেই সকল পরিশিষ্ট কথা প্রকাশিত আছে। এজন্য শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবকে স্তব করিয়া বলিয়াছেন,—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।

---

* যাহাতে—আংশকাশ বিভিন্নাংশ ইতি যোগাদ্রিয়তে। বিভিন্নাংশের জীবঃ ভাব।

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ও অ-নিতরণী বাণী প্রতি-ক্ষণে সকলিত হউন, প্রত্যেক ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যবাণী রাজার সিংহাসন লাভ করুন।

এতদিন শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী লোকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের পূর্ণতম বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিতেন না; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বাণীতে ভাগবতী বাণীর মুক্তপ্রকৃতি—পূর্ণতম-বিদ্বদ্বৃত্তি-বৃত্তি প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জীব-হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া বলিয়াছেন, সমস্ত প্রাকৃত বিচারের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া একমাত্র উন্মুখ নির্মল চেতনস্বরূপের অপ্রাকৃত সহজ-প্রীতি-যুক্ত সঙ্কীর্তন ভজনের দ্বারাই অবিদ্যাসমুদ্র-মুক্তির নিকটতম প্রদেশে যাইতে হইবে। অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রাকৃত রাজ্যের চিন্তাস্রোত বা অনুমান বেশ করিয়া লইয়া যাইতে হইবে না, ইহা যেন সর্বদাই স্মরণ থাকে। নতুবা আন্তিকতার প্রথম সোপানের দ্বারেও প্রবেশাধিকার পাওয়া যাইবে না।

যখন বৃন্দাবনবাসী ঋষিসহস্র ঋষি শ্রীরামচন্দ্রের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আলিঙ্গন-কামনা করিয়াছিলেন, তখন শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাদিগকে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-লীলার জন্য অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন। ইহা হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, সর্বপ্রকার নৈতিক উপদেশ জগতের গতিমধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে। অপ্রাকৃত চেতনরাজ্যে প্রাকৃত নীতি ও দুর্নীতির স্থান নাই। দুর্নৈতিক তাহার পঙ্কিল-ভাব লইয়া বন্ধরাজ্যের—পরমার্থ-রাজ্যের দ্বারেই প্রবেশ করিতে পারে না। বৃন্দাবনবাসী ঋষিগণ তাঁহাদের মাতা-পিতা হইতে যে শরীর লাভ করিয়াছিলেন, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাহা গ্রহণ করিলেন না। পূর্বচেতন সম্বন্ধযুক্ত প্রাকৃত পুরুষ ও প্রাকৃত স্ত্রী-দেহ আকাঙ্ক্ষা করেন না। বৃন্দাবনবাসী ঋষিগণ 'স্ত্রীভেক' গ্রহণ করিতে পারিতেন, স্ত্রী-সঙ্গের লজ্জিত হইতে পারিতেন, কিন্তু ঐরূপ কৃত্রিমতা-দ্বারা কখনও পূর্বচেতনের প্রীতির সঞ্চার হইতে পারে না। ভগবান্ অপ্রাকৃত বস্তু—পূর্বচেতনবস্তু—অপ্রাকৃত চেতন জীবের অপ্রাকৃত প্রীতিময়ী সেবাই তাঁহার আদর। অচেতন কখনও অধোক্ষজের প্রীতির বা আকর্ষণের বস্তু হইতে পারে না। কৃষ্ণ অধোক্ষজ বস্তু—কৃষ্ণনাম অধোক্ষজ বস্তু। "অতঃ কৃষ্ণাদি অক্ষয় বস্তুজীবানাম ইন্দ্রিয়ৈর জানয়ে যেন ... এব অধোক্ষজঃ।" যিনি বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়জ্ঞান বা ইন্দ্রিয়তর্পণ সম্বন্ধোভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনিই 'অধোক্ষজ' বাস্তব বস্তু।

ইন্দ্রিয়-সমূহ বহির্জগতের কার্যোপযোগী করণবিশেষ। ইন্দ্রিয়সমূহের গতির নির্দিষ্ট সীমা আছে। বহির্মুখিনী ইন্দ্রিয়-বৃত্তি কখনও অপ্রাকৃত সন্ধান করিতে পারে না। বহির্মুখিনী চেষ্টার দ্বারা যাহা চিন্তনীয় বিষয় হয়, যাহা জ্ঞান করা যায়, যাহা স্থির-সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহা সকলই প্রাকৃত—মনোধর্মবিশেষ। একমাত্র অপ্রাকৃতের চরণে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণই ইন্দ্রিয়কে উন্মুখ করিবার উপায়। সেইরূপ সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে অপ্রাকৃত শ্রীনাম স্বয়ংই স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হন এবং সেবোন্মুখতার বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে অপ্রাকৃত শ্রীনাম তাঁহার অপ্রাকৃত রূপ, অপ্রাকৃত গুণ, অপ্রাকৃত পরিকর ও অপ্রাকৃত লীলাসমূহ প্রকাশিত করিয়া থাকেন।

অধোক্ষজ বস্তু আমাদের বর্তমান করণের দ্বারা উপলব্ধির বিষয় নহেন, ইহা পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব আমাদিগকে জানাইয়াছেন—শ্রীমদ্ভাগবত জানাইয়াছেন। এখানেই লোকের বিবর্ত উপস্থিত হয় বলিয়া পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া এই কথাটি আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। যাবতীয় জাগতিক সিদ্ধান্ত-সঙ্গতি কখনও আমাদিগকে অপ্রাকৃত রাজ্যের সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতির সম্মুখে লইয়া যাইতে পারেনা, বরং সেগুলি অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রবেশের মহা বিঘ্ন-স্বরূপ হয়। জাগতিক ধারণা, ভাষা, সিদ্ধান্ত প্রভৃতিকে অপ্রাকৃত রাজ্যে চালনা করার নামই—তর্কপথ। আর অপ্রাকৃত কথায় অবতরণ হইলে তাহাতে কর্ণ-নিয়োগ করা এবং ঐরূপ সেবোন্মুখতার দ্বারা অর্থাৎ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তির সহিত অপ্রাকৃত রাজ্যের বার্তার অনুসন্ধান করাই শ্রৌতপথ। সুতরাং ইন্দ্রিয়জ বিচার জগতের কার্যোপযোগী হইলেও আমাদিগকে অপ্রাকৃত রাজ্যে লইয়া যাইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

"যৈছে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব—মনোধর্ম।
এই ভাল, এই মন্দ—এই সব ভ্রম॥"
(চৈঃ চঃ অঃ ৪র্থ পঃ)

দ্বিতীয় অভিনিবেশের রাজ্যে—বহির্মুখ ইন্দ্রিয়ের বিচার-পথে যাহা ভাল বা মন্দ বিচার করা যায়, তাহা সকলই মনোধর্ম।

এই জড়জগতে আমরা সকল বস্তুকেই সম্ভবমূলক আধারে স্থাপন করিয়া তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করি, কাজেই যখন আমরা দেখি সেই সম্ভাবমূলক অবস্থা অতিক্রম করিয়া বিপ্রলম্ভভাবের অবতারণা হয়, তখনই আমরা তাহাতে শ্রেষ্ঠত্বের বিচার রক্ষা করিতে পারি না ; মনে করি, অপ্রাকৃতবস্তুও বোধ হয় সম্ভবতা-রহিত ভগবান্ শ্রেষ্ঠত্বের পদবী হইতে বিচ্যুত হইলেন।

কিন্তু যেখানে যাবতীয় কুণ্ঠধর্ম নিরস্ত হইয়াছে, তাহাই বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠ কখনই জাগতিক ধারণা ও বৃত্তির কবলে কবলিত হইতে পারেন না। জাগতিক ধারণা তৃতীয়মানের রাজ্যের অন্তর্গত। আমরা তুরীয়কে তৃতীয়মানের ধারণায় আক্রমণ করিতে পারি না।

যাহারা বৈকুণ্ঠ-বিচিত্রতা স্বীকার করেন না, তাঁহারা নাস্তিক কপিল ও বৌদ্ধের পতাকাবাহক ব্যতীত আর কিছুই নহেন। প্রত্যক্ষ ও অনুমানই তাঁহাদের সিদ্ধান্তের প্রমাণ। জড়জগতের বিচিত্রতার হেয়তা ও নশ্বরতা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহারা বৈকুণ্ঠ-বিচিত্রতার নশ্বরতা ও হেয়তা অনুমান করিয়া থাকেন—সকল প্রকার বিচিত্রতার শুষ্কভাবকেই তাঁহারা বহুমানন করেন।

কিন্তু পরব্রহ্ম নিত্যশক্তিযুক্ত। তাঁহার শক্তির বিচিত্রতা আছে। তিনি পুরুষোত্তম। বিষ্ণুতেই পূর্ণ বাস্তব জ্ঞান বিরাজিত। তাঁহাকে পূর্ণতম প্রতীতির শ্রীতিময়ী উপাসনা ব্যতীত আমাদের আর গত্যন্তর নাই।

ডাঃ রামগোপাল ভাণ্ডারকার লক্ষ্মী-বিরহিত একলবাসুদেবের উপাসনার কথা বলেন। কিন্তু চিচ্ছক্তির বিচার ব্যতীত পুরুষোত্তমের প্রতীতির পূর্ণতা সাধিত হইতে পারে না, তাহা অর্দ্ধবিচার মাত্র। বিষ্ণুর সিংহাসন, বিষ্ণুর শঙ্খ, বিষ্ণুর গদা প্রভৃতির নপুংসকত্ব স্বীকৃত হয়। সত্য সহজ লক্ষ্মী-সেব্যমান পুরুষোত্তম বিষ্ণুই পূর্ণ প্রতীতিতে বৈকুণ্ঠে বিরাজিত। পঞ্চরাত্র সেবক চিচ্ছক্তি-সমন্বিত বিষ্ণুর উপাসনা করেন।

নির্ব্বিশেষবাদী ইহা তাহার দ্বৈতজ্ঞানে—দ্বিতীয়াভিনিবেশযুক্ত তত্ত্বতত্ত্বের বিচারে স্বীকার করিতে পারে না। সন্দেহবাদী, নাস্তিকবাদী, সগুণবাদী, জীবব্রহ্মবাদী সকলেই ভয়ে এক নাস্তিকতারই আত্মবিলীনতা আকাঙ্ক্ষা করে। ইন্দ্র, বায়ু, বিষ্ণু প্রভৃতির উপাসনা—সগুণ উপাসনার অন্তর্গত। অন্তর্যামী দর্শনের ব্যক্তিচার সগুণ উপাসকগণের দ্বারা সাধিত হয়।—বস্তুতঃ অনিরুদ্ধ বিষ্ণুই সকল দেবতা, মনুষ্য ও জীবের নিত্য অন্তর্যামী। অন্তর্যামী পুরুষ অনিত্য বা নির্ব্বিশেষ নহেন। তিনি নিত্য নায়ী, নিত্য কর্ত্রী, নিত্য গুণী, নিত্য লীলাময় ও নিত্য পরিকরবৈশিষ্ট্যযুক্ত। অন্তর্যামী, ব্যূহ, পরব্যূহ, অর্চ্চা প্রভৃতির বিচার স্বয়ংরূপে লোকাচার্য্যপাদ প্রদর্শন করিয়াছেন।

সগুণ উপাসনা—জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গের অন্তর্গত। সগুণ উপাসনাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যই তথাকথিত নির্গুণ উপাসনার কল্পনা হইয়াছে। সগুণ উপাসনা করিতে করিতে যখন উপাসক, উপাসনা ও উপাস্যের ত্রিপুটী থাকিবে না, ইহাই তথাকথিত নির্গুণ উপাসনার প্রতিজ্ঞা। কিন্তু এই উভয় প্রকার আরোহবাদই প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত—উভয় মতই নাস্তিকতার নিদর্শন—উভয়ই পৌত্তলিকতা-দোষে দুষ্ট। পুতুল-গড়া ও পুতুল-ভাঙ্গা—উভয়ই পৌত্তলিকতা। আস্তিক-সম্প্রদায় iconographer or iconoclast নহেন

শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদ 'চিৎ', অচিৎ ও চিদচিতের ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। 'কেবলচিৎ'-বৃত্তি ভগবানের নিজস্ব ; যখন আমাদের অন্তস্তর হইতে অনর্থ নিষ্কাশিত হয়, তখনই আমাদের বিশুদ্ধ চেতন-বৃত্তির উদয়ে উপলব্ধি হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শক্তিপরিণামবাদ স্বীকার করিয়াছেন। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদেই আস্তিকতার সম্প্রসারিত সৌধশ্রী সম্প্রকাশিত হইয়াছে। শক্তিবিশেষকে কখনই চিৎবিশেষের সঙ্গে গোলমাল করা উচিত নহে। চিৎবিশেষ-সিদ্ধান্তে শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর আবির্ভূত হন।

পাশ্চাত্য লেখকগণও ভারতীয় মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায়ের বিকৃত মতবাদ-ধ্বনিকে প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন। ম্যাক্‌নিকল্ সাহেবের 'Indian Theism' প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-উপাসনা অপেক্ষা শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ-উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব-বিচার প্রাকৃতিক নৈতিক বিচারের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। আধ্যক্ষিক লোকগণের ঐ সকল সঙ্কীর্ণ ধারণা উদারতা লাভ করা বাঞ্ছনীয়। আমরা ঐসকল মত গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে খুব সতর্কতা অবলম্বন করিব। অপ্রাকৃত, অবিতীয় ভোক্তৃতত্ত্ব স্বরাট্ পুরুষোত্তমকে প্রাকৃত নীতির নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া ও আধ্যক্ষিকতার সঙ্কীর্ণতাকে বড়

করিয়া তুলিয়া আমরা যেন অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-সেবার প্রতি অনাদরযুক্ত না হই বা বিপ্রলম্ভ-সেবার অপব্যবহার না করিয়া বসি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এই জন্যই আমাদিগকে তাঁহার বাণী শ্রবণ করাইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী কোন জাতিগত, বেশগত, সমাজগত বা কালগত নহে। তাহা সকল দেশের, সকল কালের, সকল চেতনের জন্য একমাত্র অমোঘ কল্যাণকর। শ্রীচৈতন্যের বাণী পৃথিবীর সমস্ত প্রচারিত হইয়া সকল অকপট সত্যানুসন্ধিৎসুর নিরাবরণ-বিধান করিবে। শ্রীচৈতন্যবাণীর মত এত বড় কথা আর কোথাও নাই, এত বড় উদার মধুর সন্দেশ পৃথিবীতে আর কোনও কালে প্রকাশিত হয় নাই। এই বাণীতে আস্তিকতার পূর্ণপল্লবিত মহাদ্রুমটির প্রকটিত হইয়াছে—এই বাণী কীর্তনমাত্রের উন্মুক্ত কর্ণে একবার প্রবিষ্ট হইলে অভিনন্দিত না হইয়া পারে না। আমাদের নিখিল চেতনের যাহা পূর্ণতম আকাঙ্ক্ষার অবাধ, তাহা একমাত্র শ্রীচৈতন্যের বাণীই প্রদান করিতে পারেন। আমাদের দাসত্বের মনোধর্মকে নিরাশিত করিয়া শ্রীচৈতন্যের বাণী—যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুরই বাণিকে অধিকতর সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত করিয়াছেন, সেই বাণী-শ্রবণে অনুক্ষণ কোটী ইন্দ্রিয় নিযুক্ত করা আবশ্যক। শ্রীচৈতন্য-বাণী শ্রবণ করিলে আমরা অপ্রাকৃত শ্রীনামের সর্বশক্তি, সর্বসৌন্দর্য ও সর্ব-ঐশ্বর্যের বর্ণন করিতে পারি। দুর্দৈব-বশতঃ মনোধর্মে ধাবিত বলিয়াই একমাত্র অপ্রাকৃতনামে সর্বসিদ্ধি সন্নিহিত থাকিলেও সেই প্রচুর কৃপায় তাচ্ছিল্য পরিত্যাগ করিয়া আমরা অজ্ঞান কল্পিত নশ্বর মনোধর্ম-বহ সাধন ও সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করি। এই জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—

নামামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

আমি আজ আপনাদিগের নিকট শিক্ষাষ্টকের দুইটী মাত্র শ্লোক শ্রীচৈতন্যদেব যেরূপ বলাইলেন, তাঁহার সেই বাণী হইতে সেইরূপ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিলাম। আমি নিজে কিছু বলিবার চেষ্টা করি নাই। তিনি যাহা বলাইয়াছেন, তাহা উচ্চারণ করিয়াছি মাত্র। আশা করি, তাঁহার কৃপা হইলে আপনাদের নিকট তাঁহার অন্যান্য বাণীসমূহও প্রকাশিত হইবে। তাঁহার বাণী নিশি-দিন আপনাদের কাছে অবিশ্রান্ত কীর্তন করিবার একটা অবসর নিশ্চয়ই তিনি আমার হৃদয়ে অনুক্ষণ সঞ্জীবিত রাখিলেও শ্রোতৃ-মণ্ডলীর ধৈর্যচ্যুতি একবারে অনেক কথা শ্রবণের ধৈর্য রক্ষা করিতে পারিবে না বলিয়া আশঙ্কা হয়। উপসংহারে শ্রীচৈতন্যদেবের একজন কিঙ্কর পূর্বাশ্রমে দাক্ষিণাত্য-প্রদেশেই শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী ত্রিদণ্ডী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের ভাষায় বলিতেছি,—

মত্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতং এতদহং ব্রবীমি।
যে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
শ্রীচৈতন্যচরণে কুরুতানুরাগম্॥

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচার-প্রণালী এইরূপ। প্রচারক—কীর্তনকারী, শ্রীচৈতন্যের বাণীর বাহক; তাঁহার অন্য কোন কৃত্য নাই, অন্য কোনও চাপরাশ বা বুজরুকী নাই। তিনি শ্রীচৈতন্যের বাণীর 'পিয়ন'। অমানী তিনি—অকপট তৃণাপেক্ষা সুনীচ তিনি; তাই তৃণকে পদ-দলিত করিবার পরিবর্তে মস্তকে ধারণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর পদদেশে পতিত হইয়া মুক্ত করে তাঁহাদিগকে বলিতেছেন যে, তাঁহারা সকলেই 'সাধু'। 'সাধু' না হইলে এতবড় বাণী-শ্রবণের যোগ্যতা তাঁহাদের কিরূপে হইবে? তাঁহারা যখন 'সাধু', তখন যাবতীয় দাম্ভিকতার বিষয়—ইতর বিষয়—মনোধর্ম সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-চরণে অনুরাগ-বিশিষ্ট হইলেই তাঁহাদের সাধুত্ব স্থাপিত লাভ করিল। শ্রীচৈতন্যের বাণী কুঙ্কুমগৌরবৎ সাধুত্বের কথা বলেন না। শ্রীচৈতন্য-বাণী-শ্রবণে ও অনুকীর্তনে নিত্য সাধুতার চরম সীমা লাভ হয়। আপনারা অন্যান্য যাবতীয় সাধুত্বের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অনুরক্ত কর্ণে একমাত্র শ্রীচৈতন্য-বাণী শ্রবণ করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা। শ্রীচৈতন্যের বাণী আমার জিহ্বা কোন্ ভাষায় বলে, তাহা জানি না, আর সেই ভাষা আপনাদের বোধগম্য হয় কি না, তাহাও বলিতে পারি না। তবে শ্রীচৈতন্যদেব যে ভাষায় বলাইবার জন্য হৃদয় হইতে আয়োজিত মত অনুক্ষণ একটা প্রেরণা দেন, সেই ভাষায়ই আমি আপনাদিগের নিকট বলিবার প্রয়াস করি।

করিয়া তাহাদের কার্য্য-সিদ্ধি করিবার অর্থাৎ প্রকৃত সদ্‌গুরুর প্রতি লোকের সন্দেহ ও অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া দিবার চেষ্টা করে। সাধারণ কোমলশ্রদ্ধ লোক, প্রাকৃত লোক বা কনিষ্ঠাধিকারী ব্যক্তি জীবের স্বরূপগত স্বতন্ত্রতা, তটস্থা শক্তির স্বভাব প্রভৃতি বিষয় শ্রবণ করেন নাই; কেহ কেহ ঐরূপ শ্রবণ করিলেও উপলব্ধি করেন নাই বা ঐ সকল কথা তাঁহাদের হৃদয়ে দৃঢ় হয় নাই; তাহেই তাঁহারা বাহ্যবিচারে যাহা দর্শন ও শ্রবণ করেন, তাহাতে ব্যক্তিগত জীবের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার গুরুর উপর আরোপিত করিবারই প্রবণতা তাঁহাদের উপস্থিত হয়। অনাত্মিকগণ, কোমল-শ্রদ্ধগণও ভক্তিরাজ্যের দ্বারে প্রবেশাধিকার-বঞ্চিত ব্যক্তিগণের নিকট যে পুরাতন প্রশ্নটি প্রহেলিকার মত অমীমাংসিত হইয়া রহিয়াছে, সেই প্রশ্নেরই অবতারণা ও প্রয়োগ তাঁহারা এক্ষেত্রেও করিয়া থাকেন। সেই প্রহেলিকাপূর্ণ পুরাতন প্রশ্ন বা সমস্যাটি এই,—"ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্ত যদি সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ও সর্ব্বশক্তিযুক্তই হন, তবে তাঁহারা জীবকে বিপথগামী হইতে দেন কেন? জীবের স্বতন্ত্রতা আক্রমণ করিয়া জীবের মন ঘুরাইয়া দিলেই ত' পারেন!"

সদ্‌গুরু-নির্ণয়েও এই অজ্ঞতামূলক বিচার-বিবর্ত্তের আবাহন করা হয়,—"যদি কোনও ব্যক্তি সদ্‌গুরুর নিকট আসিবার অভিনয় করিয়া পতিতই হইল, তাহা হইলে সদ্‌গুরুর মূল্য থাকিল কোথায়? অসদ্‌গুরুর নিকট গেলেও ত' তাহার ঐরূপই অমঙ্গল লাভ হইত! যে গুরু শিষ্যের স্বতন্ত্রতায় বাধা প্রদান করিয়া শিষ্যকে পতন হইতে আটকাইয়া রাখিতে না পারিলেন, সেই গুরু 'সদ্‌গুরুই' নহেন, সেই গুরুর গুরুত্বেই সন্দেহ আছে।"

সাধারণ বিচারে ঐরূপ যুক্তিগুলি মনের সঙ্গে খুব খাপ খায়। কিন্তু ঐরূপ বিচার গ্রহণ করিলে জীবকে 'জীব' বা 'চেতন' না বলিয়া 'অচিৎ' বা 'জড়পিণ্ড' বলিতে হয়। কেন না, জড়পিণ্ডের স্বতন্ত্রধর্ম্ম নাই, সদ্‌বৃত্তি নাই, অসদ্‌বৃত্তিও নাই। কিন্তু চেতনের তাহা আছে—চেতনের 'সাধু' হইবার যোগ্যতা আছে, 'অসাধু' হইবার যোগ্যতাও আছে। কেবল 'সাধু' হইবার যোগ্যতা থাকিলে, তাহাকে 'স্বতন্ত্র' বা 'চেতন' বলা যায় না। সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র, সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্ বা তাঁহার প্রতিভূ শ্রীগুরুদেব যদি সমস্ত চেতন বা জীবসমূহকে এমন করিয়া আক্রমণ করেন যে, তাঁহারা যাহাতে তাহাদের স্বতন্ত্রতার কোনরূপ পরিচালনাই করিতে না পারিয়া কৈবলমাত্র নির্য্যাতনকারী শাসনকর্ত্তার দ্বারা কারারুদ্ধ কয়েদীর ন্যায় এক-দিকে চলিতেই বাধ্য হন, তাহা হইলে তাহাও স্বাভাবিকী প্রক্রিয়া হইল না। জীব যখন চেতন, তখন সে স্বয়ং তাহার স্বাধীনতার সদ্ব্যবহারের প্রয়োগে অর্থাৎ নিজে সাধন, গুরু-উপদেশ-শ্রবণ এবং গুরু-সেবারূপ কৃপা-প্রভাবেই মুক্ত হইবেন। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাকে যদি শ্রীগুরুদেব জড়পিণ্ডের ন্যায় একটী ছুঁড়ে ফেলিয়া, পিটিয়া পড়িয়া হোনেন, তবে তাঁহার চেতনের স্বাধীনতা-সৌকর্য্য এবং আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তির স্ফূর্ত্তি কিছুই পরিস্ফুট ও প্রকাশিত হইতে পারে না। এই সকল সুক্ষ্ম সুবিস্তৃত সুসার্ব্বদৈশিক সিদ্ধান্ত যাঁহারা শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারেন নাই, সেই সকল ভগন মস্তিষ্ক, অশ্রৌত ব্যক্তিগণই জীবের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারকে শ্রীভগবান্ ও শ্রীগুরুদেবের অসমর্থতার পতাকা বলিয়া দর্শন করেন। কিন্তু মহাজন-গণের চরিত্রের আদর্শ ও দৃষ্টান্ত অন্যরূপ প্রমাণ করিয়াছে।

উন্নত-উজ্জ্বল-প্রেমাদরতরুর প্রথম অঙ্কুর, কৃষ্ণপ্রেমপুর শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর নাম কে না শুনিয়াছেন? শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী মহাভাগবত-শিরোমণি, আচার্য্য-শিরোমণি, সদ্‌গুরুকুলের মুকুটমণি ও উপমান-স্বরূপ। তাঁহার এক একজন শিষ্য এক একটি জগদ্বিখ্যাত মহাভাগবত আচার্য্য। এমন কি, স্বয়ং শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য, জগদ্‌গুরু শ্রীল নিত্যানন্দ যাঁহার শিষ্যাভিমান-লীলা এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দর যাঁহার শিষ্যানুশিষ্য পরিচয়ের লীলা প্রদর্শন করিয়া-ছেন, যে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের সম্বন্ধ-গন্ধ-মাত্রে অপ্রাকৃত উজ্জ্বল রসের প্রকাশ সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইয়াছে, সেই শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের জগদ্‌গুরুত্বে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। এইরূপ অসমোর্দ্ধ গুরু-পাদপদ্মের আশ্রয়ের অভিনয় করিয়াছিলেন,—আমাদের আলোচ্য 'রামচন্দ্রপুরী' নামক জনৈক সন্ন্যাসী।

রামচন্দ্রপুরী শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্যের অভিনয়, সন্ন্যাসীর অভিনয়, মৌখিক আনুগত্যের অভিনয় করিয়াও মহাপ্রভুর অনুগত নিষ্কপট বৈষ্ণব ও গুরু-ভ্রাতৃগণের ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া ও পাইয়া বেড়াইতেন। এমন কি, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীতেও মর্ত্ত্য-বুদ্ধি করিয়া তাঁহার মহা-

ভাগবতোচিত ক্রিয়া-মুদ্রাকে অকপট-ভাবে ব্যাপিতে চেষ্টা করিতেন এবং গুরুকে শিক্ষা দিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতেন! অধিক কি, স্বয়ং ভগবানেরও মর্য্যাদোচিত দোষের অনুসন্ধান করিতে তিনি পশ্চাৎপদ ছিলেন না। তাঁহার বিচার হইয়াছিল,—জগতে তিনিই একমাত্র জ্ঞান লোক—আদর্শ লোক—নির্দ্দোষ ব্যক্তি, আর গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় সকলেরই কোন না কোন দোষ আছে! এইরূপভাবে তাঁহার নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ হইয়াছিল।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু রামচন্দ্রপুরীর চরিত্র অঙ্কন করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন,—

"সর্ব্বলোক নিন্দা করে, নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ॥"

তত্রত্যস্থ ব্যক্তিগণের হরিনামে নির্ব্বন্ধ অর্থাৎ নিষ্ঠার সহিত আসক্তি, শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নির্ব্বন্ধ, স্বাধ্যায়-নির্ব্বন্ধ, ভক্ষ্যাদ্য-যাজনাদিতে নির্ব্বন্ধ হইয়া থাকে; আর রামচন্দ্রপুরীর নির্ব্বন্ধ হইয়াছিল—নিষ্কপট বৈষ্ণব-নিন্দা-কার্য্যে।

একদিন নীলাচলে শ্রীল পণ্ডিত জগদানন্দ গোস্বামী রামচন্দ্রপুরীকে 'সন্ন্যাসী' ও শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য জানিয়া ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন এবং স্বহস্তে শ্রীজগন্নাথের নানাবিধ প্রসাদ পরিবেশন করিয়া ভিক্ষা দিলেন। রামচন্দ্রপুরীও মনের আনন্দে যথেষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। নিজের ইচ্ছায়ই অত্যধিক ভোজন করিয়া আচমনাদির পরে রামচন্দ্রপুরী পরিবেশনকারী পণ্ডিত জগদানন্দকেই যথেচ্ছ নিন্দা করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রপুরী নিন্দা করিয়া বলিলেন যে, পণ্ডিত জগদানন্দ স্বয়ং ঔদরিক বলিয়াই তাঁহাকে (রামচন্দ্রপুরীকে) অত্যধিক ভোজন করাইয়াছেন। রামচন্দ্রপুরীর নিজের এত ভোজনে ইচ্ছা ছিল না। এইরূপ বলিয়াও রামচন্দ্রপুরী তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। পণ্ডিত জগদানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন,—"পণ্ডিত, তুমি আমার অবশেষ গ্রহণ কর।" ইহা বলিয়া রামচন্দ্রপুরী স্বয়ং শ্রীল জগদানন্দের নিকটে বসিয়া বিশেষ আগ্রহের সহিত পরিবেশন ও পুনঃ পুনঃ অনুরোধ-সহকারে পণ্ডিত জগদানন্দকে প্রসাদ সেবন করাইতে লাগিলেন। শ্রীল জগদানন্দ আচমনাদি কৃত্য সেষ করিয়া-মাত্রই রামচন্দ্র শ্রীল জগদানন্দের নিন্দা আরম্ভ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"জগদানন্দ অত্যাহারী, ঔদর-পরায়ণ, লোভী ও অজিতেন্দ্রিয়। এতদিন লোকমুখে শুনিতাম যে, চৈতন্যের্গণ যথেষ্ট ভক্ষণ করিয়া থাকে; এখন স্বয়ং ঐ বাক্যের সত্যতা প্রত্যক্ষ করিলাম। চৈতন্যের শিষ্য-সম্প্রদায় সন্ন্যাসিগণকে অত্যধিক ভোজন করাইয়া তাঁহাদের ধর্ম্ম-নাশ করে, আর নিজেরাও বৈরাগীর বেষ লইয়া অত্যাহার করিয়া থাকে, ইহাদের বৈরাগ্যধর্ম্মের আভাসও নাই।" এইরূপে রামচন্দ্রপুরী স্বয়ং ইচ্ছায় অত্যধিক ভোজন করিয়া ও অপরকে স্বয়ং অনুরোধ-উপরোধে ভোজন করাইয়া যত দোষ সমস্তই অপরের ঘাড়ে ন্যস্ত করিতেন এবং তাঁহার নিজের কোনই দোষ নাই, তিনি পূর্ণ পুরুষ,—মনে মনে এইরূপ জ্ঞান করিতেন।

এই সকল ঘটনার পূর্ব্ববর্ত্তিকালে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী প্রভুপাদের নিত্যলীলায় প্রবেশের পূর্ব্বে একদা রামচন্দ্রপুরী শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের নিকট আসিয়াছিলেন, তখন শ্রীল মাধবেন্দ্র তাঁহার স্বাভাবিক অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-ভাবে বিভাবিত হইয়া উচ্চ কৃষ্ণসংকীর্ত্তন এবং 'অয়ি দীন-দয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে। হৃদয়ং ত্বদলোক-কাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥"—শ্লোক উচ্চারণ করিতেছিলেন। রামচন্দ্রপুরী মহাভাগবত গুরুবরের অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-চেষ্টা বুঝিতে পারিলেন না। কর্ম্মী ও নির্ব্বেদ-জ্ঞানীর বিচার-স্রোতে প্রধাবিত হইয়া তিনি মনে মনে ভাবিলেন, তাঁহার শ্রীগুরুদেব শ্রীল পুরীপাদ এখনও ভগবদ্দর্শন পান নাই, এখনও তাঁহার সিদ্ধ-দশা লাভ হয় নাই, তাই কিরূপে ভগবানের দর্শন পাইবেন, সেই আশায় অসিদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় বৃথা চীৎকার করিতেছেন। কারণ কর্ম্মী ও জ্ঞানি-সম্প্রদায় পরম মুক্ত হইয়াও আপনাদিগকে 'মুক্ত' বলিয়া কল্পনা করে (জ্ঞানী জীবন্মুক্ত-দশা পাইনু কহি' মানে), কখনও বা আপনাদিগকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ পরমমুক্তাবস্থায় ভগবৎ-সেবার অনুক্ষণ পূর্ণ সন্তোষ থাকিলেও কৃষ্ণের অধিকতর সেবা-সুখ-তাৎপর্য্যে অতৃপ্ত-লীলাময়ীর ইচ্ছায় অধিকতর কৃষ্ণসেবা-সুখই আকাঙ্ক্ষা করেন। প্রেমের স্বভাবই এই যে, প্রীতির বিষয়কে প্রেমিক যত ঘনীভূতভাবে প্রাপ্ত হন, ততই তিনি আরও অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহাকে পাইতে ইচ্ছা করেন। যে ব্যক্তির প্রেমের সত্তা লক্ষিত হইয়াছে,

তিনি সর্ব্বদাই হৈত-সংস্কারে মনে করেন, তাঁহার কৃষ্ণে ভক্তিগন্ধও উদিত হয় নাই।

প্রেমের স্বভাব, যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে,—কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।১২৮)

কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রপুরী ইহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি মায়াবাদী সন্ন্যাসী এবং ভক্তি ও ভক্তনিন্দক-সম্প্রদায়ের বীজ হৃদয়ক্ষেত্রে আরোপিত করিয়া বিচার করিতেছিলেন, জীবের হরিসেবারূপ নিত্য কৃত্য নাই, নিত্য অপ্রাকৃত সেবকাভিমান অপেক্ষা স্বয়ং 'সেবা' হইয়া যাইতে পারিলেই সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হয়। তাই রামচন্দ্রপুরী জগদ্গুরু শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদে মর্ত্য-বুদ্ধি করিয়া তাঁহাকে উপদেশ-প্রদান করিবার ধৃষ্টতা করিলেন ও বলিলেন,—"আপনি ব্রহ্মবিৎ হইয়াও কেন অপ্রাকৃতের ন্যায় রোদন করিতেছেন? আপনি পূর্ণব্রহ্মানন্দ স্মরণ করুন।"

রামচন্দ্রপুরীর এইরূপ ধৃষ্টতায় ও চিদ্বিলাসবিরোধ-চেষ্টায় শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের মনে বিশেষ ক্রোধের সঞ্চার হইল। তিনি রামচন্দ্রপুরীকে "দূর, দূর, পাপিষ্ঠ, অপরাধী" বলিয়া ভর্ৎসনা-পূর্ব্বক বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। আরও বলিলেন,—"কোথায়, আমি কৃষ্ণ-কৃপা পাইলাম না, মথুরানাথের দর্শন পাইলাম না; আপন-দুঃখে আপনি কাতর হইতেছি; আর কি না তুই আমাকে জ্বালাইতে আসিলি! তুই আমাকে আর তোর মুখ দেখাস নি, তোর যথা ইচ্ছা হয়, তথা চলিয়া যা'; তোর মুখ দেখিয়া মরিলে আমার অসদ্গতি হইবে। আমি কৃষ্ণ পাইলাম না, আপন-দুঃখে আপনি মরিতেছি, আমাকে কি না এই ছার মুখে 'ব্রহ্ম'-উপদেশ করিতে আসিয়াছে!

শুনি' মাধবেন্দ্র-মনে ক্রোধ উপজিল।
'দূর, দূর, পাপী, বলি' ভর্ৎসনা করিল॥
কৃষ্ণ-কৃপা না পাইনু, না পাইনু 'মথুরা'।
আপন-দুঃখে মরোঁ, এই দিতে আইল জ্বালা॥
মোরে মুখ না দেখাবি তুই, যা'ও যথি-তথি।
তোরে দেখি' মৈলে, মোর হ'বে অসদ্গতি॥
কৃষ্ণ না পাইনু মরোঁ আপনার দুঃখে।
মোরে "ব্রহ্ম" উপদেশে এই ছার মুখে॥"
(চৈঃ চঃ অঃ ৮ম পঃ)

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ রামচন্দ্রপুরীকে এইরূপভাবে উপেক্ষা ও ত্যাগ করিলেন। শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে অপরাধ-নিবন্ধন রামচন্দ্রপুরীর বিষয়ভোগ ও সংসার-বাসনার পুনরুদ্রেক হইল। অধিক কি, শাস্ত্র বলেন—

"জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসারবাসনাম্।
যস্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥"
(বামনপুরাণধৃত ভগবৎপরিশিষ্ট-বাক্য)

অচিন্ত্যমহাশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানের নিকট অপরাধ হইলে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণও তাঁহাদের কর্ম্ম-দ্বারা পুনরায় বন্ধনদশা প্রাপ্ত হন।

ভক্তবিদ্বেষানুসন্ধানে কৃষ্ণের কোনও সম্বন্ধ নাই। নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসুগণ কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-স্বরূপ-তদ্ভক্তপৌরুষাদির নিন্দা করিয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্তের নিন্দাতেই তাঁহাদের নিষ্কামময়ী আসক্তি ও প্রীতি উদিত হয়।

আজকাল একশ্রেণীর লোক কেবল নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু অপেক্ষাও অধিকতর কপটতা ও চতুরতার সহিত—

"সর্ব্বলোক নিন্দা করে, নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ॥"

তাহারা তথাকথিত সমন্বয়বাদী বা চিজ্জড়সমন্বয়বাদী সাধারণো তাহারা 'সকল লোকেরই প্রশংসাকারক' ও 'অনিন্দক' বলিয়া প্রচারিত ও আদৃত অর্থাৎ তাহারা সকলের সকল মতেই 'সায়' দিয়া থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহারা অন্তরে প্রচ্ছন্ন নির্ব্বিশেষবাদী ও মহা-নিন্দক যাঁহারা সকল বস্তুকে সমান বলেন, মনোধর্ম্মমত-সমূহে সহিত সাত্বতধর্ম্মের বাস্তব ও নিত্য সিদ্ধান্তকে সমন্বয় করিবার 'লোক-ভুলানো' কপটতা দেখান, যাঁহারা 'যত মত তত পথে'র ধুয়া গান করেন, তাঁহাদের ন্যায় প্রচ্ছন্ন নিন্দক আর জগতে দ্বিতীয় নাই। কারণ, জগতে সকল বস্তু সমান হইতে পারে না, মায়া ও কৃষ্ণ এক হইতে পারে না, সাত্বত বিচার ও অসাত্বত মত কখনই সমপর্য্যায়ে গণিত হইতে পারে না, শ্রৌত-সিদ্ধান্ত ও মনোধর্ম্মের কল্পনা বা অনুমান কখনই সমন্বিত হইতে পারে না। সাধুকে চোরের সহিত সমান, বা ভগবান্ ও মায়াকে এক পর্য্যায়ে স্থাপন করিলে 'সাধু'র নিন্দাই হয়—ভগবানের চরণে অপরাধ হয়। 'সাধু'কে চোরের সহিত সমান বলিলে বা ভগবান্‌কে মায়ার সহিত সমান আসনে স্থান দিলে যে জগতে প্রা

শতকরা শত জনই অসৎ বা অসাধু—যে জগতে প্রায় শত জনই মায়ার করলে কবলিত, সেই জগতে সমাদর পাওয়া যাইতে পারে—অভিনন্দন আহরণ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত সাধু ও বাস্তব ভগবানের অসন্তোষ আসন স্বীকৃত না হওয়ায় প্রকৃত 'সাধু' ও 'ভগবানে'র নিন্দাই হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

দ্বাদশ বন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৬শ সংখ্যার পর)

শ্রীমদ্ভাগবত বক্ত হইবার একটী কারণ ও বহন আছে। শ্রীমদ্ভাগবত তীরে একটী বিশেষ পুরাতন বৃক্ষ বর্ত্তমান ছিল। সকলেই ঐ বৃক্ষটি ছেদন করিয়া কুণ্ডের চতুর্দ্দিক সমান করিবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু পূর্ব্বরাত্রে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর নিকট স্বপ্নযোগে মহাভাগ মূর্ত্তিতে জানাইলেন যে, তাঁহারা পঞ্চভ্রাতা কুণ্ডতীরে বাস করিবার জন্য তথায় বৃক্ষরূপে আছেন। শ্রীল রঘুনাথ যেন পরদিবস প্রাতঃকালে মানসপাবনঘাটে গমনপূর্ব্বক পঞ্চবৃক্ষ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু পরদিন প্রাতঃকালে মানসপাবন-ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সেই পুরাতন বৃক্ষটিতে ক্রমানুসারে পঞ্চবৃক্ষ সংলগ্ন রহিয়াছে। ইহা দর্শন করিয়া শ্রীল রঘুনাথ সকলকে ঐ বৃক্ষ ছেদনে নিষেধ করিলেন। বৃক্ষটি ছেদন না করায় শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত শ্রীশ্যামসুন্দরেরই ন্যায় বক্রাকৃতি রহিল। কুণ্ডের নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া শ্রীল রঘুনাথের হৃদয়ে অশেষ আনন্দের সঞ্চার হইল। শ্রীল রঘুনাথ দিবারাত্র কুণ্ডের তীরে বৃক্ষতলে বাস করিতেন। একদিন শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীআরিট্ গ্রামে শ্রীগোপালকুণ্ড-স্থানে আগমন করিলেন। শ্রীল সনাতন স্নানার্থে মানস-পাবনঘাটে যাইবার সময় দেখিলেন,—একটী ব্যাঘ্র সেখানে জলপান করিতেছে, শ্রীল রঘুনাথ শ্রীকৃষ্ণনামামৃতপানে বিভোর হইয়া তথায় বসিয়া আছেন এবং তাঁহার নিকট নিয়াই ঐ ব্যাঘ্রটি জলপান-সমাপন-পূর্ব্বক বনে প্রবেশ করিল। কিছুকাল পরে শ্রীল রঘুনাথ তথায় শ্রীল সনাতন প্রভুকে দেখিতে পাইয়া ভূমিবিলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীল সনাতন স্নেহের সহিত শ্রীল রঘুনাথকে বলিলেন, এখন হইতে বৃক্ষতল পরিত্যাগপূর্ব্বক কুটীরে বাস করিবে। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর আজ্ঞানুসারে সেইদিন হইতে শ্রীল রঘুনাথ কুটীর নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক পঞ্চপাণ্ডবঘাটের উত্তরে বাস করিতে লাগিলেন। এখনও ঐ স্থানে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু ও তদনুগ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপ্রভুর ভজনকুটীর আছে। শ্রীশ্যামকুণ্ডের উত্তরে এবং শ্রীমানস-পাবনঘাটের পূর্ব্বদিকে পঞ্চপাণ্ডবঘাট অবস্থিত। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর কুটীরের পূর্ব্বভাগে একটী প্রাচীন বৃক্ষ আছে। কথিত হয়, ইনি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নিকট "কাশীর ব্রাহ্মণ" বলিয়া নিজ-পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। মুক্তিকামনাহেতু তাঁহার স্থাবরত্বের লাভ হইয়াছিল, কিন্তু বৈষ্ণবের কৃপায় শ্রীকুণ্ডের তীরে বাসই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাম্য জানিতে পারিয়া কুণ্ডতীরে বাসের জন্য একান্ত আর্ত্ত হওয়ায় বর্ত্তমানে বৃক্ষরূপে কুণ্ডতীরে বাস করিতেছেন। শ্রীগদাই-চৈতন্যের শ্রীমন্দিরে প্রবেশকালে রাস্তার উপরেই ঐ বৃক্ষ অবস্থান করিতেছেন।

'শ্রীভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থের পঞ্চম তরঙ্গে শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম প্রভৃতি আচার্য্যগণের বন-ভ্রমণ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবৃন্দাবনের প্রকটবার্ত্তা এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের উদ্ধারবার্ত্তা বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নে আমরা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে কিয়দংশ পদ্য উদ্ধার করিলাম,—

এইমত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
'আরিট্'-গ্রামে আসি, 'রাধা' হৈল আচম্বিতে॥

করিতে রাধাকুণ্ড-বার্ত্তা পুছে লোক-স্থানে।
কেহ নাহি কহে, সঙ্গের ব্রাহ্মণ না জানে॥
তীর্থ 'লুপ্ত' জানি', প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্।
দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্পজলে দেখা স্থান॥
দেখি' সব গ্রাম্য-লোকের বিস্ময় হৈল মন।
প্রেমে কহু করে রাধাকুণ্ডের স্তবনে॥
সব গোপী হৈতে রাধা কৃষ্ণের প্রেয়সী।
তৈছে রাধাকুণ্ড—প্রিয়, 'প্রিয়ার সরসী'॥
যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥
যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে।
জলে জলকেলি করে, তীরে রাস-রঙ্গে॥
সেই কুণ্ডে যেই একবার করে স্নান।
তাঁরে রাধা-সম 'প্রেম' কৃষ্ণ করে দান॥
কুণ্ডের 'মাধুরি'—যেন রাধার 'মধুরিমা'।
কুণ্ডের 'মহিমা'—যেন রাধার 'মহিমা'॥
শ্রীরাধায়া হরেরস্যাঃ সরস্যাঃ প্রেমতুল্যতঃ।
বক্তুং শ্রীমাধবেন্দ্রপুরয়োঽপি হ্রীস্তদা ক্রীড়তি।
প্রেমাস্মিন্ বত রাধিকেব লভ্যতে যস্যাং সকৃৎ স্নানতঃ
তস্যা বৈ মহিমা তথা মধুরিমা কেনাস্য বর্ণ্যঃ ক্ষিতৌ॥
এইমত স্তুতি করে প্রেমাবিষ্ট হঞা।
তীরে নৃত্য করে কুণ্ডলীলা স্মরিয়া॥
কুণ্ডের মৃত্তিকা লঞা তিলক করিল।
ভট্টাচার্য্য-দ্বারা মৃত্তিকা সঙ্গে করি' নৈল॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৮শ পঃ)

বিবিধ বিবরণ—শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের তীরে গোস্বামিগণের ভজনস্থলী প্রভৃতি এবং বিভিন্ন ঘাট আছে। কুণ্ডদ্বয়ের তীরে কতিপয় ধর্ম্মশালাও রহিয়াছে। শ্রীরাধাকুণ্ডের নিকট প্রায় সহস্রের মত বস্তি, তথায় পানীয় জলের বিশেষ কষ্ট।

শ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তরে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বেরা, শ্রীজাহ্নবা দেবীর ঘাট ও গোঘাট প্রভৃতি। শ্রীজাহ্নবামাতা শ্রীরাধাকুণ্ডে আগমন-পূর্ব্বক যথায় স্নান এবং উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই ঘাটের নাম—'শ্রীজাহ্নবাঘাট' ও সেই উপবেশন-স্থানের নাম "শ্রীজাহ্নবা দেবীর উপবেশনস্থলী" বলিয়া পরিচিত রহিয়াছে।

শ্রীগোপালভট্টের ভজন-কুটীর—শ্রীশ্যামকুণ্ডের উত্তর-পশ্চিম-কোণে অবস্থিত।

শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরেও শ্রীরাঘবাড়ী প্রভৃতি কতিপয় স্থান আছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের উপবেশন-স্থলী—শ্রীশ্যামকুণ্ডের দক্ষিণতটে অবস্থিত। এই ঘাটের তমালবৃক্ষের তলে শ্রীমন্মহাপ্রভু উপবেশন করিয়া গ্রামবাসিগণকে লুপ্ত কুণ্ডদ্বয়ের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

শ্রীজীব গোস্বামীর ভজন-কুটীর—শ্রীশ্যামকুণ্ডের উত্তর-পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।

শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর বৈঠক—শ্রীশ্যামকুণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।

শ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তর-পশ্চিম-ভাগে একটী রাস্তার ব্যবধানে **শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর স্থান** রহিয়াছে।

মাল্যহারিকুণ্ড—গোপমালিকাদিগণ এইস্থানে বসিয়া শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীকৃষ্ণের জন্য মুক্তাহার চয়ন করিয়াছিলেন। এইজন্য এই কুণ্ডের নাম—'মাল্যহারিকুণ্ড' হইয়াছে। এইকুণ্ড শিবখোর কুণ্ডের উত্তর-দিকে অবস্থিত। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর 'মুক্তাচরিত' গ্রন্থে উপরি-উক্ত লীলার বিশেষ বর্ণনা আছে।

"এই মাল্যহারি-কুণ্ড অহে শ্রীনিবাস।
মুক্তামালা-ছলে এথা করহ বিলাস॥"
(ভক্তিরত্নাকর)

শিবখোর ও ভানুখোর-কুণ্ড—শ্রীরাধাকুণ্ড গ্রামের পশ্চিমভাগে শিবখোরকুণ্ড অবস্থিত। কুণ্ডের উত্তরে শিবলিঙ্গ বিরাজমান। শ্রীরাধাকুণ্ড ও গ্রামের উত্তরভাগে শ্রীভানুখোর-কুণ্ড অবস্থিত। শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজার সময় এই স্থানে শ্রীবৃষভানুরাজা শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌড়ীয়মঠে

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জন্মোৎসব

বিগত ২৮শে মাঘ (১৩৩৮) বৃহস্পতিবার দিবস গৌর-পঞ্চমী তিথিতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর জন্মোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর মঙ্গলারাত্রিকের পর উষাকীর্তন, তৎপরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, ব্যাখ্যা ও মহাজন-পদাবলী গান, মধ্যাহ্নকালে ঠাকুরের ভোগারাত্রিক কীর্তন প্রভৃতি ভক্তাঙ্গ-সমূহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কলারাত্রি ৪টা হইতে শৃঙ্গারসেবা-নিপুণ ব্রহ্মচারী শ্রীপূর্ণানন্দজী কর্তৃক শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর বিচিত্র সিংহাসন বিবিধ রঙ্গের বৈদ্যুতিক আলোকমালা এবং তদুপরি বিরাজিত শ্রীবিগ্রহ-সমূহ নানা প্রকার কারুকার্য-খচিত স্বর্ণ অলঙ্কার ও বিবিধ বর্ণের সুগন্ধি পুষ্পমালিকা-দ্বারা পরিশোভিত হইয়া দর্শকমাত্রেরই চিত্ত আকর্ষণ করিতেছিলেন। পরিব্রাজকাচার্য্য বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ঐ দিবস সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব' ও 'শ্রীবাণী-পূজা'-সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করিবেন, এই সংবাদ পূর্ব্ব হইতেই কলিকাতার বিভিন্ন সাময়িক পত্রে বিজ্ঞাপিত হওয়ায় সন্ধ্যারাত্রিকের পর বৈদ্যুতিক আলোকমালা-বিমণ্ডিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের সুবৃহৎ সারস্বত নাট্যমন্দিরে বহুজনপূর্ণ একটি বিরাট্ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। কলিকাতার বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

সভার প্রারম্ভে বন্দনা-গীতি কীর্ত্তনের পর শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাসাধিকারী প্রভু 'ভক্তিবিবেক-কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থ হইতে "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-আবির্ভাব" গীতিটি কীর্ত্তন করেন। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের ইচ্ছাক্রমে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু ও শ্রীনবীনকৃষ্ণ দাসাধিকারী 'বিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব'-সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে দুইটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদানমুখে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী কি তত্ত্ব—তাঁহার চরিত্র ও শিক্ষা কিরূপ—শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার সেবা বা আনুগত্য স্বীকারের ফলনাম নিষ্কিঞ্চন, শুদ্ধবৈষ্ণব, মহাত্মা ভোগীমাত্র দ্বারা বাবাজী-নির্দ্ধারিত আউল-বাউলাদি অযোগ্য [illegible] সম্প্রদায়ের অন্যতম 'গৌরনাগরী' মতবাদটি কি প্রকারে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিরোধী, রসাভাস-দোষে দুষ্ট ও কপিধ্বজ শ্রীগৌর-সুন্দরের নিত্যবিপ্রলম্ভলীলা বা জগদ্গুরু আচার্যলীলার ধ্বংসকারী—শুদ্ধভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ-গণের আনুগত্যে অর্চ্চনমার্গে কি ভাবে শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-যুগলের অর্চ্চন করিয়া থাকেন—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী কিরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-লীলা-প্রকাশকালীন আবেশ বিরোধাধী করিয়া তাঁহার বিপ্রলম্ভ-লীলার পরিপোষণে জীবকে কৃষ্ণভজন-প্রণালী শিক্ষা দিয়াছেন, ইত্যাদি বহু বিষয় প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন।

অনন্তর পরিব্রাজকাচার্য্য, বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ 'শ্রীবাণী-পূজা'-প্রসঙ্গে মায়াবদ্ধ ও মায়ামুক্ত—এই উভয় প্রকার জীবের আরাধ্যা শ্রীসরস্বতীর স্বরূপ এবং উভয়ের উপাসনা-প্রণালী ও ফল-লাভের পার্থক্য প্রদর্শন করিতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র-প্রমাণ, বিভিন্ন যুক্তি এবং শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শাস্ত্র-বিচারে পরাজিত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশবকাশ্মিরীর প্রতি প্রাকৃতজন-পূজ্যা স্বরূপ-শক্তির ছায়রূপা মায়াশক্তি সরস্বতীর উপদেশ-বাক্যাবলীর সাহায্যে প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা-প্রদান-পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তগণের নিত্য উপাস্যা কীর্ত্তনাধ্যাত্মিকয়ী ও শ্রীগুরুদেবীর কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে পূজার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেন। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী নিবিষ্টচিত্তে তাঁহার সারগর্ভ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন।

অতঃপর "শুদ্ধভক্তচরণরেণু" গীতিটি কীর্ত্তনান্তে সভা-ভঙ্গ হইলে উপস্থিত জনমণ্ডলীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

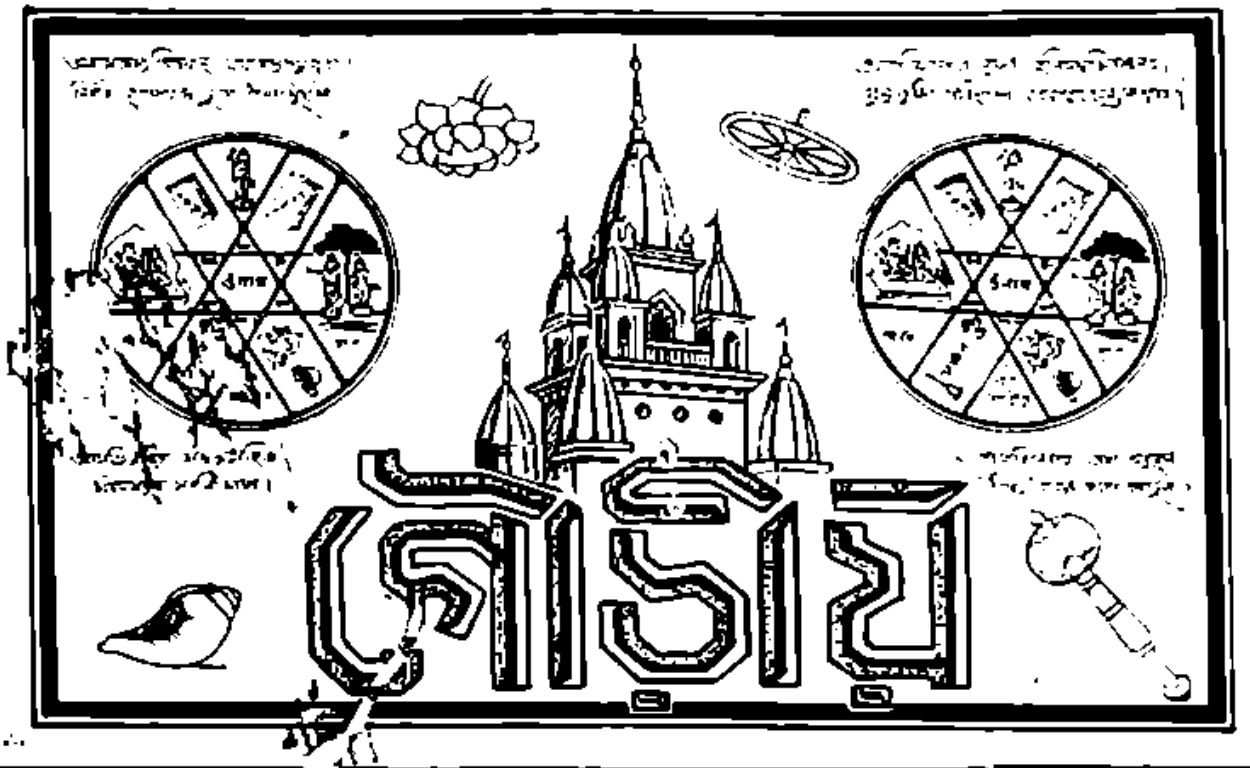

১০ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৪ই ফাল্গুন শনিবার, ১৩৩৮ ; ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২ | ২৯শ সংখ্যা

স্বরূপ ও বিকার

বস্তুর স্বরূপের ও বিকারের দুই প্রকার দর্শন আছে। স্বরূপবিকৃত দর্শন মানবের কর্ম্মফলবাধ্য ইন্দ্রিয়ের উপরই নির্ভর করে। আমাদের যে ইন্দ্রিয়-পরিচালনা, তাহা সত্ত্বগুণে বা রজোদোষে পৃথক্ পৃথক্। সঙ্গের প্রভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়-বৃত্তির সম্পত্তি হ্রাস-বৃদ্ধি লাভ করে। তারতম্য ফলে ভ্রান্ত সাজিয়া আমরা দৃশ্যমান্ বস্তুসমূহের ধারক হইয়া থাকি। বস্তুতে কি আছে, বা না আছে, তাহা দেখিবার সুযোগ আমাদের সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, তজ্জন্যই আমাদের মধ্যে মত-ভেদ ঘটে।

আমাদের শ্রেণীতে অনেকগুলি বুদ্ধিমান্ ছেলে আছে, আমাদের মত কতকগুলি কম-বুদ্ধ ছেলেও আছে। আবার, আমাদের ন্যায় কম-বুদ্ধগণের মধ্যেও যাঁর বুদ্ধি যেটুকু আছে, সেটুকু ধরিবার সামর্থ্যও অনেকের নাই; সেজন্য আমাদের ক্লাসের সকল ছেলের সহিত বন্ধুত্ব রাখাই আমাদের দরকার। বন্ধুত্ব না রাখিলে আমাদের প্রতি তাহাদের ভাল ব্যবহার থাকিবে না।

বন্ধুত্ব রাখিতে গিয়া আমরা আমাদের চেয়ে কম-বুদ্ধ বন্ধুগণের কথায় আস্থা স্থাপন করিব না; যদি তাহা করি, তাহা হইলে আমরাও বোকা হইয়া যাইব এবং আরও বিপদে পড়িব। সকলের সহিত বন্ধুত্ব রাখিতে হইলে নিজের ত্রুটি স্বীকার করিতে হয়; যদি ত্রুটি স্বীকার করিতে গিয়া আমরা আসলে হারি, তাহা হইলে কেবল বন্ধুত্ব সংরক্ষণ করিতে গেলে আমাদের কি লাভ হইবে, বুঝি না। তাই আমরা আমাদের গুরুবর্গগণের নিকট হইতে শুনিয়াছি যে, নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গ করিয়া তাঁহারই অনুগমন করা কর্ত্তব্য।

আমার যাহা প্রয়োজন, তাহাই যদি অন্যের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আমি আমার প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য, আমি

হইতে অগ্রসর হইয়াছেন যিনি, তাঁহারই অনুসরণ করিব। তাহা হইলে আমি আমার প্রিয় রস অধিক পরিমাণে আস্বাদন করিতে সমর্থ হইব। আমা অপেক্ষা তাঁহার অনুগমন করিলে আমার নিজের বুদ্ধি শক্তি বা সেবা বাড়িয়া যাইবে এবং আমার সেবাবস্তুকেও আমা-অপেক্ষা হীনচক্ষে দেখিব না।

যখন আমি কোন বস্তুকে আমা-অপেক্ষা হীন দেখি, তখন আমার সেবা-প্রবৃত্তিটি একটু ভণ্ডামিযুক্ত হয়—আমার স্বরূপ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া কম-বেশী বিকৃত আকার করে। তখন আমি ভক্তিধর্ম্ম হারাইয়া আমা-অপেক্ষা নিকৃষ্টরে অবস্থিত জনগণের নিকট হইতে আমার সেবা প্রার্থনা করি—সেবা করাই যে আমার নিত্যধর্ম্ম, তাহা ভুলিয়া গিয়া অপরের দ্বারা আমার সেবা করাইয়া লইবার প্রবৃত্তিকে প্রবল করানই আমার ধর্ম্ম হইয়া পড়ে। তখনই কতকগুলি লোকের সহিত আমার বন্ধু-বিদ্বেষ হয়। যখনই বন্ধুদ্বারা আমি বল-পূর্ব্বক আমার সেবা করাইয়া লইবার ইচ্ছা করি, তখনই বন্ধুবর্গ আমার প্রতি সেবা-ধর্ম্ম দেখাইতে থাকেন।

এইসকল বিরক্তিকর অভিজ্ঞান হইতে আমি শিখি যে, আমার নিত্যধর্ম্ম ভক্তি ছাড়িয়া দিয়া ভজনীয় বস্তু হইবার প্রয়াসই আমার অমঙ্গলের ও অপ্রীতি আনয়ন করিবার কারণ হইয়াছে। সুতরাং প্রেমিকের নিকট আমি ইহাই শিখি যে, প্রেমের বদলে আর কিছুর অনুশীলনই আমার অমঙ্গলের হেতু; অর্থাৎ আমার বোকামি হইতে যে ভোগ-বাসনা জন্মে, তাহার ফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের পিপাসা আমাকে ভক্তিপথ হইতে নীচে নামাইয়া দিয়া ভোগের সমুদ্রে হাবুডুবু খাওয়ায়। তাহা আমার পক্ষে আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে।

আমি সেবা-বিমুখ হইয়াই ভোগের আবাহন করিয়াছি, সুতরাং ভোগ-পরিহার করা আমার কার্য্য হইলেও ভোগ-পরিহার করিতে গিয়া আমি যখন আমার অন্তিম ভোগ করাইয়া আমার নিত্য সেব্যের সেবা হইতে বিচ্যুত হই, তখনই আমি আমাকে সেব্যের সহিত সম-জ্ঞান করিতে গিয়া আমার সেবকগণকে, সেবাকে ও আমাকে এক শ্রেণীরই পড়ুয়া মনে করি। আমার এই ভাবটি এত বাড়িয়া যায় যে, সকল বস্তুর সমতা স্থাপন করিবার দুষ্প্রবৃত্তি আসিয়া সেবা-সেবকভাব ঘুচাইয়া দেয়। তখনই আমার বিনাশ হয়, তখনই আমি নির্ব্বাণ লাভ করি—আমার নিজত্ব আর থাকে না—স্বরূপ হারাইয়া ফেলি, তখনই স্বরূপের বদলে বিকৃত অবস্থার সমতার আদর্শ আমাকে 'মায়াবাদী' করিয়া তোলে।

মেপে-নেওয়া-ধর্ম্ম কমাইয়া আনিতে আনিতে, পরিমেয়, পরিমাণ ও পরিমাতা—সর্ব্বতোভাবে এক, ইহা না জানা পর্য্যন্ত সমন্বয়বাদের শেষ সীমায় আমার যাওয়া হয় না। বৈষম্য, বিভেদ, সংখ্যা ও অবস্থা প্রভৃতি আমাকে ভোগ-পাঠ করাইতে থাকে, সুতরাং পরম শান্তিতে যে সমতা আছে, সেই সমতা আমাকে—আমার অস্তিত্বকে নাশ করুক, এরূপ বিকার আসিয়া আমার চিত্তে প্রাধান্য লাভ করে। তখনই আমার হ্রাসের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান ছেলেগুলিকে আমারই মত বোকা মনে করি। সুতরাং তাহাদের নিকট হইতে আমার যাহা উপকার ছিল—যাহাতে আমার মঙ্গললাভ হইত, তাহা হারাইয়া ফেলিয়া, তেজাল-বুদ্ধিতে যাহাদের সহকলে আমার অমঙ্গল হয়, আমা-অপেক্ষা সেই কম-বুদ্ধ ছেলেগুলিকে আমার পূজ্য বস্তুবর্গের সহিত সমজ্ঞান করি এবং আমাকেও তাহাদের সহিত মিশাইয়া ফেলি! আমার এই যে বুদ্ধি-লোপ, তাহাই স্বরূপের বিকৃত-ধারণায় স্বরূপের বিনাশ।

হ্রাস-বৃদ্ধির দ্বারা স্বরূপের বিকার উৎপাদন করা আমার কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু আমি আমার স্বরূপে কেন হ্রাস-বৃদ্ধির যোগ করি—এরূপ অনুভূতি লাভ করি, তাহাও বুঝি না। সঙ্কুচিত ও ক্ষুদ্র অবস্থা-বৈষম্য আমার স্বরূপের সমতাকে কেন বিকার-রাজ্যে লইয়া যায়? যেখানে সর্ব্বসংখ্যা-ধারণা, তাহাই ত' স্বরূপের পূর্ণ আদর্শ, কিন্তু আমি ত' সর্ব্বসংখ্যা নহি; যদি তাহা হইতাম, তাহা হইলে আমার অভাব-অভিলাষাদি পূরণ করিবার অভিলাষ কেন থাকিত?

যখন আমি বিকার-রাজ্যের দিকে আমার অভিলাষকে লইয়া দৌড়িতে থাকি, তখনই আমাতে নানাপ্রকার অভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে ও উহাদের পূরণাকাঙ্ক্ষা প্রবল হইবার সঙ্গে-সঙ্গে উত্তরোত্তর অভাবের রাজ্যেই চলিতে থাকি। যখন আমি বুঝিতে পারি যে, এই প্রকার চালনা-প্রভাবে আমি আমার স্বরূপ হইতে অনন্তদূর বিকার রাজ্যে গিয়া পৌঁছিতেছি, তখন আমার স্বরূপে প্রত্যাবর্ত্তনেই যে আমার

মঙ্গল সেই দিন নিশ্চয় ঘটে। তখনই বুঝিতে পারি যে, প্রতিফলিত বিকৃতিপূর্ণ জগৎ আমার স্বরূপকে বিকৃত করিয়াছে, কেন না, আমার স্বরূপে যে সত্তার অবস্থান ছিল, তাহা আজ জরা-মরণ-ধর্ম্মে আক্রান্ত হইয়াছে।

পরিবর্ত্তনশীলতারূপ মরণ-ধর্ম্মের আবাহন করিবার অবকাশের মধ্যেই আমি অবস্থিত হইয়াছি, এই অবকাশের মধ্যেই আমি আমাকে পূরিয়া ফেলিয়াছি। এখন ইহা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া আমার স্থানে আমি গমন করিব।

কিন্তু এখন আমাকে পথ দেখাইবে কে? আমি যাঁহাকে পূজা-বুদ্ধি করি, আমার প্রতি সকরুণ, প্রকৃত সমবেদনা-সম্পন্ন সেই ব্যক্তিই আমাকে পথ দেখাইতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি বিকার-রাজ্যে অবস্থানকেই বহুমানন করেন এবং স্বরূপে অবস্থিত না হইয়া বিকার-রাজ্যের ক্রীড়া-পুত্তলি হন, তাহা হইলে সেই ক্ষয়শ্রেষ্ঠীর কম-বুদ্ধ বালকের পূজা করিয়া আমি প্রকৃত লাভবান্ হইব না। তাহার বিকৃতি উৎপাদন করিবার জন্য আমাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহার নিকট প্রতিপাদনও করিব না, অথবা তাহার সহিত দান-প্রতিগ্রহ, তাহার সহিত গোপনীয় কথোপকথন, তাহার সহিত কোন ভোজ্যের আদান-প্রদান অর্থাৎ তাহার নিকট হইতে নিজে কিছু গ্রহণ করিয়া নিজ-জঙ্গমসাধন করিবার চেষ্টা বা তাহাকে কিছু উৎকৃষ্ট খাদ্য খাওয়াইবার যত্নও করিব না; কেন না, তৎফলে বৈকারিক বন্ধুগণ আমার স্বরূপে ফিরিয়া যাইতে কোন মতেই অনুমোদন করিবেন না।

পক্ষান্তরে আমি স্বরূপে ফিরিয়া গিয়া একেবারে মূক হইয়া বসিয়া থাকিব বা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া আমার জড়-ধারণার অন্তস্তলে পর্য্যবসিত করিব,—ইহাই যদি আমার স্বরূপ হয়, তাহা হইলে আমার বিকাশের প্রবৃত্তি আমাকে তদপেক্ষা অধিকতর রস আস্বাদন করাইবার যোগ্যতা দিবে।

প্রকৃতপক্ষে আমি কখনও রসাস্বাদনে বঞ্চিত হইতে চাহি না। রস-রহিত হৌনা আমার স্বরূপের তরলতাকে মুহ্যমান নির্ব্বিরসভাবে প্রবাহ করিবে, এরূপ অসহিষ্ণুতা-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আমি আমাকে ক্ষুণ্ণ করিতে ইচ্ছা করি না; পরন্তু স্বরূপের নিত্যা প্রবৃত্তি যাহা প্রাপ্ত হয়,—এরূপ জড়-জগতের অসহিষ্ণুতা ধর্ম্মেও আমি দীক্ষিত হইতে চাহি না।

তাই সচ্চিদানন্দপূর্ণ স্বরূপ আমার স্বরূপ জানাইয়া দিবার জন্য আমারই ক্রোড়ে জন্ম হইয়া তাঁহার নিজ-সৌন্দর্য্য দেখাইয়াছেন এবং আমার সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির জন্য অনুক্ষণ তাঁহার কিরূপ শুভানুধ্যান, তাহাও আমি বুঝিতে পারিয়াছি। সেজন্য তিনি তাঁহার আনুষঙ্গিকরূপে আমাকে মনিটরের কার্য্য করিবার জন্য শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকে আমার স্বরূপ জানাইয়াদিবার উদ্দেশে তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ লাভ করিতে বলিতেছেন। আমি তাহাই করিব।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

প্রশ্ন

শ্রীযুক্ত 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু—

মহাশয়, কৃপা করিয়া নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশ করিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

১। বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দুইটী অংশ প্রকৃতি ও প্রধানের বৃত্তির মধ্যে পরস্পর কি ভেদ?

২। মহাবিষ্ণুই যে একমাত্র জগৎ-সৃষ্টির উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ এবং জড়রূপা মায়া যে উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ নহে, ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ কি?

৩। প্রণবের অর্থ কি? ব্রহ্ম-গায়ত্রী ও কামবীজ কাম-গায়ত্রীর মধ্যে তত্ত্বগত পার্থক্য কি?

৪। শ্রীগুরু-গায়ত্রী ও শ্রীগৌর-গায়ত্রীর বিভিন্ন অবস্থানের বৈশিষ্ট্য কি? শ্রীরূপগায়ত্রী ও শ্রীকামগায়ত্রীর সঙ্গেই বা উহাদের পার্থক্য কি?

৫। পৃথক্ পৃথক্ গায়ত্রী জপ করিবার আবশ্যকতা কি?

৬। মহামন্ত্র ও গায়ত্রীর মধ্যে কি পার্থক্য? যে কোনও একটি গ্রহণ করিলে প্রয়োজন লাভ হয় না কি?

৭। চরিত্রে যদি সঙ্গতি হয়, তবে মন্ত্র-দীক্ষার কি দরকার ?

৮। স্বাস্ত, স্বয়াভীর, বিরাভীর ভেদের মর্ম কি ?

নিবেদক

শ্রীজ্ঞানকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর

১। নিমিত্ত ও উপাদান—উক্ত অংশের বৃত্তিভেদের কথা শ্রীপাদ জীবগোস্বামী প্রভু পরমাত্মসন্দর্ভের ৪র্থ সংখ্যায় এইরূপ বিস্তার করিয়াছেন,—"উক্তাঃ মায়াখ্যাংশাস্তয়ম্। তত্র গুণরূপস্য মায়াখ্যস্য নিমিত্তাংশস্য ত্রয়াণাং প্রধানাখ্যোপাদানাংশস্য চ, পরস্পরং ভেদস্য চতুর্ভিঃ—(ভাঃ ১১।২৪)।" • • (৫৩ সংখ্যা) অন্যত্র (ভাঃ ১০ম স্কন্ধ ৮৭ অঃ) তত্ত্বোক্তপ্রধান-নিমিত্তযোরংশেন বৃত্তিভেদেন ভেদমাহ—"কালো দৈবং কর্ম জীবঃ স্বভাবো দ্রব্যং ক্ষেত্রং প্রাণবাত্মা বিকারঃ। তৎসঙ্ঘাতো বীজরোহ-প্রবাহস্তস্মাদেষা চিত্রবেধং প্রপঞ্চো।" অর্থ কালদৈবকর্ম-স্বভাব নিমিত্তাংশাঃ অন্তে উপাদানাংশাঃ তত্রান্ জীবস্য তত্ত্বাত্মকস্যোপাদানবর্গে নিমিত্তশক্ত্যংশোঽপ্যন্তর্ভবতি। • • • (৫৫ সংখ্যায়) নিমিত্তাংশরূপস্য মায়াখ্যস্য প্রসিদ্ধ শক্তিত্রিয়া দৃশ্যতে—জ্ঞানেচ্ছা-ক্রিয়ারূপেণ • • অথোপাদানাংশস্য প্রধানস্য লক্ষণং—"যত্রত্রিগুণব্যক্তিঃ নিত্যং সদসদাত্মকম্। প্রধানং প্রকৃতিঃ প্রাহুরবিশেষং বিশেষবৎ।" যৎ খলু ত্রিগুণং সত্ত্বাদিগুণত্রয়সমাবেশস্তদেবাব্যক্তং প্রধানং প্রকৃতিশ্চ প্রাহুঃ। তত্রাব্যক্তসংজ্ঞায়াং হেতুঃ—"অবিশেষং গুণত্রয়সাম্যরূপত্বেনাবিভাব্যবিশেষম্ অতএবাব্যক্তে কৃতসংজ্ঞাকৃতি গমিতম্। প্রধানসংজ্ঞাহেতুঃ—বিশেষবৎ স্বকার্যারূপানাং মহদাদি-বিশেষাণামাশ্রয়রূপত্বাৎ হেত্বাঃ হেতুম্।• • • নিমিত্তাংশো মায়া, উপাদানাংশঃ প্রধানমিতি।"

তাৎপর্য এই,—"ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার দুইটী অংশ—সেই নিমিত্তাংশ গুণরূপা মায়া ও উপাদানাংশ 'দ্রব্যরূপ প্রধান'-সংজ্ঞা-ভেদের পরস্পর ভেদ ভাগবত ১১শ স্কন্ধের ২৪শ অধ্যায়ের চারিটী শ্লোকে বর্ণিত আছে। অন্যত্র দশম স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে উপাদান ও নিমিত্ত, উভয় অংশের বৃত্তিভেদে বিস্তার করিত হইয়াছে—যে ভগবন্, কোনও 'কাল', নিমিত্ত 'কর্ম', ফলাভিমুখপ্রকাশ 'দৈব,' তৎ-সঙ্ঘের 'স্বভাব'—এই চারিটী নিমিত্তাংশবিশিষ্ট বদ্ধজীব—সূক্ষ্মভূতসমূহ 'দ্রব্য', প্রকৃতি 'ক্ষেত্র', সূত্র 'প্রাণ', অহঙ্কার 'আত্মা' এবং একাদশেন্দ্রিয় ও ক্ষিতি, জল, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম, এই ষোল বিকার—ইহাদের একত্র সমষ্টি দেহ। দেহ হইতে বীজরূপ কর্ম, কর্ম হইতে অঙ্কুর-রূপ দেহ—এইরূপ পুনঃ পুনঃ প্রবাহ—ইহাই 'মায়া'। হে প্রভো, তুমি নিষেধাবধিরূপ-তত্ত্ব, তোমাকে ভজনা করি। জীব নিমিত্তশক্ত্যংশে হইলেও উপাদানাংশবিশিষ্ট জীব উপাদান-বর্গেরও অনুসরণ করেন। নিমিত্তাংশরূপা 'মায়া'-শব্দে প্রসিদ্ধ শক্তির তিনটী বিভাগ দেখা যায়—'জ্ঞান', 'ইচ্ছা' ও 'ক্রিয়া'রূপ। উপাদানাংশ 'প্রধানে'র লক্ষণ। যাহাতে সত্ত্বরজস্তমোগুণত্রয়ের সমাহার, তাহাই অব্যক্ত 'প্রধান' এবং 'প্রকৃতি' বলিয়া কথিত। 'অব্যক্ত' সংজ্ঞা-নির্দ্দেশের হেতু এই যে, বিশেষ-রহিত অর্থাৎ ত্রিগুণ-সাম্য অবস্থায় বিশেষধর্ম অপ্রকাশিত, অতএব প্রধানের অব্যক্ত সংজ্ঞা পাওয়া গেল। 'প্রধান'-সংজ্ঞার হেতু—বিশেষের ন্যায় মায়ার স্বকার্যারূপ মহদাদি বিশেষ-সমূহের আশ্রয়রূপ বলিয়া তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। • • • নিমিত্তাংশে 'মায়া' এবং উপাদানাংশে 'প্রধান'।"

২। শ্রীমদ্ভাগবত (১০ম স্কন্ধ, ৪৮শ অঃ ৩২শ শ্লোক) বলিতেছেন,—"এতে হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানম্। অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ॥"

তাৎপর্য এই—রাম ও কৃষ্ণ এই বিশ্বের জীবযোনি-স্বরূপ। তাঁহারা দুইজনই সমস্ত ভূতে প্রবেশ-পূর্ব্বক পরস্পর ভেদ-জ্ঞান উৎপন্ন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ ৩য় অঃ ১ম শ্লোক—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া॥

লোকসৃষ্টি-বাসনে ভগবান্ মহদাদি-দ্বারা সম্ভূত ও ষোড়শকলাবিশিষ্ট পুরুষাখ্যরূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ২য় স্কন্ধ ৬ষ্ঠ অঃ ৪২শ শ্লোক—

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ॥

কালিদাসিনাথী পুরুষই ভগবানের আদ্যাবতার। কাল, স্বভাব, কার্য্য-কারণরূপ প্রকৃতি, মন আদি মহত্তত্ত্ব, মহাভূতাদি অহঙ্কার, সত্ত্বাদি গুণ, ইন্দ্রিয়গণ, বিরাট্, স্বরাট্, স্থাবর ও জঙ্গম,—সকলই তাঁহার বিভূতিরূপ।

শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ ২৬শ অঃ ১৯শ শ্লোক—

দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাহসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্॥

সেই শ্রেষ্ঠপুরুষ দৈবাৎ-ক্ষুভিত-ধর্ম্মিণী স্বীয় মায়ায় নিজ বীর্য্য আধান করিয়াছিলেন, তাহাতে মায়া হিরণ্ময় মহত্তত্ত্বকে প্রসব করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ ৫ম অঃ ২৬শ শ্লোক—

কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্॥

কালবৃত্তি-দ্বারা গুণময়ী (ক্ষুভিতা) মায়ার চিৎশক্তিমান্ মহাবৈভবশালী আত্মাংশস্বরূপ পুরুষ অর্থাৎ প্রকৃতি-অধিষ্ঠাতা আদিপুরুষের দ্বারা বীর্য্য বা চিৎপ্রমাণুপুঞ্জ জীব-শক্তি আধান করিয়াছিলেন।

বহিরঙ্গা মায়াশক্তি জগতের উপাদানাংশে 'প্রধান' ও 'প্রকৃতি' নামে প্রসিদ্ধা এবং জগতের নিমিত্তাংশে 'মায়া' নামে খ্যাতা। জড়রূপা প্রকৃতি জগতের কারণ নহে, যেহেতু কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুরূপে কৃষ্ণ প্রকৃতিতে উপাদান বা দ্রব্যশক্তি প্রদান করিয়া শক্তি-সঞ্চার করেন। উদাহরণ-স্বরূপ—তপ্ত লৌহের উপমা; যেরূপ লৌহের দহন বা তাপ-প্রদান প্রভৃতি শক্তি নাই, কিন্তু অগ্নির স্পর্শে তপ্তলৌহ অন্যবস্তুকে দহন ও তাপ দিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ লৌহরূপা জড়া প্রকৃতির দ্রব্য বা উপাদান হইবার স্বতন্ত্রতা নাই। অগ্নিরূপ কারণোদকশায়ীর ঈক্ষণ-শক্তি সঞ্চারিত হইলেই লৌহরূপ প্রকৃতি উপাদান-প্রতিমা দাহিকা বা তাপ-প্রদায়িনী শক্তিবিশিষ্টা হন। উপাদান-পরিচয়ে খ্যাতা প্রকৃতিকে 'উপাদান-কারণ' মনে করা—ভ্রান্তিমাত্র। শ্রীকপিলদেবও বলিয়াছেন (ভা ৩।২৬।৪০)—

"যথোল্মুকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাৎ ধূমাদ্বাপি স্বসম্ভবাৎ।
অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্ যথাগ্নিঃ পৃথগুল্মুকাৎ॥

যদিও ধূম, জলন্ত কাষ্ঠ ও বিস্ফুলিঙ্গে অগ্নির উপাদান বর্ত্তমান থাকায় অগ্নির সহিত এক বস্তু বলিয়া উক্ত হয়, তথাপি উল্মুক হইতে অগ্নি পৃথক্ বস্তু; ধূমস্থানীয় 'ঘৃত'-সম্ভব, বিস্ফুলিঙ্গ-স্থানীয় 'জীব' ও উল্মুক-স্থানীয় 'প্রধান', সকলেই অগ্নিস্থানীয় সর্ব্বোপাদান 'ভগবান্' হইতে শক্তি-সমূহ লাভ করিয়াই নিজ-নিজ পৃথক্ পরিচয় দেয়, তাহা হইলেও সকলের উপাদানই সেই 'ভগবান্'। জগতের উপাদান বলিয়া যে প্রধানকে স্থির করা হয়, ভগবানের নিহিত উপাদান হইতেই প্রধানের সেই পরিচয়। 'প্রধান' ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র উপাদানরূপে পৃথক্ বিষয় হইতে পারে না। উপাদান-মূলাশ্রয় কৃষ্ণকে বিস্মৃত হইয়া সাংখ্যের উপাদানত্ব প্রকৃতিতে আরোপ করা—অজার গলস্তনস্থিত স্তনাকৃতি মাংসপিণ্ডের শুদ্ধপ্রধানে অসমর্থতার ন্যায় নিষ্ফল-যত্ন।

৩। প্র+নু (স্তুতি করা) +অল্—এই প্রকারে 'প্রণব' সাধিত হইয়াছে। স্তবনীয় পরব্রহ্মের শাব্দিক অবতারই ওঁকার বা প্রণব; যাহা দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে স্তব করা যায়।

শ্রীভগবৎসন্দর্ভে (৪১ সংখ্যায়) শ্রীল জীবগোস্বামি প্রভু লিখিয়াছেন,—"প্রভৌ চ প্রণবমুদ্দিশ্য—"ওমিত্যেতদ্ ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নাম যদ্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব সংসারভয়াৎ তারয়তি তস্মাদুচ্যতে তার ইতি"। ০ ০ ০ তস্মাৎ ভগবৎস্বরূপস্যৈব নাম। স্পষ্টঞ্চোক্তং শ্রীনারায়ণকবচারম্ভেঽষ্টাক্ষরমুদ্দিশ্য "ব্যক্তং হি ভগবানেব সাক্ষান্নারায়ণঃ স্বয়ম্। অষ্টাক্ষরস্বরূপেণ মুখেষু পরিবর্ত্ততে" ইতি। বা ছান্দোগ্যনিঘণ্টৌ (৪।৪-৭) চ প্রণবমুদ্দিশ্য—"ওঁকার এবেদং সর্ব্বম্। ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বম্।" "প্রণবো হ্যপরং ব্রহ্ম প্রণবশ্চ পরঃ স্মৃতঃ। পূর্ব্বোঽনন্তরোঽবাহ্যোঽনপরঃ প্রণবোঽব্যয়ঃ। সর্ব্বস্য প্রণবো হ্যাদির্মধ্যমন্তস্তথৈব চ। এবং হি প্রণবং জ্ঞাত্বা ব্যশ্নুতে তদনন্তরম্। প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্য হৃদয়ে স্থিতম্। সর্ব্বব্যাপিনমোঙ্কারং মত্বা ধীরো ন শোচতি। অমাত্রোঽনন্তমাত্রশ্চ দ্বৈতস্যোপশমঃ শিবঃ। ওঁকারো বিদিতো যেন স মুনির্নেতরো জনঃ।" ন চ পরমেশ্বরস্যৈব তত্তদ্বোপাস্যতা-সম্ভবাৎ বর্ণমাত্রস্য তথোক্তিঃ স্তুতিরূপেণেতি মন্তব্যম্। অবতারান্তরবৎ পরমেশ্বরস্যৈব বর্ণরূপেণাবতারোঽয়মিতি অগ্নিরর্থে যেনৈব শ্রুতিবলেনাঙ্গীকৃতে তদভেদেন তৎসম্ভবাৎ। তস্মান্নামনামিনোরভেদ এব।"

অর্থাৎ 'ওঁ' ইহাই পরব্রহ্মের সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ (মধুরতম) নাম—উচ্চারণমাত্র হইতেই যাহা জীবকে সংসার-ভয় হইতে

পরিত্রাণ করে; এইজন্য তিনি 'তার' নামেও কথিত। [শ্রীধরস্বামিপাদ ভাগবতের নিজ-কৃত টীকার প্রারম্ভে ওঁকার-রূপে আরম্ভ বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতকে 'তারাত্মক' সংজ্ঞা দিয়াছেন।] অতএব শ্রীনাম সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপই। অষ্টাক্ষর মন্ত্রকে উদ্দেশ করিয়া শ্রীনারদপঞ্চরাত্র স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—"ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, ভগবান্ শ্রীনারায়ণ স্বয়ং অষ্টাক্ষর-স্বরূপে জীবের মুখে সাক্ষাৎ উদিত হন।" প্রণবকে উদ্দেশ করিয়া মাণ্ডুক্যোপনিষদেও "চিদ্বর্ণনে—যাহা কিছু দৃশ্য, সমস্তই ওঁকার—ওঁ এই অক্ষর।"

ব্রহ্মের আর একটী আবির্ভাব—প্রণব; তিনি পরম বস্তু বলিয়া কথিত। তিনি অপূর্ব্ব, অবাধ, অবাহ্য, পরম এবং অব্যয়; তিনি সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত। এই-ভাবে প্রণবকে জ্ঞাত হইয়া জীব অমৃত ভোগ করেন। সকলের হৃদয়ে অবস্থিত প্রণবকে ঈশ্বর-স্বরূপ বলিয়া জানিবে। ওঁকারকে সর্ব্বব্যাপী বিভু অর্থাৎ বিষ্ণু-স্বরূপ বলিয়া মনে করিলেই বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে আর শোক করিতে হয় না অর্থাৎ তাঁহার আর মৃত্যুত্ব থাকে না। তিনি জড়-সম্বন্ধহীন হইয়াও অনন্তনামাত্মক; তাঁহা হইতেই জড়ীয় বৈচিত্র্যজ্ঞানের উদয়ন হইয়া অন্বয়জ্ঞান লাভ হয়, অতএব তিনি পরমমঙ্গলস্বরূপ।" এরূপ মনে করিতে হইবে না যে, 'পরমেশ্বরের পক্ষে অবতাররূপে ঐ সকল মঙ্গল-বিধান অসম্ভব বলিয়া একটী জড়ীয় বর্ণ বা অক্ষরমাত্রের ঐরূপ উক্তিতে প্রকৃত সত্য নাই,—উহা কেবল অতিরঞ্জনামাত্র। প্রকৃত পক্ষে, **পরমেশ্বরের অপরাপর অবতারের ন্যায় এই প্রণবও তাঁহার বর্ণরূপী অবতার;** যেহেতু, এই অর্থ পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবচন-বলেই স্বীকৃত হওয়ায়, তাঁহা হইতে অভিন্ন বলিয়া তত্ত্বসম্ভাবনা-হেতু এই অর্থই ঠিক। অতএব ভগবানের নাম ও নামি-ভগবান্—পরস্পর অভিন্ন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

অকারেণোচ্যতে কৃষ্ণঃ সর্ব্বলোকৈকনায়কঃ।
উকারেণোচ্যতে রাধা মকারো জীববাচকঃ॥

অ+উ+ম—এই তিন অক্ষরের যোগে ওঁকার নিষ্পন্ন। 'অ'কারের দ্বারা সর্ব্বলোকের একমাত্র নায়ক "শ্রীকৃষ্ণ" অভিহিত হন, 'উ'কারের দ্বারা শ্রীরাধা নির্দ্দিষ্ট হন এবং 'ম'কার জীববাচক। অর্থাৎ ওঁকারে বিষয়বিগ্রহ, মূল আশ্রয় বিগ্রহ এবং তাঁহাদের নিত্যসেবক আশ্রয়ী জীব পরিপুষ্টিত।

সপ্রণব ব্রহ্মগায়ত্রী ও কামবীজপুটিত কামগায়ত্রীর মধ্যে তত্ত্বগত কোন ভেদ নাই, কেবল রসগত বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। শান্তরসের উপাসক ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মগায়ত্রীর দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন আর মধুর রসের উপাসক ভগবদ্ভক্তগণ কামবীজপুটিত কামগায়ত্রী-দ্বারা অপ্রাকৃত নবীনমদন অখিল রসামৃতমূর্ত্তি রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া থাকেন। পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বেদমাতা গায়ত্রী মাধুর্য্য রস আস্বাদন ও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম লালসায় গোপীজন্ম লাভের জন্য ব্যাকুলা হইলে গোপাল-উপনিষদের সহিত ব্রজে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক কামগায়ত্রীরূপে প্রকাশিত হন। অন্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্র-নন্দন-শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে যেমন ব্রহ্ম, পরমাত্মাদি অসম্যক্ ও আংশিক প্রতীতিসমূহ ক্রোড়ীভূত, তদ্রূপ কামগায়ত্রী বা কামবীজ-মধ্যেই ব্রহ্মগায়ত্রী ও প্রণব ক্রোড়ীভূত রহিয়াছে। কামগায়ত্রী ও কামবীজ—অধিকতর মাধুর্য্যে সমুদ্ভাসিত হইয়াছে।

৪। শ্রীগুরু ও শ্রীগৌরসুন্দরের অবস্থানের মধ্যে যে লীলার বৈচিত্র্য, শ্রীগুরু ও শ্রীগৌরগায়ত্রীর মধ্যেও সেইরূপ বৈচিত্র্য বর্ত্তমান। শ্রীগুরুদেব—শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশ—আশ্রয়-বিগ্রহ, শ্রীগৌরসুন্দর—বিষয়-বিগ্রহ। চিদ্বিলাস-রাজ্যে আশ্রয় ও বিষয়বিগ্রহের মধ্যে যে লীলাবৈচিত্র্য আছে, তাহা সর্ব্বথাপারেই দৃশ্য। যাঁহারা চিদ্বিলাসবৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য স্বীকার করেন, তাঁহারাই ভক্তিসিদ্ধান্তনিপুণ। যেরূপ কৃষ্ণ-লীলায় কৃষ্ণগায়ত্রী আছে, তদ্রূপ গৌর-লীলায় গৌরগায়ত্রী, গুরু-লীলায় গুরু-গায়ত্রীও আছে। গৌর-গায়ত্রী ও গুরুগায়ত্রীর বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য গুরু ও গৌরের অবস্থান ও লীলার ন্যায়ই নিত্য। চিদ্বিলাসে ঐ সকল নিত্য বৈচিত্র্যের নিত্য অবস্থান স্বীকার অর্থাৎ 'গুরু', 'কৃষ্ণ' ও 'গৌরে'র নিত্য অবস্থান ও নিত্যলীলা-বৈচিত্র্যের ন্যায় তাঁহাদের আরাধনা-প্রণালীর মন্ত্র, গায়ত্রী-সমূহ স্বীকার না করিলে মায়াবাদ-অপরাধ আবাহন করিতে হয়। যাঁহারা কৃষ্ণগায়ত্রী ও কৃষ্ণমন্ত্র মুখে স্বীকার করিয়া গৌরগায়ত্রী ও গৌরমন্ত্র, গুরুগায়ত্রী ও গুরুমন্ত্রের নিত্যলীলাবৈচিত্র্য ও নিত্যাবস্থান স্বীকার না করেন, তাঁহারা প্রচ্ছন্ন মায়াবাদগ্রস্ত।

ব্রহ্ম, ভগবান্ (রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ) শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগুরুদেবের অবস্থানে যে লীলাবৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান, ব্রহ্মগায়ত্রী ও কামগায়ত্রীর সহিত গৌরগায়ত্রী ও গুরুগায়ত্রীরও সেইরূপ বৈশিষ্ট্যই বর্ত্তমান। ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিচারে গুরু, কৃষ্ণ, গৌরসুন্দরের নিত্যলীলা-বৈচিত্র্য-হেতু তাঁহাদের আরাধনা-প্রণালীরও নিত্যবিচিত্রতা আছে।

৫। এই প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি অনুধাবন করিলেই স্বতঃই মীমাংসিত হইবে। শ্রীগুরু, শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী অভিন্নতত্ত্ব হইলেও তাঁহাদের নিত্য-অবস্থানের নিত্যলীলাবৈচিত্র্যের ন্যায় তাঁহাদের নিত্যআরাধনা-বৈচিত্র্যও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। প্রাকৃত অভিজ্ঞানবাদী মায়াবাদিগণই অবয়জ্ঞানের বৈচিত্র্যকে তাঁহাদের তথাকথিত কল্পিত একাগ্রতার বিক্ষেপাত্মক বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ অদ্বয়-জ্ঞানের বিচিত্রতাযুক্ত যাবতীয় বিক্ষেপরহিত একাগ্রতা কেন্দ্রীভূত। সুতরাং পৃথক্ পৃথক্ বিভিন্ন গা[illegible]জন করিবার একান্ত সার্থকতা বিদ্যমান রহিয়াছে।

৬। মহামন্ত্র ও গায়ত্রীর মধ্যে তত্ত্বগত ভেদ নাই, তবে মহামন্ত্র বিপ্রলম্ভাত্মিকাসূচক সম্বোধনাত্মক এবং গায়ত্রী আত্ম-নিবেদনাত্মক চতুর্থ্যন্তপদ ও 'ধীমহি', 'বিদ্মহে' প্রভৃতি শব্দ-পরিপুষ্টিত। অপ্রাকৃত কামদেবে আত্মনিবেদিতাত্মা, সহজধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির যখন অপ্রাকৃত সহজ বিপ্রলম্ভের উদয় হয়, তখন তিনি সম্বোধনাত্মক মহামন্ত্রে গোপীনাথের ভজন করেন। মহামন্ত্র ও গায়ত্রী পরস্পর অভিন্ন। মহামন্ত্রে গায়ত্রী ক্রোড়ীভূত রহিয়াছে। যে-কোনও একটি গ্রহণ করিলে প্রয়োজন লাভ হইলেও অর্চ্চন-পথের পঞ্চিক উপাসনা-প্রণালীর বিপর্য্যয় বা যথেচ্ছভাবে একের সহিত ভেদজ্ঞান কল্পনা করিয়া যদি স্বতন্ত্র পথ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে কোনও দিনই প্রয়োজন বা মঙ্গল-লাভ করিতে পারেন না। অর্চ্চন-পথে মন্ত্র ও গায়ত্রী-উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া প্রয়োজন আশা করা যাইতে পারে না। যে ব্যক্তি অনিবেদিতাত্মা বা মনোধর্ম্ম ও সংসার হইতে যে ত্রাণ পায় নাই, তাহার মুখে শুদ্ধ মহামন্ত্র উচ্চারিত হয় না, সর্ব্বদাই নামাপরাধ হইয়া থাকে। অনর্থযুক্ত জীবকে মনোধর্ম্ম হইতে ত্রাণ বা ত্রাণকারী ব্যক্তিকে সংসার হইতে ত্রাণ করিবার জন্যই মন্ত্র ও গায়ত্রীর কৃপাবতার; সুতরাং যাঁহারা মনোধর্ম্ম হইতে ত্রাণ লাভ করেন নাই, এ যাঁহারা সংসার হইতে পরিত্রাণ পান নাই, তাঁহারা যদি মন্ত্র বা গায়ত্রীকে লক্ষ্মন করিয়া কেবলমাত্র মন্ত্রদেষ্টা গুরুদেবের স্তবনাদি বা যুক্ত ভগবদ্ভক্তগণের ভজনানুকরণের ছলনায় 'নামাপরাধ' বা আদরের প্রশ্রয় দেন, তবে তাঁহাদের মঙ্গল-লাভ হইতে পারে না।

৭। "গৌড়ীয়ে" এতৎসম্বন্ধে বহুবার আলোচনা হইয়াছে। এবিষয়ে ষট্‌সন্দর্ভে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর বাক্য দ্রষ্টব্য—"ভগবন্নামাত্মকং এব মন্ত্রঃ। তত্র বিশেষেণ নমঃ-পদাদ্যাদৃতাঃ শ্রীভগবত্তাদিতৎশক্তিবিশেষাঃ। তত্র কেবলানি শ্রীভগবন্নামাদীনি নিরপেক্ষাণ্যেব পরম-পুরুষার্থফলপর্য্যন্ত-দানসমর্থানি। নামতঃ মন্ত্রেষু অধিকসামর্থ্যানঃ তথাপি প্রায়ঃ স্বতন্ত্রতঃ দেহাদি-সম্বন্ধেন কর্ম্মবাসিনাং বিক্ষিপ্ত-চিত্তানাং জনানাং তত্তৎসংকোচীকরণায় মন্ত্রাণাং এব কর্ত্তব্যা অর্চ্চনমার্গে শ্রদ্ধা চেৎ।"

শ্রীভগবন্নামই মন্ত্রের জীবন। নামে 'নমঃ' শব্দাদি সংযোগপূর্ব্বক ভগবানের সহিত কোন সম্বন্ধ-বিশেষ স্থাপিত হইয়াছে। নামই নিরপেক্ষ তত্ত্ব, তথাপি দেহাদি-সম্বন্ধে জীব কর্ম্মবশ বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় ঐরূপ চিত্ত-সঙ্কোচকরণাদি-প্রায়ে মর্য্যাদামার্গে সম্ভ্রার্চ্চন-বিধি নিরূপিত হইয়াছে। অনর্থযুক্তের পক্ষে মনোধর্ম্ম হইতে ত্রাণকারিণী দীক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

৮। স্বগতভেদ—যেমন বৃক্ষের সহিত তদ্গত শাখা, ফল, পুষ্প, মূলাদির পার্থক্য; সজাতীয় ভেদ—যেমন একটি আম্রবৃক্ষের সহিত অপর আম্রবৃক্ষের পার্থক্য; বিজাতীয় ভেদ—যেমন বৃক্ষের সহিত পর্ব্বতের পার্থক্য।

"বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদঃ পত্রপুষ্পফলাদিভিঃ।
বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ॥

(পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেক ২০শ সংখ্যা)

অন্ধ্রদেশের ইলোর নগর হইতে

শ্রীল প্রভুপাদকে প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্র

ও

শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণ

অন্ধ্রদেশের পশ্চিম গোদাবরী জেলার অন্তর্গত ইলোর নগরের "শ্রীজনার্দন-প্রার্থনা-সমাজে"র সভাপতি ও সম্পাদক মহোদয়দ্বয়-কর্তৃক বর্ত্তমানগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে ইংরাজী ভাষায় প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্র এবং শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণ সাদরে নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

WELCOME ADDRESS

To

His Divine Grace
Paramahansa Sri Srimad
Bhakti Siddhanta Saraswati
Goswami Maharaj.
Sri Chaitanya Math,
Sreedham Mayapur, (B E N G A L)

Most Revered Swamiji,

We, the President & Members of Sri Janardana Prarthana Samaj, Ellore, beg to extend heartiest welcome in all humility and reverence to you & the illustrious devotee-members of your party on this most auspicious occasion of setting your holy feet on Andhra-soil for the first time in your travels on Krishna's Service.

We are gratified to learn that you have subordinated your material happiness resultant from your birth in a family known for its opulence, to the self-imposed duty of serving mankind and ameliorating its sufferings by teaching them what conduces to their highest welfare.

You are, we hear, no pantheist, but a Theist in all the implications of that term & you have started several centres in India for theistic propaganda and for preaching the glory of Nama-Bhajan and super-excellence of Krishna-Bhakti. We know besides that you adopt and represent the creed of Lord Gouranga, the details of which are now a sealed book to us although the Lord is reputed to have visited our country also during His travels in India for the distribution of Krishna-Prema among His votaries.

We can dare say that our Andhra country in general and our town of Ellore in particular is blessed a thousand times by the holy touch of the sacred feet of so eminent a Theist and Religionist as You are. You who are never tired of bathing in the perennial love-stream of effulgence radiating from the Person of the eternal Lord Krishna & who appear now to intimate that Divine Magnet in attracting so many souls here, eager, of course, to have a darshan of your Divine Grace.

We, in all sincerity and love, beg to tender our heartfelt thanks for having accepted our invitation inspite of the manifold engagements & labours of love which we learn, always confront your Divine Grace & we pray for being illumined during your temporary sojourn at this place on such theistic principles as would help forward our progress in the line of love.

We remain
Your humble servants,
MOTHAY GANGARAJU ZAMINDER,
President of Sri Janardana Prarthana Samaj, Ellore.
Kottamasu Srimannarayanamurty,
Secretary.
30-1-1932.

অনুবাদ

স্বাগত অভিনন্দন

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ

শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীধাম-মায়াপুর (নদীয়া)

পরমারাধ্য স্বামিজি !

কৃষ্ণসেবা-ব্যপদেশে দেশ-পর্য্যটন-সূত্রে অদ্য দেশে আজ আপনার প্রথম শ্রীচরণ-অর্পণের শুভ অবসরে আমরা ইলোরস্থিত "শ্রীজনার্দ্দন-প্রার্থনা-সমাজে"র সভাপতি ও সভ্যগণ বিনয় ও শ্রদ্ধা-সহকারে আপনাকে ও আপনার সঙ্গপ্রতিষ্ঠ পার্ষদ ভক্তগণকে আমাদের সর্ব্বান্তরিক স্বাগত অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, আপনি স্বাতন্ত্র্যমায় স্বেচ্ছাবরণে আবির্ভাব-জনিত সমস্ত পার্থিব সুখ-সম্পদ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া মানবজাতিকে চরম মঙ্গল-লাভের উপায় শিক্ষা-দ্বারা তাহাদের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ-নিরাকরণের কর্ত্তব্যভার স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছেন।

আমরা অবগত আছি যে, আপনি নাস্তিকবাদের চরম সীমায় অবস্থিত কেবলাদ্বৈতবাদ বা চিন্মাত্রবাদের প্রচারক নহেন, পরন্তু আস্তিকবাদের উচ্চতমস্তরে অবস্থিত ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের চিদ্‌বিলাস-পরিপূর্ণ উন্নতোজ্জ্বলরস প্রেমভক্তির প্রচারকারী আচার্য্য। কৃষ্ণভক্তির পারতম্য, শ্রীনাম-ভজনের মহিমা এবং পূর্ণ আস্তিকবাদ প্রচারের জন্য আপনি ভারতের বিভিন্নস্থানে কতিপয় প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। আমরা আরও জানি যে, আপনি শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম স্বয়ং আচরণ-পূর্ব্বক প্রচার করিতেছেন। যদিও শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তগণকে কৃষ্ণপ্রেম-প্রদানের জন্য ভারত-পরিভ্রমণ-কালে আমাদের দেশেও শুভাগমন করিয়াছিলেন বলিয়া খ্যাতি আছে, তথাপি তাঁহার প্রচারিত পরিপূর্ণ ধর্ম্মের বিষয় আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত।

আমরা বিশ্বাস করি, আপনার ন্যায় একজন বৈকুণ্ঠাচার্য্যের পবিত্র পাদস্পর্শে আজ সমগ্র অন্ধ্রপ্রদেশ, বিশেষতঃ আমাদের এই ইলোর নগরটী সহস্রগুণে ধন্যাতিধন্য হইয়াছে। আপনি জীবের নিত্য উপাস্যবস্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত মুখ-বিনির্গত জ্যোতিশ্ময় কান্তির নিরবচ্ছিন্ন প্রেমস্রোতে অবগাহনে সর্ব্বক্ষণই নিরত থাকিয়া আপনার শ্রীচরণ-দর্শনলিপ্সু বহু আত্মাকে সেই ভগবৎপ্রেম-বিতরণরূপ অপ্রাকৃত চুম্বকের দ্বারা আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত আজ এখানে কৃপা-পূর্ব্বক শুভাগমন করিয়াছেন।

বহুপ্রকার প্রেমসেবা-কার্য্য এবং জাগতিক লোককে দর্শন ও শ্রবণ-সুযোগাদি প্রদান-কার্য্যে আপনি অত্যন্ত শ্রান্ত থাকা-সত্ত্বেও যে কৃপা-পরবশ হইয়া আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা অত্যধিক অকৃত্রিম সরলতা ও শ্রদ্ধার সহিত আপনাকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমাদের আরও প্রার্থনা, এই স্থানে আপনার সাময়িক অবস্থান-কাল-মধ্যে আমরা যাহাতে শুদ্ধভক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারি, তজ্জন্য আপনি কৃপা-পূর্ব্বক ভগবদ্‌জ্ঞানালোক প্রদান করিয়া আমাদিগকে উদ্ভাসিত করুন।

আপনার দীনসেবকগণ

মোঃ গঙ্গারাজু (জমিদার, ইলোর, 'শ্রীজনার্দ্দন প্রার্থনা-সমাজে'র সভাপতি)

ও

কোট্টামহু শ্রীমন্ নারায়ণমূর্ত্তি (সম্পাদক)

তারিখ—

ইলোর, ৩০।১।৩২

শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ

[ইংরাজী ভাষা হইতে অনূদিত]

প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ,

ইলোরের 'শ্রীজনার্দ্দন-প্রার্থনা-সমাজে'র ভক্তবৃন্দকর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া আমি আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। আমি এই অভ্যর্থনা-গ্রহণের যোগ্য-পাত্র নহি। কারণ, না আছে আমার কর্ম্মবল, না আছে আমার জ্ঞানবল, না আছে ভক্তিবল। আপনারা অভিনন্দন-পত্রে আমার যে প্রচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, আমি জানি যে, আমি প্রচারের কাজ কিছুই করিতে পারিতেছি না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কোন্‌কোন্ প্রচার-উদ্দেশ্যে শুভাগমন করিয়া কি কি বিষয় প্রচার করিয়াছিলেন, সে-বিষয়ের অনভিজ্ঞতা আপনারা আপনাদের অভিভাষণে জ্ঞাপন করিয়াছেন। সেই সম্বন্ধে আপনাদের নিকট আমি কিছু নিবেদন করিতে চাই। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু বিদগ্ধমাধবের মঙ্গলাচরণে এই শ্লোকটী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥"

এই শ্লোকে শ্রীরাধা-মাধবের উন্নত উজ্জ্বল রসের কথা বর্ণিত আছে। এই উন্নত উজ্জ্বল রস ইতঃপূর্ব্বে কোন অবতারে বিতরিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কলিতে জীবের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া এই উন্নত উজ্জ্বল রস পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া যা'কে তা'কে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার চরণে একান্তভাবে শরণাগত হইলে অনর্থনিবৃত্তিক্রমে স্বরূপাবস্থানে এই রস আস্বাদন করিতে পারি। ইতঃপূর্ব্বে বৈকুণ্ঠে শান্ত, দাস্য, গৌরবমিশ্র সখ্য—এই আড়াইটী রসের দ্বারে ভগবদ্ভক্তের নিকট পরিজ্ঞাত ছিল। কিন্তু বিশ্রম্ভ-সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের সেবা কিরূপে সুষ্ঠুভাবে অনুশীলন করা যায়, তাহা গৌরসুন্দর স্বয়ং আচরণ করিয়া জগদ্বাসী জীবগণকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। মধুর রসে সেবার উৎকর্ষ একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাতেই পাওয়া যায়।

অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহে নিত্যই বাস্তব উন্নতমার্গ দ্বারাই ভগবানের সেবা হইয়া থাকে, ইহাই আমরা জানিতাম। কিন্তু অনুপহিত চিদানন্দময় আত্মার বিষয় আমরা জানিতাম না। বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত মনোধর্ম্মের সহিত আত্মধর্ম্মের সামঞ্জস্য করার পক্ষে সুবিমল আত্মার কথা আমাদের অজ্ঞাত ছিল। আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি—শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস্য। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর। উন্নত উজ্জ্বল রসে ভগবান্ যে আমাদের নিত্যজন, এই বিষয় পূর্ব্বে আমাদের জানা ছিল না বলিয়াই আমরা ভগবান্‌কে গৌরব ও সম্ভ্রমের সহিত সেবা করিতাম। ভগবান্‌কে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে সেবা করা যায়, ইহা শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে অজ্ঞাত ছিল। লৌকিক বিচার-প্রণালী অবলম্বনে পূর্ব্বে ভগবানের সেবা হইত; কিন্তু জীবন্মুক্ত পুরুষগণ কিপ্রকারে ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি-বিধান করেন, তাহা আমাদের নিকট অজ্ঞাত ছিল।

আমরা দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ যদি আমাদের সেবা গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই আমরা তাঁহাকে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবে বিশ্রম্ভ-সেবা করিতে পারি। ভগবানের মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন ও রাম অবতারে যে সেবা প্রচলিত আছে, তাহা মূলে গৌরবাশ্রিত সম্ভ্রম-সেবা। সুতরাং তাহা আত্মার সম্প্রসারণক্রমে সীমাবদ্ধ। চিন্ময় ধামের বিকৃত প্রতিফলন—এই জড় জগতে পাঁচটী রসে পঞ্চবিধ সেবা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা অসম্পূর্ণ ও হেয়। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র লক্ষীভূত বস্তু, তিনি সকল রসের আকর। আমরা এই পাঁচটি রসের যে-কোন রসে স্বীয় সিদ্ধ-স্বরূপে তাঁহার সেবা করিতে পারি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য অবতারে সেরূপ বিশ্রম্ভ-সেবা সম্ভবপর নহে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, শ্রীরামচন্দ্রকে আমরা মধুর রসে সেবা করিতে পারি না, তাহা হইলে শ্রীসীতাদেবী অসন্তুষ্ট হইবেন—একপত্নীব্রতধর শ্রীরামচন্দ্রের নৈতিক চরিত্রে লাঘবতা দৃষ্ট হইবে। দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ যখন শ্রীরামচন্দ্রের সৌন্দর্য্য দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তখন একপত্নীব্রতধর শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার প্রজাবর্গের, বিশেষতঃ বল্গাক্ষী, লম্বকর্ণী প্রভৃতি সেবকবৃন্দের গৌরবাশ্রিত দাস্যরসের সেবা গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু কান্তরসের সেবা গ্রহণ করিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ বহুবল্লভ, তিনি তাঁহার মধুর-রসাশ্রিত কান্তাগণের সম্ভোগবিগ্রহ। শ্রীরামচন্দ্র শান্ত, দাস্য, গৌরব-সখ্য ও বাৎসল্যরসে সেবিত হইলেও মধুররসে কান্তভাবে তাঁহার সেবা হইতে পারে না বলিয়া বহু সেবক সে-রসে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ—গোপীজনবল্লভ; যে-কোন আত্মা গোপী-আনুগত্যে কান্তভাবে তাঁহার সেবা করিতে পারেন। সেই সেবা হইতে তিনি কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই। তাই বলিয়া জড়কামের তিনি বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেন নাই। যে-কোন আত্মা স্বরূপশক্তির আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবামাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারেন, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ —গোপীজনবল্লভ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অন্য কোন অবতারে

সেবকগণের ইচ্ছা থাকিলেও সেরূপ সেবা তিনি গ্রহণ করেন নাই।

মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত না হইয়া যদি শুদ্ধমনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমরা নির্ম্মলীক চিত্তে শুদ্ধসেবা-অভিলাষী হই, তাহা হইলে শ্রীভগবানের লাল্যিতা লাভ করিতে পারি, তখন তিনি কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করেন না—ভগবদ্ভক্তের আনুগত্য ব্যতীত এবং বিপ্রলম্ভ-সেবা ছাড়া অন্য কোন সেবা তিনি গ্রহণ করেন না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থে আমাদের সর্ব্বস্ব অর্পণ করা কর্ত্তব্য।

তিনি আত্মারাই অদ্বীশ্বর। সুতরাং আমাদের সর্ব্বস্ব দিয়া কৃষ্ণভজন করা কর্ত্তব্য এবং নিজ-স্বার্থের জন্য কিছুই অবশেষ রাখা আমাদের উচিত নয়। মোট কথা, তিনি পূর্ণ বস্তু, তিনি আমাদের সর্ব্বস্বের মালিক, কিন্তু কৃষ্ণের অন্যান্য অবতারগণকে সর্ব্বস্ব দিয়া সর্ব্বতোভাবে উপাসনা করা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদিগকে মানুষ-পূজা করিতে বলেন নাই কিংবা মানুষোচিত গুণগুলি বা ধর্ম্মগুলিকে ভগবানে আরোপ করিতে বলেন নাই। সাধারণ লোক কিন্তু কর্ত্তাজীকে 'ভগবান্' বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। ইহা মহাপ্রভুর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্—পূর্ণ বস্তু, খণ্ড বস্তু নহেন। খণ্ড জ্ঞানে অখণ্ড বস্তুর ধারণা হয় না। মনুষ্য-জ্ঞানে নৈতিক-জ্ঞান ও বুদ্ধি যতদূর বিকশিত হইতে পারে, ভগবান্ সেইটুকুমাত্র খণ্ড জ্ঞানের খণ্ড নৈতিকের অধীন তত্ত্ব নহেন; কেন না, ভগবান্ স্বতন্ত্র, পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান্। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদিগকে সর্ব্ব প্রথমে আত্মস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইতে বলিয়াছেন। নতুবা আমরা আত্মার সহিত দেহ-মনের সামঞ্জস্য করিয়া ফেলিব; আত্মা কিছু মন নয়, মন কিছু আত্মা নয়। মন বাহ্যজগতের দ্রষ্টা ও কর্ত্তা—দশ ইন্দ্রিয়-দ্বারা বাহ্য-জগতের অভিজ্ঞান লাভ করিয়া জড়ভোক্তা। তাহার যত কিছু জ্ঞান, বিচার বা আনন্দ, সমস্তই বাহ্য জগৎ লইয়া; সুতরাং মন কিছু আত্মার অনুসন্ধান করে না, বরং শত্রু হইয়া দাঁড়ায়।

যখন আমরা ভগবানের অনুসন্ধান করি, তখন আমরা চতুঃশ্লোকী ভাগবতে দেখিতে পাই যে, শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছেন,—

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥

অর্থাৎ আমার যে রূপ, আমার যে গুণ, যে পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা, তাহা তুমি আমার অনুগ্রহে অবগত হও। যাহারা মনস্তত্ত্বে অভিভূত বা মনোধর্ম্মের প্রাবাল্য স্বীকার করে, তাহারা ভগবানের এই সবিশেষ তত্ত্ব ভগবৎকৃপা-লোকের অভাবে জানিতে পারে না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেব এই প্রকার অকৃত জ্ঞানীদিগকে তাহাদের পার্থিব-নীতিপুষ্ট চরিত্রবল থাকা-সত্ত্বেও তাহাদের জড়দর্শনগুলিকে বহুমানন করেন নাই।

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥

কেহ যেন ইহাতে মনে না করেন যে, আমরা শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতে গিয়া শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি আমাদের অনুরাগ শিথিল হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ বস্তুতঃ এক হইলেও লীলাগত পার্থক্য আছে। আমরা শ্রীরামচন্দ্রে ও শ্রীকৃষ্ণে কোন ভেদ-বুদ্ধি স্থাপন করিবার জন্য কাহাকেও বলিতেছি না। আমরা এই মাত্র বলিতে চাই, জড়জগতে যেমন কোন ব্যক্তি কাহারও পিতা, কাহারও পুত্র, কাহারও চিকিৎসক, তদ্রূপ চিন্ময়ধামেও একই বস্তু—একই পরমেশ্বরের বহু রূপ, গুণ ও লীলাভেদ আছে; সুতরাং আমরা শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব বলিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর বিষ্ণুতত্ত্বে ভেদ-দর্শনের কথা প্রচার করিতেছি, এরূপ যেন কেহ মনে না করেন। বাসুদেবতত্ত্বই শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ এবং শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণই জগতে (অযোধ্যায়) শ্রীসীতারামরূপে অবতীর্ণ। ঐশ্বর্য্যময় সীতারামই মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং বৈকুণ্ঠতত্ত্বে রাম ও কৃষ্ণ একই তত্ত্ব সন্দেহ নাই এবং উভয় তত্ত্বে আমরা ও কোন পার্থক্য দেখি না বা করিতেছি না; তবে রস-বিচারে আমরা রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের প্রাধান্য দেখিতে পাই। বাস্তব-সত্যের রস-বিচারে এরূপ প্রাধান্য অন্য কোন অবতারে দৃষ্ট হয় না। আমরা এই মাত্র বলিতে চাই যে, মুক্তাত্মগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে গুহ্যাতিগুহ্য রাসলীলা, তাহা অতীব চমৎকারপ্রদ। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত এ রাসলীলা অপর কোন বিষ্ণুতত্ত্বে দেখা যায় না। সেবার শতকরা শতভাগই আমরা কৃষ্ণকেই দিতে পারি, অপর কোন

বিষ্ণুকে দিতে পারি না। আমাদের বোধ আনা স্বার্থের একমাত্র গতি—শ্রীকৃষ্ণ। আমরা চারিদিকে দেখিতে পাই যে, কোন ব্যক্তি মনে করিতেছেন,—"আমি কতকগুলি কুকুরের প্রভু, আমি বহু সম্পত্তির মালিক, আমি খুব বিদ্বান্" ইত্যাদি। আমরা জড়জগতের খণ্ড জ্ঞানের একপ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইলে আমাদের অপর বস্তুর সম্বন্ধে যেমন পূর্ণ আসক্তি বা পূর্ণজ্ঞান সম্ভবপর হয় না, তদ্রূপ অখণ্ড, অদ্বয়, অধীন, পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য, মুক্ত, সকল শক্তির অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বে সর্ব্বস্ব অর্পণ না করিলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপার অভাবে শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের অবতারগণের লীলাগত পার্থক্য কোথায় তাহা আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয় না।

ভক্তস্বরূপে আমাদিগের কৃষ্ণসেবা বিনা আর কোন কৃত্য নাই। কৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত অন্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে আমরা ভক্ত-পদবাচ্য হইতে পারি না। মনে করুন, আমরা যদি ঘোড়ার সেবা করি, তাহা হইলে আমরা সহিস হইব; আমরা যদি চিকিৎসা করি, তাহা হইলে আমরা ডাক্তার হইব; এইগুলি জড় জগতে বিভিন্ন উপাধির সেবা-মাত্র। কিন্তু এই সকল উপাধির সেবাতে ব্যস্ত থাকিয়া আমরা কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যসেবা করিয়া ফেলি।

জগতে যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই, সে-সমস্ত চিদচিৎএর অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং মানব-জ্ঞানে তাঁহাকে খণ্ডজ্ঞানের বা খণ্ডনীতির অধীনস্থ বস্তুর অন্যতম জ্ঞান করা উচিত নহে। তিনি স্বতন্ত্র এবং মানব-কল্পিত জ্ঞানের অধীন বস্তু নহেন। তিনি পরিপূর্ণ বস্তু, সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর, অখিল-রসামৃতসিন্ধু-সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি; সুতরাং সজ্ঞান-মাত্রেরই উপাস্য বস্তু। তিনি আমাদের মনোধর্ম্মের কারখানার বস্তু নহেন, কিংবা কোন ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু নহেন; ঐরূপ মনে করিলে আমরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিব না। আমাদের জানা কর্ত্তব্য যে, তিনি সর্ব্বগুণা-কর, রসামৃতসিন্ধু ও আমাদের খণ্ড-দর্শনের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন। তবে কেহ কেহ তাঁহার একাংশ দর্শন করিয়া তাঁহাতে আবিষ্ট হন। সম্পূর্ণ দর্শন—ভগবৎকৃপা-সাপেক্ষ।

যদি আমরা পূর্ব্বোক্ত মনোধর্ম্মের হস্ত হইতে নিস্তার পাইতে চাই, তবে আমাদের নিত্য হরিকথামৃত-পান-ব্যতীত আমাদের প্রকৃতির হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার অন্য পন্থা নাই। এই হরিকথামৃতই—নামসঙ্কীর্ত্তন। এই নাম-সঙ্কীর্ত্তন—শব্দব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের আবাহন। এই নামব্রহ্ম নামী হইতে অভিন্ন। 'অভিন্নত্বান্ নামনামিনোঃ'। এই শব্দব্রহ্ম বা নাম, শব্দসামান্য নামাপরাধ বা মানব-রচিত আভিধানিক শব্দ-মাত্র নহেন। যদি আমরা এই হরিনামকে বা কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনকে শব্দসামান্যের সহিত সমজ্ঞান করি, তাহা হইলে আমরা নামাপরাধী হইব। যতদিন আমাদের শুদ্ধ নাম ও নামাপরাধের পার্থক্য উপলব্ধি না হইবে, ততদিন আমরা প্রাকৃত সহজিয়া বা নামাপরাধী বলিয়া গণ্য হইব। শুদ্ধ নাম—অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ বস্তু। তিনি—চিন্তামণি, স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ, চৈতন্যরসবিগ্রহ, নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত এবং অখিল-রসামৃতসিন্ধু। শুদ্ধনাম কীর্ত্তনের ফলে আমরা কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারি। কিন্তু নামাপরাধের ফলে আমাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা অধর্ম্ম, বিফলধর্ম্ম, বা অকাম (কামনার অভাব) লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ—প্রেমময় সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। সমস্ত সৌন্দর্য্য, সমস্ত মাধুর্য্য, সমস্ত ঔদার্য্য তাঁহাতেই পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। তিনি প্রেমবশ্য—প্রেমের ঠাকুর। ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেমে তাঁহার প্রীতি হয় না।

প্রেমময়ের সেবা সুষ্ঠুভাবে করিতে পারিলে আমরা শুদ্ধভক্ত হইতে পারিব। "আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥" অতএব আমরা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়ায় বুঝিতে পারি যে, শ্রীকৃষ্ণই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্; তিনি সকল অবতারের অবতারী। সমস্ত অবতার তাঁহাদের সমস্ত রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার (লীলার) সহিত তাঁহাতেই অবস্থিত। তাঁহার ভজনা করিলেই সমস্ত ব্যষ্টি ও সমষ্টি বিষ্ণুর ভজনা করা হয়। আমরা স্বরূপসিদ্ধি-উপলব্ধিক্রমে অপ্রাকৃত চিন্ময়দেহে তাঁহার সর্ব্ববিধ অন্তরঙ্গ সেবাশোভার অধিকার লাভ করিতে পারি। কেহ যেন মনে না করেন যে, আমরা কোন সম্প্রদায়-বিশেষকে, কোন-ধর্ম্মপ্রণালীকে বা কোন দর্শনকে আক্রমণ করিয়া অন্য এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় সাব্যস্ত করিবার জন্য এই সমস্ত কথার উল্লেখ করিতেছি। কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের এবং সকল ধর্ম্মপ্রণালীর প্রতি যথা-

যোগ্য সম্মান প্রদর্শন-পূর্ব্বক আমরা সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রোজ্ঝিতকৈতব পরম ধর্ম হইতে অভিন্ন বাস্তব সত্যে প্রতিষ্ঠিত; উহা সনাতন বৈষ্ণবধর্ম ও প্রেমধর্ম—উহা সাম্প্রদায়িক নহে,—উহা সার্ব্বজনীন, সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বত্রিক। জীবমাত্রেরই ইহাতে অধিকার আছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ইহাই সংক্ষিপ্ত মত।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে গৃহীত
'ভক্তিশাস্ত্রী' প্রবেশিকা-পরীক্ষার ফল

বিগত ১৩৩৭ সালের ২০শে আশ্বিন রবিবারে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে যে 'ভক্তিশাস্ত্রী' পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে নিম্নলিখিত পরীক্ষার্থিগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহাদের নামে যোগ্যতানুসারে প্রথম, দ্বিতীয় ও সাধারণ বিভাগক্রমে নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

প্রথম বিভাগ

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীযুক্ত ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ
২। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল
৩। ,, সচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী বি-এ

দ্বিতীয় বিভাগ

১। শ্রীযুক্ত হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী
২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীযুক্ত ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ
৩। ,, ,, ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ
৪। শ্রীযুক্ত বীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী
৫। ,, প্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারী
৬। ,, সুরেশচন্দ্র সিংহ বি-এল
৭। ,, নিত্যানন্দ দাসাধিকারী
৮। ,, অনুপানন্দ ব্রহ্মচারী
৯। ,, অনুপম দাসাধিকারী
১০। শ্রীযুক্ত শান্তমূর্ত্তি দাসাধিকারী
১১। ,, সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী
১২। ,, বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী
১৩। ,, আচার্য্যদাস পঞ্চতীর্থ আচার্য্য

সাধারণ বিভাগ

১। শ্রীযুক্ত ব্রজদাস গোস্বামী
২। ,, হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩। ,, পরমাদ্ভুত ব্রহ্মচারী
৪। ,, কৃষ্ণকিশোর দাসাধিকারী
৫। ,, কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এস-এস-এই
৬। ,, ব্রজেশ্বর দাসাধিকারী
৭। ,, কেশবানন্দ ব্রহ্মচারী
৮। ,, প্রেমপ্রয়োজন দাসাধিকারী
৯। ,, উর্দ্ধমণি দাসাধিকারী
১০। ,, যশোদাকুমার দাসাধিকারী
১১। ,, নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়
১২। ,, রাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী বি-এ
১৩। ,, দুর্গানারায়ণ পণ্ডা
১৪। ,, মহানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয় মঠে

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহামহোৎসব

বিগত ১৩ই ফাল্গুন (১৩৩৮ বঙ্গাব্দ) রবিবার শুক্লাদ্বাদশী তিথি শুক্লবার দিবস কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অষ্টপঞ্চাশত্তমাবির্ভাব-তিথি-উপলক্ষে শ্রীব্যাসপূজা বিশেষ সমারোহ-সৌষ্ঠবের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবকগণ শ্রীব্যাসপূজার নির্দ্দিষ্ট তারিখের পূর্ব্বেই মফঃস্বল হইতে পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয়-আশাবহ হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন; কিন্তু হঠাৎ সংবাদ পাওয়া গেল যে, শ্রীল প্রভুপাদ এ বৎসর শ্রীব্যাসপূজার সময় মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়-মঠে অবস্থান করিবেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপের ন্যায় ভক্তির-বিগ্রহ জগদ্গুরু বৈষ্ণবাচার্য্যগণেরও নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপে কোন ভেদ নাই জানিয়া নিত্যসেবকগণ তিথি-পূজা-দিবস প্রাতঃকালেই শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর আদেশানুসারে পরমভাগবত পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীআসনোপরি শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে একটি উচ্চ কাষ্ঠাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিবিধলতাপাতা ও পুষ্প-মালিকা-দ্বারা পরিশোভিত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীগুরুবন্দনা, শ্রীগুরু-পরম্পরা, শ্রীগুর্ব্বষ্টক ও পঞ্চতত্ত্ব উচ্চকীর্ত্তনরূপে গীত হইলে শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর দাসাধিকারী মহাশয়দ্বয় প্রাতঃ ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত একঘণ্টাকাল শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে সপার্ষদ শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ব্যাসপূজার বিবরণ পাঠ করেন। অনন্তর ভক্তগণ-কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীগুরুপরম্পরা-কীর্ত্তনমুখে যথাবিধি শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অর্চ্চনাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তন সম্পন্ন হইয়াছিল।

আবির্ভাব-তিথি-দিবস পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ-মহারাজের অনুগমনে শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী প্রভু প্রমুখ বহু সহৃদয় ভক্ত, চাকদহ জাগবগোপাল-পাট হইতে শ্রীযুক্ত হরিকিশোর ব্রজবাসী প্রভু এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে আরও অনেক শুভ শ্রীগৌড়ীয়মঠে যোগদান করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণ ৬টা হইতে শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাসাধিকারী প্রভু বহু ভক্তসমভিব্যাহারে গৌর-বিহিত কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। তাঁহার কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে শ্রীযুক্ত প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুবিদ্যালঙ্কার ও শ্রীযুক্ত ভক্তবৎসল দাসাধিকারী প্রভু শ্রীগৌড়ীয় মঠের নাট্যমন্দিরে সমাগত বহু সজ্জন-শ্রেণীর সম্মুখে বক্তৃতায়মান হইয়া পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অষ্টপঞ্চাশত্তমাবির্ভাব-বাসরে শ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু শ্রদ্ধাবান্ জনগণ-কর্ত্তৃক প্রেরিত অভিনন্দনপত্রসমূহ ক্রমান্বয়ে সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া সমবেত সজ্জনমণ্ডলীর প্রীতিবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে কলিকাতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র-প্রসাদ বসু মহোদয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত বিবিধ বর্ণের সর্ব্বোত্তম সুগন্ধি পুষ্পমালিকা-সমূহের দ্বারা ব্রহ্মচারী শ্রীপূর্ণানন্দজী শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীকে এরূপ সুন্দরভাবে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন যে, তাহা দর্শকমাত্রেরই দৃষ্টি-আকর্ষক হইয়াছিল। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইলে বিপুল জনতা-মধ্যে মৃদঙ্গ-করতাল-শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসর প্রভৃতি বাদ্য-যন্ত্রের ঐকতানের সহিত ঠাকুরের সন্ধ্যারাত্রিক সম্পন্ন হইল।

অনন্তর সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সুবৃহৎ সারস্বত নাট্যমন্দিরে উচ্চকাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুসজ্জিত শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে বহু বিদ্বজ্জনসমিতি একটি বিরাট্ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভার প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুবিদ্যালঙ্কার প্রভু গুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তন করিবার পর আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যা-ভূষণ প্রভুর নির্দ্দেশানুসারে শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয়

ব্যাস-পূজার তাৎপর্য্য ও প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে কিয়ৎকাল কীর্ত্তন করিলে নিম্নলিখিতক্রমে সেবকগণ অবশিষ্ট অভিনন্দনপত্রসমূহ সভামধ্যে পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়—শ্রীযুক্ত যদুনন্দন দাসাধিকারী বি, এ মহোদয়-রচিত **"আচার্য্য-আরতি"**; শ্রীযুক্ত জগদ্বান্ধব দাসাধিকারী বি, এ মহোদয়—গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের পক্ষ হইতে মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট প্রেরিত ইংরাজী টেলিগ্রাম; নিখিলপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ-মহারাজ—শ্রীধাম-মায়াপুর 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে'র শিক্ষকগণের পক্ষ হইতে **"Sree Vyas Puja humble Homage"**; শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহোদয়—গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের পক্ষ হইতে প্রদত্ত **"প্রণিপাত পুষ্পাঞ্জলি"**; শ্রীযুক্ত যদুনন্দন দাসাধিকারী মহোদয়—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন দাস অধিকারী মহাশয়-লিখিত **"Sree Vyas Puja Homage"** (poetry); শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী—মেদিনীপুর জাজপুর রোড হইতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকৃপা দাস-প্রেরিত **"শ্রদ্ধাঞ্জলি"**; শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয় দাসাধিকারী বেদান্ত-বাচস্পতি মহোদয়—তাঁহার স্ব-রচিত **"ভক্ত্যর্ঘ্য"**; ব্রহ্মচারী শ্রীহরিচরণজী—আসাম গোয়ালপাড়া প্রেমপ্রেম মঠের সেবকগণের পক্ষ হইতে প্রেরিত আসামী ভাষায় লিখিত **"ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি"**; ভক্ত শ্রীসাগর—উৎকলবাসী শ্রীযুক্ত রাধামোহন পট্টনায়ক মহাশয়-প্রেরিত উৎকল-ভাষায় লিখিত **"স্তবপূজা"**; শ্রীযুক্ত প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুবিদ্যাবাচস্পতি মহোদয়—গুরু-প্রবেশের ভক্তবৃন্দ- প্রেরিত হিন্দিভাষায় লিখিত **"প্রণতি প্রসূনাঞ্জলি"**; শ্রীযুক্ত নবকিশোর দাসাধিকারী মহোদয়—শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দ-প্রদত্ত **"আবাহন-গীতি কুসুমাঞ্জলি"**; শ্রীযুক্ত অনন্তজ্ঞানানন্দ দাসাধিকারী বি, এ, মহোদয়—শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রদত্ত **"ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি"**, ব্রহ্মচারী শ্রীবিজয়-গোপালজী—শ্রীধাম-মায়াপুর 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে'র ছাত্রবৃন্দের পক্ষ হইতে **"ভক্তিকুসুমাঞ্জলি"** এবং শ্রীযুক্ত জগদ্বান্ধব দাসাধিকারী বি-এ মহোদয় শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভুর প্রেরিত **"Sree Vyas Puja Homage"** পাঠ করিয়াছিলেন।

অতিরিক্ত-তিথির পূর্ব্ব দিবস মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রেরিত একটি বিস্তৃত 'অভি-ভাষণ' আমাদের হস্তগত হইয়াছিল। সেই অভিভাষণের প্রথম কয়েক পংক্তির পরেই শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—"আমার হইয়া আমার স্নেহবিগ্রহ শ্রীমান্ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যা-ভূষণ শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে সমাগত জনমণ্ডলীর নিকট আমার দৈন্যপূর্ণ উক্তি পাঠ করিয়া শুনাইবেন, এই আশায় এই অভিভাষণটী লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইলাম।"

শ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে ভক্তগণ-প্রেরিত উপরি-উক্ত অভিনন্দন-সমূহের পাঠ সমাপ্ত হইলে শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্য্যপ্রবর শ্রীমান্ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখের এই কয়েকের কথা সকলের নিকট প্রকাশ-পূর্ব্বক সমবেত শ্রীল প্রভুপাদের প্রেরিত বিস্তৃত অভিভাষণটি প্রায় একঘণ্টাকাল তাঁহার স্বভাবসুলভ গম্ভীর ও প্রেম-গদ্গদ ভাষায় পাঠ করেন। সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে এই অভিভাষণের কথা শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অতঃপর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ত্রিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল মহোদয় "গুরুদেব কৃপাসিন্ধু সিন্ধু"—এই মহাজন-পদটি কীর্ত্তন করিলে রাত্রি প্রায় ১০৪ ঘটিকায় সভা ভঙ্গ হয়। তদনন্তর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাকৃষ্ণ-গিরিধারীর ভোগা-রাত্রিক সম্পন্ন করিয়া সমাগত জনমণ্ডলীকে চতুর্ব্বিধ ভগবৎ-প্রসাদ-সমন্বিত প্রসাদ বিতরণ-দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল।

উপরি-উক্ত অঞ্জলি-সমূহের মধ্যে ইংরাজী ভাষায় প্রদত্ত অঞ্জলি-সমূহ 'হারমনিষ্ট'পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। বঙ্গভাষায় লিখিত বিস্তৃত সারগর্ভ 'প্রণতি প্রসূনাঞ্জলি' এবং অন্যান্য কয়েকটি অঞ্জলি ক্রমে-ক্রমে 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশিত হইলে শ্রীল প্রভুপাদের সুগবেষণাময়ী, গূঢ়-সিদ্ধান্তপূর্ণ বিস্তৃত প্রবন্ধিতাভাষণটিও গৌড়ীয়ে প্রকাশিত করিবার আশাবন্ধ আমরা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি।

প্রেসিডেন্সী বিভাগের সেকেণ্ড ইন্‌স্পেক্টর মহোদয়ের

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউট্' পরিদর্শনে মন্তব্য

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী (১৯৩২), শনিবার দিবস শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটে'র বিষয়সম্বন্ধে প্রেসিডেন্সী-ডিভিসনের সেকেণ্ড ইন্‌স্পেক্টর মহোদয় উক্ত স্কুল পরিদর্শন করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে বঙ্গানুবাদসহ উদ্ধৃত হইল :—

The 20th. February, 1932.

I paid a visit to the Bhakti Vinode Institute at Sree Mayapur, district Nadia, to report on the claims of the School for recognition by the University of Calcutta. A copy of my report will come to the School in due course.

The School is in the process of development. The authorities have placed before themselves schemes and ideals which when fulfilled will be an object of pride not only to the district of Nadia, but to Bengal as well. Considerable resources are expected to be placed at the disposal of the management and it may fairly be expected that properly managed and supervised, the prospective development would be before-oug a reality. The Institution is unique in the sense that it proposes to impart regular religious and moral discourses to the student of the Institution and build up a fully equipped residential Institution. A fair beginning has been made in this direction and as many as 43 students are in residence placed under proper supervision. I wish the Institution all prosperity and success.

Sd. / P. C. Mukherjee
and. Inspector of Schools
Presidency Division.

Sd. / Jyotis Chandra Sikder.
District Inspector of Schools
Nadia, 20. 2. 32.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনার্থে রিপোর্ট দিবার জন্য আমি নদীয়া জেলার অন্তর্গত শ্রীমায়াপুরস্থ 'ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইন্‌স্টিটিউট্' পরিদর্শন করিলাম, আমার রিপোর্টের নকল যথাসময়ে এই বিদ্যালয়ে আসিবে।

এই বিদ্যালয়টী দ্রুতবেগে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। কর্তৃপক্ষগণ যে অভিপ্রায় ও আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইলে শুধু নদীয়া জেলা কেন, উহা সমগ্র বঙ্গদেশেরও একটী গৌরবের বিষয় হইবে। আশা করি, কর্তৃপক্ষগণ এই অনুষ্ঠানের উন্নতির উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবনে যত্নবান হইবেন এবং প্রকৃতভাবে এ-বিষয়ে তত্ত্বাবধান করিবেন। এই সংশিক্ষার ক্রমবিকাশ অল্প দিনের মধ্যেই বাস্তবিক আদর্শানুষ্ঠানে পরিণত হইবে।

ছাত্রগণকে নিয়মিতভাবে নৈতিক ও ধর্মশিক্ষা প্রদান এবং ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রেসিডেন্সিয়াল বিদ্যালয়ে পরিণত করাই স্কুলের কর্তৃপক্ষগণের প্রধান উদ্দেশ্য; সেই হেতু এই বিদ্যালয় বর্ত্তমান জগতে একমাত্র অভূতপূর্ব্ব ও একটী অভিনব প্রতিষ্ঠান। সেই হিসাবে এই স্কুলের প্রারম্ভিক সূচনাটী অতি সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং এত অল্প সময়ের মধ্যেই ৪৩জন ছাত্র উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে ছাত্রাবাসে অবস্থান করিতেছে। এই বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ উন্নতি এবং সাফল্য আমি কায়মনোবাক্যে কামনা করি।

(স্বাঃ) পি, সি, মুখার্জ্জী
সেকেণ্ড ইন্‌স্পেক্টর অব্ স্কুল্‌স্
প্রেসিডেন্সী ডিভিসন

(স্বাঃ) কে, সি, সিকদার
ডিষ্ট্রীক্ট্ ইন্‌স্পেক্টর, নদীয়া

১০ম বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২১শে ফাল্গুন শনিবার, ১৩৫৮ ; ৫ই মার্চ্চ, ১৯৫২ | ৩০শ সংখ্যা।

আচার্য্যের
অষ্টপঞ্চাশত্তমাবির্ভাব-তিথিতে

শ্রীব্যাসপূজা

গত ১৩ই ফাল্গুন (১৩৫৮), ২৬শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫২) আচার্য্যবর্য্যের অষ্টপঞ্চাশত্তমাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার গুরুভক্তিপ্রতিষ্ঠান সমূহে—শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীব্যাসদেব—কীর্ত্তনবিগ্রহ আশ্রয়জাতীয় ভগবদবতার। শ্রীগুরুপাদপদ্মেই শ্রীব্যাসের সকল কীর্ত্তন-শোভা প্রস্ফুটিত। শ্রীব্যাসের কীর্ত্তনে যে-সকল অস্ফুট-শোভা রহিয়াছে, তাহাও শ্রীমদ্ রূপানুগবর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যনিজ-জন শ্রীগুরুদেবে পরিস্ফুট। শ্রীগুরু মহিমা-কীর্ত্তনেই শ্রীগৌর-গৌড়ীয় ও গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের মহিমা-মধুরিমা-কীর্ত্তন-পরিপূরিত। সুতরাং বিভিন্ন গুরুভক্তি-কেন্দ্রে নির্ম্মৎসর ভাগবতগণের হৃদয়ানন্দবর্দ্ধক ও সেবা-কুসুমবিকাশক চরিত্র-মহিমা-সংশ্রবণ-সেবামুখেই শ্রীব্যাস-পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান কলিকোলাহল-কলিত কৃষ্ণসেবা-বিরোধপূর্ণ যুগে প্রাকৃত বীর-পূজা, নায়ক-পূজা প্রভৃতি সাময়িকতা-দোষদুষ্ট 'জয়ন্তী' প্রভৃতি অধৈন আর আমাদের কাহারও অধৈন প্রভৃতি প্রদর্শন-পূজক জগতে ব্যাসাসন-বিকৃতি ও ব্যাস-পূজার নামে বীজ ছড়াইতেছে, তাহা প্রতিকারার্থ গুরুচরিত্র-প্রশংসাধারায় কীর্ত্তনরত আজ বহুদিন যাবৎ 'নির্ম্মৎসর ভাগবত পরিব্রাজকাচার্য্য' আখ্যা করিয়াছেন। যাঁহারা নির্ম্মৎসর ও সরিক্ষু হইয়া ঐ সকল গৌরজন-প্রশস্তি শ্রবণ করিবেন, তাঁহাদের হৃদয়ে নিশ্চয়ই অচিরে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব-কথিত সম্ভক্তিপ্রাবর্ত্তী নামকীর্ত্তনধারা উদিত হইয়া গোলোকের আলোক প্রদান করিবেন।

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ৺ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যবাণী

পুনরুদ্বোধনার্থ মহাদেশে এতাবৎকাল অবস্থান করিতেছিলেন। মহাদেশের বিভিন্ন ভাষায় তত্রত্যবাসিগণ আচার্যদেবকে অভিনন্দন-পত্রাদি প্রদান-পূর্বক কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন ফ্রান্সিস্, ডামিল, তেলেগু, মালায়েলাম, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় মহাদেশে; হিন্দি, উর্দু, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় যুক্তপ্রদেশে; উৎকল-ভাষায় উড়িষ্যাপ্রদেশে, আসামী ভাষায় আসামপ্রদেশে এবং বঙ্গভাষায় বঙ্গদেশে বিভিন্ন অভিনন্দন পঠিত হইয়াছে। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সাময়িক পত্র-চতুষ্টয়ে ঐ সকল অভিনন্দনের অনেকগুলি প্রকাশিত হইতে পারিবে। কিন্তু সকল অভিনন্দন সাময়িক পত্রে প্রকাশ সম্ভব নাও হইতে পারে। পূর্ব-গৌড়দেশবাসিগণের জন্য বঙ্গভাষায় মুদ্রিত অভিনন্দনের কয়েকটি মাত্র 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশিত হইল। স্থানের স্বল্পতা-নিবন্ধন সকলের অভিনন্দন-প্রকাশ-সেবার যোগ্যতা বরণ করিতে না পারায় সেবকগণের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আচার্যাত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর প্রার্থনা ও অভিভাষ-মতে মাদ্রাজ হইতে গৌড়ীয়-ভাষায় যে এক অপূর্ব, অবিতীয় অকৈতব, অযোক্ষজ শ্রীচৈতন্য-কীর্তনবিদ্যুৎ-বলবাণী অভিভাষণ প্রেরণ করিয়াছেন—যাহা শ্রীমঠরক্ষক আচার্যাত্রিক প্রভু-কর্তৃক শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে বিরাট্ সভামধ্যে পঠিত হইয়াছিল, তাহাও যথাস্থানে প্রকাশিত হইল। সারগ্রাহী, সহিষ্ণু, সত্যানুশীলনকারী পাঠক এই অভিভাষণের মহামূল্যকত্বমূল্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজার অর্ঘ্য

(মাদ্রাজে প্রেরিত অভিনন্দনের বঙ্গানুবাদ)

প্রভুপাদ! এই পরিদৃশ্যমান্ জগতে আপনার আবির্ভাব-তিথিমহোৎসবে অদ্য আমরা আমাদের আন্তরিক ভক্তার্ঘ্য আপনার শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিতেছি। আমরা বহির্দৃষ্টিতে বহুদূরে অবস্থিত থাকিলেও আমাদের অন্তঃকরণ আপনার শ্রীপাদপদ্মান্তিকে অবস্থিত আছে। আপনি দূর হইতে আমাদিগের আত্মপ্রতিষ্ঠা বর্দ্ধিত করিতেছেন, আমরা সর্বত্র আপনার প্রভাব ও উপস্থিতি সর্বেন্দ্রিয়ে অনুভব করিতেছি এবং আমাদের চিত্ত আপনার শ্রীচরণ-সরোজের মধুর সুধা গভীরভাবে পান করিতেছে।

বহু সেই দিবাকর—যিনি অন্তরায় সুপ্রভাত জগতে আনয়ন করিয়া আমাদের নিত্যারাধ্য ও প্রিয়তম প্রভুকে আমাদের মধ্যে পাইবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।

আপনার নিজ অনুগত ভৃত্যবর্গকে সংশোধন ও ভক্তিত জীবকুলকে উদ্ধার-কল্পে আপনি কৃপাপরবশ হইয়া এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মনুষ্যজাতির নিকট বিহিত সর্বসাধন-মধ্যে ভক্তিই যে শ্রেষ্ঠ ও পরতম সাধন, ইহা আপনি যথার্থই প্রদর্শন করিয়াছেন এবং দুর্বল মানবজাতিকে বঞ্চনার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য জগতে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মের তুলনা-মূলক বিচার তীব্রভাবে প্রদর্শন করিয়া যাবতীয় অপধর্মগুলির প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

আস্তিকবাদের অন্যান্য শৌলিকত্বই আপনার তুলনা-মূলক বিচারের ভিত্তিস্বরূপ হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-প্রচারিত কৃষ্ণসঙ্কীর্তন প্রবর্তন-দ্বারা আপনি ভক্তির বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া রাখিয়াছেন। পরমেশ্বর কৃষ্ণই যে বৈষ্ণব ও জৈব জগতের একমাত্র ভোক্তা এবং কৃষ্ণই যে একমাত্র পুরুষ, ইহা আপনি জগতের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন।

দেহ, মন ও আত্মা—এই ত্রিবিধ ভেদ আপনি পূর্ণ বিশ্লেষণ-দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। দেহ ও মন যে আত্মার নশ্বর স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণদ্বয়, অণুচৈতন্য আত্মা যে বিভুচৈতন্য কৃষ্ণের অণু অংশ এবং কৃষ্ণের নিত্য সেবাই যে আত্মার একমাত্র কার্য্য, এই সব বিষয় আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। অণুত্ব-প্রযুক্ত আত্মা মায়া-দ্বারা অভিভাব

হইতেও একমাত্র ভক্তিধারাই উদ্ধার-সাধনযোগ্য। আপনি শিক্ষা দিয়াছেন যে, কৃষ্ণপ্রেমই জীবের একমাত্র মূলাবস্তু।

শাস্ত্রীয় উপদেশ-সমূহ এতাবৎকাল শুষ্কভাবে আচরিত না হওয়ায় সাধারণে নিরর্থক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে; কিন্তু সেগুলি আজ আপনার জীবনে জলন্তভাবে আচরিত ও প্রচারিত হওয়ায় তাহাদের সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। আপনিই একমাত্র আচার্য্য—তাঁহার অভাব ভারত বহুদিন যাবৎ অনুভব করিয়াছে।

আপনার উপস্থিতিতে আজ শ্রীবিল্বপেশ ধন্য হইয়াছে। যে শ্রাবিড়দেশ দীর্ঘকাল সনাতন শাস্ত্রালোচনার আশ্রয়স্থল, সেই শ্রাবিড় দীর্ঘকালব্যাপী বেদালোচনার সার্থকতা আজ আপনার চিতর দিয়া অনুভব করিবে। সভ্যতার নামে ইন্দ্রিয়সুখান্বেষণে উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপনের বিদেশীয় প্রভাবকে বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হওয়ায় দাক্ষিণাত্যবাসী ধন্যবাদার্হ। প্রাচীন শিক্ষা ও সাধনা, যাহা তাহাদের জীবন ও অনুষ্ঠানকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, সেই শিক্ষা ও সাধনার মূর্ত্তবিগ্রহ আপনাকে লাভ করিয়া দক্ষিণ-ভারত কি আপনার মহিমা উপলব্ধি করিবে না? আচার্য্য-চতুষ্টয়ের আনুগত্যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রভাবে প্রভাবান্বিত দক্ষিণদেশ বর্ত্তমানে আপনার অপ্রাকৃত বাণী গ্রহণ-পূর্ব্বক নিশ্চয়ই অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইয়া তাঁহাদের বহুকালের সাধনা সার্থক করিয়াছেন।

কতিপয় ভূতভোগবাদী অপসম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাবে দাক্ষিণাত্য কিছুকালের জন্য কলুষিত হইয়াছে দর্শন করিয়া আমরা অতিশয় দুঃখানুভব করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনার বর্ত্তমান অবস্থান দক্ষিণদেশবাসীকে পরম পবিত্র করিয়াছে এবং তাঁহারা আপনার চৈতন্যবাণি হৃদয়ঙ্গম করিয়া অপধর্ম্ম ও দৈহিক সনাতন ধর্ম্মের প্রভেদ অবগত হইতে সক্ষম হইয়াছেন।

আপনার পবিত্র সংস্পর্শে সুদূরবর্ত্তী দাক্ষিণাত্যবাসী আমাদের আত্মীয় হইয়াছেন এবং আমরা আশা করি যে, আপনার কৃপা-বলেই অনতিবিলম্বে সমগ্র বিশ্ববাসীকে আমরা ভ্রাতৃরূপে আলিঙ্গন করিতে পারিব। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার শ্রীপাদপদ্মে প্রণিপাত করিতেছি। সৌভাগ্যবান্ দক্ষিণদেশবাসী আজ আপনাকে পূজা করিতেছেন দর্শন করিয়া আমরা আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।

পিতঃ! আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের প্রিয়তম স্বধামগত শ্রীজগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জন প্রভুকে স্মরণ করিতেছি। তিনি গত বৎসর এই মঠে আপনার শ্রীপাদপদ্ম-পূজা করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা অন্তরে পোষণ করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার এই আশা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন। আপনি অন্তর্যামী জনগণের বাসনা-পরিপূরক। শ্রীজগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জনের পবিত্র স্মৃতি-বিজড়িত এই মঠে আপনার শ্রীপাদপদ্মে অর্ঘ্য অর্পণ করিবার তাঁহার আন্তরিক বাসনা আগামী বৎসরে পূর্ণ করিবার দৃঢ় আশা আমরা অন্তরে পোষণ করিতে পারি না কি?

ভবদীয় শ্রীপদাশ্রিত
শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তরশত শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
অষ্টপঞ্চাশত্তম প্রকটোৎসব-উপলক্ষে

আবাহন-প্রীতি-কুসুমাঞ্জলি

মঙ্গল উষা সমাগত পুনঃ কল্যাণ তিথি আজি।
মহাপুরুষের বন্দন-তরে ধরণী উঠেছে সাজি।
শিল্প বিশ্বে উঠেছে বাজিয়া গোলোকের সেবা-বীণ;
কৃপা-সিন্ধুর পুণ্য প্লাবনে বসুমতী শোকহীন।

নিত্য-লক্ষ্মী এনেছে তাহার সুষমার সম্ভার।
অরুণ কিরণ অঞ্জলিপুটে প্রণতি সঁপিছে তা'র।
ওগো বিশ্ববাসি! এস এস সবে, আমরাও যাই ছুটি'
সুর-বন্দিত প্রভু-পাদমূলে পড়িগে আজিকে লুটি'।

চাহি হৈতন্যচরণ, তাহে শরণ তাই নিয়ে চল যাই।
আর কতকাল মায়াবীর পায়ে বিকাইব বল ভাই?
শ্রীচরণে তাঁর নিবার মতন নাই কোন উপায়ন।
দিতে পারি যদি সরল পরাণ, দিতে যদি পারি মন।
সার্থক হবে দুখ জীবন,—অবিনাশী সফলতা।
মর দুষনের মৃত্যু উতরি' লভি চির অমরতা।
আমরা অমর, আমরা উজল, আনন্দ-তনয় প্রাণ
এহি মিথ্যাঘোর, এ কথা কহিতে হৃদয়ে লজ্জা মানি।
মরণেরে বরি মৃত্যুর পুরে মায়া-অন্ধগণ ধায়।
বিষম-দুরাশে, কুহক-নেশায় ধাবিতেছি বার মাস।
ভবজগতের মোহ-পণ্যের হইয়া খরিদার।
মণি-বিনিময়ে কাচ-প্রহেলিকা লভিছ পুরস্কার।
ধারাসুধাহীন মুখর বিশ্ব নানান্ বাজা-ছলে।
মিথ্যা জ্ঞানের উচ্চ আসন কাড়িবারে চাহে বলে।
কত কলরব সৃষ্টি করিয়া কত প্রয়োজন আনে।
শত হাহাকার, দুর্ভিক্ষ, অভাব হৃদয়ে পরশ হানে।
কত পূরবী, গৌরব, দাহনা, বেহাগে ছন্দ উচ্ছসি উঠে।
বিশ্ব-বীণার কোটি ঝঙ্কার ছন্দি-পটে উঠে ফুটে।
কাল-সাগরের প্রবাহ তরল, টানিতেছে নিশিদিন।
অবোধ অধীর আকুল কামনা ধাইছে বন্ধহীন।
বিপথ হইতে সুপথ দেখায়ে নাই হেন কোন জন।
কেহ নাহি বলে, আছে জীবনের হরিসেবা প্রয়োজন।
মাঝে মাঝে শুধু আশার আলেয়া ক্ষণিক আলোক দিয়া।
নিবড় নিবিড় গহন-তিমিরে চকিতে ফেলিছে নিয়া।
কোথা গতি তুমি, শান্তির ধাম, কোথায় মোদের দেশ।
বিদেশে ভাবিয়া নিত্য-আলয় পাইতেছি মোর ক্লেশ।
(তাই) করুণা-সাগর আচার্যপ্রবর করিতে মোদের ত্রাণ।
বঞ্চিত, মৃত, অচেতন ভবে চেতনা করিতে দান।
নবতনু ধরি' এসেছেন আজি তাপিত ধরার মাঝ।
আচরি' প্রচারি' সেবার সাধন শিখাতে সেবার কাজ।
প্রতিটী জীবের নিত্য স্বরূপ করিবারে উদ্বোধন।
শ্রীচৈতন্য-বাণী করুণা করিয়া বিতরিছে সঞ্জীবন।
সিন্ধু হইতে গিরির শিখর, সুদূর মরুর দেশ।
প্রতি দ্বারে দ্বারে শ্রীচৈতন্য-বাণী ধরেছে প্রচার-বেশ।
কহে উচ্চ তানে রবির কাছে স্বরাট্ প্রভুর কথা।
নাই নাই ভয়, ওরে ভাগ্যাতুর! দূরে যাবে সব ব্যথা।
মহত গো-ধন, তুমি কৃষ্ণদাস, স্বরূপে উঠহ জাগি'।
হরিনাম-সুধা করিয়া গ্রহণ লহরে করুণা মাগি'।
কৃপা-সুরধুনী-স্নিগ্ধ-ধারায় জুড়াতে তাপিত প্রাণ।
হে বাঞ্ছিত জন! এ শুভ সুযোগে হও হও আগুয়ান্।
চিরভাস্বর প্রদীপ্ত-প্রভায় তিমির-হরণ সূর্য্য-সম।
উদিত ধরায়, জীব-জগতের দূর করিতে অবিদ্যা-তমঃ।
পতিতপাবন সেই মহাজন অনাথ-তারণ নাম।
আর্ত্তজনের চির-নির্ভর, নিখিল-আশ্রয়-ধাম।
প্রতিটী পরাণ এসগো ছুটিয়া আজি এ' অমল প্রাতে।
আন নিরমল ভকতি-কুসুম বহিয়া তাহারি সাথে।

কৃষ্ণপক্ষমী
৪ গোবিন্দ, গৌরাব্দ, ৪৪।

শ্রীচরণ-কৃপাভিক্ষু
শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রী মদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
অষ্টপঞ্চাশত্তমাবির্ভাব-বাসরে

ভক্তিবিবেক-কুসুমাঞ্জলি

"নিরস্ত সর্ব্বগ্রহমেকীকৃত্য সুদর্শনম্।
প্রকাশিতরহস্যং তং ভজত গুরুমীশ্বরম্।"

প্রভো!) তব পদে সদা প্রণতি আমার।
গৌর-প্রিয়তম গৌড়ীয়া-প্রধান
গৌর-কাম-হেতু তব অবতার।

কৃষ্ণ-সেবা ভুলি' মায়ার বন্ধনে
বদ্ধ হই' ঘুরি এ চৌদ্দ ভুবনে ;
কৃষ্ণ-সেবা দিতে এই অভাজনে
গুরুরূপে তুমি কৃপা-পারাবার।
সব অনুভূতি নাশিতে আমার
তাপ-পুণ্ড্র-নাম-মন্ত্র-যাগ আর ;
একায়ন-পথে এ পঞ্চ-সংস্কার
দিয়াছ দাসেরে আচার্য্য-সবার।
কায়-মনো-বাক্যে শ্রীহরি-সেবনে
স্বরূপ-সন্ধান পায় জীবগণে।
এই লাগি' মোরে ত্রিদণ্ড প্রদানে
শিখাইছ সেবা ভিক্ষুর আচার।
কৃষ্ণ-সেবা ছাড়ি' কৃষ্ণের সেবায়
সেবা-সিদ্ধ নহে—ভ্রান্তিকতা তায়।
সেই সুসিদ্ধান্ত স্থাপিতে ধরায়
ভকতি-সিদ্ধান্ত বাণি হে গৌরায়।
সদা হরি-কথা করিলে শ্রবণ
দুষ্টচিত্ত জীবের হয় ত' শোধন ;
শুদ্ধচিত্ত-বশ নয়নে দর্শন
হয় সুদর্শন—শাস্ত্রবাণী-সার।
সেই সুদর্শন করিতে প্রদান
পতিতপাবন করুণা-নিদান,
জীবের শ্রবণে কৃষ্ণগুণ-গান
করিছ সতত—বিদিত সংসার।
কর্ম্ম-জ্ঞান-পথে ভুক্তি-মুক্তি হয়
নিত্যমুক্ত আত্ম-ধর্ম্ম তাহা নয় ;
কৃষ্ণের চরণে সেবাবৃত্তিময়
জানাইলে জীবে স্বরূপ আত্মার।
বিধি-রাগ-ভেদে ভক্তিপথ-দ্বয়
ঐশ্বর্য্যে-মাধুর্য্যে ভকতাকৃষ্ট রয় ;
মধুর উজ্জ্বল প্রেম শ্রেষ্ঠ হয়
লভে জীব সেবি', পদ গৌড়ীয়ার।
সুদুর্লভা হেন ভক্তি বিলাইতে
কৃপাসুন্দর তুমি অবনীতে,

শ্রীব্যাস-পূজা-বাসর
৪ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৪৫

সু-সিদ্ধান্ত নাশি' সিদ্ধান্ত-অসিতে
গৌর-সেনাপতি প্রভুহে আমার।
গৌর-কৃষ্ণ-ভেদ কভু নাহি হয়,
কৃষ্ণ,—নিত্যগৌর নদীয়া-লীলায় ;
ব্রজে গোরা সদা কৃষ্ণ রসময়
জানাইলে ওহে গৌর-পরিবার।
গৌর-গৌরজনের যে দয় আশ্রয়
রাধা-কৃষ্ণ সেবি', ব্রজবাস পায় ;
নাগরীর ভাবে গৌরাঙ্গ-সেবায়
সিদ্ধান্ত-বিরোধ বলাভাস যায়।
'হরেকৃষ্ণ' নাম করিয়া কীর্ত্তন
হয়া প্রেমে হরি দিলা প্রেমধন।
তুমি গৌর-প্রেমে ওহে গৌরজন
বিলাইছ বিশ্বে গৌর-শিক্ষা-সার।
সদা সাধুসঙ্গ, শ্রীহরি-কীর্ত্তন
ভক্ত-ভগবৎ-লীলা আস্বাদন ;
শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্ত্তি-সেবন,
তীর্থবাস,—পঞ্চ সাধনাঙ্গসার।
সেই ভক্তি-সার বিলাইতে তুমি
প্রকাশিলে ভাগবত-লীলাভূমি ;
স্থাপি' সেবাশ্রম দিবা আর যামি
গৌর-কৃষ্ণ সেবা, দিয়ে উপচার।
আপনি আচরি' করিছ প্রচার
শাস্ত্র-গ্রন্থ-দ্বারে আর পত্রিকার ;
খুলি' ভাগবত প্রদর্শনী-দ্বার
শিখাইলে জীবে পরমার্থ-সার।
ধাম-পরিক্রমা, নাম-সংকীর্ত্তনে
কৃষ্ণ-কামে রত করি' দাসগণে ;
নিরত সতত সেবানন্দ-দানে
ওহে পারচর রক্ষিত রাধার।
"কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন জনে,
গুরুরূপে তাঁ'রে শিখায় আপনে।"
তাই গুরুদেব! তোমার চরণে।
আত্মাঞ্জলি দেয়—ভারতী তোমায়।

শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী প্রভুপাদের অষ্টপঞ্চাশত্তম আবির্ভাব-বাসরে

শ্রীব্যাসপূজা-উপলক্ষে

শ্রীশ্রীআচার্য্য-আরতি

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।

যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্।

পরম-করুণ-মূর্ত্ত মায়াকৃষ্ণাকর্ষি! তুমি অনন্তের নিত্য বিচিত্র-লীলায় ত্রিভঙ্গরূপে জীবগণের সদারাধ্য বস্তুকে প্রকট করিয়াছ। আমি তোমার কায়মনোবাক্যে প্রণাম করি।

অনন্তের উদ্ভাসক, তরঙ্গোল্লীত-মুখরিত হে নীল সাগর! মধুর-চরণচুম্বি তোমার তট-ভূমি একদিন যে অতিমর্ত্য বস্তুর আবির্ভাবে দিব্য গরিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠিয়াছিল, সে-কথা স্মরণ করিয়া তোমার পবিত্র বৈকুণ্ঠ-ভূমিতে চিরদিনই যেন বিলুণ্ঠিত হইতে পারি। শ্রীভগবানের নিত্য-ভজন-লীলা বিগ্রহ-ভূমি শ্রীজগন্নাথ-ক্ষেত্রে আবির্ভূত যে বস্তু যে বিমল ভজনেরই স্বরূপ, তাহা আমরা জানিয়াছি। ভগবৎপার্ষদবর্য্য—ঠাকুর শ্রীভক্তি-বিনোদ প্রেমভক্তির যে পবিত্র-প্রবাহ আবাহন করিয়াছিলেন, হে দিব্য পুরুষবর! নিত্যাকৃষ্ট হইয়াও নিত্যা-ভজনের লীলা প্রদর্শন-করে আপনি তাঁহারই আহ্বানে ভক্ত-সেবা-বিগ্রহরূপে জগতে প্রকটিত।

কৃষ্ণই সেবকের প্রতি সেবার প্রেমকে পূর্ণতা প্রদান করে। তাই রাধা-ভাব-কান্তিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণভক্তি-বিগ্রহরূপে আপনি জগতে যে বিমল ভক্তি বিচ্ছুরিত করিতেছেন, তাহাতে ধন্যা হইয়া ধরিত্রী আজ ভক্তিবিনোদ-শোচায় বিভূষিতা; আর তাই আজ পরম গোপ্যগৌর-লীলা জগতের প্রতি জীব-হৃদয়েই জাগিয়া উঠিয়াছে।

দেব! আপনার পরম উদ্ধারণ-লীলার কথা যেন আমার সর্ব্বক্ষণ স্মরণীয় হয়। মর্ত্যবুদ্ধির নির্ম্মম কবলে পতিত পার নিজের মর্ম্মকথাকে যখন কেবল গোপন করিয়াই বিমুখ-বিমোহনের কার্য্যে অন্তর-বঞ্চনা করিতেছিল, তখন হে নিত্যাশ্রিত পরসিদ্ধান্তস্বরূপ! আপনার দীপ্ত-উজ্জীবিত বাণীধারা—অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিতা হইয়া সেই পাপের একমাত্র তাৎপর্য্য কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-কাকলিতে চতুর্দ্দশ ভুবন পূর্ণ করিয়াছে। মুক্তপ্রপ্রবৃত্তি পাপ আজ তাই মহান্ ধারায় আপনার গৌরাঙ্গাসে উজ্জীবিত। হে অভিধেয়মূর্ত্তে! আপনাকে প্রণাম করি।

পরমহংস-পূজ্য কৃষ্ণসেবা-বিগ্রহরূপে জ্ঞান ও কর্ম্মের দুর্ভেদ্যযুগে যিনি জগতে যুক্তবৈরাগ্যের পূর্ণতম আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন এবং একমাত্র শ্রীরাধা-মাধবের ঐকান্তিক-সেবাকেই যিনি পরিশুদ্ধ আত্মধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিতেছেন, সেই পূর্ণতম সদ্বস্তুজ্ঞান-দাতা আচার্য্যদেবের দিব্যগৌরমূর্ত্তি আমার হৃদয়াকাশে আজ আবির্ভূত হউক। যাঁহার দিব্যগরিমাচ্ছটায় উদ্ভাসিত-অন্তর সেবকত্বরূপ কনক-কামিনীর শত কাম-কলা প্রতিহত করিয়া কত না বিচিত্র সেবা-সৌকর্য্য প্রতি-নিয়তই প্রকাশ করিতেছেন এবং সেবা-মুগ্ধ-চিত্ত নিজ পরিকরগণের অন্তরে যিনি নিত্য নবনবায়মান আনন্দচিদ্ঘন সেবোর সেবক-বিগ্রহরূপে নিত্য বর্ত্তমান, সেই সদভিধেয়-প্রয়োজন-প্রদাতা অভিন্ন গৌরকান্তি আমাকে লক্ষিত করুন।

জ্ঞান, যোগ, তপস্যা, বর্ণাশ্রমাচার প্রভৃতি একদিন যাঁহাকে পাইয়া নিজ-নিজ ক্ষুদ্রত্বকে বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক আত্মধর্ম্মের আত্মগত্য-গৌরবে উন্নত হইয়াছিল, সেই পরিপূর্ণ প্রেমদাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের যুক্তবৈরাগ্যের প্রকৃত শিক্ষা জীবের হৃদয় হইতে মুছিয়া গিয়াছিল; কিন্তু হে মহানাবধূত! জগদ্গুরুরূপে কতপ্রকারেই না আপনি আজ জগতের জীবকে আহ্বান করিতেছেন। এ যুগে আপনার এই গূঢ় করুণা-বিস্তার-অপোপলব্ধিই ভজন-কৌশল-লাভের একমাত্র পন্থা।

আপনার নিজ-জন ব্যতীত শুদ্ধ ভগবৎসেবারূপ পূর্ণ আত্মধর্ম্মের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার শক্তি কাহারও থাকিতে পারে না। কিন্তু তাহা হইলে অন্যান্য জীবের আত্মবঞ্চনার হাত হইতে উদ্ধার-লাভের উপায় কি? হে কৌশলি! তাই আপনি ক্রমোন্নতি-পর্য্যায়ে তুলনামূলক ধর্ম্মালোচনার কত না নিপুণতা প্রকাশ-পূর্ব্বক সাধত-সম্প্রদায়বর্গের বৈভব-বিচারে লব্ধকৃপজনগণকে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং শত শত বিদ্যাকেন্দ্র বিস্তার-পূর্ব্বক নিজে শুদ্ধ বাণীবিগ্রহ হইয়াও বিনোদানন্দ-সেবায় ব্যস্ত।

হে মহান্ পুরুষ! জীব-সমাজ নানাবিধ পর্য্যায় ও অবস্থার মধ্য দিয়া আপনাকে কতরূপেই না প্রাপ্ত হইতেছে। শুদ্ধব্রহ্মণ্যধর্ম্মের রক্ষকরূপে আপনি পরব্রহ্মকেই একমাত্র বিষয়রূপে স্বীকার করিয়াছেন এবং এইরূপে অন্যাভিলাষিতার হীন দাসত্বরূপ শূদ্রত্ব হইতে জীবকে রক্ষা করিতেছেন। আপনার বৈরিকবসন-ভাস্বর সন্ন্যাসমূর্ত্তি মানবগণকে পার্থিব পাপ-পুণ্যের পিচ্ছিল পন্থা হইতে সংরক্ষণ করুক। আপনাকে প্রণাম করি।

প্রতিফলিত বৈকুণ্ঠতত্ত্বের বিকৃত প্রতিবিম্ব-দর্শনের আধিক্যে উন্মেষিত চেতন জীব জাগতিক বৈচিত্র্যবিলাসে বিমুগ্ধ। ক্ষুদ্র পার্থিব অস্তিত্বের ক্ষণিক দর্পে তাহারা কখনও ভোগ করিতে বা তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ত্যাগ-দর্পের দ্বারা চালিত হইতেছে। তাহারা বলিতে চাহে, তাহারা তাহাদের সমাজ, তাহাদের রাজনীতি, এমন কি তাহাদের দৈনন্দিন সুখ-সুবিধার মধ্য দিয়াই তাহাদের কল্পিত সত্যবস্তুকে স্বীকার করিয়া লইবে। এ যে ব্যাধি বিনা আহ্বানে স্বীকার, তাহা তাহারা বুঝিতেছে না। হে জনমঙ্গলবর! আপনি তাহাদিগকেও বঞ্চিত করেন নাই। দেশে-দেশে নিরুপম শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বগিরিধারী-বিগ্রহ প্রকট করিয়া আপনার অনন্ত ঔদার্য্যে নিজ-ভক্তগণকে আকর্ষণ করিতেছেন।

হে বেদান্তবেদ্যশ্রেষ্ঠ! আপনি আজ ভগবদ্বাণী-রক্ষাকল্পে প্রতি জীবগৃহে কীর্ত্তন-পসরা লইয়া বিচরণ করিতেছেন। দ্রাবিড়ভূমি আপনার পরম আদরের স্থান—তদ্দেশবাসীরা চিরদিন অতি আদরের সহিত ভক্তিশাস্ত্রের সেবা করিয়াছেন। হে শাস্ত্রযোনি-সমাশ্লিষ্ট! তাঁহারই ফলে আজ আপনাকে পাইয়া তাঁহারা সার্থক-কল্প। দূর দ্রাবিড়-পীঠে বিরাজিত আপনার হরিকীর্ত্তন-মুখর মূর্ত্তিকে আমি বার বার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি। হে সুজন! হে পরমোদার! হে আচার্য্যপ্রবর! আপনি আমার অন্তরের আহুতি গ্রহণ করুন।

কৃষ্ণাপঞ্চমী
১৩ই ফাল্গুন, ১৩৩৮ সাল
৪ গোবিন্দ, ৪৪৪ গৌরাব্দ

ভবদীয় শ্রীপদাশ্রিত
শ্রীষড়ভুজজন দাসাধিকারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তরশত শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের
অষ্টপঞ্চাশত্তমাবির্ভাবমহোৎসবে শ্রীব্যাসপূজাবাসরে
ভক্ত্যর্ঘ্য

(১)

মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথিকে ধন্য করিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভ-রসোদ্দীপন-ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে প্রাপঞ্চিক কাল-গণনায় অষ্টপঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে যিনি স্বীয় আবির্ভাব-লীলা বিস্তার করিয়াছিলেন, অদ্য জগতের ভাগ্যে সেই পরম পবিত্র তিথি তাঁহারই আবির্ভাব-স্মৃতি বক্ষে ধারণ-পূর্ব্বক মানুষ সেবা-বিমুখের সেবাবৃত্তি উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য কৃপা-পূর্ব্বক আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, আমি

সেই সর্ব্বাতত্তর নিত্যারাধ্য শ্রীবিগ্রহকে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

(২)

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত বিশুদ্ধ জীবাত্মার নিত্যধর্ম্ম কালবশে "আউল-বাউল" প্রভৃতি সহজিয়া সম্প্রদায় কর্ত্তৃক বিপর্য্যস্ত হইয়াছে দেখিয়া যিনি সেই সনাতন ধর্ম্মের বাস্তবস্বরূপ, ভ্রান্ত জীবগণকে জানাইবার জন্য কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ভগবদ্রূপে বৈকুণ্ঠজগৎ হইতে কৃপা-পূর্ব্বক প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই পরমহংসকুলমুকুটমণি ভগবদ্ভক্ত ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীপাদপদ্মে আমার নিত্যকাল আশ্রয় প্রদান করুন।

(৩)

যিনি—স্বীয় অনন্যোদ্ভ ঔদার্য্যগুণে মাদৃশ নরপশুকেও হরিবিমুখতারূপ পাষণ্ডতার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিরন্তর বৈকুণ্ঠবাণী-কীর্ত্তনে কখনই ক্লান্তি বোধ করেন নাই, অধিকন্তু আমার পাষণ্ডতার মাত্রাধিক্য-দর্শনে আমি হরি-কথা শ্রবণে শ্রান্ত হইয়াছি কি না, বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এতাদৃশ করুণাদৈন্য-করুণার নিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ গৌরপ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীগুরুবরের অভয়প্রদায়ী শ্রীচরণ-রেণু নিত্যকাল আমার মস্তকের ভূষণরূপে সগৌরবে বিরাজ করুন।

(৪)

যিনি—কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞানরূপ দুষ্কৃতানুষ্ঠান আপেক্ষিক বা নৈমিত্তিকধর্ম্মে কায়া-বিশিষ্ট এবং "গৌরনাগরী-বাদ", "সহীভেকবাদ", "জাতিগোস্বামিবাদ", "কৃত্রিম ভাবুকতাবাদ" প্রভৃতি প্রাকৃতসাহজিক দুষ্টমতবাদে নিমজ্জিত আমাকে কৃপা-পূর্ব্বক উপাকর্ষণ করিয়া গৌর-সুন্দরের প্রচারিত নিরন্তকুহক বাস্তব সত্যধর্ম্মের পার্থক্য প্রদর্শন করাইয়া স্বীয় পাদপদ্মে আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন, সেই নিখিল জীবের নিত্যারাধ্য পরমহংস-লীলাভিনয়কারী যুগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীগৌর-অন্তর-শ্রীপাদপদ্ম যেন আমি জন্ম জন্মান্তরে আশ্রয়-রূপে লাভ করিতে পারি—এই প্রার্থনা।

(৫)

যিনি—বৌদ্ধগুরু-কল্পিত 'শূন্যবাদ', মায়াবাদি-কল্পিত 'বিবর্ত্তবাদ', 'আভাসবাদ', 'প্রতিবিম্ববাদ' প্রভৃতি যাবতীয় পাষণ্ড মতবাদ এবং 'শৈবাবিশিষ্টাদ্বৈতবাদ', কাপালুক, ঔড়ু, দ্রমিড়, বোধায়ন প্রভৃতি আচার্য্যগণের প্রচারিত বেদান্তদর্শনের আংশিক বিচার ও শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যের 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ', শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদের 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ', শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্যের 'দ্বৈতবাদ' ও শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের 'ভিন্নাভিন্নাদ্বৈতবাদে'র অসম্পূর্ণতা তুলনামূলক-বিচারে প্রদর্শন করাইয়া, শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত বেদান্তদর্শনের অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত-কথিত 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ'রূপ বিশুদ্ধ পূর্ণতম বেদান্ত-সিদ্ধান্ত শ্রীচরিতামৃতের 'অমৃতভাণ্ডে' সুষ্ঠুরূপে স্থাপন-পূর্ব্বক সদভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্বের স্বরূপ, মাদৃশ শাস্ত্রজ্ঞানহীন মূঢ় ব্যক্তিকেও জানাইয়াছেন, সেই বেদান্ত-সিদ্ধান্তের মূর্ত্ত-বিগ্রহ ভক্তি-ব্যাসগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের শ্রীশ্রীপাদপদ্ম আমার হৃদয়-সিংহাসনে নিত্যারাধ্যরূপে নিত্যকাল বিরাজ করুন।

(৬)

পতিতপাবন প্রভো! অদ্যকার পবিত্র শুভবাসরে আপনার কত শত সুযোগ্য সেবক নানাবিধ উপায়ন সংগ্রহ-পূর্ব্বক আপনার নিত্যসেব্য শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি-প্রদানের জন্য সেবোদ্দীপ্ত পূতচিত্তে মিলিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সেবা সম্ভারের সুষমা মাদৃশ সেবা-বিবেকহীন নরপশুকেও কিয়ৎকালের জন্য ভোগাগার হইতে আকর্ষণ-পূর্ব্বক আপনার শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি-দানের সুযোগ প্রদান করিলেও তাঁহাদের সুললিত সেবোপকরণ-দর্শনে মুগ্ধ এবং নিজের সেবার অযোগ্যতা উপলব্ধি করিয়া ম্রিয়মাণ হইয়াছি। এই অকিঞ্চিৎকর উপায়ন সেবায় যোগ্য কি না জানি না, তবে আপনার পরমোদার চরিত্রবিশিষ্ট সেবকগণ যদি কৃপা-পূর্ব্বক এই অকিঞ্চিৎ 'তৃণার্ঘ্য' তাঁহাদের ঔদার্য্যগুণে আপনার শ্রীপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন, তবেই আজ গুরু-পূজা-বাসরে নিজেকে ধন্যাতিধন্য জ্ঞান করিব।

ভবদীয় নিতান্ত অযোগ্য সেবকাভাস

শ্রীঅতীন্দ্রিয় দাসাধিকারী

(বেদান্তবাচস্পতি)

১৩৫৮ সাল, ১০ই ফাল্গুন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী

প্রভুপাদের অষ্টপঞ্চাশত্তম আবির্ভাব-বাসরে

শ্রীব্যাসপূজা-উপলক্ষে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোকত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বম্।

প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।

জয় জয় প্রভুপাদ কৃষ্ণ-প্রিয়তম।
কৃষ্ণ-বিতরিতে বিশ্বে যাঁ'র আগমন।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণধাম আর কৃষ্ণকাম-
সেবা শিখাইতে যিনি আচার্য্য প্রধান।
হেন সে প্রভুর গুণ বর্ণিব কেমনে।
চিত্ত যাঁ'র মগ্ন সদা বিষয়-চিন্তনে।
তবে যদি প্রভু-কৃপা পাই কোন মতে।
তাঁ'র গুণ বর্ণি সুখে আপনা-শোধিতে।
ওহে প্রভো, দয়াময় জগৎ-শরণ।
অধমে করহ কৃপা অধমতারণ।
পতিত-পাবন-হেতু তব অবতার।
এই লীলা দেখি প্রভো কৃপায় তোমার।
জীব নিত্যকৃষ্ণদাস ভুলিয়া মায়ায়।
কৃষ্ণসেবা ছাড়ি' নিজ-ভোগে রত হয়।
ত্রিগুণ-অতীত আত্মা ; ত্রিগুণ-অধীন।
মনে করে মনোবশে কিন্তু কৃষ্ণাধীন।
মায়ারাজ্যে মায়াকার্য্য করিয়া বরণ।
নানা তাপে তপ্ত সদা না পায় শরণ।
শোক-মোহ-ভয়-বশে অবশ হইয়া।
অন্ধকার-ধামে চলে আপনা ভুলিয়া।
হেন ভ্রান্তজন-ভ্রান্তি করিয়া বিনাশ।
কৃপা করি' কেশে ধরি' লহ নিজ-পাশ।
নিরন্তর কৃষ্ণ-কথা করিয়া কীর্ত্তন।
বিষয়-নিমগ্ন-চিত্ত করিছ শোধন।
জড়-কাম নাশি' জীবের বন্ধন-সন্ধানে।
কৃষ্ণকামে কর রত নিজ-আচরণে।
কৃষ্ণ-কার্য্য-লীলাস্থলী করিয়া প্রকাশ।
গ্রামবাস ছাড়াইয়া দেহ ধামে বাস।
মায়া-সেবা ছাড়াইয়া কৃষ্ণসেবা তরে।
করিছ নিযুক্ত সবে কৃষ্ণের সংসারে।
গৃহে ভোক্তা সাজি' জীব গ্রাম্যসুখে রত।
তব শিক্ষা যাহে সবে ছাড়ে গৃহ-ব্রত।
কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণসেবা, নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নিরন্তর কর সবে—তোমার বচন।
গৃহ-গৃহ হইতে জীবে উদ্ধার-কারণে।
কত ভাবে কর কৃপা বলিব কেমনে।
প্রতিগৃহে, প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহেতে।
প্রতিপক্ষে, প্রতিমাসে, পর-পত্রিকাতে।
পরাৎপর কৃষ্ণ-কথা বিবিধ ভাষাতে।
পাঠাইছ উদ্ধারিতে জীবে ভোগ হৈতে।
পুনঃ বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবা মহোৎসবে।
ডাকিয়া আনিয়া দুরন্বিত জীব-সবে।
জীব-প্রভু-নাম গুণ শ্রবণ-কীর্ত্তনে।
অপূর্ব্ব সুযোগ দাও—কে না তাহা জানে ?
সেবার সদন মঠ-মন্দির স্থাপিয়া।
গৌর-কৃষ্ণ-সেবা শিখাও আপনে সেবিয়া।
ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী, আর ব্রহ্মচারিগণে।
নিজশক্তি সঞ্চারিয়া গৌরশিক্ষাদানে।
গৌরবাণী প্রচারিতে পাঠাও সকলে।
"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ" যা'রে দেখে বলে।
পর-বিদ্যাপীঠ স্থাপি' পরা সরস্বতী।
জীবেরে শিখাও—"কৃষ্ণ, সর্ব্বজীব-পতি।"
ভু-সিদ্ধান্ত-নাশি' শুদ্ধ ভকতি-সিদ্ধান্ত।
স্থাপিছ ভূতলে যাহে দূরে যায় ধ্বান্ত॥
শ্রীচৈতন্যবাণী তুমি কৃপানুপবর।
গৌরকামহেতু বিশ্বে তব অবতার॥

তব আবির্ভাব দিনে তব ধামস্থলে ।
কত ভাবে সেবে তোমা নিজভাব-সনে ।
সেবাহীন, ভাবহীন এ অধম জন ।
কেমনে পূজিবে প্রভো, তোমার চরণ ।
গঙ্গাকূলে বসি' গঙ্গা পূজি' গঙ্গা-জলে ।
গঙ্গা-কৃপা লভে জীব গঙ্গা কৃপাবলে ।
সেইরূপ কুরুক্ষেত্রে তব ভক্ত সনে
তব কৃপা পাই প্রভো, তব গুণ গানে
তব দয়া-বলে কৃষ্ণ-কৃপা লাভ করি' ।
কৃষ্ণকৃপাদাস সদা সেবিবে শ্রীহরি ॥

শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৭
১৩ই ফাল্গুন, ১৩৭৮

বাখরাবাদ—মেদিনীপুর

ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অষ্টপঞ্চাশত্তম প্রকটোৎসব-উপলক্ষে

ভক্তিগীতি-কুসুমাঞ্জলি

যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি ।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

অনাদিকাল হ'তে ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ।
করিতেছি ঘুরা-ফিরা নানা দেহ ধরে' ॥
কভু দুঃখ, কভু সুখ, জল-স্থল কভু ।
মানব, দানব হ'য়ে নাহি ভুলি প্রভু ॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু দুঃখী, দীন ।
এই ভাবে সুখ-আশে বঞ্চি চিরদিন ॥
কভু হাসি, কভু কাঁদি, বৃথা দিন যায় ।
অসময়ে সেবকালে করি হায় হায় ॥
তবু ত' বুঝিনা মোরা আপনার হিত ।
হিত-লাগি' যাহা করি, সব বিপরীত ॥
এ হেন সময়ে প্রভো ! তুমি দয়া করি' ।
বিতরিলে কৃপা, দোষ-গুণ না বিচারি' ॥
সকল দোষের খনি মোরা অভাজন ।
ব্রহ্মাণ্ডে কেবল তুমি পতিতপাবন ॥
বিনা তুমি কেবা হেন দয়ার ঠাকুর ।
পতিত জনেরে যাচে করুণা প্রচুর ॥
এত পরিহারে তবু না ফিরাই মুখ ।
কেশে ধরে টেনে' তু'লে করিছ উন্মুখ ॥
প্রতিজ্ঞা করেছ শুনিয়াছি বহু বার ।
যারে কৃপা কর, তারে না ছাড়িবা আর ॥
সেইত ভরসা, আর অন্য বল নাই ।
যে-সে স্থানে জন্মি মরি, (যেন) তুয়া পদ পাই ॥
আনমুদ্র হিমাচলে তব গুণ-গানে ।
মুগ্ধ হই' আপনাকে কত ধন্য মানে ॥
তা' শুনে' সজ্জন-প্রাণে আনন্দ না ধরে ।
পাষণ্ডী দুর্জ্জন সব হিংসিয়া মরে ॥
গৌরাঙ্গ-মধুরলীলা না করি' শ্রবণ ।
বিষয়-বিষের গর্ত্তে হয় নিমগন ॥
আত্ম-পরাধীন হ'য়ে কঠিন জগৎ ।
আত্ম-পরহিত-বাণী কভু না শুনয় ॥
এ হেন বঞ্চিত-জনে তুমি কৃপা করি' ।
শিখাইছ নাম-সুধা আপনি আচরি' ॥
দেশে-দেশে ভক্তাবাস করিয়া স্থাপন ।
সঙ্গদোষ হ'তে জীবে করিছ মোচন ॥
আচার-প্রচার দুই হয় এককালে ।
ইহার তুলনা বিশ্বে কভু নাহি মিলে ॥
সাধন-ভজন-হীন অনর্থ-পীড়িত ।
মোদের লাগিয়া তুমি ঝুরিছ নিয়ত ॥
কবে হেন কৃপাকণ্ঠলেতে পাকিয়া ।
জুড়া'ব তাপিত হিয়া আশ্রয় লইয়া ॥
হেমন সুকৃতি খুঁজে' নাহি পাই আর ।
তোমার সেবক-সেবা পাব অধিকার ॥

দীন কাঙ্গাল
শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবকসমিতির
অধম সেবকবৃন্দ

দেওয়ানগঞ্জ (কুচবিহার)
৪র্থা গোবিন্দ, চৈতন্যাব্দ ৪৪৫

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামী প্রভুপাদের অষ্টপঞ্চাশত্তম আবির্ভাব-বাসরে

ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি

[১]

দয়াময় দেব !

আজি শুভদিন, মোরা দীন-হীন,
পূজিতে বাসনা ও' রাঙ্গা-চরণ।
কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ, তুচ্ছি নানা সুখ,
মগ্ন গুরু-সুখে চিত্ত অনুক্ষণ॥

[২]

প্রেম-পুষ্প আর ভকতি-চন্দন,
কোথা পাব মোরা অতি অকিঞ্চন,
নিঃস্ব দীনহীন অতি অকিঞ্চন,
ভরসা অভয় বাণী।

অচিন্ত্য প্রভু দীনের ঠাকুর,
জীবের দুর্গতি হেরিয়া প্রচুর,
বিলাইলা বিশ্বে আনন্দ মধুর,
শুদ্ধা ভকতি দানি'॥

[৩]

অদ্বৈতত্ব বাণী করিতে প্রচার,
গৌর-প্রিয়-ভূমে তব অবতার,
কত অভাজনে করিলে উদ্ধার,
অযাচিত প্রেমদানে।
কু-সিদ্ধান্ত যত খণ্ডন করিয়া,
পাপী-তাপী জনে নাম বিতরিয়া,
আনন্দে বিভোর রেখেছ করিয়া,
তব প্রিয়-নাম-গানে॥

[৪]

অনন্ত, অসীম, তোমার মহিমা,
কি সাধ্য জীবের দিতে তার সীমা,
তুমি না মুছালে হৃদয়-কালিমা,
পাপ-কলুষ নাশি'।
স্থানে স্থানে করি' শ্রীমঠ-স্থাপন,
দেশে দেশে করি' নাম-সংকীর্ত্তন,
দ্বারে দ্বারে গিয়ে করিছ বণ্টন,
বৈকুণ্ঠের সুধারাশি॥

[৫]

স্বভাব-সুলভ-চঞ্চল বলি'
কত পুরজন যায় পথে দলি'
তুমি সে সবারে একপাশে ঠেলি'
রাখিলে চরণে তরি।
অবিদ্যার মোহ করিতে হরণ,
পরবিদ্যাপীঠ করিলে স্থাপন,
জীবের কল্যাণ করিছ সাধন,
কত না যতন করি'॥

[৬]

জীবন-দেবতা !
তব পূণ্য তপোবনে, ভুলি কুসঙ্গ সঘনে,
তোমারেই করিতে অর্চ্চন।
তোমার ললিত ছন্দে, তোমার পদারবিন্দে,
চিত্ত চাহে করিতে বন্দন॥
আজি এই শুভদিনে, শুভ ভকতি-প্রসূনে,
অর্ঘ্য সাজো'য়ে এনেছি যতনে,—
কৃপা করি' প্রভো ! করহে গ্রহণ॥

শ্রীধাম-মায়াপুর
১৩ই ফাল্গুন, ১৩৩৮ সাল।
৪৪৫ গৌরাব্দ

ভবদীয় শ্রীচরণ-কৃপাকণ-ভিক্ষু
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের
ছাত্রবৃন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অষ্টপঞ্চাশৎআবির্ভাব তিথিত

তেওঁর চরণকমলত

ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি

দয়াময় প্রভো !

আমি নীচেই হীনমতি অতি দীন। আপুনি আমাক পতিত দেখি কৃষ্ণসেবা করিবলৈ অপূর্ব্ব সুযোগ দিলেও, আমি এতিয়ালৈকেও সেই সুযোগ গ্রহণ করা নাই। আমি এতিয়ালৈকেও আপুনার হব পৰা নাই। ভক্তিহীন অৰ্চ্চি আপুনাক নিচিনো। আপুনার শুদ্ধ মহিমা আমার ভক্তিহীন চিত্তত অৰূপে প্রতিভাত হবৰ সম্ভাবনা নাই। আপুনার সম্বন্ধে আমি কি জানো? আপুনি তাতৈকে মহান্। চৈতন্যবাণীতেই জগতৰ শ্রেষ্ঠ বাণী। তেওঁৰ বাণীতেই জগতৰ অশেষ কল্যাণৰ কথা নিহিত আছে। আপুনি সেই বাণীৰ মূর্ত্তবিগ্রহ। আপুনার কৃপাবিনা আপুনাক প্রকাশ করা দুর্ব্বল মানবৰ ক্ষমতাতীত। আজি এই ব্যাসপূজাৰ দিন, আমি আপুনাৰ সেই অনন্যনিষ্ঠাভিমানীয়ে আপুনাৰ নিত্যাশ্রিতগৃহীত পার্ষদসকলৰ আনুগত্যত এই কেবা ভক্তিপুষ্পাঞ্জলী আছিবলৈ আগ বাঢ়িছো। 'কেবকেইটাৰ বাহুলাতেই আধাৰ'। আপুনি যিন নকৰি, ইয়াকেই গ্রহণ কৰি আপুনাৰ দয়াল নামৰ সার্থকতা উপলব্ধি কৰিবলৈ যেন আমাক অবসৰ দিয়ে। আৰু আশীর্ব্বাদ কৰে যেন আমি জনমে জনমে আপুনাৰ দাসানুদাস হৈ কৃষ্ণকথা শ্রবণকীর্ত্তন কৰিব পাৰো, নিবেদনমিতি।

গোহালপাড়া
১৩ ফাল্গুন,
৫৯। গৌৰাব্দ।

অযোগ্য দাসানুদাস
গোহালপাড়া প্রপন্নাশ্রমৰ
নিঃকিন সেৱকবৃন্দ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অষ্টপঞ্চাশত্তমাবির্ভাবতিথিতে

শ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দের

প্রণিপাত-পুষ্পাঞ্জলি

পরমারাধ্য প্রভুপাদ, দয়াধামে জন্মবারে যাকাশিত আপনার অষ্টপঞ্চাশৎ কৃপাবির্ভাব-তিথি কৃষ্ণচৈতন্য-করুণার কত নব নব অকৃত্রিম স্পর্শমণির সম্পুট লইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, কিন্তু আমরা আপনার পাদপদ্মে অকপটে প্রণিপাত-পুষ্পাঞ্জলি-দ্বারা আপনার সেই সকল অহৈতুকী অন্বেষোদয়-দয়ার অবধি বরণ করিয়াছি কি? প্রভো! আপনার আবির্ভাব-তিথির প্রথম মঙ্গলাচরণ-মন্ত্র আমাদের অকপট প্রণিপাতের প্রতিবন্ধকরাজি অপসারিত করুন।

হে শ্রীচৈতন্যপ্রকাশবিগ্রহ! ব্যবহারিকতা, কৃত্রিমতা, মৌখিকতা, কপটতা প্রভৃতি অনর্থসকলকে যেন আপনার পূজার উপায়ন বলিয়া মন্ত্রিত না করি। প্রতি বৎসর কিছু কাগজ ছাপান দরকার, দুই চারিটী 'পদ' লেখা আবশ্যক—এইরূপ একটা ব্যবহারিকতার অচেতনতা কিম্বা আত্মম্ভরিতা দেখাইবার কামনা-মূলে আপনার পূজা-দিনের আবরণে নিজেরই পূজা-প্রাপ্তির প্রচ্ছন্ন পিপাসা যেন আমাদের স্বরূপের বৃত্তিকে আবৃত না করে। পূজার

অকপট প্রাণ, আত্মনিবেদনের অমল আত্মা, প্রণিপাতের শ্রবণাদ্যুপাদিত সর্ব্বাঙ্গ আপনার পূজার দ্বিতীয় মঙ্গলাচরণ-মন্ত্রে সমর্পিত হউক্।

হে শ্রৌতকুলমুকুট-মৌলি! আপনার শ্রীমুখনিঃসৃত-বিগলিত শ্রৌতবাণীর অকপট উৎকর্ণ শ্রবণ ও তদনুকীর্ত্তন ব্যতীত শ্রীব্যাসপূজার অন্য প্রণালী বা কপটতার কামনা যেন আমাদের হৃদয় অধিকার না করে। আপনার শ্রীমুখ-নিঃসৃত প্রতি-চেতনশব্দাবতার আমাদের সেবনোন্মুক্ত কর্ণ-সিংহাসনে স্বাধীনভাবে বিস্তার করিয়া যেন আমাদের প্রতি অঙ্গকে শ্রবণ-দীক্ষায় দীক্ষিত করে—শ্রবণ-দীক্ষা যেন কীর্ত্তনানুদীক্ষার জন্য কোটি কোটি সেবোন্মুখ জিহ্বা আকাঙ্ক্ষা করে—আর সেই আকাঙ্ক্ষা যেন প্রতিক্ষণে চেতন নবনবায়মান অনর্গল প্রগতির প্রবাহ আবিষ্কার করে। আপনার শ্রীমুখগাথার প্রতি শব্দের অনুকীর্ত্তন যেন আমাদের চরিত্রের প্রতি-আদর্শকে আপনার পাদপদ্মের আদর্শ কিঙ্কর বলিয়া পরিচয় দিবার ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিতে পারে। শ্রীব্যাসপূজার তৃতীয় মঙ্গলাচরণ-মন্ত্র সেই দীক্ষা বিস্তার করুন্।

হে আদর্শ-শিরোমণি লোকাচার্য্য! আমরা আপনার শিক্ষানুসরণের অভিনয় করিলেও স্ব-স্ব অযোগ্যতা-ফলে কয়েক বৎসর যাবৎ শ্রীব্যাসপূজার ফাঁকা চেষ্টা দেখাইতেছি। আপনার অভিনন্দ্য অর্পিত প্রশস্তির আংশিক তটদেশ-মাত্র স্পর্শ করিয়া আপনার জীবোদ্ধারণ-লীলা-বৈচিত্র্যের কাহিনীও আবৃত্তি করিয়া আসিতেছি। কিন্তু ঐরূপ আনুষ্ঠানিক-চেষ্টা যেন আমাদিগকে আপনার মনোঽভীষ্টের যন্ত্ররূপে স্থাপন করিবার পরিবর্ত্তে স্বতন্ত্র রাখিবার কৌশল ও কপটতার জন্ম না দেয়। আমরা তখনই আপনার প্রকৃত প্রশস্তি কীর্ত্তন করিয়া থাকি, যখন

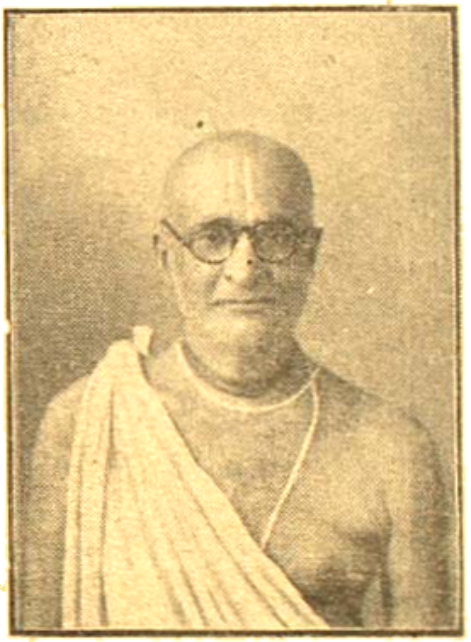

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

আমাদের সমগ্র চরিত্র সেবা-চেতন-সৌন্দর্য্য-বিকাশিনী বৃত্তিতে আপনার অকপট আদর্শানুশীলন করে। সে-দিনই নিষ্কপটে বলি, আপনি ভক্তিসিদ্ধান্তের মঠ-মন্দির স্থাপন করিয়া মূহুর্ত্ত কল্যাণকে স্বয়ং ও আমাদের নিকট পরম সুলভ করিয়া দিয়াছেন—যে-দিন আমাদের সমগ্র চরিত্র শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর মহামনোঽভীষ্টবেদী শ্রীচৈতন্যমঠ-রূপে সুদর্শনালোকের পতাকা মস্তকে বহন করিয়া আপনার লোচনানন্দ, কর্ণানন্দ ও হৃদয়ানন্দ বর্দ্ধন করে—সেদিন

আমাদের আচরণই আপনার কৃপায় আমাদিগকে ও জগৎকে বুঝাইয়া দিতে পারে যে-দিন আমার আচরণ সরলানুশীলনের আমাদের আচরণই জানাইয়া দিতে পারে যে শ্রীগুরুর প্রত্যেক উপকরণ আমাদিগকে শ্রীচৈতন্যসরস্বতী প্রভু কথাইতেছেন—প্রত্যেকটি ইঙ্গিত, প্রত্যেকটি প্রস্তর শ্রীচৈতন্যবাণী প্রবণ করাইয়া প্রবণ-মুখে তাঁহার স্বরূপ দর্শন করাইতেছেন। সে-দিনই আমরা প্রকৃত বলিতে পারি, আপনি শ্রীচৈতন্য-বাক্য সংস্থাপন করিয়া অচেতন বিশ্বকে শ্রীচৈতন্য-সুপ্রাণিত করিয়াছেন—যে-দিন আমরা আপনার নিকট অকপট নিবেদাত্মা হইয়া আপনার শ্রীগুরুপাদপদ্ম, অনাত্মাদ, গুরুমাত্র পুষ্পকণে আপনার শ্রীগুরু প্রাপ্তি শ্রীচৈতন্যপাদপীঠে সেবা-প্রগতিমূলে যাচ্ঞাটুকি প্রদান করিতে পারি। সে-দিনই প্রকৃতভাবে বলিতে পারি যে, আপনি গুরুত্বাভাস প্রকাশ করিয়া দুঃসঙ্গ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন—যে-দিন আমাদের আচরণ আশেষ কার্পণ্যের বিপৎপাতের বিভীষিকাও দুঃসঙ্গ বর্জন করে, কিংবা যখন আমরা গুরুত্বাভাসে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সমীপে যাবের অভিনয়েও অন্তাভিলাষের আবরণ দ্বারা সৎসঙ্গের পারমার্থিকত্ব ও প্রয়োজনের মধ্যে আত্মকৃত দুঃসঙ্গের অন্তর্কুটীর সৃষ্টি না করে, সেইদিনই প্রকৃত বলি, আপনি ইন্দ্রিয়-বিকৃতি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গ্রামসেবা ও ছাড়-সেবার পারিক্রম্য সূত্র হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন—যে-দিন আমাদের আদর্শ আচরণ আপনার গৌরকৃষ্ণধাম-নাম ও কাম সেবার সম্বিধ্ পরিচয় প্রদান করিতে পারে। সে-দিনই প্রকৃত আপনার শ্রীগৌড়মণ্ডল, শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার অনুষ্ঠানে যোগদান করি—যখন বহুকোটী নামমণ্ডল-পরিক্রমার দ্বারা আপনার গৌর-ব্রজজন সেবাবিলাসিনী বাণীর প্রবণ-পরিক্রমাকে কোনও প্রকার কপটতা-কৌশল-দ্বারা প্রতিরুদ্ধ না করিয়া গৌরব্রজ-জনের কৃষ্ণানুশীলনের পরাকাষ্ঠানুসরণ করে। আমরা সেই দিনই বলি, আপনি চৈতন্যবাণী-মহামহোৎসব-কীর্তন, জগবন্ধু প্রবর্তনী প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া জড়উৎসব ও জড়-প্রবর্তনী প্লাবিত যুগে যুগান্তর আনয়ন-পূর্বক কল্যাণ কল্পতরু পল্লবিত করিয়াছেন, যেদিন আমরা আমাদের চরিত্রকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আপনার পদত্রেণুর সম্বন্ধে সুরূপে উৎসর্গিত করিয়া আমাদের নিজন-সেবা-স্বরূপ প্রদর্শন করিতে পারি।

হে অপ্রাকৃত প্রবণতরো! এবার আপনি শ্রীমদ্ভাগবত-প্রবণ-কীর্তনপীঠ শ্রীনৈমিষারণ্য, ও শ্রীগুরুতত্ত্ব ক্ষেত্রে গুরু-বিগ্রহের প্রাকাশ হইতে ইহাই আমাদিগকে বিশেষভাবে পুনঃ পুনঃ জানাইতেছেন যে, শ্রৌতবাণীর সেবোন্মুখ 'শ্রবণ' না করিয়া 'দর্শন' করিবার চেষ্টাই আমাদিগকে বিপথগামী করিয়া থাকে। অপ্রাকৃত শ্রৌতবাণী 'প্রবণ' করিবার পরই পরাপ্রকাশিত ইন্দ্রিয়ে সুষ্ঠু দর্শন হয়, ইহা আমাদের হৃদয়ের অন্তস্তলে গভীরভাবে অঙ্কিত করিবার জন্যই আপনি গুরুত্বতত্ত্বক্ষেত্রের দুর্গমপথের ক্লেশ স্বীকারের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াও আমাদিগকে আপনার পাদপদ্মের সন্নিধি তথায় লইয়া গিয়াছিলেন এবং সেই প্রবণ-পীঠে আপনি শ্রীগুরুদেবের অভিন্ন শ্রীমূর্তিতে আমাদিগকে ভাগবতী বাণী প্রবণ করাইয়াছিলেন।

হে সদ্‌গুরুকুলভাস্কর! পরীক্ষিৎ মহারাজের ন্যায় মানব জীবনের অত্যন্ত অনিত্যানুভূতি ও দুর্লভতার বিচার সর্ব্বক্ষণ দেদীপ্যমান না থাকিলে—জীবের সম্ভোগবাদের ধ্বংসরূপ অনুভূত না হইলে—শরণাপত্তি ও সন্নিকৃষ্টাময়ী সেবোন্মুখতার তীব্র পিপাসা হৃদয়ে জাগরূক না থাকিলে শ্রৌত-বাণী 'প্রবণ' হয় না—কর্ণে প্রবেশ করে না, ইহাও আপনি পরীক্ষিৎ-প্রবণপীঠ শ্রীগুরুতত্ত্বক্ষেত্রে ও দক্ষিণস্থ অভি-জ্ঞানের প্রবণপীঠ নৈমিষক্ষেত্রে এ বৎসর বিশেষভাবে আমাদের হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ আপনার শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর সহজ নবনবায়মান বিলাস-বৈচিত্র্যের দ্বারা গভীরভাবে রেখাপাত করিয়াছেন।

হে অনন্তোদধরঙ্গ-বিজয়ণের অধ্যক্ষিচারী পুরোহিত-শ্রেষ্ঠ আচার্য্যপ্রবর! এবার হেলী গৌড়ীয় মঠে যখন আপনি প্রবণ ও তদ্বস্তুকীর্ত্তনের মুখ্যতার কথা নবনবায়মান-ভাবে অবিরাম কীর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন একদিন আপনি আপনার নিজগণের নিকট কিরূপে আপনার হৃদয়সিন্ধুগভীরতা হইতে কয়েকটী মর্ম্মস্পর্শিনীবাণী উত্তোলন করিয়া জানাইয়াছিলেন যে, আপনি শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তনের জন্যই আসিয়াছেন—অপ্রৌঢ় জীবকুলকে শ্রৌত-বাণী 'প্রবণ' করাইবার জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর আপনাকে প্রেরণ করিয়াছেন—আপনার নিখিল বিপুল চেষ্টা, মঠ-মন্দির-প্রতিষ্ঠা, প্রবর্তনী-মহামহোৎসব, দেশ-দেশান্তর ভ্রমণ—সকলের মূলে শ্রীচৈতন্যকথা কীর্ত্তন। যাঁহারা আপনার এই

অপ্রাকৃত মূল অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য ও মনোহভীষ্ট না বুঝিয়া দূরতার বা বহিরঙ্গ-দর্শনে আবদ্ধ হইবেন, তাঁহারা শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্টের সহায়ক নহেন ; আপনার কৃপাবাণী সেদিন ইহাও প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, "গৌড়ীয়" আপনার শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করিয়া শুদ্ধ-গৌর-মনোহভীষ্ট-পরিপূরণের উপযান হইয়াছেন। আপনার সেই কৃপাবাণী-স্মরণে আমাদের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার যেন দবলিকাপাত না করে। গৌড়ীয়ের সেবকগণের চরিত্র ও আচরণ যেন আদর্শ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবতা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত না হয়।

হে শ্রৌতকুল-বিভূষণ! আমাদিগকে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করাইবার জন্যই—আমাদিগকে শ্রৌত ভগবদনুশাসিত আদর্শ আচরণময়—জীবন্ত-সেবাপ্রগতিময়—অপ্রাকৃত শ্রবণ-কীর্ত্তনানুষ্ঠানময় জীবন-যাপন করাইবার জন্যই আপনার নানাভাবে এত বিপুল আয়োজন—আপনার বহির্মুখের আক্রমণ সহনের আদর্শ-প্রদর্শন—আমাদের অনর্থময় তাণ্ডবের মধ্যে আপনার সহিষ্ণুতা ও কৃপাপূর্ণ অপ্রতিহত মঙ্গলোপদেশ।

হে সেবাবিজ্ঞানাচার্য্যবর্য্য! লৌকিক ও অলৌকিক নিখিল বস্তুকে কিরূপে ঘরাটের সেবোপকরণরূপে নিযুক্ত করা যায়, তাহার শ্রেষ্ঠ কলাবিজ্ঞানে আপনি অদ্বিতীয় গুরু; আমরা যেন আপনার সেই সেবা-কৌশল-বিজ্ঞানকে স্ব-স্ব লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠার উপকরণে পরিণত না করি, আপনার প্রদত্ত ঘরাটের সেবা-স্বারাজ্য-সৌভাগ্যবিজ্ঞানকে অপব্যবহার করিয়া না ফেলি ; কৃষ্ণ-সেবোপকরণগুলিকে আত্মভোগোপকরণে পর্য্যবসিত করিয়া না ফেলি, আপনার চেতনময়ী কীর্ত্তনবাণী আমাদিগকে সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া আপনার মনোহভীষ্ট-পুরণসেবায়—শ্রীব্যাস-পূজার অপ্রতিহতভাবে সংলগ্ন করুন।

হে জগদ্গুরো! আপনার পূজায় যেন আমরা আমাদের ব্যক্তিগত লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার কোন প্রকার প্রচ্ছন্ন প্রতীক গড়িয়া না ফেলি। আপনার পূজায় যেন আমাদের ইন্দ্রিয়গণকে দেবতা না করি, আপনার পূজার ছলনায় যেন আমাদের পূজার আসন বিছাইয়া না রাখি। আপনার শ্রৌতকথা শ্রবণের অভিনয়ে অথবা আপনার শ্রীমুখ-গাথা-অনুকীর্ত্তনের অভিনয়ে যেন আমাদিগের বিমুখতাকেই শ্রবণ ও কীর্ত্তন না করি। আপনার কথা শ্রবণ করিবার পূর্ব্বেই যেন কুদর্শন লইয়া আপনাকে (?) দেখিয়া না ফেলি। তাহা হইলে ব্যাসপূজা হইবে না—আপনার অভিনয়ই শ্রীবিগ্রহ—আপনার শ্রৌত কীর্ত্তনময়ী শ্রীমূর্ত্তি—অপ্রাকৃত কীর্ত্তনগুরু শ্রীব্যাসদেবের শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে উপনীত হইতে পারিব না ; আমাদের বিমুখতার প্রতিবার সম্মুখে—আবৃত প্রাকৃত পুতলের সম্মুখে আমাদের ইন্দ্রিয়চেষ্টাকে উপস্থিত করিব মাত্র।

শ্রীব্যাসপূজা—শ্রীশ্রবণগুরুর পূজা—শ্রীকীর্ত্তনগুরুর পূজা—শ্রীচৈতন্যানন্দস্বরূপের পূজা করিবার পরিবর্ত্তে আমাদের ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়-পূজা করিতে যাই বলিয়াই—

"তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ।"

—এই কথাটি ভুলিয়া যাই ; যখন সেবার প্রগতি-রাজ্যের সোপান-স্বরূপ তথাকথিত কর্ম্মবিপাক দুঃখ ও সুখের দ্বারা পরীক্ষিত হই, তখন আমাদের ইন্দ্রিয়ের পূজা হইল না মনে করিয়া আপনার পূজার ছলনায় বস্তুতঃ নিজেন্দ্রিয়-পূজায় প্রসারিত সমস্ত চেষ্টা অচিরেই গুটাইয়া লই। কোথায় ইন্দ্রপূজার সমস্ত সম্ভার দিয়া আপনার কৃষ্ণবাণী-কীর্ত্তনময় সর্ব্বেন্দ্রিয়ের পূজা করিব, তাহা না করিয়া নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর ইন্দ্রিয়কে পূজা ও অভীষ্ট 'ইন্দ্র' করিয়া তুলিয়াছি!

প্রভো, আপনার চেতনবাণী আমাদের এই অনর্থ-সমূহ অপসারিত করিয়া শ্রীব্যাস-পূজার জন্য ভূতশুদ্ধি বিধান করুন।

হে অসমোর্দ্ধ অমন্দোদয় কৃপাসিন্ধো! শ্রীব্যাসপূজার একাগ্রতা হইতে যখন জগতের হেয়, বিকৃত অবাস্তব বস্তুর প্রতি চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, তখনও আপনার কৃপাই—আপনার চেতনকীর্ত্তনের ধ্বনিই মায়িক শ্রবণ-কীর্ত্তন-ধ্বনির সহিত একটী গভীর ব্যতিরেক তুলনা-মুখে অসমোর্দ্ধ মহিমায় আত্মপ্রকাশ-পূর্ব্বক জগতের শব্দ-বিভ্রাটের অভিনিবেশকে আমাদের যোগ্যতার পক্ষে অত্যন্ত অস্বাভাবিকরূপে প্রতিভাত করাইয়া আপনার বাণী-সেবার স্বাভাবিকী অবস্থাকে বরণ করিবার জন্য প্ররোচিত করে। তখন জগতের কথা শ্রবণের সঙ্কল্প-কল্পনাও তিরোহিত—

পূর্ণিমার হইতে পড়ে। প্রাকৃত ও বৈকৃত হইতে পরিমুক্ত হইয়া "অধিলেপের সাম্রাজ্য" শ্রীকৃষ্ণানুরাগের প্রভু শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রভুপাদ-অনুসরণে আমরা কবে অধিষ্ঠিতচৈতন্যধারার আপনার বাণী শ্রবণ-কীর্ত্তনাদ্যুদ্দীপনময় শ্রীব্যাসপূজা করিতে পারিব? কেবলি শ্রৌতপ্রবণের অধিচ্ছিন্নতা আমাদিগকে অধিচ্ছিন্ন অনুকীর্ত্তনের স্থানে ঘন করাইয়া নিখিল অবস্থার আমাদের সকল চেষ্টাকে আপনার পূজায় পরিচালিত করিবে, সেই দিন আপনার কৃপা আমাদের প্রতিপাত-পুষ্পাঞ্জলিতে আপনার শ্রীচরণের নখেন্দু সংস্পর্শ করাইয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন।

হে শ্রীব্যাসাভিন্নবিগ্রহবর! শ্রীব্যাসের পূজা যাহাতে যেন আমরা অব্যাস, ব্যাসার্দ্ধ বা ব্যাসবিকৃতির পূজা না করি। আপনি এই কথাই আমাদিগকে আপনার অপাকৃত পরিচর্য্যা-বিজ্ঞানের দ্বারা পুনঃ পুনঃ জানাইয়াছেন যে, ব্যাসে কোনও অপূর্ণতা, অপূর্ণতা, হেয়তা বা অসম্পূর্ণতা নাই। ব্যাস ১৮০° অংশ বা ৩৬০° অংশ, অংশের ব্যাসের ক্রোড়ীভূত থাকিলেও বা ব্যাসে অংশত্বের আরোপ থাকিলেও তাহা পূর্ণ। যেখানে ব্যাস হইতে অব্যাসের কথা, সেখানেই কোন উৎপন্ন হইয়াছে; ব্যাসার্দ্ধের উপরই কোণবাহু লম্ব বা স্পর্শ হইয়া থাকে। অতএব আমাদিগকে ব্যাসের পূজার অধিকার দিন। শ্রীব্যাসে যেন আমাদের কোনও প্রকার খর্ব্ববুদ্ধির উদয় না হয়—শ্রীব্যাসে যেন আমরা কোনও অসম্পূর্ণতা ও হেয়তা দর্শন না করি—শ্রীব্যাসের বাণী শ্রবণ করিবার পূর্ব্বেই যেন আমরা তাঁহাকে দর্শন করিয়া ফেলিবার অবৈধ-চেষ্টা না দেখাই; তাহা হইলে শ্রীব্যাসের পূজা হইবে না। শ্রীব্যাসের বাণী অকপটে শ্রবণই—শ্রীব্যাসপূজা।

হে দুর্গাচার্য্যবর্য্য! বর্ত্তমান যুগে শ্রীব্যাসকে লঙ্ঘন করাই যেন বহির্ম্মুখ গণতন্ত্রতন্ত্রিকার দৃগবর্ত্ম হইয়া পড়িয়াছে। "শ্রীব্যাস ভ্রান্ত বলি' উঠাইল বিবাদ"—ব্যাসকে ভ্রান্ত বলিবার আস্পর্দ্ধার বীজ অদৈবমোহনাবতার মায়াবাদাচার্য্য-দ্বারা গণদেবতার অন্তঃক্ষেত্রে রোপিত হইলে সেই বীজ গণমনীষার রজস্তমঃ-রজনে নানা বৈচিত্র্যে পল্লবিত হইয়া পড়িয়াছে; ব্যাসের শ্রৌতবাণীতে তর্ক উত্থাপনই যে-যুগের সংজ্ঞাহসের উপমান, সেই যুগে আপনি শ্রৌত-কীর্ত্তন-কেশরী-রূপে শ্রীব্যাসপূজার মহিমা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। 'ব্যাস ভ্রান্ত' বলিবার আসুরগণ ভ্রান্তগণমতের পতাকার শীর্ষে 'যুগনায়ক,' 'যুগাচার্য্য' প্রভৃতি নাম অঙ্কন-পূর্ব্বক ঐ সকল নাম অবৈধভাবে আত্মসাৎ করিবার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া শৃগাল-বাসুদেব-মনোভাব প্রদর্শন করিলেও শ্রীব্যাসের যোগ্যতম অধস্তন ও অভিন্নবিগ্রহরূপে আপনি শ্রীব্যাসাসনে উপবিষ্ট হইয়া যে ভাগবতী বাণী কীর্ত্তন করিতেছেন, তাহাতে বিবর্ত্তবাদ, ব্যাসার্দ্ধবাদ, ব্যাস-বিকার-বাদ, তথা যাবতীয় ব্যাসবিরোধবাদ সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে। বৈয়াসকিসম্প্রদায় আপনাতে ব্যাসের অকোণত্ব সরল ও পূর্ণ শ্রৌতসিদ্ধান্ত-সমূহ অধিকতর সম্প্রকাশিত সৌষ্ঠব-সীমায় সন্দর্শন করিতে পারিতেছেন।

হে বৈয়াসকি-সম্প্রদায়-সংরক্ষক! আপনি ব্যাসবিরোধ-বীজ-বিস্তারিত-ক্ষেত্রে শ্রীব্যাসপূজা পুনঃপ্রবর্ত্তনের বীজ প্রথম সঞ্চার-কালে যে-সকল ব্যাস-বাক্য কীর্ত্তন করিয়া বিরুদ্ধ-মতবাদ ভঙ্গ করিয়াছেন, তাহা যেন আমরা ব্যাসপূজার নবম অধিবেশনে শ্রুতিপথ ও স্মৃতিপথ হইতে অন্তর নির্ব্বাসিত না করি। শ্রীব্যাসপূজার ঐ পুরাতনী, সনাতনী শ্রীচৈতন্যবাণী ও শিক্ষা ভুলিয়া গিয়া শ্রীব্যাস-পূজার আনুষ্ঠানিক অভিনয়-মাত্র করিতে গেলে কিংবা শ্রবণকারী ও কীর্ত্তনকারী সাজিতে গেলে আমাদের শ্রৌতপথে শ্রীব্যাসপূজা হইবে না। অন্যাভিলাষপূর্ণ 'অবিধি-পূর্ব্বক' পূজা বা শ্রৌতপথ-পরিত্যাগে পূজার অভিনয়—শ্রীব্যাসের পাদস্পর্শ করিতে পারে না। তাই শ্রীব্যাসপূজার অষ্টম অধিবেশনে আপনার প্রথম পূজার মঙ্গলাচরণ-মন্ত্র পুনরাবৃত্তি করিতেছি। আপনার সেই বাণী বৈয়াসকি-সম্প্রদায়ের সুদর্শন প্রচার করিয়া বলিয়াছিলেন,—

(অবশিষ্টাংশ পরবর্ত্তী সংখ্যার দ্রষ্টব্য)

আগামী ১৫ই চৈত্র হইতে শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডলপরিক্রমার তারিখ নির্দ্দিষ্ট ছিল; কিন্তু এক্ষণে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে,—এই সময় ব্রজমণ্ডলে এত অধিক গরম পড়ে যে, যাত্রিগণের পক্ষে গমনাগমন অত্যন্ত ক্লেশকর হইয়া উঠে; এইজন্য উক্ত তারিখ হইতে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা স্থগিত করা হইল। পরিক্রমার তারিখ সাধারণ্যে পরে বিজ্ঞাপিত হইবে।

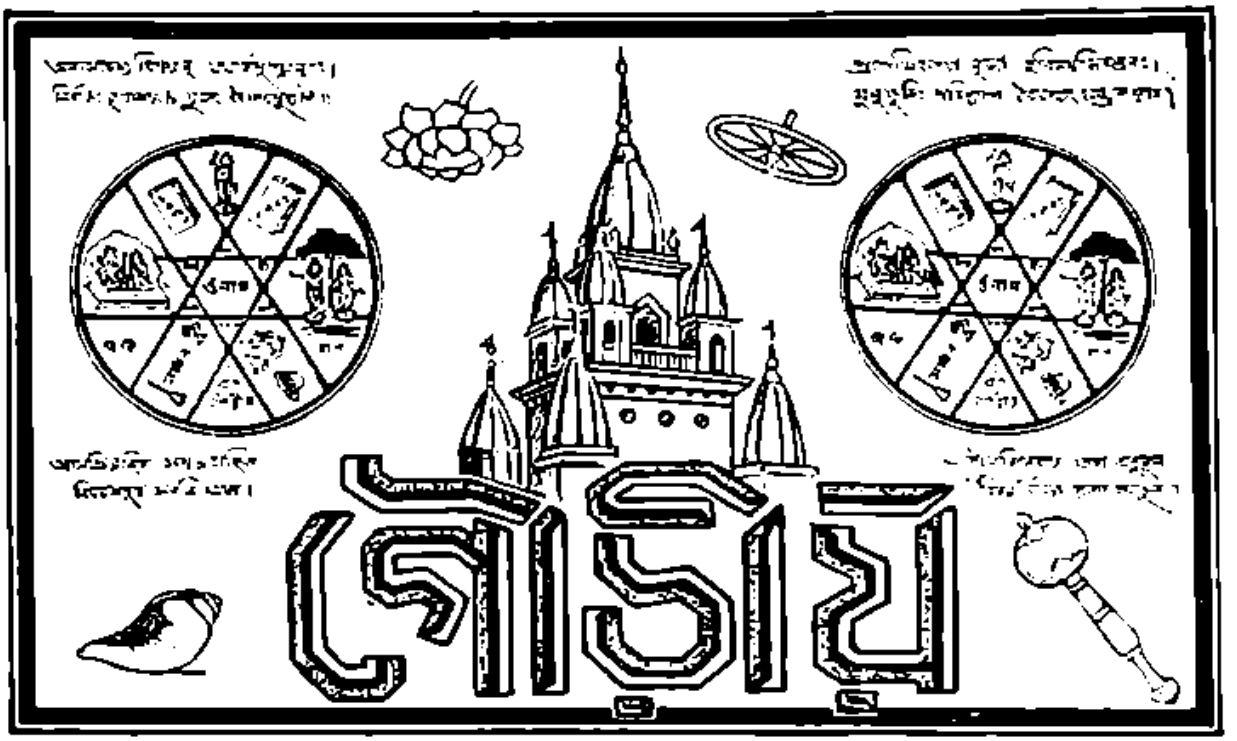

১০ম বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২৮শে ফাল্গুন শনিবার, ১৩৩৮; ১২ই মার্চ্চ, ১৯৩২ | ৩১শ সংখ্যা

প্রণিপাত-পুষ্পাঞ্জলি

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০শ সংখ্যা ৬৭১ পৃষ্ঠার পর)

"পরিপৃচ্ছমানঃ ভগবান্ আমার শ্রীগুরুদেবের সেবার বাধ্য, তাঁর মানুষ সেবা-বিমুখ নয় তাঁহাকে নরোত্তম বলিয়াই নিশ্চয়। সেই নরোত্তমের ভক্ত নরগণ বৈষ্ণব; সুতরাং তাঁহারাই আমার গুরুরূপে বহু মূর্ত্তিতে প্রকটমান। অন্বয়-ভাবে তাঁহারাই আমার গুরুবর্গ ও শিক্ষকগুরু, ব্যতিরেক-ভাবে তাঁহারা তাঁহাদের ভজনোপযোগী সময় মানুষ নরাধমের প্রণমিত-বাক্য-শ্রবণে ব্যস্ত। তাঁহাদের সহিত আমি শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে শ্রুতবাণী একযোগে কীর্ত্তন করিতে সমর্থ বলিয়া মনে করিতেছি। জগৎকে কিছু শিক্ষা দিবার ইচ্ছা আমার নাই, কেন না, বিষ্ণু-বৈষ্ণবের নিত্যবৈশিষ্ট্য ও নিত্যভেদযুক্ত হইয়াও অচিন্ত্যভাবে অভিন্ন। আমি শ্রীগুরুদেবের নিকট শুনিয়াছি যে, অন্বয়-জ্ঞান ব্রজেন্দ্র-নন্দনে সমস্ত উপাস্য, সকল শ্রেষ্ঠ উপাসক-বৃন্দ ও সকলপ্রকার উপাসনা নিত্য সংস্থিত—নিত্য সংস্থিত হইলেও নিত্য প্রাকট্যময় বিচিত্র বিলাসযুক্ত।"

অতঃপর শ্রীব্যাসপূজায় 'চেতোদর্পণমার্জ্জন' মঙ্গলা-চরণ মন্ত্রে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণে জীবের শ্রীব্যাসপূজা বা শ্রৌতপথ হইতে বিচ্যুতির কারণ এবং প্রকৃত শ্রীব্যাসপূজা বা শ্রৌতা-চারের অনুষ্ঠানের স্বরূপ শিক্ষা দিয়া বলিতেছিলেন,—

"শ্রীব্যাসের অনুগমনে বঞ্চিত হওয়ায় ভক্তিসিদ্ধান্ত-রহিত হইয়া অবিদ্যার আবাহনে অহঙ্কারবিমূঢ় প্রাকৃত ভোক্তা বা বিবেক-সূত্রে শ্রৌতপথ-পরিহার করিতেছি। তজ্জন্যই অবৈদিক হইয়া—কর্ম্মবিচারকে বহুমানন করিতে গিয়া গুরুবৈষ্ণবচরণে অপরাধ করিতেছি—ভগবান্ শ্রীনারায়ণ-কথিত পঞ্চরাত্র-পদ্ধতিকে শ্রৌতপথ-পদ্ধতি হইতে বিরোধী বলিয়া মানিতেছি—উপাস্যকে

সম্বর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ বস্তুত্রয়কে বাসুদেব-তত্ত্ব হইতে ভেদ-দর্শনে নিজ-অমঙ্গল সাধন করিতেছি। পাণ্ডিত্যের চশমে অপরাধ করিয়া আমার কেবলাদ্বৈত-প্রতীতি প্রবলা হইয়াছে। এই দুর্দিনে শ্রীপূর্ণব্রহ্ম-কৃপি আনন্দতীর্থ মধ্বমুনি স্বীয় বাগবাস প্রকটিত করিয়া আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহা আমি আমার প্রাপঞ্চিক ভাষায় বর্ণন করিতে অসমর্থ। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ সেই উপাস্য বস্তুর ভজন-চেষ্টা—যাহা শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের হৃদয়ে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিজ-জনগণকে অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন। সেই প্রেমবিগ্রহকারী শ্রীহরের কারুণ্যতা ভজনবৃত্তিবিগ্রহ শ্রীনারায়ণাশ্রমী প্রভুর পাদপদ্মসেবাদ্বারা হইয়া আমি ধন্যাতিধন্য হইতেছিলাম, শ্রীজীবপাদ শ্রীসনাতন গোস্বামীর অনুসরণে আমাকে কেশবকৃপা করিয়া শ্রীবৃন্দাবন-স্বরূপ-পাদপদ্মে নিত্যবাসে দান করিয়াছেন। আমি শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচরিতামৃত-লিখনের সুযোগ পাইয়া আমার শ্রীগুরুদেবের শ্রীনরোত্তম-পারম্পর্যরূপে বর্ণনে সুযোগ পাই। আমি এই বিদেশে ক্ষুদ্র জীব। সেই বিশ্বনাথপ্রভু আমাকে বিপথগমন হইতে উদ্ধারণ করিবার মানসে কতই না ব্যাসপূজার আয়োজন করিয়াছেন। বিপথকালে শ্রীগুরুরূপে প্রাকট্য লাভ করিয়া শ্রীমধুসূদন দাস ও শ্রীউদ্ধারণ রসসঞ্চারকারী বেদান্তাচার্য্য আমাকে তর্কপথের সঙ্কট হইতে জ্ঞান-প্রদর্শন করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন। পরিদৃশ্যমান্ জগতের নাথ অভিন্নমূর্ত্তিতে আমার অকল চেষ্টায় বাধা দিয়া প্রকটিত হইয়াছিলেন। সেই আশ্রয়-জাতীয় গুরু-বিগ্রহ শ্রীভক্তিবিনোদের লেখনী, আচরণ পদ্ধতি বিকুণ্ঠাত্ম আমাকে কৃষ্ণচৈতন্যদেবের মূর্ত্তিনদীয়াপ্রকাশ ব্রজভূমি নবদ্বীপে অন্তর্দ্বীপী শ্রীগুরুপত্তনে আশ্রয় দিয়াছেন। আমি প্রাপঞ্চিক ভোগভূমিস্থানে সেই ব্রজভূমিপ্রকাশ-দর্শনে বাহুচেষ্টায় বাধির হইতে গেলে আমার পতন ঘটিবে জানিয়া যে শ্রীগৌরকিশোর-বিগ্রহ তাঁহার পদরেণুতে অভিষিক্ত করিয়াছেন, সেই অপ্রাকৃতবিগ্রহ-পদরেণুভূষিত হইয়া আজ আমি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-লিখিত ভাষায় আপনাদের নিকট পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতেছি,—

পুরীষের কীট হইতে মুই সে লঘিষ্ঠ।
জগাই মাধাই হইতে মুই সে পাপিষ্ঠ॥
মোর নাম যেই লয়ে, তার পুণ্যক্ষয়।
মোর নাম যেই লয়, তা'র পাপ হয়॥
এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা দয়া করে।
এক নিত্যানন্দ বিনা জগৎ-মাঝারে॥

সেই পতিতোদ্ধারণ, বাঞ্ছাকল্পতরু, মহাবদান্য নিত্যানন্দ-বিগ্রহ আমাকে সর্ব্বতোভাবে দুরিবিদুগতা হইতে রক্ষা করিয়াছেন। আপনারা সকলেই বৈষ্ণব, আমার সেই প্রভুরই বিনাদবিগ্রহ বৈষ্ণব-প্রকাশ। আপনাদের চরণে কোটী কোটী দণ্ডবৎ প্রণাম। আপনারা আমার প্রিয় বান্ধব, বিপৎকালে একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা। আমি ত্রিগুণাতীত পরিশুদ্ধসত্ত্ব নবীন অপাপের প্রতিনিধিস্বরূপ বসিয়া যে কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ কালনোগের পোষণ করিতেছি, আপনারা আমার সেই দুষ্কৃতি বিগত প্রায় করিয়া আমার কৃষ্ণ-ভোগপ্রবৃত্তি দমিত করুন। আপনারা বাহ্য-জগতে সকলেই বৈষ্ণব পরমহংস, আপনাদের পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট আমি বরণ করিয়া দণ্ডগ্রহণ-স্বীকার-পূর্ব্বক ভক্তি-প্রতিকূল বিচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া যাহাতে হরিভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারি, তজ্জন্য কৃপা করুন।"

এরূপ চেতনময় অন্তরিন্দ্রিয়ের প্রাপঞ্চিকাতিরিক্ত আত্মার সর্ব্বত্র গুরুদর্শন—সমস্ত শ্রীব্যাসের বিগ্রহবিগ্রহ ও বৈষ্ণবপ্রকাশ-দর্শনই শ্রীব্যাসপূজার অকৈতব আদর্শ। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে অর্থাৎ বহুজন মিলিত হইয়া যা গোষ্ঠীর শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তনার্থ বিপ্রলম্ভই শ্রীব্যাসপূজার সিদ্ধি, "পুরীষের কীট হইতে মুই সে লঘিষ্ঠ"—এই বৈষ্ণবানুযোগিতা শ্রীকৃপানুবাদীর অকপট কীর্ত্তন শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপিত "তৃণাদপি সুনীচ" শ্লোকেরই অভিন্নমূর্ত্তিতে শ্রীব্যাসপূজার তাৎপর্য্য বা কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনময় শ্রীব্যাসপূজার পূজারীর স্বরূপানুভূতির প্রবর্ত্তক।

হে মহাভাগবতোত্তমকুলশেখর! আপনার এই সকল অপ্রাকৃত সহজসিদ্ধান্ত হৃদয়ধর্ত্তা অনর্থহারিণী দিব্যজ্ঞান-বিধায়িনী বাণী আমাদের চেতোদর্পণমার্জ্জন করুন। আমাদের অধঃপ্রভুত্বের পিপাসা আপনার সর্ব্বত্র অকপট ভাবে গুরুদর্শনের বাস্তব আদর্শের দুয়ারে ফিরোহিত হউক। আপনার অকপটে "পুরীষের কীট হইতে মুই সে লঘিষ্ঠ" এবং 'তৃণাদপি সুনীচেন' এই পদ্য ও শ্লোকদ্বয়ের উচ্চারণ ও কৃষ্ণকীর্ত্তনময় অমল জীবনে অনুকূল অনুক্রিয়-

তাদের কীর্ত্তিত বিষয়ের আদর্শ শ্রীব্যাসপূজার জন্য আমাদের চিত্তদর্পণ মার্জ্জন করুন—আমাদের ধনবত্তীয় লোক-দেখান-চেষ্টা বিদূরিত করিয়া আমাদিগকে অন্যূন শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তনে অধিকার প্রদান করুন।

শ্রীব্যাসপূজার প্রথম বর্ষের প্রথম বাণীতে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের পরম-বিজয়-দুন্দুভিস্বরূপ শ্রীশিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকের প্রথম মঙ্গল-শঙ্খ-শক্তিসঞ্চারে 'চেতোদর্পণ মার্জ্জন' হইয়াছিল।

হে শ্রীচৈতন্যবাণী-বিগ্রহ! আপনি গৌরপার্ষদগণের কীর্ত্তন-পূত লীলাভূমি গৌড়মণ্ডলের পরিক্রমার মধ্যে অন্যূন অনর্পিত গৌরপ্রেম-পাথা শ্রৌতবাণী শ্রবণ করাইতে করাইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে দ্বিতীয় বর্ষের ব্যাসপূজার অবসর প্রদান করিয়াছিলেন। ব্যাসপূজার দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় বাণী কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-প্রচারকল্পে "ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপন-মহী" দিয়া বিস্তার করেন। শ্রীব্যাসপূজা ও শ্রীগৌড়-মণ্ডল-পরিক্রমার অব্যবহিত পরেই শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার মধ্যে আপনার কোনও অকপট কিঙ্কর, আমাদের পরম সৌভাগ্যবান্ সতীর্থ প্রথম "ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপনে"র পতাকা উত্তোলন করিয়াছিলেন। আপনি সেই ব্যাস-পূজার বিপ্রলম্ভময় বৈন্য-মুখে যে সকল বাণী কীর্ত্তন করিয়া-ছিলেন এবং প্রত্যক্ষ যে আদর্শ ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া-ছিলেন, তাহাতে আমাদের জড় সংস্তাপময় ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হওয়া উচিত ছিল। যাঁহারা আপনার সেই বাণী উন্মুখ কর্ণাঞ্জলিতে পান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চরিত্রে আপনার সেই বাণীর আসন অধিষ্ঠিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কর্ণের কপাট রুদ্ধ করিয়া রাখিয়া আনু-ষ্ঠানিক ক্রিয়ায় আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে চাহিয়াছিলাম বলিয়া এখনও বড় কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশাময় ভবমহা-দাবাগ্নি লোলজিহ্বা বিস্তার-পূর্ব্বক হৃদয়ক্ষেত্রে উদ্যত নৃত্য করিতেছে। আপনার দ্বিতীয়বর্ষের ব্যাসপূজার বাণী অষ্টম বর্ষের ব্যাসপূজায় আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে পুনরুদিত হইয়া আমাদের ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত করুন।

হে অবিচ্ছিন্ন শ্রেয়শ্চন্দ্রিকার সৌম্যমাসীপ্রকটকারিন্! আপনার তিরোভাবতমাবির্ভাব-তিথি সত্য-সত্যই শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকার সৌম্যমাসী-তিথিরূপে ধরাধামে প্রকটিত হইয়াছিল। আপনার তৃতীয় বর্ষের শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীচৈতন্য-সংকীর্ত্তন-যোগোদয়ী বাণীতে শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শঙ্খ-মঙ্গলারতির "শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণ"-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। আপনি শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তন ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন-যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রবর্ত্তনের দ্বারা শ্রী শ্রী-নিত্যানন্দাবির্ভাব-মহামহোৎসব প্রকট করিয়া শ্রেয়ঃ-কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণ-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। আপনি তদানীন্তন শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবকবৃন্দের শ্রেয়ঃকুমুদ নানা বিচিত্রতায় প্রস্ফুটিত দেখিতে পাইয়া যে কৃষ্ণ-সেবানন্দবর্দ্ধিনী আনন্দাভিব্যক্তি আপনার বাণীর মধ্যে প্রবর্ত্তন করিয়া-ছিলেন, তাহা শ্রীব্যাসপূজার অষ্টম অধিবেশনে পুনরাবৃত্তি করিবার ইচ্ছা হইতেছে। আপনি জগদ্বাসীকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"গৌড়ীয়মঠাধিপতি শ্রীল প্রভোধানন্দ সরস্বতী প্রভুর অনুগমনে যে হরিকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাই শ্রীগৌরসুন্দরের মনোহভীষ্ট-প্রচারকারী শ্রীরূপের নিত্যদাস। শ্রীরূপপ্রেম-প্রদানেই—মহাবদান্য শ্রীবৃন্দগৌর-সুন্দরের জগদ্বাসীকে কৃষ্ণের সহিত পরিচয়-প্রদান। সেই সেবাই শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের একমাত্র পূজা এবং তাহাই ব্যাসপূজা। আজ কত আশ্রমের সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ-বাসীর নবনবায়মান অভিনব গৌরধামময় মধুর বাণী শত-সহস্র কণ্ঠে জীবের দ্বারে দ্বারে বিঘোষিত হইতেছে জানিয়া আমাদেরও শ্রীগৌরদাস উৎসাহিত হইতেছে। আজ আমরাও যেন হৃদয়ের সহিত—

"ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পরোপকার॥"

—এই পরোপকার-সূচক শ্রীচৈতন্যবাণীকে মূল-মন্ত্র জানিয়া আমাদিগকে শ্রীগৌড়ীয়-মঠাধিপতির নবগুণ গণনা-পূর্ব্বক সেই পরমার্থ-পথেই এই প্রপঞ্চে নিত্যকাল বিচরণ করি। শ্রীগৌড়ীয়গণের পূজাই প্রকৃত ব্যাসপূজা বলিয়া প্রতীয়মান হউক।"

আপনার এই বাণী "জন্ম সার্থক করি' কর পরোপকার" —এই শ্রীচৈতন্যবাণীর সহিত একাত্ম হইয়া 'শ্রেয়ঃকৈরব-চন্দ্রিকা' বিতরণের ধ্বনি সম্মুখরিত করিতেছে।

আমরা শ্রীব্যাসপূজার অষ্টম অধিবেশনে আপনার ঐ বাণী প্রত্যাবৃত্তিতে বরণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের কে কে আপনার পূজায়—শ্রীব্যাসপূজায় অবসর লইয়াছি

এই আত্মসমীক্ষা করিয়াছি কি ? আপনি যে-লীলাতে শ্রীব্যাসপূজা শিক্ষা দিয়াছেন, সেই প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া যেন কোন অবিদ্বৎ ক পূজার অভিনয় না হয়, ইহাই আপনার চরণে প্রার্থনা। শ্রীচৈতন্য-বাণীত শ্রীবিগ্রহ-পূজা ব্যতীত যেন কোন অচৈতন্যবাণীর প্রতীক গড়িয়া না ফেলি ; তাহা হইলে আপনার মনোহভীষ্ট শ্রীব্যাস-পূজার হেয়াহেয়-চিন্তিক-বিতর্ক-কার্য্যের পরিবর্ত্তে আমরা প্রেয়ঃপন্থাতেই আসন দেখাইব। আপনার তৃতীয় বর্ষের ব্যাসপূজার বাণী আমাদিগকে প্রেয়ঃপথ হইতে দূরে করিয়া শ্রেয়ঃপথে আমাদের স্বাভাবিক প্রেয়োবিচার প্রবর্ত্তিত করুন।

হে শ্রীচৈতন্যবল্লভ ! পরবিদ্যাবিলাসিনী ভুবন-মঙ্গল-কারী রাধা কৃষ্ণাপেক্ষিনী তিথি অপরা ও পরা বিদ্যা, অচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যসম্বন্ধীয় বাহিরেক ও অন্বয়মুখী পার্থক্য-জ্ঞাপন-ক্রমে চতুর্থবর্ষে যে শ্রীব্যাসপূজা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে সম্বন্ধজ্ঞান শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-ক্ষেত্রে পুনরায় বিষ্ণুকান্তা বাণীধার সূপ্ত অর্চ্চনা প্রকাশিত হইল। আপনার চতুর্থবর্ষের শ্রীব্যাসপূজা নিকাষ্টকের প্রথম শ্লোকের চতুর্থ শব্দমঙ্গলাবতার 'বিদ্যাবধূজীবন'-মন্ত্র প্রকাশ করিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে পরবিদ্যাপীঠ ও তদন্তর্গত 'অবিদ্যা-হরণ বেদ-বিদ্যালয়' উদ্ঘাটন করিলেন। সারস্বত-তীর্থে আপনি শ্রীনরহরিপতির প্রবর্ত্তিত অপ্রাকৃত শব্দবিজ্ঞানের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সকল শব্দেরই বিষয়বিচ্ছিত্তিতে অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণনামের জানাইয়া দিলেন। শ্রীবিদ্যানন্দাবির্ভাব-উৎসবে এবং শ্রীব্যাসপূজাবাসরে আপনার শ্রীভাগবতের পুনরাবৃত্তি-মধ্যে আপনি সেই বিদ্যাবধূজীবন-মহামন্ত্র শ্রীনামের ভজনমুখে ও একায়নত্ব প্রচার করিলেন। আপনার "শ্রীভাগবতের পুনরাবৃত্তি" অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবে শ্রৌতপথ ও তর্কপথের ধারাবাহিক ইতিহাস, নানা মতপ্রাবল্যযুক্ত সংসারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুনামানুগতো পরবিদ্যা-বধূজীবন হরিকীর্ত্তনের একমাত্র সাধন ও সাধ্য প্রচার করিয়া জগতে ভাগবতী বিদ্যা পুনরুদ্দীপ্ত করিয়াছিল। আপনি বলিয়াছিলেন,—

"শ্রীগৌরসুন্দরের ও তাঁহার অনুগত জনগণের প্রতি লীলাভিনয়ই আমাদের সর্ব্বতোভাবে আলোচ্য এবং সেই মহাজনের পথই সর্ব্বথা অনুসরণীয়। শ্রীমদ্ভাগবত-লিখিত—

"এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥"

—এই শ্লোক ব্যতীত অন্য প্রকার সাধনের আদর করিতে গেলে আমাদের কৃপা সমর নষ্ট হইবে মাত্র। আমরা ত্রিবর্ত্ম-পথ শ্রীপ্রবোধানন্দের প্রচার-প্রণালী অবলম্বন করিয়াই কীর্ত্তন-পথে অগ্রসর হইব।"

হে পরবিদ্যাবিলাসিনী শ্রীচৈতন্যবাণি ! আপনার চতুর্থ-বর্ষের শ্রীব্যাসপূজার বিদ্যাবধূজীবন-মন্ত্র বিষ্ণুপর্ণীয় 'কবিভ্রম-কবিত 'বিদ্যাবিনোদ' শব্দের অপব্যবহার মোচন করিয়া স্বয়ং বিষ্ণুপ্রোক্ত পরকবি-কবিত পরবিদ্যাবিনোদ বর্দ্ধন করুন। ভক্তিবিনোদমনোহভীষ্ট-পরিপূর্ণ-কারী হইতে বিক্ষেপ যে অবিদ্যার বৃত্তির দ্বারা সংঘটিত হয়, সেই সকল অবিদ্যা আপনার বিদ্যাবধূজীবনী বাণি হরণ করুন।

হে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-সেবানন্দ-বিগ্রহ ! আপনার পঞ্চমবর্ষের শ্রীব্যাসপূজা গুরুভিমানপথের অপ্রাকৃত আনন্দবেণু বর্দ্ধন করিয়াছিল। যাত্রাবাদ-প্রবিষ্ট নবদ্বীপধামে গৌরপ্রকট ও সঙ্কীর্ত্তনানন্দের বক্ষ, শ্রীধাম-বৃন্দাবনে, শ্রীকুরুক্ষেত্রে ও শ্রীনৈমিষারণ্যে শ্রীভাগবতবাণী প্রচার এবং শ্রীকুরুক্ষেত্রে অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভোদ্দীপন, বিপ্রলম্ভক্ষেত্র নীলাচলে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিপ্রলম্ভবিভাবিত সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনানুশীলনময় জীবনের আবৃত্তি, শ্রীচৈতন্যবিথে শ্রীচৈতন্যচরণ-চিহ্ন-স্থাপনে সঙ্কল্প, আপনার কৃপা-সম্বর্দ্ধিত স্বনুগত জনের মুখে স্বয়ং বক্তা হইয়া শ্রৌত কীর্ত্তন শ্রবণ এবং লাগতিক প্রতিষ্ঠাযুক্ত ব্যক্তি ও সর্ব্বসাধারণকে শ্রবণ করাইবার জন্য কলিকাতার এলবার্টহলে "চৈতন্যের দান"-বিতরণ—আপনার ও বিশ্ববৈষ্ণবের আনন্দবেণু বর্দ্ধন করিয়াছিল। আপনি শ্রীব্যাসপূজায় যে বাণী বিতরণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বলিয়াছিলেন,—

"বিদ্যাবধূজীবন শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে রসানুগতাই এক মাত্র পথ। 'পরবিদ্যা' শব্দে ভক্তিই উদ্দিষ্টা, সেই ভক্তি-লাভের ইচ্ছা করিয়া অদ্য শ্রীব্যাসসমূখ গুরুবর্গের চরণে উপস্থিত হইয়াছি। ০ ০ শ্রীচৈতন্যদেবের কথিত বঙ্গভাষার-লক্ষণের কথা স্মরণ করিয়া আমি বুঝিতেছি যে—'যাঁহারে দেখিলে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম। তাঁহাকে জানিও তুমি বৈষ্ণব-প্রধান।' আপনারা সকলেই তাহাই আছেন বলিয়া অদ্য শ্রীব্যাসার্চ্চনের অধিকার দিলেন। এই অধিকার-

যানের বিনিময়ে আপনাদের ন্যায় মহাভাগবতের পাদেই অনন্তকাল নিযুক্ত থাকিব। ইহার অন্য কোন বেতন আমার প্রার্থনীয় নহে।"

স্বরাট্‌প্রতিষ্ঠাপতির দ্বারাজ্য-পতাকার উত্তোলনকারিন্, কৃষ্ণসেবাদুষ্টীলনের পরাকাষ্ঠা-বিগ্রহ! জড়প্রতিষ্ঠা-লোলুপ ও জড়প্রতিষ্ঠার প্রতি জন্য বিরাগী, প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী জগৎকে পরিপূর্ণভাবে আপনিই জানাইয়াছেন,— যে ব্যক্তি যে-পরিমাণ কৃষ্ণ-প্রতিষ্ঠার কামনা না করে, সেই ব্যক্তির অন্তর নিশ্চয়ই ততটুকু জড়া প্রতিষ্ঠার জন্য কোনও না কোনও ভাবে প্রস্তুত রহিয়াছে। "অতএব সব ছাড়ি' যাবে তারে। যাইবা ছাড়ি' লোক অন্তর অমরে। জগৎ ব্যাপিয়া মোর হবে পুণ্যখ্যাতি। তুলী হইয়া লোক মোর গাহিবেক কীর্ত্তি। (চৈঃ চঃ আদি ৯ম) এবং "কীর্ত্তি যদো জীবের কেন্ বড় কীর্ত্তি? 'কৃষ্ণভক্ত' বলিয়া যাঁর হয় খ্যাতি।"—এই শ্রীচৈতন্যবাণীর যথার্থ তাৎপর্য্য আপনার পূর্ণতম কৃষ্ণানুশীলনময়ী আদর্শজীবিতে প্রকটিত করিয়া আপনি তৃণাদপি সুনীচতার বরণ শিক্ষা দিয়াছেন। আপনি আপনার পঞ্চমবর্ষের ব্যাসপূজার মধ্যে আমাদিগকে সেই অহৈতব "তৃণাদপি সুনীচতা"র মন্ত্রদাতৃত্ব শিক্ষা দিয়া বলিয়াছিলেন,—

"আপনাদিগের মনের পরিচায়ক যে-সকল বাক্য আমার উদ্দেশে কথিত হইয়াছে, তাহাতে প্রাপঞ্চিক বিচারে আমার কোনও যোগ্যতা নাই বলিয়া ঐসকল উক্তিই শ্রীগুরুদাস-হস্তে আমার পূর্বগুরুগণের প্রাপ্য বলিয়া প্রণাম-পূর্বক তাঁহাদিগের শ্রীচরণকমলে সমর্পণ করিতেছি। বুদ্ধিঃপ্রজ্ঞা-চালিত হইয়া ঐ বাণী-সমূহ **আত্মসাৎ করিতে আমার কোন সামর্থ্য নাই,** যেহেতু প্রভুর আদেশে তৃণাপেক্ষা-সুনীচ, হীন-পরীহী আমি এতাদৃশ গুরু-ভার বহনে অনিপুণ; সুতরাং এই সকল কথা শ্রীমদ্‌গুরু-বর্গের উদ্দেশে প্রেরণ করা ব্যতীত আমার আর গত্যন্তর নাই।"

"তৃণাদপি সুনীচ" মহাবাক্যের জীবন্ত-প্রতীকাত্মিন্! আপনি বস্তুত্যাগী বা ভোগীর ন্যায় প্রচ্ছন্ন ও স্পষ্ট জড়া প্রতিষ্ঠার লৌকিকী বিদ্যার ডালি মস্তকে বহন না করিলা কিংবা বস্তুত্যাগীর আদর্শানুকরণে প্রতিষ্ঠা-পরিত্যাগের অভিনয়ে যে প্রতিষ্ঠা গুরুবর্গের সেবার জন্য নিত্য জগদ্বাসীর চিত্তে প্রতীক্ষাকারিণী, সেই প্রতিষ্ঠাকে গুরুবর্গের সেবা-বিরহিত করিয়া—গুরুবর্গকে অনর্থযুক্ত বস্তুজীব-পর্য্যায়ে পরিগণিত করিবার পাষণ্ডতার অনুমোদন করেন নাই আপনি প্রতিষ্ঠাপতি রূপের পূজোপাসন নিখিল প্রতিষ্ঠাকে কৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তগণের জন্য প্রহণ করিয়া সেবা-দুষ্টীলী ব্যক্তিগণকে "তৃণাদপি-সুনীচ" মহাবাক্যের জীবন্ত শিক্ষা দিয়াছেন।

অদ্বৈত-মোহনাবতার আচার্য্য শঙ্করের স্বকপোল-কল্পিত 'তত্ত্বমস্যাদি'-বাক্য যে প্রকৃত মহাবাক্য নহে, পরন্তু প্রণবের উদ্গান-প্রণালী-বিজ্ঞাপক "তৃণাদপি-সুনীচাদি" শ্রীচৈতন্য-বাক্যই যে প্রকৃত 'মহাবাক্য' এবং ইহা যে 'ব্যাসসূত্র' বলিবার দুরভিসন্ধিপূর্ণ গুরুদ্রোহ ও প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা হইতে বিরতি নহে, তাহা জানাইবার জন্য আপনি পঞ্চমবর্ষের শ্রীব্যাসপূজার আনন্দমুহূর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের উপদেশ-প্রদান-মুখে বলিয়াছিলেন,—

"আচার্য্যগণ শ্রীব্যাসসূত্রিত শ্রুতিরই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমরাও আজ তদনুসরণে শ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। অপরা বিদ্যার সন্ধোহ-বিনাশার্থ নিত্যগণ গৌরেতরা প্রকৃতিতে পরা বিদ্যা দেবীর চরণে অঞ্জলি প্রদান করিতেছি। সেই অঞ্জলি শ্রীব্যাসের শ্রীকরোদ্ভাসিতা। "হরে নাম পরা-ভক্তিশ্চেতি বেদে তথা গায়ত্রী। ইহৈতে কথিতা হার্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।"—এই মন্ত্র-প্রবর-ঘোষণা-লাভের হেতুমূলেই শ্রীব্যাসপূজা-বাসরের আবাহন। একদিন শ্রীমদ্ভক্তীর্থপাদ শ্রীব্যাসপূজায় নিযুক্ত থাকিয়াই শ্রীব্যাসাসনে উপবেশনকল্পে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার অনুগমপ্রবর তাঁহার আনুগত্যের পরিচয়ে আবাহন-মানকাল আচার্য্য-পারম্পর্য্যে শ্রীব্যাসাসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভমুনি শ্রীব্যাসদেবের পূজাভিনয়-প্রদর্শন-কল্পে অনীতিবর্ষ গুরু-লীলাভিনয় করিয়াছেন। ... শ্রীমদানন্দতীর্থের গুরু নবমীতে অপ্রকট-পূজার পরে অদ্য তাঁহারই অনুগত মদীয় গুরুবর্গ শ্রীব্যাসপূজার পুরোহিতরূপে আমাকে বরণ করিতেছেন। ইহা তাঁহাদিগের মহাভাগবতের অনুসরণ-লীলামাত্র। আমার স্বরূপগত পরিচয়ে আমি জানি যে, আমি শ্রীরূপানুগজনের অযোগ্য অনন্তাধ্য নিত্যদাস; সুতরাং অযোগ্যতা-নিবন্ধনই আমার এই সাময়িক বিস্মৃতিতা।

• • আমার কণ্ঠরোধ করিলে আমাকে শ্রীব্যাস-পূজায় অধিকার দেওয়া হইবে না। • • শ্রীব্যাস-পূজার পুরোহিতত্বরূপে আমি হস্তত্যা অবলম্বন করিয়া শ্রীব্যাসাসনে অধিরোহণ করিতেছি না। আমি আমার শ্রীগুরুদেবের এবং তাঁহার পূর্ব্ব পিতৃবর্গের তর্পণোদ্দেশে যে আরাধনা করিতেছি, তাহা অবতার বা অবতার-বিচারেই প্রতিষ্ঠিত। • • আজ আমি শ্রীরূপ-কথিত ভক্তিপথের কিঞ্চিৎ বর্ণন-দ্বারা শ্রীব্যাসের চরণে অঞ্জলি দিতেছি। কেবল শ্রীব্যাসের চরণে অঞ্জলি দিতেছি না, পরন্তু শ্রীব্যাসানুগ গৌড়ীয় গুরুবর্গের চরণেও অঞ্জলি দিবার জন্য অধিরোহবাদীর চরম বৃত্তিও গুরুর আজ্ঞানুসারে পরিত্যাগ করিবার দৃঢ় প্রযত্ন করিতেছি। আমার এই কার্য্যে 'তৃণাদপি সুনীচ" ইত্যাদির উপদেশ অতিক্রান্ত হইতেছে না। শ্রীরূপানুগ-জনের মহিমা বর্ণিতে গিয়া আমার হরির ন্যায় সহিষ্ণু ও সহিষ্ণু হইবার ব্যাঘাত হইতেছে না। কোনও অন্যপ্রতিষ্ঠাশার প্রতিষ্ঠিত হইবার উদ্দেশ্যে আমি শ্রীগুরু-বাক্য বঞ্চন করিতেছি না। সুতরাং আমি শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-কথিত মানদ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে অভিলাষী হইয়া পরিস্থিতিক্রমে পরিহাস-পূর্ব্বক বৈষ্ণব কথাই পুনরাবৃত্তি করিতেছি। আমি এই অনুষ্ঠানের গুণ-দোষের ফলভাক্ নহি। সুতরাং ফল বা দক্ষিণা-স্বরূপে আমি জাগতিক নিন্দা-প্রশংসার প্রার্থী নহি।"

'তৃণাদপি সুনীচ" ও "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" মহা-বাক্যের শ্রীমূর্ত্তিস্বরূপ প্রভুপাদ! আপনার ঐ সকল বাণীর মধ্যে যে কত মর্ম্মকথা নিহিত রহিয়াছে, তাহা যাঁহারা অন্ততঃ অষ্টকরভাবে প্রেমাঙ্কুরের পরবর্ত্তীতে আরোহণ করেন নাই, তাঁহারা কিছুতেই বুঝিতে পারিবেন না। আপনার এই সকল বাণী আমাদের শ্রীব্যাস-পূজার নিত্য কীর্ত্তনীয় ও জপ্য মন্ত্র হউক।

পরমারাধ্য প্রভুপাদ! আপনার ষষ্ঠাধিক ব্যাসপূজার প্রত্যেকটীতে শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট-পরিপূরণ-সেবার প্রতিপদে পূর্ণামৃত-আস্বাদন-মাধুরিমা বিকশিত করিয়াছে। ফলে শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট-সংস্থাপনে প্রপত্তিই প্রতিপদে পূর্ণামৃত-আস্বাদন-মাধুর্য্যের পরিচায়ক। আপনি সেই বৎসরেই অবতরণকালে বিকশিত বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত হইয়া বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরকে নীলাচল হইতে বিকশিত বিপ্রলম্ভ-ক্ষেত্র আলালনাথে লইয়া গিয়া স্বয়ংরূপ শ্রীচৈতন্যের মনোহভীষ্ট ও তাঁহার শ্রীরূপের মনোহভীষ্ট-সেবার আদর্শ প্রদর্শন-পূর্ব্বক প্রতিপদে পূর্ণামৃতাস্বাদনের সৌষ্ঠব শ্রীরূপানুগগণসমীপে জানাইয়াছিলেন। আপনার ষষ্ঠবর্ষের ব্যাসপূজার বাণীও শ্রীরূপানুগত্যের পূর্ণামৃতাস্বাদন-মাধুরী প্রকাশ করিয়াছিল। আপনি জানাইয়াছিলেন,—

"শ্রীব্যাসপূজার নামান্তর—'শ্রীগুরুপাদপদ্মে পাদার্পণ' বলিলেও শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট যে কৃষ্ণ ভগবৎসেবন, তাহাই উহিই হয়। তজ্জন্যই আমাদের গুরুপরম্পরা, নিত্যসিদ্ধ, পূর্ণবস্তু শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম শ্রীরূপানুগগণে আদিগুরুকে অর্ঘ্য-প্রদানোদ্দেশে বলিয়াছেন,—

"শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥"

• • • পরমকৃপাময়রূপ শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলা—যাহা শ্রীরূপ তাঁহার অনুগ-জনের জন্য —নিত্য-সেবা-বৈমুখ্যরূপ রোগমোচনের জন্য ঔষধ ও পথ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই আমাদের শ্রীব্যাসপূজার উপাস্য আদর্শ হউক। তৎপ্রসঙ্গে আমরা প্রয়োজনতত্ত্বে কৃষ্ণপ্রেমরূপই উদ্দেশ্য লক্ষ্য করি এবং তদ্বস্তুই অভীষ্ট-লাভে আনুষ্ঠানিক কার্য্যে শ্রীগৌরের প্রকৃত বদান্যতা অনুসরণ করিবার যত্ন করি।

শ্রীরূপপাদ যেরূপভাবে অধুনা পতিত জীবগণের প্রতি শ্রীচৈতন্যদেবের মনোহভীষ্ট প্রচারাত্মকরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা যে পরিমাণ দূরে বিক্ষিপ্ত হইব, সেবা-বৈমুখ্য-বশতঃ আমাদের প্রয়োজনলাভ-তত্ত্বেও সেই পরিমাণেই ব্যাঘাত ঘটিবে।

শ্রীকৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণজ্ঞানাভাবে ন্যূনাধিক বিপন্ন হয় বলিয়া গুরুবর্গও অজ্ঞাতসারে আমাদের মঙ্গল-বিধানের জন্য শ্রীরূপানুগাসনস্বরূপ শ্রীদাসগোস্বামী ও শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর পাদপদ্মরজঃ সর্ব্বক্ষণ প্রজল্পিত রাখিতেছেন। ভক্তি-সংহিতা-গ্রন্থের ব্যাখ্যায়—শ্রীভাগবতের ব্যাখ্যায় শ্রীজীব-পাদের সুনীতল উপদেশ প্রভুপাদেশরূপে কার্য্য করিতেছে। অদ্য শ্রীব্যাসপূজা-দিবসেও আমরা শ্রীল দাসগোস্বামীর নিত্যোপদেশ বিস্মৃত না হইয়া শ্রীমধ্বাচার্য্যাবলম্বিত শ্রীব্যাসানুগত্যের আদর করিতে পরাঙ্মুখ হইব না। শ্রীচৈতন্যচরিত-লেখক শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীরূপানু-

শ্রীনবদ্বীপের ঔজ্জ্বল্যবিধানের জন্য কারুণ্যোপযোগিতা লীলা-ধ্যানের দ্বারাই আমাদের যে মঙ্গল-বিধান করিয়াছেন, তদ্রূপভাবে তাঁহার অনুগমন করিয়া আমাদের জীবন ধন্য করিতেও সঙ্কোচের কারণ নাই। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম শ্রীরূপানুগবর্য্যের দৃষ্ট আদর্শ বিধান করিয়া আমাদিগকে শ্রীব্যাসপূজা করাইতে শিখাইয়াছেন। আজ সেসকল কথা বিস্মৃত না হইয়া আমরা শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত "গুর্ব্বষ্টকে"র বাণী হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তির অনুশীলন করিতেছি। যিনি একান্তভাবে শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়ের অবিসংবাদিত অমন্তমন্ত্রে শ্রীচৈতন্যবাণী বিস্তার করিবার জন্য মর্ত্যধামে স্বীয় অলৌকিক ভজনসম্পত্তিস্বরূপ শ্রীশ্রীযুত ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমীম কারুণ্যোপলব্ধির উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন—যাঁহার লেখনী আমাদের শ্রীরূপানুগ-গ্রন্থাকরের তটে স্থাপিত আলোকস্তম্ভের একমাত্র নিদর্শনস্বরূপ হইয়াছে এবং তাদৃশ হরিসেবায় জীবন যাঁহার অসামান্য কৃষ্ণভক্ত-বিরহিত পূর্ণ বিকাশ লাভ করিবার সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছে, সেই বৃক্ষ-বিশেষের নিত্যাধিবাসিত্বের পূজায় আমরা অন্য কোন্ কোন্ উপায়ন-দ্বারা অঞ্জলি প্রদান করিব,—এই জিজ্ঞাসার ফলে বহু কুসুমরাজির সন্ধান পাইয়াছি। যে-সকল পুষ্প ভগবানের অতিপ্রিয়—ভক্তপ্রেষ্ঠেরও অতিপ্রিয়, সেই প্রসূনসমূহ পূর্ব্বেই অর্পিত হওয়ায় বৃন্দাবনাধিষ্ঠাত্রীর সেবায় সমর্পণ করিবার সুযোগ পাইয়াছি। আর অন্য শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট তথা শ্রীরূপ ও রঘুনাথ-মনোহভীষ্ট-কল্পতরুর সেচনসম্বর্দ্ধন-কল্পে যাঁহারা গৌড়ীয়-গুরুবর্গের অভীষ্ট-সাধনে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, সেই সকল বর্ত্তমান পুষ্পসমূহেরও বন্দনা করিতেছি। তাদৃশ ভক্তিপ্রসূন-সমূহই অদ্য আমার শ্রীব্যাসপূজার সজীব উপায়ন। ষোড়শোপচারে শ্রীগুরুসেবা করিবার যোগ্যতা তাঁহার শ্রীগুরুতম আশ্রয়বিগ্রহেরই আছে। তাদৃশ আশ্রয়বিগ্রহের কিঞ্চিৎ আংশিকী সেবা আমা-দ্বারা সম্পাদিত হইলে আমার প্রবৃত্তির সাফল্য হইবে। শ্রীবার্ষভানবী-দয়িতের অস্ফুট প্রেমসেবা স্বল্পপ্রকার চিন্ময়ী রহিয়াছে বলা হইলেও উহা অনাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট জনগণের নিতান্ত দুরধিগম্য ব্যাপার। আমার তায় অকিঞ্চন-জনগণের বৃন্দারণ্যে কুসুম হইবার যোগ্যতা নাই; তথাপি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের উপযোগি-পুষ্পসমূহের তুলনায় মঙ্গলপ্রভাবে আরোপিত সেবার কিঞ্চিৎ সংশ্লিষ্ট হইবার বাসনা একেবারে পরিত্যাগ করিবার সামর্থ্য আমার নাই। তাই বড় আশা হয় যে, জীবিতকালের অবশিষ্ট কয়েকটি দিবস বৃন্দারণ্যের কুসুম-সমূহ চয়নপূর্ব্বক শ্রীব্যাসপূজার ব্যপদেশে নিত্যকাল শ্রীগুরুসেবায় অর্পণ করি।"

হে শ্রীরূপানুগবর্য্য, শ্রীরূপাভিন্নবিগ্রহ! আপনার এই সকল বাণী "প্রতিপদে পূর্ণামৃতাস্বাদনে"র জন্য বিতরণ করিয়া শ্রীরূপানুগ-পদের চিত্তে মহাভাবসংকারিতা উৎপাদন করিতেছে। তবে আমাদের কুসুম-চয়ন হইবে? কবে আমরা স্বরূপের রূপে উদ্ভাসিত হইয়া আপনার মনোহভীষ্টের উদ্যান-স্বরূপ বৃন্দারণ্যের কুসুমরূপে বিকসিত হইব? কবে সেই শুভ্র কুসুম আপনার সেবামন্ত্রকে পরিপূর্ণ ও আপনার প্রদর্শিত অষ্টকাল সুবর্ণ-চক্রে অভিষক্ত হইয়া আপনার মনোহভীষ্টের ভাতি সঞ্জিত করিবে?

পরমারাধ্য প্রভুপাদ! আপনার সমস্ত বর্ষা ব্যাসপূজা-কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে সর্ব্বাত্মসমর্পণময়ী বাণী প্রকটিত করিয়াছিল। সেই বৎসর আপনার কলিকাতা মেছুয়াবাজারে "গৌড়ীয়-দর্শন" সম্বন্ধে গ্রৌঢ় গবেষণাপূর্ণ যৌক্তিক অভিভাষণ, শ্রীক্ষেত্রে প্রয়াগের কুম্ভমেলায় কবি-ভানি অজ্ঞাতিনাথীকে পর্য্যন্ত কৃপাবিতরণ-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে অভিষিক্ত করিবার জন্য আপনার প্রচার-সেনানীগণকে প্রেরণ; শ্রীমায়াপুর-পত্তন, জগাই-মাধাই-পাট-পানা প্রভৃতি গৌরপার্ষদ-তীর্থে শ্রীগৌরপার্ষদ-স্থাপন; শ্রীরূপকের প্রয়াগে শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর বাণী প্রচার; শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী-উদ্ঘাটন প্রভৃতি শ্রীগৌরনরোহভীষ্ট-পূরণ-কার্য্য কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে সর্ব্বাত্মসমর্পণের আদর্শ প্রকটিত করিয়াছিল। আপনার সেই ষষ্টি জন্মবার্ষিকী-তিথি শ্রীধাম-মায়াপুর-চৈতন্যমঠে শ্রীগুরুসেবাতায় ভাগ্যবান্ শ্রীগুরুসেবকগণের নিত্যাশ্রয়, নিত্যাশ্রয়, কোটিজন্মসুকৃতির ফলস্বরূপ প্রকটিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়া কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে সর্ব্বাত্মসমর্পণই যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজা, ইহা আপনার ব্যাস-পূজার বাণীর মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। আপনি জানাইয়াছিলেন,—

"শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্টই জীবের আকাঙ্ক্ষার অবধি। বর্ত্তমান সময়ে প্রত্যেক বর্ষের প্রারম্ভে গুরুপাদপদ্ম-সেবা

আরম্ভ ক'রে সমগ্র বৎসর গুরুপাদপদ্ম-সেবা করা। যদি গুরুপাদপদ্মের সেবার ফলে আমাদের কোন দিন মুক্ত জীবন হয়, তখনও আমরা গুরুপাদপদ্মের অত্যন্ত বিশ্বস্তদাস হ'য়ে নব-নবরূপে সেবা করব। ০ ০ আশ্রয়জাতীয় ভগবানের আশ্রিত না হ'লে ব্রহ্ম-বাদ, এমন কি কৃষ্ণপ্রাপ্তিতে আমার কি লাভ? কৃষ্ণপ্রিয়তমের দর্শন-সৌভাগ্য-লাভ যদি না হয়, তা' হ'লে আমাকে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করবার জন্য প্রস্তুত আছি—তা'তে জড় শরীর ধারণ করায় কি লাভ? আমার জন্য এমন কি কার্য্য প'ড়ে রয়েছে যে, শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা ছেড়ে আমি সেই কার্য্যে ধাবিত হ'ব। ০ ০ গুরুপাদপদ্ম—নিত্য। তাঁহার সঙ্গ-রাহিত্য যেন মুহূর্ত্তের জন্য না হয়—মুহূর্ত্তের জন্যও যেন গুরুপাদপদ্মের বন্ধন হ'তে বিচ্যুত না হই—অন্য কোন প্রাকৃত প্রলোভনে প্রলুব্ধ হ'য়ে মনমাত্রও যেন শ্রীগুরুপাদপদ্ম ছেড়ে না দেই—অন্য কারে লোকের কোন সদ্বিচার শুনে যেন শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে বঞ্চিত না হই।"

আজ ব্যাসপূজার বাসরে আমরা যেন সেই প্রাণস্পর্শী উপদেশরাজি ভুলিয়া না যাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে—শ্রীগুরুপাদপদ্মের চিন্ময়মূর্ত্তি হইতে আমাদের চিত্তবৃত্তি বিচ্যুত বা স্খলিত হইলে আমরা শ্রীব্যাসপূজার অনুষ্ঠানের অধিকারী হইব না। শ্রৌত কীর্ত্তন—শ্রীগুরুমুখ-বিগলিত শ্রুতি আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের চরিত্রকে বাস্তবভাবে নির্ম্মিত ও বিকশিত না করিলে কিংবা শ্রৌতকীর্ত্তন-শ্রবণে বিক্ষেপ উপস্থিত হইলে শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হইল না। হে শ্রীচৈতন্যবাণি! আমরা যেন আপনার শ্রীমুখ-বিগলিত শ্রুতি-বিদ্বেষ হইয়া কখনও অশ্রৌত বাক্যে প্রলুব্ধ না হই। আমাদিগকে আপনার চৈতন্যবাণী-শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপা ব্যাসপূজায় অধিকার প্রদান করুন।

হে শ্রীচৈতন্যশিক্ষা-বাণি! আপনার সপ্তচত্বারিংশত্তম-বিরহ-বাসরে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য-মঠের নামহট্ট-তীর্থে যে অনবদ্য অভিভাষণ অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহাতে "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্"—এই বাণিই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির সহিত ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। শ্রীগৌড়ীয় মঠের সর্ব্বনিয়ন্ত্রিত শ্রীবিগ্রহের প্রবেশোৎসব, পারমার্থিক প্রদর্শনী, পারমার্থিক সম্মিলনী, ভক্তিসজ্জের অদ্ভুত সেবাচেষ্টার আদর্শ ও অর্জ্জনসিদ্ধি—এই বিশ্বে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের "পরং বিজয়-নিশান" উড্ডীন করিয়াছিল। "শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই —পরম ধর্ম্ম বা একমাত্র ভজন-প্রণালী"—এই কথা প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের তোতা পাখীর মত যে-কাহে বলিয়া থাকে, আর সেই তোতাপাখীর কীর্ত্তন শ্রবণে যে লোকের যে ভ্রান্ত, ক্ষুদ্র ও বিবর্ত্তযুক্ত ধারণার উদয় করাইয়া থাকে, আপনার শ্রৌতবাণী সেরূপ ভাষাহীন জীবনহীন, আচরণহীন বা আনুকরণিক আবৃত্তিমাত্র নহে। আপনার প্রত্যেক আচরণ—শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন, আপনার প্রতিসূত্র—কৃষ্ণসংকীর্ত্তন, আপনার প্রতি অঙ্গ—অহৈতুক কৃষ্ণসংকীর্ত্তনের পূর্ণবিকশিত উদাহরণ। আপনার মৌলিক শ্রৌতবাণীর প্রাণস্পর্শিনী, চেতনস্পর্শিনী, অর্থবিকাশিনী, সেবা-প্রেরণা ও প্রগতিবাহিনী শক্তিসঞ্চারিণী ভাষা আছে। এইহেতু আপনার আহ্বানে শতসহস্র সেবোন্মুখ, অহৈতুক কৃষ্ণসংকীর্ত্তন-সেনা—যাঁহারা আপনার আত্মার মুহূর্ত্তে তাঁহাদের সমস্ত অকপটে পূর্ণচেতনের পাদপদ্মে বলি দিতে পারেন—যাঁহারা জগতে তুচ্ছ মায়া-মোহের আকর্ষণ মুহূর্ত্তের মধ্যে ছেদন করিয়া বা তাহাতে সম্পূর্ণ অনাসক্ত থাকিয়া সংকীর্ত্তনের অভিযানে সমগ্র প্রাণ আহুতি দিতে পারেন—এইরূপ সেনা-সমূহ প্রকাশিত হয়। হে শ্রীচৈতন্য-সংকীর্ত্তন-সেনাপতে! কবে আমরা আপনার সেই সংকীর্ত্তন-সেনানীগণের পদে পতিত হইবার সৌভাগ্য অকপটে বরণ করিতে পারিব? আপনি নৃপাক্ষরে সেই অধিকার-প্রদানে সতত আশ্বাসিত, আপনার সেই অযাচিত শ্রীচৈতন্যের দান কবে আমরা নিষ্কপটে বরণ করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তনকেই জীবনে-মরণে একমাত্র ব্রত করিতে পারিব?

আপনার গতবর্ষের ব্যাসপূজার মঙ্গলময়ী বাণী আমরা যেন এ বৎসর ভুলিয়া না যাই, বরং গত বর্ষের শ্রৌতবাণী আমাদের কর্ণে—হৃদয়ে—বাস্তব চরিত্রে আরও গভীরভাবে ধ্বনিত, রচিত ও প্রস্ফুটিত হইয়া আমাদিগকে বর্ত্তমান-বর্ষে আপনার কীর্ত্তন-সেবাতে প্রবেশাধিকার প্রদান করুন।

পরমারাধ্য প্রভুপাদ! আপনি গত বর্ষে আত্মবৈভব-মুখে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন,—

"এই বর্ষব্যাপী যে জীবন লাভ ক'রেছি, তদনুরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করতে পেরেছি কি না, সে-বিষয়

আলোচনা করবার সময় এসেছে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব'লেছেন যে, আমরা সকলে মিলে ভগবানের সেবা করবো। * * অনেকে স্বার্থপর হ'য়ে বলেন,—আমিই সেবা করবো, বা আমারই একা কার্য্য প'ড়েছে, অন্যের তা'তে অধিকার নাই। কিন্তু শ্রীগুরুদেবের দয়ার্দ্রচিত্ত বলেন,—এসো, হিংসা পরিত্যাগ ক'রে সকলে মিলে ভগবানের পূজা করি। এটা সকলের চেয়েও বড় জিনিষ। সকলের চেয়ে বড় জিনিস ব'লে সেটা অপরে করতে পারবে না বা অপরকে করতে দোবো না, সেরূপ হিংসা গুরুপাদপদ্মের নেই। সকলে মিলে যে কীর্ত্তন করা যায়, তা'—সঙ্কীর্ত্তন।"

হে পরদুঃখদুঃখি, সনাতনাভিন্নবিগ্রহ প্রভুবর! আমরা যেন আপনার সেই বাণী চিত্তপটে সমুজ্জ্বল রাখিয়া আপনার শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট-পরিপূরণের পথের অকপট যাত্রী হইতে পারি। আপনার অষ্টপঞ্চাশত্তমাবির্ভাব-বাসরে আপনার সেই শিক্ষা আমাদের চরিত্রকলুষগুচ্ছকে নির্ম্মল ও প্রস্ফুটিত করিয়া দিয়া আপনার শ্রীচরণে প্রণিপাত-পুষ্পাঞ্জলি-প্রদানে যোগ্যতা-প্রদান করুন।

হে সংকীর্ত্তন-সেনাপতে! আমরা সকলে মিলিয়া—সকল সতীর্থ শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবৈকচরমস্বার্থময়-শ্রীতিবন্ধনে অকপটে সম্মিলিত হইলেই আপনার সংকীর্ত্তন-সেবার অধিকার লাভ হয়, আপনার এই শিক্ষা ভুলিয়া গিয়া আমরা যেন আপনার অবিধিপূর্ব্বক পূজার বাহ্য অভিনয়-আড়ম্বর-মাত্র না দেখাই।

হে শ্রীচৈতন্যসরস্বতি! আপনার গত বৎসরের বাণী-সমূহ আমাদের হৃদয়ে বর্ত্তমান বর্ষে আরও গভীরভাবে ধ্বনিত হইয়া আমাদিগকে আপনার ব্যাসপূজার কীর্ত্তনা-রাত্রিক শিক্ষা প্রদান করুন। আপনি গত বৎসরে আত্ম-সৌভাগ্যমুখে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন,—

"ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে আমার গুরুদেব বিরাজমান। তিনি যদি ভিন্ন মূর্ত্তিতে বিরাজ না করেন, তবে কে আমাকে রক্ষা করবেন? * * আমিই কেবল হরিভজন করতে পারলাম না, আমি কেবল পরছিদ্র-দর্শনে ব্যস্ত, কোথায় আমি ভজনের পথে অগ্রসর হ'ব, না আমি বৈষ্ণবের ছিদ্র-অন্বেষণে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছি! * * শ্রীগুরুপাদপদ্ম পত্রের ছিদ্র-দর্শন হ'তে নিবৃত্ত থাকেন, অথচ আমার অমঙ্গল, আমার শতসহস্র ছিদ্র সর্ব্বদা দেখিয়ে দেওয়া ছাড়া গুরুপাদপদ্মের কৃত্য নেই। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদর্শ হ'তে যেন বঞ্চিত না হই। আজ থেকে আমার যদি এক বৎসর জীবিত থাকি, তবে প্রতি-মুহূর্ত্তে গুরু-সেবা করব—পরচর্চ্চাটা ছেড়ে দিব। * * বিষয়-জাতীয় কৃষ্ণ—অর্দ্ধেকটা, আর আশ্রয়-জাতীয় কৃষ্ণ—অর্দ্ধেকটা। এতদুভয়-বিলাস-বৈচিত্র্যই—পূর্ণতা। বিষয়-জাতীয় পূর্ণ প্রতীতি—কৃষ্ণ, আর আশ্রয় জাতীয় পূর্ণ প্রতীতি—আমার গুরুপাদপদ্ম। চেতনের ভূমিকা-সমূহে যে আশ্রয়-জাতীয় অপ্রাকৃত প্রতিবিম্ব প'ড়েছেন, তাহাই ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে আমার গুরুদেব। জীবনব্যাপী ভগবানের সেবা করতে হ'বে সর্ব্বক্ষণ দেখাচ্ছেন যিনি, তিনিই—শ্রীগুরুপাদপদ্ম।"

হে অদ্বিতীয় গুরুপাদপদ্মাবতার! আপনার এই সকল চেতনময়ী বাণী ও জীবন্ত আচরণ আমাদের অন্ধকার-হৃদয়কে বিদলিত করিয়া আপনার পাদপদ্মে সর্ব্বানুনিবেদন-ময় প্রণিপাত-পুষ্পাঞ্জলি-প্রদানে যোগ্য করুন।

হে মহামহিমমুকুটমৌলি! নিত্যমুক্তকুলশিরোমণি! গৌরকৃষ্ণপ্রবণকীর্ত্তনৈককৌতুকিন্! আপনি একদিন সগর্ব্বে প্রাণভরা প্রমোদের সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের সার্ব্বকালিক শ্রবণ-কীর্ত্তন-মহোৎসবের যে গীতি গান করিয়াছেন এবং যে নিত্যগীতি-গানের জন্য আপনি শ্রীগৌড়ীয়মঠবেদী ও শ্রীচক্রিবিনোদ-আসন রচনা করিয়াছেন, আমরা সেই বেদীকে যেন চৈতন্যসরস্বতী-সংকীর্ত্তনে সমুখরিত রাখিতে পারি। শ্রবণ-কীর্ত্তনে বিন্দুমাত্র অন্তরায় হইলেই নানা অনর্থ আমাদিগকে গ্রাস করিবে। আমরা সেখানে আর আপনার পাদপদ্ম দর্শন পাইব না। কারণ, শ্রীচৈতন্য-সংকীর্ত্তনের পারিপার্শ্বিকতা ব্যতীত আপনার অধিষ্ঠান ও অবস্থান নাই। আপনি একদিন পত্রাবলীমুখে জানাইয়াছিলেন,—

"শ্রীগৌড়ীয়মঠে সর্ব্বদাই হরিকথা ও সকলেই হরিসেবা-প্রায়ণ। তাঁহাদের সঙ্গ আমার শেষ জীবনে শ্রীপরীক্ষিৎ-রাজার ভাগবত-শ্রবণের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে বরণীয়। **যেখানে হরিকথা নাই, সেই স্থল যতই আত্মীয়-স্বজন-বেষ্টিত হউক্ না কেন, যতই বাসের সুবিধা-জনক হউক না কেন, আমার অন্তিমকালে সেই-সকল স্থান বা তাদৃশ জনসঙ্গ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বোধ হয়।**" *

* শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড, ৩৩পৃষ্ঠা। (২য় সংস্করণ)

হে কৃষ্ণপ্রকাশবিগ্রহ! মূল আশ্রয়বিগ্রহের সর্ব্বোত্তমা সেবা যেরূপ বিষয়বিগ্রহকে আকর্ষণ করিয়া সাধারণ সেবাস্থল শ্রীরাসমণ্ডলীকে পরিত্যাগ করাইয়া থাকে, তদ্রূপ কৃষ্ণসুখোৎপর্য্যার্থ যাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা পূর্ণতমরূপে ব্যাকুল, তাঁহারও বিষয়বিগ্রহের যেখানে সর্ব্বোত্তমা সেবার সন্ধান, সেই খানেই অধিষ্ঠান বা পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ হয়। ইহাতে একমাত্র কৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম সুখের সন্ধান-স্পৃহা পূর্ণতম-মাত্রায় প্রকটিত। আপনাতে সেই আদর্শ সর্ব্বক্ষণ পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত দেখা গিয়াছে। আজ 'মন্ত্রদেশ'-বাসীর সৌভাগ্যের সীমা নাই। তাঁহারা শ্রীচৈতন্য-বাণীর শ্রবণ-কীর্ত্তন সেবা বরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের যে সর্ব্বোত্তমা সেবা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহাতেই আপনার সর্ব্বোত্তম অভিনন্দন হইতেছে। মন্ত্রদেশ—ব্যাসগুরুর অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র—যেখানে তাম্রপর্ণী, কৃতমালা প্রভৃতি পুণ্যনদী শুদ্ধভক্তিস্তন্যধারা হৃদয়ে ধারণ করিয়া প্রবাহিতা—যেখানে শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমদাচার্য্যপাদ অসুর-মোহনাবতার আচার্য্যশঙ্করের ব্যাস-বিরোধবাদ মোচন করিয়াছিলেন—যেখানে শ্রীরামানুজ, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বার্ক শ্রীব্যাসপূজা সম্পাদন করিয়াছিলেন—যেখানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কৃষ্ণসংকীর্ত্তন-মুখে শ্রীব্যাসপূজার প্রকৃত স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেখানে আপনার সাক্ষাৎ অধিষ্ঠানে পুনরায় শ্রীব্যাসপূজার পূর্ব্ব-গৌরব-স্মৃতি ও অনুদর্শন উদ্বুদ্ধ হইল। এবার আপনি শ্রীগৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীতে, কুর্ম্মাচলে, লক্ষ্মণাবতীতে, প্রয়াগ-ক্ষেত্রে, গুরুতলে, বেহ্‌লীনগরে, ইন্দ্রপ্রস্থে, হস্তিনাপুরে যে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়াছেন, দেহ্‌লীনগরে শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও মন্ত্রনগরীতে শ্রীগুরুগৌর-গান্ধর্ব্বিকা-গিরি-ধারীর প্রতিষ্ঠা-সংকীর্ত্তন-মহোৎসব-দ্বারা যে ব্যাসপূজার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই আদর্শানুসরণে শ্রীচৈতন্য-বাণী-পূজায় আজ সুকৃতিমান্ সরল মন্ত্রদেশবাসিগণ বদ্ধপরিকর হইলেন। আমরা আজ বহু দূরে থাকিয়া তাঁহাদের সেবোন্মুখিনী সুকৃতির সহিত আমাদের আর্ত্ত আকাঙ্ক্ষা মিলিত করিয়া প্রণিপাত-পুষ্পাঞ্জলি-প্রদানে সাহসী হইয়াছি। আমরা যেন সত্বরই শ্রীচৈতন্যবাণী-পূজায় প্রবৃত্ত হইতে পারি—আমরা যেন কায়মনোবাক্যে প্রকৃষ্টরূপে সর্ব্বাত্মপাত করিয়া অকপটে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর নিত্যপূজা করিতে পারি, ইহাই আমাদের অনন্যাভিলাষ হউক।

কৃষ্ণাপঙ্গনী
ও গোবিন্দ, ৪৪৪ গৌরাব্দ

আপনার শ্রীপদরেণু-প্রার্থী
শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের
অষ্টপঞ্চাশত্তম আবির্ভাব-বর্ষের
বার্ষিক অভিভাষণ

(মাদ্রাজ হইতে প্রেরিত)

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে যে-সকল পবিত্র স্বল্প বাক্য লোকাতীত অধিষ্ঠানের ও বাক্যের দ্বারা সূচনাতীত করিয়াছিলেন, সম্প্রতি শ্রীভগবানের অভিপ্রায়মত তাঁহারই কথার উদ্দীপনস্মৃতির আশ্রিত-ভূমিতে আজ আমি অবস্থান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। যে প্রদেশের অধিবাসিগণ পুণ্যসলিলা নদী-সমূহের পূতোদককে ভগবচ্চরণামৃত-জ্ঞানে আপনাদিগকে জড়াতীত ভগবদ্রাজ্যের সেবায় অনুক্ষণ নিযুক্ত রাখিয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কাল-বিশেষোৎপন্ন সাধুগণের সহিত একযোগে হরিকথায় উন্মত্ত হন, সেই ভক্তি-প্রণোদিতচিত্তজনগণের অধস্তনের সঙ্গসুখলাভে ভগবৎ-সেবার অনুসরণ করিতেছি। সুতরাং বার্ষিক শ্রীগুরু-

পাদপদ্মসেবায় আপনাদের সহিত লৌকিকভাবে যোগদান করিয়া শ্রীগুরু-পূজার আবাহন করিতে অসমর্থ হইলাম। অদ্য শ্রীগুরুপূজার বাসরে আমি কিছু শ্রীগুরুপাদপদ্মের ও তদনুগ-সম্প্রদায়ের গুণগাথা-গানের সহিত সেবাময় প্রাগ্‌গুরুবর্গের তথা আমার ভাবি-গুরুবর্গের সেবায় সুযোগ পাইতেছি। এক্ষণে সেই কার্য্যে ৫১৮ ক্রোশ দূরে ব্যবহিত হইয়া আমার অস্ফুট অভিব্যক্তি জানাইতেছি।

আমার হইয়া আমার স্নেহবিগ্রহ শ্রীমান্ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ শ্রীগুরুপূজা-বাসরে সমাগতজনগণের নিকট আমার দুর্ব্বলা উক্তি পাঠ করিয়া শুনাইবেন,—এই আশায় এই অভিভাষণটি লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইলাম।

অস্মদীয় গত বর্ষের প্রাথমিক সূর্য্যোদয়ের শ্রীগুরু-পূজোৎসবের পর শ্রীগৌরহরির কৃপায় আমাদের আর একটি বর্ষ অতীত হইয়াছে। উনষষ্টিতমবর্ষের আগু-দিবসীয় গুরুপূজার সহিত আমার শ্রীগুরুদেবের অনুগ-বর্গেরও তৎসহ পূজাবকাশ উপস্থিত হইয়াছে। গুরুতত্ত্বের কথা আমি এবৎসর মরুভূমিতে উপস্থিত থাকিয়া বলিতেছি; আর আমার স্নেহ-সম্বন্ধিত স্নেহভাজনগণের গুরু-পূজার অনুষ্ঠানাবলীর কীর্ত্তনই আমার বর্ত্তমান-বর্ষীয় অভিভাষণের প্রধান অবলম্বন হইতেছে।

আমি শ্রীমহাভাগবত-সম্প্রদায়ের নিকট শুনিয়াছি যে, সর্ব্বৈশ্বর্য্য মাধুর্য্যৌদার্য্যগুণেশ্বর পরমেশ্বরে প্রেম, তদধীনজনে শুশ্রূষা ও সমবোধে মিত্রতা, স্নেহসিক্তনেত্রে সমাদর প্রভৃতি অবস্থাত্রয়ের দ্বারা ভগবদধীন জনগণের অনুশীলন হইয়া থাকে; আর যাঁহাদের ভগবান্ ও তদীয় জনগণে প্রীতির উন্মেষ লক্ষিত হয় না, তাঁহাদের প্রতি উপদেশকের কারুণ্য-প্রদারণ-মুখে সেবা-বিমুখ ত্রিগুণতাড়িত অহঙ্কার-সর্ব্বস্ব জনগণের প্রতি উপেক্ষা আবদ্ধ জানিয়া নিজকল্যাণোদ্দেশে শ্রীগাড়র্ষিকা-গিরিধরের সুষ্ঠুসেবার উত্তরোত্তর বর্দ্ধনকল্পে সৎসঙ্গ-বিচারে নির্জ্জনতা-পরিহার ও কীর্ত্তনগানই সেবা-পদ্ধতি বলিয়া যাহাতে উপলব্ধি করিতে পারি এবং সেই কীর্ত্তনই যাহাতে বৈকুণ্ঠবস্তাত্মিকা ভূমিকায় আমার নিত্যবাসস্থান প্রদান করে,—এতদুদ্দেশে শ্রীগুরুজনসঙ্গ বাঞ্ছনীয়।

শ্রীগৌরসুন্দর ভগবানের যাবতীয় লীলা-কথার উত্তরোত্তর উন্নতির উপদেশকসূত্রে মহাবদান্য। শ্রীগৌর-হরির দশাবতার বা স্বয়ংরূপ শ্রীগৌরহরির নন্দনন্দন-লীলায় যাদৃশ সর্ব্বতোভাবে ঘৃণা ও পতিতজনগণের উপদেশকসূত্রে তাঁহার সর্ব্বোত্তম দয়ার পরিচয় নিত্যকাল অনন্তভুবনে পরিবীত আছে। সেই দয়ার কণমাত্র লাভ করিবার পিপাসু হইয়া যাঁহারা এই অমঙ্গলময় কর্ম্ম-জ্ঞান-ভূমিকায় বিচরণ করিবার প্রয়াস করেন, তাঁহারাই হরি-ভজনের সর্ব্বোত্তম অনুশীলন বুঝিতে পারেন।

শ্রীগুরুদেব সেই শ্রীগৌরসুন্দরের পক্ষে প্রতিভূ হইয়া যে স্বীয় পরম নির্ম্মললীলা প্রদর্শন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সকল কথা দেখাইয়া দেন, তাহাতে আমরা শক্তিত্রয়েরই পরিচয় পাইয়া থাকি। যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই চরম ও পরম প্রয়োজন, সেই প্রেমার কথা শ্রীগৌরপদসেবীর নিকট হইতেই পাওয়া যায় এবং তাঁহার মোহার-সূত্রে আমার গুরুবর্গ সেইকথা প্রতিধ্বনিত করিয়া আমাকে ত্রিগুণ-তাড়িত বিচার হইতে উত্তোলন করেন।

ভগবানের সম্বিদ্‌বৃত্তির কারুণ্য লক্ষ্য করিতে গিয়া দেখি যে, তাঁহার সৌন্দর্য্যের অন্ত নাই। প্রাসাদের উন্নত শিখরদেশ বা বিটপি-আচ্ছাদিত কানন-কুটির সম্বেদনের বিহারস্থলী। তৎফলে বিগত বর্ষে শ্রীগুরুপূজা-বাসরে প্রথমদিনেই শ্রীগৌরানুকম্পিত শ্রীগুরুমুখ-বাণী—যাহা অস্ফুট কীর্ত্তন করিয়া বায়ুরাশিতে বিলীন হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছিল, সেইগুলি অক্ষরার্চ্চায় সম্পুটিত হইয়াছে।

স্নেহবিগ্রহ-ব্যূহ শ্রীমান্ পণ্ডিত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ 'গৌড়ীয়'পত্রের সম্পাদক-সূত্রে সেই সকল উক্তির অর্চ্চন আরম্ভ করিতে গিয়া বক্তৃতাবলীর প্রথম তিনখণ্ড ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করিবার সুযোগ দিয়াছেন।

স্নেহবিগ্রহের মনোঽভীষ্টপ্রদাতা শ্রীগৌরধাম-প্রাপ্ত শ্রীল ভগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন ও তদীয় সাক্ষী ভক্তিপ্রাণ সহধর্ম্মিণী-দ্বয় শ্রেষ্ঠার্য্যোচিত হরিকথা-প্রচার-ক্ষেত্র ও বাস্তব নিত্য অর্চ্চাবিগ্রহের সেবা-কার্য্যে যে বৈকুণ্ঠস্থাপত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বিতরণের গর্ভ-স্বরূপ। শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনের পারিপার্শ্বিক সারস্বত নাট্যশালায়, আচার্য্যবাণী-প্রচারের ক্ষেত্রে শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে অবগাহন-ঘটিকারূপ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রচার।

অভক্তিপক্ষে ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য-পঞ্চমবর্ষই—

ষট্‌পদস্থ। সেই পদেই শ্রীআনন্দতীর্থ মধ্বপাদ কৃষ্ণ-সেবার অক্ষয় শ্রীআধারেন্দ্রপুরীপাদকে স্থান দান করিয়াছিলেন। সেই মাধ্বীয় ভক্তিরসসিন্ধুতে অবিনাশিনী শক্তিতে গৌরকারুণ্য-সিন্ধু শ্রীসনাতনপ্রিয় শ্রীরূপপাদ আমাদের জন্য যে সোপানাবলী-নির্ম্মাণের স্থাপত্য দেখাইয়াছেন, সেই স্থাপত্যের নিপুণতম স্থপতিপ্রবর শ্রীভক্তিবিনোদের পূজাই শ্রীবিনোদানন্দের অনুকম্পা। যে-দিন শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ অভক্তোগ-কোলাহল-মত্ত ভারতের সর্ব্বপ্রধান নগরীতে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-সভার পুনরাবাহন করেন, সেইদিন আমাদের বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথের জগতের প্রতি কৃপা লক্ষ্য করিবার সুযোগ হয়।

স্নেহবিগ্রহে স্বাস্থ—যাহা 'স্বানন্দ' শব্দে অন্তরিত, সেই শ্রীমান্ অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বি, এ পরিস্রাজকবেশের চেষ্টায় কৃষ্ণনগরে উদ্ভাবিত একায়ন মঠ কুটীচক ও বহূদক অবস্থা অতিক্রম করিয়া হংসক্ষেত্রে পারমহংসী সংহিতার নিত্যলীলাক্ষেত্র স্থাপন-মুখে সচ্চিদ্‌ভাণ্ডার স্থাপনকল্পে অপর স্নেহবিগ্রহবাহ শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারীর প্রচেষ্টায় স্বানন্দ সচ্চিদের নিত্য একায়ন মঠোদ্ভাবন তাহার অব্যবহিত-কাল-পরেই সংঘটিত হইয়াছে। একায়নের কথা পুরুষোত্তম-বিভাবপর স্বজনগণ, পঞ্চরাত্র ও ভাগবত, এই উভয়শ্রেণীর অর্চ্চা-মূর্ত্তি-সমূহ হইতে অবগত আছেন। উহাই মাদৃশ পতিত জীবকুলের একমাত্র অয়ন বা গতি; যেহেতু শ্রীব্যাস-বিচারে বদরায়ণ-শাখা-প্রতিষ্ঠিত বেদ-চতুষ্টয়ের বিচার ও তত্ত্বৈশিষ্ট্য জড়জগতে আনীত হইয়া প্রেমাভাব সৃষ্টি করিয়াছে; তাহাতে অহঙ্কারী, ত্রিগুণ-তাড়িত কর্ম্মি-সম্প্রদায়ের তাণ্ডব-নৃত্য। শ্রীমদ্ভাগবতের নৈষ্কর্ম্ম্য-বিচারে উহা একায়ন ভক্তিপথেই চালাইয়া দিয়াছে। অজ্ঞানগণের জ্ঞান-পরিবার ও শ্রীসনাতন-শ্রীরূপপুষ্ট শ্রীজীবের পরম-বিমল ভাগবত-সন্দর্ভের সেবা-বিভাগে ভজননিপুণগণের আনুকূল্যবিচারে একায়নত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

আবার, পূর্ব্বগৌড়ের সুশীতল রাজধানীতে বিদ্বদ্-বিচারের মধ্যে সেই একায়ন-বিচার-প্রচার-কল্পে স্নেহ-বিগ্রহ কুঞ্জ স্থাপনের অনুকূলীয় বাণীবিকাশে চেষ্টান্বিত হইয়া শ্রীনিত্যানন্দরায় শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি-প্রভু তাঁহার ভক্তিবিবেক ভারতীয় নির্ব্বিশেষ-বিচার-পর উন্নতশিখরে মাদৃশ নিরপরাধ অক্ষুটা বাণীর অস্ফুটকল-প্রবাহের প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশে ভারতীবাণী নির্ব্বিশেষ-বিচারপরজনগণের তাণ্ডব-নৃত্য ন্যূনাধিক প্রশমিত করিবার যত্ন করেন। তৎফলে ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গাঁহার তাগ্‌ড়া-স্থিত একটি শৈলী কুটী প্রদান করিয়া ভক্তির অপ্রকাশিত নিরৈষম্য-মূলা চেষ্টার সুযোগ করিয়া দেন। আমাদের অসমর্থা, অনিপুণা জিহ্বাও ধার্ম্মিকবর ডাক্তার শ্রীযুত শিশির কুমার পাল মহোদয় ও কুচবিহার-রাজ-মাতা মহারাণী শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর সৌজন্যে স্নেহ-বিগ্রহের আবাস-স্থলীর ছটায় বিভাবিত হইবার কথঞ্চিৎ সুযোগ পাইয়াছিল।

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে পঞ্চরাত্রের ও ভাগবতের কথার পূর্ণ প্রচার কাল-প্রভাবে মলিন হওয়ায় ইতর-চেষ্টা শ্রীভগবানের লীলা-ক্ষেত্রকে আবৃত করিয়াছিল। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই স্মৃতির পুনরুদ্দীপন-কল্পে রাজকীয় কার্য্য-ব্যপদেশে শ্রীমদ্ভাগবতের পঠন-পাঠনাদি ও রাজকার্য্য-সেবা-ছলনা-তাৎপর্য্যপর অবসরকালীন 'ভক্তিকুটী' নির্ম্মাণ করেন। সেই স্থানেই শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ ঠাকুর শ্রীহরিদাসের কীর্ত্তন-ভূমিতে ও প্রসিদ্ধ সপ্তাসন ভজন-ক্ষেত্রে অষ্টাসন স্থাপন করেন। নবাসনের কৃত্য পঞ্চরাত্র এবং ভাগবত অনুষ্ঠান ও বাণী-প্রচারের সুষ্ঠুতার জন্য শ্রীমান্ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন, শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি-প্রভু, শ্রীমান্ কৃষ্ণপ্রসাদ দাস অধিকারী ও শ্রীযুত রায়বাহাদুর হুজুরীমল মহাশয়-গণের চেষ্টা এবং শ্রীযুত স্বতীশ চন্দ্র বসু মহাশয়ের সৌজন্যে শ্রীগাম্ভর্ব্বিকা-গিরিধারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমন্দিরের ভূমিতে যাত্রা-দিবসে ভিত্তিপত্তন-মহোৎসব হইয়াছিল। শ্রীক্ষেত্রে এখনও কত অধিক পরিমাণ মলিনতা আছে, তাহা দেখাইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর ঐ ভূমির পারিপার্শ্বিকতায় কলিকলহ-বীজ পুনরায় অর্পণ করিয়াছেন।

হেয়, বিরোধী, পরিচ্ছিন্ন ভবমলিন চাতুর্ভৌতিক ভোজন-মিশ্রিত চিন্তা-স্রোতের সহিত শুদ্ধভক্তির সোপানগত কোন সম্বন্ধ নাই, পরন্তু পরিহারযোগ্য বিজাতীয় ভেদ

আছে—ইহা মায়াবাদি-সম্প্রদায় বুঝিতে না পারায় ব্রহ্মস্বরূপোপনিশ্রিত সাত্ত্বিকভাবের স্থূলীচপ্রকাশকেই তাঁহারা 'ভক্তি' বলিয়া অভিহিত করেন এবং শুদ্ধভক্তির অন্তরালে যাবতীয় অভক্তির তাণ্ডব-নৃত্যকেও ভক্তির প্রকারভেদ জানিয়া অজ্ঞাভিনাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ-ভোগ-ত্যাগ প্রভৃতি বিজাতীয় বস্তুকে আত্মীয়জ্ঞানে ভক্তির বাহু বলিবার ধৃষ্টতা করেন। ইহার ভারতম্য প্রদর্শন করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ব্যাস গুরুদেবের দ্বারা চারিসম্প্রদায়-কর্ত্তৃক অনর্থনাশিনী চেষ্টার উল্লেখ করিয়াছেন। চারি সম্প্রদায়ের মূল সর্ব্বাধিকারী অবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র স্বয়ং ঔদার্য্যময়ী লীলা জগতে অবতরণ করাইবার জন্য আচরণ ও প্রচারণকারীর বেষে জীবে দয়া বিতরণ করিয়া ভক্তিপ্রবরীর অলৌকিক সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন। পুনরায় শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট-কালীয় সৌভাগ্যের কিয়দংশ কি শ্রীপুরুষোত্তম মঠের প্রচার-পূজায় অর্চ্চিত হইবেন?

পূর্ব্বগৌড়ে শ্রীমায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠ ও কলিকাতা রাজধানীতে অবস্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব-সৌষ্ঠবে অনেকেই সেবা করিবার সৌভাগ্যলাভের সুযোগ পাইয়াছেন। কিন্তু মৈথিল-ভূমি মধ্যগৌড়, প্রতিষ্ঠানপুরী কান্যকুব্জ, ব্রহ্মাবর্ত্ত ও সারস্বত, এই চতুর্ব্বিধ গৌড়েও শ্রীচৈতন্যবাণীর উজ্জীবনকল্পে কএকবর্ষ পূর্ব্বে মঠ স্থাপিত হইয়াছিল। শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছার সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালনের যোগ্যতার অভাবে ঐ সকল স্থানস্থিত মঠ-সমূহে বার্ষিক মহোৎসব যথাকালে সম্পাদিত হইবার বাধা ঘটিতেছিল। এ বৎসর শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠের মহোৎসব, শ্রীপ্রতিষ্ঠানপুরস্থিত শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠের মহোৎসব, শ্রীমৈথিলেশ্বরের অযোধ্যা-প্রদেশান্তর্গত সীতা-পুরের নৈমিষীয় পরমহংসমঠের মহোৎসব এবং দেহলী-স্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের ও কুরুক্ষেত্র-সমন্ত-পঞ্চকের শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠের মহোৎসব যথাবিধি সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠের ভূমি-প্রদাতা পরম কল্যাণভাজন শ্রীযুত গণেশচন্দ্র সেন মহাশয় ও তাঁহার ভক্তিপ্রায়া সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর সমবয় চেষ্টার ফলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীযুক্ত ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজের তথা শ্রীযুত অতুলচন্দ্র ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহাশয়ের যত্নে মাদৃশ শ্রীরূপগৌড়ীয়-সেবাবিমুখজন উক্ত মঠের ভিত্তিস্থাপনের সুযোগ পাইয়া সকল-কাম হইয়াছে। দেহলী শ্রীগৌড়ীয় মঠে অবস্থান-কালে তত্রস্থ সেবোন্মুখজনের অনুকম্পায় ও বিজয়নগরাধি-পতির ভক্তবান্ধব সহোদর রাজাবাহাদুরের অর্থানুকূল্যে দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগান্ধর্ব্বা-গিরিধরের প্রাকট্য সাধিত হইয়াছে। দেহলী মঠে অবস্থান-সুযোগকল্পে স্নেহবিগ্রহ শ্রীমান্ কুঞ্জবিহারীর প্রবল উৎসাহে আমার শ্রীগুরু-পাদপদ্ম-ক্ষেত্রের দর্শন-সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় অধিবেশন-ক্ষেত্র নৈমিষে 'পরমহংসমঠ' স্থাপিত হইয়াছে, সুতরাং দ্বিতীয় অধিবেশন-ক্ষেত্র যাহাতে সকলের উদ্দীপনের বিষয় হয়, তজ্জন্য স্নেহবিগ্রহের অতুলনীয়া চেষ্টা। তথায় যাহাতে একটি পারমহংস্যপীঠ তথা ভাগবতীয় চিত্রশালা মূর্ত্যাগার তীর্থযাত্রিগণের হরিভজনের উদ্দীপন করায়, তজ্জন্য যত্ন করিতে হইবে। সেই স্থানটি একটু দুর্গম এবং নির্জ্জন বলিয়া তথায় অনুক্ষণ কীর্ত্তন-শ্রবণ করিবার জন্য বহু অধিবাসী না থাকায় মূর্ত্যাগার স্থাপিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

প্রেমময়ের অগ্রজ ব্রজের বলদেবাভিন্ন গৌরপ্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীনিতাইচাঁদের একজন বিশিষ্ট সেবক শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের পাট কর্ম্মিগণের হস্তে সুচারুরূপে সেবা না পাইয়া মলিনতা প্রদর্শন করিতেছিলেন। চাকদহের কতিপয় ভক্তের যত্নাগ্রহে তথাকার শ্রীপাট-বাটীর ভার গ্রহণ করিয়া যাহাতে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের শ্রীমহেশ পণ্ডিতোচিত ও তদনুগ-জনোচিত ভক্তি-প্রচারের সুযোগ হয়, তজ্জন্য ঐ সেবা-সৌভাগ্য লাভ আমাদের ঘটিয়াছে। অনভিজ্ঞ অর্ব্বাচীনজনগণ প্রাকৃতসাহজিক-দৃষ্টিতে কুতর্ক করিয়া যে হাড়াই-নন্দনের সহিত গৌড়ীয়-মঠের ঔদাসীন্য লক্ষ্য করিয়াছিল, তাহাদের সেই অসমীচীন বালচাপল্যরূপ অনর্থ বিদূরিত হইয়া যাহাতে তাহাদের চিত্তবৃত্তি সংশোধিত হয়, তাহার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে।

লক্ষ্মণাবতী নগরীতে কিছুকাল অবস্থান করিয়া হিন্দী-ভাষাভিজ্ঞ জনগণের নিকট গৌর-কথা উপস্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে লক্ষ্মণাবতী হইতে প্রকাশিত নৈমিষারণ্য পরমহংসমঠের দ্বাদশবর্ষ কৃত হিন্দীভাষায় ভাগবত-কথার প্রচার। উহাই প্রতিপক্ষ-নির্ব্বিশেষে প্রচারিত হইতেছে। তজ্জন্য 'ভাগবত' নামক হিন্দী সাময়িক-পত্রের প্রচারের

ব্যবস্থায় সুযোগ হইয়াছিল। ইদানীং অধোক্ষজ দাস সেবাকোবিদ মহাশয়ের সেবা-ফলেই পুরুষোত্তম-ব্যতীত অপর গৌড়-চতুষ্টয়ে যে-সকল মঠাদি স্থাপিত হইয়াছে, সেই মঠ-সমূহের স্বত্ব-কৃত্য তত্তদ্দেশবাসিগণের নিকট তদ্দেশ-প্রচলিতভাষায় প্রচার করা স্নেহবিগ্রহ-ব্রাহ্ম অধোক্ষজের কৃত্য হওয়ায় ভগবদ্ভক্তিবাণী-প্রচারে তাঁহার সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা ভক্তি-রাজ্যের অধিবাসিগণ দর্শন করুন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সৌধী মহারাজ "ভাগবত" সাময়িক-পত্র সেবার সম্পাদক শ্রীযুত বন মহারাজকে সহায়তা করিতেছেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের দাক্ষিণাত্য-বিজয়ে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি হরিনামগানে গগন ও জল-স্থলকে মুগ্ধ করাইয়াছিলেন। প্রাণিজগৎ, উদ্ভিদ্‌জগৎ, স্থাবর-অস্থাবর সকল প্রাণীই তাঁহার অলৌকিক আবির্ভাবে প্রেমাপ্লুত হইয়াছিল। সেবাগণ অলক্ষ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের নানা-প্রকার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া সেবা করিয়াছিলেন। নানাপ্রকার মৃতকের আশ্রয়ে কোথাও কোথাও সেই মহাভূমির প্রবল মনোভাব তর্কাচ্ছন্ন হইয়াছিল, কোথাও বা ভগবানের নিজ মাধুর্য্যকে ঐশ্বর্য্যের কথা প্রপন্নগণের মধ্যেও জ্ঞান-মিশ্রা-সেবা-বিচারে ন্যূনাধিক আবরণ করিবার যোগ্যতা দেখাইয়াছিল। শ্রীমাধুর্য্যবিগ্রহ যখন এতৎপ্রদেশে ঔদার্য্যের আবরণে—উপদেশকের বেষে হরিগুণগান করিতে করিতে চলিতেছিলেন, তখন তাৎকালিক অধোক্ষজ-কীর্ত্তন-বিদ্বাংকণের অমিত শক্তি জীবহৃদয়কে মাধুর্য্য-সেবায় ন্যূনাধিক সঙ্কীর্ত্তিত করিয়াছিল। কিন্তু শ্রীগৌর-সুন্দরের উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, কর্ম্ম-গ্রহিতা, জ্ঞানমিশ্রা সেবায় রামভজনপ্রভৃতি মাধুর্য্য-সম্মিলনের ন্যূনাধিক বাধা দিয়াছিল। শ্রীরামানন্দ-রায়ের সহিত সম্মেলনে শ্রীগৌরসুন্দরের উক্তি—যাহা আমরা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে পাঠ করি, তাহাতে দেখি যে, দাক্ষিণাত্যবাসিজনগণ পুণ্যবান্ হইলেও, এবং জনা-লোকে অদৈত কুতর্করিগকে সিংহ-বৃত্তিতে বিক্ষুব্ধ করিলেও অনর্পিতোজ্জ্বল-রস-শোভায় তাঁহারা অনেকেই উৎসাহ দেখাইতে পারেন নাই। তৎফলে বিগত বর্ষ-শত-চতুষ্টয়-যাবৎ এই বঙ্গপ্রদেশে শ্রীগৌর-গাথার ঔদার্য্য উপলব্ধির অভাব হইয়াছিল। শ্রীগৌরসুন্দরের ঔদার্য্য-বিলাস-পদাঙ্কিত ভূমিতে তাঁহার কথা আবরণ করিবার জন্যও মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের সচ্চেষ্টা-প্রতিম তর্কবাদের প্রসারণ লক্ষ্য করিয়া শ্রীগৌরকথার স্বচ্ছ প্রচার-পুষ্টি লাভ করুক, এই প্রকার আশা-বলে উদীয়মান সেবা-কোবিদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীযুত ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, শাস্ত্র-জ্ঞান-নিপুণ শ্রীযুত ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের সহিত ও কতিপয় ব্রহ্মচারী-ভক্তগণসমভিব্যাহারে আজ দুই বৎসর হইল, অন্ধ্র প্রদেশে এবং গোদাবরী ও কৃষ্ণার দক্ষিণাংশে ভ্রমণ বিজয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। গতবর্ষে মাদৃশ পতিতাধমও তাঁহার তৃতীয় যাত্রায় শ্রীরঙ্গক্ষেত্র, শ্রীজনার্দ্দন-স্থান শ্রীপদ্মনাভের নাগ-শয়ন-মূর্ত্তি দর্শন করিবার ও ভাগবতকথা বলিবার সুযোগ পাইয়াছিল। শ্রীগৌর-সুন্দরের চিহ্নিত-পদাঙ্কিত ভূমিদর্শনের উদ্দীপনী পতিতাধমের ভাগ্যের সুপ্রসন্নতা প্রদর্শনকল্পে তাহাকে কুমারিকা অন্ত-রীপের প্রান্ত-ভূমিকায় বিরহকাতরা রত্নাকর-তনয়ার গোপ্যানুগতা দর্শনের সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষে ত্রিদণ্ডিমহারাজগণের প্রচেষ্টায় মদ্রদেশের রাজধানীতে শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগান্ধর্ব্বা-গিরিধরের প্রাকট্য সাধিত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, স্থায়ী মঠের ভূমি-কোপরি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। এতদ্দেশের পরমোচ্চস্তরে অবস্থিত জনগণ হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ সকলের সহযোগে শ্রীমঠের কার্য্য দিন দিন অগ্রসর হইতেছে। এতদ্দেশোপযোগী গ্রন্থাদির প্রচারেরও ঘর দেখা যাইতেছে।

যাহাতে তরলমতি আদিশিক্ষার্থী বালকগণের ভবিষ্যদ্-জীবনে হরিভক্তির স্বরূপ-বোধ হয় এবং ভক্তিরই অবান্তর শাখা-প্রশাখারূপ জাগতিক নীতিসমূহ অবস্থিত—এরূপ ভাগবত-ধর্ম্মের ধারণার সুযোগ হয়, তজ্জন্য বর্ত্তমান-কালোচিত শিক্ষার সহিত পরমার্থের উন্মেষণ-কল্পে শ্রীঠাকুর-ভক্তিবিনোদের কৃষ্ণপ্রেম-প্রদীপলীলার অনুগমনের ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রীমান্ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ জগদ্ধারণদাসাধিকারী বিএ, প্রভৃতি অনেকেই ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজকে মূলগুরু করিয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের হরিভজন-শিক্ষা-বিস্তৃতির সুযোগ দিয়াছেন। কিছু কাল পূর্ব্বে পরবিদ্যাপীঠের পাদপীঠ-সূত্রে 'শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণ' সংস্কৃত-সাহিত্যের অনুর এবং

বেদান্তপুরুষের মুখ-স্বরূপ বিচার করিয়া উহার পঠন-পাঠন অঙ্কুরিত হইয়াছে। কালে উহার সহযোগিগণকে সার্ব্বভৌমের ন্যায় পরবিদ্যা-কুশল করাইবে। অপরবিদ্যার পরমপারদর্শিতাই পরবিদ্যার তারতম্য বিচারকারি-সোপান। শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছা হইলে পরবিদ্যাপীঠের উন্নত বিভাগ সমগ্র জগতের অপরা বিদ্যার প্রতিভাকে "আর্ত্তার্থার্থী" এই গীতার উক্তির তাৎপর্য্যে প্রতিষ্ঠিত করাইবে। "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত" শ্লোকের ও "আজ্ঞায়ৈব গুণান্" শ্লোকের মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেই "এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ।"—বাক্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি হইবে, তখনই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই যে বিদ্যাবধূর জীবন, এই গৌরবাণীর উপলব্ধি ঘটিবে—সভ্যগৃহে শ্রীবিশ্বম্ভরের ব্যাকরণপাঠের ক্রমিক পরমোন্নতির সকল কথার সোপান সুষ্ঠুভাবে পরিদৃষ্ট হইবে। তখন আর পন্থা-নীতির অবলম্বনকারী বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত উচ্চাবচ চিন্তা-স্রোত বৈকুণ্ঠেশ্বরী লীলা-দেবীর ধামশোভার বিদ্বেষভাব পোষণ করিবে না। অনভিজ্ঞ-সম্প্রদায়ের বালচাপল্য অহঙ্কার স্তব্ধ এবং "অহং ব্রহ্মাস্মি" মন্ত্রের কূ-সিদ্ধান্তের বহুমানন-প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হইয়া 'অমানিনা,' 'মানদেন,' 'তৃনীচেন,' 'সহিষ্ণুনা' পদসমূহের তাৎপর্য্যের উপলব্ধি ঘটিলেই 'বিদ্যাবধূজীবন' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আনুগত্য-লাভ ঘটিবে।

ভারতীয় সভ্যতায় নারীগণের মর্য্যাদা চিরদিন অক্ষুণ্ণ আছে। নরগণের ন্যায় নারীগণের হরিভজনে পূর্ণ যোগ্যতা আছে। ইহা জানাইবার জন্যই মহামহেশ্বরী শ্রীজাহ্নবা-ঠাকুরাণী, আচার্য্য-কন্যা শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণী এবং আত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি ভজনশীলাগণ নারীকুলের প্রাপ্যা-ধিকার সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা নারী-গৌরব—যাহা 'স্বতন্ত্রতা' নামে কথিত, তাহাকেই অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ভার্গবীয় মনুর উক্তিতে "নাস্তি স্ত্রীণাং স্বতন্ত্রতা" বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে বিগতভোগপ্রপঞ্চর্য্যা ও সন্ন্যাস-দাহচর্য্যরূপা ভক্তির কথা অভিব্যক্ত হইয়াছে। আশ্রয়জাতীয় স্বাধীনতা-সর্ব্বাশ্রয়ের নিত্য আশ্রয় বিষয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। কেহ যেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে 'স্ত্রীতৎপুরুষ' সমাসযুক্ত করিয়া আশ্রয়জাতীয়-মাত্র বলিয়া জ্ঞান না করেন, এজন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে 'কর্ম্মধারয়' সমাসের বিগ্রহভূত বাস্তববস্তুরূপে শ্রীস্বরূপ-রূপ-প্রমুখ ভগবদ্দ্বিতীয় স্বরূপগণ মাদৃশ পতিতাধম জগজ্জীবের হৃদয়ে আলোক বিস্তার করিয়াছেন। নারীজগতের আদর্শস্থানীয়া মাধবী মহাদেবী আপনাকে কিরূপ পরমহংসাবস্থার অর্দ্ধত্ব-বিজ্ঞাপিনী গোপ-সহধর্ম্মিণী, গোপী-সহধর্ম্মিণী দেখাইয়াছেন, তাহা সমগ্র নারী-জাতির আলোচ্য। শ্রীঅদ্বৈতগৃহিণী সীতাদেবী কিরূপভাবে শ্রীঅচ্যুতানন্দের ও শ্রীগদাধরভক্ত-সম্প্রদায়ের পূজ্যা, তাহা নারীকুল সহজ-বিচারে বুঝিতে পারিবেন। দেবীবিষ্ণুপ্রিয়ার আদর্শ-লীলা ভক্তিবিরোধী পরম পাষণ্ডগণের নরক-গামিনী ধারণা কিরূপ পরিবর্ত্তন করিতে পরম সমর্থা, তাহা নারীকুল স্বীয় স্বতন্ত্রতা সংরক্ষণ করিয়া নির্জ্জনগৃহেই জানিতে পারিবেন। বিষ্ণুপ্রিয়া-বিদ্বেষী অসুরকুলের বিষ্ণুপ্রিয়াকে শ্রীগৌর-মহামহেশ্বরী হইতে পৃথক্ করিবার দুর্ব্বাসনা অথবা তাঁহার প্রতিযোগিনী হইবার দুরহঙ্কারিণী হইয়া আত্ম-প্রতীতির সালঙ্কারাবোধ যে রোরবহ, ইহাও বুঝিতে পারিবেন। শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর তাঁহার পরলোকগতা মাতৃদেবীর প্রকৃত শ্রাদ্ধে জননী-জাতীর আত্মবোধাবলম্বি-গণের সংশিক্ষা-প্রদর্শনের জন্য প্রকৃত শ্রদ্ধার সহিত জননী-পূজা করিয়াছেন। ধন্যা সেই রত্নগর্ভা জননী—যাঁহার জনয় শ্রীভক্তিসুধাকর।

স্নেহবিগ্রহ বিদ্যাভূষণ—যিনি শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভায় মাদৃশ দুর্ব্বল হরিবিমুখজনকে উন্মুখ করিয়াছেন, যিনি বহির্ম্মুখচিন্তা-পর কলিকাতা রাজধানীর নাগরিক-গণের পার্থিব ভোগ-ত্যাগাহঙ্কার-মূলা চিন্তা-নদীকে শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবার উদ্দেশ্যে প্রবাহিত করিবার জন্য শ্রীগৌরশিক্ষা-প্রবাহ-প্রচারের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ দিয়াছেন, যাঁহার অনুপম সেবা-প্রবৃত্তি নরলোকে দুর্লভ, যিনি আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রকট-দিবসে তাঁহার দ্বিতীয়-স্বরূপে নয়নপথে দর্শন দিয়া পরে আমাকে তাঁহার সেবা করিবার সুযোগ দেন নাই, তিনি সকল সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন এবং আমাকে আমার শ্রীগুরুদেবের আশীর্ব্বাদ 'কৃষ্ণসেবাপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি হউক'—এই বাক্যের সর্ব্বতোভাবে সুযোগ দিয়াছেন, তাঁহারই কৃপে বিহারের জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকসম্প্রদায় ধাম-সহ গাঙ্গদা-

শিবিরের সেবা করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারই একটি চেষ্টা—এ বৎসরের প্রধান লক্ষ্যের বিষয়; উহা "গৌড়ীয়-মঠ-প্রদর্শনী" নামে ত্রিগুণতাড়িত জনগণের জন্য অনুষ্ঠিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই গৌড়ীয়-প্রদর্শনীর পূর্ব্বে তিনি শ্রীচৈতন্যমঠ-প্রদর্শনীতে প্রদর্শনীর অঙ্কুর আবাহন করিয়া পরে শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-প্রবেশের পরবর্ত্তী-সময়ে পারমার্থিক সম্মিলনীতে আমাকে চিন্ময়ী আলোচনার সুযোগ দিয়াছিলেন, সেই অকৃত্রিম স্নেহ-বিগ্রহের শাখা-প্রশাখা-সূত্রে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা শ্রবণ-কীর্ত্তন-বারিতে সিঞ্চিত হইয়া যে মূল স্থাপন করিবে, সেই মূলেই মূলবিহারী "সীব্যাদ্ বৃন্দারণ্য কল্পদ্রুমাধঃ" শ্লোকোক্তি শ্রীগান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সহিত "তামালিভিঃ পরিবৃতামিদনেব যাচে"—এই সঙ্কল্প-কল্পদ্রুমের প্রকট করাইবেন। সেই স্নেহবিগ্রহের স্থানের 'মূলুক' হইতে পারিলে আমার জীবন ধন্য জ্ঞান করিব। যাঁহার নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও ক্রিয়া আমাকে ঠাকুর নরোত্তমের কথিত "রামচন্দ্র-সঙ্গ-ত্যাগে" বাক্য-যাথার্থ্যে অবস্থিত করাইয়াছে, যাঁহার চেষ্টা-সমূহ আমাকে শ্রীগৌর-পরাবস্থের প্রণয়ের উদ্দেশ জানাইয়া দিয়াছে, তাঁহার সুশীতল লতা-মণ্ডপের স্নেহদৃষ্টিতে ভক্তদ্রোহী জনগণ যাহাতে সর্ব্বতোভাবে বাস করিতে পারেন,—ইহাই আমার প্রার্থনাশীর্ব্বাদ। ভগবদ্ভক্তকে কেহ প্রাকৃত-বিচারে গ্রহণ করিবেন না। ঈশ্বরে প্রীতিই ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদর্শিত পথ; সেই গৌরসুন্দর মহাভাগবতজনের একমাত্র আশ্রয় ও তিনিই শ্রীমহা-ভাগবত আশ্রয়ের একমাত্র বিষয়, এই উপলব্ধি সংগ্রহের জন্য অচিন্ত্যভেদাভেদ-ভক্তিসিদ্ধান্ত আমার প্রীতিভাজন স্নেহবিগ্রহদ্বয়গণকে ও আমার প্রতি প্রীতিদৃষ্টিসম্পন্ন প্রাগ্‌গুরুবর্গকে একসূত্রে গুম্ফিত করিবে। ইহাই পরস্পর-বিরোধী পার্থিব জগতে অবতীর্ণ শ্রুতিমন্ত্র-সমূহের গুম্ফনকারী ব্রহ্মসূত্র—যাহার ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীচৈতন্যভাগবত ও তাহার অনুভাষ্যস্বরূপ শ্রীচরিতামৃত গৌড়ভাষ্যাকারে নিত্যপ্রকটিত বিগ্রহদ্বয়; ইহাই নয়না-নন্দের বাণীর সার্থকতা এবং নবধা ভক্তির মুখ্য নাম-সংকীর্ত্তন, ভাগবত-পাঠ; উহাই নিত্যপ্রকটিত অধিনিম্ন চিন্ময়বিগ্রহ-সেবা; উহাই বৈষ্ণব-সেবা; উহাই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত।

গৌড়ীয়-প্রদর্শনীতে যে-সকল ব্যাপার প্রকটিত হইয়াছে, তাহা দৃষ্ট-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন, বিভিন্ন অঙ্কের অঙ্কনে অঙ্কের সেবা-মাত্র। বিভিন্ন সন্নিবেশে মধুরাদি রসের অনিত্য অবস্থান, কেবল জ্ঞানরাজ্যে হেয় প্রতিকূল মায়াবাদী বা কর্ম্মবাদীর বিচারসমূহ নিজান্তিত্ব নিত্যকাল সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না; পরন্তু তত্তৎ বিচারের ঘড়োন্মুখী চিদাভাস ক্ষণকালের জন্য উদিত হইয়া নিত্যকাল বিনষ্ট হইতে থাকে। তথায় আমরা শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত একটি শ্লোকের প্রাকট্য দর্শন করি—উহাই গৌড়ীয়-প্রদর্শনী। সুতরাং গৌড়ীয়-প্রদর্শনীর দর্শক-সম্প্রদায় নিজ-নিজ ক্ষুদ্র জ্ঞানোপকরণ লইয়া যাহাকে দেখিতে আসিয়াছেন, সে আর কিছুই নয়—বেদান্তের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-দর্শন। উহা সগুণ উপাসকের, নির্গুণ উপাসকের বা চেষ্টা নহে, পরন্তু নিত্যভক্তের উহাই নিত্যসেবা—যাহাকে পরমমুক্ত ভক্ত-জ্ঞানি-সম্প্রদায়ের ভাষায় "অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত" বলা যায়। আর পার্থিব বিচারকের জন্য সেই শ্রীমদ্ভাগবতের কথিত মাধুর-রসনকে প্রদর্শিত কানাই-বলাই-দর্শন,—

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥

এখন আমার স্নেহবিগ্রহকে ও প্রদর্শনীকে আপনারা যে যেরূপে দেখেন, দেখুন, তিনি অচিন্ত্যভেদাভেদ-দর্শনের আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহ হইতে চ্যুত হইয়া অচ্যুতাত্মার নিত্য সেবা পরিত্যাগ না করেন,—ইহাই আমার প্রলাপোক্তি।

সেই স্নেহবিগ্রহ যখন দেখিলেন যে, ঐশ্বর্য্যদর্শনকারী ভক্তমণ্ডলীর সহিত মাদৃশ তৃণাদপিসুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুগুণসম্পন্ন, অমানী ও মানদ সদাহরিকীর্ত্তনাভিলাষী জনে সমপর্য্যায়ে ঐশ্বর্য্য-দর্শনে পরশ্রীকাতর পার্থিব-জ্ঞানোন্মত্তের সংসরণ উৎপাদন করাইয়াছে, তখন আমার নির্জ্জনবাসের জন্য রচিত একায়ন মঠ—হংসক্ষেত্রে স্থানান্তরিত মঠ শ্রীগৌরসুন্দরের ধাম-সেবার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা আবশ্যক হইয়াছে, তখনই শ্রীচৈতন্যমঠের পূর্ব্বকূটীরের উপরিস্থিত বৃহটি শ্রীচৈতন্যমঠের বহির্দ্বারে আরও সুসজ্জিত-

ভাবে নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক, ইহা বুঝিতে পারিয়া আমাকে যাহাতে শ্রীমায়াপুর হইতে অন্যত্র নিশ্চল স্থানে না যাইতে হয়, তজ্জন্য একাসন মঠেরই উপরিতন তৃতীয় স্বরূপ ভক্তিবিজয়-প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করাইবার সকল চেষ্টা আমাদের স্নেহ-বিগ্রহ-প্রকাশ ভক্তিবিজয়ের সেবার উপকরণস্বরূপে নির্দ্দেশ করিলেন। তৎফলে আমরা শ্রীচৈতন্যমঠ-তোরণ ভক্তিবিজয় ভবনের একক-স্তম্ভের সেবকরূপে স্থাপিত হইলাম। ভক্তদম্ভহারী বিষয়বিগ্রহ শ্রীনৃসিংহদেব শ্রীগণাধিরাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া তাঁহার একায়নত্ব স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন; যেহেতু ভেদাংশ-প্রতীতিতে সত্ত্ব-তমো-মিশ্রিত ভাবের একত্বেই গণাধিপতা, সেই গণপতি অপেক্ষা বহুবিজ্ঞের আদর্শ চরিত্র, আশ্রয়-চিন্ময়-বিগ্রহ প্রহ্লাদ জাগতিক বিজ্ঞের সম্বেষক-সম্প্রদায়কে সৎপথে আনয়ন করিয়াছেন; সেই প্রহ্লাদ গরুড়স্তম্ভস্বরূপে বিষয়-বিগ্রহ নৃসিংহের সেবা-মন্ত্রে জগদ্বাসীকে দীক্ষা দিয়াছেন। শ্রীমারুনের গরুড়-স্তম্ভরূপে শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রয়-বিগ্রহের সেবাদর্শ দেখাইতেছেন। আমার শ্রীগৌরসুন্দর অবতারী হওয়ায় আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীরাধাভানবীর সহিত গান্ধর্ব্বা-রমণের একত্ব-প্রদর্শনকল্পে নরসিংহাসনে যুগলমূর্ত্তি ও মধুর রসের বিভিন্ন কায়ব্যূহ-সমূহ সংশ্লিষ্ট। সেই কায়ব্যূহ-সমূহের প্রিয় নর্ম্মাদি-বিচারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যূহের প্রকাশ-ভেদ। আমার গুরুবর্গের স্বরূপ, স্নেহবিগ্রহগণের স্বরূপ—শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রকোষ্ঠের সিংহাসনের নিকটে ও উপরেই। আবার, স্নেহবিগ্রহের অন্তরঙ্গ বিচারে—শ্রীস্বরূপের রঘুনাথ-বিচারে শ্রীরূপ-রঘুনাথ স্নেহবিগ্রহের পরমোৎকর্ষের বিষয়।

আমি সেবা-বিহীন, সুতরাং একের সেবা করিতে গিয়া যে সকল তেত্রিশকোটি সেবকবর্গ আমার সেবা-বিগ্রহ ও তদ্বিতীয়-স্বরূপ স্নেহবিগ্রহের সেবা-বাসনা-কামনায় বিভিন্ন ঐশ্বর্য্যময় প্রতিষ্ঠানের সেবক হওয়ার উদ্দেশে আমাকে পূর্ণস্নেহ-বঞ্চিত করিতে মুখাকৃতিও বন্ধ করেন, তাঁহারা আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়া আমার সেব্যের সেবায় উদাসীন হইবেন না। সেব্যের প্রতি অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচার-রহিত হইয়া যতদিন ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ থাকিবেন, ততদিন ঔদার্য্য-বিগ্রহ শ্রীগৌর-গদাধরের দয়া আপনাদের বিকৃত চেষ্টার দ্বারা পাইবেন না।

গৌরের আমার সবই ভাল—গৌরের আমার পদ্মপা-তাড়ন, গৌরের আমার মায়াবাদ-নিরসন, গৌরের আমার গদাধর-প্রীতি, গদাধরের আমার বল্লভাচার্য্যে কৃপা, নিতাইর আমার কালাকৃষ্ণদাসে কৃপা, জয়দেবের আমার পদ্মাবতী-প্রীতি, বিদ্যাপতির আমার লছিমা-প্রীতি, গৌরের আমার গুণরাজখানে প্রীতি, স্নেহবিগ্রহের আমার প্রাকৃত-রঞ্জন-প্রীতি-বোধ যেন আমাদিগকে ভক্তিসোপান হইতে ভেদ-বিচ্যুতি না ঘটায়। অচিন্ত্য-ভেদাভেদের কথার দার্ঢ্য লাভ ঘটিলে, ব্যক্তি-বিশেষের আনন্দ-বর্দ্ধনের জন্য তাহার শুশ্রূষা করাই আবশ্যক, অন্য কোন কার্য্য আমাদের নাই; কেন না, আমরা রাইকানুর স্নেহবন্ধনে নিত্যশৃঙ্খলবদ্ধ। সেই শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়াই আমরা ব্রহ্মজ্ঞানাপেক্ষা কৃষ্ণজ্ঞানের পূর্ণতমতা দেখি। মাধুর্য্যজ্ঞানে পূর্ণতরতা, দ্বারকাজ্ঞানে পূর্ণতা দেখি, ব্রজমণ্ডলে আমার দাউজিকে কত প্রণয়চক্ষে দেখি, সুবলাদি সখাকে কত প্রেমচক্ষে দেখি; কিন্তু থাকিবাতো এগুলি দেখি না; সেখানে নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞানের প্রচণ্ড সূর্য্যালোক, বিশিষ্টাদ্বৈত-বিচারের পারমৈশ্বর্য্য, মাধ্বদ্বৈত-বিচারের কৃষ্ণোপাসনার অকুণ্ঠোল্লাস, কিন্তু কৈ? গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের বিলাস-বৈচিত্র্য থাকিবাতোর অন্তিম প্রান্তে যে বিপ্রলম্ভরস-কাতরা রত্নাকর-সম্ভবা দুর্গা, তাঁহাকে কেন অনুঢ়া কৃষ্ণ-প্রেয়সী বিপ্রলম্ভরসোল্লেখি মহাভাগবতরূপে দর্শন না করিয়া দধির আদর্শ মহাকালের অনূঢ়া বিরহ কাতরা কান্তারূপে দেখিতে যাই? ওঃ! পার্থিব রাজ্যে বিকৃত ফলিত দৃষ্টিতে বিবর্ত্তবাদাশ্রয়! এই অনূঢ়া গোপীকে দর্শন দিবার জন্য গোপীজনবল্লভ অনূঢ় ভাবের সহিত শিক্ষয়িত্রী পরোঢ়া গোপীর ভাব লইয়া তাঁহাকে কৃপা করিবার জন্যই কুমারিকা-অন্তরীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন! গরুড়স্তম্ভের মর্য্যাদাবাদ, রুচিপ্রধান-পথের রাগানুগ চেষ্টা কি আবার শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যমিলন দেখাইবার জন্য কুমারিকা-অন্তরীপে শ্রীগৌরসুন্দরের ও শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর অর্চ্চাবতাররূপে প্রকটিত হইবেন না?

নিত্যাবির্ভাবক

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের অষ্টপঞ্চাশৎ প্রকট-বাসরে

দীনের অর্ঘ্য

শঙ্খ-ঘণ্টা আদি বাজে নানা বাদ্য
বাজিছে চৌঘরায়ণ ।
ভরিল এ বিশ্ব যাঁর যশ-গানে
পলাইল অরিদল ॥ ১ ॥

ঐ গৌরনাগরী কেঁদে কেঁদে ফিরি
অবশেষে হলো অন্ধ ।
শরিতেছি যা'রা নাহি দেয় সাড়া
দুয়ার করিল বন্ধ ॥ ২ ॥

রিপু-পরাজিত পোষাল সকল
না পায় তেমন ভেট ।
ইন্দ্রিয়-তর্পণ কি দিয়া চালাবে
কেমনে ভুঞ্জিবে পেট ॥ ৩ ॥

গৌর-ভজনে পুরুষার্থকুলে
নাস্তিক ব্যবসা ক'রে ।
মনের আনন্দে পোষাইব কাল
রাসপঞ্চাধ্যায় প'ড়ে ॥ ৪ ॥

তব আগমনে ধর্ম্মধ্বজিগণে
পাইল মরমে ব্যথা ।
সজ্জন-সমাজ আনন্দে ভাসিল
পাই তব শুভ-গাথা ॥ ৫ ॥

এযোর চর্ব্বিনে আসিয়া স্বপনে
নগরে নগরে ফিরি' ।
জীবের দুর্দ্দৈব মোচন করিতে
বিবিধ কৌশল ধরি ॥ ৬ ॥

গৌড়দেশ হ'তে দক্ষিণ-ভারতে
করি' শুভ পদার্পণ ।
বিতরিছে প্রভু দেশবাসিগণে
হরিনাম-প্রেমধন ॥ ৭ ॥

আজি মন্ত্রদেশে প্রতি ঘরে ঘরে
উঠিছে মঙ্গল-ধ্বনি ।
পূজিবার তরে মিলিছে সকলে
তব-চরণ কল্যাণ-খনি ॥ ৮ ॥

(তব) কর শুভদেব পতিতপাবন
আজি আবির্ভাব দিনে ।
কি দিয়া পূজিব অভয় চরণ
নাহি কিছু অঙ্গ বিনে ॥ ৯ ॥

সর্ব্বস্ব সঁপিয়া তোমার চরণে
আশ্রয় লইল যাঁ'রা ।
তুমি নিত্যপ্রভু তোমার পূজার
অধিকার পেল তাঁ'রা ॥ ১০ ॥

এ দীনের অর্ঘ্য করিল গ্রহণ
হইবে জীবন ধন্য ।
জীবনে-মরণে পূজি ও চরণে
ছাড়ি' লাভ-পূজা অন্য ॥ ১১ ॥

তদধীন অযোগ্য সেবকাভাস
শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

১০ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২০শে চৈত্র শনিবার, ১৩৩৮ ; ২রা এপ্রিল, ১৯৩২ | ৩৩শসংখ্যা

সাময়িকী

শ্রীধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব

এবার শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মমহা-মহোৎসব শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় অতি সুচারুরূপে ও নির্বিঘ্নে বিশেষ সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এবারে শ্রীধামে যাত্রি-সংখ্যা অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা বহুগুণে অধিক হইয়াছিল। শ্রীগৌরজন্মোৎসবের দিবস শ্রীগৌরজন্মস্থলী মহাযোগপীঠে অসংখ্য যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল।

শ্রীধামে চন্দ্রগ্রহণ ও শ্রীগৌরজনের হরিকীর্ত্তন

ফাল্গুন-পূর্ণিমায় উপরাগকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব। সেই যোগ এইবার বিশেষ ভাবে পুনরায় অতিথি হইয়াছিলেন। গ্রহণের সময় শাস্ত্রের মতে অশুদ্ধকাল। যে-কাল-পর্য্যন্ত শ্রীমায়াপুরচন্দ্র শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনের সর্ব্বাত্মস্নপনত্বের কথা জগতে প্রচার করেন নাই, সেইকাল পর্য্যন্তই গ্রহণের সময় স্নান-দানাদি ইতর ক্রতুর জন্য লোকের আগ্রহ ছিল; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীনাম-প্রচারের পর সকল সময়ই হরিসঙ্কীর্ত্তন বিহিত হইয়াছে; হরিসঙ্কীর্ত্তনকারী জনে জনে সর্ব্বতীর্থে স্নান করিতেছেন। কেবল বাহ্যস্নান নহে, আন্তরস্নানও হরিসঙ্কীর্ত্তনকারীর সেবা করিয়া হস্তান্তরিত হইয়াছে। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব-গোস্বামী হইতে নিরন্তর উদ্বেলিত শ্রীচৈতন্য-বাণীসমূহ স্নান করেন, তাঁহাদের গ্রহণকালে স্নান-পুণ্য কথাগ্রহের জন্য আদৌ আগ্রহ নাই। শ্রীচৈতন্যাবির্ভাব-বিবসে উপরাগ-কালে শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ ও বন্ধুপ্রায় শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই সকল কথা ভক্তগোষ্ঠি-মধ্যে আলোচনা করিতে করিতে শ্রীগৌর-জন্মলীলা সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভা

শ্রীগৌরজন্মাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীনবদ্বীপ-ধামপ্রচারিণী সভার অধিবেশনে গৌরপ্রিয় সেবানুষ্ঠাতৃগণের প্রবন্ধ-পঠনের দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের মনোহভীষ্টানুরূপা গৌরপূজা হইয়াছিল। "আমার পূজা হইতে আমার ভক্তের পূজা বড়।"—এই গৌরবাণী সেদিন মূর্ত হইয়া শ্রীধামপ্রচারিণী সভায় শ্রীগৌরপূজার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত-ভবনের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-সংস্থাপন

প্রবন্ধকালে পাপ-পুণ্যফলভোগী অজ্ঞ কর্মি-সম্প্রদায় নশ্বর দান-প্রতিদানাদি-দ্বারা ফলভোগ সংগ্রহ করে। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরী শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌরপ্রিয়তম আচার্যের কৃপায় ঐরূপ নশ্বর ফলভোগ ও ফলত্যাগের পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের অদ্ভুত সেবাচেষ্টিতা প্রকটিত হইয়াছিল। হুগলী-জেলার বহুড়িয়া গ্রামনিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত হরলাল সাহা মহাশয় উপস্থিত শুভমুহূর্তে শ্রীঅদ্বৈতভবনের শ্রীমন্দির ও সেবকবৃন্দ-নিবাসের সঙ্কল্প করিলে শ্রীল প্রভুপাদ সঙ্কীর্তনমুখে উক্ত মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করেন। তদনন্তর এলাহাবাদ-প্রবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত পণেশচন্দ্র দে ভক্তিভূষণ মহাশয়ের ও ধানবাদ-প্রবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রীধাম-বাসের ভিত্তিসংস্থাপন সম্পন্ন হয়।

শ্রীবাসের ভবনে প্রভুর পদার্পণ

শ্রীগৌরজন্মবাসরে মধ্যাহ্নকালে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কৃপা-পূর্বক শ্রীনবদ্বীপবাসী কতিপয় ভক্তের গৃহপ্রবেশের প্রাক্কালে হরিভক্তগণের গৃহ পদরজপূত করিয়াছিলেন। শ্রীল অদ্বৈত আচার্যপ্রভুর বংশধর্মা জননী মহোদয়া; শ্রীযুক্ত সীতানাথ অধিকারী ও শ্রীমান্ গোপালের জননী স্ব-স্ব নবগৃহে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বরণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। সঙ্কীর্তনরত ভক্তগণ সমভিব্যাহারে শ্রীল প্রভুপাদ কৃপা-পূর্বক এই সকল ভক্তের শ্রীধামের গৃহ দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ পরমভাগবত অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর শ্রীধামের নবনির্মিত ভবনেও পরবর্তিকালে কৃপাপূর্বক পদার্পণ করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ গৌরজন্মবিবরে শ্রীধামপ্রচারিণী সভার অধিবেশনের কার্য ও ভিত্তি-সংস্থাপনকৃত্য সমাপন করিয়া শ্রীগৌরজন্মস্থানী মহাযোগপীঠে সঙ্কীর্তনমণ্ডলীর সহিত গমন করেন। মহাযোগপীঠ লোকসমূহে পরিব্যাপ্ত ছিল; তন্মধ্যে শ্রীগৌরজনের নির্দিষ্ট শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিত মুহুর্মুহু গৌরজন্মলীলা কীর্তনের দ্বারা প্রবাহিত হওয়ায় শ্রীযোগপীঠ গৌরকীর্তনের মহাপ্লাবিনি বক্ষে লইয়া যেন বিশ্বকে নৃত্য করাইতে আরম্ভ করিল। এদিকে শ্রীচৈতন্যমঠে ত্রিদণ্ডিপাদগণ শ্রীগৌরজন্মলীলা-কীর্তনে ও নৃত্যরঙ্গে শ্রীধামের চতুর্দিক মুখর করিয়া তুলিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ উপস্থাপ সমাপ্ত হইবার পূর্বেই ভক্তগণের সহিত ভক্তিবিজয়-ভবনে প্রত্যাবর্তন করিয়া হরিকথা কীর্তন করিয়াছিলেন। শ্রীযোগপীঠ ও শ্রীচৈতন্যমঠে সঙ্কীর্তন-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছিল।

শ্রীগৌরজন্মোৎসবোপলক্ষে শ্রীধাম-মায়াপুরে কেবল বঙ্গদেশের নয়, সমগ্র ভারতের সর্বপ্রকার ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল। সকলেই স্ব-স্ব যোগ্যতানুসারে ন্যূনাধিক শ্রীধামের অপূর্ব প্রভাব ও শ্রীচৈতন্যমিশনে শ্রীচৈতন্যবাণীর অনুকূল কীর্তন-গৌরব অনুভব করিবার উদ্দীপনা লাভ করিয়াছিলেন।

কলিকাতার দৈনিক ইংরাজী সংবাদপত্র 'অমৃতবাজার' পত্রিকায় ও বাঙ্গালা দৈনিক সংবাদপত্র 'বঙ্গবাসী'তে যথাক্রমে "The Supreme Lord Sree Krishnachaitanya" ও "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়" শীর্ষক দুইটি ভক্তভক্তিবিজ্ঞান-সম্বলিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। সাধারণ সংবাদপত্রগুলিতে সর্বদাই অসৎ বিষয় প্রচারিত হয়; কিন্তু সময়ে সময়ে যদি সেই সমস্ত সংবাদপত্রে এইরূপ অনাবিল শ্রৌতসৎসিদ্ধান্তপূর্ণ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতে দেখা যায়, তাহা হইলেও সাধারণের কিয়ৎপরিমাণে মঙ্গল হইতে পারে।

শ্রীআচার্য্যবিভাব-তিথি ও শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিতে যথাক্রমে "শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী প্রথম খণ্ড" ও "শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী চতুর্থখণ্ড" নামক দুইটি অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থদ্বয় প্রত্যেক মানব-জীবনের অনেকের মঙ্গলপথের অজ্ঞাত অন্ধকার নিত্যসঙ্গী বন্ধুর ন্যায় পথপ্রদর্শনকারী ও মহাসহায়ক। সাধকজীবনের অনেক সমস্যা অতি সুন্দরভাবে সহজ, সরল ও প্রসাদগুণসম্পন্ন প্রাণস্পর্শী ভাষায় এই গ্রন্থদ্বয়ে মীমাংসিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী এবং বক্তৃতাবলীর এক একটি অংশ পাঠ করিতে করিতে অত্যন্ত নিরাশ, দুর্ব্বল হৃদয়েও চেতনবিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চারিত হইতে থাকে, ভগ্নপ্রাণ পুনরায় সেবার নব উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, বহির্ম্মুখতার কাড্য অচিরেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। এই গ্রন্থদ্বয় প্রত্যেক আত্মকল্যাণকামীর রক্ষাকবচের ন্যায় কণ্ঠে ও হৃদয়ে নিত্যকাল ধারণের জন্য সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীগৌরজন্মোৎসবোপলক্ষে শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের একটি বিশিষ্ট সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল। দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ পারমার্থিক জগতের মহোপকারিতার জন্য প্রতিদিন জনসাধারণের ভক্তি বার্ত্তা বহন করিয়া প্রতি লোকের কর্ণে শ্রীচৈতন্য-বাণীসমূহ প্রবাহিত করিবার সঙ্কল্প বর্ত্তমান অদ্বৈতমতবাদের যুগে একমাত্র "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ"ই প্রদান করিয়াছেন। "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" সপ্তমবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন এবং এই অল্পকাল-মধ্যেই প্রকাশ-বিরোধী যাবতীয় কুমতবাদকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া নদীয়ার সুপ্তগৌরব এবং প্রকাশবিগ্রহগণের মহিমা পুনঃ প্রকাশিত করিতেছেন। প্রকাশবিগ্রহের পূজা যাবতীয় স্বয়ংরূপের পূজা কেবল যুক্তিযুক্তা মাত্র, ইহা নদীয়াপ্রকাশই বর্ত্তমান যুগে সম্প্রকাশিত করিয়াছেন। আমরা শ্রীগৌরজন্মোৎসবের বিশিষ্ট সংখ্যাটি দর্শন ও পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম।

"দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে"র সম্পাদক শ্রীপাদ অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি মহাশয় ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের একটি সুবৃহৎ বহু বর্ণরঞ্জিত আলেখ্য প্রকাশ করিয়া বৈষ্ণবগণের পরমানন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। বহু অর্থ-ব্যয়ে এই আলেখ্য প্রকাশিত হইয়াছেন। আচার্য্যদেবোন্মুখ ব্যক্তিমাত্রেরই এই আলেখ্য সংগ্রহ করা উচিত। শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম-মায়াপুর প্রধানতঃ এই আলেখ্য পাওয়া যায়। অন্যান্য বিবরণ পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

'ভক্তিশাস্ত্রী' ও 'সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য' পরীক্ষা

শ্রীগৌরজন্মোৎসব-বাসরে ও তৎপর দিবস পূর্ব্বাহ্নে শ্রীচৈতন্যমঠে যথাক্রমে "ভক্তিশাস্ত্রী" ও "সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য" পরীক্ষার অধিবেশন হয়। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ, এমন কি, পিতা-পুত্র একসঙ্গে বসিয়া এই পারমার্থিক পরীক্ষা প্রদান করিতেছিলেন, তখন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য প্রকটিত হইয়াছিল। স্থানাভাবে উক্ত পরীক্ষাদ্বয়ের প্রশ্নাবলী সাধারণের জ্ঞাতার্থ প্রকাশিত হইল।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

৪৪৬ গৌরাব্দের শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা অচিরেই প্রকাশিত হইবেন। এবার পঞ্জিকায় অনেক নূতন বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম-মায়াপুর,—এই ঠিকানায় পঞ্জিকা পাওয়া যাইবে।

বঙ্গের বাহিরে শ্রীগৌর-জন্মোৎসব

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপায় শ্রীগৌর-জন্মোৎসব বাঙ্গালার জাতীয় পর্ব্বরূপে পরিণত হইয়াছে। শ্রীশ্রীল ঠাকুরের মনোহভীষ্টপূরণৈকাগ্রহী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপায় প্রতি বৎসর বঙ্গের বাহিরেও শ্রীগৌরজন্মোৎসব জাতীয় পর্ব্বরূপে পরিণত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের ঠাকুর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবোৎসব মাদ্রাজনগরে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগত সেবকমণ্ডলীর দ্বারা বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। নিম্নস্থ সংবাদ-দাতা জানাইতেছেন যে, মাদ্রাজ-গৌড়ীয়-মঠের প্রাঙ্গণে

শ্রীগৌরজন্মতিথিতে অষ্টোত্তর নাম-কীর্ত্তন-মহোৎসব, শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা, শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত চরিত্র-সম্বন্ধে আলোচনা, মহাপ্রভুর শিক্ষা-সম্বন্ধে আলোচনা ও তথ্যোপস্থাপন, পূজা, ভোগরাগ এবং মহাপ্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল শ্রীধর মহারাজ এবং মঠস্থ ভক্তবৃন্দ সকলেই শ্রীগৌরজন্মোৎসবে বিশেষ সেবা-সৌষ্ঠব সম্বর্দ্ধন করিয়াছেন। শ্রীগৌরজন্মোৎসবোপলক্ষে মফঃস্বলবাসী জনসাধারণ ও বহু সম্ভ্রান্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন মঠে এই গৌরজন্মোৎসব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগত ভক্তবৃন্দ শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন করিয়াছেন।

অনেকদিন পূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয় মঠে যে পারমার্থিক প্রদর্শনী-উদ্ঘাটন বিষয়ে এক পারমার্থিক সংবাদের উল্লেখ করিয়াছে, তাহার প্রভাব প্রবাহিনীর ন্যায় এখনও সহৃদয়ানুসন্ধিৎসুগণের হৃদয়ে প্রবাহমান রহিয়াছে। এখনও ভারতবর্ষ, এমন কি, পাশ্চাত্যপ্রদেশেরও বিভিন্ন কৃতি বা কলাপত্র মুখে ও প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের স্তম্ভে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীর অভিনবত্ব ও মৌলিকত্ব আলোচিত হইতেছে। ঘরিশাল হইতে প্রকাশিত 'মধুমুনিবাস' নামক একটি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের সংখ্যার সম্পাদকীয় টিপ্পনীতে এবং সম্পাদকীয় প্রবন্ধের স্তম্ভে শ্রীগৌড়ীমঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীর অসাধারণ মৌলিকত্ব ও জ্ঞান-মহত্ত্বের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছিল, তথাপি আমরা এতদিন পরেও নিম্নে তাহার কিয়দংশ পাঠকগণের গোচরীভূত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না,—

"An Exhibition for spiritual instruction strikes one as a novel and puzzling idea; but the one held by the Gaudiya Math at Calcutta from the 6th to the 23rd September 1931 was very interesting and instructive.

The Exhibition was held for over a fortnight in a dense part of the city. There were 85 stalls of exhibits each depicting by clay-modelled figures, the spiritual principles of the Vaishnava-Philosophy. Stories, as of Satyakma and Prahlada, and instructive incidents from the life of Sri Krishna-Chaitanya and from the Leelas of Sri Krishna were also illustrated thus. Science and art were dexterously employed to make the scene in each stall realistic, aesthetic and impressive. A few stalls exhibited the sacred waters and sand of sacred rivers and pictures and Prasadams of sacred shrines. Sacred books and Manuscripts were also exhibited.

In a seperate pandal explanations were given to enquirers, of the spiritual significance of the scene in each stall; and booklets were published on the same and distributed. Admission was free to all. Crowds of, on an average, fifty thousand a day thronged to visit it from the city and country, and comprised all grades, from illiterate workmen to University Professors and Highcourt Judges, and distinguished foreigners. It was remarkable that each according to his or her state, was provoked to thought and enquiry. The whole throng were gently regulated and lovingly attended to by the Math-disciples. The entire harmony, the earnest and courteous eagerness to serve God and man, that was patent in all members and disciples of the Math, from the master to the lowest servant, was itself an impressive sight.

The Exhibition is said to have cost the Math about ten thousand rupees but this seems small considering its enormous educative value to the public."

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়

আজিকার দিনে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর সেই মধুর পদটী পুনঃ পুনঃ হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতেছে—

ফাল্গুন-পূর্ণিমা সন্ধ্যা প্রভুর জন্মবার।
সেই কালে দৈবযোগে চন্দ্রের গ্রহণ হয়।
হরি হরি বলে লোক করয়ে মঙ্গল।
জন্মিলা চৈতন্য প্রভু নাম জগ ইহা।

প্রসঙ্গে গোস্বামী কবিরাজ গাহিয়াছেন—

অতএব গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলই চন্দ্রের আর কোন্ প্রয়োজন॥

এবার চৈতন্যের জন্মধাত্রী ফাল্গুনী পূর্ণিমার সেই সকল যোগ পুনরায় বিশ্বের দ্বারে অভিনব হইয়া ভক্তহৃদয়ে চৈতন্য-ধ্যানের উদ্দীপনা জাগাইতেছে।

একদিকে রসরঙ্গময়ী ও মধুস্মিতির পূর্ণযৌবন, আর একদিকে নানে নানে জাগরাগ-লোভার ধরিত্রী রক্তিমা—সকল লোভার নায়ক-নায়িকের জাগরণের, বিশ্ব যখন সম্ভোগরসে ভরপুর, তখনই অবতীর্ণ হইলেন এমন একজন, যিনি কৃষ্ণ-বিরহ-বিয়োগোন্মাদের পরাকাষ্ঠার রূপ ধরিলেন। কৃষ্ণ সেই বিরহোন্মাদে মত্ত হইয়াই "কোথা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ, রাধিকা-রমণ কৃষ্ণ"—এইরূপ আর্তিসূচক আহ্বানে কোটীমুখ হইলেন—সকল ইন্দ্রিয়কে বুঝি 'মুখে' পরিণত করিতে পারিলেও—সকল বিশ্বকে কৃষ্ণান্বেষণায় উন্মুখিত করিলেও তাঁহার কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলার সাধ মিটে না।

তখন নবদ্বীপে ভোগের কোনই অভাব ছিল না। ধন, বিদ্যা, কুল, রূপ মানুষের যাহা কিছু কাম্য, সকলই পূর্ণমাত্রায় ছিল। লোকে কন্যাদায়ের তিন্তায় বিব্রত হইবার পরিবর্তে পুত্রের বিবাহ, বিড়ালের বিবাহে অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেন, চণ্ডীবিজয়ের পূজায় মুখরিত করিয়া রাত্রি জাগরণ করিতেন, বিদ্যার লড়াই, কলাবিদ্যার প্রতিযোগিতা, ভাষের বাগ্‌বিতণ্ডা, কুলের বড়াই, ব্রাহ্মণগণের নিত্য-নৈমিত্তিক গঙ্গা-স্নান, জাতিধর্ম, কুলধর্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম—যত কিছু বিষয়-ভোগ, সবই ছিল। গৌড়েশ্বর হুসেনসাহ প্রবলপরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। রূপ-সনাতন পূর্ব্বাশ্রমে হুসেনসাহের প্রধান মন্ত্রী ও কোষরক্ষক ছিলেন। নবদ্বীপে শাসনকর্ত্তা কাজীর আসন ছিল। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীকে কাজী গ্রাম সম্বন্ধে চাচা বলিতেন। গ্রামে যাহা-মহোৎসব কিছুরই নিষেধ ছিল না, কেবল নিষেধ ছিল—এক হরিনাম-কীর্ত্তনের। একদিকে যেমন কাজী তাঁহার এলাকায় কেহ গোপনেও হরিনাম করিতেছেন জানিলে তাঁহার উপর ভীষণ অত্যাচার করিতেন, তাঁহার জাতি লইতেন, গোঁফ ভাঙ্গিয়া দিয়া আসিতেন, আবার অন্যদিকে গ্রামের তথাকথিত ভদ্র সভ্য লোকগণও বলিতেন যে, উচ্চ হরিনামকীর্ত্তনের জন্য তাঁহাদের রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হয়, পল্লীর শান্তিভঙ্গ হয়, ধান-চাউলের দর বৃদ্ধি পায়, দেশে দুর্ভিক্ষ হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। তজ্জন্য তাঁহারা শ্রীবাসপণ্ডিতের ঘর পুড়াইয়া দিতে কিংবা কাজীর নিকট বিরুদ্ধ অভিযোগ করিতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না।

নামাচার্য্য হরিদাস প্রহ্লাদের ন্যায় বহু অত্যাচার ও বিঘ্ন সহ্য করিয়াও হরিনাম-কীর্ত্তন করিতেন, অদ্বৈতাচার্য্যের টোলবাড়ীতে শ্রীবাস, শ্রীধরাদি সকলে মিলিয়া একটি ভাগবত-সভা করিতেন; সেই সভায় দেশের দুঃখের কথা আলোচনা হইত। সেই দুঃখ আর কিছুই না, জগতের সকল দুঃখ, সকল ত্রিতাপের মূল-কারণরূপ অনাদি-কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা—সকল সুবিধা ও ভোগের সুবিধের ভিতরই এই একমাত্র বিষয়ের দুর্ভিক্ষ মানবজাতিকে নিত্য শান্তি প্রদান করিতে পারে না। হরিকীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষই মানব-জাতির সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিপদ বা সকল বিপদের মূলীভূত কারণ।

সেই দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য অদ্বৈতাচার্য্য গঙ্গাজল-তুলসী দিয়া হুঙ্কারের মধ্যে যে সঙ্কল্প-মন্ত্র পাঠ করিলেন, তাহাতে গোলোকপতির আসন নড়িল, গোলোকপতি জগৎকে হাতে ধরিয়া তাঁহার সেবা শিক্ষা দিবার জন্য সেবকোত্তমের বেশে আজ হইতে ৪৪৬ বৎসর পূর্ব্বে ফাল্গুনী-পূর্ণিমা তিথিতে সন্ধ্যাকালে চন্দ্র-গ্রহণ-সময়ে সকলেরই মুখে হরিনাম-কীর্ত্তন করাইয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে অবতীর্ণ হইলেন।

সাধারণ নবদ্বীপবাসী মনে করিলেন যে, সেদিনকার যত কিছু আনন্দ-উৎসব, গান-বাদ্য, হরিনাম—সকলই বুঝি চন্দ্রগ্রহণের, কিন্তু কার্য্যতঃ ব্রজবাসিগণের দ্বাপরযুগে ইন্দ্র-পূজার ন্যায় হইয়া গেল। ইন্দ্রপূজায় যত দ্রব্য-সম্ভার যেমন গোবর্দ্ধনের (গো—বাণী, বর্দ্ধনের—প্রগতির) পূজায় ইন্ধন হইয়াছিল, তদ্রূপ এখানেও যাবতীয় কর্ম্মচেষ্টা গোলোক-পতির সংকীর্ত্তনযজ্ঞের সমাধিরূপে পরিণত হইল।

নবদ্বীপে যে বালকের আবির্ভাব হইল, তাঁহাকে যাঁহার যতটুকু দর্শন ও যতটুকু বুদ্ধি, তিনি সেইরূপভাবে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সম্পূর্ণ শরণাগত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেন, তাঁহারা দেখিলেন, এ বালক সেই নবনবরূপ, যশোদার দামোদর। কিন্তু এবারকার লীলায় একটু বৈশিষ্ট্য আছে। এবার তিনি বাস্তব জগৎকে নবনবরূপের মাধুর্য্য-সেবাপরীক্ষা শিক্ষা-দানের জন্য একটি কৌশল পাতিয়াছেন। এবার আর "মামেকং শরণং ব্রজ", "অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" বলেন না; এবার বলেন—'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'—হরিতে শরণ গ্রহণ কর, হরি অতীন্দ্রিয় বস্তু, অতীন্দ্রিয়কে চক্ষু, নাসিকা, স্পর্শেন্দ্রিয় বা জিহ্বা-দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, তাঁহার নাগাল পাওয়া যায় না, তাঁহাকে জানিবার একটী মাত্র ইন্দ্রিয়—কাণ; 'কাণ' দিয়া যে বেদের দূতের কাছ হইতে অতীন্দ্রিয়ের কথা শোন ও সকলকে বল।

এবার সম্ভোগের মূর্ত্তি নাই, এবার অপ্রাকৃত বিরহের মূর্ত্তি—কৃষ্ণসেবা-শিক্ষকের মূর্ত্তি।

শ্রীচৈতন্যদেব জগতে যে দান ঘোষণা করিয়াছেন, যে স্বারাজ্য-স্বাধীনতা-বৈজয়ন্তী তুলিয়াছেন, তাহা মানুষ ভাবুন, বিচার করুন; দেখিতে পাইবেন, জগতের অন্যান্য প্রচারক ও শিক্ষকগণ শ্রীচৈতন্যের কথাই বলিতে গিয়া কেহ বা অসম্পূর্ণ, কেহ বা আংশিক, কেহ বা বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। সেদিন ৺ বিজয়কৃষ্ণ শ্রীল প্রভুপাদ বক্তৃতা-মুখে বলিয়াছেন—"শ্রীচৈতন্যদেবকে লোকে এমন ক'রে এঁকেছে যে, চৈতন্যদেবের চরণানুচর বল্‌তে গিয়ে আমা-দিগকেও লজ্জায় পাত ক'রে ফেলেছে। আমরা শ্রীচৈতন্য-দেবের সনাতনী কথা শুন্‌বার কাণ করিনি ব'লে আমাদের দেশে কত নবীন মতের সৃষ্টি হ'য়েছে ও হচ্ছে। এ-রূপ পথের পর অতীন্দ্রিয় রাজ্যের আর কি উপায় ও উপেয় থাক্‌তে পারে?"

"চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে"র প্রথম অঙ্কে কবিকর্ণপুর বলিয়াছেন যে, যদিও শ্রীচৈতন্যদেব পৃথক্ কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই, তথাপি তাঁহার প্রকাশিত যে বেদ বিদ্যমান, তাহা বেদের সারার্থময় অকৃত্রিম ভাষ্য—শ্রীমদ্ভাগবত।

"ন খলু বা বাহ্যোপদেশতঃ বেদতঃ কালতশ্চ পরিচ্ছিদ্যা-ভিধিতুমর্হতি।" তাঁর কোনও ইতর শাস্ত্রের উপদেশ-দ্বারা কোন দেশে এবং কোনও কালে অন্যথা হইতে পারে না।

"হরি কথং তত্রৈবোদারমতে রমতে ন সর্ব্বঃ?"

তবে সকল লোক সেই মহাপুরুষের মতে রত হয় না কেন?

"বিবিধ-বাসনা-সনাথো হি লোকো লোকোত্তরে বর্ত্মনি কথং সর্ব্ব এব প্রবর্ত্তেরন্। বাসনাবদ্ধা প্রজাপ্রবৃত্তি হি স্বেচ্ছতাং মতেরিতি।" ভোগ-মোক্ষাদি বিবিধ বাসনা-যুক্ত মনুষ্যগণ কি প্রকারে লোকাতীত পথে প্রবৃত্ত হইবে? বাসনাযুক্ত প্রজাই ভিন্ন ভিন্ন মতি জন্মাইয়া দিয়া থাকে।

এজন্যই শ্রীচৈতন্যকে বুঝিতে হইলে শ্রীরূপের কথা শোনা আবশ্যক।

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

অন্যাভিলাষশূন্য, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানস্পৃহা, কর্ম্মফল-স্পৃহা প্রভৃতি রহিত হইয়া অনুকূলভাবে কৃষ্ণের অনুশীলনই শ্রীচৈতন্যের পদাঙ্কানুসরণ। তাহাই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর রসময় বাট।

শ্রী শ্রীল প্রভুপাদ ও মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের নাট্যমন্দির-নির্ম্মাতা

পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, গত ২৭শে জানুয়ারী (১৯৩২) মাদ্রাজের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠের নাট্যমন্দিরের যে ভিত্তি-সংস্থাপন করেন, সেই নাট্যমন্দিরের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনদল নির্ম্মাণের যাবতীয় ব্যয়ভার মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ রেলওয়ে কণ্ট্রাক্টর মহাপ্রাণ বদান্যবর এম, আর, আর, ওয়াই, টি, পনিকলু পিল্লাই মহোদয় সানন্দচিত্তে প্রোৎসাহে বরণ করিয়াছেন। তিনি মাদ্রাজে আচার্য্যপূজার যে আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও আমাদের প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত পিল্লাই মহোদয় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনদলকে নানাপ্রকারে পরম সুন্দর করিবার জন্য অর্থ ও বিদ্যা-বুদ্ধি-নিয়োগে বিন্দুমাত্র কৃপণতা প্রকাশ করেন নাই। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের

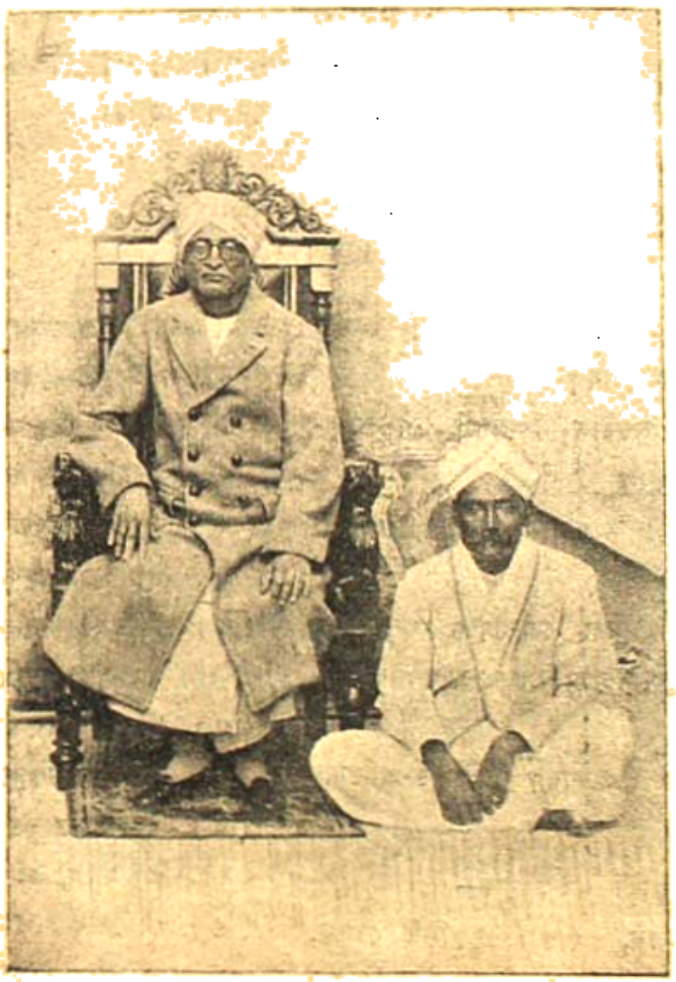

ব্যাসাসনে উপবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও দণ্ডায়মান মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের নাট্যমন্দির-নির্ম্মাণ-ব্যয়ভারবহনকারী এম, আর, আর, ওয়াই, টি, পনিকলু পিল্লাই।

পাদপদ্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত এবং শ্রীগৌড়ীয়-মঠের কীর্ত্তন-প্রচারে বিশেষ আকৃষ্ট। মাদ্রাজের ভিন্ন ভিন্ন সংবাদপত্রে এবং ভারতের প্রসিদ্ধ সাময়িকপত্রে শ্রীল মহোদয়ের মহাপ্রাণতার কথা বিঘোষিত হইয়াছে। 'মাদ্রাজমেলে'র ২৩শে ফেব্রুয়ারী (১৯২২) তারিখের সংখ্যায় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম-সমীপে নৈষ্কর্ম্মদর্শন পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত পিল্লাই মহোদয়ের উপরিষ্ট আলেখ্য প্রকাশিত হইয়াছে। এইরূপ প্রাতঃস্মরণীয় মহাপ্রাণ ব্যক্তিকে বর্ণন করিবার জন্য সকলেরই আগ্রহ হয়; এইহেতু আমরা 'গৌড়ীয়'-পত্রেও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সহিত শ্রীযুক্ত পিল্লাই মহোদয়ের আলেখ্যটি প্রকাশ করিলাম।

প্রশ্ন-পত্র

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভক্তিশাস্ত্রী প্রবোশিকা-পরীক্ষা

স্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর পরিব্রাজকপীঠ

গৌরাব্দ ৪৩৫, গৌরজন্মবাসর

কাল—১০ ঘণ্টা (৪ ঘণ্টা)

প্রত্যেক প্রশ্নের সংখ্যা—১০

১। দশ-সংস্কার কি কি? সংস্কার-কার্য্যে বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবতার আবাহনে কি দোষ?

২। বৈষ্ণব-হোমের অনুষ্ঠান কিরূপ? যাজনদেব-গান বৈষ্ণবস্মৃতি-মতে কিরূপ?

৩। উপনয়ন-সংস্কারের আনুষ্ঠানিক কার্য্য সংক্ষেপে বর্ণন করুন।

৪। কৃতযুগে হংসবর্ণ এবং ত্রেতাযুগে বর্ণবিভাগ হইয়াছে, ইহার প্রমাণ কি? বৃত্তানুসারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-বিভাগ কখন হইয়াছে?

৫। শ্রীমূর্ত্তিসেবা কত প্রকার? শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার প্রকারভেদ বর্ণন করুন।

৬। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ লিখুন—

(ক) বিকচিত চেতন, (খ) মুকুলিত চেতন, (গ) সঙ্কোচিত চেতন, (ঘ) আচ্ছাদিত চেতন, (ঙ) পূর্ণবিকোচিত চেতন, (চ) নীতিগীন জীবন, (ছ) কেবল-নৈতিক জীবন, (জ) সেবক নৈতিক জীবন, (ঝ) সাধক-ভক্ত-জীবন, (ঞ) ভাবভক্ত-জীবন।

৭। নিম্নলিখিত বিষয়দ্বয়ের পার্থক্য কি?

(ক) শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতা, (খ) কাম ও প্রেম, (গ) মুক্তপুরুষ ও কর্ম্মপুরুষ, (ঘ) মায়াবাদ ও ভক্তি, (ঙ) কর্ম্ম ও ভক্তি।

৮। নিম্নলিখিত পয়ারগুলির অর্থ করুন—

(ক) পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্মনামে চলে।
ভাগবত কহে সব পরিপূর্ণ ছলে॥

(খ) বিচিত্রতাহীন হ'লে নির্ব্বিশেষ হয়।
কাননীবাকুল্য দেহ অপ্রাকৃত নয়॥

(গ) জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥

(ঘ) দৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল, এই মন্দ এই সব ভ্রম॥

(ঙ) যে তে বুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয়।
তথাপিও সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

৯। 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থদ্বয়ের বর্ণিত বিষয়ের সুসংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য লিখুন।

১০। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অসামান্য মহিমা বর্ণন করুন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সম্প্রদায়বৈষ্ণবাচার্য্য পরীক্ষা

স্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর-পরিষদ্‌পীঠ

গৌরাব্দ ৪৪৬, ১লা বিষ্ণু

কাল—৪ ঘণ্টা (১০ নম্বর)

পূর্ণ সংখ্যা—১০০

১। নিম্নলিখিত ভাগবতগণের চরিত বর্ণন করুন :—১০

(ক) শ্রীঠাকুর নারায়ণ, (খ) শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, (গ) একনাথ বা তুকারাম, (ঘ) অম্বরীষ, (ঙ) ভক্তিসিন্ধু, (চ) বাদিরাজস্বামী, (ছ) কনকদাস, (জ) পঠকোপ, (ঝ) নাথর, (ঞ) শ্রীগোস্বামী গৌরকিশোর।

২। নিম্নলিখিতস্থানগুলি কোথায় এবং কি জন্য প্রসিদ্ধ? ২০

(ক) বেঙ্কটাচল, (খ) শ্রীবৈকুণ্ঠ, (গ) তিরুনারায়ণপুর, (ঘ) পানানসন, (ঙ) সত্তন, (চ) গোরোক্ষেত্র, (ছ) বার্কালা, (জ) বিল্বাগোব, (ঝ) নৈমিষ, (ঞ) খেতরি, (ট) হরিনদী, (ঠ) বাসুবট, (ড) কোলদ্বীপ বা কুলিয়া (ঢ) মুখরি, (ণ) কন্দ্রবাস, (ত) কানাই নাটশালা, (থ) বিপ্রমতীর্থ, (দ) শ্রীরঙ্গক্ষেত্র, (ধ) পাণ্ডারপুর, (ন) অত্রিচা বা পক্ষীতীর্থ।

৩। নিম্নলিখিত গ্রন্থকারগণের প্রণীত কি কি গ্রন্থ আছে? ১০

(ক) শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী, (খ) শ্রীরূপগোস্বামী, (গ) শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ, (ঘ) শ্রীমধ্বাচার্য্য, (ঙ) শ্রীরামানুজ আচার্য্য (চ) শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী, (ছ) শ্রীভক্তিবিনোদ, (জ) শ্রীজয়তীর্থ।

৪। বৈষ্ণব-স্মৃতি ও অবৈষ্ণব-স্মৃতির মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়-সমূহে কি কি পার্থক্য আছে? ২০

(ক) উপাস্যতত্ত্ব, (খ) পুরুষবিচার, (গ) বর্ণাশ্রম-বিচার, (ঘ) হরিবাসর, (ঙ) উপাসক-যোগ্যতা, (চ) নামগ্রহণ, (ছ) পুণ্ড্র-ধারণ, (জ) বৈষ্ণব-মহিমাজ্ঞান, (ঝ) ভোজ্যবিচার, (ঞ) শ্রাদ্ধবিধি।

৫। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ লিখুন :—২০

(ক) ভক্তিভেদ, (খ) অধিকারিভেদ (গ) প্রেমপ্রেম, (ঘ) স্বরূপভেদ, (ঙ) ভাবসিদ্ধি, (চ) বিলাস, (ছ) ত্রিলিঙ্গিত (জ) পূর্ব্বানুরাগ, (ঝ) রাগাত্মিকা, (ঞ) কেবলা, (ট) কুট্টমিত, (ঠ) বাটপাড়, (ড) সখীভেকী (ঢ) বৈভব, (ণ) অবন্তী, (ত) বাহ্যদশা, (থ) সগর্ভযোগী, (দ) চতুঃসম্প্রদায়, (ধ) উর্দ্ধপুণ্ড্র, (ন) নবদ্বীপ।

৬। সাময়িক পত্র, পাঠ-কীর্ত্তন ও ভাষণাদির প্রয়োজনীয়তা কি? গৌড়ীয়বৈষ্ণবের বৈশিষ্ট্য কোথায়? বৈষ্ণব-মহিমা বর্ণন করুন। ৯

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার
অষ্টত্রিংশদ্ বার্ষিক

অধিবেশন-বিবরণী

(গৌরাব্দ ৪৪৩)

প্রথম দিবসের অধিবেশন

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার প্রচার-কার্য্য ও অনুষ্ঠানাদি বিশেষ বিস্তৃতি হওয়ায় এ বৎসর শ্রীগৌরাব্দ-বিস্তারের দুই দিন পূর্ব্ব হইতে সভার বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হইয়া ক্রমাগত তিন-চতুষ্টয়কাল অধিবেশন ব্যাপ্ত হইয়াছিল। গত চৈত্র (১৩৩৮), ২৩শে মার্চ্চ (১৯৩২) বার্ষিক সভার প্রথম অধিবেশন শ্রীযোগপীঠের নাটমন্দিরে সম্পন্ন হইয়াছিল।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হারাণচাঁদ বিদ্যাভূষণ এম-এ মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অষ্টত্রিংশদ্ বার্ষিক সভার অধিবেশনের সভাপতির আসন সমলঙ্কৃত করিয়া সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। পণ্ডিত শ্রীপাদ অক্ষয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসাঙ্খ্য গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় এই প্রস্তাব সশ্রদ্ধচিত্তে সমর্থনপূর্ব্বক প্রভুপাদের পদতলে শ্রদ্ধাবনতচিত্তে সভাপতি-বরণ মাল্য প্রদান করেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল মহোদয় একটি উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন।

সভাপতির আসন সমলঙ্কৃত করিলে শ্রীল প্রভুপাদ পণ্ডিতবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরিব্রাজকভূষণ প্রভুকে বিগত বর্ষের সভার বিবরণী পাঠ করিতে আদেশ করিলে পরিব্রাজকভূষণ প্রভু সভায় উক্ত বিবরণী পাঠ করেন।

সভাপতিপ্রবর শ্রীধামপ্রচারিণী সভার কার্য্যকারি-সমিতির নূতন সভ্যগণ নির্ব্বাচন করিবার বিধি উত্থাপন করিলে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসাঙ্খ্য গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের প্রস্তাবে ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বতমহারাজের সমর্থনে নিম্নলিখিত সজ্জনভদ্রমহোদয়গণ শ্রীধামপ্রচারিণী সভার সভ্যপদে বৃত হন—

১। শ্রীশ্রীবিক্রমদেব বর্ম্মা মহারাজাধিরাজ গাড়ু, জয়পুরের রাজা; ২। এম, আর, আর, ওয়াই, এস, বি রামস্বামী মুদালিয়ার; ৩। এম, আর, আর, ওয়াই, বি, কি, কৃষ্ণস্বামী আয়ার মুদালিয়ার্ অব্ মাদ্রাজ লোকেল গেল্‌স্ গভর্ণমেণ্ট; ৪। এম, আর, আর, ওয়াই, টি পনিচেল্‌ু সিন্নাই রেলওয়ে কন্ট্রাক্টর মাদ্রাজ; ৫। রামনাদের শ্রীযুক্ত রাজা ভাস্কর রায় বি-এ, মুনসিফ্‌-ম্যাজিষ্ট্রেট, কোর্ট ডিপার্টমেণ্ট, মিউনিসিপ্যাল; ৬। এম, আর, আর, ওয়াই, টি, এস, রামস্বামী আয়ার বি-এ, বি-এল প্রেসিডেণ্ট, মাদ্রাজ কর্পোরেশন; ৭। অনারেবল রায়বাহাদুর লালা জগদীশপ্রসাদ, বার্‌-এট্‌-ল এবং অধিবাস মজঃফরনগর, মেম্বর কাউন্সিল অব্ ষ্টেট, মিউনিসিপ্যাল; ৮। শ্রীমান্ লালা রামস্বরূপজী, বার্‌-এট্‌-ল এবং অধিবাস, মিরাট; ৯। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রদাস মহাপাত্র, জমিদার, জামারিয়াপানগড় মেদিনীপুর; ১০। ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস এম, বি, গোয়েলপাড়া; ১১। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বি-এল, উকীল, ধানবাদ; ১২। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চন্দ্র উকীল, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম রঙ্গপুর; ১৩। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ ধারাধিকারী, মিরগোদা, মেদিনীপুর; ১৪। প্রফেসার শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা এম, এ, ব্যার্‌-এট্‌-ল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইকনমিষ্ট ঢাকা।

অতঃপর সভাপতিপ্রবর প্রভুপাদ বলেন যে, শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রথম হইতে বিগত ৩৮ বৎসর কাল রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র লাহা ভক্তিভূষণ মহাশয় শ্রীধামপ্রচারিণী সভার সম্পাদকের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন; আমি প্রস্তাব করি যে, তাঁহাকে কার্য্যকারি-সমিতির সহকারী সভাপতির পদে বরণ করা হউক। পণ্ডিতবর শ্রীপাদ অক্ষয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসাঙ্খ্য গোস্বামী প্রভু এই প্রস্তাব সশ্রদ্ধচিত্তে সমর্থন করিলে রাজর্ষি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র লাহা চৌধুরী মহোদয় কার্য্যকারি-সমিতির সহকারী সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হন।

সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদের প্রস্তাবে ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল মহোদয়ের সমর্থনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কার্য্যকারি-সমিতির সম্পাদকের পদে বৃত হন।

অতঃপর সভাপতিপ্রবর বলেন যে, বর্ত্তমান বর্ষে যহ যহ সুকৃতিমন্ত ব্যক্তি শ্রীনামপ্রচারিণী সভার প্রচার-কার্য্যে সেবা করিয়াছেন। একদিনে এত অধিক সংখ্যক ব্যক্তির সেবাকার্য্যের বিবরণ উল্লেখ, এমন কি, নির্দ্দেশ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ করা সম্ভব নহে, সুতরাং পর পর অধিবেশনে তাঁহাদের কথা আলোচিত হইবে, আমি কেবলমাত্র তাঁহাদের নাম পাঠ করি। কি কি কারণে তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন, পর পর দিবসে তাহা বিবৃত হইবে।

শ্রীল সভাপতিপ্রবর প্রথম দিবস যতজনার্হ ব্যক্তিগণের কতকগুলি নাম-মাত্র পাঠ করেন এবং বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গীয়দেবকল্প ভক্তিমূলক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদেরও কেবল নাম মাত্র উল্লেখ করেন। অতঃপর যাঁহারা বিগত বর্ষে (৪৪৪ ও ৪৪৫ গৌরাব্দে) শ্রীগৌড়ীয় মঠে ও শ্রীচৈতন্যমঠে যথাক্রমে 'ভক্তিশাস্ত্রী' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের পারদর্শিতার শ্রেণীবিভাগসহ নামসমূহ পাঠ করেন।

তদনন্তর শ্রীল প্রভুপাদ বর্ত্তমান বর্ষের পরলোকগত ভক্তগণের নামোল্লেখমুখে বলেন যে, বর্ত্তমান বর্ষে যে সকল ভক্ত—যাঁহারা ভগবৎসেবাকার্য্যে দেহরক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম-মাত্র পঠিত হইল—আগামীকল্য তাঁহাদের সেবাপ্রসঙ্গ বর্ণিত হইবে। সাধারণ মর্ত্যেরা পরলোকগত ব্যক্তির পক্ষে 'শ্রীযুক্ত' ব্যবহার করেন না, কিন্তু তাঁহারাই প্রকৃত 'শ্রীযুক্ত'। হরিসেবকগণ কোনদিনই শ্রীহীন নহেন। কারণ, তাঁহারা পরলোকে গমন করিয়াও শ্রীমূর্ত্তির সেবাতেই নিত্যকাল নিযুক্ত থাকেন। আমরা পরবর্ত্তী সময়ে এই সমস্ত ভক্তের বিষয় আলোচনা করিব। আজ সভার কার্য্য অধিক আলোচিত হইতে পারিল না, আগামীকল্য আবার সভার কার্য্য আরম্ভ হইবে। এইরূপভাবে প্রথম দিবসের অধিবেশনের উপসংহার হয়।

দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশন

দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশনের প্রারম্ভেই সভাপতি-প্রবরের নির্দ্দেশানুসারে সমাগত পরলোকগত ভক্তের নামোল্লেখ ও সেবাকার্য্যের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের জন্য বিরহ প্রকাশ করা হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ এলাহাবাদের অবসরপ্রাপ্ত সেসন জজ পরলোকগত, (১) শ্রীমনোমোহন সান্যাল মহাশয়ের নামোল্লেখ করিয়া বলেন যে, প্রভুপাদের এলাহাবাদে হরিকথা-প্রচারকালে ইনি সর্ব্বদা শ্রীল প্রভুপাদকে তাঁহার সুখদ উদ্যান-ভবনে স্থান প্রদান করিয়া বহু লোককে হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ দান করিয়াছিলেন এবং নিজেও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণ-ফলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীনামাশ্রয় করিয়াছিলেন।

পণ্ডিতবর শ্রীপাদ অমূল্যচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু বিজয়-গৌরব (২) লাভ করিয়া প্রভুপাদের পরলোকগমনে তাঁহার সহকর্ম্মিগণের প্রতি উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইনি শ্রীহরিবাসরে সভার সন্নিকটে শ্রীগৌড়ীয় মঠের কীর্ত্তন-প্রচারের জন্য একখণ্ড ভূমি দানার্থ নিজ সম্পত্তি বিশেষভাবে প্রস্তাবিত করিয়া হরিসেবার সুকৃতি অর্জ্জন এবং শ্রীহরিনাম-আশ্রয় পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্ম-সেবায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন মহোদয় ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথা-পাত্র রামজীবনপুরনিবাসী (৩) পরলোকগত শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সেবা-সৌষ্ঠবের কথা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার জন্য বিরহ প্রকাশ করেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তালোক মহোদয় রাণাঘাটের (৪) শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যথাপ্রাপ্তির কথা উল্লেখ করিয়া বিরহ প্রকাশ করেন।

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজ কলৌপার করিবার (৫) ঠাকুরসাহেব শ্রীযুক্ত রঘুনন্দনপ্রসাদ সিংহ মহোদয়ের নামোল্লেখে শ্রীনৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠের সেবা ও কলৌপার সম্পর্কে শ্রীল প্রভুপাদকে যষ্টী, অশ্ব, রথ ও বাদ্যাদিযোগে অভ্যর্থনা, অভিনন্দন প্রভৃতি দ্বারা শ্রীগুরুপূজার যে আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং কলৌপা ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান-সমূহের বিশিষ্ট শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও সর্ব্বসাধারণকে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে তাঁহাদিগকে আকৃষ্ট হইবার যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি ভক্ত-গৌড়ীয়-গৌরাঙ্গের বিশেষ আদরের পাত্র। শ্রীনাম-প্রচারিণী সভা তাঁহার ন্যায় প্রচার-বান্ধবের বিরহে

বিশেষ বাধিত হইয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ নির্যাণ-উপলক্ষে বহু উৎসুক ভক্তগণ যখন শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌরকৃষ্ণের তটে "ইন্দ্রনারায়ণ পর্ণশালা" নামে একটি বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ-পূর্বক বহু বর্ষ যাবৎ বাস করিতেছিলেন এবং বর্তমানে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের আসন প্রদান করিতেছেন। তিনি অষ্টোত্তরশতের মন্দির নির্মাণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা তিনি সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই; তাঁহার সেই অসম্পূর্ণ কার্য্য ভগবদিচ্ছায় অন্য কোন ভক্তের দ্বারা শীঘ্রই পূর্ণাহুতি লাভ করিবে, আশা করা যায়। আমরা শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে স্বধামগত ভক্তিভূষণ মহাশয়ের জন্য বিরহ প্রকাশ করিতেছি।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ নারায়ণ-নিবাসী (৭) শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন হালদারিকারী সাহিত্য-রত্ন মহাশয়ের অকাল প্রয়াণ-বার্ত্তার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তিনি বিভিন্ন সময়ে দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি ও ছন্দলিত কবিতাপূর্ণ পত্রাদি রচনা করিয়া পত্র-সাহিত্য-প্রচারের সেবা করিয়াছিলেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কলিকাতা গোয়াবাগান-নিবাসী (৮) শ্রীযুক্ত ঘটকচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পরলোক-গমনের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইনি 'গৌড়ীয়' পত্রে অনেক সময়ই অনেক পত্রিকা-প্রবন্ধাদি করিতেন এবং দৈহিক অসামর্থ্য সত্ত্বেও তিনি অতি সরিষ্ণু হইয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রত্যহ আলোচনা এবং শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন করিতেন। ইনি দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের একটি সূচীপত্র প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ সরলতা ও নিষ্কপটতার আদর্শ আসাম দেশীয় (৯) ব্রহ্মচারী শ্রীযোগেন্দ্রের পরলোক-গমন-বার্ত্তার কথা উল্লেখ এবং তাঁহার সেবা-প্রাণতার কথা বর্ণন-পূর্ব্বক শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে বিরহ-দুঃখ প্রকাশ করেন। শ্রীপাদ নেমি মহারাজ (১০) ভক্ত শ্রীআশুতোষ নামক আর একটি গৌড়ীয়-মঠ-সেবকের সেবার কথা বর্ণন করিয়া তাঁহারও বিরহ প্রকাশ করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের কথা

অতঃপর সভাপতির আসন হইতে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—"শ্রীমন্মহাপ্রভুর আশ্রিত ১০ জন ভক্ত প্রপঞ্চ থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। তাঁ'দের অভাবে আমরা ক্লিষ্ট হ'য়েছি, তাঁ'রা ভগবানের প্রিয়পাত্র। তাঁ'দের জন্য সাধারণের ন্যায় শোকের কথা—অন্যায়ের কথা কর্ম্মফল-বাধ্য জীবের যেরূপ ঘটে থাকে, সেরূপ শোক বা দুঃখ-প্রকাশ শ্রীধামপ্রচারিণী সভা করেন না। তাঁ'দের সঙ্গে আমরা যে ভক্তি-উদ্দীপনার মাঙ্গল্যালোক করি, তা' থেকে অভাব হওয়ায় একপ্রকার আমরা ক্লেশবোধ করছি—দুঃখ-প্রকাশ করছি, তাঁ'রা আমাদের অপেক্ষাও ভগবানের প্রিয়; শীঘ্র শীঘ্র ভগবানের সন্নিধানে গিয়ে তাঁ'র সেবাসুখ-লাভের সৌভাগ্য লাভ করেছেন, তাঁ'দের সৌভাগ্যে আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধিত হউক। যাঁ'দের সৌভাগ্য অধিক, তাঁ'রাই অগ্রগামী হন। ভগবৎসেবা-বিমুখ হ'য়ে আমাদের যে অন্যান্য কার্য্য পড়ে গিয়েছে, সেই সকল অন্য-অভাব আমাদের হৃদয় হইতে অপসারিত করবার সহায়ক হয়—তাঁ'দের প্রত্যক্ষ বিরহ-বার্ত্তা। তাঁ'দের ভজন-প্রকার আলোচনা ক'রে আমরা আমাদের ভজন বৃদ্ধি করতে পারি। তাঁ'দের অভাব-জন্য দুঃখানুভব ক'রে আমাদের নশ্বর জাগতিক অভাব-জন্য দুঃখানুভব—যা' আমাদিগকে ক্রমশঃ অন্ধতামিস্রে নিয়ে যায়, তা' হ'তে উদ্ধার লাভ করতে পারি—

"যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।"

যাঁ'রা ভগবানের প্রিয়কার্য্য ক'রে—ভগবৎসেবা ক'রে অগ্রগামী হন, তাঁ'দের আদর্শে অনুগমন করতে পারলে সেবা-বৃত্তির উন্মেষণ-কার্য্যে যথেষ্ট উৎসাহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ভগবানের ভক্ত বিভিন্ন অবস্থায় অবস্থানের মধ্যে—অন্য জগতের কষ্ট পেতে পেতে যেরূপ ভগবদ্ভজন করেন, ভগবৎ-পাদপদ্মে আরোহণ করেন, সেই আদর্শ দেখবার সুযোগ হয়—ভক্তগণের বিরহ বরণ করতে জানলে। ভগবান্ যে-সময়ে প্রকট হ'য়েছিলেন, বর্ত্তমান কালের ভগবদ্ভক্তগণ সে-সময়ে প্রকটিত না হ'লেও আমাদের জীবনে যাঁ'রা ভগবানের প্রকটকালীন সেবার সৌভাগ্য প্রদর্শন ক'রেছেন, তাঁ'দের সঙ্গে আমরা ভগবানের প্রকটকালের সেবা-প্রাপ্তির সাক্ষাৎ

পেতে পারি—তাঁ'দের সেবার আদর্শ অনুসরণ ক'রে সেবার পথে উন্নতি লাভ করতে পারি—সন্তোষবাদের হাত হ'তে দুটি হাত ক'রে বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষানুশীলনের পথে বিচরণ করবার জন্য উৎসাহ পেতে পারি। যাঁ'রা সেবাধিকারের প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় ভগবানের সেবাধিকার-লাভে অগ্রগামী হ'য়েছেন, আমরা তাঁ'দের অনুগমন ক'রে ভগবানের সেবায় উৎসাহ লাভ করতে পারি।

এই কার্য্যটি গত কলোর বিষয় ছিল, কিন্তু সাময়িক দৈবদুর্যোগ এবং অনেক লোকের অনুপস্থিতি-নিবন্ধন গত কল্যের অধিবেশনে এ-সকল কার্য্য সমাপ্ত হ'তে পারে নাই। অতিপর ভক্ত—যাঁ'রা তাঁ'দের সেবা-কার্য্যের দ্বারা আমাদিগকে উৎসাহিত ক'রেছেন, শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁ'দিগকেও গৌরাশীর্ব্বাদ-স্বরূপ নিম্নলিখিত ভক্তিসূচক উপাধি প্রদান করছেন।

১। শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী—'সেবাবিগ্রহ'। ২। শ্রীবিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী—'ভক্তিরত্ন'। ৩। শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী—'ভক্ত্যালোক'। ৪। শ্রীগোবিহারী ব্রহ্মচারী 'ভক্তিজ্যোতিঃ' ৫। শ্রীবৃন্দেশ্বর ব্রহ্মচারী—'ভক্তিবিবেক'। ৬। শ্রীজগন্নাথদাস অধিকারী—'ভক্তিবান্ধব'। ৭। শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী—'সেবাকোবিদ'। ৮। শ্রীজগদানন্দ ব্রহ্মচারী—'ভক্তিবিকাশ'। ৯। শ্রীজগবান্ দাস ব্রহ্মচারী—'ভক্তিব্রত'। ১০। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—'ভক্তিরত্ন'। ১১। শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর দাসাধিকারী—'ভক্তিবন্ধু'। ১২। শ্রীউর্দ্ধমণি দাসাধিকারী—'ভক্তিবিলাস'। ১৩। শ্রীপুলিন-বিহারী দাসাধিকারী—'ভক্তিভূষণ'। ১৪। শ্রীকৃষ্ণময় দাসাধিকারী—'ভক্তিভূষণ'। ১৫। শ্রীগণেশচন্দ্র দেব—'ভক্তিভূষণ'। ১৬। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ দাসাধিকারী 'ভক্তি-ভূষণ'। ১৭। শ্রীরাসবিহারী দাসাধিকারী 'ভক্তিভূষণ'। ১৮। শ্রীশ্রীনিবাস পাণিগ্রাহী—'ভক্তিকেতন'। ১৯। শ্রীযুক্ত কানাইলাল মিত্র—'ভক্তিমিহির'। ২০। শ্রীযুক্ত পরিকল্প সিন্হাই—'ধর্ম্মপ্রাণ'। ২১। জয়পুরাধিপতি শ্রীমদ্বিক্রমদেব বর্ম্মবাহাদুর—'হরিজনাশ্রয়।'

সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদ উপরি-উক্ত গৌরাশীর্ব্বাদভাজন ব্যক্তিগণকে শ্রীধামপ্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিত্বে স্ব-স্বাক্ষরিত শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্র শ্রীমন্মহা-প্রভুর প্রসাদ-নির্ম্মাল্য-চন্দনের সহিত যথাক্রমে প্রদান করেন। পরবর্ত্তী সংখ্যা গৌড়ীয়ে সেই সকল গৌরা-শীর্ব্বাদপত্র প্রকাশিত হইবে। যাঁহারা কার্য্যানুরোধে সভায় অনুপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট সেই সকল গৌরা-শীর্ব্বাদপত্র প্রেরিত হইবে।

অতঃপর যে-সকল ভাগবত ও মহাপ্রাণ ব্যক্তি বিগত বর্ষে গৌরপ্রেমকার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছেন, সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগের গুণবর্ণনামুখে বস্ত্রযুগ্ম প্রদান করা হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুসারে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ বিদ্যা-বিনোদ শ্রীধামপ্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলেন যে, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ আমার নিকট অসমোর্দ্ধ সদ্‌গুরুপাদপদ্মের বার্ত্তা সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ করিয়া সেই জগদ্‌গুরুর পাদপদ্মাশ্রয়ের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। তিনি আমার বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুদেব; তাঁহার শ্রীচৈতন্যবাণী আমার জীবনের গতি পরিবর্ত্তন, জীবনে নব চেতনময় বিপ্লব আনয়ন এবং জীবনকে শুদ্ধ-ভক্তিধারাবিনোদপ্রদীপালোকে আলোকান্বিত করিয়া-ছেন। তাঁহার অমায়িক সরলতা, অহৈতুক লোক-কল্যাণ-স্পৃহা, অদ্ভুতস্পর্শ স্নেহাকর্ষণ, অত্যাশ্চর্য্য স্নেহ-মণ্ডিত শাসন-প্রণালী, শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর বাণী জীবনরূপে অনুক্ষণ সঞ্চারের চেষ্টা, প্রতি সরলভাবে জীবের সাধকের অনর্থ-আচরণের নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ - সকলকেই শ্রীগুরুপাদ-পদ্মে আকৃষ্ট করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছে। বৈষ্ণবরত্ন অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তি-শাস্ত্রী মহোদয়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ প্রভৃতি বহু বহু উচ্চ শিক্ষিত ও নিকট ব্যক্তি শ্রীল গৌরগোস্বামী মহারাজের নিকটেই প্রথমে হরিকথা শ্রবণ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে আকৃষ্ট হইয়াছেন; বিগতবর্ষে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুপস্থিতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের হরিজন-শিক্ষা-বিস্তারের অন্তর্নিহিত মূল উদ্দেশ্য লইয়া তিনি যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক-

রূপে প্রকৃত শিক্ষার দিগ্‌নির্ণয় করিতেছেন, তাহাতে বর্ত্তমান নিরীশ্বর শিক্ষাপ্রণালীর মূলে এক দুপাতর আনয়ন করিবে। ছাত্র ও শিক্ষক—উভয় শ্রেণীকে তিনি পরা শিক্ষার পথে পরিচালিত করিবার জন্য তাঁহার সমুদয় চেষ্টা নিয়োগ করিতে কোনদিন ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন নাই। ইহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অহৈতুকী পরোপকার-চিকীর্ষা। শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের অদ্ভুতপূর্ব্ব দেবালোক-প্রতিভা, অসামান্য ধৈর্য্য-গৌরব ও অত্যাশ্চর্য্য পরোপকার-প্রবৃত্তি শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবরাজসভার প্রবাদের ন্যায় প্রচারিত হইয়াছে ও চিরকাল থাকিবে।

অতঃপর শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের বিগত বর্ষীয় সেবা-কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, শ্রীচৈতন্যবাণীর উদীয়মান সেবাকোরক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ অভিজাত-সম্প্রদায়ে শ্রীচৈতন্য-বাণী-প্রচারে যে কৃতিত্ব-গৌরব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অদ্ভুতপূর্ব্ব ও অনুকরণীয়। একদিকে যেমন তিনি শ্রীগৌড়ীয় মঠ-প্রদর্শনীতে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সমূহকে অত্যাকারে প্রকটিত করিবার অপূর্ব্ব কৌশল ও অক্লান্তসেবা প্রদর্শন করিয়াছেন, অন্যদিকে তিনি দেহলীনগরে শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট-স্বরূপ শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-স্থাপন ও তথায় শ্রীমূর্ত্ত-প্রকাশে প্রভুপাদের সেবায় সহায়তা করিয়া এবং ভারতের অভিজাত-সম্প্রদায়ের নিকট শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের প্রাণপণ চেষ্টা প্রদর্শন করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবার অশেষ সৌকর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট সুসারে 'ভাগবত' নামক ত্রিদণ্ডিস্বামীর সম্পাদকত্ব বরণ, প্রয়াগের শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের উৎসব-সম্পাদন, বিশেষতঃ মাদ্রাজে শ্রীচৈতন্যবাণীর বিজয়বৈজয়ন্তী উত্তোলনে অদ্ভুতপূর্ব্ব ও অক্লান্ত সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। মাদ্রাজের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর তাঁহার এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সেবা-প্রাণতা লক্ষ্য করিয়াই মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয়মঠের নাটমন্দিরের ভিত্তিসংস্থাপন-কালে সুহৃতী সভার মধ্যে বলিয়াছিলেন—"Swami Don is a living spirit of Gaudiya-Mission", এমন কি, দেহলীনগরে ভারতের মহামান্য রাজপ্রতিনিধি বড়লাটবাহাদুর পর্য্যন্ত স্বামিজীর মুখে তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীর বিশ্বদর্শন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাঁহার অদ্ভুতপূর্ব্ব বাগ্মিতাশক্তি, জাগতিক মহোচ্চ সিংহাসনে সমাসীন ব্যক্তি-গণের নিকটও হরিসেবার জন্য সমুদীন হইবার অত্যাশ্চর্য্য নির্ভীকতা ও তাঁহাদিগকে হরিসেবায় নিযুক্ত করিবার কৃতিত্ব সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছে।

অতঃপর শ্রীশ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক গৌড়ীয়-সম্পাদক-সঙ্ঘপতি শ্রীপাদ অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্মচারী ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীধাম-নবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের সেবা-গৌরব কীর্ত্তন করিয়া বলেন যে, ভারতী মহারাজের সর্ব্বজনপ্রিয়তা সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত। তিনি ভাগবতগণের প্রকৃত মর্ম্মজ্ঞের ন্যায় ঈহামান হইয়া শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর ভারতী কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার বাণী যে কেবল বঙ্গদেশে আবদ্ধ, তাহা নহে; দিল্লীর সিংহাসনে, তক্ষশিলার চূড়ায়, জোজি-য়াজার শতদ্রু-তীর হইতে সুদূর পাঞ্জাবে পর্য্যন্ত তাঁহার বাণী বিঘোষিত হইয়াছে; তিনি প্রতি বৎসর মেদিনীপুরের মেদিনী কম্পিত করিয়া শত সহস্র ব্যক্তিকে হরিনাম-প্রেমধারায় স্নাত করিয়া থাকেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে আনয়ন করেন। তিনি সকলের নিকট সুপরিচিত ও সমাদৃত।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজের প্রশস্তিবন্দনমুখে বলেন যে, শ্রীপাদ নেমি মহারাজের বাগ্মিতা, লোকাকর্ষণ-শক্তি, বিশেষতঃ শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রদর্শনীতে তিনি বিগত বর্ষে নিজের শরীরের অসুস্থতাজনিত মধ্যেও যেরূপ প্রবল উদ্যমে সেবাচেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং শ্রীধাম-পরিক্রমার সেবোপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

অতঃপর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুসারে শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে গৌড়ীয়-সঙ্ঘপতি এবং শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণব রাজসভার অন্যতম সম্পাদক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তি-শাস্ত্রী প্রভুর প্রশস্তিকীর্ত্তনমুখে বলেন যে, শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবরাজসভার প্রধান স্তম্ভস্বরূপ।

তিনি গৌড়ীয়-সঙ্ঘের সুযোগ্য নায়ক এবং শ্রীল প্রভুপাদের গৌড়ীয়-প্রচার-প্রতিষ্ঠানের সেবাধিকার-কোবিদ। তাঁহার চরিত্রে নিরপেক্ষতা দেদীপ্যমান ; কিন্তু ব্যামোহের আদর্শে তাহা শুষ্কবৈকল্যে অতিব্যাপ্ত নহে। ভক্তির অনুকূল ও প্রতিকূল বিচারেই সেই নিরপেক্ষতা প্রকাশিত। শ্রীগুরু-পাদপদ্মে তাঁহার অচল, অটল, অপ্রাকৃত নিষ্ঠার উদাহরণ অতিদুর্লভ। সেবাকার্য্যে তাঁহার অসীম সাহসিকতা ও অদম্য উৎসাহ তুলনা-রহিত। অসৎসঙ্গ-বর্জ্জনে তিনি বজ্র হইতেও কঠোর, কিন্তু সৎসঙ্গ-গ্রহণে কুসুমের ন্যায় কোমল-হৃদয়। তিনি কোন বাক্‌পটুতা বা বাহ্যাড়ম্বর-দ্বারা জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন নাই ; কিন্তু কি সন্ন্যাসী, কি ব্রহ্মচারী, কি বানপ্রস্থ, কি গৃহস্থ—সকলের নিকটই আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবন্ত আচরণের দ্বারা আকর্ষণ করিয়াছেন। নৈষ্ঠিকতা তাঁহার চরিত্রে জীবন্ত মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত। কিন্তু তাহা নিষ্ঠুরের নীতি নয়, সেবা-সৌষ্ঠবনীতি বা ভক্তিনীতির আদর্শ। শ্রীল প্রভুপাদের পতাকাতলে অর্থনীতিকে কিরূপে পরমার্থ নীতিতে পরিণত করিতে হয়, ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামী প্রভু তাহার উপমান-স্বরূপ। যাহারা যাহা-সেবার উপকরণ সম্ভারকে স্ব-স্ব ভোগের উপাদানে পরিণত করিবার দুরভিসন্ধি বিশিষ্ট বা বিভ্রান্ত, তাহাদিগকে ধনানয়নের দুরভিসন্ধি হইতে মুক্ত করাইয়া জনকের দ্বারে মাধবের সেবায় প্রণোদিত করিতে তিনি সুদক্ষ। তিনি শ্রেষ্ঠ প্রবুদ্ধমান্ ; কি সাধারণে, কি পরমার্থ বিদে, তাঁহার বুদ্ধি ও তাক্ষ্ণ্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তাঁহার বুদ্ধি কোন দিন সেবাবিমুখতায় নিযুক্ত হয় নাই, সেবা-সৌষ্ঠবে চিরদিনই পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। 'গোস্বামী' উপাধি তাঁহাতেই সার্থকতা লাভ করিয়াছে। তিনি সত্য সত্য গোস্বামী, বিজিতেন্দ্রিয় ; তিনি গৃহস্থবেশী বটে ; কিন্তু আদর্শ গৃহস্থ কিরূপ সতত হরিগুরুবৈষ্ণবসেবাজীবন-সম্পন্ন, গুরুবৈষ্ণবসঙ্গী, সতত কৃষ্ণার্থে মনোবাক্কর্ম্মকারী হইবেন, তাহার মূর্ত্ত আদর্শ-স্বরূপ তিনি। তিনি গুরু-গৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট-প্রচারের একজন প্রধান সেবক। বর্ত্তমান বর্ষে তিনি দক্ষিণদেশে, প্রয়াগধামে, সম্ভলগ্রামে, জোজিরাগ্রামে, দেহুড়গ্রামে ও মায়াপুরে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-উৎসবকালে, শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বিবিধ সেবায়, অধিক কি, শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট প্রচারের যাবতীয় কার্য্যে যে অদম্য উৎসাহময়ী সেবা-চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অদ্বিতীয়। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস অনেক স্থানে ভক্তভাগবতের চরিত্র বর্ণন করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"যাতে বর্ণিবেন বেদব্যাস।" ব্যাসাভিন্ন শ্রীচৈতন্যসরস্বতীও তাঁহার শ্রীব্যাসপূজার অভিভাষণে অস্ফুট উক্তিতে শ্রীল ভক্তিসারঙ্গের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহারই ইচ্ছায় কালে সম্প্রকাশিত হইবে।

অষ্টোত্তর শততমানী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্ এ, ভক্তিসুধাকর, ভক্তি-শাস্ত্রী মহোদয়ের সেবা-কীর্ত্তির কথা কীর্ত্তনমুখে বলেন,—সাধারণ লোকে মনে করে যে, ছোট লোক, অসচ্চরিত্র ব্যক্তি এবং মূর্খ লোকেরাই বৈষ্ণব হয় ; কিন্তু ভক্ত, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত ও শ্রী—এই চারিটি বিষয়ই ভক্তিসুধাকর প্রভুতে দেদীপ্যমান। তিনি পাণ্ডিত্যবলে পাণ্ডিত্য তাঁহার শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের বহু অনুকূল হয় করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-মনোহভীষ্ট-প্রচারের অদ্বিতীয় আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের সপ্তপঞ্চাশৎ আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীব্যাসপূজার অঞ্জলি-মন্ত্রে যে পরমাগতির অদ্বিতীয় আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীগুরুপাদ-পদ্মকেও আকৃষ্ট করিয়াছিল। বিগত বর্ষে শ্রীল প্রভুপাদের অষ্টোত্তরশতম আবির্ভাব-তিথিতে তিনি ইংরাজী ভাষায় যে অভিভাষণ লিখিয়া মায়াপুরে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া উচ্চশিক্ষিত মায়াপুরবাসী স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, শ্রীগুরু-পাদপদ্মে যে এতবড় জিনিষ, তাহা তাঁহারা পূর্ব্বে জানিতেন না, ভক্তিসুধাকর প্রভুর অভিভাষণে তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিলেন। ভক্তিসুধাকর প্রভু যুক্তবৈরাগ্যের আদর্শ, তিনি বিষ্ণুসেবাবিমুখ আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গ-বর্জ্জনের অদ্বিতীয় আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যে-সকল আত্মীয়-স্বজন পূর্ব্বে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই তাঁহার অবিচলিত আদর্শের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার একনিষ্ঠা অনুকরণীয় ; তিনি প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি-বাক্য—সর্ব্বস্ববিধানে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে সমর্পণ করিয়া হরিসেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। পুত্র-পরিবার, বন্ধু-বান্ধব—

সকলকে গুরুসেবায় নিযুক্ত করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

ঐ দিবস রাত্রি অধিক হওয়ায় সভাপতিপ্রবর শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে সভার কার্য্য পরদিনের জন্য স্থগিত থাকে এবং শ্রীগৌরাবির্ভাবদিবস দ্বিপ্রহরকাল হইতে শ্রীচৈতন্যমঠের অধিষ্ঠানস্থ নাট্যমন্দিরে পুনরায় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

তৃতীয় দিবসের অধিবেশন

ত্রিদণ্ডী গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যোত্তম শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভুর অমায়ী সেবার আদর্শের নিদর্শন করিয়া শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হইতে আচার্য্যোত্তম প্রভুকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। গোস্বামী মহারাজ বলেন যে, শ্রীল প্রভুপাদের স্নেহবিগ্রহ ভাগবতরত্ন প্রভু গুরু-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মাত্রেরই হৃদয়-বিগ্রহ। তিনি আমাদের নিকট 'কৃষ্ণদা' নামে পরিচিত, তিনি সকলের হৃদ্বিহারীর কৃপাদানকারী। সেইজন্য শ্রীল ভক্তিরঞ্জন প্রভুর দ্বারা শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির, শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দির, শ্রীরূপ সনাতন ভক্তিনিধির প্রভুর দ্বারা শ্রীগুরুদেবের ভজনকুঞ্জ ভক্তিবিজয়ভবন-নির্ম্মাণ, শ্রীগৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনী উদ্ঘাটন—সকলের মূলেই কৃষ্ণদা'। অধিক কি, শ্রীল প্রভুপাদকে প্রকাশ করিয়াছেন—কৃষ্ণদা'। কৃষ্ণদা' সকলের সকল দোষ ক্ষমা করিয়া চিরদিনই সকলকে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মসেবায় নিয়োগ করিতে ব্যস্ত। কৃষ্ণদা'র সেবা-উন্মুখতা এবং শ্রীগুরুসেবার জন্য ভারতীয় বিশেষ বিমানযোগে অল্পসময়ের মধ্যে গমনাগমন করিবার আদর্শ সুলোকে আছে। আচার্য্যোত্তম প্রভু শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর ভক্তি যা সেবাবিগ্রহ-স্বরূপ।

অতঃপর সভাপতিপ্রবর শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর প্রশস্তি কীর্ত্তনমুখে বলেন যে, পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের প্রেষ্ঠ-বিগ্রহ যে ভাগবতরত্ন প্রভুর কথা ইতঃপূর্ব্বে কীর্ত্তন করিলেন, তাঁহারই দ্বিতীয় হৃদয়, দ্বিতীয় স্বরূপ, দ্বিতীয় বিগ্রহরূপে দেখিতে পাই—পরম পূজ্য, আমার ধর্ম্ম-গুরু-সেবার পরম সহায়ক, সর্ব্ব বিপদ হইতে আমার উদ্ধারকর্ত্তা—পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকে।" গোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীপাদ কৃষ্ণদার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—কৃষ্ণদা' শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীগৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনী প্রভৃতি প্রকাশ-পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট প্রচারে অগ্রণী হইয়াছেন এবং শ্রীল প্রভুপাদকে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর অধিনশ্বর প্রস্তরময়ী শ্রীমন্দির-সমূহ শ্রীল প্রভুপাদের বাণীর অর্চ্চা প্রতিষ্ঠিত এবং এই গ্রন্থমন্দির প্রকাশ-সেবার মূল উপকরণে শ্রীল প্রভুপাদকে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল বাসুদেব প্রভু চিরস্থায়ী গ্রন্থ-মন্দির-নির্ম্মাণের অদ্ভুতপূর্ব্ব সুদক্ষ শিল্পী। শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীজীবাদি গ্রন্থ-রচনা প্রভৃতি দ্বারা যেরূপভাবে শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট প্রচার করিয়াছেন, শ্রীল বাসুদেব প্রভুও সেইরূপ ভগবদ্বপুতে গ্রন্থময়ী মঠ-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীগুরু-গৌড়ীয়-গৌরাঙ্গ-মনোহভীষ্ট প্রচারের উপমান হইয়াছেন। শ্রীল বাসুদেব প্রভু দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনের অদ্বিতীয়, অসমোর্দ্ধ, অবিচলিত আদর্শ; কেবল কথায় নহে, তাঁহার প্রতি বাক্য, প্রতি চিন্তা, প্রতি আচরণ, প্রতি পরিক্ষেপ, প্রতি কার্য্য, প্রতি অঙ্গচালন প্রত্যেকটিই অসৎসঙ্গ-বর্জ্জন এবং সৎসঙ্গ-করণের বার্ত্তা প্রচার করিতেছেন। ইহা সকলেই প্রাণে প্রাণে অনুভব ও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। শ্রীল বাসুদেব প্রভু সর্ব্ব ব্রহ্মচারী, সর্ব্ব সন্ন্যাসী, সর্ব্ব বনচারী, সর্ব্ব ব্রজবাসী, সকল গৃহস্থ—সকলেরই সকলোভাবে শ্রদ্ধার পাত্র। শুধু শ্রদ্ধার পাত্র নহেন, সকলেই তাঁহাকে এরূপ নিকপটতার সহিত হৃদয়ের উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন যে, তাহাতে অন্য কোন ইতর বিচারের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। শ্রীল বাসুদেব প্রভু নিরপেক্ষতার মূর্ত্ত-বিগ্রহ, নিরপেক্ষতার আদর্শ তাঁহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমুজ্জ্বলিত ও পরিস্ফুট। তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভক্তিসিদ্ধান্তের প্রধান প্রামাণিক। কাহারও হৃদয়ে কোন সংশয় বা সন্দেহ উপস্থিত হইলে শ্রীল বাসুদেব প্রভু যদি সেইটি মীমাংসা করিয়া দেন, তাহা হইলে সকল নিরপেক্ষ হৃদয়েই সেই সিদ্ধান্তকে শ্রীল প্রভুপাদেরই সম্পূর্ণ অনুমোদিত এবং প্রভুপাদের হৃদয়ের সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করেন না।

(ক্রমশঃ)

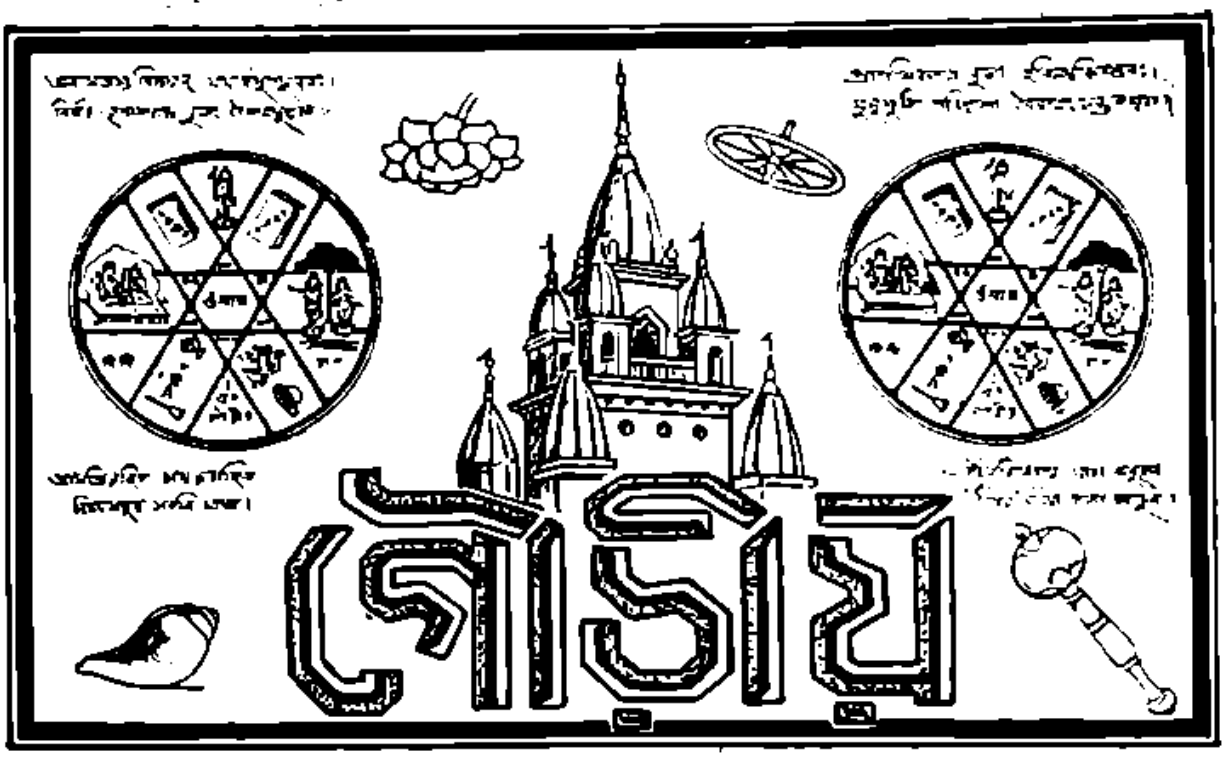

১০ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২৭শে চৈত্র রবিবার, ১৩৩৮ ; ৯ই এপ্রিল, ১৯৩২ | ৩৯শ সংখ্যা

বালক-ভাব

জগতে অনেক প্রকার মনোধর্ম্মজাত ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, উন্মত্ততা, বুজরুকী, আত্মবঞ্চনা কপটতা, অভ্রান্তিভাব প্রভৃতি হরিবিমুখতাজাত উপসর্গ-সমূহ ধর্ম্মের বা পরমার্থের 'প্রতিমা' বলিয়া আদৃত ও পূজিত হয়। আবাহনের পর বিসর্জ্জনই যাহাদের ধর্ম্মের মূলমন্ত্র, তাহাদের যে-কোনও 'মনোধর্ম্ম' আপাত ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার জন্য সাদরে বরণ-মালা গ্রহণ করিতে পারে। বলিতে কি, ঐ সকল মনো ধর্ম্মের উচ্ছিষ্ট ও অবশেষ অনেক সময় ভাক্ত-সম্প্রদায়ের মধ্যেও লক্ষিত হয়া যায়, আবার বিদেশীয় ধর্ম্মের মধ্যেও উহার প্রতিধ্বনি শুনা যায়।

ঐরূপ শ্রেণীর মতবাদ 'বালক-ভাব' বা 'বালক-স্বভাব' বলিয়া এক প্রকার ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকে 'ধর্ম্ম' বা ভক্তির উচ্চাসনরূপে বরণ করে। ব্রজগোপের বালকবৎ, পিশাচবৎ, উন্মত্তবৎ, জড়বৎ অবস্থাসমূহ দুই হয়। সুতরাং যদিকেহ ঐরূপ বিপ্রের আদর্শে অবৈধ অনুকরণ-দ্বারা পরমহংস-শিরোমণি শ্রীল গুরুদেব গোস্বামী, শ্রীধরদেব, শ্রীশুকদেব, শ্রীবাল্মিকি মুনিপ্রভৃতি বা শ্রীসনক-সনন্দনাদির প্রতিযোগিতা করেন, তাহা হইলে তিনিও 'ব্রহ্মজ্ঞ', 'পরমহংস', 'ভাগবত', 'মহাভক্ত' বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন —এইরূপ অভ্রান্তিভাব হইতে এক শ্রেণীর জগতে ঐরূপ অনুকরণ-প্রবৃত্তি আবির্ভূত হয়।

'বালক-ভাব' বা 'বালক-স্বভাব' নামক মতবাদ বহুরূপী হইয়া বঞ্চিত ব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয়-তোষণ করে। কোন কোন ধর্ম্মপ্রচারক নাকি বলিয়াছেন —"বালক-দিগকে আমার নিকট আসিতে দাও, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই।" কেহ কেহ আবার বালক-ভাব অভ্যাস করিবার জন্য সর্ব্বদা বালকগণের সহিত অবস্থান ও তাহাদের যাবতীয় ক্রিয়া-কলাপ, এমন কি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-

সঙ্কালন প্রভৃতির অনুকরণ করিয়া থাকেন।

শিশু-বালকগণের মত মাটী খাওয়া, আস্তাকুঁড়ে অবস্থান করা, লাফাইয়া চলা, ডিগ্‌বাজী খাওয়া, অপরের ঘাড়ে চড়া, খেলা করা প্রভৃতির অনুকরণ করিতে করিতে অনেক 'টন্‌টনে'-বুদ্ধি পরিণক বৃদ্ধকেও অবশেষে অনেক অবৈধ, অকথ্য কুৎসিত ও দুর্নীতিপূর্ণ কার্য্যে লিপ্ত দেখা গিয়াছে।

একবার কোনও একটি লোকবিশ্রুত তথাকথিত ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের কোনও পরিচালক মহাধীশকে পুকুরে স্নান করিতে দেখা গিয়াছিল। মহাধীশের এইরূপ পাপ-কার্য্যে লিপ্ত থাকার কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে, তাঁহার শিষ্যগণ উত্তর করিলেন,—"ইঁহার ব্রহ্মচর্য্যের অবস্থা; বালক-ভাবে মত্ত থাকিয়া ক্রীড়া করিতেছেন।" দুর্ভাগ্যের বিষয়, ঐরূপ 'বালক-ভাবে'র (!) অত্যাচার বহু দুর্ব্বল মস্তকের উপর বর্ষিত হইলে মস্তকগুলি অচিরেই উক্ত সম্প্রদায় বালকভাবাপন্ন ব্যক্তির উদরপূর্ত্তির জন্য পাকশালায় প্রেরিত হইয়াছিল!

অনেক 'সাধু' নামধারী বালকভাবে—গোপালভাবে খেলা করেন। ঐরূপ গোপালদের (!) এদিকে লক্ষ্মান স্বল্প স্বাভাবিক শ্বেতবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে, কেহ কেহ আবার চুলে কৃষ্ণবর্ণ 'কলপ' মাখিয়াও 'বালক-ভাব' প্রকাশ করেন—ঐরূপ 'গোলাপী' গোপালগণ (!) নাকি সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকেন! কিন্তু ঐরূপ শ্রেণীর গোপাল-গণের দ্বারা জগতে এমন অনেক অনর্থপ্রাপক কার্য্যের উদ্ভব হইয়াছে—যাহা সাধারণ দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিগণের দ্বারাও সংঘটিত হইতে দেখা যায় নাই।

এইরূপ বালকভাবের 'অছিলা' পরযোষিৎগণের সহিত যথেচ্ছভাবে মিশিবার প্রতিবন্ধক সরাইয়া দেয় এবং সেই সুযোগে ঐ সকল দুষ্টবুদ্ধি ব্যক্তি স্বকার্য্য-সাধনে তৎপর হইতে পারে। যেমন 'সখীভেক' প্রভৃতি অবৈধ ও কৃত্রিম সজ্জার আশ্রয়ে অনেক কপট ব্যক্তি পরযোষিৎগণের সহিত অবাধে মিশিবার উপায় আবিষ্কার করিয়া লইয়াছে, তদ্রূপ 'বালকভাব', 'গোপালভাব' প্রভৃতির নামেও অনেক কপট ও কামীব্যক্তি তাহাদের ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার আর একটি অপ্রতিহত পথ আবিষ্কার করিয়াছে।

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সময়ও এইরূপ নামধারী গোপাল-বেষী ব্যক্তিগণ ছিল,—

রাধে আর এক মহা ভক্তদেহ আছে।
অন্তরে রাক্ষস বিপ্র কাচে-সাচ কাচে॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বলায় গোপাল।
অতএব তারে মোর বলেন শিয়াল॥

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৪শ)

কেহ কেহ বলেন, সকলেই যে বালক-ভাবের আশ্রয়ে যোষিৎসঙ্গাদি অবৈধ ব্যাপারে লিপ্ত হয়, তাহা নহে; এমনও অনেক লোক দেখা গিয়াছে, যাঁহারা অন্তরে ও বাহিরে প্রকৃত সংযমী, তাঁহারাও এই বালক-ভাবটিকে ভালবাসেন এবং ইহাকে ভগবদ্‌রাজ্যের উচ্চ সোপান বলিয়া বরণ করেন। খৃষ্টসম্প্রদায়ের অনেক মনীষী, ধার্ম্মিক, সাধক এই বালক-ভাবকে খুব উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন

যাঁহারা এইরূপ বলেন, তাঁহাদের বাক্যের উত্তরে অনেক কথা বলিবার আছে। প্রথমে জিজ্ঞাস্য—'ভগবদ্ভক্তি' বা 'পরমার্থ' কি মানুষের, জীবের বা ব্যক্তিবিশেষের কিংবা সমষ্টিবিশেষের 'ভালবাসা' বা 'ভাল-না-বাসা'র উপর নির্ভর করে? ভ্রান্ত—মোহমদিরার মত্ত—লুপ্তজ্ঞান জীব-কোটি—সাধক-কোটি কিংবা সিদ্ধ-সমাজে 'সিদ্ধ,' 'সাধু' নামে প্রচলিত ব্যক্তির অনুভূতি বা সাক্ষ্য-রূপ ইন্দ্রিয়-প্রমাণটাই কি সত্যের দিক্‌নির্ণায়ক যন্ত্র? তাহাই সত্য—যাহা সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের প্রীতিকর; তাহাই ভাল—শ্রেয়ঃ, যাহা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়সুখ-তাৎপর্য্যপর। এই গেল একদিকের কথা।

দ্বিতীয় কথা,—যাঁহারা অন্তরে ও বাহিরে তথাকথিত সংযত, পবিত্র, তাঁহাদিগের মধ্যেও যখন বালক-ভাবের আদর দেখা যায় এবং তাঁহারা উহাকে যত্নের সহিত অভ্যাস করেন, সাধন করেন, তখন তাঁহাদের সম্বন্ধে মীমাংসা করিতে হইলে বলিতে হইবে যে, যাঁহারা এই জন্মে বা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে অনেক পাপকার্য্য করিয়াছেন, অনেক বিষয়-কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন, অনেক লোকের সহিত বঞ্চনা, কপটতা করিয়াছেন, অনেক অবৈধ ও অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন কিংবা বাহ্যে কার্য্যতঃ না করিলেও মনে মনে ঐরূপ কার্য্য করিবার জন্য প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট, তাঁহাদের নিকটই তাঁহাদের

ব্যবহারিক কার্য্যের বা মানসিক চিন্তার প্রতিযোগী 'বালকভাব'টী বড় আদরণীয় আদর্শ বলিয়া কল্পিত হয়। অর্থাৎ তাঁহারা মনে করেন,—"আমরা যখন অত্যন্ত পাপ-কার্য্যে লিপ্ত কিংবা মনে মনে পাপ-বাসনায় প্রধাবিত, তখন শিশুগণ বা বালকগণ—যাহারা এখনও সংসারক্ষেত্রের অভিজ্ঞান লাভ করিয়া আমাদের ন্যায় কপট, দুরাচোর, ব্যভিচারী, লম্পট, বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন বা সংসার-তাপে জর্জ্জরিত হইবার সামর্থ্য লাভ করে নাই, সেই সকল অবোধ ও অপরিণত বালকগণই আমাদের আদর্শ হউক।" ঐরূপ বালকভাবের আদরের মূলে অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তি বা ভগবৎ-প্রীতির কোন লেশই নাই—আছে কেবল পাপ, সংসার-যন্ত্রণা, কপটতা, ছল, ব্যভিচার, বিষয়বুদ্ধি, ক্রূরতা প্রভৃতি প্রাকৃত কার্য্যের ও চিন্তাস্রোতের বিষময় পরিণামের অনুভূতি এবং উহাদের জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে আপনাকে সাময়িকভাবে পৃথক্ বা অব্যাহতি রাখিবার পিপাসা। অর্থাৎ আত্মভোগের একটা বুদ্ধিহীনতা। যাহারা জগতের কপটতাময়ী অভিজ্ঞতার পরিপক্ক—যাহারা জগতের সহিত অধিক সংযুক্ত, তাহারা অসরল, কূটবুদ্ধিযুক্ত; সুতরাং যাহারা এই জগতে বেশীদিন বাস করেন নাই বা যাহারা "সেইরূপ অপরিণত ও অপ্রকাশিত বুদ্ধিবৃত্তি বালকগণই আদর্শ হইত"—এরূপ আত্মভোগময় চিন্তাস্রোতে নিমগ্ন, তাহাদেরই ঐরূপ বালক ভাবের প্রতি আদর লক্ষিত হয়।

যাঁহারা ভগবানে প্রীতি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়সুখ-তাৎপর্য্যকেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিচার করেন, তাঁহারা কখনও ঐরূপ প্রাকৃত পাপ বা জ্বালা-যন্ত্রণার অনুভূতির ভূমিকাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের সাধন বা সিদ্ধির লালসা করেন না।

যে বালকগণকে আমরা বর্ত্তমানে সরলতা, কমনীয়তা, নির্দ্দোষতা, অকপটতা ও জাগতিক বিষয়ে অনভিজ্ঞতা প্রভৃতির আদর্শ মনে করিতেছি, সেই বালকগণ প্রকৃত-প্রস্তাবে তাহা নহে। তাহাদের ভিতরে জন্ম-জন্মান্তরের যাবতীয় জগজ্জালের সংস্কার, অবিদ্যার বীজসূত্র নিহিত রহিয়াছে; অতি বাল্যাবস্থায় তাহা অপ্রকাশিত মাত্র। তাহাদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে ঐ সকল অন্তর্নিহিত জগজ্জাল জগতের মলবায়ুর দ্বারা অনুকূলতা লাভ করিয়া প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। এক বৎসর বয়স্ক শিশুতে মিথ্যা কথা বলিবার যোগ্যতা নাই বলিয়া কিংবা পঞ্চ বৎসরের বালকে স্ত্রী-পুরুষভেদ-জ্ঞান প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া যে মনে করিতে হইবে, তাহারা ভগবানের প্রিয় বা ভগবানের ভক্ত, তাহা নহে। যাহাকে এখন এক বৎসর বয়স্ক শিশু বা পঞ্চ বৎসরের বালক দেখিতেছি, সেই বালকই হয় ত' দশ বৎসর পরে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান ও ব্যভিচারে রসজ্ঞ হইবে। ইহা প্রত্যক্ষ শতসহস্র দৃষ্টান্তেও দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং শিশুর অজ্ঞতা, অযোগ্যতা এবং অপরিণতি-নিবন্ধন অনভিজ্ঞতার সাময়িক শুদ্ধভাবগুলিই সনাতন সত্যের সনাতন প্রেমের আদর্শ হইতে পারে না। বৈষ্ণবের চরিত্রে যে-সকল মহাগুণের কথা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, তাহা ঐরূপ অবিকশিত অজ্ঞতা বা সাময়িক শুদ্ধভাবের সাময়িক ও অনিত্য বিকাশ নহে; তাহা নিত্য, চিরন্তন আত্মার—চেতনের নিত্যকাল সম্প্রকাশনময় বৃত্তি।

যাঁহার অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণ-চরণে অপ্রাকৃত আত্মার—চেতনের স্বাভাবিকী, অপ্রতিহতা, অহৈতুকী বৃত্তি উদিত হইয়াছে, তাঁহার অতি আনুষঙ্গিক-ভাবেই স্বতঃসিদ্ধ অনুগামী কিঙ্করগণে সরলতা, অকপটতা, অক্রূরতা, কমনীয়তা প্রভৃতি গুণ সম্প্রকাশিত হইবে। তাঁহাকে আর পৃথক্ করিয়া প্রাকৃত বালকগণের প্রাকৃত শুদ্ধভাব, অজ্ঞতা, অযোগ্যতা, অপরিণত দুই ভাবগুলিকে আদর্শ করিয়া 'সাধুতা' অভ্যাস করিতে হইবে না—

> বস্ত্বাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
> সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
> হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
> মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥
>
> (শ্রীমদ্ভাগবত)

শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার অহৈতুকী কেবলাভক্তি বর্ত্তমান, অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের সহিত নিখিল সদ্গুণরাজি তাঁহাতে অবস্থিত। যিনি হরিভক্তিবিহীন, তাঁহার মন সর্ব্বদা অসৎ বস্তুবিষয়ে ধাবিত হয়। তাঁহার পক্ষে মহদ্গুণ-সকল অসম্ভব।

কাজেই আমরা ঐরূপ 'বালকভাব' ইত্যাদির আদর্শকে আদর করিতে পারি না। ঐ সকল আদর্শ প্রাকৃত পাপ-পুণ্যের অনুভূতিতে পরিশুদ্ধ ব্যক্তিগণের নিকট সাধুতার স্বপ্নপুরী রচনা করিতে পারে, কিন্তু তাহা প্রাকৃত এবং

'ভক্তিমুক্তি'র পথ হইতে বহু আরোহ-পথ-মাত্র।

অনেক সময়ে বৈষ্ণবকুল, ভক্তকুল প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ে ঐরূপ বালকভাবের অভিনয় করিয়া থাকেন। কোন কোন পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি পর্য্যন্ত আসক্তি ও মোহে অন্ধ হইয়া নিজের পৌত্র—প্রপৌত্র—দৌহিত্র প্রভৃতিকে কোলে স্থাপন, বুকে স্থাপন করিতে করিতে ও নিজের ভক্তপ্রতিষ্ঠা-সংরক্ষণ করিবার জন্য বলেন—"এই বালকেরা 'গৌরাঙ্গের দল', 'কানাই-বলাইর দল', এইজন্যই ইহাদিগকে লইয়া সর্ব্বদা থাকি।" আবার কেহ কেহ নিজ পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র বা দৌহিত্রীর গুণগানে আত্মহারা এবং তৎসঙ্গে নিজের ভক্তপ্রতিষ্ঠা প্রচারের জন্য তাহাদের দ্বারা কীর্ত্তন-গান করাইয়া সকলকে শুনাইয়া থাকেন ও লোক-মুখ হইতে প্রশংসা কুড়াইয়া কর্ণের তাপার পরিপূর্ণ করেন। কেহ কেহ বলেন, "অজ্ঞান ছেলে-মেয়েরা কৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলে; সুতরাং তাহাদের সঙ্গ করিলে কৃষ্ণের সঙ্গই করা হয়! ইহাদিগকে ছাড়িয়া বাহিরের সাধু-সন্ন্যাসী খুঁজিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। ইহাদের সেবা করিলেই কৃষ্ণের সেবা—গোপালের সেবা—কৃষ্ণভক্তের সেবা হয়, ইহাদিগকে প্রতিপালন করিলেই ভগবানের সেবা হয়।"

আমাদের এমনই দুর্দ্দৈব—বহুরূপিণী মায়ার এমনই মোহিনী শক্তি যে, আমরা কতরূপে আত্মবঞ্চনা করিতে শিখিয়াছি—কতভাবে কৃষ্ণসূর্য্যের কৃপালোক-প্রবেশের চিত্রগুলিকে পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছি! অহো! এ যুগে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী অবতীর্ণ না হইলে এ সকল কপটতা—এরূপ শত-শত সহস্রবিধ আত্মবঞ্চনার স্বরূপ আজ কে ধরাইয়া দিতেন? জগতের গণতন্ত্রিকা, আজ গণ-তন্ত্রিকার প্রবল নায়কগণ সকলেই ত' সেই বহুরূপিণী অনাদিবহির্ম্মুখতার এক ঘুম্‌ পানই ধরিয়াছে, কিন্তু সেই ঘুম্‌ পানে বিঘ্ন আনিয়াছেন কে? স্রোত ফিরাইয়াছেন কে? বিশ্ব-প্রগতির প্রতিকূলে অভিযান আনিয়াছেন কে? জন্মবধিরগণের কর্ণের নিকট অবিচিন্ত্যশক্তি বৈকুণ্ঠদুন্দুভি-নিনাদ করিতেছেন কে?—গৌরশক্তি শ্রীচৈতন্যবাণী—মহাচার্য্য শ্রীগুরুদেব।

শ্রীগুরুদেব বা বালবিধবাদুর্নিবৃত্তের স্বাভাবিক চেতনময়ী অবস্থাকে কৃত্রিমভাবে জড়ের মধ্যে অনুকরণ করিলে বিপরীত হইবে। তাঁহারা নির্গ্রন্থ, আত্মারাম, প্রাকৃত পাপ-পুণ্য—সুখ-দুঃখ-চিন্তা হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। কৃত্রিমভাবে যদি কেহ তাঁহাদের ন্যায় উলঙ্গ থাকিবার চেষ্টা করে, তাঁহাদের অপরা ক্রিয়ামুদ্রার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহারা ঐসকল নিত্য স্বতঃসিদ্ধ—মহাবৃক্ষ পুরুষগণের প্রতি বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া নিজের মঙ্গলপথে কণ্টকক্ষেপ করিবে মাত্র। এইরূপ অযৌক্তিক অনুকরণ-বিষ অভ্যাস করিতে গিয়া কলিকালে অনেক-গুলি পাষণ্ড সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। তাহারা বহুরূপে ঐরূপ তথাকথিত বালকভাবের কুমত প্রকাশ করিয়া অন্ধ গণতন্ত্রিকাকে বিপথ চালিত করিয়াছে ও করিতেছে। কেহ কেহ ঐরূপ বালকভাব প্রভৃতি কৃত্রিম মুদ্রা-প্রদর্শন-পূর্ব্বক বহির্ম্মুখ গণতন্ত্রিকার দ্বারা 'হংস', 'পরমহংস' প্রভৃতি নামে পরিচয় লাভ করিয়া বংশদণ্ডের শীর্ষে উত্তোলিত হইতেছে। যাঁহারা সত্য-সত্য মঙ্গল চাহেন, তাঁহারা ঐসকল ঝুল্‌-ঝুলী দেখিয়া প্রতারিত হইবেন না। তাঁহারা গণমত দেখিবেন না—ঝুল্‌-ঝুলীর মোহে পড়িবেন না—অনুকরণের বিবর্ত্তে ভ্রান্ত হইবেন না। তাঁহারা বিচার করিবেন—অকপট ভগবদ্ভক্তের চরিত্র দেখিবেন—কৃত্রিমতাকে সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিবেন। কৃত্রিমতা কখনও সত্য নহে, ইহা হৃদয়ে সুদৃঢ়ভাবে সর্ব্বক্ষণ জাগ্রত অক্ষরে অঙ্কিত রাখিবেন। শ্রীচৈতন্যতন্ত্রের পদাঙ্কানুসরণ-কারিগণ বিন্দুমাত্রও কৃত্রিমতার প্রশ্রয় দেন না। ভক্তি—স্বাভাবিক বস্তু, সত্য—অকৃত্রিম। সত্য—আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত; দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মে সত্যের আভাসও নাই।

কন্‌ফুঁচোর বিচার

ভারতে যে কালে শাক্যসিংহ ভগবান বিরাজ করিতেন, সেই সময়েই ভারতের উত্তরে অবস্থিত চীনরাজ্যে কন্‌ফুঁচোর আবির্ভাব-কাল। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দিতে কন্‌ফুঁচো চীনরাজ্যে স্বধর্ম্ম প্রচার করেন। শাক্যসিংহ ভারতীয় ভগবান বিচার অবলম্বন-পূর্ব্বক বোধি-তরু-তলে তপস্যা সাধন করিয়া কৃচ্ছ্রতপঃ প্রভৃতির অনুশীলনের কথা সারনাথাদি কাশীর সন্নিহিত প্রদেশ-সমূহে দান করিয়াছিলেন।

গুরুবর্গের কীর্ত্তন শ্রবণ করাই শিষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য। শিষ্যসজ্ঞায় গুরুকে নরস্তরে বা নিম্নশ্রেণীতে রাখিয়া তাঁহার মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষা করা শিষ্যকুলের অবৈধ কৃত্য। তজ্জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণপুরী ভক্তিকুলের অক্ষয়-স্বরূপ শ্রীরাঘবেন্দ্র পুরী-পাদের অনুগ্রহ-লাভে বঞ্চিত হইয়া ক্রমশঃ ভগবচ্চরণে অপরাধী হইয়াছিলেন। বহির্জগতের চিন্তাস্রোতঃ যে-কালে কীর্ত্তিত গুরুবাক্যের সহিত ভেদ স্থাপন করিয়া শ্রেয়ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয়, সেই কালেই তাহার শ্রৌতপথে গমনরাগ উপস্থিত হওয়ায় বিপথ-গমনরূপ তর্কপথাশ্রয়ের উপযোগিতা লাভ হয়।

কন্‌ফুঁচো বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত হইয়া বাহ্যবিরোধ প্রশমনার্থ কতিপয় উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পরবর্ত্তিকালে তাঁহার অনুগত জনগণ সেই সকল কথার আম্নায় স্থাপন করিয়া ঐ গুলিকে আকর উপদেশ-জ্ঞানে কতিপয় গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন। যে-কালে কন্‌ফুঁচো চীনরাজ্যে উপদেশকের বেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তৎকালেও রাজগুপ্রকোপের অভাব ছিল না। রাজাকে চীনদেশবাসীরা "স্বর্গের পুত্র" নামে অভিহিত করিতেন। কন্‌ফুঁচোর পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক উপদেশক যে-ভাবে আধ্যক্ষিকজ্ঞানে চালিত হইয়া উপদেশের নিদর্শন দিয়া গিয়াছিলেন, কন্‌ফুঁচোর পরবর্ত্তিকালেও বহু শিষ্য তাঁহার ধারণার পুষ্টি-সাধন করিয়া চীনদেশে এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। রাজাজ্ঞায় বশবর্ত্তী হইয়া চীনদেশবাসিগণের চীনদেশ অতিক্রম করিবার কোন সুযোগই কোনদিন দেখা যায় নাই। সেজন্য কন্‌ফুঁচোর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-প্রণালী চীনের অধিবাসিগণের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল।

চৈনিক ইতিহাস বলেন, ভারতীয় ব্রহ্মার নামের ন্যায় চীনদেশবাসীর আদি দেবতার নাম ছিল—"শাংতু"। কন্‌ফুঁচোর পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মমতের মধ্যে রাজনীতির সম্মান, পিতৃপুরুষগণের পূজা ও লাক্ষণিক দ্রব্যসমূহের পূজার বিধান ছিল। আর চীনরাজ্যে পিতৃপূজা-মূলক সমাধি-কবরাদি ও প্রস্তরফলকাদির সম্মান প্রবর্ত্তিত ছিল; এখনও তাহাই আছে।

সংরক্ষণশীলতা মানবের মধ্যে চিরদিনই প্রবলভাবে লক্ষিত হয়। তাহাই জনমতের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া ব্যক্তিগত উপদেশকের বিরুদ্ধে অভিযান প্রদর্শন করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। গণমতের বিচার-প্রণালীকে প্রধান অবলম্বন স্বীকার করিয়া অনেকে ব্যবহারিক প্রথাগুলিকেই ধর্ম্মাঙ্গ বলিয়া ধ্যান করেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ মহত্তম উপদেশক আচার্য্যগণ সেই গণমতের শোধন-কল্পে যে-সকল সত্যের প্রচার ও ধারণা সরল শ্রদ্ধালুগণের হৃদয়ে নিবদ্ধ করিতে যত্ন করেন, তাহাতে গণমতের বিরুদ্ধ চেষ্টাই প্রবলভাবে লক্ষিত হয়। উপদেশক আচার্য্যের প্রকট-কালে সত্যের প্রবল প্রচারের সম্ভাবনা অল্প থাকায় এবং শ্রোতৃবর্গের সেই সকল কথা গ্রহণ করিয়া জীর্ণ করিতে বিলম্ব-সাপেক্ষ বলিয়া মনে করায়, প্রচারকগণের সাময়িক কালেই, সাধারণতঃ দেখা যায়, সাধারণ জনগণের মধ্যে সত্যের ধারণা স্থান লাভ করে না।

কন্‌ফুঁচোর ব্যক্তিগত বিচার-প্রণালীর পক্ষেও তৎকালিক প্রচলিত ধর্ম্ম-মতের উপর অধিকার বিস্তার করিতে কিছু বিলম্ব সংঘটিত হইয়াছিল। সমগ্র জনমতকে একেবারেই উপেক্ষা না করিয়া তিনি রাজভক্তির প্রাবাল্য, পূর্ব্বপুরুষগণের পূজা ও সম্মানের ব্যবস্থাদি স্বধর্ম্মের প্রচার একেবারে বাদ দেন নাই। তৎকালে সাধারণ প্রজাবর্গের মধ্যে প্রচলিত পিতৃপুরুষগণের পূজা-প্রণালী ঠিক ভারতীয় শ্রাদ্ধ-পদ্ধতির অনুগত না হইলেও কন্‌ফুঁচোর

নীতির মধ্যে নৈতিক দিক্-পুরুষের সমর্থন একেবারে অনাদৃত হয় নাই।

কন্‌ফুচে যে উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা পাঁচপ্রকার অনুরূপের আবৃত্তিই লক্ষ্য করি। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রীতি, অগ্রজ ভ্রাতার প্রতি অনুজের মর্য্যাদা, মাতৃপিতৃবর্গের প্রতি সন্তানের স্নেহ-মমতা, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর মিত্রতা, প্রভুর প্রতি ভৃত্যের পূজা-বুদ্ধি, প্রভৃতি পাঁচ প্রকার উপদেশই কন্‌ফুচোর উপদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি বিচক্ষণ ভক্তগণ যে প্রকার সেবা-পদ্ধতির কথা অবগত আছেন, সেই প্রকার সেবার কথা পার্থিব সামাজিক কাল্‌কোত্যা-বিচারে বিকৃত-ভাবে কন্‌ফুচোর বিচার-মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে।

সাহিত্যাচার্য্য কাব্যপ্রকাশ-লেখক, সাহিত্যদর্পণ-লেখক বিশ্বনাথ প্রভৃতি জড় কবিকুলের মধ্যে পাঁচ প্রকার বৃত্তি ও রস-ভেদের কথা যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার সহিত ব্রহ্ম-রস-রসিক মর্য্যাদা-পথের ভগবদুপাসকগণ, মাধুর্য্য-পথের রসিকগণ ও ঔদার্য্য-পথের রসিকগণের রসাত্মক বাক্যাবলীর পরস্পর সাদৃশ্য লক্ষিত হইলেও বিষয়-বিচারে আমরা উভয় রসের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বিষম সমুদ্রের অবস্থান লক্ষ্য করি। উভয়ের অন্তর্নিরূপ সমসমুদ্রের দর্শনকারী চিজ্জড়-সমন্বয়বাদি-সম্প্রদায় ঐ প্রকার বৈষম্য-জলধিকেও সমভূমি-রূপে গণনা করিবার দুর্বুদ্ধি পোষণ করেন। কিন্তু যাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি, চন্দ্রালোক, অলঙ্কার-কৌস্তুভ ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর ভাগবতটীকা-প্রারম্ভ প্রভৃতি চিন্নয়বারিশায়াদি আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মতানৈক্য জড়বাদীর লক্ষ্য হইতে নিশ্চয়ই পার্থক্য স্থাপন করিবে।

জাগতিক নীতি বা সামাজিক প্রয়োজন-মূলে উদ্ভাবিত নীতি-সমূহ পার্থিব খণ্ডিত বস্তুর সম্বন্ধেই প্রযুক্ত। অপরিচ্ছিন্ন নিখিলখণ্ডাকর বৈকুণ্ঠবস্তুর আলোচনাকে পার্থিব জ্ঞেয় অন্যতম জ্ঞান করিলে বিদৎ-সম্মতার বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। জড় রস—ক্ষণভঙ্গুর ও বিষয়নাশ বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বীর আক্রমণযোগ্য; কিন্তু ব্রহ্মরস বা চিদ্রস তাদৃশ আপেক্ষিক সম্বন্ধযুক্ত না হইয়া উত্তরোত্তর উৎকর্ষধর্ম্মের নিত্য সাপেক্ষতায় বর্ত্তমান। নিত্যবস্তুর আনন্দময় ও অজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষণভঙ্গুর বৃত্তি বৈকুণ্ঠ কথায় স্থান পায় না।

কন্‌ফুচো চীনদেশের চাউ বংশের রাজত্বকালে জনৈক নরপতি ছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার ধর্ম্মনীতি রাজনীতির সৌষ্ঠব-সাধনেই মুখ্যাধিক কল্পিত হইয়াছিল। 'শাসক-রাজগণের ধর্ম্ম, প্রজার ধর্ম্ম ও অধীন কর্ম্মচারিগণের ধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে লাভ করিলেই শান্তি স্থাপিত হইবে'—ইহাই তাঁহার অনুষ্ঠানের একমাত্র লক্ষীভূত বস্তু ছিল। তিনি পাঁচ প্রকার জাগতিক নীতিকে বিভক্ত করিয়া সামাজিক মানব-গণের সৌধ্য বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে চীনদেশের লোকেরা "কুংফুজি" অর্থাৎ "জ্ঞানবিজ্ঞানবিৎ রাজা" বলিয়া অভিহিত করিত। তাঁহার ধর্ম্ম-মত বিজ্ঞসমাজের আরাধ্য বলিয়া কথিত। তিনি কোন নূতন ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তন না করিয়া আপনাকে প্রাচীন মতের পুনঃস্থাপন ও প্রচলন-কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করিতেন। তাঁহার মতে—জ্ঞান-নৈপুণ্যের সহিত ব্যবহারিক বল-লাভোপযোগী বিচারপর জ্ঞান, নিজত্ব-সংস্থাপক বৈভব, সরলতা বা সত্যপ্রিয়তাযুক্ত নিষ্কপটতা, কর্ত্তব্যজ্ঞান-বিচারমূলক ধর্ম্মপ্রাণত্ব, দয়া-দাক্ষিণ্যাদিগুণমূলে মানবমঙ্গলাকাঙ্ক্ষা—এই পাঁচপ্রকার নীতিতেই তিনি সকল দেশবাসীর অবশ্য পালা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তিনি বিদ্রোহীর দমন, অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষীর প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশ প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহেরও উপদেশক ছিলেন।

মোটের উপর, আধ্যক্ষিক সাহায্যে যে প্রকারে অচিরস্থায়ী শান্তি প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, সেই সকল কথারই তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম-মত আবদ্ধ ছিল। সুতরাং যাঁহারা ঐতিহ্য ও আনুমানিক ধর্ম্মবিচারের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিবার প্রয়াসী, তাঁহারা তাঁহাকে অনিত্য কর্ম্মকাণ্ডাশ্রিত উপদেশকমাত্র জানিবেন। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রকৃদ্‌গণ ও জৈমিন্যাদি কর্ম্মনিপুণ মীমাংসকগণ যেপ্রকার আধ্যক্ষিক ও আনুমানিক বিচারে প্রতিষ্ঠিত, তদ্বিচার দেশভেদে ও কালভেদে যেরূপ হওয়া সম্ভব, তাহাই কন্‌ফুচোর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মপ্রণালীতে দেখা যায়।

কন্‌ফুচোর পরলোকগমনের কিঞ্চিদধিক দুই শত বর্ষ পরে চীনদেশের সংরক্ষণ-নীতির প্রভাবে সুবৃহৎ প্রাচীর-নির্ম্মাণ প্রারব্ধ হয়। তথাপি ভারতবর্ষ হইতে শাক্যসিংহের অনুগত সম্প্রদায় উত্তরা-পথের সরণী অবলম্বন-পূর্ব্বক

চীনরাজ্যে প্রবেশ করিয়া কনফুচের বিচার-প্রণালীর ন্যূনাধিক সমর্থনমুখে জাগতিক দয়া-দাক্ষিণ্যাদির বিচারের সহিত শুষ্ক নৈষ্কর্ম্যবাদের প্রয়োজনীয়তা তথায় স্থাপন করেন। বৌদ্ধবিচার প্রবেশলাভ করিবার পূর্ব্বে চীনদেশে 'লাউজী'-সম্বন্ধিত 'তাও'-ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তিত ছিল। 'তাও'-মত মায়াবাদেরই একটি প্রকারবিশেষ। আধ্যাত্মিক বিচারের নিত্যাস্তিত্ববোধ হইতে মুক্ত হইবার পন্থা বৌদ্ধগণের মধ্যে প্রবল থাকিলেও লাউজীর 'তাও'-মত বৌদ্ধমতের সহিত প্রসারিত হইয়াছিল। কিন্তু কনফুচের সংরক্ষণ-নীতির প্রভাবে উহার কোন কথাই তাহাতে সমাগত হয় নাই।

ভারতীয় ধর্ম্মপ্রণালীর মধ্যে সম্ভবতঃ রাজা রামচন্দ্রের নীতিই ন্যূনাধিক চীনদেশে প্রবেশ করায় কনফুচের ধর্ম্মপ্রণালীতে সেই সুনীতির পার্শ্বিব আভাসমাত্র লক্ষিত হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতমনীষিবর্গ রাজা রামচন্দ্রের সুনীতিকে 'আধুনিক' বলিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না; অর্থাৎ তাঁহাদের সর্ব্বদৃষ্ট কালবিচারে শ্রীরামনীতিকে 'আধুনিক' বলিতে সঙ্কোচ বোধ করেন; পরন্তু, বৌদ্ধ কনফুচের নীতিকে তাঁহারা 'অতি প্রাচীন' বলিয়া মনে করেন। আমাদের মনে হয়,—নিরপেক্ষ বিচারই এই সকল বিষয়ের মীমাংসা আনয়ন করিবে।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার
অষ্টত্রিংশদ্ বার্ষিক
অধিবেশন-বিবরণী

(গৌরাব্দ ৪৪৩)

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম খণ্ড ৩১শ সংখ্যার পর]

শ্রীল গুরুদেব প্রভুর নিকট হইতে কোন মীমাংসা পাইলেই আমরা তাঁহাকে সাক্ষাৎ গুরুপাদপদ্ম হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে নিঃসংশয়িতরূপে বিশ্বাস করি। তিনি শরণাগতের আদর্শ মূর্ত্তিবিগ্রহ এবং সেই আদর্শ বহু স্বতন্ত্র জীবন ও চঞ্চল চিত্তকে শরণাগতির পথে আকর্ষণ করিয়াছে। তাঁহার সেবাপ্রাণময়ী আকর্ষণীশক্তি অপূর্ব্ব। তাঁহার বৈরাগ্য অকৃত্রিম ও শ্রীগুরুদেবের পরম প্রীতিবর্দ্ধনকারী। তাহা "অনাসক্তস্য বিষয়ান্"—এই শ্রীকপিল-কথিত শ্লোকের শ্রীজীবপাদের দুর্গমসঙ্গমনীর টীকার মূর্ত্ত-রূপ। তাঁহার ভজন-চেষ্টার কোন স্থানে লোক দেখাইবার কোন প্রকার শূন্য বিন্দুমাত্রও লুক্কায়িত নাই। তিনি তাঁহার ভজন-চেষ্টাকে এতদূর সুগোপ্য সম্পুটে সংরক্ষণ করিবার এবং কপট ও অন্যাভিলাষী ব্যক্তিগণকে তাঁহার বাক্য ও আচরণের দ্বারা তাঁহার নিকট হইতে বহু যোজন দূরে রাখিবার এরূপ সুকৌশল জানেন যে, তাহা একমাত্র নিষ্কপট সরলহৃদয়ে কৃষ্ণানুশীলন-কারী ভজনচতুরের জীবনেই সম্ভব। তিনি অনেক সময় আত্মগোপন করিয়া বহু ব্যক্তিকে তাঁহার গুরুপাদপদ্মসেবায় নিযুক্ত করিয়া থাকেন। গুরুকুলের প্রতিষ্ঠাকাম্য ব্যক্তীত জড়প্রতিষ্ঠাশার লেশমাত্র তাঁহার হৃদয়ে নাই। অনেক সময় আমরা তাঁহারই সর্ব্বচেষ্টার মৌলিকতায় আমাদের সেবার বাহ্য অভিনয়-মাত্র দেখাইয়া অপরের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠার বাণী আত্মকণ্ঠে আত্মসাৎ করিয়া থাকি; কিন্তু তিনি তাঁহার সেবা-চেষ্টার বিজ্ঞাপন প্রচার না করিয়া কার্য্যতঃ ঐ সকল সেবার মূলীভূত কারণরূপে 'একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা ও প্রীতি হউক্'—ইহাই নিরন্তর অভিলাষ করিয়া থাকেন। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, এ পর্য্যন্ত আমাদের যদি কোন প্রবন্ধ-প্রচার

ভক্তিস্থ শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রীতি আকর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপে শ্রীল বাসুদেব প্রভুই কৃপার বৈজয়ন্তী এবং প্রেরণা-পৌরব নেতৃবর্গের স্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। শ্রীল পরবিদ্যাভূষণ অনন্তবাসুদেব প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের নিত্যসহচর এবং ব্যাসা-ভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদের বাহ্যতীত লেখনীর যোগ্যতম লেখক। শ্রীবাসুদেব প্রভু ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদের বাণী লিপিবদ্ধ করিতে আর কাহারও সেরূপ সামর্থ্য নাই। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট স্বরূপ জীবন্ত চৈতন্যমঠ এবং শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্টস্বরূপ শ্রীচৈতন্যমঠাদির ব্রহ্মচারীর আদর্শ প্রদর্শনার্থ সন্ন্যাসিগণের অনুকরণীয় হইলেও বয়ঃকনীয়ান্ বেষ্টিত। শ্রীল বাসুদেব প্রভু কথিত গুরু-সেবার আদর্শ। তিনি শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর সিদ্ধান্ত-বিগ্রহ। শ্রীল বাসুদেব প্রভু ছায়ার ন্যায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুসরণকারী। শ্রীচৈতন্যমঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীতে শ্রীমন্দিরে মহাপ্রভু শ্রীল বাসুদেব প্রভুর প্রদর্শিত কৌশল ও প্রেরণানুসারেই শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট অঙ্কাকারে প্রকাশিত করিতে পারিয়াছিলেন।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হইতে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টি আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহাশয়ের সেবাকৃতিত্বের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, শ্রীপুরুষোত্তম মঠের জন্য আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ প্রভু বর্ত্তমান বর্ষে অসামান্য সেবা করিয়াছেন। শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন তাঁহারই চেষ্টায় অন্যান্য ভক্তবৃন্দের সাহচর্য্যে শ্রীল প্রভুপাদের বাণী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীজগন্নাথের মন্দির-সংস্কার-সেবা এবং বিভিন্ন স্থানে মঠ-মন্দিরাদির স্থাপত্যের পরিকল্পনা ও নৈপুণ্য আচার্য্য বিদ্যারত্ন প্রভু বিশেষ সৌষ্ঠবের সহিত সাধন করিয়া থাকেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের স্নেহকল্প-তরু।

তৎপরে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ পর্ব্বত মহারাজ শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবা-কোবিদ প্রভুর শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবা-নিষ্ঠার কথা কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভুর বিষয় উল্লেখ করেন। বিগত ব্যাসপূজায় শ্রীল প্রভুপাদ মাত্রাজ হইতে যে প্রশস্তিভাষণ প্রদান করিয়া-ছেন, তন্মধ্যে শ্রীল আচার্য্যত্রিক প্রভুর সেবার সর্ব্বোত্তমতা ও মূল বিগ্রহের কিরূপ পরিস্ফূর্ত্তি হইয়াছে, তাহা নিরপেক্ষ, নির্ম্মৎসর, মনোযোগী পাঠকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। সেই আচার্য্যত্রিক প্রভুর অন্যতম অভিন্ন আত্মা—শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ প্রভু। তাঁহার গুরুসেবানিষ্ঠা অনুকরণীয়, প্রাকৃত নীতি তাঁহার গুরুসেবা-নীতির নিকট পরাভূত এবং সর্ব্বতোভাবে সেবাময়-বিচারে সমর্পিত। তিনি তাঁহার পরিবার, পরিজন, কায়, মন, বাক্য, বুদ্ধি—সমস্তই গুরুসেবার জন্য সর্ব্বক্ষণ উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। শ্রীবাসের আদর্শ তাঁহার গুরুসেবানিষ্ঠায় প্রতিফলিত। তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মকে কতভাবে, কত কোটি ইন্দ্রিয়ে সেবা করিবেন, তজ্জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত রহিয়াছেন। তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায় বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীনৈমিষারণ্য পরমহংসমঠের মুখপত্ররূপে শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট-স্বরূপ 'হংসদূত' নামক দ্বিশিপত্র প্রকাশিত হইতেছে। তিনি নবদ্বীপধামে শ্রীল প্রভুপাদের অন্তর্ধানকালে শ্রীগুরুসেবার আদর্শ প্রদর্শন ও শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে অসামান্য চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীনৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠের সেবায় তিনি সর্ব্বদা নিযুক্ত রহিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ পর্ব্বত মহারাজ শ্রীমৎ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর প্রভুর চরিসেবার কথা কীর্ত্তন করিয়া বলেন যে, পরম স্নিগ্ধ, বর্ষীয়ান্ গুরুবর শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর প্রভুর স্বাভাবিক তৃণাদপি সুনীচতা, মধুর বাক্য এবং বিনয়ের হৃদয়েও প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় প্রবৃত্ত করাইবার ক্ষমতা অনুকরণীয়। তিনি শ্রীধামে বাস করিয়া শ্রীধামের সেবা ও ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সেবা-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

কেন্দ্রিয়াপাড়ার ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত ভাবগ্রাহীজনার্দ্দন অধি-কারী মহাশয় শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবার যেরূপ আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মে ও সত্য প্রচারে যেরূপ নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য শ্রীধামপ্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে তিনি বিশেষ ধন্যবাদার্হ এবং গুরুগৌরাঙ্গের পরম প্রীতিভাজন।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ নিম্নলিখিত গৌড়ীয়ের সেবানুষ্ঠাতৃগণকে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পক্ষ হইতে তাঁহাদের সেবাকার্য্যের কথা উল্লেখ করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করেন। শ্রীপাদ হরগ্রীব ব্রহ্মচারী,

ভক্তিশাস্ত্রী—ইনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রদর্শনী ও মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে অক্লান্ত-সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন; শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী—ইনি প্রচার-কার্য্যে এবং শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা-কালে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বিভিন্ন সেবায় আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন; শ্রীতুলসেশ্বর ব্রহ্মচারীজী—ইনি দিল্লী গৌড়ীয়মঠের সেবায় অশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন; শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারীজী—ইনি নৈদ্মিষারণ্য শ্রীনরনারায়ণমঠের সেবায় গৌরব-সাধনে অশেষ প্রযত্ন করিয়াছেন; শ্রীদর্পেশ্বর ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী—ইনি শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠের সেবায় অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন; শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারীজী, ভক্তিশাস্ত্রী—ইনি শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠের সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম ও আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন; শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারীজী—ইনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের সেবায় অসামান্য সহিষ্ণুতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন; শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারীজী—ইনি শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠের সেবায় অশেষ যত্ন করিয়াছেন; শ্রীনবীনানন্দ ব্রহ্মচারীজী—ইনি শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের সেবায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন; শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারীজী—ইনি শ্রীযোগ-পীঠের সেবায় নিষ্কপটতা, সরলতা, সহিষ্ণুতা ও একাগ্রতার আদর্শ দেখাইয়াছেন; শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারীজী—ইনি শ্রীধামের স্থাপত্যকার্য্যে বিশেষ নিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছেন; শ্রীধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারীজী, শ্রীবনগোপাল ব্রহ্মচারীজী ও শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারীজী—ইঁহারা শ্রীচৈতন্যমঠের সেবায় প্রাণপণ যত্ন করিয়াছেন; শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারীজী—ইনি আমলাযোড়া প্রচারাশ্রমের সেবায় জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছেন; শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী, ভক্তিকুসুম, ভক্তি-শাস্ত্রী মহোদয় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবায় ও নদীয়াপ্রকাশের সেবায় শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও অক্লান্ত পরিশ্রম ও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন; শ্রীদেবকীনন্দন ব্রহ্মচারীজী—ইনি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মহান্ সেবায় অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন; পণ্ডিত শ্রীগৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণ-তীর্থ মহাশয় পরবিদ্যাপীঠ ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউ-টের সেবায় অশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন; শ্রীঅমলহরি ব্রহ্মচারীজী—ইনি কৃষ্ণনগর ভাগবতপ্রেসের সেবায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন; ভক্ত শ্রীবিশ্বম্ভর—শ্রীচৈতন্য-মঠের সেবায় ইনি বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছেন।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কলিকাতা নিবাসী জমিদার পরমভাগবত রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু মহাশয়ের শ্রীধামে ধর্ম্মশালা-নির্ম্মাণে সচেষ্ট হওয়ার ফলে শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং নিম্নলিখিত গৌরপ্রিয়-সেবানুষ্ঠাতৃগণকেও তাঁহাদের সেবার প্রকার উল্লেখ করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করেন। শ্রীপাদ নিমাইদাস অধিকারী—ইনি শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবায় বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন; শ্রীরঘুনাথ ব্রহ্মচারীজী—ইনি শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠের সেবায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন; শ্রীসাধনদাস অধিকারী—ইনি শ্রীযোগপীঠে প্রাণপণ সেবা করিতেছেন; ভক্ত নরেন্দ্র—ইনি শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীমন্মহা-প্রভুর গো-সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন; শ্রীজগদ্গৌর অধিকারী—ইনি শ্রীএকায়ন মঠের সেবায় বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন; শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ বনচারী—ইনি ব্রাহ্মণ-পাড়া প্রচারাশ্রমের সেবায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, বর্ষীয়ান্ ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন মহোদয় শ্রীধামে বাস করিয়া ভক্তবৃন্দগণের স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ-সেবায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন; শ্রীযুক্ত ননী-গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ সম্পা-দনের সহকারিতায় বিশেষ সেবা-প্রাণতা দেখাইয়াছেন; শ্রীযুক্ত শুভবিলাস দাসাধিকারী মহাশয়ও দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ সেবায় বিশেষ যত্ন করিতেছেন। দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্ত-বাচস্পতি মহাশয় বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের একটি বিচিত্র বর্ষের সুষমা আলেখ্য প্রকাশ করিবার ভার বরণ করিয়া বৈষ্ণবগণের বিশেষ প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন; বাঘ্‌বাবাদ-নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকৃপা দাসাধিকারী—ইনি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় নানাভাবে চেষ্টা করিয়াছেন; বারাকপুর-প্রবাসী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—ইনি যাহাতে শ্রীগুরু-গৌরবিহিত কীর্ত্তনে অহৈতুকভাবে ব্যাপৃত থাকিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবায় উৎসাহ প্রদর্শন করিতে পারেন, বৈষ্ণবগণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে তাহা আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। বেলঘরিয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন দাস অধিকারী—ইনি নানাভাবে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবায় আনুকূল্য করিয়াছেন; শ্রীযুক্ত কৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী—ইনি শ্রীবৃন্দ-

ক্ষেত্রের একান্ত মঠের চতুর্বেদীনে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীপাদ নবীনচন্দ্র বাবু ভক্তিবিনয় মহোদয় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের যে সেবার আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহা অবিস্মরণীয়। অনেকেই করিতেছেন ও করিতে পারেন। কিন্তু শ্রীপাদ ভক্তিবিনয় প্রভু যেরূপ নিষ্কপটে, অমুকূল ভাবে কীর্তনকারী শ্রীগুরুদেবের সেবাই যে করিতেছেন পূর্ণ নিষ্ঠা, ইহারও আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি নদীয়ার শ্রীগুরু-দেবের ভজনকুঞ্জ ও বিশ্রামধ্বনী নির্মাণ করিয়া বৈষ্ণা-বিশে ভক্তির বিজয়কেতন উড্ডীন করিয়াছেন। ইতঃপূর্বে তিনি শ্রীচৈতন্যমঠের পুরুষোত্তম চূড়ায় ও শ্রীচৈতন্যমঠের পর্বত ভক্তিলোক প্রদান করিয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থবিগ্রহের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশের আনুকূল্য করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি প্রতিবৎসর শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে গুরুগৌরাঙ্গ-পদাঙ্কিত নবদ্বীপ-মায়াপুর পরিক্রমণ এবং তত্রত্যস্থানের সেবা ও বিভিন্ন উৎসবে সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পারমার্থিক অনুষ্ঠানিকের মধ্যে প্রয়াগ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের মহোৎসবের সেবা এবং বিভিন্ন উৎসবের সেবা সর্ব-প্রেম বিস্তৃত হইয়া অনুভব যাজন করিতেছেন।

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী সেবাতীর্থ মহাশয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে আসামপ্রদেশে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের দিক্‌পাল-স্বরূপ। ইনি আসামদেশ হইতে নির্বিশেষবাদের পঙ্ক সর্বাংশে বিদূরিত করিয়া সেখানে শ্রীচৈতন্যবাণীর নির্মল প্রবাহ প্রবাহিত করিবার জন্য অবিরত উৎসাহে সেবা করিতেছেন এবং বহু সুকৃতিমন্ত ব্যক্তিকে শ্রীশ্রীগুরুপাদ-পদ্মে প্রেরণ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের অভীপ্সানুসারে আসামপ্রদেশ হইতে শীঘ্রই আসামীভাষায় 'কীর্তন' নামক একটি পারমার্থিকপত্র প্রকাশিত হইবে। সেবাতীর্থ প্রভু তজ্জন্য বিশেষ উদ্যম ও উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন।

ঢাকা মনোমোহন প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিনোদ-মোহন দে ভক্তিভূষণ মহোদয় তাঁহার মুদ্রাযন্ত্রে সত্বর যাব-তীয় বহন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ক্রমিকভাবে প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীগৌরজন্মতিথিতে বক্তৃতাবলীর চতুর্থখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। আশা করি, অতিসেচ শ্রীযুক্ত ভক্তিভূষণ মহাশয় প্রভুপাদের বক্তৃতাবলীর অবশিষ্ট ভাগগুলির প্রকাশের সুযোগ দান করিয়া দুর্লভ মনুষ্যজন্ম ও তাঁহার মুদ্রাযন্ত্রের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন। শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবানুগতার পক্ষ হইতে আমরা ভক্তিভূষণ মহাশয়ের সেবা-চেষ্টাকে বহুমাননা করিতেছি।

কটকপ্রবাসী শ্রীপাদ সুদর্শন দাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু নানাপ্রকারে কটক মঠের ও শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবা করিতেছেন। তাঁহার নিষ্কপটতা ও সরলতা আদর্শ-স্থানীয়। তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক-প্রদর্শনীতে আহার-নিদ্র-বিশ্রামাদি পরিত্যাগ করিয়া যেরূপ একান্ত সেবা করিয়াছেন, তাহা অনুকরণীয়।

ঢাকা ইউনিয়ন প্রেসের স্বত্বাধিকারী, সতত শুদ্ধবৈষ্ণব-সেবোন্মুখ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দে "শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড" তাঁহার নূতন মুদ্রাযন্ত্রে প্রকাশ করিবার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বিশেষ প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন। আমরা আশা করি, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্রের সেবোৎসাহে শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট-স্বরূপ ভক্তিগ্রন্থ-রাজির প্রকাশ উত্তরোত্তর বিস্তীর্ণ হইতে থাকিবে। শ্রীগৌর-সুন্দর তাঁহার মঙ্গল করুন, শ্রীনামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে আমরা এই কামনা করিতেছি।

ঢাকা-প্রবাসী শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভক্তি-প্রিয় মহাশয় বহু প্রকারে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা ও শ্রীনামের সেবা করিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের প্রীতিভাজন হইয়াছেন। অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার বসু মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের নামপ্রচারে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া-ছেন; তজ্জন্য শ্রীনামপ্রচারিণীসভা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। শ্রীপাদ বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীনাম-মায়াপুরে ভজন-কুটীর-নির্মাণ-পূর্বক শ্রীনামের সেবা করিতেছেন, তজ্জন্য শ্রীনামপ্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে তিনি ধন্যবাদার্হ।

শ্রীশ্রীগৌরজন্মাবির্ভাবতিথি-পূজা, সঙ্কীর্তন-মহোৎসব, শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থের শ্রীবিগ্রহের ভিত্তিসংস্থাপন এবং অন্যান্য কতিপয় ভজনকুটীরের ভজন-কুটীরের ভিত্তি-সংস্থাপনের কার্য্য উপস্থিত হওয়ায় সভাপতি প্রভুপাদ চতুর্থ দিবসের জন্য অধিবেশন স্থগিত রাখেন।

চতুর্থ দিবসের অধিবেশন

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীধাম-প্রচারিণীসভার কার্য্যকারি-সমিতির সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ নিম্নলিখিত সভ্যগণ বিশিষ্ট অভ্যর্থনোদ্যানপথে তাঁহাদের সেবা-সৌজন্যের কথা উল্লেখ করিয়া অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। স্বাধীনত্রিপুরা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ও সৈন্যাধ্যক্ষ মাননীয় শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ শ্রীশ্রী১০৮ প্রোদ্ভট বেশাল ভারাবীশ মহারাজ বীর বিক্রম সম্বলের অন্যতমাহার দ্বারা ডি, সি, এস্, ডি, কে, সি, ডি, ও ইত্যাদি এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলপ্রমুখ এম্-এ, পি, এইচ, ডি পরিব্রাজকাচার্য্য ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের কার্য্যে বিশেষ সহানুভূতি ও সহায়তা করিয়াছেন; এইজন্য তাঁহারা বিশেষ ধন্যবার্হ।

নদীয়া জেলার মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর মিঃ ই, সি রায়, কৃষ্ণনগরের সহর মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ অনাদিকুমার বসু, নদীয়ার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ পুলিস—ইঁহারা সকলেই সভা-প্রাঙ্গণে নিরপেক্ষতা ও সৌজন্য প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা এইজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

মুর্শিদাবাদ বাজনের অধিবাসী শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সত্যবাণী-প্রচারে নানাভাবে সহায়তা করিয়াছেন; বরিশাল-নিবাসী রায়সাহেব শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার গুপ্ত মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের শুদ্ধভক্তি-প্রচারে ও শ্রীধামপ্রচারে অন্যান্য উৎসাহ ও সেবা-চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন; কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত শ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ এবং বৈষ্ণবগণ শ্রেষ্ঠাগ্য শ্রীল অক্ষয়কুমার ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের বার্ষিক বিরহ-সভায় সভাপতির পদ বরণ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, প্রভুপাদাশ্রিত শ্রীল অক্ষয়কুমার-চরিত্র এবং গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের চরিত্রের গুণ-কীর্ত্তন-দ্বারা তাঁহার সত্যপ্রিয়তার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্-এ (সেকেণ্ড ইন্‌স্পেক্টর অব্ স্কুল প্রেসিডেন্সী ডিভিসন) মহাশয় ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট পরিদর্শন করিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহাদের সত্যপ্রিয়তা ও সৌজন্যের জন্য শ্রীধামপ্রচারিণী সভা ইঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

অবসর শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীপাদ অনুপমভক্ত মধ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তি-বান্ধব প্রভু আন্তর্জাতিকপ্রতিনিধি মহামান্য বড়লাট বাহাদুর এবং বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর তথা কেন্দ্রীয় ডাক্তর্লি অ্যাক্-সেল সি, সি, আই, সি, এম, জি এর সত্যপ্রচারে আগ্রহ ও সৌজন্যের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তৎপরে মাদ্রাজের গভর্ণর মাননীয় স্যর কেন্দ্রীয় ডাক্তর্লি লাট বাহাদুরের মাদ্রাজ-প্রবেশে সত্যকথা প্রচারে উৎসাহদান, মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের নাটমন্দিরের ভিত্তি-সংস্থাপন এবং আচার্য্য-প্রভুর উপবেশন প্রভৃতি বিষয় কীর্ত্তন করিয়া শ্রীধামপ্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

অবসর-প্রাপ্ত হাইকোর্টের জজ ও এক্স্ অফিসিও ভেনারেল মাদ্রাজ স্যর শিবস্বামী আয়ার কে, সি, এস্, আই সি, আই, ই, এবং বেঙ্গলের মাননীয় জি, নারায়ণস্বামী চেট্টিয়ার সি, আই, ই মেম্বর কাউন্সিল অব্ ষ্টেট মাদ্রাজ-প্রচারে বিশেষ সহায়তা ও শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি আচার্য্যোচিত শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার বাণী শ্রবণ করিয়া সত্যপ্রিয়তার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, এইজন্য তাঁহারা ধন্যবার্হ। মিঃ টি এস্ স্বামীনাথ আয়ার বি-এল (প্রেসি-ডেণ্ট মাদ্রাজ কর্পোরেশন) মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদকে মাদ্রাজ পৌরসভা হইতে অভিনন্দন এবং মাদ্রাজ-গৌড়ীয়-মঠের আনুকূল্য প্রদান করায় শ্রীধামপ্রচারিণী সভার ধন্য-বাদার্হ হইয়াছেন। মিঃ এস্ কে, রামস্বামী মুদালিয়ার, মিঃ চক্র রাই (মেম্বর মাদ্রাজ কর্পোরেশন), মিঃ সি, বিজয়রঙ্গ পিল্লাই, মিঃ সি, কে, মধুসূদন রাও (অবসর-প্রাপ্ত সব্ ম্যাজিষ্ট্রেট সার্জ্জন নর্থগোপালপুরম্ মাদ্রাজ) মহোদয়গণ মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠের প্রচারে আনুকূল্য ও বিভিন্ন সেবা করায় শ্রীধামপ্রচারিণী সভার ধন্যবার্হ হইয়াছেন। মেঙ্গলের মাননীয় অনারেবল্ মুথুরামালিঙ্গ রেড্ডিয়ার (শিক্ষা-মন্ত্রী মাদ্রাজ-গভর্ণমেণ্ট) শ্রীল প্রভুপাদের মাদ্রাজ-শুভ-বিজয়কালে অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন প্রদান এবং দাক্ষিণাত্য-

প্রচারে নানাবিধ সাহায্য করায় শ্রীধামপ্রচারিণী সভার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। মাদ্রাজ হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি মিঃ সুব্বরাম্ চেট্টিয়ার শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীনামতত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রবণ এবং মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের প্রচারে অশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করায় শ্রীধামপ্রচারিণী সভার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। দৈনিক 'হিন্দু' পত্রের সম্পাদক, 'মাদ্রাজ মেল' পত্রিকার সম্পাদকদ্বয় বিভিন্ন সময়ে মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের প্রচারকার্য্য, শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া মদ্রদেশবাসী জনসাধারণকে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সত্যের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে অশেষ ধন্যবাদার্হ। ডাঃ বেঙ্কটরাও এম্, ডি মহোদয় মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের স্বাস্থ্যসংরক্ষণের সহায়তাকল্পে সতত সেবোন্মুখ থাকায় শ্রীধামপ্রচারিণীসভা তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। এম্, আর, আর, ওয়াই চিনিবাস পিল্লাই (রেলওয়ে কন্ট্রাক্টর, ত্রিচিনপল্লী) ত্রাঙ্কিপাত্র-প্রচারে আনুকূল্য করায় শ্রীধামপ্রচারিণীসভা তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

এম্, আর, আর, ওয়াই, টি, পনিকর্ পিল্লাই (রেলওয়ে কন্ট্রাক্টর মাদ্রাজ), ইনি মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠের নাটা-মন্দির শ্রীহরিকীর্ত্তনকলের নির্ম্মাণ-ব্যাপারে সর্ব্বতোভাবে সানন্দচিত্তে বরণ এবং শ্রীল প্রভুপাদকে নিজ-গৃহে অভ্যর্থনা-পূর্ব্বক নানাভাবে শ্রীল প্রভুপাদের পূজাবিধান করিয়া অসামান্য অধিষ্ঠীয় আচার্য্যপূজার আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন।

এম্, আর, আর, ওয়াই, ওয়াই, জগন্নাথম্ বি, এ (সব্-রেজিষ্ট্রার ইলোর) একজন বিশেষ সম্মানিত ব্রাহ্মণ এবং সুশিক্ষিত বক্তা ও লেখক। ইনি শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মাশ্রয়-পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদকে ইলোরে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা, তৎপূজার আদর্শ প্রদর্শন এবং ইলোরে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে সাহায্য করিয়াছেন। ভক্ত শ্রীদাস নারায়ণস্বামী গাড়ু ও শ্রীরঙ্গরাজু গাড়ু কবিরাজ মহোদয় ইলোরে শ্রীমদ্ভাগবত-কথা প্রচারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, এইজন্য শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা তাঁহাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণস্বামী আয়ার মহোদয় সপরিবারে যেরূপ শ্রীগুরুপূজার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের সহায়তা করিতেছেন, তজ্জন্য শ্রীধামপ্রচারিণীসভা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব সেরিফ মিঃ পি, এন্, চাঁদুর জমিদার মহাশয়ের শ্রীগৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীর উদ্বোধনে যোগদান এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠের সত্যপ্রচারে সহানুভূতি প্রকাশ করায় তাঁহাকে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আম্বালা সেণ্টনমেণ্টের ডাঃ এইচ, বসু শ্রীগৌড়ীয়মঠের সত্যবাণী প্রচারে সাহায্য ও সহানুভূতি প্রকাশ করায় শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বতনেমি মহারাজ নিম্নলিখিত গৌরপ্রিয়সেবানুষ্ঠাতৃগণকে তাঁহাদের বিশিষ্ট সেবাকার্য্যের কথা কীর্ত্তন করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করেন। তাঁহারা সকলেই নানাভাবে শ্রীমদ্ভাগবত-প্রভুর সেবা, সত্যকথা-প্রচারে আনুকূল্য এবং শ্রীধামপ্রচারে সহায়তা করিয়াছেন। ডাঃ অমরেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও তৎপত্নী; শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পূর্ণিয়ার জেলা ও সেসন জজ); জি, পি, দাস (ডি, এস, পি, মুঙ্গের); শ্রীযুক্ত প্রমোদ-কুমার সেন এম্-এ, বি-এল (ইন্‌কাম ট্যাক্স অফিসার, ভাগলপুর); শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল (মুঙ্গের সিওয়ান); শ্রীযুক্ত নন্দকুমার সহায় এম্-এ, বি-এল (হ্যাণ্ড্‌লোকেট সিওয়ান, ছাপরা); শ্রীযুক্ত সকল নিগমমূর্ত্তি দাসাধিকারী (বেরা, পাবনা); শ্রীযুক্ত গঙ্গারাম কুণ্ডু বি-এ (হেড্‌মাষ্টার চকদা মাদরহ); শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত সরণ (ইন্‌কামট্যাক্স অফিসার, মজঃফরপুর); শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার নিয়োগী বি-এল (ভাগলপুর); শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ঘোষ এম্-এ, বি-এল সব্ এস্, ডি, ও (মুঙ্গের); শ্রীযুক্ত আই, এন্ বে, এ, এস, পি (আম্বালপুর, মুঙ্গের); শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ এম্-এ, বি-এল (হ্যাণ্ড্‌লোকেট, পূর্ণিয়া) এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র এম্-এ, বি-এল (হ্যাণ্ড্‌লোকেট, ছাপরা)।

শ্রীশ্রীবিশ্বৈকবরাঙ্গনসভার পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ নিম্নলিখিত সেবানুষ্ঠাতৃগণের বিভিন্ন সেবার উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন,—শ্রীযুক্ত কীরকক ঘোষে (কলিকাতা); শ্রীযুক্ত বি, কে পাল (ক্রাওফার্ড মার্কেন্টাইল, কলিকাতা), শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় প্রামাণিক (মেদিনীপুর), শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় (হাওড়া) ও শ্রীযুক্তা তত্ত্বেশ্বরী দেবী (হাওড়া)

শ্রীনামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ নিম্নলিখিত গৌড়-প্রিয় সেবানুষ্ঠাতৃগণকে তাঁহাদের বিভিন্ন প্রকার সেবার উল্লেখ করিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন,—ডুমুরী নিবাসী শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দে, বড়বন-নিবাসী শ্রীযুক্ত কনককান্তি ধাসাধিকারী; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সাহা, শ্রীযুক্ত মতিলাল সাহা, শ্রীযুক্ত শিবনাথ সাহা; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সাহা এবং নন্দগাঁও নিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ নাথ মহাশয়।

অতঃপর শ্রীনামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ নিম্নলিখিত গৌড়প্রিয়সেবানুষ্ঠাতৃগণের নামোল্লেখ এবং বিভিন্ন সেবার কথা বর্ণন করিয়া তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন,—শ্রীযুক্তা নর্মদা সুন্দরী রায় চৌধুরাণী (আলালনাথের পার্শ্ব-দেবতা নারায়ণ-প্রতিষ্ঠার সেবানুকূল্য) ; প্রসিদ্ধ মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত হনুমানমল ছলওয়ালা (গুরু-গৌরাঙ্গ-মঠের অধিকারী) ; শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী (শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-মঠের অধিবাসী) শ্রীযুক্তা মনোমোহিনী রায় চৌধুরাণী (হাসনাবাদ একায়ন মঠের নবকুপদাত্রী) ; শ্রীযুক্ত আশুতোষ দে, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র দে এবং শ্রীযুক্ত সুহাস চন্দ্র বসু (চাকদহে শ্রীমহেশপণ্ডিতের পাটভূমি ও সেবার সহায়তা) ; শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক অধিবাস (বাগবাজারে চূর্ণীতটে গৌড়ীয়মঠকে অধিদান)।

অতঃপর পণ্ডিতবর শ্রীপাদ অনুপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিপ্রসাদ গোস্বামী প্রভু নিম্নলিখিত গৌড়প্রিয় সেবানুষ্ঠাতৃ-গণের বিভিন্ন সেবার প্রকারের প্রশস্তি কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীশ্রীবিশ্বৈকবৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হইতে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রবন্ধবাহুল্য-ভয়ে ঐ সকল প্রশস্তি বিস্তৃত করিয়া বিবৃত করিতে না পারায় আমরা ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। বেইনীর ভিতরে সংক্ষেপে তাঁহাদের সেবার বিবরণ মাত্র দেওয়া হইল,—কুচবিহারের রাজমাতা —গাইকোয়াড়ের কন্যা মাননীয়া শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী (দার্জ্জিলিংএ ভূবিক্রয় প্রতিরোধার্থ অধস্তাত্তিলায় সমাধি শ্রীল প্রভুপাদকে দানস্থান-দান); ডাঃ শ্রীযুক্ত বিপিন কুমার পাল (দার্জ্জিলিংএ নূতন ক্যানিটারিয়নে আতিথ্য-দান), শ্রীযুক্ত তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় টি-প্লান্টার (দার্জ্জিলিং ভাকুরায় গৌড়ীয়মঠকে ভূমি ও গৃহ-দান), চোঙরমির অধিবাসী শ্রীযুক্ত রায় বহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর (শ্রীধামে ধর্ম্মশালা-নির্ম্মাণে আনুকূল্য), নূতন-দিল্লীস্থ হোম-ডিপার্টমেন্টের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট শ্রীযুক্ত তারাপদ রায় বি-এ (দিল্লী প্রচারে অশেষভাবে সহায়তা এবং সিমলাশৈলে হরিকথা-প্রচারে সহায়তা), অ্যাসিষ্টেন্ট ইন্‌কামটেক্স কমিশনার মাননীয়ের শ্রীযুক্ত বসন্তলাল (দিল্লীতে হরিকথা-প্রচারে সহায়তা); জয়পুর ষ্টেটের অধিকারী রাজা শ্রীযুক্ত বিজয়সুন্দর সিংহদেব মহাশয়ের খাস ঠাকুরাণী (আলালনাথে গোপীনাথের সেবানুকূল্য দান); মালিহাটির ভূম্যধিকারিণী শ্রীযুক্তা বিষ্ণুপ্রিয়া চৌধুরাণী (আলালনাথে গৌড়ীয়নাথের সেবানুকূল্য); শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মুখোপাধ্যায় (এলাহাবাদে শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠের নানাভাবে সেবা ; কাশীনরেশের প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত রায়বাহাদুর সতিশমোহন সেন রায় (কাশীনরেশের 'মিন্টগ্যালেসে' বাসস্থান প্রদান-পূর্ব্বক কাশীতে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-কীর্ত্তন-বিচারের সুযোগ দান); শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মল্লিক (কাশীতে শ্রীরাধাগোবিন্দ-বিগ্রহ-প্রদান), কাশীর দৈনিক পত্র 'টুডে', 'আজ', 'সুরভ,' এলাহাবাদের 'লিডার' এবং লক্ষ্ণৌর 'ইণ্ডিয়ান্ ডেলি টেলিগ্রাফ' পত্রের সম্পাদকগণ (তত্তৎস্থলে প্রচার-বার্ত্তা-প্রকাশে সাহায্য)।

শ্রীনামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ নিম্নলিখিত গৌড়প্রিয় সেবানুষ্ঠাতৃগণের নামোল্লেখ ও সেবার প্রকার বিবৃত করিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন,—

জোজিবাগ্যের রাণী মহোদয়া শ্রীযুক্তা পরমকুমারী ও তাঁহার মাতা আলমরাজ্যের রাণী মহোদয়া (শুদ্ধভক্তি-প্রচারে বিবিধ আনুকূল্য-প্রদান), ভিজিয়ানা গ্রামের

মানবীয় রাজধানী দিল্লী গৌড়ীয় মঠের শ্রীবিগ্রহ-যান) ; দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ মার্চেন্ট শ্রীযুক্ত ভগীরথমল (সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদকে নয়াদিল্লীর ৩নং হেলি রোডস্থ সুরম্য ভবনে বাসস্থান-প্রদান) ; কাউন্সিল অব্ ষ্টেটের মেম্বার ও বাইস মহারাজকুমারগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধারাইজুর লালা প্রতাপাদিত্য প্রসাদ (মহারাজকুমারগঞ্জে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদকে বীর সুরম্য প্রাসাদ বাসস্থানরূপে প্রদান ও শুকরতালে ভাগবত সরস্বতী-স্থাপনে সাহায্য) ; শ্রীযুক্ত লালা রামস্বরূপ রাইস্ (মিরাট্ ও হস্তীনাপুরে প্রচারে সাহায্য) ; বিজনৌরের সব্-ইন্‌স্পেক্টর অব্ পুলিশ শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাসের টিকন্ সিংজী (ঐতিহাসিকবর্গ ও বিজনৌরে শুদ্ধভক্তি-প্রচারে সহানুভূতি) ; এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ স্কলার শ্রীযুক্ত আইধবিহারীলাল কপুর এম, এ, ইনি প্রয়াগ শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীগৌরসুন্দরের শুদ্ধভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমঙ্গলপ্রভুর পাদপদ্মে আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের চরণাশ্রয়-পূর্ব্বক শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠের বিশিষ্ট সেবা করিতেছেন।

উপরি-উক্ত গৌরসেবানুরাগিগণকে ধন্যবাদ প্রদানের পর সভাপতি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ একটি অভিভাষণ প্রদান করিয়া সভার কার্য্য উপসংহার করেন।

দিবস-চতুষ্টয়ব্যাপী সভায় অগণিত বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও জনসাধারণের সমাগম হইয়াছিল। নিম্নে উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে মাত্র কয়েকটি নাম প্রকাশিত হইল,—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ, ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত মহারাজ, ৪। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ পর্ব্বত মহারাজ, ৫। ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, ৬। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, ৭। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ, ৮। আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, ৯। পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী, ১০। পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ, ১১। আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, ১২। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধগোপাল বিদ্যাভূষণ এম, এ, ১৩। শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল, ১৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিপাত্রী, ভক্তিসুধাকর এম-এ, ১৫। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি, এ, ১৬। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, হেডপণ্ডিত, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্, ১৭। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, ১৮। অবসরপ্রাপ্ত ডাঃ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন, ১৯। ডাঃ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস এম, বি, ২০। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী বি, এ, ২১। শ্রীযুক্ত বিলাস-বিপ্রহ দাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, ২২। শ্রীযুক্ত ভবভঞ্জিহ্-দাসাধিকারী বি-এল, ২৩। শ্রীযুক্ত সত্যাজিৎ সেন এম-এ, বি-এল, ২৪। শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি, এ গভর্ণ-মেণ্ট অডিটর বিহার ও ও উড়িষ্যা-বিভাগ, ২৫। শ্রীযুক্ত দুর্লভচন্দ্র মিত্র বি-এল, ২৬। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু য়্যাড্‌ভোকেট, কটক, ২৭। শ্রীযুক্ত গণেশ চন্দ্র দেব, এল য়্যাবার, ২৮। শ্রীযুক্ত লোকনাথ দেব, ২৯। শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, ৩০। শ্রীশ্রীশ্রীযুবরাজ স্যর হরিসিংজন দেও বাহাদুর রাজা সাহেব অব টার্দা, টার্দাকোটা, গঞ্জাম, ৩১। মিঃ আর তপথাপুলু পান্টুলু বেওয়ান, টার্দা এষ্টেট, টার্দাকোটা, ৩২। শ্রীযুক্ত রাধাচন্দ্র বসু, ৩৩। শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিনোদ, ৩৪। শ্রীযুক্ত উদয় দাস বিদ্যারী, ৩৫। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, ৩৬। শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তাচার্য্যপতি (দৈনিক নবীন:-প্রকাশের সম্পাদক) ; ৩৭। শ্রীযুক্ত অবিদ্যা-হরণ দাসাধিকারী সেবাবাদব ৩৮। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ দাসাধিকারী, ৩৯। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ৪০। শ্রীযুক্ত হরিপদ মুখোপাধ্যায়, ৪১। শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ ভট্টাচার্য্য, ৪২। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মহাপাত্র, ৪৩। শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস মুখোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ৪৪। শ্রীযুক্ত সতীশ-চন্দ্র দাস, ৪৫। বালিয়াটীর জমিদার শ্রীযুক্ত যোড়শী মোহন রায় চৌধুরী, ৪৬। শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন, ৪৭। শ্রীযুক্ত উর্ব্বশী দাসাধিকারী ভক্তিবিশারদ, ৪৮। শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভক্ত্যাশ্রয়, ৪৯। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বি-এল, ৫০। শ্রীযুক্ত উরুক্রম দাসাধি-কারী, ৫১। শ্রীযুক্ত ব্রহ্মদাস গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী, ৫২।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র ইঞ্জিনীয়ার, ৫৩। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন মিত্র, ৫৪। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্র, ৫৫। শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মিত্রদেবী, ৫৬। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দাসাধিকারী, ৫৭। শ্রীযুক্ত কনককান্তি দাসাধিকারী ৫৮। শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী ৫৯। শ্রীযুক্ত সুধানারায়ণ পাণ্ডে পঞ্জাব, ৬০। শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত চক্রবর্ত্তী, ৬১। শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬২। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বসু, ৬৩। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাসাধিকারী, ৬৪। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী, ৬৫। শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র পাল, ৬৬। শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬৭। শ্রীযুক্ত রোহিণী-কুমার পাল, ৬৮। ডাঃ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্তি ভক্তিভূষণ, ৬৯। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত, ৭০। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৭১। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৭২। ডাঃ শ্রীযুক্ত কানাইলাল দাসাধিকারী, ৭৩। শ্রীযুক্ত বনমালী গোস্বামী, ৭৪। শ্রীযুক্ত রমানাথ সেবশর্ম্মা রায়, ৭৫। শ্রীযুক্ত অনন্তদেব ব্রহ্ম, ৭৬। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ব্রহ্ম, ৭৭। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস, ৭৮। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল ঘোষ, ৭৯। শ্রীযুক্ত রামতনু ঘোষ, ৮০। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস দাসাধিকারী, ৮১। শ্রীযুক্ত নবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৮২। শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন ভাগবতভূষণ, ৮৩। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ, ৮৪। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ রায়, ৮৫। শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত মৌলিক, ৮৬। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ মণ্ডল, ৮৭। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুহ, ৮৮। শ্রীযুক্ত বনবিহারী শেঠ, ৮৯। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ৯০। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ঘোষ ভক্তাশ্রম (৯১) শ্রীযুক্ত প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্ন-বিদ্যালঙ্কার, (৯২) শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন বিদ্যাবিনোদ ইত্যাদি।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

সারস্বত চতুষ্পাটি

১৮১, মানিকতলা ষ্ট্রীট

বিডনস্কোয়ার, কলিকাতা

ইং ২৬।২।১৮

শ্রীভাগবতচরণে দণ্ডবৎ প্রণতি পূর্ব্বিকেয়ং

আপনার ১২ই ফাল্গুনের কৃপা-পত্র অদ্য এখানে পাইলাম। আমি গত সপ্তাহে এখানে আসিয়াছি। ৩০ বিমুখ জগতে নৈরাশ্যে কৃষ্ণের দয়ায় আমি স্থির হইতেছি।

কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ ব্যতীত অপরের সঙ্গ করা উচিত নহে। কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গই মঙ্গলময়, উপাদেয় ও নিত্য। অন্য দুঃসঙ্গ করিলে, কৃষ্ণ ছাড়া অন্যবস্তুর দ্বারা আমাদের সত্তা সত্তাই অমঙ্গল হয়। সেজন্য আপনি, যাহা কৃষ্ণ নহে অথবা যাহা কৃষ্ণভক্তি নহে, এরূপ বিষয়ে আদর করিবেন না। স্বপ্ন অমূলক, নিজ চিন্তার ভোগময় পরিচয়-মাত্র; তাহা পূর্ব্ব দুঃসঙ্গের ফল। সুতরাং সে কথা হৃদয় হইতে ছাড়িয়া দিবেন। "বিবাহে ভোজনে যজ্ঞে সঙ্কটে কুৎসিতে পথি সংকীর্ত্তনম্। তন্মাদ্ধীকেতি সা প্রোক্তা বেদিভৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ।" যিনি আপনার দৃশ্যমান্ জগতের ভোক্তাভিমান নষ্ট করিতে পারেন নাই, তিনি কিরূপে মনকে ত্যাগ করিবেন? আমার অনুরোধ এই যে, যিনি এই আগন্তুক ভোগের নাগপাশে [illegible] করিলে বিঘ্ন স্পর্শ করে। প্রত্যেক মঙ্গলপ্রার্থী ব্যক্তি মহাপ্রভুর নিজ-রচিত শ্লোকটি যেন সর্ব্বদা মনে করেন। "নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য। সন্দর্শনং বিষয়িণাং অথ যোষিতাং চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু।" শাক্ত বন্ধু-সহ অন্য বিষয়ক আলোচনা—দুঃসঙ্গ। সুতরাং ফলরূপে নিদ্রাকালে দুঃসঙ্গ-জন্য কৃষ্ণ-বিমুখতাই লভ্য। সংসার বা হরিবিমুখতাকে আপনি এখনও সম্মান করেন, গুরুগৌরবে কুণ্ঠিত করেন, ইহাই আপনার বা আমার হরিবৈমুখ্য। তাহা ছাড়িয়া সাধু-বাক্য আদর করিবেন, তাহা হইলে হৃদয়ের অন্তরঙ্গ বিষয়—ভোগ-বাসনা ছিন্ন হইবে। যে-কাল পর্য্যন্ত আপনি ফলভোগী কর্ম্মীর ন্যায় আপনাকে জড়ীয় সাংসারিক ভিক্ষুক মনে করিয়া কৃষ্ণের বস্তু-প্রাপ্তির জন্য লালায়িত থাকিবেন, সেকাল পর্য্যন্ত পার্থিব বিচার ও ভোগের অভিমান আপনাকে ক্লেশ দিবে। নিরপরাধে হরিনাম করিতে থাকিলে পূর্ব্ব জন্মেই কর্ম্ম-ভোগময়ী দীক্ষা প্রকৃতির কার্য্য [illegible]

দীক্ষা-কালেই হরিনামে প্রবৃত্তি হয়। আপনি কর্ম্মবন্ধ-মুক্ত হরিনাম। আবার দীক্ষা প্রভৃতি বাহ্য কর্ম্ম-প্রবৃত্তি কেন? আপনি কি হরিনাম কেবারও করেন নাই যে পুনরায় সাধনিক প্রারম্ভগুলি দ্বারা কর্ম্ম নিরসন করিতে গিয়া আপনার পুনরায় কর্ম্মভোগ-প্রবৃত্তি? জীব মুক্ত থাকা-কালেই কর্ম্ম-প্রবৃত্তি বা নিজকে অভাব-গ্রস্ত ব্যক্তি বোধ এবং ধনী হইবার জন্য পুনরায় ভোগমূলা প্রবৃত্তির আবাহন করে। মুক্ত হরিদাসগণ হরিনাম করেন। বদ্ধ-জীবগণ হরিনাম বুঝিতে না পারিয়া নিজেকে degraded soul মনে করিয়া elevationist হইয়া সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়েন। উহাতে আপনার ন্যায় নামপরাধ বাকি বাস্তি কি করে? "দুঃসঙ্গ হইতে কৃষ্ণনাম লব না। দুঃসঙ্গত্যাগ হইতে হরিনাম ঘটে।"—একথা মনে রাখিবেন। আমার অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

শ্রীযুক্ত ... ঠাকুরী পাইয়াছেন। তাঁহার সময় পত্র হইয়াছে। আপনার শ্রীচরিতামৃত এখানে রাখিতে দেওয়া হইয়াছে। ... শ্রীভোগীর "দুঃসঙ্গ" প্রবন্ধ ব্যতীত অন্য প্রবন্ধগুলি আপনি যাঁহাকে লেখক অনুমান করিয়াছেন, তিনি নিজেই লিখিয়াছেন। তাঁহার ভাষা চিরদিনই কঠোর। আপনারা সুললিত ভাষায় তাঁহার কঠোরতার অভাব পূরণ করিয়া সমাজের কল্যাণ বিধিত করুন। পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলে অনুশীলন-প্রভাবে ঐ প্রকার নিষ্ঠারত্তি আপনারও হইবে, তখন ভাষার কঠিনতা কোমলতায় পরিণত হইয়া দূর হইবে।

বিদগ্ধমূঢ় অদ্বৈতের নিকট যে-ভাবে গৃহীত হয়, আপনি দৃশ্যমান্ জাগতিক বিষয়গুলিকে সে-ভাবে দর্শন করেন? কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত করিয়া দেখিবেন, বিষয়গুলি আপনার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। আবার ভক্তের বৈষয়িক ক্লেশ বা সুখকে অনুসুখ বা অনু ক্লেশ মনে করিলেও সত্য দৃষ্টিতে দেখা হইবে না। প্রাপঞ্চিক অর্থাৎ জড়ত্ব বিস্মরণে হরিসম্বন্ধীয় বস্তুগুলিকে, বিস্মরণ করিলে আসক্তি প্রায় হইয়া জড়সুখেই পরিণত হইবে। অনুসুখ কিছু কৃষ্ণপ্রেম নহে। কৃষ্ণলীলা মায়িক নহে, উহা বৈকুণ্ঠ বস্তু অর্থাৎ আপনার লৌকিক বিচারের অন্তর্গত জিনিষ নহে। সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ ও সাধুর সেবন-বুদ্ধিতে অবস্থিত হইয়া সময় যাপন করিবেন।

জড়জগতের দ্রষ্টা, বিচারক, ভোক্তা, ত্রাতা প্রভৃতি অভিমানসকল প্রবল থাকিলে হরিসম্বন্ধি চেষ্টাগুলিও মায়িক অর্থাৎ অন্য বস্তুর ন্যায় মনে হয়। বৈষ্ণবের অনুগমনে দৃশ্যজগৎকে হরিভাবময় অর্থাৎ হরিসেবোন্মুখ মনে করিবেন। আপনার শরীর, বাক্য, ও মনও সর্ব্বদা হরি-সেবারত জানিবেন। কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টাই কর্ত্তব্য। অন্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন ও তাঁহার সেবকগণ প্রাপঞ্চিক জড় বিষয় নহেন। তাঁহারা আপনার লৌকিক ইন্দ্রিয়-বৃত্তির বশীভূত নহেন। সেবার উন্মুখতা হইলে স্বীয় সেবাভিমান অন্বিতায় ইন্দ্রিয়েই বিষয়রূপে কৃষ্ণ ও ভক্তগণ পরিদৃষ্ট হন। আশা করি, আপনি ভাল আছেন।

শুদ্ধবৈষ্ণবদাসানুদাস
অকিঞ্চন
(স্বাঃ) শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

বিশেষ-মাস-পঞ্জী

১১ই বিষ্ণু, ২৭শে চৈত্র, ৯ই এপ্রিল শনিবার **পাপবর্ত্তিনী মহাদ্বাদশীর উপবাস।** বরাহনগরে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভুর শুদ্ধবিজয়-মহোৎসব। শ্রীল ঠাকুর গোবিন্দ ঘোষের তিরোভাব।

২৪শে বিষ্ণু, ২রা বৈশাখ (১৩৩৯), ১৪ই এপ্রিল শুক্রবার **শ্রীরামনবমীর উপবাস। শ্রীরামচন্দ্রের জন্মোৎসব।**

২৮শে বিষ্ণু, ৬ই বৈশাখ, ১৭ই এপ্রিল রবিবার **বাসন্তী একাদশীর উপবাস।**

২৯শে বিষ্ণু, ৭ই বৈশাখ, ১৮ই এপ্রিল সোমবার **শ্রীকৃষ্ণের দমনকারণোৎসব।**

২৮শে বিষ্ণু, ৮ই বৈশাখ, ১৯শে এপ্রিল মঙ্গলবার **শ্রীশ্রীবলদেবের রাসযাত্রা।**

২৯শে বিষ্ণু, ৯ই বৈশাখ, ২০শে এপ্রিল বুধবার **শ্রীশ্রীবংশীবদনানন্দ প্রভুর আবির্ভাব, শ্রীকৃষ্ণের বাসন্তী রাস।**

মুদ্রাকর-প্রমাদ

৩০শ সংখ্যা গৌড়ীয়ের ১১৮ পৃষ্ঠার "শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার অষ্টত্রিংশৎ বার্ষিক অধিবেশন-বিবরণী" শীর্ষক প্রবন্ধের ২য় স্তম্ভের ২৭শ ও ২৮শ পংক্তিতে লিখিত "কার্য্যকারি-সমিতির সভাপতিরূপে" স্থলে "কার্য্যকারি-সমিতির সহকারী সভাপতিরূপে" হইবে।

১০ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৩রা বৈশাখ শনিবার ১৩৩৯ ; ১৬ই এপ্রিল, ১৯৩২ | ৫৫শ সংখ্যা

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার অষ্টত্রিংশদ্ বার্ষিক অধিবেশনে

সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ

স্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর, অবিদ্যাহরণ-নাটমন্দির

কাল—২৩শে মার্চ (১৯৩২) ১০ই চৈত্র (১৩৩৮)

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন দুই তিন দিনকালব্যাপী হ'য়ে এবার সমাপ্ত হ'য়েছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেরূপ কার্য্যের অল্পতা ছিল, এখন সেরূপ কার্য্যের অল্পতা না থাকায়—কার্য্য বিস্তীর্ণ হওয়ায় অনেক দিন ধ'রে অধিবেশনের আবশ্যকতা হ'য়েছে। আমরা এই কয়েকদিন বিগত বর্ষের কার্য্যের আলোচনা এবং গৌরপ্রিয় কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের মহিমা শ্রবণ ক'রেছি। প্রচারের কার্য্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপ্ত হ'য়েছে। তা'তে সেবা-কার্য্যের নানা-প্রকার প্রসারতা লাভ ক'রেছে। অদ্য আমি 'প্রচার্য্য বিষয়'-সম্বন্ধে কিছু ব'লে সভা সমাপন কর্‌তে ইচ্ছা করি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শিক্ষাই আমাদের প্রচার্য্য বিষয়। শ্রীচৈতন্যদেব নির্ব্বিশেষবাদীর কথা বলেন না। নির্ব্বিশেষবাদিগণ বলেন,—বহির্জ্জগতে থাকা-কালে [illegible] কার্য্য কর্‌বো, পরব্রহ্মতে আর ঐ সকল কার্য্যের বিচিত্রতা ও বৈশিষ্ট্য থাক্‌বে না, সম্পূর্ণ নির্ব্বিশেষ হ'য়ে যা'বে। সেখানে কোন বিচিত্রতা থাক্‌তে পারে না। কারণ, কালের অধীনেই বিচিত্রতা উৎপত্তি লাভ ক'রে সম্বর্দ্ধিত হয় এবং কালের মধ্যেই সমাপ্ত হ'য়ে যায়। সুতরাং কালাতীত বস্তুকে বিচিত্রতার অধীন কর্‌লে তাঁকে কালাধীন নশ্বর বস্তুরূপে প্রমাণিত করা হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তা' বলেন না। তিনি ভগবত্তায় পুরুষোত্তমবাদের কথা বলেন। ভগবত্তা যে কেবল শক্তি-

পরিচালনা ক'রে শক্তিপরিণত জগতে অনিত্য ও নিত্য ব্যাপার-দ্বয় স্থাপন ক'রেছেন, তাঁর মনো শ্রীচৈতন্যদেব স্বপ্রকাশকে সংকোচ ও সঙ্কীর্ণ করবার কথা বলেন নাই। নির্বিশেষবাদী যেরূপ শুষ্ক ক'রে দেওয়ার যোগাড় করেন, সেরূপ ধরণের কথা শ্রীচৈতন্যদেব বলেন নাই।

বিচিত্রতার নিত্যতা আছে, তাঁর নিত্যত্ব আবৃতা-বস্থায় এখানে পরিদৃষ্ট হ'চ্ছে। তা' কালের অধীনে দেখা যাচ্ছে ব'লে সর্ব্বাগ্র বর্ণনে প্রতিবন্ধক এসে যাচ্ছে। কিন্তু অবশুকালে তত্ত্ববিষয়ের বিচিত্রতার নিত্যস্বরূপ নিত্য বর্ত্তমান আছে।

বহির্জগতের চিন্তাস্রোত অন্তর্জগতের নিত্যকালের বিষয়ে আরোপ করার নামই Anthropomorphism. এই জগতের সংগৃহীত তথ্য চিজ্জগতে সংশ্লিষ্ট করা—আরোপ করতে যাওয়াই Anthropomorphism. সেরূপ জড়-জগতের পশু-পক্ষীর কথা চিজ্জগতের অপ্রাকৃত অবস্থার-মধ্যে আরোপ করার নামই Zoo-morphism. অচেতনে যদি চেতনের কথা আরোপ করা যায়, তা'হ'লে সেরূপ Animism or Animistic চিন্তাস্রোতও প্রাকৃত সহজিয়া-বাদের সৃষ্টি করে: জিন্দাবাস্তা (Zendavesta) পুস্তকে যে Zoroastrianism ধর্ম্মের কথা বা লাউৎসির (Latzes) তাওইজম্ (Taoism) কিম্বা Confucian ধর্ম্মের কথা, তা'তে বহির্জগতের বিচার থেকে নির্ব্বিশেষবাদের উৎপত্তি হয়। সে-সকল মানবের চিন্তাস্রোত হ'তে উদ্ভূত মনোধর্ম্ম মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব উপাদেয়-নির্ণয়ে কৈরূপ কোন মনোধর্ম্মের আশ্রয় করেন নাই। তিনি বলেন, পরতত্ত্ব বস্তু স্বয়ংরূপ হওয়া দরকার। স্বয়ংরূপের রূপ-রূপী, দেহ-দেহী, নাম-নামী, গুণ-গুণী ভেদ নাই। যেখানে রূপের পরিচয় হ'তে রূপীর পরিচয় লাভ করা যায় বা রূপ-রূপীকে যে জায়গায় স্বতন্ত্র করা যায়, সেরূপ ধরণের কথা স্বয়ংরূপের কথায় নাই। শ্রীচৈতন্যদেব বলেন, জীব যদি অনাবৃত চেতন জ্ঞান ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের সংবাদ রাখেন, তবে মনের আবৃত বিচারে প্রবৃত্ত হ'তে পারেন না।

ব্যক্তিগত পরমেশ্বরত্ব স্বয়ংরূপের বিচার না হ'লে সম্প্রকাশিত হ'বে না। এখানে শক্তি-দ্বারা শক্তিমানের অখিল কলাগুণের দ্বারা গুণীর বিচার হ'চ্ছে না। তা' তদেকাত্মিতারের বিলাস মাত্র।

Phenomena (পরিদৃশ্যমান্ প্রপঞ্চ) দর্শন ক'রে তা'র থেকে যেরূপ 'ভাব' গ্রহণ করি, তা' পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু স্বয়ংরূপ—অধিরূঢ় মূল আকর বস্তু। স্বয়ংরূপ হ'তেই যাবতীয় রূপ; অক্ষজ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিদৃষ্ট রূপ বা কাল্পনিক রূপের কথা নহে। যাঁ'রা স্বয়ংরূপের বিচারটা জানেন না, তাঁ'রা নৈমাধিক প্রাকৃত-সহজিয়া। তাঁ'রা বহির্জগতের চিন্তাস্রোতকে অধোক্ষজ ভগবানে আরোপ করেন।

পুরুষোত্তম বস্তু স্বয়ংরূপ না হ'লে নানা মতবাদ আসবে। পুরুষোত্তম বস্তু যদি স্বয়ংরূপ না হন, তা' হ'লে Henotheism, Kathenotheism, Apotheosism, Pantheism প্রভৃতি বাদ এসে উপস্থিত হ'বে। স্বয়ংরূপ-দর্শনকারী যে আমি বা আমার অপরিণামী চিত্তবৃত্তি সুষ্ঠুভাবে আপেক্ষিক ধর্ম্মে আরূঢ় থাকবে ততদিন, ততদিন প্রকাশ-বিশেষের আলোচনা করতে গিয়ে অনেক প্রকার অবিবেচনার কথা আলোচনা হ'বে।

রাম, নৃসিংহাদি অবতারের আলোচনায় স্বয়ংরূপের বা সেবয়িতৃগণের বিচার স্রোতে স্বরূপের কোন আলোচনা নাই, সেখানে রূপের দ্বারা রূপীর পরিচয় হ'চ্ছে, গুণের দ্বারা গুণীর পরিচয় হ'চ্ছে, শক্তির দ্বারা শক্তিমানের পরিচয় হ'চ্ছে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু একমাত্র পুরুষোত্তমবাদের বিচার ব'লেছেন। লক্ষ্মীপতি নারায়ণ নহেন, নারায়ণের অধীন লক্ষ্মী, রুক্মিণ্যাদির অধীন কৃষ্ণ নহেন, কিন্তু কৃষ্ণের অধীন রুক্মিণ্যাদি মহিষীবৃন্দ। যেখানে বার্ষভানবীর অধীন কৃষ্ণ, সেখানে স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশে কোন ভেদ নাই। সেখানে যে স্বয়ংরূপ দর্শন, তা'তে স্বয়ংরূপা বার্ষভানবী কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন সেবা করেন না। পাঁচপ্রকার রস পূর্ণভাবে তাঁ'র পদাশ্রিত। তাঁ'র অনুগতা ললিতা-বিশাখাদি সেবার এক একটী অংশ-মাত্র গ্রহণ ক'রে সেবা ক'রছেন। স্বয়ংরূপাই একমাত্র সর্ব্বতো-ভাবে তাঁ'র সকল বৃত্তের দ্বারা স্বয়ংরূপের সম্পূর্ণ ও সমগ্র সেবা করেন।

চেতন উন্মেষিত হ'লে আমাদের নিত্য-স্বরূপের প্রাকট্য

তিরোহিত হয়। এই মলিনতা-নিবৃত্তিকেই অনর্থ-নিবৃত্তি বলে। সেবাসামুখ্য-ধর্ম্মে আমাদের নিত্যস্বরূপ-প্রাকট্যে অর্থাৎ অনর্থ-নিবৃত্তিতে আমাদের স্থায়িভাবের উদয় হয়। স্থায়িভাবের সহিত চতুর্ব্বিধ সামগ্রীর মিলনে রসোৎপত্তি; সুতরাং স্থায়িভাবই রসের মূল। আলম্বন ও উদ্দীপন রসের হেতু। স্থায়িভাবের পরিপাকে প্রেমোদয়, কিন্তু এই প্রেমটী কর্ম্মবীরত্ব হ'লে প্রভুকে তাঁর ভূমিকা স্থাপিত হয়। মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায় স্বরূপ-তত্ত্বকে বিকৃতভাবে গ্রহণ করতে বদ্ধ ক'রেছেন। সাধারণ দার্শনিক-সম্প্রদায় Cognition, Volition এবং emotionএর বিচারে কলুষিত হন; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব তা' বারণ ক'রেছেন। তিনি বলেন,—

নিষর্দ্ধপিচ্ছিলস্বান্তে হরত্যাসপরেঽপি চ।
সদ্ভাবাঃ বিনাপি স্যুঃ কাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ॥

হৃদয়ের কপটতা যে আর্দ্রতা দেখায়, সেরূপ কপটতা বারণ করবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত এই শ্লোকের অবতারণা ক'রেছেন,—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥

এই কপটতা হ'তে উদ্ধারের জন্যই শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবশ্যকতা ও অবতার। বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোতে যে বিপদ, তা' হ'তে উদ্ধারের জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেই সকল কথা আলোচনা করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীতে যখন শ্রীকৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা আলোচনা হয়, তখন বাস্তবতা ও কপটতার পার্থক্য ধরা পড়ে। তখন যা'তে মেকি জিনিষ গ্রহণ না ক'রে আসল জিনিষের অনুসন্ধান হয়, তজ্জন্য যত্ন করবার চেষ্টা উচিত হয়।

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

ভাবভক্তিপর্য্যায়ে স্থায়িভাবরতি; তা'র সহিত সামগ্রী-সম্মেলনে রসের উৎপত্তি। কিন্তু সামগ্রী-সম্মেলনে যদি আবার ইট, পাটকেল-জাতীয় বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোত এসে উপস্থিত হয়, তবে আলম্বন বিষয় ও আশ্রয়ের অনুভূতিতে ব্যাঘাত হ'বে—আমরা নামাপরাধী হ'য়ে যা'ব। তখন দু' শ' পাঁচ শ' লক্ষ-কক্ষ, কিম্বা চোখ দিয়ে দু'মন, ধরণের জল বের ক'রলেও আসল জিনিষ পাওয়া যা'বে না —কেবল কপটতা হ'য়ে যা'বে। উহা মধুপূর্ণ স্বচ্ছ কাচ-ভাণ্ডের বাইরে ব'সে মক্ষিকার 'মধুর নাগাল পেয়েছি' কল্পনার ন্যায় কল্পনা-মাত্র হ'য়ে যা'বে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে এ কথা সুষ্ঠুভাবে বলা হ'য়েছে—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচারের অভাবে বা বিপথীয়-ক্রমে emotional School যে অসুবিধা ক'রে আস্‌ছে, তা'তে জগতে কপটতাই ভাব ও ভক্তির নামে লোকের বিবর্ত্ত উৎপাদন ক'রেছে। সেই কপটতায় সচ্চিদ্ঘনের কোন সম্বন্ধ নাই, কেবল জীবের শারীর-ইন্দ্রিয়-তর্পণের সম্বন্ধ হ'য়েছে। বহির্জ্জগতের শারীর চেষ্টায় যে সুখোৎপত্তি হয়, তা' নিতান্ত হেয়ীয়। যাকব শ্রীকৃষ্ণকে পাথা করছিলেন, এমন সময় প্রেমানন্দে তাঁর হাত থেকে পাখা প'ড়ে গেল। কিন্তু নিত্য-জাতপ্রেম যাকব সেই নিজের প্রেমানন্দটীকে বড় মনে করলেন না। সেরূপ প্রেমানন্দ-জনিত দেহের জড়তাকে সেবার বিঘ্নকর জেনে ধিক্কার করলেন। সম্ভোগ-বাদীর নিজের প্রেমটা নিয়েই বড় কাজ! কিন্তু নিষ্কপট সেবকের ভগবানের বাতাস নিয়েই কাজ। কৃষ্ণ-সেবা করাতে যেন সুখ-স্বচ্ছন্দ এসে উপস্থিত হ'য়েছে, সেই সুখ-স্বচ্ছন্দই বাধার কার্য্য করছে। সেরূপ সুখস্বচ্ছন্দে প্রমত্ত হ'য়ে যাওয়াই প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ। যা'রা হরিসেবা করতে গিয়ে নিজের সুখস্বচ্ছন্দকেই বা নিজের আনন্দ-লাভকেই 'শান্তি' মনে করে, তা'রা ভগবানের সেবক নহে, আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণকামী মাত্র, সেখানে প্রেমের কোন কথা নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম এজন্য 'এঁচড়ে পাকা' হ'তে দেন না।

'অনর্থ' কা'কে বলে, 'রস' কা'কে বলে, তা' না জান্‌লে রসিকতার অভিনয়—কপটতা-মাত্র। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণে যে রসপ্রাপ্তি হয়, তা'তে প্রাকৃত-সহজিয়াগণ মুগ্ধ হ'লেও তা' কৃষ্ণপ্রেম নহে। সেখানে বিষয়ানন্দে আশ্রয়ানন্দের আদর্শ নাই।

শ্রীধামপ্রচারিণীসভা শ্রীধাম কোনটী, শ্রীধাম কা'কে বলে, সে সকল বিষয় দেখিয়ে দিচ্ছেন।

সচ্চিদানন্দং কমলাং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্।

তৎকণিকায়ং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্॥

শ্রীগৌরধাম কি জিনিষ, তা' প্রকাশ ও প্রচারই শ্রীধামপ্রচারিণী সভার উদ্দেশ্য। গৌরধাম ও কৃষ্ণধাম অভিন্ন, শ্রীকৃষ্ণের গৌরলীলা ও শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণলীলা। গৌরধাম স্বয়ংরূপের তদ্রূপবৈভব বা তদনন্তাংশ-সম্ভব গৌরসুন্দরের লীলাশক্তি বাস্তবরূপে পরিণত। তা' অনন্তাংশ—দাস্যাংশ নহে; বর্ত্তমানে সীমাবিশিষ্ট ভাবের অন্তর্ভুক্ত ব'লে অনর্থযুক্তের নিকট লক্ষিত হ'চ্ছে। কিন্তু জিনিষটা তা' নহে। অনর্থ-নিবৃত্তি হ'লে সেই সীমাযুক্ত দর্শন হ'তে নির্ম্মুক্ত হ'ব। মহাভাগবতের বাস্তব-দর্শনে সেরূপ সীমাবদ্ধ ভাব নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মন আছে, ততক্ষণ ঐরূপ দর্শন।

"যৈছে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল, এই মন্দ,—এই সব ভ্রম॥"

মনই ভাল-মন্দের বিচার করে এবং ভাল-মন্দকে ভাঙ্গা গড়া ক'রে থাকে।

"যে দিন গৃহে ভজন দেখি
গৃহেতে গোলোক ভায়।"

যখন আমি বুঝ্‌বো—যখন আমি দেখবো খেজুর গাছটা ভজন কর্‌ছে—নিমের গাছটা ভজন কর্‌ছে—পুকুরটী ভজন কর্‌ছে—গৃহটী ভজন কর্‌ছে—সকল বস্তু ভজন কর্‌ছে, কেবল আমিই ভজন কর্‌ছি না, তখন আমার গৃহব্রত-বুদ্ধি আর থাকবে না! 'গৃহটা ভজন কর্‌ছে' দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত আমি গৃহব্রত ধর্ম্মে আবদ্ধ।

স্বরূপ ও স্বরূপের বিচিত্র বিলাসের আধার—বার্ষভানবী। তাঁ'দের ভূমিকা—বৃন্দাবন। সেই বৃন্দাবনে জ্ঞানের অপ্রাকৃতত্ব চেতন-বৃত্তিতে উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের অজ্ঞের জ্ঞান প্রবল।

"আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি' জানি।
তাহে তোমার পদ-দ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি।"

দিব্যজ্ঞানকে বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোতে আটক করবার চেষ্টা দেখানে knowing, willing and feeling এই মনোধর্ম্মের বৈচিত্র্যেই আটক প'ড়ে যেতে হ'বে। কাপট্যের আশ্রয় ক'রে যে-সকল নির্ব্বুদ্ধিতার মধ্যে আমরা আবদ্ধ হ'য়েছি, সেই সকল নির্ব্বুদ্ধিতা ভক্তপাদাশ্রয় ব্যতীত কিছুতেই অপনোদিত হতে পা'রে না।

কেহ কেহ ভক্তির স্বরূপ না বুঝে বিকৃত ক'রে থাকেন। তাঁহারা বিচারকেই বহুমাননে করেছেন। এইজন্য মনোধর্ম্মের বশীভূত হ'য়ে মানবজাতি altruismএর বিচার নিয়েছে, কিন্তু উপকার জিনিষটা কি? "আমার বন্ধু-বান্ধবের উপকার এবং অপরের অপকার"—এরূপ সঙ্কীর্ণ উপকারই কি পরোপকার? এক জনের উপকার কর্‌লে অপরের অপকার কর্‌তেই হ'বে। অপরোক্ষ বা পরোক্ষভাবে গরু মারা ছাড়া জুতোদান হ'তেই পারে না।

মানবের উপকার-বিষয়ে পর্য্যায়গত ভেদ আছে। অত্যন্ত উপকার, অল্প উপকার, আনিকটা উপকার—এই সকল ভেদ। কেহ আর্ত্ত হ'য়েছে বা পীড়িত হ'য়েছে, তা'কে পার্থিব সাহায্যের দ্বারা তা'র পার্থিব সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করা জগতের সাধারণরুচিতে পরোপকার ব'লে বিচারিত হ'য়েছে। কিন্তু ভগবান্ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া ও পরোপকারের বাণী বিচার কর্‌লে জানা যায়, আত্মার উন্মেষণে বাধা দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা পরের অপকার এবং আত্মার উন্মেষণের প্রতিবন্ধকগুলি সরিয়ে দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা পরের উপকার। বহির্জ্জগতে মানবের উপকারের আদর্শ—তাৎকালিক ও অপূর্ণাবস্থার নিদর্শন। অপূর্ণাবস্থার যথাকথিত উপকারের দ্বারা যে অমঙ্গল ঘটে, তা'তে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়।

উপাস্য-বিচারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শিক্ষা এই,—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

আমরা অন্য কথা শুনতে চাই না, অন্যান্য কথা—সঙ্কীর্ণদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির কথা; কিন্তু আমাদের পূর্ণতা হ'য়েছে মনে ক'রে অপূর্ণতায় পূর্ণতার আরোপ করা অমঙ্গলের সেতু। কপটতা-দ্বারা মনোবৃত্তি শুদ্ধ হয় না। তা'হ'লে

নাক-টেপা প্রভৃতির দ্বারাই মনের সমাধি হ'ত, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিদণ্ডী ভিক্ষু বলেন,—

"নূনং মে ভগবাংস্তুষ্টঃ সর্বদেবময়ো হরিঃ।
যেন নীতাং দশামেতাং নির্বেদশ্চাত্মনঃ ॥"

ভক্তিশেষ-রহিত হ'য়ে যে অমঙ্গলের পথে চ'লেছি, তা'তে লক্ষ লক্ষ উত্তম দেবতা পূজ্য ব্যাপার-রূপে উপস্থিত হ'য়েছেন। যতদিন পর্য্যন্ত না সেবার নিত্য প্রয়োজন প'ড়েছে, ততদিন ভগবানের আশ্রয় বা আনুগত্যধর্ম্মের কোন আবশ্যকতা বোধ হ'চ্ছে না।

আপনাদের অধিক সময় আমি গ্রহণ করতে পারি না। অনেকের গাড়ীর সময় হ'য়ে প'ড়েছে, অন্যত্র কাযে যা'বার প্রয়োজন হ'য়ে প'ড়েছে। আমার আরও অনেক কথা বল্‌বার রইল। মাঝখানে অনেক কথা বলার আবশ্যকতা ছিল, কিন্তু সময় অল্প। এ সকল কথা অসম-জন্মাশ্বয় ব'লে শুনতে হ'বে।

ব্যাসদেব যেরূপ অজ্ঞেয়তাবাদের কথা ব'লেছেন, যেরূপ যেরূপ চিন্তাস্রোত প্রকাশ করেছেন, নির্ব্বিশেষবাদী, সম্বেহবাদী, অতিব্যক্তিবাদী, শূন্যবাদী যে-সকল চিন্তাস্রোত বল্‌বার জন্য চেষ্টা করেছেন, চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌লে তাঁদের কোথায় কিরূপ "খুন" আছে—কোথায় কতটা কৃষ্ণপ্রেমার অভাব ও দ্যাখাত আছে, তা' দর্পণের মত প্রকাশ করে। শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মই ঐ সকল অসম্যক্‌প্রাহের বিপদ হ'তে উদ্ধার কর্‌তে পারেন। শ্রীগৌরসুন্দর আবার শ্রীগুরুর রোষাকে ঐ সকল কথা ব'লেছেন, তাঁর কথা শুন্‌বার কাণ হ'লেই মঙ্গল। অজ্ঞের কথা শুন্‌লে অমঙ্গল কোনদিন ছুটি হ'বে না। এজন্যই গৌরকাম, গৌরধাম এবং গৌর-নামের আলোচনা ও অনুশীলন অপরিহার্য্য।

তপানুগ হওয়াই—গৌরকাম পূর্ণ করা। শ্রীজীব প্রভৃতি যে বিচার প্রদর্শন ক'রে উত্তর বিচার-সমূহ রহিত ক'রেছেন, সেই বিচারের পদাঙ্কানুসরণ-দ্বারা গৌরধামের স্বরূপ উপলব্ধি হ'বে। গৌরনাম আভিধানিক শব্দমাত্র নহে। তা' গৌরস্বরূপের সহিত অভিন্ন। তা' স্বয়ংরূপ বস্তু, পূর্ণচেতনময়। চেতনময়ী জিহ্বা দ্বারা পূর্ণচেতন নাম-গ্রহণ সম্ভব। 'পূর্ণচেতনময়' শব্দে 'পরমানন্দ' অবস্থিত। তা'তে আনন্দের বাধা নাই। খানিকক্ষণ সুখ, খানিক-ক্ষণ দুঃখ—এরূপ নয়।

'গৌর-নিত্যানন্দ' ব'লে খুব চেঁচালাম, হৃদয় আর্দ্র না হ'লেও বাইরে কপটতা ক'রে আর্দ্রভাব দেখালাম, এই সকল গৌরনামাশ্রয় নহে। Mental speculationist হ'লে কৃষ্ণস্মৃতি হ'বে না। চেতনের বৃত্তিতে অনুক্ষণ কৃষ্ণস্মৃতি আবশ্যক।

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্ ॥

সুতরাং কপটতা-দ্বারা অমঙ্গল বরণ নহে। Charity begins at home.—নিজে নিজে ভাল লোক হউন, অপর লোকে; তাহে ভাল লোক ব'লে প্রতিপন্ন হওয়ার চেষ্টা—প্রতিষ্ঠাশা মাত্র। সুতরাং যা'তে আমাদের কপটতা বিদূরিত হ'য়ে মঙ্গল হয়, সেরূপ রীতি-দ্বারা বক্তব্য বিষয় পরিসমাপ্ত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীল প্রভুপাদের এই আদেশানুসারে "হরি মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব?"—এই রীতিটি কীর্ত্তিত হওয়ার পর সভা ভঙ্গ হ'লো।

রামচন্দ্র পুরী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩২শ সংখ্যার পর]

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের ও শ্রীঈশ্বর পুরী-পাদের সম্বন্ধে রামচন্দ্রপুরীকে 'গুরুবুদ্ধি' করিয়া যথাযোগ্য সম্ভ্রম, সম্মানাদি প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু রামচন্দ্রপুরী কেবল মহাপ্রভুর ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেন এবং "শ্রীমন্মহাপ্রভু 'সন্ন্যাসী' হইয়া অত্যধিক মিষ্টান্ন ভক্ষণ করেন, নানা প্রকার চর্ব্ব্য-চূষ্যাদি দ্রব্যসামগ্রী আহরণ করেন, ঐরূপ ভোগী উদর-সর্ব্বস্ব সন্ন্যাসীর কিরূপে ইন্দ্রিয়-সংযম হইবে?" —এরূপ নানা বিতর্কাকাঙ্ক্ষার ছলনা দেখাইয়া সকল লোকের

নিকট মহাপ্রভুর নিন্দা প্রচার করিতেন। মহাপ্রভু তাহা শুনেন, কোন্ কোন্ লোকের কার্য্য করেন, তাহা পর্য্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করিবার জন্য রামচন্দ্রপুরী প্রভৃতি মহাপ্রভুর নিকট আসিতেন। রামচন্দ্রপুরী যে মহাপ্রভুর নিন্দা করিয়া বেড়ান, ইহা মহাপ্রভু জানিতেন, তথাপি তিনি পুরীকে সহিষ্ণুতার মহত্ত্ব প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত হইতেন না।

একদিন প্রাতঃকালে রামচন্দ্রপুরী একটি পুঁথি লইয়াই নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাসাগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। "কাব্যেষু নাটকং রম্যং তত্র রম্যা কাম্বিনীযুগং তত্রাপি" ন্যায়ে চিত্রাবেষী চিত্র না থাকিলেও সর্ব্বত্রই চিত্র দর্শন করেন। রামচন্দ্রপুরী দেখিতে পাইলেন, প্রভুর পুথে কতকগুলি লিপীলিকা বিচরণ করিতেছে। লিপীলিকা নিজ স্বভাব-বশতঃ সর্ব্বত্রই ঐরূপ বিচরণ করিয়া থাকে, অনেক সময় মিষ্টদ্রব্যাদি না থাকিলেও খাদ্যান্বেষণে উহারা ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে। কিন্তু ছিদ্রানুসন্ধানে যাহার একান্ত অধ্যবসায়, সেই রামচন্দ্রপুরী লিপীলিকার ন্যায় মক্ষিকার ন্যায় সর্ষপের ন্যায় ছিদ্র দেখিতে পাইলেন। এতদিন রামচন্দ্রপুরী লোকের নিকট মহাপ্রভুর নিন্দা গাহিয়া বেড়াইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মৎসরস্বভাব আসা—পরনিন্দা—পরমেশ্বরনিন্দার উত্তেজনা মিটে নাই; তাই সে-দিন মহাপ্রভুকে আহ্বান করিয়াই মহাপ্রভুর দোষ নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন—

"রাত্রাবত্র ঐক্ষবখণ্ডাঃ তেন লিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি।
অহো বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনামপীন্দ্রিয়-লালসা!"
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৮ম)

—রাত্রিকালে এইস্থানে ইক্ষুখণ্ড পড়িয়াছিল, এই জন্যই এখানে লিপীলিকাসমূহ বিচরণ করিতেছে। অহো! বিরক্ত-সন্ন্যাসিগণেরও কি এইরূপ ইন্দ্রিয়-লালসা!

রামচন্দ্রপুরী যে মহাপ্রভুর নিন্দা করিয়া বেড়ান, একথা মহাপ্রভু পূর্ব্বে কর্ণপরম্পরায় শ্রবণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সাক্ষাদ্ভাবে শুনিতে পাইলেন। নিজ-নিন্দা-শ্রবণে জগদ্-গুরু আচার্য্যলীলাভিনয়কারী মহাপ্রভু ভয় ও সঙ্কোচের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গোবিন্দকে আহ্বান-পূর্ব্বক বলিলেন,—

"আজি হৈতে ভিক্ষা আমার এই ত নিয়ম।
সিদ্ধপক্কের এক চৌঠি, পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন॥
ইহা বই অধিক আর কিছু না লইবা।
অধিক আনিলে আমা এথা না দেখিবা॥"

মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দ সকল বৈষ্ণবের নিকট গিয়া প্রভুর এই আদেশ জানাইলেন। ইহা শুনিয়া মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্তগণের হৃদয়ে দারুণ দুঃখ উপস্থিত হইল।

সকলে রামচন্দ্রপুরীকে মনে মনে ধিক্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"এই পাপিষ্ঠ আসিয়া সকলের প্রাণ-বিনাশে উদ্যত হইয়াছে। কোথায় শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ, আর কোথায় দুরাত্মা রামচন্দ্র! শ্রীল মাধবেন্দ্রের তাক সিদ্ধ এই অপরাধী ব্যক্তি মহাপ্রভু ভগবানেরও ছিদ্র অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়াছে!"

সত্য-সত্যই শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"গুরু উপেক্ষা কৈলে, ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বরপর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয়॥"

যে-দিন রামচন্দ্রপুরী মহাপ্রভুর সম্মুখেই মহাপ্রভুর এইরূপ নিন্দা করিলেন এবং মহাপ্রভু গোবিন্দকে ডাকিয়া তাঁহার (মহাপ্রভুর) দৈনিক ভিক্ষার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন, সেই দিনই জনৈক ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। গোবিন্দ মহাপ্রভুর কঠোর ও দুর্লঙ্ঘ্য আদেশানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ প্রসাদমাত্র গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ ইহা দেখিয়া নিজের শিরে করাঘাত-পূর্ব্বক 'হাহাকার' করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর জন্য গোবিন্দ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণানুযায়ী যে সামান্য অন্ন-ব্যঞ্জন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্য হইতে মাত্র অর্দ্ধেক মহাপ্রভু ভোজন করিলেন এবং অবশেষ গোবিন্দ গ্রহণ করিলেন। মহাপ্রভু ও গোবিন্দ উভয়েই অর্দ্ধাশন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া ভক্তগণ একেবারে ভোজন পরিত্যাগ করিলেন।

এদিকে মহাপ্রভু গোবিন্দ ও কাশীশ্বরকে নিজ-জন-জ্ঞানে অন্যত্র ভিক্ষা করিয়া ভোজন করিতে বলিলেন।

এইরূপে কিছুকাল মহাপ্রভুর ভক্তগণের দিন অতি-বাহিত হইল। মহাপ্রভুর এইরূপ ভোজন-সঙ্কোচ, ভক্ত-গণের হৃদয়ের দুঃখ ও উপবাসাদির কথা শ্রবণ করিয়া একদিন রামচন্দ্রপুরী মহাপ্রভুর নিকট আগমন করিলেন। মহাপ্রভু রামচন্দ্রকে যথা স্থান করিয়া বসাইলেন। কিন্তু

রামচন্দ্রপুরী স্বয়ং ভগবান্‌কে মর্কট বৈরাগী-বোধে জ্ঞান করিয়া উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন ; বলিলেন—

"সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে 'ইন্দ্রিয়-তর্পণ'।
যৈছে তৈছে করে মাত্র উদর ভরণ॥
তোমারে কহিল দেখি, শুনি,—কর অর্দ্ধাশন।
এই 'লঘু বৈরাগ্য' হয়ে সন্ন্যাসীর ধর্ম॥
যথাযোগ্য উদর ভরে, না করে 'বিষয়' ভোগ।
সন্ন্যাসীর হয়ে সিদ্ধ হয় জ্ঞানযোগ॥"

গীতা (৬।১৬-১৭) বলিয়াছেন,—

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

রামচন্দ্রপুরীর এইরূপ উপদেশ-বাক্যাড়ম্বর শ্রবণ করিয়া অমানি-ধর্মের আদর্শ মহাপ্রভু হৈতন্যরূপে বলিলেন,—

"অল্প বালক মুই 'শিষ্য' তোমার।
মোরে শিক্ষা দেহ'—এই ভাগ্য আমার॥"

এইরূপ শুনিবার পর সেইদিন রামচন্দ্রপুরী মহাপ্রভুর বাসা পরিত্যাগ করিলেন।

ক্রমে মহাপ্রভু ভক্তগণের অর্দ্ধভোজনের কথা শ্রবণ করিতে পাইলেন।

একদিন শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের অন্যতম শুদ্ধনিষ্ঠ মহাভাগবত-শিষ্য শ্রীল পরমানন্দপুরী মহাপ্রভুর ভক্তগণের সহিত প্রভুর নিকট আগমন-পূর্ব্বক দৈন্যবিনয়-সহকারে জানাইলেন,—"রামচন্দ্রপুরী নিন্দক-স্বভাব ব্যক্তি, তাঁহার কথায় ভোজন পরিত্যাগ করিয়া কি লাভ হইবে? রামচন্দ্রের স্বভাবই এই, যে-ব্যক্তি আহার করিতে চাহে না, তাহাকে বহু বার করিয়া যথেষ্ট আহার করাইয়া থাকে এবং ঐরূপ আহার করাইবার পর পুনরায় তাহার কত কি নিন্দা আরম্ভ করে। কখনও ঐরূপ ভোজনকারীকে বলে, তুমি যে এত আহার কর, তোমার কত ধন আছে? কখনও বা নিজে স্বেচ্ছায় যথেষ্ট ভোজন করিয়া ভোজন-দাতাকে নিন্দা করিয়া বলে, 'তুমি সন্ন্যাসীকে অধিক খাওয়াইয়া তাহার ধর্মনাশ করিতে চাহ, জানিলাম, তোমাতে ধর্মের আভাসও নাই।' কে কখন কি করেন, কে কিরূপ ভোজন করেন, এই অনুসন্ধান লইয়াই রামচন্দ্রপুরী সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে। কারণ, লোকের ছিদ্রানুসন্ধান ও নিন্দাই তাহার স্বভাব। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

'পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।'

পরের স্বভাব ও কর্ম্মসমূহের প্রশংসাও করিবে না, নিন্দাও করিবে না। পূর্ব্ববর্ত্তী প্রশংসা-বিধি অপেক্ষা পরবর্ত্তী নিন্দানিষেধরূপ বিধিই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। কারণ, পূর্ব্ব ও পরবিধির মধ্যে পরবিধিই বলবান্। কিন্তু রামচন্দ্রপুরীর স্বভাব এই,—যেখানে সদ্‌গুণ আছে, সেই সদ্‌গুণই গ্রহণ করিয়া, তন্মধ্য হইতে ছলে দোষারোপ করিয়া থাকে। রামচন্দ্রের স্বভাবের কথা করিবার নয়, কেবল দুঃখে দুঃখ হয় বলিয়া প্রকাশ করিলাম। এইরূপ মক্ষিকাবৃত্তিযুক্ত ব্যক্তির কথায় কখনও ভোজন-সঙ্কোচ বা অনশ্যাগ করা উচিত নহে।"

শ্রীল পরমানন্দপুরী এইরূপ বলিয়া ভক্তগণের মুখপাত্র-রূপে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে পূর্ব্ববৎ নিমন্ত্রণ স্বীকার করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

শ্রীল পরমানন্দপুরীর বাক্য শ্রবণ করিয়া জগদ্গুরু লোকশিক্ষকের লীলাভিনয়কারী মহাপ্রভু যতিধর্ম্মবিধি কীর্ত্তন করিলেন,—

প্রভু কহে, "সবে কেনে পুরীরে কর রোষ?
সহজ ধর্ম্ম কহে তেঁহো, তাঁ'র কিবা দোষ?
যতি হঞা নিষ্ঠা লাম্পট্য, অত্যন্ত অন্যায়।
যতির ধর্ম্ম,—প্রাণ রাখিতে আহার মাত্র খায়॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু রামচন্দ্র পুরীর আদর্শের দ্বারা অনেক শিক্ষা দিলেন। আনুষঙ্গিকভাবে জানাইলেন, যাহারা বিধির অতীত ঈশ্বর, মহাভাগবত ও তরুণীন বন্ধুভাবে সখ্য-বুদ্ধি করে, তাহারা প্রাকৃত-সহজিয়া ও অদৈব-পথে পতিত হইবার যোগ্য। আবার শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ঈশ্বর হইয়াও আপনাকে বৈরাগ্য-বাধ্য জীবজ্ঞানে যতিবেশী আচার্য্য-সম্প্রদায়কে নিরপেক্ষতা শিক্ষা দান করিলেন।

এদিকে ভগবদাজ্ঞা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক রামচন্দ্রপুরী তীর্থ-যাত্রা করিলেন। ভক্তগণের ভবন-ভার লাঘব হইল, মহা-প্রভুর গণ আনন্দিত হইলেন।

গুরু-অবজ্ঞার দ্বারা গুরুর উপেক্ষা ও অপ্রসন্নতা লাভ

করিলে তাঁহার হৃদয়ে ঐরূপই বিষ্ণু-বিদ্বেষ ও পাষণ্ডত্বের সঞ্চার হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু অপরাধী রাঘবেন্দ্রের চরিত্রের দ্বারা লোকশিক্ষা দিলেন,—

গুরু উপেক্ষা হৈলে হৈছে ফল হয়।
কৃষ্ণ ঈশ্বর-পর্য্যন্ত অপরাধে হেলয়॥
যদ্যপি গুরুমূঢ়া তার দোষ না লইল।
তার ফল-দ্বারা লোকে শিক্ষা করাইল॥

অতএব যাহারা সদ্‌গুরু-পদাশ্রয়ের অভিনয় করিয়াও রামচন্দ্রপুরীর আদর্শে গুরু সেবক, বৈষ্ণব এমন কি, স্বয়ং অতিমর্ত্য মহাভাগবত-বিরোমণি, ভুক্তিবেষের ছিন্নাবেষণ এবং নিজের নির্ব্বিষযুক্ত হইবার ভীষণাগ্নি ভীষণ দুর্ভাগ্য লাভ করে, তাহারা গুরুর দ্বারা উপেক্ষিত হইয়া পাষণ্ডীর দলে পতিত হয়। তাহাদের কোন কালে রক্ষা নাই। ভগবান্ কষ্ট হইলে গুরু রক্ষা করেন, কিন্তু গুরু-বৈষ্ণব কষ্ট হইলে বা উপেক্ষা করিলে ঐরূপ উপেক্ষিত ব্যক্তির কোনও কালে নিস্তার নাই। সাধু সাবধান॥

শ্রীধাম প্রচারিণী সভার শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রাবলী

৪৪৬ গৌরাব্দ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

গুরুসেবার্পিতপ্রাণঃ লোকভক্তিপ্রধর্শকঃ।
শ্রীমায়াপুরচৈতন্যমঠাধ্যক্ষো বিভাতি যঃ॥
শ্রীনরহরিসরকারে ব্রহ্মচারিমহাত্মনে
শান্তবিশুদ্ধচিত্তায় সর্ব্বসদ্‌গুণশালিনে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যেভ্যস্তৈস্ত্র প্রদীয়তে॥
"সেবাবিগ্রহ" ইত্যেতদুপাধিভূষণং মুদা॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থ যোগপীঠমহত্তমে॥
গুণেষুবসুশুভ্রাংশুশকাব্দেঽস্মিন্ শুভাশ্রয়ে
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীমহাপ্রভুসেবার্থং শ্রীধাম্নিভূমিরক্ষকঃ।
প্রজাপালনদক্ষো যঃ শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিতঃ॥
শ্রীবিনোদবিহার্য্যাখ্য ব্রহ্মচারিবরায় চ।
প্রভুপাদান্তরঙ্গায় সর্ব্বসদ্‌গুণশালিনে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যেভ্যস্তৈস্ত্র প্রদীয়তে।
"কৃতিরত্ন" ইতি খ্যাতমুপাধিভূষণং মুদা॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থ-যোগপীঠমহত্তমে॥
গুণেষুবসুশুভ্রাংশুশকাব্দেঽস্মিন্ শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

সংসারঃ শর্ব্বরীষণ্ডো-দুঃখবহ্নবেষ্টিতঃ।
সৎসঙ্গঃ সেবিনিষ্ঠাং সুধীর ইত্যবোধি যঃ॥
ব্রহ্মচারিবরো ধীরঃ শ্রীমহানন্দ-সংজ্ঞকঃ।
হরিসেবাতিদক্ষশ্চ গুরুভক্তিপরায়ণঃ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
"ভক্ত্যালোক" ইতি শ্রেয়ানুপাধিরদ্য সাদরম্॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থ-যোগপীঠমহত্তমে॥
গুণেষুবসুশুভ্রাংশুশকাব্দেঽস্মিন্ শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

চিরশুর্ব্বানুগত্যাঢ্যো বৈরাগ্যপরবিগ্রহঃ।
নিত্যভক্তিযুতঃ শ্রীমান্ যঃ সকলপ্রিয়ভাজনম্॥
রাসবিহারি-সংজ্ঞায় নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণে।
বিদ্যাবিনয়যুক্তায় গুরুসেবাধিকারিণে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
"ভক্তিজ্যোতি"রিতি খ্যাতমুপাধিভূষণং মুদা॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থ-যোগপীঠমহত্তমে॥
গুণেষুবসুশুভ্রাংশুশকাব্দেঽস্মিন্ শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম

কৌমারাৎ ব্রহ্মচর্য্যং যঃ কৃত্বা কৃতপরিশ্রমঃ।
শ্রীগুরুগৃহমাশ্রিত্য দর্শয়তি গুরোর্গুণম্॥
শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী সত্যব্রতো বুধঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রবিচারজ্ঞো বাগ্মী-মধুর-দর্শনঃ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
"ভক্তিবিলোক" ইত্যেতদুপাধিভূষণং মুদা॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থ-যোগপীঠমহত্তমে॥
গুণেষুবসুশুভ্রাংশুশকাব্দেঽস্মিন্ শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম

হরিরসমদোন্মত্তো ভোগবিরক্তমানসঃ।
সজ্জনসেবনাসক্তো বুদ্ধিমান্ যো গুরুপ্রিয়ঃ॥
জগদুদ্ধারণাখ্যায় সঙ্ঘে দাসাধিকারিণে।
জিতেন্দ্রিয়ায় নম্রায় শ্রীমতে পুণ্যকর্ম্মণে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
"ভক্তিবান্ধব" ইত্যেতদুপাধিভূষণং মুদা॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থ-যোগপীঠমহত্তমে॥
গুণেষুবসুশুভ্রাংশুশকাব্দেঽস্মিন্ শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

যো ভক্তক্ষেত্রমাশ্রিতঃ মায়াপুরে মহাপ্রভোঃ।
দীর্ঘকালং গুরোঃ সেবাং করোতি ভক্তিপূর্ব্বকম্॥
শ্রীনিত্যানন্দ ইত্যাখ্যো ব্রজবাসি-মহাশয়ঃ।
শ্রীহরিসেবনে যুক্তো ভক্তসেবনভূষণঃ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
"সেবাকোবিদ" ইত্যেতদুপাধিভূষণং মহৎ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থ-যোগপীঠমহত্তমে॥
গুণেষুবসুশুভ্রাংশুশকাব্দেঽস্মিন্ শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

যস্য সেবাগুণৈর্মুগ্ধা গুরুবৈষ্ণবসজ্জনাঃ।
আপদ্যন্তে পরাং প্রীতিং গুণং স্তবন্তি ভূয়শ॥
ভগবান্‌দাস ইত্যাখ্যব্রজবাসি-মহাত্মনে।
বৈষ্ণবজনশ্রেষ্ঠায় প্রেম-মধুরমূর্ত্তয়ে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
"ভক্তিব্রত" ইতি খ্যাতমুপাধিভূষণং মহৎ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থ যোগপীঠমহত্তমে॥
গুণেষুবসুশুভ্রাংশুশকাব্দেঽস্মিন্ শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

বিহিতচিত্রচাকল্যো বিষয়ঃ ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাত্যাসজ্যতে মূঢ় ইতি বৈরাগ্যভাগ্ হি যঃ॥
জগদানন্দসংজ্ঞায় ব্রজবাসিমহাত্মনে।
নামগায়কমুখ্যায় শুদ্ধসত্ত্বায়ধীমতে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
"ভক্তিবিকাশ" ইত্যেব উপাধিরয়ং সাদরম্॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থ-যোগপীঠমহত্তমে॥
গুণেষুবসুশুভ্রাংশুশকাব্দেঽস্মিন্ শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শুদ্ধবৈষ্ণবসেবৈব জগতি পরমং ব্রতম্।
ইত্যবধার্য্য যো নিত্যং বর্ত্ততে সৎসেবারতঃ॥
যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ায় সুমনীষিণে।
চিকিৎসাশাস্ত্রবিজ্ঞায় বিশুদ্ধশাস্ত্রচেতসে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
"ভক্তিরত্ন" ইতি খ্যাতমুপাধিভূষণং মহৎ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থ-যোগপীঠমহত্তমে॥
গুণেষুবসুশুভ্রাংশুশকাব্দেঽস্মিন্ শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভায়াঃ

শ্রী শ্রীগৌরাশীর্বাদপত্রম্

শ্রীগুরুগতচিত্তেন সচ্ছাস্ত্রং যেন সাদরম্।
সংরক্ষ্য গুরুসেবায়াং নৈপুণ্যং দর্শ্যতে পরম্॥
শ্রীযজ্ঞেশ্বরদাসাধিকারিণে ধীমতে সতে।
জ্ঞানবয়ঃপ্রবৃদ্ধায় বিষয়বিমুখায় চ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
"ভক্তিরত্ন" ইতি খ্যাতমুপাধিভূষণং মহৎ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থ-যোগপীঠমহত্তমে॥
গুণেষুবস্বগুভ্রাংশুশকাব্দেঽস্মিন্ শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

(বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভায়াঃ

শ্রী শ্রীগৌরাশীর্বাদপত্রম

কায়মনোবচোভির্যঃ শুদ্ধভক্ত্যা যুতঃ সদা।
শ্রীমদ্গুরোর্মনোঽভীষ্টং সম্পাদয়ত্যহৈতবঃ
শ্রীপুলিনবিহার্য্যাখ্যদাসাধিকারিণে সতে।
গুরৌপ্রদত্তপ্রাণায় নয়বিনয়-শালিনে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
"ভক্তিভূষণ" ইত্যেতদুপাধিভূষণং মুদা॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ- শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থ-যোগপীঠমহত্তমে॥
গুণেষুবস্বগুভ্রাংশুশকাব্দেঽস্মিন্ শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

(বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভায়াঃ

শ্রী শ্রীগৌরাশীর্বাদপত্রম্

বিষয়ং তৃণবৎত্যক্ত্বা ভক্তসেবনতৎপরঃ।
ধামবাসানুরক্তো যো ভজতে পরমং গোরম্।
শ্রীউর্দ্ধমন্থি-দাসাধিকারিণে স্থিরচেতসে॥
মানাবমানিতচিত্তায় সর্ব্বসজ্জনসেবিনে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
"ভক্তিবিশারদো"পাধিভূষণমদ্য সাদরম্॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থ-যোগপীঠমহত্তমে॥
গুণেষুবস্বগুভ্রাংশুশকাব্দেঽস্মিন্ শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

(বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্বাদপত্রম্

লব্ধনরতনুঃ কোঽত্র জনঃ কৃষ্ণং ন সেবতে।
ইতি প্রাপ্তমতিঃ সদ্যো যো গুরুভক্তিতৎপরঃ॥
কৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারিনে শুদ্ধবুদ্ধয়ে।
ভক্তিমতে বিনীতায় সকলমানদায়িনে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
"ভক্তিভূষণ" ইত্যেতদুপাধিভূষণং মুদা॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থ-যোগপীঠমহত্তমে॥
গুণেষুবস্বগুভ্রাংশুশকাব্দেঽস্মিন্ শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

(বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

বিষ্ণুমন্দিরভূমিং যঃ পুণ্যে প্রয়াগধামনি।
প্রদায়ভূৎ সহায়ত্বং পরমপ্রীতিভাজনম্॥
গণেশচন্দ্রদেবায় বদান্যায় মহাত্মনে।
শুদ্ধভক্ত্যনুরক্তায় লব্ধপবিত্রকীর্ত্তয়ে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
"ভক্তিভূষণ" ইত্যেতদুপাধিভূষণং মুদা॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থ-যোগপীঠমহত্তমে॥
গুণেষুবসুশুভ্রাংশুশকাব্দেঽস্মিন্ শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

(স্বাঃ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীবাসপ্রাঙ্গণে যেন শ্রীমায়াপুরধামনি।
ধর্ম্মশালাকৃতা রম্যা ধনাঢ্যেন সুচেতসা॥
রাসবিহারিদাসাখ্য মহোদয়ায় ধীমতে।
নিষ্কপটস্বভাবায় স্বার্থসাফল্যকারিণে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
"ভক্তিভূষণ" ইত্যেতদুপাধিভূষণং মুদা॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থ-যোগপীঠমহত্তমে॥
গুণেষুবসুশুভ্রাংশুশকাব্দেঽস্মিন্ শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

মন্দিরস্থাপনাদ্বস্তু শ্রীজগদীশধামনি।
ভক্তভগবতাং প্রীতিমলভতার্থসদ্ব্যয়াৎ॥
শ্রীমৎকৃষ্ণপ্রসাদাখ্য দাসাধিকারিণে সতে।
বিশুদ্ধভক্তিযুক্তায় বিনীতায় সুমেধসে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
"ভক্তিভূষণ" ইত্যেতদুপাধিভূষণং মুদা॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থ যোগপীঠমহত্তমে॥
গুণেষুবসুশুভ্রাংশু শকাব্দেঽস্মিন্ শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

(স্বাঃ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে সহায়তাং করোতি যঃ।
শুদ্ধধর্ম্মপ্রচারার্থং সজ্জনপ্রীতিদায়কঃ॥
শ্রীপাদ-শ্রীনিবাসাখ্য-পাণিগ্রাহি মহাত্মনে।
ধর্ম্মানুরাগিণে শুদ্ধচিত্তায়োৎকলবাসিনে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
"ভক্তিকেতন" ইত্যেতদুপাধিভূষণং মুদা॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থ-যোগপীঠমহত্তমে॥
গুণেষুবসুশুভ্রাংশুশকাব্দেঽস্মিন্ শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে সহায়াতাং চকার যঃ।
শুদ্ধভক্তিপ্রচারার্থং সজ্জনানন্দনঃ সুধীঃ ॥
শ্রীমৎকানাইলালাখ্যমিত্রায় পুণ্যকীর্ত্তয়ে।
পরমধার্ম্মিকায় শ্রীশ্রীনীলাচলনিবাসিনে ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
উপাধিভূষণং "ভক্তিমহিমে"তি সুবিশ্রুতম্ ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থ-যোগপীঠমহত্তমে ॥
গুণেষুবসুশুভ্রাংশু শকাব্দেঽস্মিন্ শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

মদ্রজনপদে যেন নির্ম্মিতং নাট্যমন্দিরম্।
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনাখ্যং শ্রীগৌড়ীয়মঠসম্মুদে ॥
শ্রীপনিক্কলু পিল্লাইনাম্না বিশুদ্ধচেতসা।
শুদ্ধভক্ত্যনুরক্তেন নানা-সদ্গুণশালিনা ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
"ধর্ম্মপ্রাণ" ইতি খ্যাত উপাধিরস্য সাদরম্ ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থ-যোগপীঠমহত্তমে ॥
গুণেষুবসুশুভ্রাংশু শকাব্দেঽস্মিন্ শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

মদ্রজনপদে যেন গৌড়ীয়মঠসম্মুদে।
শ্রীমন্দির সুনির্ম্মাণে স্বীকৃতা বিত্তসংচয়ম্ ॥
পূতং যশোঽঙ্কিতং ভূমৌ মহামহিমশালিনা।
শ্রীজয়পুররাজ্যাধিপতয়ে ভক্তবন্ধবে ॥
শ্রীমদ্বিক্রম-দেব-সজ্ঞাস্থে বর্ম্ম-মহাত্মনে।
সাধুজনানুরক্তায় বাহাদুরেত্যুপাধয়ে ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
"হরিজনাশ্রয়" পুণ্য উপাধিরস্য সাদরম্ ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থ-যোগপীঠমহত্তমে ॥
গুণেষুবসুশুভ্রাংশুশকাব্দেঽস্মিন্ শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

সাময়িক প্রসঙ্গ

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রায় এক মাস যাবৎ শ্রীধাম-মায়াপুরে অবস্থান করিয়া বিভিন্ন স্থান হইতে আগত ভদ্রমহোদয়গণ ও শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দের নিকট ভুবনমঙ্গলময়ী শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তন করিতেছেন।

গত ৬ঠা এপ্রিল সোমবার সন্ধ্যায় 'ভক্তিবিজয় ভবনে'র ছাদে শ্রীল প্রভুপাদপদ্ম-সমীপে গৌড়ীয় সঙ্ঘপতি শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীচৈতন্যমঠের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, শ্রীধামবাসী আদর্শ গৃহস্থভক্ত শ্রীপাদ

অতীন্দ্রিয় ভক্তিতত্ত্বজ্ঞ, শ্রীমদ্ ঈশানচন্দ্র ঘোষাধিকারী ভক্তিবিনোদ প্রভৃতি ভক্তগণ উপস্থিত আছেন, এমন সময় জনৈক মঠসেবক তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের "প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ। এতদ্ যো বেত্তি তত্ত্বেন প্রকৃতি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথেশ্বর॥"—এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝিতে চাহিলে শ্রীল প্রভুপাদ গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"প্রকৃতি শ্রীভগবানের অবাক্ শক্তিবিশেষ, ইহা কালাতীত বস্তু। সমস্ত ভগবজ্জাত প্রাকৃত বস্তুই এই অবাক্ প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ঈশ্বরের ভগবৎস্বরূপই নিত্য। ইহাতে দুই প্রকার পরিচয় আছে। শক্তির একটীর পরিচয়ের নাম—বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি, ইহাকে জড়া প্রকৃতি বলিয়া অপরা শক্তিও বলা যায়। অপরা বা জড়প্রসবিনী শক্তি-মধ্যে আটটী তত্ত্ব লক্ষ্য করা যায়। ভূমি, জল, অগ্নি বায়ু ও আকাশ—এই পাঁচটি মহাভূত এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটী তন্মাত্র। এই প্রকার দশটী তত্ত্ব গৃহীত হয়। 'অহঙ্কার'-শব্দে অহঙ্কার ও তাহার কার্য্যভূত একাদশ ইন্দ্রিয়। 'বুদ্ধি'-শব্দে মহত্তত্ত্ব ও 'মন'-শব্দে প্রধান, এইরূপ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব। এতদ্ব্যতীত ভগবানের একটি তটস্থা প্রকৃতি আছে, তাহাকে পরা প্রকৃতি বলা যায়।

জীব—পুরুষ। শ্রীভগবান্—পুরুষোত্তম। প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়েই অনাদি। ইহা ওঁতীয় কালের পূর্ব্ব হইতে আছে। জীব ভগবানের নিত্যশক্তিগত তত্ত্ব—ভগবৎ-বৈমুখ্যবশতঃ জড়া প্রকৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট। জীব-শরীরের নাম—ক্ষেত্র এবং যিনি এই ক্ষেত্রকে অবগত হন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-বিচারে তিনটী তত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। সেই তিনটী তত্ত্বের নাম—ঈশ্বর, জীব ও জড়। যেমন এক একটী শরীরে জীবাত্মারূপ এক একটী ক্ষেত্রজ্ঞ আছেন, তদ্রূপ সমস্ত জগতের প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞরূপ সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। এইরূপ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-বিচার-পূর্ব্বক যাঁহাদের জ্ঞিতত্ত্ব বোধয়, তাঁহাদের জ্ঞানই—বিজ্ঞান।

অমানীত্ব, দম্ভহীনত্ব, অহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জ্জব, গুরু-সেবা, শৌচ, স্থৈর্য্য, আত্মনিগ্রহ, ইন্দ্রিয়বিষয়ে বৈরাগ্য, অহঙ্কারশূন্যতা, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ প্রভৃতির দোষ-দর্শন, পুত্রাদিতে অনাসক্তি, পুত্রাদির শোক-দুঃখে ঔদাসীন্য, সর্ব্বদা সমচিত্তত্ব, শ্রীভগবানে অব্যভিচারিণী ভক্তি, বিবিক্ত স্থানে অবস্থিতি, জনাকীর্ণস্থানে অরুচি, অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্যত্ব-বুদ্ধি এবং তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজনরূপ মোক্ষানুসন্ধান,—এই বিংশতি ব্যাপারের মধ্যে শ্রীভগবানে অব্যভিচারিণী ভক্তি একমাত্র অবলম্বনীয়। অন্য ঊনবিংশতি ব্যাপার ভক্তির অবান্তর ফলরূপে ক্ষেত্রের শুদ্ধতা এবং চরমে জীবের নিত্যসিদ্ধ অবস্থার উদয় করে। এই ঊনবিংশতি ব্যাপারকে জ্ঞান বলে। ক্ষেত্রজ্ঞ অনাদি ও ভগবদাশ্রিত তত্ত্ব এবং সৎ ও অসৎ—এই উভয়ের অতীত ব্রহ্ম।

জড়া প্রকৃতির সমস্ত কার্য্যই ক্ষেত্র। পরমাত্মা ও আত্মারূপ বিবিধ তত্ত্বাত্মক আত্মতত্ত্বই ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্র ও জীবরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগই সংসার। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপজ্ঞানরূপ সম্বন্ধজ্ঞানোদয়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাফলে জ্ঞেয় বস্তু শ্রীভগবান্‌কে জ্ঞাত হওয়া যায়।"

দিল্লী হইতে নিজস্ব সংবাদ-দাতা জানাইতেছেন যে, নিউদিল্লী হনুমান রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে বিগত শ্রীগৌরপ্রস্থিতিথিতে নাম-কীর্ত্তন-মহোৎসব, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতোক্ত শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা, শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে অভিভাষণ, শ্রীবিগ্রহের পূজা, ভোগরাগ এবং মহাপ্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অঙ্গসমূহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদর্শন গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মঠস্থ অন্যান্য ভক্তবৃন্দ—সকলেই শ্রীগৌরজন্মোৎসবে বিশেষ সেবা-সৌষ্ঠব প্রদর্শন করিয়াছেন। রায়বাহাদুর এফ, সি, মল্লহান, মিঃ এস্, এন, মিত্র, মিঃ অনোরঞ্জন; রায়বাহাদুর সতীশচন্দ্র বিশ্বাস (সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কন্ট্রোল ও পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট), রায়সাহেব টি, পি রায় (সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হোম ডিপার্টমেণ্ট), ডাঃ জে, কে, সেন, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার সেন, ডাঃ হরিপদ দাস ও শ্রীযুক্ত তারকনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান-পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্ম-লীলা, চরিত্র ও শিক্ষার কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করেন।

তৎপর দিবস অর্থাৎ ২০শে মার্চ্চ (১৯২২) তারিখে তথাকার হরিসভার সভ্যগণের দ্বারা আহূত হইয়া ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত গিরি মহারাজ হরিসভার বার্ষিক অধিবেশনের জন্য নির্দ্দিষ্ট মণ্ডপে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য উপস্থিত হন। বক্তৃতার বিষয় ছিল—"গীতা-দর্শন ও শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বৈষ্ণব-দর্শন।" রামকৃষ্ণ মিশনের 'সৎ-প্রকাশানন্দ' নামক এক সন্ন্যাসিবেষধারী ব্যক্তিও নাকি তথায় গীতা-সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে আহূত হইয়া "গীতায় কর্ম্মযোগের কথাই বলা হইয়াছে, ভক্তি ও জ্ঞান অপেক্ষা কর্ম্মেরই প্রাধান্য সেখানে হইয়াছে, সেখানে ভক্তির উল্লেখ বিশেষ নাই"—বক্তৃতাস্থলে এই প্রকার স্বকপোল-কল্পিত ভূমিকার স্থাপন করিবার প্রয়াস করেন; তাঁহার বক্তৃতান্তে শ্রীপাদ গিরি মহারাজ সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া সভাপতি এবং শ্রোতৃবৃন্দের অনুরোধে নিম্নিষ্ট বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় একটি গবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামিজী মহারাজ উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা-ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি-দ্বারা ভক্তিই যে গীতার একমাত্র উদ্দিষ্ট বিষয় এবং বেদ, রামায়ণ, পুরাণ ও মহাভারতের আদি, মধ্য ও অন্ত্য—সর্ব্বত্রই যে ভক্তির কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা সকলকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেন। স্বামিজী মহারাজের শাস্ত্রযুক্তিমূলক গবেষণাময়ী বক্তৃতা-শ্রবণে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী এবং সভাপতি ডাঃ জে, কে, সেন মহোদয় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ-পূর্ব্বক গীতা যে একমাত্র ভক্তিকেই উদ্দেশ করিয়াছেন, তাহা একবাক্যে স্বীকার করেন।

দি অনারেবল মাননীয় ফ্রাঙ্ক নরেশ কে, টি, সি, এস, আই, সি, বি, ই, আর, সি, এস্ (গভর্ণর জেনারেলের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বর), মিঃ ডব্লিউ উইল-কক্ (সেক্রেটারী চিফ্ কমিশনার); রায়বাহাদুর পণ্ডিত অমলীশপ্রসাদ (মেম্বর কাউন্সিল অব্ ষ্টেট), মিঃ এস্, আর, পণ্ডিত (এসেম্ব্লির মেম্বর), শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার দত্ত ঘড়ী চৌধুরী, মিঃ এস্, এন, রায় সি-আই-ই, আই-সি-এস্ (ডিপুটী সেক্রেটারী অব্ হোম ডিপার্টমেণ্ট), বিশ্ব রাইনেস্ (রাজা অব্ বাগাটষ্টেট) প্রভৃতি উচ্চশিক্ষিত রাজকর্ম্মচারী ও ভদ্রমহোদয়গণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা-শ্রবণে বিশেষ আগ্রহ-প্রকাশ এবং দিল্লীনগরীতে শুদ্ধভক্তিকথা-প্রচারে নানাভাবে আনুকূল্য প্রদর্শন করিতেছেন। আমরা আশা করি, ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় ইঁহাদের এইপ্রকার সাধু চেষ্টা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া জগজ্জীবের আত্যন্তিক কল্যাণ-বিধান করিবে।

আমলাযোড়া হইতে জনৈক সংবাদ-দাতা জানাইতেছেন, —"গত ৩০শে মার্চ্চ তারিখে গৌড়ীয় মঠাশ্রিত সুপ্রসিদ্ধ বক্তা পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় আমলাযোড়া প্রণবাশ্রমে 'মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য'-সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তদুপলক্ষে প্রবণাকাঙ্ক্ষী অনেক ব্যক্তি উক্ত আশ্রম-প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছিলেন। বক্তৃ মহোদয় প্রাঞ্জল ও মধুর ভাষায় শ্রৌত পন্থানুসারে মনুষ্য-জীবনের যে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, শ্রোতৃবর্গ তাহাই সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বপাত্রে প্রযোজ্য বলিয়া গ্রহণ করেন। গৌড়ীয় মঠ যে সাম্প্রদায়িকতার দুর্গন্ধ হইতে অনেক দূরে এবং কেবলমাত্র উক্ত প্রতিষ্ঠানই যে মনুষ্য-জাতির প্রকৃত কল্যাণকামী, তাহাও শ্রোতৃবর্গ মনে-প্রাণে অনুভব করেন। বক্তৃ মহোদয়ের বক্তৃতান্তে পলাশডাঙ্গা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত যদুনাথবিহারী মজুমদার বি, এ মহাশয় সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া উপরি-উক্ত ব্রহ্মচারী মহোদয়ের বাগ্মিতা, বক্তৃতার সারগর্ভতা এবং নিরপেক্ষতার কথা বর্ণনমুখে তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে হরিসঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল।

তৎপরদিবস সন্ধ্যায় ছায়াচিত্রে গৌরলীলা প্রদর্শিত হয়। ব্রহ্মচারী মহোদয় তাঁহার সরল মধুর ভাষায় অতি নিপুণতার সহিত প্রত্যেকটী চিত্র সমবেত জনমণ্ডলীর বোধগম্য করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতান্তে আমলা-যোড়া-গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত শশধর সরকার বি-এ, একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা প্রদানমুখে বলেন যে, বক্তা মহোদয় যদি তাঁহাদের জন্য এতটুকু শ্রম স্বীকার না করিতেন, তাহা হইলে প্রত্যেকটী চিত্রের সহিত যে অপ্রাকৃত ইতিহাস ও অপ্রাকৃত শিক্ষা বিজড়িত রহিয়াছে, তাহা সাধারণের উপলব্ধি-গম্য হইত না—তাঁহাদের স্ব-স্ব অভিজ্ঞানের দ্বারা চিত্রগুলি উপলব্ধি করিবার প্রয়াস দৃষ্টিশক্তি-হীনের দর্পণে প্রতিবিম্বিত স্ব-প্রতিবিম্ব-দর্শনের ন্যায় ব্যর্থ চেষ্টায় পর্য্যবসিত হইত

কারণ, অপ্রাকৃত বস্তু-পার্থিব অভিজ্ঞানগম্য নহে।" তৎপরে শ্রীযুক্ত যদু-বিহারী মজুমদার বি-এ মহাশয় বলেন, যে সকল ব্যক্তি একটুও বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও অবস্থা ইংরাজী প্রবাদ-বাক্য "We come to scoff but remained to pray"এর ন্যায় হইয়াছিল।"

গত ৩রা এপ্রিল রবিবার দিবস শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীযুক্ত সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ কয়েকজন ব্রহ্মচারীসহ চব্বিশপরগণার অন্তর্গত কোলসুর নামক স্থানে শুভাগমন করিলে তত্রত্য অধিবাসি-কুলোদ্ভূত সজ্জনবর শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়ের বিশেষ যত্নে ও আগ্রহাতিশয্যে সেই দিবস সন্ধ্যায় গ্রামস্থ কুলদেবতা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে এক বিরাট্ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। পূজ্যপাদ স্বামিজী মহারাজ উক্ত সভায় শ্রীমদ্ভাগবতের অসমোর্দ্ধ মহিমার কথা বর্ণনমুখে শ্রীনারদ ও বসুদেব-সংবাদ প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। স্বামিজীর শ্রীমুখে ভাগবত-বাণী-শ্রবণে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করায় সভাস্থ জনমণ্ডলীর শ্রবণ-পিপাসা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

তৎপর দিবস পুনরায় শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রবাবুর আগ্রহে তথায় হিন্দু-মুসলমানে প্রায় সহস্রাধিক শ্রোতৃবৃন্দ-পরিপূর্ণ একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল—"মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য"। স্বামিজী মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রথমে উক্ত বিষয়ে কিছুক্ষণ বক্তৃতা প্রদান করিলে স্বামিজী মহারাজ সভাস্থলে ওজস্বিনী ভাষায় প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল বক্তব্য বিষয় আলোচনা করেন। স্বামিজী মহারাজের বক্তৃতা শ্রোতৃবর্গের এতই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল যে, তাঁহাদের শ্রবণ-আগ্রহাতিশয্যে স্বামিজী মহারাজ তৎপর-দিবসও 'মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিমেমি মহারাজ তাকা কেলার অন্তর্গত বালিয়াটি শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ-মঠের বার্ষিক উৎসব সম্পাদন করিবার জন্য পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া গত ১৮ই চৈত্র হইতে বালিয়াটি মঠে অবস্থান-পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। ১৯শে চৈত্র হইতে অষ্টপ্রহর-কীর্ত্তন, প্রাতে নগর-সঙ্কীর্ত্তন, মধ্যাহ্নে ভোগারতি কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান, অপরাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠী, সন্ধ্যায় সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তন, তৎপরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা—এইরূপভাবে দৈনন্দিন কীর্ত্তনোৎসব সম্পন্ন হইতেছে। স্বামিজী মহারাজের ভাগবত-ব্যাখ্যায় আকৃষ্ট হইয়া বালিয়াটির সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলাবৃন্দ এবং অন্যান্য গ্রামের বহু নর-নারী প্রত্যহ ভাগবত শ্রবণে সমাগত হইতেছেন। ৬ই বৈশাখ মঙ্গলবার হইতে ৯ই বৈশাখ শুক্রবার পর্য্যন্ত শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ-মঠে এইরূপভাবে প্রত্যহ দৈনন্দিন ভক্তাঙ্গসমূহ যথারীতি অনুষ্ঠিত এবং আপামর সাধারণকে অকাতরে মহাপ্রসাদ-বিতরণ করা হইবে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ গত ২৭শে ও ২৮শে চৈত্র তারিখ-দ্বয়ে চুঁচুড়া বড়বা বাজার শ্রীশ্রীহরি-ভক্তিপ্রদায়িনী সভায়, শ্রীযুক্ত হরিদাস দাস ভক্ত মহাশয়ের ঐকান্তিক উদ্যোগে ও উক্ত সভার সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু বিধু-ভূষণ সেন, শ্রীযুক্ত রাধারমণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র ভূষণ সেন, শ্রীযুক্ত রাধারমণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বরদা প্রসাদ দাস ও শ্রীযুক্ত ভগবতী চরণ পাল মহোদয়গণের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধ সনাতনধর্ম্মের কথা, জীবের কর্ত্তব্য এবং বিভিন্ন অপসম্প্রদায়-কর্ত্তৃক সনাতনধর্ম্মে গ্লানির কথা বিশদভাবে বর্ণনমুখে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত সভাতে বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সমাগম হইয়াছিল। সভায় সকলেই একাগ্রচিত্তে স্বামিজীর বক্তৃতা শ্রবণ-পূর্ব্বক পরম আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

১০ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১০ই বৈশাখ শনিবার, ১৩৩৯; ২৩শে এপ্রিল, ১৯৩২ | ৩৬শ সংখ্যা

সাময়িক সন্দেশ

গত ১০ই এপ্রিল রবিবার সন্ধ্যার সময় কলানুগবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম-মায়াপুর ভক্তিবিজয় ভবনের দ্বিতল ছাদে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত—"কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম। নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন। সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ। অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্গুণ। মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী। গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী।"—এই পয়ার-রাজি কীর্ত্তনমুখে বৈষ্ণবের প্রত্যেকটী গুণ ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। 'কৃপালু' শব্দের ব্যাখ্যার পর যখন 'অকৃতদ্রোহ' ব্যাখ্যামুখে বলেন,—"বৈষ্ণবগণকে কেহ হিংসা বা দ্বেষ করিলেও তাঁহারা কাহারও দ্বেষ, হিংসা, কিংবা অপকারের বিষয় কখনও চিন্তা করেন না," তখন শ্রীধামবাসী প্রবীণ ভক্ত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর মহোদয় এই 'অকৃতদ্রোহ' শব্দের সহিত শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের "ক্রোধ ভক্তদ্বেষি-জনে" এবং শ্রীমদ্ভাগবতের "পশূনাং সমতো বধঃ" প্রভৃতির সামঞ্জস্যের বিষয় পরিপ্রশ্ন করেন। তখন পরমপ্রথম 'ভক্তদ্বেষী' কে? "এই ভক্ত-দ্বেষীর প্রতি প্রকাশিত বৈষ্ণবের ক্রোধটী কি 'জিনিষ'" এবং এই "ক্রোধ-প্রকাশের তাৎপর্য্য কি?"—প্রভৃতি বিষয়-সমূহ ও "পশূনাং সমতো বধঃ"—এই শ্লোকটী সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ভক্তগণের প্রভূত পরিশ্রমের সুসমাধান করেন।

প্রভুপাদ বলেন,—"ক্রোধ 'জিনিষটা কি?"—এইটী আমাদের প্রথম বিচার্য্য বিষয়। আমাদের স্বার্থের হানি বা কামনার অতৃপ্তিতে ক্রোধের উদয়। সেটা কখনও ব্যক্ত-ভাবে, কখনও অব্যক্তভাবে প্রকাশিত হয়। আমার রাগ হ'য়েছে, কিন্তু আমি সরলভাবে অথবা কপটতা ক'রে সেটা প্রকাশ কর্‌ছি না, সেটা অন্তরে অন্তরে পোষণ কর্‌ছি, এটা হচ্ছে—অব্যক্ত রাগেরই অভিব্যক্তি। আমি রাগটা চেপে না রেখে সঙ্গে-সঙ্গেই তার প্রতিশোধ-গ্রহণের যে চেষ্টা,

তাহাই ব্যক্তরাগবিশেষ। কেউ আমাদের স্বার্থে বাধা দিলে, তা'কে ব্যতিরেকভাবে সমুচিত শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে অনেক সময় আমরা সুযোগাপেক্ষায় রাগ গোপন করি। আমাদের প্রধান শত্রু ষড়রিপুর অন্যতম এই ক্রোধকে জয় করবার জন্য চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের বাধা হ'লেই যদি আমরা ক্রোধ প্রকাশ করি, তা'তে আমরা আমাদের কৃষ্ণদাস্য ভুলে ক্রোধের দাস হ'য়ে পড়্‌বো। সেইজন্য শাস্ত্র বা মহাজনগণ রিপুদমনের উপায়-প্রদর্শনে ব'লেছেন,—"কাম কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষি-জনে, লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা। মোহ ইষ্টলাভ-বিনে, মদ কৃষ্ণগুণগানে, নিযুক্ত করিবে যথা তথা॥"

ভক্তদ্বেষি-জনের প্রতি ক্রোধ করতে হ'বে, সে'টী ভজনের অঙ্গবিশেষ, তা' না করাটাই অন্যায়। তবে 'ভক্ত-দ্বেষী কে?'—এটার বিচার প্রথমেই করা দরকার। পরম আনন্দময়, সর্ব্বাত্মধামী জগদ্বন্ধু শ্রীভগবানের সেবা যা'রা করে না, তা'রা নিজের মঙ্গল তো করেই না, পরন্তু কৃষ্ণ-কার্য্য-বিদ্বেষ-দ্বারা নিজের অমঙ্গলকে আহ্বান করে, এমন যে-সকল ব্যক্তি, তাহারাই কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তদ্বেষী, তা'দের প্রতি ঘৃণা দেখা'তে হ'বেনা। সেই অকৃষ্ণের উপাসনায় মত্ত ব্যক্তিগণের প্রতি উপেক্ষা বা ক্রোধ-প্রদর্শন করতে হ'বে।

কিন্তু 'আমিই ভক্তবিদ্বেষী কি না?'—সে'টাই এখন আলোচনার বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমি কৃষ্ণসেবা কর্‌ছি, না কৃষ্ণসেবার ভাণ ক'রে ব্যতিরেকভাবে কৃষ্ণবিদ্বেষ করবার জন্য চেষ্টা কর্‌ছি, কৃষ্ণের প্রতি আমার কতটুকু অনুরাগ, আমি কৃষ্ণের ভোগ্য জিনিষ কৃষ্ণকে ফাঁকি দিয়ে ভোগ কর্‌তে যাচ্ছি কি না, সে'টা পরীক্ষা করা দরকার।

আমি দেখ্‌ছি, আমি—আমার ভোগলোলুপ দেহ একজন ভয়ানক কৃষ্ণ-কার্য্য-বিদ্বেষী। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণপাদপদ্ম-চিন্তা ও তাঁ'র সুখচিন্তা না করে, আমি নিজ-সুখ, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা ও লোকের ছিদ্র-অন্বেষণে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছি; আমি আমার নিজের দিকে একেবারেই তাকাচ্ছি না। এত বড় ভক্তবিদ্বেষী আমি, প্রথমেই আমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ কর্‌তে হ'বে। প্রাতঃকাল থেকে নিদ্রার কাল পর্য্যন্ত এবং নিদ্রাবস্থায়ও ভক্তবিদ্বেষী আমাকে ছুঁচা মেরে সর্ব্বক্ষণই ক্রোধ দেখা'তে হ'বে—নিজেকে পবিত্র কর্‌তে হ'বে—নিজে যা'তে আদর্শচরিত্র হ'য়ে মঙ্গল লাভ কর্‌তে পারি, নিজে যা'তে নিষ্কপটে সর্ব্বক্ষণ শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সেবা কর্‌তে পারি, তজ্জন্য সচেষ্ট হ'তে হ'বে, তবেই মঙ্গল। "সকলেই হরিভজন কর্‌ছেন, আমার হরিভজন হলো না, এই মুহূর্ত্তেই ম'রে যেতে পারি"—সর্ব্বক্ষণ এই সব কথায় মনোযোগ দিতে হ'বে। প্রথমে নিজের মঙ্গলের জন্য নিজের দুষ্প্রবৃত্তিগুলির প্রতি, কৃষ্ণভজনের প্রতিবন্ধক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি ছুটিনাটিগুলির প্রতি ক্রোধ প্রকাশ ক'রে তা'দের দমন কর্‌তে হ'বে। আমার নিজের দিকটাই আগে দেখা দরকার। তা' না হ'লে অমঙ্গল এসে যা'বে। তারপর আমি ব্যতীত যা'রা আমার দেহ-সম্বন্ধীয় আত্মীয়-স্বজন, যা'রা শুদ্ধ-বিদ্বেষ বা কৃষ্ণ-কার্য্য-বিদ্বেষ কর্‌ছে এবং ভোগ্য সাজাইয়া আমাকে মায়ার দিকে আকর্ষণ করাচ্ছে, তা'দের প্রতি ক্রোধ দেখা'তে হ'বে।"

নিজস্ব সংবাদ-ধারার তারে প্রকাশ,—গত ৯ই এপ্রিল তারিখে মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুন্দর বন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে মাদ্রাজ প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ ইলোর নামক নগরীতে শুভবিজয় করিয়া সমাগত শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সমীপে বক্তৃতাযোগে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পর দিবস সায়ংকালে স্থানীয় গ্রামের অধিবাসিগণ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহকারে স্বামিজী-দ্বয়কে আবাহন অভ্যর্থনা করিয়া শ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠোৎসব-উপলক্ষে সাদর অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন। ১১ই এপ্রিল স্বামিজী-দ্বয় "শ্রীবিগ্রহ ও পৌত্তলিকতার পার্থক্য" সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে শাস্ত্রযুক্তিমূলে সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দেন।

বর্ত্তমান যুগাচার্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অন্যতম শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেশাই অযোধ্যাধামে শ্রীগৌর-পাদপীঠ স্থাপনের বায়নার গ্রহণে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তাঁহার এইরূপ নিষ্কপট সেবা-প্রবণতার জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ও পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজের ঐকান্তিক যত্নে ও সেবা-নিপুণতায় বিগত বরা বৈশাখ (১০০৯) তারিখে আমলাযোড়া কৃপাশ্রম মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব বিশেষ সাফল্য-গৌরবের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীগৌর-

বিনোদ বিশোর-জীউর মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীপাদ যোষাল মহারাজকে অগ্রণী করিয়া এক বিপুল সঙ্কীর্ত্তনবাহিনী গৌরবিহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে নগর পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। মধ্যাহ্নে ঠাকুরের ভোগারাত্রিকের পর সমাগত বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপ্রসাদ-মঠে একটি বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। পলাশডাঙ্গা হাইস্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ ঘোষ বি, এ মহাশয় প্রথমে সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া বলেন,—"যদিও এই আমলাযোড়া গ্রামের অধিবাসিগণের এমন কোন যোগ্যতা নাই যে, শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার প্রচারগণকে এখানে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত শুদ্ধভক্তিকথা-শ্রবণে তাঁহারা পরম পবিত্রতা লাভ করিতে পারেন, তথাপি শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ অহৈতুকী কৃপাবশে মধ্যে মধ্যে স্বয়ং এখানে অযাচিতভাবে শুভাগমন করিয়া হরিকথা-মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত করিতে কুণ্ঠিত হন না। অর্থাভাবজনিত দেশের দুর্দ্দিনের সময়েও ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে আপামর সাধারণকে আহ্বান করিয়া ভববাধি-নিরাময়ের ঔষধ ও পথ্য-স্বরূপ শ্রীহরিকথামৃত ও শ্রীমহাপ্রসাদ-বিতরণরূপ মহোৎসবের ব্যবস্থা-দ্বারা এতদঞ্চলে তাঁহাদের যথার্থ আত্মমঙ্গল-সাধন-চেষ্টা বর্ত্তমান কালে একমাত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠের দ্বারাই সম্ভবপর। এই আমলাযোড়া গ্রাম বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম পরমহংস শ্রীজগন্নাথ-দাস বাবাজী মহারাজের পদাঙ্কপূত ভূমি। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদও সপার্ষদে শুভবিজয় করিয়া এই স্থানকে মহাতীর্থে পরিণত করিয়াছেন। আমাদের সৌভাগ্যের কথা বর্ণন করিবার ভাষা আমার নাই। আমি আমলাযোড়ার পক্ষ হইতে তদ্রস্থ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভাকে স্বাগত জ্ঞাপন করিতেছি।"

অতঃপর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন যোষাল মহারাজ 'গৌড়ীয়' ৮ম খণ্ড ১১শ ও ১২শ সংখ্যা-দ্বয়ে উদ্ধৃত "আমলাযোড়া প্রসাদাশ্রমে শ্রীল প্রভুপাদ" শীর্ষক প্রবন্ধটি সভাস্থলে পাঠ করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ প্রাকৃত জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলের কথা কীর্ত্তনমুখে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা-প্রদানের দ্বারা সমবেত শ্রোতৃবর্গকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। বক্তৃতার পরে গৌরবিহিত কীর্ত্তন হইয়াছিল। এই উৎসবে শ্রীযুক্ত এরেন্দ্রক্ষ দাসাধিকারী ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিরাজ দাসাধিকারী মহোদয়-দ্বয়ের সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ।

গত ১৫ই এপ্রিল শুক্রবার দিবস পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ বহু ভক্তগণ-সমক্ষে মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী শক্তিদ্বয়ের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার উপায়-সম্বন্ধে বলেন যে, জীব কখনও কৃষ্ণ-মায়াকে জয় করতে পারে না। কৃষ্ণভক্তের সঙ্গফলে সাধু-গুরু-কৃপায় জীব মায়ার কবল থেকে উদ্ধার পেতে পারে। আর গুরু-সেবা করলেই সমস্ত বৈষ্ণবের ও শ্রীহরির সেবা হ'য়ে যায়। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রই মায়ামুক্তির একমাত্র উপায়স্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা নিষ্কপটে করলে তাঁ'দের আর কোন ভয় থাকে না; তাঁ'রা অনায়াসে কৃষ্ণসেবা-লাভে সমর্থ হন। নিজের ইন্দ্রিয়সুখের জন্য জীবকুলের যে চেষ্টা, সেটাই হচ্ছে যত অনর্থের মূল। সেটাকে প্রথমেই ছাড়তে হ'বে। আমরা যা' সাধন-ভক্তির ক্রমাদি দেখতে পাই, সমস্তই মনকে নিগ্রহ করবার উপায় ছাড়া আর কিছুই নয়। গুরু-কৃপায় মন নিগ্রহ হ'লে আমরা সেবা-যোগ্যতা-লাভে সমর্থ হ'তে পারবো। মনুষ্যজন্ম ক্ষণভঙ্গুর, অতএব আমাদের প্রত্যেকের নিত্যমঙ্গলের জন্য চেষ্টা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

গত ১লা বৈশাখ হইতে ৩রা বৈশাখ পর্য্যন্ত পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ মেদিনীপুর জেলার মহাডোল কপচক্ প্রামে মহাপাত্র মহাশয়দের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে "দেহ-মনে আত্মবুদ্ধিকারীই অসৎ আত্মার উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত, এই বিবর্ত্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া নিত্য আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে বৈষ্ণব-গুরুর নিকট নিষ্কপটে শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই। যাহারা ভগবানের সেবা ছাড়িয়া পুণ্য-অর্থ-কামাদি উদ্দেশ্যে ভাগবত পাঠ ও শ্রবণ করে, তাহারা শ্রীগুরু-ভগবানের সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্ষণিক ফল-লাভ করে মাত্র।"—এই প্রকার সারগর্ভ উপদেশ-সমূহ কীর্ত্তন করেন।

প্রত্যহ বহু শ্রোতা উপস্থিত হইয়া স্বামিজীর মুখে ভাগবতের অপূর্ব্ব ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-শ্রবণে পরমানন্দিত

হইয়াছেন। সেইদিন তত্রত্যের মহোৎসবে শ্রীহরিকথা-শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে পরম সুলভা মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়া মহাপাত্র মহাশয়গণ মহাকীর্তি অর্জন করিয়াছেন।

কলিকাতা বেলগাছিয়া 'হরিপ্রেমসভা' হরিসভার সভ্যগণের আহ্বানে শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু বিগত ১লা বৈশাখ হইতে ৪ই বৈশাখ পর্য্যন্ত উক্ত আশ্রমে উপস্থিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে মহারাজ অম্বরীষের উপাখ্যান পাঠ করিয়াছেন। প্রত্যহ বহু সজ্জন ব্যক্তি ও মহিলা তথায় উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মচারী প্রভুর শ্রীমুখে ভাগবতের নিরন্তর-কুহক সত্যবাণী-শ্রবণে কৃতার্থ হইয়াছেন।

শ্রীমায়াপুর-মহেশগঞ্জ-রোড্

জলঙ্গী নদীর প্রাচীন খাত বর্ষার জলে প্লাবিত হওয়ার জন্য বর্ষাকালে যাত্রিগণের মহেশগঞ্জঘাট হইতে শ্রীধাম-মায়াপুর আসিতে বড়ই অসুবিধা হইত। কৃষ্ণনগর সদর লোকাল-বোর্ড ঐ স্থানে একটী সুদীর্ঘ সেতু-নির্ম্মাণ এবং মহেশগঞ্জ-মায়াপুর-রোডের অনেকটা সংস্কার করিয়া সর্ব্বসাধারণের ঐকান্তিক সাধন করিয়াছেন। এখন যাত্রিগণের মহেশগঞ্জ-ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া বর্ষাকালেও পরব্রজে শ্রীধামে আসিতে কোনরূপ অসুবিধা হইবে না। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবক, গুরুগৌরাঙ্গসেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ শ্রীপাদ বীরভদ্র ব্রহ্মচারী মহোদয় মঠের পরিশ্রম-দ্বারা স্বীয় তত্ত্বাবধানে ঐ কার্য্যটি সুসম্পন্ন করিয়া শ্রীধামসেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীমায়াপুর-হলোরঘাট-রোড্

শ্রীধাম-মায়াপুর-বিরোধি-দলের নানাপ্রকার বাধা পরিলঙ্ঘন করিয়া নদীয়া জেলাবোর্ড মায়াপুর-হলোরঘাট-রোডের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ইতোমধ্যেই বিলের ডোবার উপর একটী সুদৃঢ় লৌহ-সেতু-নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইয়াছে; তদুপরি সেতুর উভয় পার্শ্বে বহু দূর পর্য্যন্ত মাটী ফেলিয়া উচ্চ করা হইয়াছে। এখন নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন বা সহর-নবদ্বীপ হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে বর্ষাকালেও যাত্রিগণ পরব্রজে আগমন করিতে পারিবেন। আমরা আশা করি, জেলাবোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণ নবদ্বীপের প্রাচীন গৌরব শ্রীধাম-মায়াপুরের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন তথা ভারতের সর্ব্বস্থানের যাত্রিগণের শ্রীধামে আগমনের সুবিধার্থ যাহাতে বৎসরের সকল সময়ই ঐ রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ী, মোটরকার প্রভৃতি চলাচল করিতে পারে, তদ্বিষয়ে উক্ত রাস্তাটি অবিলম্বে পাকা করিবেন।

আগামী ১৪ই বৈশাখ বুধবার হইতে ১৭ই বৈশাখ শনিবার পর্য্যন্ত ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠের দ্বিতীয় বার্ষিক মহোৎসব প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতামুখে অনুষ্ঠিত হইবে। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমী মহারাজ এই উৎসবে যোগদান করিয়া বক্তৃতা ও পাঠ করিবেন। সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

আন্ধ্রদেশবাসীর পক্ষ হইতে শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি অভিনন্দন

GLORY TO LIFE OF BHAGBAT

To

His Divine Grace Sree Srimad Paramahansa Paribrajakacharyya varyya
Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj
Sree Chaitanya Math Sreedham Mayapur *Dt. Nadia. (Bengal)*

May it please your Divine Grace,

We, the President and members of Sri Bhagbat Prarthana Samaj of Ellore beg to accord our heartiest welcome to you and your eminent followers on the occasion of your first visit to Andhra Desha and to our ancient town of Ellore.

2. We have heard with much satisfaction that you are an authority of Theism and all that is comprehended by that sacred word, and

that your supreme endeavours in its propagation commenced even from your earliest life. We have learnt besides that, as a representative of the School of thought of Sri Chaitanya Deva Who is known as an Incarnation of Lord Krishna. you are the best exponent of Sree Bhaghatam and of the spiritual pastimes of the Lord of Brindabon as narrated in it.

3. That you have bartered away your wealth as a flourishing Zeminder of Bengal for the spiritual and selfless position of an Acharyya and inspite of your special aptitude for and efficiency in Astronomical Science, you have declined to accept the chair of Astronomy offered to you by the late Sir Ashutosh Mukerjee of Calcutta University, are proofs positive and conclusive to show that nothing which serves a secular purpose ever appealed to you and that your life is meant only for achieving the highest and best in the domain of Spiritualism and Theism.

4. Although it was said that some four centuries back Sree Chaitanya Deva visited during His travels in South, certain spots in Andhra country also, very little is known or is remembered of His teachings in our parts except that He claimed the chanting of God's name as the only way to the deliverance of man. But, since we have heard that you are rendering yeoman service to the cause of Theism by starting schools and periodicals to educate one and all in the principles of Theology, and by setting on foot a proselytising Spiritual Mission with head-quarters at Sree Mayapur, and with Service as its watch-word, to combat the evils of drugging and reckless living, to denounce the processes of earning many of material enjoyment in the name of God and Religion and to put down the pernicious and selfish sectarian activities of the so-called Gurus and Acharyyas. especially of those who preach dry intellectualism and out-and-out renunciation, we who believe in the Eternal personality of Godhead and love to serve Him and His representatives on earth, are anxious to hear from your holy lips during your short stay here, about the object of man's life in this world, the details of Krishna Bhakti as set out in Sree Bhagbatam, and the teachings of Sri Chaitanya Deva which are little known to us here as submitted already.

5. We express, in conclusion, our sense of extreme gratitude to you for having so graciously accepted our humble invitation to visit our town and we pray our homage to your lotus feet and to your illustrious followers who have consecrated their lives for the service of Guru, God and His children.

We beg to remain,
Your humble servants,
Mothay Gangaraju (Rao Bahadur)
Zaminder and President,
Sree Bhagbat Prarthana Samaj, Ellore.

তাৎপর্য্যানুবাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের
শ্রীচরণসরোজেষু

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর
জিলা নদীয়া (বঙ্গদেশ)

পরমারাধ্য গোস্বামী মহারাজ !

আন্ধ্রদেশে এবং আমাদের প্রাচীন ইলোর নগরে আপনার সর্ব্বপ্রথম শুভ পদার্পণ-উপলক্ষে ইলোরস্থিত 'শ্রীভাগবত-প্রার্থনা-সমাজে'র সভাপতি ও সভ্যগণ আমরা আপনাকে ও আপনার উন্নত পার্ষদবর্গকে আমাদের সর্ব্বান্তরিক স্বাগত অভিনন্দন প্রদান করিতেছি।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে, পূর্ণতম আস্তিকতার প্রধান প্রমাণস্বরূপ 'ভক্তি'— এই পূত শব্দটীর প্রকৃত অর্থে যাহা বুঝায়, আপনি তাহারই আচার্য্য এবং ভক্তিপ্রচারকার্য্য আপনার জীবনের প্রারম্ভ হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আমরা আরও শুনিয়াছি যে, অখিল রসেশ্বরনন্দন শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত-প্রচারক-সম্প্রদায়ের প্রতিভূ-স্বরূপে আপনিই শ্রীমদ্-ভাগবতের এবং তদ্বর্ণিত শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের অপ্রাকৃত লীলা মাধুরীর একমাত্র অপূর্ব্ব ও সুষ্ঠু ব্যাখ্যাতা।

আপনি বাঙ্গালার বহিমুখ অধিবাসীর ধনরাশি প্রহণের পরিবর্ত্তে আচার্য্যের নিঃস্বার্থ অপ্রাকৃত আসন গ্রহণ করিয়াছেন এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে আপনার বিশেষ পারদর্শিতা থাকায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্ চ্যান্সেলর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক আপনাকে জ্যোতিষ অধ্যাপকের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইলেও আপনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। এতদ্বারা আপনি স্থির ও অকাট্য প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, জড়ভোগপর কোন বস্তুই আপনার হৃদয় আকর্ষণ করে নাই, পরন্তু আপনার জীবন কেবলমাত্র অপ্রাকৃত ভক্তিরাজ্যের পরতম এবং শ্রেষ্ঠ বস্তু লাভের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়াছে।

যদিও ইহা কথিত আছে যে, চারি শতাব্দী পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য-পরিভ্রমণ-কালে আন্ধ্রপ্রদেশের কোন কোন স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন, তথাপি ভগবন্নামকীর্ত্তনই যে জীবের মঙ্গলের একমাত্র উপায়, ইহা ব্যতীত এতদ্দেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশের কয় বিন্দুই আমরা জানি বা স্মরণ করিতে পারি।

আমরা শুনিয়াছি যে, আপনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও সাময়িক পাক্ষিক পত্রিকা-প্রচার-দ্বারা প্রত্যেক জীবকে ভগবদ্ধর্ম্মশিক্ষা দিতেছেন—শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রধান প্রচার-কেন্দ্র তথা ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভক্তিপ্রচারকেন্দ্র স্থাপন-পূর্ব্বক লক্ষ্যভ্রষ্ট হেয় জীবনের দুর্দ্দৈবসমূহ দূরীভূত করিবার উদ্দেশ্যে ভগবৎসেবাই প্রাণীমাত্রের একমাত্র কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়া জগন্মঙ্গলকর আত্মধর্ম্ম প্রচার-কার্য্যের অধিকতর সেবা-সাধন করিতেছেন। ভগবান্ ও ধর্ম্মের নামে জড়ভোগোদ্দেশ্যে অর্থোপার্জ্জনের পন্থাসমূহকে, বিশেষতঃ শুষ্কজ্ঞান ও কপটবৈরাগ্য-প্রচারকারী তথাকথিত 'গুরু' এবং 'আচার্য্য'-নামধারিগণের অপস্বার্থ-বিজড়িত অনিষ্টকর কার্য্যচেষ্টাগুলিকে আপনি সম্পূর্ণরূপে গর্হণ-পূর্ব্বক প্রশমিত করিতেছেন।

আমরা ভগবানের নিত্যস্বরূপ বিশ্বাস করি এবং প্রপঞ্চে অবতীর্ণ তদীয় পার্ষদবর্গের সেবা-সৌভাগ্য-লাভে প্রীত হই। আপনার এখানে অল্পকাল অবস্থানকালে আমরা আপনার শ্রীমুখ হইতে মনুষ্যজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য, শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত কৃষ্ণভক্তির বিশুদ্ধ বিবরণ এবং শ্রীচৈতন্য-দেবের লোকাতীত চরিত্র ও শিক্ষার বিষয় শ্রবণ করিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছি।

উপসংহারে আমাদের নগর-পরিদর্শনের অযোগ্য নিমন্ত্রণ এরূপ সমাদরভাবে গ্রহণ করিবার জন্য আমরা আপনাকে আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা এবং আপনার শ্রীপাদপদ্মে ও গুরু-গৌরাঙ্গ-সেবায় আত্মনিয়োগকারী আপনার মহান্ পার্ষদবর্গকে আমাদের আন্তরিক ভক্তি জ্ঞাপন করিতেছি।

আপনার অনুগত সেবকবৃন্দ
মোঃ গজারাজু (রাওবাহাদুর)
জমিদার ও সভাপতি
শ্রীভাগবত-প্রার্থনা-সমাজ, ইলোর
১লা ফেব্রুয়ারী (১৯৩২)

শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণ

[উক্ত ভাগবত-প্রার্থনা-সমাজের প্রেসিডেন্ট এবং সেবকগণের অভিনন্দনপত্রের প্রত্যুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ ইংরাজী ভাষায় যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল]

সম্ভ্রান্ত সজ্জনমণ্ডলি,

অদ্য ১লা ফেব্রুয়ারী (১৯৩২) সন্ধ্যায় আপনাদের অভিনন্দন মনোযোগ-পূর্ব্বক শুনিলাম, কিন্তু আমি এরূপ স্তুতির প্রশংসার অযোগ্য। আমি ক্ষুদ্র জীব, সুতরাং আমি এরূপ অভিনন্দনের যোগ্যপাত্র নহি।

আপনারা আমাকে তিনটী সমস্যার সমাধান করিতে বলিয়াছেন, যথা—(১) শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতে মানবের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কি? (২) ভাগবতের সারার্থ কি? (৩) কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেম কি জিনিষ?

প্রথম প্রশ্নের সমাধান এই যে,—প্রথমতঃ আমাদিগকে

জানিতে হইবে,—'আমরা কে' ? তৎপরে আমাদের 'কর্ত্তব্য কি' সহজেই জানা যাইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে একটী শ্লোক আছে, যথা—

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

এই শ্লোকে নিঃশ্রেয়স্ কথাটী আছে। 'নিঃশ্রেয়স্' শব্দের অর্থ—ভগবানের অনুগ্রহ, ভগবৎকৃপা। উহাই জীবের নিত্যমঙ্গলের প্রসূতি। বর্ত্তমানে আমরা মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছি। এই নরতনুই ভগবদ্ভজনের মূল। মনুষ্যেতর দেহে হরিভজন হয় না। অচেতন বস্তুসমূহ ইন্দ্রিয়াভাবে বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না; সুতরাং তাহারা শব্দ শ্রবণ বা শব্দব্রহ্মের আবাহন করিতে অক্ষম। কিন্তু আমাদের চেতনতা আছে, আমরা চেতনের বৃত্তির দ্বারা শব্দব্রহ্ম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে পারি এবং সেই শব্দব্রহ্মের শ্রবণ-কীর্ত্তন-দ্বারাই আমাদের নিত্যমঙ্গল উদিত হয়।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের এবং ইহ জন্মেরও আমাদের ইন্দ্রিয়জ বা অক্ষজ জ্ঞানের অকর্ম্মণ্যতা উপলব্ধি করিয়াছি। আমাদের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হইতেছে না বলিয়া আমরা আধ্যক্ষিক জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলির অনিত্যতা ও পরিবর্ত্তনশীলতা উপলব্ধি করিতে পারি। যাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারিলে সকল আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া যায়, এমন সর্ব্বোৎকৃষ্ট জিনিষটী পাইবার সৌভাগ্য একমাত্র মনুষ্যজন্মেই হইয়া থাকে। যখন আমরা মনে করি, আমরা বদ্ধ জীব, তখনই আমাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম দুইটী দেহের কথা মনে পড়ে। এই দুইটী অনিত্য ও পরিবর্ত্তনশীল দেহ-দ্বয়কে আত্মার সহিত সমজ্ঞান করা উচিত নহে। যখন আমাদের চেতনের বৃত্তি স্বাধীনতার অপব্যবহার করি, তখনই আমরা স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহে আবৃত হই—যখন আমরা পরমাত্মা পরমেশ্বরের সেবা ভুলিয়া যাই, তখনই আমরা অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা, প্রকৃতির ভোক্তা ও কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করি। কিন্তু এই সকল অভিমান—প্রাকৃত। যখন আমাদের চেতনের বৃত্তি বহির্জ্জগতের বিষয় ভোগ করিতে প্রমত্ত থাকে, তখনই ঐ বৃত্তিকে মন কহে। এই মন—আত্ম-স্বরূপের বিরূপাবস্থা—ভগবদ্বিস্মৃতি—জড়ের ভোক্তা; এই মন আত্মার সুপ্তাবস্থায় জাগ্রত থাকিয়া গোপ্তা-স্বরূপে কর্ত্তৃত্বাভিমানে বিষয় ভোগ করে; এই মনই আত্মাকে বঞ্চিত করিয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করে; পুণ্য-পাপের বশবর্ত্তী হইয়া কখনও স্বর্গ কখনও নরক ভোগ করে; সুতরাং এই মনই আত্মার সর্ব্বপ্রধান শত্রু। এই মনকে নিগ্রহ করাই সর্ব্বশাস্ত্রের অভিপ্রায়।

কিন্তু যখন আমরা মনে করি যে, আমরা পরমাত্মা পরমেশ্বরের অংশীভূত জীব, পরমেশ্বরের সহিত ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে—চেতনাংশে অভিন্ন এবং তিনি বিভুচিৎ, আমরা অণুচিৎ—এই বিচারে ভিন্ন, তখন আমরা স্বরূপে অবস্থিত শুদ্ধ জীবাত্মা, কিন্তু তাই বলিয়া ঘটাকাশ-মহাকাশ-ন্যায় অবলম্বন করিতে হইবে না অর্থাৎ আমাদের পাঞ্চভৌতিক দেহভঙ্গে আমাদের আত্মা পরমাত্মার সহিত লীন হইয়া যাইবে এরূপ মায়াবাদ অবলম্বন করিতে হইবে না। আমরা অণুচিৎ জীব বিভুচিৎ পরমেশ্বরে পরিণত হইব না। সসীম বস্তু কখনও অসীম হইতে পারে না। জীব ও ঈশ্বরে নিত্য ভেদ বর্ত্তমান। আমাদের সীমাবদ্ধ আধ্যক্ষিক-জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত করিতেছে যে, আমরা অর্থাৎ জীব কখনও 'ঈশ্বর' পদবাচ্য হইতে পারি না। ঈশ্বর ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্, তিনি পরব্রহ্ম, অতি বৃহৎ; তাঁহার সমান বা তাঁহার চেয়ে বড় আর কেহই নাই। ওহে জীব, তোমার সেই ভগবত্তা কোথায়? তোমার সেই বৃহত্ত্ব কোথায়? তোমার অসীমত্ব কোথায়? তুমি যে সসীম, তুমি যে ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র, একবারও কি তাহা ভাবিয়া দেখ না? শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়া জানাইয়াছেন যে, আমরা কার্ষ্ণবস্তু, আমরা বৈষ্ণব অর্থাৎ আমরা কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বস্তু; আমরা কৃষ্ণ নহি বা বিষ্ণু নহি। কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-বিগ্রহই বিষ্ণু এবং বিষ্ণুর মাধুর্য্য-বিগ্রহই কৃষ্ণ। বস্তুতঃ কৃষ্ণ বা বিষ্ণুতে কোন ভেদ নাই। কার্ষ্ণস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ সেবা ব্যতীত আমাদের অন্য কোন কৃত্য নাই।

যখনই আমরা কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া যাই, তখনই স্বরূপ-বিস্মৃত হইয়া মায়ার কবলে কবলিত হই। তখন মনের কার্য্যই প্রবল হইয়া ইন্দ্রিয়-দ্বারা বিষয়ভোগে ব্যস্ত হই। আমাদের চেতনের বৃত্তি বর্ত্তমানে দেহ-মনোআবদ্ধ; সুতরাং বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলি হৃষীকেশ কৃষ্ণের প্রীত্যর্থে নিযুক্ত না

হইয়া বিষয়ভোগে প্রমত্ত। কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া মন সহস্র বিষয়ে প্রধাবিত হইলে সহস্র দিক হইতে সহস্র সহস্র বিষয় এক সম্মীলিত ঝঞ্ঝাপ্রবাহের ন্যায় মনকে নাস্তানাবুদ করে। কাজেই আমরা তখন কৃষ্ণসেবা বঞ্চিত হইয়া 'বিষয়ী' বলিয়া অভিহিত হই। কিন্তু যখন সাধুগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় আমরা আত্মস্থ বা স্বরূপস্থ হই অর্থাৎ আমাদের স্বরূপজ্ঞানের উদয় হয়, তখনই আমরা কৃষ্ণসেবায় ব্যস্ত হই, তখন আমাদের স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহের প্রতীতি ক্রমশঃ শিথিল হইয়া যায়, আগন্তুক কর্তব্যবুদ্ধিগুলি হইতে ছুটী পাইয়া বিষয়গুলিকে কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্যুক্ত করিবার সৌভাগ্য পাই। তখন আমরা বুঝিতে পারি, আমরা কৃষ্ণের নিত্যদাস এবং 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং' অর্থাৎ জাগতিক সমস্ত বস্তুই ভগবানের সেবার উপকরণ বলিয়া আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়।

আমরা সম্বন্ধজ্ঞানেরেরে বুঝিতে পারি যে, বৈকুণ্ঠধামে পার্থিব মলিনতা নাই এবং নশ্বর মর্ত্যজগতে বৈকুণ্ঠ-প্রতীতি নাই। মর্ত্যবুদ্ধিবশতঃ আমরা এই ভ্রমে পতিত হই যে, আমরা বদ্ধজীব, জন্মমরণশীল বস্তু। আমরা স্থূল-সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত। এই ভ্রমবশতঃই আমরা দেহ-মনে আত্মবুদ্ধি করিয়া অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা জড়ভোক্তা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি। কিন্তু সাধুসঙ্গ-প্রভাবে আমরা জড়াভিমান পরিত্যাগ-পূর্বক ভগবানের পাদপদ্মে উপনীত হইতে পারি। আধ্যক্ষিক জ্ঞানই বর্তমানে আমাদের বন্ধন। এই বিভুপতাড়িত আধ্যক্ষিক জ্ঞান আমাদিগকে জড়ীয় বিষয় গ্রহণ করিবার যোগ্যতা প্রদান করে। দেহ-মন জড়েন্দ্রিয়-সাহায্যে জড়ভোক্তা; আত্মার জড়েন্দ্রিয় নাই, উহা চিদিন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণকারী কৃষ্ণদাস।

তটস্থ-ধর্মবশতঃ জীব চিৎ ও অচিৎ জগতের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। চিচ্ছক্তির আশ্রয়ে উন্মুখাবস্থায় চিন্ময়ধামে কৃষ্ণসেবা-সুখ-লাভের যোগ্যতা জীবের আছে, আবার অচিচ্ছক্তি বা মায়াশক্তির ভোক্তাভিমানে বদ্ধাবস্থায় চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ডে শুভাশুভ কর্মের নাগরদোলায় কখনও স্বর্গে, কখনও নরকে ভ্রমণ করিবার অধিকারও তাহার আছে। মুক্ত অবস্থা আর কিছুই নহে, স্বরূপে অবস্থিত হ'য়ে সর্বেন্দ্রিয়ে আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন। যখন স্বরূপ-বিস্মৃত হই, তখনই আমরা আমার দাসত্বমূলে জগতের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এই পাঁচটী অমিত্য বিষয়-ভোগে প্রমত্ত হই; কিন্তু জগতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই। এ প্রপঞ্চে যে সুখের আভাস দেখা যায়, তাহা দুঃখেরই নামান্তর মাত্র। এই মোহগর্তের আধারে পড়িয়া আমরা বুঝিতে পারি না, আমরা কেন এখানে এলাম, কোথায় আমাদের গন্তব্য স্থান এবং কে আমাদের নিত্যবান্ধব। স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারই ইহার মূলীভূত কারণ; অর্থাৎ আমরা চেতন বস্তু, 'জগতের বিষয় ভোগ করিবার আমাদের অধিকার আছে' যখনই এরূপ অভিমানে আমরা অভিভূত হই, তখনই কর্মফলে পড়িয়া কখনও সুখ, কখনও দুঃখ ভোগ করিতে থাকি; কিন্তু যখন সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় আমরা দিব্যজ্ঞান লাভ করি, তখন বুঝিতে পারি, জড় বিষয়ের ভোক্তা আমাদের স্থূল দেহ এবং সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন স্বরূপ-রূপের সেবা হইতে বিচ্যুত করিয়া আমাদিগকে ভোক্তাভিমান করায়; আমাদের আত্মা বর্তমানে সুপ্ত আছে বলিয়া আত্মার agent অর্থাৎ গোমস্তাস্বরূপ মন বিভুপতাড়িত হইয়া জড়ের ভোক্তাভিমানে আত্মাকে নিত্য চিধামস্থ হইতে বঞ্চিত করিতেছে। কিন্তু যখন আত্মা জাগ্রত হয়, তখন পরমাত্মারূপী কৃষ্ণের নিত্যসেবাই তাঁহার স্বরূপের নিত্য-ধর্ম বলিয়া বুঝিতে পারে। বদ্ধাবস্থায় আমাদের পঞ্চবিধ সম্বন্ধ দূষিত হয়। এই পঞ্চবিধ সম্বন্ধ আমাদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে স্থাপন করি। আমাদের মধ্যে যাঁহারা উদিতবিবেক ও সারগ্রাহী, তাঁহারা এই জাগতিক পঞ্চবিধ সম্বন্ধের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া শ্রীভগবানের সহিত এই পঞ্চবিধ সম্বন্ধে সম্বন্ধিত হন। আমাদের মধ্যে যাঁহারা কর্মী, তাঁহারা ইন্দ্রিয়জ্ঞানে অধোক্ষজ বস্তুর সান্নিধ্য লাভ করিতে না পারিয়া জড়-সুখে প্রমত্ত হন। আমাদের মধ্যে যাঁহারা নির্বিশেষজ্ঞানী, তাঁহারা ইন্দ্রিয়জ্ঞানে কর্মফল-বাধ্য না হইয়া ত্রিপুটী-বিনাশ-সাধন-পূর্বক নির্বিশেষব্রহ্মে লীন হইতে চাহেন। আমরা এই কর্মকাণ্ডী ও জ্ঞানকাণ্ডিগণের ফলভোগবাদের বা ফল্গুবৈরাগ্যের বহুমাননা করিতে পারি না। অক্ষজজ্ঞানের বা অহংগ্রহোপাসনার ফলস্বরূপ যে পর্যন্ত আমরা উপলব্ধি করিতে না পারি, সে-কাল পর্যন্ত ভুক্তি-মুক্তি-পিশাচী আমাদের হৃদয় প্রবলভাবে অধিকার করিয়া বসে। কিন্তু যখন হরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় আমরা উপাস্য, উপাসক ও উপাসনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি, তখন

আমাদের 'কণ্ডুয়ন, জ্ঞানকাণ্ড সকলি বিষের ভাণ্ড' বলিয়া জানিতে পারি। জীবের এই দুর্দশা দর্শন করিয়া জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কলিযুগের যুগধর্ম পতিতপাবন শ্রীনাম-সংকীর্তনের উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন।

তিনি সংকীর্তন-প্রবর্তক কলিযুগপাবনাবতারী মহাবদান্য। তিনি তৃণাদপি শ্লোকে চারিটী বাক্যে সর্বদা কৃষ্ণকীর্তনই যে জীবের একমাত্র কৃত্য, তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। তৃণাদপি সুনীচ হইয়া, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু-সম্পন্ন হইয়া নিজে অমানী এবং সকলকে মানযোগ্য। সম্মান দিয়া সর্বদা হরিকীর্তন করাই জীবের একমাত্র শ্রেয়ঃ। শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিহত জীবসমূহকে ভবব্যাধিনাশক শ্রীহরিনাম-সংকীর্তনরূপ মহৌষধি প্রদান করিয়া মহাবদান্য। যাঁহারা পরমানন্দ লাভ করিতে ইচ্ছুক, নিত্যানন্দ-ধনে ধনী হইতে অভিলাষী, তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনামসংকীর্তন করিবেন। এই হরিনাম শ্রীহরি হইতে অভিন্ন; তিনি নিত্য-শুদ্ধ-পূর্ণ-মুক্ত চিন্তাবপি কৃষ্ণচৈতন্যরসবিগ্রহ। এই হরিনাম জাগতিক শব্দ-সামান্য নহেন। এই হরিনামকে আত্মা, ব্রহ্ম, পরমাত্মা কিম্বা ভিন্ন ভিন্ন দেশের মনঃকল্পিত উপাস্য-বিগ্রহের সহিত সামঞ্জস্য করিতে হইবে না আভিধানিক শব্দগুলি আমাদিগকে যে প্রত্যভিজ্ঞান প্রদান করে, তাহা খণ্ড ও অসম্পূর্ণ। সেই শব্দগুলি এবং তদ্দ্বারা নির্দিষ্ট বস্তুগুলির মধ্যে মায়ার ব্যবধান আছে। শব্দগুলি কিছু বস্তু নহে; কিন্তু পরব্যোমে উদ্ভূত নাম—নামীর রূপ-গুণ-লীলা হইতে অভিন্ন।

জড় শব্দ আমাদিগকে জড়জ্ঞান ও জড়ানন্দ দিতে পারে, কৃষ্ণজ্ঞান বা কৃষ্ণানন্দ দিতে পারে না। কিন্তু শব্দব্রহ্ম কৃষ্ণনাম আমাদিগকে কৃষ্ণজ্ঞান ও কৃষ্ণপ্রেম দিতে পারে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু আমাদিগকে এই জড়কোলাহল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীগুরুমুখপদ্ম-বিগলিত কৃষ্ণকোলাহল শ্রবণ করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন; শ্রীগুরুদেবই অন্বয়তঃ শতকরা শতভাগ কৃষ্ণ-কীর্তনমুখে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত। তিনি 'অহং ব্রহ্মাস্মি' জ্ঞানের মূলোৎপাটনকারী তৃণাদপি সুনীচ। তিনি বহির্মুখ জীবের বা জগতের নানাবিধ অত্যাচার, অবিচার, অসুবিধা ও নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু। তিনি জগতের প্রত্যেক জীবকে—প্রত্যেক বস্তুকে হরিকীর্তন-প্রচারের সেবাসৌভাগ্য প্রদান করিয়া অমানী ও মানদ; তিনি জাগতিক ঐশ্বর্যের মধ্যে, সমস্ত বিষয়ের মধ্যে বিষয়ী থাকিয়াও নির্লিপ্ত। তিনি শিক্ষাষ্টকাবাদ্যমিদং সর্বং'-মন্ত্রে নিত্য দীক্ষিত।

বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত, নিরন্তর কিঙ্করোপাসক আপনাকে 'চিৎকণ জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস' জানিয়া জগতের প্রত্যেক জীবকে কৃষ্ণভোগ্য ও প্রত্যেক বস্তুকে কৃষ্ণসেবার উপকরণ বলিয়া জানেন। তিনি কর্মীর ন্যায় জড়োন্নতি-বাদী বা রাবণের সিঁড়ি-বাঁধার ন্যায় নির্বিশেষবাদী জ্ঞানী নহেন। ভগবদ্ভক্ত পশুপক্ষিকীটের চিন্তাস্রোতে গা ভাসাইয়া দেন না। তিনি জাগতিক কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ নহেন বলিয়া লোকের প্রশংসা বা নিন্দাতে সমবুদ্ধি ও অবোধদর্শী—লোকপক্ষ, বেদপক্ষ, সামাজিক তাড়ন, ভর্ৎসন, ঘৃণা, লজ্জা প্রভৃতিতে উদাসীন থাকিয়া বিপ্রলম্ভ-ভাবে কৃষ্ণকীর্তনে সর্বদা ব্যস্ত। তিনি শ্রৌত-পন্থায় জীবের নিত্য মঙ্গলবিধানার্থ কৃষ্ণকীর্তনে প্রমত্ত; সঙ্কীর্তন কৃষ্ণকীর্তন ব্যতীত জীবের অন্য কোন কৃত্য নাই, ইহাই তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস। অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ ব্যতীত তাঁহার অন্য কোনও ইতর অভিলাষ নাই। শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ ও শ্রীবিগ্রহ—শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। এই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, শ্রীনামের স্বরূপ ও নিজের স্বরূপ অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের উদ্দিষ্ট নাম-সংকীর্তন। যে কাল পর্যন্ত বিন্দুমাত্র দেহ-মনের স্মৃতি থাকে, সেকাল পর্যন্ত কৃষ্ণকীর্তন হয় না। সাধুগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ের পরিমাণে দেহ-মনঃ স্মৃতির বৈধিগ্যক্রমে শ্রীনামপ্রভু জীবহৃদয়ে উদিত হন। তখন 'হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে, শব্দরূপে নাম নাচেন অনুক্ষণ'। শ্রীনামের স্বরূপ—সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ; শ্রীনামপ্রভুর কৃপায় জীবের শুদ্ধহৃদয়ে স্ফূর্তিলাভ করে। সরলতাপূর্ণ হৃদয়ে, চিন্ময় নয়নে, সেবোন্মুখ জিহ্বায়, শ্রবণোন্মুখ কর্ণে, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাময়ী ইন্দ্রিয়গণে অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্তিলাভ করেন। সেবাবিমুখ বা কৃষ্ণবহির্মুখ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি জড়ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্তনে সর্বশ্রেষ্ঠ লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনের আভাসে সর্ব পাপ ও সংসারবন্ধন বিগলিত হয়। তখন ন্যূনাভাসে যুক্ত হইলে জীব শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনের অধিকারী

হন। ভগবদ্ভক্তগণ অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীনামসংকীর্তন-মুখেই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন।

জড়জগতে আমরা 'রস' বলিয়া একটা জিনিষ দেখিতে পাই। এ রস আস্বাদনের বস্তু হইলেও ইহা নশ্বর ও হেয়; কিন্তু অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণে এই রস উরতোজ্জ্বল। এই রস শাশ্বত। জড় রসের সহিত এই চিদ্রসের নিত্য বৈশিষ্ট্য আছে। জড় রস খণ্ড ও অসম্পূর্ণ, চিদ্রসের হেয় ও বিকৃত প্রতিফলন। কৃষ্ণ—'রসো বৈ সঃ'; এই চিদ্রস আত্মার চিন্ময় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; উহা অক্ষেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। জড় রস নিত্যকাল স্থায়ী নয়, কিন্তু চিদ্রস বা কৃষ্ণপ্রেমরস জড় রসের ন্যায় বিকৃত হয় না। যে-কাল পর্য্যন্ত আমরা শ্রেষ্ঠতম কৃষ্ণরসের রসিক না হই, অথবা কৃষ্ণকথা শ্রবণ কীর্তনে তাতকচিবিশিষ্ট না হই, সে-কাল পর্য্যন্ত আমাদের জড়রস-আস্বাদে অনাস্থা বা ঔদাসীন্য উচিত হয় না। রসময় শ্রীকৃষ্ণের সেবাতেই আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য পর্য্যবসিত। আমাদের নিজ-সুখ-নিমিত্ত কৃষ্ণের সেবা করা উচিত নয়। হৃষীকেশের হৃষীকতর্পণে আমাদের ইন্দ্রিয় নিযুক্ত থাকা উচিত। যত কিছু ভোগের সামগ্রী জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, সকলের ভোক্তা ও কর্ত্তা—গোবিন্দ। সেবোন্মুখ রসনায় ও ইন্দ্রিয়ে শ্রীকৃষ্ণ গ্রাহ্য। বিদগ্ধকৃচি-বৃত্তিতে শব্দের তাৎপর্য্য কৃষ্ণকীর্ত্তন ব্যতীত আর কিছুই নয়। পক্ষান্তরে যদি আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তন বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ বিস্মৃত হই, তাহা হইলে আমরা স্বার্থপূর্ত্তিপরায়ণ বিষয়-বিচারপরে পতিত হইব। তখন "রসো বৈ সঃ" কৃষ্ণ-সেবা-ব্যতীত আর কিছু বস্তুর সেবা হইয়া যাইবে। অখিলরসামৃতসিন্ধু কৃষ্ণ আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিপতি—হৃষীকেশ—গোবিন্দ। আমরা তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হইলে অচেতনের সেবায় নিযুক্ত হইয়া অচিৎএ পরিণত হইব। তখন চিন্ময় রস আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে, জড় রসের বঞ্চনা দ্বারা আমাদের জীবন অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পরম দয়ালু, তিনি আমাদিগকে জড় রস হইতে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার পাদপদ্মরজঃ পান করাইবার জন্য প্রস্তুত করান। তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তাঁহার নামসংকীর্ত্তনে আমাদের সর্ব্ববিধ অমঙ্গল বিদূরিত হয় এবং আমাদের চিত্তনির্ম্মল হইলে পর তিনি তাহাতে উদিত হন।

অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা—শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণনাম—নিত্য-শুদ্ধ-পূর্ণ-মুক্ত। নাম-নামী—অভিন্ন। আনুষঙ্গিক শব্দ-পদার্থ সহিত কৃষ্ণনামের তুলনা করিতে হইবে না। অনেক সময় কৃষ্ণনামের সহিত শব্দ-সামান্যের তুলনামূলে আমরা ভ্রমে পতিত হইয়া থাকি। এই ভ্রম বশতঃই আমাদের নাম ও নামাপরাধে অভেদ-বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। নাম কিছু নামাপরাধ নহে, নামাপরাধও নাম নহে, নাম—নির্ম্মল ভাস্কর, নামাপরাধ—গাঢ় অন্ধকার-সদৃশ। নাম—পূর্ণ ও অখণ্ড বস্তু। আমরা ইন্দ্রিয়চালন-ব্যাপারে অপরাপর ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লইয়া থাকি, কিন্তু কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম স্বতন্ত্র বস্তু। কৃষ্ণনাম-উচ্চারণে অপর ইন্দ্রিয়-চতুষ্টয়ের সাহায্য আবশ্যক করে না। কৃষ্ণনাম-উচ্চারণে কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা স্বয়ং প্রকাশিত হয়। জড়জগতের শব্দ-উচ্চারণে তৎসম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভের জন্য অপর ইন্দ্রিয়-চতুষ্টয়ের সাহায্য আবশ্যক করে, কিন্তু কৃষ্ণনাম-উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে কৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্য স্বয়ং স্ফূর্ত্তি-লাভ করে। কৃষ্ণনামের সহিত দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি ইতর প্রাণীর জড়ীয় নামের তুলনা করিতে হইবে না। কৃষ্ণনাম কোন আভিধানিক শব্দ নহেন বা ধাতুনিষ্পন্ন সংজ্ঞা নহেন। কৃষ্ণনাম কোন মায়িক বস্তুর দ্বারা আবৃত হইবার বস্তু নহেন, কৃষ্ণনাম—স্বতঃ, স্বেচ্ছাময়। জড় জগতের শব্দ ও শব্দের উদ্দিষ্ট বস্তুর সহিত মায়িক ভেদ থাকে, কিন্তু বৈকুণ্ঠধামে শব্দ-শব্দীতে, নাম-নামীতে, স্বরূপ ও বিগ্রহের মধ্যে কোন মায়িক ব্যবধান নাই।

এই কলিযুগে জীবসকল জড়ীয় জ্ঞান ও জড়-শব্দে প্রমত্ত এবং তাহাদের আধ্যক্ষিক জ্ঞানের গতি আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণনাম-উচ্চারণ করিলে চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়, ভবদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, হৃদয়ে চিৎশক্তি-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। যত বাধাবিঘ্ন থাকুক না কেন, শ্রীকৃষ্ণনাম সেই বাধাবিঘ্নহর। যতই হৃদয়ে কুসংস্কার-রূপ আবর্জ্জনা থাকুক না কেন, শ্রীকৃষ্ণনাম-উচ্চারণে হৃদয় বিমল হয়, সমস্ত ভ্রম-ভ্রান্তি বিদূরিত হয়। অবশ্য নামোচ্চারণ কালে প্রথম অবস্থায় হৃদয়ে জন্ম-জন্মান্তরের আবিলতা ও

অনর্থরাশি অবস্থানের দরুণ শুদ্ধ নাম উচ্চারিত হয় না বটে, কিন্তু অবিশ্রান্ত নামোচ্চারণের প্রভাবে সেই সমস্ত অনর্থ ক্রমশঃ দূরীভূত হয়।

বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত হইয়া আমাদের রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ-সংক্রান্ত অনেক জাগতিক বিষয় মানসপটে অঙ্কিত আছে। সেই অঙ্কিত চিত্রগুলি ত্রিগুণ-তাড়িত চিত্তকে কলুষিত করিয়া বিপথগামী করায়। নামোচ্চারণ-প্রভাবে নামের কৃপায় জড়বিষয়ের প্রভাব খর্ব্বিত হইয়া চিৎপ্রভাব বিস্তার করে। সাধু-গুরু-মুখে নামোচ্চারণের প্রাক্কালে দশবিধ অপরাধের বিষয় শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। দশ-অপরাধ-বর্জ্জিত নামোচ্চারণ না করিলে আমরা চিন্ময় ধামে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারি না। যদি আমরা শুদ্ধ নামোচ্চারণকারী সাধুগুরুবর্গের প্রতি মর্ত্ত্যবুদ্ধিবশতঃ অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি, কিম্বা তাঁহাদিগকে আমাদেরই মত ভ্রান্ত জীব মনে করি, অথবা যাহারা ঐরূপ সাধুনিন্দা করে, তাহাদিগকে প্রশ্রয় দেই, তবে আমাদের সাধুনিন্দারূপ প্রথম নামাপরাধ হইবে। যদি কৃষ্ণকে অন্যান্য আধিকারিক দেবতাবৃন্দের সহিত সমান জ্ঞান করি এবং কৃষ্ণনামের সর্ব্বোত্তমতা স্বীকার না করিয়া অন্য দেবতাগণকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর-জ্ঞানে তাঁহাদের নামের সহিত কৃষ্ণনামের সাম্যত্ব করি, তবে আমাদের দ্বিতীয় নামাপরাধ হইবে। কৃষ্ণনাম সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞাপক, নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত, নাম-নামী অভিন্ন। কৃষ্ণনামের সহিত অপর কোন নামের তুলনাই হইতে পারে না। কৃষ্ণনাম ব্যতীত অপর নামে নিত্যত্ব, শুদ্ধত্ব, পূর্ণত্ব ও মুক্তত্ব নাই; সেই সকল নাম আপেক্ষিক ধর্ম্মযুক্ত, কিন্তু কৃষ্ণনাম স্বতন্ত্র ও স্বরাট্। নাম-শ্রবণে অন্তঃকরণের শুদ্ধিলাভ ঘটে। শুদ্ধ অন্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণের রূপ স্ফূর্ত্তিলাভ করে, রূপের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইলে গুণের স্ফূর্ত্তিলাভ হয়। গুণের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইলে পরিকর-বৈশিষ্ট্যের এবং তৎপর লীলার সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। এই সমস্ত বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে দ্বিতীয় নামাপরাধ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং আমাদের কৃষ্ণনামের সহিত অপরাপর নামের সাম্যজ্ঞানরূপ অপরাধ করা উচিত নহে। কৃষ্ণনামেই সর্ব্বশক্তি আছে, সর্ব্ব সুবিধা আছে, সকল আনন্দ আছে। অপর নামে সঙ্কীর্ণতা, সীমাবদ্ধতা, অসম্পূর্ণতা থাকার দরুণ আংশিক তত্ত্বজ্ঞান ও আংশিক আনন্দ পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু কৃষ্ণনামে—অখণ্ড, পূর্ণানন্দ, পূর্ণজ্ঞানময়। ব্রহ্ম ও পরমাত্মার নাম সেরূপ পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণ আনন্দময় নহে। দধি-দুগ্ধের সমজ্ঞান আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতার জ্ঞাপক। দুগ্ধ হইতে দধি উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু দধি কিছু দুগ্ধ নহে, কিম্বা দুগ্ধ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থও নহে। তদ্রূপ কৃষ্ণনাম ত্রিগুণতাড়িত হৃদয়ে উদিত না হওয়ার দরুণ বিভিন্ন সংজ্ঞায় বিভিন্ন বস্তু পরিদৃষ্ট হয়। নির্গুণ হৃদয়ে নির্গুণ কৃষ্ণনাম উদিত হয়। সগুণ হৃদয়ে সগুণ দেবতা উদিত হইয়া থাকেন, কৃষ্ণনামের উদয় হয় না। কৃষ্ণই আমাদের একমাত্র উপাস্য বস্তু, প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে প্রেমের ঠাকুরের উপাসনা হয়। ঐশ্বর্য্য-বিধিল প্রেমে প্রেমময় কৃষ্ণের সেবা হয় না। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণনামের সহিত রাম-নামের তুলনা হইতে পারে না। কৃষ্ণনামে যে রসামৃতসিন্ধু উদ্বেলিত হয়, রামনামে তাহার কোটাংশের একাংশও হয় না, যেহেতু কৃষ্ণনাম—পূর্ণতম, রামনাম—আংশিক। কৃষ্ণনাম—পূর্ণতম, অবতারী, অংশী; রামনাম—পূর্ণ, অংশ ও অবতার। কৃষ্ণনাম নির্গুণ, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, তিনি সমস্ত সত্তা, সমস্ত জ্ঞান, ও সমস্ত আনন্দের আকর; তিনি সর্ব্বকারণকারণ। নিষ্কপট নির্গুণ সেবকের প্রেমসেবা তিনি গ্রহণ করেন। অবতারী কৃষ্ণের নামে যে আনন্দা-মৃতের খনি আছে, ব্রহ্ম-শঙ্করের নামে সেরূপ আনন্দের খনি নাই। অতএব ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবতাকে কৃষ্ণের সহিত তুলনা করা পাষণ্ডত্বরূপ দ্বিতীয়াপরাধ।

তাইবলিয়া অন্যান্য আধিকারিক দেবতাগণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের সাম্যত্ব করিতে হইবে, এরূপ নহে। যেহেতু শ্রীরামচন্দ্র—বিষ্ণু, নির্গুণ, সকল দেবতার ঈশ্বর; আধিকারিক দেববৃন্দ সগুণ, সুতরাং মায়াবশযোগ্য; শ্রীরামচন্দ্র—মায়াধীশ। শ্রীকৃষ্ণ—অবতারী, শ্রীরামচন্দ্র—অবতার। শ্রীকৃষ্ণ—লীলা পুরুষোত্তম। শ্রীকৃষ্ণে লীলা-মাধুরী, বেণু-মাধুরী, ও রূপ-মাধুরী, প্রেম-মাধুরী পূর্ণমাত্রায় আছে; শ্রীরামচন্দ্রে ঐ সমস্ত গুণ পরিলক্ষিত হয় না বলিয়া তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন নারায়ণ। চারিটি রসে আংশিকভাবে শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনা হয়, কিন্তু পঞ্চরসে পরিপূর্ণ-মাত্রায় শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সেব্য উপাস্যবিগ্রহ। পরিপূর্ণভাবে "রসো বৈ সঃ"ই সেব্যবিগ্রহ। সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বিষ্ণু—পালনকর্ত্তা, রজোগুণের অধিষ্ঠাতৃ

দেবতা ব্রহ্মা—সৃষ্টিকর্ত্তা ও তমোগুণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা রুদ্র—সংহারকর্ত্তা; ইহাঁদের সহিত বিষ্ণুর উপাসনাই ভেদ। ত্রিশক্তিতত্ত্ব মহাবিষ্ণুই সত্ত্বগুণাশ্রয়ে পালনকর্ত্তা, রজোগুণাশ্রয়ে সৃষ্টিকর্ত্তা ও তমোগুণাশ্রয়ে সংহারকর্ত্তা। সুতরাং সত্ত্বগুণের সহিত রজস্তমোগুণের সামঞ্জস্য করিয়া নারায়ণের সহিত ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবতার সমজ্ঞান—দ্বিতীয় নামাপরাধ।

গুর্ব্ববজ্ঞাই তৃতীয় নামাপরাধ। গুর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়। শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত মানব ইন্দ্রিয়জ-প্রত্যক্ষের প্রভাবে অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা, সুতরাং ভগবৎপাদপদ্মসেবালাভে অসমর্থ। শ্রীগুরুদেব স্বয়ংরূপ ভগবানের স্বয়ংপ্রকাশবিগ্রহ। তিনি আশ্রয়জাতীয় সেবক ভগবান্, অথচ বিষয়জাতীয় সেব্য ভগবান্ হইতে পৃথক্ নহেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম লীলাপুরুষোত্তম শ্রীনন্দনন্দন হইতে অভিন্নাভেদাভেদতত্ত্ববিশিষ্ট। সূর্য্যালোকের সাহায্যে যেরূপ সূর্য্যদর্শন সম্ভব—কৃত্রিম আলোকে সূর্য্যদর্শন সম্ভবপর নহে, তদ্রূপ গুরুকৃপালোকে বিষয়ালয় সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হইলে কৃষ্ণসাক্ষাৎকার লাভ ঘটে। আধ্যক্ষিক জ্ঞান অতি বড় সুবুদ্ধিসম্পন্ন হইলেও সেবা নেওয়ার ধর্ম্মে অবস্থিত বলিয়া বৈকুণ্ঠ-প্রতীতির সীমানায় পৌঁছিতে অসমর্থ। অতএব তুরীয় অধোক্ষজ-জ্ঞান গুরু-কৃপা-ব্যতীত লভ্য নহে। আমরা অধোক্ষজ বস্তুর জ্ঞান-লাভে যতই চেষ্টা করি না কেন, শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাকণা ব্যতীত সমস্ত দূরদৃষ্টবাতীর ন্যায় পণ্ডশ্রম-মাত্র। শাস্ত্রজ্ঞানে অধিকার-লাভ—গুরুকৃপালোকসাপেক্ষ। অক্ষজ-জ্ঞানে শাস্ত্রজ্ঞানলাভের চেষ্টা—ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিষ্ফল। জড় নয়নের সাহায্যে আকাশার্দ্ধ দৃষ্ট হয়, অপরার্দ্ধ অবচ্ছন্ন পৃথ্বী দ্বারা আবৃত। জড় চক্ষে ৩৬০ ডিগ্রীর চতুর্থাংশ ৯০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত কোণজ-দর্শন সম্ভব; অপর তিনের চার অংশ গোচরীভূত হয় না; তদ্রূপ মানবজ্ঞানে তুর্কপন্থা একের চারি অংশ বলিয়া অধোক্ষজজ্ঞানের পরিপন্থী। অধোক্ষজ জ্ঞান বাস্তবসত্যে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং পরিপূর্ণ। মানবজ্ঞান সসীম, খণ্ড ও অসম্পূর্ণ বলিয়া অধোক্ষজজ্ঞান অক্ষেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। কিন্তু যখন মানব খণ্ডজ্ঞানের অকর্ম্মণ্যতা উপলব্ধি করিয়া গুরুকৃপা-লাভের জন্য সেবোন্মুখ কর্ণদ্বারা গুরুমুখপদ্মবাণী অহরহ পান করেন, তখনই শ্রীনামপ্রভু স্বয়ংরূপে তাঁহার কর্ণরন্ধ্র-পথে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার হৃদয়ের সর্ব্ববিধ অনর্থ দূর করিয়া আধিপত্য বিস্তার করেন।

শাস্ত্রের শাব্দিক অর্চ্চামূর্ত্তির উপর আমাদের নির্ভর করা উচিত। তাহা আমাদের অক্ষজ জ্ঞানময় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। শাস্ত্রবাক্যে বা গুরুবাক্যে আমাদের অনাস্থা প্রদর্শন করা উচিত নহে। ভগবজ্জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে শ্রদ্ধান্বিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। শাস্ত্রবাক্যে অনাদরই চতুর্থ নামাপরাধ।

বৈকুণ্ঠনাম-সকল—অক্ষর। শ্রীহরিনামে প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, সর্ব্বপাপবীজ অবিদ্যা (স্বরূপভ্রম) দূরীভূত হয়। নাম অশেষ পাপহর বলিয়া যদি আমরা নামবলে পাপাচরণ করি, তাহা হইলে আমাদের পঞ্চম নামাপরাধ হইবে। এই অপরাধ মার্জ্জনীয় নহে। অন্য শুভ কর্ম্ম যথা—যাগ, যজ্ঞ, দান ব্রত, তপস্যা, অষ্টাঙ্গ যোগ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সহিত নামের তুলনা—ষষ্ঠ নামাপরাধ। হরিনামকীর্ত্তনকালে মনবধান—সপ্তম নামাপরাধ। অশ্রদ্ধধানে হরিনামোপদেশ—অষ্টম নামাপরাধ। হরিনামে অর্থবাদ—নবম নামাপরাধ। 'অহংমম বুদ্ধি'বশতঃ নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও নামগ্রহণে অপ্রীতি—দশম নামাপরাধ। যাঁহারা হরিনাম আশ্রয় করিয়া ভজন-প্রয়াসী, তাঁহারা দশবিধ নামাপরাধ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিবেন।

নামভজনকারী অষ্টপ্রকার বিধি পালন করিবেন। ১। শ্রীগুরু-বাক্যে এবং শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসই—শ্রদ্ধা। ২। নামপরায়ণ সাধুসঙ্গ। ৩। সাধুমুখ-বিগলিত-হরিকথা-শ্রবণ ও কীর্ত্তনই—ভজনক্রিয়া। ৪। তৎফলে সর্ব্বপ্রকার অনর্থনিবৃত্তি; সাধনরাজ্যে সাধকের এই চতুর্ব্বিধ প্রাথমিক ভজন-প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক। তৎপরে ৫। নামভজনকারীর শ্রীনামে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা হওয়া আবশ্যক। 'নিষ্ঠা' অর্থে—নৈরন্তর্য্য। ৬। সারসিকী রুচির সহিত নামগ্রহণ। ৭। নামে আসক্তি। ৮। ভাবভক্তি অর্থাৎ প্রেমের প্রাগ্‌ভাব; ইহাকে স্থায়ী রতি বলে। যাঁহার নামে স্থায়ী রতি বা প্রীত্যঙ্কুর জন্মিয়াছে, তাঁহার এই নয়টী লক্ষণ; যথা:—১। ক্ষান্তি, ২। অব্যর্থ-

কালক্ষেপ। ৬। বিরক্তি, ৫। নামশূন্যতা, ৫। আশাবন্ধ, ৬। সমুৎকণ্ঠা, ৭। নামগানে সদা রুচি, ৮। তৎগুণাখ্যানে আসক্তি, ৯। তদ্বসতিস্থলে প্রীতি।

ভাবভক্তিতে বা স্থায়ী রতিতে চারিটী সামগ্রী-সংযোগে রসের উৎপত্তি। এই রস হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে মনোধর্ম্ম হইতে মুক্তি লাভ হয়। তখন হৃদয়ের এমন একটী অবস্থা হয় যে, সর্ব্বক্ষণই কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলে বিশ্রম্ভের সহিত গুরুসেবা করিবার ইচ্ছা হয়। মন তখন নিষ্কপটাড়ম্বিত না হইয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় অভিলাষী হয়। প্রাকৃত জগতে যে পঞ্চবিধ রস আছে, তাহা জড় রস। চিন্ময় রসের সহিত উহার সামঞ্জস্য করিতে হইবে না। যেহেতু চিন্ময় রস অত্যন্ত উপাদেয়, নিত্যনবনবায়মান এবং জড় রস অত্যন্ত হেয় ও পূতিগন্ধময়।

ঈশ্বর ও জীবে অভেদবুদ্ধি করিতে হইবে না। ঈশ্বর—মায়াধীশ, জীব—মায়াবশ-যোগ্য। কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাই—প্রেম, আর আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাই—কাম। শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনে পূর্ণজ্ঞাত্র নববিধা ভক্তি হয়। ভাবভক্তির ঘনীভূত অবস্থাই—প্রেমভক্তি, ইহাই জীবের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু।

পঞ্চবিধ রসের যে-কোন একটী রসে স্বরূপস্থ হইয়া আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা ভক্তির লক্ষণ। তবে বিচার্য্য এই যে, কৃষ্ণসেবা করিয়া কৃষ্ণের নিকট হইতে আমাদের কোন বস্তু আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নহে। হে কৃষ্ণ! আমি ধন চাহি না, আমি জন চাহি না, সুন্দরী ভার্য্যা চাহি না, পাণ্ডিত্য চাহি না, এমন কি, মোক্ষ পর্য্যন্ত চাহি না, যে কোন জন্ম হউক না কেন, তোমার চরণে অহৈতুকী ভক্তি চাই। কৃষ্ণের নিকট কোন বস্তু চাওয়া, কৃষ্ণের ভোগের বিনিময়ে ভোগবৃদ্ধি করা, ইহা মস্ত অপরাধ; সুতরাং শুদ্ধভক্ত অপ্রাকৃত কামদেবের ইন্দ্রিয়-তর্পণে আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় নিযুক্ত রাখিবেন। ইহাই নিষ্কপট আদর্শ সেবা। শুদ্ধমনে এই সেবা উদিত হইলে জীবের নিত্যমঙ্গল লাভ হয়।

অবশেষে আপনাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, এ সম্বন্ধে অনেক জটিল বিষয়ের মীমাংসা করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সময় সংক্ষেপ; বারান্তরে শাস্ত্রযুক্তিমূলে সেই জটিল বিষয়ের সমাধান করিবার ইচ্ছা রহিল। মোট কথা এই যে, মনোধর্ম্মে যে ফলভোগবাদ বা ফলত্যাগবাদ কল্পিত আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে শুদ্ধমনে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা করাই জন্মের চরম উদ্দেশ্য। ইহার ফলে তাঁহাদের কৃপায় আমাদের কৃষ্ণপ্রেম-লাভ ঘটিবে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে
পারিতোষিক-বিতরণী সভা

গত ৩রা এপ্রিল (১৯৩২) রবিবার দিবস ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের বার্ষিক অধিবেশনে বালকগণের পারিতোষিক-বিতরণ-উপলক্ষে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য-মঠের 'অধিষ্ঠানমন্দির'-নাট্যমন্দিরে অপরাহ্ণ ৪॥ সাড়ে চার ঘটিকার সময় বিদ্বজ্জন-মণ্ডিত একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বর্ত্তমান মুগাচার্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে নদীয়া জেলার সেসন্ জজ শ্রীযুত ব্রজকান্ত গুহ বি-এ, আই-সি-এস্ মহোদয় এই সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি এডিসনাল সেসন্ জজ, শ্রীযুত অনাদিরঞ্জন বসু এস-ডি-ও, কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ সেন, এম্-এ, আই-ই-এস; শ্রীযুত সত্যশরণ গুহ প্রথম মুন্সেফ; শ্রীযুত রমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত দ্বিতীয় মুন্সেফ, শ্রীযুত সুধীন্দ্রকুমার মল্লিক বি-এল; শ্রীযুত ললিতকুমার চাটার্জ্জী এড্‌ভোকেট; শ্রীযুত উমাপদ চাটার্জ্জী বি-এল, শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি-এল, শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম-এ; শ্রীযুত মুরারিমোহন অধিকারী ডি-এস্-পি, শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার

ভৌমিক কানন্দো, শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার বসু ; শ্রীযুত অশ্বিনী কুমার দত্তকার ; শ্রীযুত কালীপদ রায় ; শ্রীযুত কালীপদ সরকার, শ্রীযুত বেণুপদ বিশ্বাস প্রমুখ বহু উচ্চপদস্থ ও উচ্চ-শিক্ষিত সজ্জন, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ এবং অন্যান্য স্থান হইতে আগত ও স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই সভায় যোগদান করেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রগণ নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পাদি দ্বারা সভামণ্ডপ সুসজ্জিত করেন। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বন্দনামুখে শ্রীল প্রভুপাদের, সভাপতি মহোদয়ের ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-গণের গলদেশে সুসজ্জিত সুগন্ধি পুষ্পমাল্য প্রদান-পূর্ব্বক সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

পরিষ্কাপীঠের ছাত্রগণ সংস্কৃতানুবাদ ও সভাপতি মহো-দয়কে প্রদত্ত একটি সংস্কৃত অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্রগণ একটী বাঙ্গালা ভাষায় ও অপরটী ইংরাজী ভাষায় লিখিত দুইটী অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ভেড্ মাষ্টার শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ বিদ্যালয়ের বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করেন।

অনন্তর সভাপতি মহোদয় ছাত্রগণকে পারিতোষিক বিতরণ করিলে পর কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মহো-দয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে একটী উপদেশপূর্ণ সারগর্ভ নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান-মুখে বলেন,—

"আজ সভাপতি মহোদয়ের আদেশক্রমে আমি আপনা-দের নিকট শিক্ষা-সম্বন্ধে কিছু বলবার প্রয়াস পাচ্ছি মাত্র। এই বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে—মানব-চরিত্রটাকে গঠন করা, জীবনের পূর্ণতা দান করা—যাহা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। ধর্ম্ম বিনা মনুষ্যজীবনের পূর্ণতা লাভ হয় না, একথা আমরা সকলেই অল্পবিস্তর স্বীকার করি বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তা' ভুলে যাই। নানা কারণে বর্ত্তমানে ধর্ম্ম-শিক্ষা এক প্রকার বাদ পড়ে গিয়েছে ; যা' হউক, এখানকার উদ্দেশ্য যে মহৎ, তা'তে কোন সন্দেহ নাই। আশা করি, ছাত্রগণ যেন এই উদ্দেশ্য ভুলে না যায়। ছাত্রজীবন সুখের বটে, কিন্তু এ সুখের দায়িত্ব আছে। সেটা চিন্তা ক'রে না ব'লে তা'রা বাইরের চাকচিক্যে মুগ্ধ হ'য়ে ছাত্র-জীবনটাকে ব্যর্থ ক'রে ফেলে। ছাত্রজীবন কিরূপভাবে যাপন করা উচিত—ছাত্রজীবনে চরিত্র ও শিক্ষা কিরূপ হওয়া দরকার, এ বিষয়টি প্রত্যেকেরই আলোচ্য বিষয় হওয়া আবশ্যক।"

অতঃপর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ জীবের কর্ত্তব্য, শিক্ষার উদ্দেশ্য, শ্রীচৈতন্যের দান ও অমন্দোদয়-দয়া, আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও অধোক্ষজ জ্ঞান প্রভৃতি নিত্যমঙ্গলপ্রদ ও জীবের সর্ব্বাবস্থায় কর্ত্তব্য শ্রীচৈতন্যবাণী অনর্গলস্রোতস্বরে সমাগত জনমণ্ডলীর নিকট প্রায় একঘণ্টাকাল যাবৎ কীর্ত্তন করেন। শ্রীল প্রভুপাদের এই সারগর্ভ বক্তৃতার চুম্বক আমরা সময়ান্তরে 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশিত করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি।

অবশেষে বিদ্বজ্জনবরেণ্য সভাপতি মহোদয় নিজের ধৈন্যজ্ঞাপনমুখে বলেন,—

"আপনারা আমাকে আজ এই মহতী সভার সভাপতির পদে বরণ ক'রেছেন, তা' অতি বড় কথা। আমি কিন্তু এ' সভার সভাপতি হওয়ার প্রকৃত যোগ্যপাত্র নাই। আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব সভায় অনেক কথা শুনেছি ; কিন্তু আজ নূতন ধরণের অনেক উপদেশপূর্ণ কথা শুনবার সুযোগ লাভ করলাম। আপনারা আশা করতে পারেন, আমি অনেক কথা বলব ; কিন্তু আমি যা' শুনলাম, তা'তে আমার আর বলবার কিছু নাই।

আমি কয়েক দিন হ'লো নদীয়া জেলায় এসেছি। এখানে এসে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান দেখবো মনে করেছি-লাম ; মূল-কর্ত্তৃপক্ষগণের দয়ায় আমার আশা সফল হ'লো। আজ আমি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রকৃত জন্মস্থান দর্শন ক'রে ধন্য হ'লাম। আমি কিছু দেখতে এসেছি, কিছু শুনতে এসেছি, কিছু শিখতে এসেছি—কিছু বলতে আসি নাই। আপনাদের কৃপায় আমি আপনাদের কাছ থেকে অনেক শুনলাম, অনেক দেখলাম ও অনেক বিষয় শিক্ষা করলাম।

এই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের উদ্দেশ্য অতি মহৎ, ছাত্রগণও মহাভাগ্যবান্ এবং স্থানটীও অতি মনোরম

ও স্বাস্থ্যকর, শিক্ষকগণও আদর্শচরিত্র। স্কুলের বার্ষিক রিপোর্টে বিদ্যালয়ের সম্বন্ধেও সুব্যবস্থার বিষয় শুনে' আনন্দিত হ'লাম। স্কুলের অর্থও বেশ আছে। ছাত্রগণের এরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি থাক্‌লে তা'রা জীবনে নিশ্চয়ই উন্নত হ'বে, সন্দেহ নাই।

আমার প্রার্থনা, ছাত্রগণ যেন মনোযোগসহকারে এই সৎশিক্ষা লাভ কর্‌বার ও সচ্চরিত্র হ'বার জন্য যত্ন করে। আমার প্রতি প্রদত্ত সম্মানের আমি অযোগ্য। স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণের এরূপ সদনুষ্ঠানের জন্য আমি তা'দিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কর্‌ছি"

সভার পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয় ও অন্যান্য সকল ব্যক্তিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

দ্বাদশ বন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম খণ্ড, ২৮শ সংখ্যার পর)

সুবলকুঞ্জ—শ্রীশ্যামকুণ্ডের উত্তরভাগে অবস্থিত।

মানস-পাবন—শ্রীশ্যামকুণ্ডের উত্তর-পশ্চিম-কোণে অবস্থিত। এই ঘাট শ্রীমতী রাধারাণীর অতীব প্রিয়। এই স্থানেই বৃক্ষরূপে পঞ্চপাণ্ডব অবস্থান করিতেছেন।

মুখরাই গ্রাম—শ্রীকুণ্ডের প্রায় সোয়া মাইল দক্ষিণাংশে অবস্থিত। শ্রীযতীর প্রাচীনা ও মুখরা মাতামহীর বাসস্থান বলিয়া এই স্থানের নাম 'মুখরাই' হইয়াছে।

শ্রীকুণ্ড দক্ষিণে 'মুখরাই' গ্রাম হয়।
• • • •
রাধিকার মাতামহী মুখরা প্রাচীনা।
তাঁ'র এই বাসস্থান জানে সর্ব্বজনা॥

কুসুম-সরোবর—ইহা 'সুমনঃ সরোবর' নামেও পরিচিত। কুসুমের সংস্কৃত নামান্তর 'সুমনস্'। শ্রীরাধা-কুণ্ডের প্রায় ১॥ দেড় মাইল-দক্ষিণ পশ্চিমে 'কুসুম-সরোবর' অবস্থিত। কথিত হয়, এই স্থানে কুসুম-চয়নের ছলে শ্রীবৃষভানুর সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন হইত।

সরোবরের পশ্চিম তটে শ্রীবলদেবের দুইটি মন্দির বিরাজমান। সরোবরের পশ্চিম-দক্ষিণাংশে শ্রীউদ্ধবের মন্দির। উক্ত মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম-ভাগে এবং কুসুম সরোবরের পশ্চিম অংশে 'উদ্ধবকুণ্ড'। এখানে শ্রীউদ্ধব মহারাজ পুরমহিষীকুলের নিকট শ্রীব্রজযুবতী-মহিমা ও শ্রীকৃষ্ণের বাল্যচরিত্র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

"দেখহ কুসুম সরোবর এই বনে।
দোঁহার অদ্ভুত রঙ্গ কুসুম-চয়নে॥"

(ভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ)

নারদকুণ্ড—কুসুম সরোবরের পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীবৃন্দাদেবীর উপদেশানুসারে দেবর্ষি নারদ তপস্যা করিয়াছিলেন। কুণ্ডের পশ্চিম তটে শ্রীনারদের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছেন।

এই যে নারদকুণ্ড নারদ এথাতে।
তপঃ করি' কৈলা পূর্ণ যে ছিল মনেতে॥
মুনি-মনোরথ ব্যক্ত পুরাণে অশেষ।
মনোরথ-সিদ্ধি-হেতু বৃন্দা-উপদেশ॥

শ্রীরত্নসিংহাসন—কুসুম-সরোবরের দক্ষিণে, শ্যাম-কুটীরের সম্মুখভাগে অবস্থিত। এই রত্নসিংহাসনে শ্রীমতী রাধিকা বিরাজ করিতেন। এই স্থান হইতে শঙ্খচূড়-বধের কারণ উৎপত্তি হয়।

এই রত্নসিংহাসন ইথে বহু কথা।
রত্নসিংহাসনে শ্রীরাধিকা ছিল এথা॥
শঙ্খচূড় বধের কারণ এথা হৈতে।
যৈছে কৃষ্ণবধে তা' বিদিত ভাগবতে॥"

(ভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ)

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০। ৩৪শ অধ্যায়ে শঙ্খচূড়-বধের বৃত্তান্ত এইরূপ লিখিত আছে,—"শিবরাত্রির পর হোলিকাপূর্ণিমা-দিনে কৃষ্ণ, বলরাম ও অন্যান্য সখাগণের সঙ্গে ব্রজবালাগণের মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া বনের মধ্যে ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গোপিকাকুল ললিতরাগিনীতে রাম ও কৃষ্ণের গুণগান করিতে লাগিলেন। তখন রজনীর প্রথম যাম। আকাশে তারকাবলীর সহিত চন্দ্র উদিত হইয়াছে। মল্লিকা-সৌরভে আকুল হইয়া ভ্রমরপুঞ্জ গুঞ্জন করিতেছিল। গন্ধবহ

কুসুমগন্ধ বহন করিতে করিতে বেড়াইতে লাগিল। রামকৃষ্ণ চিত্তহারিণী রাগিণীতে গান করিতে লাগিলেন। রাম-কৃষ্ণের গান-শ্রবণে গোপনারীগণ মূর্চ্ছিত হইলেন। মূর্চ্ছিতাবস্থায় তাঁহাদের দেহ হইতে বসন এবং কবরী হইতে মালাসকল স্খলিত হইয়া গেলেও তাঁহারা কিছুই জানিতে পারেন নাই। রাম ও কৃষ্ণ যখন এইরূপ ক্রীড়া ও গান করিতেছিলেন, তখন কুবেরের অনুচর শঙ্খচূড় ভগবান্‌কে মনুষ্যমাত্র জ্ঞান করিয়া গোপীগণকে হরণ করিবার ইচ্ছায় তথায় উপস্থিত হইল। শঙ্খচূড় গোপীগণকে ভয় দেখাইয়া হরণ করিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে গোপীগণ 'রাম' ও 'কৃষ্ণ' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। রাম ও কৃষ্ণ স্ব-স্ব প্রণয়কে রক্ষার্থ শালবৃক্ষ-হস্তে শঙ্খচূড়ের প্রতি ধাবিত হইলেন। শঙ্খচূড় প্রাণভয়ে ভীত হইয়া গোপী-গণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খচূড়ের অতিদূরে গমন করিয়া মুষ্টিদ্বারা তাহার শিরোমণির সহিত মস্তক-ছেদন-পূর্ব্বক সেই মণি শ্রীবল-দেবকে প্রদান করিলেন।

পালিগ্রাম—কুসুমসরোবর প্রায় দেড় মাইল উত্তর পশ্চিম-দিকে অবস্থিত। ইহা "পালিকা" নাম্নী যুথেশ্বরীর অবস্থান-স্থান—

ঐ দেখ পালিগ্রাম অপূর্ব্ব উদ্যান।
পালিকা নামেতে যুথেশ্বরীর বাসস্থান॥
(ভঃ রঃ ৫ম তরঙ্গ)

ইন্দ্রধ্বজবেদি—ইহা গোবর্দ্ধন গ্রামের পূর্ব্বভাগে বিরাজিত। এইস্থানে মহারাজ শ্রীনন্দ প্রতি বৎসর ইন্দ্রপূজা করিতেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রদেবতার বিধ্বংসটি শ্রীকৃষ্ণতেই পর্য্যবসিত, ইহা জানাইলে গোবিন্দাভিন্নতনু গিরিরাজ-গোবর্দ্ধনের পূজা করিতে থাকেন। শ্রীনন্দের ইন্দ্রপূজা সগুণ-উপাসকের দেবতা-পূজার ন্যায় কোনও দিন ছিল না। সগুণ উপাসকগণ নিজ সূক্ষ্ম-লিঙ্গ-দেহ বা সূক্ষ্ম-লিঙ্গ-দেহসম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনের সূক্ষ্ম-লিঙ্গদেহগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই বৃষ্টির অধিপতি ইন্দ্রের পূজা করেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণৈকরতীধাতু শ্রীনন্দ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের সেবার উপকরণ গোধনগণের খাদ্যাদি-সংগ্রহার্থ যে ইন্দ্রের পূজা করিতেন, তদ্দ্বারা তাঁহার সকল চেষ্টা শ্রীকৃষ্ণৈক-সুখতাৎপর্য্যে পর্য্যবসিত হওয়ায় সেই ইন্দ্রপূজায়ই পূর্ণ কৃষ্ণপূজা হইত। তথাপি তত্ত্বানভিজ্ঞ প্রাকৃত লোক পাছে সগুণ-উপাসকগণের 'অবিধিপূর্ব্বক' পূজাকেই 'ভগবানের পূজা' বলিয়া ভ্রান্ত হয় এবং অকৃত্রিম-জ্ঞানে শ্রীনন্দের আদর্শের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহার অবৈধ অনুকরণে সকাম উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়,—এইজন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনন্দের ইন্দ্রপূজা বারণ করিয়া ইন্দ্রপূজার সমস্ত উপকরণ-দ্বারা গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজা করিতে বলিলেন।

ইন্দ্রধ্বজ বেদী এই এথা নন্দরায়।
করিতেন ইন্দ্রপূজা সর্ব্বলোকে গায়॥
এই দেখ কৃষ্ণ এথা করে গোচারণ।
বংশী-ধ্বনে নিকটে আনয়ে ধেনুগণ॥
(ভঃ রঃ ৫ম তরঙ্গ)

ঋণ-মোচন ও পাপমোচন কুণ্ড—ইন্দ্রধ্বজবেদীর উত্তর-পশ্চিম-দিকে ঋণ-মোচনকুণ্ড এবং পশ্চিম-দক্ষিণ-দিকে পাপ-মোচন-কুণ্ড অবস্থিত।

এ ঋণ-মোচন, পাপ-মোচন আখ্যান।
ঋণ-পাপ ঘুচে কুণ্ডদ্বয়ে কৈলে স্নান॥
(ভঃ রঃ ৫ম তরঙ্গ)

সঙ্কর্ষণ কুণ্ড—শ্রীচন্দ্রসরোবরের নিকট বিরাজিত।

ঐ দেখ, সঙ্কর্ষণ-কুণ্ড তেজোময়।
এথা স্নান কৈলে মনোরথ সিদ্ধ হয়॥
(ভঃ রঃ ৫ম তরঙ্গ)

পরামৌলি গ্রাম—কেহ কেহ বলেন, বর্ত্তমানের 'মহম্মদপুর' গ্রামেই পরামৌলিগ্রাম অবস্থিত ছিল। মহম্মদপুর গোবর্দ্ধন হইতে প্রায় ১॥ মাইল দক্ষিণ-দিকে (কিঞ্চিৎ পূর্ব্বকোণে) এবং 'বমুনাবঁ' গ্রামের প্রায় ১ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম-দিকে বিরাজিত। এই স্থানে শ্রীরাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণ বসন্ত সময়ে শ্রীরাসক্রীড়া করিয়া-ছিলেন।

এই পরামৌলি গ্রাম দেখ শ্রীনিবাস।
বসন্ত-সময়ে এথা করিলেন রাস॥
(ভঃ রঃ ৫ম তরঙ্গ)

(ক্রমশঃ)

১০ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২৪শে বৈশাখ শনিবার, ১৩০৯; ৭ই মে, ১৯০২ | ৩৮শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও অনারেবল রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১০ম খণ্ড ৩য় সংখ্যার পর)

আয়েঙ্গার—'অপ্রাকৃত' শব্দের কথা-সম্বন্ধেই কি উপনিষদে শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য বলিয়াছেন ?

প্রভুপাদ—হাঁ, "আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।"

আয়েঙ্গার—এই কর্ণের দ্বারাই কি আত্মার কথা শুনা যায় ?

প্রভুপাদ—কর্ণের দ্বারা মনঃ নিবাকৃত হইলে—প্রকৃত কর্ণেন্দ্রিয়-সংস্কার হইলে সেইরূপ কর্ণে আত্মার কথা শ্রবণ করা যায়।

আয়েঙ্গার—'আত্মা'-শব্দে এখানে কি বুঝায় ?

প্রভুপাদ—'পরমাত্মা' ও 'জীবাত্মা'—উভয়ই 'আত্মা'-শব্দ-বাচ্য। জীবাত্মা পরমাত্মারই বিভিন্নাংশ ও পরমাত্মার কোটিভূত। আত্মা 'পরম' ও 'অবম' ভেদে দ্বিবিধ। পরম আত্মাই 'ব্রহ্ম'-শব্দ-বাচ্য ও 'অবম' আত্মা—'জীব'-শব্দবাচ্য।

আয়েঙ্গার—'আত্মা' বলিতে নিশ্চয়ই এখানে 'জীবাত্মা' বুঝায় না।

প্রভুপাদ—'আত্মা' বলিতে 'পরমাত্মা' ও 'জীবাত্মা' উভয়ই বুঝায়। 'জীবাত্মা' বলিলে 'ব্রহ্মজীব' বুঝায় না। পরমাত্মার স্বরূপ ও জীবাত্মার স্বরূপ এবং তাঁহাদের পরস্পর সম্বন্ধ—উভয়ই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের বিষয়। বিষয় ও আশ্রয়ের জ্ঞান না হইলে জ্ঞানের পূর্ণত্ব হয় না। আশ্রয়-ব্যতীত 'বিষয়' বা 'বিষয়'-ব্যতীত আশ্রয়ের জ্ঞান—অসম্যক্ ও আংশিক জ্ঞান। মুক্ত জীবাত্মা—বৈকুণ্ঠ; পরমাত্মা—বিষ্ণু।

আয়েঙ্গার—"ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে"—এখানে কি বুঝায় ?

প্রভুপাদ—"জীবাত্মনঃ।" যথা শ্রীভগবদ্গীতায়—

> ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
> নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
> অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
> ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

আবেদার—"ন তস্য রোগো ন জরা মৃত্যুঃ"—এখানে আত্মার বিচারে আত্মা ও দেহ-মিশ্রিত বস্তুর সম্বন্ধেই উক্ত বাক্য বলা হইয়াছে।

প্রভুপাদ—আচার্য শ্রীরামানুজের বিচার ঠিক এইরূপ নয়।

আবেদার—আমি শ্রীরামানুজের সিদ্ধান্ত বলিতেছি না, আমি একটি নূতন মত বলিতেছি।

প্রভুপাদ—সিদ্ধান্ত শ্রৌত-প্রণালী অনুযায়ী হওয়া চাই। কেবল যুক্তিবাদের দ্বারা সিদ্ধান্তকে পেষণ করিলে, তাহা অনেক সময় নাস্তিকতার সমান হইয়া পড়ে।

আবেদার—রোগ, মৃত্যু ও জরা ত' কেবল শুদ্ধ আত্মার সম্বন্ধে হইতে পারে না, শুদ্ধ দেহের সম্বন্ধেও হইতে পারে না। কিন্তু যখন আত্মার সহিত শরীরের সংযোগ বা মিশ্রণ হয়, তখনই তাহা রোগ, মৃত্যু বা জরার বিষয় হইয়া থাকে।

প্রভুপাদ—এইরূপ মতের ভিত্তি আধ্যাত্মিকতা মাত্র। বিশুদ্ধ আত্মার রোগ, মৃত্যু ও জরা নাই। জড়ের সহিতও চেতনের সংমিশ্রণ হয় না। জড় চেতনাভাসে বিভাবিত হইলে, তাহাতেই রোগ, মৃত্যু, জরা প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। সেখানে চেতন সম্পূর্ণ অসংস্পৃষ্ট। যেমন জলের উপর চন্দ্রকিরণ পতিত হইলে কিরণোজ্জ্বল জলরাশিতে যে তরঙ্গ দৃষ্ট হয়, সেই তরঙ্গায়িত ধর্মের সহিত চন্দ্রের কোনই সংস্পর্শ নাই। তরঙ্গায়িত ধর্ম জলের,—চন্দ্রের নহে। চন্দ্রের প্রতিবিম্বের দ্বারা তরঙ্গায়িত ধর্মের প্রকাশ লোচনলোচনে সমুজ্জ্বল হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রতিবিম্বের বিম্ব অর্থাৎ মূল বস্তু ঐরূপ ধর্মের সহিত সম্পূর্ণ অসংস্পৃষ্ট।*

আবেদার—আমি আচার্যবর্যের চরণে আর একটি নিবেদন করিতেছি। কৃপা-পূর্বক আমার নিবেদন শ্রবণ করুন। কথিত আছে যে, শ্রীরামচন্দ্র হনুমান ও বিভীষণকে অমরত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীরাম কোন্ বস্তুর অমরত্ব দিয়াছিলেন, হনুমান ও বিভীষণের দেহের, না আত্মার?

প্রভুপাদ—হনুমান ও বিভীষণ রামচন্দ্রের নিত্যপার্ষদ। তাঁহাদের দেহ প্রাকৃত নহে। শ্রীচৈতন্য দেব তাঁহার একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন—যে সনাতন গোস্বামী তাঁহার পূর্বাশ্রমের অভিনয়ে গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, সেই সনাতন গোস্বামীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"—বৈষ্ণব-দেহ 'প্রাকৃত' কভু নয়।
'অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তাঁরে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তাঁর চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত-দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥

(চৈঃ চঃ অ ৪।১৯১-১৯৩)

---

* তুরীয়ে তৈস্তৈর্নিজগতিবিকল্পৈর্গতি-
র্তদ্বদ্ধি কালে ন তদধি সর্বদঃ।
ন তত্র দ্রষ্টা প্রকৃতাবপি স্থিত-
স্তদা শুদ্ধৈরন্তমো হি বর্ধতে॥
• • •
যথাকাশো ধাতূন্ বিশতি বিয়তে
যথাবিশো দেহগতঃ পৃথক্ স্থিতঃ।
যথা সদঃ সর্বগতঃ ন সজ্জতে
তথা পুমান্ সর্বগুণাশ্রয়ঃ পরঃ॥

(ভাঃ ৭।৭।৩১, ৩৩)

ভূতসকল স্ব স্ব কর্মানুরূপ দেহ প্রাপ্ত হয় এবং কর্ম সমাপ্ত হইলে বিনষ্ট হয়। 'আত্মা' ঐ সকল স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহে অবস্থিত হইয়াও জন্ম-গ্রহণাদি দেহ-ধর্মে যুক্ত হন না। কারণ, আত্মা—দেহ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন।

অগ্নি যেমন কাষ্ঠে অবস্থিত হইয়া তাহা হইতে পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হয়, বায়ু যেমন দেহাভ্যন্তরে থাকিয়াও মুখ-নাসিকাদি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়, সর্বগত হইয়াও আকাশ যেমন কাহারও সঙ্গ-লাভ করে না, তদ্রূপ পুরুষও দেহেন্দ্রিয়াদি সকলের আশ্রয় হইয়া তাহা হইতে পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন।

ভূতাত্মাঃ যদ্বিধে তাবা দৃষ্টা দেহস্য নাশনঃ।
তদাবাদিব বৃক্ষস্য কালেনেশ্বরমূর্তিনা॥

(ভাঃ ৭।৭।৩৮)

বিকার-হেতু বৃক্ষকলের যেপ্রকার কালবশতঃ জন্মাদি ছয়টি বিকার দেখা যায়, সেই প্রকার এই দেহেরও জন্মাদি ছয়টী বিকার কালবশে দৃষ্ট হয়। কিন্তু আত্মার ঐ প্রকার অবস্থা হয় না।

ষড়্বিকারাঃ শরীরস্য ন বিকোস্তৎফলস্য চ।
তদধীনঃ শরীরেণ আত্মা তদ্বদ্ধবাতরুবৎ॥

(শ্রীধর স্বামিপাদ ভাগবত)

শ্রীমদ্ভাগবতও (১১।২৯।৩৪) এতৎ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

মর্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥

হনুমান ও বিভীষণ—সম্পূর্ণ নিবেদিতাত্মা। তাঁহাদের নিত্যদেহকে ভগবান্ চিদানন্দময়রূপে প্রকাশ করিলেন। তাঁহাদের দেহ দেহী ভেদ নাই। তাহা অমর। 'অমরত্ব প্রদান করিলেন' অর্থে— চিদানন্দময়রূপে প্রকাশ করিলেন।

আয়েঙ্গার—তাঁহাদের আত্মা ত' স্বভাবতঃই 'অমর', তবে কাহাকে অমরত্ব দিলেন ?

প্রভুপাদ—আপনি আমার কথা শুনিতে মনে হয় অন্যমনস্ক ছিলেন। আমি এতক্ষণ এই কথারই উত্তর দিতেছিলাম। হনুমান ও বিভীষণ রামচন্দ্রের শরণাগত ভক্ত; তাঁহারা পূর্ণ দীক্ষিত, নিবেদিতাত্মা; তাই ভক্তের নিত্য অমরত্ব ভগবানের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল।

আয়েঙ্গার—হনুমান ও বিভীষণ কেন, রাবণের আত্মাও ত' নিত্য অমর।

প্রভুপাদ—শ্রীরামচন্দ্রের নিজের নিত্যবৈকুণ্ঠ বিরাজমান। সেই বৈকুণ্ঠে নিত্য রামচন্দ্র-পার্ষদগণ বিরাজিত। ভগবৎ-পার্ষদগণের দিব্য শরীর বর্ত্তমান। বিভীষণ ও হনুমানেরও সেই নিত্য দিব্য শরীর আছে। কর্ম্ম-প্রভাবে জীবের যেরূপ বাহ্যশরীর পরিবর্ত্তিত হয়, যেমন গীতায় দেখিতে পাই,—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি
সংযাতি নবানি দেহী॥

—নিত্যপার্ষদগণের নিত্য দিব্যদেহের সেইরূপ প্রাকৃত দেহবৎ পরিবর্ত্তন নাই। রাবণের দেহ নিত্য নহে—তাহার অমরত্ব নাই, তাহা ধ্বংসশীল। রাবণের দেহ তাহার আত্মা হইতে ভিন্ন। কিন্তু হনুমান ও বিভীষণের দেহ ও দেহীতে ভেদ না থাকায় তাহা নিত্য অমর। যখন শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণকে রাবণের প্রভাব বর্ণন করিতে বলিয়াছিলেন, তখন বিভীষণ বলিলেন,—

অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং গন্ধর্ব্বোরগপক্ষিণাম্।
রাজপুত্র দশগ্রীবো বরদানাৎ স্বয়ম্ভুবঃ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মার বর-প্রভাবে দশানন রাবণ গন্ধর্ব্ব, উরগ, পক্ষী প্রভৃতি সকল ভূতেরই অবধ্য হেতু অমরত্ব লাভ করিয়াছে।

কিন্তু তাহা শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণকে বলিলেন,—

রসাতলং বা প্রবিশেৎ পাতালং বাপি রাবণঃ
অহং হত্বা দশগ্রীবং সপ্রহস্তং সরাক্ষসম্।
রাজানং ত্বাং করিষ্যামি সত্যমেতচ্ছৃণোতু মে॥

রাবণ রসাতল বা পাতালেই প্রবেশ করুক, আমি প্রহস্ত ও রাক্ষসদিগের সহিত রাবণকে নিহত করিয়া তোমাকে রাজা করিব।

হিরণ্যকশিপুও ব্রহ্ম-বর (ভাঃ ৭।৪।১) পাইয়া আপনাকে 'অমর' মনে করিয়াছিল, কিন্তু শ্রীনৃসিংহদেব তাহার সেই আপেক্ষিক অমরত্বের বাহাদুরী হরণ করিলেন। হনুমান ও বিভীষণাদি নিত্য ভগবৎপার্ষদগণের অমরত্ব এইরূপ ব্রহ্মা বা জীবাদির প্রদত্ত আপেক্ষিক অমরত্ব নহে। ভগবৎপার্ষদগণ শরণাগত দাস, তাঁহাদের দেহ-দেহীতে ভেদ নাই, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে ভগবৎ-কৃপা:-প্রভাবে নিত্য অমর। রাবণ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির আত্মার অমরত্ব বিচিত্রতাহীন; কিন্তু ভগবৎ-পার্ষদগণের অমরত্ব নিত্য নব-নবায়মান বিচিত্রতাযুক্ত ও সেবা-প্রগতিময়। নিম্নস্থ স্থাবর দেহের ন্যায় আত্মার বিচিত্রতার বিনাশকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের অমরত্ব—নপুংসকতা-ভাবযুক্ত। শ্রীরামচন্দ্র—কালের অধীন নহেন, তাঁহা হইতেই কাল নির্গত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীরামচন্দ্রের পার্ষদগণও কালের অধীন নহেন। তাঁহারা নিত্য স্ব-স্বরূপে বিরাজিত বলিয়া অমর।

আয়েঙ্গার—বেদ বলেন যে, দেবগণও 'অমৃত' লাভ করিয়াছিলেন।

প্রভুপাদ—আপনি সর্ব্বদাই জাগতিক ভূমিকার সহিত বৈকুণ্ঠ ভূমিকার গোলমাল করিয়া ফেলিবেন না। দেবতাগণের ভূমিকা ও ভগবৎপার্ষদগণের ভূমিকা—এক নহে। দেবতাগণের অমরত্ব—আপেক্ষিক। মনোধর্ম্মের বিচারে এইরূপ চিদ্ঘড়-সমন্বয়ের অভ্যাস-আবর্ত্ত উপস্থিত হয়।

আয়েঙ্গার—সম্প্রতি কেবলমাত্র 'মন', আমরা 'মন' দিয়াই বিচার করিয়া থাকি।

প্রভুপাদ—মনোনিগ্রহের নামই সাধন—

"সঙ্গে মনোনিগ্রহলক্ষণাত্মাঃ"।

নাইতু— মহাকৃপা আকৃষ্ট হইয়াছেন ; ইহা ও মহাবিদ্যা সম্পর্ক করিয়াছেন।

প্রভুপাদ—আপনারা আধ্যাত্মিক জগতের বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং নির্ব্বিশেষবাদীর সঙ্গ করিয়া অনেক অনাবশ্যক ধারণা করিয়াছেন। ঐ সকল সম্পূর্ণভাবে নিরাকৃত হওয়া আবশ্যক। আমরা কর্ম্মের দ্বারা বাহ্যসৌন্দর্য্য-মাত্র লাভ করি। কর্ম্মফল-ভোগার্থ আমরা নানা যোনিতে ভ্রমণ করিয়া থাকি।

আয়েঙ্গার—হাঁ, এইজন্যই আমাদের জন্ম-জন্মান্তর আবশ্যক হয়।

প্রভুপাদ—বাসনা-চরিতার্থতার জন্য।

আয়েঙ্গার—আমরা বাসনা-বিনাশের জন্য 'তপস্যা' ও 'ভক্তি'-যাজন করিব।

প্রভুপাদ—'তপস্যা' ও 'ভক্তি' পরিভাষাদ্বয়ের তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। 'তপস্যা' জিনিষটা—অভক্তি। ভক্তির সঙ্গে তাহার মিশ্রণ নাই। আয়োজনমূলে যে নাস্তিকতা, তাহা হইতেই তপস্যার পিপাসা। রাবণ, হিরণ্যকশিপু, শিশুপাল, দন্তবক্র, বিরোচন প্রভৃতি ভগবদ্-বিদ্বেষী অসুরগণেরও 'তপস্যা' দেখা যায়। তপস্যার শূন্য পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত ভক্তির আরম্ভই হয় না।

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।

(নারদপঞ্চরাত্র)

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্॥

(ভাগবত)

পদ্মেশ যাহা যোগে কি তপ করিল।
বল দেখি তা'রা যোগে কি ফলে পাইল॥
অসুরেও তপ করে কি হয় তাহার।
বিনে মোর পদ দাসে আর নাহি পায়॥
প্রভু বলে তপঃ করি' না করিহ বল।
বিষ্ণুভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানহ কেবল। (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩শ অঃ)

আয়েঙ্গার—কেবল ভক্তির দ্বারা কি সাধন-কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে? তাহার সহিত 'তপস্যা'র সংযোগও ত' আবশ্যক?

প্রভুপাদ—তাহা হইলে আপনার ভক্তির স্বরূপই শ্রবণ হয় নাই। ভক্তি-দ্বারাই সাধন ও সিদ্ধি সম্পূর্ণ হয়। ভক্তি নিরপেক্ষা ও স্বতন্ত্র সবলা। পায়সান্নের সহিত কতকগুলি শুষ্কলী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পায়সান্নের পরিমাণ বর্দ্ধন-পূর্ব্বক ভোজে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের পরিতোষ সম্পাদনের বুদ্ধি যেরূপ মূর্খতা, ভক্তির সহিত 'ব্রত', 'তপস্যা', কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ বা কোনও প্রকার অন্যাভিলাষ মিশ্রিত করিয়া ভক্তিকে সবলা করিবার দুর্ব্বুদ্ধি ও তদ্দ্বারা আত্মাকে প্রবঞ্চনা করিবার চেষ্টাও সেইরূপ। ভক্তির আভাস-মধ্যেই সমস্ত ব্রত, সমস্ত তপস্যা, সমস্ত জ্ঞান, যোগ আনুষঙ্গিক-ভাবে অনুস্যূত আছে। ব্রত-তপস্যা, কর্ম্ম-জ্ঞানাদি—ভক্তির অঙ্গ বা পরিপোষক নহে। অভক্তির দ্বারা কখনও ভক্তিকে পরিপুষ্ট করা যায় না। মানুষের যে-কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মাদিতে স্পৃহা থাকে, সে-কাল পর্য্যন্ত হরিকথা-শ্রবণেই যে সমস্ত মঙ্গল নিহিত, এবিষয়ে কিছুতেই শ্রদ্ধার উদয় হয় না—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥
নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

(ভাগবত)

আয়েঙ্গার—তবে কেন বেদাদি শাস্ত্রে কর্ম্মের এত প্রশংসা ও ফলশ্রুতি দেখা যায়?

প্রভুপাদ—আপনি এক কথাই পুনঃ পুনঃ উত্থাপন করিতেছেন। আধ্যাত্মিক জগতের কর্ম্মবাদে আপনার আকণ্ঠ পরিপূর্ণ। আপনি কিছুকাল ভক্তির কথা শ্রবণ করুন। নিঃশ্রেয়সের বক্তা কখনও কর্ম্মের উপদেশ দেন না—

স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি।
ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তমঃ॥

(ভাঃ ৬।১।৪৯)

রোগী ইচ্ছা করিলেও মহত্তম বৈদ্য যেমন তাহাকে কখনও কুপথ্যের ব্যবস্থা প্রদান করেন না, বিদ্বান্ ব্যক্তিও তেমন স্বয়ং নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ চরম কল্যাণ অবগত হইয়া অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে কখনও কর্ম্মমার্গের উপদেশ প্রদান করেন না।

শাস্ত্রে কর্ম্মকে নিরাস করিবার জন্য কর্ম্মোপদেশের ছলনা আছে। তাহাতে দেবতাগণের, এমন কি, বৈদিকাদি ঋষিগণের পর্য্যন্ত মোহ উপস্থিত হইয়াছে।

কর্ম্মাকর্ম্ম-বিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাৎ তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ॥
পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা॥
বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ॥

(ভাঃ ১১।৩।৪৪-৪৭)

কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম বলিয়া যে বিতর্ক হয়, তাহাও বেদবাদ। বেদ—স্বয়ং ঈশ্বর। সুতরাং পণ্ডিতাভিমানী সূরিগণও তাহাতে মোহপ্রাপ্ত হন। প্রকৃত অর্থকে সংগোপন করিবার জন্য উহাকে অন্যপ্রকারে বর্ণন করার নাম—'পরোক্ষবাদ'। বেদ—স্বয়ং 'পরোক্ষবাদ' এবং অজ্ঞ, অপরিপক্ক বালস্বভাব-তুল্য জীবগণের অনুশাসন। পিতা যেরূপ রোগগ্রস্ত সন্তানের আরোগ্যের জন্য তাহাকে মিষ্টান্নের প্রলোভন দেখাইয়া ঔষধ সেবন করান, শাস্ত্রও সেইরূপ কর্ম্ম-নিবৃত্তির উদ্দেশেই কর্ম্ম-বিধানে ফলের প্রলোভন দেখাইয়া কর্ম্মমূঢ় জীবসকলকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন।

কর্ম্মি-সম্প্রদায় ভাগবতের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিলে কর্ম্মবাদের অকিঞ্চিৎকরতা ও ভাগবত-জীবন-যাপনের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। জগতে শ্রীমদ্ভাগবতের দুই প্রচার নাই—মহাভাগবতের মুখে ভাগবতের কথা প্রচারের বড়ই দুর্ভিক্ষ। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় যে বিবিধ অন্যাভিলাষের সহিত 'ভাগবত' পাঠের ছলনা দেখায়, তাহাতে ভাগবত-বিরুদ্ধ মতবাদই 'ভাগবতের সিদ্ধান্ত' বলিয়া জগতে প্রচারিত রহিয়াছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য একবার আমার সহিত শ্রীগৌড়ীয় মঠে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি ভাগবত পাঠ করেন বলিয়া খ্যাত আছেন। কিন্তু ভাগবতের তাৎপর্য্য তিনি কর্ম্মবাদের চশমায় দেখিতে গিয়া ভাগবত-সিদ্ধান্তের সুদর্শন লাভ করিতে পারেন নাই। ভাগবত-পাঠীর ভাগবতজীবন হওয়া আবশ্যক। আমাদের শ্রীচৈতন্যের একজন পরমাত্মীয় শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর মুখে শ্রীচৈতন্যদেব বলাইয়াছেন,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

অন্যাভিলাষ, নির্ব্বিশেষজ্ঞানাভিলাষ, কর্ম্মাভিলাষ, যোগাভিলাষ, ব্রত-তপস্যাভিলাষ হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত হইয়া অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন না করিলে তাহা আত্মার স্বাভাবিক, অহৈতুকী নিত্যবৃত্তি 'ভক্তি'-পদ-বাচ্য হইবে না। জগতে শ্রীচৈতন্য-ধারানুবাদগণের—শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর অনুগ সূত্রভাগণের শ্রীচরণাশ্রয় না করা পর্য্যন্ত কিছুতেই অহৈতব ভক্তির সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে না। ভক্তির কথা জগতে নাই—ভক্তির কথা মুখোসে সুরক্ষিত—অভক্তির কথাগুলি 'ভক্তি'র কথা বলিয়া এই জগতে প্রচারিত হইয়াছে।

আহেচার—আমরা আচার্য্যবর্য্যের শ্রীমুখ হইতে অন্য কিছু আনিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শ্রবণ করিব।

প্রভুপাদ—শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শুনিলে দেখিবেন, মানবজাতি যাহাকে 'ধর্ম্ম' বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছে, তাহা ঠিক বিপরীত। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা সাধারণের ধর্ম্ম-ধারণা, সত্যের ধারণা, আচার-প্রচারের ধারণার একটা বিপ্লব আনিয়া দেয়—যতকিছু মনোধর্ম্মের সমিধ্ ও ইন্দ্রিয়-তর্পণের ইন্ধন মানবজাতি সংগ্রহ করিয়াছে, তাহাতে আগুন ধরাইয়া দেয়—তাহা হনুমান কর্ত্তৃক রাবণের তামপুরী লঙ্কা-দহনের ন্যায়—ইহা সমস্ত অন্যাভিলাষ দমনে ধর্ম্ম করিয়া সেখানে আত্মধর্ম্মের বৈকুণ্ঠপুরী রচনা করে। সাধারণ লোক বা মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায় যাহাকে ভাগবত-ধর্ম্ম বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছে, ইহা তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এক শ্রীমদ্ভাগবতই নির্ভীকভাবে যাবতীয় মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায়ের—কর্ম্মি-সম্প্রদায়ের অন্ধকূপকটুল্য মূলোর কথা তার-স্বরে বলিতে পারিয়াছেন,—

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্বন্মায়য়াজিতদৃশোঽনুবিধূতপুন্সি-
স্তাবন্ন বেত্তি ভবতীং গৃহমেধিসৌখ্যে॥

(ভাঃ ৩।৩১।৪৫)

যাজ্ঞবল্ক্য, জৈমিনী প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতৃগণের মতি দৈবীমায়ার অত্যন্ত বিমোহিত হওয়ায়, তাঁহারা এই নাম-সঙ্কীর্ত্তনরূপ পরমভাগবতধর্ম্ম জানিতে পারেন নাই।

তাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধ, বহু: ও নাম—এই প্রণব অর্থবাদাদি-দ্বারা মনোধর্ম্মেই অভিভূত ছিল; তাই তাঁহারা ব্রত, অনুষ্ঠান ও মহাদি দ্বারা বিস্তৃত, বহুক্লেশসাধ্য, দর্শপৌর্ণমাসী প্রভৃতি কর্ম্মসমূহেই প্রবৃত্ত হইয়াছেন ও সুখসাধ্য নাম-কীর্ত্তনাদিতে রত হন নাই। অর্থাৎ 'একমাত্র শ্রীহরিনাম আশ্রয়েই সর্ব্বসিদ্ধি হয়'—এই বাক্যকে স্তুতিবাদ অনুমান করিয়া তাঁহারা নামে নিষ্ঠাযুক্ত হন নাই; পরন্তু বহু আড়ম্বরযুক্ত কর্ম্মকাণ্ডে নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

আয়েঙ্গার—ভক্তি কতপ্রকার?

প্রভুপাদ—শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

(ভাঃ ৭।৫।২৩)

ভক্তি—নববিধ। কর্ম্মী ও নির্ভেদজ্ঞানি-সম্প্রদায়ের প্রতীক হিরণ্যকশিপু বালক প্রহ্লাদকে "তুমি কি উত্তম অধ্যয়ন করিয়াছ?"—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় তদুত্তরে কর্ম্মবাদের বা জ্ঞানবাদের কোনও প্রশংসা না পাইয়া 'নববিধ ভক্তিই সকলের পক্ষে উত্তম অধ্যয়ন'—এই উত্তর পাইয়াছিলেন। নববিধ ভক্তির মধ্যে নাম-সংকীর্ত্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু কর্ম্মি-সম্প্রদায় এই নাম-সংকীর্ত্তনের স্বরূপ জানেন না—

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহির্ব্বার্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ।

(ভাঃ ৭।৫।৩১)

আয়েঙ্গার—আপনার মুখে ভাগবত-সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইলাম। শ্রীরামানুজাচার্য্য ও আপনাদের শ্রীচৈতন্য-দেবের মতে পার্থক্য কিছু নাই। আমরা যাঁহাকে 'রঙ্গনাথ' বলি, আপনারা তাঁহাকেই 'কৃষ্ণ' বলেন।

প্রভুপাদ—তাহা নহে, আমরা যাঁহাকে 'কৃষ্ণ' বলি, তাঁহাকে আপনারা 'রঙ্গনাথ' বলেন, কৃষ্ণে রঙ্গনাথ-দর্শন—সঙ্কুচিত দর্শন—কৃষ্ণ-দর্শনই পূর্ণতম দর্শন। যদিও রঙ্গনাথে ও কৃষ্ণে তত্ত্বতঃ কোন ভেদ নাই, তথাপি শ্রীকৃষ্ণে রসের উৎকর্ষ বিদ্যমান—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥

(ভঃ রঃ সিন্ধু)

রঙ্গনাথ-দর্শনে নিম্ন হইতে গোলোকার্দ্ধ-দর্শন বা আড়াই প্রকার রস-উপলব্ধি-মাত্র। কিন্তু কৃষ্ণ-দর্শনে গোলোকের উচ্চভূমিকা হইতে গোলোকার্দ্ধ-দর্শন বা পঞ্চবিধ রস কিম্বা সমগ্র রসাস্বাদন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাসি ধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥
এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥

শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণদেশ-ভ্রমণকালে পয়স্বিনী তীরে আদি-কেশব-মন্দিরে যে সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ পাইয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায়,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

নাইডু—আমরা পুনরায় আচার্য্য মহাশয়ের নিকট অনারেবল আয়েঙ্গারের সহিত আগমন করিয়া এ বিষয়ের আলোচনা করিব ও শ্রবণ করিব।

অতঃপর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অনারেবল মেম্বর কে, তিরুমলাচারী আয়েঙ্গার এম, এল, এ, মহোদয়ের সহিত শ্রীরঙ্গমের মন্দির ও তথায় শ্রীশ্রীচৈতন্যপাদপীঠ-প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব-সম্বন্ধে কিছুকাল আলোচনা করিলেন। আয়েঙ্গার মহোদয় শ্রীরঙ্গমে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ-স্থাপনার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন বলিলেন এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রতি প্রণতি-অভিবাদন জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার বন্ধুবর্গের সহিত স্ব-স্থানে গমন করিলেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

[৫]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম খণ্ড ২২শ সংখ্যার পর)

একাদশ প্রসঙ্গ

উৎকলে

"নিরবধি জগন্নাথ-প্রতি আর্ত্তি করি'।
আইসেন সব পথ আপনা পাসরি।"
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২।১১৩)

দৃষ্টিপথ তুমি বৃহস্পতি-অবতার।
তোমার সদৃশ অধ্যাপক নাহি আর॥
(চৈঃ ভাঃ আ ১৪।৭৪)

১৮৫৮খৃষ্টাব্দ

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ ভারতের ইতিহাসে—শুধু ভারতের কেন, সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে এক যুগান্তরের সন্ধিক্ষণ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ সিপাই-বিদ্রোহের ধূমকেতুর আবির্ভাব করাইয়া সমগ্র রাজনৈতিক গগনকে আলোড়িত ও বিক্ষুব্ধ করিয়াছিল। কত নরহত্যার শোনিত-প্রবাহিনী, কত হিংসার বিকট ছবি, কত অত্যাচার-অনাচারের প্রলয়-ভয়ঙ্করী ধ্বংসমূর্ত্তিসকল দেশবাসীর হৃৎকম্প আনয়ন করিয়াছিল।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে শেষ পাঠান সুলতান ইব্রাহিম লোদী ও মোগল সম্রাট্ বাবরের মধ্যে প্রসিদ্ধ পানিপতের প্রথম যুদ্ধের বহ্নি যে-কালে সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক গগনকে অগ্নিশিখায় ধ্বসরিত করিয়া তুলিয়া ভারতের আর এক সন্ধিক্ষণ ও যুগান্তরের সূচনা করিতেছিল, তখন কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলার মূর্ত্তবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনীলাচলে "কোথা কৃষ্ণ প্রাননাথ মুরলিবদন।"—বলিতে বলিতে নীলাদ্রির কূলে কূলে, কখনও বা স্বরূপ-রামরায়াদি অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দের সহিত কৃষ্ণ-বিরহিনীর ভাবে দিব্যোন্মাদ, প্রলাপ-চেষ্টা প্রভৃতি প্রকট করিয়া তীব্র কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা প্রকাশ করিতেছিলেন, তথাকথিত দেশ বা জগতের নৈমিত্তিক ঝঞ্ঝাবাতের কোনও স্পর্শও সেই অপ্রতিহতা কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলার প্রতিবন্ধক হইতে পারে নাই।

দশম প্রসঙ্গে আমরা দেখাইয়াছি, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে—যখন প্রবলবেগে সিপাই-বিদ্রোহ চলিতেছিল—যে-সময় লোক বিশেষ কার্য্যানুরোধেও ঘরের বাহির হন নাই—প্রাণের মমতা লইয়া—আত্মীয়-স্বজনের মায়া-মোহে অভিভূত হইয়া ঘরের নিভৃত কোণে কোনও প্রকারে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, সেই সময় আমাদের ঠাকুর শাস্ত্রালোচনা ও ভগবৎকথা-প্রচারের জন্য নানাদেশ-পর্য্যটনে বাহির হইলেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দেও সিপাই-বিদ্রোহের নানা প্রকার 'জের' চলিতেছিল। ঝান্সির রাণী, নানাসাহেব, তাঁতিয়া-তোপী, বাহাদুর শাহ প্রভৃতিকে লইয়া ভারতের রাজনৈতিক-গণ ব্যস্ত ছিলেন। দেশের লোক সেই সকল কথা-বার্ত্তায়ই মাতিয়াছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে 'মহারাণীর ঘোষণা' ঐতিহাসিক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। লোকের মুখ আর্থিক সুখ-সুবিধা বা দুঃখ-অসুবিধার কথায়ই মুখর ছিল। কিন্তু এরূপ সঙ্কট-সময়েও, সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে জীবের কৃষ্ণানুসন্ধান—কৃষ্ণ-ভজন-ব্যতীত যে আর কোনও দ্বিতীয় মঙ্গলজনক পথ নাই, তাহা দেখাইবার জন্য আমাদের ঠাকুর কর্ম্মবীরের আবরণে আত্মগোপন করিয়া শ্রীগৌরমনোহভীষ্ট-প্রচারের ভাবী কল্যাণকল্পতরুর বীজ-রোপনের জন্য এক অভিনয় করিলেন।

নীলাচলাভিমুখে

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের নিদাঘকালের প্রভাতে এক তরুণবয়স্ক যুবক কটক হইতে পদব্রজে শ্রীজগন্নাথ-দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া চলিতেছিলেন। তাঁহার পাথেয় বা সম্বল—ভগবানের চরণ-দর্শন-কৌতূহল-মাত্র। পার্থিব অর্থের অসদ্ভাব বশতঃ তাঁহার তৎকালে কোনও প্রকার যানের সাহায্যগ্রহণ করিবার সুবিধা হয় নাই। যদিও সে-কালে বাষ্পীয় যান বা বৈদ্যুতিক যান ছিল না, তথাপি বঙ্গদেশ হইতে পুরুষোত্তমক্ষেত্র নীলাচল পর্য্যন্ত যান-অধিকার-কালের একটি পথ বর্ত্তমান ছিল। ইহার উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উৎকলদেশ বৃটিশ-রাজ্যভুক্ত হওয়ার সময় হইতে এই পথে পুরুষের ভার পথিকগণের নিকট হইতে কোন শুল্ক আদায় করা হইত না। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকট-কালে শ্রীজগন্নাথ-দর্শনাভিলাষি-যাত্রিগণের নিকট হইতে বিভিন্ন মাণ্ডলিক-গণ পথের জন্য শুল্ক বা কর আদায় করিতেন। শ্রীচৈতন্য-চরিত লেখকগণ এবং তাঁহাদের রচিত লীলাগ্রন্থে লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীশিবানন্দ সেনের খাটী-সমাধান শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, ভূম্যা-ধিকারিগণ পথিকগণের নিকট হইতে পথে চলিবার কর আদায় করিতেন। যখন আমাদের তরুণ যুবক কটক হইতে নীলাচলে যাত্রা করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি তত্ত্ব-প্রদানের দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ভোজ্য বস্তুর মধ্যে কিয়ৎপরিমাণ শুষ্ক-মাংস ছিল।

হরিজনগণের ক্রিয়াকলাপ ও অজ্ঞজ ঐতিহাসিক

অপ্রাকৃত রাজ্যের হরিজনগণের ক্রিয়াকলাপ ঐতিহ্য-বিৎ সাধারণ বাহ্য-বিচারকের চক্ষে আবরণ-স্বরূপে অবস্থান করে। এই প্রকার ঐতিহ্য কুজ্ঝটিকার ন্যায় বদ্ধজীবের হৃদয়ে সত্যসূর্য্যের রশ্মি আবরণ করিয়া তাঁহাদিগকে লৌকিক-বিচার-ভূমিকায় বিচরণ করায়।

আমরাও সেরূপ ঐতিহ্যমূলে দেখিতে পাই, উক্ত ভাবী কর্ম্মবীরের তখনকার কর্ম্মসূত্রের অবলম্বনের মধ্যে মাত্র এক

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পত্র

খানি পত্র। সেই পত্রখানি খ্যাতনামা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের। তাহা তিনি ডাঃ রোথার নামক একজন জার্ম্মান মনীষীকে দিয়াছিলেন। তাহাতে লিখিত ছিল,—"আমার একটি ছাত্র কার্য্য-উপলক্ষে উৎকলদেশে যাইতেছেন, শিক্ষাবিভাগে তাঁহার একটি চাকরী হইলে তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের সুবিধা হয়। যদিও এই পত্রবাহক অতি সম্ভ্রান্ত ধনবানের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তথাপি কালবশে তাঁহার সম্প্রতি পরসেবা না করিলে বিশেষ অসুবিধার কারণ হইতেছে।" আমাদের পথপ্রান্ত তরুণের হস্তে কিঞ্চিৎ শুষ্ক ও এই পত্রখানি সম্বল ছিল।

নীলাচল-নাথের প্রথম দর্শন

তিনি দিবসের অষ্টম যামার্দ্ধে নীলাচলে উপস্থিত হইয়া শ্রীনীলাচল-নাথের প্রথম দর্শন লাভ করিলেন এবং সন্ধ্যার পরে শিক্ষাবিভাগের একটি কর্ম্মচারীর গৃহে নীলাচল-নাথের প্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন। পাঠক! এই তরুণ যুবকটি কে, বুঝিতে পারিয়াছেন কি? ইনিই আমাদের প্রবন্ধের নায়ক —ঠাকুর ভক্তিবিনোদ।

নীলাচলে আসিবার পথে বিভিন্ন স্থান দর্শন

ঠাকুর নীলাচলে আসিবার পথে সুবর্ণরেখা পার হইয়া ভার্গবেশ্বর, ভদ্রক অতিক্রম-পূর্ব্বক যাজপুরে উপনীত হইয়া ছিলেন। যাজপুরে যাত্র দিন থাকিয়া ছুটিগ্রামে পৌঁছিয়া-ছিলেন। ছুটিগ্রামে ঠাকুরের পিতামহ তৎকালে বাস করিতেন। তিনি একজন বিশেষ সাধক ও বৈষ্ণবপুরুষ ছিলেন। তাঁহার শ্রীশ্রীরাধামাধব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিত্যসেবা ছিল। ছুটিগ্রাম হইতে তিন ক্রোশ দূরে কেন্দ্রাপাড়ার মুন্সেফ্ শিবপ্রসাদ সিংহের সহিত ঠাকুর সাক্ষাৎ করিলেন। শিবপ্রসাদ সিংহ মহাশয় কেন্দ্রাপাড়ায় একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ঠাকুরকে তথাকার শিক্ষকের পদে বরণ করিলেন। শ্রীশ্রীনীলাচল-নাথের দর্শনের পূর্ব্বে আমাদের কথিত পুরুষপ্রবর বাহ্যজগতে এই সকল অভিনয় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

"শ্রীচৈতন্য-গীতা" ও শ্রীসচ্চিদানন্দ প্রেমালঙ্কার

নীলাচল-নাথের আদি-দর্শন-ফলে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা আমাদের প্রথম দর্শনার্থী প্রভুর হৃদয়ে অব্যক্ত ভাবে প্রতিভাত হইলেও তাঁহার লেখনী ঐ সকল কথা প্রকাশ করিতে আরও দুই তিন বৎসর অপেক্ষা করিয়াছিল। পাঠকের কেহ কেহ "শ্রীচৈতন্য-গীতা" নামক একখানি বঙ্গীয় ছন্দোগ্রন্থের কথা শুনিয়া থাকিবেন। এই গ্রন্থের

লেখক—'শ্রীসচ্চিদানন্দ-প্রেমালঙ্কার' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনিই পরবর্ত্তিকালে শ্রীসচ্চিদানন্দঘন-সেবকগণের বিচার-মতে যুক্তপ্রেষ্ঠরূপে সম্পূজিত হইয়াছিলেন।

ছুটিগ্রামে

ঠাকুরের পিতামহ ছুটিগ্রামে পীড়িত হইয়া ঠাকুরের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। ঠাকুর সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি ঠাকুরকে বলিলেন,—"তুমি একজন বড় বৈষ্ণব হইবে।" ইহা বলিবার পরেই তাঁহার প্রকটলীলা শেষ করিয়া জীবন নির্গত হইল।

কটকের বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা

ঠাকুর কটক স্কুলের শিক্ষকতা করিতে লাগিলেন। কটকে থাকা-কালে শ্রীযুক্ত হিলি-সাহেবের সহিত ঠাকুরের আলাপ হয়। হিলি-সাহেব তখন অ্যাসিষ্টেন্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন। কটক স্কুলে যে সভা ছিল, তাহাতে তখনকার নূতন ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১০ আইন লইয়া একটি বিতর্ক উপস্থিত হয়। ঠাকুর তৎসম্বন্ধে সভায় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

হিলি-সাহেব

সেই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া হিলি-সাহেব ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাযুক্ত হন। 'এলিসনের ইউরোপ' দুই মাসে পাঠ সমাপ্ত করিয়া ঠাকুর তাহা হিলি-সাহেবের নিকট দেখাইলে হিলি-সাহেব ঠাকুরের অদ্ভুত প্রতিভা ও শক্তির প্রশংসা করেন।

তল্লকে অধ্যাপনা

১৮৬০ সালে কটক বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া ঠাকুর তল্লক স্কুলের প্রধান অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তল্লকে থাকার সময় "মঠস্ অফ্ উড়িষ্যা" নামক পুস্তক লেখেন।

"মঠস্ অফ্ উড়িষ্যা"

এই পুস্তকে উড়িষ্যার বিভিন্ন মন্দিরের অবস্থা এবং আলোচনা রহিয়াছে।

স্যর উইলিয়ম হাণ্টার

স্যর উইলিয়ম হাণ্টার তাঁহার 'উড়িষ্যা' নামক পুস্তকের মধ্যে ঠাকুরের উপরি-উক্ত গ্রন্থের নাম ও বিবরণ উদ্ধার করিয়াছেন।

দ্বাদশ প্রসঙ্গ

মেদিনীপুরে

ঠাকুর মেদিনীপুরের স্কুলে শিক্ষকতার কার্য্য আরম্ভ করেন। তখন ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারী খ্যাতনামা রাজনারায়ণ বসুও তথায় ছিলেন।

রাজনারায়ণ বসু

কতকগুলি লোক রাজনারায়ণ বসুর অনুগত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি সাধারণভাবে আকৃষ্ট হইলেন এবং যুবক, কৃতবিদ্য, বিদ্যার্থী ও সত্যানুরাগী অপর পক্ষ ঠাকুরের অনুগত হইলেন।

নব্য ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ঠাকুর

ঠাকুর তাঁহার আত্মজীবনচরিতে লিখিয়াছেন,—"আমার ভক্তির প্রতি বাল্যকাল হইতে শ্রদ্ধা ছিল। যখন ঢলাগ্রামে ছিলাম, তখন হরিকীর্ত্তন শুনিয়া আনন্দিত হইতাম। শাক্তগণ বলিদান করিয়া জীবহত্যা করে, মংস্য মারে ও খায়। বৈষ্ণব-ধর্ম্মই জগতে সমীচীন। শাক্তাদি ধর্ম্মে অনেক অপকর্ম্ম এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম নিতান্ত বলহীন—এই-রূপ বোধ আমার হৃদয়ে ক্রমশঃ স্থান-লাভ করিয়াছিল।"

"শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" অনুসন্ধান

যে-কালে ঠাকুর মেদিনীপুরে ছিলেন, তৎকালে তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ-পাঠের প্রবল পিপাসা হয়; কিন্তু তিনি অনেক সন্ধান করিয়াও একটিও চরিতামৃত পাইলেন না। কারণ, তখনও বৈষ্ণব-গ্রন্থ সেরূপভাবে মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয় নাই।

তদানীন্তন শ্রীচৈতন্যানুরক্তবর্গের অজ্ঞতা

তখন শ্রীচৈতন্যদেব-সম্বন্ধে আলোচনা, এমন কি, তৎসম্বন্ধে সাধারণ ঐতিহাসিক বিষয়গুলি পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য-দেবের অনুগত সম্প্রদায়-অভিমানিগণের মধ্যেও বিদিত ছিল না। কেহ বা শ্রীচৈতন্যদেবকে বঙ্গদেশের একজন বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারক, কেহ বা শ্রীনিত্যানন্দকে শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের সহোদর ভ্রাতা—এইরূপ কত কি ধারণা করিয়া রাখিয়াছিলেন।

সাহিত্য-সভায় ঠাকুরের বক্তৃতা ও রাজনারায়ণবসুর বিস্ময়

মেদিনীপুরে একটি সাহিত্য-সভা ছিল, সেখানে ঠাকুর বক্তৃতা প্রদান করিলে রাজনারায়ণ বসু ঠাকুরের বক্তৃতা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং ঠাকুর অনেক উচ্চ পদবীর যোগ্য, ইহা বলিতে লাগিলেন।

মিঃ থমাস্

মিঃ থমাস্ নামক জনৈক ফরাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ঠাকুরের প্রতি অনুরক্ত হইলেন। ঠাকুর ও থমাস্ "ফিনিক্স" পত্রিকায় একসঙ্গে প্রবন্ধ লিখিতেন।

সমাজের ত্রিবিধ লোকের প্রতি ঠাকুরের বিচার

মেদিনীপুর অবস্থান-কালে ঠাকুর তথাকার সমাজে তিন প্রকার লোক দেখিতে পান—(১) নীতিরহিত নায়ক-দ্রব্যাদি-সেবী ধর্মহীন, (২) ব্রাহ্মধর্মাবলী ও (৩) স্মার্ত হিন্দু।

নীতিরহিত ব্যক্তি

(১) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ চিরকালই দুর্নীতিকে ঘৃণিত-জ্ঞানে পরিত্যাগ করিতেন ও সকলকে সেইরূপ উপদেশ দিতেন। যাহারা নীতিরহিত—যাহারা পান, তামাক, গাঁজা প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবন-রত, তাহারা কখনই সদ্ধর্মের যাজক হইতে পারে না,—ইহা তিনি বিশেষভাবে তাঁহার নিজের আচরণের দ্বারা জগতে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ বৈষ্ণব-জীবন সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিল। তিনি কখনও পান, সুপারী, তামাক কিম্বা কোনও প্রকার কলি-সহচর মাদকদ্রব্য স্পর্শও করেন নাই। তিনি বলিতেন যে, ঐ সকল দ্রব্য কখনও মানবজীবনে প্রয়োজনীয় হইতে পারে না। যাহারা ঐ সকল দ্রব্যে আসক্ত, তাহাদের কৃষ্ণাসক্তির অভাব। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জীবনে কোন দিন কালারও নিকট এক কপর্দকও যাচ্ঞা করেন নাই বা উৎকোচ-গ্রহণে স্বাতন্ত্র্য-বিসর্জন কিম্বা কোন পাপ বা অপরাধের প্রশ্রয় কখনও প্রদান করেন নাই। কয়েক বৎসর পূর্বে যখন বৈষ্ণব-দ্রোহ, প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজে গড্ডলিকা, অর্থগৃধ্নু কতিপয় ব্যক্তি অর্থ ও উৎকোচের বশবর্তী হইয়া পূর্বীয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিত্যক্ত অভিবাড়ী বা ভক্তিবিরোধি-সম্প্রদায়কে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন এবং ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরকে সে বিষয়ে সহায়তা করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তখন একমাত্র ঠাকুর ভক্তিবিনোদই দুষ্টতা-সহকারে উত্থিত ভক্তিবিরোধিনী চেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। পরলোকগত নাট্যবিদ্যা কুশল গিরীশ-চন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার নিজ-রচিত চৈতন্য-লীলার নাটকের প্রথম অভিনয়-দিবসে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনুমোদন-লাভ করিবার জন্য সম্মতি গ্রহণ করিতে আসিলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উহাতে অস্বীকৃত হইয়া জগতে প্রাকৃত সহজিয়া-ধর্ম ও শুদ্ধভক্তির পার্থক্যের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

নব্য ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী

(২) তিনি আরও বলিতেন যে, আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম কখনও জীবের স্বরূপধর্ম হইতে পারে না। তিনি একমাত্র সার্বভৌমিক ধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন। অখিল জীবাত্মার যে নিত্যধর্ম, তাহাই সর্বজীবের ধর্ম। তিনি তাঁহার স্ব-রচিত 'প্রেমপ্রদীপ' নামক ধর্মমূলক উপন্যাস-গ্রন্থে এই সকল কথা বিশেষভাবে বিচার করিয়াছেন।

কর্মজড় স্মার্ত

(৩) কর্মজড় স্মার্তগণ—দেহ ও মনের ধর্মে আসক্ত; সুতরাং তাঁহাদের আদর্শ অতীব সঙ্কীর্ণ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এইরূপ সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি সর্ব জীবের একমাত্র ধর্ম যে পরমপুরুষের উপাসনা, সেই আত্মধর্ম বা ভক্তিধর্মেরই আচার-প্রচার প্রচারক ছিলেন। কোন প্রকার বন্ধু বা স্বজনের অনুরোধ, উপরোধ, লোক-প্রিয়তা প্রভৃতি কিছুই তাঁহাকে আত্মার সেই স্বতঃসিদ্ধ অপ্রাকৃত বিশ্বাস হইতে বিচ্যুত করিয়া কোন প্রকার প্রাকৃত ধর্মকে বহুমানন করিতে দেয় নাই। ব্রাহ্মাচার্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ আত্মজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নববিধান-সমাজের প্রবর্তক কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় এবং তদানীন্তন স্মার্ত হিন্দু-সমাজের বহু প্রতিষ্ঠানযুক্ত ব্যক্তি তাঁহার বাল্যবন্ধু ছিলেন; কিন্তু তিনি একমাত্র পরিপূর্ণ পরমসত্য কৃষ্ণ-পাদপদ্মসেবারূপ আত্মধর্ম পরিত্যাগ করিয়া লোকপ্রিয়তার খাতিরে কোন প্রকারে কোন অনাত্মধর্মের সহিত আত্মধর্মের সমন্বয় বা মিলা-মিশ করিবার অবৈধ

আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। অনেক ধর্মাচার্য্যাভিমানী ব্যক্তি লোকপ্রিয়তার খাতিরে ধর্ম ও অধর্ম, চিৎ ও জড়, কৃষ্ণ ও মায়া, আত্মধর্ম ও মনোধর্মের অবৈধ সমন্বয় করিবার ন্যূনাধিক চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন। সাম্প্রতিক আত্মধর্মের একনিষ্ঠ প্রচারক ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে এইরূপ সাঙ্কর্য্যদোষ কখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই; ইহা আত্মধর্ম-প্রচারক ঠাকুর ভক্তিবিনোদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ধর্ম্মজীবনে বিপ্লব

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ-লিখিত]

পরিদৃশ্যমান্ জগতে আমরা বহু প্রকারের বিচিত্রতা দর্শন করি; এই বিচিত্রতার কারণ—প্রকৃতি। প্রকৃতিতে যে ধর্ম আমরা লক্ষ্য করি, তাহাতে নশ্বরতা সর্ব্ব বর্ত্তমান আছে; সেই নশ্বর-ধর্ম্মে বহু প্রকার প্রাণি ইহজগতে পরিচিত হইয়া থাকে। স্থানের, রূপের-ভেদে বহু প্রকার প্রাণি আমরা ইহজগতে দেখিতে পাই। তাহার ভিতর স্বল্প পরিমাণে কতকগুলি প্রাণী 'মানব'-নামে পরিচিত হইয়া থাকেন। এই অল্পসংখ্যক মানবদিগের মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, যবন, শবর, বেদনিষ্ঠ প্রভৃতি বহু প্রকারের মানব দৃষ্ট হয়। এই মানবজাতির ভিতর 'ধর্ম'নামে একটি শব্দ বহুদিন ধরিয়া প্রচারিত আছে। এই ধর্ম-শব্দের অর্থ বুঝিবার যোগ্যতা একমাত্র মানবজাতির আছে। মানবজাতি যখন অক্ষজ জ্ঞানের দ্বারা চালিত হইয়া স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহেতে 'আমি,' 'আমার' অভিমান করে, তখনই তাহাদের ভিতর 'ধর্ম'-শব্দের নানা প্রকার মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই প্রকার মত-ভেদের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মতবাদিগণ ধর্ম্মের অধীন নহেন বা 'ধর্ম্ম' কাহাকে বলে, সে কথায় তাহাদের বাস্তব প্রয়োজন নাই। যাঁহারা ইহজগতে ধর্ম্মের বক্তা সাজিয়া ধর্ম-বিষয়ে উপদেশ-দান করিবার জন্য কষ্টই না আস্ফালন করিয়া থাকেন, তাঁহারাও নিরপেক্ষ হইয়া—আত্মস্থ হইয়া 'ধর্ম'-শব্দের অর্থ চিন্তা করিবার খুব কমই অবসর পাইয়া থাকেন। রাজা রাজত্ব পাইলে প্রজা শাসন করিয়া থাকেন, সমাজে আধিপত্য করিবার জন্য সমাজপতি সমাজ শাসন করিয়া থাকেন, পতি পত্নীকে শাসন করেন, পিতা পুত্রকে শাসন করেন। ইঁহাদের পরস্পর শাসন-প্রণালীর বিষয় আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ইঁহারা অধিকাংশ সময়ই শাসিত না হইয়াই শাসন-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। মতভেদ নিরাস করিবার জন্য অক্ষজ জ্ঞানের দ্বারা চালিত হইয়া জাগতিক যাঁহারা ব্যক্তিগণ চেষ্টা করিয়া থাকেন বা বহু প্রকারে মানবজাতিকে প্রলোভন দেখাইয়া সুখী করিবার কিম্বা শান্তিদান করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের চেষ্টা ইহজগতের বিচারে ফল প্রসব করিলেও আমরা প্রকৃতিস্থ হইয়া চিন্তা করিলে দেখিতে পাই যে, তাহার দ্বারা কৃষ্ণই ভুলিয়া থাকে, কারণ তাহারা অপ্রকৃতিস্থ।

অপ্রকৃতিস্থ মানব গুরুপদ হইতে পারে—অপরকে শাসন করিবার জন্য শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু চিন্তা করিবার অবসর পায় না—কাহাকে শাসন করা হইতেছে বা কে শাসনকর্ত্তা? যে-দিন কোন সৌভাগ্যক্রমে বা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতির ফলে কোনও মুক্তপুরুষ বা ভগবানের নিজ-জনের সহিত তাহাদের দেখা হয়, সে-দিন এই ভ্রান্তিময় রাজ্যে প্রতারিত মানবজাতির আত্ম-স্বরূপ দর্শন করিবার সুযোগ হয়। তাহার কারণ, মুক্ত পুরুষ আত্মস্থ বা প্রকৃতিস্থ।

প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি ইহজগতে 'আচার্য্য' বা 'গুরু'-নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি কৃপা-পরবশ হইয়া যাবতীয় প্রাণীর মঙ্গলচিন্তা করিয়া থাকেন—সমস্ত প্রাণী যাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, সেই আশ্রয়দাতার কথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সেই কীর্ত্তিত বস্তুটী জগতের অন্তর্ভুক্ত কোন বস্তু নহেন, সেটী—অধোক্ষজ অতীন্দ্রিয়

বস্তু। সেই বস্তুটী একমাত্র বেদ-বেদ্য ও বাস্তব,—ইহা যিনি জানেন, তিনিই যাবতীয় প্রাণীর ধর্ম্ম-নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

"ধর্ম্ম"-শব্দ প্রয়োগ করিলেই মানব অন্ধির হইয়া পড়েন। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, ভোগমূলা প্রকৃতি মানবের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। সেই ভোগমূলা প্রকৃতির ইঙ্গিত যাঁহারা বোঝাইতে পারেন, তাঁহারাই আমাদের নিকট অবতার বা ভগবান্ সাজিতে পারেন। কিন্তু আমরা প্রকৃতির হইয়া প্রকৃতির যান্ত্রিক যন্ত্র-প্রভাবে মুগ্ধবৎকপে অনুভব করিবার সুযোগ পাই—মৃত যান্ত্রিক কি করিয়া মানবজাতির মঙ্গল-বিধান করিতে পারিবে? জন্ম-মরণশীল বস্তুতে যাহার বুদ্ধি আবদ্ধ বা মৃত যান্ত্রিককে সুখী করিবার জন্য যিনি নিরন্তর চেষ্টিত, তিনি কি একবার ভাবিবার অবসর পাইবেন—যে বস্তুগুলি আমার নিকট 'আমার' বলিয়া পরিচিত হইতেছে বা যে জিনিষটী 'আমি' বলিয়া মনে হইতেছে, সেই বস্তুগুলি কি 'আমার' বা সেই জিনিষটী কি 'আমি'? সেই জিনিষটী যদি আমি হইতাম, তাহা হইলে নিত্যকাল 'আমি' থাকি না কেন? বা সেই জিনিষগুলি আমার থাকে না কেন? এই বিষয় চিন্তা করিবার অবসর পাইলে ধর্ম্মালোচনা আমাদের কাছে ভাল লাগে।

এই 'ধর্ম্ম' জিনিষটী কি,—এই বিষয়টী বিশদরূপে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—যাহার দ্বারা বস্তুর সমাক্ প্রকারে ধারণা হয়, তাহাই ধর্ম্ম। এই ধারণ করিবার যোগ্যতা কাহার? তিনি কে? এই নশ্বর দেহই কি সেই বস্তু? যদি এই দেহ সেই বস্তু হন, তাহা হইলে যে-দিন দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, সেই দিন এই ধারণার বস্তুর অনুসন্ধান কে করিবেন? এই ধারণার অনুসন্ধান-দানকারী—একমাত্র নিত্যদেহ-দেহী-অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম। যদি কোন সৌভাগ্যবান্ জীব সত্যসত্যই নিষ্কপটে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করেন, তাহা হইলে গুরু-পাদপদ্মই যে এই ধারণা দিতে একমাত্র সমর্থ, তাহা তাঁহার বোধগম্য ব্যাপার হয়: মর-জগতে যে ধর্ম্মগ্লানি হওয়ার দরুণ যাবতীয় প্রাণীর জীবন দুরবস্থার উদয় হইয়াছে, সেই দুরবস্থার হাত হইতে রক্ষা করিয়া যখন শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহাদের ধারণার বস্তু ধরিবার সুযোগ দান করেন, তখনই তাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্যত্ব, নিজের নিত্যত্ব ও তাঁহাদের ধারণার বস্তুর নিত্যত্ব অনুভব করিবার সুযোগ পান এবং তখনই তাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে বলিয়া থাকেন,—"পৃথক্ বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"। এই উপনিষদ্-বাক্য যখন সৌভাগ্যক্রমে আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয়, তখনই অধিরূঢ় সিদ্ধান্তে বা মনোধর্ম্মের খেয়ালে যাহারা আমাদের নিকটে ধর্ম্মের বক্তা সাজিয়া ঐ সকল বাক্যের মৌখিক ও উপলব্ধিহীন উপাসনা করে, তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রৌত গুরুপাদপদ্মে পরিনিষ্ঠিত-মতি হই। আত্মস্থ ব্যক্তির কাছে অবগত হইয়া, শুধু অবগত হওয়া নয়, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বা সেই বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া যিনি 'ধর্ম্ম' কথাটী কীর্ত্তন করেন, তাঁহার নিকট আমরা যদি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-দ্বারা ধর্ম্ম-বিষয়ে বুঝিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে তিনি সর্ব্বপ্রথমে জগতের যত প্রকার খেয়াল, মনগড়া, বহির্ম্মুখ সমাজগড়া বা স্বেচ্ছা-চারিতার কারখানার প্রস্তুত করা ধর্ম্ম আছে, তাহা সম্পূর্ণ নিরাস করিয়া একমাত্র সনাতন শ্রৌত ধর্ম্মের বক্তা যে স্বয়ং ভগবান্—"ধর্ম্মস্তু সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রণীতং"—এই কথাটী জানাইয়া দেন। যত মহাজন আমাদের নিত্যধর্ম্ম নির্ণয় করিয়া গেন, তাঁহারা সকলেই শ্রৌত-আম্নায়ে মূলপুরুষ শ্রীভগবানের সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধ-বিশিষ্ট; তাই তাঁহাদের বাক্যে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব—এই চারি প্রকারের দোষ নাই; তাই তাঁহারা ধারণার বস্তুর বিষয়ে ভুল করেন না।

চেতন, অচেতন, যাহা কিছু এই পরিদৃশ্যমান্ জগতে দেখা যাইতেছে বা ইহার বাহিরে যাহা কিছু চিন্তা করিবার সুযোগ হইতেছে, সেই সমস্তের মালিকই ভগবান্। তাঁহাকে যিনি ধরিয়াছেন বা তাঁহা হইতে যিনি চ্যুত হন নাই, এবম্বিধ ব্যক্তিই এই ধর্ম্ম-বিপ্লবের হাত হইতে রক্ষা করিয়া আমাদিগকে নিত্যধর্ম্মে বা শাশ্বত ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। আমরা তাঁহার কৃপায় নিত্যধর্ম্মে সম্প্রতিষ্ঠিত হইলে জানিতে পারি যে, প্রতিষ্ঠিত থাকিতে ভোগময় রাজ্যের কোন প্রকার আবর্জ্জনা, হেয়তা বা অবস্তুতা নাই। তখনই আমরা তাঁহার আনুগত্য করিয়া থাকি; তৎপূর্ব্বে আমাদের আনুগত্যটী সুষ্ঠুরূপে হয় না। তাই আমরা কখনও মনোধর্ম্ম গ্রহণ করি, কখনও তাহা ত্যাগ করি।

ত্যাগ এবং গ্রহণের জিনিষ—ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্ম ত্যাগ করা যায় না বা মনোধর্ম্মের খেয়ালে গ্রহণ করাও যায় না। ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বুদ্ধি হইতে চ্যুত হইলেই আমরা প্রকৃতির দ্বারা চালিত হইয়া প্রকৃতির ভোক্তা অভিমান করিয়া থাকি বা প্রকৃতির অধীশ্বর সাজিবার প্রয়াস পাই।

প্রকৃতির অধীশ্বর যে আমরা নহি—এ কথা চিন্তা করিবার অবসর আমরা পাই না। প্রকৃতির প্রলোভনে পড়িলে মানব ধর্ম্মচ্যুত হইয়া নানা প্রকার মতবাদে প্রবেশ করে। প্রকৃতিসুন্দরী তাহাদের উপর এমনভাবে আধিপত্য বিস্তার করেন যে, জীবের নিত্যমঙ্গলদাতা শ্রীজগদ্গুরু-পাদপদ্ম কৃপা-পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইলেও সেই গুরুপাদপদ্মের শোভা-দর্শনের সম্মুখে নিজ-কৃত আড়াল আনিয়া ফেলে। বহুরূপিণী প্রকৃতির সঙ্গ প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যাগ না করিলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের ঔদার্য্য উপলব্ধির বিষয় হয় না। নিজ-সুখকামনা-চরিতার্থ করিতে হইলে প্রকৃতির সঙ্গ করিতে হয়। যাহারা বহুরূপিণী নিজ-সুখকামনা চিরতরে কৃষ্ণ-কামনার ইন্ধন করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃতির অধীশ্বর বা অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের—অনন্তকোটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কেন,—ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ বা তাহার অতীত গোলোক-বৃন্দাবনের—সমস্তের অধীশ্বর যে 'একমেবা-দ্বিতীয়ম্' পরব্রহ্ম, সেই অধোক্ষজবস্তু কৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হন।

এই ধারণা হইতে চ্যুত হইয়াছেন যাঁহারা, তাঁহারা সকলেই অপ্রকৃতিস্থ। সুতরাং তাঁহারা যত প্রকারের চেষ্টাই করুন না কেন, সেই চেষ্টা ফলবতী হয় না, যতদিন না তাঁহারা নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের পদরজঃদ্বারা অভিষিক্ত হন। মহাভাগবতের পদরজে অভিষিক্ত হইলে আমাদের প্রাকৃত মন চিরকালের তরে অপসারিত হয়। তখন আমরা তথাকথিত সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় বা 'জগাখিচুড়ী' না করিয়া কিম্বা মহাজনদিগের উপর দোষারোপ না করিয়া নিত্যপূর্ণচেতনের সেবক আমরা সহিষ্ণুতা-অবলম্বন-পূর্ব্বক অহিংসাই যে আমাদের আত্মার সহজবৃত্তি, তাহা উপলব্ধি করিতে পারি। তখনই আমরা পরমদয়াল পতিতপাবন শ্রীগুরুদেবের আদেশ প্রতিপালন-জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টিত হইয়া থাকি। এই প্রকার চেষ্টা—অপ্রতিহতা। কারণ, তাহা হেতুমূলে চেষ্টা নহে। তখন পরদুঃখদুঃখী শ্রীগুরুদেব জীবের আত্যন্তিক দুঃখ-দর্শন করেন, তাহাদিগকে 'দরিদ্র-নারায়ণ' (?) দেখেন না।

নারায়ণের অংশ নারায়ণকে বিস্মৃত হইয়া বা স্ব-স্ব ধর্ম্মচ্যুত হইয়া উপাধিগত অনুভূতিতে নানা প্রকার তাপ উপভোগ করিতেছে। সেই অধোক্ষজানবস্তু পরমব্রহ্ম শ্রীভগবান্‌কে ভুলিলেই জীব এই প্রকার দুর্গতি ভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং পরদুঃখ-দুঃখী শ্রীগুরুপাদপদ্ম জীবের দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করিয়া তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এইটীই তাঁহার সঙ্গের প্রকৃষ্ট পরিচয়।

যাঁহারা ইন্দ্রজগৎ দর্শন করেন বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদের যে বাস্তবিক দর্শন-ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়াছে, ইহা কি তাঁহারা অনুভব করিয়াছেন? দৃশ্যবস্তু যাঁহাদের জড়, তাঁহারা কি করিয়া সেই জড় বস্তুর উপর শাসন বিস্তার করেন এবং কি করিয়াই বা তাহাদের নিকট ধর্ম্ম-প্রচার করেন কিম্বা তাহাদের মঙ্গল করিবার জন্য ব্যস্ত হন? নিজে অন্ধ হইয়া অপর অন্ধকে পথ দেখাইবার চেষ্টা কি হাস্যকর নহে?

'নারায়ণ'-অনুভূতি যদি আজ আমাদের থাকিত, বা 'নারায়ণ' যদি আমাদের দর্শনের বিষয় হইতেন, তাহা হইলে কি করিয়া আমরা তাঁহাতে 'দরিদ্র'-শব্দ আরোপ করিতে প্রবৃত্ত হইতাম? নারায়ণ ত' সমস্ত চেতন-অচেতনের অধীশ্বর, তিনি ত' ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্। তাঁহারই সেবক আমরা, তাঁহাকে ভুলিয়াই আজ আমাদের এই প্রকার দুরবস্থা।

ভগবদ্বিস্মৃত, বিষয়রূপে পতিত যে-সব ক্ষুদ্র জীব, তাহাদের দুঃখ বা তাহাদের সুখ তাহাদের বিচারে তাহারা অর্জ্জন করিতেছে; প্রকৃতির দ্বারা চালিত হইয়া এই প্রকার সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়াও তাহারা প্রকৃতির অধীশ্বর—একমাত্র স্বরাট্ বস্তুর শরণাগত হইতে পারিতেছে না। তাঁহার শরণাগত হইলেই তিনি তাহাদিগকে প্রকৃতির কবল হইতে ছুটি করাইয়া থাকেন। ভগবদ্বিস্মৃত যে-সব দুর্ভাগ্যবিলাসপর জীবের নিজের নিত্যত্ব বা ভগবানের ভগবত্তা-বিষয়ে উপলব্ধি হয় নাই, তাহারা 'ধর্ম্ম' জিনিষটার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। তাই গীতায় আমরা দেখিতে পাই—সর্ব্বপ্রথমেই 'ধর্ম্ম'-শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। যেমন আমরা পাঠ্য-জীবনে শিক্ষা লাভ করিতে গিয়া

সঙ্গ-প্রসঙ্গে ধর্ম-বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করি, সেই প্রকার যখন আমাদের নিত্যমঙ্গল বা পারমার্থ-পিপাসা হৃদয়ে প্রবল হয়, তখনই আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মে সঙ্গ-প্রথমে আমাদের ধর্ম কি, বা কর্তব্য কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি। সেই বস্তু-জিজ্ঞাসার উদয় না হওয়া পর্যন্ত আমরা নানা-প্রকার অস্থির সিদ্ধান্তে ব্যস্ত থাকি। তখনই সূর্য যা আমাদের নিকট অবতীর্ণ হইয়া আমাদের বা অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেখানে যত জীব আছে, তাহাদের স্বরূপ-ধর্মের কথা বলিয়া থাকেন। 'ধর্ম' যাহাদের আলোচ্য বিষয় হয় নাই বা যাহারা ধর্ম হইতে চ্যুত, তাঁহারা কি করিয়া আমাদের মঙ্গল-বিধান করিতে পারেন?

বস্তুই আমাদের জীবন, বস্তুই আমাদের রক্ষাকর্তা; বস্তুই আমাদের পালনকর্তা। সেই বস্তু যাঁহারা আশ্রয়-গত করেন, তাঁহারাই ইহজগতে 'পার্ষিক' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সেই পার্ষিক ব্যক্তিগণকে বা বস্তুকে যখন আমরা নিধন করিতে চেষ্টিত হই, তখনই শ্রীভগবান্ "ধর্ম"-শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝাইবার জন্য নিজে আমাদের নিকট অবতীর্ণ হন। তখন তিনি ধর্মের নিত্যত্ব বা উৎকর্ষতা বুঝাইবার জন্য তাঁহার বিপক্ষ বা অসমর্থনকারী যে-সব অধার্মিক ব্যক্তি, তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রেতেও আমরা দেখিতে পাই,—"ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করাই ভগবানের একমাত্র কৃত্য। যখন যখন অধর্মের প্রাধান্য আমরা দেখিতে পাই, তখন তখনই শ্রীভগবান্ স্বয়ং কিম্বা আপনার নিজ-জনকে আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়া থাকেন।

অধর্মের বিনাশ বলিলেই আমরা মনে করিতে পারি, "শ্রীভগবান্ বোধ হয় একপক্ষ অবলম্বন করিলেন," কিন্তু তাহা নহে। শাস্ত্রালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই বা মুক্তপুরুষেরা বলেন, ধর্মচ্যুত প্রাণী নিজেই নিজেকে বধ করিয়া থাকে; যদিও সে নিজে আগুনে পোড়ে না, জলে ডোবে না বা অস্ত্রে কাটে না, তথাপি তাহার উপাধিগত অসদ্বৃত্তি প্রবল থাকায় বা উপাধি-দ্বারা আচ্ছাদিত থাকায় উপাধিগত বস্তুকে রক্ষা করিতে চাহিলেও উপাধি জিনিষটি সংরক্ষিত হয় না। তাই তাহাকে উপাধির হাত হইতে নির্মুক্ত করিবার জন্য—উপাধি-বিমুক্ত ধার্মিক পুরুষগণ যে ভগবান্ কর্তৃক নিত্যকাল রক্ষিত, তাঁহাদের যে কোন দিনই ধ্বংস নাই, এই কথাটী বুঝাইবার জন্যই শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আবির্ভাব। আমরা যদি নিষ্কপটে শ্রীগুরু-দেবের আদেশ প্রতিপালন করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, তিনি আমাদের উপাধিগত ধর্মকে বিনাশ করিয়া বা ধ্বংস করিয়া আমাদিগকে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য স্বতঃ, পরতঃ চেষ্টিত। উপাধিগত অসদ্বৃত্তি হইতে নির্মুক্ত না হইলে গুরুর দাসই যে আমাদের নিত্য-স্বভাব, ইহা অনুভূতির বিষয় হয় না। শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে সেই পরম প্রয়োজনীয় বস্তু লাভ করিবার চেষ্টা যখন প্রবল হয়, তখনই সেই জিনিষটার অধিষ্ঠান আমাদের হৃদয়ে অনুভবনীয় হয়। তাই আমরা ধর্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রপন্ন হইয়া থাকি। 'প্রপন্ন' হওয়াটা—লোক-দেখান নহে। যিনি প্রপন্ন হইবেন, তিনি নিজেকে নিজে যতদিন না জানেন, ততদিন তিনি প্রকৃতির অধীন। প্রকৃতির বিচিত্রতায় নশ্বরত্ব দর্শন-পথে পতিত না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃতির অধীশ্বর হইবার পিপাসা আমাদের হৃদয়ে প্রবল থাকে। অহৈতুকী করুণাময় শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে উপদেশ দেন,—'তোমরা প্রকৃতির অধীশ্বর নহ, প্রকৃতির অধীশ্বর একমাত্র ভগবান্, তাঁহাকে ভোগ করিতে গিয়াই তোমাদের এই দুরবস্থা, তোমরা যদি নিত্যমঙ্গল চাও, তবে আমার আদেশ অনুসারে আত্মধর্মকে আশ্রয় করিয়া সেই মঙ্গলের অনুসন্ধান কর। এমন সুযোগ তোমরা আর কখনও পাইবে না। চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর নরদেহরূপ যে এমন একখানি দৃঢ় নৌকা পাইয়াছ, সেই নৌকার বশে প্রমত্ত না থাকিয়া নৌকাস্থিত তোমাদের স্বরূপের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তোমাদের প্রকৃত প্রয়োজন-লাভে যত্নবান্ হও—কায়মনোবাক্যকে সর্বতোভাবে নিষ্কপটে হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত কর। তাহা হইলেই মনুষ্যজন্মের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদিত হইবে।"

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২০শে এপ্রিল (১৯৩২) বুধবার দিবস হংসকেশ্বর শ্রীএকায়ন মঠের বার্ষিক মহাবদান্যোৎসব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের গুপ্তবিচালনে অতি সুষ্ঠুরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে আচার্যাত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীপাদ মাধাপুর হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান প্রভু, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কবিরত্ন প্রভৃতি প্রমুখ ভক্তগণ, কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত আশ্রম হইতেও কতিপয় ভক্ত এবং গোয়াড়ী হইতেও শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম্-এ, ভক্তিভূষণ প্রভৃতি ভক্তগণ উৎসবের শ্রীএকায়ন মঠে সমাগত হইয়াছিলেন।

উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্নে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশতীর্থ মহারাজ স্থানীয় বহু ভদ্রলোক এবং সমাগত ভক্তগণ-সমক্ষে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১৭শ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ষোড়শ বৎসর বয়স হইতে সন্ন্যাস-গ্রহণ-পর্য্যন্ত সময়ের লীলা-মাহাত্ম্য বর্ণন করেন। পাঠের পর ঠাকুরের ভোগরাগাদি সম্পন্ন হইলে স্থানীয় এবং বিভিন্ন স্থান হইতে আগত প্রায় চারিশত ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

অপরাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত সুশীলমোহন চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক ভদ্রলোকের আগ্রহে সমাগত বহু ভদ্রলোকের সমক্ষে প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল-ব্যাপী মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য, অনিত্য বা নৈমিত্তিক ধর্ম্মের হেয়ত্ব এবং নিত্য বা আত্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব বহু শাস্ত্রযুক্তিবলে কীর্ত্তন করিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন।

২১শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীভাগবত আশ্রম হইতে আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু, আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন, শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিপ্রকাশ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু ও শ্রীগঞ্জানানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ স্বগণ-সহ অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন। পথিমধ্যে কৃষ্ণনগর সিটি-ষ্টেশনে শ্রীল প্রভুপাদ কয়েকজন উচ্চপদস্থ ভদ্রলোকের নিকট অনেকক্ষণ হরিকথা-কীর্ত্তন-দ্বারা 'নকোপাসনা' ও 'শুদ্ধ ভক্তি'র মধ্যে পার্থক্য বিশদরূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু ও শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কবিরত্ন ঐ দিবস অপরাহ্ণ ৩৷৷ ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগর হইতে রওয়ানা হইয়া রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হন। বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক প্রত্যহ শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণ-পূর্ব্বক আত্মমঙ্গল-সাধন করিতেছেন।

ঐ দিবস সন্ধ্যাকালে গৌড়ীয় সম্পাদক-সঙ্ঘপতি শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিপ্রকাশ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বেদান্তবাচস্পতি, শ্রীপাদ সদীশ্বরণ ভক্তিবিজয়, শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, শ্রীপাদ মহানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্ত্যালোক, শ্রীপাদ রাসবিহারী ভক্তিজ্যোতি প্রমুখ ভক্তবৃন্দ একে একে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে উপবিষ্ট হইলে প্রভুপাদ "ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে" —বাক্যের ব্যাখ্যামুখে বলিতে লাগিলেন,—

"হিরণ্যকশিপু" জাতীয় ব্যক্তি-মাত্রই—ভক্তদ্বেষী। প্রহ্লাদানুগগণ সর্ব্বদাই তাহাদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকেন। 'হিরণ্য' শব্দের অর্থ—স্বর্ণ বা প্রাকৃত ধন এবং 'কশিপু' শব্দের অর্থ—শয্যা। যাহারা প্রাকৃত ধন ও সুকোমল শয্যায় আসক্ত অর্থাৎ যাহারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা বাদ দিয়া জগতের যাবতীয় দ্রব্য ভোগ করিতে প্রলোভিত, তাহারাই 'হিরণ্যকশিপু'; আর প্রকৃতরূপে কৃষ্ণের আহ্লাদোৎপাদনই—প্রহ্লাদের কার্য্য। হিরণ্যকশিপু সর্ব্বদাই প্রহ্লাদের সেবাকার্য্যে বাধা প্রদান করিবে, সে তাহা না করিয়া থাকিতে পারে না; তাহাকেই ঐ প্রকার কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে, অন্ততঃ প্রহ্লাদের নিকট উপস্থিত হইতে না পারে, তন্নিমিত্ত তাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশই প্রহ্লাদের হিরণ্যকশিপুর প্রতি চরম দণ্ডের নিদর্শন। আমার দেহ, আমার স্বজন—যে কেহ আমাকে ভগবদ্ভক্তির পথে বাধা প্রদান করে, সেই ভক্তদ্বেষী; প্রকৃত মঙ্গল-লাভ করিতে হইলে ভক্তদ্বেষিগণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিতেই হইবে। শ্রীনৃসিংহদেব স্বয়ং হিরণ্যকশিপুর বধবিধারণ-দ্বারা ভক্তদ্বেষীর প্রতি ক্রোধ-প্রকাশের উদাহরণ

প্রদর্শন করিয়াছেন—প্রহ্লাদ স্বীয় গুরুদেবী পিতা হিরণ্য-কশিপুর প্রতি 'অসুর' প্রভৃতি পদ প্রয়োগ করিয়া "কাম ভক্তবৈরিণে" বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন।

অনন্তর 'কাম কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে'—বাক্যের ব্যাখ্যামুখে শ্রীল প্রভুপাদ বলিতে লাগিলেন,—"এই বাক্যের অর্থ জানিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম কৃষ্ণকর্ম্ম কি, তাহা জানা প্রয়োজন। জগদ্বাসীকে মায়ার দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া কৃষ্ণদাস্যে নিযুক্ত করাই প্রথম 'কৃষ্ণকর্ম্ম'। বহির্ম্মুখ ব্যক্তি সকলের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত পরমেশ্বর স্বীয় বিষয়-ভোগের অভিলাষ ও প্রার্থনা থাকিলেও পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া থাকেন,—"আমি বিল্ল, সেই মূর্খে বিষয় কেন দিব? পরমামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব।"—এই বাক্য-দ্বারা কৃষ্ণ-ভক্তের নির্ম্মল প্রকৃতি প্রদর্শন করিয়াছেন। গীতায় "মৎ কর্ম্মকৃৎ, মৎপরমো, মদ্ভক্তোঽহি, মদর্থি মৎ। মদ্ব্যপাশ্রয়স্তদি কৌন্তেয় তৎ-কুরুষ মদর্পণম্"—প্রভৃতি বাক্য কৃষ্ণকর্ম্মের প্রোজ্জ্বল প্রতীতি। "যাবৎ কৃষ্ণপ্রবর্ত্তিতঃ স্বাভিনীবৃত্তিদ্বারে-প্রাচীনবর্হিঃ ক্ষুদ্রি পুরঃ স্বেহভোগং গতৌ তে। তৈস্তত্রাসৌ প্রেরিতস্তদ্বনায় তৈরাসাদ্যস্তাং প্রাবিশৎ সিদ্ধজুষ্টম্। "শ্রীমদ্গোড়ীয়মঠের প্রচারবিধি কীদৃশো বর্ত্ততেঽধুনা তথাং তৈরাসাদ্যস্তাং প্রাবিশৎ সিদ্ধজুষ্টম্। যোগাকাঙ্ক্ষা বহুভবতঃ কীদৃশং বেত্তি লোকাত্তস্মাদেনং পরীবর্ত্তমিচ্ছো হরীয়ুঃ।"—প্রভৃতি শ্লোকে কৃষ্ণ-কর্ম্মের মুখ্য প্রতীতি। কামকে এই সকল কৃষ্ণকর্ম্মের সেবায় নিযুক্ত করাই 'কাম কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে' বাক্যের তাৎপর্য্য। 'কাম'কে কামদেব কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে, তাহা না করিয়া নিজের সেবায় নিযুক্ত করিলে অর্থাৎ কামাসক্ত হইলে বিষধর সর্পকে আলিঙ্গনের ন্যায় মৃত্যু অনিবার্য্য। জানিয়া শুনিয়া বিষ খাওয়া—হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা ছাড়িয়া ভোগের প্রশ্রয় দেওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। অতএব আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—"তোমার কনক, তোমার জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।"

গত ১৯শে এপ্রিল তারিখে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত নাইড়াবাদ গ্রামে একটি বৃহৎসভার অধিবেশন হইয়াছিল। স্থানীয় শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রসূন বোধায়ন মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাসম্বন্ধে সভার পূর্ব্বে পৃথক্ পৃথক্ দুইটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিপাদগণের বক্তৃতা-শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তৎপরদিবসও তাঁহারা একটি বিরাট্ সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। সেই দিবসও বহুশিক্ষিত জনমণ্ডলীর সমক্ষে সন্ন্যাসী মহারাজদ্বয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য চারিঘণ্টাকাল বক্তৃতা-দ্বারা সকলকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেন। বক্তৃতা-শ্রবণে শ্রোতৃবর্গ স্বীকার করিয়াছেন যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় বাস্তবিকই সুদৃঢ় সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এই নিয়তসুহৃদ্ সত্যকে আশ্রয় করিলে—জগতের যেখানে যত মঠ, মন্দির, আখড়াবাড়ী প্রভৃতি আছে, তৎসমস্তই শ্রীগৌড়ীয়মঠের সুবিচারপূর্ণ বিচারের দ্বারা পরিশোধিত হইলে জগদ্বাসীর নিত্যমঙ্গল সাধিত হইবে, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বাখরাবাদ, মেদিনীপুর
১৮ই বৈশাখ ১৩৩৯ সাল।

বদান্যবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ২৮শে বৈশাখ (১৩৩৯), ১১ই মে (১৯৩২) বুধবার দিবস মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বাখরাবাদ-গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ দাসাধিকারী মহাশয়ের ভবনে "শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সেবক-সম্মিলনী"র প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হইবে। সজ্জনগণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

বিনীত নিবেদক—
"শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সেবক-সম্মিলনী"র
সেবকবৃন্দ।

১০ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৩১শে বৈশাখ শনিবার, ১৩৩৯ ; 15ই মে, ১৯৩২ | ৩৯শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও মঃ মঃ পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী*

স্থান—মঃ মঃ শাস্ত্রী মহাশয়ের কলিকাতাস্থ ভবনের ত্রিতল-গৃহ

কাল—রবিবার, বাদেঃ ; ২৮শে পৌষ, ১৩৩৬ ;

ইং ১২ই জানুয়ারী, ১৯৩০ , বেলা ১৯ ঘটিকা—৩-১৫মিঃ

উপস্থিত—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সহিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-রক্ষক আচার্য্যোত্তম শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগদুদ্ধারণ ভক্তিবান্ধব বি-এ, গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি।

মঃ মঃ পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের শরীর তখন খুব অসুস্থ। তিনি লাঠি ভর বা অপরের সাহায্য ব্যতীত কোথায়ও নড়াচড়া করিতে পারেন না। সর্ব্বদা ত্রিতল-গৃহেই অবস্থান করেন। শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-পরমার্থিক প্রদর্শনীর নিমন্ত্রণ করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকদ্বয় শাস্ত্রী মহাশয়ের ভবনে আসিয়াছেন। অহৈতুক কৃপাময় সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদও পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন-প্রসঙ্গ-প্রবাহিনী প্রকটিত করিয়া জগতের কল্যাণোদয়ের জন্য কৃপাপূর্ব্বক আগমন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শুভাগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া মঃ মঃ পণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার আরাম-কেদারা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং শ্রীল প্রভুপাদকে আচার্য্যোচিত সম্মানাদির সহিত অভ্যর্থনা করিলেন।

শাস্ত্রী মহাশয়—আসুন, আসুন ; আপনি কষ্ট করিয়া কেন আসিয়াছেন ? আমার পা ভাঙ্গা ; পা সারিলে আমিই যাইতাম। যাহা হউক, আপনার দর্শনে বড় সুখী হইলাম।

* 'গৌড়ীয়' ৯ম বর্ষ ২৩শ সংখ্যায় 'সাময়িক সংবাদ' রূপে। গৌঃ সঃ

প্রভুপাদ—বহুদিন ধরে, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই, আপনাকে দেখ্‌তে এসেছি।

শাস্ত্রী—"যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে হরিনাম। তাঁহাকে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান।"—এ ত' আপনাদের পুঁথিতেই লেখা আছে। আপনাকে দেখে, আজ বহুদিনের পূর্ব্ব-স্মৃতি-সব স্মরণ হচ্ছে—ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথা স্মরণ হচ্ছে। এক সাহেব আমাকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন,—"কবিরাজ গোস্বামীর বাড়ী কি তোমাদের বাড়ীর নিকট?" আমি বল্লাম—"হাঁ, প্রায় ষাট্ বছর পূর্ব্বে আমি একবার কাটোয়ায় গিয়েছিলাম।"

প্রভুপাদ—এখন যে "নাসোয়" নামক ষ্টেশন হ'য়েছে, তা'রই খুব নিকটে কাটোয়া গ্রাম। কবিরাজ গোস্বামীর পূর্ব্বাশ্রমের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ তথায় শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের একটি সেবা আছে। এখন কবিরাজ গোস্বামীর পূর্ব্বাশ্রমের কোনও আত্মীয়-স্বজনের অবস্থান কেহ আর কাটোয়ায় বাস ক'রে কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর কোন পরিচয় প্রদান কর্‌ছেন না। কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের ভ্রাতা মহাপ্রভুর প্রতি লৌকিক শ্রদ্ধান্বিত থাকলেও শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর প্রতি সেরূপ অপ্রাকৃত নিষ্ঠা-বিশিষ্ট ছিলেন না। এজন্য কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের ভ্রাতাকে "অর্দ্ধকুক্কুট-ন্যায়াবলম্বী" ব'লেছিলেন এবং কাটোয়া পরিত্যাগ ক'রে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনে বাস ক'রেছিলেন।

শাস্ত্রী—আপনি ত' নিশ্চয়ই কবিরাজ গোস্বামীর অভ্যুদয়কাল-সম্বন্ধে আলোচনা ক'রেছেন। তাঁ'র অভ্যুদয়-কালটা ঠিক কোন্ সময়?

প্রভুপাদ—আপনি ত' জানেন যে, আমি জ্যোতিষশাস্ত্র কিছু কিছু আলোচনা ক'রেছি। কবিরাজ গোস্বামীর কাল-নির্ণয়-সম্বন্ধে আমরা কতকগুলি ঘটনাকে অবলম্বন কর্‌তে পারি। কোনও কোনও চরিতামৃত-পুঁথির শেষভাগে ১৪০৭ শকাব্দীতাঙ্কে চরিতামৃত-গ্রন্থ-সমাপ্তির কাল-নির্ণয়-মূলে একটি শ্লোক দেখ্‌তে পাওয়া যায়—"শাকে সিন্ধ্বর্ক-বাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে "সূর্য্যেঽহ্নিসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ।" কেহ কেহ বলেন, এই শ্লোকটি লিপিকারের, গ্রন্থকার কবিরাজ গোস্বামীর নয়। কবিরাজ গোস্বামী তাঁ'র গ্রন্থের মধ্যে যে-সকল গ্রন্থের নাম উল্লেখ ক'রেছেন, তা'র মধ্যে আমরা "গোপালচম্পূ" গ্রন্থের নাম দেখ্‌তে পাই।

শাস্ত্রী—"গোপালচম্পূ" গ্রন্থ কা'র রচিত?

প্রভুপাদ—শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর।

শাস্ত্রী—আপনি কি বল্‌ছিলেন?

প্রভুপাদ—গোপালচম্পূ গ্রন্থ ১৪১২ শকাব্দে রচিত। সুতরাং ১৪১২ শকাব্দার পর কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর গ্রন্থ-রচনা-কাল।

শাস্ত্রী—"চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক" গ্রন্থ কি গোপালচম্পূর পূর্ব্বে রচিত?

প্রভুপাদ—হাঁ, ১৪৯৮ শকাব্দা—"শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে"র রচনা-কাল।

শাস্ত্রী—চৈতন্যচন্দ্রোদয় ত' কবিকর্ণপুরের?

প্রভুপাদ—হাঁ, শ্রীল শিবানন্দ সেনাত্মজ শ্রীপরমানন্দ কবিকর্ণপুরের রচিত। শ্রীল শিবানন্দ হালিসহর নিবাসী ছিলেন। পুরীদাস—কবিকর্ণপুর।

শাস্ত্রী—পরমানন্দ দাস ও কবিকর্ণপুর কি একই ব্যক্তি?

প্রভুপাদ—পরমানন্দ দাসকেই শ্রীচৈতন্যদেব 'পুরীদাস' ও 'কবিকর্ণপুর' পদবী দিয়েছিলেন। ১৪৯৮ শকাব্দা পর্য্যন্ত কবিকর্ণপুর গোস্বামীপ্রভু গ্রন্থাদি রচনা করেন। রাঢ়ীয় শ্রীনিবাসের ১৪৮৯ শকাব্দার পর এবং রাধারমণের 'দিগ্‌-দর্শিনী'র ১৪২১ শকাব্দার পূর্ব্বে রচিত স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের 'একাদশী-তত্ত্ব', 'বদমাস-তত্ত্ব' প্রভৃতির উদ্ধৃত বাক্যসমূহের উল্লেখও কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থ-মধ্যে দেখা যায়। ইহাতে বুঝা যায়, ঐ সকল গ্রন্থের পরবর্ত্তিকালেই 'চরিতামৃত' লেখা হ'য়েছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু তাঁ'র 'স্তবাবলি'-গ্রন্থেও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর নাম উল্লেখ ক'রেছেন। কবিরাজ গোস্বামীর রচিত "গোবিন্দলীলামৃত" গ্রন্থের উপসংহার-শ্লোকে বৃন্দাবনবাসী গোস্বামী শ্রীল গোপালভট্ট প্রভৃতির সমসাময়িকতা প্রকাশিত হ'য়েছে। ঐ সকল তথ্য ও অন্যান্য সমসাময়িক ব্যাপার হ'তে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর প্রকটকাল আনুমানিক ১৪৪২ হইতে ১৫০৮ শকাব্দা পর্য্যন্ত অনুমান করা যেতে পারে।

শাস্ত্রী—বৃন্দাবনদাস ত' কবিরাজ গোস্বামীর আগে?

প্রভুপাদ—১৪০২ শকাব্দার পরে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন-

দাসের আবির্ভাবকাল। কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থ ঠাকুর বৃন্দাবনের রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের পরিশিষ্ট-স্বরূপ। ১৪০৫ শকাব্দার পূর্বে শ্রীল জীব গোস্বামীর আবির্ভাবকাল। কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থ-রচনাকালে শ্রীল জীব, শ্রীগোপাল-ভট্ট শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন—এই ছয় গোস্বামী বা শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী প্রভৃতি কেহই বর্ত্তমান ছিলেন না। যদি তাঁর তখন কেহ প্রকট থাকিতেন, তা' হ'লে তাঁদের নিকট গ্রন্থ-রচনার অনুমতি-গ্রহণাদির কথা কবিরাজ গোস্বামী উল্লেখ করিতেন। তাঁর গ্রন্থ-রচনাকালে বৃন্দাবনবাসী সমসাময়িক ভক্তগণের একটা তালিকা তিনি দিয়েছেন।

শাস্ত্রী—এ সকল বিষয়ে আপনার যথেষ্ট আলোচনা আছে।

প্রভুপাদ—আপনি অনেক সাহিত্য, ঐতিহ্য প্রভৃতি জীবনভর আলোচনা করুন, এখন একটুখানি অপ্রাকৃত সাহিত্য ও ঐতিহ্য আলোচনা করুন।

শাস্ত্রী—ইতিহাস-চর্চ্চা ও বৌদ্ধধর্ম-সাহিত্য-ঘেঁটে জীবন কাটালাম। এখন জীবনের সন্ধ্যা; কিন্তু এ ছেড়ে' রুচি ত' অন্যত্র হচ্ছে না।

প্রভুপাদ—শ্রীচৈতন্যদেবের কথায় মানুষ-মাত্রেরই রুচি হ'বে, যদি তাঁরা ঐ সকল কথা সত্যি সত্যি কান দিয়ে শোনে। তাঁর কথাগুলি কেবল শুনতে হ'বে, আর কিছু করতে হ'বে না। তর্কপথে—মেপে মেওয়ার পথে বা বৌদ্ধগণের বিচার-ধারায় অধোক্ষজ সত্যের কথা শোনা যায় না।

শাস্ত্রী—বৌদ্ধগণের ভিতরে অনেক সুন্দর বিচার আছে, যা' আমি অন্যত্র পাই নাই।

প্রভুপাদ—বৌদ্ধগণের বিচারে প্রাকৃত নীতির কথা থাকতে পারে। জগতে দুর্নীতি-পরায়ণগণের সংখ্যাধিক্য, এজন্য দুর্নীতির নিকট প্রাকৃত সুনীতি বিস্ময়কারক। তা'তে মানবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি আছে; কিন্তু কোন নির্গুণ বিচার নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি-নীতি নির্গুণ-বিচারে প্রতিষ্ঠিত। আধ্যক্ষিকগণের কেহ কেহ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্মমতকে আধুনিক ও নবোদ্ভাবিত বলবার দুষ্টতা প্রদর্শন করেন; কিন্তু সকল শাস্ত্রই তারস্বরে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা ন্যূনাধিক বলতে গিয়ে সম্পূর্ণরূপে ব'লে উঠতে পারেন নাই। শ্রীচৈতন্যদেব শাস্ত্র। সত্য-বিষয়ে যে-সকল কথা বলেছেন, সে-সকল কথাই তিনি সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ ক'রেছিলেন। ব্রহ্মা কালে-কালে ঐ সকল কথা প্রকাশ ক'রেছিলেন, তা' কাল-প্রভাবে বিলয় হ'য়েছিল। ব্রহ্মার কথিত বাস্তবসত্য শ্রুতি-পরম্পরায় পরবর্ত্তী ঋষি-সমাজে প্রকাশিত হ'লেও ওষ্ঠাধরের আকর্ষণে শ্রৌতবাণী নানাপ্রকারে রূপান্তরিত হ'য়েছে। ব্রহ্মার সাতটী ভিন্ন ভিন্ন জন্মে সেই বাস্তবসত্য পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হ'য়েছিল। কেশব, বৈখানস, সোম, ঋভু, বালখিল্য, সুপর্ণ, বায়ু, মহোহবি, বারোচিষমনু প্রভৃতি প্রাগ্‌বৈবস্বতযুগের আচার্য্যগণ একায়ন-শাখী ছিলেন। কেশব, বৈখানস, বালখিল্য ও পরবর্ত্তিকালে ঔড়ুম্বরায়ণ ব্রহ্মার প্রথম জন্মচতুষ্টয় হ'তে উদ্ভূত সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের অনুসরণে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়েও বানপ্রস্থের শাখাবিশেষে পরিণত হ'য়েছিলেন। ব্রহ্মার পঞ্চম জন্মে নারায়ণ হ'তে সনৎকুমার, ষষ্ঠ জন্মে বর্হিষৎ প্রভৃতি ঐকান্তিকধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ব্রহ্মার ষষ্ঠ জন্মেই সর্ব্বপ্রথমে সামবেদগানের ধ্বনি উদ্গীত হ'য়েছিল। ব্রহ্মার সপ্তম জন্মই পাদ্মজন্ম। এই সময় নারায়ণ হ'তে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হ'তে দক্ষ, বিবস্বান্, মনু প্রভৃতি ভাগবতধর্ম্মে দীক্ষিত হন। শ্রীসম্প্রদায় ক্ষীরাকর হ'তে প্রকাশিত। ক্ষীরাকর আবার প্রাচীন বিবশাসি-সম্প্রদায় হ'তে উদ্ভূত হ'য়েছেন। ব্রহ্ম-সম্প্রদায় ও রুদ্র-সম্প্রদায় ব্রহ্মার চাক্ষুষজন্মে শ্রীনারায়ণ হ'তে কৃপালাভ করেন। তাঁদের অধস্তন বালখিল্যগণই ব্রহ্ম ও রুদ্র-সম্প্রদায়ের রক্ষণ করেন। সনৎকুমার ব্রহ্মার নাসতা সপ্তম জন্মে শ্রীনারায়ণ হ'তে ত্রেতা-প্রারম্ভে ঐকান্তিক ধর্ম্ম লাভ করেন। এইরূপে সাত্বতসম্প্রদায়-চতুষ্টয় জগতে প্রকাশিত হন। পাদ্মকল্পের ভগবদবতারাবলী—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, ভার্গব-রাম, দাশরথি-রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি—এই দশ মূর্ত্তির কথা পুরাণ, মহাভারত-প্রমুখ গ্রন্থে সম্পূটিত দেখা যায়। যদিও ঐ সকল শাস্ত্রগ্রন্থ সংস্কৃত দেবভাষায় রচিত, তথাপি প্রাগ্‌বৈবস্বত-যুগে সাত্বতধর্ম্মের কথা ইহিতে ও কিয়ৎপরিমাণে বর্ণনে আমাদের লক্ষিতব্য বিষয় হয়। যদিও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থকে সংহিতা-কালের ভাষাগত বৈষম্যে দেখা যায়, তথাপি বিষয়-বিচারে পুরাণ-বর্ণিত জীব-সমূহ বিচারমূলের পূর্বে সহজভাবে অপ্রাকৃত সত্যের সঙ্গে

আমাদেরই প্রকাশিত ক'রে যে-কালের ঐতিহ্য শ্রীমদ্ভাগবত প্রমুখ পুরাণাদিতে সন্নিবিষ্ট আছে, তা'রই একটা সামান্য নির্দ্দেশ বৈদিক সংহিতাদি গ্রন্থে সংক্ষিপ্তভাবে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। পুরাণের অনেক গ্রন্থগুলি যে ভাষায় লিখিত হ'য়েছে, সেই সকল বৈদিক গ্রন্থ আলোচনে অনেকগুলি চিহ্নোল্লিখিত হ'য়েছে। সেগুলি পুরাণ-সঙ্কলন-কালের পর লুপ্ত হওয়ায় পুরাণ-প্রতিপাদ্য-বিষয়গুলি যে আধুনিক, তা' নয়। শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ-গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি পুরাণ-সংহিতা প্রকাশ-কালেরও বহু পূর্ব্বের কথা, সেজন্যই সংহিতাকালের পরবর্ত্তিকালে লিখিত পুরাণাদি বৈদিক-কালের পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় পরিপূর্ণ। এ সকল বিষয়ে আমাদের অনেক কথা বল্‌বার আছে। আমি 'পারমার্থিক ভারত' নামে একখানি বিরাট্ গ্রন্থ-প্রকাশনের ইচ্ছা ক'রেছি। তা'তে এই সকল কথা বিশদভাবে আলোচনা কর্‌ব।

শাস্ত্রী—এরূপ বিচার-ধারা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হওয়া দরকার। আপনার কাছে অনেক নূতন কথা শুন্‌লুম। গ্রন্থকার হ'তে যে শ্রী-সম্প্রদায়ের উদয় বল্লেন, সেই শ্রীসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ত' রামানুজ।

প্রভুপাদ—শ্রীরামানুজ ঠিক প্রবর্ত্তক নন, শ্রী-সম্প্রদায়ের মূল প্রবর্ত্তক—শ্রীলক্ষ্মী; শ্রীরামানুজাচার্য্য শ্রীসম্প্রদায় স্বীকার ক'রেছেন ও সংরক্ষণ ক'রেছেন। শ্রীরামানুজাচার্য্যের ও পূর্ব্বে শ্রীযামুনাচার্য্য, তৎপূর্ব্বে যোগীন্দ্র প্রভৃতি শ্রী-সম্প্রদায়ের আচার্য্য ছিলেন।

শাস্ত্রী—রামানুজ মতের কত পূর্ব্বের?

প্রভুপাদ—শ্রীযামুনাচার্য্য ১০৪০ শকাব্দ, মতান্তরে ১১৩০ শকাব্দায় আবির্ভূত হন, আর শ্রীরামানুজাচার্য্যের ৯৩৯ শকাব্দায়, মতান্তরে একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রাগ্‌ভাগে (১০৭৭ খৃঃ) অনুদয়কাল।

শাস্ত্রী—রামানুজ ও মধ্বের মধ্যে পার্থক্যটা কি?

প্রভুপাদ—শ্রীরামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈত-দর্শনে পরতত্ত্ব—'ঈশ্বর', 'চিৎ' ও 'অচিৎ'—এই তিন প্রকার বিভাগে নিজ-শক্তি-দ্বারা নিত্যপ্রকাশমান ব'লে প্রচারিত হয়েছেন। কিন্তু অদ্বয়তার ব্যাঘাত না ক'রে বস্তু-শক্তির বৈচিত্র্যে ভগবান্ তিন্ প্রকারে নিত্যকাল লীলাবিশিষ্ট। 'চিৎ' ও 'অচিৎ'—এই উভয়ের 'ঈশ্বর'—অখিল কল্যাণগুণৈক-নিলয় পুরুষোত্তম ভগবান্। তিনি অনন্ত নিত্য শক্তিমান্ সবিশেষ-বস্তু। স্বগত, স্বজাতীয়, বিজাতীয় বিশেষ তাঁ'তে নিত্য বিরাজমান। আর শ্রীমধ্বাচার্য্যের শুদ্ধদ্বৈত-দর্শনে সর্ব্বশক্তিমান্ সমস্ত ভগবান্ ও আশ্রয়রূপ তত্ত্ব—নিত্য-সেব্য-সেবক-সম্বন্ধবিশিষ্ট। আশ্রয়রূপ জড়বস্তু সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ-রহিত হ'য়ে তৃতীয়। বিষয় এক হ'লেও আশ্রয়ের বহুত্ব-নিবন্ধন তত্ত্ব অসংখ্য এবং জড়বস্তুও অসংখ্য। এইরূপে পাঁচপ্রকার নিত্যভেদসত্তা সর্ব্বদা ভগবানে নিত্যবৈচিত্র্য প্রদর্শন কর্‌ছে।

শাস্ত্রী—নিম্বাদিত্য ও বিষ্ণুস্বামীর দার্শনিক সিদ্ধান্ত অদ্বৈতবাদের পোষকতাই ক'রে ব'লে মনে হয়।

প্রভুপাদ—বর্ত্তমানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের অবৈধ আনুকরণিক সংস্করণগুলে যে-সকল মতবাদ নিম্বাদিত্য ও বিষ্ণুস্বামীর নাম ক'রে প্রচারিত হ'য়েছে ও হচ্ছে, সেগুলি কেবলাদ্বৈতবাদের প্রকৃত মিত্র। কিন্তু শুদ্ধদ্বৈতাদ্বৈত-দর্শন বা শুদ্ধাদ্বৈতদর্শন কেবলাদ্বৈতবাদীর সহিত চিরদিনই অসহযোগনীতি অবলম্বন ক'রেছে। শুদ্ধদ্বৈতবাদে প্রকৃতপ্রস্তাবে কেবলাদ্বৈতবাদের মূল উৎপাটিত হ'য়েছে।

শাস্ত্রী—দ্বৈতাদ্বৈত ও শুদ্ধাদ্বৈত-দর্শনের মূল-প্রতিজ্ঞা-গুলি কি?

প্রভুপাদ—দ্বৈতাদ্বৈত-দর্শনে চিন্ময়রসবিগ্রহ ভগবান্ বিষয় ও আশ্রয়গত সাবয়বরূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। সেখানে নির্ম্মল আশ্রয়গত চিৎসত্তা, সেখানে নিত্যসত্তায় ঘনানন্দের সচ্চেতরূপে ভগবান্ লীলাময়। সেখানে নশ্বর সবল আশ্রয়রূপ জড়সত্তা, সেখানে ভগবানের লীলা কুণ্ঠ-দর্শনে সঙ্কুচিত—বৈকুণ্ঠ হ'লেও প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে মায়িক অনিত্য-মাত্র দৃষ্ট হয়।

শুদ্ধাদ্বৈত-দর্শনে ভগবত্তায় জড়ের ধোরতা ও ক্লেদ আরোপিত হয় না। ভগবদ্বস্তুর হ'লেই চিদ্দর্শন জড়ের ভেদগত-সত্তা-দর্শনের সত্য-দর্শনে বাধা দেয় না, আবার চিদ্বৈচিত্র্যের নিত্যঅস্তিত্বের ধ্বংসকও হয় না। বিভু-চৈতন্যের সঙ্গে অণুচৈতন্যের সেব্য-সেবক-ভাবে লীলা অবয়-জ্ঞানের ব্যাঘাতকারক নহে। ভগবদ্বস্তুর অংশ—'জীব', বস্তুর শক্তি—'মায়া', উদ্ভূত জীব, মায়া ও মায়িকজগৎ—সকলই 'বস্তু'-শব্দবাচ্য; উহারা 'বস্তু' হ'তে স্বতন্ত্র নয়। এরূপ সিদ্ধান্তই—শুদ্ধাদ্বৈতবাদ।

শাস্ত্রী—বড় জটিল-তত্ত্ব। যাঁ'দিগকে আপনি 'কেবলাদ্বৈতবাদী' বলেন, তাঁ'রাও ত' নিজেদের তাঁ'দিগকে "শুদ্ধাদ্বৈতবাদী" ব'লে থাকেন।

প্রভুপাদ—বিদ্ধ-সম্প্রদায় আপনাদিগকে 'শুদ্ধ' বলেই ত' তাঁ'রা শুদ্ধ হ'বেন না। তাঁ'দের বিচারে বিশুদ্ধতা বাতীত আর কিছু নাই। এজন্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরুদ্রস্বামী প্রভৃতি বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদীর বিচারের অন্তরঙ্গ-প্রবর্ত্তনের জন্য "শুদ্ধাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত" স্থাপন ক'রেছেন। কেবলাদ্বৈতবাদীর বিদ্ধবিচার শুদ্ধাদ্বৈতবাদীর শুদ্ধবিচারের সহিত ভিন্ন। যাঁ'রা মুহূর্ত্তক্ষণে ইহা অনুধাবন ও ইহাতে প্রবেশ করতে পারেন নাই, তাঁ'রা প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ কেবলাদ্বৈতবাদী হ'য়ে যান। শুদ্ধাদ্বৈত ও কেবলাদ্বৈতের মধ্যে পার্থক্য সূর্য্যের ন্যায় সুস্পষ্ট। একটুকু অন্যমনস্ক হ'লেই কেবলাদ্বৈতবাদের কবলে আত্মহত্যা ক'রে ফেলতে হয়। কেবলাদ্বৈতবাদী 'মায়া'কে—অসৎ, 'ব্রহ্ম'কে—'নির্ব্বিশেষ', 'জীব' ও 'ব্রহ্ম' —বিবিধ-ভেদহীন 'অজ্ঞ', জগৎ—'অসত্য'—বৈবর্ত্তজ্ঞানের বিবর্ত্তজন্য তাৎকালিক অনুভূতিবয়, জ্ঞান প্রাকৃতো অনুভবকারী, অনুভবনীয়, অনুভবাভাব প্রভৃতি শুদ্ধাদ্বৈত-বিরোধি-বিচার-বিশিষ্ট। কেবলাদ্বৈতবাদী—বিশিষ্টাদ্বৈত-দর্শনরহিত, তিনি শুদ্ধাদ্বৈত-দর্শনরহিত, তিনি শুদ্ধভেদ-দর্শন-রহিত, তিনি দ্বৈতাদ্বৈত-দর্শন-রহিত। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী 'শক্তিপরিণাম-বাদ'কেই 'তত্ত্ব' ব'লে গ্রহণ করেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী—বিবর্ত্তবাদী নন। বিশিষ্টাদ্বৈতীর সহিত শুদ্ধাদ্বৈতীর পার্থক্য—বস্তু-শক্তির পরিণাম ও বস্তু-পরিণামের বিচারের মধ্যে আছে। কেবলাদ্বৈতীর অংশাংশি-বিচারাভাব, বস্তু এবং মায়া-বিচার, চিদ্বৈচিত্র-বিচার, জগন্মিথ্যাত্ব-বিচার প্রভৃতির অকর্ম্মণ্যতা—শুদ্ধাদ্বৈতী ও বিশিষ্টাদ্বৈতী ব'লে দেন।

শাস্ত্রী—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর বিচারের সঙ্গে আপনাদের গৌড়ীয়-বার্শনিক মতের তফাৎ কোথায়?

প্রভুপাদ—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বেদান্ত-প্রতিপাদ্য-নিত্যসত্য ব'লে থাকেন, যেরূপ সূক্ষ্মদেহ ও স্থূলদেহের দেহী জীব বিবিধ অবস্থানে পরিদৃষ্ট হন, সেরূপ জগৎ-স্বরূপ হ'তে স্বতন্ত্রভাবে চিৎ ও অচিৎ জগৎ—বিবিধ অবস্থানে প্রকাশিত হ'য়ে তাঁ'রই অন্বয় বৈশিষ্ট্য স্থাপন ক'রেছে। চিজ্জগৎ —ভগবৎ-পরিকরে পূর্ণ, আর অচিজ্জগৎ—ভগবদ্বিমুখ বদ্ধজীবের ভোগোন্মুখি। ভগবানের অন্তরঙ্গাশক্তি—পরিকর-বৈশিষ্ট্যের কারণ; ভগবানের বহিরঙ্গাশক্তি—প্রাকৃত গুণজাত জগৎ সৃষ্টি ক'রেছে। প্রাকৃত জগৎ—ভগবানের স্থূলবাহ্য; আর জীবজগৎ—ভগবানের সূক্ষ্মাঙ্গ। ভগবান্ এই উভয়বিধ অঙ্গের অঙ্গী। গৌড়ীয়-দর্শন স্বরূপশক্তিবয়-তত্ত্বের সহিত, চিচ্ছক্তি ও অচিচ্ছক্তি-পরিণত জগৎদ্বয়ের যুগপৎ কারণ-কার্য্য অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ স্থাপন ক'রেছে।

(ক্রমশঃ)

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

প্রশ্ন

মাননীয় শ্রীযুক্ত 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু—

মহাশয়, আমার বিনীত নিবেদন এই, নিম্নলিখিত প্রশ্নচারিটীর সরল (বিস্তৃত) সমুত্তর 'গৌড়ীয়'-পত্রে অবিলম্বে প্রকাশ করতঃ পূজনীয় বৈষ্ণব-জগতের নিঃশ্রেয়ঃ সাধন করিতে আজ্ঞা হয়।

১। প্রথম জিজ্ঞাস্য, নিত্যানিত্যভোজী বিধবা শিষ্যাদিগকে শ্রীঠাকুর মহাশয়ের পরিবারের একজন মন্ত্র-ব্যবসায়ী গোঁসাই স্বীয় অমেধ্যযুক্ত উচ্ছিষ্ট (প্রসাদ বলিয়া) ভাক্ষিয়া দিয়াছেন। গুরুদেবের প্রসাদ বলিয়া বিধবারা ঐ আমিষান্ন বা অন্য গুরুর উচ্ছিষ্ট খাইয়া, পরে জানিতে পারিল যে, ঐ কার্য্য অন্যায় হইয়াছে। সেই অনুতপ্ত ব্যক্তিগণ এখন কি করিলে বিশুদ্ধি-লাভ করিতে পারে?

২। দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য, শ্রীএকাদশীতে অন্নাহার নিষিদ্ধ অথবা সর্ব্বথা পাপজনক, অথচ ঐরূপ গোঁসাইরা শিষ্য-বাড়ী আসিয়া শ্রীএকাদশীতেও ভাত খান, এমন কি, অমেধ্য পর্য্যন্ত খাইয়া থাকেন। শিষ্যেরা উহাতে অমত

প্রকাশ করিলেও, কোন করিয়া বা তার দেখাইয়া পর্যন্ত (গুরুবাক্য অমান্য ইত্যাদি) আদিয়া উপস্থ করেন এবং ব্যক্তি-নির্বিশেষে (সেবা-বিগ্রহাদি) নিজ-উক্তিই (প্রসাদ বলিয়া) সকলকে দিয়া থাকেন। পাইলের দিনও ঐরূপই ব্যবহার করেন। কাজে, শ্রীঅদ্বৈতাদি প্রভৃতি বৈষ্ণব-পর্ব-দিবসে, শিষ্যেরা গোঁসাইর ঐরূপ আচরণ পালন না করিয়া পারে কি না অর্থাৎ গুরুবাক্যলঙ্ঘন-হেতু শিষ্যের অপরাধাশঙ্কা আছে কি না?

৩। তৃতীয় জিজ্ঞাস্য, (বেশ প্রচলিত) শিউলির, শ্রীখণ্ড-নরসিংহ আদের এবং কোথোদিনের ছোঁড়ে বৈষ্ণবেরা অথবা ব্রাহ্মণেরা অন্ন-ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া (শ্রীভগবান্‌কে দিয়া) ভোজন করিতে পারেন কি না? বিশেষতঃ ভ্রমণকারী, সিদ্ধেশগামী অথবা অগ্রদ্বীপ পক্ষে বাধা হইতে পারে কি না?

৪। চতুর্থ জিজ্ঞাস্য, মুরজ বা চর্ম্মযুক্ত 'খোল', 'ধমক' ও ডমরী (খঞ্জনি) ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র শ্রীঠাকুর-ঘরে-শ্রীবিগ্রহ-মন্দিরে (যে গৃহে নৈবেদ্যাদিসহ ভোগ দেওয়া হইয়া থাকে) রাখা যায় কি না—নেওয়া যায় কি না? নিবেদন ইতি।

বিনীত
শ্রীবরদাকান্ত ভক্তিবিনোদ
শ্রীনবদ্বীপ
গৌড়ীয় গ্রাঃ নং ৩৪৩৪

উত্তর

১। যড়্‌বেগের কিঙ্কর, মায়াবদ্ধ ক্ষুদ্র জীবগণ "শ্রীশ্রীল ঠাকুর মহাশয়", "শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু", "শ্রীঅদ্বৈত প্রভু" প্রভৃতির অংশত্বের দোহাই দিয়া যে-সকল পুরস্কার-পুরস্কার-যোগ্য নীচতা ও নিম্নশ্রেণীর ব্যবহার প্রকাশ করে, তাহা 'গৌড়ীয়'-স্তম্ভে আর আলোচনা করিতে ইচ্ছা হয় না। 'গৌড়ীয়ে' পুনঃ পুনঃ ঐ সকল কথা আলোচনার পরও যাহাদের নীচতা বিলুপ্ত হইল না, তাহাদের ন্যায় ভাগ্যহীনের ঐরূপ বিমূঢ়তাই প্রকৃত দণ্ড। ঐরূপ শ্রেণীর লোক এরূপ কত যে অবৈধ কার্য্য নিত্য পরমমঙ্গলক্ষেত্রে করিতেছে, তাহা গণনা করা কঠিন। কাজেই ঐরূপ দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া অনুক্ষণ শ্রীচৈতন্য-বাণী গঙ্গার সর্ব্বান্তঃকরণেই আত্মরক্ষার একমাত্র নিদান।

ঐসকল অবৈষ্ণব গুরুক্রবগণকে যাহারা 'গুরু' বলিয়া গ্রহণ করে, তাহাদের ভাগ্যেরও প্রশংসা করা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাৎ"। যাহারা আচরণ করে, তাহারা ঐরূপ ব্যক্তিকেই তাহাদের আদর্শরূপে প্রাপ্ত হয় ও আদর্শ বলিয়া বরণ করে। যাঁহারা একান্ত অকপট—ঐকান্তিকভাবে নিরপেক্ষ বাস্তবসত্য যাঁহারা চাহেন, তাঁহাদের নিকট সেইরূপ অদ্বৈতবস্তু-কীর্ত্তনকারী নিত্য-প্রকাশবিগ্রহকেই শ্রীগুরুরূপে প্রেরণ করেন। কাজেই এই সকল প্রশ্নে উত্তর বলিবার কিছু নাই। 'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্'। ঐরূপ অসদ্‌গুরুর নিন্দা নিরাহারেই আহার করুক, আর হবিষ্যান্নই ভোজন করুক, কিংবা প্রসাদ-গ্রহণের অভিনয়ই করুক, অথবা বায়ু ভক্ষণ করিয়াই থাকুক, তাহারা ষড়্‌বেগ-কিঙ্কর, মর্ত্ত্য, বদ্ধজীবকে 'গুরু'রূপে বরণ করায় বা কল্পনা করায় নিত্যপ্রায়শ্চিত্তার্হ। ঐরূপ অসদ্‌গুরুর সন্নিধান অসঙ্গত। জগতে সদ্‌গুরু-সূর্য্য উদিত থাকিলেও ঐসকল উলূক-প্রকৃতি অসদ্‌গুরু-শিষ্য-গণ তাঁহার আলোক গ্রহণ করিতে পারে না কেন? পোড়াকপাল হইলে ঐরূপ অসদ্‌গুরু ব্যতীত জীবের ভাগ্যে আর কিছু মিলে না। মায়াদেবী জীবের কপাল পোড়াইবার জন্য চতুর্দ্দিকে অনেক প্রকার ফন্দী রচনা করিয়া রাখিয়াছে। শ্রীগৌর-প্রকাশবিগ্রহের সুদর্শনের কৃপালাভ-ব্যতীত সেই সকল ফন্দীর হস্ত হইতে উদ্ধারের উপায় নাই।

যদি কোন কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তি কোনও গুরুক্রবের অবৈধাচারে সত্য সত্যই অনুতপ্ত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার কর্ত্তব্য—চিরদিনের জন্য ঐরূপ অসদ্‌ব্যক্তির দুঃসঙ্গ কায়-মনোবাক্যে একান্তভাবে পরিত্যাগ এবং অকপট মঙ্গলের জন্য শ্রীগৌরসুন্দরকে একান্ত আর্ত্তির সহিত অবিরাম —অবিশ্রাম আহ্বান। প্রকৃত প্রায়শ্চিত্তে দুঃসঙ্গজনিত অপরাধের বিরোধি হইতে পারে না। প্রকৃত নিকপট হইলে শ্রীগৌরসুন্দরই ঐরূপ নিকপট ও অনুতপ্তের যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন। আর যদি কপটতার আশ্রয়ে এবং দুঃসঙ্গকে কোনও না কোনপ্রকার সৎসঙ্গের আবশ্যিকতার কেবলমাত্র মৌখিক ও দৈহিক প্রায়শ্চিত্তের ছলনাময় কর্ত্তব্যার্থে রুচি থাকে, তবে তাহার মঙ্গল-লাভ অসম্ভব। সেরূপ ব্যক্তি এক দুঃসঙ্গ হইতে অন্য দুঃসঙ্গে, এক

অবস্থাকি হইতে অধিকতর চতুর। নথা আরোহিয়া করণে পতিত হইয়া ঘোর নরক হইতে ঘোরতর নরকে প্রবিষ্ট হইতে থাকিবে।

মর্ত্য, শুষ্কতর্ক, কারণোপাসক, ইন্দ্রিয়তর্পণে জীবের কেহও যাবতীই 'কৃষ্ণ' প্রবণ করেন না। সুতরাং তাহাদের নিকট "প্রণাম" নামক কোন বস্তু অস্তিত্ব নাই। তাহাদের আরম্ভ হবিষ্যান্ন, তাহাদের প্রাত যাবতীয় দ্রব্য—সকলেই কৃষ্ণের অপ্রসন্নতা-বিধান করায় সকলই অন্নেষা-তুল্য। মানা দূরে থাকুক, স্পর্শেও ঐ সকল ব্যক্তির পরিত্যক্ত দ্রব্য ভোজন করিলে আপতিত হইয়া থাকে।

২। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর উপরি-উক্ত বাক্য হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। 'সধবা', 'বিধবা' প্রভৃতি কর্ম্মীর প্রাকৃত বিচার হরিভজনকারীতে প্রযুক্ত নহে। হরি-ভজনকারী যেরূপই হউন, যুবাই হউন, বাহুদেবে পুরুষই হউন, স্ত্রীই হউন, ব্রহ্মচারীই হউন, সন্ন্যাসীই হউন, বিধবাই হউন, সধবাই হউন,—তিনি কৃষ্ণদাস; সুতরাং কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ-বিরোধী কোন আচরণ তাঁহার চরিত্রে আপেও উপস্থিত হইবে না। কৃষ্ণভক্ত আমিষ বা নিরামিষ-ভোজী নহেন, তিনি প্রসাদসম্মানকারী। মর্ত্যকর্ম্মী আমিষ বা নিরামিষভোজী, মর্ত্যকর্ম্মিগণের বিচারে সধবার বিলাসদ্রব্য-ভোজনে আপত্তি নাই, বিধবার আপত্তি আছে; কিন্তু হরিতে সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তির ঐরূপ সঙ্কীর্ণ প্রাকৃত বিচার নহে। সকলেই কৃষ্ণপ্রীতির জন্য ভোগ-ত্যাগ করিবেন—ইহাতে স্ত্রী-পুরুষ বিচার নাই—'সধবা'-'বিধবা' প্রভৃতি বিচার নাই। হরিবাসরে সম্মান প্রত্যেককে করিতেই হইবে, অন্যথা ভীষণ দণ্ড অনিবার্য্য।

'গুরু' হইলে ত' গুরু-বাক্য লঙ্ঘন হইবে। অগুরুর 'গুরুবাক্য' সাধারণ জ্ঞান-যুক্তিও স্বীকার করে না। যদি বলা যায় "বিদ্যার পুরুষ", তাহা হইলে তাহা বেদের বৃথা, ব্রহ্মও যে আরো 'গুরু'ই নহে, তাহার আবার 'গুরু-বাক্য' কিরূপ? আর তাহা লঙ্ঘনই বা কিরূপ? মর্ত্য বহুজীব কখনও 'গুরু'পদবাচ্য নহে, একাদশী-লঙ্ঘনকারী পাষণ্ড কখনই গুরু নহে, ঐরূপ লোককে যাহারা কল্পনাতেও 'গুরু' মনে করে—তাহাদের বাক্যকে 'গুরু-বাক্য' মনে করে—ঐরূপ অবৈষ্ণবাক্যের হরিভজন-ত্যাগকে 'গুরুবাক্য-লঙ্ঘন' মনে করে বা আত্মাবমাননকে বিচার করে, তাহাদের অন্তরে অনর্থ। প্রতি আসক্তি প্রচ্ছন্ন-ভাবে লুক্কায়িত থাকায়, তাহাদের সকল মঙ্গলকামী ব্যক্তির সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

৩। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের প্রাকৃত শুদ্ধাশুদ্ধি-বিচার ও কৃষ্ণের অকপট ইন্দ্রিয়তর্পণানুকূল্যে তদ্বিরুদ্ধকরণের বিচার—ইতর। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণ নিজের দৈহিক ইন্দ্রিয়-তর্পণটাকেই বড় মনে করে, আর কৃষ্ণসেবকগণ কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের সহায়ক সমস্ত কার্য্যকেই কৃষ্ণসেবার অনুকূল বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। যদি কৃষ্ণকীর্ত্তনের অনুকূল না হয়, তবে বিষ, চন্দনকাষ্ঠের অগ্নি, পবিত্র-গোময়-পিণ্ডের অগ্নিকেও তাঁহারা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ মনে করেন না। আর যদি সত্য সত্য হরিসেবায় আনুকূল্যকারী হয়, তবে কৃষ্ণ যখন যেরূপ অগ্নিদেবকে কৃষ্ণের সেবার জন্য প্রেরণ করিয়া দেন, তাহার দ্বারাই বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণের ভোগের আনুকূল্য করাইয়া থাকেন। প্রাকৃত-শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার কৃষ্ণসেবা-সম্বন্ধ-বিজ্ঞানরত ব্যক্তিগণের সেবাবৃত্তিকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না। তবে সাধারণ বিচারও বলিয়া থাকে যে, অগ্নির সমস্ত দোষাপহরণ-সামর্থ্য আছে। প্রাকৃত অশুদ্ধি অগ্নি-সংযোগে বিনষ্ট হয়।

৪। যুবক যখন কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের উপকরণ, তখন তাহাতে প্রাকৃত বিচার আরোপিত হইবে না। কৃষ্ণসেবার সকল বস্তুই প্রাকৃত শুদ্ধাশুদ্ধি-বিচারের অতীত। আর খমক, খঞ্জুরী প্রভৃতি যদি বাউলগণের ইন্দ্রিয়তর্পণের উপকরণ হয়, তবে ঐ সকল অস্পৃশ্য বস্তু কখনই স্পর্শযোগ্য নহে কিংবা ঠাকুর-গৃহে বা বৈষ্ণব-গৃহে নেওয়া যাইতে পারে না। শুষ্কবৈষ্ণবের শুষ্ককৃষ্ণকীর্ত্তনের সহায়ক উপকরণ-সমূহ প্রাকৃতবৎ হইতে বিমুক্ত। তাহাদিগকে প্রাকৃত বস্তু-সাম্যে দর্শন—তাদৃশ অপরাধ। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তসম্প্রদায়ের দৈবীবাণী-বিরহিত মস্তিষ্ক এ সকল কথা ধারণা করিতে পারে না।

সে-দিন "দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশে" শ্রীহরিনামাক্ষরেই সকল প্রায়শ্চিত্ত নিহিত হয়—এই সিদ্ধান্ত শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের প্রমাণ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। সেই শ্রীনামও অবৈষ্ণব, অবিদ্যার সদ্গুরু-পাদপদ্মের কৃপা-ব্যতীত বদ্ধ-জীবের মুখে নির্গত হয় না।

সদালাপ *

[শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ-লিখিত]

'আলাপ' কথাটী জগতে সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন বস্তুর সহিত পরিচিত হইতে হইলে আলাপকে সহায় বা Midium করিতে হয়। 'আলাপ'কে ত্রিবিধ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—স্থূল আলাপ, সূক্ষ্ম আলাপ এবং চিৎ বা সদালাপ। স্থূল আলাপ—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, মায়িকাত্মক বস্তু-বিষয়ক ও সূক্ষ্ম আলাপ—শুদ্ধ মন বা চিত্তাভাস মনের গ্রাহ্য সূক্ষ্মেন্দ্রিয়-গোচর বস্তু-বিষয়ক, আর সদালাপ—নিত্য, সত্য ও অবিনাশী সচ্চিদাত্মা বা চেতনকে উদ্দেশ করে।

সৎ অর্থাৎ সত্য আলাপ—সদালাপ, সৎ-বিষয়ক আলাপ এবং সতের বা সাধুর সহিত যে আলাপ, তাহাকে সদালাপ বলে। অনুরাগ ও বিরাগ—সকলই আলাপ-দ্বারা সাধিত হয়। কে কোন্ স্তরের অথবা কোন্ প্রকৃতির, তাহা আলাপ-দ্বারা জানিতে পারা যায়। ইন্দ্রিয়াতীত আলোকময় রাজ্যের বস্তু-বস্তুসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা—প্রত্যক্ষে বা শ্রৌতপথে লব্ধ হইয়া থাকে। শ্রৌতপথে বস্তুসম্বন্ধে যে মানসিক অভিজ্ঞান, তাহাই তদ্বিষয়ক সহিত তদীয় বস্তু চেতন আত্মার প্রথম আলাপ বা পরিচয়। সদালাপ শ্রবণ করিতে হইলে আমাদিগকে শুদ্ধান্তঃকরণে—সজ্জনের নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। যিনি যেই পরিমাণে সত্যকে আপন করিতে পারিয়াছেন, যেই পরিমাণে সত্যসঙ্গ হইতে পারিয়াছেন এবং যেই পরিমাণে সেই সত্যবস্তুকে বিলাইতে উদ্যত হইয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে সদ্বক্তা-বিশিষ্ট। আর যিনি যতটুকু নিকপটতা ও আগ্রহতা নিয়া সেই বস্তু জানিবার জন্য সজ্জনের নিকট উপস্থিত, তিনি সেই পরিমাণে সদ্বক্তা-জিজ্ঞাসু সজ্জন।

সতের বাচ্য ও বাচক, শ্রোতা ও বক্তা—সবই চেতন-জাতীয়। জড়বস্তুর সহিত জড়বস্তুর অনিত্য মিলন হইতে পারে; কিন্তু জড় ও চেতনে মিল হয় না। চেতনে চেতনে আলাপ হয়, চেতনই চেতনকে জানিতে পারে। সুতরাং সত্যের আলাপ—বিশ্ব সজ্জনের সহিত অন্য সজ্জন-কর্ত্তৃক কৃত হইয়া থাকে।

পরম সত্যবস্তু—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং 'সদালাপ' অর্থে—কৃষ্ণকথাকে বুঝায়। কৃষ্ণের অনুগত কার্ষ্ণিগণই কৃষ্ণকথা বলিতে পারেন; কৃষ্ণ—ভক্তের হৃদয়ে বাস করেন। ভক্তমুখে কৃষ্ণ-কথা শ্রবণ করিলে শ্রবণ-পথে সেই চেতন-কথা আমাদের অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া সুপ্ত আত্মাকে জাগ্রত করে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

সুবতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥

অর্থাৎ যাঁহার শ্রবণ ও কীর্ত্তন পরম মঙ্গলময়, যিনি সাধুদিগের বন্ধু, সেই কৃষ্ণ স্বীয়কথা-শ্রবণকারিগণের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নিঃসংশয়ে অমঙ্গল-সমূহ দূর করেন।

সাধুর মুখেই সদালাপ শোভা পায়। অসাধু ব্যক্তিগণ সদালাপের যে ভাণ করে, তাহা গ্রাম্যালাপেরই রূপান্তর। আমরা বহুবার্থায় থাকিয়া মনে করি, কতই না শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেছি—কতই না কৃষ্ণকথা আলাপ করিতেছি—কতই না ভক্তানুধাবন করিতেছি—আমরা না জানি, কৃষ্ণের কত প্রিয় কার্য্য করিতেছি। কিন্তু আমাদের এই সকলই কপটতার অন্তর্গত হইতেছে। কারণ, আমরা অসাধুকে সাধু-জ্ঞানে প্রকৃত সাধুসঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া যে ভক্তির অভিনয় করিতেছি, তাহা কখনও কৃষ্ণের প্রিয় হইতে পারে না। সাধু যেরূপ ভগবান্‌কে ভালবাসেন, ভগবানও তদ্রূপ সাধুকে অত্যন্ত আপন বলিয়া জানেন, তাই শাস্ত্র উচ্চৈঃস্বরে গাহিতেছেন—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥

---

* শ্রীহরি-বৈষ্ণব-গুরুপাদ-পদ্মের স্মরণ-মূলে শ্রৌতপথের আদরকারী নবীন প্রবন্ধ-লেখককে উৎসাহিত করিবার জন্য তাঁহার এই লেখিকা সরল ও সুন্দর প্রবন্ধটী প্রকাশিত হইল—মোঃ সঃ।

সাধুগণ আমার জন্য, আমার আমি সাধুদিগের জন্য, তাঁহারা আমা-ভিন্ন অন্য কিছুই জানেন না, আমিও তাঁহাদের ব্যতীত আর কাহাকেও আমার বলিয়া জানি না।

অর্থাৎ একমাত্র কৃষ্ণৈকশরণ ব্যক্তিই 'সাধু'। তিনি নিজে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণভজন করেন এবং অন্য সকল জীবকে কৃষ্ণভজন করাইবার জন্য ব্যস্ত থাকেন, তিনি যুগপৎ আচার ও প্রচার করেন। এইরূপ সাধুর সঙ্গেই সদালাপ হইয়া থাকে।

অসদালাপ আমাদিগকে সাময়িক সুখ লাভে উত্তেজিত করে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ অসদালাপের দ্বারা যখন আমরা অসৎকার্য্য করিয়া অসৎ ফল-লাভ-স্বরূপ পুনঃ পুনঃ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করি, তখনই আমাদের শান্তি-লাভের মূল সদালাপের জন্য আর্ত্তি হয়। তখন আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারি, অসদালাপের মোহে পতিত হইয়া আমার কি মহা অকল্যাণই না সাধন করিয়াছি! —বহুরূপিনী মায়াপিশাচীকে কত ভাবেই না হৃদয়ের উচ্চ সিংহাসনে বসাইয়াছি! কিন্তু তাহার প্রতিদানে পাইয়াছি —নিষ্ঠুর-প্রতারনাময় ব্যবহার। অসদালাপে প্রলুব্ধ হইয়া মায়াকে যেই ভোগ করিতে ধাবিত হইয়াছি, অমনি মায়া আমার দুর্ব্বুদ্ধিতার পুরস্কার-স্বরূপ আমাকে সংসাররূপ কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া আমার চৈতন্য-সম্পাদনের চেষ্টা করিয়াছে। আমি কিন্তু স্বপ্রবিষ্ট হইয়া কঠোর দৈব-প্রেরণাকেও স্বপ্ন বলিয়া মনে করিয়াছি এবং আদেশ পালন না করায় পুনরায় দণ্ডিত হইতেছি। মায়া এইরূপে কতবার যে আমাকে শিক্ষা দিবার যত্ন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি কিন্তু দুঃখ পাইয়াও পুনঃ পুনঃ সেই কাজ করিতেছি, অহো! দৈবী, গুণময়ী, দুস্পারা মায়ার কি অঘটনী শক্তি! জড়ের সহিত আমি এতদূরভাবে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, চেতনকে 'আমার' না বলিয়া অনিত্য [জড় বস্তুকে 'আমার' বলিতেছি। তাহা লাভে, তাহা রক্ষণে ও তাহা ত্যাগে আমার কত কষ্ট হইতেছে, অথচ সত্যবস্তু —যাহা চেতনের নিত্যসঙ্গী—নিত্য শান্তিদায়ক, তাঁহাকে উপেক্ষা করিতেছি। কে আমার এই মোহমদিরার নেশা কাটাইয়া দিবেন? কে আমার এই দুর্দ্দশায় দুঃখী হইবেন? কে আমার নিত্যস্বরূপ জাগাইয়া দিবেন? জগতের লোক ত' আমারই মত নেশাখোর, তাহারা কি আমার কথায় কর্ণপাত করিবে? আর কর্ণপাত করিলেই বা কি হইবে? তাহাদের যে সেই শক্তি নাই। আমি যেরূপ বদ্ধ, তাহারাও ত' সেরূপ বদ্ধ—আমি যেরূপ ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট, তাহারাও যে তদ্রূপ—আমি যেরূপ অকর্ত্তব্যকে কর্ত্তব্য মনে করিতেছি, তাহারাও যে সেরূপ করিতেছে—আমি যেমন দুর্ব্বল, তাহারাও ত' তেমন—আমি যেমন অভাবগ্রস্ত, তাহারাও ত' তেমনই। তবে আর তাহাদের সহিত অসদালাপে আমার লাভ কি হইবে? তাহাদের উপদেশ ও পরামর্শেই বা কি হইবে? তাহারা বদ্ধ; সুতরাং তাহারা বন্ধনের কথা ব্যতীত কি বলিবে? আমি যে বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নিত্যকৃষ্ণসেবা করিতে চাই—আমি যে চাই জীবাত্ম-স্বরূপের নিত্য স্বভাবোদ্বোধন—নিত্যানন্দপ্রদ কৃষ্ণপ্রাপ্তি।

কৃষ্ণবিরহী কবীর শ্রীআচার্য্যদেবের বৈষ্ণব লক্ষণ-বর্ণন-প্রসঙ্গে কীর্ত্তন করিয়াছেন—"কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী, ছাড়িয়াছে যারে, সেই ত বৈষ্ণব"। ইহজগৎ কিন্তু এই তিনটী জিনিষকে কেন্দ্র করিয়া চলিতেছে। কথায়-বার্ত্তায়, ভাবে-ভাষায়, চালে-চলনে, শিক্ষায়-দীক্ষায়, আকারে-ইঙ্গিতে, সাধনে-সিদ্ধিতে, মায়াবদ্ধ জগদ্বাসী এই তিনটী বিষয়ের লাভের জন্য ব্যস্তভাবে উপায়ন্তরিতে চলিয়াছে। সর্ব্বত্রই এই অসদ্বিষয়ত্রয়ের কুহকময় আলাপ শ্রুত হয়, ইহার সর্ব্বগ্রাসকারী প্রভাব দৃষ্ট হয়। সেই রাজপ্রাসাদে অবস্থিত রাজাধিরাজ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরবাসী দরিদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত এই তিনটী বিষয়ের জন্য লালায়িত। জগতের জ্ঞানী, মানী, ধনী, তথাকথিত মনীষী, প্রতিভা-শালী, পণ্ডিত, মূর্খ কেহই ইহার প্রভাব হইতে মুক্ত নয়। কেহ কেহ কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগপথ অবলম্বন-পূর্ব্বক ইহার প্রভাব হইতে মুক্ত বলিয়া অভিমান করিলেও প্রচ্ছন্নভাবে এই কয়টীরই ভিখারী। এক কথায় বৈষ্ণব-জগতের গতি ও অবৈষ্ণব-জগতের গতি ঠিক বিপরীত দিকে। এই তিনটীকে কৃষ্ণসেবার উপকরণ বলিয়া উপলব্ধি করিতে না পারিলে কিছুতেই মায়ার হাত হইতে ত্রাণ পাইবার উপায় নাই।

হায়! জগদ্বাসী এই তিনটীকে সম্বল করিয়া কত আত্মীয়-স্বজন, কত দালান-কোঠার অধিকারী হইয়াছে —দিন দিন কতই না অনুচরের আশায় বাড়িয়া

উঠিতেছে। যাহাদিগকে ভিত্তি করিয়া সোধার সংসার গড়িয়া উঠিতেছে, সেই ভিত্তি যে ধ্বংসশীল—অনিত্য বস্তু। দু'দিন পরে সবই যে মাটিতে পরিণত হইবে। এত বুদ্ধি, এত বিবেকের বড়াই করিয়াও কি আমরা নিত্যবিস্তার পরিচয় দিব?

দেহ, দেহ ও জাগতিক সুখ-সম্বন্ধে যে আলাপ, তাহা সবই অসদালাপ। দেহ যে অসত্য বস্তু, তাহা শ্মশান-ঘাটে কে না প্রত্যক্ষ করিয়াছে? এই দেহকে আশ্রয় করিয়াই ত' যত আত্মীয়-স্বজন, লাভ-পরলাভ, অনুরাগ-বিরাগ, স্বদেশ-বিদেশ এবং শত্রুতা-মিত্রতা। ইহার বিনাশ প্রত্যক্ষ করিয়াও যে আমার চৈতন্য হইতেছে না! এত সাধের দেহ যে ভস্মীভূত হয়, তাহাও মনে জাগে না! হায়! মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তির কি অসামান্য প্রভাব! হায়! অসদালাপে —মায়ার আলাপে আমি কিরূপ প্রমত্ত হইয়াছি! দেহ ও মন ব্যতীত যে নিত্য-বস্তু কিছু আছে, তাহা মোটেই আমার ধারণায় আসিতেছে না। ইতরসঙ্গের লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা ব্যতীত যে কিছু আছে—স্বজনাদি বহু-ব্যতীত আমার নিত্য হিতাকাঙ্ক্ষী যে কেহ আছেন—ইহ-জগৎ ছাড়া যে নিত্যজগৎ আছে—আমার স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহ বা মন ছাড়া যে নিত্যচেতন আত্মা আছে, তাহা ত' আমি জানি না; জানিবার তত্ত্বও ত' সন্ধান নেই না; আর সাধু-গুরু জানাইয়া দিলেও বিশ্বাস করি না। মনে করি,—সাধু-গুরু-বৈষ্ণব ও বুঝি জগতের বহু লোকের মধ্যে কেহ হইবেন। তাঁহারা বৈষ্ণব-মহিমা ও গুরু-মহিমা জানাইয়া দিলেও মনে করি, তাহা অপবাদ। তাঁহারা আমার মঙ্গলের কথা বলিলেও আমি ভাবি, ইহা ছাড়া আরও কিছু আছে। "স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি"—ইহা তাঁহারা কীর্ত্তন করিলেও আমার সামান্য ভোগময় ও ত্যাগময় কুঁড়ে ঘরের মায়া ত্যাগ করিতে পারি না। এইরূপ অসংখ্য দুর্দ্দৈব আমাকে সর্ব্বদাই বিপথে লইয়া যাইতেছে। রথ-দেখা ও কলা-বেচার উপদেশ সাধুগণ দেন কি না, উভয় সাধুদিগকে কত তোষামোদ করি, তাঁহাদের অনুগতা দেখাই; আমি জানি,—আমি চাষাকে, কিন্তু তাঁহারা যে আমা-অপেক্ষাও চতুর—তাঁহারা যে অন্তর্যামী। হে পতিতপাবন বৈষ্ণবগণ! কৃপা করুন, আমি যেন এরূপ কপটতার হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারি।

কৃষ্ণবহির্ম্মুখ কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ইতর তপঃ, ব্রত —সমস্তই 'অসৎ' অর্থাৎ পরম 'সত্য'বস্তু কৃষ্ণ-সম্বন্ধী না হওয়ায় তত্তদ্‌বিষয়ের আলাপও—অসদালাপ। মুমুক্ষু ও মুমুক্ষু-সম্প্রদায়ের হরিকথাকীর্ত্তনের ছলনা, প্রাকৃত-সহজিয়াগণের অষ্ট-প্রহর, চব্বিশ-প্রহর কীর্ত্তন-ছলনা বা ভাগবত-পাঠের ছলনা,—কপটতার ছলনা—সকলই অসদালাপ।

সদালাপ শ্রবণ করিতে হইলে অসদালাপকে সর্ব্বতো-ভাবে বর্জ্জন করিতে হইবে। কিন্তু সদালাপ শ্রবণ করিবার পর দুই মন আমাকে বুঝি দেয় যে, এখন তুমি সদালাপ শ্রবণ করিয়া সরল হইয়াছ; একটুকু অসদালাপে যেন কান দিলে ক্ষতি কি?—তুমি অনেক সৎসঙ্গ করিয়াছ, এখন একটুকু অসৎসঙ্গ করিলে দোষ কি? মনের এই সকল কুপরামর্শ শুনিয়া যখনই আমি বিপথে পা' ফেলি, তখনই সৎসঙ্গের বল হইতে যে কত দূরে সরিয়া পড়ি, তাহা তখন ভাবি না। অসৎসঙ্গের ফল-ভোগ করিয়া চৈতন্য হয়। আমি একটুকু ঔষধ খাইয়াই যদি মনে করি,—দুরারোগ্য রোগ আপনিই সারিবে, তাহা যেমন মায়াত্মক ভ্রম, অল্পকালের জন্য সৎসঙ্গ করিয়া বহুকালের অসৎসঙ্গের ফলকে অপসারিত করিবার দুর্বুদ্ধিও তদ্রূপ মায়াত্মক ভ্রম। বহুবেগী রোগ, বহুবেগী শক্তিশালী ঔষধের আবশ্যক। বহুকাল সৎসঙ্গের দ্বারা যতদূর অগ্রসর না হই, একটুখানি অসৎসঙ্গ তাহার বিগুণ পিছাইয়া দেয়। অতএব আমরা যেন শ্রীগীতার বাক্যটি সর্ব্বদা মনে রাখি,—

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

সম্প্রদায়বৈভব-পরীক্ষার ফল

গত ২০শে ফাল্গুন (১৩৩৭) তারিখে শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে যে সম্প্রদায়-বৈভব-পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে নিম্নলিখিত পরীক্ষার্থিগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন,—

মধ্যম বিভাগ

১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুবরদাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী (এম-এ, বি-এল)
২। ,, ,, নারায়ণদাস অধিকারী ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী (এম-এ)

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের পারিতোষিক-বিতরণী সভায়

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক

স্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, অবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দির

কাল—৩রা এপ্রিল, বেলা ৩॥ ঘটিকা।

কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মহোদয়ের ভাবপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ ক'রে আমরা পরম আপ্যায়িত হ'লাম। আমরা সভাপতি মহোদয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কর্‌ছি। অবশ্য অনেকে প্রশ্ন কর্‌তে পারেন যে, 'আপনারা যাঁ'রা ধর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত, তাঁ'রা সাম্প্রদায়িক বিচার-বিশিষ্ট সাধারণ লোকের ন্যায় altruism শব্দটীর অর্থ গ্রহণ করেন না।' সাধারণ লোকে altruism শব্দটী—মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি, মানবের সেবা করা, পরোপকার করা—এই অর্থে ব্যবহার ক'রে থাকেন। এই শব্দটী খৃষ্টধর্মেও এরূপ অর্থেই প্রচলিত আছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে যখন হরিকথা-প্রচারার্থ আমি মাদ্রাজে গিয়েছিলাম, তখন তত্রত্য মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের Civic addressএ এই altruism কথাটী—জনহিতকর কার্য্যে আমার প্রচুর সহানুভূতি আছে বলিয়া, এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল। তার প্রত্যুত্তরে আমার বক্তব্য বিষয় এই ছিল যে, altruism বলিয়া যে ধর্ম্মের কথা, তাহা যে শুধু মানব-জাতিতে সংশ্লিষ্ট, মানবেতর পশুজাতিতে সংশ্লিষ্ট নহে, এরূপ ধরণের কথা নয়।

মানবের প্রতি সৌজন্য, সহানুভূতি কর্ত্তব্য! সেই সৌজন্য বা সহানুভূতি কার্য্যটী যে বর্ত্তমান জীবনেরই উদ্দেশ্য, জীবিতোত্তর-কালে নহে—এমন নয়। Altruism শব্দটীর সঙ্কীর্ণার্থ গ্রহণ না ক'রে আমরা যেন উহার অর্থ বিস্তারিত-ভাবে (extended altruism) গ্রহণ কর্‌তে পারি। আর মানবের কর্ত্তব্য নহে—প্রাকৃতকার্য্যে উদাসীন হওয়া। Altruism ভাল জিনিষ; Civil right বজায় থাকে ভাল—যেটা আমরা একেবারে বাদ দিতে বলেছি, ভগবান্‌কে বাদ দিয়ে যে সুবিধা, তাহা ভোগ ক'রে নেওয়া যাক্ ব'লে যে একটা বিচার, সেটা জগতের পক্ষে নিত্যমঙ্গলপ্রদ নহে। সে বিষয় সুষ্ঠুভাবে আলোচনা হওয়া একান্ত আবশ্যক।

প্রিন্সিপ্যাল মহোদয়ের বাক্যে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হ'লাম। শিক্ষা ধর্ম্মের সহিত নিত্যসম্বন্ধবিশিষ্ট; শিক্ষার প্রারম্ভ থেকেই ধর্ম্মবিষয় আলোচনা করা উচিত। সাধারণ লোকের ধারণা—শিক্ষার সহিত ধর্ম্মশিক্ষা দিলে উহা সাম্প্রদায়িকতাতে পরিণত হ'বে। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের যে ধর্ম্ম বা নীতি, তা'তে সাম্প্রদায়িকতা বাঞ্ছনীয় নহে। মাদ্রাজে যেমন ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ইতর জাতিতে বৈষম্য, বর্ত্তমানে যেমন হিন্দু-মুসলমানে সহানুভূতির অভাব, শিক্ষার মধ্যে এরূপ হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ভাব প্রবিষ্ট হওয়া উচিত নয়। ব্যক্তিগত ধর্ম্মও প্রয়োজনীয় নয়—সামাজিকভাবে লোক-দেখান ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিও উচিত নয়।

পরলোকের চিন্তাস্রোত দুই প্রকার—Impersonality of Godhead and Personality of Godhead. Impersonalist অর্থাৎ নির্ব্বিশেষবাদীর চিন্তাস্রোতে ঈশ্বরবিশ্বাস থাকলেও উহা পরিণামে নাস্তিকতারই প্রকার-ভেদ-মাত্র। Personalistদের চিন্তাস্রোত উহাদের চিন্তা-স্রোত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। Impersonalistদের চিন্তা-স্রোত তর্কপন্থামূলে আধ্যক্ষিকজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। পরন্তু Personalist বা সবিশেষবাদীর চিন্তাস্রোত শ্রোতপন্থার অধোক্ষজজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। Impersonalistদের বিচার-সীমা এ জগৎ পর্য্যন্তই; তাঁ'রা এই প্রপঞ্চাতীত বৈকুণ্ঠবস্তুর নিত্যত্ব ও চিদ্বিলাস স্বীকার করেন না। কিন্তু Personalistগণ আয়ায়পথে অপ্রাকৃত চিজ্জগতের চিন্ময় নাম, ধাম ও কাম—এই ত্রিবিধ চিদ্‌বৈচিত্র্যের নিত্যত্ব স্বীকার করেন। Personality of Godhead শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের জীবনচরিত আলোচনায় সর্ব্বাবস্থায় আলোচ্য বিষয়। তাঁ'র আলোচ্য বিষয় দেশ, কাল, পাত্রদ্বারা পরিচ্ছিন্ন ছিল না। তিনি শুধু ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা অথবা এসিয়ার জন্য কোন কথা বলেন নাই। তাঁ'র

কথাগুলি যদি আমরা স্থির চিত্তে আলোচনা করি, তবে আমরা দেখতে পাই যে, পৃথিবীর মধ্যে কোন মানবই এই কথার সার্বজনীনত্ব অস্বীকার করতে পারবেন না। তাঁর কথার মধ্যে কতকগুলির আদর করতে হ'বে, কতকগুলি অনাদর করতে হ'বে,—এরূপ সাম্প্রদায়িকতার লেশ-মাত্রও তাঁর সেই অমূল্য উপদেশের মধ্যে নাই। অনেকে মনে করেন, তিনি বাঙ্গালীর ঠাকুর, কিন্তু আমরা বলি, শ্রীচৈতন্যদেব মানুষের ঠাকুর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডবাসী সজ্ঞানীবের ঠাকুর। তিনি অষ্টোত্তর বিশে চেতনবাদি কীর্তন-মুখে সকলের চেতনের বৃত্তি জাগ্রত ক'রেছেন।

সমগ্র জাতির ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের কথা কীর্তন ক'রে মৃত জীবগণের নিত্যমঙ্গল-বিধান ক'রেছেন—মহাবদান্যাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। বাল্যকাল হ'তেই তিনি এই আত্মধর্মের কথাই কেবল ভারতে নহে, সমগ্র পৃথিবীতে মনুষ্যজাতির নিত্যমঙ্গলের জন্য কীর্তন ক'রেছেন। এই নিত্যমঙ্গলময়ী বাণী সমগ্র জগদ্বাসীর শ্রবণ করা কর্তব্য, কেবল যে বর্তমানের জন্যই শ্রবণ করতে হ'বে, পরবর্তিকালে শ্রবণ করতে হ'বে না, এরূপ নয়; ইহা নিত্যকালই নিত্য চিন্ময় জীবের শ্রোতব্য বিষয়।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, যাঁর নামে মঠ প্রতিষ্ঠিত, তিনি নির্বিশেষবাদী ছিলেন না, চিৎসবিশেষবাদী ছিলেন। আজ শ্রীচৈতন্যদেবের সবিশেষ বিচারের কথাই আমরা বলতে বসেছি। শুদ্ধজ্ঞান-সম্বন্ধে নির্বিশেষবাদীর যে বিচার, সে বিচার থেকে শ্রীচৈতন্যদেবের বিচারের পার্থক্য আছে। শ্রীচৈতন্যদেবের শুদ্ধজ্ঞান, শুদ্ধসত্ত্ব ও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ-সম্বন্ধে ধারণা—নির্বিশেষবাদীর মনগড়া ধারণার ন্যায় নহে। শ্রীচৈতন্যদেব—পুরুষোত্তম পরমেশ্বর বস্তু। ব্যক্তিগত পরমেশ্বরের সহিত প্রত্যেক মানব ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট। Impersonalist শঙ্করাচার্য বা ম্যাকমুলারের কথিত ধর্ম-ব্যক্তিতার কোন কথার সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের কোন কথাই সংশ্লিষ্ট নহে। অনেকে ভুল ক'রে তাঁকে মনগড়া কোনও নির্বিশেষবাদীর অন্যতম মনে ক'রে যা' তা' ধারণা করেন, কিন্তু তিনি পৌত্তলিক ছিলেন না। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীবিগ্রহ-সেবার আদর্শ জগতে প্রদর্শন ক'রেছেন ব'লে তাঁকে তথাকথিত হিন্দুগণের ন্যায় পৌত্তলিক ব'লে ধারণা করতে যাওয়া উচিত নহে। পুতুল-পূজার প্রশ্রয় তিনি কোনদিনই দেন নাই। তিনি অখিলরসামৃতসিন্ধু অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সচ্চিদানন্দময় শ্রীবিগ্রহের আরাধনায় যে জীবের নিত্যমঙ্গল প্রতিষ্ঠিত, ইহা কীর্তনমুখে বিশ্বে প্রচার ক'রেছিলেন।

অনেকে বলেন,—ভগবান্ সর্বশক্তিমান্, ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ, সর্বেশ্বরেশ্বর; আমরা অণুচিৎ জীব তাঁর পূজা কি ক'রে করব? মহাদ্ভুত পুরীতে লক্ষ্মণদেশিক শ্রীসম্প্রদায়-প্রবর্তক শ্রীমৎ রামানুজাচার্য সর্বশক্তিমান্ বৈকুণ্ঠপতি শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের অর্চামূর্তির উপাসনা প্রতিষ্ঠিত ক'রেছিলেন।

শঙ্করাচার্য-প্রবর্তিত 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—এই বাক্যে ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক বলে ভুল করা হ'বে। তিনি শক্তিপরিণাম-বাদে ব্রহ্মকে সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর ব'লে শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন।

ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক বলতে গিয়ে বিভিন্ন দেবোপাসকগণ Henotheist, Cathonetheist., Zoomorphist বলিয়া পরিচয় লাভ করেন। কিন্তু ব্রহ্ম নির্বিশেষ বস্তু নহেন। নির্বিশেষ বস্তুর বিচার অসম্পূর্ণ। নির্বিশেষ-বিচারমূলে Anthropomorphism (ভগবানে মানব-ধর্ম আরোপ) Apotheosism (মর্ত্যজীবে ভগবদ্বুদ্ধি) এর উৎপত্তি।

অনেকে বলেন, abstract idea of Godhead বা নির্বিশেষবাদ all-pervading থাকুক, আমরা সবিশেষ বস্তুর উপাসক। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলেন যে, প্রত্যেক জীব প্রত্যেক অঙ্গে, প্রত্যেক ক্রিয়ায়, নিদ্রায় বা জাগ্রদবস্থায়, জীবনে বা মরণে—সর্বাবস্থায় ভগবৎ-সেবার সহিত সংশ্লিষ্ট। শ্রীচৈতন্যদেব রূপ-সনাতন-শিক্ষায় ফল্গুবৈরাগ্য পরিত্যাগ-পূর্বক যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন করতে শিক্ষা দিয়েছেন।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

শ্রীকৃষ্ণের সেবা-ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ের দ্বারা কাম-ক্রোধাদি রিপুগণকে বশীভূত করা যায় না।

নিজেরা খাবো-খাবো-খাবুবো, আর ভগবানকে বাদ দেবো—এই চিন্তা, শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীকার করেন নাই।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

বিষয়গুলিকে কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্বন্ধ করিয়া অর্থাৎ সকল বিষয়ই কৃষ্ণ ও কৃষ্ণসেবার উপকরণ—এই বুদ্ধিতে যথাযোগ্য বিষয়-গ্রহণ-পূর্ব্বক নিরন্তর হরিজনানুগতো হরিভজন করাই যুক্তবৈরাগ্য।

বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোত ছেড়ে যোগ, জ্ঞান, তপঃ ও সন্ন্যাসাদি ক্রিয়ার অনিত্যত্ব উপলব্ধি-পূর্ব্বক আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারের উদ্দেশ্য।

কিছুদিন পূর্ব্বে প্রফেসর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র সরকারের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তাঁ'র পিতা বৈষ্ণব ছিলেন, তিনিও বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী; তথাপি তিনি আমায় বলেন যে, আপনারা যে ধর্ম্ম প্রচার কর্‌ছেন, সেই বৈষ্ণবধর্ম্ম most uncompromising. তাঁ'র বিচার এই যে, সব ছেড়ে'-ছুড়ে দিয়ে সন্ন্যাস-গ্রহণ-পূর্ব্বক হরিভজন করাই বৈষ্ণবধর্ম্ম। "সংসারে থেকে হরিভজন হয় না, সন্ন্যাস নিলেই" হরিভজন হ'বে"—শ্রীচৈতন্যদেবের এরূপ বিচার নয়। ব্রাহ্মণই কেবল ভগবৎসেবা কর্‌বে, অন্যে কর্‌তে পার্‌বে না:—এরূপ বর্ণের কোন কথা শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশে নাই। ক্ষাত্রনীতি, বৈশ্যনীতি, শূদ্রনীতি প্রভৃতি যে জাগতিক বিচার, তা'র সঙ্গে আত্মধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নাই। বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোত অক্ষজজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। পিতা-মাতার নিকট থেকে আমরা যে দেহ-লাভ করেছি বা যে জ্ঞান আমরা তাঁদের কাছ থে'কে পেয়েছি, তা' দু'দিন পরে আর থাক্‌বে না, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই নষ্ট হয়ে যাবে। চেতনধর্ম্ম বর্ত্তমানে যেরূপ বা নিত্যকাল থাক্‌বে, সেই চেতন আত্মার বিষয় আলোচিত হওয়া আবশ্যক। জাগতিক চিন্তাস্রোত নিয়ে রাবণের সিঁড়ি-বাঁধার ন্যায় উন্নতির পথে অগ্রসর হ'লে আমাদের শ্রমই হ'বে।

মায়ার দ্বিবিধ বৃত্তি—আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা। বহির্ম্মুখ জীবগণ আত্মবিস্মৃতিকালে স্ব-স্বরূপ হ'তে বিক্ষিপ্ত হ'য়ে মায়ার দ্বিবিধ আবরণে আবৃত হয়। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবগণের প্রতি বিমুগ্ধমোহিনী মায়ার এই দ্বিবিধ প্রভাব। জীবাত্মা ও জড়জগতের সহিত পরতত্ত্বের অচিন্ত্য-ভেদাভেদসম্বন্ধ আছে।

আনন্দতীর্থের শুদ্ধভেদবাদ-বিচারে—অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বেরই একদেশ-বিচার। শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈতবিচারও তদ্রূপ। শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে এই অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বের বিচার চতুষ্পদে বর্ণিত আছে।

মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ পরিহার করা কর্ত্তব্য। Ritualistic views শিক্ষার্থিদের নিকট আলোচ্যবিষয় নহে। খৃষ্টান-পদ্ধতির ন্যায় বিদ্যালয়ে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন কথা বলা নিষ্ফল। সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে prejudice থাকা বিপজ্জনক। শিক্ষার্থিদের মানসিক বৃত্তির উদারতা প্রসারণকল্পে ধর্ম্মনীতির প্রচার হওয়া আবশ্যক। মনুষ্যের ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে comparative study করা উচিত। পশুদিগের প্রতি বিচার এক প্রকার, মনুষ্যগণের প্রতি বিচার অন্য প্রকার; ভগবানের প্রতি এইরূপ বিচার প্রযোজ্য নহে। ভগবান্ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ। যে-শিক্ষার মূলে ধর্ম্ম ও নীতি-বর্জ্জিত, তা' সম্পূর্ণ materialistic. সুতরাং তা' কুশিক্ষা-মাত্র। সে শিক্ষা—শ্রীচৈতন্য-শিক্ষার পরিপন্থী, অনাত্মিকা।

আর বড়ই আনন্দের বিষয় যে, কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মহাশয় আমাদিগকে শিক্ষামূলে ধর্ম্ম ও নীতির প্রয়োজনীয়তার একান্ত আবশ্যকতা সম্বন্ধে অনেক কথা বল্‌লেন। কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা হরিকথা-প্রচারার্থ মেদিনীপুর গিয়েছিলাম, তথায় টাউনহলে বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রিত হ'য়েছিলাম, কিন্তু উক্ত স্থলের প্রেসিডেন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ধর্ম্মের কথা হবে ব'লে তথায় হরিকথা প্রচার কর্‌তে দেন নাই। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে একটা comparative study র অভাবই ইহার মূলীভূত কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অতি বাল্যকাল হ'তেই আমাদের ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা করা আবশ্যক। প্রত্যেক মানবেরই কতকগুলি সামাজিক নিয়মাবলীর মধ্যে মাত্র আবদ্ধ থাকা উচিত নয়। বর্ত্তমানকালে মানবগণের মধ্যে যথার্থ শিক্ষার অভাব, উদারতার অভাব বশতঃ আপেক্ষিক Relativityএর মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতি আবদ্ধ আছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে 'কেনেডি' নামক একজন ইংরাজ তাঁ'র 'Chaitanya movement' নামক গ্রন্থে কতক-গুলি অবান্তর কথার উল্লেখ ক'রে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত

সুবিমল ধর্ম্মে ভগবদ্ভজনে আনয়ন কর্ছেন। ইহার কারণ এই যে, যাঁদের নিকট হ'তে তিনি ঐ সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁরা চৈতন্য-ধর্ম্মের কথা কিছুই অবগত নহেন বা ছিলেন না। আর একজন পাদ্রী মাক্-নিকল্ সাহেব তাঁর গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবকে unethical ব'লে দোষারোপ কর্ছেন। তাঁদের বিচারভ্রান্তি আমাদিগকে অনেক সময় প্রান্ত করায়। সেইজন্য আমাদের নিবেদন—আমাদের নৈবেদ্য—Absolute truth এর কথা মানবজাতীর নিকট ঘরে-পরে ধরে বল্বো।

আমাদের poor health থাকা-সত্ত্বেও যেটী আমাদের দেহ-মন—যেটী আমাদের বর্ত্তমান খোলস্, সেই ত'টী যাহা নিয়ে আত্মধর্ম্মে অবস্থিত হ'য়ে আমাদের আত্মার কথা সমস্ত পৃথিবীতে "তৃণাদপি সুনীচ, অমানী মানদ" হ'য়ে, বাধাবিঘ্ন অকাতরে সহ্য ক'রে কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ—সকলের নিকট প্রচার কর্বো। শুধু জাতিবর্ণের মধ্যেই আবদ্ধ না থেকে, দেহ-মনের বিচারটাকেই প্রবল না ক'রে, আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই মানব-মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। নাস্তিকগণ যে আলোচনার সমর্থন কর্ছেন, সেই আলোচনা নিত্যবাদ বা স্বীয়ত্বস্বত্ববাদ; তা'তে তাঁদের নিত্যমঙ্গল সুদূরপরাহত। পাশ্চাত্য দেশের ও এতদ্দেশের নাস্তিকগণের মধ্যে Scepticism (সংশয়বাদ), Agnosticism (অজ্ঞেয়বাদ), Idealism (মায়াবাদ) Pantheism (নির্ব্বিশেষবাদ বা চিন্মাত্রবাদ) প্রভৃতি মতবাদ দৃষ্ট হয়।

আবার চারিপ্রকার আস্তিক্যবাদের মধ্যে কেবল পুরুষোত্তমবাদ, বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী-নারায়ণ, সীতারাম ও বৃন্দাবনে রাধাগোবিন্দের বিচার আমার উপাস্য বস্তুর উপলব্ধির ক্রমবিকাশ-পর্য্যায়ে দৃষ্ট হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা Theistic world এ সম্যক্‌ভাবে আলোচিত হোক্।

কোন সময় দিনাজপুরে জনৈক Deputy Inspector of Schools আমাদের বাসায় এসে ব'লেছিলেন যে, বিদ্যা-সুন্দর ও চণ্ডীদাস—বাভিচারী। কিন্তু মহাপ্রভুর কৃপায় আমরা এখন আর সেরূপ ধরণের অন্যায় কথা শুন্‌ছি না। চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম ছোট লোকের ধর্ম্ম নয় বা মূর্খের ধর্ম্ম নয়। আমরা এজন্যই সমস্ত জাতির উপকারার্থ এত বড় উচ্চ কথা—আত্মধর্ম্মের কথা বল্তে বলেছি। এই greatest কথাগুলি প্রত্যেকের আলোচনা করা উচিত।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এ'সব কথা গুহ্যভাবে আলোচনা ক'রে জগৎকে মঙ্গলের পথে নিয়ে যা'বার জন্য নানাভাবে আপপণে চেষ্টা করেছেন। তাতে national কথায় বাধা পড়েছে। আমরা বল্‌ছি—ধর্ম্মবিবর্জ্জিত nationality কবি-কল্পনামাত্র।

অনেকে মনে কর্ছেন যে, আমরা তাঁদের শত্রু; কিন্তু আমরা জানি,—এ জগতে আমাদের শত্রু কেউ নাই। আমরা সকলের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা কর্ছি; কিন্তু তাঁতে লোকের ভোগে বাধা পড়্‌ছে ব'লে তাঁরা তাঁদের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য না ক'রে আমাদের কথা বিকৃতভাবে গ্রহণ কর্ছে। ইহা তাঁদের বিচারের ভুল ব্যতীত আর কিছুই নয়। আমরা সমস্ত ভারতে ভ্রমণ কর্ছি—সকলের সঙ্গে আলাপ কর্ছি। ঝগড়া কর্বো, প্রতিষ্ঠা নেবো, সমগ্র দেশবাসীকে অসন্তুষ্ট কর্বো—এরূপ কোন অসদভিপ্রায় আমাদের নাই। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ নিরপেক্ষ হ'য়ে এসব কথা শুন্‌লেই অনায়াসে বুঝ্‌তে পার্বেন। 'দ্যূতং, পানং, স্ত্রিয়ঃ, সূনা ও জাতরূপ' প্রভৃতি কলির স্থানপঞ্চক জীবমাত্রেরই বর্জ্জন করা উচিত। সবই ভগবৎসেবায় প্রযুক্ত হ'লে আমরা 'মাত্রাস্পর্শাস্তু' শ্লোকের তাৎপর্য্য উপলব্ধি কর্তে পার্বো।

ভগবানের সেবা থেকে ভক্তের সেবা আরও বড়। আমরা দেবতা, মহন্মদ্ প্রভৃতি কাহাকেও আক্রমণ কর্ছি না। আমরা বাস্তব সত্যের বিষয় সকলের নিকট বল্তে বসেছি। আমি নগণ্য, ছার, মূর্খ; আপনাদের নিকট কিছু বল্বার মত ভাষা আমার নাই। আমাদের প্রতি যাঁরা বিরূপ, তাঁরা আমাদিগকে ক্ষমা করুন,—যা'তে আমরা প্রবলভাবে সত্যের প্রচার কর্তে পারি। অনেকেই মনে করেন,—আমাদের ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজন কি? আমরা জগতের যাবতীয় ঐশ্বর্য্যের মালিক শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে শ্রীনারায়ণের সেবায় নিযুক্ত দেখ্‌ব,—ইহাই আমাদের নারায়ণের সেবা। যে ভিক্ষা হচ্ছে, তা' সমস্তই খরচ হ'য়ে গিয়ে উল্টো দেনা হচ্ছে, আমরা সব শোধ কর্বো, এক মুহূর্ত্তও ব'সে থাক্‌বো না—কুড়ে ঘরে বসে থাক্‌ব না।

কেবল ভারতে নহে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রতি ঘরে ঘরে বিভিন্ন ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর প্রচার হোক্—ইহাই আমাদের একমাত্র চিন্তা। আপনারা বিচারক, সুতরাং এসব বিষয় বিচার কর্বেন।

পাদপীঠ-প্রতিষ্ঠায় প্রভুপাদ

[২]

(পণ্ডিতপ্রবর শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর ডায়েরী হইতে সঙ্কলিত)

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম খণ্ড ২য় সংখ্যার পর]

২৫শে ডিসেম্বর ১৯৩০। বাজপুরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পাদপীঠ প্রতিষ্ঠা করিবার পর আমরা প্রসাদ সম্মান করিলাম এবং বেলা প্রায় ১১টার সময় মোটরযোগে পুনরায় ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর বিছানার মোটটী হারাইয়া যায়। তাহাতে একটা মূল্যবান কম্বল ছিল। আমরা মোটরে আসিয়া বুড়া নদী পার হইয়া অপর পারে প্রায় ১॥ ঘেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পর পুনরায় মোটরযোগে যমুনাবাই নদীর তীরে আসি, তথায়ও প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষার পর ডোঙ্গায় নদী পার হই। প্রভুপাদ পূর্ব্বেই নদী পার হইয়া অপর পারে বৃক্ষতলে অপেক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীযুক্ত গোপাল বাবু (শ্রীগোপালচন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন) নদী পার হইবার সময় ডোঙ্গা হইতে পড়িয়া যান। নদীর গভীরতা এক কোমর ছিল বলিয়া রক্ষা। তাঁহার জানা, কাপড় ভিজিয়া যায়। যাহা হউক, আমরা পুনরায় মোটর-যোগে বেলা প্রায় ৩॥ টার সময় ষ্টেশনে পৌঁছি। ষ্টেশনে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই "পুরী-প্যাসেঞ্জার" ছাড়িয়া গিয়াছে, শুনিলাম। সুতরাং আমাদিগকে রাত্রি ১১টার মাদ্রাজ-মেলের জন্য বাধ্য হইয়া অপেক্ষা করিতে হইল। প্রভু-পাদ ষ্টেশনের লাইনের অপর পারে একটি সি, ডব্লিউ, ডি'র বাংলাতে ততক্ষণ অপেক্ষা করিলেন।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই শ্রীসজ্জনানন্দ মহারাজ প্রভুপাদের নৈবেদ্য প্রস্তুত করিলেন এবং শ্রীজগদানন্দ প্রভুর সহিত মিলিত হইয়া সকলকে প্রসাদ দিলেন। প্রসাদ পাইবার পর কিছুকাল ইষ্টগোষ্ঠি হইল। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিলাম, স্থানীয় মুটেগুলি খুবই একরকম চোর। রাত্রি ১০॥ টার সময় কিয়োঞ্জর রাজ্যের রাজা বহু অনুচর-সহ পুরী-এক্সপ্রেসে প্রথম শ্রেণীতে কলিকাতায় যাত্রা করেন। পুরী এক্সপ্রেস ছাড়িবার ১ ঘণ্টা কাল পর মাদ্রাজ-মেল পৌঁছিলে আমরা তিনভাগে গাড়ীতে উঠিলাম। শ্রীল প্রভুপাদের কামরায় শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু গেলেন এবং বাকী আমরা সকলেই দুইভাগে দুইটী পৃথক্ কামরায় উঠিলাম।

রাত্রি ১॥ ঘটিকার সময় কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের শ্রীমাধব নামাধিকারী কটক-ষ্টেশনে আসিয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। রাত্রি ২॥ টার সময় খুরদা-ষ্টেশনে শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহা গেল, শ্রীপাদ কুঞ্জ বাবু (আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ) ও শ্রীপাদ যদুবর প্রভু (অধ্যাপক শ্রীপাদ যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী, এম, এ, বি, এল) সেই দিনই ভোর ৬ ঘটিকায় পুরী-এক্সপ্রেসে কটকে পৌঁছেন। দুঃখের বিষয়, শ্রীপাদ কুঞ্জ বাবু অপ্রত্যাশিত-ভাবে বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়ায় সারারাত্রি কষ্ট পাইয়াছেন।

২৬শে ডিসেম্বর ১৯৩০। ভোরে ৮টার সময় নাউপদা ষ্টেশনে শ্রীল প্রভুপাদ ও সকলে মিলিয়া কুজবা'কে দেখিতে যাই। কুজবা' তখন একটুকু সুস্থ বোধ করিতে-ছিলেন। কুজবা'র কামরায় যদুবর প্রভুও ছিলেন। যদুবর প্রভু কুজবা'র সঙ্গে কলিকাতা হইতেই আসিতেছিলেন। সেই গাড়ীতে তখন নেলোর (মাদ্রাজ) ষ্টেশনার মিঃ বাল-কৃষ্ণ আয়ারএর সঙ্গে পরিচয় হয়। শ্রীপাদ যদুবর প্রভু ও শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু তখন উক্ত আয়ার মহোদয়ের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তি ও অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব-সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় কিছু আলাপ করেন। শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু আয়ার মহাশয়কে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। কারণ, উক্ত আয়ার মহাশয় অনেক সময় মিঃ রাপুরে থাকেন।

আমরা বেলা প্রায় ১০টার সময় চিকাকোল-রোড-ষ্টেশনে নামিয়া একটি ধর্ম্মশালায় উঠি। ধর্ম্মশালায় পূর্ব্ব হইতেই আমাদের জন্য বন্দোবস্ত ছিল। চিকাকোলের

ষ্যাসিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনীয়ার মিঃ হরিসত্য পাড়ি বি, এ, মি, ই'র ঐকান্তিক যত্ন, সহানুভূতি, সদাশিবের প্রভূত পরিশ্রম চেষ্টা এবং শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার আমরা বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলাম।

আমরা রাত্রি সাড়ে সাতটা পূর্ব্বক বেলা প্রায় ১২ ঘটিকার সময় মোটর-যানে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে সকলে মিলে শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করি। চিকাকোল-সহরে ডাকবাংলাতে সমস্ত বিছানাপত্র বাঁধিয়া 'বাস' বদলাইয়া অন্য এক-'বাসে' শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্রে গমন করি। মিঃ পাড়ির পুত্র-কন্যা-জামাতা ও অনেক বৃদ্ধ শিক্ষক সঙ্গে গমন করেন। প্রায় ২টার সময় আমরা শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্রে উপনীত হই। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীকূর্ম্ম-মন্দিরের দূরের সীমানার মধ্যে সর্ব্বাগ্রে প্রবিষ্ট হইলে আমরাও তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ-পূর্ব্বক-শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-জয়ধ্বনি করিতে করিতে প্রবিষ্ট হই। শ্রীমন্দিরের উচ্চ সিংহদ্বার বড়ই মনোরম। শ্রীল প্রভুপাদ সিংহদ্বারে প্রণত হইলেন, আমরাও তদনুগমন করিলাম। 'পুরুষ-তীর্থ' নামক একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী শ্রীমন্দিরের দূরের সীমানার মধ্যে শোভা পাইতেছে, মধ্যস্থলে শ্রীকূর্ম্মদেবের শ্রীমন্দির। শ্রীমন্দিরের বহির্ভাগে শ্রীমন্দিরের সীমানার বেষ্টনীর মধ্যে দক্ষিণ-দ্বারের পশ্চিমভাগে শ্রীচৈতন্যমঠের দ্বারা নবনির্ম্মিত শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপীঠ-মন্দির। শ্রীল প্রভুপাদ সকলগ্রথমে সেই মন্দির দর্শন করিতে গেলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপীঠ-মন্দিরের সম্মুখে শ্রীল প্রভুপাদের বসিবার আসন পূর্ব্ব হইতেই ভক্তগণ রচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ সেখানে বেশীক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া পুরুষতীর্থ-দর্শন এবং মস্তকে জল-গ্রহণ-পূর্ব্বক শ্রীকূর্ম্মদেবের শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। আমরাও শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিলাম। শ্রীমন্দিরের চারিদিকে চক্-মিলান বারেন্দা, চতুর্দ্দিকে অবশ্য গ্রেনাইট প্রস্তর-খণ্ড-শোভিত বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত বহুসংখ্যক স্তম্ভ শোভা পাইতেছে। ইঞ্জিনীয়ার মিঃ পাড়ি মহোদয় বলিলেন, ঐ স্তম্ভগুলি সব টার্ণ করা; বহুসংখ্যক স্তম্ভ অথচ প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন ডিজাইনের, কোন দুইটি এক রকম নহে। স্তম্ভ-গাত্রে তেলেগু ভাষায় অনেকগুলি লিপি (inscriptions) শোভিত রহিয়াছে; উহার মধ্য হইতে কতকগুলি লিপি প্রফেসর কিলহর্ণ (Prof. keilhorn) উদ্ধার করিয়াছেন। ছাদটী অথচ লম্বর-ব্লক বা প্রস্তরের বিন্যাসের দ্বারা নির্ম্মিত। স্তম্ভ ও ছাদ এমন সুন্দর উঁচুদরের বসন যে, মনে হয় যেন উহা অল্পের তৈয়ারী। আমরা বারেন্দা অতিক্রম করিয়া মূল শ্রীমন্দিরের মধ্যস্থলে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে শ্রীবিগ্রহ-দর্শনার্থ প্রবেশ করিলাম। শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে পশ্চিমপ্রান্তে তৃতীয় প্রকোষ্ঠে শ্রীকূর্ম্মদেব বিরাজমান; প্রথম প্রকোষ্ঠে পূর্ব্বদিকে একটি দরজামাত্র রহিয়াছে, দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে দক্ষিণদিকে একটি দরজা, উহাদ্বারা আলোক প্রবেশ হয়, তাহাদের অন্ধকার। শ্রীবিগ্রহের প্রকোষ্ঠে দুইটি খুব বড় তৈলপ্রদীপ প্রজ্বলিত রহিয়াছে। শ্রীকূর্ম্মদেব পশ্চিমমুখী হইয়া কূর্ম্মরূপে অবস্থান করিতেছেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে আমরা সকলে শ্রীকূর্ম্ম-দেবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলাম। পূজারী শ্রীকূর্ম্মদেবকে ফলাদি নিবেদন ও আরতি সমাধান-পূর্ব্বক আমাদিগকে শ্রীবিগ্রহ প্রদর্শন করিলেন। দক্ষিণ-পার্শ্বের নিম্ন বেদিকায় শ্রীকূর্ম্মদেব, তাঁহার শ্রীঅঙ্গ বেষ্টন করিয়া সুবর্ণের শোভা পাইতেছে। শ্রীকূর্ম্মদেবের সম্মুখে শ্রীশালগ্রাম-শিলার মালিকা বিরাজমান। উপরের বেদিকার দক্ষিণদিকে সিংহাসনে শ্রীরাম-সীতার বৈশী শ্রীমূর্ত্তি—পূর্ব্বমুখী হইয়া বিরাজ করিতেছেন; উত্তরদিকে বিষ্ণু-বিগ্রহ-শ্রীশ্রীগোবিন্দ-রামকৌটির মূর্ত্তি শ্রী ও ভূ-শক্তিসহ অধিষ্ঠিত। আমরা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে পুনরায় দণ্ডবৎ প্রণাম করিলাম এবং নির্ম্মাল্য-গ্রহণ-পূর্ব্বক দক্ষিণ-দরজা দিয়া বাহিরে আসিয়া শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিলাম। পরে শ্রীল প্রভুপাদের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশে মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন হইতে থাকিল। সঙ্কীর্ত্তন-মুখে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তুলসী শুষ্ক গৌরাঙ্গ-জয়ধ্বনির মধ্যে গন্ধাতুলসী-তুলসী-মূল-চন্দন প্রভৃতির দ্বারা শ্রীচৈতন্যচরণ-অর্চ্চন-আদর্শ প্রকট করিলেন। তদনুগমনে ত্রিদণ্ডিপাদগণ, আচার্য্যাত্মিক প্রভু ও অন্যান্য সকলেই অর্চ্চন করিলাম। পুনরায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশে মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হইলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে নরপ্রভুর কূর্ম্ম-দর্শন-সংবাদ, কূর্ম্মবিপ্র ও বাসুদেব-বিপ্রের উদ্ধার-লীলা সুমধুর-করতালাদির সহিত কীর্ত্তিত হইলেন। পরে সকলের আলোকচিত্র গৃহীত হইল। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কূর্ম্ম-ক্ষেত্রবাসী কূর্ম্মচার্য্যকে (রামানুজীয়) শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদ-পীঠার্চ্চার সেবকরূপে নিয়োগ করিলেন। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদ তথাস্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক চিকাকোলের ডাক-বাঙ্গালায় আগমন করিলেন। সন্ধ্যাকালে মিঃ পাড়ি ও স্থানীয় হাই স্কুলের হেড্‌মাষ্টার প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্তলোক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট আগমন করিয়া বহু হরিকথা শ্রবণ করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর এতৎপ্রদেশে আগমনের ইতিহাস, শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারের বৈশিষ্ট্য ও অনবদ্যত্বের কীর্ত্তন করিলেন। মিঃ পাড়ি হরিভজন-বিষয়ে অনেক কথা শ্রবণ করিলেন ও উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন।

চিকাকোল গঞ্জাম জেলার মহকুমার সহর। চিকা-কোল—শিবাকোল নামেও অভিহিত। হায়দ্রাবাদ হইতে আগত ডাকের মুদ্রাসমূহ এইস্থানে উন্মুক্ত হইত বলিয়া এই স্থানের নাম 'চিকাকোল' বা 'শিখাকোল' হইয়াছে।

[অবশিষ্টাংশে আগামী বারে সমাপ্য]

১০ম বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৭ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ১৩৫৯; ২১শে মে, ১৯৫২ | ৪০শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও মঃ মঃ পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৯শ সংখ্যার পর)

মঃ হরপ্রসাদ—নিম্বাদিত্য ও নিম্বার্কের সম্প্রদায় কি এক?

প্রভুপাদ—নিম্বাদিত্য হ'তে নিম্বার্কের সম্প্রদায় প্রচলিত হ'য়েছিল; বর্ত্তমান নিম্বার্কগণ সেই প্রাচীন নিম্বাদিত্য হ'তে ঠিক উদ্ভূত কি না, তদ্বিষয়ে অনেকে সন্দেহ ক'রে থাকেন। ডাঃ ভাণ্ডারকার প্রকৃতিও সর্ব্বদর্শনকার সায়ন-মাধবের গ্রন্থে শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্বের নাম এবং বার্শনিক সিদ্ধান্তের ন্যায় শ্রীনিম্বাদিত্যের নাম বা সিদ্ধান্তের কোন উল্লেখ না পাওয়ায় আধুনিক নিম্বাদিত্য-সম্প্রদায়কে পরবর্ত্তিকালে উদ্ভূত ব'লেই মনে করেন। শ্রীল জীব গোস্বামীর গ্রন্থেও অন্যান্য আচার্য্যের নাম উল্লেখ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, কিন্তু নিম্বার্কের কোন নাম উল্লেখ নাই এজন্য অনেকেই ধারণা করেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্য ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত সুপ্রাচীন শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনার বিকৃত আনুষঙ্গিক প্রতিযোগিতামূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরে বর্ত্তমান নিম্বার্কীয়গণের সৃষ্টি হ'য়েছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্ত ও উপাসনাদির সহিত অনেকটা বিকৃত সাম্য হ'তে এবং অন্যান্য অনেক কারণ হ'তে অনেকে এই কথা মনে ক'রে থাকেন।

মঃ হরপ্রসাদ—তা' হ'লে কি নিমাই নামের অনুকরণ ক'রে নিমাৎ-সম্প্রদায় বা নিমানন্দ-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হ'য়েছে?

প্রভুপাদ—নিমানন্দ-সম্প্রদায় ও নিমাৎ সম্প্রদায় এক নহে। অনেকে নিমানন্দি-সম্প্রদায়কে নিমাৎ-সম্প্রদায়ের নামান্তর মনে ক'রে গোলমাল ক'রে থাকেন। কিন্তু বিষয় তা' নয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী নাম নিমাই। কেশব পণ্ডিতের শিষ্য গোপালগুরু গোস্বামী মহাপ্রভুকে নিমানন্দ-আম্নায় প্রচার ক'রেছেন। আবার যাঁরা শ্রীমধ্বাচার্য্য হ'তে শ্রীঈশ্বরপুরী পর্য্যন্ত আম্নায় পরিত্যাগ ক'রে একটী নব্য সম্প্রদায় স্থির করেন, তাঁরা মহাপ্রভুকে 'নিমানন্দ' নাম দিয়ে নিমানন্দ-সম্প্রদায় ব'লে আপনাদিগকে পরিচয় দেন।

শ্রীহরপ্রসাদ—তা' হ'লে কি নিম্বাদিত্য ব'লে কেউ ছিলেন না?

প্রভুপাদ—প্রাচীন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য-চতুষ্টয়ের অন্যতম নিম্বার্ক অবশ্যই ছিলেন। তৈলঙ্গদেশের নিকট বৈদূর্যপত্তন নামে যে স্থান ছিল—বর্তমানে যা' মুদ্গল-পত্তন বা মুদ্গিপাটন, সে স্থানে আরুণি নিম্বাদিত্য বা ভিন্নভট্ট আবির্ভূত হন। তিনি সনৎকুমারের শিষ্য নারদের নিকট উপদেশ লাভ ক'রে জগতে যে মত প্রচার ক'রেছিলেন, সেই মতানুগত সম্প্রদায় বহুপূর্বে লুপ্ত হ'য়েছে। একজ মাধবাচার্য 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' বিষ্ণুস্বামী প্রভৃতি সকল আচার্যের মতের উল্লেখ ক'রেও নিম্বার্কের নামের উল্লেখ করেন নাই।

শ্রীহরপ্রসাদ—পাণ্ডারপুরে শুনেছি তাঁ'দের স্থান আছে।

প্রভুপাদ—আমি পাণ্ডারপুরেও গিয়েছিলাম, সলিমাবাদেও গিয়েছিলাম।

শ্রীহরপ্রসাদ—সলিমাবাদ কোথায়?

প্রভুপাদ—রুক্মগড় হ'তে সলিমাবাদ যাওয়া যায়। আমরা জয়পুর হ'তে রুক্মগড় হ'য়ে টাঙ্গায় সলিমাবাদ যাই। পথ নিতান্ত দুর্গম। সলিমাবাদের অনুসন্ধান করতে আমাকে অনেক কষ্ট পেতে হ'য়েছিল। সলিমাবাদের সংবাদের জন্য আমাদের কোন লোককে আধুনিক নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ভুক্ত তারাকিশোর বাবুর (বর্তমান নাম সন্তদাস বাবাজী) নিকট পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তিনিও এ বিষয়ের কোন সন্ধান দিতে পারেন নাই। লক্ষ্ণৌয়ের নওলকিশোর প্রেসের প্রকাশিত হিন্দি ভক্তমালের টীকায়ও সলিমাবাদের কোন সন্ধান নেই। রুক্মগড়ের রাজা সলিমাবাদের গাদির মহান্তের নিকট হ'তে দীক্ষা-গ্রহণ না ক'রে শ্রীরঙ্গাচার্য-সম্প্রদায় কাঁকরোলী শাখার গোঁসাইয়ের নিকট দীক্ষিত হ'য়েছেন। রুক্মগড়ে কাঁকরোলী গোস্বামীর অধীনে একটি বড় দেবা স্থাপিত আছে। জয়পুরের রাজা পরলোকগত শৈব মহারাজ রামসিংহ যে-সময় বৈষ্ণবগণের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ ক'রেছিলেন, সেই সময়ে মহান্ত গোপেশ্বর শরণ জয়পুর ত্যাগ করেন। এই ঘটনা ১৯২৮ বিক্রম সম্বতের পূর্বে ঘটেছিল। শৈব মহারাজ রামসিংহের পুত্র মহারাজ মাধো সিংহ জয়পুরের সিংহাসন লাভ করার পর বৃন্দাবনের নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের গোপাল ব্রহ্মচারীর নিকট দীক্ষিত হন। সলিমাবাদের গৌরব মাধো সিংহের দ্বারাই বিশেষভাবে সাধিত হ'য়েছে। সলিমাবাদের মন্দির রাজপ্রাসাদের তুলনায় কোন অংশে কম নহে, বরং একটা ছোটখাট দুর্গ-বিশেষ। সলিমাবাদের মঠের অধ্যক্ষ পণ্ডিত মহাশয় আমাদিগকে তথায় অন্ততঃ একদণ্ডাধিকাল থাকবার জন্য বিশেষ অনুরোধ ক'রেছিলেন। সেখানকার গ্রন্থাগার দর্শন করলাম। গ্রন্থাগারে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অনেক প্রাচীন গ্রন্থ র'য়েছে। শুনলাম, যোধপুর প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যের রাজাগণও এই সম্প্রদায়ের শিষ্য। সলিমাবাদের মহান্তকে তাঁ'দের ইতিহাসের বিষয় জিজ্ঞাসা ক'রলাম, তিনিও বিশেষ কিছু বলতে পারলেন না। তাঁ'দের literature বা দেখলাম, প্রকৃত প্রস্তাবে তিন চারিখানা মাত্র।

শ্রীহরপ্রসাদ—তাঁ'দের যে বেদান্তের ভাষ্য, সেটা কি ঠিক প্রাচীন নিম্বাদিত্যের রচিত? ভাষা অনেকটা আধুনিক মনে হয়।

প্রভুপাদ—'বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ' নাম দিয়ে তাঁদের যে ভাষ্য নিম্বার্কের নামে প্রচলিত আছে, কেহ কেহ মনে করেন, কেশবকাশ্মীরী অনেকটা অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের সহিত প্রতিযোগিতা-মূলে ঐরূপ ক'রেছেন এবং নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের অনেক গ্রন্থও তিনি লিখে গিয়েছেন।

শ্রীহরপ্রসাদ—এই কেশব কাশ্মীরীই কি মহাপ্রভুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত?

প্রভুপাদ—কেহ কেহ বলেন যে, নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের গাদলা ভট্টের শিষ্য কেশবভট্ট বা কেশবকাশ্মীরী এই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। এ বিষয় কালগত-বিচারে মতভেদ দৃষ্ট হয়। ক্রমদীপিকা-লেখক কেশবভট্টের গ্রন্থ হ'তে অনেক-গুলি শ্লোক শ্রীমদ্ গোপালভট্ট প্রভুর সঙ্কলিত শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস, ও তাহার দিগ্দর্শনী টীকায় উদ্ধৃত হ'য়েছে। পরবর্তিকালে এই কেশবভট্টকে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের গুরু-প্রণালীর মধ্যে আচার্যরূপে নিবদ্ধ করা হ'য়েছে। ক্রম-দীপিকা-গ্রন্থের লেখক কেশবভট্ট নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের ধারার মধ্যে পরিগণিত হ'য়ে থাকলে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের লেখক সে কথা উল্লেখ করতে পারতেন। শ্রীযুত এই, গাদলা ভট্টের গুরু কেশবভট্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট পরাজিত হ'য়ে মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁ'কে ছদ্মবেশধারী ব'লে জানতে পারায়

এবং সরস্বতী দ্বারা নিখিল শাস্ত্রের বিবরণ প্রকাশ করার অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার পর গাঙ্গল্য ভট্ট পুনরায় কাশ্মীর-দেশীয় কোন ব্রাহ্মণকে 'কেশব' নামে অভিহিত করেন। এই কিম্বদন্তী হইতে স্পষ্টই জানা যায়, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশবকাশ্মীরী নন, কিন্তু তিনি কেশবভট্ট নামক কোন পণ্ডিত।

পঃ হরপ্রসাদ—তাঁ'দের সম্প্রদায়ের আর কি কি পুঁথি আছে?

প্রভুপাদ—তাঁ'দের সাম্প্রদায়িক বর্ণনানুসারে শ্রীমাধব-মুকুন্দের 'পরপক্ষ গিরিবজ্র', অনন্তরামের 'বেদান্তরত্ন মঞ্জুষা', পুরুষোত্তম প্রসাদের 'ভ্রান্তান্তমরুক্রম' প্রভৃতি। সলিমাবাদে গোপেশ্বর শরণদেবের 'চৌষট্টি প্রশ্ন' নামে একটি পুস্তক আছে। উহাতে ১৯২২ সংবতে বিরুদ্ধবাদীরা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে চৌষট্টি প্রশ্ন ক'রেছিলেন, তা'র জবাব আছে।

পঃ হরপ্রসাদ—ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ত' নিম্বার্কের কথা ঢের ব'লেছেন।

প্রভুপাদ—তিনি ইতিহাসের কথা বেশী বলেন নাই। তিনি যে কিছু পেয়েছেন, সেই দশশ্লোকিটি প্রকাশ ক'রেছেন মাত্র। দশশ্লোকীতে রাধাগোবিন্দের কথা supported হ'চ্ছে মাত্র। কিন্তু সে literature হ'তে ইতিহাস ব'লে ত' কিছু পাওয়া যাচ্ছে না।

[পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁহার গ্রন্থাগারের আলমিরা হইতে একখানি পুস্তক বাহির করিলেন এবং তাহা দেখিতে লাগিলেন।]

প্রভুপাদ—এ কি অক্ষয় বাবুর catalogue?

পঃ হরপ্রসাদ—এই বই-ই ত' দিনরাত্রি ঘাঁটছি। [ইহা বলিয়া তিনি উক্ত পুস্তক হইতে নিম্বার্কের নাম ও তাঁহার গ্রন্থ-তালিকা দেখিতে লাগিলেন। তাহা হইতে সেই সংক্ষিপ্ত বিবরণটি পড়িয়াও শুনাইলেন। his successor was Srinibash Acharjya-মায়া-মত-মর্দ্দন, বেদান্ততত্ত্ববোধ, নিগমসিদ্ধান্ত-প্রদীপ, বেদান্তপারিজাত are the works of নিম্বার্ক।]

পঃ হরপ্রসাদ—কেশবকাশ্মীরী ত' শুনেছি অনেক বই লিখেছেন।

প্রভুপাদ—হাঁ, অনেকে বলেন,—কেশবকাশ্মীরী ঐ বইগুলি নাকি নিম্বার্কের নামে ক'রে দিয়েছেন। আমরা তাঁ'দের গুরু-পরম্পরা পেয়েছি। ভক্তিরত্নাকরেও একটা গুরু-পরম্পরা দেওয়া হ'য়েছে।

পঃ হরপ্রসাদ—ইংরেজী ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে আমি ভক্তি-রত্নাকর পড়েছিলাম—৪০ বৎসর পূর্ব্বে। তা'তে গাঙ্গল্য ভট্টের নাম ত' কিছু পাই নাই।

প্রভুপাদ—সলিমাবাদে আমরা তাঁ'দের যে গুরুপরম্পরা পেয়েছি, তা'তে গাঙ্গল্যভট্টের নাম আছে। গাঙ্গল্যভট্টের নাম নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ে এখনও বেশ প্রচলিত। তা'তে কেশবভট্টের শিষ্য—গাঙ্গল্যভট্ট, গাঙ্গল্যভট্টের শিষ্য—কেশব-কাশ্মীরী, কেশব-কাশ্মীরীর শিষ্য—শ্রীভট্টের নাম আছে।

পঃ হরপ্রসাদ—আমি নিম্বাদিত্যের কথা প্রথমে শুনেছিলাম ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট। তিনি আমাকে কয়েকবার সঙ্গে ক'রে পণ্ডিত • • • ভট্টাচার্য্যের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন।

প্রভুপাদ—"পণ্ডিতো বঞ্চয়োক্ষিং।" • • • ভট্টাচার্য্য একদিন এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—অস্মীমহি বয়ং ভিক্ষাং আশাবাসো বসীমহি পরীমহি মহীপৃষ্ঠে কুর্ব্বীমহি কিমীশ্বরৈঃ।" এখানে মহি গুলির অর্থ কি? আমি তাঁ'কে বললাম—কেন আপনার পুত্র • • • ত' পণ্ডিত। তিনি বললেন, আমার • • • মফঃস্বলে গিয়েছেন • • • পুস্তকের ভূমিকায় 'প্রস্তাং' 'প্রয়তাং' স্থলে 'সুস্তাং' 'সৃষ্টাং' লিখেছিলেন।

পঃ হরপ্রসাদ—আমাদের দেশের পণ্ডিতরা অনেকটা এই রকম। আমরা লোকের মুখে পণ্ডিত হই। শুনেছি, বর্দ্ধমানে কোথায় নিম্বার্কবলের স্থান হ'য়েছে।

প্রভুপাদ—হাঁ, বর্দ্ধমানে এদের একটি মঠ আছে। ইঁহারা বলেন, বর্দ্ধমানের মঠই ইঁহাদের সকল মঠের আদি মঠ। অণ্ডাল ষ্টেশনের পরের ষ্টেশন উখরায় এদের একটি মঠ আছে। আরেমাটায় 'ঘুমনবিলোর' নামে একটি মঠ আছে। কটকে এদের প্রসিদ্ধ গোপালজী মঠ। পুরীতে দুখী শ্যামবাবা নামে একজন নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের উদাসীন সাধু ছিলেন। আরবি নিম্বাদিত্য অরুণ ঋষির আশ্রমে আবির্ভূত হন, এরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। ডাঃ রামগোপাল ভাণ্ডারকার ব'লেছেন, বেলেরি ডিষ্ট্রীক্টে নিম্ব গ্রামে নিম্বাদিত্য আবির্ভূত হন। কিন্তু সেখানে গিয়ে তাঁ'র কোন খোঁজ পাই নাই।

পঃ হরপ্রসাদ—আপনি শাস্ত্রাদির তথ্যানুসন্ধানের জন্য অনেক স্থান ঘুরেছেন, আর প্রচারের জন্যও আপনাদের অনেক ব্যয় হয়। আমিও অনেক টাকা খরচ ক'রেছি—নানা যায়গায় 'ইতিহাস' 'ইতিহাস' ক'রে ঘুরে, কিন্তু তাঃ ভাণ্ডারকার ত' নিজের এক পয়সাও খরচ করেন নাই।

প্রভুপাদ—সত্যকথা প্রচারোদ্দেশ্যে আমাদের সমস্ত চেষ্টা, চিত্ত ও বিত্ত সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখ্‌বার জন্য আমরা আমাদের গুরুবর্গের দ্বারা আদিষ্ট হ'য়েছি। বাঙ্গালা-দেশের লোক এতই সত্যবিমুখ যে, বিদেশে এই সকল কথা অনেকেই গ্রহণ কর্‌ছেন, কিন্তু বাঙ্গালাদেশ অন্যান্য কার্য্যে ভরপুর হ'য়ে র'য়েছে।

পঃ হরপ্রসাদ—একবার গবর্ণমেণ্ট অব্‌ ইণ্ডিয়ার হুকুম মত আমি রাজপুতনায় গিয়েছিলাম। 'বিষ্ণুতাম্বর' বই পড়্‌তে লাগ্‌লাম। খুব ভাল ক'রে পড়্‌লাম, তাতে অনেক ভুল আছে। সেখানকার একজন বিশেষ শিক্ষিত অধ্যাপকের কাছে এ কথা বল্‌লাম। তিনি বল্‌লেন—কেয়া হরজ্‌ হ্যায়। তোম্‌ ত কুছ্‌ কাম নেই কিয়া পরন্তু উহে ত ভারি এক কাম্‌ কিয়া। যো কাম্‌ কর্‌তে হ্যায় উস্‌কো গলদ্‌ হোতি হ্যায়। যো কাম নেই কর্‌তে হ্যায় উস্‌কো কেয়া গলদ্‌ হুয়া। গৌড়ীয় মঠ কত বড় কাজ কর্‌ছে। আর যা'রা কিছু কর্‌তে পারে নাই বা কোন কালে পার্‌বে না, তা'রা গলদ্‌ বা ছিদ্রানুসন্ধান কর্‌বে।

প্রভুপাদ—Mental speculationistদের সব ওলট্‌-পাল্‌ট হ'য়ে যায়। মনোধর্ম্মী কি না?

পঃ হরপ্রসাদ—অনেকে ব'লে থাকেন, মহাপ্রভু কোন তর্ক-বিতর্ক করেন নাই, কিন্তু আমার মনে হয়, তিনি বহু লোকের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক ক'রেছিলেন।

প্রভুপাদ—মহাপ্রভু বক্‌ত্যা বিতণ্ডা করেন নাই। তবে তিনি যথেষ্ট বিচার করেছেন। তাঁর তালিকা চরিতামৃতে র'য়েছে।

পঃ হরপ্রসাদ—হাঁ।

প্রভুপাদ—আপনার একজন ছাত্রের সঙ্গে দেখা হ'ল কাশ্মীর শ্রীনগরে।

পঃ হরপ্রসাদ—বোধ হয়, মধুসূদন কৌল।

প্রভুপাদ—হাঁ। তিনি আপনার নৈহাটির বাড়ীতে এসেছিলেন। আপনার কথা বল্‌লেন।

পঃ হরপ্রসাদ—সে কলাপ ব্যাকরণ পড়্‌ক, সেই কলাপ ব্যাকরণ আমাদেশের কলাপ ব্যাকরণ হ'তে পৃথক্‌। লক্ষ্ণৌতে একটি কাশ্মীরী মহল্লা আছে; সেখান হ'তে কাশ্মীরীরা এদিক্‌ ওদিক্‌ ছড়িয়ে পড়ে। আচ্ছা, বিষ্ণুস্বামীর কোন trace ত' পাওয়া যায় না। উনি কোন্‌ সময়ের লোক?

প্রভুপাদ—কেন, সায়নমাধবও ত' বিষ্ণুস্বামীর মত উদ্ধার ক'রেছেন। 'রসেশ্বর'-দর্শনে বিষ্ণুস্বামীর কথার উল্লেখ আছে। আদিবিষ্ণুস্বামী দেবতনু খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে পাণ্ডাবিজয় রাজার রাজ্যকালে মাদুরা প্রদেশে দেবেশ্বর ভট্টদেশিকের পুত্ররূপে উদ্ভূত হন। তাঁর অন্তর্দ্ধানস্থলে সাতশ' ত্রিদণ্ডী আচার্য্য আদিবিষ্ণুস্বামীর সর্ব্বজ্ঞসূক্তানুযায়ী বিষ্ণু-উপাসনা প্রচার করেন। আমরা এই সাতশ' ত্রিদণ্ডীর নাম এবং ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসিগণের অষ্টোত্তরশত নাম সংগ্রহ ক'রেছি। এই সাতশ' ত্রিদণ্ডীর শেষ আচার্য্যের নাম—শ্রীব্যাসেশ্বর। ব্যাসেশ্বর আচার্য্যের পরে আদি বিষ্ণুস্বামি পর্য্যায়ের প্রচার একরূপ লুপ্ত হ'য়ে যায়।

পঃ হরপ্রসাদ—আপনি এ বিষয়ে অনেক গবেষণা ক'রেছেন দেখ্‌ছি।

প্রভুপাদ—তারপর দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামি-পর্য্যায়ে বর্ত্তমান সময় হ'তে প্রায় এগার শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীরাজগোপাল বিষ্ণুস্বামীর অভ্যুদয় দেখ্‌তে পাই। এই রাজগোপাল বিষ্ণুস্বামীই কাঞ্চিতে শ্রীবরদরাজ বা রাজগোপাল-বিগ্রহ স্থাপন ক'রে তথায় নিজ আসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই দ্বারকায় রণ্ছোড়লাল-বিগ্রহ স্থাপন এবং সপ্ত মোক্ষদায়িকা পুরীতে বিষ্ণুবিগ্রহ স্থাপন ক'রে পুনরায় শুদ্ধাদ্বৈতবাদের ঔজ্জ্বল্য প্রচার করেন। বিল্বমঙ্গল বা শিঙ্গনমিশ্র—এই রাজ গোপাল বিষ্ণুস্বামী বা দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামীর প্রশিষ্য ব'লে খ্যাত।

পঃ হরপ্রসাদ—তা হ'লে James I, II, III, এর মত বিষ্ণুস্বামীরও প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রভৃতি আছে।

প্রভুপাদ—দেবতনু বিষ্ণুস্বামী—প্রথম বা আদি বিষ্ণুস্বামী, রাজগোপাল বিষ্ণুস্বামী—দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামী। সেই রাজগোপাল বিষ্ণুস্বামীর তৃতীয় অধস্তনের সময় প্রাচীন শিবস্বামি-সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের

পূর্ব্বের ন্যায় একটা মস্ত বিবাদ উপস্থিত হয়। শিব-স্বামিগণ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতাশ্রয়ে কৃষ্ণকে স্বয়ং পরমেশ্বর ব'লে প্রচার করেন, কিন্তু শুদ্ধাদ্বৈতমতাবলম্বী বিষ্ণু-স্বামিগণ শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু হ'তে অভিন্ন বা প্রিয়তম সখা-গুরু-জ্ঞানে দর্শন করেন।

পঃ হরপ্রসাদ—শিবকে যদি বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন বলা হ'ল, তা' হ'লে আমার তাঁর সঙ্গে ভেদজ্ঞান কিরূপে হয়?

প্রভুপাদ—তৎপ্রিয়তমত্ব-বিচার বা তদীয়-সর্ব্বস্ব-বিচার—কেবল অভেদ বাদীর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ হ'তে পৃথক্। শুদ্ধাদ্বৈতমতাবলম্বিগণের তদীয়-সর্ব্বস্ব-বিচার ও কেবলাদ্বৈতবাদীর নির্ব্বিশেষ-বিচারের সূক্ষ্ম পার্থক্য অনধিকারিগণ বুঝ্‌তে না পারায় মায়াবাদের আপাত প্রলোভনে আকৃষ্ট হ'য়ে শিবস্বামি-সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হ'য়ে পড়েন। সেই সময় শুনা যায়, বিষ্ণুবিরোধী শিবস্বামিগণ বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়কে জগৎ হ'তে বিলুপ্ত করবার জন্য উঠে-প'ড়ে লেগেছিল। এমন কি, সেই সময় শিবস্বামী লিঙ্গায়েৎগণ সর্ব্বজ্ঞসূক্তের বিচার কিছু গোলমাল ক'রে দিয়ে উহাকে শিবস্বামি-সম্প্রদায়ের অনুরূপে চালাবার জন্য চেষ্টা করেন। বর্ত্তমান সময় যেমন কেবলাদ্বৈতবাদী এবং তা'দের সহিত সহানুভূতি-সম্পন্ন পৃষ্ঠপোষক-সম্প্রদায় শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বিষ্ণুস্বামীর অধস্তন শ্রীধরস্বামিপাদকে কেবলাদ্বৈতবাদীরূপে স্থাপন করতে চান, সেরূপ অজ্ঞতা বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের প্রতি শিবস্বামি-সম্প্রদায়ের বিবাদকালেও সাধারণ সমাজে লক্ষিত হচ্ছিল।

পঃ হরপ্রসাদ—তা'হ'লে কি শ্রীধরস্বামীকে আপনি বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের শিষ্য বল্‌তে চান? তিনি কি শঙ্কর-সম্প্রদায়ের নন?

প্রভুপাদ—শ্রীধরস্বামী ও তাঁর গুরুভ্রাতা 'নামকৌমুদী'-প্রণেতা লক্ষ্মীধর উভয়েই বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের দ্বিদণ্ডী সন্ন্যাসী ও আচার্য্য ছিলেন। শ্রীধরস্বামিপাদ সম্প্রদায়ানুরোধে পৌর্ব্বাপর্য্যানুসরণ-পূর্ব্বক বেদান্তভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের ভাবার্থদীপিকা-টীকা রচনা করেন। মঙ্গলাচরণে নৃসিংহ-দেবের স্তবে মাধব এবং উমাধব (শ্রীকৃষ্ণ) 'পরম্পরাত্মা' ও 'পরম্পরনিষ্ঠিরিয়' প্রভৃতি শব্দ-দ্বারা প্রকাশ ক'রে আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের আনুগত্যে নৃসিংহোপাসক ব'লে পরিচয় প্রদান ক'রেছেন। অতিস্তবের টীকায়ও নৃসিংহোপাসনার কথা আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে পারি। বেদান্ত-ভাষ্য ভাগবতের টীকার প্রারম্ভেই শ্রীধরস্বামিপাদ 'প্রোজ্ঝিত-কৈতব' শব্দের ব্যাখ্যায় প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বা কেবলাদ্বৈত-বাদ খণ্ডন ক'রেছেন। সুতরাং তাঁকে যে-কোনক্রমেই কেবলা-দ্বৈতবাদী—মায়াবাদী বলা যেতে পারে না। তাঁকে কেবলা-দ্বৈতবাদী বললে তাঁর 'প্রোজ্ঝিতকৈতব'-শব্দের টীকাটিকে কেটে' দিতে হয়। সমস্ত আচার্য্য-চতুষ্টয়ের অন্য কা'রও নাম না ক'রে স্বামিপাদ কেবল বিষ্ণুস্বামী আচার্য্যের সর্ব্বজ্ঞ-সূক্তের প্রমাণ উদ্ধার ক'রেছেন। তাঁর রচিত বিষ্ণু-পুরাণের টীকায়ও কেবলাদ্বৈত-মতের খণ্ডন ও বিষ্ণুস্বামীর মতানুযায়ী শুদ্ধাদ্বৈত-বিচার স্ফুট হ'য়েছে। কেবল শ্রীনামের সাধ্যত্ব এবং শ্রীনামের নিত্যত্ব-বিচার—শ্রীবিগ্রহের নিত্যত্ব-বিচার কেবলাদ্বৈতবাদীর মতে নাই। ঐরূপ বিচার থাক্‌লে কেবলাদ্বৈতবাদ টিক্‌তে পারে না। কিন্তু শ্রীধরস্বামীতে ঐ সকল বিচার পরিস্ফুটরূপে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এজন্য শ্রীরূপগোস্বামিপাদ 'সঙ্কল্পবল্লী' নামক সংগ্রহ-গ্রন্থে শ্রীধরস্বামীর ঐ সকল বাক্য উদ্ধার ক'রেছেন। শ্রীবল্লভ ভট্ট কোন কোন স্থানে শ্রীধরস্বামীর শ্রীনামৈক-নিষ্ঠার কথা ধর্‌তে না পারায় শ্রীধরস্বামীর প্রতি যেরূপ বিচার ক'রেছেন, তা' শ্রীগৌরসুন্দর অনুমোদন করেন নাই। এজন্য শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীধরস্বামীকে 'জগদ্‌গুরু' নামে অভিহিত ক'রেছেন।

পঃ হরপ্রসাদ—"স্বামী যে না মানে, তারে বেশ্যা-মধ্যে গণি।"

প্রভুপাদ—যদি শ্রীধরস্বামী কেবলাদ্বৈতবাদী হ'তেন, তা' হ'লে গৌরসুন্দর "শ্রীজগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি' মানি।" "শ্রীধরানুগত কর ভাগবত-ব্যাখ্যান।" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭ম) প্রভৃতি না ব'লে "মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ।" (চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ) প্রভৃতি বল্‌তেন। মায়া-বাদীর সঙ্গ, মায়াবাদীর গ্রন্থ-অধ্যয়ন, মায়াবাদীর মতানুসরণ—শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন কর্‌তে ব'লেছেন।

পঃ হরপ্রসাদ—দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামীর পরেও কি আরও বিষ্ণুস্বামী হ'য়েছিলেন?

প্রভুপাদ—হাঁ, দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামীর পরে যখন বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারের নিতান্ত দুর্দ্দিন হ'ল, তখন আন্ধ্র বিষ্ণুস্বামী বা তৃতীয় বিষ্ণুস্বামী উদ্ভূত হ'লেন। এই তৃতীয় বিষ্ণুস্বামীরই

গৃহস্থ-শিষ্যের পারম্পর্য্যে বাসুদেব, প্রেমাকর, যজ্ঞেশ্বর প্রভৃতি জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন। এঁদেরই পুত্র—শ্রীবল্লভ-ভট্ট। এই বল্লভ-ভট্টই 'বল্লভাচার্য্য' নামে বিখ্যাত হ'য়েছিলেন।

পঃ হরপ্রসাদ—বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায় বিষ্ণুস্বামীর অনুগত ব'লে থাকেন।

প্রভুপাদ—তাঁ'দের সাম্প্রদায়িক-মত আদিবিষ্ণুস্বামীর বিচার হ'তে অনেকটা পৃথক হ'য়েছে।

পঃ হরপ্রসাদ—শ্রীবল্লভাচার্য্য কি সন্ন্যাসী ছিলেন?

প্রভুপাদ—তিনি পূর্ব্বে গৃহস্থ ছিলেন। শেষ বয়সে অর্থাৎ তাঁ'র পরলোক-গমনের উনচল্লিশ দিবস পূর্ব্বে তাঁ'র গুরু-ভ্রাতা মাধবাচার্য্যের নিকট হ'তে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

পঃ হরপ্রসাদ—এই মাধবাচার্য্য কে?

প্রভুপাদ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর ত্যাগি গোস্বামীকুলের মধ্যে আদিগুরু শ্রীল পুরুষ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী; ইনি ক্ষেত্রসন্ন্যাস বা ত্রিদণ্ডগ্রহণ ক'রেছিলেন। গদাধর পণ্ডিতের ত্রিহুতবাসী মাধব-উপাধ্যায় নামে একজন শিষ্য ছিলেন। ইনি পরে পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট ত্রিদণ্ড গ্রহণ ক'রে মাধবাচার্য্য নামে খ্যাত হন। এই মাধবাচার্য্যই বেণের পুরুষসূক্তের মঙ্গলভাষ্য রচনা ক'রেছেন। যদুনন্দন মাধবাচার্য্যের রচিত 'কৃষ্ণমঙ্গল' নামে যে গ্রন্থের উল্লেখ ক'রেছেন, তা' ঐ পুরুষসূক্তের মঙ্গলভাষ্য-সম্বন্ধেই। বল্লভাচার্য্য গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর অনুগত হ'য়েছিলেন, এ কথা আমরা শ্রীচরিতামৃতে পাই।

পঃ হরপ্রসাদ—বল্লভাচার্য্য যে গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর অনুগত ছিলেন এবং গদাধরের শিষ্য মাধবাচার্য্যের নিকট হ'তে সন্ন্যাসগ্রহণ ক'রেছিলেন, এ কথা বল্লভ-সম্প্রদায় স্বীকার করেন কি?

প্রভুপাদ—বঙ্গচন্দ্রের 'বল্লভ-দিগ্বিজয়ে' যে মাধবজ্যোতি ত্রিদণ্ডীর নিকট হ'তে বিষ্ণুস্বামি-মতানুসারী ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণের কথা বল্লভাচার্য্যের সম্বন্ধে লিখিত হ'য়েছে, তদ্দ্বারা গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর শিষ্য—মাধবাচার্য্যকেই বুঝায়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পঃ হরপ্রসাদ—বল্লভ-ভট্টের আবির্ভাবকাল-সম্বন্ধে আপনি কি স্থির ক'রেছেন? বল্লভ-ভট্ট কি বয়সে মহাপ্রভুর বড়, না ছোট?

প্রভুপাদ—বল্লভ-ভট্ট মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সাত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ চৌদ্দশত শকাব্দায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৪৫২ শকাব্দায় তিনি ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে পরলোক-গমন করেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন

১নং উল্টাডিঙ্গি-জংসন-রোড, কলিকাতা।

ইং ৪।১।২২

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদনমেতৎ—

আপনার ১৭ই পৌষ তারিখের পত্র-পাঠে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলাম। • • • • আমরা সকলের পত্রেরই সদুত্তর দিয়া থাকি, তবে অত্যন্ত বহির্ম্মুখ ভক্তিবিমুখজনের সম্ভাষণে মৌন থাকা শাস্ত্র-শাসন জানিয়া মাঝে মাঝে তাদৃশ আচরণ করিতে বাধ্য হই।

আপনার প্রার্থনা যে, শ্রী • • • • জীবনের শেষ দিবস পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষণ হরিজন-পরায়ণ না হইয়া অবৈধ-ধর্ম্মের অনুসরণে নরকের পথ গৃহে চিরদিন আবদ্ধ থাকেন! আপনি পণ্ডিত ও শাস্ত্রদর্শী, শ্রীমদ্ভাগবত কি বলিয়াছেন, নিশ্চয়ই জানেন,—

তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-
পাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈ-
র্জুষ্টাদ্গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্॥

অর্থাৎ যে-কালে অজামিলকে আনিতে গিয়া যমদূতগণ বিফলমনোরথ হইয়া তাহাদিগের প্রভু যমরাজের নিকট

বৈষ্ণবগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করেন, সেইকালে দূতগণকে যম যে শ্রেণীর লোকদিগকে তাঁহার নিকট তবিষ্যতে আনিতে হইবে, তদুপদেশ-প্রসঙ্গে এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছিলেন,—যাহারা নরকের পথ পূর্ব্বে সর্ব্বদা আকৃষ্ট—যাহারা নিষ্কিঞ্চন পরমহংস বৈষ্ণবের সঙ্গ করে না—যাহারা মুকুন্দপাদপদ্মমধুরূপ রসপান হইতে বিরত, তাহাদিগকেই আমার নিকট দণ্ডের জন্য আনয়ন করিবে। সুতরাং আপনার প্রার্থনানুসারে শ্রী.....কে যমদ্বারে প্রেরিত করিয়া দণ্ডিত হইবার সাহায্য করা আমাদের সমীচীন বোধ হয় নাই। আমরা সাতিশয় স্নেহভরে শ্রী.....ত নিতামঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিতে গিয়া আপনাদের ন্যায় বিচারের অনুগমন করিতে পারি নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচার ও আচারের পুনঃ সংস্থাপনের প্রতি যাঁহারা বা যে সমাজ বীতশ্রদ্ধ হন, তাঁহাদিগের কথা ও বিশ্বাসের অধিক মূল্য আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের ধারণা এই যে অনতিবিলম্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত একমাত্র সত্য কথার আদর করিতে গিয়া সমগ্র দেশের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য জীবের নিত্যধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হইবেন। সুতরাং সমগ্র জগৎ অন্যায়-পূর্ব্বক ভগবানের বিদ্বেষ করিলেও সত্য-ধর্ম্ম অপ্রতিহত থাকিবে। তাহাতে শ্রীচৈতন্যমঠের কোনও প্রকার হানি হইবে না। সমগ্র পার্থিব বা পাশব-বল প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেও ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষু কোনও প্রকারে বিচলিত হইবেন না। এ বিষয়ে আপনাদের কোনও সন্দেহ থাকিলে আপনারা শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।২৩ অধ্যায় বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে পারেন এবং ত্রিদণ্ডি-নির্য্যাতনের অসৎচেষ্টাসমূহ চিরদিনের জন্য পরি-ত্যাগ করিতে পারেন। ত্রিদণ্ডি-বিদ্বেষী 'পাষণ্ডী' হিন্দু-সমাজ যতই কেননা ত্রিদণ্ডীকে নির্য্যাতন করুন, ত্রিদণ্ডি-গণ ঐ প্রকারে নির্য্যাতিত হন না। যেহেতু তাঁহারা নির্য্যাতনকারীকে সমানবুদ্ধি করিয়া তাহার প্রতিকার করেন না। বিদ্বেষিগণ যতই কেননা দৌরাত্ম্য করুন, ত্রিদণ্ডী নীরবে সকল সহ্য করিবেন। এই ত্রিদণ্ডীর ছায়া-মাত্র অবলম্বন করিয়া অদ্যনা অনেকেই অকাতরে নানা প্রকার যাতনা সহ্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

শুনিয়াছি, আপনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ● ○ ● উত্তীর্ণ ইংরেজী শিক্ষিত; সুতরাং ভারতের ইতিহাস ন্যূনাধিক অবগত আছেন। দ্বিতীয় ঘটি শ্রীলবাহুদাচার্য্য একদিন তৈর্থিক-বিদ্বেষী হিন্দু সমাজের কবল হইতে বৈষ্ণব-সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন। আজ পুনরায় আপনার জন্ম-জন্মান্তরের সৌভাগ্যক্রমে বৈষ্ণবসমাজকে রক্ষা করিতে গিয়া আপনার পুণ্যাভিমানী মহাপুরুষ সেই মহোত্তম কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। আপনি তাঁহাকে বাধা দিবেন না। আপনি আপনার অভীষ্টদেবের নিকট ত্রিদণ্ডিস্বামীর উত্তরোত্তর সর্ব্বোৎকৃষ্ট জয়-প্রার্থনা করুন। তাঁহাকে বাস্তবাদী বা যবন-ভোজী করাইবার জন্য প্রয়াস করিবেন না। ইহাই কাতরের প্রার্থনা। ভগবান্ আপনাকে আরও ● ● ● যোগ্য-পুত্র দিয়াছেন, সুতরাং একটী পুত্র আপনাদের দ্বারা সুকর উদ্ধার করিবার জন্য যে পথ প্রদর্শ করিয়াছেন, তাহা কোনও কারণমূলে আপনি কণ্টকিত করিবেন না। শত পুত্রের সম্ভানোৎপত্তি আজ সফল হইয়াছে; যেহেতু আপনাদের বংশে এইরূপ একটী মহা 'মহাপুরুষ'-শব্দবাচ্য হইলেন। আপনি পণ্ডিত, অবশ্যই জানেন যে, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীরঘুনন্দন একাদশীতত্ত্বে যে শাস্ত্র-প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা এই,—

দেবতা-প্রতিমাং দৃষ্ট্বা যতিঞ্চৈব ত্রিদণ্ডিনম্।
নমস্কারং ন কুর্য্যাচ্চেৎ উপবাসেন শুধ্যতি॥

অর্থাৎ আপনি পিতা, আপনিও আপনার পুত্র ত্রিদণ্ডীকে নমস্কার করিবেন, না করিলে একদিবস উপবাস-দ্বারা আপনার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আপনি সেই ত্রিদণ্ডীকে নির্য্যাতন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। ● ○ ● ● আমরা আশা করি, এমন দিন আসিবে—যেদিন আপনাদের দেশের সকল লোক ত্রিদণ্ডীর মাহাত্ম্য বুঝিতে সমর্থ হইবেন। অমঙ্গলময় সংসার মঙ্গলময় ভগবানের চরণ হইতে নিঃসৃত হইলেও তাঁহার চরণই সেই ক্লেশময় সংসারের চরমপীঠ; সুতরাং ধরা করিয়া ত্রিদণ্ডী বৈষ্ণবগণের বিরুদ্ধে জগৎকে চেষ্টান্বিত করিবেন না। ● ● ● ● এই ধরা যেদিন ● ● ● ● বাসিগণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে, সেদিন তাহারা নিজ-নিজ নরক-প্রাপক অধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ত্রিদণ্ডী হইবার জন্য প্রার্থনা জানাইবে।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যে বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া-

ছিলেন, বয়োজ্যেষ্ঠ অধিক বয়সে আপনার 'কোমলমতি' সন্তান ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব নিত্যপ্রভু, পুত্রস্নেহ-কাতরা, পরমদুঃখা, একমাত্র পুত্রবধূ, কন্দর্পরূপান্বিতা, অনাথা জননীদেবীকে মৃত্যে নিজ প্রাণবল্লভা লোকমুখনা পত্নীর নিরন্তর অশ্রুজল দর্শন করিবার সাক্ষিস্বরূপে রাখিয়াই দণ্ড-গ্রহণ-পূর্ব্বক কৃষ্ণান্বেষণে বাহির হইয়াছিলেন। আপনার কোমলমতি সন্তানের সেরূপ দৌরাত্ম্য নাই। তিনি আপনার ন্যায় উপার্জ্জনক্ষম শাস্ত্রজ্ঞ কর্ম্মবীরের নিকট স্বীয় জননী ও তাঁহার সেবিকাকে মাতৃদেবীর সেবা করিবার জন্য রাখিয়া ত্রিদণ্ড-গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর গৃহ পরিত্যাগ করিবার কালে তাঁহার একটী ভ্রাতা, অন্য কোনও পুরুষ অভিভাবক বা প্রতিপালনকারী কাহাকেও রাখিয়া আসেন নাই। কিন্তু • • • তাঁহার জননীকে, জনক-সদৃশ পিতা আপনাকে, রামভদ্রসদৃশ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে এবং সন্ন্যাস অবস্থাপন্ন বহুতর বান্ধবের পালনাধীনে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের পত্নীকে যতিধর্ম্ম পালনাভিপ্রায়ে রাখিয়া আসিয়াছেন। ইহাতে আপনাদের সমাজের শিক্ষিতগণ কেন ভ্রান্তিত হইতেছেন, বুঝা যায় না। আপনি পণ্ডিত ও বিচক্ষণ, সুতরাং বেদের মন্ত্র জানেন যে, সন্ন্যাসের কালবিচারে কোমলমতিত্বের কথা নাই। আপনি কিছু সন্ন্যাস-গ্রহণ করেন নাই যে, আপনার বিচারাধীনে আপনার পুত্রের কোমলত্ব বা কাঠিন্য নির্ণয় করে। কিন্তু আপনার পুত্র সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি পুষ্পের ন্যায় কোমলমতি বা বজ্রের ন্যায় কঠিনমতি—এই বিচারের ভার সন্ন্যাস-গ্রহণকারীর উপর নির্ভর করে। • • • • সন্ন্যাসদাতা ও গ্রাহকের মধ্যে সেই সকল বিচার অবশ্যই কিছুদিন ধরিয়া হইয়াছে, হঠাৎ উহা অবিমৃষ্যকারিতার ফল নহে। বিশেষতঃ সন্ন্যাসগ্রহণের মন্ত্রে জানা যায়, সন্ন্যাস-দাতার সন্ন্যাসগ্রহণোদ্যতকে তিনবার নিষেধ করিতে হয়। সেই তিন প্রকার নিষেধ না শুনিয়া যিনি দৃঢ়তা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন, তাঁহার বৈরাগ্যচিহ্ন বিরজা-হোম-মোচন-পূর্ব্বক তাঁহাকে ভোর-কৌপীন অর্থাৎ বৈদিক যোগপট্ট প্রদত্ত হয়। নতুবা সন্ন্যাসী বস্ত্র পরিধান করিবার যোগ্যতালাভ করেন না। সন্ন্যাস-গ্রহণকালে বিরজা-হোম ও অষ্ট প্রকার শ্রাদ্ধ প্রভৃতি এবং নিজের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য —সমস্তই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সন্ন্যাসী পূর্ব্বাশ্রমের পিতৃ-মাতৃ উভয় কুলের কোনও ঋণের জন্য বাধ্য নহেন। সন্ন্যাস-গ্রহণের দ্বারা পাঁচ প্রকার ঋণ পূর্ব্বেই পরিশোধিত হইয়াছে। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাশ্রমের পরিচিত ব্যক্তিগণ রাজদ্বারে তাঁহার নিকট হইতে অতিপূরণ পাইতে পারিতেন। সন্ন্যাসী কখনও কোনও ফৌজদারী অপরাধ করিতে পারেন না। যাহারা সন্ন্যাসীকে নির্য্যাতন করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার অসম্মাননা করে, তাহাদের কখনই মঙ্গল হয় না। রাজার চরণে কেহ অনর্থক অপরাধ করিয়া পরিত্রাণ পায় না। আপনারা শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত, সুতরাং • • • অনুসরণ করার পরিবর্ত্তে অন্যরূপ আচরণ করিবেন না, ইহা আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস। আপনার পুত্র সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছেন, • • সন্ন্যাস-দাতা সে-দিবস সন্ন্যাস-গ্রহণ করেন নাই। একজন অপরকে কি প্রকারে সন্ন্যাস-গ্রহণ করাইতে পারেন, বুঝিতে পারিলাম না। যদি আমি তাঁহাকে তাঁহার সন্ন্যাসের অনুমোদন না করিতাম, তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে নম্র থাকার জন্য তাঁহাকে বনে যাইতে হইত অথবা নম্র থাকিবার জন্য রাজদ্বারে রক্ষিত হইতে হইত। সন্ন্যাস-দাতা কেবল নম্র সন্ন্যাসীকে যোগপট্ট ও দণ্ডকমণ্ডলু প্রদান করেন। অর্থাৎ সন্ন্যাস-গুরু সন্ন্যাসীর সুতীব্র সন্ন্যাস ছাড়াইয়া হরিভজনোপযোগী যুক্তবৈরাগ্যের শিক্ষা অর্পণ করেন। সন্ন্যাস-বিরোধী গৃহব্রতগণ জীবগণকে নরকভোগ করাইবার চেষ্টায় হিংসা করিয়া থাকেন মাত্র। মাতা-পিতা হইয়া তাদৃশ সন্তান-দ্রোহিতা প্রাপ্ত-সম্মত নহে। যাহাদিগের হিংসাবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল, তাহারাই ভক্তার্থীকে হিংসাবশে শত্রুজ্ঞান করে।

পূর্ব্বাশ্রমের পিতা-মাতার নিকট সন্ন্যাসী অনুমতি লইবেন, এরূপ কথা কখনও বেদ-পাত্র স্বীকার করেন না। মাতা-পিতা যদি কাহাকেও সন্ন্যাসে অনুমতি দেন, তাহা হইলেও পিতা-মাতা যখন স্বয়ং সন্ন্যাস-গ্রহণ করিতেছেন না, তখন তাদৃশ সন্ন্যাসীর সর্ব্বথা রক্ষাকারীরূপে পূর্ব্বাশ্রমের মাতা-পিতাকে পাওয়া সম্ভবপর হয় না। ত্রিবিধ দুঃখ হইতে রক্ষা করা পিতা-মাতার স্বায়ত্ত বা অধীন নহে। যখন যমদূতসমূহ কেশাকর্ষণ করিয়া যমরাজের সভাতলে লইয়া যায়, তখন মাতা-পিতা যমের সহিত কলহ করিতে অসমর্থ। এখন পর্য্যন্ত কোনও পণ্ডিত আপনার শিষ্যের

অভিনব সিদ্ধান্ত বেদ বা পুরাণ-শাস্ত্র হইতে দেখাইতে সমর্থ হইবেন না। তাহাদের স্বকপোলকল্পিত নরকপ্রাপ্য-ধর্ম পণ্ডিতসমাজে কখনই আদর পায় না। আপনার তাদৃশ শ্রবণ—মহৎসঙ্গলনের প্রকার-বিশেষ।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীপ্রভুকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে এরূপ লিখিত আছে,—

"শুনি' তুষ্ট হইয়া প্রভু কহিতে লাগিলা।
ভাল কৈলে বৈরাগীর ধর্ম আচরিলা॥
গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ)

সে ছলে সেকালে কৃষ্ণ পূরাবে তোমারে।
কৃষ্ণ-কৃপা যা'রে, তাঁরে কে রাখিতে পারে॥
(চৈ চঃ মধ্য ১৬শ)

জীবের স্বরূপ—'বৈষ্ণব'; এই বৈষ্ণব হরাবাঞ্ছা-ক্রমে হরিসেবা ছাড়িয়া দিলেই তাহার সংসার-সুখের বাসনা হয়। জীব দেবাবিমুখ হইয়া মাতা-পিতার কামাবিষয়রূপে পাপময় স্থূল শরীর লাভ করেন। যখনই সংসার গ্রহণ করিলে এই স্থূল শরীরের পাপ ক্ষীণ হইয়া জীব ব্রহ্মণ্য বা ব্রাহ্মণ হন। সেই সময় তিনি হরিসেবা করিতে করিতে বৈষ্ণবতা পুনঃ প্রাপ্ত হন। অতঃকর্মফলে এই প্রকার নিকৃষ্ট আবরণে আবৃত হন—বাসনানুসারে ভিন্ন ভিন্ন জন্মলাভ করেন—ভিন্ন ভিন্ন জন্মে ভিন্ন ভিন্ন মাতা-পিতা, পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ, মাতামহী লাভ করেন। জন্মান্তরে ঐ মাতাপিতাগুলির সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ইহ জন্মের পিতা-মাতার সহিত শরীর থাকা পর্য্যন্ত সম্বন্ধ রাখা যাইতে পারে; কিন্তু গুরুকুলে বাস করিবার কালে মাতা-পিতার সহিত সম্বন্ধ আচার্য্যকুলের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এমন কি, মাতা-পিতার অভিবাদনাদি পর্য্যন্ত আচার্য্যের অনুমোদন-সাপেক্ষ। যাহারা ফলকামী, কর্ম্মকাণ্ডীয় বিশ্বাসক্রমে যাঁহারা নিত্যবস্তুর অনুসন্ধান রাখেন না, তাঁহাদের অধিকার বিচার করিয়াই "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ" প্রভৃতি শ্লোকগুলি শাস্ত্রে আছে। উহা লৌকিক জড় জগতের ধর্মমাত্র। তাদৃশ ফলাকাঙ্ক্ষী কখনই আত্মবিদের চরণাশ্রয় করিতে সমর্থ হয় না। 'দেহ' ও 'মন'কে যাহারা 'আত্মা' মনে করে, তাহাদিগের জন্য ঐ সকল ধর্ম। পরমার্থ-বিচারে ঐগুলি সম্পূর্ণ অনুপযোগী। আপনার বিচার ও ত্রিবর্গি-সন্ন্যাসীর বিচার—এক নহে। যেরূপ M.A. Classএর পাঠ্য-পুস্তক নিম্ন-প্রাইমারী বা নিম্নতম শ্রেণীর পাঠ্য-পুস্তকের সহিত এক নহে। অধিকার-ভেদে ধর্ম্মের তারতম্য আছে। গৃহব্রতাধিকারে চতুর্থাশ্রমের কথা বুঝিতে পারা যায় না। মূর্খ, উদ্ভিদপরায়ণবত বাক্তিদিগের ধর্ম্ম-নিরূপণে "পিতা স্বর্গঃ" শ্লোকের সার্থকতা আছে। কিন্তু জ্ঞানী বা ভক্ত-সমাজে উহার ঐসকল ক্ষুদ্র ধর্ম্মের মূল্য অর্দ্ধ-কপর্দ্দকের ন্যায়।

আপনি লিখিয়াছেন, গৃহী হইতে ব্রহ্মচারী হয়, গৃহী হইতে সন্ন্যাসী হয় না। কিন্তু উহা মেধেনী শাস্ত্রের বাক্য। বেদ বা তদনুগ শাস্ত্রে ব্রহ্মচারী হইতে গৃহী হইবার কথা এবং গৃহী হইতে বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী হইবার কথাই উল্লিখিত আছে। সুতরাং • • • গৃহস্থ হইতে সন্ন্যাসী হইয়াছেন, উহা ঠিকই হইয়াছে। বানপ্রস্থাধিকারেও বাড়ীতে ফিরিয়া যাইবার অধিকার থাকে না। আপনার যোগ্য সন্তানটী বানপ্রস্থধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া একেবারেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। বোধ করি, তাঁহার মনের ভাব যে, দীক্ষাগ্রহণকালেই তিনি বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন। বান প্রস্থ-আশ্রমে হরিসেবা করিবার জন্য সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় পত্নী-সেবা করিতে হয় না। • • •

আপনি লিখিয়াছেন, ২ দিন পূর্ব্বে যে গৃহস্থ থাকে, সে ২ দিন পরে সন্ন্যাসী হয় না। তৎপ্রসঙ্গে আমি কয়েকটী ঐতিহ্য ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। অরুণীর্ষ মুনি পূর্ণাশ্রমে একজন নৈষ্ঠাধ্যক্ষ ছিলেন। অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নদী পার হইয়াই ওঁর অক্ষোভ্যতীর্থের সাক্ষাৎ-লাভ-মাত্রই অক্ষতীর্থরূপে অভিহিত হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্য-দেবের উর্দ্ধতন দশমগুরু।

শুনিয়া থাকিবেন, কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ—যিনি লালা বাবু নামে প্রসিদ্ধ হন, "বেলা গেল"—এই শব্দ শ্রবণ করিবার পর তাঁহার পাইকপাড়াদিত সকল সম্পত্তি ছাড়িয়া দিয়া তিনি বৃন্দাবনে ভ্রমণকারী কাঙ্গাল হইয়াছিলেন। ঘণ্টার দ্বারা মুহূর্ত্তকাল-মধ্যেই অর্থাৎ ৪৮ মিনিটের মধ্যেই পরমপদ লাভ করেন। আচার্য্য শঙ্কর নবম বর্ষ বয়সে, আচার্য্য

পূর্ণপ্রজ্ঞ বয়সমূনি দ্বাদশ বর্ষ বয়সে ব্রহ্মচারী আশ্রম হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। আচার্য্য রামানুজ পুনর্মুখাবলোকন করিবার পূর্ব্বেই, আচার্য্য শাঙ্করসিংহ পুনরবলোকন করিবার পরেই এবং শ্রীচৈতন্যদেব চতুর্বিংশতি বর্ষ বয়সে গৃহস্থাশ্রম হইতে—বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ না করিয়াই একেবারে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই সকল ক্ষেত্রে তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন নানাপ্রকারে তাঁহাদিগকে ক্লেশ দিতে চেষ্টা করিয়া পরিশেষে বিফল হন।

সন্ন্যাস-গ্রহণের কালাকাল নাই। আপনি আপনার মানসিক অবস্থা যখন সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত নন, তখন কি করিয়া আপনার সন্তানের মানসিক অবস্থার মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট প্রবেশ করিলেন, তাহা ত' আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আপনার দর্শন-প্রণালী আরোহ-পন্থা বা inductive process এর উপর ন্যস্ত। তাদৃশ বহিঃপ্রজ্ঞা-দ্বারা সত্য কখনও নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। উহা কৃষ্ণ-সংযুক্ত বিচার-মাত্র, সুতরাং অসত্য।

শ্রীমদ্ • • • মাতাপিতৃহীন নহেন। তাঁহার মাতা-পিতা এখনও বর্ত্তমান আছেন। তিনি গৃহমুক্ত হইলেও পুনরায় দারপরিগ্রহে অসমর্থ ছিলেন না। তিনি কোন দিনই স্বজনোপেক্ষিত নহেন। আপনাদের ন্যায় তাঁহার স্বজনগণ তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। আপনারাও তাঁহাদের অনুগমনে • • • উপেক্ষা করিতে আরম্ভ করুন। আজকাল আমাদের দৃষ্টিতেই অনেকগুলি স্বজন-কর্ত্তৃক বিশেষভাবে অভিলাষিত জনগণের মধ্যেও বৈরাগ্য ও সত্যের উপলব্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। • • • যখন এতাদৃশ স্বজন-মুক্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহার গুণের গরিমা বিরিঞ্চি-ভবাদিরও কীর্ত্তনীয় বিষয়। সুতরাং এরূপ আদরের আপনাদের স্বজন আপনাদিগকে অপরজন মনে করিয়া—ধর্ম্মের প্রতিবন্ধক জানিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। অতএব আপনারাও তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া পরমসুখে গৃহধর্ম্ম নির্ব্বাহ করুন, তাহাতেই আপনাদের জন্ম-জন্মান্তরে কল্যাণ-লাভ ঘটিবে।

আপনি লিখিয়াছেন যে, • • • শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় বৈরাগ্যের পাত্র হইতে পারেন নাই, ইহা কিরূপে জানা গেল? যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আপনারা বৈষ্ণব-দর্শনে ভ্রান্ত হইতেছেন, সেই ইন্দ্রিয় অভিঘাত-সাপেক্ষ অর্থাৎ অসাধু (deceptive)। যেদিন • • সন্ন্যাস-ধর্ম্মরক্ষণে অসমর্থ হইবেন, সেই দিন হইতেই আপনারা তাঁহাকে পুনরায় প্রাপ্ত হইবেন। বহু পূর্ব্বে তাঁহার ধর্ম্মহানি করা আপনাদের ন্যায় ধার্ম্মিক লোকের কর্ত্তব্য নহে। ইহাই সহজে অনুমেয়।

আপনাদের মূঢ় সন্তানটী পূর্ণাচার প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার আকেল-দন্ত উদ্গত হইয়াছে। এ বিষয়ে আর মতভেদ নাই। সুতরাং তাঁহার স্বতন্ত্রতায় বাধা দিবার জন্য বোধ করি কোনও ধর্ম্ম-ধ্বংসী আইন নাই। আপনারাই ধর্ম্ম-বিষয়ে আলোচনা না করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্ম-পথ হইতে ভুলাইয়া অশাস্ত্রীয় বিচারে বয়ানন্দে প্রেরণ করিতেছিলেন এবং হরিভজনে কঠোর ব্রত গ্রহণ করিতে হয়, এরূপ ভীতি প্রদর্শন করিয়া ঘোরতর কঠোর ব্রতরূপ গৃহ-ক্লেশে প্রবেশ করাইতেছেন; উহা সমিচীন নহে। • • • সন্ন্যাস গ্রহণে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের সহধর্ম্মিণী আপনাদের পবিত্র গৃহে বাস করিয়া অবাধে পরকালের এবং ইহকালের কার্য্যসমূহ করিতে পারিবেন। • • • বিশেষ পবিত্র চিত্ত, সে-জন্যই বিশেষ ধন্যা পরবশ হইয়া সহধর্ম্মিণীকে নির্ম্মল ধর্ম্মে অগ্রসর হইবার অবকাশ দিলেন। গৃহব্রতগণ সর্ব্বদাই ভগবানের নিত্যদাস-দাসীগণের প্রতি প্রভুত্ব করিতে গিয়া সাংসারিক জঞ্জাল বাড়াইয়া থাকেন। তাঁহারা কঠোরতর গৃহব্রতে নাক-ঝোড়া বলদের ন্যায় বৃথাকার্য্যে নিযুক্ত করান। যাঁহাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি, পবিত্রবুদ্ধি নিত্যধর্ম্মের সন্ধান পায়, তাঁহারা কখনই আপনাদের সহিত একমত হইতে পারেন না। যে-সকল লোকের ধারণা, ভক্তগণ আপনার সন্তানটীকে বোকা বানাইয়াছে, তাহারাই পরমার্থিগণের দৃষ্টিতে নির্ব্বোধ এবং ব্যাধের মতে গো-পর্দ্দভ। আপনারা সকলেই • • • সুনির্ম্মল ধর্ম্ম প্রণালী আলোচনা করুন। আপনাদেরও মঙ্গল হইবে। নির্ব্বুদ্ধিতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সংসারে ক্লেশ পাইতে হইবে না।

এই সকল প্রসঙ্গ সাময়িক পত্রে আমরাই অবতারণা করিব, পাছে তাহাতে আপনাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সুখ্যাতি ও যশঃ বিলুপ্ত হয়, সেজন্য আপনাদের আচার-ব্যবহারের কথা ও আস্তিক সম্প্রদায়ের প্রতি আক্রমণের কথা আমরা উপেক্ষা করিয়া থাকি; কিন্তু উপেক্ষা করার পরিবর্ত্তে আপনারা এ সকল কথা সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই আমরা আপনাদিগের যশোহানিকর ও শাস্ত্রজ্ঞানরাহিত্যের

কথা প্রচার করিয়া কলঙ্কিত হইতে ইচ্ছা করি না। তবে লোকহিতের জন্য অযোগ্যগণের জ্ঞানবিকাশের উদ্দেশ্যে এ সকল কথা প্রচার হওয়াই বিশেষ আবশ্যক।

যদি • • • সন্ন্যাস-গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে আপনাদের দিব্যনয়ন চিরদিনের মত নিমীলিত থাকিত। তাঁহার এতাদৃশী দয়া দেখিয়া আমাদের সেবা-প্রবৃত্তি দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে।

• • • যথাশাস্ত্র বৈদিক ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে হিন্দু-সমাজের মুখোজ্জ্বল হইয়াছে। যে ধর্ম্মবিরোধী হিন্দু-সমাজ আপনাকে ইহাতে পদদলিত মনে করেন, তাঁহারা পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক হিন্দু বলিয়া নিরূপিত হইবার অযোগ্য। যেহেতু বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মই হিন্দুধর্ম্মের প্রাণ সেই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বিকৃত হইয়া সমূলে বহুদিন হইতেই উৎপাটিত হইয়াছে। সেজন্যই চতুর্থাশ্রমবিশিষ্ট সমাজ পুনঃ সংস্থাপিত করিবার • • • এই চেষ্টা।

• • • মহারাজ অপগণ্ড শিশু নহেন। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ এবং চরিত্রবান্। যাহারা তাঁহার কার্য্যে দোষারোপ করিতেছেন, তাঁহারাই হিন্দুধর্ম্মের বিদ্বেষী এবং জগতের ও সমাজের জঞ্জাল। • • • স্বয়ং সেই সকলকে স্বীয় উন্নত চরিত্রের দ্বারা উন্নত করিবেন। তিনি শিক্ষায় পড়িয়াছেন,—

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-গুরুশ্রী • • •র আচরণই সকল ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মচারী প্রভৃতি তিনি আশ্রমস্থিত জনগণ অবনত-শীর্ষে স্বীকার করিবেন। তাহারা স্বীকার করিতে অসম্মত হইলে প্রকৃত হিন্দু-সমাজ তাদৃশ ব্যক্তিচারিগণকে সমাজ-বিধির অতিক্রমকারী বলিয়া বর্জ্জন করিবেন। সমাজে যদি কোনও পাপ প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সামাজিকগণই তজ্জন্য দায়ী। সামাজিকবর্গ • • যদি সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম চিরদিন অধঃপতিত থাকিবে আর শ্রী• • •র উপদেশানুসারে সমাজের বিকৃত ধারণাগুলি অপগত হইলে হিন্দুসমাজের যে মঙ্গল ভাবীকালে সাধিত হইবে, তাহা অপরিমেয়।

যাহাদের জন্ম-জন্মান্তরে মঙ্গল হইবে না, তাহারাই মহতের চরিত্রের উদারতা অনুভব করিতে অসমর্থ হইয়া অধঃপতিত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার কোন্ কোন্ অধঃপতিত দাস নরকে চলিয়া যাইতেছেন, তাহা আমাদের সকলের জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। একাল পর্য্যন্ত তাদৃশ দুর্ঘটনার কোনও সংবাদ আমাদের কাহারও নিকট পৌঁছে নাই।

আপনি সুপণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; সম্ভবতঃ আপনাদের সহিত বঙ্গদেশের ও ভারতবর্ষের নানা পণ্ডিত-মণ্ডলীর আলাপ-পরিচয় আছে, সুতরাং তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিলে আপনারা জানিতে পারিবেন যে, সন্ন্যাসীর পূর্ব্বাশ্রমে যাইবার অধিকার নাই এবং তাঁহাকে যাঁহারা তাদৃশ অনুরোধ করেন, তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম জানেন না। সুতরাং সেরূপ অবৈধ ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ প্রস্তাব যেন আপনাদের সম্প্রদায় হইতে সন্ন্যাসীর নিকট আগমন না করে শ্রী• • অক্ষত থাকিলেই আপনাদের সংসারে উন্নতি ও ধর্ম্মভাব প্রবলতর থাকিবে। তিনি তাঁহার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অধঃপতিত হইয়া গেলে আপনাদিগকে হিন্দুসমাজ একঘরে করিয়া তাড়াইয়া দিবে। এ সকল ব্যবস্থা টোলে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন। তবে শাস্ত্রজ্ঞানহীন শূদ্র-সমাজে মূর্খকল্প অধ্যাপকদিগের নিকট শাস্ত্রীয় কথা না পাইতেও পারেন। কাশীতে অথবা কাঞ্চিতে এই সকল কথার অনুসন্ধান করিবেন। দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশ শাস্ত্রজ্ঞান-হীনতার ক্লেশ পাইতেছে, সেই ক্লেশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য আপনাদের বংশেই এই মহাপুরুষ উদ্ভূত হইয়াছেন।

আপনার প্রার্থিত বিষয় আমরা কখনই অনুমোদন করিতে পারি না। • • • আমরা নির্দ্দয় হইয়া কখনও কাহাকেও গৃহকূপে যাইতে অনুমতি দিতে অসমর্থ। • • যদি গ্রহণ করিতে হইলেও আপনাদের সকলকেও ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং ত্রিদণ্ড-গ্রহণের উপকরণ সংগ্রহ করিতে চিত্তে বলের আবশ্যক এবং জন্ম-জন্মান্তরিন সৌভাগ্য অপেক্ষা করে। আপনার পত্রের লেখকাগে বর্ণিত বিষয় নিতান্ত হাস্যাস্পদ বলিয়া আমাদের মনে হয়।

• • • পরন্তু তাঁহাকে ক্লেশ দিবার জন্য যাঁহারা ষড়যন্ত্র করিতেছেন, তাহারাই দৈবদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারেন। 'সাধু যাহার উদ্দেশ্য, ভগবান্ তাঁহারই সহায়।' সুতরাং • • • • ষড়যন্ত্রকারিগণের চরণে আমাদের বিনীত

নিবেদন এই যে, তাঁহারা [illegible] তাঁহাদিগকে ভক্তি বিশিষ্ট হইতে, উহাতেই তাঁহাদের মঙ্গল হইবে। • • • জীবনের অবশেষকাল কারাগৃহে কাটাইলেন, এই অনুমানকারীর তৎস্থলে চিরদিন গৃহকারাগৃহে কাটাইতে হইবে জানিয়া দুঃখিত ও বিস্মিত হইতেছি। শ্রী • • • গৃহকারাগার হইতে নিষ্কারণে ভক্ত মুক্ত হইয়াছেন; আবার তাঁহাকে গৃহকারাগারে রুদ্ধ করতই নিশ্চিন্ত করিবেন না—ইহাই আমাদের বিশ্বাস। যাহারা ভক্তিমান্, তাঁহাদের কোন বিঘ্ন বা অমঙ্গল নাই। যাহারা বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু, তাহাদের অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা আছে।

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্—
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্ধসু প্রভো॥

এই ভাগবত-পত্র আপনাদের বিচারাধীন করিয়া আমাদের পত্রোত্তর সমাপ্ত করিলাম।

হরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

পাদপীঠ-প্রতিষ্ঠায় প্রভুপাদ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৯শ সংখ্যার পর)

[২]

২৭শে ডিসেম্বর ১৯৩০—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আচার্য্যত্রিকপ্রভু ও শ্রীযুক্ত বনমহারাজের সহিত মিঃ পাত্রির গৃহে পদার্পণ করেন এবং সেখানে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ মিঃ পাত্রের সমভিব্যাহারে 'বাসে' চিকাকোল ষ্টেশনে আসেন। চিকাকোলের পুলিস-সমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শ্রবণ করেন। আমরা সকলে মাদ্রাজ-মেলে 'সিংহাচলম্' আগমন করিলাম। শ্রীল প্রভুপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভুর সহিত ওয়াল্টেয়ার হইতে সিংহাচলে আগমন করেন। সিংহাচলম্ শ্রীনৃসিংহদেবের সম্পত্তির ভারপ্রাপ্ত আমিনসাহেব শ্রীযুক্ত বিষ্ণুরাচার নামক জনৈক মাধ্বব্রাহ্মণ সপার্ষদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাসস্থানাদির জন্য সর্ব্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত করেন—স্বয়ং মহারাজার সুন্দর-প্রাসাদ সপার্ষদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অবস্থানের জন্য ছাড়িয়া দেন। ভক্তগণ স্নানাদি সমাপন করিলেন। আমিনসাহেব শ্রীল প্রভুপাদের জন্য সুরম্য তাঞ্জামের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীনৃসিংহ-মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঞ্জাম হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক ভক্তগণকে "ইতো নৃসিংহঃ" প্রভৃতি শ্লোকটী মৃদঙ্গ-করতাল-যোগে কীর্ত্তন করিবার আদেশ দিলেন এবং স্বয়ং সেই শ্লোকটী পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে, আদেশে ও আদর্শে শ্রীপাদ বহুবর প্রভু প্রমুখ ভক্তগণ সেই শ্লোকটী কীর্ত্তন করিতে করিতে পরিক্রমা-পূর্ব্বক শ্রীনৃসিংহ-দেবের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। প্রভুপাদের অনুগমনে শ্রীমন্দির-আরোহণ-কালে সকলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিলেন। মন্দিরে আরোহণের জন্য প্রায় আটশত সংখ্যক সিঁড়ি বাঁধান রহিয়াছে, একটি সিঁড়ি ১ ফুট চওড়া ও ৬ ইঞ্চি উচ্চ, মাঝে মাঝে চত্বর। শ্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া বারেন্দায় পুনরায় কীর্ত্তন-মুখে পরিক্রমা করিলেন। শ্রীমন্দিরের স্তম্ভযুক্ত বারেন্দা। বারেন্দার স্তম্ভসমূহ গ্রেনাইট পাথরের বিভিন্ন কারুকার্য্য ও কলাকৌশলপূর্ণ। কোন কোন স্তম্ভ অখণ্ড প্রস্তরের খোদাই; ছাদের পাথরগুলি ১ ফুট বা ১৪ ফুট চওড়া এবং বারেন্দার পাশের সমান লম্বা।

শ্রীল প্রভুপাদ মূলমন্দিরের জগমোহনে প্রবেশ করিলেন। শ্রীনৃসিংহদেবের মত এখানে গোবিন্দরাজজীউ শ্রী-ভূ-শক্তিদ্বয়-সহ ত্রিভঙ্গ-বিগ্রহরূপে বর্ত্তমান। শ্রীল প্রভুপাদ মূলমন্দির পরিক্রমা করিতে করিতে নৃসিংহস্তব উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীনৃসিংহ-সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন এবং নির্নিমেষ-নয়নে

শ্রীনৃসিংহদেব-দর্শন করিতে লাগিলেন। আমিনসাহেবের আদেশে পূজারী সকলকে প্রসাদী মাল্য-চন্দন ও চরণামৃত প্রদান করিলেন। প্রভুপাদের অনুগমনে ভক্তগণ মস্তকে শ্রীনৃসিংহদেবের পাদুকা স্পর্শ করাইলেন। পূজারী শ্রীল প্রভুপাদকে শ্রীনৃসিংহদেবের গলদেশ হইতে গোপাল ও তুলসী-পত্রের মালিকা আনিয়া দিলেন।

শ্রীনৃসিংহদেবের সর্ব্বাঙ্গ চন্দন-লেপের দ্বারা এরূপ আবৃত যে,ঠিক যেন দেখিতে শিবলিঙ্গের মত। বৎসরে একবার মাত্র বৈশাখের অক্ষয়তৃতীয়াতে ঐ চন্দনলেপ খুলিয়া ফেলা হয়; সেই সময় তিনি উপস্থিত সকলকে অনাবৃত অঙ্গে দর্শন-দান করেন। পুনরায় চন্দন-লেপ-দ্বারা শ্রীঅঙ্গ এক বৎসরের মত আবৃত করা হয়। শ্রীনৃসিংহের স্বরূপের অনুরূপ একটি শ্রীমূর্ত্তি পর্ব্বতের নিম্নভাগে সিঁড়ির একপার্শ্বে দেওয়ালের গাত্রে প্রোথিত আছেন। শ্রীনৃসিংহদেব—দ্বিভুজ, তিনি পশ্চিমমুখী দণ্ডায়মান; ইহা এই দেশের বিশেষত্ব। প্রধান বিষ্ণু-মন্দির-দ্বয় (শ্রীকূর্ম্ম ও শ্রীনৃসিংহ মন্দির) পূর্ব্ব-দ্বারী এবং শ্রীবিগ্রহ-সমূহ পশ্চিমমুখী। কাহারও কাহারও মতে, পশ্চিমমুখে ঠাকুরের অবস্থান—পাঞ্চরাত্রিক বিধি-বিশেষ। শ্রীনৃসিংহদেবের প্রকোষ্ঠের বাহিরে দক্ষিণদিকে একটী ছোট গৃহে আলবর শ্রীগোদাদেবী। শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে আমরা তথায় তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া শ্রীনৃসিংহদেবের সম্মুখ দিয়া ফিরিয়া আসিয়া বামধারে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে একটি প্রকোষ্ঠে বিষ্বক্সেন-প্রমুখ পার্ষদগণ বিরাজিত রহিয়াছেন দেখিলাম। এখানেও চতুর্ভুজা শ্রীলক্ষ্মীদেবী আছেন। পরে মন্দির হইতে বাহির বাহিরে আসিয়া পাদপীঠের মন্দিরের স্থানে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে আমরা সকলেই আগমন করিলাম।

আমিনসাহেব অনেক হিন্দু কন্ট্রাক্টর ও মিস্ত্রীকে ডাকাইয়া শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ-প্রতিষ্ঠার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে লাগিলেন। ততক্ষণ শ্রীল প্রভুপাদ সম্মুখের অফিস-ঘরে উপবেশন করিলেন। তথায় আমিনসাহেব ও এক বৃদ্ধ পূজারী উপস্থিত ছিলেন। আমিনসাহেব মাধ্ব-সম্প্রদায়ের উত্তরাদি মঠের শিষ্য। শ্রীল প্রভুপাদ আমিন-সাহেব ও বৃদ্ধ পূজারীটির সঙ্গে অনেক সাম্প্রদায়িক আলাপ করিলেন এবং তৎসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথার বৈশিষ্ট্যও জানাইলেন। এখানকার পূজারিগণ—সকলেই শ্রীসম্প্রদায়ী। তাঁহারা কিছুদূরে অবস্থিত শিবলিঙ্গ-দর্শনার্থ কখনও গমন করেন না। প্রায় ২ ঘণ্টা কাল-মধ্যে প্রস্তর-ফলক সংযোজন-কার্য্য সমাপ্ত হইল। ভক্তগণ তুলসী-চন্দন-জল-ফলাদি সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদ শ্রীগৌর-নাম-কীর্ত্তনের আদেশ দিলেন। সপার্ষদ গৌরনাম ও মহামন্ত্র-সংকীর্ত্তন-মুখে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য-চরণার্চ্চার অর্চ্চনাদর্শ প্রকট করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে ব্রিদণ্ডিগণ, ব্রহ্মচারিগণ ও অপরাপর ভক্তগণ সকলে চন্দন, তুলসী ও জলে শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম অর্চ্চন করিলেন। আমরা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীনৃসিংহদেব-দর্শন-লীলা-প্রসঙ্গ পাঠ ও গান করিলাম। আমিনসাহেব—কন্ট্রাক্টর, ওভারসিয়ার ও বৃদ্ধ পূজারীকে প্রসাদ প্রদান করিলেন। ভক্তগণ সকলকে প্রসাদ বিতরণ করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে সকলে শ্রীনৃসিংহ-মন্দির হইতে অবতরণ করিলেন। আমিন-সাহেবের বিশেষ সৌজন্য ও সর্ব্বপ্রকার সহায়তায় অত্যল্প সময়ের মধ্যে সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। আমিন সাহেবের নাম—তিরুবাচার্য্য; তিনি কূর্ম্মাচলবাসী।

২৭শে ডিসেম্বর (১৯৩০) শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীনৃসিংহাচলে শ্রীচৈতন্যচরণার্চ্চা প্রতিষ্ঠিত করেন। তথায় প্রস্তর-ফলকে যাহা লিখিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল :—

শাকেঽব্ধেঽগ্নিগুণগমেন্দুবিমিতে
সিংহাচলে সুস্থলে
শ্রীচৈতন্যবরাব্জিনোঃ পদযুগং
ভক্ত্যাঙ্কিতং সংবভৌ।
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতীহ পরমোহংস
পদাঙ্কং প্রভোঃ
গৌরাঙ্গে নিবসে যুগাশ্রমযুগে
গৌড়ীয়-সংরক্ষকঃ॥

শ্রীনৃসিংহদেবের প্রণামী ইত্যাদি হইতে আয় বার্ষিক প্রায় ১৩০০০০৲ টাকা, জমিদারীর আয় ৩৬০০০৲ টাকা, সেবাকার্য্যের সমস্ত লোকজনের বার্ষিক খরচ প্রায় ৪০০০০৲ টাকা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১৫ই মে শুক্রবার দিবস শ্রীশ্রীবিশ্বটৈতন্যরাজসভার পারিষদ বর্ত্তমান যুগাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্য্যাত্মিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন দাসাধিকারী প্রভৃতি ভক্তগণ সমভিব্যাহারে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ২-২৪ মিনিটের গাড়ীতে যাত্রা করিয়া অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় কৃষ্ণনগর সিটি-ষ্টেশনে উপস্থিত হন। শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরিব্রাজকভূষণ ও শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ প্রভু দ্বয় পূর্ব্বেই কৃষ্ণনগর ও তথা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণনগর-সিটি-ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে নদীয়ার সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী রাজর্ষি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ, শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ডাঃ শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র বসু এম-বি (হোমিও), ডাঃ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম্, এস্, ও শ্রীযুক্ত অধরলাল ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তগণ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তথা হইতে শ্রীল প্রভুপাদ মোটরযোগে আচার্য্যত্রিক প্রভু ও শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুদ্বয় সমভিব্যাহারে নবদ্বীপ-ঘাট-ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন এবং প্রধান শিক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ তাঁহার গলদেশে সুগন্ধি পুষ্পমালা প্রদান করেন।

শ্রীধাম-মায়াপুরে সার দেবপ্রসাদ

ঐ দিবস ২-২৪ মিনিটের গাড়ীতে কলিকাতা হইতে সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কে-টি, সি-আই-ই-সি-বি-ই, এম্-এ, এল্-এল্-ডি, সুরিয়র, বিদ্যারত্নাকর, জ্ঞানসিন্ধু মহোদয়ও শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনার্থী হইয়া স্বীয় স্ত্রী ও জামাতা ব্যাড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত মহিমানুকূল হাজরা এম্-এ, বি-এল্-সহ কৃষ্ণনগর-সিটি-ষ্টেশনে উপস্থিত হন। নদীয়ার স্বনামধন্য জমিদার রাজর্ষি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ এবং কৃষ্ণনগরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। অতঃপর তিনি নবদ্বীপঘাটে ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলে গৌড়ীয়-সম্রাপতি শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার গলদেশে পুষ্পমালা প্রদান করেন। অনন্তর তথা হইতে শ্রীল প্রভুপাদ রাজর্ষি ও সার দেবপ্রসাদের সহিত মোটরযোগে শ্রীধাম-মায়াপুরে উপস্থিত হইলে শ্রীচৈতন্য-মঠের সেবকগণ কীর্ত্তনযোগে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

১৬ই মে শনিবার পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত সর্ব্বাধিকারী মহোদয় ও তদীয় জামাতা ব্যাড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত মহিমানুকূল হাজরা মহোদয়-সহ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট পরিদর্শন করেন। স্কুলে উপস্থিত হইলে প্রধান শিক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। অতঃপর সকলে আসনে উপবিষ্ট হইলে স্কুলের হেড্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক মহাশয় সার সর্ব্বাধিকারী মহোদয়কে সংস্কৃত ভাষায় প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্রটী পাঠ করেন, অনন্তর স্কুলের কতিপয় ছাত্র স্তোত্রাদি পাঠ করিলে স্কুলের প্রেসিডেণ্ট মহোদয়, শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ-সহ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের একটি আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়।

ঢাকা হইতে ২৭।৪।৩২ তারিখের নিজস্ব-সংবাদ-দাতার তারে প্রকাশ,—ঢাকা বালিয়াটি শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ-মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব গত ৩রা বৈশাখ হইতে আরম্ভ হইয়া ১০ই বৈশাখ পর্য্যন্ত বিপুল সমারোহে ও কৃতকার্য্যতার সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। শত শত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ ও কীর্ত্তন-শ্রবণ পিপাসু হইয়া গদাইগৌরাঙ্গমঠে সমবেত হইয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বতনেমি মহারাজের তত্ত্বাবধানে ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সমাগত জনমণ্ডলীকে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

তথা হইতে স্বামিজী মহারাজ মদনসিংহ শ্রীজগন্নাথ-

গৌড়ীয়-মঠের বার্ষিক উৎসব সম্পাদনোপলক্ষে মহামনস্বিংহ সহরে গমন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা ও বক্তৃতাদির দ্বারা শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়াছেন। গত ৩০শে এপ্রিল ও ৪ঠা মে তারিখ-দ্বয়ে স্থানীয় দুর্গাবাড়ীর সুপ্রশস্ত নাট্য-মন্দিরে "জীবের ধর্ম" সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিমূলক দুইটি হৃদয়-গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। স্বামিজীর বাগ্মিতা, বিচারকুশলতা এবং বৈষ্ণব-দর্শনের সুসিদ্ধান্ত-সমূহের কথা বহু শিক্ষিত জনমুখে অতি সত্বর সহরের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হওয়ায় গৌড়ীয়মঠের প্রতি মাৎসর্য্যপরায়ণ হইয়া অনেক নৈষ্কর্ম্ম-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি নাকি বহু জনসমক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারিত্বের অশাস্ত্রীয়ত্ব এবং গৌড়ীয়মঠ ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনের বিরুদ্ধে অনেক কথা আলোচনা করিবার দৃষ্টতা প্রদর্শন করেন।

৪ঠা মে তারিখের বক্তৃতামুখে শ্রীপাদ নেমি মহারাজ উপরি-উক্ত বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষীকে প্রকাণ্ড সভায় উপস্থিত হইয়া গৌড়ীয়প্রাণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারিত্ব এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মতের সংগতিত্ব ও সনাতনত্বের বিরুদ্ধে শাস্ত্র-প্রমাণ, যুক্তি ও বিচার প্রদর্শন করিবার জন্য আহ্বান করিয়া বলেন,—"শিশুপাল, দন্তবক্র, কংস, ও জরাসন্ধ প্রভৃতি মানব হইয়াও যেরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব অস্বীকার করায় জন্য 'দৈত্য' নামে পরিকীর্ত্তিত, তথাকথিত বিদ্বন্মন্য নামধারিগণও যদি বিভিন্ন শাস্ত্রের অসংখ্য প্রমাণ-ব্যঞ্জিত অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশচীনন্দনের পূর্ণ ভগবত্তা স্বীকার না করে, তবে তাহারা মানবরূপী ও সাধুবেষধারী হইয়াও তদ্রূপ 'দৈত্য' নামে পরিগণিত হইবে,—"চৈতন্য না মানিলে তারে দৈত্য-মাঝে গণি।"—(চৈঃ চঃ)।

এতৎপ্রসঙ্গে জগতের ধর্ম্মসভা ও ধর্ম্মমন্দিরগুলির উদ্দেশ্য এবং ধর্ম্মপ্রচারকগণের কর্ত্তব্যের কথা বর্ণনমুখে স্বামিজী মহারাজ বলেন,—অধর্ম্মের আক্রমণ হইতে সনাতনধর্ম্মকে সর্ব্বদা সংরক্ষণ করাই ধর্ম্মপ্রচারকগণের প্রধান কার্য্য; তাঁহারা কখনও স্বয়ং ঈশ্বরবিরোধ করিয়া বা ঈশ্বর-বিরোধি-গণকে প্রশ্রয় দিয়া জগন্নাশের কারণ হইবেন না। ধর্ম্মগগনে ধূমকেতুর ন্যায় উদিত তাদৃশ জগজ্জঞ্জাল ঈশ্বরবিরোধী—গৌরবিরোধিগণের দুরভিসন্ধি লোকলোচনে ধরিয়া না দিলে স্বয়ংধর্ম্মের অপলাপ-জন্য তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রত্যবায়গ্রস্ত হইবেন। দুষ্টিক্ষতব্রণসহ পলায়মান তস্করকে লোকলোচনী-ভূত করিয়া দিলে চোরের উপকার হয়, গৃহস্থের হৃতদ্রব্য পুনঃপ্রাপ্তিরও উপকার হয় এবং জগতের উপকার সাধিত হইয়া থাকে। এরূপ কল্যাণময় কার্য্য প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য, আপনাদেরও কর্ত্তব্য,—মাদৃশ ধর্ম্মপ্রচারকগণের ত' কথা। এই দুর্গাবাড়ীর ন্যায় ধর্ম্মমন্দিরগুলির ইহাই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যে, অধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মকে বিশ্লেষণ করিয়া—অসৎ হইতে সৎকে বিশিষ্ট করিয়া জগতের জগজ্জঞ্জাল এবং সত্তের জগৎকল্যাণকরত্ব প্রখ্যাপন-পূর্ব্বক বাহ্য-বস্তুযোগে জীবগণকে ভাগবতধর্ম্মে আকর্ষণ করা; মানবের দেহের রক্তাদিক ধন-দ্বারা নির্ম্মিত গ্রাম্য-ধর্ম্মমন্দিরসমূহ ব্যবহার-বার্ত্তা বা গ্রাম্য—গৃহমেধীয় বার্ত্তালোচনার স্থান হওয়া কদাপি যুক্তি-বিচার-সঙ্গত হইবে না।

শ্রীপাদ নেমি মহারাজের এইরূপ হৃদয়গ্রাহী, শাস্ত্র-যুক্তিপূর্ণ বিচারের কথা শ্রবণে সভার শ্রোতৃমণ্ডলী তথাকার গৌরবিরোধী ও গৌড়ীয়মঠ-বিরোধিগণকে অসৎ-জ্ঞানে গর্হণ করিবার কর্ত্তব্যতা একবাক্যে স্বীকার করেন। পরবর্ত্তী দিবসদ্বয় উপরি-উক্ত দুর্গাবাড়ীতে অপর মিশনের বক্তৃতার জন্য বিজ্ঞাপিত ও অনুমতি প্রদত্ত হইলেও শ্রোতৃগণের ও দুর্গাবাড়ীর সংকারী সম্পাদকের অনুরোধে তৎপর দিবস বিগত ৬ই মে তারিখে স্বামিজী মহারাজ দুর্গাবাড়ীতে "বৈষ্ণব-দর্শন" সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিমূলক একটি বিচারপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। এই দিবস সভায় প্রায় সহস্রাধিক শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল; বহু শিক্ষিত, উচ্চপদস্থ ভদ্রলোকেরও উপস্থিতি ছিলেন। সকলেই একবাক্যে গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের পারতম্য ও শ্রীপাদ নেমি মহারাজের বাগ্মিতার ভূয়সী প্রশংসাসুখে বলিয়াছেন যে, দুর্গাবাড়ীর নাট্যমন্দিরে এ যাবৎ এরূপ সংসিদ্ধান্তমূলক হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা আর কখনও হয় নাই। উপরি-উক্ত নৈষ্কর্ম্মপরিচয়াকাঙ্ক্ষী, গৌর-বিরোধী, বিবাদপ্রিয় ব্যক্তি শ্রীপাদ নেমি মহারাজের আহ্বানে এই প্রকাণ্ড সভায় যোগদান না করিয়া "পলায় দুরন্ত • • ভিয়া বিরাটে"—এই মহাজন-বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিল।

গত ১৪ই মে শনিবার দিবস সন্ধ্যার পর মায়াপুরস্থ ভক্তিবিনয়-ভবনে ভক্তগণ হরিকথা-শ্রবণ-পিপাসু হইয়া একে একে সমবেত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ বলিতে লাগিলেন,—৪র দিবস পূর্ব্বে আমি যখন কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিতেছিলাম, তখন একদিন কলেজের কয়েকটী শিক্ষিত ও একজন আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রজ্ঞ যুবক আমাদের নিকট আসিয়া প্রশ্ন করেন,—"আমরা বুঝেও বুঝিনা কেন? আমরা শুনছি, জানছি যে মিথ্যাকথা বলা অন্যায়, জীবহিংসা শাস্ত্রবিগর্হিত ও পাপজনক, তথাপি এ সকল অন্যায় কার্য্য করবার প্রবৃত্তি আমাদের হয় কেন?" তদুত্তরে আমি শাস্ত্রযুক্তি-দ্বারা যুবকগণকে উক্ত বিষয় সুষ্ঠুভাবে বুঝাইয়া দি। "আমি বুঝেও বুঝি না কেন?"—এই প্রশ্নের সমাধান করা প্রত্যেক জীবমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় সর্ব্বাগ্রে 'অবিদ্যয়াবৃতঃ কৃষ্ণসাধারবিবরোঃ'—শ্লোকের অবতারণা ক'রে ওঁ'দিগকে বুঝিয়ে দিবার চেষ্টা ক'রেছিলাম।'

বিস্মৃতি বা বিস্মরণ ব'লে একটা শব্দ আমরা দেখ্‌তে পাই। সেটা হচ্ছে—প্রকৃত বিষয়টি ভুলে' যাওয়া। তা' শুন্‌লাম, তা' মাথায় রবে' রাখ্‌তে পার্‌লাম না, ঘড়ির দম খুলে' যাওয়ার ন্যায় প্রথমীয় বিষয়টি বিস্মৃত হ'য়ে অন্য কিছুর আলুপস্য করে বস্‌লাম। এর নামই—হৃদয়-দৌর্ব্বল্য; এতেই আমাদের যত অমঙ্গল—যত অসুবিধা। সেজন্যই এত বিষয়টি যত্নের সহিত মনে রাখ্‌তে হ'বে ও নিজে আচরণ ক'রে জগতের লোকের নিকট কীর্ত্তন কর্‌তে হ'বে। আমাদের নিত্য প্রয়োজন যা'তে হয়, তজ্জন্য গুরুমুখপদ্ম সেই নিত্যমঙ্গলপ্রদ চেতনময়ী বাণীগুলি কণ্ঠ-ভূষণ-স্বরূপে সর্ব্বক্ষণ ধারণ ক'রে ভগবদ্ভজনপথে অগ্রসর হ'তে হ'বে। আর তা' না ক'রে যদি নিজাপ-বিচার—প্রৌঢ়প্রবাসী বাধ দেই, তা' হ'লে আমাদের সব ভুল হ'য়ে যা'বে—আমরা ভাল-মন্দ, শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, কাম ও প্রেমাদির বিষয় উপলব্ধি কর্‌বার শক্তি চিরতরে হারিয়ে ফেল্‌বো এবং অবশেষে অনর্থ-কবলিত হ'য়ে ধ্বংসপথ থেকে বিচ্যুত হ'ব।

আমরা যদি সর্ব্বক্ষণ সাধুর শ্রীমুখ থেকে কর্ণাগত শ্রবণ করি এবং শ্রুত বিষয়গুলি সর্ব্বক্ষণ বিচার করি—আমাদের কোথায় ভুল হচ্ছে—কি জন্য আমাদের কৃষ্ণেতর পিপাসা বর্দ্ধিত হচ্ছে, এগুলি যদি তন্ন তন্ন ক'রে নিজে অনুসন্ধান করি, তা' হ'লেই আমাদের মঙ্গল হয়—'শুনেও বুঝি না, শুনেও শুনি না, দেখেও দেখি না' প্রভৃতি হৃদয়দৌর্ব্বল্যের হাত থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি। বিচার ছেড়ে দিলে বা শ্রুত বাক্যাদি স্মৃতিপথে রাখ্‌তে না পার্‌লে, প্রকৃত বিষয়টি ভুলে গেলে মঙ্গলের আশা খুবই কম। অতএব আমরা যেন সর্ব্বক্ষণ আমাদের সম্বন্ধ ঠিক রাখ্‌তে পারি; আমাদের নিত্যপ্রভু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা যাহাতে সম্পাদন কর্‌তে পারি, তজ্জন্য গুরুবৈষ্ণবচরণে কৃপা-প্রার্থনা-পূর্ব্বক উৎসাহের সহিত নিষ্কপটে সেবা-কার্য্যে ব্রতী হওয়া আবশ্যক। হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবাফলেই আমাদের সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হ'বে।"

১৭ই মে (১৯৩২) মঙ্গলবার দিবস শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ, গৌড়ীয়-দম্পতি শ্রীযুক্ত অপ্রাকৃত ভক্তিরঞ্জন গোস্বামী ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন ও শ্রীসজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দসহ শ্রীধাম-নারায়ণ হইতে যাত্রা করিয়া অপরাহ্ণ আটার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠে পৌঁছিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা-প্রচারার্থ অদ্যই মাদ্রাজাভিমুখে শুভবিজয় করিবেন।

কাঁথ্রাম হইতে বিগত ১৪ ও ১৬ই মে তারিখ-দ্বয়ের তারের সংবাদে প্রকাশ,—গত ১২ই মে বৃহস্পতিবার দিবস গৌড়ীয়মঠের প্রচারকবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী ও কীর্ত্তনীয়ার সহিত শিলদা-গ্রামে পৌঁছিয়াছেন। তথায় চারিদিবস-কাল স্বামিজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের নিগূঢ়তত্ত্বপূর্ণ সারবাণী বিশদভাবে কীর্ত্তন করিয়া এতদঞ্চলে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। বৈষ্ণবব্রুবগণ অতি আশ্চর্য্যভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদিগকে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। স্বামিজীর আচারমূলে প্রচারের বৈশিষ্ট্য-দর্শনে প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু সরল প্রকৃতির ব্যক্তিসকল বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন।

ময়মনসিংহ হইতে নিজস্ব-সংবাদ-দাতা বিগত ২৪।৫।৩২ তারিখে তারযোগে জানাইয়াছেন,—ময়মনসিংহ জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব বিশেষ সাফল্যের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পরিব্রাজকাচার্য্য মহারাজ ময়মনসিংহ-সহরে ক্রমান্বয়ে তিন দিবস অজস্রপুঞ্জ বক্তৃতা, পাঠ ও ইষ্টগোষ্ঠী করেন। উকিল, জজ প্রভৃতি বহু শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি স্বামিজীর বক্তৃতা-শ্রবণে বিশেষ বিস্ময়ান্বিত হন। সার্দ্ধসহস্রাধিক ভদ্রমহিলা, পুরুষ ও দরিদ্র ব্যক্তি পরদিবস মহাপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বামিজী মহারাজ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ৭।৮ ঘণ্টা-কাল ব্যাপিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট অনেক হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

বিশেষ-মাস-পঞ্জী

৪ ত্রিবিক্রম, ১০ই বৈশাখ, ২৪শে মে মঙ্গলবার **শ্রীল রায় রামানন্দ গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব। শ্রীচৈতন্যমঠে, শ্রীগৌড়ীয়মঠে ও শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে বিরহ-মহোৎসব।**

১১ ত্রিবিক্রম, ১৭ই বৈশাখ, ৩১শে মে মঙ্গলবার **অপরা একাদশীর উপবাস।**

১৪ ত্রিবিক্রম, ৩১শে বৈশাখ, ১৪ই জুন মঙ্গলবার **গঙ্গামাতা গোস্বামিনীর আবির্ভাব।**

২৩ ত্রিবিক্রম, ১লা আষাঢ়, ১৩ই জুন সোমবার **পাণ্ডবা নির্জ্জলৈকাদশীর উপবাস।**

২৯ ত্রিবিক্রম, ৪ আষাঢ়, ১৮ই জুন শনিবার **শ্রীশ্রী-জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা। পুরী শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে মহামহোৎসব। শ্রীমুকুন্দ দত্ত ও শ্রীধর পণ্ডিতের তিরোভাব।**

১০ম বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ১০৫৯; ২৮শে মে, ১৯৭২ | ৪১শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও মঃ মঃ পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪০শ সংখ্যার পর)

মঃ হরপ্রসাদ - উইল্‌সন্ সাহেবের মতে 800 A. D. এর পূর্ব্বে কোন পুরাণ ছিল না—আমরা ত' 1500 B. C. পর্য্যন্ত তুলেছি। তবে আমি মনে করছি,—আমি যে theory ক'রে গেলাম, সব উল্টে যা'বে। তখন কেউ পুনরায় চর্চ্চা করবেন, তখন তিনি বলবেন,—যো কাম্ করতা হ্যায় উন্‌কো গদ্‌হা ভি বোলা হ্যায়।

প্রভুপাদ—Mental Speculationistদের সিদ্ধান্ত, অনুমান—সকলই পরিবর্ত্তনযোগ্য। পুরাণ—নিত্য, সনাতন বস্তু। অমল-পুরাণ-সমূহের আবির্ভাব ও তিরোভাব-মাত্র পুঁথিসাহিত্য কীর্ত্তন ক'রেছেন। যাঁ'রা শ্রৌতপন্থা পরিত্যাগ ক'রে অশ্রৌত অনুমান ও আধ্যক্ষিক মতের উপর চালিত হ'চ্ছে, তা'রা নিত্য সনাতন ও পুরাতন সূর্য্যকে অন্ধকার দুই এক ঘণ্টার বা দুই তিন মিনিট পূর্ব্বের সূর্য্য মনে ক'রে ব্যস্ত হয়। ক্ষুদ্র গবাক্ষের ছিদ্র দিয়ে jockey কে দৌড়ে যেতে দেখে তা'রা jockeyএর উদ্ভবেই জন্ম ও মৃত্যু কল্পনা ক'রে থাকে কিন্তু এ তথ্যে যে সকল বিচার ক'রেছেন। আনন্দতীর্থ, বল্লভাচার্য্য এবং শ্রীচৈতন্যের পারম্পর্য্যগণ বহুস্থানে জাতিপুরাণ প্রচারিত নিরীশ্বর নাস্তিক-পুরাণাদি এবং নিরীশ্বের আবিষ্কৃত নিরীশ্বর বেদ-রহিত তথাকথিত যুক্তি পর্য্যন্ত নিরাস ক'রেছেন। জগতে প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদের দুষিত বীজাণু নানাভাবে প্রবেশ ক'রে লোকের সমূহ অহিত সাধন ক'রেছে।

মঃ হরপ্রসাদ—জগতের সকল ধর্ম্মই নৈসর্গিক বৌদ্ধ-ধর্ম্ম হ'তে উৎপন্ন ও পরিপুষ্ট হ'য়েছে।

প্রভুপাদ—এটাই সহজিয়া-মত। কিন্তু আমরা দেখ্‌তে পাই যে, এক সনাতন ভাগবতধর্ম্মের বিকৃত অবস্থায় জগতে বৌদ্ধাদি মতের সৃষ্টি হ'য়েছে। এই আমরা সপ্রমাণভাবে প্রমাণ কর্‌তে পারি। বুদ্ধ-বিষ্ণুর অবতারত্ব বাদিগণই অবৈদিক বৌদ্ধ হ'য়ে প'ড়েছিল। যেমন শ্রীচৈতন্যের শিক্ষার বিপক্ষগামী সম্প্রদায় পরবর্ত্তিকালে বাউল, দরবেশ, সহজিয়া

প্রভৃতি নামকরণ ক'রে শ্রীচৈতন্যের দোহাই দিয়েছে, সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবত-প্রোক্ত বিষ্ণুর দশাবতারের অন্যতম বুদ্ধের বিপথগামী শিষ্যেরা অশ্রৌত বৌদ্ধ বা প্রাকৃত-সহজিয়া হ'য়েছে। আমরাও বুদ্ধের অনুগামী শ্রীমন্মের দাসানুদাস বৌদ্ধ। তবে আমরা বিদ্ধ বৌদ্ধ, অশ্রৌত বৌদ্ধ বা প্রাকৃত-সহজিয়া নহি। শ্রীমদ্ভাগবতের অবতারবাদের দোহাই দিয়ে ভাগবত-ধর্ম্মের সহিত পাল্লা দিবার জন্য বর্ত্তমান জাতিপুঞ্জের মন কৈতবধর্ম্ম সৃষ্টি ক'রেছিল। নিরীশ্বর নায়ক-পূজাবাদ বা য়্যাপোথিওসিস্ আশ্রয় ক'রে কুক্ষিগত নিরীশ্বর নীতি যে-সকল মতবাদকে পুষ্ট ক'রেছে, তা'দের সহিত সনাতন ভাগবত-ধর্ম্মের বা বৈষ্ণবধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। শ্রীমন্মের ষোড়শাবতার ও মধ্বাচার্য্যের দ্বিতীয়-স্বরূপ সোদেমঠস্থানী বাদিরাজতীর্থ সাধারণ যুক্তিবলে একদিন বৌদ্ধমতের অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন ক'রেছিলেন। তাঁ'র গ্রন্থ 'যুক্তিমল্লিকা' পাঠটি সৌরভে এই সকল মতবাদ নিরাস ক'রে সনাতনবৈষ্ণবধর্ম্মের সৌগন্ধ বিস্তার ক'রেছেন। আমরা সেই যুক্তিমল্লিকা গ্রন্থ প্রকাশ করছি।

শ্রীহরপ্রসাদ—যুক্তিমল্লিকা গ্রন্থের নাম প্রথম শুনলুম। গ্রন্থখানি কা'র ব'লে বল্লেন।

প্রভুপাদ—বাদিরাজ স্বামীর।

শ্রীহরপ্রসাদ—ইনি কতদিন পূর্ব্বের লোক?

প্রভুপাদ—প্রায় সাড়ে তিন শত (৩৫০) বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার অভ্যুদয়কাল। কেহ কেহ বলেন, ইনিই শ্রীচৈতন্য-দেবের সমসাময়িক। ইনি সোদেমঠস্থিত বাঙ্গীশতীর্থের নিকট দীক্ষিত হ'য়ে, শ্রীমধ্ব-মতের অন্যতম প্রচারক হ'য়েছিলেন। ইনি শৈবসিদ্ধান্ত ও জৈন-মতের খণ্ডনে তাঁ'র যুক্তিমল্লিকায় যে-সকল যুক্তি প্রদর্শন ক'রেছেন, তা'তে বৌদ্ধবাধাদিমতসমূহ নিরস্ত হ'য়েছে।

[মঃ মঃ পণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয় বাদিরাজস্বামীর নাম শ্রবণ করিয়া কন্ফ্রেন্স সাহেবের ক্যাটালগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাহাতে বাদিরাজস্বামীর নাম ও যুক্তি-মল্লিকা গ্রন্থের নাম দেখিতে পাইলেন। "যুক্তিমল্লিকা" শব্দের অনুসন্ধানফলে দেখিলেন, উক্ত শব্দের পার্শ্বে একটি জিজ্ঞাসা-চিহ্ন রহিয়াছে। তাহা হইতে বুঝা যায়, যুক্তি-মল্লিকা-সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ অন্রেং সাহেব বোধ হয় পাইতে পারেন নাই]

শ্রীহরপ্রসাদ—আপনাদের প্রকাশিত যুক্তিমল্লিকা গ্রন্থ-খানা আমি অবশ্য চাই।

প্রভুপাদ—আমি সেই গ্রন্থ আপনাকে পাঠিয়ে দিব।

শ্রীহরপ্রসাদ—আমি জান্তাম,—কুমারিল ভট্ট, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি বিচারযুক্তিপর গ্রন্থ লিখেছেন। কিন্তু ভক্তিপ্রিয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের এরূপ পরমত-খণ্ডন-বিষয়ক গ্রন্থ বাস্তবিকই অভিনব। আপনি এরূপ বিচারপর গ্রন্থ প্রকাশ ক'রে সাহিত্যজগতের কল্যাণসাধন ক'রেছেন।

প্রভুপাদ—কেবলমাত্র বৈষ্ণবাচার্য্যগণেরই এত অধিক দার্শনিক গ্রন্থ আছে—যা' অন্য সম্প্রদায়িগণের নাই। হায়দ্রাবাদের লাইব্রেরিটী ছোট হ'লেও তা'তে ঐতিহ্য গ্রন্থ বেশ সংগৃহীত আছে। আমরা সেই লাইব্রেরীতে কয়েকদিন কিছু তথ্য সংগ্রহ কর্‌ছিলাম।

শ্রীহরপ্রসাদ—হায়দ্রাবাদের রামশরণদাস আমার ছাত্র ছিলেন। তাঁ'কে আমি এম, এ, পাশ করাই। তিনি লক্ষ্ণৌ ইউনিভারসিটিতে সংস্কৃতের অধ্যাপক। আচ্ছা, চৈতন্যদেব পাণ্ডরপুরে কোন্ সময়ে গিয়েছিলেন?

প্রভুপাদ—চৌদ্দশত চৌত্রিশ (১৪৩৪) শকাব্দায়. শ্রীমন্মহাপ্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপের অপ্রকট-স্থান পাণ্ডরপুর দর্শন করতে আমরা গিয়েছিলাম। আপনি বোধ হয়, শুনে' থাকবেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব ভারতের যে-সব স্থানে পদার্পণ ক'রেছিলেন, সেই সকল স্থানে আমরা তাঁ'র পুণ্যস্মৃতির চিহ্ন-স্বরূপ পদাঙ্ক-স্থাপন এবং তথায় মহাপ্রভুর আগমনের তারিখগুলির নির্দ্দেশ ক'রে দিচ্ছি।

শ্রীহরপ্রসাদ—এতে আপনি ঐতিহাসিকগণেরও অনেক সুবিধা ক'রে দিচ্ছেন।

প্রভুপাদ—এখনও পাণ্ডরপুরে চৈতন্যপাদপীঠ স্থাপিত হয় নাই। এই স্থানে তুকারাম, নামদেব, জ্ঞানেশ্বর প্রভৃতি অন্যান্যচরিতা ভক্তগণ বাস ক'রেছিলেন। ইঁহাদের ভজন-বেদীতে বিঠোবা বা বিঠ্‌ঠলদেবের কথা প্রচারিত হ'য়েছে। পুরন্দর দাস, জগন্নাথ-দাস, কনক দাস, ব্যাসরায়, যুক্তিমল্লিকার বাদিরাজ প্রভৃতি পারমার্থিক কবিগণ কন্নড় ভাষায় বিঠোবা দেবের সম্বন্ধে অনেক গীতি রচনা ক'রেছেন। মধ্বসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের মধ্যে যাঁ'রা ভজনানুরাগ প্রদর্শন ও ভজন-গীতি-রচনা-মুখে অনুরাগ প্রদর্শন ক'রেছেন, তাঁ'রা আপনাদিগকে "দাসকূট"

শ্রেণীর অন্তর্গত ব'লে পরিচয় দিয়েছেন। আর বঙ্গ-সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা সংস্কৃত-শাস্ত্রকূপন ও গবি-দমনে পরাক্রমশালী হ'য়ে আচার্য্যের কার্য্য ক'রেছেন, তাঁরা আপনাদিগকে "ব্যাসকূট" শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব'লে পরিচয় দিয়েছেন।

পঃ হরপ্রসাদ—আপনাদের সম্প্রদায়ের গ্রন্থাবলী-কর্ত্তা, সঙ্কলন ও ভাষ্যকর্ত্তা গোস্বামী আচার্য্যগণের মত। ব্যাসকূট ও ব্যাসকূট কি মধ্বাচার্য্যের সময় হ'তে আরম্ভ হ'য়েছে?

প্রভুপাদ—ভজনানন্দী ও তত্ত্ববিচার-ভেদে ব্যাসকূট ও ব্যাসকূট শ্রেণীদ্বয়। প্রাকৃত সহজিয়াগণ যেরূপ ভজনানন্দী বলতে তত্ত্বানভিজ্ঞ, মূর্খ, ব্যভিচারী সহজিয়াগণকে বোঝেন, সেরূপ নয়। মূর্খ, লম্পট সহজিয়া কখনও ভজনানন্দী নয়। ব্যাসতীর্থের সময় হ'তে মধ্ব-সম্প্রদায়ে ব্যাসকূট ও ব্যাসকূট শ্রেণীদ্বয় প্রবর্ত্তিত হ'য়েছে।

[মঃ মঃ পঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার গ্রন্থাগার হইতে Descriptive Catalogue of manuscripts of the Asiatic society Vol No. IV বাহির করিয়া শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের শ্রীগণধর নামক কোন ব্যক্তি-কৃত 'সম্প্রদায়-প্রদীপ' নামক গ্রন্থের উদ্ধৃত অংশের কিয়দংশ শ্রীল প্রভুপাদের নিকট পাঠ করিয়া শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ শ্রীমধ্ব ও শ্রীনিম্বার্কের সম্বন্ধে কিছুকাল আলোচনা করিলেন।]

পঃ হরপ্রসাদ—আমি একবার মায়াপুরে গিয়েছিলাম। একবেলা গোরুমে থেকে তারপর মায়াপুর যাই।

প্রভুপাদ—আপনি শুনে' থাকবেন যে, শ্রীমায়াপুরে একটি ডাকঘর খোলা হ'য়েছে এবং সেখান থেকে একটি দৈনিক পারমার্থিক কাগজ নিয়মিতভাবে বেরোচ্ছে। একটি গবেষণাপীঠও প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে।

পঃ হরপ্রসাদ—প্রাচীন নবদ্বীপের শ্রীবৃদ্ধিসাধন যতটা হয়, ততটাই আমাদের গৌরবের কথা।

প্রভুপাদ—সম্প্রতি আমরা শ্রীমায়াপুরে প্রদর্শনী উদ্ঘাটন করবার ইচ্ছা ক'রেছি। এখানে পারমার্থিক বিভিন্ন দ্রব্য ও তথ্য সম্বলীয় গ্রন্থাদি প্রদর্শিত হ'বে। শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীর একজন সভ্যরূপে আপনাকে পেলে আমরা আনন্দিত হ'ব।

পঃ হরপ্রসাদ—আপনাদের কার্য্যে আমার যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। তবে আমি নিতান্ত অক্ষম হ'য়ে পড়েছি। এ জায়গা ছেড়ে আর কোথাও যাবার সামর্থ্য নাই। আপনাকে শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর সভ্যরূপে গ্রহণ ক'রে যদি আপনারা আনন্দিত হন, তা' হ'লে আমি তাতে আপত্তি করতে পারি না। এরূপ মহত্কার্য্যে কোন প্রকারে যোগদান করলেও আমাকে ধন্য মনে করব।

[মঃ মঃ পঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সংগৃহীত কতিপয় হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীর জন্য প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং তিনি যথাকালে সেই গ্রন্থগুলি শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীতে প্রদান করিয়াছিলেন।]

প্রভুপাদ—আপনি পুচ্ছবাসাদি অক্ষরের কোন বই দেখেছেন কি?

পঃ হরপ্রসাদ—যা'কে খরোষ্টী বলে?

প্রভুপাদ—না, খরোষ্টী পুচ্ছবাসাদি হ'তে পৃথক্। ব্রাহ্মী, খরোষ্টী, পুচ্ছবাসাদি ও সান্‌কি—এই চারিপ্রকার অক্ষরের কথা আমরা শুনতে পাই।

পঃ হরপ্রসাদ—পুচ্ছবাসাদি লিখবার প্রণালীটা কিরূপ?

প্রভুপাদ—পুচ্ছবাসাদি নীচে থেকে উপরে উঠেছে।

পঃ হরপ্রসাদ—আমি ত' এরূপ লেখা কোন বই দেখি নাই।

প্রভুপাদ—সান্‌কি অক্ষরের গতি—উপর থেকে নীচে নেমেছে। চীনদেশের লেখা যেমন। মার্দ্ধাদের পাঁজির মত। জ্যোতিষেরা সান্‌কি অক্ষরের প্রণালী নিয়েছেন। টেবিলের formatএ লেখা।

পঃ হরপ্রসাদ—পূর্ব্বেকার তালপাতার পাঁজির লেখার অনুরূপ মনে হচ্ছে। ভূদেব বাবুর পিতা এরূপভাবে পাঁজি লিখতেন। আমি (৮০) বছর হ'ল শ্রীরামপুরের পাঁজি এরূপভাবে লেখা হ'ত। কোষ্ঠি-লেখাও এরূপ প্রণালীর।

প্রভুপাদ—খরোষ্টী হ'ল—ডান দিক্ থেকে বাম দিকে।

পঃ হরপ্রসাদ—'অরুক বামা গতিঃ।' তা' হ'লে এটাও খরোষ্টী হ'য়ে যাচ্ছে।

প্রভুপাদ—বহুদিন ধ'রে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই। একবার বেলল অফিসে চল্লিশ বছর পূর্ব্বে আপনার সহিত দেখা হ'য়েছিল।

শ্রীঃ হরপ্রসাদ—আপনার এইদিনের কথা কি স্মরণ আছে? আমাদের সময়কার ৺ কৃ-বৈষ্ণবের রগড়ার কথা মনে পড়ে। বৈষ্ণবেরা শাক্তগণকে বল্‌ত,—"তোরা পাঁঠা কেটে' মাতৃপূজা কর্‌ছিস্।" আর শাক্তেরা বল্‌ত,—"আমরা কাঠগড়ায় পাঁঠার চৈতন্যকে কাটি।"

প্রভুপাদ—এটাই একটা বৌদ্ধ-সংক্রিয়া-মত। অচিৎ হ'তে চিৎএর উৎপত্তি এবং চিৎএর বিনাশ-চেষ্টা —বৌদ্ধমত ছাড়া আর কিছু নয়।

শ্রীঃ হরপ্রসাদ—ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত কত কাজ ক'রেছি। কাজ আর কি কর্‌তাম—তিনি সর্ব্বদাই বৈষ্ণবধর্ম্মের কথাই আলাপ কর্‌তেন, নানাস্থানে নিয়ে যেতেন। তাঁর মত বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারে অদম্য উৎসাহী ও নিষ্ঠ-ট অগ্রসরুক ব্যক্তি আমি আর দ্বিতীয় দেখি নাই। তাঁর অনেক গুণ ছিল। তাঁর কাছে বিদ্যাবুদ্ধিও অনেক ছিল। সত্য তাঁর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বস্তু ছিল। তিনি বল্‌তেন,—পৃথিবীর সকল দেশের লোক একত্র মিলিত হ'য়ে যেদিন শ্রীচৈতন্যদেবের নাম কর্‌বেন, সেদিন তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হ'বে। বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্বন্ধে বিচার ও বিশ্লেষণ-ক্ষমতা তাঁ'তে আমরা আশ্চর্য্যরূপে লক্ষ্য ক'রেছি। আপনি তাঁ'রই মনের অভিলাষগুলি পূর্ণ কর্‌ছেন দেখ্‌ছি। আপনার এখানে কষ্ট ক'রে আস্‌বার কি দরকার ছিল? আমায় পা জানাতাম। নতুবা আমি নিজেই যেতুম। যা' হোক্, আপনাকে দে'খে আমি নিজের কৃতার্থ হ'লাম। বহুদিন পূর্ব্বের স্মৃতি আজ হৃদয়ে জাগরূক হ'ল।

[ইহা বলিয়া শ্রীঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁহার crutch ভর করিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কিছুদূর প্রভুপাদের অনুব্রজন করিবার চেষ্টা করিলে প্রভুপাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে অসুস্থ অবস্থায় চলিতে বারণ করিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের ভবনের একটি ব্যক্তি এই সময় শ্রীল প্রভুপাদ ও শাস্ত্রী মহাশয়ের পাশাপাশি উপবিষ্ট অবস্থার একটি আলোকচিত্র উঠাইয়া লইলেন।]

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

[৬]

ত্রয়োদশ প্রসঙ্গ

কিশোরিকল্প

বর্দ্ধমানে

ঠাকুর মেদিনীপুর হইতে বর্দ্ধমানে অবস্থান করেন।

"Our Wants"

এই সময় ঠাকুর "Our wants" বলিয়া একটি ছোট গ্রন্থ লেখেন।

চন্দ্রশেখর বসু

বর্দ্ধমানে থাকা-কালে ঠাকুরের বাসাবন্ধু উলাগ্রামবাসী চন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের সঙ্গে ঠাকুরের অবস্থান হয়। চন্দ্রবাবু ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন;

বর্দ্ধমানে কেশবচন্দ্র সেন

ঐ সময় নব-বিধান-সমাজের কেশবচন্দ্রসেন মহাশয় বর্দ্ধমানে আসেন। রেঁচারেও লালবিহারী দে কেশববাবুকে বাইবেল খিপ্ বলিয়া আক্রমণ করেন।

লালবিহারী দে

ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান-ধর্ম্মের বিবাদ-প্রশমনের জন্য ঠাকুরকে অনুরোধ

এই সময় কেহ কেহ ঠাকুরকে ব্রাহ্ম ও খৃষ্টানধর্ম্মের মতের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনুরোধে একদিন ঠাকুর ব্রাহ্মধর্ম্ম ও খৃষ্টানধর্ম্মের পরস্পর সম্বন্ধ দেখাইয়া উভয় মতের ব্যক্তি-

গণের মধ্যে সন্ধির প্রস্তাব করেন। কিন্তু তাহাতে উভয় পক্ষই তাঁহাদের মোক্তারী লইয়া স্ব-স্ব বিচারকেই বহুমান

ঠাকুর ও ষ্টার্লিং সাহেব

করিতে থাকেন। সার্টি ষ্টার্লিং সাহেব প্রতিকূল-বিচারে একটি বক্তৃতা প্রদান করিলে তদুত্তরে ঠাকুর দুইটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্ম-সমাজ ও ব্রাহ্ম-সমাজ

ঠাকুর বর্দ্ধমানে একটি ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করিলে ব্রাহ্মগণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না; কারণ, তাঁহাদের মত পরিত্যাগ করিয়া অনেকেই ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত সভায় আসিতে লাগিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজের একটি

আত্মা-সম্বন্ধে ঠাকুরের বক্তৃতা

অধিবেশনে ঠাকুর আত্মা সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় একটি বক্তৃতা করেন। তিনি সাহেব সেই বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথের সহিত ঠাকুরের কবিতায় ধার্ম্মিক উত্তর-প্রত্যুত্তর

এই সময় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের কবিতায় উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিতে থাকে। এইরূপে তাঁহারা উভয়েই অনেকগুলি কবিতা লেখেন। তন্মধ্যে দুইটি কবিতা ঠাকুরের 'সন্ধ্যানী' নামক গ্রন্থে ছাপা হইয়াছে, আরগুলি কোথায় গেল, পাওয়া যায় নাই।

ঠাকুরের শাস্ত্রাধ্যাপনা

ঐ সময় ঠাকুর বিশেষভাবে ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিতে থাকেন এবং অনেকের নিকট শাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। তিনি

চুয়াডাঙ্গায়

কিছুকাল চুয়াডাঙ্গায় অবস্থান করিয়া স্থানীয় অধিবাসি-গণের মঙ্গলার্থে ব্রত করেন এবং তৎপরে কিছুকাল রাণাঘাট আসিয়া বাস করেন। রাণাঘাট হইতে ছাপরা গমন করেন।

ছাপরায়

ছাপরা অবস্থানকালে উর্দ্দু ও পার্শী ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন। ছাপরা-অবস্থানকালে মধ্যে মধ্যে মফঃস্বলের

গোধনায় গৌতম-আশ্রম পরিদর্শন

স্থানসমূহ পর্য্যটন করিতে গিয়াছিলেন। গোধনা নামক স্থানে গৌতম-আশ্রম দেখিতে যান। এখানে অহল্যা পাষাণী হইয়াছিলেন। এই স্থানটি ন্যায়শাস্ত্রের জন্মস্থান। যাহাতে এই স্থানটির উন্নতি হয় এবং তথায় একটি ন্যায়শাস্ত্রের টোল প্রতিষ্ঠিত হয়, এই অভিলাষে ঠাকুর ছাপরায় একটি সভা

"গৌতম স্পিচ"

করিয়া "গৌতম স্পিচ" (Goutam Speech) নামে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

ঠাকুরের প্রচেষ্টায় গোধনায় ন্যায়-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

ছাপরাবাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ঠাকুরকে তাঁহাদের একজন দেশহিতৈষী বন্ধু বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন। ঠাকুরের তদানীন্তন বন্ধু রায় তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর উক্ত মহাশয় ঠাকুরকে পত্রদ্বারা জানাইয়াছিলেন যে, ঠাকুরের চেষ্টায় গোধনায় একটি ন্যায়-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

পশ্চিমদেশ-পর্য্যটন ও বৃন্দাবনে রাজা রাধাকান্ত-দেবের সহিত শাস্ত্রালাপ

দুর্গাপূজার সময় ঠাকুর পশ্চিমদেশ-পর্য্যটনে যাত্রা করিলেন। কাশী, মির্জ্জাপুর, প্রয়াগ, অযোধ্যা, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান পর্য্যটন করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই ছাপরায় ফিরিয়া আসিলেন। বৃন্দাবনে ঠাকুরের সহিত রাজা রাধাকান্তদেবের ধর্ম্মতত্ত্বসম্বন্ধে কথোপকথন হইয়াছিল। রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুর তখন "গর্গসংহিতা" পাঠ করিতেছিলেন। ঠাকুরের নিকট ধর্ম্মপ্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া রাজা বাহাদুর এক নূতন আলোক পাইলেন এবং বিশেষ পরিতুষ্ট হইলেন।

ছাপরা, পূর্ণিয়া ও দিনাজপুর

ছাপরা হইতে ঠাকুর পূর্ণিয়ায় আসিলেন। পূর্ণিয়া হইতে দিনাজপুরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে আসিলেন।

রায়সাহেব কমললোচন রায়

দিনাজপুরে তখন রায়সাহেব কমললোচন রায়ের বদান্যতায় অর্থ-ভিক্ষোপজীবী বাবাজী, বৈরাগী ও গোঁসাইদের গমনাগমন ছিল। ব্রাহ্মণপণ্ডিতদেরও যথেষ্ট আমদানী ছিল। বৈষ্ণবধর্ম্মের আলোচনাকারী কয়েকজন ভদ্রলোক ঠাকুরের নিকট সর্ব্বদা আসিতেন। এই সময় ঘটনায়

দিনাজপুরে ঠাকুরের অহর্নিশ ভক্তিশাস্ত্রালোচনা

মুদ্রিত একখানা চৈতন্যচরিতামৃত ও ভাগবতের অনুবাদ

ঠাকুরের বন্ধুগত হইল। ঠাকুর অমিয়ি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও কৃষ্ণতত্ত্বকথা আলোচনা করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের স্বতঃসিদ্ধ শ্রৌত দিব্যজ্ঞান

ঠাকুরের স্বতঃসিদ্ধ অকৃত্রিম শ্রৌত-বিজ্ঞান কিরূপ অল্প স্ফূর্তির বিষয় হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে ঠাকুর একটুকু আভাস দিয়াছেন। শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য যে আধ্যক্ষিক জ্ঞানের অনধিকৃত বা কুতর্ক প্রভৃতি দ্বারা জানা যায় না, তাহা শিক্ষা দিবার জন্য নিত্যসিদ্ধ শ্রীচৈতন্য-নিজ-জন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ একটি ভঙ্গী প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ-সনাতনাদি গৌড়েন্দ্রের অন্যতম নিজ-জনগণ যেরূপ ঔদার্য্য, কৃষ্ণতত্ত্ব, রসতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে স্বতঃসিদ্ধভাবে সম্পূর্ণ পারঙ্গত হইয়াও লোকশিক্ষার্থ তত্তদ্বিষয়ে অজ্ঞতার অভিনয় করিয়াছিলেন, নিত্যসিদ্ধ চৈতন্য-জন ঠাকুর ভক্তি-বিনোদও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতপাঠীকে শরণাগতি শিক্ষা-প্রদান এবং শরণাগতের নিকটই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের গূঢ় তাৎপর্য্য স্বয়ং প্রকাশিত হন—ইহা জানাইবার জন্য নিজ-চরিত্রের মধ্যে একটি অভিনয় প্রদর্শন করিলেন। তিনি তাঁহার সেই অভিনয়ের কথা স্ব-লিখিত জীবন-চরিতে এই-রূপ লিখিয়াছেন,—

ঠাকুরের অনুযোক্তি

"শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রথমবার পাঠ করিয়া শ্রীচৈতন্যে কিছু শ্রদ্ধা করিল। দ্বিতীয়বার পাঠ করিলে বুঝিলাম যে, শ্রীচৈতন্যের তুল্য পণ্ডিত ছিল না। তখন সঙ্কোচ হইল যে, এরূপ পণ্ডিত হইয়া কেন এতদূর প্রেমরস অনুভব করিয়া চৈতন্য-মহাপ্রভু কিরূপে কৃষ্ণের অন্যায় চরিত্রের উপাসনা করিতে পরামর্শ দেন? আমি প্রথমে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চিন্তা করিলাম। পরে ভগবান্‌কে অনেক ধৈর্য্যরস বলিলাম, প্রভো! ইহাতে যে গূঢ় কথা আছে, তাহা আমাকে জানিতে দাও। ভগবানের দয়া অসীম। আমাকে সরলতার সহিত ব্যস্ত দেখিয়া কয়েক দিবসের মধ্যেই কৃপা করিয়া আমাকে 'বুদ্ধিযোগ' দিলেন। তখন আমি জানিলাম যে, **কৃষ্ণতত্ত্ব অতিশয় গূঢ় এবং ভগবত্তত্ত্বরূপে চরম।** ঐ সময় হইতে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবে আমার অন্তরঙ্গ ভক্তি হইল। আমি যত্ন করিয়া অনেক ভজনশীল বৈষ্ণবপণ্ডিতের সহিত অনেকরাত্র আলোচনা করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম অনেকটা বুঝিলাম। আমার বাল্যকালে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি যে শ্রদ্ধাবীজ হৃদয়ে প্রোথিত ছিল, তাহা সময় পাইয়া অঙ্কুরিত হইল। আমি দিবারাত্রি কৃষ্ণতত্ত্বকথা পড়িতে ভালবাসি।

চৈতন্যগীতা ও সচ্চিদানন্দ-প্রেমালঙ্কার

আমার নিকট পূর্ব্ব-সংগৃহীত **চৈতন্যগীতা** ছিল, তাহা একটি চৈতন্যচরিতের সহিত ছাপিতে দিলাম। ঐ গ্রন্থে **'সচ্চিদানন্দ প্রেমালঙ্কার'** বলিয়া আমার পরিচয় আছে।

ঠাকুরের জীবন-চরিত্রের উপরি-উক্ত অভিনয়-আদর্শের দ্বারা ঠাকুর জানাইলেন যে, আত্মনিবেদন ও শরণাগতি-বুদ্ধির সহিত বৈষ্ণবের নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠের দ্বারাই চরিতামৃতের যথার্থ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম এবং স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের স্বরূপ-বিজ্ঞান লাভ হয়। ঠাকুরের সচ্চিদানন্দ প্রেমালঙ্কাররূপে আত্মপরিচয়-প্রদানের মধ্যে আমরা ঠাকুরের বিষয়াশ্রয়-বিজ্ঞানের পরিচয়-প্রদানের নিদর্শন পাই।

ব্রাহ্ম ও হিন্দু-সম্প্রদায়ের ঠাকুরকে স্ব-স্ব আত্ম-ভোগপর দলের নেতৃত্ব-পদে বরণ-চেষ্টা

ঠাকুরের দিনাজপুর-অবস্থানকালে তদানীন্তন হিন্দু ও ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তুমুল বিবাদ চলিতেছিল। হিন্দু এবং ব্রাহ্ম উভয়পক্ষ ঠাকুরের মত একজন বিশিষ্ট নেতাকে তাঁহাদের দলে পাইলে অপর দলের প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব করিতে পারিবেন—এইরূপ অভিসন্ধি লইয়া উভয়দল ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। নিত্যসিদ্ধ গৌরজন ঠাকুর উভয় দলকে জানাইলেন যে, তিনি 'ব্রাহ্ম' নহেন, 'পাষণ্ডী হিন্দু'ও নহেন, তিনি চৈতন্যদাসানুদাসগণের পদবীর আকাঙ্ক্ষাকারী একজন ব্যক্তিবিশেষ। ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মগণ চিরতরে ঠাকুরের আশা পরিত্যাগ করিলেন। হিন্দুগণ একটি সভা করিয়া ঠাকুরকে আহ্বান করিলেন। যাদবাদি বাবুর বাটীতে সভার প্রথম অধিবেশন হইল। এই সভায় ঠাকুর ব্রাহ্ম বা পাষণ্ডী হিন্দু প্রভৃতি কোন প্রকার অসৎ

সকলের নিকট সার্ব্বজনীন ভাগবতধর্ম্ম কীর্ত্তন

সম্প্রদায়ের পক্ষ সমর্থন না করিয়া সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক ভাগবতধর্ম্মের সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিলেন। যাহাতে দেশীয় বিদেশীয় সকলেই সার্ব্বজনীন ভাগবতধর্ম্মের

"ভাগবত স্পিচ্"

তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, এইরূপ ঠাকুর হরিদাসী ভাষায় "ভাগবত স্পিচ্" শীর্ষক একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহা গ্রন্থাকারে ছাপা হইল। কলেকজন পাশ্চাত্য-দেশীয় মনীষীও এই বক্তৃতা শুনিয়া বিশেষ আনন্দ-প্রকাশ করিলেন।

মনোহরসাহী কীর্ত্তন ও ঠাকুর

দিনাজপুরে অবস্থানকালে ঠাকুর মনোহরসাহী পদাবলী কীর্ত্তন শ্রবণ করেন, শ্রীরূপানুগজন-বিপাশ্রয়ণের ভজন-স্থিতি তাঁহার নিত্যসিদ্ধ শ্রীরূপসেবাময় হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। ঠাকুর মনোহরসাহী কীর্ত্তন বা চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি কিম্বা জয়দেবাদি মহাপ্রকৃতিকগণের সিদ্ধান্তসম্মত গীতাবলী-সমূহকে বিশেষ আদর করিলেও অনধিকারী ব্যক্তির ঐরূপ ভজনময় কীর্ত্তনকে প্রাকৃত কাব্য ও সাহিত্যের ন্যায় বিচারে ভোগ করিবার পিপাসা বা তদ্দ্বারা স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়-তর্পণ, ঈশ্বরত্বরূপ প্রভৃতি অসচ্চেষ্টাকে সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করিতেন। এতৎসম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত বিচার তিনি তাঁহার সজ্জনতোষণী পত্রিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন,—

চাইকাম্বু-কীর্ত্তনের স্থান-কাল-পাত্র-সম্বন্ধে ঠাকুর

"শ্রীরাধাগোবিন্দের নৃসার-লীলা কীর্ত্তন ও শ্রবণ—উভয়ই প্রধান উপাসনা ও নিত্যভজন। এই ভজন-লীলা সর্ব্বসাধারণের নিকট গান করা অনুচিত ও অপরাধ। "আপন ভজন-কথা, না কহিবে যথা-তথা"—এই আচার্য্য-বাক্যকে বিশ্বাস করিলে অর্থ-ব্যবসায়ী গায়কদিগের মুখে রসগান শ্রবণ করা অপরাধ হইয়া উঠে। * * গায়ক ও শ্রোতাদিগের এইরূপ অপরাধ-ক্রিয়া আজকাল নিষ্কুপ হইয়া পড়িয়াছে। জগতে অধিকাংশ মনুষ্য বিকৃত, তাহারা 'রং' ভালবাসে, প্রকৃত ভজনের নাম লইয়া যথেচ্ছাচার করিয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত এই কুপথা দূরিত না হইবে, সেই পর্য্যন্ত নৃসার রসের গাম্ভীর্য্য থাকিবে না। হে ভক্তবৃন্দ! স্বার্থপর গায়ক ও অর্থলোলুপ শ্রোতা-দিগের সভায় আপনারা কখনও রসগান করিবেন না। প্রাকৃতসভা ত' দূরে থাক, বৈষ্ণবদিগের আখড়াও যাহাতে এই পদ্ধতি না থাকে, তাহার যত্ন করুন। সর্ব্বপ্রকার অধিকারী যেখানে উপস্থিত, সেখানে নাম, প্রার্থনা এবং ব্রাহ্মরসের গান হওয়া উচিত। যেখানে অমিশ্র শুদ্ধ রসিক বৈষ্ণবমাত্র উপস্থিত, সেখানে রসগান শ্রবণ করুন এবং রসগান-শ্রবণ-সময়ে নিজ নিজ স্বরূপোচিত ভজনভাব অনুভব করুন। **ইহাতে গান-পদ্ধতি যদি উঠিয়া যায় যাউক, তাহাতেও বৈষ্ণবদিগের মঙ্গল হইবে।** অর্থ-লোভে ইন্দ্রিয়সুখের প্রত্যাশায় যেখানে-সেখানে রসগানের প্রথা থাকিতে দেওয়া নিতান্ত **কলির কার্য্য।**" (সজ্জনতোষণী ৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা ২৯শ পৃষ্ঠা)

চম্পারণ্যে—শ্রীপুরুষোত্তমে যাত্রার উদ্যোগ

দিনাজপুর হইতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ চম্পারণ্য এবং চম্পারণ্য হইতে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে আগমন করেন। **শ্রীপুরুষোত্তমবাসের সঙ্গী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত**

শ্রীপুরুষোত্তম-গমনের-পূর্ব্বে ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত—এই গ্রন্থদ্বয় আনিবার জন্য কলিকাতায় গেলেন। গ্রন্থ লইয়া অনতিবিলম্বে ঠাকুর পুরী যাত্রা করিলেন। তাহাকে উদ্বেড়ে পর্য্যন্ত গমন করিয়া পাণ্ডাদের মেদিনীপুর পর্য্যন্ত পৌঁছিলেন। পথে ভদ্রকে একরাত্র, বালেশ্বরে একরাত্র এবং কটকে একরাত্র ছিলেন। ঠাকুর প্রত্যহ শ্রীমন্দিরে শ্রীজগন্নাথ-দর্শন করিয়া প্রচুর আনন্দলাভ করিতেন।

শ্রীজগন্নাথ-দর্শন-কালে

ঠাকুর কিরূপে শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভভাবানুসরণে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেন, তাহার ইঙ্গিত আমরা ঠাকুরের আত্মজীবনীর একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য-মধ্যে দেখিতে পাই, —"প্রত্যহ শ্রীমন্দিরে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করি। দর্শনকালে শ্রীমহাপ্রভুর ভাব মনে পড়িলে বড় সুখ লাভ করি।"

শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নীলাচলে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দর্শনের কথা ঠাকুরের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-বিজ্ঞান-রহস্য-উদ্ঘাটন-বিচার-মুখে মদীয় আচার্য্য-দেব ও নিকুঞ্জার শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গৌড়ীয় ৬ষ্ঠ বর্ষ ৪৩শ সংখ্যা এবং ৭ম বর্ষ ৪০শ সংখ্যায় যে অমূল্য প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা ভক্তিবিনোদ-চরিত্রের রহস্য পিপাসু সুধী পাঠকগণের অবগতির জন্য তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। শ্রীল প্রভুপাদের উক্ত প্রবন্ধদ্বয় হইতে বিস্তৃতরূপে সারগ্রাহী পাঠকগণের নিকট উপহার-প্রদানের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

ঠাকুরের নীলাচলনাথের দ্বিতীয় প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

"বর্ত্তমান সময় হইতে কিঞ্চিদূন দুই বর্ষ পূর্ব্বে পদব্রজে আগমনকারী প্রাক্তন পুরুষটী নরযানে কলিকাতা হইতে মেদিনীপুর, চন্দ্রনাথ ও কটক হইয়া শ্রীনীলাচলনাথের দর্শনে আসিতেছিলেন। এবার একক আসেন নাই, সঙ্গে শিবিকায় তাঁহার সহধর্ম্মিণী, দুইটী শিশুপুত্র ও দুইটী শিশু-কন্যা ছিলেন। দ্বিতীয়-দর্শন-লভ্য আসিবার উপলক্ষ কর্ম্ম-ফলের সূত্র অবলম্বন করিবার প্রারব্ধ নহে, কিন্তু প্রারব্ধ-কর্ম্মসূত্রের অভিনয়ে শ্রীনীলাচলনাথের সেবা।

প্রথম-দর্শনে—নীলাচলে অল্পকাল-স্থিতি, মধ্যকালীন দর্শনে—প্রকৃতপ্রস্তাবে নীলাচল-নাথের সেবা-গ্রহণ। আধ্যক্ষিক-জ্ঞানরত জনগণ এই পুরুষের কৃতিত্বের বিবরণ লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে একটী "যোগ্য-কর্ম্মবীর" বলিয়া গ্রহণ করিবেন, কিন্তু তাঁহাদের অন্তর্নিহিত দৃষ্টির অভাবে তাঁহার লোকাতীত হরিজনত্ব দর্শন করিবার নয়ন-লাভে বঞ্চিত হইবেন। এই দ্বিতীয় বারের যাত্রী শ্রীসচ্চিদানন্দ-প্রেমানন্দার তাঁহার প্রেমালঙ্কারটী প্রকাশ করিতে আর প্রস্তুত নহেন। ইনি এখন শ্রীসচ্চিদানন্দ (শ্রীজগন্নাথ) দাস নামে আপনাকে জানাইয়াছিলেন। এইকালে তাঁহার শ্রীনীলাচল-নাথের কেবলমাত্র দর্শন নহে; পরন্তু পঞ্চবর্ষাতীতকাল কায়মনোবাক্যে সেবাধিকার লাভ। বাহ্যবিচারে ইনি একজন ভৃতক কর্ম্মচারী, কিন্তু তাদৃশ ভৃতি শ্রীজগন্নাথের সেবকত্বের বিনিময়ে নহে। আধিকারিক সেবগণ যেরূপ স্বরূপগত চেষ্টায় হরির নিত্যসেবক ও বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ, সেই প্রকার শ্রীসচ্চিদানন্দ-দাস লৌকিক আধিকারিক ভার-প্রাপ্ত হইয়া ভৃতক হইলেও পরমার্থ-সংগ্রহের অভিনয়ে তাঁহার কোনরূপ ঔদাসীন্য ছিল না। শ্রীনীলাচলনাথের সেবোন্মুখ হইয়া ইনি পঞ্চবর্ষাধিক-কাল যে-সকল আনুষ্ঠানিক কার্য্য করিয়াছেন, তাহার আনুপূর্ব্বিক বর্ণন এখানে সম্ভবপর না হইলেও সংক্ষেপে কয়েকটী নিদর্শনমাত্র দেখাইতেছি।

শ্রীমহাভারতের প্রকাশক কলিকাতা-নিবাসী প্রতাপচন্দ্র রায় নামক এক ব্যক্তি আমাদের কথিত পুরুষের দ্বারাদি কলিকাতা হইতে প্রেরণের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। বহু অনুসন্ধানের পর উক্ত রায় মহাশয় বটতলা হইতে মুদ্রিত অত্যধিক ভ্রমপূর্ণ একখানি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠাইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে শ্রীসচ্চিদানন্দ-দাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের অনুসন্ধান করিয়াও উহা প্রাপ্ত হন নাই। যাঁহাদের নিকট হস্ত-লিখিত গ্রন্থ ছিল, তৎকালে তাঁহারা অনেকেই পুরুষানুক্রমে উহার পঠন-পাঠন অনুষ্ঠান কার্য্য হইতে বিরত হইয়াছিলেন। আবার যাঁহারা ঐ গ্রন্থকে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত পুস্তক বলিয়া অনাদর-পূর্ব্বক সংস্কৃত-সাহিত্য আলোচনায় বিরত থাকিতেন, তাঁহারাও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আস্বাদন হইতে বঞ্চিত ছিলেন। বঙ্গদেশীয় কোন প্রভু-সন্তান-নামধারী এক ব্যক্তির নিকট শ্রীচরিতামৃতের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করায় তিনি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীনিত্যানন্দের অনুজ সহোদর এবং শ্রীচরিতামৃতগ্রন্থে বিভাগ-চতুষ্টয়ে সূত্রখণ্ড, বাল্যখণ্ড, গৃহস্থখণ্ড ও সন্ন্যাসখণ্ড আছে। তবে সেই গ্রন্থের কথা তাঁহার শোনা আছে মাত্র, তিনি স্বয়ং দেখেন নাই।

আমাদের কথিত পুরুষবর নীলাচলে নীলাচলপতির আরাধনা করিতে করিতে উৎকলদেশীয় পণ্ডিত শ্রীগোপীনাথ মিশ্রের নিকট সেবোন্মুখ হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ আলোচনা করেন এবং সেই পণ্ডিত মহাশয়ের সাহায্যে শ্রীজগন্নাথদেবের সর্ব্বপ্রধান সেবক উৎকল-সম্রাট্‌চরের পুস্তকাগার হইতে বহুযত্নে ও গোপনে শ্রীজীবপাদ-প্রণীত ছয়খানি সন্দর্ভের প্রতিলিপি সংগ্রহ করেন। তিনি শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-রচিত "শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য", "প্রমেয়-রত্নাবলী" এবং তাঁহার অন্যান্য যাবতীয় গ্রন্থগুলির প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেইকালে রায় হরিবল্লভ বসু বাহাদুরের জনক বিষ্ণুমাধব বসু ও তাঁহার ভ্রাতা রাধামোহন বসু শ্রীক্ষেত্রবাসোপলক্ষে সর্ব্বদা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া নানা-প্রকারে পরমার্থ-বিষয়ে সখ্যতা স্থাপন করেন। শ্রীসচ্চিদানন্দ সেইকালে শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের লিখিত একখানি শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ রাধামোহন বসুর নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। সেই গ্রন্থখানি অবলম্বন করিয়াই শ্রীসচ্চিদানন্দ-দাস শ্রীগৌর-জন্মস্থান শ্রীনবদ্বীপের অনুসন্ধানে (এই সময়ের পঞ্চবিংশ বর্ষ পরে) প্রবৃত্ত হন। শ্রীপরমানন্দ-দাস-প্রণীত গ্রন্থখানি শ্রীনবদ্বীপের স্থানীয় অনুসন্ধান-বিষয়ে একমাত্র সহায় করিয়াছিল। শ্রীধাম-মাহাত্ম্য-গ্রন্থের ভূমিকায় এই কথার আভাস আছে। শ্রীনবদ্বীপের স্থানসমূহ নির্ণীত হইবার পর রাধামোহন বসুর গ্রন্থখানি বৃন্দাবনে কালাকুষ্ণে

তাঁহার নিকট পুনরায় তাঁহার পুত্র (রামকৃষ্ণ বসুর পিতা) বর্ণনার বন্ধু-দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিল. ভজন-নগর হইতে 'সজ্জনবন্ধু' নামক একখানি সাময়িক-পত্রের উপহারস্বরূপে এই শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের কতিপয় পত্র কিছুদিন পূর্ব্বে বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে বহরমপুর হইতে ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয়বার প্রচার হইয়াছে।

শ্রীসচ্চিদানন্দ কেবল এই শ্রীমদ্ভাগবত গৌরবভাষ্য, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যাপকের নিকট নীলাচলে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন—এরূপ নহে, তিনি পুরুষোত্তমবাসী কতিপয় ব্যক্তিকে স্বয়ং সেইকালে ঐ সকল গ্রন্থের অধ্যাপনাও করিয়াছিলেন। ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা-কার্য্য ব্যতীত শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ মুক্তি মণ্ডপে "নির্ব্বিশেষ-বিচারপর প্রবলবিদ্যাভিজাত্য-সম্পন্ন পাষণ্ড-ব্রাহ্মণগণের অনুষ্ঠিত মুক্তি-মণ্ডপের বিপরীত-উত্তর-পার্শ্বে বর্ত্তমান শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্মাবস্থিত স্থানের নেপথ্যমুখে তিনি "ভক্তি-মণ্ডপ" স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই মণ্ডপে তাঁহার ভক্তি-শাস্ত্রের আলোচনার স্থান ছিল।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের সর্ব্বতোভাবে অবনতি ও দুর্গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার হৃদয় যেরূপ দ্রব হইয়াছিল, তাহার ফলে প্রোথিত-গৌড়ীয়-শুদ্ধ-বৈষ্ণব বিশাল শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট-রূপে পরিণত হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এই ভক্তি-মণ্ডপে পুনরায় কণ্টক আরোপিত হওয়ায় শুদ্ধ-ভক্তি পথের পথিকের কোমলপদ-সমূহ কিছুদিন হইতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া শোণিত উদ্গিরণ করিতেছে। গৌর-পার্ষদ ত্রিদণ্ডী স্বামিপাদের অনুগ-জন অনুক্ষণ তাঁহার প্রস্তাবিত কণ্টকোন্মূলন-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। "কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ, শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টক-কোটিরুদ্ধঃ। তা এব কণ্টকহরিঃ, বিকলঃ কিমহং করোমি, চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি"—এই বাণী-কথিত যে শুদ্ধভক্তিলতার বীজ আরোপিত হইয়াছে, কণ্টকের বীজ-ধারা তাহা আচ্ছাদিত হইলেও শুদ্ধপ্রেম-ভক্তির বন্যা, প্রোথিত-কণ্টক, বীজ-কৃমির ভূমিকাকেও ভাসিয়া লইয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিলতিকা প্রেম-ফলন-দ্বারা কেবল উৎকল-গগন নহে, সমগ্র পৃথিবীতে গৌর-প্রেমভক্তির প্রবৃত্তি বিস্তার করিবে।

সেইকালে নীলাচল-ক্ষেত্রে শ্রীল স্বরূপদাস বাবাজী ও কাথাধারী শ্রীল রঘুনাথ দাস বাবাজী প্রভৃতি কয়েক জন উদাসীন বৈষ্ণব সচ্চিদানন্দের শুদ্ধ-ভজন-বিষয়ে সহায়ক ছিলেন। তাঁহাদের সহিত ইঁহার যে-সকল পারমার্থিক বিচার ও আনুষ্ঠানিক ব্যবহার হয়, তাহা এখানে বর্ণনের স্থান অল্প।

পরিদর্শক-রূপে তিনি শ্রীমন্দিরের নানাবিধ সেবা-গৌরব বিধান করেন। সাধনা মঠ হইতে সেই কালে জনৈক নির্ব্বিশেষবাদী জগদ্গুরুত্বাভিমানধারী আচার্য্য অতিবড় শ্রীনীলাচলনাথের নিকট একটী উপল-নির্ম্মিত কূপের পুনঃ-স্থাপিত করিবার প্রস্তাব করিয়া শ্রীসচ্চিদানন্দ দাসের সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীভগবানের সেবক-রূপে তিনি ঐ সকল নবীন কথা অনুমোদন করিতে পারেন নাই। তৎকালে শ্রীরামানুজীয় মঠবাসী-মহাজনগণের মধ্যে শ্রীরাঘবদাস মঠের মহান্ত শ্রীনারায়ণদাসে তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধুর কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে শ্রী-সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি ও প্রপন্নগণের লিখিত ভক্তিশাস্ত্রাদি আলোচনামুখে ভগবৎ সেবার ঐকান্তিকতা আলোচ্য বিষয় হইয়াছিল। অতিবাড়ী-সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তির বিষয় হইতে বিশেষভাবে পৃথক্—ইহাও তাঁহার উপলব্ধির বিষয় হইয়াছিল। অনেক সময় শ্রীজগন্নাথের বিভিন্ন সেবার পরিদর্শকরূপে তাঁহাকে শ্রীমন্দিরে অবস্থান করিতে হইত। তাঁহার শ্রীনীলাচল-নাথের দ্বিতীয় বার দর্শন কেবল সম্বন্ধজ্ঞান-লাভের ব্যাপার নহে, পরন্তু অভিধেয়-সমৃদ্ধির নিদর্শন বলিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, শ্রীভক্তসূত্র, বেদান্তাধিকরণমালা, গোবিন্দ-ভাষ্য-বিবৃতি, কল্যাণকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ শ্রীসচ্চিদা-নন্দের শুদ্ধভক্তি-প্রচার-সৌধের অভিধেয়-স্তম্ভরূপে নিত্য-কাল অবস্থান করিবেন।"

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

প্রশ্ন

[১]

মাননীয় 'শ্রীগৌড়ীয়'-সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু—

নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রার্থনীয়।

"শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ"—এই স্থলে 'শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ' এই পদে কোন্ সমাস হইল? কর্ম্মধারয় সমাস করিলে অভেদাশ্রয়ে একবচন হইবে, আর দ্বন্দ্ব সমাস হইলে অভেদাশ্রয় হয় না। অতএব সন্দেহ এই যে, কোন্ সমাস-দ্বারা এই পদ সিদ্ধ হইয়া বিবচন হইল, ইহাই বিচার্য্য হইতেছে।

শ্রীঃ—কাব্যব্যাকরণতীর্থোপনামক

শ্রীঅ-নীকান্ত দেবশর্ম্মণাম্

উত্তর

সম্মাননীয় কাব্যব্যাকরণতীর্থোপনামক প্রশ্নকর্ত্তৃ মহোদয়ের ঐরূপ প্রশ্নের উৎপত্তির কারণের সঙ্গতি দেখা যায় না। প্রশ্ন-কর্ত্তৃ মহাশয় "শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ"-পদে অভেদাশ্রয় হইবে, এইরূপ পূর্ব্বসিদ্ধান্তানুমান কোথা হইতে করিলেন? প্রাকৃত ব্যাকরণ ও অপ্রাকৃত সিদ্ধান্ত—কোন দিক্ দিয়াই 'গুরুগৌরাঙ্গৌ'-পদে অভেদাশ্রয় সমর্থিত হয় না। তবে কি প্রশ্নকর্ত্তা বৈষ্ণবগণকে আরোপিত কেবলাদ্বৈত-বাদী বিচার করিয়াছেন? শুদ্ধাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত, শুদ্ধ দ্বৈত-সিদ্ধান্ত, বিশিষ্টাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত, দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত—কোন সিদ্ধান্ত-মতেই 'গুরু' ও 'ভগবান্' কেবল অভেদাশ্রয়ে অবস্থিত হইতে পারেন না। শুদ্ধাদ্বৈতসিদ্ধান্ত-বিচারে জগদ্-গুরু শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার প্রারম্ভে মঙ্গলা-চরণে যে গুরু ও ভগবানের বন্দনা করিয়াছেন; তাহাতেও অভেদাশ্রয়ে কর্ম্মধারয় সমাস বা একবচন হয় নাই। যথা—

মাধবোমাধবাবীশৌ সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনৌ।
বন্দে পরস্পরাত্মানৌ পরস্পরনতিপ্রিয়ৌ॥*

এখানে রুদ্র-সম্প্রদায়ের শুদ্ধাদ্বৈত-সিদ্ধান্তবাদী স্বামি-পাদ নিজ গুরুদেব 'উমাধব' অর্থাৎ পার্ব্বতীনাথ শ্রীরুদ্র এবং ভগবান্ শ্রীমাধব অর্থাৎ লক্ষ্মীপতি শ্রীনৃসিংহ-নারায়ণের বন্দনা করিতেছেন। উমাধবের মাধবের সহিত তৎপ্রিয়ত্বময়-বিচারে একত্ব বা তদীয়-সর্ব্বত্ব-বিচারে অভিন্নত্ব স্থাপিত হইলেও আচার্য্য স্বামিপাদ কর্ম্মধারয় সমাসের দ্বারা অভেদা-শ্রয়ে একবচন করেন নাই। কারণ, তাহা কেবলাদ্বৈতীর অপসিদ্ধান্ত হইলেও সাধুত-সিদ্ধান্ত এবং শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্র-বিচার পরিপন্থী। শ্রীগৌরসুন্দরের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত-মতে 'শ্রীগুরু' ও 'গৌরাঙ্গ'—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বেই দুই জন। উহা কোনও অভেদাশ্রয়ের দ্বারা কখনও কর্ম্মধারয়ের কবলে কবলিত হন না। শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণকার শ্রীল গৌরগোবিন্দাদি সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

"গুরুভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতঃ-সহ অভেদ-দৃষ্টিঃ তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্তব্যে"।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীগুরু ও গৌরাঙ্গের কেবলাভেদাশ্রয়-সিদ্ধান্ত নিরাস করিয়া গুরু ও গৌরাঙ্গকে কর্ম্মধারয়ের কর্ম্মচক্রে ঘোরণ ও তদনন্তর প্রাকৃত বৌদ্ধবাদের মূলোচ্ছেদে বিলীন করিবার প্রতিপক্ষে মুদ্গরাস্ত্র ধারণ করিয়া বলিতেছেন,—

'সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

সিদ্ধান্ত ছাড়িয়া দিলেও প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নটি কোন যুক্তি-দ্বারা স্থাপিত হইতে পারে না। প্রথমতঃ প্রশ্নকর্ত্তার অপরকে জোর করিয়া কর্ম্মধারয় সমাস সাধন করাইবার কোন অধিকার নাই। কারণ, যিনি যে-অর্থে সমাস করিয়া-ছেন, তাহা তিনি অপরের নিকট পরামর্শ লইয়া করিতে পারেন না। ইহা ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্রেরও অনুমোদিত নহে। দ্বিতীয়তঃ এখানে প্রশ্নকর্ত্তা নিজ অবৈধ পুরাণ্-মানের বিবর্ত্তে পতিত হইয়া বেদ্যজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করায় ন্যায়শাস্ত্রে তাঁর অনধিকার প্রদর্শিত করিয়াছেন। ন্যায়-শাস্ত্রে প্রবেশ থাকিলে প্রশ্নকর্ত্তা জানিতে পারিতেন যে, এইরূপ বেদ্যজ্ঞানমূলক প্রশ্নের দ্বারা পাণ্ডিত্যের পূর্ণপ্রাদ

* বাহিনী বন্ধ বন্দনে লক্ষ্মীপতি ও রুদ্রাণি।
বন্দনাতে অন্তরে সংবিৎ ও নৃসিংহেশ্বর অন্তে॥

হইয়াছে। তৃতীয়তঃ যখন 'সাধারণ কর্ম্মধারয়' প্রশ্ন-কর্ত্তা "শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ"-পদকে বিগ্রহবাক্য দেখিতেছেন, তখন তাঁহার আবার এই পদে কোন্ সমাস হইল জিজ্ঞাসা করা কি যথোচিত প্রশ্ন হয় নাই? চতুর্থতঃ প্রশ্নকর্ত্তা ব্যাকরণের সমাস-প্রকরণ-পাঠে জানেন যে, "উত্তর পদার্থ প্রধানো দ্বন্দ্বঃ।" এখানে "শ্রীগুরু" ও "শ্রীগৌরাঙ্গ" উভয়ই প্রধান। সুতরাং দ্বন্দ্বসমাসে বিগ্রহন হইয়াছে, ইহা জানিবার পরও উহাকে একবচন করিবার বা করাইবার জন্য অত্যাগ্রহের কারণ কি? পঞ্চমতঃ তিনি দ্বন্দ্বসমাসের দ্বারা বিগ্রহবাক্য "গুরুগৌরাঙ্গৌ"-পদ সিদ্ধ দেখিয়া পুনরায় কোন্ সমাসের দ্বারা ইহা সিদ্ধ হইয়াছে জিজ্ঞাসা করায় সুধী বৈয়াকরণগণ তাঁহার ব্যাকরণ-শাস্ত্রের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিতে পারিতেছেন না।

"বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ" কিম্বা "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ যৌ ব্রাজতো ভুবে" অথবা "শ্রীশ্রীরাধাশ্রীনগোবিন্দয়োর্যৌ শ্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি," "শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দৌ জয়তঃ" প্রভৃতি পদান্তর্গত সমাসসমূহ কর্ম্মধারয় না হইয়া উত্তর পদার্থপ্রধান দ্বন্দ্ব-সমাসাদিত বিগ্রহবাক্য পদই হইয়াছে।

প্রশ্ন

[২]

যদি কোন ব্যক্তি সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী না হইয়া কোন পক্ষীর স্বাধীনতায় বাধা দিয়া উহাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করেন এবং ঐ পক্ষীর কর্ণে সমধুর হরিনাম-মন্ত্র-দীক্ষা দিয়া তাহার মুখে নাম বলাইতে পারেন, আর পরে ঐ মুক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত পক্ষীর যদি মৃত্যু হয়, তবে ঐ মৃত পক্ষীটীর বৈকুণ্ঠগতি হইবে কি না এবং ঐ ব্যক্তিটি পক্ষীর স্বাধীনতায় বাধা দিয়াছিল বলিয়া তাহাকে কোন পাপে লিপ্ত হইতে হইবে কি না?

বিনীত নিবেদক—
শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস

উত্তর

শ্রীচৈতন্যভাগবতে (আদি—ষোড়শ অধ্যায়) নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস বলিতেছেন,—

"শুন, বিপ্র, সত্য শুনিলে কৃষ্ণনাম।
পশু, পক্ষী, কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম॥
পশু-পক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তাঁরা সব তরে॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদীলীলা প্রথম পরিচ্ছেদেও আমরা শ্রীনবদ্বীপের ভক্তবন্ধু এক কুকুরের বৃত্তান্ত পাই। সেই কুকুর নীলাচলে মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া মহাপ্রভুর প্রসাদ এবং তদীয় শ্রীমুখে হরিনাম শ্রবণ ও হরিনাম-উচ্চারণের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর কৃপাবলে সেই কুকুরকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন। (মহাপ্রভু) প্রসাদ-নারিকেল-শস্য দেন কেনোজ্ঞা।

'রাম' 'কৃষ্ণ' 'হরি' কহ, বলেন হাসিয়া।
শুন মাত্র কুকুর, 'কৃষ্ণ' কহে ধায় যায়।
• • • •
সিদ্ধ-দেহ পাঞা কুকুর বৈসে বৈকুণ্ঠেতে গেলা॥

উপরি-উক্ত সাধুগণের অবৈধ অনুকরণ করিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় মহাভাগবতের অলৌকিক কৃপাশক্তি ও তদুদ্বোধিত অপ্রাকৃত শ্রীনামের সহিত ইন্দ্রিয়তর্পণপরায়ণ সমাজের নামাপরাধের সমন্বয় করিবার প্রয়াস করিয়াছে। মহাভাগবতগণের অবৈধ অনুকরণ অর্থাৎ মহাভাগবতগণের প্রতি মর্কট প্রবৃত্তিমূলক মুখভঙ্গি করিবার অজ্ঞাত বা জ্ঞাত দুশ্চিকীর্ষায় অনেকের কুকুরের কানে মন্ত্র (?) বা হরিনাম (?) প্রদানের কল্পনা, কাহারও বা পক্ষী পুষিয়া উহাকে হরিনাম শ্রবণ করাইবার কল্পনায় স্ব-স্ব আক্ষেন্দ্রিয়-তর্পণ-সমর্থনের চেষ্টা দেখা যায়। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের এই সকল চেষ্টায় যে-সকল কৃত্রিমতা ও অবৈধ আনুকরণিক প্রতিযোগিতা বা আক্ষেন্দ্রিয়তর্পণ-কামনা প্রভৃতি দুরারোগ্য ভগ্ন ব্যাধি আছে, তাহা স্বয়ং রোগী হইয়া আমরা ধরিতে পারে না; কিন্তু প্রকৃত নামাচার্য্য, শুদ্ধনামের অনুশীলনকারী মহাভাগবত তাহাদের সেই রোগ ধরিতে পারেন। এজন্যই শুদ্ধনামের অনুশীলনকারী মহাভাগবত কখনই নামাপরাধীর পশু-পক্ষীকে নামাপরাধ শ্রবণ করাইবার চেষ্টা দ্বারা পশু-পক্ষীর বৈকুণ্ঠ-গমন বা সিদ্ধদেহ-প্রাপ্তি স্বীকার করেন না। শুদ্ধভক্ত সাধু-বৈষ্ণবের মুখে নাম-শ্রবণেই পশু, পক্ষী প্রভৃতি মূকজীবগণের উদ্ধার-লাভ সম্ভব। সেইরূপ সাধু, ভক্ত বা বৈষ্ণবের শ্রীমুখে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিলে শুদ্ধজীবমাত্রের কর্ণরন্ধ্রে সেই উচ্চারিত বৈকুণ্ঠনাম প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে মায়াবন্ধন হইতে মোচন করায়; কারণ বৈকুণ্ঠনাম জীবকে ভোগদ্বিষ্ট

হইতে বিমুক্ত করিয়া বৈকুণ্ঠ বস্তুর সেবাবৃত্তিতে উদ্বুদ্ধ করায়। তত্ত্বকথিত বৈকুণ্ঠধামে ভগবানের ন্যায় বদ্ধজীবের কোন ভোগ্য সন্ধান না থাকায় এবং বৈকুণ্ঠ-নাম পূর্ণ অধ্বয়-জ্ঞান-বাচক হওয়ায়, জীবকে ভোগময়ী বদ্ধদশায় আবদ্ধ করে না। সুতরাং বৈকুণ্ঠভগবন্নামগ্রহণ করিলে জীব জীবন্মুক্ত হয়।

হরিনাম পশু, পক্ষী বা মানবের বোধ কিম্বা মৈথিক কোন অচেতন বস্তু গ্রহণ করেন না। শুদ্ধ আত্মা বা নির্মল চেতনই নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত চৈতন্যবিগ্রহ সাকার ভগবদ্রূপ শ্রীনাম গ্রহণ বা উচ্চারণ করিয়া থাকেন। যদি মানবের আত্মা বা পশু-পক্ষীর আত্মা পর্যন্ত নির্মল আত্মা হইতে প্রকাশিত পূর্ণচেতনস্বরূপ শুদ্ধনাম স্পর্শ না করে, যদি নাম-কীর্তনকারী, শ্রবণকারী এবং নামের মধ্যে কোনপ্রকার ব্যবধান বা আবরক আবরণ থাকে, তাহা হইলে কেবল বাহ্য প্রক্রিয়ার অভিনয় বা আপাত প্রতীতিগত সাময়-দর্শনের দ্বারা প্রকৃত বাস্তব ফলোদয় হইবে না। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে গ্রামোফোনের মুখে বাঘ বা সবাক্‌চিত্রের 'প্রহ্লাদ,' 'নারদ' প্রভৃতির মুখে নামের ছলনা শ্রবণ করিয়া বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়পরায়ণ সমাজের ইন্দ্রিয়চরিতার্থ-পিপাসার দাসত্ব হইত এবং তাহাদের বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিও সুলভ হইত। ব্যাধবণিতার আলয়ে শুকপক্ষী ব্যাধবণিতার মুখে রাইকানুর নাম (?), রাইকানুর প্রেমসঙ্গীত (?) শ্রবণ করে এবং ঐ সকল উচ্চারণ করিতেও অভ্যস্ত হইতে পারে; কিন্তু সেখানে উচ্চারণকারী যেরূপ দৈহিক কলরবের দ্বারা নামের ছলনায় উচ্চারণ দৈহিক শ্রবণো-মাত্র অভ্যাস করিয়াছে, তদ্রূপ উহার শ্রবণকারী পশু-পক্ষীও 'হরিরুক' নাম (?) উচ্চারণ প্রভৃতির ছলনা বেধবয়গত কলরবের মধ্যে অভ্যাস করিয়াছে মাত্র। উভয়েই আত্মার নাম স্পর্শ করে নাই। এক নির্মল আত্মা হইতে শুদ্ধ নাম প্রকাশিত হইয়া অপর নির্মল অনাবৃত আত্মার সেই শুদ্ধনামের বিদ্যুৎকণসঞ্চার হইলে শ্রবণকারী বা কীর্তনকারী বাহ্যদর্শনে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ—যাহাই হউন না কেন, তন্মধ্যেই উভয়ের পরম মঙ্গল-লাভ অনিবার্য্য।

প্রশ্নকর্ত্তার 'পক্ষীর নামপ্রদানকারী' ব্যক্তি যদি মহা-ভাগবত বা গুরুবৈষ্ণব হন, তাহা হইলে কথিত পক্ষীর আত্মা হরিনামে অভিষিক্ত হইয়া সমস্ত ভোগবুদ্ধির হস্ত হইতে আনুষঙ্গিকভাবে নির্মুক্ত হইবে এবং ভগবৎসেবায় বৈকুণ্ঠে নীত হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তির পক্ষীর বিমুখতার স্বাধীনতায় বাধা দেওয়ায় পাপবুদ্ধি আছে—যিনি হরি-নামের সেবা এবং অপরকে হরি-নাম শ্রবণ করাইবার চেষ্টা দেখাইতে গিয়াও পাপ-পুণ্যের প্রাকৃত বিচারে কবলিত, তিনি কখনও নামের স্বরূপই অবগত হন নাই। কাজেই ঐরূপ ব্যক্তির মুখে অপরে নাম শ্রবণ করিলে বৈকুণ্ঠগতি দূরে থাকুক, সংসারগতিই লাভ করিবে এবং ঐরূপ চেষ্টা যিনি করিতেছেন, তিনি বিবর্ত্তগ্রস্ত হইয়া উহাকে 'সখ' মনে না করিলেও উহা বহুক্লেশ সহেই প্রকৃত রূপান্তর মাত্র। অতএব শুদ্ধনামাচার্য্য মহাভাগবতের মুখে শ্রীনাম-শ্রবণে জীবমাত্রেরই কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। আর বাহ্যদর্শনে নামাক্ষরের মত দেখিতে নামাপরাধশ্রবণে জীবমাত্রেরই সংসারগতি অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম কিম্বা অধর্ম, অনর্থ, কামের অবনতি অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ

স্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর, ভক্তিবিনোদ-ভবন

কাল—১০ই মার্চ্চ (১৯৩২), রবিবার, অপরাহ্ণ

উপস্থিত—শ্রীধাম-মায়াপুরের ভক্তবৃন্দ ও পরিক্রমার যাত্রিগণ

কৃষ্ণ কি বস্তু, কে কৃষ্ণের উপাসনার যোগ্য, কিরূপে কৃষ্ণের উপাসনা হয়, এ বিষয়ে যাঁহাদের উপলব্ধি হয় নাই, তাঁহারা কৃষ্ণেতর বিষয়ের আরাধনায় রত থাকিয়া অর্থাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি সংজ্ঞা লাভ করেন। তাঁহারা 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র মুখ্যার্থ না বুঝিতে পারিয়া মায়াবাদী হইয়া পড়েন, 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র অর্থ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—

"কৃষ্ণ তোমার হঙ যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হইতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥"

—ইহাই বুঝায়। 'আমি কৃষ্ণের, কৃষ্ণ আমার'—এই-

রূপ একনিষ্ঠ না হইলে কৃষ্ণোপাসনা হয় না। তাই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

"আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার,
কি কাজ অপর ধনে।"

"কৃষ্ণের আমি, আমার কৃষ্ণের ধন"—এরূপ অকিঞ্চনা ভক্তি যাঁহার আছে, তাঁহারই কৃষ্ণোপাসনা সম্ভব।

আমি, তুমি ও তিনি—এই তিনটী পুরুষের মধ্যে 'আমি'—এই প্রথম পুরুষের সহিতই আমার সম্বন্ধ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষের মধ্যে আমার 'আমি'র কথা সে-পরিমাণে আছে, সেই পরিমাণে আমার সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ, নতুবা আমার তাঁহাদের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। আমি চাই—সম্পূর্ণ স্বার্থপরতা, আমার স্বার্থের বিষয় —একমাত্র কৃষ্ণ এবং আমি কৃষ্ণের; ইহা ব্যতীত কৃষ্ণেতর স্বার্থে আমার কোন সহানুভূতি নাই।

যাঁহারা কৃষ্ণকে সর্ব্বস্ব দেন, তাঁহারাই কৃষ্ণের সর্ব্বস্ব লাভ ক'রতে পারেন। যাঁহাদের কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য পুরুষবর্গে কিছু দিবার আছে, তাঁহারা কৃষ্ণ কি বস্তু, কৃষ্ণপ্রীতি কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে পারেন না। সেইজন্য তাঁহাদের কৃষ্ণসেবা-ভিন্ন নানা কার্য্যে পড়িয়া যায়। দেশ-সেবা, মনুষ্য-সেবা, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদির সেবা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সেবার কথা কেবল তখনই আসিয়া পড়ে। তখন আমরা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুপাদপদ্ম-সেবা-সৌভাগ্যে বঞ্চিত হই। গুরু-কৃষ্ণের সেবা-ব্যতীত আমার আর কোন স্বার্থ নাই, এই বিচারে প্রকৃত স্বার্থপর হওয়াই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কার্য্য।

'কৃষ্ণ' এই নামটীতেই ভগবত্তার পরিপূর্ণ পরিচয় আছে। অন্যান্য মানব-কল্পিত নামে চিদ্‌চিৎএর সহিত সম্বন্ধ থাকায় কৃষ্ণ-ব্যতীত সমাগ্‌রূপে উপলব্ধির বিষয় হয় না, আংশিক দর্শনকে মাত্র বহুমানন করিয়া সম্যগ্‌ দর্শন-লাভে বঞ্চিত হইতে হয় এবং তদ্দ্বারা মতবাদের সৃষ্টি হইয়া পড়ে। স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনই গৌরসুন্দররূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া জীবের পূর্ণ সৌভাগ্য-লাভের সুযোগ দিয়াছেন। ভগবান্ দশটী পাঁচটী তত্ত্ব নহেন, তদ্রূপ-প্রীতির পরিপূর্ণতা না থাকায় আমরা শ্রীভগবান্‌কে নিত্যচিদ্‌বিলাসময় বা সচ্চিদানন্দময়-বিগ্রহরূপে দর্শন করিতে পারি না, প্রীতির আংশিকত্ব-হেতু ভগদ্দর্শনেরও বিভিন্ন আংশিক প্রকাশ লক্ষ্য করি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা-ব্যতীত জীব তাঁহার পূর্ণ সৌভাগ্য-লাভে চিরকালই বঞ্চিত থাকিবেন।

দ্রাবিড়দেশে মহাদুঃপুরীতে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে কেবলাদ্বৈত নির্ব্বিশেষবাদের কেবল-প্রদর্শন-কল্পে এবং ব্যাসদেবের শক্তিপরিণামবাদের গুরুত্ব বিচার সংস্থাপন-উদ্দেশে যিনি জগদ্গুরু আচার্য্য নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, যিনি উপাস্য, উপাসক ও উপাসনার নিত্যত্ব-সংস্থাপন-পূর্ব্বক মর্য্যাদা বা বিধি-মার্গে সার্দ্ধদ্বিসহস্র বর্ষে বৈকুণ্ঠপতির আরাধনার বিষয় লোক-লোচনের গোচরীভূত করিয়াছিলেন, তাঁহারও সিদ্ধান্তের পূর্ণতা-বিধানের জন্য শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভ বা রাগমার্গে অবস্থিত পঞ্চার্দ্ধ রসের বিচার প্রদর্শন করেন; শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্য, শ্রীমদ্বিষ্ণুস্বামী ও শ্রীমন্নিম্বার্কেরও বিচার-সমূহের সুষ্ঠুতা ও পূর্ণতা-সম্পাদন-পূর্ব্বক মহাপ্রভু নিজ-ভজনমুদ্রা-দ্বারা অনর্পিতচর উন্নতোজ্জ্বল মধুর রসের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন পূর্ব্বক বিষয়ের প্রতি আশ্রয়ের এবং আশ্রয়ের প্রতি বিষয়ের প্রীতি কিরূপ নবনবায়মানভাবে অনন্তগুণে পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে, তাহা ভাগ্যবান্ নিষ্কপটজন জনগণের গোচরীভূত করিয়াছেন; সুতরাং এমন মহাবদান্যাবতারী অমন্দোদয়-দয়াবারিধি গৌরহরি ব্যতীত আর কে আমাদের পরমা গতি হইতে পারেন। যে ভগবান্ নিজে আচরণ করিয়া তাঁহার নিজ-ভজন জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন, আর শ্রবণ-জীবের পরিক্রমা-দিনে সেই অহৈতুক করুণাসিন্ধু প্রভুর শিক্ষামৃত শ্রবণপুটে পান-ব্যতীত আমাদের জীবন-ধারণের আর অন্য কি উপায় থাকিতে পারে?

আমার প্রভুর প্রভু গৌরসুন্দরের শিক্ষা—কৃষ্ণ আমার নিত্যপ্রভু, আমি তাঁহার নিত্যদাস, তাঁহার শতকরা শত অংশ সেবা আমারই; অন্য কাহাকেও তাহার অংশীদার জানিয়া আমার সেবা-ভ্রম-দোষের ফেলা হইতে কৃষ্ণে কখনও আমার পূর্ণ প্রীতির পরিচয় পাওয়া যাইবে না। "আমি কৃষ্ণের পূর্ণসেবা-বিধানে অসমর্থ হওয়ায় অপর কেহ তৎ-পূর্ণতা-বিধানে সমর্থ হইলে আমি আমার আংশিক সেবা-দ্বারা কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য করিব—কৃষ্ণকে পূর্ণ-সেবালাভে বঞ্চিত করিয়া আমার ব্যক্তিগত খেয়াল চরিতার্থ করিব অর্থাৎ নিজেও সম্পূর্ণ সেবা করিতে পারিব না, অন্যে করিলেও তাহা দেখিতে পারিব না", ইহা আদৌ

সেবোন্মুখ প্রতি সেবকের শ্রীবিগ্রহও সেবাবশ নহে, উহা সৎসঙ্গত্ব বা সেবাধামের বিশেষত্ব-মাত্র।

শ্রীযুক্ত বৃহদ্ভানবিনী হইলে সম্বন্ধজ্ঞানে পরিপূর্ণ সেবা করিতে সমর্থা বলিয়া স্বয়ং প্রধানা চন্দ্রাবলী বা শৈব্যাদি কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ সম্বন্ধে-বিহীন লোকপিতৃগণ বা তাঁহাদের গণ কখনও বহুমান করেন না। শ্রীরাধাভাবনীর গণে—তৎপাদপদ্ম-গণে গণিত হইলেই কৃষ্ণের পূর্ণ-কৃপা-লাভে সমর্থ হওয়া যায়; সেখানে সেই সেবাই সৌন্দর্য-ঔদার্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। মাৎসর্য্যের তথায় অবকাশ নাই। শ্রীরাধাভাবনেবী হইলে নিষ্কপটভাবে কৃষ্ণ-সম্বন্ধে সমর্পিতাত্মা দেখিলে তাঁহাকে কৃষ্ণসেবাধিকার দিয়া কৃষ্ণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। 'তুমি', 'তিনি'র বিচার-সংস্পর্শই যাহা অকপট কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ না হইয়া তর্ক-সম্বন্ধে কৃষ্ণসেবাধিকার আদায় করিতে গেলে চুক্তি ও মুক্তিপিপাসীদের কবলে পতিত হয়।

যে-সকল কপট ব্যক্তি তাহাদের স্ব-স্ব মূলদর্শনে জগৎদর্শন কল্পনা করিয়া ভগবানের সুখ-সুবিধা নিজেরা ভোগ করিবার গুপ্ত অভিসন্ধিমূলে লোক-শিক্ষক গুরু সাজিয়া বসে এবং লোকসকলের পূজা ভগবানের নিকট পৌঁছাইয়া দিব বলিয়া নিজেরাই কামনার করিয়া ফেলে, তাহারা ভগবদ্বৈরেতের অপহারক ও লোকপ্রতারক বলিয়া অচিরেই তাহাদের কপটতার সমুচিত শাস্তি ভোগ করিবে। জগতে এইরূপ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধী অসুরের সংখ্যা অত্যধিক হইয়া পড়িয়াছে। উহারা কেহ আপনাকে ভগবদবতার সাজাইতেছে, কেহ বা ভগবানে মনুষ্যত্ব আরোপ করিয়া জনসঙ্ঘকে আনয়ন করিতেছে। আমরা নিষ্কপট সেবক হইতে পারিলেই ঐ সকল ভ্রান্ত বন্ধুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিব।

যাহারা 'সব ভাল' বলিয়া একটী রাগ উঠাইয়া কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ-বিচারের 'আমি'কে কৃষ্ণেতর বিচারের 'তুমি', 'তিনি'র সহিত একই পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী হইতে চায়, তাহারা যখন তাহাদের উক্ত মতের প্রতিকূলে চিদ্বিলাস-সমন্বয়ের কথা শুনে, তখন তাহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া নিজ-নিজ মতবাদের নিরর্থকতা নিজেরাই প্রকাশ করিয়া থাকে। ভজনবিজ্ঞগণ ঐ সকল মতবাদের সমূহ কপটতাই ধরিয়া ফেলেন বলিয়া উহারা তাঁহাদের প্রতি নানা প্রকার দৌরাত্ম্য করিয়া থাকে। কিন্তু অসুরগণ কৃষ্ণদাসানুদাসগণের কোন অমঙ্গলই করিতে সমর্থ হয় না।

যাহারা দৌরভক্তদের নাম করিয়া গোপনে অত্যাচার-পরায়ণ হয়, শ্রীরাধাপুরচন্দ্র সেই সকল অপরাধীর কপটতা প্রকাশ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে শ্রীধাম হইতে অপসারিত করেন। আমাদের শ্রীরাধাপুরচন্দ্র যে-সে ঠাকুর নহেন। তাঁহার ভজনের নাম করিয়া কপটতাচরণকারীকে তিনি কখনও দেখিতে পারেন না।

আমাদের সকলেরই হৃদয়ে অপরিসীম আনন্দের প্রার্থনা রহিয়াছে। 'তুমি' ও 'তিনি'কে পাইয়া সেই আনন্দের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না। আনন্দ পাইতে চায়—'কৃষ্ণের আমি' ও 'আমার কৃষ্ণকে'; তাহা না হইলে তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটিবে না,—আশা পূরিবে না। আনন্দ চায়—কৃষ্ণের 'আমি' আমাকে সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণবিধান করাইতে; 'তুমি'র মধ্যেও চাহে—'আমি'কে স্থাপন করিতে, 'তিনি'র মধ্যেও চাহে 'আমি'কে বসাইতে। যে 'তুমি', 'তিনি'র মধ্যে তাহার 'কৃষ্ণের আমি' নাই, সে 'তুমি', 'তিনি'র সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। যে-দিন আমরা আমাদের বাহেন্দ্রিয়ের সকল চেষ্টা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ করিতে পারিব, যে-দিন 'কৃষ্ণ আমার, আমি কৃষ্ণের'—ইহা ছাড়া আর ইতর দর্শন থাকিবে না, সেদিনই আমার সত্য সত্য কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সদ্গুরুপাদপদ্মের সত্য সত্য কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-দ্বারা সত্য-সত্য কর্ণবেধ-সংস্কার লাভ হইবে, সেই দিনই আমাদের কৃষ্ণবহির্মুখতারূপ কর্ণমল মলৌকটভাসুর বিনষ্ট হইবে, তখন শ্রুত বিষয়ের কীর্ত্তন ও কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণের সুষ্ঠুতাক্রমে শ্রবণদশা, স্মরণদশা, স্মরণদশা অতিক্রমপূর্ব্বক স্বরূপসিদ্ধি ও তৎপরে বস্তুসিদ্ধি লাভ হইবে। সুতরাং 'আমি'র বিচার ঠিক হওয়া দরকার। আমি ঠিক—সব ঠিক, আমি বেঠিক—সব বেঠিক।

পাদপীঠ-প্রতিষ্ঠায় প্রভুপাদ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

[৩]

২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৩০—প্রাতে ভক্তগণ-সমভিব্যাহারে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীনৃসিংহদেবের ফল-ফুলের বাগান দর্শন করিলেন এবং ১০টার মধ্যেই ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ করিবার পর টেম্পল্ আমিন তিরুমুরাচারীর সহিত বন মহারাজের গৌরপাদপীঠ-নির্মাণে অর্থসাহায্য বিষয়ে কথা হইতে উপস্থিত হইল। আমরা সকলে Bus এ Waltair ষ্টেশনে আসিলাম। ব্রহ্মচারী শ্রীহরগ্রীব এখান হইতে আমাদের সঙ্গী হইলেন। ডুন্ন দা' ও রাসবিহারী দা' কলিকাতা ফিরিলেন। মাদ্রাজ-মেলে রওয়ানা হইয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সহিত সেই দিনই সন্ধ্যায় কল্লুরে নামিলাম। সহরের বহু বিশিষ্ট লোক গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্যবর্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনার্থ ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। গাড়ীর বন্দোবস্ত পূর্ব্ব হইতেই ছিল। ষ্টেশন হইতে সঙ্কীর্তন-সহকারে স্থানীয় বিশিষ্ট উকিল ও জমিদার মিঃ সুব্বারাওএর বাসায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অভ্যর্থিত হইলেন। স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত লোক সেইস্থানে শ্রীল প্রভুপাদের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া হরিকথা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন। শ্রীমন্-মহারাজ স্থানীয় বিশিষ্ট লোক-দিগকে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট পরিচয় করাইয়া দিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বিশ্রামাদির দিকে না তাকাইয়া অক্লান্তভাবে শ্রোতৃবর্গের নিকট হরিকথা কীর্তন করিলেন। শ্রীগৌর-সুন্দরের এতৎপ্রদেশে আগমন-প্রসঙ্গই শ্রীল প্রভুপাদের কীর্তনের বিষয় ছিল। সকলেই প্রভুপাদের নিকট অভিনব হরিকথা-মাধুরী কর্ণপুটে ধারণ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন এবং রাত্রির জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন।

২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৩০—প্রাতে সকলে গোষাবরীতে স্নানাদি সমাপন করিলেন। বেলা প্রায় ৮॥ টার সময় শ্রীল প্রভুপাদ পাদপীঠ-প্রতিষ্ঠা-কার্য্য অগ্রসর করাইবার জন্য শ্রীমন্দিরে গমন করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে সকলে তথায় ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হইলেন। মন্দিরের পশ্চিমপার্শ্বের বারান্দায় সকলের বসিবার জন্য বিস্তৃত বিছানা এবং মন্দিরের পশ্চাতে মহিলাগণের বসিবার জন্য স্থান হইল। কল্লুর তালুকের সকল ভদ্রলোক এবং বহু মহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন। ওপারের রাজমহেন্দ্রি হইতে শ্রীযুত সুব্বারাও রামচন্দ্র রাও সপরিবারে উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশে আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রায় রামানন্দের সহিত প্রথম দিবসের সাক্ষাৎকার ও আলাপের অংশ সুর করিয়া কীর্তন করিলাম। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে শ্রীমন্ মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সেই অংশ ইংরেজী করিয়া বক্তৃতাচ্ছলে সকলের নিকট বলিলেন এবং স্থানীয় উকিল সুব্বারাওগারু মহাশয় (Advocate, Madras High Court) তাহা তেলেগু করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। ইতোমধ্যে বেদিতে শ্রীচৈতন্যচরণাঙ্ক ও শ্লোক-লিখিত প্রস্তর-ফলক-স্থাপন কার্য্য সমাধা ও চরণচিহ্নের পূজার পর সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত হইলে আমরা শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞায় কীর্তন করিলাম। কীর্তন হইতে থাকিলে প্রভুপাদ মন্দিরের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং মন্দিরে প্রবেশ-পূর্ব্বক পুষ্প, চন্দন, তুলসী-দ্বারা শ্রীচৈতন্যচরণ অর্চ্চন করিলেন। তদনুগমনে ত্রিদণ্ডী মহারাজগণ এবং অপরাপর ভক্তগণ অর্চ্চন করিলেন। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের মধ্যে অনেকে এবং মহিলাগণও ফল-পুষ্পাদির দ্বারা শ্রীচৈতন্যচরণ অর্চ্চন করিলেন। সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হইল। কীর্তন করিতে করিতে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে আমরা সকলে শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিলাম। তদনন্তর হোমকার্য্য সম্পাদিত হইল। রামচন্দ্র রাও এবং বহুলোক আমাদের বাসভবনে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে আগমন করিলেন।

দ্বিপ্রহরে আমরা মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া বেলা ২টার সময় পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অনুসারে রাজমহেন্দ্রিতে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। সঙ্কে করিয়া রাজমহেন্দ্রিতে শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে আমরা অবতরণ করিলাম। ঘাটে বহুলোক বিপুল বাদ্যভাণ্ড, মোটরযান, পুষ্পমালিকা এবং নানা উপায়ন-হস্তে শ্রীল প্রভুপাদের অপেক্ষা করিতেছিলেন। রামচন্দ্র-রাও সপুত্র উপস্থিত ছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে পুষ্পমালিকা প্রদান-পূর্ব্বক ভূপতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম

করিলেন। ঘাট হইতে উঠিয়াই একটি বৃহৎ ঠাকুরবাড়ী, সেখানকার সেবক প্রভুপাদকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লইয়া গেলেন। আমরা সকলে শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে সেই মন্দিরের বিগ্রহ দর্শন করিলাম।

মন্দির-সেবক প্রভুপাদকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তথায় কিছুক্ষণ উপবেশন করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করায় প্রভুপাদ উক্ত মন্দির-সেবকের অনুরোধ রক্ষা করিলেন। সর্ব্বাগ্রে বাদ্য, পরে সংকীর্ত্তন-দল, তৎপশ্চাতে প্রভুপাদের মোটর ও বিপুলজনতা। সহরের বহু সম্ভ্রান্ত লোক শ্রীল প্রভুপাদের অনুব্রজন করিয়াছিলেন। সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা কিয়দংশ ঘুরিয়া রামচন্দ্রের ভবনে উপস্থিত হইল। বাড়ীর দ্বারে রামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী ও অন্যান্য স্থানীয় মহিলাগণ শঙ্খ-কর্পূরাদি দ্বারা আরতি-পূর্ব্বক প্রভুপাদকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ভক্ত রামচন্দ্র রায় প্রভুপাদ ও ভক্তগণের জন্য নিজ-গৃহের অলিন্দ নানাভাবে সজ্জিত করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ আসন পরিগ্রহ করিলেন। স্থানীয় বহু পুরুষ ও মহিলা রামচন্দ্রের গৃহে সমবেত হইলেন। অত্যল্প ভিড়। সকলেই ফল-পুষ্পাদি দিয়া প্রভুপাদকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। স্থানীয় ব্যক্তিগণ শ্রীল প্রভুপাদের আলোকচিত্র গ্রহণ করিলেন। রামচন্দ্রের ইচ্ছানুযায়ী প্রভুপাদ তাঁহার গৃহের দোতালার উপর গমন করিলেন। তদ্দেশীয় প্রথানুসারে সকলে মিলিয়া স্তোত্রপাঠ করিতে করিতে শ্রীল প্রভুপাদের ধূপ-আরতি করিলেন : প্রথমে গুরুবন্দনা, তৎপরে রাধাকৃষ্ণার বন্দনা, তৎপরে কৃষ্ণস্তোত্র, আচার্য্য-পূজার স্তোত্রকীর্ত্তনে শ্রীরামচন্দ্রের ভবন মুখরিত হইল। গৃহ-প্রতীতি তিরোহিত হইয়া সেখানে সকলের হৃদয়ে গোলোক-প্রতীতির আবির্ভাব হইল। ধন্য সৌভাগ্যবান্ রামচন্দ্র ও তাঁহার গৃহস্থ সেবকগণ! সকলেই পূর্ব্ববৎ ফলাদি দিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। রামচন্দ্র স্বহস্তে প্রভুপাদকে ফল দান করিলেন। ফল-দান ব্যতীত সাধু-দর্শন করিতে নাই— ইহা এই দেশের একটি বিশিষ্ট বিচার।

শ্রীরামচন্দ্র রায়কে কৃতার্থ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ গোদাবরী ষ্টেশনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কক্ষ ষ্টেশনে অবতরণ করিলেন। সন্ধ্যার পরে মুক্তারাও-এর বাড়ীর সম্মুখে ছায়াচিত্রে সকলকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা প্রদর্শিত হইল। রাত্রি ১২টায় পাড়ীতে ব্রহ্মচারী শ্রীধরজীব ও শ্রীদেবকীনন্দন মঙ্গলগিরিতে শ্রীগৌর-পাদপীঠ-প্রতিষ্ঠার আয়োজনের জন্য যাত্রা করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ, পুরী
১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

বিহিতসম্মানপুরঃসরনিবেদন—

আগামী ৪ঠা আষাঢ় (১৩৬৯), ১৮ই জুন (১৯৬২) শনিবার দিবস শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের (শ্রীশ্রীল রাধাবল্লভমোহন ও শ্রীশ্রীবাসুদেবপুরচন্দ্রের) **শ্রীস্নানযাত্রা** হইতে ২২শে আষাঢ়, ৬ই জুলাই রবিবার **শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের রথযাত্রার** পর দিবস পর্য্যন্ত **শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম-মঠের বার্ষিক মহা-মহোৎসব** অনুষ্ঠিত হইবে। ১২শে আষাঢ়, ৬ই জুলাই রবিবার নিত্য-লীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের** অন্তর্ধান **বার্ষিক বিরহমহোৎসব** হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, ব্যাখ্যা, ভাগবত-ধর্ম্মবিষয়িনী বক্তৃতা, শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে। **সাত্বত-শাস্ত্রে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে যে, শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ হইতেই সমগ্র বিশ্বে সর্ব্ব-সাত্বত-ধর্ম্ম-সমন্বয়কারিণী শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিত হইবে।** অনবসর-কালে **ব্রহ্মগিরি আলালনাথ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে** শ্রীগৌরাঙ্গ-গমনে শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠানমুখে **মহামহোৎসব** হইবে। মহাশয়গণ অনুগ্রহ-পূর্ব্বক যোগদান করিলে পরমানন্দিত হইব।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু **শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ**
শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী
শ্রীঅতুলচন্দ্র বেদশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন
শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন

১০ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ১৩৩৯; ১১ই জুন, ১৯৩২ | ৪৩শ সংখ্যা

উত্তরাখণ্ড-শৈলে শ্রীল প্রভুপাদ

পাদ্মবিষয়ামি, অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে যুধিষ্ঠির মহারাজ পরিব্রাজকাচার্যবর্য্য মহাভাগবত বিদুরকে একটি শ্লোকের দ্বারা অভিনন্দন করিয়াছিলেন,—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো।

তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥

আপনার ন্যায় ভাগবতসকল স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। তাঁহারা অন্তঃস্থিত গদাধর শ্রীভগবানের পবিত্রতা-বলে পাপমলিন জনসকলকে পবিত্র এবং অতীর্থ স্থানসমূহকে তীর্থীকৃত করিয়া থাকেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য মহর্ষি গর্গকেও মহারাজ নব আর একটি শ্লোকের দ্বারা অভিনন্দন করিয়াছিলেন,—

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।

নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ॥

হে ভগবন্, দীনচেতা গৃহিগণের নিত্য-মঙ্গল-সাধনের জন্য মহদ্ ব্যক্তিগণ নিজেদের কোন কার্য্য না থাকিলেও কোনও প্রয়োজন-ছলে দীনচিত্ত ব্যক্তিগণের আবাসে গমন করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবন গঙ্গা-তরিবাক্য-বঞ্চিত—পাতক-বঞ্চিত স্থান-সমূহে শ্রীচৈতন্য-ভক্তাবতারের আবির্ভাব ও বিচরণের কারণ-নির্দ্দেশ-মুখে তত্তৎ স্থানের ভোগী ও বিষয়ী জীবকুলের উদ্ধার নির্ণয় করিয়াছেন। কুবিষয়ী, অতিবিলাসী ব্যক্তিগণ ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কামুক রোগী সকলবস্তুকে যেরূপ ভরিদ্বর্ণ দর্শন করে, কামুকগণ যেরূপ সকলই কামিনী দর্শন করে, তদ্রূপ কুবিষয়ি-সম্প্রদায় আত্মৌপম্যে অবিচিন্ত্যগতি মহা-ভাগবতগণের বিচরণ বিচার করিবার দৃষ্টতা করে। আবার এইরূপ ভ্রমপূর্ণ-দর্শনের পরিপোষক ও সমর্থকরূপে যখন আনুকরণিক পাষণ্ড ও ভণ্ড ব্যক্তিগণের তোষণময় আচরণ দৃষ্টান্তরূপে উপস্থিত হয়, তখন জগতের অসত্বত্ত গণকোটি সহজেই বঞ্চিত হইয়া পড়ে। তথাপি পরম কারুণিক,

লোক-কল্যাণেচ্ছু, মহাভাগবত, অচিন্‌বিলাসী, ভোগী, বিষয়ি-সম্প্রদায়ের মঙ্গল এবং অভক্ত-সম্প্রদায়ের বিরক্ত ও বিকৃত-বুদ্ধি অপসারিত করিবার জন্য লোকচক্ষে আপাত বিষয়ীর ন্যায় প্রতিভাত হইয়াও লোকের নিকট হইতে কৃত্রিম-ত্যাগীর প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির আশা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়া সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বপাত্রে সর্ব্বাধীন হরিসেবার জন্য উদ্ঘাটন করিয়া থাকেন।

শৈল-পরিবেষ্টিত কাশ্মীরে, শিলং-শৈলে, মসৌরী-শৈলে, দার্জ্জিলিঙ্গ-শৈলে, উটকামণ্ড-শৈলে—সর্ব্বত্রই শ্রীচৈতন্য-নিজ-জন কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলার পূর্ণতা প্রকট করিয়া ভোগানুসন্ধানকারী ব্যক্তিগণের ভোগ-স্রোতকে কৃষ্ণোন্মুখী করিয়া দিতে পারেন—ভোগোন্মুখগণের সেবোন্মুখী সুকৃতি উৎপাদন করিতে পারেন—গ্রাম্য কথায়, গ্রাম্য গালদায় উৎকর্ণ, উৎকণ্ঠ ব্যক্তিগণের কর্ণে হরিকথামন্দাকিনী-ধারা বর্ষণ করিতে পারেন। ভোগি-সম্প্রদায় শিলং-শৈলের প্রাকৃতিক মোহে মুহ্যমান হইয়া পড়ে, দার্জ্জিলিঙ্গের মোহিনীরূপে মোহপ্রাপ্ত হইয়া পড়ে, মুসৌরীর মায়াময়ী মূর্ত্তি মায়ামুগ হইয়া পড়ে, উটকামণ্ডের ভোগের ইন্দ্রজালের 'ইন্দ্র' হইবার চেষ্টায় পতনোন্মুখ 'ইন্দ্রগোপ'-কীটত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভোগানলের আহুতি হইয়া পড়ে। আর ত্যাগি-সম্প্রদায় ইহাতে ভীত, ক্ষুব্ধ ও অতৃপ্ত হইয়া কখনও হৃষীকেশ-শৈলে পলায়নপর হয়, কখনও বা বিদ্যালয়ের গহ্বরে লুকাইয়া বাতাহারী, দিগ্‌বাস, কৃত্রিম তপস্বী-রূপে ভোগি-সম্প্রদায়ের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির আনুষঙ্গিক উৎপাদন-কারী অন্তর্বিশেষে পরিণত হইয়া প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করে। প্রচ্ছন্নভোগী তথাকথিত ত্যাগি-সম্প্রদায় বাহ্যে ত্যাগের মুখোস পরিধান করিয়া কখনও বা সৎকর্ম্মীর বেষ গ্রহণ-পূর্ব্বক ভোগি-সম্প্রদায়ের উচ্ছিষ্ট-ভোজন ও তাহাদের ভোগবর্দ্ধনকারিণী সেবার জন্য উটকামণ্ড শৈলাদিতে দোকান খুলিয়া থাকে। মহামুক্ত, মহাবদান্য শ্রীচৈতন্য-নিজ-জন কখনও এইরূপ জীবহিংসা-কার্য্যে প্রণোদিত হন না। যেখানে ভোগিকুল—বিষয়িকুল ভোগ-সমূহের বার্ত্তা—কুবিষয়ের বার্ত্তা ও ক্রিয়া-মুদ্রাদির উপস্থিত, সেখানে শ্রীচৈতন্য-নিজ-জন প্রচ্ছন্নভাবেও কোনও প্রকার কু-বিষয়ের বার্ত্তা উপস্থাপিত করেন না; নিজের কোন কার্য্য না থাকিলেও কোন কার্য্যচ্ছলে—শ্রীল গুরুদেব গোস্বামী প্রভুর—পৃথিগণের গৃহ হইতে গো-দুগ্ধ ভিক্ষা করিবার ছলে—গো-দোহন-কালনায় অর্থাৎ দীনচেতাগণের সুকৃতি ও মঙ্গলোৎপাদনের কাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের আবাসে অযাচিতভাবে আসিয়া উপস্থিত হন। সেই শ্রীচৈতন্য-নিজ-জনের কোনও প্রাকৃত ইন্দ্রজাল-বিদ্যার মোহকরী শক্তি নাই—কোনও প্রকার অসৎকর্ম্ম বা সৎকর্ম্মের প্রলোভন নাই; আছে কেবল শ্রীচৈতন্য-কথার সম্পুট—শ্রীচৈতন্য-বার্ত্তার পসরা। তাই আজ শ্রীচৈতন্য-নিজ-জন উটকামণ্ড-শৈলে আসিয়া সেই শ্রীচৈতন্যবাণী-পসরাই স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন।

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত-গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য-নিজ-জন শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—যেরূপ মৃতবৎসা শোকাতুরা জননীর নিকট কেহ নানাপ্রকার পরিচ্ছদ, নানাপ্রকার ভোজ্যদ্রব্য উপস্থাপিত করিলে এবং সেই শোকাতুরা জননী অন্যমনস্কতাবশতঃ তাহা গ্রহণ করিলেও সেই সকল দ্রব্য তিনি বিলাসিনীর ন্যায় ভোগবুদ্ধিতে গ্রহণ করিতে পারেন না, সেইরূপ মহাভাগবতগণ পরিচ্ছদ, বসন-ভূষণ, নানাপ্রকার ভোজ্যদ্রব্য ও সুন্দর প্রাকৃতিক স্থান-সমূহের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও অন্যান্য অনাসক্তভাবে সর্ব্বদা কৃষ্ণবিরহানলে অভিষিক্ত হইয়া কৃষ্ণানুসন্ধানলীলা প্রকট ও কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যাঁহারা শ্রীচৈতন্য-নিজ-জনের অজ্ঞানতিমির-বিনাশক জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা-স্বরূপ পাদপদ্মরেণুর সঙ্গে-সঙ্গে অবস্থান করিয়া সেবোন্মুখচিত্তে তাঁহার চরিত্র, ক্রিয়া, মুদ্রা প্রভৃতি দর্শন করিবার সৌভাগ্য-লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই তৎকৃপা-বলে উপরি-উক্ত উক্তির যাথার্থ্য মর্ম্মে-মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-নিজ-জন কি জন্য গঙ্গা-হরিনাম-বর্জ্জিত স্থানে—কেন ভোগি-বিলাসি-সম্প্রদায়ের কৃষ্ণভোগ করিবার (?) দুর্ব্বুদ্ধি প্রাবিতস্থানে লোকলোচনে বিচরণ করেন, তাহার যথার্থ উত্তর শ্রীচৈতন্য-নিজ-জনের শ্রীপাদপদ্ম-রজ-কৃপায় উপলব্ধির বিষয় হয়, নতুবা তৎকৃপা-বঞ্চিত দুর্ভাগা-সম্প্রদায় পদে-পদেই বঞ্চিত হয়। এ-সকল কথা কি ভাষায় বলিলে লোকে বুঝিবে, তাহা আমরা জানি না; তবে মহাভাগবতের কৃপায় ইহা যে সেবোন্মুখ-গণের অকৈতব প্রত্যক্ষের বিষয়—ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই।

উত্তরাঞ্চল-ভ্রমণে এই সময় ভারতের প্রায় সকল অভিজাত সম্প্রদায়ই—ভারতের কোন পাশ্চাত্য-দেশবাসী বহু ব্যক্তিও এই সময় উপস্থিত হইয়া থাকেন। ভারত-রাজপ্রতিনিধি, মাদ্রাজ-শাসনকর্ত্তার শাসনপরিষৎ ও অন্যান্য রাজপুরুষ এই সময় নানাপ্রকার রাজনৈতিক কার্য্যে, মঙ্গল-কামনায়, স্বাস্থ্যসংরক্ষণমানসে এবং জীবকুলের আমোদ-প্রমোদ-বিলাস-ব্যসন-চিত্ত-বিনোদন আত্মনিয়োগ করিয়া পরম অমূল্য মুহূর্ত্তগুলি মনুষ্য-জীবনের সময়ক্ষেপ করিয়া থাকেন। হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে কালক্ষেপণই যে মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও সার্থকতা—মায়াদেবী, তাহার অনুচরবর্গ এবং তৎসহচর নানাপ্রকার বিলাসদ্রব্যাদি ইহা আরো অধিক বিষয় করান না। সৎকর্ম্মি-সম্প্রদায়ও হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন অপেক্ষা অন্যান্য [illegible] সৎকর্ম্মেরই জীবের অধিকতর প্রয়োজনীয়তা প্রচার করিয়া মানব-জীবনের একমাত্র পরম ও চরম প্রয়োজনকে নানা-প্রকার অনর্থক ব্যবধিকায় আবৃত করিয়া রাখে। পরদুঃখ-দুঃখী শ্রীগৌরসুন্দরশক্তি এই সময়ে একস্থানে সম্মিলিত অভিজাত-সম্প্রদায়ের নিকট পরম প্রয়োজনের বার্ত্তার পসরা লইয়া উপস্থিত হইবার জন্য সংঘমরূপ পরম যোগবলে উত্তরাঞ্চল-সৈন্যসংগ্রহণের বাধকীয় ক্লেশ-সৈন্যগুলিকেও উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন। ভোগি-সম্প্রদায় অধিকতর ভোগের জন্য অল্প ক্লেশকে উল্লঙ্ঘন করেন, আর কৃষ্ণানুসন্ধানলীলা-প্রদর্শনকারী পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য লোকের ভোগানুসন্ধানের ঘৃণিপাকার মধ্যেও কৃষ্ণানুসন্ধানের অধিকতর আগ্রহ ও চমৎকারিতা প্রদর্শনের জন্য পরিশ্রমণ-জনিত নানা প্রকার ক্লেশাধিক্যেও উদাসীন হন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান-পূর্ব্বক হরিকথা-কীর্ত্তন ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থ-প্রচারে প্রেরণা প্রদান করিয়া গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৩৯), ২৮শে মে (১৯৩২) শনিবার রাত্রি ৯-১০ মিনিটে "Blue Mountain Express"এ মাদ্রাজ হইতে স্থানীয় ভক্ত ও সজ্জনবৃন্দের দ্বারা অনুসরিত হইয়া তৎপর-দিবস প্রাতে প্রায় ৭-১০ মিনিটে 'কোয়িম্বেটোর' (Coimbatore) ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে শ্রীযুক্ত পি, ভি, বিশ্বনাথ আয়ার প্রমুখ স্থানীয় সম্ভ্রান্ত সজ্জন ব্যক্তিগণ পুষ্পমালিকা ও নানা উপায়নের সহিত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করেন। "Blue Mountain Express" বেলা ৮-৫০ মিনিটের সময় মেট্টুপোলেয়াম্ ষ্টেশনে Mettupaliyam) উপস্থিত হইলে গৌড়ীয়-সভাপতি শ্রীপাদ অরুণাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর আদেশে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে পুষ্প-চন্দন-মালিকা-দ্বারা অভ্যর্থনার্চ্চন করেন। স্থানীয় অধিবাসী সজ্জনগণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য নানা-প্রকার বাদ্যভাণ্ড, শঙ্খ-চক্রাদি চিহ্ন-শোভিত বৈজয়ন্তী ও নিশানাদির সহিত উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্থানীয় ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মিঃ এম, এস, রঙ্গস্বামী নাইডু; সারদা-নিধি ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী মিঃ জি, আর, কৃষ্ণস্বামী আইয়ার; স্থানীয় পুলিস-বিভাগের প্রধান ব্যক্তি মিঃ টি, রামচন্দ্রন্; স্থানীয় অধিবাসী মিঃ এম, ভি, রামচন্দ্রন্; সব্-ম্যাজিষ্ট্রেটের পার্সনেল অ্যাসিষ্টেণ্ট মিঃ সুব্রহ্মণ্য আয়ার; মিঃ পালমতি পিল্লাই; ডুয়ানিকারী মিঃ কে, কাণ্ডস্বামী চেট্টিয়ার; মিঃ এম, ভি, বালবিদ প্রভৃতি বহু সজ্জনব্যক্তি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে তাঁহাদের দেশে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত পিলল আইয়া স্বামী আয়ার, শ্রীযুক্ত পঞ্চম মুদালিয়র, শ্রীযুক্ত গোবিন্দ রাও, শ্রীনিবাস পেরুমল, মন্দিরের সেবক ও ব্রাহ্মণগণ নানাপ্রকার কীর্ত্তন-মণ্ডলী সংগঠন-পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদকে সংকীর্ত্তন-শোভা-যাত্রা-মুখে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের এই সকল অভ্যর্থনা সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিবার ইচ্ছা না থাকায় তিনি পরদিবস উত্তরাঞ্চলে সত্বর চলিয়া যাইবার উদ্দেশে তাঁহাদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন-মাত্র স্বীকার করিলেন।

ইতঃপূর্ব্বে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উত্তরাঞ্চলে শুভবিজয়-বার্ত্তাজ্ঞাপন ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের মোটর-যানে গৌড়ীয়-সভাপতি পণ্ডিতবর শ্রীপাদ অরুণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তি-নারদ গোস্বামী, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু; ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ রাসবিহারী ভক্তিজ্যোতিঃ; ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত প্যারীমোহনজী, 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ—এই ভগবন্মূর্ত্তি ১৩ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৩৯), ২৭শে মে (১৯৩২) শুক্রবার প্রাতঃকাল ৬ ঘটিকার সময় মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ হইতে

যাত্রা করিয়া বেলা ৭ ঘটিকার পথে মাদ্রাজ হইতে ২৮ মাইলের মধ্যে শ্রীরামানুজাচার্য্যের জন্মস্থান শ্রীপেরেম্বদুর মহাভূতপুরী দর্শন-পূর্ব্বক প্রায় ২০ মাইল চলিবার পর বামদিকে তিন মাইলের মধ্যে কাঞ্চি-(Conjeevaram) পুরী রেখিয়া গন্তব্যবাসভিমুখে অগ্রসর হন। মাদ্রাজ হইতে ৯০ মাইল চলিবার পর ৯-১৫ মিনিটে সকলে ভেলোরে (Vellore) উপস্থিত হইলেন। ভেলোর একটি বাণিজ্য-বহুল সহর, তথায় অনেক ব্যবসায়ী নানাপ্রকার ব্যবসায় করিয়া থাকেন। মুসলমান-ব্যবসায়ীর সংখ্যাই কিছু বেশী। সেখানে একটি ছত্রে অবতরণ, তথায় মধ্যাহ্নকৃত্য ও মহাপ্রসাদ সম্মান করিবার পর বেলা ১-১৫ মিনিটে সেই স্থান পরিত্যাগ করা হয়। ভেলোরে একটি পুরাতন বিষ্ণু-মন্দিরের 'গোপুরম্' এবং তাহার চতুর্দ্দিকে কেল্লার অতি বৃহৎ সুদীর্ঘ স্থানব্যাপী প্রাকার ও জলপূর্ণ পরিখা-বেষ্টিত স্থান দৃষ্ট হইল। এরূপ সুদীর্ঘ জলপূর্ণ পরিখা-বেষ্টিত মন্দির অন্যত্র খুব কমই দৃষ্ট হয়। মনে হইল, বিধর্ম্মিগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এইরূপ গোপুরম্ নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাকারের চতুর্দ্দিকেই সামান-সংস্থাপনের স্থান রহিয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গেল,—বর্ত্তমানে এই স্থানটীকে 'Fort-Round' বলা হয় এবং মন্দিরের পরিবর্ত্তে এই স্থান বিচারালয়ে (Court) পরিণত হইয়াছে।

ভেলোর (Vellore) হইতে যাত্রা করিয়া তিরুপত্তুর (Tiruppattur) হইয়া কৃষ্ণগিরির পথ দক্ষিণদিকে রাখিয়া যান ধর্ম্মপুরীর রাস্তার দিকে চলিতে চলিতে পথে একটী পার্ব্বত্য প্রবাহিনীর সাক্ষাৎ পাইল। ইতঃপূর্ব্বে তিরুপত্তুরে কতিপয় সংবাদ-দাতা উক্ত প্রবাহিনীর অস্তিত্ব-সম্বন্ধে মতানৈক্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু একটী ভরা-সন্ধ্যা বাকি পথে কোনও ক্রমেই ঐ নদী বিতরণিণী হইবে না বলিয়া বিশেষভাবে আশ্বাস-প্রদান ও ঐ পথই সংক্ষিপ্ত পথ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলে যান কৃষ্ণগিরির পথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ১০ মাইল অগ্রসর হইয়া পড়িল। কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ উল্লাসগামিনী কল্লোলময়ী এক প্রবাহিনী সেখানে যানের পথ রুদ্ধ করিয়া বসিল। কাজেই ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত প্যারীমোহনজী যানের গতি ফিরাইয়া আবার দশ মাইল পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইয়া 'মাধুর' গ্রামের প্রান্ত হইতে অপরাহ্ণ ৫-৩০ মিনিটে কৃষ্ণগিরির পথ ধরিলেন। কৃষ্ণগিরির ৬ই পথে কৃষ্ণগড়-গিরিমালা বিরাজিত। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে সেই পথে চলিয়া অপরাহ্ণ ৬-১৫ মিনিটের সময় কৃষ্ণগিরির সন্নিধীন হইলেন। কৃষ্ণগিরি-গ্রামে গমন না করিয়া মোটর-যান 'ধর্ম্মপুরী'র দিকে গতি পরিবর্ত্তন করিল এবং সন্ধ্যার পর ৭-৫৫ মিনিটে 'ধর্ম্মপুরী' রেলওয়ে-ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। ১৩ই জ্যৈষ্ঠ (১৩০৯), ২৭শে মে (১৯০২) কৃষ্ণগিরির বক্ষ যাত্রা স্থগিত থাকিল। মোটর-যান ঐ দিবস ২৩৭ মাইল চলিয়াছিল। রাত্রে ধর্ম্মপুরী রেলওয়ে-ষ্টেশন-মাষ্টারের সৌজন্যে বিশেষতঃ শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর কৃপায় সকলে হরিনাম-কীর্ত্তন ও রাত্রিকালে বিশ্রাম-সুযোগ পাইলেন।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ (১৩০৯), ২৮শে মে (১৯০২) শনিবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর আহ্বানে সকলে মোটর-যানে আরোহণ-পূর্ব্বক ধর্ম্মপুরী হইতে যাত্রা করিয়া বেলা ৭ ঘটিকার সময় সালেম (Salem) পৌঁছিলেন। সালেম অতীব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সুন্দর সহর। এখানে বৈদ্যুতিক আলোক, জলের কল, স্কুল, মিউনিসিপ্যালিটি —সকলই আছে। সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা ও বাগানাদি রহিয়াছে। সকলনিমন্ত্রিত পুরীর মধ্য দিয়া যান চলিতে চলিতে বাজারে উপস্থিত হইল। বাজার হইতে কয়েকটী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া মোটর-যান সালেম হইতে বেলা ১০-৩০ মিনিটের সময় 'অবিনাশী' (Avanashi) গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। 'অবিনাশী'তে আসিয়া শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু সেই দিবসই অপরাহ্ণে "মেট্টুপেলেইয়াম্" নগরে পৌঁছিবেন,—এই মর্ম্মে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট মাদ্রাজ-গৌড়ীয়-মঠে একটি টেলিগ্রাম করিলেন। 'অবিনাশী'তে মধ্যাহ্নকৃত্য ও প্রসাদ-সম্মানাদি করিয়া বেলা ২-৩০ মিনিটে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর নির্দ্দেশে সকলে মেট্টুপেলেইয়ামের দিকে অগ্রসর হইলেন। 'অবিনাশী' হইতে প্রায় ১১ মাইল গমন করিবার পর পথে 'অত্তুর' গ্রাম। শনিবার দিবস সেখানে হাট মিলে। হাট হইতে কয়েকটি প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য উপস্থিত হইয়া দেখা গেল যে, হাটটী অতিক্ষীণ। হাটে এমন জিনিষ নাই, যাহা পাওয়া যায় না। কয়েক মাইল

বিস্তৃত এত ব্রহ্মণ্যতার-পরিপূর্ণ হাট অন্যেকেই পূর্ব্বে আর কোথাও দেখেন নাই, একবাক্যে বলিলেন। কিন্তু হাটে প্রায় লোকেরই সমাবেশ; তথাকথিত ভদ্রলোক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অদূর হইতে ৩-৫০ মিনিটে রওয়ানা হইয়া মোটর-যানে সকলে অপরাহ্ণ ৪-২০ মিনিটের সময় মেট্টুপেলেইয়াম্ সহরে আসিয়া উপনীত হইলেন। মাদ্রাজ হইতে এই স্থান ৩২৮ মাইল, আর 'অবিনাশী' হইতে ২৪ মাইল।

'মেট্টুপেলেইয়াম্' নগর নীলগিরি বা উটকামণ্ড-শৈলের ঠিক পাদদেশে অবস্থিত। 'মেট্টুপেলেইয়াম্' হইতে মনে হয় যেন নীলমৌলি গিরিমালা উচ্চ শির, বিরাট্ বপু ও দীর্ঘ বাহু বিস্তার-পূর্ব্বক প্রস্তরগতি-লাভকারী পাপরাশি দেবতারূপে অথবা নিখর পাপরূপী ব্য, শ্রী উপবীত বেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আজ বুঝি তাহার অপরাধ ও দুষ্কৃতির অবসান হইল। কারণ, আজ তাহার দেহ অহৈতুক করুণাসিন্ধু সপার্ষদ শ্রীগৌর-নিজ-জনের পদরজঃচর্চ্চিত হইল। এতদিন তাহার দেহ কেবল বিষধর ও বিলাসিকুলের ক্রীড়া-ভূমিতে পরিণত ছিল, আজ তাহার অঙ্গে শ্রীচৈতন্য-জনের চরণরজোভিষেক হইল—শ্রীচৈতন্যবাণী-গঙ্গায় তাহার অঙ্গ প্লাবিত হইল।

মেট্টুপেলেইয়াম্ একটি ছোট সহর। কোয়েম্বেটোর ইহার head quarter। এখানে Sub-Magistrate ও একটি থানা আছে। বাজারে দোকানপত্র আছে, অধিকাংশ ব্যবসায়ীই মুসলমান। প্রতি শনিবারে এখানে হাট হয়। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহই বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র পাওয়া যায়। কয়েকটি Petroleum তৈলের দোকানও আছে। মাদ্রাজ-প্রদেশের সর্ব্বস্থানের ন্যায় এখানে অনেক-গুলি হোটেল আছে—কয়েকটী ব্রাহ্মণের হোটেলও আছে। শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু প্রমুখ ছয় মূর্ত্তি মোটর-যান হইতে অবতরণ করিয়া নবনির্ম্মিত Laocl men's Union Bunglow তে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই বাংলোটী 'ভবানী' নাম্নী একটি পার্ব্বত্য-প্রবাহিনীর উপরিদেশে অবস্থিত। পর্ব্বতের প্রপাত হইতে জলস্রোত প্রবাহিত হওয়ায় ইহার স্রোতবেগ খুব বেশী ও জল অত্যন্ত শীতল, গ্রীষ্মকালে সুখদ। কিন্তু জল অপরিষ্কার ও ঘোলাটে। স্থানীয় অধিবাসিগণ এই জল পান করিলেও কোয়েম্বেটোরের Sanitary Inspector এই জল না ফুটাইয়া পানীয়-রূপে ব্যবহার করিতে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়া দিলেন।

২৮শে মে, সন্ধ্যার পর শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ও 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বন্ধোবস্ত স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উটকামণ্ডে শুভবিজয়-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে সকলেই বিশেষ আনন্দিত ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভু স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট শ্রৌতবাণী-সমূহ কীর্ত্তন করিলেন। একজন আয়ার শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভুকে বেহালা ও অন্যান্য যন্ত্র-বাদন করিয়া তাহারই জনৈক যুবক-শিষ্যের দ্বারা তামিল ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক ভজন বা কীর্ত্তন করাইয়া শুনাইলেন। সেই ব্রাহ্মণটীর একান্ত ইচ্ছা যে, তিনি শ্রীল প্রভুপাদের অবতরণকালে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে সেই সঙ্গীত কীর্ত্তন-দ্বারা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণস্বামী আয়ার নামক এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ, ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ (পিতামহ) পূর্ব্বে কাশীপুরবাসী কনৌজ ব্রাহ্মণ ছিলেন; ইঁহার পূর্ব্ব নাম ছিল—কৃষ্ণগোবিন্দ মিশ্র; বর্ত্তমানে এই প্রদেশে অধিক দিন বাস করায় তিনি আচারে-ব্যবহারে তামিল-দেশীয় হইয়া পড়িয়াছেন; তাঁহার বর্ত্তমান নামও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিনি 'মিশ্র' হইতে 'আয়ার' হইয়াছেন এবং 'কৃষ্ণগোবিন্দ' হইতে "কৃষ্ণস্বামী" হইয়াছেন। তিনি জনৈক প্রসিদ্ধ Ex. M. L. Ca একটি বৃহৎ 'বাংলা'র তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। সেই ব্রাহ্মণটি তাঁহার বাংলোতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পদার্পণের জন্য বিশেষ আর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৩৯), ২৯শে মে (১৯৩২) রবিবার বেলা ৮-৩০ মিনিটের সময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁহার সঙ্গে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ; পণ্ডিতবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ ও আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন—শ্রীচৈতন্য-মঠের ট্রাষ্টীদ্বয়; অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য এম, এ; ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত সজ্জনানন্দজী; শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন ও

বাণত শিবরায় Blue Mountain Express হইতে অবতরণ করিলে স্থানীয় বহু ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ 'ভবানী' নদীর তীরস্থ ভবনে কিয়ৎকাল বিশ্রাম-রত শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী ও শ্রীমদ্ বনমহারাজের সহিত মিলন করিলেন।

'মেট্টুপেলেইয়াম্' হইতে উটী (Ooty) পর্য্যন্ত রেলওয়ে লাইন গিয়াছে। উটীতে ট্রেণেও যাওয়া যায়, আবার বাস, মোটরযান প্রভৃতিতেও যাওয়া যায়। প্রতিদিন তিনটি Up trains ও তিনটী Down trains গমনাগমন করিয়া থাকে। প্রাতঃকাল ৬ ঘটিকা, বেলা ১ ঘটিকা (এই ট্রেণটির সঙ্গেই Blue Mountain Expressএর যোগ আছে) ও বেলা ১১ ঘটিকায় তিনটী Up trains, 'মেট্টুপেলেইয়াম্' ষ্টেশন হইতে ছাড়ে। অপরাহ্ণ ৩টা, ৪-৪৭ মিনিট ও ৬-৫০ মিনিটে মেট্টুপেলেইয়াম্ ষ্টেশনে Down trainsগুলি পৌঁছে। বাস বা মোটর-যান প্রাতঃকাল ৮টা হইতে অপরাহ্ণ ৪টা পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতে পারে। 'শিলং' শৈলের ন্যায় এখানে Up & Down Bus or motor-car চলিবার কোনও নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। শৈলারোহণের রাস্তা এখানে বেশ ভাল ও প্রশস্ত। রাস্তা দিয়া দুইটী যান অনায়াসে একসঙ্গে গমনাগমন করিতে পারে। বাসে (bus) মেলে কনুর (Kanoor) নামক স্থানে 'বাস' (bus) বদল করিতে হয়। মেট্টুপেলেইয়াম্ হইতে কনুর ২০ মাইল; তথা হইতে উটকামণ্ড ১৯ মাইল। তৃতীয় শ্রেণীর যান-ভাড়া কনুর পর্য্যন্ত ৮/০ তের আনা, কনুর হইতে উটী ।০ আট আনা; Reserved Bus নিলে ভাড়া বেশী লাগে; ১৬ Seated ও ১ Seated বাস পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীমদ্ বন মহারাজ, আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন ও ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ্মীযোহনজী প্রভৃতি শ্রীগৌড়ীয় মঠের মোটর-যানে বেলা ১১ ঘটিকায় সময় যাত্রা করিয়া বেলা ১৯ ঘটিকায় সময় উটকামণ্ডে ১৪নং কনুর রোডস্থ "রঙ্গবিলাস" (Ranga Vilash) ভবনে পৌঁছেন। কনুরের পরে উটীর ছয় মাইল পূর্ব্বে হঠাৎ এক পসলা পার্ব্বত্য বৃষ্টি আরম্ভ হয়। উটকামণ্ড পৌঁছিলে মিঃ বিজয়রত্ন পিল্লাই প্রভৃতি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা ও বন্দনা করেন।

পৃথগ্ যানে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পদ্মবিদ্যাভূষণ বি, এ; পণ্ডিতবর শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিরঞ্জন গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রীপ্রভৃতি; আচার্য্য শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভৃতি এম, এ; শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ; শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন ও 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ দ্বি প্রহর ১২-২০ মিনিটে মেট্টুপেলেইয়াম্ হইতে যাত্রা করিয়া বেলা ২ ঘটিকার সময় কনুরে পৌঁছেন। রেলওয়ে লাইনের পাশে পাশেই 'বাস' বা মোটর-যানের পথ চলিয়াছে। দক্ষিণ-দেশের সর্ব্বত্রই মোটর-যান বা 'বাসের' ব্যবহার খুব বেশী। প্রথম-মুখে পথের দুই ধারেই খুব বিস্তৃত সুপারি-বন পথিকগণের নয়ন-পথে পতিত হয়। পাহাড়ে [redacted] সুপারি গাছ, কোথায়ও নাউ-গাছ ও নানাপ্রকার পার্ব্বত্য বনরাজি। পর্ব্বতের গায়ে-গায়ে পাকা রাস্তা গিয়াছে, রাস্তা বেশ সুন্দর ও প্রশস্ত; দুইটি বাস এক সঙ্গে গমনাগমন করিতে পারে। রাস্তা আঁকা-বাঁকা, চালকগণের সতর্কতার জন্য স্থানে স্থানে 'U', 'L', 'ত্রিকোণি' প্রভৃতি চিহ্ন রহিয়াছে। কোথায়ও বা 'Caution,' 'Hair-pin-bend','Danger', 'Dead slow' প্রভৃতি কথাগুলি লেখা রহিয়াছে। Hair-pin-bend-গুলি অতিক্রম করিবার সময় যান অত্যন্ত বাঁকাইয়া পড়ে। নীচের দিকে তাকাইলে দেখা যায়, শত সহস্র ফিট গভীর গহ্বর, পার্ব্বত্য নালা প্রভৃতি যেন গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদন করিয়া রহিয়াছে। পর্ব্বতে আরোহণ করিতে করিতে কোথায়ও বা পাহাড়ের চূড়াগুলির গায়ে কুয়াশা, কোথায়ও বা মেঘমালা বিচরণ করিতেছে। সময় সময় পর্ব্বতের গাত্র দিয়া ট্রেণ চলিতেছে দেখা যায়। ট্রেণের ইঞ্জিন পশ্চাৎ দিকে এবং প্রত্যেক গাড়ীর সহিত 'ব্রেক' আছে। স্থানে স্থানে ট্রেণের লাইনের মধ্যস্থলে কাঁটাযুক্ত আর একটী লাইন মেট্টুপেলেইয়াম্ হইতে কনুর পর্য্যন্ত চলিয়াছে। ঐ লাইনটী অতিরিক্ত ঢালু হইতে রক্ষা করিবার জন্য। মেট্টুপেলেইয়াম্ পর্য্যন্ত প্রশস্ত gauge এর লাইন; কিন্তু Ootyর গাড়ীগুলির সঙ্কীর্ণ gauge এর লাইন। মাঝে মাঝে জলপ্রপাত উচ্ছলিত ও প্রপাতজাত নালাগুলি প্রবাহিত হইতেছে। শিলং-শৈলের রাস্তার ন্যায় এখানে আরোহণের মুখে

অধিক 'উতরাই' নাই, 'চড়াই' রাস্তাই প্রায় ক্রমাগত চলিয়াছে। এইরূপ রাস্তার মধ্য দিয়া এই প্রদেশের অন্যান্য কেহ কেহ Cycle পর্য্যন্ত চালাইতেছে, ইহারা অধিকাংশই ধনীলোকের পুত্র অথবা ব্যবসায়ী; দ্রব্যাদি আনয়নের জন্য গমনাগমন করিতেছে। কিছু দূর আরোহণ করিবার পর 'উটী'র কতকটা মাঝপথে মুসলমান-সম্প্রদায়ের একটি কবর বা দরগা রহিয়াছে, সেখানে বহু মুসলমান একত্রিত হইয়া উক্ত স্থানের সম্মান প্রদর্শন করিতেছিলেন। যাইতে যাইতে মাঝপথে একটি পার্ব্বত্য নদী নয়নগোচর হইল। মাঝে মাঝে 'ছত্র', যাত্রী-চালকগণের বিশ্রাম-স্থান, তথায় চা ও কফির দোকান, স্থানে স্থানে মহিষ চরিতেছে। কো...ই, কফিগাছের বন, কোথাও চা-বন, স্থানে স্থানে অতীব সুন্দর বাঁশ-গাছ ও ইউকেলিপটাস (Eucalyptus) বৃক্ষ। প্রায় ১৫ মাইল আরোহণ করিবার পর বেশ ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে শীতের অনুভূতি জানাইয়া দিতে লাগিল। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু মাঝে-মাঝে তার-তার স্বরে "শুরু শুরুত-চরণ-রেণু ভজন-অনুকূল" প্রভৃতি দুই একটী সঙ্গীত গান করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে সঙ্গে একটী খোলও আসিয়াছে। সকলেই সযত্নে খোলটীকে রক্ষা করিতেছিলেন। গৌরজনের অভীষ্টানুসারে শুদ্ধভক্তগণের শ্রীমুখনিঃসৃত গৌরবিহিত কীর্ত্তন খোল-করতালের সহিত একদিন বর্ষির অন্তরালে, সাগরের মধ্যে, শিলং-শৈলে, সিমলা-শৈলে, মুসৌরী-শৈলে, দার্জ্জিলিং-শৈলে বা দুর্জ্জয়লিঙ্গে—হিমালয় হইতে কন্যা-কুমারিকা পর্য্যন্ত মুখরিত হইয়াছে; আর আবার উটকামণ্ড-শৈলে পশু-পক্ষী হইতে আরম্ভ করিয়া মানব-পর্য্যন্ত সকলের কর্ণে শ্রীগৌরকৃষ্ণ-নামসুধা-ধারা—শ্রীচৈতন্য- বাণী-মন্দাকিনী-ধারা ঢালিবার জন্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদে শৈলোপরি শুভ অভিযান করিয়াছেন।

ভক্তগণকে লইয়া মোটর-যান কনুর হইতে ২-২। মিনিটে রওয়ানা হইল। কনুরে আসিতে ছোট বড় প্রায় ২৫টী সেতু অতিক্রম করিতে হয়। কনুরে অনেকগুলি দোকান-পত্র আছে, লোকজনের বাসও আছে। এখান হইতেই স্থানে-স্থানে বাংলো আরম্ভ হইয়াছে। বাংলাগুলি অধিকাংশই বিলাতী ধরণের; খোলার চালা, নীচে কংক্রেট টীন. কাঠের মেজে। চতুর্দ্দিকে পাহাড়ের চালু জায়গায় ও নিম্নভূমিতে আলু, শাকসব্জি, মটর প্রভৃতির চাষ। ভক্তগণের যান প্রায় ৩৪ ঘটিকার সময় উটকামণ্ডে আসিয়া পৌঁছিল। উটকামণ্ডগিরি সমুদ্র-সমতল হইতে ৭৮০০ ফিট্ উচ্চ। ইতঃপূর্ব্বেই শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ বন মহারাজাদি কতিপয় ভক্তের সহিত মিঃ এন, সি, পি, স্বামীর রঙ্গবিলাসে (Ranga Vilas) আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ভবনটীর চতুর্দ্দিকেই পর্ব্বত ও তদুপরি অসংখ্য ইউকেলিপটাস্ বৃক্ষ। উটকামণ্ডের মত এত ইউকেলিপটাস বৃক্ষের সমাবেশ ও এত সুদীর্ঘ বৃক্ষ অন্যত্র বিরল। পাহাড়টীকে ইউকেলিপটাসের বন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রঙ্গবিলাসের সম্মুখে সযত্ন-রক্ষিত নানাপ্রকার পুষ্প ও সুরম্য বনরাজির উপবন। যখন ভক্তগণের যান আসিয়া পৌঁছিল, তখন প্রাঙ্গণে বিচরণ করিতে করিতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমালিকায় হরিনাম করিতেছিলেন। ভক্তগণ আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন। তখন মিঃ বিজয়রত্ন পিল্লাই তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনিও ভক্তগণকে দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কৃপা-পূর্ব্বক উটকামণ্ডশৈল-শিখরে আরোহণ করিয়াও নিরন্তর যে কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা সেবোন্মুখচিত্তে তৎকৃপায় অনুধাবন করিতে পারিলে প্রকৃত হরিভজনকারী হরিভজনের রহস্য-সম্পুট উদ্ঘাটিত দেখিতে পাইবেন, আর ভোগোন্মুখচিত্তে বা অন্যাভিলাষের সহিত কেহ তাহা দর্শন করিলে বঞ্চিত হইতে হইবে।

মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মীয়মান নাট্যমন্দিরের আনুকূল্যকারী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত টি পনিকল পিল্লাই মহাশয় গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৩১), ৩০শে মে (১৯২৪) সোমবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবাসে উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের চরণ বন্দনা ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করেন। মিঃ পিল্লাই মহাশয়ের সৌজন্য ও গৌর-জনের মনোঽভীষ্ট-সেবার চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুন্দর বন মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গোস্বামী ভক্তি-শাস্ত্রী প্রভৃতি প্রমুখ গুরুসেবকগণের সঙ্কল্প শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারের জন্য অবিশ্রান্ত প্রয়াসও আদর্শ-স্থানীয়।

অধ্যাপক-প্রবর আচার্য্য শ্রীপাদ অক্ষিতাক্ষ...

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে থাকিয়া ইংরেজী "শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য" ও "শ্রীবৈষ্ণবতোষিণী" গ্রন্থ-দ্বয় প্রকাশের কার্য্য অনেকটা অগ্রসর করিয়াছেন। উহকালওশৈলে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপা-বিতরণের অন্যান্য বার্ত্তা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

সাধু-দর্শন

[পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ-লিখিত]

অনেকেরই জীবনে সাধু-দর্শনের আগ্রহ দেখা যায়। সাধুর নাম শুনিলে বহু দূর দেশ-দেশান্তর হইতেও লোক অর্থাদি ব্যয় করিয়া সাধু-দর্শন করিতে যায়। বদ্ধজীব আমি মায়া-আবৃত লোচনে বলিয়া সকলকেই অসত্যকে 'সত্য' ভ্রম করিয়া কেবল প্রতারণার পর প্রতারণা ও লাঞ্ছনার পর লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছি। যখন আমি নিকপট হইয়া অযাচিতদাতা ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাই,—"হে অন্তর্যামিন্, হে ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারিন্, হে বন্ধুবর, আমাকে যথার্থ সাধুসঙ্গ প্রদান করুন, মায়া বন্ধিনীকারাগার হইতে আমাকে উদ্ধার করুন, অসত্য ও অসাধুর হাত হইতে আমাকে রক্ষা করুন, সাধু চিনিবার আমার নিজের কোনই সামর্থ্য নাই, আমি, এ যাবৎকাল নিজের মায়া-কবলিত বুদ্ধিও চক্ষুর মনের উপর নির্ভর করিয়া কত-ভাবে যে বঞ্চিত ও প্রতারিত হইয়াছি, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না, আপনি আমার নিত্য-বান্ধব, আপনি ব্যতীত আমার আর গতি নাই,"—এরূপ প্রার্থনা অবগত হইয়া আমার উদ্ধারের নিমিত্ত তখন করুণাপারাবার ভগবান্ তাঁহারই অভিন্নতনু সাধুকে আমার নিকট প্রেরণ করেন। সেই সাধু-মুখ-বিগলিত উপদেশ-শ্রবণে তখন আমার হৃদয়ের তাপ দূরীভূত হয়, হৃদয়ে আনন্দ উপস্থিত হয়। সাধু ভগবানের নিজ-জন। ভগবান্ যেরূপ নিখিল জীবের আকর্ষণকারী ও নিত্যানন্দ-প্রদানকারী, সেরূপ সাধুও সকলের হৃদয় আকর্ষণ করেন ও সকলকে নিত্যানন্দ প্রদান করেন। তাঁহার উক্তি-সমূহ আমাদের হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করে।

সাধুর লক্ষণ দুইটি,—একটী স্বরূপ ও অপরটী তটস্থ লক্ষণ। "কৃষ্ণৈক-শরণ হয় সাধুর লক্ষণ।" এইটীই সাধুর মুখ্য লক্ষণ; শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ উদ্ধবের নিকট সাধুর

দয়ালু, সহিষ্ণু, শম, ব্রোধশূন্যব্রত।
সত্যসার, নিষ্কপটাত্মা, পরহিতে রত॥
কামে অকুণ্ঠিত বুদ্ধি, দান্ত, অকিঞ্চন।
মৃদু, শুচি, সংযমিত ভোজী, শান্তমন॥
অনীহ, বৃতিমান, স্থির, কৃষ্ণৈকশরণ।
অপ্রমত্ত, সুগম্ভীর, বিজিত ষড়্‌গুণ॥
অমানী, মানদ, দক্ষ, অবঞ্চক, জ্ঞানী।
এই সব লক্ষণেতে সাধু বলি' জানি॥
এই সব লক্ষণ গ্রন্থে হয় দ্বি-প্রকার।
স্বরূপ-তটস্থ-ভেদে করিব বিচার॥
কৃষ্ণৈক শরণ হয় স্বরূপ লক্ষণ।
তটস্থ লক্ষণে অন্য গুণের গণন॥

কৃষ্ণভক্তের নামান্তরই সাধু। জীব কৃষ্ণভক্তি লাভ করিলে আনুষঙ্গিকভাবে তটস্থ গুণগুলি তাহাতে উদিত হয়। যেমন বটবৃক্ষ প্রথমতঃ বীজকে আশ্রয় করিয়া ক্রমে-ক্রমে প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হয়, সেইরূপ সর্ব্বসদ্‌গুণ-রাশির বীজ-স্বরূপ যে শুদ্ধা ভক্তি, তাহা লাভ করিলে ক্রমে-ক্রমে সমস্ত সদ্‌গুণই প্রকাশিত হয়। বীজকে অস্বীকার বা অবহেলা করিয়া শাখা-প্রশাখা-পুষ্প-ফলাদিযুক্ত বিশাল পাদপের কল্পনা করা যেমন বৃথা, মূলে কৃষ্ণ-ভক্তিশূন্য হইয়া সাধন-ভজনের সঙ্গে এবং ভক্ত্যধীন গুণগুলি লাভ করিবার প্রয়াসও তেমনি নিরর্থক। প্রাণ-হীন দেহে বহুমূল্য অলঙ্কারও যেমন শোভা পায় না, ভক্তি-শূন্য জীবেও তদ্রূপ বাহ্য গুণগুলি শোভা পায় না। আর মূল ছিন্ন না হইলে বৃহৎ শাখাদিই বা কয় দিন স্থায়ী হইবে? যাহাদের মন অসদ্বস্তুতে লিপ্ত, তাহারা যতই বড় সাধু বলিয়া পরিচিত হউক না কেন, তাহাদের সকল সাধনাই

বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য সাধ্য এবং ভক্তি ব্যতীত অন্য সাধন আছে মনে করেন অথবা কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণভক্তিকে কর্ম, জ্ঞান ও যোগেরই মত অন্য প্রকার সাধন মনে করেন, তাঁহারা নিজের চিত্তকে পরম মঙ্গল লাভ হইতে বঞ্চিত হন এবং অন্যকেও বঞ্চিত করেন। কৃষ্ণপ্রীতি-বাহারহিত হইয়া যত সাধনই তাঁহারা করুন না কেন, তাহা তুষাহুতি হইবে মাত্র। হরির অভক্তদিগের গুণ-সমূহ যে অস্থায়ী, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত (৫।১৮।১২) জানাইতেছেন। যথা—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বাহ্যাৎ॥

অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে যাঁহার নিষ্কামা সেবা-প্রবৃত্তি বর্ত্তমান, সত্ত্ব-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সমস্ত গুণের সহিত দেবতাবর্গ তাঁহাতেই সমাগ্‌রূপে অবস্থান করেন। হরি-ভক্তিহীন ব্যক্তি অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগরত বা গৃহাদিতে আসক্ত; সুতরাং হরিতে তাহার কেবলা ভক্তি নাই। তাহাতে মহদ্‌গুণগ্রামের সম্ভাবনা কোথায়? সে মনোরথের দ্বারা অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত।

সুতরাং সাধুর লক্ষণ-নির্ণয়ে অহৈতুকী ভক্তিই প্রধান বলিয়া সর্ব্বতোভাবে অনুসন্ধেয়। ভক্ত ব্যতীত সকলেই কামনার বশবর্ত্তী। ভক্ত-ব্যতীত সকল সাধকই নিজের বলিয়া কিছু করিয়া নিতে চায়। সকলেই দানের পরিবর্ত্তে কিছু প্রতিদান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চায়। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী ভগবান্ বলিয়া মুখে স্বীকার করিলেও ফলতঃ তাহাদের সাধন-ক্লেশের বদলে তাঁহার নিকট হইতে কিছু প্রতিদান আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু একমাত্র শুদ্ধ ভক্তগণ সেরূপ বণিগ্‌বৃত্তি অবলম্বন করেন না। তাঁহারা কৃষ্ণ-সেবার বাধক স্বীয় আনন্দকেও বিসর্জ্জন প্রদান করেন—অন্তরের উচ্চতম সিংহাসনে কৃষ্ণপ্রীতিকে বসাইয়া অনন্ত চিদ্বিলাসে অনুক্ষণ তাঁহারই আরাধনায় ব্যাকুল থাকেন। কোথায় কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিকামী ভক্তগণ! আর কোথায় আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিকামী অভক্তগণ! কোথায় কৃষ্ণভক্তিরসজ্ঞ কোকিলগণ! আর কোথায় শুষ্ক জ্ঞান-নিষ্ফলাস্বাদনকারী কাকসদৃশ অভক্ত নির্ব্বেদ জ্ঞানিগণ! কোথায় কর্ম্মীগণের বহু বাসনা-পরিতাপক্লান্ত শুষ্ক ভক্তগণ! এ জন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥

সাধু সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণানুশীলনে ব্যস্ত। তিনি নিজে যে বস্তুর সন্ধান পাইয়া আনন্দ লাভ করিতেছেন, অজ্ঞ, দুর্ভাগা জীবগণকেও তাহার অধিকারী করিবার জন্য সতত চেষ্টাযুক্ত থাকেন। তিনি যেই পরিমাণে ভজনোন্নতি করেন, সেই পরিমাণে জীবের প্রতি দয়ালু হন; তিনি নিজে জাগ্রত, তাই নিদ্রিত জীবগণকেও জাগ্রত করিবার জন্য বিপুল আয়োজন করেন। বদ্ধজীব নিজে নিজের দুর্দ্দশা উপলব্ধি করিতে পারে না; সে-জন্য সাধু অন্তের তাৎকালিক অপ্রীতি-ভাজন হইয়া নানা প্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়াও তাহার চরম মঙ্গলোদয় করাইবার জন্য যত্নবান্ হন। সাধু যেরূপ জীবকে আপনার করিতে পারেন, জগতের কোন আত্মীয়, কোন হিতৈষী ও কোন বন্ধুই তেমন আপনার করিতে পারে না। কারণ, তিনি যাঁহার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, তাঁহার অধিষ্ঠান প্রত্যেক জীবের চিত্তেই দেখিতে পান। তিনি জানেন, জীব-মাত্রেই কৃষ্ণ-দাস, সুতরাং বস্তুতঃ প্রত্যেক জীবই পরমাত্মার আত্মীয়। জীবে দয়া যে কৃষ্ণ-ভজনের অঙ্গ, তাহা তিনি মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করেন। যতদিন পর্য্যন্ত না কৃষ্ণের সহিত আমাদের সম্বন্ধ সমাগ্‌রূপে স্থাপিত হয়, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা জীবে-দয়ার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারি না। আত্মীয় কখনও আত্মীয়ের দুর্দ্দশা অথবা অমঙ্গল দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে না, সাধু জীব-মাত্রকেই আত্মীয় বলিয়া জানেন, তাই তিনি তাহাদের দুর্দ্দশা-মোচনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন। কৃষ্ণ-বিমুখতাই সকল জীবের চরম দুর্দ্দশা। উহাই অবিদ্যার মূল। অবিদ্যা হইতেই জীবের যত দুঃখ। সেই কৃষ্ণবিমুখতাকে যিনি দূর করেন, তাঁহার মত পরম দয়ালু আর কে আছে? জগতে যত দয়ালু ও দাতাগণ-বীরই থাকুক না কেন, কৃষ্ণ-ভক্তের মত এমন দয়ালু ও এমন দানবীর আর কেহই নাই। জগতের যাবতীয় দয়াই কোনও না কোনকালে মনোদয় করায়; কিন্তু সাধু-ভক্তগণের দয়া কোন দিনই মনোদয় করায় না। আমরা

এতই অভক্তিতে মত্ত যে, যাহারা আমাদের অভক্তির ইন্ধন প্রদান করে, তাহারাই আমাদের নিকট পরম হিতৈষী বলিয়া গণ্য হয়। যে-সাধু আমাদের মনের মত হন, তিনিই বড় সাধু অর্থাৎ যিনি আমাদের খেয়ালকে প্রশ্রয় দেন, তিনি আমাদের পরম প্রিয়। যে কথা কেবল আমাদের দেহ ও মনের তাৎকালিক শান্তি আনয়ন করে তাহা যে নিতান্ত অমঙ্গলজনক, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। জড়-ভোগৈকসর্ব্বস্ব, ঠিক সুখ-প্রয়াসী বদ্ধজীব আমরা সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের দয়া যে আমাদের অনন্ত মঙ্গলের প্রস্রবণ, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না। জন্ম-জন্মান্তর হইতে কৃষ্ণ-বিমুখতা-বশতঃ জড়ের সহিত আমাদের ভাব, চিন্তা, আদান-প্রদান ও সঙ্গ এতই গাঢ় হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহা হইতে "বিচ্ছিন্ন হইব," "আমাকে আর রাখিতে পারিব না," "এ রাজ্যে আর বাস করিতে পারিব না," "এ আত্মীয় আর আমাদের বলিয়া মনে করিব না"—এই সকল চিন্তাই আমাদের দুষ্কল মনকে কৃষ্ণের প্রতি উন্মুখ হইতে দেয় না—এই সকল অনর্থ কৃষ্ণ-ভজনে আমাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে দেয় না। কৃষ্ণভজন যে কত বড় জিনিষ, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা কি পরিমাণ ত্যাগ করিলে যে কৃষ্ণ-ভজন হয়, তাহা আমরা বুঝিতেছি না। কতকটুকু কুবিষয়রস ত্যাগ করিয়াই মনে করি যে, আমাদের কৃষ্ণ-ভজন হইতেছে। সম্মুখে পুঞ্জীকৃত অনর্থ রহিয়াছে, হয়ত' কয়েকটি অনর্থ অতিক্রম করিয়াছি বলিয়া "কেন কৃষ্ণ আমাদিগকে দয়া করিবেন না," এরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা করিতেছি। অনর্থ যে কত প্রকার, তাহার ইয়ত্তা নাই। যে বস্তু লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, তাহা যেমন সহজ নয়, তাহার জন্যও তত সহজ নয়। সাধুগণ আমাদের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য যে তাৎকালিক নির্দ্দয়তা ও কঠোরতা প্রদর্শন করেন, তাহা আমাদিগকে আত্মীয়-জ্ঞানেই করিয়া থাকেন। আমরা যদি তাহাদের দয়াকে সাধারণ জাগতিক দয়া হইতে কম মূল্যবান্ মনে করি, তবে নিশ্চয়ই অপরাধী হইব।

আমরা সাধুর অন্বেষণে কত তীর্থ, কত দেশ ও কত পাহাড়-পর্ব্বত ভ্রমণ করি; কিন্তু প্রকৃত সাধু কোথাও দেখিতে পাই কি? সাধারণ লোকের ধারণা,—'সাধুরা লোকালয়ে বাস করে না, তাহারা শীত-গ্রীষ্ম উপেক্ষা করিয়া অনাহারে অথবা ফলমূল আহার করিয়া নিবিড় জঙ্গলে কিম্বা কোন দুর্গম পাহাড়ের গুহায় অবস্থান-পূর্ব্বক দিবানিশি যোগে মগ্ন থাকে; তাহারা লোকের নিকট কিছু চায় না। যদি কোন লোক কোন গতিকে তাহাদের দেখা পায়, তবে তাহাদের কৃপাতে কত জনের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়, কত গরীব ধনী হইয়া যায়, কত দুর্জ্জন সবল হয়, কত রোগী নীরোগ হইয়া যায়। সাধুর আহার ত' ঈশ্বরই যোগাইবে, তাহারা আবার ভিক্ষা করিবে কেন? সাধুরা আবার ভাল দালান-কোঠায় থাকিবে কেন? তাহাদের আবার জামা, কাপড়, ইত্যাদির আবশ্যক কি? তাহারা লোকের সহিত কথা কহিবে কেন? তাহারা লোকের দ্বারে আসিবে কেন? তাহাদের বড় বড় মঠ-মন্দিরের কি আবশ্যক? বিপুল মহোৎসবেরই বা কি প্রয়োজন [illegible]-সম্বন্ধে এই প্রকার বহু প্রশ্ন লোক-মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। এক কথায় জগতের প্রায় শত পরিমাণ লোকই কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীকে সাধু শ্রেণীভুক্ত বলিবে। যেহেতু কৃষ্ণ-বিমুখ জীব কৃষ্ণ-বিমুখতার পক্ষই সমর্থন করিবে, মায়াবদ্ধাবস্থায় মায়ার প্রভুত্বকেই স্বীকার করিবে; অভক্ত, বঞ্চিত ব্যক্তিগণ অভক্ত বঞ্চক-গণের নিকটই যাইবে—নির্ব্বোধগণ তাহাদের বুদ্ধি-হীনতার বড়াই করিবে। এইরূপে জগতের গণ-গড্ডলিকা পরাক্ গতি অবলম্বন করিয়া জন্ম-জন্মান্তর নানা যোনি ভ্রমণ-পূর্ব্বক অশেষ দুর্গতি লাভ করিয়া থাকে। এই জন্যই পরদুঃখ-দুঃখী বৈষ্ণব-ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

জ্ঞানকাণ্ড, কর্ম্মকাণ্ড, কেবলি বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তা'র জন্ম অধঃপাতে যায়॥

(শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম)

আর প্রকৃত কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীই বা কয়জন? ইহাদের নামেও যে কত বেশধারী ভণ্ড লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহারও ইয়ত্তা নাই। কোটির মধ্যেও সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্তের অনুকরণ ত' উহাদের অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে চলিতেছে। কলির বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে অসাধুগণ কৃষ্ণভক্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদবীকে পর্য্যন্ত দখল করিতে সাহস করিয়াছে। রাবণের দুর্দ্দমনীয় ভোগ-পিপাসা যেমন স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও সমস্ত পৃথিবীর ভোগ্য-সামগ্রীকে ভোগ করিয়াও তাহাতে বিরত না হইয়া অবশেষে নারায়ণের

অঙ্কশায়িনী জগন্মাতাকে পর্য্যন্ত ভোগ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তেমনি বর্ত্তমানে অসুর-সদৃশ অভক্তগণ ভক্তিকে পর্য্যন্ত লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে চেষ্টা পাইতেছে। তৎকালে রাবণ যেরূপ আত্ম-বিনাশ-সাধন করিয়াছিল, তাহারাও তদ্রূপ অভক্তিপথাশ্রয়ী হইয়া আত্ম-বিনাশই লাভ করিতেছে। হায়! কত নিরীহ, সরল ব্যক্তি যে ইহাদের হাতে পড়িয়া অসহায় ছাগ-শিশুর ন্যায় মহামায়ার বলিরূপে উৎসর্গিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। আমরা চোরকে অনিষ্টকারী মনে করিলেও তাহারা আমাদের ভক্তিধন হরণ করিতে পারে না। কিন্তু ইহারা যে চোর হইতেও অধিক অনিষ্টকারী, যেহেতু ইহারা চিরতরে আত্মাকে ভক্তিধন হইতে বঞ্চিত করে। যখন যখনই ধর্ম্মের এরূপ বিপ্লব উপস্থিত হয়, তখনই ভগবান্ নিজে আসিয়া অথবা তাঁহার নিজ-জনকে প্রেরণ করিয়া দুষ্কৃতগণের বিনাশ ও আর্ত্তগণের উদ্ধার-সাধন করেন। কলির আগমনে যখন সত্যধর্ম্মে এরূপ গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল; তখন গোলোক-পতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রকৃত সাধুর আদর্শরূপে নদীয়াতে অবতীর্ণ হইলেন,—

সাধু পাওয়া কত বড় জীবের জানিয়া।
সাধু-গুরুরূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া॥

(শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত)

ভগবান্ জীবের প্রতি এত সদয় যে, যখনই জীবগণ শুদ্ধ সাধুসঙ্গের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়, তখনই তিনি অন্তর্য্যামী-সূত্রে হৃদয়ের সেই ভাব অবগত হইয়া তাহাদিগকে সৎসঙ্গ প্রদান করিবার জন্য নিজে সাধুরূপে অথবা নিজ-জনগণকে সাধুরূপে এই জগতে প্রেরণ করেন। স্বয়ং কৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণশক্তিই কৃষ্ণকে দান করিতে পারেন। সাধুরা কত বদান্য, কৃত মহৎ এবং কত দয়ালু, তাহা কোন বৈষ্ণব মহাজনের উক্তিতে স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে,—

কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।
আমিত' কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি'
ধাই তব পাছে পাছে॥

ইহজগতে একমাত্র সাধুই আমাদিগকে কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত করিয়া দিতে পারেন—একমাত্র তিনিই আমাদের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিতে পারেন। তাঁহার চেতন-বাণী আমাদের হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিয়া আমাদিগকে অশোক, অভয় ও অমৃত পারমপদের সন্ধান প্রদান করে। শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

কলিযুগপাবনাবতারী অভিন্নব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং সজ্জনকুল-মুকুটমণির লীলায় প্রকৃষ্ট আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সকল জীবকে সেই আদর্শের অনুসরণ করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। তিনি নিজে সাধুর আচরণ করিয়া অন্যকে সাধু হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। অশেষ ছাদনা, বহুবিধ প্রবঞ্চনা ও বহুরূপিণী মায়ার হাত হইতে কলির জীবকে রক্ষা করিবার জন্য অমন্দোদয়-দয়া-নিধি শ্রীচৈতন্যদেবের অকপট দাসানুদাসগণ আজ সাধুবেশে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-কারীকেই যথার্থ সাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সমস্ত বিশ্ববাসীকে তিনি কৃষ্ণ-কীর্ত্তনকারীর পরাকাষ্ঠানুসরণ করিয়া সাধু হইবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। সাধারণ শ্রীকৃষ্ণ এবং সাধনশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে যাঁহারা নিষ্কপটে আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারাই যথার্থ সাধু।

কোন প্রকার আগন্তুক অভিজ্ঞতা-দ্বারা সাধুকে চিনিতে পারা যায় না। রূপ দেখিয়া সাধুকে চিনা যায় না—বিদ্যা, বুদ্ধি, কুল ইত্যাদি দেখিয়াও সাধুকে চিনিতে পারা যায় না। ভগবানের কৃপা হইলে, সাধু-সঙ্গ-দ্বারাই সাধুকে চিনিতে পারা যায়। সূর্য্যের আলোকেই যেমন সূর্য্যকে দেখিতে পারা যায়, তদ্রূপ সাধুর কৃপাতেই সাধুকে চিনিতে পারা যায়।

বদ্ধজীব আমরা নিজের ক্ষমতায় সাধুকে চিনিতে পারিয়াছি মনে করিলেও কোন দিনই তাঁহাকে চিনিতে পারিব না। নিজের খেয়াল অনুসারে অসাধুকেই আমরা সাধু বলিয়া সাব্যস্ত করি এবং সাধুকে অসাধু বলিয়া—বুজরুকের ফাঁদে পড়িয়া আমাদের মঙ্গলের পথ চিরতরে রুদ্ধ করি। যে যতটুকু প্রকৃত সাধু-বস্তু নিবর্ত্তন করে, সে ততটুকু পরিমাণে সাধুকে দর্শন করে। সাধুর পরিপূর্ণ কৃপা-লাভ করিলে সাধুকে পরিপূর্ণরূপে দর্শন করিতে পারা যায়। সাধুর নিকটে গমন করিয়া তাঁহার কথা বিশ্বাসের সহিত শ্রবণ করিলে জন্ম-জন্মান্তরের দুষ্কৃতি দূর

ও ভবরোগের মলিনতা দূর হয়, হৃদয়ে তখন নির্মল আনন্দ ও অপার শান্তি লাভ করা যায়।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সাধুর দর্শনেই যে পাপ দূরে যায়, তাহা সরল ভাষায় বলিয়াছেন,—

কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।
হেন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়॥
গঙ্গার সরল চিত্তে পড়িতে পারল।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥

ইহাদের স্পর্শ না করিলে তাঁহার পাবনীশক্তি পাপীর পাপ দৌত করে না। কিন্তু সাধুর দর্শনেই হৃদয় হইতে পাপতমঃ দূরীভূত হয়। বহুকাল তীর্থ-দর্শন ও তীর্থ-বাস-ফলে যাহা লাভ হয় না, ক্ষণ-তীর্থ—সাধুর সঙ্গে সেই পরমার্থ-ধন অতি অল্পেই লাভ হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

তদ্বিদ্ধি ভাগবতানাং তীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো।
তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥

(ভাঃ ১।১৩।১০)

তীর্থ-সকল পাপিজনের সংস্পর্শে মলিন হইলে পুনরায় তীর্থীভূত সাধুগণ তাঁহাদের তদবস্থিত গদাধরের প্রভাবে উহাদিগকে যথার্থ তীর্থে পরিণত করেন।

পারমার্থিক আলোচনা-সম্মিলনীর
চতুর্থ দিবসের অধিবেশনে

শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ১০ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যার পর]

ভবরোগকে আমি deprive করব—কণা দেখিয়ে দিব—আমার সুবিধা ক'রে নিব; কিন্তু জানি না, কি ক'রে সুবিধা হয়। ত্রিপুটী বিনষ্ট হ'য়ে গেলে আমার সুবিধা হ'বে মনে করছি। 'চিন্ময়' হ'য়ে যা'ব আমি! আমার নিত্য-চিদ্বিলাস আমি চাই না,—যেহেতু, অচিদ্-বিলাস আমাকে 'জুজু' দেখিয়ে দিচ্ছে। সেই জুজুর ভয়ে আমি ভীত। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

তাবদ্ ভয়ং দ্রবিণগেহসুহৃন্নিমিত্তং
শোকং স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥
তস্মাদ্ বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্ব-
ত্বীণাদপেতমবিদর্য্যরোঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং
ভক্তৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

যে ছায়াগুলো আমি সংগ্রহ ক'রেছি, সেই ছায়াগুলো আমায় পকেটে ক'রে রাখতে হ'বে—মরে গেলে সব ছায়াগুলো রেখে যা'ব। এই হাতে ক'রে রেখেছি যে টাকা, তা' ছেড়ে চ'লে যেতে হ'বে। যে জ্ঞানটুকু বিশ্ব হ'তে সংগ্রহ করেছি, তা' ছেড়ে চলে যেতে হ'বে। আমি এই হৌহ-জগতে posted হ'ব, না কোথায় posted হ'ব, জানি না; কারণ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড। যে-সব বিষয়কে আমি 'সম্পত্তিযোগে গ্রহণ করেছি ও করছি, সেই সকল সম্পত্তি নষ্ট হ'য়ে যায়—এ প্রত্যক্ষ দেখেছি। খানিকক্ষণের জন্য অর্জ্জন—অর্জ্জিত দ্রব্যকেও আবার হস্তান্তরিত করতে হয়। অবাস্তব-বিচারে ব্যস্ত আমি—বস্তুর দ্বারায় ব্যস্ত আমি—বস্তুর প্রতি ব্যস্ত নহি। অভাবগ্রস্ত যে আমি ত্রিবর্গ-সংগ্রহ করবার জন্য প্রস্তুত—পুণ্য-সংগ্রহ করবার জন্য প্রস্তুত—আমার সেই সকল ঘর কেবল আমার aggrandisement এর জন্য—আমার ঘাড়ে ছোলা দাও—আমি পাখী।

কিন্তু আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণ কয় মিনিটের জন্য? এই ইন্দ্রিয়ও থাকবে না—বৃত্তিও থাকবে না। স্বর্গ (paradise), 'বিহিতা' আমাকে ভবিষ্যতে সুখ দিবে, ইহা কেবল ভোগ-দেওয়া-বুদ্ধি। ইহ-জগতে আমি ভোগ চাই না—অমনি কেবল 'বুদ্ধ' হ'য়ে যা'ব—আমার মুক্তির জন্য যে ইচ্ছা, তাহাও অবাস্তব।

ব্রহ্ম-সাযুজ্য তত অপরাধজনক নয়, ঈশ্বর-সাযুজ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপরাধজনক। ব্রহ্ম—কেবল জ্ঞান-মাত্র। সেটা virtually cessation of conception and perception.

সুখের প্রার্থী আমরা সকলেই। সুখের মধ্যে কোনরূপ দুঃখ এসে উপস্থিত না হয়, এরূপই আমরা চাই। ভুক্তি-মুক্তিতে থাকা মানে—লাইনীর হাতে থাকা। 'মুক্তি' ব'লে যে জিনিষটা অহংগ্রহোপাসক বিচার করেন, সে জিনিষটা অন্ধতিমিরবৎ। Impersonalistদের মুক্তি—বিকারের মধ্যে মুক্তিকে স্থাপন করা; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।"

স্বরূপে অবস্থান করা মানে—ভক্তিতে অবস্থিত থাকা। 'অনিত্য' কখনও 'নিত্য' হ'তে পারে না; 'নিত্য' কখনও 'অনিত্য' হ'তে পারে না। 'নিত্য' ও 'অনিত্য' যদি কোথায়ও একস্থানে থাকে, সেটা হচ্ছে—তটস্থাবস্থা।

ভক্তির মুখ-দর্শন কি প্রকারে উদিত হ'বে—যদি ধর্ম্মার্থ-কাম চরম কল্যাণের বস্তু ব'লে বিবেচিত হয়? যে প্রীতিকর ধর্ম্ম বর্ত্তমানে আমাদের নিকট পরম অপ্রীতিকর ব্যাপার, তা'কে বাধা দিবার জন্য যত-প্রকার কঠিন শুষ্ক তর্কশাস্ত্রের কথাগুলি, তা'র মূল্য কতটুকু?

ভুক্তি-মুক্তি-কামীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা দুরাকাঙ্ক্ষা স্মরণ ক'রে ভগবদ্ভক্ত হাত সম্বরণ করতে পারেন না। কিন্তু তাঁ'রা অনেক সময় হাত করেন না ব'লে ভুক্তি-মুক্তি-কামী মনে করেন যে, ভগবদ্ভক্তগণের বুদ্ধি কম।

যে ভক্তির কথা বলা হচ্ছে, সেই ব্যাপারটা কি? আমি কর্ত্তা, আমি কৃষ্ণকে ক'রে আমার মনগড়া ভাল ক'রে নিব—এটা হলো—কর্ম্মকাণ্ড। এতে যথেচ্ছাচারিতা বা দৎকর্ম্ম-প্রবৃত্তি আছে। সকলেই কর্ম্মী—কেহ পাপিষ্ঠ, কেহ পুণ্যবান্। যেমন আমসত্ত্ব—আমের রস শুকিয়ে নেওয়া যায়। তরল একপ্রকার অবস্থা, আর একটী অবস্থা শুকিয়ে নেওয়া ঘন অবস্থা। আমি আর একটি উদাহরণ দিচ্ছিলাম, সভ্য-সমাজে তা' বলতে ইচ্ছা করি না। ভক্তি এরূপ ধরণের পরিবর্ত্তনশীল বস্তু নয়।

অধোক্ষজ কৃষ্ণজ্ঞানাতীত যে জ্ঞানের কল্পনা, তা' 'অভক্তি'। কৃষ্ণজ্ঞান ভক্তির অনুকূল। যিনি যে পরিমাণ সেবা করেন, তিনি অপ্রাকৃত কৃষ্ণজ্ঞানে ততদূর সমৃদ্ধ হন।

শ্রীল রূপগোস্বামী শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট "ভক্তি"র সংজ্ঞা শুনেছিলেন:—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

ইহাই অবিমিশ্রা বা শুদ্ধা ভক্তির সংজ্ঞা। "আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং"—এটাই ভক্তির স্বরূপলক্ষণ। কেহ বলছেন,—নারায়ণের অনুশীলন, বিষ্ণুর অনুশীলনই 'উত্তমা ভক্তি', কেহ বা বিষ্ণুপর্য্যায় পরিত্যাগ ক'রে স্বতন্ত্র দেবতাভক্তি, কেহ পিতৃভক্তি, দেশভক্তি প্রভৃতিতে 'ভক্তি'-সংজ্ঞার সংযোগ করছেন। অবিমিশ্রভক্তিতে শুদ্ধভক্তির উদাহরণ বা সংজ্ঞা, তা' 'ভক্তি' পদবাচ্য নয়। কেবলা ভক্তি—সর্ব্বোত্তমা ভক্তি, একমাত্র কৃষ্ণানুশীলন। সঙ্কীর্ণ রক্তিজাত নারায়ণ-ভক্তি, বিষ্ণুভক্তি প্রভৃতি 'ভক্তি'-পদ-বাচ্য; কিন্তু তা' 'উত্তমা ভক্তি' নহে। কৃষ্ণের অন্যান্য অবতারের প্রতি ভক্তিতে ভক্তির পরিমাণ কম হ'য়ে যায়—ভক্তির পূর্ণপ্রসঙ্গ পরিমুক্ত হয় না। বিষ্ণু-পর্য্যায়ে যে-সকল মূর্ত্তি, তা' কৃষ্ণেতর নন, এক মূল দীপ হ'তে অপর বহু দীপ প্রজ্বলিত হোয়ার ন্যায়। আর দেবতার বিচার বিষ্ণু হ'তে অন্য স্তরে স্থাপিত। বিষ্ণুর অবতারসমূহ—মায়াগ্রস্ত নন; তাঁরা সকলেই মায়াধীশ।

কৃষ্ণানুশীলন ঠিক বিষ্ণুর বা বিষ্ণুর অবতার-সমূহের অনুশীলনমাত্র নয়। বিষ্ণুর অনুশীলনকেও ভক্তি বলা যায়—তা' 'অভক্তি' জাতীয় বস্তু নয়। কিন্তু ভক্তির gradation আছে, doseএর কম হচ্ছে। তটস্থ বিচারে সেবোন্মুখতা কিছু কম; কিন্তু তা'তে adulteration বা অনিত্যতা কিছু নাই। তটস্থ বিচারে কম হ'লেও তাঁরা নিজেরা পরিপূর্ণ। প্রাকৃত জগতের খণ্ড বস্তুর ধর্ম্মের ন্যায় অপরিপূর্ণতা বা ন্যূনতা বিচার সেখানে নাই। কিন্তু যা' মায়ার দ্বারা আবৃত, তা'কে বিষ্ণু ব'লে কল্পনা করা ও তা'তে, "ভক্তি"র আরোপ করা—বিষ্ণুবিদ্বেষ; যেমন—'দরিদ্রনারায়ণ' প্রভৃতি কল্পিত শব্দ—চেতনধর্ম্মে ঘোরাপরাধ—অবাস্তব জ্ঞানের দ্বারা বিদ্ধ হওয়ার অবস্থা। 'গৌড়ীয়-হাসপাতাল' এই ব্যাধির সুষ্ঠু চিকিৎসা করছেন। 'কৃষ্ণ' ব্যতীত—'বিষ্ণু' ব্যতীত অন্য বস্তুতে ঈশ্বরজ্ঞান—একটা ভয়াবহ ব্যাধিবিশেষ। সেই ব্যাধি নিরাময়ের জন্যই "গৌড়ীয় হাসপাতাল" খোলা হ'য়েছে।

"ভক্তি"র কথা শুনলে অভক্ত-সম্প্রদায় যেরূপ

আসে উঠেন। আমরা যা' নিয়ে আছি, তা' নষ্ট হ'য়ে যা'বে। শ্রীগৌরসুন্দর বলেছেন,—যোগ্য-অযোগ্য বিচার না ক'রে—এই পরমশুদ্ধজ্ঞান ভক্তির কথা যা'কে-তা'কে বল। এজন্য তিনি শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন দু'জন সেনাপতি পাঠিয়ে দিলেন—পশ্চিমদেশে, নিজে গেলেন—দক্ষিণদেশে, আর হরিদাস ও নিত্যানন্দকে পাঠালেন—গৌড়দেশে।

এরূপ ধরণের missionary systemএর প্রচার পরবর্ত্তী কালেও শুনতে পাই। আমাদের কাণাদোষে বিগত তিন শত বৎসরের ইতিহাসের মধ্যে 'ভক্তি'-শব্দের যথার্থ ব্যাখ্যা উঠে গেছে বাঙ্গালা ও তাহারই পর হ'তে।

শ্রীল রূপ-প্রভু 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে 'ভক্তি' শব্দের যথার্থ ব্যাখ্যা—অবিকৃত ব্যাখ্যা ক'রেছেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর 'ভক্তি' শব্দের ব্যাখ্যা বাঙ্গালা-ভাষায় করা হ'য়েছে। কিন্তু সেই বাঙ্গালা পরারেরও অন্য প্রকার অর্থ হ'চ্ছে।

শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীগৌরসুন্দরকে দিয়েছিলেন—'ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু'। শ্রীগৌরসুন্দর সেই গ্রন্থকে সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন ক'রে দিয়েছেন, সেই গ্রন্থের কথা যদি আমরা স্বীকার না করি, তা' হ'লে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হ'বে।

অঘ, বক, পূতনা, দন্তবক্র, শিশুপাল প্রভৃতি প্রতিকূল অনুশীলন ক'রে Theism নষ্ট করতে চেয়েছিল। সব-গুলোকে কৃষ্ণ বেশ ক'রে বিনাশ ক'রেছিলেন।

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনই Theism proper. চিত্রক, রক্তক, পত্রক, শ্রীদাম-সুদাম, শ্রীনন্দ-যশোদা, ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলনকারী। ইঁহাদের পর্য্যায়ে ইঁহাদের আনুগত্যে যত লোক উদিত হ'য়েছেন, তাঁ'রা সকলেই অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনকারী।

ভগবত্তার পুরুষোত্তমত্ব (Personality of God-head) নষ্ট করব—এই দুর্বুদ্ধিটা চেতনের বৃত্তিটি নষ্ট করবার চেষ্টা; চেতনের বৃত্তিটার অপব্যবহার যদি কেহ করেন, তা' তিনি করতে পারেন।

কিন্তু অনুকূলভাব কৃষ্ণের অনুশীলন করা আমাদের দরকার। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির বিচার থাকলেও জ্ঞানের দ্বারা আবৃত হ'য়ে আছে—আত্মার কেবলা অপ্রতিহতা বৃত্তি। কেবলা ভক্তি আত্মার বৃত্তি—unalloyed function of the soul—জ্ঞানটা বিপরীত জাতীয় বস্তু। জ্ঞান হচ্ছে—নিজ-কর্ত্তৃক সেবাপরতা, ভক্তি—সেবাপর আত্ম-চেষ্টা। জ্ঞান যদি নিজ বাহাদুরী—সুবিধা লাভালাভ ভগবদ্বস্তুকে আক্রমণ করে, তবে সেই জিনিষটা পঙ্কাঘাত-গ্রস্ত হ'য়ে যায়। কর্ম্মাবরণ বা জ্ঞানাবরণ থাকা-কালে 'ভক্তি' ভেদ... বিপরীত জিনিষের সহিত মিশ্রিত হ'য়েছে। রামানন্দি-সম্প্রদায়ে বিদ্ধাভক্তির বিচার। রামের উপাসনা—রামের প্রতি ভক্তি ক'রেও ফল-কালে একীভূত হওয়ার জন্য চেষ্টা। শ্রীরামানুজাচার্য্যের তাহা তাঁ'রা আলোচনা করেন না। অযোধ্যাবাসী রামানন্দি-সম্প্রদায় রামানুজীয় বিচার হ'তে পৃথক্। কোন কোন রামানুজীয়ও এখন রামানন্দীয় বিচার গ্রহণ করছেন। তাঁ'রা লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজার পরিবর্ত্তে সীতারামের পূজা এবং 'যোগ-বাশিষ্ঠ' পড়তে গিয়ে শঙ্করের বিচারে প্রবেশ করছেন। কেহ কেহ শাক্তোপাসক হ'য়েও পড়ছেন—দেবীভক্ত পূজা করছেন।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের বিচার তা' নয়। অন্য দেবতার পূজা করতে গেলে তা'তে অন্যাভিলাষ এসে উপস্থিত হয়—অব্যভিচারিণী ভক্তি বিনষ্ট হয়। অন্য দেবতান্তর পূজা—'ভক্তি' নহে,—তা' অন্যাভিলাষময়ী অভক্তি।

আমাদের নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হ'য়েছে। সুতরাং আজকের মত আমরা বক্তব্যের উপসংহার করছি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

প্রচার-প্রসঙ্গ

মেদিনীপুরে—শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ এবং শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার অন্যতম সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় প্রমুখ প্রচারকগণ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত জামিরাপান-গড়ের তৃপ্তা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রদাস মহাপাত্র জমিদার মহোদয়ের ভবনে গত ৪র্থ জ্যৈষ্ঠ হইতে ৭ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, কীর্ত্তন ও ছায়াচিত্র-প্রদর্শনমুখে সনাতন-ধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়াছেন। স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসী বহুলোক আচারবান্ প্রচারকগণের নিকট শুদ্ধ আত্মধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় লাভবান হইয়াছেন।

স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত রামবাবুর সরলতা ও সেবাচেষ্টা-দর্শনে প্রচারকগণ অতিশয় প্রীত হইয়াছেন। যৌবনে ধনমদে জীবের অনেক স্থলেই দুর্গতি দেখা যায়। কিন্তু রামবাবু সেরূপ নহেন। গৃহদেবতা শ্রীরাধাগোপীনাথ-জীউর সেবা লইয়া তিনি ব্যস্ত। তাঁহার ভক্তিমতী জননীদেবী এবং সহধর্ম্মিণীর সেবাও উল্লেখযোগ্য। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রামবাবু হরিকথা-প্রচারার্থ আনুকূল্য করিয়াছেন।

উপরি-উক্ত জামিরাপানগড়-নিবাসী স্বধামগত শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ দাস মহাপাত্র মহাশয়ের সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দাস মহাপাত্র এবং তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণা কন্যা শ্রীমতী মেনকা সুন্দরী দাসী ভগবদিচ্ছাক্রমে দুর্গাপ্রসাদ বাবুর আত্মার কল্যাণোদ্দেশে তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে স্মৃতিরক্ষার্থ শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে কোন আহ্নিক কার্য্যের জন্য দান করিয়াছেন এবং 'হরিভক্তিবিলাস' মতে তাঁহার বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ যাহাতে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের দ্বারা শ্রীগৌড়ীয় মঠে সুসম্পন্ন হয়, তজ্জন্যও ব্যবস্থা করিয়াছেন।

দুর্গাপ্রসাদ বাবু কিছুদিন পূর্ব্বে কুম্ভমেলার সময় শ্রীপ্রয়াগধামে আত্মীয়বর্গসহ উপস্থিত হইয়া অনেকগুলি সদনুষ্ঠান-দ্বারা এবং শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের শ্রীবিগ্রহের সেবায় অল্প ছয় বিঘা জমি ও দুগ্ধবতী সবৎসা গাভী-দানে সেবা করিয়াছিলেন। এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি স্বগ্রামে তৃণ্যদান করিয়া স্থানীয় ব্রাহ্মণমণ্ডলী ও প্রতিবিশিগণের নিকট প্রশংসার পাত্র হইয়াছিলেন। তিনি আমাদিগের নিকট সুপরিচিত। শেষ জীবনে তাঁহার এই পারমার্থিক চেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ।

এই সকল কার্য্যে জামিরাপানগড়ের জমিদার পরম ভাগবত বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দাস মহাপাত্র মহাশয়ের সেবাচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁহার স্বভাব-সুলভ বৈষ্ণবোচিত আচরণের দ্বারা অল্প বয়সেই শুদ্ধ-ভক্তগণের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

পুরুষোত্তমে—আচার্য্যকুলমুকুটচূড়ামণি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ পুরী শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের বার্ষিক মহোৎসবের সেবাভার-প্রাপ্ত হইয়া কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ বর্ত্তমানে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে অবস্থান-পূর্ব্বক সমাগত ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা-কীর্ত্তন এবং প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

স্বামিজী মহারাজ গত ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ৫ই জুন রবিবার অপরাহ্ণে স্থানীয় সব্‌ডিভিসনাল অফিসার ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু মহাশয়ের সাদর অভ্যর্থনায় তাঁহার বাসা-বাটীতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের কতিপয় শ্লোক ব্যাখ্যা করেন। প্রতি রবিবারে শ্রীযুক্ত মন্মথবাবুর বাসায় অবসরপ্রাপ্ত কতিপয় সজ্জন গীতা আলোচনা করিয়া থাকেন। সেদিন ত্রিদণ্ডি স্বামিজী মহারাজ গীতা পাঠ করিবেন শুনিয়া সহরবাসী ও সহর প্রবাসী বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তথায় সমবেত হন। সদ্‌গুরুপদাশ্রিত আচারবান প্রচারকের মুখে শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, উপনিষৎ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের বাক্য-সমূহের সহিত গীতার্থের সামঞ্জস্য এবং শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত-মূলক ব্যাখ্যা-শ্রবণে সকলেই এত মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, পাঠের

২৪ ঘণ্টা সময় কোনদিন দিয়া চলিয়া গেল, কেহই তাহা করিবার অবকাশ পান নাই। বাগ্মিবর মহারাজের শ্রীমুখে তাঁহার শেষ পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা শ্রবণের জন্য শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়—অবসরপ্রাপ্ত জজ্‌স্ পাটনা হাইকোর্ট; কে. ডি. ঘোষ অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জন; শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট এবং সেসন জজ মুঙ্গের; রায় রাজকিশোর ঘোষ বাহাদুর—অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং দেওয়ান পূর্ণিয়া; শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল সরকার ভূতপূর্ব্ব প্রাইভেট্ সেক্রেটারী—(মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর); শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী—রামকৃষ্ণ মিশন; শ্রীযুক্ত কালী-প্রসাদ দাহিড়ী; রায়সাহেব শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ অবসর-প্রাপ্ত রেজিষ্ট্রার পাটনা সেক্রেটেরিয়েট; শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ সরকার; শ্রীযুক্ত গীরেন্দ্রনাথ সেন; শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ পালিত এড্‌ভোকেট্, রেঙ্গুন; শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইঞ্জিনিয়ার, পুরী; শ্রীযুক্ত নন্দনন্দন বসু; শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কলেক্টরেট্; শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন বসু—সব্ ইন্‌স্পেক্টর অব্ স্কুলস্; শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেন; শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ বসু এবং শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র গুহ অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি বহু শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বিশেষ-আসন-পঞ্জী

১ বামন, ৫ আষাঢ়, ১৯ জুন রবিবার **শ্রীশ্যামানন্দের তিরোভাব। শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে মহোৎসব। আলালনাথ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে উৎসবারম্ভ।**

৫ বামন, ৯ আষাঢ়, ২৩ জুন বৃহস্পতিবার **শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের আবির্ভাব।**

১০ বামন, ১৪ আষাঢ়, ২৮ জুন মঙ্গলবার **শ্রীবাস-পণ্ডিতের তিরোভাব। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীবাস-অঙ্গনে তিরোভাব-মহোৎসব।**

১১ বামন, ১৫ আষাঢ়, ২৯ জুন বুধবার **একাদশীর উপবাস।**

১৭ বামন, ২১ আষাঢ়, ৫ জুলাই মঙ্গলবার **শ্রীজগন্নাথ-দেবের রথযাত্রা। শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে মহা-মহোৎসব। শ্রীল দামোদর-স্বরূপ গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-মহোৎসব।**

২০ বামন, ২৪ আষাঢ়, ৮ জুলাই শুক্রবার **হেরা-পঞ্চমী—শ্রীশ্রীলক্ষ্মীবিজয়।**

২৫ বামন, ২৯ আষাঢ়, ১৩ জুলাই বুধবার **শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের পুনর্যাত্রা। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে মহামহোৎসব।**

২৬ বামন, ৩০ আষাঢ়, ১৪ জুলাই বৃহস্পতিবার **শয়নৈকাদশীর উপবাস।**

২৯ বামন, ১ শ্রাবণ, ১৭ জুলাই রবিবার **পৌর্ণ-মাস্যারম্ভ-পক্ষে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ। শ্রীসনাতন-গোস্বামীর তিরোভাব—বারাণসীতে শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসব।**

১৩শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৪ঠা আষাঢ় শনিবার, ১৩৩৯; ১৮ই জুন, ১৯৩২ | ৪৪শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

সেই পুরাতনী ভাগবত-গাথা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিবার প্রবৃত্তি হইতেছে—যে গাথা একদিন মহাভাগবত করভাজন "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্" শ্লোকে সপার্ষদ গৌরসুন্দরের "সংকীর্তন-বহুল যজ্ঞের" আবৃত্তি করিয়া "ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং" শ্লোকাবলীতে শ্রীগৌরসুন্দরের বন্দনা এবং কলিযুগে একমাত্র সংকীর্তন-যজ্ঞের কথা কীর্তন করিবার পর সেই সংকীর্তন-যজ্ঞের প্রচার বরণকারী পাত্রগণের উদ্দেশমুখে বলিয়াছিলেন,—

কচিৎ কচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ।
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী॥
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী।
যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বরাঃ।
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ॥

(ভাঃ ১১।৫।৩৯-৪০)

গৌরনিজ-জনের মহামহাবদান্যতায় আজ অবনীমণ্ডলে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্লোকের যাথার্থ্য সম্পাদিত হইতেছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং মন্ত্রদেশে আগমন এবং তাঁহার অনুগত যোগ্য প্রচারক-বৃন্দের দ্বারা মন্ত্রদেশবাসীর দ্বারে দ্বারে শ্রীচৈতন্যবাণী-গঙ্গা-ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন।

এদিকে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ ভগবানন্দ ভক্তিবিকাশ এবং ব্রহ্মচারী শ্রীহয়গ্রীবজী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি প্রচারকবৃন্দ দক্ষিণ-গোদাবরীর প্রধান নগরী ইলোরে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। স্বামিজী মহারাজ পূর্ব-গোদাবরীর (East Godabari) প্রধান নগরী বা সদর রাজমহেন্দ্রী, কোকনদ প্রভৃতি স্থানেও শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী কীর্তন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্টানুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজও ইলোরে আগমন করিয়া হরিকথা প্রচার করিতেছিলেন। শ্রীল তীর্থ মহারাজ ইলোরের ভাগবত-

প্রার্থনা-সমাজে শ্রীমদ্ভাগবতের অজামিল-উপাখ্যান ইংরেজী ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া ইংরেজের অধিবাসী ও প্রবাসী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীনামসংকীর্ত্তন-ধর্ম্মের একমাত্র সাধ্য এবং শ্রীনাম, নামাপরাধ ও নামাভাসের সূক্ষ্ম শ্রৌত বিচার প্রদর্শন করিতেছেন। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শুভ-বিজয়ে ইংলণ্ড নগরী ধন্যা হইয়াছিল। গৌড়ীয়-পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, শ্রীগৌর-রামানন্দ-মিলনস্থলী কলম্বে শ্রীশ্রীগৌরনিজ-জন শ্রীচৈতন্য-সাধনপীঠ স্থাপন করিয়াছেন। অচিরেই এই স্থানে শ্রীগৌরজনের কৃপায় শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীরামানন্দ-গৌরসুন্দর-শ্রীবিগ্রহ প্রকাশিত হইয়া সমগ্র দাক্ষিণাত্য ও সমগ্র পৃথিবীতে শ্রীগৌর-রামানন্দ-সংবাদের অনন্তচরী কথা-সমূহ বিস্তৃত হইবে। ত্রি-ত্তি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ভেঙ্কটাচলপাদমূলের ভূম্যধিকারী মিঃ পাড়াপাল্লায়াম্ মহাশয়ের ভবনে বহু শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে প্রহ্লাদ-চরিত্র ও ধ্রুবচরিত-উপাখ্যান ব্যাখ্যা করিয়া গত ১২ই জুন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ-সন্নিধানে উত্তকামন্ড-শৈলে পৌঁছিয়াছেন।

মহা পুণ্যা নদী সকলের অন্যতম গোদাবরী। অর্চ্চন-কারী "গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধো কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।" মন্ত্র পাঠ করিয়া আচমনীয় জলে নিত্য "গোদাবরী" প্রভৃতি পুণ্যনদী সমূহকে আবাহন করেন। গোদাবরী তীর্থ নাসিক হইতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ বেগ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। দ্বাদশ বৎসর অন্তর গোদাবরীতে একটী বিশেষ স্নান হইয়া থাকে। এই স্নান নাসিকে, দক্ষিণ দেশের গোদাবরীর পূর্ব্ব উপকূল কোটিলিঙ্গক্ষেত্রে এবং পশ্চিম উপকূল "গোপদ ক্ষেত্রে" অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রাজমহেন্দ্রী হইতে তিন মাইল সমুদ্র-উপকূলের দিকে গোদাবরী সপ্তধারায় বিভক্ত হইয়াছে। কথিত হয় যে, এখানে সপ্তর্ষি স্নান করিয়া-ছিলেন। মাদ্রাজ-মেলে মাদ্রাজের অভিমুখে কলিকাতা হইতে আসিবার কালে "রাজমহেন্দ্রী" ষ্টেশন, তারপরই "গোদাবরী" ষ্টেশন। ইহাই গোদাবরীর পূর্ব্ব উপকূল, এখানে কোটিলিঙ্গক্ষেত্র। নদীর তটদেশে অসংখ্য শিবলিঙ্গবৎ প্রস্তর-খণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে। গোদাবরীর প্রবল বন্যার ঐ সকল প্রস্তর ভাসাইয়া লইয়া গেলেও বর্ষাপগমে আবার ঐরূপ কোটি কোটি প্রস্তর তটদেশে সমুদ্ভিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানে সাধারণতঃ স্মার্ত্ত ও শৈবগণ গোদাবরী স্নানাদি করিয়া থাকেন। গোদা-বরীর সুদীর্ঘ সেতু পার হইয়াই কলম্বর (Kovvur) ষ্টেশন। ইহা গোদাবরীর পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। এখানে "গোপদ ক্ষেত্র" বিরাজিত। এই প্রদেশের গোদাবরী-তটে স্বাভাবিক ভাবেই অসংখ্য গোষ্পদের চিহ্ন বিরাজিত রহিয়াছে। গোদাবরীর প্লাবনে এই গোষ্পদ-চিহ্ন-সমূহ আবৃত হইলেও প্লাবনাপগম-মাত্রেই আবার স্পষ্টভাবে গোষ্পদ-চিহ্ন-সমূহ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই স্থানে বৈষ্ণবগণ স্নানাদি করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু পূর্ব্ব-গোদাবরী পার হইয়া পশ্চিম-গোদাবরীর গোষ্পদ-তীর্থেই স্নান-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং ঘাট ছাড়িয়া গোদাবরী-তটে অবস্থান-কালে রায় রামানন্দের সঙ্গে প্রভুর মিলন হইয়াছিল।

* * *

গোদাবরী-তীরে প্রভু আইলা কত দিনে।
গোদাবরী দেখি' হইল "যমুনা" স্মরণ।
তীরে বন দেখি' স্মৃতি হৈল বৃন্দাবন।
সেই বনে কতক্ষণ করি' নৃত্য-গান।
গোদাবরী পার হঞা তাঁহা কৈল স্নান।
ঘাট ছাড়ি' কত দূরে জল-সন্নিধানে।
বসি' প্রভু করে কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনে॥
হেনকালে দোলায় চড়ি' রামানন্দ রায়।
স্নান করিবারে আইলা, বাজনা বাজায়॥
তাঁর সঙ্গে বহু আইলা বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বিধি-মতে কৈল তিঁহো স্নানাদি তর্পণ॥
প্রভু তাঁ'রে দেখি' জানিল, এই রামরায়।
তাঁহারে মিলিতে প্রভুর মন উঠি' ধায়॥
তথাপি ধৈর্য্য ধরি' প্রভু রহিলা বসিয়া।
রামানন্দ আইলা অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী দেখিয়া॥ ইত্যাদি

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ)

গোষ্পদ-তীর্থের নিকটস্থ গোদাবরীর প্রসিদ্ধ ঘাটের সন্নিকটে যেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরায় রামানন্দের মিলন হইয়াছিল, সেখানে গত বৎসর শ্রীগৌর-রামানন্দাভিন্ন জন শ্রীগৌরপার্ষদীয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে এই স্থানে গৌরজনের কৃপায় শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়-মঠ এবং

শ্রীগৌর ও শ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীমূর্ত্তি অধিষ্ঠিত হইবেন। গোদাবরীর গোষ্পদতীর্থ-স্নান-উপলক্ষে এই সময় এখানে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হইবে। এই সকল ব্যক্তির ভক্তানুযায়ী সুকৃতি ও শ্রীগৌর-রামানন্দ-শিক্ষার প্রবেশ-সৌভাগ্যের আবির্ভাব করাইবার জন্য শ্রীগৌরজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই সময় শ্রীগৌর-রামানন্দ-মিলনস্থলে শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়-মঠ, শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ ও শ্রীগৌর-রামানন্দ-শিক্ষা প্রচার করিবেন। ১লা জুলাই হইতে ২০শে জুলাই পর্য্যন্ত গোদাবরী-স্নান ও মেলা হইবে। সম্ভবতঃ শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-তিথিতে (৩রা জুলাই তারিখে) শ্রীগৌরসুন্দর প্রকাশিত হইবেন। কলম্বু ষ্টেশন হইতে প্রায় অর্দ্ধ-মাইলের মধ্যে এই স্থান। এই মহামহোৎসবে সকলের যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং দক্ষিণদেশের নানামতপ্রাবল্যগ্রস্ত মনীষী ও সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণের অসম্পূর্ণতাভিমানকারী পণ্ডিতম্মন্যগণের বিকৃত ও অসম্পূর্ণ মতবাদ-সমূহ নিরাস ও ঐ সকল মতের অপূর্ণতা নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের মহাদানের কথা অনুক্ষণ অবিশ্রান্তভাবে কীর্ত্তন করিতেছেন। অদ্বৈতব সম্ভাবনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রবণে শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে আকৃষ্ট হইতেছেন।

অধ্যাপক কে. সকেশাগণনের নিকট শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ "গৌড়ীয়ে" ক্রমিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য পণ্ডিত-মণ্ডলীর নিকট শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের হরিকীর্ত্তনও সময়ান্তরে "গৌড়ীয়ে" প্রকাশিত হইবে। কিন্তু হরিকথা-পিপাসুগণের নিকট কালবিলম্ব অসহ্য বলিয়া আমরা অতিসংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে আংশিকভাবে শ্রীল প্রভুপাদের কয়েকটী হরিকথা-প্রসঙ্গ নিম্নে আলোচনা করিতেছি।

২৩শে মে (১৯৩২) অপরাহ্নে 'আন্ধ্র' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক মাধ্বব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত শেষগিরি রাও মহাশয়ের নিকট শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমধ্বাচার্য্যের "ভাগবত-তাৎপর্য্য" হইতে 'ব্রহ্মতর্কে'র বাক্য-সমূহ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীমদ্-মধ্বাচার্য্যের অনুগত 'অচিন্ত্য' ও 'ভেদাভেদ' শব্দ এবং সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। শ্রীমধ্বের আনুগত্যে মত 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ' বলিয়াই ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়-স্বীকার-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। তত্ত্ববাদিগণের মত শ্রীমধ্বের সিদ্ধান্ত হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা "শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্যে"র আলোচনা অপেক্ষাকৃত কম করেন।

রাত্রে প্রভুপাদ 'হারমনিষ্ট' পত্রে প্রকাশিত "Slippery way to Degradation প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ ত্যাগী, ত্যাগী ও ভক্তের তারতম্য-সম্বন্ধে কীর্ত্তন করিতে করিতে বলেন,—একদা কয়েকজন ছাত্র প্রভুপাদকে প্রশ্ন করেন যে, তাঁহাদের "কৃষ্ণস্মৃতির ব্যাঘাত হয় কেন?" উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ "অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ" শ্লোক উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেন। মাদ্রাজ-গৌড়ীয়-মঠে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত প্রায় ২৪ ঘণ্টাকাল শ্রীল প্রভুপাদ ঐ শ্লোকের বিভিন্নপ্রকার ব্যাখ্যা করেন।

২৪শে মে (১৯৩২) তারিখে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌরসুন্দরের ভজনলিপ্সু আন্ধ্রব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত আত্মাকুর নারায়ণ রাও (পশ্চিম গোদাবরীর তিনাভোলনবাসী) মহাশয়কে কৃপা করেন। পণ্ডিত সি. কে মধুসূদন রাও নামক জনৈক মাধ্বব্রাহ্মণের সহিত হরিকথা-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন যে, শ্রীমধ্বাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রমাণ-রূপে স্বীকার করিয়াছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমধ্বের 'ভাগবত-তাৎপর্য্যে' 'অচিন্ত্য' ও 'ভেদাভেদ' শব্দের উল্লেখ আছে। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রমাণ-রূপে গ্রহণ করিয়া অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত স্বীকারেই শ্রীমধ্বের প্রকৃত আনুগত্য ও অনুসরণ হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ আরও বলেন যে, 'ব্যাসকূট'-সম্প্রদায়ের সহিত আমাদের অধিক মিল আছে। ব্যাস-কূটগণ পরমত-খণ্ডনের জন্য তত্ত্বাদকে অধিকতর পেষণ করিতে করিতে প্রকৃত উপলব্ধির কথা ও শ্রীমধ্বের আনুগত্য সিদ্ধান্ত হইতে দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও শ্রীল প্রভুপাদের এই বিচার স্বীকার করেন।

২৪শে মে তারিখে অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত রাজগোপাল আচারী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ-দর্শনার্থ আগমন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করেন। আচারী মহোদয় ইংরেজী ভাষায় "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নামক মহাপ্রভুর যে চরিতগ্রন্থ মাদ্রাজ-গৌড়ীয়-মঠ হইতে প্রকাশিত হইতেছেন, তাহার মুদ্রণার্থ—আনুকূল্য করিতেছেন। তিনি শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের ব্যক্তি হইলেও শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবা তৎপর হইয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশের দার্শনিকমত শ্রীরামানুজীয় দর্শন বা বৈষ্ণবদর্শনের নিকট কত অসম্পূর্ণ, তাহা শ্রীল প্রভুপাদ আচারী মহাশয়কে প্রদর্শন করিয়া তাঁহার নিকট অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের পরিপূর্ণতা বিচার করেন। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে যখন শ্রীল প্রভুপাদের সহিত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রামমিশ্র শাস্ত্রীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন শাস্ত্রী মহাশয় প্রভুপাদকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি (শাস্ত্রী) সর্ব্ববিদপ, শ্রীযুক্ত থিয়োসফি প্রভৃতির সহিত বৈষ্ণবদর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের জন্য বিচার করিতে প্রস্তুত আছেন। আচারী মহাশয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন।

ঐ দিবস অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধনি রাও মহাশয়ের নিকট শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রায় ৩ ঘণ্টা-কাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। মাধ্বব্রাহ্মণ পণ্ডিত রাওজী তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গ্রন্থের বহু শ্লোক প্রভুপাদের সন্নিধানে উচ্চারণ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহাদের উপাসনা-প্রণালীতেও কর্ম্মবাদ নিরাস করিয়া একান্ত শরণাগতি বা ভজনভক্তির কথা আছে। শ্রীল প্রভুপাদ পণ্ডিত রাওজীর সেই সকল শ্লোকাবৃত্তি শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, ঐ সকল সাধন-ভক্তি-সূচক। বঙ্গদেশে যে সকল ভক্তির বা শরণাগতির কথা আছে, তাহাতে মুক্ত পুরুষগণের উত্তমা বা অহৈতুকী প্রেমভক্তির কথা নাই। শ্রীগৌর-সুন্দরের দাসানুদাসগণ প্রেমলক্ষণা উত্তমাভক্তির কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। কৃষ্ণভক্তি অতীব সুদুর্লভ। কোটি-মুক্ত-মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত। শ্রীগীতা—"বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ" বাক্যে মাত্র পুরুষোত্তমবাদ স্বীকারকারী অর্থাৎ যাঁহারা সর্ব্বত্র অপ্রাকৃত সবিশেষ পুরুষোত্তম-দৃষ্টি-মাত্র হইয়াছে, সেইরূপ মহাত্মাকে সুদুর্লভ বলিয়াছেন। সেই পুরুষোত্তম-উপাসক বা কেবল বাসুদেবের উপাসক হইতে সীতারামের উপাসক—যে সীতারামে নরবপুত্ব—আদর্শ নরত্ব—একপত্নীব্রতধরত্ব প্রভৃতি রহিয়াছে, তাহা আরও সুদুর্লভ, তাহা হইতে রাধাকৃষ্ণের উপাসক—যে রাধাকৃষ্ণে বহুবল্লভত্ব স্বীকৃত, তাহা আরও সুদুর্লভ, বৈকুণ্ঠের শান্ত, দাস্য ও সখ্যার্দ্ধ রসের ভক্তগণ সুদুর্লভ, তাহা হইতে আবার গোলোকের শান্ত, দাস্য ও সখ্যরসের ভক্তগণ অতীব সুদুর্লভ, তাহা হইতে বাৎসল্যরসের রসিকগণ আরও সুদুর্লভ, অপ্রাকৃত মধুর রসের গোপীগণের ত' কথাই নাই, তাহা ত্রিলোকে অতীব সুদুর্লভ।

শ্রীল প্রভুপাদ পণ্ডিত রাওজীর ভজনসূচক শ্লোকের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ভজনের চেষ্টা-মাত্রই প্রকৃত ভজন নহে (attempt of ভজন is not actual ভজন)। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ আদৌ কর্ণে শ্রবণ ও উত্তরকালে রসগ্রাহী জিহ্বাই ভজনের প্রধান যন্ত্র, এই দুইটীর দ্বারাই কৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্ক হয় জানাইলেন। এতৎপ্রসঙ্গে 'অর্চ্চন' ও 'ভজন' এবং বিভিন্ন "সাধন ভক্তি" ও "আদৌ শ্রদ্ধা" শ্লোকটী প্রভুপাদ বহুভাবে ব্যাখ্যা করেন।

২৩শে মে (১৯৩২) পুদুকোটা মহারাজা কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত কে, পক্কেশাগদন্ এম্, এ, এল্, টি মহাশয়ের সহিত শ্রীল প্রভুপাদের যে হরিকথা প্রসঙ্গ হইয়াছিল, তাহা 'গৌড়ীয়ে' ক্রমিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

২৮শে মে (১৯৩২) বেলা ১১টা হইতে ১ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ মিঃ মহাদেবম্ নাইডু নামক জনৈক মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের নিকট মাদ্রাজ-গৌড়ীয়-মঠে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। মিঃ নাইডু বলেন, তিনি কোনও পুস্তকে 'বিশিষ্ট ভক্ত' নামে সুপরিচিত কোন ব্যক্তির সিদ্ধান্ত পাঠ করিয়াছেন, যিনি চরমে 'ব্রহ্মে লয়'ই উপাসনার মূল উদ্দেশ্য বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন যে, ব্রহ্মানুসন্ধান বা মোক্ষাভিসন্ধি-যুক্ত আপাত ভক্তির ছলনায় যে 'বিদ্ধাভক্তি' বিশ্ব ও অজ্ঞাভিলাষি-সম্প্রদায়ে [illegible]ভক্তি' নামে প্রচলিত হইয়াছে,

তাহা অকৈতব সত্য-ধর্ম্মের প্রচারক শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ নিরাস করিয়াছেন। ভক্তি নিত্যা চেতনবৃত্তি, তাহাতে অনিত্য-ধর্ম্মের ছায়া আসিলেও উহা 'ভক্তি'-পদ-বাচ্য হইবে না।

১লা জুন (১৯৩২) অপরাহ্ণে উত্তকামণ্ড-শৈলস্থ 'রেল-ভিলায়' টেরিক্ বোর্ডের অনেক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থ আগমন করিয়া রাত্রে শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন শ্রবণ করেন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি, এ প্রভু ও ভক্তগণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশে খোল-করতালাদি-সহ শুদ্ধগৌড়বিহিত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

২রা জুন (১৯৩২) অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে ৭ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যভাগবতের গৌড়ীয়-ভাষ্য ভূমিকা লিখাইবার কালে শ্রীল প্রভুপাদ "অন্তর্য্যামী" এবং তৎপ্রসঙ্গে শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ ও আত্মজীবনের অনেক ঘটনা ব্যক্ত করেন। শ্রীল প্রভুপাদ "অন্তর্য্যামী" সম্বন্ধে যে সকল বিচার বলিয়াছিলেন, তাহার মাত্র কয়েকটী আংশিক কথা "গৌড়ীয়ে" "অন্তর্য্যামী" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ "তৃণাদপি সুনীচ" শ্লোকের প্রথম চরণের 'উপাদান' ও দ্বিতীয় চরণের 'নিমিত্ত' কারণত্ব-বিচার প্রদর্শন করেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উত্তকামণ্ডে শুভবিজয়-বার্ত্তা স্থানীয় ইংরেজী সাপ্তাহিক "The South of India Observer" এবং মাদ্রাজের "Hindu" প্রভৃতি দৈনিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। গত ৫ই জুন (১৯৩২) রবিবার অপরাহ্ণে মাদ্রাজ-গৌড়ীয়-মঠের রক্ষক বাগ্মীপ্রবর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ উত্তকামণ্ডের একটি বিখ্যাতনাম্ন সিনেমা হাউসের নায়ক প্রসিদ্ধ স্থানে "The place of Riches in life" (মানব-জীবনে অর্থের স্থান) সম্বন্ধে একটি সুগবেষণাময়ী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। মাদ্রাজ-সরকারের প্রধান মন্ত্রী অনারেবল দেওয়ান বাহাদুর মহামান্য রাজশ্রী রাজমাণ্ড পি, মুনিস্বামী নাইডু গারু এম, এল, সি এই সভার সভাপতিত্ব করিবার সুযোগে বক্তৃতা শ্রবণের সুযোগ পাইয়াছিলেন। বিশ্বগ্রাসী অর্থসঙ্কট ও অর্থের অনর্থকারিতার দিনে—ভোগী, ত্যাগী ও কপট-ভক্ত-সমাজের নানা প্রকার তাণ্ডবের মধ্যে কিরূপে প্রকৃত পরমার্থ-লাভ সম্ভব, তাহা স্বামিজী শ্রৌতপথে প্রদর্শন করেন। গোস্বামিজী বলেন, অর্থ বলিতে কেবল দ্রবিণ অর্থাৎ স্বর্ণ, রৌপ্য মুদ্রাদি বুঝায় না, যাবতীয় উপকরণই "অর্থ" পদ-বাচ্য। কায়, মন, প্রাণ, বাক্য, বুদ্ধি প্রভৃতিও 'অর্থ'। বর্ত্তমানে এই সমস্ত উপকরণ কিরূপভাবে নিয়োজিত হইবে, তদ্বিষয়ে নানা সমস্যা ও মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। এই সমস্যা ও মতভেদ সমাধানের প্রকৃত অভ্রান্ত উপায় ও উপেয় কি, তদ্বিষয়ে স্বামিজী বহু বিশ্লেষণ-সহকারে অনেক শ্রৌতকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, বক্তৃতা ইংরেজী ভাষায় হইয়াছিল এবং বক্তৃতা-প্রারম্ভে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু "ভজহুঁ রে মন, শ্রীনন্দ-নন্দন, অভয় চরণারবিন্দরে" মঙ্গলাচরণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বক্তৃতার প্রারম্ভে অনারেবল্ দেওয়ান বাহাদুর নাইডু গারু মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয়-মঠ ও তৎপ্রতিষ্ঠাতা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের মহদ্দেশে মহাদান-বিতরণের কথা বলিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। বক্তৃতার অন্তেও অনারেবল্ দেওয়ান বাহাদুর সমস্যাপূর্ণ সুগম্ভীর বিষয়ে স্বামিজী শ্রৌতপ্রণালীতে যে সুন্দর ও সুসংবেদনাময়ী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তদ্বিষয় উল্লেখ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে এবং নিজেকে স্বামিজীর প্রদর্শিত পথে পরিচালিত হইবার জন্য আবেদন ও প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক ও গৌড়ীয়-সম্পাদক-সঙ্ঘপতি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিপাত্রী মহোদয় সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিবার পর সভা ভঙ্গ হয়। সভায় উত্তকামণ্ডের সমাগত অভিজাত-সম্প্রদায় ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকে উপস্থিত ছিলেন এবং সকলেই চিত্রার্পিতের ন্যায় হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। স্বামিজীর বক্তৃতা "হারমনিষ্ট্" পত্রে প্রকাশিত হইবে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ, গৌড়ীয়-

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি পণ্ডিত প্রবর শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রমুখ প্রচারবৃন্দ গৌরনিজ-জনের প্রচার পতাকা বহন করিয়া উৎকামণ্ডে অভিজাত সম্প্রদায়ের অনেক উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীচৈতন্য-দেবের বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। যাঁহাদের ভোগ-বিলাসের কথা ব্যতীত জীবনে আর অন্য কথা শ্রবণ করিবার সুযোগ হইত না, তাঁহারাও গৌরজনের কৃপায় ভুবনমঙ্গলকারী শ্রীচৈতন্যের বাণী শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য-লাভে মহা সুকৃতি সঞ্চয় করিতেছেন। হাইদ্রাবাদের মহামান্য নিজামের প্রধান মন্ত্রী হিজ এক্সেলেন্সি মহারাজা স্যর কিষণপ্রসাদ সি, সি, আই, ই, মহোদয়; হাইদ্রাবাদের রাজা ধনরাজ গিরজী; নালগিরি ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, মহামান্য রাওবাহাদুর বি, অদি গোড়া; কালেক্টর মিঃ সি, বেঙ মাষ্টার ম্যান, আই, সি, এস; জজ পি, এস, শিবস্বামী আয়ার, কে, সি, এস, আই; প্রধান মন্ত্রী অনারেবল রেওয়ান বাহাদুর বি, মুনিস্বামী নাইডু; মিঃ মিঃ আই, সাম্বাডায়ার পি-এইচ-ডি, এম-আর-এ-এস্, গভ-মাই-হিন্দ্ কেমিক্যাল বিভাগের ডাক্তার এন, সি, চক্রবর্ত্তী এম্-এ, পি-এচ-ডি প্রভৃতি বহু বহু আভিজাত্য-সম্পন্ন ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইতেছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজও গত ১২ই জুন উৎকামণ্ডে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন।

'গৌড়ীয়'-পাঠকগণ অবগত আছেন যে, গত ৪ঠা আষাঢ় (১৩৩৯) ১৮ই জুন (১৯৩২) শনিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের (শ্রীশ্রীল রাধাবল্লভজীউ ও শ্রীশ্রীরাধাপুরুষোত্তমের) স্নান-যাত্রা হইতে ২২শে আষাঢ় ৬ই জুলাই রবিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার পর দিবস পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম-মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ১৯শে আষাঢ় ৩রা জুলাই রবিবার নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অষ্টাদশ-বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে অবস্থান করিয়া নিত্য শ্রীগ্রন্থ পাঠ, ব্যাখ্যা ও হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। গত ৫ই জুন রবিবার পুরীর মাননীয় সব্‌ডিভিসনেল অফিসার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু মহোদয়ের আগ্রহাতিশয্যে তদীয় ভবনে শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ শ্রীগীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। রায় বাহাদুর শ্রীব্রজকিশোর দাস বি, এল, স্থানীয় সিভিলসার্জ্জন কে, ডি, পাল, পাটনা হাইকোর্টের অবসর-প্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়; স্বধামগত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীবৃন্দাগোপাল সরকার, স্থানীয় রামকৃষ্ণমিশনের ব্রহ্মচারী প্রবৃত্তি অনেকেই প্রায় বহু ঘণ্টাকাল স্বামিজীর মুখে গীতা-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন। গত ৬ই জুন সোমবার শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে স্বামিজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নববিধা ভক্তি ও নামাপরাধের সিদ্ধান্ত শ্রৌতপ্রণালীতে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহোদয়ও উৎকামণ্ড হইতে—শ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসবে যোগদান করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ ও পণ্ডিতবর শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভক্তিশাস্ত্রী কাব্য-তীর্থ বি, এ মহোদয় মেদিনীপুরের বিভিন্নস্থানে শ্রৌত-প্রণালী অনুসরণে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত পিঙ্গলদা-গ্রামে প্রচারকগণ বক্তৃতা-মুখে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা-সম্বন্ধে কীর্ত্তন করিয়াছেন। স্থানীয় অধিবাসী ও বিশিষ্ট সম্মানিত ব্যক্তিগণ সকলেই বক্তৃতায় আকৃষ্ট হইয়াছেন। শ্রীপাদ বিদ্যাসাগর মহোদয় মেদিনীপুরের বিভিন্ন পল্লীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ও শিক্ষা-সম্বন্ধে ছায়া-চিত্রের যোগে প্রচার করিতেছেন। পিঙ্গলদার পাদপীঠের ভূমিদাতা সত্যপ্রিয় শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র পড়্যা মহাশয়ের সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ।

শ্রীগুরু-শিক্ষাবলী শ্রীপ্রয়াগধামে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুহৃদ্ শ্রৌতী মহারাজ শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারে অশেষ যত্ন করিতেছেন। ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দজী ভক্তিশাস্ত্রী

ও শ্রীসর্ব্বেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীসনাতনশিক্ষাস্থলী কাশীধামে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী প্রচার করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতিমেমি মহারাজ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিয়া রাজধানীতে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। স্বামীজীর বাগ্মিতা ও বিষয়-বিশ্লেষণ-প্রণালীতে বহুলোক সত্যপথে আকৃষ্ট হইতেছেন।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী সেবক-সম্মিলনীর কীর্ত্তন-প্রচার-সেবা মেদিনীপুর বাগবাজার-নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকৃপা দাসাধিকারী মহোদয়ের ভবনে গত ২৮শে বৈশাখ বুধবার একটি মহতী সভায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ পর্ব্বত মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ উক্ত অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বাণী কীর্ত্তন করেন; এই অধিবেশনে কীর্ত্তন-প্রচারোদ্দেশ্যে সম্মিলনী সংগঠন-মূলক প্রারম্ভিক কার্য্য, হরি-গুরু-বৈষ্ণবের মহিমা-সূচক পদ্য ও প্রবন্ধাদি পাঠ, বক্তৃতা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ-বিতরণ—মহোৎসবের একটী অঙ্গ ছিল। এই সম্মিলনীর উদ্যোক্তৃগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকৃপা দাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণসুন্দর দাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র দাস অধিকারী প্রমুখ ভক্তগণের নাম উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাসাধিকারী ও শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় প্রমুখ সভ্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের সেবোন্মুখতাও উল্লেখ-যোগ্য।

[বিস্তার-ভয়ে আমরা সম্মিলনীর বিস্তৃত বিবরণ ও অভিনন্দনাদি প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইলাম। তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। গৌঃ সঃ]

রায়সাহেব লালা যাদবপ্রসাদজী করিমগঞ্জে গঙ্গাতীরে ও বড় রাস্তার উপরে শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখামঠ নির্ম্মাণের জন্য যে একখণ্ড ভূমি দান করিয়াছিলেন, তাহারই বিস্তাররূপে তৎসংলগ্ন আর একখণ্ড ভূমি দান করিতে-ছেন। রায়সাহেবের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের প্রযত্নও এতৎ-প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য।

বিরহোৎসব

আগামী ৩রা জুলাই (১৯৩২) রবিবার নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহোৎসব। গৌড়মণ্ডস্থ শ্রীনবদ্বীপের অন্যতম কীর্ত্তনাশ্রয় শ্রীগোদ্রুম-দ্বীপে ঠাকুরের সমাধিভূজে এবং ক্ষেত্রমণ্ডলস্থ ঠাকুরের ভজন-স্থলী 'ভক্তিকুটী' ও পুরুষোত্তম-মঠে প্রতি বৎসরই বিরহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

অনর্পিতচর প্রেমকল্পাটবীর মালাকার শ্রীচৈতন্যের ভজনরীতিই—বিরহোৎসব। শ্রীচৈতন্যের পরিকরগণের শিক্ষা, দীক্ষা, আচার, প্রচার সকলই—বিরহোৎসব; সম্ভোগোৎসব শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা-প্রণালী নহে। মালাকার স্বয়ং বিরহোৎসবের শাস্ত্রমূর্ত্তির লীলাস্থল বিগ্রহ। শ্রীবৃষভানু-নন্দিনী বিরহোৎসবের সাক্ষাৎকার প্রতিমূর্ত্তি—এই বিরহোৎসবকে রূপ দিবার জন্যই গৌরাবতার। সুতরাং গৌরপরিকরগণের বিরহ—গৌর-প্রবর্ত্তিত ভজনেরই উদ্দীপন।

গৌরশক্তি—শ্রীজগদীশ প্রভু ও শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভুর বিরহোৎসব একই তিথিকে উৎসবান্বিত করিয়াছে। বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের এই শক্তিদ্বয় তাঁহাদের ভুবনমঙ্গলময়ী প্রকটলীলার আবিষ্কারে বিরহোৎসবময় চরিত্র এবং অপ্রকটলীলা-বিস্তারেও জগৎকে বিরহোৎসব-ময় করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মূল কথা ছিল—"জীবের

পক্ষে কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভাবই স্বাভাবিক ভজন।" তাঁহার এই বাণী তাঁহার সমগ্র চরিত্রে পরিস্ফুট ছিল। গৌরনিজজন ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রীগৌর-সুন্দরের লীলাবলীসমূহেই তাঁহার ভজনরস নিষ্কাশন করিয়াছিলেন। কীর্ত্তনীয়া গোক্রমদ্বীপ ঠাকুরের ভজন-বল ছিল, বিপ্রলম্ভলীলাস্থলী শ্রীপুরুষোত্তমে ঠাকুর তাঁহার ভজন-লীলার অন্ত্য-পরিচ্ছেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তৎপরে আবার গৌরধামে কীর্ত্তনীয়া গোক্রমদ্বীপে আগমন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিকীর্ত্তন এবং শিক্ষাষ্টকের অষ্টকাল-ভজন-রহস্য নিজ ভজনমধ্যে প্রকট করিয়াছিলেন।

শিক্ষাষ্টকের—

"যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে॥
আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্-
অদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"

—প্রভৃতি শ্লোক ঠাকুরের শ্রীমুখে প্রকটিত হইয়া ঠাকুরের অষ্টকালীয় বিরহোৎসবময় ভজন সেবোন্মুখগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছিল।

ঠাকুরের বিশেষ সাধ ছিল, যাহাতে বিস্মৃতিত বিপ্রলম্ভ-ক্ষেত্র আলালনাথে গৌড়ীয়ানাথ ও গোপীনাথে প্রকাশিত হইয়া শ্রীরূপানুগ গৌরজনগণের অপ্রাকৃত বিরহোৎসবের চমৎকারিতা অধিকতর পরিবর্দ্ধিত করে। কয়েক বৎসর হইল ঠাকুরের মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণকারী গৌরনিজজন, ঠাকুরের বিরহোৎসব-কালে ঠাকুরের সেই মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ করিয়াছেন। ঠাকুরের আর একটি অভিলাষ ছিল, অপ্রাকৃত গোবিন্দ-বিরহোৎসবের উৎস যে-স্থানে সহস্রধারে প্রবাহিত ও প্লাবিত হইয়াছিল, সেই জগন্নাথ-পঞ্চকতীর্থে—কুরুক্ষেত্রে শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীবিনোদরায় প্রকটিত হইয়া শ্রীরূপানুগ-গণের অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভকে অধিকতর উদ্দীপ্ত ও উৎসবান্বিত করিয়া তোলে; এজন্য ঠাকুর তাঁহার প্রকট-লীলা কালে স্বয়ং প্রয়াণও করিয়াছিলেন, ঠাকুরের সেই অভীষ্ট গৌরজন পরিপূরণ করিয়াছেন।

নীলাচল নীলাশক্তি-প্রকটিত ঔদার্য্যময় কৃষ্ণক্ষেত্রেরই দ্বিতীয় মূর্ত্তি। বিরহ-বিধুরা গোপীগণ যেরূপ গৌরলীলা-প্রবর্ত্তক ব্রজেন্দ্রনন্দনকে তাঁহার নিজের স্থানে লইয়া যাইবার জন্য কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগের ছল করিয়া জগন্নাথকে আসিয়াছিলেন, তদ্রূপ রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দর কুরুক্ষেত্রস্থ নীলাচল হইতে ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপ শ্রীজগন্নাথকে সুন্দরাচল রূপ বৃন্দাবনে লইয়া যাইবার জন্য যে স্থানে নর্ত্তনকীর্ত্তনলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই বিপ্রলম্ভ-লীলানুস্মরণময়ী শিক্ষা—যাহা শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভুর মনোঽভীষ্ট ছিল, তাহাও ঠাকুরের বিরহোৎসব-মধ্যে গৌরজনের কৃপায় প্রতি বৎসর প্রকাশিত হইতেছে; শ্রীপুরুষোত্তম মঠের প্রাকট্য, শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীবিনোদ-নাদব ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মনোঽভীষ্টে—অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

এ বৎসর ঠাকুরের বিরহোৎসব জগৎ শ্রীপুরুষোত্তমে এবং গৌর-রামরায়ের মিলনস্থলী গোদাবরী তটস্থিত কুরুক্ষেত্রের গোপীতীর্থে অনুষ্ঠিত হইবে। গৌর-রামরায়ের মিলন-স্থলী বিরহোৎসবমণ্ডিত। যেমন গোবিন্দবিরহ-কাতরা গোপীগণ কর্ম্মকাণ্ডী আর্য্য পরিজনকে ছলনা করিয়া সূর্য্যগ্রহণের স্নানের অভিনয়-পূর্ব্বক কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তেমনি বাহ্যে গোপা, বাস্তবতাও, বিধিযোগ্য গোদাবরী-স্নানের বিবিধ সম্ভার ও বৈদিক ব্রাহ্মণাদির ঘটার আবরণ-দ্বারা কর্ম্মকাণ্ডীয়গণকে ছলনা করিয়া কৃষ্ণলীলায় বিশাখা-সুন্দরী রামরায় বিরহকাতর-ভাব অন্তরে সঙ্গোপনপূর্ব্বক অতির ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীগৌর-সুন্দর যেখানে রামরায়েরই ন্যায় বাহ্যে স্নানের ছলনা প্রদর্শন করিয়া রামরায়ের সহিত মিলিত হইতে আসিয়া-ছিলেন, সেই স্থানে উপনীত হইলেন। উভয়ের মিলনে কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনতরঙ্গ উদ্বেলিত হইল। বিরহ-সন্তপ্ত-জনগণের কৃষ্ণকথামৃত ব্যতীত আর জীবাতু কি আছে? প্রপন্নিজনের ইহাই ত' একমাত্র অবলম্বন—

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণ-মঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥"

কৃষ্ণকথামৃত-তরঙ্গ উদ্বেলিত হইতে হইতে বিরহের নবনবায়মান চমৎকাষ্ঠা পর্য্যন্ত সাধ্যাবধি নিষ্পীত হইল।

এখানে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—'বিপ্রলম্ভ' ব্যতীত সম্ভোগের স্ফূর্ত্তি হয় না। বিচ্ছেদের নামই 'বিপ্রলম্ভ'। তাহাই প্রেমবিলাসের বিবর্ত্ত অর্থাৎ বিচ্ছেদ-কালে অধিরূঢ়ভাব-বশতঃ সম্ভোগাভাবেও সম্ভোগ-স্ফূর্ত্তি।

রায় রামানন্দ নিজকৃত ঐ রসের একটি সঙ্গীত গান করিতে না করিতে মহাপ্রভু গাঁত্রোত্থানে বিহ্বল হইয়া রামরায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন। গীতটী বিচ্ছেদ-কালে শ্রীমতীর উক্তি, সুতরাং বিপ্রলম্ভ-দশার সম্ভোগমূর্ত্তি।

ইহাই বিরহোৎসবের সাধ্য অথবা ইহারই নাম—বিরহোৎসব। "বিরহ" শব্দ "বিচ্ছেদ" এবং "উৎসব" বা "আনন্দ" জাগতিক বিচারে এই দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ কথার যুগপৎ সমন্বয় এখানেই। "বিরহ" যদি সাধ্যাবধি না হইত, তাহা হইলে গৌড়ীয় সাহিত্যে "বিরহোৎসব" শব্দটী প্রকাশিত হইত না। এই প্রেমাবিলাস-বিবর্ত্ত যে ক্ষেত্রে প্রাপিত হইয়াছিল, সেই রামরায়ের ক্ষেত্র গোদাবরীর গোপন-তীর্থে এবার ভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসবের দিনে শ্রীগৌরসুন্দর ও গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর প্রকাশিত হইবেন। এখানেই না একদিন বিরহবেদনার বিজ্ঞান প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রকাশিত হইয়াছিল?

"দুঃখমধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর?
কৃষ্ণভক্ত-বিরহ-বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর॥"

পুণ্যকামি-সম্প্রদায়, যথেচ্ছাচারি-সম্প্রদায়, নির্ভেদ-জ্ঞানি-যোগি-ত্রয়ী প্রভৃতি সম্প্রদায় অথবা বঞ্চিত প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় বাহ্যদর্শনে যাহাই দর্শন করুন না কেন, বুঝুন না কেন, তাহা বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের বিরহ-রস-পরিপোষণকারি-গৌরজনের স্বরূপ নহে—উদ্দেশ্য নহে, ক্রিয়ামুদ্রায় তাৎপর্য্য নহে। রামানন্দ রায়কে বাহ্যদর্শনে বিষয়ী, কর্ম্মীর ন্যায় তার্থ-স্নানাদিতে অত্যাগ্রহী, রাজভৃত্য, বা শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্র প্রভৃতি যে বিচারের আবর্শে দর্শন করিয়াছিলেন, সেই রূপ আদর্শের কোন ব্যক্তি অর্থাৎ সম্ভোগরসে প্রমত্ত ব্যক্তি মনে হইবে, কিন্তু রামরায়ের চরিত্র—রামরায়ের অন্তর অপ্রাকৃত বিরহ-রস-মধুরিমার চরম উৎকর্ষে ভরপুর ছিল, সেইজন্যই মহাপ্রভু তাঁহাকে নিজ ব্যথার ব্যথী বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন—রামরায়কে মহাপ্রভু তাঁহার 'আমি'র অন্তঃপুরে নিত্য আসন দিয়াছিলেন।

রামরায়ের মুখে যে গীতা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেই আমরা সর্ব্বপ্রথমে ধারাবাহিকরূপে সাধন ও সাধ্যতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রাপ্ত হই। এই সকল বাণীই পরে শ্রীরূপ-শিক্ষা ও শ্রীসনাতন-শিক্ষার মধ্যে সম্পুটিত ও গুম্ফিত হইয়াছিল। ঔদার্য্যময়ী গৌরলীলার সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব-কীর্ত্তনের আদিপীঠ গোদাবরী তীরে—যে সরহস্য পরমতত্ত্ব বিজ্ঞান প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা হইতে উচ্চতর কথা বুঝাতে আর কোনও কালে প্রকাশিত হয় নাই, আর হইবেও না। সুতরাং ঠাকুরের মনোহভীষ্ট আজি পরিপূর্ণ হইল—আজ সত্য সত্যই সহজলীলে বিরহোৎসবের আরম্ভ হইল।

ভক্তিবিনোদ-বিরহতিথিকে গৌরজনের ভাষায় আমরা 'সুমেধতিথি' বলিয়াও জানি। 'সুমেধা' শব্দের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতপাঠ-কালে দেখিয়াছি—

"সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য॥
সেই ত' সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্ব যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনাম-যজ্ঞ সার॥
• • • •
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন।
সেই ত' সুমেধা, আর—কলিহত জন॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

সঙ্কীর্ত্তনকারিগণই—সুমেধা। সঙ্কীর্ত্তনই—বিরহোৎসব। শ্রীচৈতন্যদাসানুদাসগণ আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তিতে নিরন্তর "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে" সম্বোধনাত্মক নামোচ্চারণ করিয়া থাকেন। একমাত্র তাহাতেই বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের আরাধনা হয়। কেন না, ঐরূপ সঙ্কীর্ত্তন ও সম্বোধনাত্মক উচ্চারণ অত্যন্ত বিরহ-বিধুর জনের মরমের প্রস্ফুটিত প্রস্রবণ। সঙ্কীর্ত্তনের ন্যায় বিরহোৎসব আর নাই। এজন্য শ্রীচৈতন্যদাসগণ অন্যান্য সম্ভোগ-গন্ধময় সাধন পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র 'সঙ্কীর্ত্তন-' কেই সাধন ও সাধ্য বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই সংকীর্ত্তন-প্রচারেই একমাত্র প্রমোদ ছিল; তাই সঙ্কীর্ত্তনেই তাঁহার বিরহ-উৎসবের আরম্ভ হইবে। রামানন্দ-গৌরকিশনদলীতে এই সুমেধতিথির সংকীর্ত্তনযজ্ঞ বিশ্বকে সংকীর্ত্তন-দীক্ষায় দীক্ষিত করুন।

পত্র-প্রেরকগণের প্রতি

(১)

বগচর বিদ্যালয় (ঘশোহর) হইতে শ্রীযুক্ত গুরুপদচন্দ্র মহাশয় যে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছেন, সংক্ষেপে সেই প্রশ্ন কয়েকটির উত্তর নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

১। বর্ত্তমানে বিভিন্নস্থানে যে অষ্টপ্রহর প্রভৃতি নাম-যজ্ঞ (?) প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা শুদ্ধনাম-যজ্ঞ নহে, অন্যাভিলাষী সঙ্কীর্ত্তি হিন্দু-সম্প্রদায়ের ঐহিত্যবর্দ্ধনের নামাপরাধ-যজ্ঞ। ঐরূপ নামাপরাধ হইতে দূরে থাকিয়া অদ্বৈতবংশ নামাচার্য্যের গার্হস্থ্য-প্রবর্ত্তে শুদ্ধ নামযজ্ঞের জন্য অকপট বৈষ্ণবগণের সঙ্ঘ কর্ত্তব্য।

২। 'কুঞ্জভঙ্গ' প্রভৃতি অপ্রাকৃত লীলা কীর্ত্তন (?) প্রাকৃত-সাহজিকগণ বেশ্যালয়ে হাটে-বাজারে সাধারণ অসাধক বা প্রাকৃত নীতিবাদি-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত করিয়াছে, তাহা সর্ব্বথা নরক-প্রাপক ব্যাপার জানিয়া অবশ্য পরিত্যাজ্য। মহাপ্রভু—সিদ্ধলক্ষ-বিপ্রকে, তাহাতে অদ্বৈতভাবে সম্ভোগরস আরোপিত করিয়া ঔদার্য্য-লীলা-বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট করিতে হইবে না।

৩। কর্ত্তাভজা-আর্ত্ত-সম্প্রদায়ের সদৃশেষী প্রাকৃত-সহজিয়াগণের দ্বারা মালসা-ভোগ প্রভৃতি আধুনিক প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। মালসা-ভোগ প্রভৃতি শূদ্রপ্রথা মাত্র। উহা শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের গ্রহণীয় নহে। শ্রীমদ্গোস্বামী প্রভুর পানিহাটী মহোৎসবের বিচারের সহিত বর্ত্তমান প্রচলিত মালসাভোগ এক নহে।

৪। কর্ত্তাভজা-আর্ত্ত ব্রাহ্ম-ক্রিয়া-বিবাহের ন্যায় 'মহান্ত বিবাহ' প্রভৃতি যাহা প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা কর্ম্মকাণ্ডের অনুকরণ মাত্র।

---

(২)

সিংসৌলাবী (যশোর) হইতে শ্রীযুক্ত যদুনারায়ণ সিংহ বর্ম্মা যে প্রশ্ন করিয়াছেন, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত প্রয়োজনীয় উত্তর প্রদত্ত হইতেছে—

১। লেখকের প্রথম প্রশ্নটির বিষয়ণে অস্পষ্ট। যে স্ত্রীলোকের চরি-সেবায় অনুকূল এবং ধর্ম্মের অনুবর্ত্তনকারিণী নহে, চরিত্রভঙ্গপ্রবণা ঐরূপ পত্নীকে ত্যাগ-জ্ঞানে আত্মরক্ষিত দূরে থাকিবেন। হরিজনের বিরুদ্ধকারিণী পত্নীতে আসক্তি—ভোগী বৈষ্ণবগণের ধর্ম্ম।

সদ্গুরুপাদপদ্ম হরিজনোন্মুখ শ্রীমূর্ত্তির কর্ণে অপ্রাকৃত শ্রীহরিনাম ও মন্ত্রাদি দীক্ষা প্রদান করিলে তদ্দ্বারা গুরুপাদপদ্মের স্ত্রী-সঙ্গ হয় না। পাটনীর সহিত এক নৌকায় নৌকা পার হইলে তদ্দ্বারা স্ত্রী-সঙ্গ হয় না।

সদ্গুরু বা মহাজনগণের কোন ক্রমেই ভোগ-বুদ্ধিপ্রসূত বদ্ধজীব-সঙ্গ বা জনসঙ্গ নাই। তাঁহাদের ভক্তি ব্যতীত কাহারও সহিত মুহূর্ত্তের জন্য অন্য কোনও সংস্পর্শ নাই। যেখানে ভক্তি ব্যতীত অন্য কোনও সংস্পর্শের আভাস বা কপটতা রহিয়াছে, সেখানে 'সদ্গুরু' বা 'বৈষ্ণব' বলিয়া কোন কথা নাই। মন্ত্র-ব্যবসায়ী, প্রভৃতি প্রাকৃত-সাহজিক ব' অমুক সম্প্রদায় যে শিষ্য বা শিষ্যা-ক্রবের কর্ণে মন্ত্রদানাদির ছলনা করেন, তদ্দ্বারা তাহাদের প্রাকৃত-সঙ্গ বা প্রকৃতি-সঙ্গ হইয়া থাকে।

যেখানে দাম্পত্য-সম্বন্ধ, প্রাকৃত কোনসম্বন্ধ বা আসক্তি বিচার আছে, সেখানে গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ে বা কর্ত্তাভজা-আর্ত্ত-সম্প্রদায়ে যে সতীর পত্নীকে, পিতার পুত্রকে, মাতার পুত্রকে, ভ্রাতার ভ্রাতাকে, শ্বশুরের জামাতাকে দীক্ষা (?) দিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা বদ্ধজীবগণের গৃহব্রতধর্ম্ম পরি-চালনা এবং ত্যাগে থাকিবার অভিলাষ মাত্র।

২। যদি কেহ বাহ্যানুষ্ঠানিক সদাচার পালন-পূর্ব্বক স্বকপট-পাণ্ডিত্যের প্রাধান্যভোগী (?) হইয়া অজননীল অমেয়ভোজিনী স্ত্রীর সহিত আসক্তি-নিবন্ধন বাস করেন তবে ঐরূপ ব্যক্তিকে কখনও সদাচারী বলা যাইবে না হরিজন-প্রতিকূল যে কোনও প্রকার ত্যাগ-বর্জ্জন ও অকপট সৎসঙ্গ-বরণই প্রকৃত সদাচার ও বৈষ্ণবাচার ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"অসৎ সঙ্গ ত্যাগ এ বৈষ্ণবাচার।" 'জ্ঞানবৈরাগ্যে'র নাম করিয়া হরিজন প্রতিকূল আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী, পুত্রাদিতে আসক্তি—সদাচারে বিরুদ্ধ ব্যাপার এবং আত্মমঙ্গলের প্রতিকূল।

(৩)

বিক্রমপুর (ঢাকা) হইতে শ্রীযুক্ত গগনাথ দাস জানিতে চাহিয়াছেন যে, অক্ষয়তৃতীয়া কেবল স্মার্তগণের পালনীয়, উহা কি বৈষ্ণবপর্ব্ব নহে ? নিম্ন উত্তর প্রদত্ত হইতেছে—

সকল তিথি, সকল বার, সকল পর্ব্বই বৈষ্ণবপর। বিষ্ণু ব্যতীত তিথি, দিবস, পর্ব্ব প্রভৃতির অন্য অধিদেবতা কল্পনাই বহির্ম্মুখতা ও বঞ্চনা। অকপট বৈষ্ণবগণ শ্রৌতগুরুদেবের আদেশে 'সদা' হরি কীর্ত্তন করেন, সুতরাং সকল দিবস, সকল তিথি, সকল পর্ব্বই তাঁহাদের হরি-সেবানুকূল হয়।

'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' একান্ত শুদ্ধভক্তগণের জন্য উপসংহারে অমিশ্র হরিকীর্ত্তনের ব্যবস্থা প্রদান করিয়া কর্ম্মিসম্প্রদায়কেও ক্রমশঃ ভক্ত্যনুকূল অনুষ্ঠানে আকর্ষণপূর্ব্বক ভক্তিরাজ্যে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' অক্ষয়তৃতীয়াকে শ্রীহরির পরম প্রীতিকরী তিথি বলিয়াছেন।

যথা—

বৈশাখে মাসি শুক্লায়াং তৃতীয়ায়াং জনার্দ্দনঃ।
যুগাদ্যুৎপাদয়ামাস যুগলং কৃতবান্ কৃতম্॥
ব্রহ্মণোলোকাৎ ত্রিপথগাং পৃথিব্যামবতারয়ৎ।
তস্যাঃ কার্য্যো যথোদ্যোগো যথৈশ্বর্য্যেণ সমর্চ্চয়েৎ॥

(মাৎস্যে)

ত্রেতাযুগং তৃতীয়ায়াং শুক্লায়াং মাসি মাধবে।
প্রবৃত্তঞ্চ ত্রয়ীধর্ম্মঃ প্রবৃত্যাদ্যে প্রবর্ত্তিতাঃ॥
অক্ষয়া সোচ্যতে লোকে তৃতীয়া হরিবল্লভা।
স্নানে দানেঽর্চ্চনে প্রাদ্ধে জপে পুষ্কর-তর্পণে।
যেঽর্চ্চয়ন্তি যথৈশ্বর্য্যং শ্রাদ্ধং দুর্গন্তি যত্নতঃ।
তস্যাং দদতি দানানি সন্তস্তে বৈষ্ণবা নরাঃ॥

(পদ্মপুরাণে)

ভগবান্ বিষ্ণু বৈশাখের শুক্লা-তৃতীয়ায় সত্যযুগের বিধান, যুগের সৃষ্টি এবং ত্রিপথগা সুরধুনীকে ব্রহ্মলোক হইতে ধরাধামে অবতরণ করাইয়াছিলেন। এই জন্য উক্ত তিথিতে যজ্ঞেশ ও যজ্ঞেশ্বরী হরির পূজা করা কর্ত্তব্য।

বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে সত্যযুগের উদ্ভব এবং তদ্দিন হইতেই ত্রিবেদ প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে। এই তৃতীয়াতে স্নান, দান, পূজা, শ্রাদ্ধ, জপ ও পিতৃতর্পণ প্রভৃতি করিলে তাহা অক্ষয় হয়। এই তিথি শ্রীবিষ্ণুর অত্যন্ত প্রীতিকরী। যাঁহারা এই তিথিতে যত্নের সহিত হরির পূজা করেন এবং যজ্ঞাদি করেন, তাঁহারা সন্ত ও 'বৈষ্ণব' বলিয়া বিবেচিত।

কোন পর্ব্বই স্মার্ত্ত পর্ব্ব বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। সকল পর্ব্বই বৈষ্ণব-পর্ব্ব। কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের বৈষ্ণবগণের সহিত অবৈধ আনুকরণিক প্রতিযোগিতামূলে বহির্বিচার-চালিত হইয়া তাহার ফলনাশ কোনও তিথি বা পর্ব্বকে ব্যবহারিক ভোগপ্রবণ অনুষ্ঠানপর করিয়াছেন বলিয়াই যে তাহা স্মার্ত্তপর্ব্ব হইবে, তাহা নহে। বৈষ্ণবগণ সকল পর্ব্বকেই কৃষ্ণসেবোদ্দীপনে, কৃষ্ণনাম-গুণকীর্ত্তনপ্রচারে নিযুক্ত করিয়া কর্ম্মজড়গণের দুর্ব্বুদ্ধিতা হইতে মঙ্গলকামী জীবগণকে রক্ষা করেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও অধ্যাপক কে, পঞ্চপাগেসন্

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪২শ সংখ্যার পর]

অধ্যাপক—অন্তর্ভবেদ্ধনস্য ভবদ্ধনেষু
হ্যতৎ তাজন্তো মৃগয়ন্তি সন্তঃ।
অসন্তমপ্যাত্মনি সর্ব্বলাভং
সন্তং গুণং তং কিমু যন্তি সন্তঃ॥

(ভাঃ ১০।১৪।২৮)

—এই শ্লোকে ত ভাগবত কেবলাদ্বৈতবাদকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

প্রভুপাদ—নিশ্চয়ই নহে।

অধ্যাপক—শ্রীধর স্বামী এখানে কি ব্যাখ্যা করিয়াছেন ?

প্রভুপাদ—শ্রীধরের ব্যাখ্যা দেখুন। শ্রীধর কেবলাদ্বৈত-

বাদ খণ্ডন করিয়াছেন। (শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরাবিদ্যাভূষণ বি-এ, মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক ও স্বামিপাদের টীকা পাঠ করিলেন)।

বিবেকিনস্তু প্রত্যক্ষস্বরূপে এব পরমাত্মানং বিচিন্বতীত্যাহ অনন্তর্ভব ইতি। তবতীতি তত্ত্বচ্ছিব্দাত্মকং শরীরং তন্মধ্য এব যাং দৃশমস্তি। অতঃ স্বতঃ তাজন্তোঽপবাদঃ। নন্থ সতো জ্ঞানেনাসতঃ কিমনন্তোঽপবাদেনেত্যাশঙ্ক্য অধ্যস্তাপবাদং বিনা অধিষ্ঠানত্বং ন জ্ঞায়ত ইতি সত্যং ব্যবহারেণাহ অসদস্তিতি। অস্তি সদ্বীপে অসত্তমপ্যাহি-মন্তরেণ তন্নিষেধং বিনেত্যর্থঃ। সত্যং গুণং বস্তুং সতঃ কিমু বস্তি জানন্তি। অস্তি সত্তমপি গুণমিতি বা। ন জানন্তীত্যর্থঃ। তস্মাদাত্মাস্বতন্ত্রৈব জ্ঞানমুক্তিরিতি ভাবঃ।

শ্রীমদ্ভাগবত অব্যবহিত পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে এই শ্লোকটীর তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন,—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্।
তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বাত্রন্ত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্॥
অহোঽতিধন্যা ব্রজগোরমণ্যঃ
স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মুদা।
যাসাং বিভো বৎসতরাত্মজাত্মনা
যদ্তৃপ্তয়েঽদ্যাপি ন চালম্বয়াঃ॥
অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপ ব্রজৌকসাম্
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম-সনাতনম্॥
এষাং তু ভাগ্যমহিমাচ্যুত তাবদাস্তা
মেকাদশৈব হি বয়ং বত ভূরিভাগাঃ
এতদ্ধৃষীকচষকৈরসকৃৎ পিবামঃ
শর্ব্বাদয়োঽঙ্ঘ্র্যুদজমধ্বমৃতাসবং তে॥
তদ্ভূরি ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং
যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্।
যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ-
স্বস্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব॥
এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্
কিং দেবরাতেতি ন-
স্তেতো বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরং
কুত্রাপ্যনুদ্যুষ্যতি।
সন্ধেয়াদিব পুত্তনাপি সকুলা
ত্বামেব দেবাপিতা
যদ্ধামার্থসুহৃৎ প্রিয়াত্মতনয়
প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে॥
তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।
তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রিনিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ
প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথয়ন্তু তে॥
জানত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥
অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ সর্ব্বং বেৎসি সর্ব্বদৃক্।
ত্বমেব জগতাং নাথো জগদেতৎ তবার্পিতম্॥
(ভাঃ ১০।১৪।২৯-৩৯)

শ্রীধর স্বামিপাদের টীকা দেখুন—নন্বেবং জ্ঞানৈকসাধ্যো মোক্ষে কিমিতি ভক্তিরুদ্বোধিতা অত আহ অথাপীতি। যদ্যপি হস্তগাপ্যমিব জ্ঞানমুক্তং তথাপি হে দেব! তব পাদাম্বুজয়ো যঃ প্রসাদলেশোঽপি তেনানুগৃহীত এব ভগবত্তত্ত্ব মহিম্নস্তত্ত্বং জানাতি। হে ভগবন্! তে মহিম্নস্তত্ত্বমিতি বা। একোঽপি কশ্চিদপি চিরমপি বিচিন্বন্নপি অতদ্ব্যাপবাদেন বিচারয়ন্নপীত্যর্থঃ।

মধুসূদন রাও—শ্রীধর ভক্ত, কিন্তু অদ্বৈতবাদী।

প্রভুপাদ—শ্রীধর স্বামী শুদ্ধাদ্বৈতবাদী ও বৈষ্ণবোত্তম—কেবলাদ্বৈতবাদী বা বিদ্ধাদ্বৈতবাদী নহেন। কেবলাদ্বৈতবাদী 'ভক্ত' হইতে পারেন না। কেবলাদ্বৈতবাদী 'ভক্তি', 'ভগবান্' ও 'ভক্তের' নিত্যতা স্বীকার করেন না। সকল সাম্প্রতাচার্য্যই সমস্বরে কেবলাদ্বৈতবাদীকে "অভক্ত" বলিয়াছেন। মৌখিক "ভক্তি" স্বীকার করিয়া চরমে নির্ব্বিশেষ বা নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান অধিকন্তু কপটতা ও ভক্তি-বিরোধের শেষ সীমা ইহা। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভ শ্লোক ব্যাখ্যা কালে শ্রীধর স্বামীও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—"প্র"

সম্বন্ধে মোক্ষাভিসন্ধিরূপি নিরস্তঃ, কেবলমীশ্বরাধনলক্ষণো ধর্ম্মো নিরূপ্যতে।

মধুসূদন রাও—শ্রীধর স্বামীকে কিছুতেই অদ্বৈতবাদী ব্যতীত অন্য কিছু ভাবা যায় না।

প্রভুপাদ—শ্রীধরস্বামী অদ্বৈতবাদী এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি শ্রীমদ্ভাগবত কথিত অদ্বয়জ্ঞানবাদী বা শুদ্ধাদ্বৈতবাদী। যেহেতু শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীধর স্বামীকে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাচার্য্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেজন্য আমরা স্বামিপাদকে এমন কি শুদ্ধভক্তি তারতম্য বিচারে শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্ব হইতেও অধিকতর শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব বলিয়া জানি। অর্চ্চনমাত্রাধিকারী আচার্য্যগণাপেক্ষা শ্রীধর স্বামী নামভজনকারী সত্য সত্য শুদ্ধবৈষ্ণব। শ্রীধর কখনই মায়াবাদী অদ্বৈতবাদী নহেন। শ্রীধরের শত শত লেখনী হইতে ইহা প্রমাণ করা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতাফল, অর্থবাদ, উপপত্তি হইতে নির্ণয় করা যায় যে শ্রীধর-স্বামী ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কোনও রূপেই মায়াবাদ স্বীকার করেন নাই। শ্রীধরস্বামী অতীব তীব্রভাবে কেবলাদ্বৈতবাদকে গর্হণ ও খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার শুদ্ধাদ্বৈত সিদ্ধান্ত-বিচার বুঝিতে না পারিয়া নির্ব্বিশেষবাদী শ্রীধরকে নিজ-দলে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছে। বঙ্গদেশের প্রাকৃত সহজিয়া নামক এক অপসম্প্রদায় "রায় রামানন্দ"কে তাহাদের দলে টানিয়া আনিবার চেষ্টা দেখাইয়াছে, 'বাউল' নামক এক অপসম্প্রদায় শ্রীচৈতন্য-দেবের বিশুদ্ধ ভক্তগণকে বাউলমতাবলম্বী করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

অধ্যাপক—কিন্তু শ্রীধর যে দার্শনিক বিচার অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক মতের অনুকরণ।

প্রভুপাদ—কখনই নহে, শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অধস্তনগণ শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীধরস্বামিপাদের বিচার ও সিদ্ধান্তের পরবর্ত্তিকালে বিকৃত অনুকরণ করিয়াছেন। তাহারা মৌখিক ভক্তির লোক দেখান প্রাথমিক আবাহন করিয়া চরমে ভক্তিকে বিসর্জ্জন দিবার আসুরিক কুমতলব উদ্ভাবন করিয়াছেন। যাহারা ভক্তিকে আদৌ স্বীকার না করিয়া বরাবর স্পষ্ট নাস্তিক বা কেবলাদ্বৈতবাদী হইয়াছেন, তাহারা একরূপ ভাল; কারণ তাহাদের ভক্তিবিরোধ স্পষ্টভাবে ধরা যায়, আর যাহারা আপাত ভক্তিস্বীকার করিবার ছলনা দেখাইয়া চরমে নির্ব্বিশেষকেই তাহাদের আন্তরিক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য করিয়া রাখিয়াছেন, ভক্তির সেই সকল প্রচ্ছন্ন শত্রু ও প্রচ্ছন্ন নাস্তিকগণের অধিকতর প্রচ্ছন্ন অপসিদ্ধান্তি সাধারণ লোকে ধরিতে পারে না।

শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন—

"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয়-নাস্তিক্য-বাদ বৌদ্ধকে অধিক॥"

বৌদ্ধগণ প্রথম মুখেই স্পষ্টভাবে বেদ মানেন না। আর মায়াবাদিগণ মুখে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া কার্য্যকালে শ্রৌতপথ লঙ্ঘন করে, শ্রুতিতে যে অচিন্ত্য-ভেদাভেদসিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিয়া একদেশী কেবলাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত কল্পনা করে। সুতরাং মায়াবাদিগণ স্পষ্ট বৌদ্ধ অপেক্ষাও অধিকতর নাস্তিক। যে সকল প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ নির্ব্বিশেষবাদী বা মায়াবাদী স্পষ্টই 'ভক্তি'কে অস্বীকার করেন, তাহাদের সঙ্গ হইতে সাধারণ লোক সাবধান হইতে পারে, কিন্তু যাহারা মৌখিক আপাত ভক্তি স্বীকারের ছলনা দেখায় সেই সকল বিষকুম্ভ পয়োমুখকুম্ভ অথবা তৃণাচ্ছাদিত কূপতুল্য কপট বা অধিকতর প্রচ্ছন্ন কেবলাদ্বৈতবাদীর স্বরূপ সাধারণে বুঝিতে না পারিয়া, তাহাদিগকে "ভক্ত" বলিয়াই মনে করে এবং তাহাদের সঙ্গে পতিত হইয়া নিত্য ভগবদ্ভজনবৃত্তি, জীবাত্মস্বরূপের নিত্যবৃত্তিকে নাস্তিকতার যূপকাষ্ঠে বলি প্রদান পূর্ব্বক আত্মহত্যা করিয়া থাকে। এই সকল প্রচ্ছন্ন আত্মহত্যাকারীর দল ভয়াবহ। শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীধরস্বামিপাদ, শ্রীচৈতন্যদেব এই সকল কপট ব্যক্তিগণ হইতে সাবধান হইতে বলিয়াছেন। শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই অদ্বৈতব বাস্তব সত্য প্রিয়, ভাগবতধর্ম্মপ্রিয়-ব্যক্তিগণকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন, পাছে তাঁহাকে বিদ্বৎকেবলাদ্বৈতবাদি-গণের দুষ্ট-অভিসন্ধি-মূলক প্ররোচনার লোকে কেবলাদ্বৈত-বাদী মনে করিয়া মৌখিক আপাত ভক্তির ছলনা ও চরমে নির্ব্বিশেষবাদকেই ভাগবতধর্ম্ম বা স্বামিপাদের সিদ্ধান্ত মনে

করিয়া ভাস্ত হন দেখুন তিনি ভাগবত-টীকার প্রথমমুখেই তাঁহার শুদ্ধাদ্বৈত-সিদ্ধান্তের সূত্র ব্যাখ্যা মুখে জীবের নিত্যতা, জগতের সত্যতা, ভক্তির নিত্যতা, তর্কের নিত্যতা, শাস্ত্রের নিত্যতা, প্রভৃতি সংস্থাপন করিয়াছেন। কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড হইতে আনুষ্ঠিক ভক্তির শ্রেষ্ঠতা স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভি সুন্দরে ভাগবতে পরমো ধর্ম্মো নিরূপ্যতে ইতি। পরমত্বে হেতু :—প্রত্যক্ষের ঐহিকৈঃ কৈতবং ফলাভিসন্ধি-রহিতং কপটং বর্জ্জিতং যঃ। প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ। কেবলেশ্বরারাধনলক্ষণো ধর্ম্মো নিরূপ্যতে ইতি অভিধাভিধেয়োঽপি ধর্ম্মস্ত পরমত্বম্। নির্ম্মৎসরাণাং পরোৎকর্ষেতরাসহনং মৎসরঃ তদ্রহিতানাং সতাং ভূতানুকম্পি-নাম্। যদ্বা কর্ম্মকাণ্ড নিষেদ্ধ্যঃ শাস্ত্রেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যমুক্তম্। জ্ঞানকাণ্ডবিধেয়েভ্যোঽপি শ্রৈষ্ঠ্যমাহ—বেদ্যমিতি। বাস্তবং পরমার্থভূতং বস্তু বেদ্য নতু বৈশেষিকাগমিব দ্রব্য-গুণাদিকম্। যথা বাস্তব শব্দেন বস্তুলোহংশো জীবঃ বস্তুনঃ শক্তিমায়া চ বস্তুনঃ কার্য্যং জগচ্চ তৎসর্ব্বং বস্তুনো ন ততঃ পৃথগিতি বেদ্যম্।

বেদ্যং বৈ বাস্তবং বস্তু যত্র জ্ঞানাদয়ঃ কিল। ত্রয়ো যদ্ভাবনাভেদাঃ সত্ত্বাদ্যা যত্র চাপি হি॥ যে বস্তু বিশেষ ভাবনাভেদাঃ অতো বুধৈ পরিত্যক্তাঃ সত্ত্বাদ্যা যত্রাপি হি॥ ইদং ভাগবতং নাম যদ্বং মুহুঃ পিবত।

ন চ ভাগবতাদ্যুক্তপানং মোক্ষোঽপি ত্যাজ্যমিত্যাহ—আনন্দঃ, নহো মোক্ষঃ অতিবিধাধিকারঃ পরমবিদ্যাপি. নহীদং স্বর্গাদিসুখবদুক্তৈকলক্ষকাতে কিন্তু সেব্যত এব। বক্ষ্যতে হি—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে"

প্রভৃতি বাক্য শঙ্কর সম্প্রদায়ের কেহ বলিতে পারেন কি?

অধ্যাপক—"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা" বাক্য-আচার্য্য শঙ্করও বলিয়াছেন।

বাসুদেবপ্রভু—সাধারণের এইরূপ ভ্রমাত্মক বিশ্বাস যে উহা আচার্য্য শঙ্করের উদ্ধৃত বাক্য। আপনি শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কোন ভাষ্য হইতে উহা দেখাইতে পারেন কি?

অধ্যাপক—আমার এইরূপ বিশ্বাস ছিল, ইহা আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যে আছে।

বাসুদেব প্রভু—আপনি শ্রীশঙ্কর ভাষ্য হইতে দেখান। জগতে এইরূপ অনেক ভ্রমাত্মক বিশ্বাস চলিয়াছে। শ্রীধর স্বামিপাদ শঙ্করমতাবলম্বী এইরূপ ভ্রমাত্মক ধারণাও ঐরূপ।

অধ্যাপক—আপনি কি শ্রীধরের ভাষ্য হইতে দেখাইতে পারেন যে স্বামিপাদ কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন?

বাসুদেব প্রভু—আমি আপনাকে সহস্র সহস্র উদাহরণ ও প্রমাণ দেখাইতে পারি। ইহা বলিয়া পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীস্বামিটীকা হইতে কয়েকটী স্থান বাহির করিয়া দেখাইলেন—শ্রীধরস্বামিপাদ কখনই কেবলাদ্বৈতবাদীর ন্যায় জীব ও ঈশ্বরের স্বগত সজাতীয় বিজাতীয় ভেদ-রাহিত্য স্বীকার করেন নাই। স্বামিপাদ বলিতেছেন,—

কৃতাদেস্ত্রীণি ভেদ্যঃ পৃথক্ তদ্বাপি জীবসংজ্ঞি-তাৎ ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ পৃথক্ তথা প্রধানাদপি তৎ-প্রবর্ত্তকো ভগবান্ পৃথক্। (ভাঃ ৩,২৮।৩১)

স্বাংশস্ত জীবস্ত বন্ধহেতুং দৈবীং দেবস্ত বিষ্ণোঃ শক্তিং পরাভাখ্যাং তৎপ্রসাদেনৈব ছিত্বা স্বরূপেণ ব্রহ্মভূয়েনাবতিষ্ঠতে (ভাঃ ৩।২৮।৪৪)

শ্রীস্বামিপাদ জীবস্বরূপের নিত্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন—

পরমাত্মনো জীবা জায়ন্তে ইতি নিরস্তনিমিত্তাভাব উক্তে তথা সতি জীবানামনিত্যত্বপ্রসঙ্গেন প্রতিদিনং কৃতনাশ-কৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ। কিঞ্চ তদা মোক্ষো নাম জীবস্ত স্বরূপহানিরেব স্যাৎ ন চৈতদ্যুক্তম্। স্বপ্রকাশ নিত্যাত্মনোঽবিদ্যাকৃতানর্থ নিবৃত্তিমাত্রস্ত মোক্ষত্বাভ্যুপগমাদি-ত্যাশঙ্ক্য উপাধিজন্মনৈব জীবানাং জন্মোচ্যতে ন স্বতঃ অঘটনানিত্যাহ ন ঘটতে।

এই বাক্যে মোক্ষ অর্থে জীবের স্বরূপহানি নহে, অবিদ্যাকৃত অনর্থমাত্র নিবৃত্তি প্রতিপাদন করিলেন।

স্বামিপাদ জীব সমূহের নিত্যত্ব প্রসঙ্গে আরও বলিতেছেন,—

যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্ব

ওবাচেমো মুচ্যতাং ত্যাদিশ্রুতিষু ভেদমাত্রেণ প্রপঞ্চস্য পরমাত্মোপাদানত্ব শ্রবণাৎ। ন চ বিকারিত্বম্, পরিণামানঙ্গীকারাৎ। (ভাঃ ১০।৮৭।৩১)

জীবেশ্বরয়োর্বৈলক্ষণ্যাদাহ বিকৃত ধর্ম্মিণোরিতি সাঙ্খ্যেন। শোকোনন্তবর্ত্তিবতোরেকস্মিন্ ধর্ম্মিণি শরীরে নিয়ন্ত্যনিয়ন্তৃত্বেন বিরুদ্ধয়োঃ।

সুপর্ণা। বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ভেদাৎ পৃথগ্‌ভূতৌ। সযুজৌ চিদ্রূপত্বাৎ সখায়ৌ অবিয়োগাদৈকরূপ্যাচ্চ। ... তয়োর্মধ্যে একোজীবঃ পিপ্পলান্নং পিপ্পলোৎস্বাদু ভোক্তৃত্বেন কর্ম্মফলবিভাগী। ন ভুঙ্‌ক্তে। অন্য ঈশ্বরো নিরন্নোঽভোক্তাপি নিজানন্দভুগ্‌ভোক্তেতি বদন্তো জানন্তি পক্ষ্য। ফুল্লান্ অর্থকঃ। শ্রুতিশ্চ। দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি। (ভাঃ ১১।১১।৬)।

শ্রীস্বামিপাদ নির্ভেদমুক্তিকে গর্হণ ও প্রবণকীর্ত্তন দর্শনা কেবল ভক্তির নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন,—

অপবর্গস্যপি কেচিন্ন পরিণামস্য নেক্ষন্তি কুতোঽকর্ম্মিণঃ শ্রুপদাদি। কেচিদিতি একস্তা ভাক্তবন্তিকা বিরলা ইত্যর্থঃ। ন কেবলমন্তরেচ্ছন্তি কিন্তু তেনৈব সুখেন পূর্ণাঃ সন্তঃ পুরুষিকং পুরাদিসুখমনপেক্ষন্ত ইত্যাহ তে চরণ-সরোজহংসকুলসঙ্গ বিসৃষ্টেতরা ইতি। তব চরণসরোজে হংসা ইব রমমাণা যে ভক্তাস্তেষাং কুলং তেন সঙ্গস্তেন বিসৃষ্টা গৃহা যৈস্তে তথা। অনেন শ্রবণ কীর্ত্তনে বদিতে। শ্রুতিশ্চ মুক্তেরপ্যাধিকং ভক্তের্দর্শয়তি। যথা, যং সর্ব্বেদেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চেতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ সর্ব্বজ্ঞৈর্ভাষ্যকৃদ্ভিঃ—মুক্তা অপি লীলয়া, বিগ্রহং কৃত্বা ভজন্ত ইতি। (ভাঃ ১০।৮৭।২১)

অধ্যাপক—স্বামিপাদ ভাগবতের শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেছেন বলিয়া অযুক্ত সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। তাহার ব্যক্তিগত মত যে ঐরূপ ছিল এবং তিনি নির্ভেদমুক্তিকে ঘৃণা করিতেন, তাহার প্রমাণ কি ?

প্রভুপাদ—এইরূপ উক্তি হাস্যাস্পদ। স্বামিপাদ আড়াটিয়া বাজার ধরণের লোক নহেন যে, তিনি "সগণাঃ বৈষ্ণবো মতঃ" হইবেন। তিনি অকপিত হৃদয়ে শ্রীমদ্ভাগবতকে স্বসম্প্রদায়ের মতপোষক বলিয়াই সেই গ্রন্থের টীকা রচনা প্রসঙ্গে স্বসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন। অতিকালকার বিভিন্ন ব্যক্তিগণের ন্যায় অসদ্‌গুরু অচার্য্য স্বামিপাদকে কপট কল্পনা করা দুর্গতি-সূচিত ভ্রান্তমাত্র। স্বামিপাদ দ্বিভিন্ন ছিলেন না, তিনি অন্তরে একভাব পোষণ করিতেন, আর বাহিরে অন্যরূপ বলিতেন, এরূপ কল্পনা করাও অপরাধ। দুর্গতিসম্পন্ন নির্ব্বিশেষবাদিগণ যুক্তি, বিচার ও প্রমাণের দ্বারা পরাজিত হইলেও এইরূপ একটি গোঁয়ারতুমী দ্বারা আপনাদিগকে বাঁচাইতে চাহে। কিন্তু শ্রীধর স্বামিপাদের যে সকল নিজ বাক্য সম্বলিত গ্রন্থ দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা হইতে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু স্বামিপাদের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবতা প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বামিপাদ শ্রীনামের নিত্যত্ব ও সাধ্যত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন।

বাসুদেব প্রভু—(অধ্যাপকের প্রতি) শ্রীধর স্বামিপাদের নিজ কৃত শ্লোক দেখুন—

যৎকথামৃতপাথোধেরবিন্দন্তঃ মহামুদঃ।
কুর্ব্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্ব্বর্গং তৃণোপমম্॥

পরম-সম্প্রদায়ের অনুগত নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসু এরূপ কথা কি বলিতে পারিবেন ? হে ভগবন্, তোমার কথামৃত রূপ পাথোধি অর্থাৎ সমুদ্রে মহানন্দৈকরসরূপে সুপ্রসিদ্ধ ভাগ্যবানগণ চতুর্বর্গকে তৃণবৎ করিয়া থাকেন।

স্বামিপাদের রচিত এরূপ সহস্র সহস্র স্বমতোক্তি আছে। স্বামিপাদ স্বরচিত শ্লোকে বলিতেছেন—

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোমি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়ামি॥

কোথায় মনোবুদ্ধি অহঙ্কারাদি দ্বারা আচ্ছন্ন আমি ক্ষুদ্রজীব আর কোথায় তুমি বৃহৎ ও মহৎ! হে নৃহরে, (শ্রীনৃসিংহে বিষ্ণুস্বামীসম্প্রদায়ের শ্রীধর স্বামিপাদের ইষ্টদেব। —এক সম্প্রদায়ের শ্রীবিষ্ণুস্বামীপাদ নৃপকায়ের উপাসক) হে দীনবন্ধো, দয়াসিন্ধো, আমাকে ভক্তি প্রদান কর। জীবেশ্বরৈক্যবাদী মায়াবাদি সম্প্রদায়ের মুখে এইরূপ কথা নির্গত হইতে পারে না।

মায়াবাদীর মিথ্যা তর্ক, বাদানুকরণ ও নির্ব্বিশেষ বা নাস্তিক্য বিচার পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র হরিগুরু বৈষ্ণব নাম কীর্ত্তনপর মুকুন্দপ্রাণ শ্রীস্বামিপাদ নিজ রচিত শ্লোকে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

বিখ্যাতর্কতুর্কবিশেষিত মহাবৈয়াকরণোত্তম
শ্রীমদ্ভাগবতেতরকতিপয় গ্রন্থজ্ঞানবদ্ভিঃ মূঢ়ৈঃ
শ্রীমদ্ভাগবত বাচন বিনয়ন শ্রীগুরু শ্রীমতে
গোবিন্দেতি যুবা বদন্ মধুপতে মুক্ত করাস্যাম্যহম্।

এখানে 'শ্রীগুরু' 'বিনয়ন' বা কৃষ্ণ শব্দের দ্বারা স্বাভিপাদ যে কৃষ্ণসম্প্রদায়ের তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। গুরু ও ভগবানের নামে কীর্তন-তৎপরতাই জীবন্মুক্তাবস্থা।

শ্রীধরস্বামিপাদ নিম্নোক্ত শ্লোকে ভগবানকে নির্বিশেষ সত্ত্ব-তমাদির আধার নিত্য অপ্রাকৃত গুণযোক্তৃক বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন—

সকলবেদগণেরিতসদ্গুণ
দ্যুমিতি সজ্জননীবিজনা ব্রতাঃ।
দ্যুদি সুদুস্তরণ প্রবণাদিভি
স্তব পদ স্মরণেন গতক্লমাঃ ॥
নয়বপুঃ প্রতিপন্ন বদিত্যয়
শ্রবণ বর্ণন সাদরধারিভিঃ।
নয়তরে ন ভবন্তি নৃণামিবং
দুরিতবহ্নিসিতং বিকলং ততঃ ॥

এইরূপ সহস্র সহস্র বাক্য প্রদর্শিত হইতে পারে।

অধ্যাপক—আমি খুব গভীরভাবে শ্রীধরস্বামীর কথা আলোচনা করি নাই।

প্রভুপাদ—গভীরভাবে আলোচনা না করিয়া এবং শ্রৌত প্রণালীকে অবগত না হইয়া কোন বিষয়ে মত প্রকাশ করা বা সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থাপন করিতে যাওয়া আজকালকার একটি অবৈধ চেষ্টা হইয়াছে।

অধ্যাপক—আচার্য শঙ্করের মত বুঝা কঠিন ব্যাপার। এমন কি তদ্বদসম্প্রদায়ের অনেক মনীষিগণও আচার্যের প্রকৃত মত ধরিতে পারেন নাই। আচার্য সুরেশ্বর বিদ্‌বিলাসবাদ ও চিন্মাত্র বাদ উভয় স্বীকার করিয়াছেন।

প্রভুপাদ—চিদ্‌বিলাস ও চিন্মাত্রবাদ উভয় কিরূপে স্বীকৃত হইতে পারে? চিদ্‌বিলাসবাদ স্বীকারে কেবল চিন্মাত্রবাদ উপেক্ষা বিচার টিকিতে পারে না, আর কেবল চিন্মাত্রবাদ স্বীকারে চিদ্‌বিলাস বৈচিত্র্য বাদ স্বীকৃত হইয়াছে বলা যায় না। সত্তা ও অসত্তার যুগপৎ অবস্থিতি আধ্যক্ষিক জড় বিচারে স্থান পাইতে পারে না। চিদ্‌বিলাসে লীলা নিত্য। কেবল চিন্মাত্রবাদে লীলার নিত্যত্ব স্বীকৃত। আপনাদের মতে কি লীলা নিত্য।

অধ্যাপক—লীলা 'অনির্বচনীয়'।

প্রভুপাদ—ইহার উত্তর এড়াইবার জন্য শব্দাড়ম্বর মাত্র। ইহার সরল উত্তর হওয়া আবশ্যক—'হাঁ' কি 'না'। যেখানে নির্বিশেষবাদি ঠেকিয়াছেন সেখানেই 'অনির্বচনীয়' শব্দের আশ্রয় লইয়াছেন। ইহাই নাস্তিকতা। অনির্বচনীয় অজ্ঞান সম্ভূত নাম মায়াবাদীর মতে 'ঈশ্বর'। মায়া অনির্বচনীয়া। প্রত্যেক বৈষ্ণব-সম্প্রদায় স্পষ্ট উত্তর দিয়াছেন। পরমেশ্বর, জীব, মায়া, ভগবদ্ধাম-রূপ-গুণ-লীলা সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেবের সরল ও সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

প্রচার-প্রসঙ্গ

কলিকাতায়—গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমী মহারাজ বিগত ২৯শে বৈশাখ রবিবার দিবস শ্রীগৌড়ীয়মঠের সুবৃহৎ নাট্য-মন্দিরে রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত দেড় ঘণ্টাকাল "শ্রীনামভজন" সম্বন্ধে তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বৈষ্ণবগুরুর পদাশ্রিত হইয়া দশবিধ নামাপরাধ এবং চতুর্দ্বিধ নামাভাস বর্জ্জন-পূর্ব্বক সদ্ধর্ম্মজ্ঞান ও প্রণিপাত-পরিপ্রশ্ন সেবাবৃত্তির সহিত নিষ্কপটে শ্রীনামানুশীলনই যে শ্রীনামভজন, তাহা স্বামিজী মহারাজ বহুপ্রমাণ ও যুক্তির দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন। কলিকাতার বহু শিক্ষিত ও সজ্জনমণ্ডলী সভাতে উপস্থিত থাকিয়া ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসী মহারাজের শ্রীমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শ্রীনামভজন প্রণালীর কথা শ্রবণে আত্ম-মঙ্গলসাধনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

৩১শে বৈশাখ ১৪ জুন মঙ্গলবার দিবস স্বামিজী মহারাজ —বেলগাছিয়া ২১ নং ধুতু লেন নিবাসী কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের সুবিখ্যাত অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম, এ, পি, আর, এস্, পি, এচ, ডি মহোদয়ের দ্বারা আহূত হইয়া তাঁহার বাটিতে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। বহুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্তজনগণ ঐ সভায় সমাগত হইয়াছিলেন। স্বামিজী মহারাজের মুখে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া সেই বিদ্বৎসভার সকলে আকৃষ্ট হন্ এবং পরম পণ্ডিত ডাক্তার নিয়োগী স্বামিজী মহা-রাজকে সপ্তাহেএকদিন শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ করাইতে অনু-রোধ করেন। স্বামিজি তাঁহার অনুরোধে মাসে একদিন তাঁহার বাটিতে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

১০ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১১ই আষাঢ় শনিবার, ১৩৩৯; ২৫শে জুন, ১৯৩২ | ৪র্থ সংখ্যা

অর্চ্চন

'অর্চ্চন'-সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবন্ধ 'গৌড়ীয়'-স্তম্ভে বিভিন্ন সময়ে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। যাহারা কৃষ্ণ-তত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর পাদপদ্মাশ্রয় করে নাই বা যাহারা সদ্‌গুরুর আশ্রয়ের অভিনয় করিয়াও দুর্দ্দৈবফলে প্রকৃত বিষয়টীতে প্রবেশ করিতে অসমর্থ, তাহারা 'অর্চ্চন'-সম্বন্ধে প্রায়ই ভুল করিয়া থাকে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে শ্রৌত-প্রণালীর অনুসরণে সেই সকল বিষয়ই প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করিব।

সাধকমাত্রকেই অভিধেয়-যাজন-মুখে 'শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ'-রূপভজন ও অর্চ্চন—এই দুইটীর একটি গ্রহণ করিতেই হইবে। শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাত্মক ভজন এবং 'অর্চ্চন'—এই দুইটীর একটী বলিতে কেহ যেন ভুলক্রমে না বুঝেন যে, 'শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণে'র সর্ব্বাংশ বাদ দিয়াও 'অর্চ্চন' নামক একটি পথ গ্রহণ করা যাইতে পারে। যে 'অর্চ্চন' শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণের দ্বারা নিয়মিত নহে, যে অর্চ্চনের ফল শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণরূপভজন-প্রবৃত্তি নহে, সেই 'অর্চ্চন' অসম্পূর্ণ।

যাহারা অন্যাভি "মনোধর্ম্মিতিঃ" অর্থাৎ প্রাকৃত বিষয়ে 'আমি', 'আমার' বুদ্ধিবিশিষ্ট, ধন-পুত্রাদিতে অভিনিবিষ্ট, যাহারা স্থূলবুদ্ধি, যাহারা অনিয়মিত, যাহাদের চিত্ত সর্ব্বদা বহির্বিষয়ে প্রক্ষিপ্ত, যাহারা অত্যন্ত আসক্ত, 'বিধুর অর্চ্চন' তাহাদের পক্ষে ব্যবস্থাতুর—তাহাদের অর্চ্চন করিতেই হইবে—অর্চ্চন না করিলে তাহাদের 'নিরয়পাতঃ ধ্রুবঃ'। 'অর্চ্চন'-ব্যাপারটী নিয়ম (regulation) জোগায়—বিলাসীর—গৃহসুখান্বেষী ব্যক্তির মাথাব্যথার—'চতুষ্কালের ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে শয্যায় আসক্ত করিয়া' তুইয়া থাকিবার উপায় নাই, তাহাকে সেই সময় উঠিতেই হইবে, উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া, পবিত্র হইয়া, দাঁতন করিয়া 'ভগবৎ-প্রবোধন' করিতেই হইবে—মন্দির-সংস্কারাদি করিতেই হইবে। দারুণ গ্রীষ্মকালে গৃহ-দেহাসক্ত সুখপ্রিয় ধনীর বৈদ্যুতিক বাজন-যন্ত্রের তলে বসিয়া তাম্রকূটপান-সুখোপভোগ বা দার্জ্জিলিং-সিমলা-শৈলে ভোগোপকরণসহ ভ্রমণ না করিয়া শ্রীবিগ্রহকে ব্যজন, মন্দির চন্দন-সংঘর্ষণ-

পূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গে লেপন ও শ্রীবিগ্রহের সৌখ্য-বিধানের জন্য সর্ব্বদা তৎপর থাকিতে হইবে।

নিষিদ্ধ নৈবেদ্য-পরিত্যাগ, চাতুর্ম্মাস্য ব্রতপালন, বিভিন্ন মাসের কৃত্য ও বিভিন্ন উৎসবাদির অনুষ্ঠানসহ অর্চ্চন-প্রণালী দ্বারা সাধক ব্যক্তি ও গৃহস্থাভিমানকারী যে কেবল একাকীই নিয়মিত (regulated) হন, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সহযোগী বা সহধর্ম্মিণী-পুত্র-পরিবার—সকলকেই ভগবৎ-পূজার্থ নিয়মিত হইতে হয়। অর্চ্চনকারী গৃহস্থের অষ্টম বর্ষের পুত্রেরও একাদশীতে অন্ন এবং কখনও অনিবেদিত বস্তু গ্রহণের উপায় নাই, অর্চ্চনকারী ধনীর পুত্রেরও স্বীয় অর্থ-দ্বারে অমেধ্য ক্রয় করিয়া ভোগ করিবার উপায় নাই। কারণ, বৈষ্ণব-গুরুপাদপদ্ম লৌকিক গৃহস্থ তাঁহার পুত্রকে সর্ব্বদা ভগবৎ-সেবার অনুকূল বিষয়েই শিক্ষাদান এবং অনুকূল হইলেই কৃষ্ণসেবা-সম্বন্ধে তাঁহাদের সম্পর্ক স্বীকার করেন।

সাধারণতঃ অর্চ্চন-ব্যাপারটি খুব প্রাথমিক ভক্তানুকূল চেষ্টা। অর্চ্চন—কর্ম্ম ও ভক্তির তটরেখা (bordering line); 'অর্চ্চন'কে একটুকু ভুলভাবে বুঝিলেই কর্ম্মরাজ্যের সীমানায় পতিত হইতে হয়—অর্চ্চনে অত্যাগ্রহী, অতিবাড়ী, অত্যভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িলেই কর্ম্মী হইয়া যাইতে হয়—সেবোন্মুখতা কমিয়া যায়। আর অর্চ্চন ভুলভাবে সাধিত হইলে ভক্তি বা কীর্ত্তনময় হইয়া পড়ে।

অর্চ্চনে অনেক বাধা আছে, অর্চ্চন—'সাপেক্ষ'-ধর্ম্মযুক্ত; শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণের ন্যায় 'নিরপেক্ষ' নহে। অর্চ্চনে 'ভূতশুদ্ধি' আবশ্যক, ন্যাসাদি আবশ্যক। অর্চ্চন 'সদা' হয় না; কিন্তু শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ 'সদা' সাধিত হয়। অর্চ্চনে—নিজ-স্বার্থ, শ্রবণ-কীর্ত্তনে—স্বার্থ ও পরার্থ যুগপৎ সাধিত হয়।

'অর্চ্চন' কেবল ক্রিয়াযোগ-মিশ্রিত ধ্যানপরিণতি হওয়ায় 'অর্পণ' মাত্র, সাক্ষাৎ অনুশীলন নহে; কিন্তু শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ—সাক্ষাৎ অনুশীলন—শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে কৃষ্ণের সহিত—অধোক্ষজ বস্তুর সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্ক আছে।

'অর্চ্চন'কে প্রাথমিক অনুশীলন মনে করিয়া আবার যদি কোনও কোনও অকালপক্ক ভোগি-বিলাসি-বিষয়ী বা তথাকথিত 'ত্যাগী' ব্যক্তি অর্চ্চনের প্রতি উদাসীন হইয়া 'ভজনে'র অভিনয় দেখায়, তাহা হইলেও তাহার ভীষণ বিপদের সম্ভাবনা।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

গৃহস্থস্য ক্রিয়াত্যাগো ব্রতত্যাগো যতেরপি।
তপস্বিনো গ্রামসেবা ত্বিক্ষোর্বিপ্রিয়লোলতা॥
আশ্রমাপসদা হ্যেতে খলাশ্রমবিড়ম্বনাঃ।
দেবমায়াবিমূঢ়াংস্তানুপেক্ষেতানুকম্পয়া॥

(ভাঃ ৭।১৫।৩৮, ৩৯)

গৃহস্থ ব্যক্তির সর্ব্বোত্তম মঙ্গলময়ী ক্রিয়া-ত্যাগ অর্থাৎ অর্চ্চন-পরিত্যাগ, ব্রহ্মচারীর গুরুকুলবাসাদি ব্রত-ত্যাগ, বানপ্রস্থের পুনরায় গ্রামে বাস এবং সন্ন্যাসীর ইন্দ্রিয়-লালসা—এই সকল আশ্রম-বিড়ম্বনা-মাত্র। ঐ সকল ব্যক্তি নিকৃষ্টাশ্রমী। অতএব উহারা ভগবন্মায়াবিমূঢ় জানিয়া উপেক্ষণীয় অর্থাৎ উহাদিগের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে না, উহাদিগকে উপেক্ষা-দ্বারা কৃপা করিতে হইবে।

ইহার দ্বারা গৃহস্থের অর্চ্চন-ত্যাগকে, ব্রহ্মচারীর গুরুকুলবাসাদিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন্যাদ্য শ্রীমদ্ভাগবত-পঠনে আচার্য্য-চরণার্চ্চন প্রভৃতি ব্রত-পরিত্যাগকে সন্ন্যাসীর "বান্তাশী" হওয়ার সহিত সমান প্রতিপাদন করিলেন। শ্রীধরস্বামিপাদও টীকায় তাহাই উদ্দেশ করিতেছেন,—

"যতিমুপলক্ষণীকৃত্যাহ—নপি স্বধর্ম্মত্যাগিনো নিষ্কৃতি গৃহস্থেতি বাক্যাৎ"।

শ্রীশ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর ভাঃ ৭।৫।২৩ শ্লোকের 'ক্রমসন্দর্ভ' 'গৌড়ীয়'-স্তম্ভে অনেকবারেই আলোচিত হইয়াছে, তাহাও সেই একই কথা বলিতেছেন,—

যেহেতু সম্প্রতিমন্তো গৃহস্থাস্তেষাং অর্চ্চনমার্গ এব মুখ্যঃ। তদকৃত্বা হি নিষ্কিঞ্চনবৎ কেবলশ্রবণাদি নিষ্ঠে বিত্তশাঠ্যপ্রতিপত্তিঃ স্যাৎ। পরন্তাদ্যা সম্পাদনং ব্যবহার-নিষ্ঠস্যাপি বা প্রতিপাদকম্। ততোঽশ্রদ্ধাময়ত্বাদীনমেব তৎ। তথা গার্হস্থ্য ধর্ম্মত্ত দেবতাযাগরূপস্য সাধ্য-সাধনবদিনেক স্বানীয়স্য মূলসেকরূপং তদর্চ্চনমিত্যপি তদকরণে মহান্ দোষঃ। লৌকিকানাং চ সর্ব্বেষাং তদকরণে নরকপাতঃ শ্রূয়তে। নহু ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ইত্যেষা এব মন্ত্রাঃ তত্র বিশেষেণ নমঃ শব্দস্যাদরকৃতাঃ। শ্রীভগবতা শ্রীমদ্বিভূতি-স্যাহিতশক্তিবিশেষাঃ শ্রীভগবতা সমমাত্মসম্বন্ধবিশেষ প্রতি-পাদকাশ্চ। তত্র কেবলানি ভগবন্নামান্যপি নিরপেক্ষাণ্যেব

পরমপুরুষার্থকলপর্য্যন্তদানে-সমর্থানি। তত্তো নামমু মন্ত্রতো-ঽপানিক সামর্থ্যে সংস্কৃ কথং দীক্ষাদ্যপেক্ষা উচ্যতে। যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাদি-সম্বন্ধেন কর্মণ্যশীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং তনানাং তৎ-সন্তোষীকরণায় শ্রীমদ্ভি প্রকৃতিস্থিরত্বার্জনমার্গে ক্বচিৎ ক্বচিৎ কাচিন্মর্য্যাদা স্থাপিতাস্তি॥

(ভাঃ ৭।৫।২৩ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভটীকা)

যাঁহারা সম্পত্তিশালী গৃহস্থ, তাঁহাদের অর্চনমার্গই প্রশস্ত। তাহা না করিয়া নিষ্কিঞ্চনের ন্যায় কেবল স্মরণা-দিতে নিষ্ঠাবান্ হইলে বিত্তশাঠ্য বা অর্থকার্পণ্য প্রতিপাদিত হয়। অর্চনাদি কার্য্য অপরের দ্বারা সম্পাদন—ব্যবহারিক-নিষ্ঠা অথবা আলস্যের পরিচায়ক। অতএব প্রত্যবায়িতা-হেতু তাদৃশ কার্য্য 'হীন' বলিয়া পরিগণিত। এই স্থলে দেবযজনরূপ যে পার্থিব ধর্ম, তাহা মূল ত্যাগ করিয়া বৃক্ষের শাখা-পল্লবাদিতে জল-সেচনের ন্যায়, আর ভগবৎ-পূজা—মূলে জল-সেচনরূপ। সুতরাং শ্রীভগবানের পূজা না করিলে স্বয়ং দোষ হইয়া থাকে। দীক্ষিত ব্যক্তি-সকল ভগবৎ-পূজা না করিলে তাঁহাদিগকে নরকগামী হইতে হয়, শাস্ত্রে ইহা শুনা যায়। এই স্থলে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, মন্ত্র-সকল নিশ্চয়ই ভগবন্নামাত্মক। নাম হইতে মন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, মন্ত্র 'নমঃ' শব্দাদি-দ্বারা অনন্তত ভগবন্নাম। ঐ মন্ত্র-সমূহ শ্রীভগবান্ ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক কোন বিশেষ শক্তিতে আহিত এবং ভগবানের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ-বিশেষের প্রতিপাদক। অতএব কেবল ভগবন্নামই যখন নিরপেক্ষভাবে পরম পুরুষার্থ পর্য্যন্ত প্রদান করিতে সমর্থ, তখন ঐরূপ বিশেষ শক্তি-সমন্বিত ভগবন্নামাত্মক মন্ত্র যে কেবল নাম হইতে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অনধিক শক্তি-সম্পন্ন, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং শাস্ত্রে আবার দীক্ষাদির অপেক্ষা কি জন্য কথিত হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন, যদিও দীক্ষাদির অপেক্ষা স্বরূপতঃ নাই, তথাপি প্রায়ই স্বভাবতঃ দেহে আত্মবুদ্ধি-হেতু অনাচারে রত, বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিগণের ঐ সকল বৃত্তি খর্ব্ব করিবার জন্য ঋষিগণ ঐরূপ অর্চনমার্গে কোন কোন স্থলে অর্চনের মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন।

গুরুদীক্ষাত্মা যে-কালে মনোময় ও মূল কোষকে অতিক্রম আত্মা বলিয়া বিবর্ত্ত-পথে পাতিত করে এবং উৎক্রান্তি-স্থিতি যে-কালে শ্রবণ-স্মরণে বরণীয় হয়, সেই কালের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াগুলি কর্ম্মমিশ্রাভক্তি বলিয়া অর্চনা-ধিকারের প্রয়োজনীয়তা। এই অর্চনাধিকার ক্রমশঃ ভজনোন্মুখতায় উৎকর্ষ-দর্শন-লাভে যোগ্যতা পাইলেই কেবল অর্চন ও ভজনের পার্থক্য দেখিতে সমর্থ হয়। অর্চন-পরিপাকেই ভজন-যোগ্যতার কথা ক্রমশঃ আলোচিত হইতেছে।

বর্ত্তমানে এক শ্রেণীর ব্যক্তি যেমন অন্যান্য লাগতিক বিষয়ে অতিনিবিষ্ট—স্ত্রী-পুত্র-ধনাদিতে আসক্ত হইয়া আলস্যক্রমে সদ্গুরুর নিকট অভিগমনের অভাব-হেতু অর্চন পরিত্যাগ করিয়াছে, আবার তদ্রূপ একশ্রেণীর অজ্ঞানপক্ক কৃত্রিম ভজনকারী 'অর্চন' ও 'ভজন' উভয়েরই অসদ্ব্যবহার করিতেছে। শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে আবার বিচিত্র বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়। ইহাদের কেহ কেহ আত্মোদর ও কোলসঞ্চয় আত্মীয়-স্বজনের পরিপালনের জন্য মাঘ মাসের শৈত্যাধিক্য স্বীকার করিয়াও গঙ্গার ঘাটে, তীর্থক্ষেত্রে অর্চন-অভিনয়ের রঙ্গমঞ্চ খুলিয়া বসিয়াছে; কেহ কেহ আবার অর্চন-মার্গের অধিকার হইতে নিজ উচ্চতর অধিকার প্রমাণিত করিবার জন্য এবং অর্চন-অভিনয় মঞ্চের বাহুল্য-নিবন্ধন তাহাতে অর্থ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা অল্প বিবেচনা-পূর্ব্বক কপট ভজন-পরায়ণের বেশে গোপনে পরযোষিৎ-সঙ্গে প্রমত্ত থাকিয়া সেই মাঘমাসের শেষ রাত্রে দ্বারে দ্বারে পর্য্যটন করিতে করিতে "রাই জাগ, রাই জাগ" প্রভৃতি গানের ধুয়া ধরিয়া অকালপক্ক বহুরূপী বা বকধার্ম্মিকোপজীবী হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বাহ্যে পরমহংসের বেষ, কৌপীন, বহির্ব্বাস প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়াও গৃহব্রত, প্রাকৃত-সহজিয়া অসদ্গুরুর শিক্ষা-দীক্ষার অনুকরণে ঘণ্টা বাজাইতেছে, ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিতেছে, অথচ কৃত্রিম-ভাবে অনুরাগ-মার্গের পথিক বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য সহস্রমুখে সদুৎকণ্ঠিত রহিয়াছে! এই সকল ব্যক্তির না হইবে অর্চন-পথে ক্রম-মঙ্গল, না হইবে কোন কালে ভজন-পথে প্রবেশাধিকার। কারণ, ইহারা উভয় প্রকার মঙ্গলের পথকেই বিকৃত-ভাবে ও কপটতার সহিত ভোগ করিবার জন্য উদ্যত।

সদ্গুরু-পাদপদ্ম কখনও 'অর্চনে'র প্রতি তদধিকারীকে বিরূপগ্রস্ত বা তাঁহাদিগকে বিকৃত অর্চন-শিক্ষা প্রদান

করেন না। কারণ 'অর্চন' ব্যতীত অনর্থযুক্ত সাধকের মঙ্গলের উপায় নাই। 'অর্চন' ব্যতীত সদাচার প্রতিষ্ঠিত ও রক্ষিত হইতে পারে না। 'অর্চন' ব্যতীত সৎকর্ম ও অসৎকর্ম-প্রবৃত্তিরূপ অনর্থের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া ভক্তির অনুকূল পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। 'অর্চনে'র নিত্যত্ব স্বীকার না করিলে, পরমেশ্বরের অপ্রাকৃত সবিশেষত্বের বিরুদ্ধবাদী, নির্বিশেষবাদী বা অদৈব অসৎ সাম্প্রদায়িক হইতে হয়। কর্মি-জ্ঞানি-সম্প্রদায় 'অর্চনে'র নিত্যত্ব স্বীকার না করায় তাঁহারা ভগবদ্‌বিরোধী নাস্তিক।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদিগের সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন,—

শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য, সেই হয় যমদণ্ড্য॥
বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয় নাস্তিকবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥

(চৈঃ চঃ ম ৬।১৬৭, ১৬৮)

এখানে শ্রীবিগ্রহ-শব্দে কেবল অর্চ্যকে লক্ষ্য করা হয় নাই; যেহেতু অর্চ্য, অন্তর্যামী, বৈভব, ব্যূহ ও পর—নিত্য বাস্তব বস্তু হইতে অভিন্ন; দর্শনে প্রকাশভেদ মাত্র।

কর্মি-জ্ঞানীর অর্চনাভিনয়—পঞ্চোপাসকের অর্চনাভিনয় অর্চনবিরোধ মাত্র। সেইরূপ কোনও আনুষ্ঠানিক কর্ম-মাত্র আমাদের আলোচ্য নহে। 'অর্চন' অনাভিলাষিতা-কর্ম-জ্ঞান-যোগ-ব্রত-তপাদি অনেষ্টারূপ অনর্থময় বৃত্তি হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকে। অর্চক হরি-প্রীতির জন্য নানা উপকরণাদি সংগ্রহ করিতে করিতে নিজ ভোগবাসনারূপ অভ্যাভিলাষ হইতে ক্রমে ক্রমে মুক্ত হন, সকল ক্রিয়া বিষ্ণুর পূজার জন্য নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করায় এবং সকল ব্যাপারেই বিষ্ণুর পূজার 'অর্পণ' করিতে আরম্ভ করায় কর্মচেষ্টা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। অর্চক শ্রীবিগ্রহের নিত্যত্ব, শ্রীবিগ্রহসেবার নিত্যত্ব, এবং শ্রীবিগ্রহ-সেবকের আত্ম-স্বরূপের উপলব্ধি-ক্রমে নির্ভেদজ্ঞানাদি চেষ্টারূপ পরমদুষ্কৃতির হস্ত হইতে রক্ষিত হন। অর্চকের সকল ব্যাপার বিষ্ণু-পূজায় ধ্যানপর, স্তবপর, তৎপর হওয়ায় অর্চক অষ্টাঙ্গযোগাদি নাস্তিকতা-ময় শারীর তপ-ব্রতাদি চেষ্টা হইতে পরিমুক্ত হন।

শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু 'অর্চনে'র সংজ্ঞা এইরূপ প্রদান করিয়াছেন—

তদ্বিধানোদিত-পূর্বাঙ্গকর্মনির্বাহপূর্বকম্।
অর্চনস্য পটারোপাং তাম্বূলেনোপপাদনম্॥

(ভঃ রঃ সিঃ ২য় লঃ। ৫১ সংখ্যা)

স্নান-কাল-পাত্রশুদ্ধি, অঙ্গ-ন্যাস, করন্যাসাদি অর্চনের পূর্ব অঙ্গ-সমূহ নির্বাহ-পূর্বক মন্ত্রের দ্বারা দ্রব্য-সমূহের অর্পণ 'অর্চন'-শব্দবাচ্য।

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীল রূপপাদ শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন,—

স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়াং ভুবি সম্পদাম্।
সর্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চনম্॥

(ভাঃ ১০।৮১।১৯)

শ্রীবিষ্ণোরর্চনং যে তু প্রকুর্বন্তি নরা ভুবি।
তে যান্তি শাশ্বতং বিষ্ণোস্থানমক্ষয়ং পরমং পদম্॥

(শ্রীবিষ্ণুরহস্যে)

সুতরাং শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণব বা গুরু কখনই অধিকার-বিপর্যয় করাইবার জন্য অর্চনের বিরুদ্ধবাদী হন না। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে গমন-লীলা প্রদর্শন করিতেন না, শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভু শ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহ-অর্চা, শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীরাধামদনমোহন-শ্রীবিগ্রহ-অর্চা, শ্রীল জীব-গোস্বামী প্রভু শ্রীরাধাদামোদর-শ্রীবিগ্রহ-প্রতিমা প্রভৃতি প্রকাশ করিতেন না। তাঁহারা অর্চনাধিকারী বা সাধক-মাত্র ছিলেন না, তাঁহাদের অর্চনাভিনয়—সাক্ষাৎ সেবা, সাক্ষাৎ কৃষ্ণানুশীলন, ভাবসেবা। যাহারা গোবরের অর্চন-চেষ্টা, ধনধনত্ব বৈষ্ণবপ্রাণের অর্চন-চেষ্টা প্রভৃতি অনর্থযুক্ত চেষ্টার সহিত নিত্যসিদ্ধ মহাজনগণের অর্চনাদর্শকে সমদর্শনে দর্শন করিবে, তাহারা বঞ্চিত হইবে—তাহারা মঙ্গলের হস্ত হইতে চিরতরে দূরে হইবে।

অর্চনের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া অনেকে আবার অর্চনকে 'ভোগ' ও 'গৃহব্রত-ধর্মে'র পরিপাক এবং পরিবর্ধনের বস্তু করিয়া তুলিয়াছে। পূর্ববঙ্গের কোনও কোনও নগরীতে দেখা যায়, প্রাকৃত-সহজিয়া, গৃহব্রত গুরু-ক্রবের প্রত্যেক গৃহমেধি-শিষ্য-সম্প্রদায়ের গৃহ-মাত্রেই বিষ্ণু-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। কিন্তু ঠাকুরের সহিত অধিকাংশ স্থলেই গৃহস্বামী বা গৃহের কোনও পুরুষমূর্তিধারীর কোনও সম্বন্ধই নাই, স্ত্রীমূর্তিধারিণীই সংসারের সমস্ত কার্য পূর্ণ-

যাত্রার সাধন করিবার পর ঠাকুরকে কোনও রূপে দুই বেলা শুষ্ক হবিষ্যাদি প্রদান করিয়া থাকেন; কোন কোনও সম্পত্তিমান ব্যক্তির বাড়ীর ঠাকুর ভাড়াটিয়া দেবল বর্ণব্রাহ্মণ যাত্রাব্রাহ্মণক্রবের হস্তে চাল-কলা লাভ হয় মাত্র। শ্রীপাটগ্রাম কোনও অবরকুলোদ্ভূত দীক্ষিত (?) ব্যক্তির বাড়ীতে নাই, কোথাও ঠাকুরকে পকান্ন প্রদত্ত হইতে পারে না। 'অর্চ্চন'-ব্যাপারটা "লোকদেখাবার্থে", গৃহব্রতধর্ম্মের মঙ্গল বা পরিপুষ্টির জন্য মাত্র। ঐরূপ অর্চ্চনাভিনয় না করিলে সংসারের কি জানি কি অমঙ্গল হইবে, স্ত্রী-পুত্রাদি বিনষ্ট হইবে, এইরূপ ভয়ে একটা অভিনয় প্রদর্শিত হয় মাত্র। যাঁহারা মন্ত্র-প্রদানের ছলনা করিয়া অর্চ্চনাভিনয়ের উপদেশ দিয়াছেন, সেই সকল ব্যক্তি তাঁহাদের শিষ্য-সম্প্রদায়ের ঠাকুরকে 'শূদ্রের ঠাকুর সুতরাং শূদ্রবৎ' জানিয়া কখনও ঠাকুরকে দণ্ডবৎ প্রণাম পর্য্যন্ত করেন না, ঠাকুরের প্রতি নিবেদিত প্রসাদান্ন গ্রহণ করা ত' দূরের কথা। এইরূপ অর্চ্চন-ব্যভিচার কখনও 'অর্চ্চন'-পদবাচ্য নহে।

'অর্চ্চন' ভোগ সাধক বহির্বিষয় নহে। কোন কোনও শুষ্কব্রুব, ব্রাহ্মণব্রুব, প্রাকৃত-সাহজিক সম্পত্তিমান ব্যক্তি অর্চ্চনের নাম করিয়া—ঠাকুর-সেবা ও ঠাকুরের ভোগ্য দ্রব্যের নাম করিয়া চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয়াদি অর্থাৎ অন্যান্য ইন্দ্রিয়রহিত হইলেও যে একমাত্র ইন্দ্রিয়কে জয় করা যায় না, সেই জিহ্বেন্দ্রিয়ের বিষয় ভোগ করিবার একটী সুগম পথ আবিষ্কার করিয়া থাকে। ইহাও 'অর্চ্চন'-পদবাচ্য নহে।

অর্চ্চনের উদ্দেশ্য নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ নহে, অর্চ্চনের ফল —বৈষ্ণব-সেবা-প্রবৃত্তির উদয়। ঠাকুরের উৎকৃষ্ট নৈবেদ্য অকপট বৈষ্ণবকে প্রদান করিতে হইবে—"আমার স্ত্রী, আমার পুত্রও বৈষ্ণব, আমি স্বয়ংই বৈষ্ণব, আমার বৈবাহিক মহাশয় বৈষ্ণব"—এইরূপ কপটতা করিয়া ভোগের কপটতা-কৌশল আবিষ্কার করা 'অর্চ্চন' নহে। গৃহে সত্য সত্য অমল বৈষ্ণব আগমন করিলে বৈষ্ণবকে সকল ছাড়িয়া দিতে হইবে—বৈষ্ণবের অনুমতি গ্রহণ করিয়া অর্চ্চামূর্ত্তির পূজা করিতে হইবে—বৈষ্ণবকে জীবন্ত অর্চ্চাবিগ্রহ জানিতে হইবে। অকপট বৈষ্ণবের শ্রীমুখে কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে হইবে—তাঁহার কীর্ত্তন—শ্রবণানুশাসিত হইয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথে অর্চ্চন করিতে হইবে। বৈষ্ণবকে লঙ্ঘন করিয়া—শ্রীগুরুদেবকে লঙ্ঘন করিয়া অর্চ্চন-চেষ্টা বিড়ম্বনা ও পাষণ্ডতা-মাত্র। আগে শ্রীগুরু-পূজা—বৈষ্ণব-পূজা, তৎপরে বিষ্ণু-পূজা। ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু বলিতেছেন,—

প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥

অতএব নারদপঞ্চরাত্রে,—

বৈষ্ণবং জ্ঞানবন্তঞ্চ যো নিত্যং বিষ্ণুবৎ গুরুম্।
পূজয়েদ্ বাঙ্মনঃ কায়ৈঃ স শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈষ্ণবঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্॥
যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥
দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি॥
অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে।
নৈব তুষ্যেঽর্চ্চিতোঽর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ॥
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষবস্থিতম্॥
আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্॥
অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা॥

(ভাঃ ৩।২৯।২১-২৭)

এখানে শ্রীস্বামিপাদের টীকা আলোচ্য—"চিত্তশুদ্ধিঃ সর্ব্বভূতাত্মদৃষ্ট্যৈব ভবতীতি বক্তুং কেবল-প্রতিমাদিনিষ্ঠাং নিন্দন্নাহ অহমিতি দশভিঃ। অর্চ্চৈব বিড়ম্বনমনুকরণম্। অর্চ্চায়াং পূজাবিড়ম্বনমিতি বা। অবজ্ঞোপেক্ষাদ্বেষনিন্দাঃ ক্রমেণ চতুর্ভির্নিরূপিতাস্তে। ... তর্হি কিম্ অর্চ্চাদাবর্চ্চনমনর্থকমেব? নেত্যাহ—অর্চ্চাদাবিতি। **সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতং মাং অন্তরি যাবন্ন বেদ। স্বকর্ম্মকৃৎ** কর্ম্মাবিরোধেন। যথাবকাশম্। অনেন কর্ম্মনিষ্ঠাবা অপি স এবাবধিরিত্যুক্তং ভবতি।"

অর্চ্চনের অসদ্ব্যবহার বা অর্চ্চনের ব্যভিচার দেখিয়া অর্চ্চন উঠাইয়া দিবার সঙ্কল্প তত্ত্বজ্ঞানাভাব মাত্র। অর্চ্চন সর্ব্বদাই কীর্ত্তনের অধীন হইবে, নতুবা কর্ম্মকাণ্ড হইয়া

পড়িবেই। যাঁহারা যথাধিকারে অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিতেছেন অথচ যাহে গৃহস্থের আশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদেরও যাহে অর্চ্চনের আকার সংরক্ষণ করা আবশ্যক। "আমি অনুক্ষণ কীর্ত্তন-ব্যাপারেই ব্যস্ত, অর্চ্চনের কণ-মাত্র সময় নাই"—ইহা বলিয়া যাহে গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করিলে, তৎসঙ্গে সঙ্গে যাহে যদি অর্চ্চনের আদর্শ না থাকে, তবে অন্যান্য গৃহস্থগণ ক্রম-মঙ্গল-লাভ করিতে পারিবেন না—তাঁহারাও একেবারে অর্চ্চন পরিত্যাগ করিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িবেন—কীর্ত্তনের মাহাত্ম্যও বুঝিতে পারিবেন না। সুতরাং অনুক্ষণ কীর্ত্তনকারী গৃহস্থাশ্রমীও অন্তরে পূর্ণভাবে কীর্ত্তন-প্রবৃত্তি সংরক্ষণ করিয়া যাহে অর্চ্চনের আদর্শ প্রদর্শন করিবেন। 'অর্চ্চন' স্বীকার অর্থ—অপ্রাকৃতবিশেষ ভগবত্তা স্বীকার—ইহা Personality of Godhead স্বীকারের প্রথম সোপান। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অর্চ্চনাধিকারী ছিলেন না—তিনি নিত্যসিদ্ধ গৌরজন, আচার্য্য, অনুক্ষণ অপরিত্যক্ত অহৈতব হরিকীর্ত্তনকারী হইয়াও গৃহস্থাশ্রম-স্বীকারের অভিনয়কালে 'চক্রিশঙ্কনে' ও 'শ্রীমানব-সুধাকুঞ্জে গিরিধারী শ্রীবিগ্রহের নিত্যপূজা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার হরিকীর্ত্তনের বিজ্ঞানে তাঁহাকে দর্শন করিতে না শিখিলে আমরা প্রাকৃত-সহজিয়া গুরুদেবী হইয়া পড়িতে হইবে—আমার অর্চ্চন-বাতিকগ্রস্ত উপস্থিত হইবে। সুতরাং সাধু সাবধান। হরিজনের পথ বড় সুদুষ্কর। বিশেষতঃ 'অর্চ্চন'-ব্যাপার সর্ব্বথা অর্চ্চন-গুরুপাদপদ্ম, সদ্গুরুপাদপদ্মের কীর্ত্তনের দ্বারা নিয়মিত না হইলে প্রতি পদেই বিপথগামী হইবার সম্ভাবনা। কারণ, 'অর্চ্চন'—কর্ম্ম ও ভক্তির তটরেখা। কর্ম্মমিশ্রা রাজসেবা, কেবলার্চ্চনময়ীভক্তি ভাবসেবাঙ্গ-বিশেষ। এজন্য কীর্ত্তনকে ছাড়িয়া কখনও 'অর্চ্চন' সুষ্ঠু হইতে পারে না। আবার কীর্ত্তন 'শ্রবণ' ব্যতীত সুষ্ঠু হয় না। অর্চ্চনে যে মন্ত্র-ধ্যানের বৈশিষ্ট্য, তাহা স্মরণাভাস মাত্র, কেবল স্মরণ নহে। কেবল ভজনেই স্মরণ সম্ভব।

অর্চ্চন-সম্বন্ধে অন্যান্য প্রসঙ্গ সময়ান্তরে আলোচিত হইবে।

শ্রীচৈতন্যচরিত্র

অনেকেই শ্রীচৈতন্যচরিত্র পাঠ করেন—আলোচনা করেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিত্রের মধ্যে যে ঔদার্য্য-তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা শ্রীচৈতন্য-নিজ-জনের শ্রীমুখ হইতে সাক্ষাৎ শ্রবণের অভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি হইতে জানা যায় যে, গৃহাসক্ত ব্যক্তি যেমন স্বতঃ পরতঃ পরস্পর কৃষ্ণবিষয়ের আলোচনায় বাহ্যপ্রতীতি প্রদর্শন করিয়াও নিষ্কিঞ্চন মহাজনের আনুগত্যের অভাবে কৃষ্ণে-মতি-লাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ কৃষ্ণের ঔদার্য্যলীলাময় শ্রীচৈতন্যচরিত্র পাঠ করিয়াও শ্রীচৈতন্যজনের নিকট অভিগমন না করায় অনেকে শ্রীচৈতন্যচরিত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য, এমন কি, ঔদার্য্যময় মহাদানটী পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে অসমর্থ হন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ত্রিবিধ শ্রেণীর শ্রীচৈতন্যচরিত-পাঠকের বিষয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। একশ্রেণীর পাঠক কেবল কৌতূহলরূপ ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা চরিতার্থ করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন, আর একশ্রেণী ছিদ্রান্বেষণের অভিসন্ধিযুক্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যচরিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, আর তৃতীয় শ্রেণী নিজের প্রকৃত মঙ্গল-লাভের জন্য মনোযোগী পাঠক হন। কিন্তু এখানে "মনোযোগী" বলিতে কেবল সাধারণভাবে মননেন্দ্রিয়ের বিক্ষেপমাত্র পরিত্যাগ—এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে হইবে না। শ্রীচৈতন্যজনের নিকট সাক্ষাৎ শ্রবণ, শ্রবণে মনঃসংযোগ ব্যতীত আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতপাঠে 'মনোযোগী' হইতে পারি না—শ্রীচৈতন্যচরিত্রের বিবিধ ঔদার্য্যময় তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারি না—আত্মমঙ্গলও বরণ করিতে পারি না।

স্বয়ংরূপ, পূর্ণতম স্বরাট্, লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্যময় লীলাগ্রন্থপূর্ণ চরিত্রই শ্রীচৈতন্যচরিত্র। শ্রীকৃষ্ণের

চরিত্রে সাধকজীবের জন্য তাঁহার সাধন-যোগ্যতার কোন আদর্শ নাই; কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিত্রে সাধন ও সাধ্য উভয় যোগ্যতারই আদর্শ রহিয়াছে। শ্রীচৈতন্যের 'মহা-বদান্যাবতারিত্ব,' 'ঐশ্বর্য্যবিগ্রহত্ব' প্রভৃতি তাঁহার চরিত্রের আদি হইতে অন্ত্য পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য-জনের দিব্যদৃষ্টিদানের বন্যা দিয়া আনুগত্যধর্ম্মযুক্ত ব্যক্তির নিকট পরিস্ফুট—ইহাই শ্রীচৈতন্যচরিত্রের রহস্য। যাহারা এই রহস্য-উদ্ঘাটনের একমাত্র উপায় ও উপেয় শ্রীচৈতন্য-নিজ-জনের সাক্ষাদ্বাণী-শ্রবণের পথ উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজ বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, মনীষা, বিচার, তর্ক, আকিঞ্চাত্য, কুল বা অন্য কোনও আপ্রাকৃত কৌশল-দ্বারা সেই রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করে, তাহারা নিশ্চয়ই বঞ্চিত।

শ্রীচৈতন্যচরিত্রের আদি হইতে অন্ত্য পর্য্যন্ত যে ঐশ্বর্য্যময় তাৎপর্য্য আছে, তাহা সাধারণের অক্ষরাঙ্কের সম্পুটিত করিতে হইলে কত কত সুবৃহৎ গ্রন্থাগার রচিত হইবে, বলিতে পারি না। কিছুকাল পূর্ব্বে 'গৌড়ীয়ে'র স্তম্ভে "শ্রীচৈতন্য-লীলা-শিক্ষা" শীর্ষক ক্রমিক প্রবন্ধে ইহার দিগ্‌দর্শন করিবার একটী দুর্ব্বল চেষ্টা হইয়াছিল। অমদীয় আচার্য্যবর্য্য 'অনুভাষ্য' প্রভৃতিতে সূত্রাকারে যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাই ঐ সকল প্রবন্ধের অবলম্বন ছিল। শ্রীচৈতন্য ভাগবতের "গৌড়ীয়ভাষ্য ভূমিকায়" এবং কীর্ত্তনপথে গৌর-নিজ-জন সূত্রাকারে যে-সকল তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারই অসম্পূর্ণ আলোচনা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীস্বরূপপ্রভুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥"

সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিত্রটী তাঁহারই ঐশ্বর্য্যময়ী শিক্ষার আর একটী সচল প্রতিমূর্ত্তি। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার নিজ-ধরিতস্বরূপ, নিজরূপ শ্রীল রূপগোস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া জগতে শিক্ষা দিয়াছিলেন,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

কৃষ্ণসেবাভিলাষ-ব্যতীত অন্য অভিলাষ-শূন্য, ফলভোগ-পর কর্ম্ম, নির্ভেদজ্ঞান ও অষ্টাঙ্গযোগাদির দ্বারা অনাবৃত আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা ভক্তি।

শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্রের আদি হইতে অন্ত্য পর্য্যন্ত এই শিক্ষাটী রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। শ্রীরূপশিক্ষার নিজ অতিমর্ত্ত্য চরিত্র-প্রদর্শন-লীলাই শ্রীচৈতন্যদেবের ঔদার্য্য বা শ্রীরূপের স্তবনীয় মহাবদান্যতা, আর সেই রূপানুগ-শিক্ষা জগতে বিতরণই 'শ্রীচৈতন্যের অনর্পিতচর মহাদান।'

শ্রীচৈতন্যের এক একটি লীলা ধরিয়া উপরি-উক্ত বিষয়টী প্রমাণ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে প্রবন্ধ-কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া যাইবে। এজন্য আমরা মাত্র দুই একটী লীলার তটদেশ-মাত্র স্পর্শ করিয়া শ্রীচৈতন্য-চরিত্রের ঐ শিক্ষা আলোচনা করিব।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদিলীলার মধ্যে গঙ্গার ঘাটে কুমারী-সম্ভাষণ, দিগ্‌বিজয়, অধ্যাপনা-লীলা, অর্থাঞ্জনের জন্য বঙ্গদেশে গমনাদি অনাভিলাষের বাহ্য আকার প্রদর্শন করে। কিন্তু আবার কুমারী-সম্ভাষণ-মধ্যে "কন্যাগণে কহে, আমা পূজ, আমি দিব বর। গঙ্গা, দুর্গা দাসী মোর মহেশ কিঙ্কর॥" "একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য। যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥"—প্রভৃতি বাক্য, দিগ্‌বিজয়ী জয়-লীলার মধ্যে—"দিগ্‌বিজয় করিব বিদ্যার কার্য্য নহে। ঈশ্বর তুষিতে সেই বিদ্যা সত্য কহে॥ সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। শ্রীকৃষ্ণচরণে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥"—প্রভৃতি শিক্ষা; অধ্যাপনা-লীলার মধ্যে শব্দের বিশ্বস্ফূর্ত্তি প্রকাশ, বঙ্গদেশে তপনমিশ্রের নিকট সাধ্যসাধনতত্ত্ব-উপদেশ-লীলা-প্রকাশ—'অন্যাভিলাষিতাশূন্য' কৃষ্ণানুশীলন-লীলা ও লোকশিক্ষাময় চরিত্রের উজ্জ্বল প্রদর্শনী।

শ্রীগৌরসুন্দরের গয়ায় পিতৃশ্রাদ্ধাদি-লীলা-প্রদর্শন বাহ্য প্রতীতিতে কর্ম্মাগ্রহিতার আদর্শ প্রদর্শন করে। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুপাদপদ্ম-দর্শনের পূর্ব্বে লোকের নৈতিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, মাতৃপিতৃঋণ-পরিশোধের বাহ্য প্রবৃত্তি উদিত হয়, তাহা হইতে কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবর্গ 'শ্রাদ্ধাদি'র ব্যবস্থা করেন। "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥" কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে যে-কাল পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা উদ্বিত না হয়, সে-কাল পর্য্যন্তই লোকের কর্ম্মমার্গে শ্রদ্ধা থাকে। কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্ম-আশ্রয়ের পর আর লোক কর্ম্মমার্গে বৃথা ভ্রমণ করে না। ইহা জানাইবার জন্য শ্রীল

গৌরসুন্দরের লোকোত্তরত্বে ধর্ম্ম-সংস্থাপনাদি লীলা এবং শ্রীল ঈশ্বরপুরীর দর্শন-প্রাপ্তির পর অর্থাৎ গুরুপাদাশ্রয়-আশ্রয়-লীলাভিনয়ের পর কর্ম্মবন্ধ-নিরাস-পূর্ব্বক কর্ম্মানাবৃত কৃষ্ণানুশীলনময় চরিত্র প্রকাশ করিলেন।

স্বয়ং শ্রীবিগ্রহ ও নিজের সন্ন্যাস-লীলাদ্বারা শ্রীগৌরসুন্দর নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান নিরাস বা জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃত কৃষ্ণানুশীলন লীলা শিক্ষাদান করিলেন এবং

"—সন্ন্যাসীরূপ—মোর নেত্র-বিষয়।
যদ্যপি আমার হয় সংসার-তারণ॥
সেই দেহ কৈলুঁ এবে বৃক্ষাবন দিয়া।
কৃষ্ণবিনে কৃপি নিস্তরে বলিয়া॥"

অতঃ সর্ব্বাত্মনা পরাত্মনিষ্ঠামুপাদিহাতে পুরুষস্তদৈবৈষ বৃত্তিঃ।
অতঃ তরিষ্যাদি ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে অমৃতত্বায় চ তস্মাৎ কৃষ্ণানুশীলনমেব নিত্যত্বে বলিয়া॥

—প্রভৃতি বাক্য গান করিতে করিতে সন্ন্যাস-লীলার উদ্দেশ জানাইলেন। নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানতৎপর জ্ঞানাদি প্রয়াসের সহিত সন্ন্যাস করিবার জন্যই যে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-লীলা, তাহা তাঁহার চরিত্রে প্রকাশিত।

মহাপ্রভুর চরিত্রকে মূর্ত্ত শ্রীমদ্ভাগবত বলা যাইতে পারে। শ্রীরামরায়ের নিকট সাধ্য-সাধনতত্ত্ব-বর্ণন-কালে মহাপ্রভু যে "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্। স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভিঃ" এই ভাগবতীয় শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সন্ন্যাস-লীলা-দ্বারা সেই জ্ঞানশূন্যা ভক্তিরই প্রাকট্য করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-লীলার পর নীলাচল-লীলা, দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-লীলা ও সর্ব্বশেষে ছয় বৎসরকাল একান্তভাবে একান্ত অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত কৃষ্ণবিরহ-বিয়োন্মাদ-লীলা প্রকাশ—শ্রীরামরায়ের নিকট যে সাধ্যতত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহারই জীবন্ত শাস্ত্র-প্রতিমূর্ত্তি। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর "আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা" —এই স্বরূপলক্ষণময়ী ভক্তির পরাকাষ্ঠা শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্রে প্রস্ফুটিত হইয়া উজ্জ্বলনীলমণির অষ্টনায়িকা-ভাব-সমূহ যুগপৎ রূপ ধরিয়াছিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শৈশব, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়াদি প্রত্যেক লীলাই অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি-শূন্য ভক্তির আদর্শ প্রকট করিয়াছে। শৈশবলীলার রুচিপরীক্ষা-মধ্যেও ইহা সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল। নামকরণ-সময়ে বালকের রুচি-পরীক্ষা করিবার প্রণালী অনুসারে যখন জগন্নাথমিশ্র নিমাইর সম্মুখে ধান্য, খই, স্বর্ণ, রজত ও শ্রীমদ্ভাগবত উপস্থাপিত করিলেন, নিমাই তখন বৈজ্ঞোচিত স্বভাবের অনুকূল ধান্য, খই, স্বর্ণ, রজত প্রভৃতি বাণিজ্য-দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া 'শ্রীমদ্ভাগবত' ধারণ-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তের পরিচয় প্রদান করিলেন। ইহা দ্বারা একদিকে যেরূপ বৃত্তবিচার প্রতিষ্ঠিত করিলেন, অপরদিকে শ্রীমদ্ভাগবতানুশীলন-বাতীত ইতর দ্রব্যে লোভরূপ অন্যাভিলাষ নিরাস করিলেন। 'বিদ্যা ভাগবতাবধি', ভাগবতই ভক্তির উপমান ও প্রমাণ-স্বরূপ, ইহাও জানাইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যাদবলীলায় বৈকুণ্ঠে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ঔদার্য্যময়ী গৌর-লীলায় ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণলীলায় আচার্য্যলীলা প্রকাশিত নাই, কিন্তু শ্রীগৌরলীলায় আচার্য্যলীলা প্রকাশিত। আচার্য্য-লীলা প্রকাশ করিতে হইলে ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ে প্রবেশ আবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণলীলায় ব্রহ্মমোহন-লীলা প্রকাশিত করিয়াছিলেন, আর আচার্য্যলীলায় আধিকারিক ব্রহ্মার আচার্য্যত্ব নাই—ভগবদ্বিগ্রহরূপ ব্রহ্মাই আচার্য্য, ইহা জানাইয়া চতুঃশ্লোকী ভাগবত-কীর্ত্তনকারী ব্রহ্মার অবতরণের লীলা-প্রকাশার্থ বিষ্ণুবর-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন।

কালাধীনে, স্থানাধীনে, পাত্রাধীনে আবির্ভূত হইয়া স্বীয় নববিধ-লীলা প্রকাশ করিলেও তিনি যে কালাধীন, স্থানাধীন ও পাত্রাধীন নহেন, তিনি যে পরাৎপর স্বরাট্ পুরুষ, তাহা প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার অচিন্ত্য সংগোপন-লীলা, জন্মভূমি হইতে সন্ন্যাসগ্রহণলীলা প্রভৃতি তাঁহার কালাধীনত্ব, স্থানাধীনত্বকে নিরাস করিয়াছে। মাতা-পিতা প্রভৃতি পাত্রের আনুগত্য দেখাইবার জন্য যেরূপ তিনি একদিকে মাতা-পিতার উপদেশাদি পালন-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আবার অপরদিকে তেমনি মাতা-পিতার বাধা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া বিদ্যাভ্যাসবর্জ্জন, মাতাকে একাদশীতে অন্নভক্ষণে নিষেধ, মাতাকে উপদেশাদি প্রদান, মাতার অবাধ্য হইয়াও সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা এবং অদ্বৈত প্রভুর নিকট অপরাধানুষ্ঠান-লীলাভিনয়কারিণী মাতার অপরাধ ক্ষমাপন প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। একদিকে তিনি লোকশিক্ষার্থ শ্রীঈশ্বরপুরীকে দীক্ষা-গুরু

এবং শ্রীকেশবভারতীকে সন্ন্যাস-গুরুরূপে স্বীকার-লীলা প্রদর্শন করিলেন; কিন্তু অপরদিকে তাঁহাদিগের কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিয়া অর্থাৎ তাঁহাদিগকে পূর্ণে শিষ্য করিয়া পরে 'গুরু'রূপে বরণ করিবার লীলা প্রদর্শন করিলেন। এই সকল লীলার তাৎপর্য্য এই যে, যেন অর্ব্বাচীন লোকে মহাপ্রভুকে সাধারণ আচার্য্য বা গুরু-মাত্র জ্ঞান না করেন, তিনি সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বরাট্, লীলাপুরুষোত্তম, স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার এই সকল চরিত্রে ভক্তগণ তাঁহাকে বলিয়া ফেলিলেন,—

অন্যের স্বভাব কৃষ্ণে কভু নাহি জানে।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন-স্থানে॥

ভক্তগণ বলিয়া ফেলিলেন যে, কৃষ্ণপ্রেমের সর্ব্বোত্তম রহস্যময়ী কথা কৃষ্ণ ব্যতীত আর কে বলিতে পারেন? যাহার নিজস্ব গুপ্তকথা, তিনি স্বয়ং না বলিলে অপরে কি করিয়া বলিতে পারিবেন? যখন ইনি কৃষ্ণের সকল নিজস্ব গুপ্ত সংবাদ—যাহা একমাত্র কৃষ্ণস্বরূপের নিকট মুদ্রাঙ্কিত থাকে, তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন, তখন ইনি নিশ্চয়ই প্রচ্ছন্নরূপী কৃষ্ণ, আর কৃষ্ণ হইতেও উদার। কৃষ্ণ যাহা নিজস্ব বলিয়া গোপনে রাখিয়া দিয়াছিলেন, ইনি তাহা বিতরণ করিয়া দিলেন—অযোগ্যকে যোগ্য করিয়া সেই গুপ্তভাণ্ডার বিলাইলেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রীশচীদেবীর আটটী কন্যা পরলোকগতা হইলেন; নবম সন্তান—বিশ্বরূপ, তিনিও সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন, শচীমাতার নিকট রহিলেন একমাত্র 'নিমাই'। শ্রীগৌরসুন্দর এই লীলার দ্বারা তাঁহার একলসেব্যত্ব প্রকাশ করিলেন। আশ্রয়ের বহু বিষয় নাই, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সেব্য—তিনিই একলসেব্য বস্তু। ইহা জীবজগৎকে শিক্ষা দিলেন। আবার সেই একলসেব্যবস্তু সন্ন্যাস-লীলা প্রকাশিত করিয়া একলসেব্য বিষয়ের বিরহের দ্বারা প্রীতির অধিকতর ঘনীভূত অবস্থা ও অধিকতর সংযোগ সম্প্রকাশিত করিলেন। বিষয়ের জন্য আশ্রয়ের স্বাভাবিক বিক্ষেপ-ভাবই আত্মবৃত্তির নিত্যবন্ধন ও তাহা অধিক চমৎকারিতাময়, ইহা প্রকাশ করিলেন।

এদিকে যাতাকে একাদশীতে অন্ন-গ্রহণার্থ নিষেধ, আবার স্বয়ং একাদশীতে হিরণ্য-জগদীশের গৃহ হইতে বিষ্ণুনৈবেদ্য আনয়ন-পূর্ব্বক ভোজনলীলা প্রদর্শন করিয়া তিনি ভক্তগণের নিকট ধরা পড়িয়া গেলেন ও তৎসঙ্গে লোকশিক্ষাও প্রকট করিলেন। বিষয়তত্ত্ব ভগবানের একাদশীতে ভোগাদি বর্জ্জন নিষিদ্ধ নহে, কারণ বিষয় সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র, কিন্তু আশ্রয়-তত্ত্ব বা জীবের পক্ষে একাদশীতে অন্নগ্রহণ নিষিদ্ধ। ইহা দ্বারা অপরদিকে জীবেশ্বরৈক্যবাদ বা তথাকথিত সমন্বয়বাদ নিরাস করিলেন।

সর্পধারণ-লীলার দ্বারা মহাপ্রভু পরিদৃশ্যমান জগৎ বা জড়বৈচিত্র্যের (phenomena এর) দিক হইতে যাহা অসীম (infinite), সেখান হইতেই চিৎ-সবিশেষ বা অপ্রাকৃত মধ্যাকারের বিচিত্রতা আরম্ভ, ইহা জানাইলেন। 'শেষ' বা পরিদৃশ্যমান জগতের অসীমকে যাহারা শেষসীমা করিয়া রাখিয়াছিল, তাঁহাকে ধরিয়া বালক নিমাই খেলা করিতে লাগিলেন; জড়জগতের শেষের পরই প্রকৃত-প্রস্তাবে চিল্লীলা আরম্ভ হয়। সাধারণ লোক ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যায়, তাহারা মনে করে, শেষ-বুঝি অপ্রাকৃত মধ্যাকারকে গ্রাস করিবে; কিন্তু চিৎ-সবিশেষ পরাৎপর-বস্তু শেষের উপরেই শয়ন করেন। মাধুর্য্যময়ী লীলায় শেষের মস্তকের উপর নৃত্য করিয়াছিলেন, আর ঐশ্বর্য্যময়ী লীলায় শেষের উপরে শয়ন করিয়া অনন্তের পর অপ্রাকৃত নবনবায়মান পরিবর্দ্ধনশীল শান্তভাবের অচিন্ত্য চমৎকারিতা প্রদর্শন করিলেন।

মৃৎভক্ষণ-লীলার দ্বারা বালক গৌরাঙ্গ মাটীর ভোগ ও ত্যাগবুদ্ধিকে ধ্বংস করিবার শিক্ষা দিলেন। 'ভক্ষণ'-লীলা ধ্বংসের সূচক। বজ্রাহাড়ীর উপর উপবেশন-লীলা প্রকাশ করিয়া তিনি কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-বিচার ও মায়াবাদীর বিকারবাদ, বস্তুপরিণামবাদ প্রভৃতি নিরাস করিলেন।

অন্যাভিলাষিতার আদর্শময় অবাধিবন্ধন, বাগ্‌বিতণ্ডা, দিগ্‌বিজয় প্রভৃতি লীলা; কর্ম্মের আদর্শময় পিণ্ডাদ্যাদি লীলা ও জ্ঞানের আদর্শময় সন্ন্যাস-লীলায় যথাক্রমে পদের বিষয়রুচি-প্রচার, ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ, সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা প্রভৃতির দ্বারা নিরাস অর্থাৎ অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃত করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতে পুরুষোত্তমবাদের কথা আরম্ভ করিলেন। অন্যাভিলাষ, ফলভোগপর কর্ম্ম, নির্ভেদ-জ্ঞানাদি সহিত সন্ন্যাস করিবার পরই সবিশেষ পুরুষোত্তমে শুদ্ধাভক্তি আরম্ভ

হয়। জীবকুলকে ইহা শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাসের পর শ্রীপুরুষোত্তমেই অবস্থানের লীলা প্রদর্শন করিলেন। যদিও সন্ন্যাস-লীলার পর প্রথম ছয় বৎসর মহাপ্রভু সমগ্র ভারতে গমনাগমন করিয়াছিলেন, তথাপি পুরুষোত্তমকেই মূলকেন্দ্র করিয়াছিলেন অর্থাৎ পুরুষোত্তম-ভক্তিভূমিকার উপর অত্যভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃত আনুকূল্যের ভিত্তি নির্ণীত হইবে, জীবকুলকে ইহা শিক্ষা দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় ছয় বৎসর মহাপ্রভু ভক্তগণ-সহ পুরীতে আচার্য্য-লীলা-প্রকট করেন এবং শেষ বার বৎসর কৃষ্ণবিরহলীলায় প্রমত্ত থাকিবার লীলা প্রকাশ করেন। এই সময় মহাপ্রভুর বাহিরের অপর লোকের সহিত সম্বন্ধ নাই। এ সময় শুদ্ধ কৃষ্ণ এবং তাঁহার নিজস্বরূপ লইয়া ব্যবহার—শুদ্ধ 'আমি' এবং সেই 'আমি'র মধ্যে যে কয়েকজন চিহ্নিত আছেন, সেই কয়েকজনকে লইয়া ব্যবহার। এখানে 'তুমি' এর মধ্যে, 'তিনি' এর মধ্যে, 'সকলের' মধ্যে, "আমি" কৃষ্ণের সর্ব্বস্ব—'আমি'র আসন। এখানে অধিরূঢ় মহাভাব —বিপ্রলম্ভবিভোলাসের চরম অবস্থা—অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-সেবাময়ী পরম চমৎকারিণী সর্ব্বোত্তমাবস্থা—'বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, আপনাকে কৃষ্ণ-জ্ঞান'—সর্ব্বত্র 'আমি'র প্রসার। "অহং ব্রহ্মাস্মি"র প্রকৃত তাৎপর্য্য—যাহা 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকে প্রকটিত হইয়াছে এবং "আশ্লিষ্য বা পাদরতাং" শ্লোকে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে, যাহা যথার্থ আচার্য্যদেব অষ্টপঞ্চাশত্তমবর্ষের "আমার গুরুপূজা" শীর্ষক ইংরেজী প্রভাভিভাষণের উপসংহারে কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা রায়রামানন্দের "প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত"-বিজ্ঞানে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সর্ব্বোত্তম চমৎকারময়ী অবস্থা শ্রীচৈতন্যের ঔদার্য্যময় চরিত্র জগতে দান করিয়াছেন।

সময়ের মূল্য

[পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ-লিখিত]

ব্যবহারের ভোগ্য বস্তুগুলির মধ্যে সময়কেও একটী ভোগ্য বস্তু বলিয়া মনে হয়। বিষয়িগণ সময়কে কিরূপ ভোগোপকরণ মনে করে, তাহা একটী ইংরেজী নীতি-বাক্য-দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়,—"Time is money." যাহারা অর্থকেই জীবনের সার বলিয়া মনে করেন, তাহারা একটুকু সময় যদি অর্থলাভ-ব্যতীত ব্যয়িত হইল, তবে অর্থের অপ্রাপ্তি-হেতু সময়কে ধিক্কার দিতে থাকেন এবং তজ্জন্য অধীর হইয়া পড়েন। আর ভগবদ্ভক্তগণ একটুকু সময় যদি পরমার্থ-লাভে ব্যয়িত না হইয়া অন্য কাজে ব্যয়িত হয়, তবে নিজকে বিশেষ ক্ষতি-গ্রস্ত মনে করেন। সেই সময়কেই সার্থক বলিতে হইবে —যে সময় কৃষ্ণ-কথায় ব্যয়িত হয়; তাই শ্রীভাগবত বলিয়াছেন,—

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্তে যৎ ক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া॥
(ভাঃ ২।৩।১৭)

অর্থাৎ সূর্য্য উদয় ও অস্ত হইয়া মানবের আয়ুষ্কাল হরণ করিতেছে। সেই টুকুই যথার্থ আয়ুঃ—যে সময়টুকু শ্রীকৃষ্ণ-কথায় ব্যয়িত হয়। সময় থাকিতে থাকিতে পরমার্থ-সাধনে তৎপর না হইলে পশ্চাতে যে কৃপণ ও অনুতাপ ভোগ করিতে হয়, তাহা একটী সাধারণ নীতি-বাক্যেও জানা যায়,—"Make hay while the sun shines" সূর্য্যের কিরণ থাকিতে থাকিতে ঘাস শুকাইয়া লও। যদিও বাল্যকাল হইতে আমরা এরূপ শত শত উপদেশ পাইয়া আসিতেছি, তথাপি সময়ের মূল্য বুঝিতেছি না। তাই আমাদিগকে এরূপভাবে আক্রমণ করিয়াছে যে, আমরা পরিণাম-সম্বন্ধে উদাসীন হইতেছি।

বৈষ্ণবগণ জড়ে উদাসীন। তাঁহারা প্রতি মুহূর্ত্ত হরি-সেবায় ব্যয় করিতেছেন, তাঁহারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা-কাল হরি-সেবা করিয়াও তৃপ্ত নহেন, তাঁহারা মুহূর্ত্ত-কালও মায়ার কার্য্যে ব্যয় করিতে প্রস্তুত নহেন। আর আমরা জড়ে আসক্ত, চেতনে উদাসীন, এতই হরি-বিমুখ যে, হরি-সেবা খুঁজিয়া পাই না, সময় খুঁজিয়া

পাই না। আলস্যের তাড়নার পরিণাম দেখিয়াও দেখি না, সমস্ত কাজ বাড়াইয়া শ্রীহরিকথা-শ্রবণের সময় যত সংক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই আমাদের ঝোঁক দৃষ্ট।

সমস্ত দিন বাজে কাজ করিয়া উচ্ছিষ্ট সময়টুকু শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণব-সেবায় নির্দ্ধারিত করিব মনে করি। ইহাতে আমার সব দিকই বজায় রহিল। কিন্তু ইহা যে আমার মনের ভীষণ কপটতা ও বৈষ্ণব-চরণে অপরাধ। সমস্ত বস্তুর সার ভাগই যে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবায় নিবেদন করিতে হয়। আমি যে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টের অধিকারী। জীবনের সকল কাজেই "আগে গুরুপূজা" এই মন্ত্রটী অন্তরে অন্তরে স্মরণ রাখিতে হইবে।

গুরুপূজাকে বাদ দিয়া আমি যে বিষ্ণু-পূজার জন্য আগ্রহ দেখাই, তাহা কপটতা-মাত্র। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব যে একাত্ম, তাহা আমার উপলব্ধি হয় নাই। তাঁহারা যে অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু, তাহা আমার জ্ঞান হইতেছে না। তাঁহাদের প্রতি আমি এখনও প্রাকৃতবুদ্ধি-বিশিষ্ট। তাঁহারা বৈকুণ্ঠ বস্তু। তাঁহারা যে আমার ন্যায় দুরাচারী বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তে পতিত জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য এই প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়াছেন। তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত কোন বস্তু নহেন, তাঁহাদের বাহ্য-আকৃতি দর্শন করিয়া মনে করি, তাঁহারা আমার মতই বুঝি মর্ত্ত্যজীব। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও সাধন যে আপাতিক অক্ষজ সাধন-প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। মায়াবদ্ধ জীব ও মায়ামুক্ত বৈষ্ণবগণের বিচারে যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। তাঁহাদের গতি যে গণতন্ত্রলিকার সম্পূর্ণ বিপরীত। জগতের জীব যে চৌরাশী লক্ষ যোনির যাত্রী, আর বৈষ্ণবগণ নিত্যানন্দময় বৈকুণ্ঠের যাত্রী, তাঁহারা আমার ন্যায় বিমুখ জীবকে তাঁহাদের সঙ্গ-দান করিয়া বৈকুণ্ঠে ফিরাইয়া নিবার চেষ্টা করিলেও আমি মনে করি, তাঁহাদের এত আগ্রহ কেন? তাঁহারা বুঝি আমা-দ্বারা কোন আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবেন!

পরমার্ত্তীয়, পরদুঃখ-দুঃখী বৈষ্ণবগণের আচরণে আমার সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাঁহারা যে আমাকে লব-মাত্র কালও বিলম্ব না করিয়া এই মুহূর্ত্তেই হরি-সেবায় নিযুক্ত হইবার জন্য উপদেশ প্রদান করেন; কিন্তু তাহাতে আমি নিজের একান্ত প্রয়োজনীয়তা বোধ করি না। মনে করি, এখনই কি মরিয়া যাইব? এমন সুস্থ শরীর, কচি বয়স, আর অমর প্রাণ, আমি কেন বৈষ্ণব-সেবার পরাধীনতা ও ক্লেশ-সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিব? স্বতন্ত্র জীবনে সুখে-দুঃখে যে আনন্দ ও নিরানন্দ ভাব, তাহাই ভাল। সুখের আশায় কেবল নিরানন্দই যে আমার প্রাপ্য, তাহা বুঝিতেছি না। বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবার জন্য দুঃখই যে আমার সুখের হেতু। তাই কোন মহাজন গাহিয়াছেন,—

তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ॥

হায়! যাহা আমার নিত্য আনন্দের কারণ, এমন বৈষ্ণব-সেবায় দুঃখ মনে করিতেছি; আর ক্ষণিক ও পরিণামে অশেষ দুঃখ-দায়ক সুখের জন্য কত না কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছি! সেই কৃষ্ণবহির্ম্মুখতার ফলে আমি জন্ম-জন্মান্তর ত্রিতাপে ক্লিষ্ট হইতেছি, পুনরায় ক্লেশ বরণ করিবার জন্য সেই বহির্ম্মুখতাকেই আলিঙ্গন করিতেছি। আমার আয়ুঃ যে অল্প; সময় যে অতি কম। তবু মনে করিতেছি, কত সময় সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, পরে হরিভজন করিব। জীবনের ভাল সময়টুকু বাজে কাজে কাটাইয়া অবশিষ্ট সময়টুকুতে খুব প্রাণপণে হরিভজন করিব। কিন্তু আমি এই কালের মধ্যে জীবিত থাকিব কি না, তাহা ভাবি না। আর আমি যে এই সময়ে অসৎ-সঙ্গে পড়িয়া কতটা পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িব, তাহাও চিন্তা করি না। এ জীবনে সৎসঙ্গের যে সুযোগটুকু পাইয়াছি, তাহা হারাইলে আর সে সুযোগ কখনও সে মিলিবে, তাহার কি নিশ্চয়তা আছে? জীবনের আয়ু-কালের যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রাংশ, তাহা বাজে কাজে কাটাইয়া মনে করি, এক আধটুকু সময় গেলে কি হয়? বিন্দু বিন্দু করিয়া যে সিন্ধু হয়। তিল তিল সময় যোগ করিয়া যে ঘটিকা, দিন, মাস, বৎসর, শতাব্দী প্রভৃতি হয়। ক্ষুদ্রের মূল্য না দিতে জানিলে যে বৃহতের মূল্যও বুঝিব না।

অনন্ত কালের তুলনায় আমাদের জীবিত কাল আর কতটুকু? আমি যে অনাদি বহির্ম্মুখ, আমি বিষয় ভোগ করিবার জন্য অনাদি কাল পাইয়াছিলাম, কত বর্ষের পর বর্ষ, যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী, জন্মের পর জন্ম অতীত হইয়াছে, কত ভাবে ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করিয়াছি,

কত নরক, কত স্বর্গ ভোগ করিয়াছি; কত মান, কত অপমান পাইয়াছি; কত নিধন, কত বিত্ত ঘটিয়াছে। কত জন্ম, কত মরণ-লাভ করিয়াছি; কত ভাই, কত বন্ধু, কত মাতা, কত পিতা পাইয়াছি। কই তাহা ত' কিছুই উপলব্ধি হইতেছে না। কেহ ত' আমার জন্য আক্ষেপ করিতেছে না। ইহজন্মে যাহাদিগকে পাইয়াছি, তাহাদিগকেও হারাইতে হইবে। যাহা আমার নয়, তাহাকে আমার মনে করিয়া তাহার সংযোগে ও বিয়োগে অথবা শুভাশুভ ভাগী হইতেছি। আমি দেহে এত আসক্ত হইয়াছি যে, সামান্য দৈহিক কষ্টে আমি ব্যতিব্যস্ত হইতেছি। ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করিতে যাইয়া সাধু-গুরু-বাক্যকে অতল জলে নিমজ্জিত করিতেছি। দুষ্ট মনকে 'প্রভু' সাজাইয়া তাহার তৃপ্তি-সাধনে কত না যত্ন করিতেছি; মন যে চির-চঞ্চল, চির-অশান্ত, তাহার যে তৃপ্তি হইবে না। তাহার তোষামোদ করিলে, সে যে আমাকে আরও দুরপনেয় খাওয়াইবে। শ্রীগীতা-শাস্ত্র এই মন-সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্।

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! চঞ্চল, প্রমাথী, বলবান্ ও দৃঢ় মনকে বশীভূত করা বায়ুর ন্যায় সুদুষ্কর মনে করি। একমাত্র সুসুশ্রূষসেবা-দ্বারাই মন বশীকৃত হইতে পারে, অন্য প্রকারে নয়; আমি যদি মনের খেয়াল মত না চলিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আদেশ পালন করি, তবেই মনের দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষা পাইব; ইহাতে সন্দেহ নাই।

মন যে চঞ্চল, তাহা তাহার স্বভাবের গুণ। চঞ্চলতাই ক্ষেত্রজ্ঞের ধর্ম্ম, স্পন্দনই প্রাণের পরিচয়। মন চিদাভাস বলিয়া আত্মা যে অনুক্ষণ পরমাত্মাকে লাভ করিয়া তাঁহার সেবার জন্য চিরব্যাকুল, তাহাই বিপরীত ও বিকৃতভাবে প্রকাশ করিতেছে; আবার মনের গতি বহির্মুখদিকে চালিত হওয়ায় দেহের ইন্দ্রিয়গুলিও বহির্মুখ হইয়া গমন করিতে তৎপর। সুতরাং যদি আত্মবৃত্তি জাগ্রত হয়, তবে মনের ও দেহের বহির্মুখতা আপনিই অপসারিত হয়।

শ্রীগুরুবৈষ্ণব-মুখে বীর্য্যবতী হরি-কথা-শ্রবণ-ফলেই আমাদের আত্মার সুপ্ত বৃত্তি জাগ্রত হয়। নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগ্রত করিতে হইলে শব্দ-ব্যতীত যেরূপ অন্য উপায় নাই, সেইরূপ বৈকুণ্ঠ-নাম ও কথার ধ্বনি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ই আমাদিগের আত্মাকে জাগ্রত করিতে পারে না; সুতরাং হরি-কথা-শ্রবণই আমাদের সর্ব্বাগ্রে অবার্থ উপায় ও উপেয় বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

শ্রবণ সুষ্ঠুভাবে সফল হইবে—শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তনে। নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি যেরূপ অন্য নিদ্রিত ব্যক্তিগণকে জাগ্রত করিয়া তাহাদের স্ব-স্ব কর্ত্তব্য-সম্পাদনে প্রযোজিত করে, সেরূপ শ্রবণ-ফলে জাগ্রত আত্মাও অন্য আত্মাকে জাগ্রত করে। তখন কীর্ত্তনই একমাত্র কর্ত্তব্য হয়। শ্রীহরি-কীর্ত্তন-দ্বারা একাধারে স্বার্থ ও পরার্থ—উভয়ই সিদ্ধি হয়। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

হরিকীর্ত্তনকারী কালের বিক্রমকে ব্যর্থ করিয়া নিখিল কালকে হরিসেবায় নিযুক্ত করেন। মহাভাগবতগণের চরিত্রে অবার্থকালত্ব পরিস্ফুট। যেই কালের বিক্রম ব্রহ্মভুবন পর্য্যন্ত বিরাজমান, সেই কালের বিক্রম শ্রীভগবানের রাজ্যে ও ভক্তগণের নিকটে নাই। ইহজগতে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কাল আছে, কিন্তু বৈকুণ্ঠধামে নিত্য-কাল বিরাজমান। ইহজগতে কালের পরিবর্ত্তনে কতই পরিবর্ত্তন দেখা যায়। কত পদার্থ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়-প্রাপ্ত হয়; কিন্তু শ্রীবৈকুণ্ঠধাম ও নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণ শুদ্ধ সত্ত্বময় বলিয়া স্থিতিই একমাত্র বস্তুধর্ম্ম।

আমরা সময়ের মূল্য জানি না বলিয়া বহু সময়কেও অল্প বলিয়া মনে করি, দিনকে মুহূর্ত্তের ন্যায় জ্ঞান করি, হরি-সেবার কালকে আমাদের ভোগের কাল বলিয়া মনে করি। জীবনের সন্ধ্যাকে প্রভাত বলিয়া সুপ্তোত্থিত অর্ব্বাচীনের ন্যায় ভ্রম করিয়া বসি। গগনের রবি নয় আর অস্ত যেতে কাল আবার দেখা দিবে, কিন্তু মানব-জীবন ত' আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না। যে সময় গেল, তাহা ত' আর ফিরিবে না—যে অমূল্যনিধি হারাইলাম, তাহা ত' আর শত ক্রন্দন করিলেও পাইব না। আমার এত ভ্রমের কারণ কি অসৎসঙ্গের ফলে আত্মবিস্মৃতি নয়? আত্মস্মৃতি প্রবল হইলে আমি যে দেহ ও মনের স্মৃতি ভুলিয়া যাইতাম। "আমার শরীর সুস্থ নয়", "আমার মন ভাল নয়", "আমার অভাব যে পূর্ণ হইতেছে না"—এরূপ উক্তি করিয়া থাকি এবং হরিভজনের সময় নাই বলিয়া স্থির করি। আগে

আমার অভাব-পূরণ, তারপর হরিভজন,—এরূপ সঙ্কল্প করি; কিন্তু "হরিভজন করিলেই সকল অভাব ও অসুবিধা আনুষঙ্গিকভাবে দূর হইবে"—শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-মুখে এরূপ উপদেশ শুনিয়াও তাহা আমি বিশ্বাস করি না।

ভোগোন্মুখ বদ্ধজীব বলিবে,—হরিভজন করিলে কি অর্থ মিলিবে? হরিভজন করিলে কি দুর্ভিক্ষ দূর হইবে? হরিভজন করিলে কি দেশোন্নতি, সমাজোন্নতি ও ধর্ম্মোন্নতি হইবে? সামাজিক লোকগণ বলিবে,—ধর্ম্ম, অর্থ ও সমাজের কথা যে আমাদের নিকট বলিবে, সে-ই বড় সাধু—সে-ই বড় সম্মানের পাত্র; এই সমস্ত অগ্রে লাভ করিয়া পশ্চাতে ভগবান্‌কে মৌখিক মানিতে হয় ত' মানিব। আমি হরি-সেবা-বিমুখ বলিয়া যদিও মুখে মায়াবাদীকে নিন্দা করি, কিন্তু আমি প্রচ্ছন্নভাবে মনে সেইগুলিকেই স্থান দেই। সর্ব্বাগ্রে হরিভজনই কর্ত্তব্য এবং হরিভজনের অনুকূল হইলেই অন্য কিছু করিতে হইবে। আত্মা হরিসেবোন্মুখ হইলেই যথার্থ সময়ের মূল্য বুঝা যায়।

অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভই ভজনের পরাকাষ্ঠা বলিয়া সাধু-গুরু-মুখে শুনিয়াছি। এই বিপ্রলম্ভময় সময়ের এক একটী মুহূর্ত্তও যে মহাভাগবতগণের নিকট কত মূল্য বলিয়া মনে হয়, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের একটী শ্লোক হইতে জানা যায়,—

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥

সেই সময় ধন্য—যে সময়ে হরিভজন হয়। সেই জীবন ধন্য—যে জীবন শ্রীকৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে অতিবাহিত হয়। দেশ, কাল ও পাত্র—সকল বস্তুই কৃষ্ণ-সেবানুকূল হইলে সার্থক ও মহামহিমান্বিত হইতে পারে, বিশ্ব ধন্য করিতে পারে এবং নিখিল জগৎ পবিত্র করিতে পারে।

৫

পাদপীঠ-প্রতিষ্ঠায় প্রভুপাদ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যার পর)

৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৩০—প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত নবীন-চরণ ভক্তিবিনয়, শ্রীযুক্ত বিলাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত ভক্তিসুধাকর প্রভু মঙ্গলগিরি যাত্রা করিলেন। শ্রীমদ্ বন মহারাজ অপ্রাকৃত প্রভু, বহুবর প্রভু ও শ্রীযুক্ত ভেঙ্কটরাও-কে লইয়া রাজমহেন্দ্রিতে গেলেন। এখানে মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দের মিলন-প্রসঙ্গে যে-সকল আলাপ হইয়াছিল, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাহা "জানে প্রয়াসমুদপাস্য' শ্লোক পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ এই সময় অনেক হরিকথা-কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। অপ্রাকৃত প্রভু প্রভৃতি রাজমহেন্দ্রিতে ব্রহ্মানন্দ ঠাকুরের ভবনে উঠিয়া সেখানে অপরাহ্নে ছায়াচিত্রে বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিলেন। পরে শ্রীমদ মহারাজ ও বহুবর প্রভু কক্কুরে ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীমদ মহারাজ, শ্রীজগদানন্দ ব্রজবাসী ও আমরা মৃদঙ্গ-করতালাদি-সহ রাজমহেন্দ্রিতে গেলাম এবং বক্তৃতা-শেষে সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিলাম। ঠাকুর-বাড়ীতে হিন্দিতেও বক্তৃতা হইয়াছিল। ঠাকুর-বাড়ীর অনেক সেবক তেলেগু ভাষায় তাহা বিস্তার করিয়া বলিলেন। ঠাকুর-বাড়ীর নাট্যমন্দির শ্রোতৃবৃন্দতে পরিপূর্ণ হইয়া সভাটি বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

বিকালবেলা প্রায় ৪টা হইতে সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত সুব্বারাওয়ের প্রবীণ শ্বশুর মহাশয়কে বেদ-পুরাণাদি ও ভারতীয় পারমার্থিক সভ্যতার সুপ্রাচীনত্ব বহু প্রমাণ ও ঐতিহাসিক তথ্য প্রভৃতি দ্বারা প্রদর্শন করিলেন। তৎপরে শ্রীনামের অপ্রাকৃতত্ব ও স্বরূপ কীর্ত্তন করিলেন। মিঃ সুব্বারাওয়ের শ্বশুর মহাশয়ের সৌজন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৩০—ভোর রাত্রে উঠিয়া শ্রীল প্রভুপাদের অনুসরণে আমরা সকলে মঙ্গলগিরি আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। ৭টার সময় কক্কুরে গাড়ী ধরিলাম। গাড়ী Bezwada পৌঁছিতে বিলম্ব হওয়ায় Bezwada তে মঙ্গলগিরির গাড়ী সকলে ধরিতে পারিলেন না। কেবল প্রভুপাদ, শ্রীপাদ বনমহারাজ ও পরমানন্দ প্রভু গাড়ী

করিতে পারিয়াছিলেন। অপর সকলে Berwada ষ্টেশনে থাকিলেন। সেদিন একাদশীর উপবাস। পরে সকলে ছইটার গাড়ীতে মঙ্গলগিরি যাত্রা করিলেন। মঙ্গলগিরিতে পৌঁছিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ষ্টেশনের নিকট ডাক-বাঙ্গালায় পূর্ব্বেই উঠিয়াছিলেন। আমরাও সেখানে যাইয়া জিনিষপত্র রাখিয়া তখনই শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ-সংস্থাপনের জন্য চলিলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা। শ্রীল প্রভুপাদ মঙ্গলগিরির পাদদেশে গেলেন। গিরির পাদদেশ হইতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুসরণে,—

"নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃশিলাটঙ্ক-নখালয়ে॥"

উপরি-উক্ত শ্লোক ছইটী কীর্ত্তন করিতে করিতে আমরা পাহাড়ে আরোহণ করিয়া পাদপীঠের মন্দিরের সম্মুখে চত্বরে উপস্থিত হইলাম। স্থানীয় বহুলোক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় সিংহদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বে (পথের ধারেই) পাদপীঠের মন্দির অবস্থিত। এই মন্দির পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। শ্রীনৃসিংহ-মন্দিরের ট্রাষ্টিগণ পাদপীঠ-প্রতিষ্ঠার জন্য ঐ মন্দিরটী প্রদান করিয়াছেন। মন্দির সমস্তই প্রস্তর-নির্ম্মিত—ছইটি প্রকোষ্ঠযুক্ত। মন্দিরের সম্মুখে চত্বরে শ্রীল প্রভুপাদকে অগ্রণী করিয়া সকলে উপবেশন করিয়াছেন। মন্দিরের ট্রাষ্টিগণের মধ্যে তিন জনই উপস্থিত ছিলেন। প্রধান ট্রাষ্টি উপস্থিত ছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীমধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে বিশেষভাবে কীর্ত্তন করিয়া অন্যান্য আচার্য্যের মতসমূহও কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বেই পূজার সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখা হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্ম-উদ্ঘাটন করিয়া অর্চ্চনার্থ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। প্রভুপাদের আদেশে আমরা কীর্ত্তন আরম্ভ করিলাম। শ্রীল প্রভুপাদের পর ত্রিদণ্ডিস্বামিগণ এবং অপরাপর ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যচরণপীঠের অর্চ্চন করিলেন। একজন তেলেগু যুবক ব্রাহ্মণ-কুমারও শ্রীশ্রীপাদপীঠের অর্চ্চন করিলেন। তাঁহার নাম M. P. G. Krishnamurti.

প্রভুপাদের অনুগমনে আমরা সকলেই শ্রীনাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে তিনবার শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিলাম। তৎপরে পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিয়া নীচে জোড়-নৃসিংহের মন্দিরে আসিলাম। রাত্রে শ্রীহরিবাসরের দিবস শ্রীল প্রভুপাদ অনেক হরিকথা কীর্ত্তন করিলেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইন্‌ষ্টিটিউট্-পরিদর্শনে

স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয়ের মন্তব্য

It was a pleasure and privilege to visit Thakur Bhaktivinode Institute of Sridham Mayapur on the 14th of May 1932. It has recently been recognised by the Calcutta University. The students on the roll are over 200, of whom a large number resides at the School Hostel. This is a two-storied building, situated on a healthy site with charming natural surroundings close to the junction of the Ganges with river Kharia. The locality is isolated from all unhealthy influences and is rich with cultural and spiritual traditions connected with the life of Srikrishna Chaitanya Mahaprabhu. The teachers, including five graduates, are all keen and devoted workers and well understand the work. The organisers have spared no pains to equip the school with modern Educational requisites.

Arrangements have been made to impart moral and religious training—the foundation of healthy and profitable life, devoted to good work. The Head Master has a saintly character and high educational ideals apt to inspire those who come under his influence.

The Institution owes its existence to the

singularly selfless exertions of Paramahansa Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj who is devoting all his energies and resources to the uplift of the people and to the inculcation of high ideals.

There are important industrial and agricultural schemes in progress along-side the Institution which will be of great service to student-life.

I wish the Institution all success and look forward to multiplication of other Institutions with similar ideals.

Sd. Devaprasad Sarvadhikary.
8. 6. 32.

অনুবাদ

বড়ই আনন্দের বিষয় যে, বিগত ১৪ই মে (১৯৩২) তারিখে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ নামক উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়টী পরিদর্শনের আমার সুযোগ ঘটিয়াছিল। বিদ্যালয়টী সম্প্রতি কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাট্রিকুলেশন-পরীক্ষোপযোগিরূপে স্বীকার করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা দুইশতের অধিক; তন্মধ্যে অনেক-গুলি ছাত্র বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে অবস্থান করে। ছাত্রাবাসটি একটি বিতল অট্টালিকা—গঙ্গা ও খড়িয়ানদীর সঙ্গমস্থলের অনতিদূরে পারিপার্শ্বিক মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যপূর্ণ ও অতি স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত। স্থানটি সর্ব্বপ্রকার অপবিত্র ও অহিতকর প্রভাব-বিবর্জ্জিত এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবভূত সংশিক্ষা ও পরমার্থ-বিষয়ক ভাবধারায় বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত।

শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে পাঁচজন গ্রাজুয়েট এবং তাঁহাদের সকলেই উৎসাহী, একনিষ্ঠ কর্ম্মী ও শিক্ষকতা-কার্য্যে সুনিপুণ। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতৃগণ বিদ্যালয়টিকে আধুনিক শিক্ষোপযোগী যাবতীয় আবশ্যক দ্রব্য-সম্ভারে সুসজ্জিত করিতে কোনরূপ ত্রুটী করেন নাই। সংকার্য্যনিষ্ঠ, উন্নত ও সার্থকজীবন গঠনের ভিত্তিস্বরূপ নৈতিক ও পারমার্থিক শিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থা এখানে আছে। প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের এরূপ সাধু-চরিত্র এবং উচ্চ শিক্ষার আদর্শ যে, তাঁহার সংসর্গ যে-কোন ব্যক্তিকেই অনুপ্রাণিত করিবে।

পরমহংস শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ —যিনি তাঁহার যাবতীয় শক্তি এবং সম্বল জীবের উদ্ধার ও পারমার্থিক শিক্ষা-বিস্তারকল্পে নিয়োজিত করিয়াছেন, একমাত্র তাঁহারই নিঃস্বার্থ চেষ্টায় এই বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে ছাত্রজীবনের বিশেষ প্রয়োজনীয় কৃষি ও শিল্পশিক্ষা-প্রবর্ত্তনের পরিকল্পনা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে।

আমি এই বিদ্যালয়টীর সর্ব্ববিধ সাফল্য কামনা করি এবং এই প্রকার আদর্শের অনুবর্ত্তনকারী আরও বহু বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত দেখিতে আশা করি।

স্বাক্ষর—শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

তড়িদ্‌বার্ত্তা

মহীশূরে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকবৃন্দ
মহীশূরাধিপতির পরমহংস গোস্বামী
মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ

মহীশূর, ২১শে জুন।

মহামান্য মহীশূরাধিপতির আমন্ত্রণে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজ, শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্যবর্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ তদীয় অনুগমনকারী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ সেক্রেটারী শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি. এ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী,

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম. এ. 'গৌড়ীয়' পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ ও শ্রীযুক্ত পাবনামোহন লস্কর-কবি প্রভৃতি কতিপয় নিস্বার্থ সঙ্কীর্ত্তনাহারে গত ১৭ই জুন তারিখে মহীশূরে শুভ পদার্পণ করেন। বিশিষ্ট উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীবৃন্দ কর্ত্তৃক আভার্থোচিত সম্মানের সহিত তিনি সপরিকরে সাদরে অভ্যর্থিত হন। তাঁহারা রাজ-অতিথিরূপে গৃহীত হন এবং সুরম্য ও সুসজ্জিত "রমা প্রাসাদে" তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। গত ২০শে জুন অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় পরমহংস গোস্বামী মহারাজ মহীশূর-রাজ স্যার শ্রীকৃষ্ণ রাজ ওডিয়ার জি, সি, এস, আই, জি, সি, ই বাহাদুরের সহিত প্রাকার-বেষ্টিত প্রাসাদে সাক্ষাৎ করেন। পরমহংস গোস্বামী মহারাজ রাজ-সকাশে শ্রীগৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলী বর্ণন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য—পরম উপাদেয় সুষ্ঠুরূপে বিবৃত করেন। অতঃপর তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট একমাত্র বাস্তব পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের অবিমিশ্র মধুর প্রেম যে পরমার্থ জগতে, সর্ব্ব বেদে ও সর্ব্বকালে সর্ব্বপাত্রের পরম মূল্য বস্তু, তাহা প্রদর্শন করেন।

শ্রীল গোস্বামী মহারাজ প্রমাণ করিলেন,—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বই যাবতীয় দার্শনিক মতবাদ এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দার্শনিক চিন্তা-স্রোতের পূর্ণতা সাধন করিয়াছে। ভগবানের শুদ্ধভক্তের শ্রীমুখ হইতে প্রাপ্ত অপ্রাকৃত বাস্তব সত্য শ্রীকৃষ্ণ-নাম ও রূপ প্রত্যেক জীবের প্রাপ্তব্য ও ও উপলব্ধির বিষয়।

শ্রীল পরমহংস গোস্বামী মহারাজের ওজস্বিনী ও চিত্তাকর্ষিণী বাণী-শ্রবণে মহারাজা পরম প্রীত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ মহীশূরাধিপতির এডিকং লেফ্টেনাণ্ট-কর্ণেল এ-সুব্রহ্মণ্য আয়ার মহোদয়ের সহিত আলাপ করেন।

রাজ্যের বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তি এবং উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারীবৃন্দ পরমহংস গোস্বামী মহারাজকে সম্মান-প্রদর্শনার্থ এবং তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম ধর্ম্মের বিষয় শ্রবণোদ্দেশ্যে প্রত্যহ তাঁহার শ্রীচরণান্তিকে আগমন করিতেছেন।

বাঙ্গালোর হইতে নিজস্ব-সংবাদ-দাতার ২৭শে জুন (১৯৩২) তারিখের তারে প্রকাশ,—

অদ্য সন্ধ্যায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ-হলে বহু শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তি-সমন্বিত সভা-সমক্ষে "শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী" সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। স্যর পুট্টানাচেটি মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আগামী কল্য শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ আর একটী বক্তৃতা দিবেন। মাদ্রাজ-হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি স্যার সি, পি রামস্বামী শাস্ত্রিয়ার মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন।

মৈসিডাল হইতে ২৮শে জুন (১৯৩২) তারিখের তারে প্রকাশ,—

শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত গিরি মহারাজ বিজনৌরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী কীর্ত্তন করিবার পর মৈসিডালে উপস্থিত হইয়াছেন। বিজনৌরে স্বামিজী রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দ্বারকাপ্রসাদজীর গৃহে, চাঁদে প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারও করিয়াছেন। বক্তৃতান্তে শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ ব্রহ্মচারীর সুললিত কীর্ত্তন হইয়াছিল। রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দ্বারকাপ্রসাদ শ্রীগৌড়ীয় মঠের জন্য হরিদ্বারে ৭০০০৲ মূল্যের একখণ্ড ভূমি দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রায়সাহেব দ্বারকাপ্রসাদ ও ঠাকুরসাহেব টিকম সিংহ তাঁহাদের এই অপূর্ব্ব সেবা-চেষ্টা-দ্বারা শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গে আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন।

মাদ্রাজ হইতে ২৯।৬।৩২ তারিখের তারে প্রকাশ,—

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ উত্তরাখণ্ড, মহীশূর প্রভৃতি স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারকার্য্য বিশেষ সাফল্যের সহিত সম্পন্ন করিয়া বাঙ্গালোরে পৌঁছেন। তথায়ও প্রচার-কার্য্য সমাপনান্তে অদ্য প্রাতে মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শুভাগমন করিয়াছেন। শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখনও কয়েকজন প্রচারকবর্গের সহিত বাঙ্গালোরে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। স্থানীয় জনমণ্ডলী প্রচারকবর্গকে বিশেষ উৎসাহের সহিত সম্বর্দ্ধনা করিতেছেন। প্রচারকবর্গ স্থানীয় শ্রোতৃবর্গের নিকট শুদ্ধা ভক্তির এক নূতন আলোক আনয়ন করিয়াছেন। পুরুষ-রান-উপলক্ষে কল্য রথে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার বিশেষ আয়োজন হইতেছে। এতদুপলক্ষে বহু লোক-সমাগম সম্ভাবনা।

১০ম খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৮ই আষাঢ় শনিবার, ১৩৫৯; ২রা জুলাই, ১৯৩২ { ৪৬শ সংখ্যা।

অন্তর্যামী

পরমার্থ-শাস্ত্রালোচনা-কালে—দর্শনশাস্ত্র-পাঠ-কালে—"অন্তর্যামী" শব্দ বা পরিভাষাটী প্রায়ই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। • বিভিন্ন ভূমিকা হইতে "অন্তর্যামী" শব্দটী বিভিন্নভাবে গৃহীত হয়।

"অন্তর্যামী" শব্দটী একটী সাপেক্ষিক শব্দ (Relative term)। "বহির্যামী"র প্রতিযোগী বা বিপরীত শব্দ—"অন্তর্যামী"। বহির্যামিত্বের বিচারের সহিত অন্তর্যামিত্বের বিচারের সম্বন্ধ রহিয়াছে। যেখানে বহির্যামিত্বের বিচার হইতে অন্তর্যামিত্বের বিচার আরূঢ় অর্থাৎ আরোহ প্রণালীতে উদ্ভাবিত হইয়াছে বা যেখানে বহির্যামিত্বের সম্বন্ধ, গন্ধ, পারি-পার্শ্বিকতা অন্তর্যামিত্বে আরোপিত হইয়া মানবে-দেবারোপ-বাদ-কল্পনার ন্যায় বিচার-আবাহন করা হইয়াছে, সেখানে আপাত অন্তর্যামিত্বের বিচার বহির্যামিত্ব বা বহিরাবরণের ছেয়া বর্জন করিতে পারে নাই।

পরিদৃশ্যমান বহিরাবরণ বা প্রকৃতি এবং অতীন্দ্রিয় অপ্রাকৃত রাজ্য—এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অন্তর্যামী অবস্থিত—এরূপ কেহ কেহ বিচার করিয়া থাকেন। আবার নির্ব্বিশেষবাদী ও তাঁহাদের সমধর্ম্মা ব্যক্তিগণ মনে করেন, বিভিন্ন কল্পিত আধারের দ্বারা বহিরাবরণরূপ আধার অপসারিত করিলে যে আধেয়-রূপ অন্তর্যামী পাওয়া যায়, তাহা অন্য কল্পিত আধার বা বহিরাবরণের আধেয় কিংবা অন্তর্যামীর সহিত স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত ব্যাপার। নিরীশ্বর সাংখ্য অন্তর্যামি-নিরূপণে জড়া প্রকৃতির 'অব্যক্ত' নামক বিচার আবাহন করেন। বৌদ্ধ অন্তর্যামি-নিরূপণে 'শূন্য' কল্পনা করেন। বৈশেষিক অন্তর্যামি-নিরূপণে পরমাণুর বহির্যামিত্ব বা আধারিকতা-দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পরমাণুর অন্তরে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হন। পাতঞ্জলী অন্তর্যামি-নিরূপণে বিলাসহীন পরমাত্মার আংশিক

• যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য।
পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ।
যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং।
সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ।
সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ।
(বৃহদারণ্যক ৩য় অধ্যায় ৭ ব্রাহ্মণ ৩য় ও ৭ম মন্ত্র)

বিকৃত বিচারে মুহ্যমান হইয়া পড়েন। অতীব মোহনাবতার শ্রীশঙ্করের প্রাকৃত-সম্প্রদায় ঐতিহাসিক-পরিকরের বহিরাবরণ ভঙ্গ করিয়াও প্রত্যক্ষভাবে প্রকৃতিদেবীর ও মুক্তবাদীর মিত্র হইয়া অন্তর্যামীর ত্রিপুটী বিনাশ করিতে চাহেন! অন্তর্যামীকে অন্তরহীন, অন্তর্যামিত্বধর্ম-হীন ও বিগ্রহ-হীন করিবার কল্পনা করেন। এইসকল বিচারের আমদানী আবার যখন শিনোজা, সপেনহয়ার, হেগেল প্রভৃতি বিদেশীয় মনীষিগণের বহির্মুখিতার তরীকে বাহাইয়া তোলে, তখন তাঁহারাও "কেশব তুয়া জগৎ বিচিত্র"—এই মহাজন-গীতির সার্থকতা সাধনের জন্য তাঁহাদের মনীষার ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন করেন।

পুরুষোত্তম-বিচার প্রকৃতি আস্তিকা-বিচার সেইরূপ নহে। পুরুষোত্তম-বিচারে যেখানে মুক্ত অবস্থার কথা, সেখানেই অন্তর্যামিত্বে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য আক্রান্ত হইয়াছে। পুরুষোত্তম-বিচার যখন ব্রহ্মের ক্লীবত্ব-নিরূপণে আবদ্ধ না থাকিয়া শিব, অচিৎ ও ঈশ্বর প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য-দর্শনে লক্ষিত হন, তখনই চিদচিচ্ছক্তি-বিচার নিঃশক্তিক ক্লীব-বিচারকে নিষ্প্রভাবে আঘাত করে, তখনই জড়ের একদেশ-দৃষ্টিতে জ্ঞেয়মান ধর্ম প্রতীয়মান হয়। লীলাময়ী-নারায়ণ, তাঁহাদের সেবক ও সিংহাসনাদি বস্তু-সমূহ অন্তর্যামীর ভূমিকায় আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার প্রতিভূ একদেশদৃষ্টি তখন বহিরাবরণ ধর্ম লইয়া অর্চ্চারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই নৈমিত্তিক বিচার আসিয়া পুরুষোত্তম-বিচারে বৈভবস্তরের প্রতীতি করায়। সত্বে নিমিত্ত বৈভবের অন্তর্যামি-সূত্রে বৃহদ্বিচার ও তদন্তর্যামি-সূত্রে পরতত্ত্ব-বিচার পুরুষোত্তম-বিচারের দুষ্টতা উৎপাদন করায়। অর্চ্চার অন্তর্যামী, অন্তর্যামীর বৈভব, বৈভবের মূল, মূলের পরতত্ত্ব পরস্পর অন্তর্যামীর স্থলাভিষিক্ত হয়। আচার্য শ্রীরামানুজ বা তৎসম্প্রদায়ের শ্রীলোকাচার্যের এইরূপ বিচার। আচার্য শ্রীমধ্বেও অর্চ্চার অন্তর্যামী প্রকৃতি কতকটা বিচার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে লক্ষিত হয়।

কিন্তু এইসকল বিচার অপ্রাকৃত তত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হওয়ায় এখানে বহিরাবরণ প্রাকৃতিজাত আবরণ-বিশেষ নহে। অর্চ্চা অর্চ্যের প্রাকৃত বহিরাবরণ নহে। সেখানে অর্চ্চা বহিরাবরণ-মাত্র, অন্তর্যামী 'অর্চ্চা' বস্তুই সেবা অর্থাৎ যেখানে অর্চ্চা ও অর্চ্যের ভেদ ও সেবীতে ভেদ-প্রতীতি, সেখানেই প্রতীতোপাদনা, পৌত্তলিকতা বা ব্যামপ্রপঞ্চের তাণ্ডব। সেখানে অন্তর্যামিত্বের মধ্যেও বহির্যামিত্বরূপ আধ্যক্ষিকতার Anthropomorphism টানিয়া আনা হইয়াছে।

অর্চ্চা প্রকৃতি-জাত কোন আবরণ নহে, অর্চ্চা উপযুক্ত বস্তু—আবরণ তরীয় প্রকৃতি-জাত অক্ষিগোলকে। যেমন চন্দ্রের আপাত দৃশ্য হ্রাস-বৃদ্ধি দেখিয়া অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি হ্রাস-বৃদ্ধি চন্দ্রে আরোপ করে, বস্তুতঃ হ্রাস-বৃদ্ধি চন্দ্রের নহে, দ্রষ্টার দৃষ্টির মধ্যে যে আবরণ আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার; সেই-রূপ দ্রষ্টার বহির্যামিত্ব অর্চ্চার সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ-দর্শনের বাধক —অর্চ্চা ও অর্চ্যের অভিন্নত্ব-দর্শনের বাধক।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, পুরুষোত্তম-বিচারে যেখানে মুক্ত অবস্থার কথা, সেখানেই অন্তর্যামীকে বিলাস-হীনের অন্তর্যামিরূপে দর্শন; কিন্তু মুক্তাবস্থায় অন্তর্যামিত্বে বিগ্রহ-দর্শন, বিগ্রহ-দর্শনে সেবা—চিদ্‌বিলাস। শ্রুতি-মন্ত্রে ইহাই পরিস্ফুট।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ॥

সর্ব্বদা সংযুক্ত, সখ্যভাবাপন্ন দুইটী পক্ষী একটি দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন মায়াধীন অর্থাৎ 'জীব', দেহকে দেহিজ্ঞানে নানাবিধ স্বাদযুক্ত সুখ-দুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। আর একজন মায়াধীশ অর্থাৎ পরমেশ্বর। তিনি সুখ-দুঃখরূপ কর্ম্মফলের ভোক্তা নহেন, জীবের কর্ম্মফল-ভোগের সাক্ষি-স্বরূপে দ্রষ্টা-মাত্র। সমান বৃক্ষে অর্থাৎ একই দেহবৃক্ষে অবস্থিত হইয়া জীব নিজ-যোগ্যতায় মায়ার দ্বারা বিমোহিত হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধির জন্য শোক করে। যখন জীব নিজ হইতে অন্য সেব্য পরমেশ্বরকে দেখিতে পান, তখন সমস্ত শোক-নির্মুক্ত হইয়া ভগবানের (সেব্যের) নাম-রূপ-গুণ-লীলা ও মহিমার অনুশীলন করেন।

অন্তর্যামীর সহিত সমান বৃক্ষে অবস্থিত হওয়ার ফলে জীব যদি আপনাকে অন্তর্যামীর ন্যায় ঈশ্বর বা মায়ার প্রভু জ্ঞান করে, তবে তাহার মায়ার কবলে পতিত হইয়া শোক

করিতে হয়—সুখ-দুঃখরূপ নানা স্বাদযুক্ত কর্ম্মফলের আস্বাদন করিতে হয়। কিন্তু যখন জীব পরমাত্মার পূর্ণপ্রতীতি ভগবদ্‌বিগ্রহের সহিত অবিচ্ছেদ সম্বন্ধে যুক্ত, তখনই ও তৎসেবা-স্বরূপময় বলিয়া আপনাকে জানিতে পারেন, তখনই তিনি সমস্ত শোকনিমুক্ত হইয়া চিদ্‌বিলাস-রাজ্যে অবস্থান করিতে পারেন।

শ্রীগীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেন,—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

অন্তর্যামী ঈশ্বর বা অনিরুদ্ধ বিষ্ণু সর্ব্বভূতের হৃদ্দেশে অবস্থান করেন। সর্ব্বভূতের বহিরাবরণ অতিক্রম করিয়া যে অন্তর, তাহাই হৃদ্দেশ। বহিরাবরণ বা সূক্ষ্মাবরণকে যে সর্ব্বভূত দর্শন, তাহাতে অন্তর্যামি-দর্শন নাই। স্থূল বহিঃকরণ বা সূক্ষ্ম অন্তঃকরণের অতীত প্রদেশে জীবাত্মা ও তদন্তর্যামী ঈশ্বর একত্রে সেবক ও সেব্যরূপে বিরাজিত। যেখানে জীবাত্মা স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত হইয়া স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারে নিজকে কর্ম্মফলের ভোক্তা জ্ঞান করিতেছে, সেখানেই প্রযোজক-কর্ত্তা ঈশ্বরের দ্বারা জীব সুখ-দুঃখে ভ্রামিত হইতেছে।

শ্রীগৌরসুন্দর-কথিত "কৃষ্ণ যদি তোমার হয়, বলে একবার। মায়াবন্ধ হইতে কৃষ্ণ, তারে করে পার॥" শ্রুতিমন্ত্রোক্ত—"ছন্দাং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ" এবং শ্রীমদ্ভাগবতের—"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি। সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্॥" প্রভৃতি শ্লোক একতাৎপর্য্যপর।

পরমেশ্বরকে জীব সমান বুদ্ধে দর্শন করিয়া যদি পরমেশ্বরকে জাতিসামান্যে বিচার না করে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে জীববৎ মায়াধীন, কর্ম্মফলভোক্তা মনে না করে কিংবা জীব আপনাকে 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি বলিয়া কল্পনা না করে, তবেই বীতশোক হয়; জীব যদি বিষয়-আশ্রয়-বিবেকে পরমেশ্বরের সমজাতীয়ত্ব দর্শন করিয়া পরমেশ্বরের শরণাগত, সেবাপর হয়, তবেই জীব মায়াবন্ধ হইতে উদ্ধার-লাভ করিতে পারে—তবেই তাহার সত্ত্বশুদ্ধি ও পরমাত্মভক্তি লাভ হয়—প্রকৃত কল্যাণ করতলগত হয়।

সমবুদ্ধে নিমগ্ন হইয়া পুরুষাভিমানকারী জীব তাহার সাধারণকে যখন ব্যাপ্ত করিয়া তোলে, তখনই তাহার পরমেশ্বরেরও মহিমাবরণ দর্শন হয়। শ্রীগৌরসুন্দরকে তখন জীব তাহারই ন্যায় দুই হস্ত, দুই পদবিশিষ্ট মনুষ্যাকৃতি ব্যক্তিবিশেষ মনে করে, তাহারই ন্যায় কালের অধীনে পরমেশ্বরেরও জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ বিচার করে, তাহারই ন্যায় পরমেশ্বরের নাম-রূপ-গুণ-পরিকর ও ক্রিয়া-সমূহকে অনিত্যরূপে কল্পনা করে। অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত অন্তর্যামী পুরুষ সমান বুদ্ধে নিমগ্ন, মুহ্যমান ও শোকপরায়ণ, অনীশ্বর, বদ্ধজীবগণের মঙ্গলবিধানের জন্য স্বয়ংরূপে প্রবিষ্ট হইয়া ঔদার্য্যমূর্ত্তির মধ্যাকারে শ্রীগৌরসুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। এজন্যই শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন ঐ সকল মুহ্যমান পুরুষগণের মঙ্গলার্থ স্বয়ংরূপ ঔদার্য্যবিগ্রহকে কখনও কখনও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন।

কিন্তু যাঁহারা আবৃত-দর্শনের সমানাকৃতির বহিরাবরণে মুগ্ধ হন নাই, সেই সকল অধোক্ষজ দৃষ্টিসম্পন্ন, পরম বুদ্ধিমন্ত ব্যক্তিগণ শ্রীগৌরসুন্দরকে—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

—এই শ্লোকে স্তব করিয়াছেন।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু সম্বর্ত্তে শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রণাম করিয়া বলিতেছেন,—

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
কলৌ সংকীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥

শ্রীগৌরসুন্দর অন্তঃকৃষ্ণ অর্থাৎ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণস্বরূপ হইয়া বাহিরে স্বয়ংরূপিণী আশ্রয়স্বরূপিণী শ্রীমতীর ভাব-কান্তিতে আবৃত। এখানে শ্রীগৌরসুন্দরের বহিরাবরণ স্বয়ংরূপিণীর আবরণ অর্থাৎ ভাব-কান্তির বিভাব হওয়ায়, তাহা বিভিন্নাংশে আশ্রয়ের দেহ বা বহিরাবরণের ন্যায় অনিত্য কিংবা জেয় হইতে ভিন্ন নহে। শ্রীগৌরসুন্দর 'অন্তঃকৃষ্ণ' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ বা বিষয়স্বরূপ হইলেও তাঁহার অন্তর শ্রীমতীর ভাবে এতদূর বিমণ্ডিত ছিল যে, সেই ভাবটী বাহিরে পর্য্যন্ত ছুটিয়া উঠিয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গকে সেইভাব ও তদনুরূপ কান্তিতে সুবলিত করিয়াছিল।

শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায় দেখা যায়, তিনি কখনও বিষয়-

জাতীয়ের লীলা, কখনও বা আশ্রয়-জাতীয়ের লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ, বরাহরূপ প্রদর্শন, নৃসিংহরূপ প্রদর্শন, শচীদেবীর নিকট গৌর-গোপাল-মূর্ত্তি প্রদর্শন প্রভৃতির দ্বারা তিনি বিষয়-জাতীয়ের লীলা, আবার কখনও সন্ন্যাস-লীলা, ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ-লীলা প্রভৃতি লীলার দ্বারা আশ্রয়-জাতীয়ের লীলা-সমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর "আত্মানং বিদ্ধি গোপীং ত্বং" বিচারে কখনও "গোপী গোপী" জপ করিতেছেন, আবার পশুপাকে কৃষ্ণকর্ণপাটী জ্ঞানে টানাটানি করিতেছেন। আশ্রয়ের যেমন বিষয়ের নাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে অপ্রাকৃত মোহন-মাদনাদি ভাব উপস্থিত হয়, বিষয়স্বরূপেরও তদ্রূপ আশ্রয়-বিগ্রহের নাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে মোহন-মাদনাদি ভাব উপস্থিত হইয়াছে। গৌরসুন্দর আপনাকে গোপীর কিঙ্করীভাবে সম্পূর্ণ বিভাবিত করিয়া "আশ্লিষ্য বা পাদরতাং" শ্লোক উচ্চারণ করিতেছেন।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিত-তনু, কৃষ্ণের অন্তর্যামী রাধা, রাধার অন্তর্যামী কৃষ্ণ, তথাপি শ্রীরাধার প্রীতিই এখানে পরিচালক ও প্রবল। কেননা, শ্রীরাধারাণীতে সেবার পরাকাষ্ঠাময়ী প্রগতি। শ্রীগৌরসুন্দর যেরূপ শ্রীরাধা-গোবিন্দমিলিত-তনু, শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয়-স্বরূপ শ্রীল স্বরূপ-দামোদর তদ্রূপ শ্রীললিতা-গোবিন্দমিলিত-তনু, শ্রীরায় রামানন্দ তদ্রূপ শ্রীবিশাখা-গোবিন্দমিলিত-তনু। শ্রীললিতার অন্তর্যামী শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোবিন্দের অন্তর্যামী শ্রীললিতা, শ্রীবিশাখার অন্তর্যামী শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোবিন্দের অন্তর্যামী শ্রীবিশাখা। তদ্রূপ শ্রীগৌর-গদাধর, শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ। গুরুর অন্তর্যামী গৌর, গৌরের অন্তর্যামী গৌর। তদাশ্রিত গুরুসেবক জানেন, শ্রীগুরুদেব শ্রীগৌর-ব্যতীত কিছু জানেন না, শ্রীগৌরও তৎপ্রেষ্ঠমূর্ত্তি গুরুদেব-ব্যতীত কিছু জানেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ দুর্ব্বাসাকে বলিয়াছিলেন,—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি।

সাধুসকল আমার হৃদয়, আর আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমা-ব্যতীত আর কাহাকেও জানেন না, আমিও তাঁহাদের ভিন্ন অন্য কাহাকেও আমার বলিয়া জানি না।

সুতরাং যাঁহারা বহির্বাস্তবের বিচার-প্রণালীর দৌর্ব্বল্য অন্তর্যামীতে আরোপ করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারাই সেই বস্তুকে আধ্যক্ষিকের অনুগত জ্ঞানের পরিবর্ত্তে 'অধোক্ষজ'-সংজ্ঞায় নির্দ্দেশ করিবেন। যাহারা অন্তর্যামীর এই গূঢ় বিচার জানে না অর্থাৎ যাহারা "দেহদেহিবিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ"—এই শ্রৌত-বিচার-বিরোধ করিয়া অন্তর্যামিত্বে বহির্যামিত্ব ও বহির্যামিত্বে অন্তর্যামিত্ব আরোপ করে, যাহারা জড়া প্রকৃতির 'অব্যক্ত' পর্য্যন্ত অন্তর্যামিত্ব বিচার করে, যাহারা অন্তর্যামিত্বকে মহাকাশ-বিচারে বা ভূস্থবিচারে মাত্র ব্যাপ্ত করে, কিংবা যাহারা অন্তর্যামিত্বকে পরমাত্মার আংশিক-বিচারে মাত্র আবদ্ধ করে, তাহারা মধ্যাকৃতি পরাৎপরপুরুষ অবতারীকে হয় ঐতিহাসিক নায়ক, না হয় নেপোলিয়ন বোনাপার্ট প্রভৃতির ন্যায় কর্ম্মবীর, আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতির ন্যায় নৈমিত্তিক যুগবীর, না হয় দেহ-দেহি-ভিন্ন 'মায়া-উপহিত চৈতন্য' (!) জ্ঞান করিয়া তত্ত্ববস্তুর প্রকৃত স্বরূপ দর্শন হইতে চিরতরে বঞ্চিত থাকিবে এবং তৎফলে জন্ম-জন্মান্তর দেব, অসুর বা স্থাবর-দেহে ভ্রাম্যমান হইবে।

এইরূপ বিপন্ন মানবজাতিকে আক্রমণ করিলে মোহের আধিক্যে জীবজগতের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া ভুবন-মঙ্গল গৌর-লীলার অবতারণা করিয়াছিলেন। এই আদি-কবিই—ঠাকুর বৃন্দাবন। বৃন্দাবন—শ্রীগৌরসুন্দরের হৃদয়। শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—

আমার হৃদয় বন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি' জানি।

শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীনিত্যানন্দভৃত্য শ্রীবৃন্দাবনদাস-সূত্রে শ্রীবৃন্দাবনের সেবা অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের হৃদয় বা মনোঽভীষ্টের সেবা করিয়াছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনপর গুরুমহিমা-প্রচারই গৌর-মনোঽভীষ্ট। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের সর্ব্বত্র গ্রন্থে সেই শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের মহিমা-কীর্ত্তনে অনন্যমুখ হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতগণ সকলেই মহাভাগবত। তাঁহাদের লক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণন করিয়াছেন,—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

(ভাঃ ১১।২।৪৫)

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম॥
(ভাঃ ১০।৩৫।৯)

অর্থাৎ যিনি ভাগবতোত্তম, তিনি সর্ব্বভূতে আত্মার আত্মরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেই দেখেন এবং আত্ম-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত ভূতকে দেখিতে পান।

পুষ্পফলাঢ্য বনলতা, তরুসকল ও তাবদ্ধারা অবনত, প্রেমপুলকিত শরীরযুক্ত বনস্পতি-সকল আত্মগত কৃষ্ণকে প্রকট করিয়া মধু-ধারা বর্ষণ করিয়াছিল।

শ্রীল গৌরসুন্দর শ্রীরামানন্দ রায়কে বলিয়াছিলেন,—

মহাভাগবতে দেখে স্থাবর-জঙ্গম।
তাহাঁ তাহাঁ হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ॥
স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তাঁর মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি॥

মহাভাগবত বহিরাবরণ দর্শন করেন না, অপরের দোষে যাহা স্থাবর-জঙ্গম অর্থাৎ আত্মভোগাবহ, মহাভাগবত সেইরূপ ভোগ্য বহিরাবরণ বা জগৎ দর্শন করেন না, সর্ব্বত্র তিনি চিদ্‌বিলাস দর্শন করেন—সকল বিচিত্রতায় কৃষ্ণবিলাস দর্শন করিয়া থাকেন।

যিনি সর্ব্বভূতে পরমাত্মার পূর্ণ প্রতীতি ভগবদ্‌বিগ্রহের চিদ্‌বিলাস দর্শন করেন এবং ভগবানে সর্ব্বভূত অর্থাৎ চিদ্‌-বিচিত্রতা দর্শন করেন, তিনিই মহাভাগবত।

কৃষ্ণবিরহদগ্ধা গোপীগণ বনলতা, বৃক্ষ প্রভৃতি বহিরাবরণ বা তদন্তর্যামী পরমাত্মা-মাত্র দর্শন করিতেছেন না। তাঁহারা প্রত্যেক বিচিত্রতায় কৃষ্ণের বিলাস দর্শন করিতেছেন। "আত্মনি—স্বীয় বিগ্রহে বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্যঃ", "সর্ব্বভূতেষু" শ্লোকেও আমরা "আত্মনঃ ভগবদ্ভাবম্" পদ দেখিতে পাই, এখানে ব্রহ্মভাব বা পরমাত্মভাব-মাত্র নহে। যিনি ভগবদ্ভাব দর্শন করেন, তিনিই মহাভাগবত।

সুতরাং কোন কোন আচার্য্যের পরতত্ত্ব-প্রতীতি তত্ত্ব-বিচারে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবতগণ তাঁহাকে কেবল অন্তরিন্দ্রিয় প্রতীতি-মাত্র-রূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন না। তত্ত্ববস্তুর অনুসন্ধানে শ্রীচৈতন্যদাসানুদাসগণ বহু আচার্য্য, ঋষি, মনীষিগণের বিবদমান বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া তত্ত্ববাদে স্থির থাকিতে পারেন না। অনেক সময় উপদেশক আচার্য্য উপদিষ্ট শ্রোতৃবর্গের দুর্ব্বলতা বিচার করিয়া অনেক কথা অভিব্যক্ত করিতে সুযোগ পান না। কেহ বা কিয়ৎপরিমাণ সেই সকল বিচারের ন্যূনাধিক স্বীকার-মাত্র করিয়া মর্য্যাদা-পথেরই পুষ্টি-বিধান করেন, মাধুর্য্য-পুষ্টির দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য অল্প হইয়া পড়ে। পুরুষোত্তম যত্র যে-কালে কৃপাপরবশ হইয়া স্বীয় সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যের উচ্চাবচ প্রদর্শন করেন, সে-কালে অনেকেই তাহা ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া আধ্যক্ষিকতায় বা জড় বিচারে পতিত হন। মাধুর্য্যের স্থান ঐশ্বর্য্যের স্থানাপেক্ষা মধুরতর ভূমিকায় অবস্থিত—এ কথা যাঁহাদের চিত্তে স্থান পায় না, তাঁহারা 'ঐশ্বর্য্য', 'বৃহত্ত্ব' প্রভৃতি মর্য্যাদা-পথের বিচারেই অবস্থিত হন। ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যের মূল কারণ পুরুষোত্তম যত্র যে-কালে স্বীয় ঔদার্য্যলীলা প্রকাশ করেন, সেই সময়েই তাঁহার মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য এবং তদাবৃত পর্য্যায়-সমূহের তারতম্য নিষ্কপট জড়-বিচার-মুক্ত, ত্যাগ-ভোগ-বিচার-রহিত সেবাপর পুরুষগণের আত্ম-প্রতীতি লাভ ও আত্ম-বৃত্তির বিচিত্রতা কেবল-মাত্র উপলব্ধির বিষয় হয় না, পরন্তু তাঁহাদের স্বরূপোপলব্ধিতে সুনির্ম্মল দৃষ্টিতে নিত্য-বিলাস-বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়।

নির্ব্বিশেষবাদিগণের অন্তর্যামীর বিকৃত ও সঙ্কীর্ণ বিচার আমাদের বক্তব্য নহে। ব্যষ্টি-অন্তর্যামী ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু বা সমষ্টি-অন্তর্যামী গর্ভোদকশায়ী, কূর্ম্ম-অন্তর্যামী প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যপর কথাও শ্রীগৌরসুন্দরের বিচারের সমগ্রতা নহে। উপনিষদ্গুহ্য অন্তর্যামীর শাস্ত্রবিচার শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের বিচারে সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুট হইয়া অপ্রাকৃত মধুর রসের ওজস্বিতা ও সেব্য-সেবকভাবের সৌন্দর্য্যসীমা প্রকাশ করিয়াছে।

প্রশ্নোত্তর-তত্ত্ব

প্রশ্ন

১। তুলসী হরির একান্ত প্রিয়বস্তু ও পূজ্য; সুতরাং সেই তুলসীকে ভক্ষণ করিলে অপরাধ হইবে কি? কেহ কেহ তুলসীকে চর্ব্বণ না করিয়া গলাধঃকরণ করেন। তাঁহারা বলেন যে, চর্ব্বণ করিলে তুলসীর অঙ্গে সেই আঘাত লাগে, ইহা সত্য কি না?

২। সকল তিথিতেই তুলসীভক্ষণ হইতে তুলসী চয়ন করা যায় কি না? রবিবারে, অমাবস্যায়, পূর্ণিমায় তুলসী চয়ন নিষিদ্ধ কি না? কোন কোন স্মার্ত্ত-সম্প্রদায় রবিবারে, অমাবস্যাদিতে তুলসী চয়ন করেন না, ইহাতে প্রকৃত শাস্ত্রবিধি কি?

৩। পদ্মিনী প্রকৃতিতে 'তুলসীর রস' ঔষধরূপে সেবন করিলে তুলসীর চরণে অপরাধ হয় কি না? ম্যালেরিয়া দূষিত বীজাণু প্রভৃতি নিবারণের জন্য গৃহে তুলসীবন করা যায় কি না? তাহাতে কি কোনও অপরাধ সম্ভাবনা?

৪। তুলসীকে বিদ্ধ করিয়া ভগবানের জন্য মালা গাঁথা যায় কি না? তুলসীর কাষ্ঠে ঘষ্ট করিয়া অন্ন পাক করিলে অপরাধ হয় কি না?

৫। শ্বেতবর্ণ তুলসী কৃষ্ণসেবায় প্রযুক্ত হইতে পারে কি না?

৬। রোগারোগ্য, শত্রুবিনাশ, বিঘ্নবিনাশ প্রভৃতি সঙ্কল্প করিয়া নারায়ণে তুলসী প্রদান করা কি অপরাধজনক, না ভক্তিজনক?

৭। পর্য্যুষিত তুলসী বিষ্ণু-পূজায় ব্যবহৃত হইতে পারে কি? সচরাচর পর্য্যুষিত পুষ্প পূজায় ব্যবহৃত হয় না, তদ্রূপ তুলসীও কি পরিত্যাজ্য?

৮। তুলসী পাপগ্রস্ত হইয়া বৃক্ষযোনি লাভ করিয়াছে ও কুকুরাদি অন্যত্রও অবজ্ঞায় পাত হইয়াছে, ইহা কি সত্য?

৯। তুলসী-দ্বারা গুরু-পূজা, শিব-পূজা প্রভৃতি হয় কি না?

১০। পঞ্চতত্ত্ব ও শ্রীমতী রাধারাণীর চরণে তুলসী প্রদান করা যায় কি না?

'শ্রীগৌড়ীয়'-সম্পাদক মহোদয় কৃপা-পূর্ব্বক 'তুলসী'-সম্বন্ধে উপরি-উক্ত প্রশ্ন-কয়টীর উত্তর-দানে উপকৃত করিবেন।

নিবেদক

শ্রীজ্ঞানসুন্দর বেদশর্ম্মা।

উত্তর

১। শ্রীতুলসী হরির অত্যন্ত প্রিয়া, এ বিষয়ে শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীহরির সেবার জন্য তুলসী-সেবন শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট। শ্রীমহাপ্রসাদ যেরূপ বিষ্ণুবস্তু হইলেও শ্রীহরির সেবার্থ রসনায় মহাপ্রসাদ-গ্রহণ বা চর্ব্বণাদি অপরাধজনক নহে, শ্রীতুলসী-সম্বন্ধেও তদ্রূপ জানিতে হইবে। ভোগবুদ্ধি-সহকারে শ্রীমহাপ্রসাদ-ভোজনের ন্যায় ভোগবুদ্ধি-পরিচালিত হইয়া শ্রীতুলসী-ভক্ষণও বিশেষ অপরাধজনক। শ্রীহরিভক্তিবিলাস (৯ম বিঃ ৫৮—৬৮ সংখ্যায়) এতদ্-বিষয়ে বিস্তৃত প্রমাণ আছে। নিম্নে তন্মধ্যে কয়েকটী-মাত্র উদ্ধৃত হইল,—

তথাচ তুলসীপত্র ভক্ষণাৎ ভাববর্জ্জিতঃ।
পাপোঽপি সদ্গতিং প্রাপ্ত ইত্যেতদপি বিশ্রুতম্॥
ভক্ষিতং মুক্তকেনাপি পত্রং তুলসি-সম্ভবম্।
পশ্চাদ্বিষ্ঠাসমাপন্নো ভস্মীভূতং কলেবরম্॥
সিতাসিতং যথা নীরং সর্ব্বপাপক্ষরাবহম্।
তথাচ তুলসীপত্রং প্রাশিতং সর্ব্বকামদম্॥
তাবচ্চিষ্ঠন্তি পাপানি দেহিনাং যমকিঙ্করাঃ।
যাবন্ন তুলসীপত্রং মুখে শিরসি তিষ্ঠতি॥
অমৃতাহরিতা ধাত্রী তুলসী বিষ্ণুবল্লভা।
স্মৃতা সংকীর্ত্তিতা ধ্যাতা প্রাশিতা সর্ব্বকামদা॥
যদ্যপি বহুপাপৈঃ মনুষ্যো নার্জ্জিতঃ ক্বচিৎ।
তথাপি শীর্য্যতে মোক্ষস্তুলসী ভক্ষিতা যদি॥
উপোষ্য দ্বাদশীং তস্যাং পারণে তুলসীদলম্।
প্রাশয়েদ্ যদি বিপ্রেন্দ্র অশ্বমেধাষ্টকং লভেৎ॥

প্রসিদ্ধি আছে, তুলসীদল ভোজন করিলে দেহাবসানে পাপীরও ভগবদ্গতি লাভ হয়।

তুলসীদল ভক্ষণ-পূর্ব্বক অন্তকালে দেহবিসর্জ্জন করিলে

চণ্ডালেরও দেহস্থ পাপ সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়া যায়।

গঙ্গা ও যমুনার শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ জল যেরূপ সর্ব্ব পাপ বিধূনিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ তুলসীদল-ভোজন-দ্বারা নিখিল পাপের ক্ষয় হইয়া থাকে।

হে যমদূতগণ, যে-কাল পর্য্যন্ত মানবের বদনে ও মস্তকে তুলসী-দল বিরাজিত না হয়, সে-কাল পর্য্যন্তই দেহ-পাতক অবস্থিত থাকে।

অমৃত হইতে সমুত্থিতা ধাত্রী ও বিষ্ণুপ্রিয়া তুলসীকে স্মরণ, কীর্ত্তন, চিন্তন ও ভক্ষণ করিলে তাঁহারা সর্ব্বাভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকেন।

যে-ব্যক্তি কদাপি কিছুমাত্র সুকৃতি সঞ্চয় করে নাই, অধিক মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছে, সেবোন্মুখ-বুদ্ধিতে তুলসী ভক্ষণ করিলে তাহারও মঙ্গল হয়।

শুক্লা দ্বাদশীতে উপবাসী থাকিয়া পারণ-দিনে তুলসী ভক্ষণ করিলে তাঁহার অষ্টসহস্র অশ্বমেধানুষ্ঠানের ফলশ্রুতি শ্রুত হইয়া থাকে।

শাস্ত্র তুলসী-ভক্ষণের এইরূপ অসংখ্য ফলশ্রুতির উল্লেখ করিয়া সেবোন্মুখ-বুদ্ধিতে তুলসীর সম্মান করিবার জন্য প্ররোচিত করিয়াছেন।

তুলসী-চর্ব্বণের কথা শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পতিতপাবনবর ঠাকুর হরিদাসের কৃপাপ্রাপ্তা পূর্ব্ব বেশ্যার সাধনময় পরবর্ত্তি-জীবন-প্রসঙ্গে দেখিতে পাই—

তুলসী সেবন করে, চর্ব্বণ উপবাস।
ইন্দ্রিয়-দমন হৈল, প্রেমের প্রকাশ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩য়)

ভোগবুদ্ধিতে তুলসী গ্রহণ করিলেই তুলসীর অঙ্গে আঘাত করিবার চেষ্টা হয়, সেবোন্মুখতার সহিত তুলসী 'চর্ব্বণ' করিলে তুলসীর কৃপায় কৃষ্ণ-প্রেম লাভ হয়।

২। শ্রীহরিভক্তিবিলাস (৭ম বিঃ ১০৮ সংখ্যা) বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরের বাক্য উদ্ধার-পূর্ব্বক বলেন,—

ন ছিন্দ্যাৎ তুলসীং বিপ্রাঃ দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবঃ ক্বচিৎ॥

হে ব্রাহ্মণ-সকল, বৈষ্ণব কখনও দ্বাদশী তিথিতে তুলসী ছেদন করিবেন না।

সংক্রান্ত্যাদৌ নিষিদ্ধোঽপি তুলসী বচয়ং স্বতো।
স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুভক্তৈস্তু দ্বাদশ্যামেব নেষ্যতে॥

টীকা—সংক্রান্ত্যাদৌ পক্ষদ্বয়েঽপি দ্বাদশ্যাং তু বিশেষতঃ। তুলসীং যে বিচিন্বন্তীত্যাদিবচনৈঃ স্মৃতিশাস্ত্রে নিষিদ্ধোঽপি স্বয়ং কেবলং দ্বাদশ্যামেব তুলসীং অবচিনোতে।

(হঃ ভঃ বিঃ ৭ম বিঃ ১০৭ সংখ্যা)

স্মৃতিশাস্ত্রে সংক্রান্ত্যাদি তিথিতে অর্থাৎ সংক্রান্তি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী ও রবিবারে তুলসী-চয়ন নিষিদ্ধ থাকিলেও বিষ্ণুভক্তগণ কেবলমাত্র দ্বাদশীতেই তুলসী চয়ন করিতে ইচ্ছা করেন না।

দেবার্থে তুলসীচ্ছেদো হোমার্থে সমিধাহরণং।
ইত্যুক্তত্বেন মুখ্যেতু পরার্থে তু ন দূষণং॥

(ঐ ১০৮ সংখ্যা)

অর্থাৎ অমাবস্যার বিকল্প দিন তুলসী ছেদন, যজ্ঞের জন্য কাষ্ঠ ছেদন এবং পাত্তীর জন্য দূর্ব্বা ছেদনে কোন দোষ নাই।

৩। তুলসী কৃষ্ণবল্লভা, তাঁহাকে কৃষ্ণসেবায়ই নিযুক্ত করিবেন, কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য ব্যতীত নিজসুখতাৎপর্য্যে তুলসী ব্যবহার করিলে তুলসীর চরণে অপরাধ-নিবন্ধন ভক্তির বাধা হইবে। মস্তিষ্ক, ম্যালেরিয়া বা দূষিত বীজাণুর প্রতিষেধকরূপে জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য তুলসীর ব্যবহার তুলসীর চরণে অপরাধ। ঐরূপ কার্য্য-সমূহ ভগবদ্ভক্তি-বুদ্ধিকে বিলুপ্ত করিয়া জীবকে সংসারমার্গে বিচরণ করায়। ভগবদ্ভক্তগণ একমাত্র কৃষ্ণসেবোন্মুখ-তাৎপর্য্য ব্যতীত রাবণের ন্যায় দুর্ব্বুদ্ধিতে কখনও কৃষ্ণবল্লভাকে ভোগ (?) করিবার চেষ্টা করিতে যান না।

৪। শ্রীহরিভক্তিবিলাস (৭ম বিঃ ৮৮,৮৯) বলিতেছেন,—

পুষ্পাবচয়সংহৃষ্টং নিষ্টিতং তুলসীদলৈঃ।
মালাং মনোহরাং দিব্যাং শ্রীরাম-মূর্দ্ধনি॥
বাচং নিয়ম্য চাত্মানং মনো বিষ্ণৌ নিধায় চ।
যোঽর্চ্চয়েত্তু নরীমালৈর্যুগকোটিকরং ভবেৎ॥
ভবাব্ধকূপমগ্নানামেতদুদ্ধারকারণম্॥

মনো মধ্যে পুষ্প-প্রধান-পূর্ব্বক তুলসীদলের দ্বারা মালা গাঁথিয়া তাহাতে চন্দন-লেপন-পূর্ব্বক শ্রীরামের শিরোদেশে প্রদান করিবে।

যিনি বাক্য সংযত এবং আত্মাকে নিয়মন-পূর্ব্বক মন শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে সংন্যস্ত করিয়া তুলসী-মালার দ্বারা হরির পূজা করেন, তাঁহার কোটী যজ্ঞানুষ্ঠানের আনুষঙ্গিক ফল

হইয়া থাকে। তুলসী-মালার দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর পূজা—ভবাব্ধি-কূপ-পতিত ব্যক্তিগণের উদ্ধার-সেতু।

উপরি-উক্ত বাক্য হইতে জানা যায় যে, শ্রীহরির ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য তুলসীকে মালারূপে গ্রথিত করা দোষাবহ নহে, পরন্তু ভক্তিবর্দ্ধিকর।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে তুলসীকে শ্রীহরির সেবার জন্য সূত্র-মধ্যে গ্রথিত করার আরও অনেক বাক্য আছে,—

যঃ পুনস্তুলসীপত্রৈঃ কোমলৈরম্লানযুতৈঃ।
পূজয়েৎ সূত্রমধ্যস্থৈ কৃষ্ণং দেবকিনন্দনম্॥
(হঃ ভঃ বিঃ ৭ম বিঃ)

নম্রতাযুক্ত মৃদু তুলসীপত্র সূত্র-দ্বারা গ্রথিত করিয়া দেবকি-নন্দন কৃষ্ণকে পূজা করিবে।

ভগবানে শ্রীবিষ্ণুর সেবার্থ তুলসী-কাষ্ঠের ব্যবহার শাস্ত্রানুমোদিত,—

যো দদাতি হরের্ধূপং তুলসীকাষ্ঠবহ্নিনা।
শতকুলসমং পুণ্যং গোসহস্রং লভেত ফলম্॥
(হঃ ভঃ বিঃ ৮ম বিঃ ১১শ সংখ্যা-ধৃত প্রহ্লাদসংহিতা-বাক্য)

যিনি তুলসী-কাষ্ঠের অগ্নি-দ্বারা শ্রীহরিকে ধূপ প্রদান করেন, তাঁহার শতযজ্ঞতুল্য পুণ্য এবং দশসহস্র গোদানের ফলশ্রুতি আছে।

যদ্‌গৃহে তুলসীকাষ্ঠং পত্রং শুষ্কমথার্দ্রকম্।
তদ্গৃহে নৈব পাপং তদ্‌গৃহে সংক্রমতে কলৌ॥
পত্রং পুষ্পং ফলং কাষ্ঠং ত্বক্ শাখা পল্লবাঙ্কুরম্।
তুলসীসম্ভবং মূলং পাবনং মৃত্তিকাঞ্চপি॥
নৈবেদ্যং পচতে যত্র তুলসীকাষ্ঠবহ্নিনা।
লবে লবে ভবেদ্যজ্ঞস্তদ্ভক্তে কেশবায় বৈ॥
(হঃ ভঃ বি ৯ম বিঃ ৫৪,৫৫ সংখ্যা)

কি নীরস, কি সরস, যে-কোনরূপ তুলসীকাষ্ঠ বা তুলসী-পত্র গৃহে বর্ত্তমান থাকিলে কলিকালেও তথায় পাপ সংক্রামিত হইতে পারে না।

তুলসীর পত্র, পুষ্প, ফল, কাষ্ঠ, বল্কল, শাখা, পল্লব, অঙ্কুর, মূল ও মৃত্তিকা—সকলই বিশুদ্ধ। তুলসী-কাষ্ঠের অগ্নির দ্বারা বিষ্ণুর নৈবেদ্যান্ন পাক করিয়া তাহা শ্রীভগবান্ বিষ্ণুকে নিবেদন করিলে সেই অন্ন সুমেরু-সদৃশ হয়।

বিষ্ণুর সেবার্থ বা ভোগার্থ সর্ব্বতোভাবেই তুলসী ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া বহির্ম্মুখ জীবের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য সেরূপভাবে ব্যবহৃত হইবে না। তাহা হইলে নরকের সেতু হইবে।

৫। শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৭ম বিঃ ৯৮সংখ্যায় শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন,—

তুলসী কৃষ্ণগৌরাঙ্গী তয়া যার্চ্চ্য জনার্দ্দনম্।
নরো যাতি তনুং ত্যক্ত্বা বৈষ্ণবীং শাশ্বতীং গতিম্॥

যিনি কৃষ্ণবর্ণ ও গৌরবর্ণ-বিশিষ্ট তুলসীর দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চন করেন, তিনি শরীর-পরিত্যাগের পরে শাশ্বতী বৈষ্ণবী গতি লাভ করিয়া থাকেন।

৬। রোগারোগ্য, শত্রুবিনাশ, বিঘ্নবিনাশ বা কোনও প্রকার প্রাকৃত কামনা অর্থাৎ জীবের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য নারায়ণে তুলসী প্রভৃতি প্রদানের প্রথা জগতে কর্ম্মী ও বিষ্ণু-সম্প্রদায়ের মধ্যে কল্পিত হইয়াছে। তাহা অপরাধ-জনক ও ভক্তির সম্পূর্ণ বাধক। সুতরাং ঐ সকল অপরাধময়ী ভক্তি-প্রতিকূলা চেষ্টাকে আত্মমঙ্গলকামী সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন করিবেন। যে-পর্য্যন্ত কৃষ্ণসেবোপকরণ-দ্বারা জীবের আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ বা সেবা করাইয়া লইবার প্রবৃত্তি থাকিবে, সে-পর্য্যন্ত জীবের আত্মমঙ্গল বহুদূরে অবস্থিত। যাহারা ঐরূপ অবৈধ কার্য্য স্বয়ং করেন বা কোনও রূপে উহার প্রশ্রয় দান করেন, তাহারা সকলেই ভক্তি হইতে চিরতরে পতিত ও অপরাধী।

৭। শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৭ম বিঃ ৫৪সংখ্যা-ধৃত শাস্ত্রবাক্য—

ন পর্য্যুষিত দোষোঽস্তি জলপ্রোৎপলচম্পকে।
তুলসগন্ধবকুলে বিল্বে গঙ্গাজলে তথা॥

পদ্ম, উৎপল, তুলসী, বক ও বকুল-পুষ্প, বিল্বপত্র এবং গঙ্গোদক পর্য্যুষিত হইলেও দোষাবহ হয় না।

বর্জ্যং পর্য্যুষিতং পুষ্পং বর্জ্যং পর্য্যুষিতং ফলম্।
ন বর্জ্যং তুলসীপত্রং ন বর্জ্যং জাহ্নবীজলম্॥
(হঃ ভঃ বিঃ ৭মঃ বিঃ ৮১ সংখ্যা-ধৃত নারদীয়পুরাণ-বাক্য)

শ্রীহরির অর্চ্চনে পর্য্যুষিত পুষ্প ও পর্য্যুষিত ফল ত্যাগ করিবে, কিন্তু তুলসীপত্র ও গঙ্গাজল পর্য্যুষিত হইলেও তাহা ত্যাগ করিবে না।

৮। "তুলসী শাপগ্রস্ত হইয়া বৃক্ষযোনি লাভ করিয়াছেন" প্রভৃতি মতবাদ—বহির্ম্মুখ-বকধামের। ভগবান্ বিষ্ণু বা ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবের কর্ম্মমার্গে বিচরণ (?), বিষ্ণু-বৈষ্ণবের

ধর্ম-কর্ম প্রভৃতি বিমুখ-মোহনপর উক্তিগুলির দ্বারা শুদ্ধ ও তত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণবগণ বঞ্চিত হন না। বহির্মুখদিগকে বঞ্চনা করিবার জন্য সর্ব্বত্রই এইরূপ প্রক্ষিপ্ত ও অভিসন্ধি-যুক্ত মতবাদ-সমূহ দৃষ্ট হয়। সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ তদ্দ্বারা বঞ্চিত হন না। এইরূপ বিমুখ-মোহনপর মতবাদ-নিরাসের কথা আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্রীসনাতন-শিক্ষার পাঠ করি,—

মোহন-লীলা, আর কৃষ্ণ-অন্তর্দ্ধান।
কেশাবতার, আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান॥
মহিষী-হরণ আদি, সব মায়াময়।
ব্যাখ্যা শিখাইল বৈছে সুসিদ্ধান্ত হয়॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ পঃ)

শ্রীচরিতামৃতে উদ্ধৃত রাবণের মায়াসীতাহরণ-বৃত্তান্তও এতৎসঙ্গে আলোচ্য।

শ্রীতুলসীদেবী প্রাকৃত বৃক্ষ নহেন। শ্রীশালগ্রাম, শ্রীতুলসী, গঙ্গা প্রভৃতি বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বস্তু বৈকুণ্ঠে নিত্য বিরাজিত। তাঁহারা জীবের মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের সেই বৈকুণ্ঠ-বিচিত্রতার সহিত ইহ জগতে অবতীর্ণ হন। শুদ্ধবৈষ্ণবানুগত্যে সেবোন্মুখ হৃদয়ে তাঁহাদের সেবা করিলে তাঁহাদের স্বরূপোপলব্ধি ও কৃপা-লাভ হয়। নতুবা তাঁহাদিগকে প্রাকৃত বস্তু-সামান্যে দর্শন করিয়া বঞ্চিত ও নরক-পথগামী হইতে হয়।

৯। শ্রীতুলসী—বৈষ্ণবরূপা, বৈষ্ণবী ও আপ্রকৃজাতীয় বিগ্রহ; শ্রীগুরুদেব—আপ্রকৃজাতীয় চপ্রকৃবিগ্রহ; শ্রীশিব—বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ। সুতরাং এক আপ্রকৃ-জাতীয়কে অপর আপ্রকৃ-জাতীয়ের দ্বারা কোন সেবক পূজা করিতে পারেন না, তাহাতে অপরাধ হয়। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা 'গৌড়ীয়ে' দ্রষ্টব্য।

১০। পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে বিগ্রহ বা বিকৃতস্বরূপকে অর্থাৎ স্বয়ংরূপ শ্রীগৌরসুন্দর, বলদেব শ্রীনিত্যানন্দ, মহাবিষ্ণু-অবতার শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পাদপদ্মে তুলসী প্রদান করা যায়, কিন্তু আপ্রকৃ-বিগ্রহ বা শক্তিতত্ত্ব শ্রীবাস, শ্রীগদাধরের পাদপদ্মে শ্রীতুলসী প্রদত্ত হইবে না। শ্রীমতীর চরণেও তুলসী প্রদত্ত হইবে না। তাঁহাদের শ্রীহস্তে তুলসী প্রদত্ত হইতে পারে। এতদ্বিষয়ে বিস্তৃত আলোচন ও প্রমাণাদি 'গৌড়ীয়ে'র পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যা-সমূহে দ্রষ্টব্য।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও অধ্যাপক কে, পঞ্চোপাসন্

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪৪শ সংখ্যার পর)

অধ্যাপক—ভক্তির চরম ফল ত' মুক্তি, ভাগবতও এইরূপ বলিয়াছেন।

প্রভুপাদ—"শ্রীমদ্ভাগবত" কখনও এইরূপ অভক্তির লক্ষণকে 'ভক্তি'র ফল বলেন নাই। ভক্তির ফল—ভক্তি, প্রেমভক্তি। ভক্তির ফল কখনও 'অভক্তি' হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বাগ্রেই বলিয়াছেন যে, ভাগবতে মোক্ষাভিসন্ধিযুক্ত ধর্ম্ম-পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারে অন্যথারূপ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বরূপে অবস্থিতির নামই—"মুক্তি"। (ভাঃ ৬।১৭।২৮)—

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥ (১)

যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাম্।
নৈচ্ছন্ন পদ্মহৃচিতং মহতাং মধুদ্বিট্-
সেবানুরক্তমনসামভবেঽপি ফল্গুঃ॥ (ভাঃ ৫।১৪।৪৩) (২)

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

(ভাঃ ৩।২৯।১৩)

অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী॥
জরয়ত্যাশু যা কোশং নির্ণীর্ণমলো যথা॥

---

(১) নারায়ণপর ভক্তগণ কিছুতেই ভীত হন না। তাঁহারা স্বর্গ, মোক্ষ ও নরককে একই পর্য্যায়ের বলে করেন। মোক্ষ-লাভ নরক-প্রাপ্তিরই সমান।

(২) অপরিত্যাজ্য সম্পত্তি, পুত্র, স্বজন, অর্থ ও পত্নী এবং প্রধান প্রধান দেবতাদিগের প্রার্থনীয়া সদয়দৃষ্টিযুক্তা রমাদেবীকেও ভক্ত মহারাজা যে অভিলাষ করেন নাই, তাহা তাঁহার পক্ষে উচিতই হইয়াছে। যেহেতু তাঁহার ন্যায় কৃষ্ণসেবানুরক্তমনা সাধুদিগের পক্ষে যখন নির্ব্বাণমুক্তিও তুচ্ছ, তখন পার্থিব সুখের ত' কথাই নাই।

নৈকান্তাং যে স্পৃহয়ন্তি কেচি-
ন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।
যেঽন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য
সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি ॥
(ভাঃ ৩।২৫।৩৪-৩৫)

শ্রীধরস্বামী 'মুক্তি'কে "প্রাসঙ্গিকী" অর্থাৎ আনুষঙ্গিকী বলিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে—"মুক্তিস্তু প্রাসঙ্গিকী ভবত্যেবেত্যাহ। যা ভক্তিঃ কোশং লিঙ্গশরীরং জরয়তি ক্ষপয়তি। স্বপ্রধ্বংসে বিনৈব সিদ্ধৌ দৃষ্টান্তঃ—নির্গীর্ণং দুষ্কৃতমস্য অনন্তো ভাইরো যথা জরয়তীতি। ভক্তের্গরিষ্ঠত্ব-বোধোপপাদনেতি নৈকান্তাং নিতি পঞ্চমিঃ। একান্তাং সাধুচ্যনোকম্।"

[অতঃপর প্রভুপাদ ব্রহ্মসূত্রের "গোবিন্দভাষ্য" হইতে উক্ত অধ্যাপকের নিকট কতকটা স্থান পাঠ করিয়া শুনাইলেন।]

অধ্যাপক—এইটী কোন্ ভাষ্য?

প্রভুপাদ—সূত্রের গোবিন্দভাষ্য।

অধ্যাপক—ইহাতে কি ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত আছে?

প্রভুপাদ—'ভেদাভেদ' সিদ্ধান্ত নহে—"**অচিন্ত্য**-" ভেদাভেদ।

অধ্যাপক—'অচিন্ত্য' অর্থে ত'—অনির্বচনীয়।

প্রভুপাদ—'অচিন্ত্য' ও 'অনির্বচনীয়' এক কথা নহে। "অনির্বচনীয়" শব্দটী—সন্দেহবাদীর পরিভাষা, আর 'অচিন্ত্য' শব্দ—চিদ্-বাস্তব-সিদ্ধান্তকারিগণের পরিভাষা। 'অনির্বচনীয়' পদে বাস্তবতার সম্বন্ধ নাই, সন্দেহের ও অবাস্তবতার অবকাশ আছে; আর 'অচিন্ত্য' শব্দটী পরিপূর্ণ বাস্তবতারই সূচক; কিন্তু সেই বাস্তবতা প্রাকৃত না হওয়ায় প্রাকৃত অভিজ্ঞানে 'অচিন্ত্য'। "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।"

অধ্যাপক—'ভক্তি' ত' চিন্ত্য ব্যাপার, তাহাকে 'অচিন্ত্য' বলিবার কারণ কি?

প্রভুপাদ—আপনারা 'অভক্তি'কে 'ভক্তি' বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছেন। 'ভক্তি' মানসিক বৃত্তিবিশেষ নহে, তাহা আত্মবৃত্তি—মুক্ত চেতনের স্বাভাবিকী অহৈতুকী বৃত্তি—"স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তি-রধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি।" (ভাঃ ১।২।৬), "সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা। অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।" (ভাঃ ৩।২৯।১৩) মায়াবাদিগণই ভক্তি, ভক্ত, ভগবান্‌কে 'চিন্ত্য'-ব্যাপার—অনিত্য ব্যাপার কল্পনা করেন। শ্রীমদ্ভাগবত তাহা সম্পূর্ণভাবে নিরাস করিয়াছেন। শ্রীধরস্বামিপাদ মায়াবাদী বা কেবলাদ্বৈতবাদী নহেন বলিয়াই ভক্তিকে নিত্য, মুক্তপুরুষগণের কৃত্য বলিয়াছেন। এজন্য তিনি "ভক্ত্যেকরক্ষক।"

শ্রীমধুসূদন রাও—শ্রীধরস্বামী 'ভক্ত' বটেন; কিন্তু তিনি সত্ত্ব-ভক্তি পর্য্যন্ত 'ভক্তি'র মহিমা স্বীকার করিয়াছেন। নির্গুণবিচারে অভেদই তাঁহার সিদ্ধান্ত।

প্রভুপাদ—ইহা কি আপনার মন-কল্পিত সিদ্ধান্ত? 'হরি' নির্গুণ বস্তু, তাঁহার ভজন নির্গুণ, ভক্তি নির্গুণ ব্যাপার—অপ্রাকৃত আত্মবৃত্তি।

"হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ ॥" *

অহৈতুকী ফলানুসন্ধান-রহিতা; অব্যবহিতস্বরূপ-সিদ্ধত্বেন সাক্ষাদ্ভোগা, ন ভারোপাদিসিদ্ধত্বেন ব্যবধান-বিধিকা। তাদৃশী যা ভক্তিঃ শ্রেয়াদিনা সেবনমাত্রং, সা চ তত্ত্ব স্বরূপম্। 'মাত্র' পদেনাবিচ্ছিন্নত্বেতানেন চ মনোগতত্বৈহৈতুকীত্বাদিসিদ্ধেঃ পৃথগ্‌যোজনার্হত্বাৎ (ভাঃ ১১।২৪।২৬), "সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী" ইত্যাদিষু (ভাঃ ১১।২৫।২৬), "**নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ**" ইত্যাদিভিস্তদ্ব্যপ্রক্রিয়াদীনাং **নির্গুণত্বস্থাপনাৎ**। (ভাঃ ১১।১৩।৩০)—

"**ন্যায্যং ভজন্তি গুণাঃ সর্বে নির্গুণং নিরপেক্ষকম্।**
মুহুরং সর্বভূতানাং সাম্যাসঙ্গাদয়োঽগুণাঃ।"
"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্ ॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে ॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্ ॥
যস্যাং বৈ শ্রদ্ধধানায়াং কৃষ্ণে পরমপূরুষে।
ভক্তির্হ্যনন্যবিষয়া সদ্যঃ শোকবিনাশনী ॥"

* শ্রীহরি—প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎ নির্গুণ পুরুষ; তিনি সর্বদৃক্ এবং সকলের উপদ্রষ্টা। তাঁহাকে ভজন করিলে, জীব নির্গুণ হয়।

"আত্মারামস্য মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥
(ভাঃ ১।৭।৪-৭, ১০)

শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন,—"নন্থ মুক্তানাং কিং ভক্ত্যোক্তি সর্ব্বাক্ষেপ-পরিহারার্থমাহ—ইত্থম্ভূতগুণো হরিরিতি।

অধ্যাপক—শ্রুতিতে যে নির্ব্বিশেষবাদই স্বীকৃত হইয়াছে, আপনি কি শ্রুতি অমান্য করিবেন?

প্রভুপাদ—শ্রুতির প্রকৃত অর্থ শ্রীমদ্ভাগবত ও সাত্বত পঞ্চরাত্র প্রকাশ করিয়াছেন। স্বকপোল-কল্পনা বা অশ্রৌত-পথে শ্রুতির অর্থ-কল্পনায় শ্রুতির প্রতি অনাদরই করা হয়, তাহাই নাস্তিকতা। এজন্য শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—শ্রীভাগবত ও পঞ্চরাত্র শ্রুতির যে অর্থ প্রকাশ করেন, সেরূপ ভাবেই তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে।

বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না যায়।
পুরাণ-বাক্যে সেই অর্থ করয় নিশ্চয়॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ পঃ)

শ্রীমদ্ব্যাসাচার্য্যপাদ এইজন্য সূত্রভাষ্য কেবল শ্রৌত প্রমাণের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতকেই অকৃত্রিম সূত্রভাষ্য বলিয়াছেন। ঋষীর্য পঞ্চরাত্র বলেন,—

যা বা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং না সাত্বিতস্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥*

পঃ মধুসূদন—আচ্ছা, শ্রীধরস্বামী যদি মায়াবাদীই না হইবেন, তবে তিনি যে 'অদ্বৈতবাদী', এইরূপ সাধারণ ধারণা ও বিশ্বাস কোথা হইতে উৎপত্তি হইল?

প্রভুপাদ—আপনি এক কথাই পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন। এত কথা শুনিলেন, আবার কুকুরের লেজের মত সেই একই কথার অবতারণা। আমরা ত' বলিতেছি যে, শ্রীধরস্বামী—অদ্বৈতবাদী, তিনি শুদ্ধ অদ্বৈতবাদী, কেবলাদ্বৈতবাদী নহেন। অসৎ সম্প্রদায়ের লোক 'ভক্ত্যেকরক্ষক' শ্রীধরস্বামীর সর্ব্বজন-প্রিয়তা-দর্শনে তাঁহাকে নিজ-দলে টানিতে চাহিয়াছেন। বাহ্য-দর্শনে শ্রীধর-স্বামীকে 'মায়াবাদী' বলিয়া মনে হয়, তাহা স্বামিপাদের মায়াবাদিগণের প্রতি বঞ্চনা-মাত্র।

পঃ মধুসূদন—আপনারা যে শ্রীধরস্বামীকে নিজের দলে আনিবার চেষ্টা না করিতেছেন এবং শ্রীধর যে আপনাদিগকে বঞ্চনা করেন নাই, তাহার প্রমাণ কি?

প্রভুপাদ—আপনার কোন যুক্তি নাই, উহা কেবল কেশাভাস-মাত্র (fallacy)। যিনি নাম-রূপ-গুণ-লীলার নিত্যত্ব স্বীকার করেন, তিনি মায়াবাদী বা কেবলাদ্বৈতবাদী হইতে পারেন না। শ্রীধরস্বামী অপ্রাকৃত নাম-রূপ-গুণ-লীলার নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন,—এইরূপ সহস্র দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। যিনি শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন, তিনি বৈষ্ণব। শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন; তিনি ভক্তির নির্গুণত্ব—নিত্যত্ব—ভগবদ্বিগ্রহের নিত্যত্ব—ভাবের নিত্যত্ব—জগতের সত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

অধ্যাপক—হইতে পারে শ্রীধরস্বামী সগুণ ও নির্গুণ উভয় রূপের প্রতিই ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রভুপাদ—আপনাদের মতে যাহা 'নির্গুণ' অর্থাৎ নাম-রূপাদির অতীত, তাহার প্রতি ত' ভক্তি হইতেই পারে না। সুতরাং শ্রীধরস্বামী নাম-রূপাদি-শূন্য চিন্মাত্র-জ্ঞান-সমষ্টিতে আর কিরূপে 'ভক্তি' প্রদর্শন করিবেন? আপনাদের মতে ত' যাহাতে 'ভক্তি' প্রদর্শিত হয়, তাহাই সগুণের গণ্ডিতে আসিয়া পড়ে।

পঃ মধুসূদন—এরূপ হইতে পারে,—অপ্যয়দীক্ষিত শৈব ও অদ্বৈতবাদী ছিলেন, আর শ্রীধর 'বৈষ্ণব' হইয়া অদ্বৈতবাদী ছিলেন।

প্রভুপাদ—অপ্যয়দীক্ষিত শঙ্করমতাবলম্বী; কিন্তু শ্রীধরের সিদ্ধান্ত—শঙ্কর-মতবাদের বিরুদ্ধ। 'প্র'-শব্দেন মোক্ষাভি-সন্ধিরপি নিরস্তঃ।'—মায়াবাদী বা কেবলাদ্বৈতবাদী কখনও এইরূপ জোরের সহিত মোক্ষাভিসন্ধিকে নিরাস করিতে পারে না। শ্রীধরে শঙ্কর-মতবাদের আভাস থাকিলেও মহাপ্রভু শ্রীধরস্বামীকে 'ভক্ত্যেকরক্ষক' বলিয়া গ্রহণ করিতেন না। এমন কি, শ্রীরূপচৈতন্যদেব যে শ্রীমদ্ব্যাসাচার্য্যের সহিত নিজ গুরু-পরম্পরা ও সম্প্রদায় যোগ করিয়াছেন, সেই মধ্বাচার্য্যের স্থান উড়ুপীতে গিয়া তত্ত্ববাদি-গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা তাহাকে সাধু ও

* যে যে শ্রুতি তত্ত্ব-বস্তুকে প্রথমে 'নির্ব্বিশেষ' বলিয়া বর্ণনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষ-তত্ত্বেই প্রতিপাদন করেন। 'নির্ব্বিশেষ' ও 'সবিশেষ'—ভগবানের এই দুইটী তত্ত্বই বিদ্যা, ইহা বিচার করিলে সবিশেষ-তত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে; কেন না, জগতে সবিশেষ-তত্ত্বই অনুভূত হয়, নির্ব্বিশেষ-তত্ত্ব অনুভূত হয় না।

সাধনরূপে নির্ণয় করেন" তত্ত্ববাদিগণ বলিলেন—"আমরা কর্ম্মকে সাধন এবং মুক্তিকে সাধ্য জ্ঞান করি।" তখন মহাপ্রভু বলিলেন,—যে মুক্তি ও কর্ম্মকে ভক্তগণ ত্যাগ করেন, তোমরা তাহাকেই যখন সাধ্য ও সাধনরূপে নির্ণয় করিয়াছ, তখন তোমাদের বৈষ্ণবতা নাই, তোমরা শ্রীমধ্বাচার্য্যের প্রকৃত মত হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছ! ভগবদ্ভক্তের বিচারে একমাত্র শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই সর্ব্বোত্তম সাধন ও সাধ্য। শ্রীধরস্বামিপাদে এই নাম-কীর্ত্তন-লক্ষণা নিত্যা অহৈতুকী ভক্তির বিচার দৃষ্ট হয়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত,—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

প্রেমা পুমর্থো মহান্—মুক্তি পুরুষার্থ নহে। শ্রীচৈতন্যদেব এই জন্যই শ্রীধরস্বামীকে "জগদ্গুরু", "ভক্তৈকরক্ষক" বলিয়াছেন, যেহেতু শ্রীধর 'প্র'-শব্দের দ্বারা মোক্ষাভিসন্ধিও নিরাস করিয়াছেন। আধ্যক্ষিক-মাত্রই মুক্তিমুক্তিকামী; কুমারিলভট্ট, শঙ্করাচার্য্য ইঁহারা কেহ মুক্তিকামী, কেহ বা মুক্তিদানী; সুতরাং তাঁহারা আধ্যক্ষিক। তাঁহারা শ্রৌতপন্থী নহেন। বৈষ্ণবগণ—শ্রৌতপন্থী। শ্রীমদ্ভাগবত ভোগী বা ত্যাগীর মতপোষক গ্রন্থ নহেন। শ্রীমদ্ভাগবত নিগমকল্পতরুর প্রপক্ক ফল। আমরা কেবলাদ্বৈতবাদীর দুরভিসন্ধি লইয়া শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীধরের বাক্যগুলিকে বিকৃত করিবার চেষ্টা করিতে পারি। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীধর উপক্রমেই 'প্র'-শব্দের মোক্ষাভিসন্ধিনিরস্তঃ' বাক্যে তাহা নিরাস করিয়া রাখিয়াছেন—"শ্রীমদ্ভাগবতে কেবল পরমেশ্বরারাধনা-লক্ষণ শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কিছু আলোচিত হয় নাই",—ইহা বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতকে ভোগী ও ত্যাগি-সম্প্রদায়ের নিকট মুদ্রাঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন।

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥

শ্রীকুলশেখর বলিয়াছেন,—

নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যা রামা-মৃদুতনুলতা নন্দনে নাভিরন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়কমলে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥
নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্ যদ্ ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥
(মুকুন্দমালা-স্তোত্র)

শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা-প্রাপ্ত শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥
(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

ভুক্তি-মুক্তিকামিগণ কখনও 'ভক্ত' পদ-বাচ্য নহে। শ্রীধর 'ভক্তৈকরক্ষক'; তিনি ভুক্তি-মুক্তি-কামনাকে নিরাস করিয়াছেন। যেখানে "সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্য-সারূপ্যৈকত্ব-প্যুত" প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবত সাযুজ্য-মুক্তিকে নিরাস করিয়াছেন, সেখানে শ্রীধর মহাবাগ্মী। যেখানে 'ভক্তি' আক্রান্ত, সেখানে 'বৈষ্ণব' প্রবলপরাক্রমে সুদর্শন-অনুচারী।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈধাত্মিক আচার্য্যের লীলাভিনয়কারী। শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব প্রভৃতি যে বেদান্ত-ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে পরমত-খণ্ডনের অংশই বেশী; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব বাস্তব সিদ্ধান্তের কথা পরিপূর্ণতমরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা পঞ্চরসের নিত্যসেবক, আড়াইটী রস-মাত্রের উপাসক নহি। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন—"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।" ভাগবতের নিকটেই ভাগবত পড়িতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

প্রশস্তি

বন্দি তোমারে, জগো গৌড়ভাষা, গৌরজনের বরষ বাণি !
গৌরচাঁদের করুণার কথা, ঘোষিছ সতত, হে কল্যাণি !
গৌড়ের ভাষা, গৌড়ীয়ের আশা, নহে ত' কেবলি বঙ্গ-ধন
(তাই) অবনী ভরিয়া গোলোকের সুধা করিতেছ বিতরণ ॥
চৈতন্যদেবের কৃপার প্লাবন তোমারি বুকেতে বয় ।
পরশি' সে ধারা তাপিত মানব, হইছে আনন্দময় ॥
বিশ্ব-সভায় গৌরব তুমি, অয়ি গৌড়-গৌরব-বাসনা !
মনীষা-প্রকাশ-আরতি-দীপিতে পূর্ণ তোমার রসনা ॥
উদিবে এ হেন উজ্জ্বল উষা, যেদিন সকল জগতবাসী ।
লভিবারে তব অপূর্ব্ব দান, মিলিবে গৌড়নগরে আসি' ॥
আবেগ-বিভল প্রতীচ্য-জন শিখিতে উদার গৌড়-ভাষা ।
আসিবে গো ধেয়ে, এই বনপথে, বহিয়া বিপুল আশা ॥
গৌড়ের মাঠে, গৌড়ের বাটে, গৌড়বনের শ্যামল ছায়ে ।
চিন্তামণি-ধন, শ্রীনাম-রতন, করিবে সাধন সকল ভা'য়ে ॥
বিপ্র-যবনে দিবে কোলাকুলি, ভিক্ষু-হাজার ব'বে না ভেদ ।
বেদান্তবিদ্ অন্তে আলিঙ্গিয়া গাহিবে প্রীতির নিখন বেদ ॥
দেবি ! বাজে তব স্বর্ণ-বীণা, বৈকুণ্ঠের উন্মাদনা ভরা ।
গলিয়া ঝরিয়া পড়ে হেথা—নাশিবারে শোক-মৃত্যু-জরা ॥
চরণের পদ্মগন্ধে তব, আমোদিত দিগন্তের হিয়া ।
মধুলুব্ধ মধুকরদল, ফিরে পাশে স্তুতি গুঞ্জরিয়া ॥
জয়দেব, চণ্ডী, বৃন্দাবন, স্তবগীতি গাহে অনিবার ।
তবদ্বারে কবি কৃষ্ণদাস, গাঁথে নিত্য গৌর-লীলাহার ॥
ভক্তিবিনোদ পদ্ম, গৌরাঙ্গীষ্ট সাধিলা সতত ।
তোমার বিজয়বৈজয়ন্তী, কৈলা ত্রিলোক বিশ্বে সংরোপিত ॥
গোবিন্দের যশোগীতে পরিপূর্ণ তোমার আনন ।
পরা-বিদ্যা-বধূ তুমি,—প্রাণ তব নাম-সংকীর্ত্তন ॥
দিকে দিকে আজি বন্দনা রচে তোমার ভকতগণ ।
শুদ্ধ ভকতি-সিদ্ধান্ত-গাথা প্রচারিছে অনুক্ষণ ॥
প্রতি গ্রামে, প্রতি নগরে নগরে, বিশ্বজনের কর্ণপুরে,
স্বাস্থ্যদীপ্ত কৃপা-কর হানি' সদয় মধুর করুণ সুরে ।
তব প্রাণপতি, জগতির গতি গৌর-কৃষ্ণের বারতা কথা—
কায়া-নিপীড়িত দুর্গতিনাশী—মুক্তি-যাগের সেই বারতা ॥
অদ্ভুত কণ্ঠে, বিজয়-শঙ্খ, ঘোষিছে ব্রজের 'জাগর' বাণী ।
"কে আছ এখনো স্বপনের দেশে ? আয় আয় ওরে, ভ্রান্ত প্রাণি ।

চির লাঞ্ছিত, মায়া-বঞ্চিত, ওগো মরণ-পথের যাত্রি !
শ্রীচৈতন্যবাণী উদিত তুহুনে, প্রভাত অমিয়-রাত্রি ॥
এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন, নয় নয় বৃথা গর্ব্বকথা ।
লভিবে সেদিন, ধিন্ন ধরণী, মহামিলনের প্রসন্নতা ॥
হিমিত-তরুণ কিরণ-প্রকাশ—ঐ যে কল্যাণ-সূর্য্য ।
আকাশে, পবনে, গহনে, সাগরে, লভিছে সে শুভ তূর্য্য ॥'
পঙ্গু ছিল যা'রা জড়তা আবেশে, (ছিল) দৃষ্টিশূন্য, মায়ার ঘোরে—
ভাষাহীন এক মৌন বেদনা, নিবারিত শুধু অশ্রু-লোরে ॥
আজি জীবনের নবীন মন্ত্রে জেগেছে জেগেছে তা'রা ।
শ্রী গুরু-চরণে আত্ম-নিবেদিতে, পড়ে গেছে সাড়া ॥
নিদ্রা মগন পেয়েছে চেতন, ধাক্ত-কুহেলি কেটেছে আজ ।
(তাই) পাষাণ-কারার লৌহ-নিগড়, বক্ষের মাঝে হানিছে বাজ ॥
জানিনা যে বন্দনার ভাষা, মহিয়সী ওগো গৌরবাণি !
তবু তোমা পূজিবারে সাধ, নিবারণ মানেনা পরাণী ॥
পরিত্রাণময়ী শ্রীচৈতন্য-বাণি ! কবে এ' বিমুখ প্রাণ,
কুজন-বিহীন পরাণ-কুঞ্জে গাহিবে তোমারি গান ?
মানস-বনের 'ক্ষুদ্র বনফুলে' গাঁথিবে তোমার মালা ?
আস্তি-ব্যাকুল-কম্পিত করে বহিবে পূজার ডালা ?

কাশীতে শ্রৌত-প্রসঙ্গ

গত ১৮ই জুন তারিখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ কাশীস্থ শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়-মঠে শ্রীচৈতন্যচরিত আলোচনা-মুখে বলেন,—"শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয়।" শ্রীচৈতন্যদেবের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-বিষয়িনী কথা শ্রবণ করিলেই ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। চৈতন্যকথা ও জড় কথার পার্থক্য আছে। জড় কথা—গ্রাম্য কথা অথবা গ্রাম্যব্যক্তির মুখে কীর্ত্তিত—যাত্রা, থিয়েটার, আখড়া প্রভৃতিতে গীত ভগবৎকথা (?) শ্রবণে আমাদের কোন লাভই হয় না, তাহাতে আমাদের উৎসাহ, উদ্যম, সময় বৃথাই নষ্ট হইয়া থাকে।

অনেকে হয় ত' প্রশ্ন করিতে পারেন যে, ভগবৎকথা যে কোন স্থানে শ্রবণ করিলেই হইল ; যাত্রা, থিয়েটারে যখন ভগবৎকথা শুনিতে পাওয়া যায়, তখন তাহা শুনিতে বেশ ভাল লাগে এবং চিত্তের আকর্ষণও হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাতে কোন শক্তি না থাকিলে এত অধিক লোক আকৃষ্ট হইবে কেন ? তদুত্তর এই যে, বদ্ধজীবের আকর্ষণ সর্ব্বক্ষণ বিষয়ের প্রতি, ইন্দ্রিয়গণ প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার চিত্তকে বিষয়ের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। উহা তাহার পক্ষে মনোরম লাগিলেও যাহাতে আক্ষেন্দ্রিয়-তৃপ্তি হয়, তাহাতে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতির কথা নাই। মাতালের মদ্য-পানে প্রীতি আছে বলিয়া মদ্য-গন্ধে তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হয় ; সুতরাং উহাতে কি ভগবৎ-শক্তি আছে স্বীকার করিতে হইবে ? উহা যেরূপ অসত্য, সেইরূপ যাত্রা-থিয়েটার, নাটক-নভেলাদিতে ভগবৎকথার সমাবেশ থাকিলেও উহা গ্রাম্যকথা ব্যতীত কিছুই নহে। গ্রাম্য কবি—যদ্যপি তথা কবি কখনও কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিতে পারে না। যাত্রা-

বিষয়েচারাদিতে ভগবল্লীলা-কথা শ্রবণ করিয়া সাময়িক ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি, সময়ের অসদ্ব্যবহার ও শারীরিক অপব্যয়-মাত্র ঘটিয়া থাকে। তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ কপিলদেব, ব্রহ্মা ও পৃথু মহারাজ-কর্ত্তৃক উক্ত "সতাং প্রসঙ্গাৎ", "জীষন্তি সদ্রসায়নাঃ ভবদীয় বার্ত্তাং", "মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো" প্রভৃতি শ্লোকে সাধু-মুখেই ভগবৎকথা শ্রবণের বিধির উল্লেখ হইয়াছে।

নিখিল চেতন-জগতের প্রাণ-স্বরূপ—সমস্ত অণুচেতনের চেতন-স্বরূপ চৈতন্যদেবের কথা শ্রবণ না করিলে অচৈতন্যই থাকিতে হয়। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং একদিন সমস্ত জগতের নিকট চেতন-বাণী কীর্ত্তন করিয়া সকলের চৈতন্য-বিধান করিয়াছিলেন। কিন্তু কাল-প্রভাবে বিশ্ব আবার অচৈতন্য-প্রায় হইয়া গেলে চৈতন্যদেবের ইচ্ছায় চৈতন্যবাণী আজ স্বয়ং মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া চৈতন্যবাণীর কীর্ত্তন-দ্বারা নিখিল জগতের চৈতন্য-বিধান-পূর্ব্বক চৈতন্য-মনোভীষ্ট প্রচার করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রবণের ফল কি, তদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত (২।৮।৩-৯) বলেন,—

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥
প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্।
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ॥
ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।
মুক্তসর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথা॥

"যদিও শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামিরূপে জীবের হৃদয়ে সর্ব্বদা অবস্থিত আছেন, তথাপি তিনি সেই অবস্থায় উদাসীন ভাবেই বিরাজ করেন; কিন্তু জীবের কর্ণ-দ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার উপবেশন-স্থানরূপ জীবের হৃদয়কমলস্থ ভাক্ত-সংস্কারাদি ভাবকে প্রস্ফুটিত করিয়া দেন এবং তদ্দ্বারা আনুষঙ্গিক-ভাবে জীব-হৃদয়ের কাম-ক্রোধাদি মলও বিদূরিত হয়। যদি কেহ বলেন,—জ্ঞান-যোগাদিও ত' কাম-ক্রোধাদিরূপ মলকে বিনষ্ট করিতে পারে, তবে হরিকথার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? তদুত্তর এই যে, যে-প্রকার কোনও কুঙ্কুম জলকে দ্রব্যান্তর মিশ্রণ-দ্বারা শোধন করা যায় এবং তদ্দ্বারা ঐ কুঙ্কুম পরিমিত জল-মাত্রই শোধিত হইয়া থাকে, অন্য পাত্রস্থ বা নদী-তড়াগাদির জল আর শোধিত হয় না; আবার জল শোধিত হইলেও মলরাশি ঐ কুঙ্কুমের তলদেশেই পড়িয়া থাকে, জল কোনও প্রকারে ঈষৎ ক্ষোভিত হইলেই পুনরায় জলে মল মিশ্রিত হয়, তদ্রূপ জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-তপাদির দ্বারা সকল জীবের হৃদয়ের মল শোধিত হইতে পারে না। কাহারও কাহারও শোধিত হইলেও সর্ব্বতোভাবে শোধিত হয় না, কুঙ্কুম জলের তলদেশস্থ মলরাশির ন্যায় কাম-ক্রোধাদি মল কিছু সময়ের জন্য উপশমিত হইলেও পুনরায় কোন কারণে ঈষৎ ক্ষুভিত হইলেই আবার হৃদয়ে অনর্থ প্রকাশিত হয়।"

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—মুহুর্মুহু কামলোভে প্রপীড়িত বদ্ধজীবের আত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা-দ্বারা যে-প্রকার শান্ত হয়, অষ্টাঙ্গযোগ বা জ্ঞান-কর্ম্মাদি-পথ-সমূহের উপদিষ্ট প্রণালী দ্বারা তদ্রূপ হয় না। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির দ্বারা অনাবৃত শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণকথা—কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। জাগতিক কথা যেরূপ দেশ-কাল-পাত্রাদি-দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, উহা তদ্রূপ নহে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-কথা ও শ্রীকৃষ্ণ—একই বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই কথারূপে সেবোন্মুখ জীবের হৃদয়-কন্দরে প্রবেশ-পূর্ব্বক সর্ব্বজীবের সর্ব্বপ্রকার হৃদয়-মল নিঃসেবিত করিয়া থাকেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-কথাকে তপ, যজ্ঞ, জ্ঞান ও যোগের সহিত সমপর্য্যায়ে দর্শন করেন, নামাপরাধহেতু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইতে বঞ্চিত হন। শ্রীকৃষ্ণ-কথাই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনই জীব-মাত্রের পরম সাধ্য ও সাধন।

কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়-মঠের রক্ষক ভক্তিশাস্ত্রী ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দজী ও সেবক ভক্তিশাস্ত্রী ব্রহ্মচারী শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দজীও কাশীধামের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ, ব্যাখ্যা ও হরি-কথা কীর্ত্তন-দ্বারা সনাতনক্ষেত্রে শ্রৌত সনাতন-শিক্ষার বার্ত্তা গুর্ব্বানুগতো প্রচার করিতেছেন।

প্রচার-বার্ত্তা

মেদিনীপুরে—শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণের সহিত শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী প্রচার করিয়া কিছুদিন যাবৎ শ্রীগৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিতেছেন। তিনি তমলুক নদীর দক্ষিণপার্শ্বস্থিত নারায়ণ-চাঁড়ী গ্রামে শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র প্রামাণিক ও শ্রীযুক্ত ভানুচাঁদ মহাশয়ের ভবনে শ্রীচরিতামৃত হইতে শ্রীহরিকথা ব্যাখ্যা; খোলসা গ্রামে শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রনাথ ঘোড়ই মহাশয়ের ভবনে একটী মহতী সভায় গুরুতত্ত্ব, বৈষ্ণবতত্ত্ব, ভাগবত তত্ত্ব ও গৌরাবতার-সম্বন্ধে বক্তৃতা; জলাহটা পরগণাস্থগত কাকরা গ্রামে শ্রীযুক্ত প্রমথকুমার জানার ভবনে বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্মুখে ভগবত্তত্ত্ববিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর স্বামিজী মহারাজ ব্রহ্মচারি-বর্গের সহিত নন্দগ্রাম-থানার অন্তর্গত কাশিবেড়্যার অধিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র পড়িয়া মহাশয়ের ভবনে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শিক্ষা কীর্ত্তন, নগরভ্রমণ এবং শিঙ্গুরায় বিরাট্ সভা-মধ্যে বক্তৃতা ও নামসঙ্কীর্ত্তন করেন। 'গৌড়ীয়'-পাঠকগণ অবগত আছেন যে, শ্রীযুক্ত উমেশবাবু শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের সদাঙ্গযুত শিঙ্গুরা নামক স্থানে শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ-স্থাপনের জন্য ভূমি দান করিয়া সমগ্র বৈষ্ণব-জগতের আদরের পাত্র হইয়াছেন।

শ্রীমৎ স্বামিজী মহারাজের সহিত পণ্ডিতবর শ্রীপাদ নবকান্ত বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ বি, এ, মহোদয় ফুলবাড়ী গ্রামে শ্রীযুক্ত বিহারীলাল দাসাধিকারী মহাশয়ের ভবনে ছায়াচিত্রযোগে গুরু-গৌরাঙ্গ-লীলার বৈশিষ্ট্য বুঝাইয়া দেন। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ পণ্ডিত শ্রীপাদ জগদ্বন্ধুরঞ্জন ভক্তিবান্ধব প্রভু প্রমুখ কয়েকজন ভক্তসহ গত ২৪শে জুন, ১১ই আষাঢ় শনিবার দিবস তথায় গমন-পূর্ব্বক ভক্তবৃন্দ বেষ্টিতলা-'মাতৃমণ্ডপে' রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে ১০॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত আড়াই ঘণ্টাকাল "ভক্তিতত্ত্ব ও তাহার সাধন"-সম্বন্ধে বহু শাস্ত্র-প্রমাণ ও যুক্তির দ্বারা একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। উপরি-উক্ত বিষয়ে ত্রিদণ্ডি-স্বামিপাদের শ্রীমুখে বক্তৃতা-শ্রবণ-পিপাসু হইয়া বহু খ্যাত-নামা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্বামিজী মহারাজের শ্রীমুখে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বিকারী, অজ্ঞাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞান-কর্ম্মাদি আবরণ-রহিত, আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনরূপ উত্তমাভক্তিই জীবের একমাত্র সাধ্য ও সাধনের কথা শ্রবণে সমাগত শ্রোতৃবৃন্দ পরমানন্দ-লাভ করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তি-বিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ কিছুকাল যাবৎ শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। কলিকাতা-নিবাসী ও প্রবাসী বহু সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি প্রত্যহ রাত্রিতে শ্রীগৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হইয়া স্বামিজী মহারাজের শ্রীমুখে নিয়ন্তুহৃক পরম সত্যবাণী শ্রবণের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহাদের শ্রবণ-পিপাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে।

বিগত ৫ই আষাঢ় ১২শে জুন রবিবার দিবস স্বামিজী মহারাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠের নাটমন্দিরে রাত্রি ৮টা হইতে ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত দেড়ঘণ্টা-কাল "শ্রীগীতা ও তাঁহার দার্শনিক তত্ত্ব" সম্বন্ধে একটী সুগবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন। কলিকাতার বিভিন্ন সাময়িক পত্রে পূর্ব্ব হইতেই এই সংবাদ বিজ্ঞাপিত হওয়ায় ঐ দিবস সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই বহুলোক শ্রবণ-পিপাসু হইয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-সান্ধ্যিকা-গিতিধারীর সন্ধ্যারাত্রিকের পর বৈদ্যুতিক আলোক-মণ্ডিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের সুবৃহৎ নাটমন্দিরে একটী বিরাট্ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভার প্রারম্ভে গুরুবন্দনা ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইলে শ্রীপাদ নেমি মহারাজ তাঁহার বক্তৃতা-প্রদানমুখে শ্রীগীতা যে আদি মধ্য ও অন্ত—সর্ব্বত্রই একমাত্র কৃষ্ণভক্তিকেই উদ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সকলকে সরল ভাষায় যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা বুঝাইয়া দেন। সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী স্বামিজী মহারাজের বক্তৃতা-শ্রবণে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়া আরও শ্রবণাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করায় ক্রমান্বয়ে কয়েকটী রবিবারে উপরি-উক্ত বিষয়ে আরও কয়েকটী বক্তৃতা-প্রদান করিবেন বলিয়া স্বামিজী মহারাজ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

হাওড়ায়—হাওড়া শিবপুর হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ঋতিকান্ত সাংখ্যতীর্থ-প্রমুখ ব্রাহ্মণমণ্ডলী কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ পণ্ডিত শ্রীপাদ জগদ্বন্ধুরঞ্জন ভক্তিবান্ধব প্রভু প্রমুখ কয়েকজন ভক্তসহ গত ২৪শে জুন, ১১ই আষাঢ় শনিবার দিবস তথায় গমন-পূর্ব্বক ভক্তবৃন্দ বেষ্টিতলা-'মাতৃমণ্ডপে' রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে ১০॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত আড়াই ঘণ্টাকাল "ভক্তিতত্ত্ব ও তাহার সাধন"-সম্বন্ধে বহু শাস্ত্র-প্রমাণ ও যুক্তির দ্বারা একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। উপরি-উক্ত বিষয়ে ত্রিদণ্ডি-স্বামিপাদের শ্রীমুখে বক্তৃতা-শ্রবণ-পিপাসু হইয়া বহু খ্যাত-নামা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্বামিজী মহারাজের শ্রীমুখে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বিকারী, অজ্ঞাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞান-কর্ম্মাদি আবরণ-রহিত, আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনরূপ উত্তমাভক্তিই জীবের একমাত্র সাধ্য ও সাধনের কথা শ্রবণে সমাগত শ্রোতৃবৃন্দ পরমানন্দ-লাভ করিয়াছেন।

১০ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২৫শে আষাঢ় শনিবার, ১৩৩৯; ৯ই জুলাই, ১৯৩২ | ১৭শ সংখ্যা

মহীশূরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীল পরমহংস ১৯শে মে (১৯৩২) রবিবার হইতে ১৬ই জুন (১৯৩২) বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত ১১ উনিশ-দিন-কাল উত্তকামণ্ডলীসমূহে বিভিন্ন অভিজাত-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের নিকট স্বয়ং ও নিজ-অনুগত জনগণের দ্বারা হরিকথা-কীর্ত্তন-প্রচার, নিজ-জনগণের নিকট অপূর্ব্ব নবদ্বীপধাম ভাগবৎ-প্রসঙ্গ, শ্রীচৈতন্যভাগবত-মহাগ্রন্থের "গৌড়ীয়-ভাষ্যে"র ভূমিকা গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় "শ্রীল ব্যাস ঠাকুরের চরিত্র" রচনা, "শ্রীব্রহ্মসংহিতাদি"-গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদাদি প্রকাশার্থ প্রেরণা প্রদান করিয়া মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের মঠাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের প্রার্থনায় ও মহীশূর-মহারাজাধিরাজ মহোদয়ের আগ্রহাতিশয্যে গত ১৭ই জুন অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় সদলবলে মহীশূর-নগরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে তদ্দিবার্ত্তায় প্রকাশিত হইয়াছিল যে, শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-রক্ষক আচার্য্যপ্রবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভৃতি ১৪ই জুনের মাদ্রাজ-মেলে প্রেরিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট দিবসে মহীশূরে পৌঁছিবেন।

১৭ই জুন (১৯৩২) শুক্রবার প্রাতে ৯ ঘটিকার সময় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের মোটর-যানে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এবং তাঁহার সঙ্গে আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য ভক্তিসুধাকর এম, এ, মহোদয়; শ্রীপাদ বাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ; ব্রহ্মচারী শ্রীন্যায়রত্নজী উত্তকামণ্ড হইতে যাত্রা করিয়া মহীশূরের পথে পাইকারা জলপ্রপাত (Pykara Falls) এবং নীলগিরি (Nilgiris) নামক স্থান পরিদর্শন করিয়া অপরাহ্ণ ৫টায় মহীশূরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন-মহারাজের দ্বারা অভ্যর্থিত হন। শ্রীমদ্ বন মহারাজ ও শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দাস ভক্তিরত্ন মহাশয় মহীশূর-মহারাজের মাননীয় প্রাইভেট সেক্রেটারীর তদ্দিবার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া এক দিবস পূর্ব্বেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভ্যর্থনার জন্য মহীশূরে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

পাইকারা-প্রপাত উত্তকামণ্ড নগর হইতে প্রায় ১৩ মাইল দূরে অবস্থিত। এই প্রপাত হইতেই উত্তকামণ্ডের যাবতীয় পানীয় জল এবং যাবতীয় বৈদ্যুতিক প্রয়োজন

সরবরাহ করা হইয়াছে। এই স্থানে অবতরণ করিলে প্রবল শীত ও হাড়-কাঁপান বাতাস অনুভূত হয়।

মহীশূর নগরেতে পৌঁছিবার প্রায় ১৫ মাইল বাকী থাকিতে নঞ্জনগড় পাওয়া যায়। নঞ্জনগড় 'কপিলী' বা 'কপিনী' নদীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত। ইহা মহীশূর-রাজ্যের প্রধান তীর্থ-সমূহের অন্যতম বলিয়া বিবেচিত; বীরশৈব বা লিঙ্গায়েৎগণের ইহা একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান। এই স্থানে 'শ্রীকণ্ঠেশ্বর' নামক মহাদেবের বৃহৎ এবং বহু পুরাতন প্রাচীন মন্দির বিরাজিত। এই মন্দিরের মধ্যে একদিকে প্রাচীন প্রসিদ্ধ লিঙ্গায়েৎগণের মূর্ত্তি শ্রেণীবদ্ধাকারে অবস্থিত, অন্য শ্রেণীতে শিবলিঙ্গ-সমূহ বিরাজিত এবং তৃতীয় পার্শ্বে শিবাবতারের বিভিন্ন নামযুক্ত মূর্ত্তিসমূহ সজ্জিত রহিয়াছে। মূর্ত্তিগুলি সমস্তই কৃষ্ণপাষাণের এবং অল্প-পরিমিত বলিয়া মনে হয়। প্রত্যেক মূর্ত্তির নাম মূর্ত্তির সহিত স্থানীয় ভাষায় অঙ্কিত রহিয়াছে। নিম্নে ঐ সকল মূর্ত্তির কতিপয় নাম উদ্ধৃত হইল,—নাঞ্জিনী, তুম্বুরু, কমলিনী, আদ্যক-মাণিক্য-ভাস্কর, শিবজ্ঞান-সম্বন্ধক, [illegible]প্রেমপ্রভুবক, নীলকণ্ঠক, মহাদনক, মাধব, সত্যার্থক, বরপ্রেষুক প্রভৃতি। ইহারা প্রধান ও বিখ্যাত বৈদ বলিয়া কথিত। 'গৌড়ীয়ে' 'মাণিক্য-ভাস্কর' সম্বন্ধে প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। 'ক'—সম্মানার্থে প্রযুক্ত হয়।

অমরনীতিক, ধারকক, অনাদিনাথক, কড়ানাথক, কমলনবক, মানকল্পক, সহস্রনাথক, গোনাথক, মূর্ত্তিনাথক, ভবনাথক, কল্পতরুপতি-নবক, বিচারবন্ধক, চণ্ডীধরক, কুলপক্ষক, বিদ্যাসুন্দরক, পুত্তবটীক, আবৃত্তিচক্রক, নীলমল্লক নবনন্দিক, কনিকানাথক, শ্রীমূলক, ভদ্রভক্তক, বস্তুভক্তক, সারসোনক, সাক্ষিনাথক, ঘাতভক্ত, চরচূলাতিক, গণনাথক, পরাভক্তক, সত্যাধনক, বর্ণকেতনপ্রতাপভক্ত, অতিভক্তক, মানধনক, কুলনীতিক, কীর্ত্তিকণ্ঠক, পঞ্চপাণক, গবলভক্তক, অতিকায়ক, অতিগ্রামক, নির্ব্বাচনক, শক্তিনাথক, ধর্ম্মভক্তক, ধর্ম্মনাথক, দাবলশ্রিয়ক, কীর্ত্তিবন্ধামৃতক, পুরুষোত্তম, বিষ্ণুভক্তেশ্বর, সহস্রক্ষক, শঙ্কুচিত্তক, লোহিতাক্ষক, প্রভৃতি।

এতদ্ব্যতীত সহস্রলিঙ্গ, লক্ষীশ্বরলিঙ্গ, বসুধরাবলেশ্বর-লিঙ্গ, চণ্ডিকেশ্বর-লিঙ্গ প্রভৃতি লিঙ্গের নামও দৃষ্ট হয়।

শিবভক্তগণের মূর্ত্তি-মধ্যে হস্তে দণ্ড ও গ্রাস চিহ্ন রহিয়াছে। এখানে লিঙ্গায়েৎগণ শিবের সম্বন্ধে কোনও বিষয় উল্লেখ করিলে তাঁহারা প্রতি "ঈশ্বর" নাম প্রয়োগ করিয়া থাকেন। মন্দিরের "গোপুরম্"টী খুব বৃহৎ ও কারুকার্য্য-মণ্ডিত। মন্দিরে একটি চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্ত্তি ও বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিও আছেন। ভারতবর্ষে লিঙ্গায়েৎ-সম্প্রদায় সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীকৃষ্ণ বা নারায়ণকে পরম শিবের 'ভক্ত' বলিয়া কল্পনা করেন। অদ্বৈতিক-সম্প্রদায় 'রামেশ্বর'কে বহুত্রীহি সমাসে অর্থাৎ 'রামই ঈশ্বর যাহার, ইহা না বুঝিয়া ষৈমীমাংসা-বিমোহিত হইয়া 'রামের ঈশ্বর' —এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস কল্পনা করেন। সাত্বতশাস্ত্র এইজন্য ইহাদিগকে 'পাষণ্ডী' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং শ্রীতন্ত্রাধিশাস্ত্রও ইহাদের পূজা-প্রণালীকে 'অবৈধ পূজা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রাচ্যগোপগণ যে-ভাবে বৈকুণ্ঠশ্রেষ্ঠ হরির পূজা করেন, তাহাই সাত্বত শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য পূজা-প্রণালী। তামস-শাস্ত্রের বিধি—অবৈধ-মোহনপর। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচতুর্ভুজ নারায়ণের সম্মুখে প্রণত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং "কেহ মানে, কেহ না মানে সব—কৃষ্ণের দাস" বা "সবে কৃষ্ণ ভজন করে, এই মাত্র জানে" বিচারে তাঁহাদেরও কৃষ্ণ-ভাজনত্ব স্বরূপের কথা কীর্ত্তন করিলেন। নঞ্জনগড়ে একটি মাধ্বমঠও রহিয়াছে।

সেই দিনই (২৯শে মে, ১৯০২) বেলা প্রায় ২ ঘটিকার সময় আর একটি মোটর-যানে ত্রিদণ্ডাশ্রমী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরিব্রাজকভূষণ বি, এ, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, ব্রহ্মচারী শ্রীসজ্জনানন্দজী, "গৌড়ীয়"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি সাত মূর্ত্তি উটকামণ্ড শৈল হইতে মহীশূরের দিকে যাত্রা করিলেন। উটকামণ্ড হইতে মহীশূর নগর প্রায় ১০০ এক শত মাইল উত্তরে আসিতে হয়। পাহাড়ের গায়ে গায়ে মোটর চলিবার রাস্তা আছে। উটী হইতে ১০ মাইল অতিক্রম করিবার পর দক্ষিণদিকে পাইকারা-প্রপাতের একটি পৃথক্ রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। পাইকারা-প্রপাতের একটি প্রবাহিনী ঐ পথের পার্শ্ব দিয়া প্রবলগতিতে চলিয়াছে। দুই দিকেই বন। কিছুদূর অতিক্রম করিলে নীলগিরি পর্ব্বত-

মালার শোভা অবর্ণনীয়। মনে হয় যেন নীলগিরিশ্রেণী তাহাদিগকে নীলবর্ণ উত্তরীয়বস্ত্র বিস্তার করিয়া পরিবেষ্টন করিয়াছে—যে দিকে দৃষ্টি যায়, সেদিকেই কেবল সেই নীল-নীলায়িত গগনস্পর্শি গিরিতরঙ্গ—ভ্রম হয়, এ কি গিরিশ্রেণী, না উর্দ্ধগ নৃত্যপরায়ণ মহানীলসাগর! উহাতে, কিন্তু চাঞ্চল্য নাই, আছে শুধু নিস্তব্ধতা ও কমনীয়তা আছে।

যাহার যেমন অধিকার ও চিত্তবৃত্তি, তিনি সেই ভাবেই দর্শন করেন। কাহারও বিচারে উহারা 'দৃশ্য' ও তিনি স্বয়ং 'দ্রষ্টা'; আবার কাহার বিশ্লেষণে উদ্ভাসিত, তিনি আপনাকে 'দ্রষ্টা'-বিচারের পরিবর্ত্তে 'দৃশ্য' বিচার করিয়া সকল বস্তুতে নিজ চিত্তের পূর্ণচেতনের নিজাতীত সেবাময়ী চিদ্‌বিচিত্রতারই উদ্ভাসনা ও পরিপুষ্টি উপলব্ধি করেন। কালিদাস, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রভৃতি প্রাকৃত কবিগণ প্রকৃতিকে 'দৃশ্য' বা 'ভোগ্য' জ্ঞানে প্রকৃতির ক্রোড়ভুক্ত হইয়া পড়েন; আর, অপ্রাকৃত কবি-চূড়ামণি শ্রীরূপের অনুগতজনগণ আপনাদিগকে 'দৃশ্য'রূপে উপলব্ধি করার স্বাধীন-জগতে 'স্বাধীন-অস্তিত্বের মূর্ত্তি' না দেখিয়া ইষ্টসেবের সেবাময় চিদ্‌-বিলাস-তাৎপর্য্য প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। প্রাকৃতজনগণ কি অপ্রাকৃত কবিগুরুদের অনুগতজনগণের এই সুদর্শনের কথা বুঝিতে পারিবেন? অনুকরণ করিতে গিয়া তাঁহারা যে 'সিনেমাড়িতে বানর পড়িয়া ফেলেন'! তাঁহারা মনে করেন, অপ্রাকৃত কবিগণ বুঝি তাঁহাদেরই অনুকরণে প্রকৃতি হইতে অপ্রাকৃতের বস্তুপুঞ্জী রচনা করিয়াছেন। অধিক কি প্রকৃতির সকল শোভা, সকল ইন্দ্রজাল, সকল মোহিনীমাদকতা, সর্ব্বপ্রাসিনী বিভূতি-বিভা যেখানে শেষ-সীমা লাভ করিয়াছে, সেই বিরাট্ রূপকে পর্য্যন্ত অপ্রাকৃত কবিগণ 'প্রাকৃত' বলিয়া ঘৃণা বিদ্রূপ করেন। সুতরাং প্রাকৃতিক শোভা—তাহার ভুবনমোহিনী মাধুর্য্যময় মূর্ত্তি অপ্রাকৃতের অকৃত্রিম সেবকগণের নিকট কোনও শক্তিই প্রকাশ করিতে পারে না—নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নিকট স্বয়ং মায়াদেবী মোহিনীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আসিয়া যোগমায়াময়ী অপ্রাকৃত লীলার স্বরূপকে উদ্ঘাটিত করিয়া ফেলে।

নীল-নীলায়িত গিরিশ্রেণী-শোভার মধ্যে মধ্যে যখন পার্ব্বত্য প্রপাতের অবিচ্ছিন্ন ধারা সূর্য্যকিরণ-সম্পাতে বিকীর্ণ হইতেছিল, তখন মনে হইতে লাগিল যেন নীলকান্তমণির গাত্রে হীরক-শ্রেণী জলমল করিতেছে। গিরিশ্রেণীর এরূপ শোভা খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়।

উটকামণ্ড হইতে প্রায় ৪২ মাইল চলিয়া আসিবার পর খেপ্পাকাড়ু (Theppakadu) নামক স্থানে 'মোটর-বাস (motor bus) বদল করিতে হয়। খেপ্পাকাড়ু হইতে Mysore ৫১ মাইল। খেপ্পাকাড়ু পৌঁছিবার ১১ মাইল পথিমধ্যে 'গুডলুর' (Gudalur) নামক স্থান পাওয়া গিয়াছিল। সেখানে একটি ছোট-খাট বাজার ও কয়েকটি সরাই বা হোটেল আছে। এখানে বেশ সস্তায় আনারস ও আম পাওয়া যায়। 'গুডলুর' অতিক্রম করিবার পর মহীশূরের দিকে যাইতে বামদিকে কালিকাট (Calicut) যাইবার একটি রাস্তা গিয়াছে। কয়েক মাইল অতিক্রম করিবার পর একটি তোরণ পথের মধ্যস্থলে উচ্চ শির উত্তোলন-পূর্ব্বক ললাটে 'Mysore' নাম অঙ্কিত করিয়া জানাইয়া দিতেছে যে, সেই স্থান হইতে মহীশূর-রাজ্যের সীমা আরম্ভ হইল। পথের দুই ধারেই জনমানব বন চলিয়াছে—বনের আর সমাপ্তি নাই, বনে অসংখ্য বৃক্ষরাজি, অথচ উহার নীচের দিকটা খুব গভীরও নহে, মধ্য দিয়া অনেকদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি যায়।

এই সকল বন হইতে মহীশূর-রাজ্যের অনেক আয় হয়। রাজ্যের পশ্চিমাংশেই অধিকতরভাবে সুবৃহৎ বনসমূহ বিস্তারিত। কথিত হয় যে, ৩৫০০ বর্গমাইল মহীশূর-রাজ্যের বনরাজি ব্যাপ্ত রহিয়াছে। চন্দনকাষ্ঠ মহীশূর-রাজ্যের একটেটিয়া মূল্যবান সম্পত্তি। বনে ১৪৯৬৭টী চন্দনবৃক্ষ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গণিত হইয়াছে। ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে ৩৯৩৭ টন চন্দনকাষ্ঠ সংগৃহীত হইয়াছে ও ২৩২৯১৭১৲ টাকায় চন্দন-তৈল এবং ২৭৫১৫ টাকার চন্দনকাষ্ঠ গুঁড়া বিক্রয় হইয়াছে। বনে বহু ব্যাঘ্র ও হস্তী আছে। বনরক্ষা করিতে গিয়া রাজ্যের বন-বিভাগ বহু ব্যাঘ্র এবং হস্তী ধরিয়াছেন। মহীশূরের খেদা একটী সুবিখ্যাত ঐতিহ্য ব্যাপার। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে যখন ভারতরাজ-প্রতিনিধি লর্ড আরউইন মহীশূর আগমন করিয়াছিলেন, তখন একটী খেদা করা হইয়াছিল, তাহাতে ৮৮টী হস্তী ধরা পড়িয়াছিল, তন্মধ্যে ৭০টী হাতী ৯২১৫০ টাকায় বিক্রয় করা হইয়াছিল, ৭টী মারা গিয়াছিল এবং ১১টী

রাজ্যে রক্ষিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বনে বহু ভল্লুক, নেকড়ে বাঘ, চিতা বাঘ ও নানা-প্রকার পশু-পক্ষী বিচরণ করিতেছে। এখানে প্রচুর পরিমাণে নানাপ্রকার কাঠ, ফল-মূল, শাকসব্জী উৎপন্ন হয়, বিশেষতঃ ধানই ও সুস্বাদু আম এখানে যথেষ্ট জন্মে।

এইরূপ কিছুদূর বনস্থলি অতিক্রম করিবার পর 'বাঙ্গপল্লী' নামক স্থান পাওয়া গেল। এখানে একটী Circuit house ও সুন্দর 'বাংলো' রহিয়াছে। স্থানটী বেশ পরিষ্কার ও মনোরম। এই স্থান সমুদ্রের সমতল হইতে প্রায় ৩০১৬ ফুট উচ্চে। মোটরের রাস্তাও বেশ সুন্দর পাওয়া গেল, রাস্তার দুইদিকে বৃক্ষশ্রেণী এবং বনরাজি। গ্রামবাসের অধিবাসী 'মিঃ সুব্বরম্ রাজু' নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ঐ বাংলোতে মহীশূরে যাইতেছিলেন। তাঁহার মহীশূরে নিজ বাড়ী আছে। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব প্রভু কখনও "ওরহঁরে মন, শ্রীনবনখন," কখনও বা "সে-সব স্থান হেরিব আমি প্রাণ ভরিয়া," কখনও "মহামন্ত্র" কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিতেছিলেন। আমাদের সঙ্গে একটী খোলও ছিল। সেই খোলটী এতদ্দেশবাসী প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট একটী অদ্ভুত আশ্চর্য্যের জিনিষ হইয়াছিল; অন্ততঃ খোলে দুই এক ঘা' দিবার লোভে অনেকেই উহা বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন।

মিঃ সুব্বরম্ রাজু আমাদিগের সকলকে চন্দনবৃক্ষ চিনাইয়া দিতে লাগিলেন। পথের দুই ধারেই মাঝে মাঝে চন্দনবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া রহিয়াছে, বড় ছোট সকল প্রকার গাছই রহিয়াছে, মাঝে মাঝে কতকগুলি গাছ খুব মোটাও দেখিতে পাওয়া গেল। 'বাস্' থামাইয়া শ্রীল বাসুদেব প্রভু চন্দনবৃক্ষের কয়েকটি পত্র ছিঁড়িয়া লইলেন, সকলেই মনে ভাবিয়াছিলেন, বোধ হয় পাতায় চন্দনের গন্ধ পাওয়া যাইবে, কিন্তু পাতায় চন্দনের কোনই গন্ধ নাই; এমন কি, বৃক্ষের বল্কলেও গন্ধ পাওয়া যায় না, গন্ধ সঞ্চার অন্তরঙ্গ করিয়া বৃক্ষের সারভাগে রহিয়াছে। এ যেন ঠিক প্রচ্ছন্ন বৈষ্ণবের মত; বাহির হইতে বৈষ্ণবকে বেশ চিনা যায় না, অনেক সময় সাধারণ মনুষ্য-মাত্র-জ্ঞানে বঞ্চিত হইতে হয়, তদ্রূপ উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানে অজ্ঞ ব্যক্তিগণও চন্দন-বৃক্ষের বাহ্য প্রদেশ-মাত্র দর্শনে উহাদিগকে সাধারণ বৃক্ষ-মাত্র জ্ঞান করিয়া অবহেলা করেন, কিন্তু বৃক্ষের অভ্যন্তরে সার-চন্দন—বিষ্ণু-পূজা, বৈষ্ণব-পূজার নিত্য সুগন্ধ-সম্ভার সম্পুটিত রহিয়াছে।

দুই পার্শ্বে চন্দন-বনের শোভা ভাগবতগণের মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন শ্লোকের উদ্দীপনা করিয়া দিল। পথে যাইতে যাইতে কোথায় বা পরুৎ পাল, কোথায়ও পরুৎ গাড়ীর সুদীর্ঘ শোভাযাত্রার দৃশ্য সকলের নয়নপথ অবরুদ্ধ করিল। ঐ প্রদেশের এক শ্রেণীর লোক পরুৎ গাড়ীতে বিভিন্ন উৎপন্ন দ্রব্য লইয়া পরুৎ আরোহণ করিয়া থাকে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয় করে, ইহাই তাঁহাদের একমাত্র জীবিকা। গাড়ীতেই তাহাদের বাড়ী, ঘর, সংসার, স্ত্রী, পুত্র সকলই। এই জগতে কেহ অস্থায়ী, ক্ষয়প্রবণ গৃহকে 'স্থায়ী' বা 'পাকা' গৃহ মনে করিয়া ভ্রান্তবুদ্ধিতার আশ্রয় লইয়াছে, কেহ বা প্রত্যক্ষ চলদ্গৃহ-সমূহকেও তাহাদের স্থায়ী গৃহে পরিণত করিয়া লইয়াছে। ধনী, দরিদ্র, তথাকথিত পণ্ডিত, মূর্খ—সকলেই যে কৃষ্ণ-বিমুখতা-রোগে আক্রান্ত! এই জন্যই বোধ হয় সাধুগণ অলক্ষিত ও অপ্রত্যাশিতভাবে যথা-তথা বিচরণ করিয়া থাকেন।

পথের স্থানে স্থানে 'ডুর' দৃষ্টিগোচর হইল, কোথায় বা খেজুর ও নারিকেল-বন। ক্রমে 'বাস্' 'ওওলুপেট্' নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছিল। এই স্থান সমুদ্র-সমতল হইতে ২৬১৯ ফুট উচ্চে অবস্থিত। এখানে একটি গভর্ণমেণ্ট্ মধ্য-ইংরেজী স্কুল আছে। অনেকগুলি স্কুলের ছেলে রাস্তার ধারেও ময়দানে খেলা করিতেছিল। শ্রীমদ্ভক্তি প্রতাপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত গোস্বামী প্রভু ছেলেদিগকে কিছু বাদাম-প্রসাদ প্রদান করিলেন এবং তাহাদিগের নিকট মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া তাহা উচ্চারণ করিতে বলিলেন। ছেলেরা মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল। শ্রীল বাসুদেব প্রভু ছেলেদের সঙ্গে নানা কথা-বার্ত্তা, তাহাদের নাম-ধাম ও পাঠের বিষয় জিজ্ঞাসা এবং নানাবিধ প্রশ্ন করিলেন। ছেলেদের মধ্যে কেহ কেহ মাধ্ব-ব্রাহ্মণ-বটু ছিল। স্কুলে কেবল কন্নড় ভাষা ও ইংরেজীভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়।

ওওলুপেটের পর 'মল্লবল্লি', 'বেল্ল'র, 'সিদ্ধবল্লীপুরম্' প্রভৃতি বিশেষ কিছুই গ্রাম অতিক্রম করা হইল। স্থানে স্থানে মোটর গাড়ীর টোল আদায় করা হয়। গাড়ী

ক্রমশঃ নঞ্জনগড়ে আসিয়া পৌঁছিল। নঞ্জনগড় হইতে বৈদ্যুতিক আলোকমালা পথের দুই পার্শ্ব হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই স্থান হইতে মহীশূর-নগরের আলোক-মালার শোভা অতীব সুন্দর। চামুণ্ডা-শৈলের উপর যে আলোকমালা রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হয় যেন মহীশূর-মহারাজ একটি 'হীরকের হার' মহীশূর-রাজ-নগরীর গলায় পরাইয়া দিয়াছেন। কবিনী নদী ও তদুপরিস্থ সেতু অতিক্রম করিয়া গাড়ী ক্রমশঃ চামুণ্ডা-শৈল ও ঘোড়-দৌড়ের বেষ্টনীর সম্মুখে উপনীত হইল। প্রায় ৯ ঘটিকার সময় ভক্তগণ মহীশূর-রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। ভিক্টোরিয়া শ্রীবঙ্কিমচন্দ্রবন মহারাজ ভক্তগণের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, তিনি State-car এ করিয়া ভক্তগণকে লইয়া মহীশূর-মহারাজের State-guest গৃহ রাস-ভবন প্রাসাদোপম অট্টালিকা 'রামা-মন্দিরে' উপনীত হইলেন। ভক্তগণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া প্রণত হইলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণের নিকট মহীশূর-জেলার সীমানার কথা নির্দেশ করিয়া এখানে শ্রীমন্মধ্ব প্রভুর কথা অথবা অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের কথা প্রচারের আবশ্যকতা জানাইলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন, মহীশূর জেলার পশ্চিম সীমানায় শৃঙ্গেরী বা কেবলাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীশঙ্করাচার্য্যের স্থান, আর তাহারই ঠিক বিপরীতদিকে পূর্ব্ব সীমানায় 'মুলবাগল' বা কেবল ভেদবাদ-প্রচারক দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য শ্রীবাদিরাজ স্বামীর স্থান। মহীশূর-নগরের অবস্থান এই দুই স্থানের মধ্যবর্ত্তী দক্ষিণভাগে। সুতরাং অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত এই স্থানের রাজদরবার হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ প্রজাবর্গের কুটীর পর্য্যন্ত সকলের নিকটই উপস্থাপিত করিতে হইবে—সকলকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণীর অনর্পিতচরী অমন্দোদয়-দয়ার প্লাবনে অভিষিক্ত করিতে হইবে।

একদিন ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর এই সকল স্থান দিয়া ভ্রমণ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শৃঙ্গেরী মঠে পদার্পণ করিয়াছিলেন। সেই স্থানে শ্রীচৈতন্যচরণ-চিহ্ন প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। মহীশূর জেলার মধ্য দিয়া মহাপুণ্যা কাবেরী নদী প্রবাহিতা। কাবেরী নদীর জল পান করিলে অমনা বিষ্ণুভক্তি লাভ হয়—শ্রীমদ্ভাগবত ইহা কীর্ত্তন করিয়াছেন। মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী রাজদরবার হইতে আরম্ভ করিয়া দরিদ্র কুলীর পর্য্যন্ত সেই আতিবাহিক-সম্পন্ন ব্যক্তি হইতে নিম্নতম ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলের উন্মুখ হৃদয়ের নিকট প্রকাশিত করিতে হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণকে এইরূপ ভাবাবেশে উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন।

১৮ই জুন (১৯৩৩) মহারাজাধিরাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী মহারাজ-রাজশ্রী রাঘবাচার অভ্যর্থনে মহীশূরের দর্শনযোগ্য, প্রবীণ ও প্রতিষ্ঠাশালী মহারাজ-রাজশ্রী, এম, বেঙ্কট-কৃষ্ণ আইয়ার, বি, এ মহাশয়ের সহিত অপরাহ্ণ প্রায় ৫ ঘটিকার সময় "রামা-মন্দিরে" শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-সন্নিধানে আগমন-পূর্ব্বক কতিপয় প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা ও হরিকথা শ্রবণ করিলেন। মিঃ বেঙ্কট কৃষ্ণ আইয়ার মহাশয় বলিলেন যে, বর্ত্তমানে দেশের যেরূপ দুর্দ্দশা এবং জগতের লোকের যেরূপ অবস্থা, মহত্তত্ত্বপূর্ণ চিন্তবৃত্তির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তাহাতে আমরা মনে করি যে, এই সময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বাণী-প্রচার-দ্বারাই জগতে একমাত্র শান্তি, সাম্য ও মঙ্গল প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তিনি আরও বলিলেন, বর্ত্তমানে শিক্ষা ও সভ্যতার নামে আমরা যাহা যাহা লক্ষ্য ও অনুকরণ করিতেছি, তাহা পাশবিকতা-পরিপূর্ণ। আমাদের মনে হয়, কি সমাজের কুসংস্কার, কি ধর্ম্মজগতের সাম্প্রদায়িক বিরোধ—সকলই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বাণী-প্রচার-দ্বারাই বিদূরিত হইতে পারে। আমরা ভাবিতেছিলাম,—এই সময় যদি আবার শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইতেন, তবে জগতের বড়ই কল্যাণ হইত।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার বাণীর মধ্য দিয়া নিত্যই আমাদের নিকট অবতীর্ণ রহিয়াছেন। বর্ত্তমানে মনোযোগী হইয়া তাঁহার বাণী শ্রবণ করিলেই আমরা সর্ব্ববিধ অমঙ্গলের হস্ত হইতে উদ্ধার-লাভ করিয়া নিত্যমঙ্গলময় জীবন যাপন করিতে পারিব। আমাদের সর্ব্বত্র মৈত্রীভাবই পরিবর্দ্ধন করিতে হইবে। সমস্ত জগৎস্থ জীব বা আমার প্রভুর সেবোপকরণ-দর্শনেই মৈত্রীভাব বর্দ্ধিত হয়। আত্মাতীত যে ভগবদ্বাবির্ভাব, তাহাই সর্ব্বভূতে অনুস্যূত হইবে—নিজ সেবা-নির্দ্দেশ আত্মার ভগবৎ-সেবার যে-সকল প্রকার স্ফূর্ত্তিত হয়, তাহাই সর্ব্বভূতে উপলব্ধির বিষয় হইবে অর্থাৎ সকল বিচিত্রতা সেবারূপ সেবাহৃদয়েই পরাট্ পুরুষোত্তমকে নিয়ত সেবা করিতেছে, এরূপ প্রত্যক্ষিত হইবে।

আমরা তাহাদের কোনও কথার বাধা প্রদান করিতে চাহি না। আমরা বলি, তোমাদের বিচারে যে-সকল অসম্পূর্ণতা আছে, শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শ্রবণ করিলে তোমরা অনেক অসম্পূর্ণতা দূরে নিজ নিজ হইতে পারিবে—তোমাদের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া লইতে সমর্থ হইবে। শ্রীচৈতন্যদেব সকলকে সুবিধা দান করিতে প্রস্তুত আছেন। প্রাকৃত আভিজাত্য-গর্ব্বে ব্যক্তি বা প্রাকৃত আভিজাত্যহীন ব্যক্তি সকলেই সমভাবে আত্মমঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন।

সগুণ উপাসনা-প্রণালীতে ধর্ম্ম-লাভের জন্য সূর্য্যের উপাসনা, অর্থ-লাভের জন্য গণপতির উপাসনা, জ্ঞান-লাভের জন্য শক্তির উপাসনা এবং বিষ্ণুবিদ্বেষরূপ মোক্ষলাভের জন্য রুদ্র-উপাসনা কল্পিত হইয়া থাকে। ত্রিবর্গের জন্য ইন্দ্রিয়-তর্পণ-শক্তি কে চতুর্বর্গের জন্য শিবের কল্পনা হয়। শ্রীকৃষ্ণ, প্রেমাদের, মাধুর্য্যোদ্ধের প্রভৃতি সে সাক্ষ্য নহেন। 'বিষ্ণু'-উপাসনা—সেরূপ জাতীয় নহে। যাঁহারা বিষ্ণুকেও সগুণ উপাসনার গণ্ডির মধ্যে আনিতে চাহেন, তাঁহারা প্রকৃত বৈষ্ণব নহেন। কবি যেরূপ সম্রাট্ কুলশেখর যেরূপ বিষ্ণুপাসনার কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে 'বৈষ্ণবতা' রহিয়াছে।

শ্রীবল্লভের প্রকৃত বৈষ্ণবতার স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন,—শ্রীবল্লভাচার্য্য দেশক দক্ষিণ দেশের লোক ছিলেন। কারণ, তিনি বিশেষভাবে মহাপুণ্যা কাবেরী, কৃতমালা, পয়স্বিনী প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন—"ত্রিবিক্রমে চ ভূবিশ" প্রভৃতি বাক্য বলিয়াছেন। যাঁহারা কাবেরী নদীর জল পান করেন অর্থাৎ কাবেরী-তীরে বাস করেন, তাঁহারা অমলাশয় ও বৈষ্ণব।

শ্রীরামানুজাচার্য্য আড়াই প্রকার রসের কথা মাত্র বলিয়াছেন; বিশ্রম্ভ সখ্য এবং "অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম" শ্লোকে যে বাৎসল্য রসের কথা উক্ত হইয়াছে, শ্রীরামানুজাচার্য্য তাহা বলিতে পারেন নাই। যাঁহারা ভবভয়ে ভীত, তাঁহারা বেদাদি শাস্ত্র-অধিরা-আপস্তম্ব প্রভৃতির স্মৃতি, মহাভারতাদি গ্রন্থ পাঠ করেন, করুন; কিন্তু সকল জগতের পালকগণের পালক হইয়াও যিনি নন্দের পালারূপে তাঁহার অলিন্দে ক্রীড়া করেন, বাৎসল্যরসের বিগ্রহ রসিকগণ সেই মন্দেরই আনুগত্য করিয়া থাকেন। জগৎপোষণের জন্য সর্ব্বাজ-দ্বারা নন্দনন্দনের সেবার আস্তিকতার পূর্ণতম অভিব্যক্তি। দক্ষিণ দেশে শিক্ষা দিয়া, লীলাশুক বা বিল্বমঙ্গল এ সকল কথা বলিয়াছেন। তিনি কেবল 'বালকৃষ্ণে' কথা-মাত্র বলেন নাই, নিত্য-কিশোর কৃষ্ণের কথাও বলিয়াছেন। তাঁহাদের প্রবৃত্তি পাশ্চাত্যদেশীয় আধ্যক্ষিক মনীষিগণের অনুকরণে শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা অপেক্ষা শ্রীসীতারামের উপাসনায় অধিকতর নৈতিক গৌরব দেখিতে পাইয়াছেন। খৃষ্ট-সম্প্রদায়ের ভগবানের বিকৃত-বিচার অপেক্ষা ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর যে ভগবত্তার পুরস্কৃত-বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে অধিকতর প্রেম-প্রাচুর্য্য ও সৌন্দর্য্য পরিলক্ষিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষায় আস্তিকতার পূর্ণতম বিকাশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল কথা জগতের সকল স্থানে, সকলের কাছে, সকলের নিকট প্রচার করিতে হইবে। এ জন্যই কাঠবিড়ালীর সেতু-বন্ধনের ন্যায় আমাদের অতি ক্ষুদ্র প্রয়াস।

আমরা কর্ম্মবাদী নহি, জ্ঞানাবলম্বীও নহি, আমরা শ্রীচৈতন্য-লালসের পাদত্রাণ-বহনকারী মাত্র। আমরা ভাড়াটিয়া নহি, আমরা ভগবানের নিকট হইতে প্রাতিষ্কিক কোন প্রার্থনাকারী নহি, ভগবানের নিকট আমাদের কামনা জানাইয়া লইবার পক্ষপাতী নহি—আমরা জগতের কোনও লোকের নিকট কোনও প্রাকৃত সম্বন্ধ প্রার্থী নহি। আমাদের ভিক্ষা—সকলে সকল আশা, সকল যত্ন-ত্যাগ শ্রীচৈতন্যের সেবা করুক—অচৈতন্যের সেবায় আর সময়াতিপাত না করুক।

কিছুক্ষণ পরে বর্ত্তমান মহারাজার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র সর্দ্দার গোপালরাও আর্য্য মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে মাল্যাদি প্রদত্ত হইয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষার্থ প্রভুপাদের সন্নিধানে আগমন-পূর্ব্বক শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

১৮ই জুন অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকার সময় মাননীয় মহীশূরাধিপতির প্রাইভেট সেক্রেটারী মহাশয়ের প্রার্থনায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণ-সমভিব্যাহারে 'চামুণ্ডা'-পর্ব্বতে (Chamunda Hill) গমন করেন। রাজপ্রাসাদ হইতে

চামুণ্ডা-পর্ব্বতের পাদদেশ প্রায় ৪।৫ মাইল দূর হইবে। পর্ব্বতের শিখর-দেশ পর্য্যন্ত মোটর-যান যাইবার জন্য অতি সুন্দর প্রশস্ত রাস্তা বর্ত্তমান মহারাজের সময় নির্ম্মিত হইয়াছে। পর্ব্বতের সর্ব্বোপরি শিখরদেশে মহারাজের গ্রীষ্মাবাস অবস্থিত। এই স্থান হইতে সমগ্র মহীশূর-নগরের দৃশ্য অতীব সুন্দর। বিশেষতঃ রাত্রিকালে নগর যখন উৎকৃষ্ট বৈদ্যুতিক আলোকমালায় বিভূষিত থাকে, তখন মনে হয় যেন অসংখ্য মণিমুক্তা-খচিত নগরের মধ্যদেশে কেহ ছড়াইয়া রাখিয়াছে অথবা পাতালের উপত্যকায় যেন একটি নক্ষত্র-লোক বিরাজিত। শিখর-দেশ হইতে দূরে কৃষ্ণরাজ-সাগরের সেতুর উপরিস্থিত আলোক-মালার দৃশ্যও অতি মনোরম।

চামুণ্ডেশ্বরী—অষ্টভুজা শক্তিমূর্ত্তি, চামুণ্ডার মস্তিষ্ক-গাত্রে অন্যান্য কণাধর সর্প এবং শিব ও শক্তিমূর্ত্তি-সমূহ বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত ও পোলিস করিয়াছে। মন্দির সুউচ্চ ও বিস্তৃত। রাত্রিকালে রিফ্লেক্টরের (reflector) সাহায্যে মন্দির অতি উজ্জ্বলরূপে আলোকিত করা হয় এবং মন্দিরের চূড়ার বহু শক্তিশালী বৈদ্যুতিক আলোক প্রত্যহ প্রজ্বলিত থাকে। বহু ক্রোশ দূর হইতে পর্ব্বতো-পরিস্থ উচ্চমন্দিরের শিখরদেশস্থ আলোকটী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মন্দিরের অভ্যন্তরও যথেষ্ট আলোক-মালায় শোভিত। কেবলমাত্র গর্ভমন্দিরে—যেখানে চামুণ্ডা দেবী বিরাজিত, সেখানে ঘৃতদীপ প্রজ্বলিত। মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণগণ শ্রীগুরু প্রভৃপাদকে বিশেষ সম্মান ও অভ্যর্থনা করিয়া গর্ভমন্দিরের সম্মুখে লইয়া গেলেন এবং ঘৃতদীপ বৈদ্যুতিক আলোক কেন্দ্রীভূত করিবার যন্ত্রের সাহায্যে ঐ মূর্ত্তি প্রদর্শন করিবার প্রয়ত্ন করিলেন। গর্ভমন্দিরে প্রবেশের পথে দক্ষিণদিকে চামুণ্ডার দুইটি বিগ্রহ-মূর্ত্তি রহিয়াছে। একটী অতি ক্ষুদ্র, আর একটী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। যেটী ক্ষুদ্রতর, সেই মূর্ত্তীটীকে প্রত্যহই পাদোদকাদি স্নপিত মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বিহার করান হয়, আর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ মূর্ত্তীটীর প্রতি সপ্তাহে বা কোনও বিশেষ পর্ব্ব-উপলক্ষে বিহার হয়। পর্ব্বতের উপরে একটি রথও রহিয়াছে। সেই রথে উক্ত চামুণ্ডা-মূর্ত্তি বিশেষ পর্ব্ব-উপলক্ষে যাত্রা করিয়া পর্ব্বতের উপরে পরিভ্রমণ করেন। গর্ভমন্দির-প্রবেশের পথে দক্ষিণদিকে মহীশূরের বর্ত্তমান মহারাজের পিতামহ ও তাঁহার মহীষীদের কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত প্রমাণাকার মূর্ত্তি রহিয়াছে।

কৃষ্ণা নামক জনৈক ব্রাহ্মণ উক্ত মন্দিরের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ। তিনিই সমস্ত স্থান শ্রীল প্রভুপাদকে প্রদর্শন করিলেন। মন্দিরের ৩টী পূজারী, তাঁহাদের নাম—চৌলদীক্ষিত, কৃষ্ণদীক্ষিত, সুব্রহ্মণ্যদীক্ষিত ও নারায়ণ-দীক্ষিত আগমিক। ইঁহারা বলিলেন যে, এই দেবী এখানে বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। বর্ত্তমান মহা-রাজের পিতামহ উক্ত মন্দিরের চূড়া নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরের অভ্যন্তরে কোন প্রকার বলি বা অণ্ডেদ্যাদি-ব্যবহারের প্রথা নাই। পূজারীগণ বলিলেন,—অব্রাহ্মণ ও নীচজাতিগণ অভিমানা-স্বরূপ ৵০ দুই আনা প্রদান করিলে মন্দিরের বাহিরে বলি প্রদান করিতে পারেন। অক্টোবর মাসে নবরাত্রি ও জুন মাসে রাজার জন্মদিনে চামুণ্ডা-পর্ব্বতে বিশেষ-উৎসব ও বৈদ্যুতিক আলোকমালায় শোভা দেখা যায়। কয়েক দিবস পূর্ব্বেই এখানে রাজার জন্মোৎসব-উপলক্ষে আলোক-শোভা হইয়াছিল। রাজার জন্মোৎসব-উপলক্ষে মাদ্রাজের মহামান্য গভর্ণর ও কায়স্থের বিভিন্ন রাজন্যবর্গ মহীশূর-নগরে উপস্থিত হইয়া বৈদ্যুতিক আলোকশোভা দর্শন করিয়াছিলেন।　　[ক্রমশঃ প্রকাশ্য]

ঠকিয়াছি, কি জিতিয়াছি ?

'হরিভজন' ছাড়িয়া দিলেই 'ঠকা'-'জিতা'র 'খতিয়ান' খুলিয়া বসিতে হয়—আমারও তাহাই হইয়াছে। যিনি নড়া নড়া অকপটে হরিভজন করেন, তাঁহার কিন্তু 'খতিয়ান' অন্য রকমের—তিনি প্রতিমুহূর্ত্তে বিচার করেন, তাঁহার প্রত্যেক সেবাপথে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের কতটা ইন্দ্রিয়তর্পণ হইতেছে। তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ না

হইলে যেন তাঁহার কাপড়ের খরচই কুলায় ; তাঁহার এইরূপ অতিরিক্ত অকপট চিত্তবৃত্তি—লোক-দেখান বা 'ভেটিয়া' দিটাইয়া সাধারণের উহার বিজ্ঞাপন-প্রচারের চিত্তবৃত্তি নহে।

আমি যে 'খতিয়ান' প্রস্তুত করিয়াছি, তাহাতে আমি ভক্তের (?) নিকট হইতে কতটা 'আমদানী' করিতে পারিয়াছি, আমার ইন্দ্রিয়-সম্ভার কতটা 'জমা'র (?) ঘর বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহারই হিসাব নিকাশ করিয়া থাকি। গুরুদেবাশ্রয়ের অভিনয় করিয়া—গুরুর শ্রীমুখের 'তত্ত্বজ্ঞানের পরাক' উঁচাইয়া—ভবিষ্যজ্জনকারীর বুলোস পরিয়া—গুরুর অনুকল্প সহকারী ও বিগ্রহসেবকের লোক-চোখ-ধুলসান হয়ে থাকিয়া আমি আমার 'খতিয়ানে'র খাতায় হিসাব-নিকাশ লিখিতে থাকি—"আমি যে হরিজন করিতে আসিলাম, তাহাতে আমার কতগুলি নূতন নূতন দেশ দেখা হইল—কতগুলি চিড়িয়াখানা আমি দেখিতে পাইলাম—কতগুলি সহর দেখিলাম, রাজধানী দেখিলাম, প্রাসাদ দেখিলাম, নূতন নূতন রাস্তা-ঘাট, পাহাড়-পর্বত, প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিলাম,—কতগুলি কল-কারখানা দেখিলাম—কতগুলি নূতন নূতন দ্রব্য উপলব্ধি আস্বাদন করিতে পারিলাম—কতটা সম্মান পাইলাম—বুরবক 'বুলি' বলিয়া কতটা 'বাহবা' কুড়াইলাম, কতগুলি রাজা-মহারাজা-বড়লোকের প্রাসাদে ও অট্টালিকায় বাস করিতে পারিলাম—কতটা তাঁহাদের অক্ষয়বটের অমৃতপাত্রাগদের দর্শন ও তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থলাভ করিলাম—রাজা-মহারাজার মত শয়নগৃহ, ভোজনগৃহ, বহির্দেশ-গমনের যান—যাহা আমি আমার বিদ্যা, ধন, শক্তি, পূর্বপুরুষগণের আভিজাত্য প্রভৃতি কোন বস্তুর বিনিময়ের গণ্ডাই আমার সমগ্র জীবনে স্পর্শ দূরে থাকুক, চোখে দেখিবারও সুযোগ পাইতাম না, সেই সকল ভোগ্য দ্রব্যের কতটা স্পর্শানুভূতি বা ইন্দ্রিয়ানুভূতি লাভ করিতে পারিলাম ?'

বিদ্যা-বুদ্ধির অপটুতার কারণেই হউক্ বা অন্য অসামর্থ্যজনাই হউক্, যদি আমার গুরু-বৈষ্ণবের সঙ্গে দেশ-দেশান্তর-গমনের সুযোগ না হয়, বা ইন্দ্রিয়-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি কোন প্রকারে জমা হয়, তবে আমার ঠকা-জিতার হিসাবনিকাশ তখন হইতে থাকে। আমি তখন ভাবি—আমি কম চতুর হইয়াছি বলিয়াই না পাইলাম—একটুকু চতুর হইতে পারিলে সেবাছলনার 'বহুরূপী' সাজিয়া কত দেশ-দেশান্তর দেখিতে পারিতাম, কতভাবে আমোদের বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিতাম ! সুতরাং এখন হইতে কোন আদর্শ চতুরের অনুকরণে চতুরতা আয়ত্ত করিতে হইবে। কারণ 'চতুর' হওয়াটাই যে বৈষ্ণবধর্ম—"যেই জন কৃষ্ণ-তত্ত্বে সে বড় চতুর।" যদি চতুর হইতে না পারিলাম—আখেরের বন্দোবস্তের সহিত নিজের বুদ্ধির সোয়াযোল আনা বুঝিয়া লইতে না পারিলাম, তাহা হইলে আমার হরিভজন হইল কৈ ? 'কাকের মত অতি চতুর হইতেছি,—এইটীই বা কম !'

আমি গুরুর সঙ্গী, গুরুর সেবক কতক্ষণ ?—যতক্ষণ 'ঠকা-জিতা'র 'নিক্তি' ঠিক আছে। আখেরের বন্দোবস্ত নেপথ্যের নিভৃত ও নিঃশব্দ অবগুণ্ঠনে ষোলকলায় পূর্ণ রাখিয়া—আমার 'ফাঁকির' (উদ্বৃত্ত) সময়টুকুর উপর গুরুগিরী করিয়া যখন দেখিতে পাই,—বিনা ব্যয়ে, বিনা খাই-খরচে, অনেক সময় বিনা গাড়ী-ভাড়ায়, বিনা বাড়ী-ভাড়ায় ন্যূনাধিক আমার ইন্দ্রিয়ের জমার দিকে আনা যায়, তখন এরূপ সুযোগে সেবকের প্রতিষ্ঠাটুকু ছাড়ে কে ?

এই 'ঠকা-জিতা'র গুরুগিরীতে অনেকগুলি লোক খুব 'কুপণ্ড'—গণিতাচার্য গুরুকে বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহাকেও হার মানাইয়া দিতে পারিতেন ; আমার কতকগুলি লোক আমারই মত গোঁ-গর্দভ। অন্য কাহাতে ভাকুবুদ্ধি নাই বলিয়াই মনে করি, আফিসের সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা-পরিশ্রমের পরে সন্ধ্যার সময় অকপটচিত্ত হইয়া বৈদ্যুতিক বীজন-যন্ত্রের বায়ু-সেবন ও বিশ্রামানুকূল না-প্রকাশ্য দুনিয়ার সংবাদ সংগ্রহ বা খোল গল্প করিবার জন্য আমার হরিজনের পোষাকী পতাকা 'মালার ঝোলা'টী নাচাইতে নাচাইতে হরিকথা শুনিবার বাহ্য আবরণের মধ্যে—'অপ্রাকৃত' ও 'অধোক্ষজ'-শব্দের আনুকরণিক বৈদি[illegible] রক্ষা-কবচের মধ্যে যদি আমাদাবাদের সময় ঘণ্টা আমার ইন্দ্রিয়ের জমার ঘরে পরিপূরণ করিতে পারিলাম, তবেই ত' আমার 'জিৎ' হইল।

যাহারা 'ঠকা-জিতা'র অঙ্কে ভূপণ, তাঁহারা কিন্তু আমাকে 'গোবর', 'গৃহব্রত' প্রভৃতি বলিয়া আমার উপর টেক্কা দিয়াছেন। তাঁহারা মনে করিয়াছেন, 'আমি কি বোকা'। একটি নির্দিষ্ট হাড়মাসের কামিনী-মূর্তির পায়ে

আত্মবিক্রয় করার দরুণ, আমি কত ভাল ভাল দেশ, বড় বড় লোক, বড় বড় কল-কারখানার দর্শন, মুক্ত পাখীর মত মুক্ত জীবন-যাপন, মুক্ত বায়ু সেবন, বিনা খরচে দেশ-ভ্রমণ, নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা, সম্মান, অর্থ ও প্রকৃতি-দর্শন, সবই লাভ করিতে পারিতেছি না। কিন্তু জানি না, কে যেন চকিতের মত আমার কানে কানে বলিয়া দিয়াছেন—তুমি গর্দ্দভ, তোমার খোকামীর মত, অতি চতুরেরাও গুরুকরীতে ভুল করিয়াছে। তুমি বোকা হইয়া ঠকিয়াছ, তাহারা অতি চতুর হইয়া 'জিতিয়াছি' মনে করিয়া ঠকিয়াছে। তোমরা উভয়েই "১" ছাড়িয়া 'ঠকা-জিতা'র প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছ। যদি একের—অন্তরজ্ঞানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য অকপট হইতে, তবে সেই অজিতকেও জয় করিয়া সর্ব্বজয়ী হইতে পারিতে।

আমার 'ঠকা-জিতা'র থিওরিটী এত বিস্তৃত যে, তাহা একটি মাত্র প্রবন্ধে সমাবেশ করা অসম্ভব।

অনেক সময় ভাবি, আমি স্ত্রী-পুত্র হইতে পৃথক্ হইয়া হরিসেবার চেষ্টা দেখাইতে গিয়া কি ঠকাটাই না ঠকিয়াছি! কখনও ভাবি, 'সর্ব্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা মূঢ় বর্ত্তিতুমর্হসি'—এই শুক্রনীতির বিদ্রূপকারী মায়াবী বৈষ্ণবগণের কথায় পড়িয়া যাবতীয় 'আপেয়ের বন্দোবস্তে'র প্রতি উদাসীন হওয়ায় আমি ভীষণ ঠকিয়াছি; কখনও বা মনে করি, আমি হঠাৎ ঝোঁকে পড়িয়া বানপ্রস্থের বেষ কাষায়-বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া যারপরনাই ঠকিয়াছি। সাদা পোষাকে থাকিলে "পুনর্মূষিকো ভব" মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে তত বেগ পাইতে হইত না! কখনও ভাবি, আমি ব্রহ্মচারীর কাষায় বেষ পরিয়া ঠকিয়াছি; সাদা বেষ থাকিলে সমাবর্ত্তন করিবার কালে বেশী 'ঠৈ' 'ঠৈ' হইত না। আবার কখনও মনে করি,—সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচারীর সকল সুবিধা, সুযোগ ও সম্মান, এমন কি, তাঁহাদের অপেক্ষাও অধিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা যদি তাঁহাদের মত বেষ ও কৃচ্ছ্রতা স্বীকার না করিয়াও প্রাপ্ত হইতে পারি, তবে আমার মত 'চতুর', 'জ্ঞানী' কে?

আবার এ-সকল 'ঠকা-জিতা'র তৌলদণ্ডের পরিমাণ কি? আমি দেখি,—আমি স্ত্রী-পুত্র হইতে পৃথক্ থাকিয়া, সর্ব্বস্ব-সমর্পণের পোষাকে পরিহিত হইয়াও যতটা অধিক আদর-আপ্যায়ন না পাই, তদপেক্ষা অনেকগুলে অধিক আদর-যত্ন স্ত্রী-পুত্র-পরিবেষ্টিত ব্যক্তি পাইয়া থাকেন! আমি লক্ষ করি, এত নির্জ্জন ত্যাগকল্প সত্ত্বেও মাত্র আমার নিজের ত্যাগেও আমার কৃত বাহ্যচেষ্টার উপযুক্ত প্রশংসা ও তদ্রূপ বাঞ্ছিত আদর-সম্মান-লাভ ঘটে না, আর স্ত্রী-পুত্রাসক্ত ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্র-পরিবেষ্টিত কিরূপ সমাদৃত ও সযত্নে পরিচর্য্যাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন! আমি সমস্ত বিসর্জ্জন করিয়াও প্রতিষ্ঠা পাই না; আর কোন কোন ব্যক্তি সমস্ত সংরক্ষণ করিয়াও আমা-অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক আদর-যত্ন পাইয়া থাকেন! ইহা লক্ষ করিতে করিতে আমার কানে কল প্রবেশ করে—ভূলক্রমাগত অনুক্ষণ মস্তিষ্কটী তখন উর্ব্বরতা-শক্তি লাভ করে—তখন আমি চিন্তা করি—'আমি করিয়াছি কি?' আমি ত' ভাল কাজ করি নাই। আমিও ত' এরূপ সমধিক বজায় রাখিয়া—আপেয়ের সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া সাধুদিগের আদর-যত্ন পাইতে পারিতাম! আমি কৃষ্ণকে আমার কতটা পরিচর্য্যায় লাগাইতে পারিলাম! কৃষ্ণের জন, কৃষ্ণের ভাণ্ডার হইতে আমার সেবায়—আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণে—আমার প্রতিষ্ঠা-বর্দ্ধনে যতটা অধিক ব্যয় হইল, সেই পরিমাণে আমি জিতিলাম, আর যে-পরিমাণ তাহা কম হইল, সেই পরিমাণে আমি হারিলাম—ইহাই আমার 'হারা-জিতা'র মাপ-কাঠি।

আমি মনে করি—লক্ষ করি—অনুধাবন করি,—আমি ব্রহ্মচারী হইয়া সমাবর্ত্তন করিবার সময়ই যত চীৎকার, আমি ব্রহ্মচারী হইয়া সাদা কাপড় পরিলেই যত আপত্তি, আমি গৃহে গেলেই যত শাস্ত্র-নিষেধ, আমি পড়া-শুনা করিলেই যত অনুবিধাব আশঙ্কা, আমি চাকুরী বা ব্যবসায় বাণিজ্যের দ্বারা অর্থার্জ্জন করিতে গেলেই যত সহস্রকণ্ঠে প্রতিবাদ—সকলের জন্য ত' সেরূপ নহে! আমার অল্প সময় বিনা বাধায় সমাবর্ত্তন করিতে পারিব—গৃহে প্রবেশ করিতে পারিব, আপেয়ের বন্দোবস্ত করিতে পারিব। অথচ বাহ্যে আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর কার্য্যে সাধু-গুরুবর্গের দ্বারা বঞ্চনাময় আনুকূল্য লাভ করিয়া আমি মনে করি,—"আমিই জিতিয়াছি, আমার অধিকার—উত্তরাধিকার, আমি অধিকতর শুদ্ধ-বৈষ্ণবের স্নেহভাজন।" কেননা, আমি যাহাই করি, তাহাতে বিশেষ-কোন তীব্র প্রতিবাদ নাই আমি ঐ উভয় অবস্থায়—উভয় বিভাগেই জিতি "হারা-

কিভাবে ক্রয় বিক্রয় করিয়াছি। একদিকে কৃষ্ণের নিকট হইতে আমার প্রেমঃ পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা করিতে গিয়া যেরূপ আমি বঞ্চিত, আর একদিকে আমার ছুইবুদ্ধিবলে গুরু-বৈষ্ণবের বঞ্চনাকে স্নেহ বা 'আমার উপরাধিকার' মনে করিয়া আমি উভোদিক বঞ্চিত হইয়াছি। আমি যাহাকে আমার প্রতি গুরু-বৈষ্ণবের প্রগাঢ় স্নেহ মনে করিয়াছি, তাহা তত প্রগাঢ়তর বঞ্চনা। ইহার স্বরূপ গুরুবৈষ্ণবের অবঞ্চনাময়ী কথাকীর্ত্তনপথে প্রতিফলিত। শ্রীগুরুদেব ইহাই পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করেন যে, কৃষ্ণ কখনও আমারও ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে বাধিত হন না, ইহাই কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব; যাহা ইন্দ্রিয়তর্পণ তাহে—আমার প্রেমে সাধন করে—আমার প্রেমের আত্মকূল্য-বিধান করে, তাহা 'কৃষ্ণ' নহে,—'কৃষ্ণমায়া'; তাহা কৃষ্ণ-দর্শনের ব্যবধিকা। সাধু সাবধান! গুরুবৈষ্ণবের স্নেহ-প্রেমে যেন বঞ্চনাকে বরণ না করি। গুরুদেব বা বৈষ্ণব আমার জন্য যে চাতুরীটী (?) করেন, আমার বহির্মুখ স্নেহের জন্য যে কোনও প্রকার সুপারিশ বা উপদেশের আভাসও প্রদর্শন করেন, তাহা আমার প্রতি তাঁহার 'স্নেহ' নহে—উহা তাঁহার অত্যন্ত অধিক বঞ্চনা, তাঁহার স্বরূপকে—তাঁহার ভজনপথকে আমার নিকট অত্যন্ত ঘনীভূত আবরণে আবৃত রাখিবার চেষ্টা—উহা আমার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা। আমার উপর হইতে আমার নিত্য নিয়ামক যখন শাসনদণ্ড উঠাইয়া লইলেন বা সাক্ষাদ্ভাবে সেই শাসনদণ্ডের প্রয়োগ করিতে ক্ষান্ত হইলেন কিংবা আমার উপর পক্ষপাতিত্বের বাহ্য আদর্শ প্রদর্শন করিয়া আমাকে তাঁহার সেবা করিবার সুযোগ-দানের পরিবর্ত্তে তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সেবা গ্রহণ করিবার অবসর দিলেন, তখন আমার ভাগ্য অত্যন্ত বিপর্য্যস্ত। এ বঞ্চনার মূল ছেদ করিয়া তাঁহার প্রকৃত অমঘোষ-দয়া-বিতরণকারি-স্বরূপ দর্শন করা তখন আমার পক্ষে সুদুষ্কর।

এরূপ 'ঠকা-জিতা'র হিসাব-নিকাশ করিয়া আমি যখন দেখি যে, আমি হরিভজন-করিতে আসিয়া কোন কোন ব্যাপারে ঠকিয়াছি, তখন গুরুবৈষ্ণবের নিকট হইতে সুদে-আসলে সেই ঠকার ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে বদ্ধপরিকর হই। আমি সুখ-সুখ ছাড়িয়া যে-পরিমাণ ঠকিয়াছি—ভার্য্যা ও পুত্রাদির সুখ-দুঃখ-মিশ্রিত পরিচর্য্যা হইতে বিরত হইয়া যে-পরিমাণে ঠকিয়াছি—অর্থার্জ্জনের প্রবৃত্তি ও নিয়ামকত্ব বর্জ্জন করিয়া যে-পরিমাণে ঠকিয়াছি, ঐ সকল বৃদ্ধদের উচ্চতম হারের চক্রবৃদ্ধি সুদ-সমেত অত্যাধিক পরিমাণে আদায় করিয়া লইতে চাই। তখন গুরুসেবকগণকে আমার পরিত্যক্ত ভোগ্য পদার্থের জ্ঞানে আনয়ন করিয়া আমি আমার ক্ষতিপূরণ করিতে চাই; তখন বহু পরিশ্রম করিয়া—মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া ভোগিবৃন্দের সেবা করিবার ফলে ভোগিদের নিকট হইতে যে দুঃখমিশ্রিত পরিচর্য্যাটুকু পাইতাম, তৎ পরিবর্ত্তে বহু সন্ন্যাস বা সরলপ্রাণ আশ্রিতের (?) দ্বারা বিনা পরিশ্রমে—বিনা আয়াসে অনায়াসে ভূরিসেবা লাভ করিবার চেষ্টা করি। অর্থার্জ্জনের প্রবৃত্তি ও নিয়ামকত্ব অন্তরাত্মে অধিকতর প্রবলপরাক্রমে পরিচালনা করিবার জন্য কৌশল আবিষ্কার করি! কখনও মনে করি, 'কামিনী' পরিত্যাগ করিয়া যে-পরিমাণ ঠকিয়াছি, তাহার সমস্ত সুদসহ ক্ষতিপূরণ উহারই অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধযুক্ত ও প্রাতঃস্মরণীয় সাধন করিব। তখন বোধ, 'কনক' পরিত্যাগ করিয়া ঠকিয়াছি, তখন 'কামিনী'র দ্বারা কনকের ক্ষতিপূরণ সাধন করিবার চেষ্টায় থাকি! কখনও বা 'কৃষ্ণের কনক' আমার উদ্বৃত্ত ধনকোষের পরিমাণের অসার ধন বৃদ্ধি করিয়া আমার 'আপেদের বন্দোবস্তে'র সাধক হয়, কখনও বা কৃষ্ণের কনককে অবৈধভাবে আমার হস্তে প্রত্যর্পিত হয়। "ঠকা-জিতা"র পরিমাণ খুলিলেই এইরূপ কত কি উৎপাত উপস্থিত হয়। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা—ইহারা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সহচর; একটির অভাব আর একটির দ্বারা পূর্ণ করিতে গেলেই তৎক্ষণাৎ একটি বন্ধু আর একটি বন্ধুকে ডাকিয়া আনে।

"ঠকা-জিতা"র সমস্যা আমাকে যেন কালের কুক্ষিগত করিয়া রাখিয়াছে। এখন আর হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার চিন্তা নাই—হরিকথা-শ্রবণ, কীর্ত্তন ও অনুস্মরণ নাই, সেগুলি সকলই পচা সংবাদ (stale news) এর মত একঘেয়ে অথবা মুখস্থ গৎ-বাঁধা হইয়া পড়িয়াছে। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার যে সুযোগটী আছে, হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের যে বাহ্য অভিনয়টুকু আছে, তাহার "আমার হাতে ফোলা"র জন্য—আমি যেখানে যেখানে ঠকিয়াছি, সে-সকল স্থানের ক্ষতিপূরণ করিয়া আমার ইন্দ্রিয়ের

তাহার পূর্ণ করিবার জন্য। আমার এখন হরিকথা-শ্রবণাভিনয়-গুরুদেবকে, বৈষ্ণবগণকে ও কি দিয়া অনুরাগের অঙ্গ কার্য্য সাধনের জন্য; আমার কীর্ত্তন—শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মের প্রবণানুরাগিত কীর্ত্তন বা আত্মোপকার ও পরোপকার চেষ্টা নহে; তাহা আমার 'কনক,' 'কামিনী,' 'প্রতিষ্ঠা'-সংগ্রহের পুষ্পযান; আমার সেই কীর্ত্তনাভিনয়—কেবল আমার কণ্ঠস্বরের, গলার পল্লবগ্রাহিতার, আমার চৌদ্দপোয়ার রূপ-গৌরবের 'বাহাবা' কুড়াইবার যন্ত্রবিশেষ। তোতা পাখীর মত যেমন কণ্ঠস্বরমাত্র ধারকতা কথা আবৃত্তি করিয়া আমি বলি—"কেহ কিছু না, মন কিছু নয়"; কিন্তু বহুরূপিণী মায়ার ভ্রূভঙ্গীবাণে যখনই বিদ্ধ হই, তখনই কার্য্যতঃ সেই বোলটী থাকে না—তখন সেই নায়াদেবীর, মনই পরাৎপরতত্ত্ব হইয়া পড়ে—তখন বাউলগণের দেহতত্ত্ব রস আস্বাদনের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ি! চাঁদবাউলের গীত আর তখন মনে থাকে না; মন-বাউল যাহা চায়, তাহাকেই ডাকাইয়া লই। এই ত' আমার ঠকা-জিতার হিসাব-নিকাশের দৌড়!

আমার যখন দেখি, গুরু-বৈষ্ণবগণের সুরক্ষিত দুর্গের অভ্যন্তরে থাকিয়া আমার 'ঠকা-জিতা'র হিসাব-নিকাশটী পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না, তখন আমি বৈষ্ণব-দুর্গের বাহিরে নদিয়া গিয়া অবৈষ্ণব-দুর্গের মধ্যে আখেরের বন্দোবস্তের লাটপত্তন করি। বৈষ্ণব-দুর্গের মধ্য হইতে যে-সকল অস্ত্র খোপনে সরাইতে পারিয়াছিলাম, এখন সেই-গুলিই আমার আখেরের দিনের অবলম্বন হয়। আচার্য্যের সহিত কপটতা করার অস্ত্রগুলির প্রয়োগ-সম্বন্ধে আচার্য্য আমাকে যে বঞ্চনা করিয়াছেন, তাহাতে আমার যথার্থ অস্ত্রকৌশল শিক্ষা হয় নাই; সুতরাং এখন ঐ সকল অস্ত্র প্রয়োগ করিতে গিয়া আমার নিক্ষিপ্ত অস্ত্রগুলি আমার উপরই নিক্ষাক্রান্ত হইয়া আমাকে হনন করে। আমি আচার্য্যের সাক্ষাৎ অকপট কৃপা-লাভে বঞ্চিত হওয়ায় দূরে থাকিয়া একলব্যের অনুকরণে যে 'গুরুনিষ্ঠা,' 'গুরুভক্তি' প্রভৃতির নামে গুরুদ্রোহিতাচরণ বা আমার প্রতি গুরুর ব্যবহারের প্রতিশোধ লইবার অভিসন্ধিতে গুরু-বিষ্ণু-সমাজের চোখ ঝলসাইয়া দেই, তাহাতে আমি বিষমাত্মার দ্বারা নিহত হই। আমি 'ঠকা-জিতা'র 'যুদ্ধ' করিতে গিয়া অপ্রাকৃত কল্যাণকল্পতরু শ্রীজগদ্গুরুর কোটিচন্দ্র-সুশীতল পাদপদ্মাশ্রিতকে—গুরুগৃহে বাস করিতে না পারিয়া সেই একলব্যেরই আদর্শে গুরুবৈষ্ণবের সহিত পালা দিবার জন্য আমার নিরয়প্রাপক গৃহে কখনও 'আশ্রম,' কখনও 'সমিতি,' কখনও 'মন্দির,' কখনও 'মঠ' কত কি তুলিয়া বসি; কখনও প্রচারক সাজি, প্রচারকের বেশে 'প্রতারক' হইয়া জগৎময় ঘুরি, কখনও সেবাদাসের সেবাদুষ্ট হইয়া গ্রাম সেবার নামে গ্রাম্য-সেবা করি, কখনও বা অবৈধ অনুকরণ করিয়া অন্যত্র হইতে বিগ্রহ আমদানী করি, কল্পনা করিয়া-বিগ্রহের নাম রাখি, মহোৎসব করি, প্রকৃতি-সম্ভাষণের অবসরযোগে আবিষ্কারের জন্য পত্র ছাপাইয়া স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকলকে নিমন্ত্রণ করি। সকল কাজই আমার অনুকরণ—গুরু-বৈষ্ণবের সহিত প্রতি-যোগিতা। আচার্য্যের কীর্ত্তিত অনুকরণ ও অনুসরণের উপদেশগুলি আমার 'ঠকা-জিতা'র উত্তেজনার প্রবল বন্যায় কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, ঠিক নাই। এখন গুরুদেবের সহিত—বৈষ্ণবগণের সহিত আমার ইন্দ্রিয়-রুচিকর সকল ব্যাপারে পাল্লা দেওয়াই আমার গুরু-গৃহ-বাসকালীন ঘাবতীয় ত্রুটিপূরণের একমাত্র অস্ত্র হইয়াছে। অবৈধ আনুকরণিক বা পারম্পর্য্য হইতে গিয়া বিশ্বম্ভরা-পুত্রের উপবীত, দণ্ড, ঝুলি, ঝুলি—যাহা কিছু অনুকরণে ব্যবহার করিতেছি, তাহাতে "রাবণের চিতা" হইয়া পড়িতেছি। 'ঠকা-জিতা'র মেকদণ্ডস্বরূপ প্রতিষ্ঠা-লোকৈষণা-বিষ্ঠা আমাকে কনক-কামিনীর পদতলে নিষ্পেষিত করিয়া অবশেষে 'রাবণের চিতা'য় পরিণত করিতেছে!

'ঠকা-জিতা'র অঙ্ক কষিতে গিয়া যখন দেখিতে পাই যে, আমার মনঃকল্পিত রাঃ রামানন্দের আদর্শের (?) অনুকরণেই নামের ভাগ অধিক, তাহাতে 'যুক্ত বৈরাগ্যে'র নামে সকল রসাস্বাদনই হয়, তখন আর [illegible] "এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি শয়ন"—এর কপট-বৈরাগ্যের (?) আদর্শ গ্রহণ করিয়া ঠকিয়া লাভ কি? বিশেষতঃ "এক এক বৃক্ষের তলে এক এক দিন শয়নে"র 'রূপকথা' এখন পরাণী বুড়ির ঠাকুরদাদাদের ঝুলির মধ্যে থাকাই ভাল—আজকালকার নবীনযুগে সে-সকল কথা চলে না। আবার অন্য প্রণালীতে "ঠকা-জিতা"র অঙ্ক কষিতে গিয়া দেখি, শ্রীরূপ-সনাতনের এক এক বৃক্ষের তলে এক এক দিন শয়ন, 'ওঁ চল্লা কটী' অক্ষরের সহিত পাল্লা

দেওয়া ত' দূরে নহে,—শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের নবদ্বীপের ঘটবাসাতে পাদসেবা প্রবেশ (?) বা মঠার পাদত্রাণ বা পদত্র (?) পরিধান কিংবা অপক্ক তণ্ডুল-ভক্ষণের (?) সহিত পাদ্য দিলেও ত' আমার সন্তোষ অধিক থাকে—অনেক প্রতিষ্ঠা, গোপনে অনেক কাহিনী, কনক সংগ্রহ করা যায়, তখন 'ঠকা-জিতা'র অন্ধ-কথার ফল আমাকে শ্রীরূপ-সনাতন বা শ্রীল গৌরকিশোর প্রভৃতির প্রতি একটি দুরভিসন্ধিকারী মর্কট করিয়া তোলে!

আমরা কেবল খাটিয়া যাই, আর যাঁরা 'সেবানা', তাঁরা যন্ত্র অভিনন্দনের অভ্যর্থনা আত্মসাৎ করেন! ইহা দেখিয়া দেখিয়া আমার আর 'উৎসাহ' থাকে না। 'উৎসাহ' থাকিবেই বা কেন? যে-জন্য উৎসাহ, তাহারই অভাব হইলে উৎসাহ কিরূপে থাকিবে? আমার উৎসাহ ও উদ্যম ছিল—আমার "ঠকা-জিতা"র মূলধন লইয়া। আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণ—আমার সুখ-সুবিধা-প্রতিষ্ঠাই যদি এত কম হইল, তবে আর উৎসাহ থাকিবে কিরূপে? যদি প্রকৃত আত্মবস্তুর সেবায় উৎসাহী হইতাম, তাহা হইলে ত' অজস্র প্রতিবন্ধকে—বাধা-বিপত্তিতে মহাপুরুষের প্রতিশ্রুত-স্রোতা কাবেরী হইতে সমুত্থিত ইক্ষুরাজবাগানের ন্যায় আমার উৎসাহ-উৎস-বেগ আরও সহস্র অশ্ব-শক্তিতে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইত।

আমি ত' আমার ইন্দ্রিয়ের লাভ-লোকসানের খতিয়ান লইয়াই প্রমত্ত থাকিলাম—অন্যমনস্ক রহিলাম—কৃষ্ণতৃপ্তি অনুসন্ধানের অভিনয়ে আচার্য্যের কথা শুনিলাম বৈ? বুঝিলাম বৈ? তাঁহার পরিধাবন, অনুধাবন ও অনুসরণ করিলাম বৈ? আমি তাঁহার কীর্ত্তিত পথের ঠিক বিপরীত পথে চলিয়াছি, আর উহাকেই তাঁহার প্রদর্শিত পথ মনে করিয়া আসিয়াছি। আমার হরিসেবার্থ চেতনের আত্মবৃত্তির প্রগতি কোথায়? হৃদয় একঘেয়ে, রুক্ষ, পচা, দুর্গন্ধ পানাপুকুরের মত শত শত অনর্থের বীজাণু-পরিপূর্ণ—আমি আচার্য্যের কোন কথাই বুঝি নাই—তাঁহার প্রদর্শিত পথে এক পা'ও প্রদান করি নাই—তাঁহার মন্দিরের দ্বারেও আসিতে পারি নাই; আমি 'ঠকা-জিতা'র অর্থনীতি লইয়া ব্যস্ত আছি বলিয়া তিনি আমার নিকট একজন মস্ত বকধার্ম্মিক সাজিয়াছেন—পরমার্থনীতি হইতে আমি সম্পূর্ণ দূরে রহিয়াছি, এইরূপ ইঙ্গিত আচার্য্য পুলিয়া বলিলেও আমি ঠকা-জিতার গুটীই কাঁচা-পাকা করিতেছি।

ঘরকরা কথায় কতক্ষণ 'দম' রাখা যায়?—ঘর-করা বুলিতে কতক্ষণ নিজের ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য রাখা যায়?—ঘর-করা কথায় কি কখনও আচরণ ও উপলব্ধির নিদর্শন পাওয়া যায়? শ্রৌত উপলব্ধির কথাই এক, আর ঘর করা বুলিই এক। শ্রৌত উপলব্ধির বাণীর মধ্যে অতীন্দ্রিয় ভাষা, ছন্দ, সাহিত্য, ব্যাকরণের তলদী বুদ্ধি না থাকিলেও তাহা সঞ্জীবনী শক্তিতে লক্ষ-ভেদ করিতে পারে—জীবনহীনকে 'জীবন' দান করিতে পারে—রুদ্ধচিত্তসরোবরে চৈতন্য-সেবার স্রোত-সহস্রধারা প্রবাহিত করিতে পারে, লোককে নিজ-আচরণের অমোঘ-শক্তিসঞ্চারে আচরণশীল করাইতে পারে। যেখানে 'আচরণ' ও 'বাণী' পৃথক্ নহে, সেখানে আচরণই—বাণী, বাণীই আচরণরূপে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া সেবা-গঙ্গোত্রী প্রকাশ করিয়াছে।

'আচার' নাই, কেবল ধারণাবাগীশতা, 'প্রাণ' নাই, কেবল মন্ত্রতন্ত্রী, আত্মবৃত্তির কোন উন্মেষ নাই, কেবল দেহ ও মনের ব্যায়াম-প্রদর্শন-দ্বারা কখনও কি আত্মোপকার বা পরোপকার হইতে পারে? ঐ সকলের দ্বারা কেবল নিজে ঠকা যায় ও অপরকে ঠকান যায়। তাহা কখনই আচার্য্যের প্রদর্শিত পথ বা শিক্ষা নহে।

ইন্দ্রিয়ের 'ঠকা-জিতা', লইয়াই আমি ব্যস্ত থাকিলাম, কিন্তু প্রকৃত লাভের জন্য ব্যাকুল হইলাম কৈ? কৃষ্ণাধেষণ, কৃষ্ণপ্রীতি অনুসন্ধানের পরিবর্ত্তে মাত্রগ্রহে আমার বিবিধ ভোগান্বেষণ; আমার ইন্দ্রিয়-প্রীতি অনুসন্ধানের বহুরূপীকে দেখিয়াই সকল কথা অন্তরাত্মায় তুলিয়া দেলাম—বাহিরে কেবল বুলি ও অভিনয়-দোরস্ত রাখিলাম। অপরের ছিদ্রান্বেষণ করিতে গিয়া নিজের ছিদ্রের উপরে যবনিকা টানিলাম, ঘরকরা বহুধাজনী বিচারের দ্বারা অপরের দোষ-গুণ বিচার করিতে গিয়া আত্মবিচারের মুখ আচ্ছাদন করিলাম। ধ্রুব কাচমণি অন্বেষণ করিতে আসিয়া চিন্তামণির খোঁজ পাওয়ায় কাচমণি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক চিন্তামণিরই চির-গ্রাহক হইয়াছিলেন, আর অদ্য আমি চিন্তামণির অন্বেষণের অভিনয় করিয়াও—চিন্তামণির খনির রাজকীয় পথের খোঁজ পাইয়াও কাচমণির মোহে আসল বস্তু হারাইলাম। আনুকল্পিক বুলি-মাত্রে চাষড়ি-গোলা ও দুধ, ডাবাখাদ ও ধান, সোণা ও ক্যাম্বিকেলের দৃষ্টান্ত

বলি,ও বসিতে নিজেই ভয় পেলিয়া চাকরির প্রার্থক হইলাম, মান ছাড়িয়া প্রাণরক্ষাকে বরণ করিলাম, সোণা ফেলিয়া কাচিকেসকে আঁচলে বাঁধিলাম। এই ত' আমার 'ঠকা-জিতা'র হিসাব-নিকাশের ফলাফল।

আমার পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তিত্ব ধরের অপেক্ষা আমাকে অধিক 'চতুর' সাজাইতে গিয়া আমি ঐ সকল ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও অধিকতর বঞ্চিত হইলাম। আত্মরক্ষার জন্যগুলিকেই আত্মহত্যার অস্ত্র করিয়া ফেলিলাম। সর্ব্বোচ্চতম আদর্শের কথা প্রবণের অভিনয় করিয়া সর্ব্বনিম্নতম—এমন কি, ঘৃণ্যতম, বিগর্হিত আদর্শকে আমার বরণীয় বিষয় বলিয়া স্থির করিলাম! কৃষ্ণ ছাড়িয়া—শ্রীগুরুপাদপদ্মের অকপট অনুসরণ ছাড়িয়া নিজের 'চালা-জিতা'র হিসাব করিতে গেলে এইরূপই হয়। আর শ্রীকৃষ্ণের সহিত—শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মের সহিত পাল্লা দিয়া (আনুকরণিক হইয়া) নিজের লভ্যাংশ খুঁজিতে গেলে যেরূপ ভীষণ পুরস্কারই প্রাপ্য হয়—বিকুণ্ঠবাসী জীবকে তাহার প্রাকৃত বাউল করিয়া দেয়; আমিও তাহাই হইয়াছি—আমি আজ ইন্দ্রিয়ের চার-দিকের বাউল হইয়াছি। কখনও মনে করিতেছি, যখন হরিভজনের ছলনা করিতে আসিয়াছি, তখন আমার সমগ্র জীবনে আমার ব্যক্তিগত সমগ্র ক্ষুদ্র চেষ্টার যে-সকল ভোগ পাইতাম না, তাহা যদি কৃষ্ণের সেবার্থ সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তিগণের বিরাট্ ও প্রবল চেষ্টার দ্বারা অর্জ্জন করাইয়া আমার ভোগ-ভাণ্ডারে জমা করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলেই ত' বাজি জিতিলাম! কৃষ্ণের প্রাপ্য, কৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহের প্রাপ্য প্রতিষ্ঠা, উপায়নগুলি যদি কৃষ্ণের সেবার ছলনায়—গুরু-পূজার ছলনায়—গুরু-কৃষ্ণের গৃহে প্রবেশের অভিনয় দেখাইয়া সেবী পূজকের শালগ্রামের সৈন্ধব-চুরির ন্যায় আত্মসাৎ করিতে পারি, তবেই লাভের নিক্তিটী আমার দিকে ভারি থাকিল। ঠকা-জিতার সমস্যা-সমাধান করিতে গিয়া সর্ব্বদাই আমি—কেন শ্রীগুরুদেব হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণসেবার জন্য সম্বন্ধযুক্ত সকল সেবক আমার সুখ-সুবিধা লইয়াই সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত থাকেন না? এদিকে আমি অন্তরে সেবাগ্রহণের বিরাট্ প্রবৃত্তি লইয়া বাহ্যে ভোগস্পৃহা-হীনতা বা উদাসীনতার অভিনয় প্রদর্শন-পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ করিতে থাকি, আর শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ তাঁহাদের অন্যান্য সকল কৃত্য পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ আমার সুখ-সুবিধার মালমসলার সরবরাহ ও উহার অনুসন্ধানেই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকুন। যখন দেখি, তাঁহারা আমার সুখ-সুবিধার প্রতি তত মনোযোগী হইলেন না—তাঁহারা আমার দিকে তাকাইলেন না, তখন আমি অন্তরে তাঁহাদের বিরুদ্ধে লক্ষ শ্লোকের মহাভারত (?) রচনা করিয়া—"বুক ফাটে ত' মুখ ফাটে না" এই ভীষণ ঘন্দ্রণাময়ী অবস্থায় পতিত হইয়া নিজের বুক বুঝিবার জন্য—নিজের লাভের তৌলদণ্ডটী লইয়া বসিয়া পড়ি। দুর ছাই! তোমরা যখন আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধনই যোগাইলে না, তখন তোমাদের ঘরে কে যাবে?—আমার আখেরের বন্দোবস্ত আমি নিজের করিয়া লইব। আমার পাঁড়ে ছোলার অন্বেষণে ত' তোমাদের ঘরে ঢুকিয়াছিলাম—তোমাদের ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, যদি তাহাই না হইল, তখন আমার তোমের ঘর চাড়ি কেন?

আমি জানি, ভক্তবৈষ্ণব আমার নিকট কোন্ কোন্ জায়গায় 'ঠেক,' আছেন। কাজেই সেই সকল জায়গায় আমাকে তাঁহাদের তোষামোদ করিতেই হইবে—সেই সময় আমিও আমার লভ্যাংশ আদায় করিয়া লইতে পারিব—আমি যত কিছুই অন্যায় করি না কেন, দায়ে পড়িলে তাঁহাদিগকে আমার পায়ে ধরিতেই হইবে! বকনার দুগ্ধকাটে গলা পাতিতে চাহিলে এইরূপই বুদ্ধি হয়। মন্ত মায়াদেবি! তোমার বিশ্ববিজয়িনী বঞ্চনা-বিদ্যা! অনৈতব হরিজন এত গুহ্যতম সম্পুট-মধ্যে সংরক্ষিত বলিয়াই বুঝি তাঁহার এত মূল্য—কোটি মুক্ত-মধ্যে তাই কৃষ্ণভক্ত সুদুর্লভ।

আমি আমার ইন্দ্রিয়ের দায়-মিটের জন্য করিতে গিয়া আমার দুর্দ্দশার কথা সব ভুলিয়া গিয়াছি। আমার কি ভ্রম! মনে করিয়াছি, কৃষ্ণসেবায় আমার লাভ নাই—আমার সঙ্গ নাই—কৃষ্ণেরই লাভ। কেবল ইন্দ্রিয়-সেবারই আমার লাভ! মুখে কিন্তু ঠিক আছি, কৃত্রিম মুদ্রার বাহ্যিক-ঘোরস্থ আছি, কিন্তু কার্য্যকালে আমার ঐরূপ চিত্তবৃত্তির কার্য্য ব্যতীত আর কিছুই নাই।

আমি মনে করিয়াছি,—সম্ভোগময় চিন্তাস্রোত-পরিশোধণেই লাভ, কিন্তু গৌরজনগণের চিন্তাস্রোত—"জীবের পক্ষে অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ বা কৃষ্ণানুসন্ধানে নিরন্তর অতৃপ্তিময়ী চিত্তবৃত্তিই পরম মঙ্গল-লাভের পথ।"

আমি কর্তৃবুদ্ধিতে অর্থাৎ অন্তরে ফল-কামনা লইয়া শরীর ও মনকে নিয়োগ করিয়াই যেন হরি-সেবা-ভজনার চুক্তি-ভঙ্গ করিবার পর হরাতে সন্ধান করি, গুরুদেবকরণকে আমার পরিচর্য্যার উপকরণ বিচার করি, তাঁহাদের উপর হুকুম চালাই, আমার সেবায় একটুকু ত্রুটী হইলে আর রক্ষা থাকে না! তখন আর আমাকে পায় কে? সকলে সন্তরে সকল উপকরণ লইয়া আমার সেবায় নিযুক্ত হউক—আমি অন্তরে এই ভাব পোষণ ক'রে। "আমার উপর বীজন-বস্ত্র প্রবাহিত হউক—আমার পদ-সেবার পদের ভস্ত প্রবাহিত হউক—আমার ভোগের জন্য উৎসব ও বিশিষ্ট নৈবেদ্য প্রস্তুত হউক"—এই সকল বহু প্রকার আকাঙ্ক্ষা আমেরিকার মত আমার অন্তরকে অধিকার করে। তখন যদি কেহ কোন প্রকার হরিসেবার বা হরি-কীর্ত্তনের অবসর উপস্থিত করেন, তখন আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠি—এত ঝাটুনির পর আবার হরিকথা! মাথা পাতিব না—আর বকর বকর করিতে পারি না—আমার কোদালির নিকট তখন আমার চতুষ্পার্শ্বস্থিত দেবতাগণ তুচ্ছ মশকপ্রায় হইয়া সভয়ে অবস্থান করে। আহা! আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রত্যক্ষ আদর্শ হইতে আমার এই চিত্তবৃত্তি কত তফাৎ, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিয়া নাট-লোকসানের পরিমাপ করিয়াছি কি?

আমি আমার মস্তকের চৌবাচ্চায়—পরিচর্য্যায়—আদর-আপ্যায়নে যতটা ব্যস্ত, অন্যের কোন ব্যক্তির জন্য অনেক সময় মহলব করিয়াই যেন ততটা উদাসীন। ইহার কারণ কি? এখানেও কি আমার নাট-লোকসানের জমা-খরচ? আমি বুঝিয়া রাখিয়াছি এবং সেরূপভাবেই আমার প্রকৃতি গঠিত হইয়া পড়িয়াছে যে, যদি আমি আমার মস্তকের জন্য সময় ও শক্তিপ্রদান করি, তাহাতে তাঁহার নিকট হইতে যে রসদ পাওয়া যাইবে, উহার লভ্যাংশে আমার—তাহাতে আমার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি হইবে; কিন্তু অন্যের কোনও ব্যক্তির জন্য সময় ও শক্তি প্রয়োগ করিলে অন্যের পরিশ্রমের দ্বারা ফলপ্রাপ্তি-কালে প্রতিষ্ঠার তাদৃশ লভ্যাংশটী পাইলে আমার তাহাতে লোকসান ব্যতীত লাভ কিছুই নাই! অধঃক্ষজ কৃষ্ণের সেবায় সকলেরই সমান স্বার্থ—তুই সকল ফলের প্রাপক—শ্রীগুরুপাদপদ্মের এই শিক্ষা হইতে বিচ্যুত হওয়ায় আমার ব্যক্তিগত ঠকা-জিতার হিসাব-নিকাশ করিতে গিয়া আমার এইরূপ যে সহস্র সহস্র চিত্তবৃত্তি হইয়াছে, তাহাকে 'সেবা' বলিব, না অত্যন্ত কপটতাপূর্ণ 'কর্ম্ম-ফলভোগরাগ' বলিব? এই জন্যই সে-দিন শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমার সকল কার্য্যই—সকল চেষ্টাই 'কর্ম্ম' হইয়া পড়িতেছে; আমি শ্রীগুরুদেবের কোনও কথাই শুনি নাই—বুঝি নাই—শ্রীগুরুদেবের পথ দিয়াই যাই নাই—কেবল আমার ইন্দ্রিয়ের পথ দিয়া ইন্দ্রিয়কে 'গুরু' করিয়া চলিয়াছি। তাই বলিতেছিলাম—আমি ত' একমুখে রাবণ নানা প্রকার অভিনয় করিতেছি; সত্য সত্য ভাবিয়াছি কি,—'আমি ঠকিলাম, না জিতিলাম'?

নবপ্রকাশিত গ্রন্থ

"শ্রীল রামানন্দ"—পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপায় ইদানীং আমার রাজাজ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়-মঠের প্রকটকালে উদিত।

ভূতলে শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট-সংস্থাপক স্বকল-জগদ্গুরুবর্য্য গৌড়জন জগজ্জীবের কল্যাণ ও অকপট নিজ-জনগণকে নিজ-স্বজনমুক্ত বিতরণের জন্য যে অত্যদ্ভুত প্রযত্ন করিতেছেন, তাহা দেখিবার মত সুকৃতি সম্ভোগময় জগতের কতদিনে হইবে, জানি না। জগতের যে-

দিকে তাকান যায়, সে-দিকেই সম্ভোগবাদ—সম্ভোগময় সাধন—ভোগে ও ত্যাগে সর্ব্বত্রই সম্ভোগ—সম্ভোগ—সম্ভোগ। সেই বিশ্বপ্রীতির মাঝেও অবস্থিত সম্ভোগবাদ, সেই হিমালয়ের গহ্বরেও প্রচ্ছন্ন সম্ভোগবাদ, সেই লোকহিতকর কার্য্যের বিরাট রঙ্গভূমির নেপথ্যেও সম্ভোগবাদ, সেই তত্ত্ববিবৃতির অন্তরালেও সম্ভোগবাদ; অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভের কথা—এই দুনিয়াকে বুঝি সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই সম্ভোগবাদের হাটে অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভসেবা-মণি বিকায় না; ইহার অনেক মেকী সংস্করণ বিকাইতে পারে; কিন্তু খাঁটি অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভের গ্রাহক এ দেশে নাই।

শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগোস্বামিগণ একবার এদেশে সেই হরিভক্তি কল্পলতার চর্ব্বিত চর্ব্বণের রস বেচিয়াছিলেন, পরম সৌভাগ্যের সুবর্ণ অধিকারিগণ তাহার গ্রাহক হইয়াছিলেন। কিন্তু আজ কেবল তাহার "আনুকল্পিক কাচমণিতে বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে।

সমগ্র জগৎ একদিকে চলিয়াছে—আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের পুষ্পিত পিচ্ছিল রাস্তায় চলিয়াছে—ইন্দ্রিয়-তর্পণের ঘূর্ণায়মানের পাখের করিয়াছে, আর তখন কে এক অতিমর্ত্ত্য মহাজন পারিপার্শ্বিকতার বাধা বিঘ্নরাজও নিরুৎসাহিত, বিচলিত অথবা ক্ষুণ্ণ না হইয়া—একমনে—একায়ন পথে—একাসনের নীতি গাহিয়া কোন অভিযানে বা অভিসারে চলিয়াছেন! যাঁহারা সেই অভিযানের সোপানারোহণে—সেই সংকীর্ত্তনের যুগে প্রবেশ করিতে পারিলেন না, তাঁহারা যতই কেন না গগনচুম্বী আকাশস্পর্শী হইয়া—আকাশকুসুমের মনোহর উদ্যান রচনা করিয়া সমগ্র পৃথিবীর চক্ষু ঝলসাইয়া দেউন, তাহাতে অতিমর্ত্ত্য মহাজনের বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ নাই, কারণ তাঁহার ভূমিকা কৃত্রিমধর্ম্মী নহে; কেবল 'নেতি' বা বাস্তিরেকধর্ম্মের উপরও প্রতিষ্ঠিত নহে—তাহা অবিচলিত, অপরিবর্ত্তনীয় বাস্তব সত্যময়ী—যে সত্য একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছেন—যাহা একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীচৈতন্যচরণচারণগণ কীর্ত্তনমুখে অনুমোদন করিয়াছেন।

এরূপ একায়ন-সেবা-নীতি অপরে সঞ্চারিত করিবার শক্তি একমাত্র শ্রীচৈতন্যশক্তি ব্যতীত অপরে সম্ভব নহে। তাই আমরা এরূপ অতিমর্ত্ত্য পুরুষবরের কৃপাদানস্বরূপ "রায় রামানন্দ" নামক একখানি ইংরেজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ জগতের ভালো উহিত দেখিয়া আমাদের অমানিপায় অবসরে আলো করিতেছি।

"রায় রামানন্দ"কে আমরা আমাদের ক্ষোন্মুখিতে যাহা বুঝিয়া লাভিয়াছি বা বুঝি, তাহা হইতে শ্রীরায় রামানন্দের প্রকৃত স্বরূপ কত পৃথক্ ও কি, তাহাই এই গ্রন্থখানিতে সর্ব্বদিক্ হইতে অতি সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হইয়াছে।

গ্রন্থখানি পাঁচটী অধ্যায়ে বিভক্ত—প্রথম অধ্যায়ে "মহাপ্রভু ও তাঁহার প্রিয়তম"কে সাধারণ ব্যক্তি যে-ভাবে দর্শন করে, তাহার বর্ণনামুখে রায় রামানন্দ ও মহাপ্রভুর মিলনস্থলীকে গ্রন্থসূচনায় রঙ্গকের করিয়া মুখবন্ধাতীর্থের পরিচয়, রায় রামানন্দের ও মহাপ্রভুর মিলন-দৃশ্য, রায়ের বংশ-পরিচয়, রায়ের কর্ম্মাভিনয়-কৌশল ও কর্ম্মলীলাভিনয়ময় জীবন-প্রসঙ্গ, রায়ের সঙ্কেত স্বরূপ-বর্ণনের প্রণালী বর্ণন এবং তৎসঙ্গে মহাপ্রভুর সমগ্র চরিত্রের সংক্ষিপ্ত আলোচনা অতীব সুন্দর, গভীর, মধুর, উদার ও মৌলিক সাহিত্য-বৈশিষ্ট্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে—মহাপ্রভু ও তৎপ্রিয়তম রায় রামানন্দ ভক্তগণের নিকট যেরূপভাবে পরিদৃষ্ট হইয়াছেন অর্থাৎ প্রভু ও প্রভুপ্রিয়ের অন্তরঙ্গ স্বরূপ, ভক্তগণের মধ্যে বিভিন্ন ভূমিকায় ভক্তগণের বিভিন্নভাবে দর্শন ও সম্পূর্ণ মুক্তপ্রহর সেবাময় দর্শনের কারণ অতি সুন্দর, সুললিত এবং অকৃত্রিম চেতনের ভাষায় বিবৃত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে—প্রভু ও প্রভুপ্রিয়ের প্রশ্ন ভক্তি-সোপানের প্রাথমিক শিক্ষার্থীর জন্য যেরূপভাবে উত্তরের প্রশ্নোত্তর-প্রবাহে উদ্বেলিত হইয়াছিল, তাহা অতীব পরিষ্কার, প্রাসঙ্গিক পরিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতার সহিত বিশ্লেষিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৮ম পরিচ্ছেদে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব-নির্ণয়-প্রসঙ্গ অতীব দুরবগাহ। কেবল দুরবগাহ নহে, অনেকে ঐ প্রসঙ্গ নিজ-নিজ-বুদ্ধিতে পাঠ করিয়া এক বুদ্ধিতে আর এক বুঝিয়া ফেলেন। মনোধর্ম্মের ঐরূপ বিপদ হইতে রক্ষিত হইয়া কিরূপ প্রণালীতে তাহা পাঠ করিলে ঐ দুরবগাহ তত্ত্বও সহজ-বোধ্য বা সহজ-সাধ্য হয়, তাহার বিশ্লেষণ ও উক্ত প্রসঙ্গের শ্রৌতমৌলিক বর্ণন অতীব স্বাভাবিকরূপে গ্রন্থে

তৃতীয় অধ্যায়ে প্রকাশিত হইয়াছে। যে-সকল কথা আমরা ইতঃপূর্ব্বে আলোচনা করিতে পারি নাই, যে-যে স্থানে আমাদের মতের-প্রতি সংশয় ছিল, তাহাও এই গ্রন্থের উদয়ে দূরীভূত হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে—প্রভু ও প্রবৃত্তিদের গুহ্য, গুহ্যতর ও গুহ্যতম সংলাপ—যাহা ভাগ্যোদয়-কথিত ভাগ্যবান বা মুক্ত পুরুষগণেরই আলোচ্য বিষয়—যাহা উহাদিগকে সাধ্য-তত্ত্বরূপে নির্ণীত, সেই সকল কথার দিগ্‌দর্শনমুখে তাহাদের স্বরূপ বিচার করা হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে—পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়-পরিবর্ণিত বিষয়-সমূহের পরিসেবন ও পরিপাক-প্রণালী-বর্ণন-দ্বারা সাধ্যতত্ত্বের পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শন-পূর্ব্বক উপসংহার করা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত গ্রন্থ-প্রারম্ভে একটি সংক্ষিপ্ত ও সারবান উপোদ্ঘাতে "শ্রীল রামানন্দ"-গ্রন্থবিষয়ের দ্বারে প্রবেশাধিকারকে সিঁড়ির সহিত প্রবেশ-প্রণালী উপদিষ্ট হইয়াছে।

পারমার্থিক ঐতিহ্যে সাহিত্য-ভাণ্ডারে এরূপ শ্রেণীর গ্রন্থ—অনবদ্যতম মহাজন। এই গ্রন্থখানি এইরূপ অকৃত্রিমতা ও শ্রোতানুযায়িনী ভেতন-গম্ভীর্য্যের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যগৌরবান্বিতা মর্ম্মস্পর্শিনী পুস্তকাকার-দ্বারা প্রকাশিত। যে, তাহা সেবোন্মুখভাব সহিত মস্তকে ধারণ করিলে পতিত ব্যক্তিও ঐকান্তিক "শিব" লাভ করিতে সমর্থ হয়। গ্রন্থখানি সত্য সত্যই সর্ব্বাংশে সুন্দরতম, মহত্তম, মধুরতম ও উদারতম।

গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ সুন্দর, ডবলক্রাউন সোল পেজী আকারে এন্টিক কাগজে ছাপা। মাত্রাজ-শ্রীগৌড়ীয়-মঠ হইতে প্রকাশিত। মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয় মঠে, কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে ও রাজমুন্দ্রী (পশ্চিম-গোদাবরী) শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়-মঠে গ্রন্থখানি পাওয়া যায়।

অন্ধ্র প্রদেশে শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা

পুষ্কর-মেলায় লক্ষ লক্ষ যাত্রী

রাজমুন্দ্রী হইতে বিগত ৪ই জুলাই (১৯৩০) তারিখে মিঃ ই, জি, শেষাবতার তাহার মহোদয় তারযোগে জানাইয়াছেন,—

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সভাপতি, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য পরমহংস ত্রিদণ্ডিগোস্বামী সর্ব্বজ্ঞ গোস্বামী মহারাজ সহস্রশিষ্য ও অন্ধ্রপ্রদেশের গণ্যমান্য পৃষ্ঠ-পোষকবর্গ সমভিব্যাহারে অন্ধ্রপ্রদেশে শ্রীগৌড়ীয়মঠের এক শাখা-মঠ প্রতিষ্ঠা-কল্পে মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে এখানে শুভবিজয় করিয়াছেন।

অন্ধ্রদেশবাসীর প্রতি অপার করুণা-বশতঃ পরমহংস গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক গোদাবরী নদীর পশ্চিম কূলে অবস্থিত কক্কর, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার অতি অন্তরঙ্গ পার্ষদ রায় রামানন্দ-বিলসস্থলীতে নব প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয় মঠে, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহ অন্য প্রাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। শ্রীল রামানন্দ রায় উৎকল-সম্রাট্ মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের অধীনে রাজমহেন্দ্রীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার মিলনে অনেক ঐতিহাসিক হইয়াছিল এবং তাহাতে একনিষ্ঠ বাস্তব সত্যের অবিমিশ্র সেবা ও পরমার্থ-তত্ত্বের সঙ্কোচ অবস্থার বিশ্ব জগতে সর্ব্ব-প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

উক্ত চাতুর্ম্মাস্যের শুভবেলায় প্রায় প্রতি সুদীর্ঘ বারদিন বর্ষাস্নানের গোদাবরী তীরে কক্করে পুষ্কর-স্নানযোগ উপস্থিত হয়। এই বৎসরে উক্ত পুষ্কর-স্নানযোগ উপস্থিত হওয়ায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে লক্ষ লক্ষ যাত্রী স্নানার্থিরূপে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহামান্য গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর ও স্বেচ্ছাসেবকগণ যাত্রিগণের বাসস্থান ও স্নান প্রভৃতি সর্ব্ব-বিধ সুবিধার জন্য অতীব প্রশংসনীয় সুব্যবস্থা করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে যাত্রিগণ শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, উৎসব-দর্শন ও পরমহংস গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণে তাঁহাদের সসম্মান প্রণতি-জ্ঞাপনে সুযোগ পাইয়া পরমানন্দিত হইয়াছেন। পরমহংস গোস্বামী মহারাজ কক্কর নগরীর বহু শিক্ষিত ও ভাগ্যবান-মণ্ডলী এবং বহু সম্ভ্রান্ত যাত্রিগণ-সমেত এক বিরাট্ সভা-মণ্ডপে অতীব প্রীতির সহিত শ্রীগৌড়-রামানন্দ-মিলনস্থলীর পরম পবিত্রতা ও আন্তিকতার বিভিন্ন স্তরের ক্রম-বিকাশ-সম্বন্ধে যাহা শ্রীরায় রামানন্দ ৪২০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে এক হৃদয়গ্রাহী ও উপদেশাবলীপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। পুষ্কর-মেলায় যাত্রিগণ এই শুভক্ষণে পরমহংস গোস্বামী মহারাজের উপস্থিতিতে এই পুণ্য তিথিকে ধন্য ও নিজদিগকে পরম সৌভাগ্যান্বিত মনে করিতেছেন। এই স্থানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটী শাখা-মঠ-স্থাপনের জন্য সকলে বিশেষভাবে তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন।

১০ম বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৩২শে আষাঢ় শনিবার, ১০৩৯; ১৬ই জুলাই, ১৯৩২ | ৪৮শ সংখ্যা

মহাভাগবত মুনিবাহন

ভগবদ্ভক্ত ভগবানের অদ্বৈত অঙ্গ-স্বরূপ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব মহারাজকে নিজ-মুখে বলিয়াছেন;—

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥

(ভাঃ ১১।১৪।১৫)

হে উদ্ধব, ব্রহ্মা পুত্র হইয়াও আমার সেরূপ প্রিয়তম নহে, শঙ্কর আমার স্বরূপ-ভূত হইয়াও সেরূপ প্রিয়তম নহে, সঙ্কর্ষণ ভ্রাতা হইয়াও সেরূপ প্রিয়তম নহে, লক্ষ্মী ভার্য্যা হইয়াও সেরূপ প্রিয়তম নহে, অধিক কি, আমার নিজ-শ্রীবিগ্রহও সেরূপ প্রিয়তম নহে—যেরূপ তুমি অর্থাৎ ভক্ত আমার প্রিয়তম।

এই ভক্ত বা বৈষ্ণব ভগবদিচ্ছায় যে-কোন কুলে, যে-কোন দেশে, যে-কোনও রূপে, যে-কোনও অবস্থায় জগতে জগজ্জন-বিধানের জন্য অবতীর্ণ হইতে পারেন, তাহাতে তাঁহার বৈষ্ণবত্বের কোনও ন্যূন-বৃদ্ধি হয় না। ইহা সমস্ত শ্রৌতশাস্ত্র সমস্বরে কীর্ত্তন করেন।

যথা সৌবিরিকাদ্ভক্ষ্যো যথা সঙ্কর্ষণাদহঃ।
তথা ত্বমেব জায়স্ব মর্ত্যলোকং বৃহদ্ব্রত॥

যিনি অদ্বৈতত্ব ভগবদ্ভক্ত ও অদ্বৈতত্ব ভাগবদ্ভক্তির এই নিরপেক্ষতা উপলব্ধি করিয়া অদ্বৈতত্ব ভক্তের আনুগত্যে অদ্বৈতত্ব ভক্তির অনুশীলন করেন, তিনিই যথার্থ বৈষ্ণবতার পথে চলিয়াছেন।

এই উক্তির সার্থকতা প্রদর্শনের জন্য ভগবান্ বিভিন্ন সময়ে তাঁহার নিজ সাধন-ভক্তকে বিভিন্ন অবতারকুলে আবির্ভূত করাইয়া থাকেন। যাহারা সেই সকল ভক্তোত্তমকে জাতি-সামান্যে দর্শন করে, তাহারাই শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষায় "গোখর" বা "বৈষীবাহ্যবিমোহিত মতি।" দেহ-দেহাদিক, কনকড় স্মার্ত্তসম্প্রদায় এই

সুদার্শনিক আলোচনার ধারণা করিতে পারেন না বলিয়া তাহারা পাপ-পুণ্যের, স্বর্গ-নরকের নাগর-দোলায় সর্ব্বক্ষণ পরিভ্রমণ করিতে থাকেন।

ঈশ্বরপ্রেরিত পার্ষদ ভক্তের মধ্যে যবনকুলে আবির্ভূত ঠাকুর হরিদাস, ভূঁইমালিকুলে অবতীর্ণ কনুঠাকুর প্রভৃতির প্রতি কপটভক্ত-সার্ব্বের উপমান-স্বরূপ 'হরিনদী গ্রামের ভজন ব্রাহ্মণ', চন্দ্রবিপ্র, আরিন্দা ব্রাহ্মণ—গোপাল চক্রবর্ত্তী, রামচন্দ্রখান প্রভৃতির এবং অন্যত্র অনেক ব্যক্তিরই জাতিসামান্যবুদ্ধিতে অপরাধ ছিল। দেহে আত্মবুদ্ধি এবং দেহগত প্রভুত্বের ইচ্ছা হইতেই অপ্রাকৃত বৈষ্ণবকে 'ছোট' বলিয়া মনে হয়।

বহুভীরু দেহকে মাপকাঠি করিয়াই ছোট-বড় মাপিয়া থাকে, আর মহামুক্ত পুরুষগণ আত্মার বিকাশ দেখিয়া অন্যের উৎকর্ষের তারতম্য বিচার করেন। বহুভীরুর চক্ষু দেহ-মনকে অতিক্রম করিয়া আত্মার উচ্চদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে না।

বহুভীরুগণের নিকট দেহই সারাৎসারতত্ত্ব—সকল পুরুষার্থের মূলাধার—তাহাদের সর্ব্ব ব্যাপার কল্পতরু-সদৃশ। কোন মহাদেশের সম্রাট্, তাঁহার দেহজাত পুত্রকে অর্থাৎ যুবরাজকে তাঁহার সমস্ত রাজ্যে অভিষিক্ত করিলে তাহা সঙ্কীর্ণভাবে সমীচীন বলিলেই গ্রাহ্য হইবে। কিন্তু সেই যুবরাজ অপেক্ষাও সর্ব্বপ্রকারে যোগ্য ব্যক্তি যদি সেই সময় আসিয়া রাজ-সিংহাসন দাবী করেন, তখন ঐরূপ ব্যক্তি নিশ্চয়ই রাজদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবে। এখানে উক্ত যুবরাজের একমাত্র যোগ্যতা দেহ-সম্বন্ধ—যাহাকে ইংরেজী ভাষায় blood relation বলে। কৃষ্ণবিস্মৃত জগতের ইহাই নীতি। কপটভক্ত-সাজগণ দেহ-ধর্ম্মাবলম্বী হওয়ায় তাহারাও ঐ নীতিরই প্রচারক।

ঐ নীতি জাগতিক ক্ষেত্রে পরিচালিত হউক, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু যাহা জগতের অতীত ব্যাপার, সেই ভগবদ্ভক্তিরাজ্যে এই প্রাকৃত নীতিকে অতি ব্যাপ্ত করিলে, অপ্রাকৃত নীতিবিশারদ ভগবদ্ভক্তের প্রদর্শন তাহা নিশ্চয়ই প্রতিরোধ করিবে।

দ্রবিড়দেশ ভগবদ্ভক্তের লীলাভূমি। বাসুদেব-পরায়ণ অবলীলাক্রমে ভক্তগণের নানাপ্রকার চরিত্র-প্রসূন সেখানে প্রস্ফুটিত হইয়া সমস্ত জগৎ সৌরভান্বিত করিয়াছে। এজন্যই ভাগবত গাহিয়াছেন,— (ভাঃ ১১।৫।৩৯-৪০)

কচিৎ কচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ।
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী।
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী।
যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর।
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ॥

অন্যূন খৃষ্টীয় পঞ্চমশতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের নিচুলাপুরে (ওয়ায়ুর) নামক স্থানে প্যারেয়া বা চণ্ডালকুলে তিরুপ্পান আলবর আবির্ভূত হন। তিনি বাগ্যাবধি হরিকীর্ত্তনে আসক্ত ছিলেন।

দাক্ষিণাত্যে প্যারেয়া বা চণ্ডালজাতি উচ্চজাতির নিকট অতি হীনচক্ষে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এমন কি, যে-সকল পথ দিয়া ব্রাহ্মণ-জাতি গমন করেন, সেই সকল পথে প্যারেয়াগণের গমনাগমন নিষিদ্ধ। অধিক এখন বৃহৎ নগরের রাজপথসমূহে এইরূপ বিধি-প্রতিপালিত হইতে পারে না, তথাপি দাক্ষিণাত্যের অনেক গ্রামে—যেখানে সামাজিক রীতি-নীতির নিগড় খুব দৃঢ়, সে-সকল স্থানে 'প্যারেয়া' জাতি কখনও ব্রাহ্মণের ব্যবহৃত সুদূরে স্থান করিতে পারে না, এক রাস্তায় গমনাগমন করিতে পারে না—রাজপথ দিয়া চলিতে হইলে তাহাদিগকে বহু দূর হইতে 'প্যারেয়া আসিতেছে'—এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে চলিতে হয়। যদি দৈবাৎ কোন প্যারেয়ার সঙ্গে কোনও উচ্চ-জাতির সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে প্যারেয়াকে উচ্চজাতির শুদ্ধির জন্য যাবতীয় ব্যয়-বহন করিতে হয় এবং নানাপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত বা দণ্ডভোগ করিতে হয়।

এইরূপ স্মার্ত্ত, সামাজিকগণের অস্পৃশ্য, অদৃশ্য অবস্থায়, এক অতি নিম্নিত কুলে তিরুপ্পান আলোয়ার প্রকটিত হন। "আলোয়ার" কথাটী তামিল ভাষার একটী শব্দ। তামিল ভাষায় 'আল্' অর্থে—শাসন করা এবং 'ওয়ার' অর্থে—কর্ত্তা। সুতরাং "আলোয়ার" অর্থে—যিনি নিখিল জগৎ শাসন করিবার অধিকারী। ইহার সহিত 'গোস্বামী, বা শ্রীল রূপ-উপদেশামৃতের—

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।

এতান্ যোগান্ যো বিমুহেত ধীরঃ
সর্ব্বাসপীয়াং পুরিশয়ং স শিষ্যাৎ।

—বাক্যটী সমধ্যাতীত। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ে-আলোয়ার-গণ নিত্য ভগবৎপার্ষদ, জগদ্গুরু ও পূর্ব্বাচার্য্যরূপে বৃত হইয়াছেন। চণ্ডালকুলে অবতীর্ণ পাণিয়া এই আলোয়ার-গণের অন্যতম হইয়া ব্রাহ্মণকুল-শিরোমণি শ্রীমদ্ভগবদৈষ্ণব বা ধর্ম্মীয় আচার্য্যপ্রবর শ্রীরামানুজপাদের পূর্ব্বগুরুরূপে শ্রীসম্প্রদায়ের গুরু-পরম্পরায় নিরাজিত রহিয়াছেন।

মহাভাগবত তিরুপ্পান বীণাযন্ত্র-সহকারে অনুক্ষণ শ্রীবিষ্ণুর গুণকীর্ত্তন করিয়া তাঁহার তাপক্ষেপণ করিতেন। হরি-কীর্ত্তন ব্যতীত তাঁহার অন্য কোনও সকাম ভজনরীতি ছিল না। তিনি কীর্ত্তনকেই একমাত্র চরম সাধ্য বা একায়ন ভজন-পথ বিচার করিয়াছিলেন। হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না—তাঁহার শ্রীমুখে অকপট সাত্ত্বিক বিকার-সমূহ প্রকটিত হইত।

কাবেরীর তটে শ্রীরঙ্গনাথের সুবিশাল শ্রীমন্দির। একদিন শ্রীমন্দিরের সন্মুখবর্ত্তী কাবেরীর তীর-প্রদেশে নিবিষ্টচিত্তে হরিনাম করিতে করিতে তাঁহার বাহ্যদশা লুপ্ত হইল। এমন সময় শ্রীরঙ্গনাথের জনৈক পূজক শ্রীবিগ্রহের অভিষেকের জন্য মহাপুণ্যা কাবেরী হইতে জল আহরণ-পূর্ব্বক শ্রীমন্দিরের দিকে অগ্রসর হইবার উপক্রম করিয়া দেখিতে পাইলেন,—চণ্ডাল-জাতীয় (?) জনৈক ব্যক্তি পথি-মধ্যে বসিয়া বীণা-বাদন করিতে করিতে নিদ্রিত-প্রায় রহিয়াছে। শ্রীমন্দিরের ব্রাহ্মণ-সেবকটীর নাম—মুনি। মুনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রমাগত তিন চারিবার দূর হইতে পথমধ্যস্থিত ঐ ব্যক্তিটীকে আহ্বান করিলেন এবং সে-স্থান পরিত্যাগার্থ আদেশ দিলেন। কিন্তু তিরুপ্পান অন্তর্দশায় এতদূর নিবিষ্ট ছিলেন যে, পূজারী ব্রাহ্মণের কোনও বাহ্য শব্দই কর্ণে প্রবিষ্ট হইল না। ব্রাহ্মণ বিচার করিলেন, —"চণ্ডালের আস্পর্দ্ধাটা কিরূপ! একে ত' সে ব্রাহ্মণের গমনাগমনের পথে বসিয়াছে, আবার বিষ্ণুর পূজার ব্যাঘাত-কারক হইয়া নিদ্রিত রহিয়াছে! ব্রাহ্মণ ও নারায়ণের প্রতি নীচজাতির এইরূপ অন্যায় ব্যবহার কখনই সহ্য করা হইবে না।" এইরূপ বিচার করিতে করিতে উক্ত ব্রাহ্মণ অন্তর্দশায় আবিষ্ট মহাভাগবত তিরুপ্পানের গায়ে লোষ্ট্র-নিক্ষেপ করিয়া তিরুপ্পানের নিদ্রা-ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিলেন এবং একটী লোষ্ট্র-নিক্ষেপ-পূর্ব্বক কঠোর ভাষায় তিরুপ্পানকে সাবধান করিয়া দিলেন। লোষ্ট্রের আঘাতে (?) গাত্রজ্বালা লাভ করিয়া তিরুপ্পান যখন দেখিলেন যে, তিনি শ্রীরঙ্গনাথ-সেবকের পথ অবরুদ্ধ করিয়া আছেন, তখনই তিনি আপনাকে ধিক্কারিয়া এবং পূজকের নিকট স্বীয় অপরাধ-ভঞ্জ ক্ষমা-ভিক্ষা করিতে করিতে দ্রুতপদে সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

এদিকে মুনি শ্রীরঙ্গনাথের শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণে আসিয়া যখন শ্রীমন্দির-দ্বারে প্রবেশ করিলেন, তখন দেখিলেন যে, মন্দির-দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ। মুনি একে একে প্রত্যেক সেবকের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন এবং দ্বার খুলিয়া দিবার জন্য বারংবার বলিতে লাগিলেন। কিন্তু দ্বার খুলিবে কে? মন্দিরের অভ্যন্তরে তখন কোনও পূজকই ছিলেন না, আর থাকিলেও বা তাঁহারা কি করিতে পারিতেন? এ দ্বার রুদ্ধ করিয়াছেন যে স্বয়ং শ্রীরঙ্গনাথ। তাঁহার ভক্তকে—তাঁহার নিজ-অঙ্গকে যাহারা সামান্য মনুষ্য-সমাজে—জাতি-সমাজে ঘৃণা করিয়া সেই ভক্তের প্রতি অবজ্ঞা করে, সেইরূপ অপরাধীর 'দাঁড়ানো'—সেইরূপ অপরাধী কখনই ভগবদ্দর্শনের অধিকারী নহে।

অকস্মাৎ শ্রীমন্দিরের দ্বার কে এরূপভাবে রুদ্ধ করিল, কেহই ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। মুনির পুনঃ পুনঃ দ্বারে করাঘাত ও উচ্চ আহ্বানের শব্দে যাবতীয় সেবক তথায় আসিয়া সমবেত হইলেন। ভিতরে কোনও পূজক নাই, অথচ দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া সকলেই বিশেষ ভীত হইলেন। তাহা হইলে কি কোন দস্যু অথবা বিধর্ম্মী শ্রীবিগ্রহের অলঙ্কারাদি অপহরণ বা শ্রীবিগ্রহের প্রতি অসম্মানার্থ মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিল? কি উপায় হইবে? এদিকে প্রভুর স্নানের সময় অতিক্রান্ত হইয়া যাইতেছে। কি করা যাইবে? দ্বার ভাঙ্গিয়া মন্দিরে প্রবেশ করা কি সমীচীন? মুনি তখন ভাবিতে লাগিলেন,—হয় ত' তাঁহারই কোনও বিশেষ অপরাধ হইয়া থাকিবে—যাহার জন্য শ্রীরঙ্গনাথই স্বয়ং দ্বাররুদ্ধ করিয়া থাকিবেন। তাঁহার এমন কি অপরাধ সম্ভাবনা? তিনি ত' অতি যত্নসহকারে, বিশেষ পবিত্রতা-সংরক্ষণ-পূর্ব্বক রঙ্গনাথের অর্চ্চন করিয়া থাকেন। রঙ্গনাথের চরণে তাঁহার ভক্তিশ্রদ্ধাও ত' যথেষ্ট রহিয়াছে।

তবে কেনই বা শ্রীরঙ্গনাথ রুষ্ট হইবেন? কি জানি যদি তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোনও অপরাধ হইয়া থাকে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তিনি সুকৃতবে গদগদচিত্তবাসে তাঁহার অজ্ঞাত অপরাধের জন্য শ্রীরঙ্গনাথের উদ্দেশে ক্ষমা-ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। পূজকের দুই চক্ষু দিয়া অনুতাপাশ্রু নির্গত হইতে থাকিল। মুনি বলিতে লাগিলেন,—"শ্রীমন্দিরে দস্যুরা প্রবিষ্ট হইত, আর সিংহটী গমন করুক, নিশ্চয়ই আমার অপরাধের ফল হইবে। প্রভো, এমন কি অপরাধ করিলাম, যাহার জন্য আমার প্রতি শ্রীমন্দির দ্বার রুদ্ধ হইল? কি অপরাধ হইয়াছে, জানিতে পারিলে আমি যথাসাধ্য সংশোধনে করিতে চেষ্টা করিব। কৃপা-পূর্ব্বক আমার অপরাধের কথা বলিয়া দিন। আপনি ত' অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে পুনরায় নিজ-পূজার অধিকার দেন। আপনি ত' অযোনিসম্ভব, আমরা কি অপরাধ হইয়াছে যে তজ্জন্য কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, কৃপা-পূর্ব্বক বলুন।"

এইভাবে মুনি বহুক্ষণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু মন্দিরের দ্বার সমভাবেই রুদ্ধ, ভিতর হইতে কোন উত্তর নাই। মুনি তখন আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং মন্দির-দ্বারে মস্তক-আঘাত করিতে করিতে ক্ষমা-ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। সমবেত অন্যান্য পূজকগণও শ্রীরঙ্গনাথের প্রসন্নতার নিমিত্ত সমস্বরে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।

এইভাবে বহুক্ষণ অতিবাহিত হইলে শুনিতে পাওয়া গেল,—কে যেন মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে বলিতেছেন,—"মুনি আজ, আমার অঙ্গে লোষ্ট্রাঘাত করিয়াছে, সুতরাং আজ হইতে তাহার দ্বারখানা, আমি আর তাহাকে আমার নিকট কখনও আসিতে দিব না, সে আমার পূজার সম্পূর্ণ অনধিকারী।"

মুনি ইহা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"প্রভো, আমি আপনাকে কখন লোষ্ট্রাঘাত করিয়াছি? এরূপ দুর্বুদ্ধি আমার জ্ঞান-থাকা-সত্ত্বে কখনই হইতে পারে না। প্রভো, আমি আপনার বাক্যের তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

রুদ্ধ মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে তখন কে উত্তরে বলিলেন,—"কাবেরী-তীর্থে যে মহাপুরুষ বীণাহস্তে আমার নাম-সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন, তুমি তাঁহাকে 'চণ্ডালজাতি' মনে করিয়াছ? তিনি আমার স্বরূপ। তাঁহাকে চণ্ডাল-জাতি মনে করায় আমাকেই চণ্ডাল বলা হইয়াছে, আর তাঁহাকে লোষ্ট্র-নিক্ষেপ করায় আমার প্রতিই লোষ্ট্র-নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তুমি আমার ভক্তকে, মস্তকে, পাদদেশকে ছেদন করিয়া আমার পূজা করিতে চাহিতেছ। আমার সেরূপ-ভাবে পূজা হয় না। আমার ভক্তকে স্নান করাইলে আমার স্নান হয়, চণ্ডালকুলে আমারই ইচ্ছায় অবতীর্ণ আমার অনেকতর ভক্তকে স্নান করাইয়া তাঁহার পাদোদক পান করিলে আমার চরণামৃত সেবন করা হয়। যাহারা কেবল আমার পূজা-হলনা দেখায়, কিন্তু আমার ভক্তগণের পূজা করে না, বা তাঁহাদের প্রতি জাতিবুদ্ধি প্রকৃতি করিয়া তাঁহাদের অবমাননা করে, তাহারা পাষণ্ডিক, তাহারা আমার পূজক নহে—আমার বিদ্বেষী। আমার সেবকের যিনি সেবক, তিনিই আমার প্রকৃত সেবক। আমার সেবকগণকে আমি যে-কোনও কুলে অবতীর্ণ করাইয়া জগতে তাঁহের অসমোর্দ্ধ মহিমা প্রচার করিয়া থাকি। আমি হনুমানকে কপিকুলে; প্রহ্লাদ, বলিকে দৈত্যকুলে অবতীর্ণ করাইয়া-ছিলাম বলিয়া তাঁহারা বানর বা দৈত্য নহেন। আমার ইচ্ছায় ভক্ত 'চণ্ডাল'-কুলে প্রকটিত হইয়াছিলেন বলিয়া ভক্ত 'চণ্ডাল' নহেন। তাঁহাদিগকে আমি মস্তকে ও বক্ষে ধারণ করি। আমার প্রতি অপরাধ আমি সহজেই ক্ষমা করি, কিন্তু আমার ভক্তের প্রতি অপরাধ আমি কখনও ক্ষমা করিতে পারি না—তবে আমার অযোনিসম্ভবা ভক্ত যদি কৃপা করিয়া ক্ষমা করেন, তবেই আমি তাঁহার অনুরোধে—তাঁহার জন্য ক্ষমা করিতে পারি। অতএব তুমি চণ্ডালকুলে অবতীর্ণ আমার ভক্তকে ব্রাহ্মণকুলজাত তোমার অপেক্ষা নিকৃষ্ট বিচার করিয়া যে অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছ, তাহা হইতে যদি নিষ্কৃতি লাভ করিতে পার, তবেই আমি আমার মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিব, নতুবা অন্য কোন প্রকারে আমি প্রসন্ন হইব না। তুমি আমার উক্ত ভক্তকে তোমার স্কন্ধে বহন করিয়া তাঁহার চরণে ক্ষমা-ভিক্ষা করিতে করিতে মন্দির-প্রদক্ষিণ করিলে আমি মন্দির উন্মুক্ত করিব, নতুবা নহে।"

শ্রীরঙ্গনাথের এই আদেশ-বাণী শ্রবণ-মাত্র মুনি উন্মত্তের ন্যায় দ্রুতবেগে কাবেরী-তীর্থের দিকে ধাবিত

হইলেন এবং তিরুপ্পানকে তথায় দেখিতে পাইলেন। মুনি তিরুপ্পানের নিকট সেই করযোড়ে পলায়নীকৃতবাসে ক্ষমাভিক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন, অমনি তিরুপ্পান দূরে সরিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—"আমি অতি হীন চণ্ডাল, আমি যে অপরাধ করিয়াছি, তজ্জন্য আপনি দূর হইতেই দোষ্ট্রাদির দ্বারা আমার শাস্তি-বিধান করুন। চণ্ডালকে হস্তাদির দ্বারা স্পর্শ করিয়া আপনার পবিত্র ব্রাহ্মণদেহকে অপবিত্র করিবেন না।"

শ্রীরঙ্গনাথের আবেশ-প্রাপ্ত 'মুনি' নামক সেই ব্রাহ্মণ তিরুপ্পানের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই তিরুপ্পানের শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে নিজ-স্কন্ধোপরি স্থাপন-পূর্ব্বক তিরুপ্পানের চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে করিতে শ্রীরঙ্গনাথের সর্ব্বপ্রকার-বিশিষ্ট সমস্ত মন্দিরটী প্রদক্ষিণ করিলেন। তদবধি তিরুপ্পানের নাম হইল—"মুনিবাহন"। মুনিবাহন শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ে আলোয়ার বা ভগবদ্ভক্তরূপে পূজিত। শ্রীরামানুজাচার্য্য স্বয়ং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ হইয়াও মুনিবাহনকে পূর্ব্বাচার্য্য গুরুপদে বরণ-পূর্ব্বক তদ্ভরূপে নিত্য প্রণতি ও ভক্তির নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণবৈষ্ণব মুনিবাহনকে ব্রাহ্মণগুরু বলিয়া তদ্ভরূপে ভক্তাঞ্জলি প্রদান করেন

———

শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব

শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে—বিগত ১৯শে আষাঢ় ৩রা জুলাই রবিবার দিবস ৺ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের বিরহ-বাসরে শ্রীধাম-মায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীবাস-অঙ্গন ও শ্রীযোগপীঠের ভক্তগণ সম্মিলিত হইয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-স্মৃতি হৃদয়ে বহন-পূর্ব্বক কীর্ত্তনমুখে শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীবাস-অঙ্গন ও শ্রীযোগপীঠ পরিক্রমা করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে ভক্তগণ পুনরায় ঠাকুর মহাশয়ের বিরহ-গীতি কীর্ত্তন করিয়া সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীযোগপীঠে পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও মহাপ্রসাদ-বিতরণ-দ্বারা সুমেরুতিথি-পালনোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন।

———

গোদ্রুম সমাধিকুঞ্জে—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহ-তিথিতে শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে বহু ভক্ত এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে ঠাকুরের ভজনস্থলী শ্রীবানস্থলীকুঞ্জে গমন-পূর্ব্বক পরমহংস ঠাকুরের সমাধি-মন্দির পরিক্রমান্তে বহুক্ষণ হরিকীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে উক্ত দিবসের 'শ্রীনবদ্বীপপ্রকাশ' হইতে ভক্ত-বিরহকাতর ভক্তগণের লিখিত বিজ্ঞপ্তি-সৈন্যোক্তিচক প্রবন্ধাদি এবং 'গৌড়ীয়' হইতে 'বিরহোৎসব' শীর্ষক প্রবন্ধটী সকলসমক্ষে পাঠ করা হয়। অনন্তর পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রেমবিলাসাগার প্রভু শ্রীনরহরিগবত হইতে পরমভাগবত পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রতি ব্রহ্মশাপের বিষয় ও তাহার গূঢ় উদ্দেশ্য শ্রোত পন্থায় কীর্ত্তন করিয়া ভক্তানন্দ-বর্দ্ধন করেন। পাঠান্তে ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

———

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে—পুরী শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ হইতে নিম্নস্থ সংবাদ-দ্বারা সাধারণে জানাইতেছেন,—পুরী শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অষ্টাদশ বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব বিপুল সমারোহে ও সফলতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। সমস্ত দিবস-ব্যাপী বিবিধ ভক্ত্যানুষ্ঠান আচরিত হইয়াছিল। সন্ধ্যাকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ এবং শ্রীযুক্ত সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী প্রভু পুরুষোত্তমবাসী ও প্রবাসী বহু শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা-সমক্ষে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জীবনী ও

শিক্ষা-অবলম্বনে চিত্তাকর্ষক ও সারগর্ভ তিনটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বক্তৃতান্তে গৌড়-বিহিত কীর্ত্তনের পর সমবেত বিপুল জনমণ্ডলী-মধ্যে দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে—বিগত ১৯শে আষাঢ় তারিখে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহ-মহোৎসব বিশেষ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর মঙ্গলারাত্রিক, উষঃকীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টকপাঠ, ঠাকুরের ভোগরাগ ও ভোগারাত্রিক প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসমূহ যথাবিধি সম্পন্ন হইয়াছিল। মধ্যাহ্ন ১॥ ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীনাটমন্দিরে একটি কাঠাসনের উপর ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের আলেখ্য বিভিন্ন সুগন্ধি ও বিবিধ সুপুষ্পমালে বিভূষিত করা হইলে সমবেত ভক্তমণ্ডলী গৌরবিহিত কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। ব্রহ্মচারী শ্রীঘনশ্যাম ও ব্রহ্মচারী শ্রীসৎসঙ্গানন্দ অপরাহ্ণ ৩॥ টা পর্য্যন্ত মূল গায়করূপে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

অনন্তর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সন্ধ্যারাত্রিক সমাপ্ত হইলে বিচিত্র বর্ণের আলোকমালা-পরিশোভিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের সুবৃহৎ নাটমন্দিরে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভার প্রারম্ভে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন মহোদয় "বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর"—এই গীতিটি কীর্ত্তন করিলে শ্রীনবীনকৃষ্ণ দাসাধিকারী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যদুনন্দন দাসাধিকারী প্রভৃতি ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন প্রভৃ ঠাকুরের জীবন-চরিত্র ও শিক্ষার বিষয় আলোচনা-প্রসঙ্গে যথাক্রমে এক একটি বক্তৃতা-প্রদানমুখে বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভ-পরিপোষণের মূর্ত্ত-অবতার-স্বরূপ গৌরশক্তি শ্রীল গদাধর ও গৌরশক্তি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের একই ভিত্তিতে অন্তর্দ্ধান-লীলাপ্রকাশের কথা বর্ণন করিয়া শ্রীল গদাধর প্রভু ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভুর প্রাপঞ্চিক শ্রীগৌর-সুন্দরকে গৌরশক্তিরূপ-দান শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে বিশেষভাবে কীর্ত্তনমুখে আরাধনা করেন।

কলিকাতার বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্তমণ্ডলীর দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সুবৃহৎ নাটমন্দিরটি পরিপূর্ণ হইয়াছিল। বক্তৃতান্তে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন প্রভু "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর" গীতিটী ও 'মহামন্ত্র' কীর্ত্তন করিলে ঠাকুরের ভোগারাত্রিক সমাপ্ত হইল। অনন্তর সমাগত প্রায় সাড়ে তিন শত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগচ্চারণ ভক্তিশাস্ত্রব প্রভু ও শ্রীযুক্ত চিদানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুর ঐকান্তিক যত্ন ও সেবা-চেষ্টায় এই উৎসবটি সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে—গত ১৯শে আষাঢ়, ওরা জুলাই রবিবার নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অষ্টাদশ বার্ষিক অপ্রকট মহোৎসব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আদেশে ও অভীষ্টানুসারে বিভিন্ন শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্র-সমূহে অনুষ্ঠিত হইবার ন্যায় পূর্ব্ববঙ্গের প্রধানা নগরী ঢাকার শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠেও বিশেষ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

অপরাহ্ণে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের নাট্যমন্দিরে একটী বৃহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল; নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুরের আলেখ্য পুষ্প-মাল্যাদির দ্বারা বিভূষিত হইয়া সভাস্থলীতে ভক্তিবিনোদ-মূর্ত্তির উদ্দীপনার সহায়ক হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত অধ্যাপক আচার্য্য পণ্ডিতবর শ্রীপাদ বহুবর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয় এবং অধ্যাপক শ্রীপাদ হরিপদ দাসাধিকারী বি, এস্‌সি মহোদয় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে উপস্থিত ছিলেন। আচার্য্য শ্রীপাদ বহুবর প্রভু শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বন্দনা ও উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন। তৎপরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও বর্ত্তমানযুগে তাঁহার অনপিতচর দান-সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁহারই মনোহভীষ্ট-পরিপূরক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-তিথিতে রায় রামানন্দ-বিদনস্থলী গোদাবরী-তটস্থ গোপাল-তীর্থে শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়-মঠ ও তথায় শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার কথা ভক্তগণ কীর্ত্তন করিয়া অনুস্মৃতি-দ্বারা শ্রীগুরুদাসগণের

সংস্পর্শ ও তদাহুগত্যে বিরহ-উৎসব উদ্‌যাপনের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। ওঁকার ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গসিক্ত ওষ্টদেশমাত্র শ্রীগুরাহুগত্যে স্পর্শ-লাভের প্রয়াসের পর পণ্ডিতবর শ্রীপাদ বন্ধুবর প্রভু ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত গীতি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। মঠরক্ষক শ্রীপাদ রাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারিপ্রভু এবং মঠসেবক অন্য ব্রহ্মচারিগণের বিশেষ উদ্যোগে ও সেবায় উপস্থিত ব্যক্তিগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ-মঠে—ঢাকা বালিয়াটী হইতে শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী মহোদয় জানাইতেছেন,—গত ১৯শে আষাঢ় রবিবার দিবস ঢাকা বালিয়াটী শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ-মঠে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অষ্টোত্তর বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব অতি সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের যথাবিধি অর্চ্চন, ভোগরাগাত্মিক কীর্ত্তন প্রভৃতি ক্রমাঙ্গ-সমূহ অনুষ্ঠান এবং অপরাহ্নে মঠে এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীপাদ নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী প্রভু বক্তৃতামুখে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অভিমর্ত্ত্য পবিত্র জীবনী সমাগত জনমণ্ডলীর নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে ওঁকার ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছিল। বেলা ২ ঘটিকা হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমাগত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ব্রাহ্মণপাড়া শ্রীপ্রপন্নাশ্রম-মঠে—কাওড়া জিলার ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে শ্রীযুক্ত নাগরুক ব্রহ্মচারী প্রভু জানাইতেছেন,—এখানকার প্রপন্নাশ্রম-মঠে নিত্য-লীলা-প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উৎসব-উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কয়েক দিবস পূর্ব্বে শ্রীমঠে শুভাগমন-পূর্ব্বক উৎসবটি সাফল্য-মণ্ডিত করিয়াছেন। উৎসব-দিবস বহুদূর হইতে এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে বহু ভদ্রমহোদয় ও মহিলা উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

মধ্যাহ্নে মহাপ্রভুর ভোগরাগাত্মিকের পর প্রায় দেড়শত লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। অপরাহ্নে স্বামিজী মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় এবং শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা-সম্বন্ধে অতি সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করেন। সন্ধ্যা ৭টার সময় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-গীতি কীর্ত্তনান্তে বক্তৃতামুখে ঠাকুরের অভিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা করা হয়। স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ভদ্রলোক এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। অতঃপর ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা হইতে একটি বিরহগীতি কীর্ত্তনের পর উৎসবের কার্য্য শেষ হয়।

রাজগোপাল-পাট—(শ্রীযশোর পত্তিত)—বিগত ১৯শে আষাঢ় তারিখে চাকদহের অন্তর্গত কাঁঠালপুলি গ্রামে শ্রীল যশোর পণ্ডিতের শ্রীপাটে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের বিরহ-মহোৎসব সাকলগৌরবের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ দিবস প্রাতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীঅনাদি-চরণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীবৃন্দমোহন দাসাধিকারী এবং বারাকপুর হইতে শ্রীযুক্ত দিবাহরি দাসাধিকারী ও আরও কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

উৎসব-দিবস পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকা হইতে শ্রীযুক্ত দিবাহরি দাসাধিকারী মহাশয় বহুক্ষণ শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন করেন, অতঃপর ঠাকুরের ভোগরাগাত্মিক সম্পন্ন হয়। অপরাহ্ন ৩টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত অনাদিচরণ ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ-বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর মঠ-প্রাঙ্গণে একটি সভার অধিবেশন হয়। ভক্তগণ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আলেখ্য বিবিধ পুষ্পমালো বিভূষিত করিয়া সভামধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। সভার প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত দিবাহরি দাসাধিকারী মহোদয় মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিলে শ্রীঅনাদিচরণ ব্রহ্মচারীজী একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা-প্রদানমুখে ঠাকুরের অভিমর্ত্ত্য চরিত্র ও শিক্ষার কথা কীর্ত্তন করিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন। বক্তৃতান্তে শ্রীযুক্ত দিবাহরি দাসাধিকারী মহোদয় "হে আমার প্রেমধন করুণা প্রচুর" বিরহ-গীতিটি কীর্ত্তন করিলে সভার কার্য্য শেষ হয়। স্থানীয় বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সকলকেই প্রচুর মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

উৎসবে মঠরক্ষক শ্রীপাদ হরিকিশোর ব্রহ্মচারী প্রভুর ঐকান্তিক যত্ন ও সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মঠে—গত ১৯শে আষাঢ় রবিবার দিবস শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-মহোৎসব পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ-দ্বয়ের তত্ত্বাবধানে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকের পর ভক্তগণ গুরুষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন, পরে "শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্টস্থাপক" পারায়ণ হয়। পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তিদ্বয় পুষ্পমালিকা-দ্বারা বিভূষিত করা হইয়াছিল। মধ্যাহ্নকালে পারায়ণ সমাপ্ত হইলে ঠাকুরের ভোগারাত্রিক সম্পন্ন হয় এবং তৎপরে সমবেত ভক্তগণ মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ অপরাহ্ণে ৪টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত 'গৌড়ীয়' ১০ম খণ্ড ৪১শ সংখ্যা পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে ঠাকুরের অভিনব চরিত্র ও শিক্ষার কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

আমলাজোড়া শ্রীপ্রপন্নাশ্রম-মঠে—নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিগত বিরহ-মহোৎসব-দিবস আমলাজোড়া শ্রীপ্রপন্নাশ্রম-মঠ হইতে পূর্ব্বাহ্নে ঘোল-করতাল-কাঁসর-ঘণ্টা প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য এবং বিচিত্র বর্ণের পতাকাদিসহ একটি নগরসংকীর্ত্তন বাহির হয়। ভক্তবৃন্দের উদ্দণ্ড নৃত্য এবং সুউচ্চ কীর্ত্তন-ধ্বনিতে দিগ্‌বিদিগন্ত মুখরিত হইতেছিল; গ্রামের বহুশিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই নগর-সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

অপরাহ্ণে ভক্তগণ বিরহ-স্মৃতি-উদ্দীপক মহাজন-পদাবলী এবং পদ্য বর্ষের ৪১শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়' হইতে বিরহ-গীতি কীর্ত্তনের পর মঠাধ্যক্ষ ব্রহ্মচারীজী ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের শিক্ষা ও দানের বৈশিষ্ট্য এবং বিপ্রলম্ভের পরম মাধুর্য্যের বিষয় শাস্ত্রযুক্তিমূলে শ্রোতৃবৃন্দের নিকট বর্ণন করেন। শ্রীশ্রীগৌরবিনোদকিশোর-জীউর সন্ধ্যারাত্রিক সমাপনান্তে সমাগত প্রায় ২০০ ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ঐ দিবস সন্ধ্যায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় বহু ব্যক্তি রাত্রিতে শ্রীমঠে উপস্থিত না হইয়া তৎপরদিবস প্রাতে মঠে আসিয়াছিলেন। তখনও পূর্ব্বাধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল।

শ্রীসনাতনগৌড়ীয়-মঠে—কাশীধামস্থ শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহতিথি বিশেষ সাকল্য-গৌরবের সহিত পালিত হইয়াছে। ঠাকুরের মঙ্গলারাত্রিক, অর্চ্চনকার্য্য, ভোগারাত্রিক প্রভৃতি যাবতীয় ভক্তানুষ্ঠান যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অপরাহ্ণে বহু শিক্ষিত ও সজ্জনমণ্ডলী-মধ্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের লোকাতীত জীবনী আলোচনামুখে গ্রাম্যকথা ও বিষ্ণু-বৈষ্ণব-চরিত্র-কথা, বৈষ্ণব ও কর্ম্মফলবাধ্য জীবের জন্ম-মৃত্যু-পার্থক্য, বৈষ্ণবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব, গুরুপরম্পরা, গুরুতত্ত্ব, ঠাকুরের আবির্ভাব ও তিরোভাব-কাল, আবির্ভাবের কারণ, আবির্ভাবের পূর্ব্বে গৌড়ীয়ের অন্ধকারযুগ, তথাকথিত সাহিত্যিক, বেদজ্ঞতা উপাধির শোক-সভা ও বৈষ্ণব-বিরহে শোক-সভার পার্থক্য, ঠাকুরের আচার-প্রচার, গ্রন্থ-প্রচার, লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার, সাময়িক-পত্রিকা-প্রচার এবং জীবে দয়ার প্রকৃত অর্থ কি, তাহা সুসিদ্ধান্তপূর্ণ যুক্তি-সহকারে কীর্ত্তন করেন। সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী-মধ্যে সারগ্রাহি-মাত্রেই স্বামিজীর বক্তৃতা-শ্রবণে বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন।

অতঃপর ভক্তিশাস্ত্রী ব্রহ্মচারী শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দজী সুললিত স্বরে "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর" প্রভৃতি কয়েকটি বিরহ-গীতি কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে আরও মুগ্ধ করিয়াছিলেন। কীর্ত্তনান্তে ঠাকুরের ভোগারাত্রিক সমাপ্ত হইলে উপস্থিত জনমণ্ডলীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। উৎসবোপলক্ষে ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীনৃসিংহানন্দজী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী ও ভক্ত শ্রীরাজেন্দ্রের সেবা-চেষ্টা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

শ্রীএকায়ন মঠে—ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের বিরহ-মহোৎসবোপলক্ষে হরসেক্স শ্রীএকায়ন-মঠে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধাগোবিন্দের মঙ্গলারাত্রিকের

পর হইতে বেলা ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত ভক্তগণ উষঃকীর্ত্তন করেন, তৎপরে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। মধ্যাহ্নে ঠাকুরের ভোগারাত্রিকের পর উপস্থিত বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। অপরাহ্নে নগর-সঙ্কীর্ত্তন এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর বিরহ-গীতি ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ হইয়াছিল। এই উৎসবে শ্রীযুক্ত কৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী মহোদয়ের সেবা-প্রাপ্ততা প্রশংসনীয়।

শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে—প্রয়াগধামস্থ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠে গত ১২শে আষাঢ় রবিবার বিরহ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহ-মহোৎসব সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক, অর্চ্চন, ভোগরাগ প্রভৃতি কার্য্য-সমূহ যথাসময়ে যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রিকের পর রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত ১৪ ঘণ্টা ব্যাপী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও শিক্ষার বিষয় সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর ঠাকুরের ভোগারাত্রিক সমাপ্ত হইলে সমাগত প্রায় দুইশত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাকে মহাপ্রসাদ-দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল।

শক্তিতত্ত্ব

শক্তিতত্ত্বটী বড়ই জটিল। একমাত্র গৌরকৃষ্ণ-করুণা-শক্তি শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপা ব্যতীত বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, প্রত্নতত্ত্বানুশীলন প্রভৃতি দ্বারা তাহাতে জীবের প্রবেশাধিকার ঘটে না। এজন্য শ্রৌতসিদ্ধান্তই আমাদের অনুশীলনীয়।

শক্তিতত্ত্বের মধ্যে চিচ্ছক্তি ও জড়শক্তি—এই উভয়ের প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। চিচ্ছক্তির অপর নাম—'যোগমায়া', জড়শক্তির নাম—'মহামায়া' বা 'জড়মায়া'।

যোগমায়া বদ্ধ-জীবের ভোক্তৃবুদ্ধি-প্রসূত আবরণ ও বিক্ষেপাত্মক উপাধি-দ্বয় অপসারণ করিয়া নিরুপাধি কৃষ্ণ-সেবা-প্রাপ্তির সহায়তা করেন, আবার সেই যোগমায়াই অন্তর্মুখিত্ত ঈশ-বিমুখ জীবগণের ভোগ্যরূপে উদিত হইবা-মাত্রই তাহাদের মোহ উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে প্রপঞ্চে এই ভবদুর্গে ভ্রমণ করাইয়া শাস্তি প্রদান করেন। প্রাপঞ্চিক ভোগ্য জড়ব্যোমে বদ্ধজীবের তাৎকালিক ভোক্তৃবুদ্ধিজনিত মূঢ়তায় আবদ্ধ হইবার যোগ্যতা বর্ত্তমান। নিত্য-ভূমিকা পরব্যোমে অজ্ঞান, অনুপাদেয়তা, পরিচ্ছেদ প্রভৃতি ধর্ম্মের অনবস্থান-হেতু তথায় যোগমায়া ভগবৎ-সেবানুকূলবৃত্তিযুক্ত হইলেও ঈশ-বিমুখ বদ্ধজীবগণের প্রাপঞ্চিক ভোক্তৃবিচারফলে তাহাদের ভগবৎসেবন-প্রতিকূলা বিবর্ত্ত-বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া বিমোহিত করিয়া থাকেন।

লক্ষ্মী ও সরস্বতী প্রভৃতি ভগবচ্ছক্তি-সমূহের ছায়া-রূপিণী মায়া ও তদীয় বৈভবসমূহ ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণকারী ভগবদ্বিমুখ বদ্ধজীবগণকে জড় আবাঞ্চিক-জ্ঞান প্রদান-পূর্ব্বক বিজ্ঞানের বিপরীত অজ্ঞান-জাল বিস্তার করে। পরব্যোমস্থা স্বরূপশক্তি-স্বরূপিণী যে-সকল অন্তরঙ্গা মহা-লক্ষ্মীগণের ছায়া-রূপিণী বহিরঙ্গা মায়ার বৈভব-সমূহে বহির্ম্মুখ জীবগণ বিমুগ্ধ, তাঁহারাও ভগবানের পরবৈশ্বর্য্য-দর্শন-বিমুগ্ধা হইয়া আপনাদিগকে ভগবৎকিঙ্করীজ্ঞানে নিত্য ভগবদিচ্ছা-পরতন্ত্রা ও নিরন্তর ভগবদ্দাস্যে নিরতা থাকেন। ভগবানের পরম সন্তোষের নিমিত্ত দাস্যরসেই তাঁহার সেবা করেন, আবার ভগবদ্বিমুখ জীবের অধিক পরিমাণে মোহ উৎপাদন করিবার জন্য প্রাপঞ্চিক-বিচারে তাহাদের কর্ম্মফল-প্রদাত্রী মায়ারূপেও দৃষ্ট হন। (ভাঃ ১।৭।৩-৫—) "অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রিতম্। যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্। পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতমভিপদ্যতে। অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগ-মধোক্ষজে।"

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে মহালক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণমহিষী ও ব্রজগোপীগণের তত্ত্ববর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীল জীবপ্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"দ্বিতীয়ে ভগবৎ-সম্বর্ত্তে খলু পরব্যোমন শ্রীভগবতঃ নিত্যা তত্র শক্তিময়ী নিত্যসিদ্ধা। তত্র প্রথমা শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরাদ্যাঃ শ্রীভগদ্বশাস্তা তদীয়স্বরূপভূতা,—যন্নামযোগ খলু তত্র সা ভগবত্তা, দ্বিতীয়া

চাব তেষং ভগবদপেক্ষণীয়া মায়া-শক্তিঃ,—তন্মধ্যের যদ্ভু তদ্ভূতা ভগবতা। তত্র পূর্ব্বস্যাং শক্তৌ শক্তিমতি ভগবচ্ছব্দ-বহুত্বাদিবাদঃ প্রযুক্তাত ইত্যাদি দ্বিতীয়ে এব দর্শিতম্। • • তত্র যদ্যেবমপি পূর্ব্যোঃ শ্রীমহিষ্যোরা ভেদো। মধুরায়ামস্য প্রকটলীলায়াং শ্রুতৌ রুক্মিণ্যাঃ প্রতিভেদব্যবহারানুপপত্তেশ্চ। শ্রীমহিষীণাং তদীয়-স্বরূপশক্তিত্বা • • • স্বরূপভূতত্বং স্ফুটমেব দর্শিতম্। তদেবং তাসাং স্বরূপশক্তিত্বে লক্ষ্মীত্বং সিদ্ধ্যত্যেব। • • • ইথং শ্রীপট্টমহিষীণাস্তু তৎস্বরূপ-শক্তিত্বং কৈমুত্যেনৈব সিদ্ধ্যতি। • • • তথা (ভাঃ ১০।৬০।৯—) 'তাং প্রপদ্যে শ্রিয়ম্' ইত্যাদৌ "যা লীলয়া হরতনোরনুরূপরূপা" ইতি,—স্পষ্টম্। অতঃ স্বয়ং ভগবতো-হনুরূপত্বেন স্বয়ং লক্ষ্মীত্বং সিদ্ধমেব। • • তচ্চ বৈকুণ্ঠ-প্রতিষ্ঠায়া লক্ষ্মা অন্তর্ভাব্যস্বরূপাদেবৈব লক্ষ্মীঃ সকলঃ পরিপূর্ণেত্যর্থঃ। • • • তস্মাচ্ছক্তি-শক্তি মতোরত্যন্ত ভেদাভাবাদেবোপমানোপমেয়ভাবাভাবে সাদৃশ্যাভাব ইতি ভাবঃ। (ভাগবত ১০।৬০।৪৪)—"আত্মন্ যদ্যপি তে মহি চানতিরিক্ত-দৃষ্টেঃ" ইতি রুক্মিণী-বাক্যে)—নন্বাত্মস্বরূপস্য মম কথং দৃষ্টিতত্ত্বমিতি,—অনতিরিক্তদৃষ্টেঃ—শক্তিমত্ত্যাত্মনি শক্তৌ চ মদ্যনতিরিক্তা পৃথক্ত্বাবমূঢ়া দৃষ্টির্যস্য শক্তি-শক্তি-মতোরপৃথগ্ব্যবহারস্তস্মাৎ যদ্যেবমপি নিত্যে বিশিষ্টতয়ৈবাবগম্যমানে বা তুল্যাতে এব মদ্যপি রহিতিতি ভাবঃ।" অর্থাৎ দ্বিতীয় (ভগবৎ) সন্দর্ভে শ্রীভগবান্‌কে পরম-তত্ত্বরূপে নিরূপণ করিয়া তাঁহার দুইটী শক্তি নিরূপিতা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমটি—শ্রীবৈষ্ণবগণের নিকট সাক্ষাৎ শ্রীভগবত্তুল্য উপাসনার যোগ্যা তদীয় (অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধিনী) স্বরূপভূতা শক্তি; ভগবানের সাক্ষাদ্ ভগবত্তাও এই স্বরূপশক্তিময়ী। দ্বিতীয়টী—শ্রীবৈষ্ণবগণের নিকট জগতের ন্যায় উপেক্ষার যোগ্যা মায়া-শক্তিঃ) ভগবানের শক্তি-পরিণত জগদ্রূপতাও এই বহিরঙ্গা মায়াশক্তিময়ী। এই শক্তি-দ্বয়ের মধ্যে শক্তিমদ্বস্তুতে যেমন 'ভগবৎ'-শব্দ প্রযুক্ত হয়, তদ্রূপ প্রথমা স্বরূপশক্তিতেও 'লক্ষ্মী'-শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে,—[illegible]ও দ্বিতীয় (ভগবৎ) সন্দর্ভে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং (মথুরায় ও দ্বারকায়) সেই স্বরূপশক্তিরই 'শ্রীমহিষী'—সংজ্ঞা। তাপনী প্রভৃতি শ্রুতিতে অপ্রকট-লীলায় মথুরায় শ্রীরুক্মিণীর নিত্যাধিষ্ঠান প্রসিদ্ধ বলিয়া স্বরূপশক্তিরূপে অন্যান্য মহিষীগণেরও অধিষ্ঠান জানা যায়

শ্রীমহিষীগণের তদীয় ভগবৎস্বরূপশক্তিত্ব অর্থাৎ স্বরূপভূতত্ব স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং তাঁহাদের স্বরূপ-শক্তিত্বে লক্ষ্মীত্ব নিশ্চিতরূপে সিদ্ধ হইতেছে। • • এইরূপে শ্রীপট্টমহিষীগণের তদীয় স্বরূপ-শক্তিত্ব স্বতঃই সিদ্ধ হইতেছে। • • ভাগবতে অন্যত্রও (১০।৬০।৯ শ্লোকেও) শ্রীশুকদেবের এরূপ বাক্য বর্ত্তমান; যথা—"লীলাক্রমে বিগ্রহধারী শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ-রূপ-ধারিণী মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী-স্বরূপিণী "রুক্মিণীদেবীকে" ইত্যাদি। এই শ্লোকের অর্থ স্পষ্টই। অতএব স্বয়ং ভগবানের অনুরূপ-রূপা বলিয়া রুক্মিণীদেবীর স্বয়ং লক্ষ্মীত্ব নিশ্চিতরূপে সিদ্ধ হইতেছে সুতরাং বৈকুণ্ঠেশ্বরীরূপে প্রসিদ্ধা লক্ষ্মীরও অন্তর্ভাবাধার (অর্থাৎ ঐ লক্ষ্মীও ইহাতে অন্তর্ভুক্ত) বলিয়া এই মহালক্ষ্মী রুক্মিণী—সর্ব্বভাবেই পরিপূর্ণা। • • সেই কারণে পরা অথবা স্বরূপশক্তি ও শক্তিমানের অত্যন্ত ভেদাভাব (অর্থাৎ অভেদ)-নিবন্ধন উভয়ের পরস্পরের মধ্যে উপমান ও উপমেয়-সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, সুতরাং পরস্পরের মধ্যে (বাস্তব বস্তু ও ছায়া অথবা বিম্ব ও প্রতিবিম্ববৎ বস্তুগত পার্থক্য-জনিত) সাদৃশ্যের অভাব অর্থাৎ অভেদ বা ঐক্যই বর্ত্তমান। • • এইরূপ ভাগবতে অন্যত্রও (১০।৬০।৪৪ শ্লোকেও) স্বয়ং রুক্মিণীদেবীর উক্তি দেখা যায়; যথা—"আপনি—আত্মারাম, আমাতে অনতিরিক্ত (অভিন্ন)-দৃষ্টি-সম্পন্ন এতাদৃশ আপনার চরণে আমার অনুরাগ হউক।" (এই বাক্যে রুক্মিণী কৃষ্ণের আশঙ্কা বা আপত্তি নিরাস করিতেছেন,—) 'যদি আপনি বলেন,—আমি স্বয়ংই আত্মারাম, তোমার প্রতি আমার রতি কিরূপে সম্ভবে?' তদুত্তরে বলিতেছি, আপনি 'অনতিরিক্ত-দৃষ্টি' অর্থাৎ শক্তিমান্ আপনি স্বয়ংই আপনার প্রতি এবং স্বরূপ-শক্তিরূপা আমার প্রতি পৃথগ্‌ভাব-রহিত-দৃষ্টি-সম্পন্ন; তাৎপর্য্য এই যে, স্বরূপ-শক্তি ও শক্তিমদ্বস্তু, উভয়েই অপৃথক্ (অভিন্ন) বস্তু বলিয়া অর্থাৎ বস্তুতে অভিন্ন বলিয়া, অথবা উভয়কে পরস্পর বিম্ব ও আশ্রয়-ভেদে বিশিষ্টরূপেই জানা যায় বলিয়া আমাতে আত্মারাম আপনার রতি সঙ্গতই বটে।'

(বিষ্ণু পুঃ ১ম অংশ ৮ম অঃ ১৫—) "নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী। যথা সর্ব্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম।" অর্থাৎ 'হে দ্বিজোত্তম, ভগবান্ বিষ্ণুর স্বরূপ-

শক্তি 'শ্রী'—অবিনশ্বরা, নিত্যা এবং জগন্মাতা (নিখিল আত্মর-কোটি-জগতের প্রকৃতি বা মূল আকর-স্বরূপা)। ভগবান্ বিষ্ণু যেমন সর্ব্বগত, তাঁহার এই স্বরূপশক্তি মহালক্ষ্মীও তদ্রূপা। (ঐ ১ম অং ৯ম অঃ ১৪০—) "দেবত্বে দেবদেহেয়ং মানুষত্বে চ মানুষী। বিষ্ণুর্দেহানুরূপাং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্ ॥" অর্থাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর এই স্বরূপ-শক্তি শ্রীও ভগবল্লীলার সহায়কারিনীরূপে ভগবদ্রূপের অনুরূপ নিজ-তনু প্রকট করিয়া থাকেন,—কখনও বিষ্ণুর দেবরূপ-ধারণের সঙ্গে দেব-দেহা দেবী, কখনও বা বিষ্ণুর মানবরূপ-ধারণের সঙ্গে মানব-দেহা মানবীরূপে লীলা প্রকট করেন।' ব্রঃ সূঃ ২।৩।১০ এর শ্রীরাঘব-ভাষ্য-ধৃত 'ভাগবত-তন্ত্র'-বচন, —"শক্তি-শক্তিমতোশ্চাপি ন বিভেদঃ কথঞ্চন। অবিভিন্নাপি দেহাদি-ভেদৈরপি বিভাব্যতে ॥" বিষ্ণুসংহিতা-বাক্যও— "শক্তি-শক্তিমতোশ্চাপি ন ভেদঃ কশ্চিদিষ্যতে।" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যে শক্তিমান্ বিষ্ণু ও তদীয় স্বরূপশক্তির অভেদত্ব জানা যায়।

বহিরঙ্গা মায়া বা প্রকৃতি—এই স্বরূপশক্তি লক্ষ্মীরই অপাশ্রিতা ছায়া-রূপিণী। (ভাঃ ১।৭।২৩ শ্লোকে কৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুনের উক্তি—) "মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি" অর্থাৎ ভগবান্ এই চিন্ময়ী স্বরূপশক্তিদ্বারা মায়াকে অতিক্রম করিয়া নিত্যশুদ্ধ স্ব-স্বরূপে অবস্থিত। সুতরাং প্রাকৃত বা মায়িক রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণত্রয়ের ত্রিবিধ-বিকার সৃষ্টি (জন্ম), স্থিতি ও নাশ (ধ্বংস) প্রভৃতি ব্যাপার ভগবান্ বিষ্ণু, তদীয় স্বরূপ-শক্তি ও তদ্রূপাবৈভব-ধাম-পরিকরবিগ্রহকে কখনও আক্রমণ করিতে পারে না,—ইঁহাদের মায়া-কল্পিত কর্ম্মফলবাধ্য-জীবের ন্যায় দেহ-দেহি-ভেদ নাই; ইঁহারা সকলেই অপ্রাকৃত, মায়াতীত, নির্গুণ, তুরীয় ও নিত্যশুদ্ধ চিন্ময়।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

প্রশ্ন

মাননীয় 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

"গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে"র বর্ণধর্ম্মতত্ত্বে যে শ্রীবাসুলাচার্য্যকৃত 'আগমপ্রামাণ্য' হইতে উদ্ধৃত শ্লোকত্রয় রহিয়াছে, তাহাতে বৃত্তি লইয়া দেবপূজা, দীক্ষা, নৈবেদ্যভোজন, দেবসেবার প্রদত্ত সম্পত্তির দ্বারা নিজ জীবিকানির্ব্বাহ, বৃত্তি লইয়া বংশানুক্রমে দেবপূজা, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ ও যাজন প্রভৃতি নিষিদ্ধ হইয়াছে, এবং উহার দ্বারা অব্রাহ্মণতা সিদ্ধ হয়—এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

এই শাস্ত্রবাক্য পাঠ করিয়া আমাদের মনে বড় সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে, যদি এইরূপ বিচারই সমীচীন হয়, তাহা হইলে ত' অব্রাহ্মণে ভারত ছাইয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ দেখিতে পাই, পুরোহিতগণ সামান্য তণ্ডুলবৃত্তির নিমিত্ত দেবসেবায় ব্রতী হন। পূজেরাও যথেষ্ট বৃত্তির ব্যবস্থা করে; শালগ্রামদেবতার প্রতিষ্ঠা করে। ইহা কি উহাদেরই ভুল?

যাগ-যজ্ঞ-ব্রত প্রভৃতিতে দক্ষিণা ও দক্ষিণা-বিনা কার্য্য-সিদ্ধি হয় না;—ইহা ত' শাস্ত্রসিদ্ধ কথা। ঐ সমস্ত কার্য্যে মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপকমণ্ডলীকে আমন্ত্রণ করিয়া সামান্য তৈজসাদি ও দুই একটী মুদ্রার দ্বারা বৃত্তি রক্ষা করা হয়।

গুরুগণের ত' দক্ষিণা আছেই। তাহা ছাড়া তাঁহাদের বাৎসরিক বৃত্তির ব্যবস্থাও আছে। বড় বড় গুরুগণ আবার বৎসর বৎসর বৃত্তি গ্রহণ না করিয়া এক-কালীন দান মাঝে মাঝে চাহিয়া বসেন। আবার কোন কোন গুরু অন্য জিনিষেও চাহিয়া করেন। ইহা যে একেবারে অন্যায়, তাহা ত' মনে হয় না। কারণ, পৌরাণিক গ্রন্থে উপযুক্ত গুরুকে বৃত্তিদান ও একলব্যের গুরুদক্ষিণার কথা শ্রুত হয়। এমন কি, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও গুরুদক্ষিণা দিয়াছিলেন। গুরু ও শিষ্যে, পুরোহিত ও যজমানে বৃত্তি আদান-প্রদানের যে একটা চির-প্রচলিত প্রথা—উহা একেবারে অস্বীকার করিবার যো নাই। তবে কি সেই সাম্বীপনি মুনি হইতে

বর্ত্তমান কাব্যতীর্থ, স্মৃতিতীর্থ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-অধ্যাপকগণও সকলেই দেবল বা অব্রাহ্মণ? চিরকাল-প্রচলিত কুল-পুরোহিতগণ কি অব্রাহ্মণ?

আমার অজ্ঞতাবশতঃ যিনিই প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিতে অক্ষম। বিচার্য্যবিষয় গ্রহণ করিয়া যথার্থ উত্তর-দানে কৃতার্থ করিবেন।

বিনীত—

শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র

'গৌড়ীয়'-গ্রাহক নং ২২১৪

উত্তর

শ্রীবাসুনাচার্য্য "আগম-প্রামাণ্য" নামক গ্রন্থে যেসকল বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রীয় প্রমাণ। ঐগুলি এই—

"অপি চাচারতঃপুংসোব্রাহ্মণ্যং প্রতীয়তে।
বৃত্তিতো দেবতাপূজা-দীক্ষা-নৈবেদ্যভোজনম্।
গর্ভাধানাদি-দাহান্ত-সংস্কারাকরণ-সেবনম্।
শ্রৌতক্রিয়াননুষ্ঠানং দ্বিজৈঃ সহ বিবর্জ্জনম্।
ইত্যাদিভিরনাচারৈরব্রাহ্মণ্যং সুনির্ণয়ম্।
দেবকোপোপজীবী যঃ স দেবলক উচ্যতে।
বৃত্ত্যর্থং পূজয়েদ্দেবং ত্রীণি যো দ্বিজঃ।
স বৈ দেবলকো নাম সর্ব্বকর্ম্মসু গর্হিতঃ।
এষাং বংশক্রমাদেব দেবার্চাবৃত্তিতো ভবেৎ।
তেষামধ্যয়নে যজ্ঞে যাজনে নাস্তি যোগ্যতা।
আপদ্যপি চ কষ্টায়াং ভীতো বা দুর্গতোঽপি বা।
পূজয়েন্নৈব বৃত্ত্যর্থং দেবদেবং কথাচন।"

বৃত্তির উদ্দেশে দেবপূজা, দীক্ষা, নৈবেদ্যভোজন—এই সকল আচরণ হইতেই সেই সকল ব্যক্তির অব্রাহ্মণতা প্রতীয়মান হয়। গর্ভাধান হইতে দাহান্ত-সংস্কার ব্যতীত অন্য সংস্কার গ্রহণ, শ্রৌতক্রিয়ার অননুষ্ঠান, ব্রাহ্মণগণের সহিত সম্বন্ধ-পরিত্যাগ ইত্যাদি আচরণের দ্বারা সুনিশ্চিতরূপে অব্রাহ্মণতা নির্ণীত হইয়া থাকে। যে-ব্যক্তি দেবসেবার্থ প্রদত্ত সম্পত্তি-দ্বারা নিজ-জীবিকা-নির্ব্বাহ করে, সে 'দেবল'-নামে কথিত হয়। যে দ্বিজ বৃত্তির নিমিত্ত তিন বৎসর যাবৎ দেবপূজা করেন, সেই দেবলক সর্ব্বকর্ম্মে অত্যন্ত নিন্দিত।

যাঁহারা বৃত্তিগ্রহণোদ্দেশে বংশানুক্রমে দেবপূজা করেন, তাঁহাদের বেদাধ্যয়ন, যজন ও যাজন—এই সকল কার্য্যে যোগ্যতা নাই। কষ্টকর আপদ্‌কাল উপস্থিত হইলেও, ভীত বা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলেও, বৃত্তির উদ্দেশে কখনও দেবপূজা করিবে না।

সমগ্র ভারত বা সমগ্র পৃথিবী যদি ভগবদ্-বহির্ম্মুখ হইয়া শাস্ত্রবাক্যের বিরুদ্ধে ভোগপথকেই ধর্ম্মপথ বলিয়া তাহাতে ধাবিত হয়, তাহা হইলে তাহাই কিছু প্রকৃত সনাতন 'ধর্ম্ম'-পথ বলিয়া প্রমাণিত হইবে না। জগতের অধিকাংশ লোকই—অধিকাংশে কেন, শতকরা প্রায় শত পরিমাণ লোকই—অনাদি বহির্ম্মুখ। তাহারা প্রেয়ঃপথকেই গ্রহণ করিয়াছে। আমরা শ্রীগীতাতেও দেখিতে পাই—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।

সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কচিৎ দুই একজন সত্যের অনুসন্ধান করেন। আবার সেইরূপ চেষ্টাযুক্ত দুই এক জনের মধ্যেও প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য-উপলব্ধি করিতে পারেন, এইরূপ ব্যক্তির সংখ্যা আরও কম। কলিকালে ভারত যে অব্রাহ্মণে ছাইয়া যাইবে, ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কি আছে? শ্রীমদ্ভাগবতে কলির ভবিষ্যৎ-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন যে, কলিকালে কেবল সূত্রচিহ্নমাত্রে ব্রাহ্মণতা পর্য্যবসিত হইবে। ব্রাহ্মণোচিত শাস্ত্রীয় সদাচার, ব্রাহ্মণের বৃত্তি অর্থাৎ তপ—কিছুই থাকিবে না। সুতরাং বহুলোকের দৃষ্টান্ত দেখিয়া ধর্ম্ম-নির্ণয় বা শাস্ত্রবচন অবহেলা করা যায় না।

পদ্মপুরাণ (ক্রিয়াযোগ ১৭শ অঃ) বলিয়াছেন,—

বিপ্রা বেদবিহীনাশ্চ প্রতিগ্রহ-পরায়ণাঃ।
অত্যন্তকামিনঃ ক্রূরা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে॥
বৃত্ত্যর্থং ব্রাহ্মণাঃ কেচিৎ মহাকপটধর্ম্মিণঃ।
কলৌ যুগে ভবিষ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ শূদ্রধর্ম্মিণঃ॥

সাধারণতঃ আমরা যে-সকল পুরোহিত-শ্রেণীর ব্যক্তি দেখি বা যাহাদিগকে 'পুরোহিত' নামে অভিহিত করি, তাঁহারা কি প্রকৃত প্রস্তাবে পুরের হিতকারী?—তাঁহারা কি অধিকাংশেই শ্রৌতশাস্ত্র প্রবৃত্তিতে অভিজ্ঞ? বরং অনেক সময়ই তাহার বিপরীত দেখা যায় না কি? অনেক সময়

দেখা যায়, সেরেলি শাস্ত্রই পুরোহিতগণের শাস্ত্র ও আচার-বিচার হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয়তঃ যে-সকল পুরোহিত সামান্য তণ্ডুল-বৃত্তি বা দক্ষিণা প্রভৃতির জন্য বাস্তবেতর প্রতিষ্ঠা বা নানাপ্রকার কামনা-প্রবাহী ইতর দেবতার পূজা-পার্ব্বণাদি করিয়া থাকেন, তাঁহারা ফলভোগ-বাদী কর্ম্মী মাত্র। শ্রুতিশাস্ত্র, ভাগবত, গীতা প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে তাঁহাদিগকে গর্হণ করিয়াছেন। যদিও অত্যন্ত কর্ম্মাসক্ত কুবিষয়ী ব্যক্তিগণের ঐরূপ দক্ষিণামার্গীয় কর্ম্মফলবাদী পুরোহিতগণের "সমশীলা ভজন্তি" ন্যায়ানুসারে আবশ্যকতা আছে, তথাপি সমস্ত সাত্বত শাস্ত্র সমস্বরে তাঁহাদিগের ব্যবহার নিন্দা করিয়াছেন। দেবতান্তরযাজিগণের কখনই নিরপেক্ষ ব্রাহ্মণতা সিদ্ধ হইতে পারে না। একমাত্র বিষ্ণুর উপাসকগণেরই ব্রাহ্মণতা সিদ্ধ। কারণ, পুরুষোত্তম ভগবান্ বিষ্ণুর অসমার্দ্ধ প্রকাশই—ব্রহ্ম। ইহা গীতাও বলিয়াছেন,— (গীতা ১৪।২৭)

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥

ইতর-দেবতা-যাজনে বিকৃত সংকল্পেও দক্ষিণা প্রভৃতির কথা দৃষ্ট হয়। বিষ্ণু-ভক্তিতে একমাত্র বিষ্ণু-প্রীতি-সঙ্কল্প ব্যতীত এবং সমস্ত বিষ্ণুতে সমর্পণরূপ দক্ষিণা ব্যতীত ইতর সংকল্প বা দক্ষিণার কথা নাই। বিষ্ণুপ্রীতি-সংকল্প ও বিষ্ণু-পাদপদ্মে বলির ন্যায় সর্ব্বস্ব দক্ষিণা-ব্যতীত কখনই কার্য্যসিদ্ধি হয় না—ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ বাক্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু কর্ম্মফলবাদী পুরোহিত যে ভোগপর সংকল্প বা দক্ষিণার পুষ্পিত মধুবাক্য-সমূহ কীর্ত্তন করেন, তাহা বিমুখ-দিগকে বঞ্চনা ও আত্মবঞ্চনা মাত্র। মহাপ্রভু বলি ইহা নিরাস করিয়াছেন। তিনি ফল-পুরোহিত বা ফল-গুরু গুক্রাচার্য্যকে দক্ষিণা দিবার পরিবর্ত্তে যিনি সর্ব্বেশ্বর, একমাত্র একস্তুর মালিক, সেই ভগবান্ বামনদেবের পাদপদ্মেই তৎপ্রীতি-সংকল্প করিয়া 'সর্ব্বস্ব' বলি বা দক্ষিণা দিয়াছেন।

পৌরাণিক গ্রন্থে (মহাভারত আদিপর্ব্বে ৩য় অধ্যায়ে) যে উপমন্যুর আয়োদধৌম্যের প্রতি গুরু-ভক্তির নিদর্শন রহিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে উহা কর্ম্মমার্গীয় পুরোহিতের প্রতি কুবিষয়াসক্ত ব্যক্তির আংশিক দক্ষিণা প্রদানের উদাহরণ বলিয়া কখনই মনে হয় না। নিজ প্রকৃত গুরুদেবকে কিরূপে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া থাকেন, উক্ত উপাখ্যানে তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে। "সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ"—ইহাই ত' শাস্ত্রীয় বচন। ইহা কিছু কর্ম্মপথে ধাবিত ব্যক্তি-গণের মত যোলআনা নিজ স্ত্রী-পুত্রের জন্য বা নিজ-ভোগের জন্য রাখিয়া রসক ও নাপিত-বিদায়ের ন্যায় উদ্বৃত্ত হইতে সামান্য কিছু সাংসারিক অমঙ্গলের ভয়ে তথাকথিত পুরোহিত-দক্ষিণা-প্রদানের মত ব্যাপার নহে।

একলব্যের গুরুদক্ষিণা প্রকৃত প্রস্তাবে গুরুদক্ষিণা নহে। তাহা গুরুর সহিত প্রতিযোগিতা বা গুরুর কৃত কার্য্যের প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা। কিন্তু জগতে সদ্গুরুর বাণী-প্রচারের অভাবে একলব্যের উদাহরণই আজ গুরুভক্তির শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত রহিয়াছে। নির্ব্বিশেষ-বাদিগণের গুরুর প্রতি যে গুরুভক্তির নামে ভীষণ অভক্তি-চেষ্টা, তাহাই একলব্যের আদর্শে পরম গুরুভক্তি বলিয়া জগতে প্রচারিত হইয়াছে। বিষ্ণু-কর্ত্তৃক এইরূপ অভক্তি-বাদ নিহত হইয়াছিল। ইহাও' পুরাণেও দৃষ্ট হয়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সান্দীপনি মুনিকে যে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা কর্ম্মমার্গীয় পুরোহিতগণের প্রতি ভোগী বিষয়ীর গুরুদক্ষিণার ন্যায় নহে। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুপাদ ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের উপাখ্যান হইতে তাঁহার ষট্‌সন্দর্ভে বিস্তৃতভাবে বিচার করিয়াছেন এবং উহার যথার্থ তাৎপর্য্য দেখাইয়াছেন।

যজন-যাজন-অধ্যয়ন-অধ্যাপন-দান-প্রতিগ্রহ—কর্ম্ম-পথের ব্রাহ্মণগণের কর্ত্তব্য বটে। কিন্তু যাঁহারা একান্ত অমলা ভক্তি-পথের পথিক হইবেন, তাঁহারা একমাত্র কৃতবিৎ গুরুদেবের আনুগত্যে ভগবানের সেবার্থ সকল বৃত্তির পরিচালনা ব্যতীত কোন প্রকার অন্যাভিলাষে বা চেষ্টায় লিপ্ত হইবেন না। ভগবদ্ভক্তগণ একায়নশাখী। তাঁহারা কর্ম্মপথের পথিকগণের ন্যায় বহুয়নশাখী নহেন। শ্রীযামুনাচার্য্যপাদ—একান্ত হরিভক্তির উপাসক। তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মণ-মুকুটমৌলি হইয়া ও যে-সকল সত্য কথা শাস্ত্রীয় প্রমাণমূলে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা কোনও শাস্ত্রবিদেরই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অধিক কি, মনুও বৃত্তি লইয়া অধ্যয়ন-অধ্যাপনা প্রভৃতিকে গর্হণ করিয়াছেন। মনু বলিয়াছেন,—

"অতপাস্বনধীয়ানঃ প্রতিগ্রহরুচির্দ্বিজঃ
অম্ভস্যনড়বেনৈব সহ তেনৈব মজ্জতি।"

যে দ্বিজের তপস্যা নাই, যাহার বেদাধ্যয়ন নাই, অথচ প্রতিগ্রহে যথেষ্ট রুচি আছে; পাষাণময় ভেলার দ্বারা সন্তরণ করিতে গেলে যেরূপ সেই ভেলার সহিত জলমগ্ন হইতে হয়, তদ্রূপ সেই দ্বিজও দাতার সহিত নরকে নিমগ্ন হইয়া থাকে।

ভূতকাধ্যাপকো যশ্চ ভূতকাধ্যাপিতস্তথা।
মূতশিষ্যো গুরুশ্চৈব যাগভৃষ্টঃ কুণ্ডগোলকৌ॥
(মনু ৩।১৫৬)

যিনি বেতন লইয়া শাস্ত্র-অধ্যাপনা করেন, যে শিষ্য সেইরূপ গুরুর নিকট হইতে বেতন অধ্যয়ন করেন, যিনি মূতশিষ্য স্বীকার ও মূতকে অধ্যয়ন করান, যে সর্ব্বদা নিষ্ঠুরভাষী, যে পিতৃবর্ত্তমানে জারজ সন্তান, যে পিতার মরণের পরোৎপন্ন সন্তান, তাহাদিগকে হব্য-কব্যে নিযুক্ত করিবে না।

তাহা হইলে কি বৃত্তি লইয়া শাস্ত্র অধ্যাপনাকারীকে মনু 'কুণ্ডগোলক' প্রভৃতির সমপর্য্যায়ে গণনা করিতে সাহসী হইয়াছেন?

স্বামিপাদ দক্ষিণাকে "জ্ঞানসন্দেশ" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সুবর্ণাদিগ্রহণ নহে।

যিনি কর্ম্মমার্গে অর্থাৎ ফলভোগবাদে দক্ষিণা গ্রহণ করেন, তিনি কুবিদ্যার কুফলও তৎসঙ্গে গ্রহণ করিয়া থাকেন। পাপী, ভোগী, বিদ্বান্ যে-সকল পাপফলাশা-দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করেন, কেহ নিজের ভোগের জন্য পাপী, ভোগী, বিদ্বানের প্রদত্ত সেইরূপ দক্ষিণা গ্রহণ করিলে তাঁহার পাপিগণের প্রদত্ত দক্ষিণার সহিত ঐ সকল পাপ এবং কুফলও গ্রহণ করিতে হয়। ভগবদ্ভক্তগণ নিজের ভোগার্থ কিছু গ্রহণ করেন না বলিয়া তাঁহারা অপরের পাপ-পুণ্যের বা কুফলের ভাগী হন না। আগমপ্রামাণ্যকার শ্রীবাদুলি-ঋষি এজন্যই শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া কর্ম্মমার্গে বৃত্তিগ্রহণ-কারীর অভ্রান্তমত প্রমাণ করিয়াছেন।

কোন কুল পুরোহিত নামধারী ঋষি ঐরূপভাবে জীবন-যাপন করে বা কোন বংশানুক্রমেই যদি ঐরূপ ভোগোন্মুখ-বৃত্তি প্রচলিত থাকে, তবে স্বয়ং মনুই ঐরূপ ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে কি বলেন?—

অলিঙ্গী লিঙ্গিবেষেণ যো বৃত্তিমুপজীবতি।
স লিঙ্গিনাং হরত্যেনস্তির্য্যগ্‌যোনৌ প্রজায়তে॥
(মনু ৪।২০০)

চিহ্নধারণের অনুপযোগী হইয়া তচ্চিহ্ন গ্রহণ-পূর্ব্বক তদ্বৃত্তি দ্বারা জীবিকা-অর্জ্জন করিলে বর্ণাশ্রমের পাপসমূহ তাহাকে আশ্রয় করে এবং সে তৎপাপে তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করে।

ভগবদ্ভক্তগণ কর্ম্মফলবাধ্য নহেন—দক্ষিণাযাগী নহেন; তাঁহারা নিজের জন্য ঘরে কিছু চাহেন না—কৃষ্ণের জন্য-হরের জন্যই তাঁহাদের যাবতীয় প্রয়াস—অপ্রাকৃত কান্দর্পের ইন্ধনসংগ্রহে তাঁহাদের স্বাভাবিকী আত্মবৃত্তি।

মহর্ষি সান্দীপনি মুনির সহিত আধুনিক ভোগকুশল ব্যক্তিগণের তুলনা করাও অপরাধ। ভগবৎপার্ষদগণের চেষ্টা, ক্রিয়া-মুদ্রা বাহ্যদর্শনে আসক্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় দৃষ্ট হইলেও তাঁহাদের সকলেরই আসক্তির কেন্দ্রে 'কৃষ্ণ' উপবিষ্ট—কৃষ্ণের সুখের জন্যই তাঁহাদের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মায়া-মমতা—সকলই। ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলেই অভক্তিময় দক্ষিণাপথ হইতে উদ্ধৃত হইয়া বৈকুণ্ঠ-ধাম হওয়া যায়।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার
১৮ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা
২৮ বামন, ৩২শে আষাঢ়, ১৩৩৮
১৬ই জুলাই, ১৯৩২

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন,—

আগামী ২৭শে শ্রাবণ, ১২ই আগষ্ট শুক্রবার হইতে ২৯শে ভাদ্র, ১৩ই সেপ্টেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার উদ্যোগে অখিল-লোকমঙ্গলের জন্য মাসাধিকব্যাপী শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের আবির্ভাব-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করা হইবে।

মহাশয় কৃপা করিয়া সবান্ধবে মহোৎসবে যোগদান করিলে সভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। পর পৃষ্ঠায় মহোৎসব-পত্রী সংযুক্ত হইল। নিবেদন ইতি।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায়
(ভক্তিসারঙ্গ, ভক্তিশাস্ত্রী)
শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা সান্যাল (এম, এ,
(ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য)
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভাগবতরত্ন,
ভক্তিশাস্ত্রী, আচার্য্যত্রিক)
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজ-সভার সম্পাদকগণ

উৎসব-পঞ্জী

শনিবার	২৮শে শ্রাবণ	১৩ই আগষ্ট	শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীল রূপগোস্বামীপ্রভু এবং শ্রীমদ্ গৌরদাস পণ্ডিতের অভিধান।
মঙ্গলবার	৩১শে শ্রাবণ	১৬ই আগষ্ট	শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা-মহোৎসব ও শ্রীমদ্ বলদেবের আবির্ভাব।
বুধবার	৮ই ভাদ্র	২৪শে আগষ্ট	শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপবাস।
বৃহস্পতিবার	৯ই ভাদ্র	২৫শে আগষ্ট	শ্রীনন্দোৎসব।
শনিবার	১১ই ভাদ্র	২৭শে আগষ্ট	শ্রীঅজা একাদশীর উপবাস।
সোমবার	২৪শে ভাদ্র	৩১ই সেপ্টেম্বর	শ্রীঅদ্বৈতপত্নী শ্রীসীতা দেবীর আবির্ভাব।
বুধবার	২৬শে ভাদ্র	১লা সেপ্টেম্বর	শ্রীললিতা সপ্তমী।
বৃহস্পতিবার	২৭শে ভাদ্র	২রা সেপ্টেম্বর	শ্রীরাধাষ্টমী।
রবিবার	২৯শে ভাদ্র	৫ই সেপ্টেম্বর	শ্রীপার্শ্বৈকাদশী, শ্রাবণা দ্বাদশী ও বামন দ্বাদশীর উপবাস।
সোমবার	৩০শে ভাদ্র	৬ই সেপ্টেম্বর	শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটোৎসব (সাধারণ মহোৎসব)
মঙ্গলবার	৩১শে ভাদ্র	৭ই সেপ্টেম্বর	শ্রীঅনন্তচতুর্দ্দশী ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের অভিধান।
বুধবার	১লা আশ্বিন	৮ই সেপ্টেম্বর	শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব (সমাপ্তি)

প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান

উষঃকালে	...	...	মঙ্গলারাত্রিক ও অরুণোদয়-কীর্ত্তন।
প্রাতে	...	...	যথাযথাদি শ্রীমদ্ভাগবত, পারায়ণ, পাঠ ও ব্যাখ্যা।
পূর্ব্বাহ্নে	...	...	নগরকীর্ত্তন।
মধ্যাহ্নে	...	...	ভোগারাত্রিক ও মহাপ্রসাদ সম্মান।
অপরাহ্নে	...	...	হরিকথালোচনা ও সদাচারশিক্ষা।
সন্ধ্যায়	...	...	সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা।
প্রদোষে	...	...	কৃষ্ণসংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ সম্মান।

☞ দৈবানুরোধে ও উপবাসদিবসে এই তালিকা পরিবর্ত্তন-যোগ্য।

১০ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৭ই শ্রাবণ শনিবার, ১৩৩৯ ; ২৩শে জুলাই, ১৯৩২ | ৪৯শ সংখ্যা

বিষ্ণুবংশ ও প্রভুবংশ

প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজে "বিষ্ণুবংশ" বা "প্রভুবংশ" কথাটী যেরূপ বিকৃতভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহা মহাজনগণের বিচার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। একদিকে বংশানুক্রমে গৃহব্রত জাতিত্ব-বাদী এক সম্প্রদায়, আর একদিকে প্রচ্ছন্ন প্রকৃতি-প্রতিষ্ঠাপরাধি-লোলুপ, বিতক্ত স্বেচ্ছাচারজীবী দ্বিতীয় সম্প্রদায় নিজ-নিজ অবৈধ চেষ্টা, নানা প্রকার অপরাধ ও পাপবৃত্তি প্রভৃতিকে সমর্থন ও পরিপোষণ করিবার জন্য ঐরূপ এক শ্রেণীর গুরুক্রব-সম্প্রদায়কে "বিষ্ণুবংশ"—"প্রভুবংশ" বলিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে চাহেন। এইরূপ শ্রেণীর শিষ্যক্রব ও গুরুক্রবের মধ্যে বৈবক্রমেই যেন উভয়ে উভয়ের পাপ-প্রবৃত্তি, অপরাধ, অনর্থ, দুর্নীতি, দুরাচার, ব্যভিচারাদি পরস্পর সমর্থন করিবার একটা গুপ্ত রফাদফা হইয়া রহিয়াছে। কখনও কখনও যদি অপস্বার্থের আহ্বানে এক পক্ষের বিষয়ী আর এক পক্ষের বিষয়ীকে আক্রমণ করে, তখন গুরুক্রব-দলের পক্ষীয় ব্যক্তি বংশানুক্রমে শিষ্যক্রব জাতীয় ব্যক্তির প্রতি গুরু-ব্যবহার অনুনিক্ষেপ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়া থাকেন। বংশানুক্রমে গৃহব্রত মঠের যদি কোনও প্রকার হানি হয়, এই আশঙ্কায় ও আশঙ্কায় 'বিষ্ণুবংশ' সম্প্রদায় গুরুক্রব-সম্প্রদায়কে কপট বা কৃত্রিম ভক্তির দম্ভ প্রদর্শন করে এবং দৈবী মায়ায় বিমোহিত হইয়া ঐরূপ কপটতাকেই তাহারা 'শুদ্ধভক্তি' বলিয়া কল্পনা করে। শিষ্যের দিক্ হইতে যে অকৈতব ও অহৈতুক সেবালোলা এবং গুরুর দিক্ হইতে যে অকৃত্রিম, অনন্যোদ্বহন্যা-বিতরণরূপ কার্য্যে পরস্পর প্রীতি-বন্ধন, তাহা সেখানে আদৌ নাই—আছে কেবল দৈহিক জাতীয়তার বিচার-মূলে পরস্পর পরস্পরকে ভোগ করিবার প্রজল্পা প্রভৃতি ও তৎপ্রবৃত্তির প্রতিযোগিতায় এক পক্ষীয়ের ঘৃণাভিনাদোত্থ কৃত্যার প্রভুত্ব ও আর এক পক্ষীয়ের ঘৃণাভিনাদের পরাভব। এইরূপ দুই সংঘর্ষ হইতে আসুরিকতার এক পুষ্পিত পলাশ-বৃক্ষ সৃষ্ট হইয়া নিয়তই অবিদ্যাবধূর চরণের অঞ্জলি রচনা করিতেছে।

কিন্তু শ্রীচৈতন্য-পার্ষদগণের বিচার অন্যরূপ। তাঁহারা

বলেন,—যাঁহারা আত্মশুদ্ধি-দ্বারা শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ বা শ্রীঅদ্বৈতাদি প্রভুতত্ত্বের কিম্বা তৎপার্ষদবৃন্দের অহৈতুক ও অকপট সেবক, তাঁহারাই শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত বা তৎপার্ষদগণের বংশ্য। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত—এই উভয় মহাগ্রন্থই শ্রীচৈতন্যলীলার সর্ব্বপ্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থরাজ বলিয়া সর্ব্ববাদিসম্মতে স্বীকৃত। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত কিছু গাম্ভীর্য্যের সহিত এই সকল কথা আলোচনা করিলেও শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাসের সহজ, সরল, ও সর্ব্ব-বোধ্য লেখনী অতি স্পষ্টবাদিতা এবং সত্যানুরাগময়ী নির্ভীকতার সহিত এ-সকল কথা আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদি, মধ্য ও অন্ত্য; উপক্রম, উপসংহার ও অভ্যাসে—সর্ব্বত্রই বিকৃতাঙ্গক্রব ব্যক্তিগণের অসদভিসন্ধি নিরাকৃত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাসের এইরূপ সত্যনিষ্ঠামূলা স্পষ্ট-বাদিতা দেখিয়া অনভিজ্ঞ ও প্রাকৃত স্বার্থান্ধ ব্যক্তি-সমূহ মনে করিতে পারে যে, ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীনিত্যানন্দ-বংশ-সূত্রে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর দাসাভিমানী বা বংশাভিমানিগণের প্রতি বুঝি অবিচার করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা ঠাকুরের লেখনী খুব ধৈর্য্য ও মুক্ত অন্তঃকরণে ওজস্বিতার সহিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, ঠাকুর বৃন্দাবন অন্যত্রও শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতে কোনও প্রকার ভেদ-বিচার আরোপ করেন নাই। যাহারা শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতকে প্রাকৃত প্রতিযোগি-গণের ন্যায় ভেদ-বুদ্ধিতে দর্শন করিয়া অন্যত্রও প্রাকৃত ভেদবাদ আনয়ন করে—মহাপ্রভু ও প্রভুদ্বয়ের চরণে অপরাধ করে, তাঁহাদের মঙ্গলের জন্যই ঠাকুর বৃন্দাবন অকুণ্ঠচিত্তে গুরুগৌরাঙ্গনিষ্ঠা ও লোক-বিষৈষণা-প্রবৃত্তির সহিত মুক্ত-কণ্ঠে সত্যকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। অন্যত্রও যে লীলা-বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে, ঠাকুর তাহা ধ্বংস করিতে প্রস্তুত নহেন—ঐ বিচিত্রতা ও বৈশিষ্ট্য যেখানেই আক্রান্ত হইয়াছে, ঠাকুর সেখানেই সুদর্শনাস্ত্র ধরিয়াছেন—সেখানেই বিকৃত-বাদীর জিহ্বা সত্য ও সিদ্ধান্ত-কথা-কীর্ত্তনাস্ত্র-দ্বারা ছেদন করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

বিকৃত বংশক্রব কোন কথা বলিয়াছেন বা কার্য্য করিয়াছেন, বিকৃত শিষ্যক্রব বলিয়াছেন বা করিয়াছেন বলিলেই তাহা অদ্বৈতপ্রভুর মনোহভীষ্ট, সিদ্ধান্ত ও আচার-প্রচারের বিরুদ্ধ হইলেও মানিয়া লইতে হইবে, এরূপ সত্য-বিদ্বেষের অনর্থময় আদর্শ কোনও মহাজনই কখনই প্রদর্শন করেন নাই। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বিচারেও তাহাই দেখিতে পাই। মহাবিষ্ণু-অবতার ঈশ্বর অদ্বৈতের শিষ্যক্রব বলিয়াই কমলাকান্ত যে-কোনও প্রকার আচরণ বা শ্রীঅদ্বৈতের মনোহভীষ্টের বিরুদ্ধ বিচার প্রদর্শন করিবেন, আর অমনি তাহা সকলকেই মানিয়া লইতে হইবে, এরূপ বিচার কবিরাজ গোস্বামী দেখান নাই। অসার বিকৃতাঙ্গ-ক্রবগণের সহিত তথাকথিত বিবাদে প্রবেশকামী কোনও ব্যক্তিরই কোনও প্রয়োজন নাই, ইহা কবিরাজ গোস্বামী প্রভু 'পাষণ্ডী'র উদাহরণের দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি ঐ সকল অসারদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীঅচ্যুতানন্দাদি সারগ্রাহিগণকেই নমস্কার করিয়াছেন। সারের সহিত অসারের চিরন্তন সম্বন্ধ করিয়া আধুনিক-কালের প্রতিষ্ঠাশা-কামী, অপসার্থপর, অনর্থময় ব্যক্তিগণের ন্যায় স্ব-স্ব অসাধারণ-সমূহ চালাইবার কৌশল এবং বড় প্রতিষ্ঠা বা লোক-প্রিয়তা অর্জ্জনের বাসনাকে বিদ্যার দীক্ষিত হন নাই। লোকশিক্ষা-কল্পেই কবিরাজ গোস্বামী অসার-সমূহকে উৎপাটন করিয়া সারগ্রাহীর প্রতি নমস্কার-বিধান করিতেছেন,—

অদ্বৈতাঙ্গ-প্রাকৃতাঙ্গান্ সারাসারকৃতোদ্যমান্।
দ্বিত্বাসারান্ সারকৃতো নৌমি চৈতন্যজীবনান্॥

অর্থাৎ অদ্বৈতপ্রভুর অনুগতজন দুই প্রকার—সারগ্রাহী ও অসারগ্রাহী; তন্মধ্যে অসারগ্রাহিদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত সারগ্রাহী শ্রীচৈতন্যজীবনদিগকে নমস্কার বিধান করি।

আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,—

প্রথমে ত' আচার্য্যের একমত গণ।
পাছে দুই মত হৈল দৈবের কারণ॥
কেহ ত' আচার্য্যের আজ্ঞায়, কেহ ত' স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে দৈব-পরতন্ত্র॥
আচার্য্যের মত যেই, সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি' চলে, সেই ত' অসার॥
অসারের নামে ইহা নাহি প্রয়োজন।
ভেদ জানিবারে করি একত্র গণন॥
ধান্যরাশি মাপি যৈছে পাতনা সহিতে।
পশ্চাতে পাতনা উড়াঞা সংসার করিতে॥

• • • •

ইহার মধ্যে মালি-পাছে কোন পাষণ্ডগণ।
না মানে চৈতন্যমানী দুর্দ্দৈব-কারণ॥
সুধাইল, ঝাঁয়াইল, তাঁ'রে না মানিল।
কুতর্ক হইল, তারে যবন জন্মিল॥
ক্রুদ্ধ হইয়া যবন তারে জন্ম না সকারে।
জন্মান্তরে কৃষ্ণ পাখা ওপাইয়া মরে॥
চৈতন্য-রহিত দেহ—শুষ্ককাষ্ঠ-সম।
জীবিতেই মৃত সেই, মৈলে হয়ে যম॥
কেবল এ গণ-প্রতি নহে এই দণ্ড।
চৈতন্য-বিমুখ যেই সেই ত' পাষণ্ড॥
• • •
কি পণ্ডিত, কি তপস্বী, কিবা গৃহী, যতি।
চৈতন্য-বিমুখ যেই, তা'র এই গতি॥

(শ্রীচৈঃ চঃ আদি ১৭শ পঃ)

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন—শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় যিনি "বৃন্দাবনদাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য", সেই ব্যাসাবতার তাঁহার মহাগ্রন্থের সর্ব্বত্র বিকুব্যংস্তুত্রব ব্যক্তিগণের কুমাটাদমূহ কিরূপভাবে নিরাস করিয়াছেন, প্রবন্ধ-কলেবর বৃদ্ধিভয়ে তাহার সকলগুলি উদ্ধৃত করিতে না পারিলেও আমরা তাহার কোন কোন অংশ আলোচনা করিয়া প্রকৃত সত্যানুসন্ধান করিব।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রারম্ভে ঠাকুর বৃন্দাবন ইঙ্গিতে অনেক কথা বলিয়াছেন,—

ভাগবত শুনি' যা'র চিত্তে নাহি প্রীত।
বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পথে সে-জন বর্জ্জিত॥
ভাগবত যে না মানে, সে যবন-সম।
তা'র শাস্তা আছে, জন্মে-জন্মে প্রভু যম॥
এবে কেহ কেহ নপুংসকবেশে নাচে।
বলে,—"বলরাম-রাস কোন্ শাস্ত্রে আছে?"
কোন পাপী শাস্ত্র দেখিলেও নাহি মানে।
এক অর্থ অন্য অর্থ করিয়া বাখানে॥

(চৈঃ ভাঃ আদি ১ম অঃ)

ঠাকুর বৃন্দাবন তাঁহার মহাগ্রন্থের প্রারম্ভে যে-সকল উক্তি ইঙ্গিতে করিয়াছেন, তাহাই গ্রন্থের অন্তর-কলেবরে ও উপসংহারে পুনঃ পুনঃ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

আধুনিক কুতর্কন-চতুর ব্যক্তিগণ তত্তদ্গ্রন্থের ঐ সকল স্থান দেখিয়া লোকবঞ্চনাকারক এক প্রকার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহারা অনুধাবন করিয়া দেখিয়াছেন ও বিচার করিয়াছেন,—যখন আমাদের স্বরূপ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিলে কবিরাজ গোস্বামী বা ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের নিন্দা ও গালি-গালোজের গতির মধ্যে পতিত হইতে হয়, তখন আমরা "চৈতন্যবিমুখ যেই, সেই ত' পাষণ্ড," "ভাগবত যে না মানে, সে যবন-সম"—এই সকল নিন্দাকর গালি হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য লোককে ভোগা দিয়া "মুখে চৈতন্য মানিব", "অন্তঃশাক্তঃ বহিঃশৈবঃ" হইয়াও "সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ" সাজিব, বাহিরে বরং ভাগবত-মানার ছলনা দেখাইয়া যুগপৎ অপরাধময় জীবিকা-অর্জ্জনের পথটি সুগম ও ভাগবত-মানার প্রতিষ্ঠাটা অর্জ্জন করিয়া লইব। ইহাতে হুতুরুত, ভজন-নিপুণ হই একটি ব্যক্তি বাতীত আর বাকী সকলকেই বঞ্চনা করিতে পারিব। কারণ গণগজ্জলিকা ত' আর সেই রাজ্যের লোক নয়—মেকী ও আসল বুঝিবার সহগীও নয়; তাহারা অতি স্থূলভাবে কথাগুলি বোঝে। তাহারা মনে করে—"শ্রীচৈতন্যমানা" অর্থ—"শ্রীচৈতন্যের নোকাই দেওয়া বা গায়ে মালা-তিলকের সাজ-দেখান, কিংবা শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধে কয়েকটি গদ বুলি বলা (অন্তরে, সিদ্ধান্তে, আন্তরিক নিষ্ঠায় ও আভ্যন্তরীণ আচারে যাহাই থাকুক্ না কেন এবং তদ্দ্বারা যে-কোনও আক্ষেন্দ্রিয়-তর্পণ সাধন করিবার চেষ্টাই হউক্ না কেন)", প্রায় শতকরা শতজন সাধারণ লোকই মনে করে,—'ভাগবতমানা' অর্থে—ভাগবত-পাঠের অভিনয় প্রদর্শন করা—এখন সেই পাঠ অর্থসংগ্রহের জন্যই হউক, আর ভোগবৃদ্ধির পথবিশেষই হউক; সাধারণ লোকমাত্রেই মনে করে,—মুখে হরিনামাক্ষর গ্রহণের অভিনয়ই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত নামগ্রহণ বা নামভজন—এখন সেই নামাক্ষর উচ্চারণের অভিনয় যে কোন অভিসন্ধিমূলেই হউক না কেন; সাধারণ লোকের সকলেই মনে করে, 'সংকীর্ত্তন করা' অর্থে—খোল-করতাল লইয়া সুর-তাল-মান-লয়-ছন্দ ও তৎসঙ্গে কিছু রাইকান্তুর পানাদির অনুকরণ করা—এখন তাহা অর্থলাভের জন্যই হউক, প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্যই হউক, কামিনী-সংগ্রহের জন্যই হউক, ভাগতিক কোন প্রকার লাভ-পূজার জন্যই হউক, কিংবা নিজ কলঙ্কিত চরিত্র ও পাপপরায়ণতার উপর লোকবঞ্চনাকারক একটি রঙিন

অবগুণ্ঠন টানিয়া দিবার জন্যই হউক, এবং কুমতলবী কতকগুলি লোক শ্রীচৈতন্যভাগবতের ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের বাক্যবানের লক্ষ্যভেদ হইতে আপনাদিগকে দূরে রাখিবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে—বিষ্ণুবংশের দোহাই দিয়া ব্যভিচার, দুর্নীতি ও অসত্যের অর্থ আত্মসাৎ করিবার সুযোগ করিয়া লয়। এরূপ শ্রেণীর লোক অনভিজ্ঞ জন-সাধারণের নিকট ঐ সকল বকলমের কৌশলবিস্তার করিয়া যতই ভক্তি-শাস্ত্রজ্ঞ, পরম শ্রীচৈতন্যভক্ত, শ্রীচৈতন্য-ধর্ম্ম-প্রচারক, শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা, সংকীর্ত্তন-নিপুণ, বক্তৃতা-নিপুণ, ব্যাখ্যা-নিপুণ, আচার-নিপুণ প্রভৃতি বলিয়া নাম-পূজা-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে করিতে শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবিয়া মরুক না কেন, শ্রীচৈতন্য-নিজ-জনগণের অকৈতব কৃপাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের নিকট তাহাদের স্বরূপ তখনই প্রকাশিত হইয়া পড়ে, যখনই তাহারা শ্রীচৈতন্য-নিজ-জনগণের সিদ্ধান্ত, নিরপেক্ষ সত্যবাক্য, সাক্ষাৎ আচরণময় অমৃত অকৃত্রিম জীবনের সহিত মতভেদ করিয়া আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণময় লোকপ্রিয়তার পথকেই অভিনন্দিত করিতে থাকে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতকার ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে ঐ সকল বিষ্ণুবংশোদ্ভবের যে চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা কয়েক শতাব্দীর অন্ধকারে আরও অধিকতর পরিপুষ্ট ও সহস্রমুখী কপটতার রঙে রঞ্জিত হইয়া বর্ত্তমানকালে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। আদিম অবস্থায় প্রত্যেক বস্তু বা ব্যাপারই অনেকটা 'সাদাসিধে' থাকে, যত দিন যায়, ততই তাহা নানাবিধ প্রতিবাদ ও বাধা-বিঘ্নের সহিত যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষা করিবার জন্য আপনাকে স্বরক্ষাকারী কৌশলের জালে আবৃত করিয়া তুলিতে বাধ্য হয়। শ্রীচৈতন্যভাগবত বা শ্রীচরিতামৃতের সমসাময়িক যুগে শ্রীচৈতন্য-ভক্তির নামে কপটতা আদিম অবস্থার থাকায় অনেকটা 'সাদাসিধে' ছিল, কিন্তু কয়েক শতাব্দীর পর তাহা নানাপ্রকার কপটতার জালে পরিপুষ্ট হইয়া আত্মরক্ষা করিবার দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়িয়া লইয়াছে। তাই সাধারণ লোকে উহার স্বরূপ দেখ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ঠাকুর বৃন্দাবন প্রকৃত শ্রীচৈতন্যদাস মুরারি পণ্ডিত ও বিষ্ণুবংশ বা বিষ্ণুশিষ্যবংশোদ্ভব কৃত্রিম চৈতন্যদাসনামধারীর মধ্যে পার্থক্য কিরূপ তাহাও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, পাঠকগণ তাহা শ্রবণ করুন,—

যোগ্য শ্রীচৈতন্যদাস মুরারি পণ্ডিত।
যাঁর যাতায়েও কৃষ্ণ পাই যে নিশ্চিত॥
এবে কেহ বলায় 'চৈতন্যদাস' নাম।
স্বপ্নে নাহি বলে শ্রীচৈতন্য-গুণগ্রাম॥
অদ্বৈতের প্রাণনাথ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যাঁর ভক্তি-প্রসাদে অদ্বৈত সত্য ধন্য॥
হয় হয় অদ্বৈতের যে চৈতন্য-ভক্তি।
যাঁহার প্রসাদে অদ্বৈতের সর্ব্বশক্তি॥
সাধুলোক অদ্বৈতের এ মহিমা ঘোষে।
কেহ ইহা অদ্বৈতের নিন্দা হেন বাসে॥
সেই ছার বলায় 'চৈতন্যদাস' নাম।
পাপী কেমনে পায় অদ্বৈতের স্থান॥

এ পাপীরে "অদ্বৈতের লোক" বলে যে।
অদ্বৈত-হৃদয় কভু নাহি জানে সে॥
রাক্ষসের নাম যেন কহে 'পুণ্যজন'।
এই মত এ-সব চৈতন্যদাসগণ॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪র্থ অঃ)

অদ্বৈতপ্রভুর একজন কপটশিষ্য আপনাকে 'চৈতন্যদাস' নামে অভিহিত করিতেন। তাঁহার বিচার ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—রাধিকা, আর শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু—শ্রীকৃষ্ণ; কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে শ্রীচৈতন্যই—শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিত-তনু; শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু—শ্রীচৈতন্যভক্ত। এই চৈতন্যদাসক্রব মুখে শ্রীচৈতন্য-নামের ভাণ করিয়াও প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীচৈতন্য-বিরোধীই ছিলেন। 'শ্রীচৈতন্যের অনুগ্রহেই শ্রীঅদ্বৈত সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন'—এই কথা বিচার না করিয়া ঐ অতিবাড়ী অদ্বৈত-ভক্তাভিমানী ব্যক্তি ঐ প্রকার উক্তিতে শ্রীঅদ্বৈতের নিন্দা হয় বলিতেন।

ঠাকুর বৃন্দাবন বলেন যে, ঐ পাপিষ্ঠকে যে 'অদ্বৈতানুগ' বলিয়া মনে করে, সে অদ্বৈতপ্রভুর বিচার কখনই বুঝিতে পারে না বা পারে নাই।

সংস্কৃত ভাষায় রাক্ষসের পর্য্যায়ে 'পুণ্যজন'-শব্দ কথিত হয়। সুতরাং আপনাকে আপনি লোক-প্রতারণা করিয়া 'চৈতন্যদাস' বলিলে তদ্দ্বারা আপনাকে রাক্ষস-পর্য্যায়ে

পরিণমিত করিবার চেষ্টাই হয়। যাহারা 'পুণ্যজন' শব্দের প্রচ্ছন্ন অর্থ বুঝেন না, তাঁহারা উহাকে ভাল অর্থেই বিচার করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা যেরূপ বিকৃত অর্থে প্রযুক্ত, তদ্রূপ 'চৈতন্যদাস' প্রভৃতি নাম প্রকৃত অর্থে সংজ্ঞিত না হইয়া শ্রীচৈতন্যের গ্লানিকারকের নামরূপে ব্যবহৃত হইলে উক্ত নামধারী কখনও প্রকৃত 'চৈতন্যদাস' হইতে পারে না।

বিষ্ণুপাদ প্রভৃতির পরিচয় দিয়াও যাহারও যাহারও মধ্যে এইরূপ নানাপ্রকার অপসিদ্ধান্ত ও আপনাকে 'চৈতন্যদাস' প্রভৃতি বলাইবার চেষ্টা কিছু আধুনিক-কালের বিরল নহে; বরং ঐ সকল বিচার ও ব্যবহার বাপ্পানুক্রমিক ধারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে হইতে বর্ত্তমানকালে সহস্রমুখী অপসিদ্ধান্ত, অনর্থ ও কপটতায় প্রকাশিত হইয়াছে। এখনও ঐরূপ শ্রেণীর কেহ কেহ বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বলিয়া থাকেন যে, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও যখন অদ্বৈতপ্রভুর পূর্ব্ব পুরুষগণ বৈষ্ণব ছিলেন, তখন অদ্বৈত-বংশের বৈষ্ণবতা পুরাণ চাউলের ন্যায় অধিক দামী; কেহ কেহ এই পুরুষের বৈষ্ণবতার নজির দেখাইয়া বৈষ্ণবতার পেন্সন ভোগ করিতে চাহেন; তাঁহারা বলেন যে, তাঁহারা কিছু না করিলেও, এমন কি কপটতা করিয়া চৈতন্য-বিরোধ ও অনাচার-ব্যভিচার করিলেও কেহই তাঁহাদের প্রভুবংশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইতে তাঁহাদিগকে বিচ্যুত করিতে পারিবে না।

কিছুদিন পূর্ব্বেও ইহাদের কেহ কেহ শ্রীচৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহ, কেহ কেহ বা অদ্বৈত প্রভুকে কৃষ্ণ, মহাপ্রভুকে রাধা, কেহ কেহ বা অদ্বৈত প্রভুর কৃপায়ই শ্রীচৈতন্যের এত প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কত কি সিদ্ধান্ত (?) করিয়া পণ্ডিতম্মন্য হইয়াছিলেন; কেহ কেহ ঐ বংশের কালিমা বিদূরিত করিবার জন্য কোন কোন গ্রন্থ, টীকা-টিপ্পনীও প্রাচীনের নাম দিয়া কৌশলে প্রচারে যত্নবান হইয়াছিলেন।

কেহ কেহ অদ্বৈতপ্রভুর পৌত্রাভিমান করিয়া বন্দ্যঘটীয় হরিহর ভট্টাচার্য্যের পুত্র স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের প্রতি শ্রীতিবিশিষ্ট হইয়াছিলেন এবং স্মার্ত্তাচার অবলম্বন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেবের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা-বিহীন ছিলেন—'গোস্বামী ভট্টাচার্য্য' নাম গ্রহণ করিয়া তাঁহ গুরুর যোগ্য সঙ্গে "গোস্বামী"-শব্দের অবমাননা করিয়াছিলেন এবং স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের অনুগতো কুশপুত্তলিকা দগ্ধ করিয়া প্রেত বা রাক্ষস-শ্রাদ্ধ-কার্য্য সম্পাদন-পূর্ব্বক শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি বিষ্ণুভক্তিপর স্মৃতির বিরুদ্ধ আচরণ ও মহাপরাধ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন,—আধুনিক কল্পিত 'অদ্বৈত প্রকাশ' প্রভৃতি পুস্তকও এইরূপ নানা প্রকার ভ্রান্তিসন্ধি এবং অসচ্চেষ্টার সমর্থন ও পরিপোষণ-কল্পেই নাকি সৃষ্ট হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শান্তিপুরের শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর ভবনে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের আরাধনা-তিথি-উপলক্ষে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য কর্ত্তৃক উৎসবের বিপুল আয়োজন লক্ষ্য করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-বাক্যের প্রসঙ্গ অবলম্বন-পূর্ব্বক বলিতেছেন,—

"বুদ্ধিনাশ আচার্য্যের দেখে সর্ব্বথায়।
এই মত হাসি' প্রভু বলে বার বার॥
ছলে অদ্বৈতের তত্ত্ব মহাপ্রভু কয়।
যে হয় সুকৃতি, সে পরমার্থ লয়॥
তান বাক্যে অনাদর অনাস্থা যাহার।
তারে শ্রীঅদ্বৈত হয় অগ্নি-অবতার॥
যদ্যপি অদ্বৈত কোটিচন্দ্র সুশীতল।
তথাপি চৈতন্য-বিমুখের অনল কেবল॥"

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪র্থ অঃ)

শ্রীচৈতন্যভাগবতকার মধ্য ১৯শ অধ্যায়ে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শ্রীমুখ-বাক্য উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, লোকে কিংবদন্তী আছে যে, ভগবান্ নারায়ণ কৃষ্ণকে নির্দ্দোষ প্রতিপাদন করাইবার জন্য এবং স্বীয় বাৎসল্য-প্রদর্শনার্থ কৃষ্ণপদচিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন। মূঢ় ব্যক্তিগণের অধিক প্রতারিত হইবার যোগ্যতা থাকায় তাহারা ভগবান্ অপেক্ষা কৃষ্ণের অধিক গৌরব বুঝিয়া থাকে। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু বৈষ্ণবাচার্য্য 'মহাবিষ্ণু' বলিয়া কৃষ্ণের নির্ব্বন্ধিতা ধরিয়া ফেলিয়াছেন। তজ্জন্য শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বাহিরে দম্ভ-ক্রোধ প্রদর্শন করিয়া কৃষ্ণের ন্যায় তাঁহার (অদ্বৈতপ্রভুর) শত শত শিষ্য আছে, ইহা প্রকাশ করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে গৌরববৃদ্ধি করিয়া যে পদধূলি গ্রহণাদি করিয়া থাকেন, তাহাতে তিনি বিশেষ দুঃখিত হইয়া শ্রীচৈতন্য-দেবের নিকট হইতে শাস্তি লাভ করিবার বাসনায় নিজে পূজ্য হইবার বিচার পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে যত্ন করিতে

লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, 'যোগবাশিষ্ঠ' নামক ভক্তিবিরোধী মায়াবাদীর ভাষ্য ব্যাখ্যা-মূলে ভক্তিপথের গৌরব-বিস্তারের ছলনা করিতে লাগিলেন। উদ্দেশ্য,—মহাপ্রভুর ভক্তি-প্রচার-কার্য্যে বাধা দিলে তিনি শ্রীঅদ্বৈতকে পূজা করিবার পরিবর্ত্তে 'সাজা' দিবেন। মহাপ্রভু একদিন পথে আসিবার কালে অনেক মায়াচারী সন্ন্যাসীকে কৃপা করিয়া শান্তিপুর অদ্বৈত-ভবনে উপস্থিত হইলেন। এমন সময় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু 'যোগবাশিষ্ঠ' ব্যাখ্যা-মূলে জ্ঞানযোগের অধিক মহিমা ও জ্ঞানের প্রাধান্য স্থাপন করায় মহাপ্রভু অদ্বৈতপ্রভুকে প্রহার ও তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া নিজতত্ত্ব প্রকাশ করিলেন এবং অদ্বৈতকে বর দিলেন। তখন অদ্বৈত প্রভু আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বলিলেন,—

"যদি মোর পুত্র হয়, হয় বা কিঙ্কর।
বৈষ্ণবাপরাধী" মুক্তি না দেখোঁ গোচর॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৯।১৭৫)

অনেকে বলেন,—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। অদ্বৈতপ্রভুর অন্যতম শিষ্য ও অধস্তন—সকলেই পণ্ডিত গদাধরের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের বিরোধী পুত্র ও শিষ্যগণ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর বিচার গ্রহণ করেন নাই ও তাঁহাকে শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম বলিয়া জানিতে পারেন নাই।

মহাপ্রভু গুরুত্ব অস্বীকার করায় বঞ্চিত অদ্বৈত-বাদিগণ বিশ্বগুরুকে বিষয়-বিগ্রহ মনে না করিয়া আশ্রয়-বিগ্রহ মনে করে। উহাতে বিশ্বগুরুর মর্য্যাদা লঙ্ঘন হয় এবং নিজ-নিজ ছিন্তা-ক্রমে বিষ্ণুবস্তু হইবার অবৈধ চেষ্টা করিলে ত্যাজ্য বংশ ও শিষ্য-পরিচয়-মাত্র অবশিষ্ট থাকে। যে-ব্যক্তি বিষয়-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেবের সেবা পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় অপরাধ-গোপনে অদ্বৈত-মহিমা নিযুক্ত করেন, তিনি ভগবানের অনুগ্রহ-লাভে চিরদিন বঞ্চিত হইয়া আত্মম্ভরী, দাম্ভিক ও প্রতিষ্ঠাশা-পরায়ণ হন। অদ্যাপি কেহ কেহ অদ্বৈত-বংশে পরিচয় দিয়া গুরুতত্ত্বের গুহ্য ভক্তির অনুষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠাশা বলিয়া স্থাপন করিতে যত্ন করেন। তাহাতে তাহাদের অবৈধ দাম্ভিকতা প্রকাশিত হয় মাত্র। ঐ প্রকার দাম্ভিকগণ ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া আপনাদিগকে বিষ্ণুবস্তু ও ভগবানের দাসাভিমানী 'বৈষ্ণব' মনে করিয়া প্রতিষ্ঠাশা-সাগরের অতল জলধিতে নিমগ্ন হন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তাঁহাদিগের অপরাধ ক্ষমা করিয়া সদ্বুদ্ধি দিউন, ইহাই শুদ্ধ ভক্তজগতের একমাত্র প্রার্থনীয়।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পুত্র বা শিষ্যবর্গ জনগণ শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শুদ্ধ দাসগণের প্রতি অপরাধ-বিশিষ্ট হইলে অদ্বৈত-প্রভু তাহাদিগের দণ্ড ও কৃপা বিধিত্ব করেন, ইহা শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর উক্তি উল্লেখ করিয়া ঠাকুর বৃন্দাবন সরীব ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"যে তোমার পাদপদ্ম না করে ভজন।
তোরে না মানিলে কভু নহে মোর জন॥"
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৯।১৭৩)

ঠাকুর বৃন্দাবনের লেখনীতে দেখা যায় যে, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য নিরন্তর গীতা-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন এবং গীতার প্রত্যেক শ্লোক ভক্তিপর ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যা করিতেন। যে শ্লোকের আপাত অর্থে তিনি ভক্তিযোগ না পাইতেন, সেই শ্লোকের দোষ না দিয়া নিজেরই উক্ত শ্লোকের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় নাই বিচারে তিনি মনের দুঃখে উপবাস করিয়া থাকিতেন। তখন ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-সম্মুখে স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে ঐ শ্লোকের প্রকৃত অর্থ ও পাঠ বলিয়া দিতেন। একদিন মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে বলিলেন,—"অদ্বৈত, আমি তোমাকে গীতার সকল পাঠই বলিয়াছি, এক পাঠ কেবল বলি নাই। সম্প্রদায়-অনুরোধে "লোকে সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ" (গীতা ১৩।১৩) স্থানে "সর্ব্বত্র পাণিপাদন্তৎ" পাঠ হইবে।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বলিতেছেন,—

চৈতন্যের গুপ্ত শিষ্য আচার্য্য গোসাঞি।
চৈতন্যের সর্ব্ব ব্যাখ্যা আচার্য্যের ঠাঞি॥
শুনিয়া আচার্য্য প্রেমে কান্দিতে লাগিলা।
পাইয়া মনের কথা মহানন্দে ভোলা॥
অদ্বৈত বলয়ে,—"আর কি বলিব মুঞি।
এই মোর বহু যে, মোর নাথ তুমি॥
• • •
এ সব কথায় যা'র নাহিক প্রতীত।
অধঃপাত হয় তা'র জানিহ নিশ্চিত॥
মহাভাগবতে মূর্খে অদ্বৈতের ব্যাখ্যা।
আপনে চৈতন্য যা'রে করাইল শিক্ষা॥

যেমে যেন নানামত করয়ে কখন।
এই মত আচার্য্যের দুর্জ্ঞেয় বচন॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কা'র?
আনিহ ঈশ্বর-সঙ্গে ভেদ নাহি যা'র।
শরতের মেঘ যেন পরভাগে বর্ষে।
সর্ব্বত্র না করে বৃষ্টি, কোথাহ বরিষে॥
শিবস্যো মুহুশ্চোরং কচিন্ন মুহ্যতঃ শিবম্।
যথা জ্ঞানামৃতং কালে জ্ঞানিনো দদতে ন বা॥
(ভাঃ ১০।২০।৩৬)
এই মত অদ্বৈতের কিছু দোষ নাঞি।
ভাগ্যাভাগ্য বুঝি' ব্যাখ্যা করে সেই ঠাঞি॥
চৈতন্যের চরণ-সেবা অদ্বৈতের কাজ।
ইহাতে প্রমাণ সব বৈষ্ণব-সমাজ॥
সর্ব্ব ভাগবতের বচন অনাদরি'।
অদ্বৈতের সেবা করে, নহে প্রিয়কারী॥
চৈতন্যেতে মহামহেশ্বর বুদ্ধি যা'র।
সেই সে—অদ্বৈত-ভক্ত, অদ্বৈত—তাঁহার॥
'সর্ব্ব-প্রভু গৌরচন্দ্র'—ইহা যে না লয়।
অন্তঃ অদ্বৈত-সেবা ব্যর্থ তা'র হয়॥
শিরশ্ছেদি' ভক্তি যেন করে দশানন।
না মানয়ে রঘুনাথ শিবের কারণ॥
অন্তরে ছাড়িল শিব, সে না জানে ইহা।
সেবা ব্যর্থ হৈল, বৈল সবংশে পুড়িয়া॥
ভাল-মন্দ শিব কিছু জানিয়া না কয়।
যা'র বুদ্ধি থাকে, সেই চিত্তে বুঝি' লয়॥
এইমত অদ্বৈতের চিত্ত না বুঝিয়া।
বোলায় 'অদ্বৈত-ভক্ত' চৈতন্য নিন্দিয়া॥
না বলে অদ্বৈত কিছু স্বভাব-কারণে।
না ধরে বৈষ্ণব-বাক্য, মরে ভাল মনে॥
যাঁহার প্রসাদে অদ্বৈতের সর্ব্বসিদ্ধ।
হেন চৈতন্যের কিছু না জানয়ে শুদ্ধি॥
ইহা বলিলেই আইসে ধাক্কা মারিবারে।*
অহো! মায়া বলবতী,—কি বলিব তারে?
ভক্তরাজ অনন্তাও,—ইহা নাহি জানে।
অদ্বৈতের প্রভু—গৌরচন্দ্র নাহি মানে॥
পূর্ব্বে যে আখ্যান হৈল, সেই সত্য হয়।
তাহাতে প্রতীত যা'র নাহি, তা'র ক্ষয়॥
যত যত গুণ যা'র সবেতে বড়াঞি।
চৈতন্যের সেবা বিনে আর কিছু নাঞি॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু যারে কৃপা করে।
যা'র যেন ভাগ্য, ভক্তি সেই সে আদরে॥
অহর্নিশ নওয়াহ ঠাকুর নিত্যানন্দ।
'বল ভাই হরি'—'মোর প্রভু গৌরচন্দ্র'॥
চৈতন্য-স্মরণ করি' আচার্য্য গোসাঞি।
নিরবধি কান্দে, আর কিছু স্মৃতি নাই॥
ইহা দেখি' চৈতন্যেতে যা'র ভক্তি নয়।
তাহার আলাপে হয় সুকৃতির ক্ষয়॥
'বৈষ্ণবাগ্রগণ্য-বুদ্ধ্যে যে অদ্বৈত গায়।
সেই সে বৈষ্ণব, জন্মে-জন্মে কৃষ্ণ পায়॥
অদ্বৈতের সেই সে একান্ত প্রিয়তর।
এ মর্ম্ম না জানে যত অধম কিঙ্কর॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০ম অঃ)

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাসদেব কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বের কথিত দৃষ্টান্ত আধুনিক কালে আরও অধিকতর কপটতার আশ্রয় লইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। আধুনিক কালেও কোন কোন অদ্বৈতবংশাক্রম সভা-সমিতিতে—কখনও বা প্রেতশ্রাদ্ধ-বাসরে, মায়াবাদি-কর্ণধারসমাজে ও প্রাকৃত-সহজিয়া-গণের আশ্রম-মন্দিরে গীতা-ব্যাখ্যার ছলনা করিয়া শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট ও শিক্ষাবিরুদ্ধ গীতার অনর্থ করিয়া থাকেন—গীতাতে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগের সহিত ভক্তির চিচ্ছক্তিসমন্বয় করা হইয়াছে, ইহা প্রচার করিয়া থাকেন—'ভক্তোকরক্ষক', 'জগদ্গুরু' শ্রীধরস্বামিপাদকে 'মায়াবাদী' বলেন; এমন কি, ভাগবত-শ্লোকের মধ্যেও মায়াবাদ প্রাপ্ত হন!

আচার্য্যের ঐ শ্রেণীর বংশধরক্রবগণ তদীয় গীতা, -ভাগবত-ব্যাখ্যার তাৎপর্য্যে বঞ্চিত হইয়া ভক্তির প্রতিকূল বিচারকেই ভক্তের গ্রহণীয় বলিয়া প্রচার করায় আসামদেশে এবং বঙ্গদেশের নানাস্থানে পঞ্চোপাসনা আদরণীয় করিয়াছে। ঠাকুর বৃন্দাবন বলেন, বেদের বিভিন্ন মত আপাত-দৃষ্টিতে পরস্পর বিরুদ্ধমান এবং তাহাতে কেবলাদ্বৈতবিচার, শুদ্ধাদ্বৈতবিচার ও দ্বৈতাদ্বৈতবিচার প্রভৃতি নানা মতবাদের উৎপত্তি ঘটিয়াছে, তদ্রূপ আচার্য্য শ্রীঅদ্বৈতের বাক্য ও

ব্যবহারাদর্শী ও তাঁহার অনুগতজনগণ বুঝিতে না পারিয়া নানা প্রকার মনঃ কল্পিত ও অপসিদ্ধান্তকে অদ্বৈতের মত বলিয়া ঘোষণা করেন; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষামাত্রকেই সম্বল করিয়া আচার্য্যের শিক্ষা দিয়াছেন। সঙ্কোচিত সেবোন্মুখের নিকট পরস্পর বিরুদ্ধমান প্রতীত হইলেও আচার্য্যের ব্যাখ্যাসমূহ শ্রীচৈতন্যানুমোদিত, একতাৎপর্য্যপর ও শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-পূর্ণ। শ্রীচৈতন্যের প্রকাশিত ব্যাখ্যা অচিন্ত্য-ভেদপর হইলেও উহাই যুগপৎ ভেদপর, তজ্জন্য প্রাপঞ্চিক চিন্তা-ব্যাপার-বিশেষ নহে।

পরব্যোমে একই সময়ে সকল স্থানে বৃষ্টি হয় না; যেখানে বৃষ্টি হয় ও যেখানে বৃষ্টি হয় না, সেই সকল স্থানের নিজ-নিজ ভাগ্য অপেক্ষা করে মাত্র। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বাক্যগুলিও স্থানবিশেষে সৌভাগ্য-আনয়ন ও ভাগ্য-বিপর্য্যয় উপস্থিত করিয়াছে।

পঙ্কজসমূহ হেরম্ব কোনস্থানে মঙ্গলজনক জলরাশি মোচন করে, আবার কোথায়ও করে না; তদ্রূপ জ্ঞানিগণ সেবোন্মুখ অকপট-যোগ্য শিষ্যকেই অনায়াসে ভগবদ্বস্তুপদেশ জ্ঞানামৃত দান করেন; কপট, বঞ্চনাকামী অযোগ্য শিষ্যদ্রুবকে তাহা দান করেন না।

গঙ্গার তটদেশে অবস্থিত নিম্ববৃক্ষ ও আম্রবৃক্ষ উভয়েই গঙ্গার জলে সমভাবে পুষ্ট হইলেও নিম্ববৃক্ষ গঙ্গার সুমিষ্ট বারি হইতে তিক্তরসেই পরিপুষ্ট হয়; আর আম্র সুমধুর রসে সমর্দ্ধিত হইয়া অপরকেও সেই মধুর রস বিতরণ করে।

যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবকে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সেব্য-বিগ্রহ জানেন, তাঁহারাই অদ্বৈতপ্রভুর প্রকৃত ভক্ত, তাঁহাদেরই সেবা শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু গ্রহণ করেন। আর যাঁহারা অদ্বৈতের উদ্দেশে সেবা করিতে গিয়া অদ্বৈতকে 'বিষ্ণু'-জ্ঞানপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে তদাশ্রিতা 'রাধা' জ্ঞান করিবার স্বকপোল-কল্পিত মতবাদ ঘোষণ করেন, তাঁহাদিগকে কখনই অদ্বৈতের অনুগত সেবক বলা যায় না। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে শান্তিপুর গ্রামে ঐ প্রকার স্থাপিত মতবাদের পুনঃ প্রচার হইয়াছিল। শুনা যায়, কালনায় এই মতবাদ প্রস্থাকারে পরিণত না হইলেও অদ্বৈতবংশিগণের কেহ কেহ ন্যূনাধিক এই মত ঘোষণ করিয়া নিরয়গামী হন।

ঠাকুর বৃন্দাবন আরও বলিয়াছেন যে, দশানন রাবণ 'শিব-ভক্ত' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি শিবভক্ত হইলেও শিবের আরাধ্য শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার সেবিকা সীতাদেবীকে হরণ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি ঘোষণ করেন। সেই কপটভক্ত দশানন শ্রীরামচন্দ্রের বিদ্বেষ-জনক অপকার্য্যরূপ নিজ-বুদ্ধির দোষে নিজের মস্তকগুলিই বিনষ্ট করিয়াছিলেন শ্রীঅদ্বৈতবংশাক্রবগণের শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যজন-বিদ্বেষকলে সেই দশাই লাভ হইবে।

ব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবন লোক-কল্যাণের জন্য এইরূপ বহু বিচারের অবতারণা করিয়া আমাদিগকে সাবধান করিয়াছেন, আমরা যেন শ্রীনিত্যানন্দ-কৃপার বিচারের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া অভক্তিরাজ্যের পুষ্পিত পিচ্ছিল-পথে পদার্পণ করিতে বিরত ও সাবহিত হই।

শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয় মঠ

যে-দিন বিরহ-বিধুরা গোপী-শিরোমণির ভাবে অন্তর-বাহ্যবিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দর ঐশ্বর্য্য-লীলা-ক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র নীলাচল হইতে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে মাধুর্য্য-লীলা-ভূমি গুণ্ডিচা-সুন্দরাচলে লইয়া যাইতেছেন। গোপীকুলবল্লভ গোকুলবীর গোকুলবাসিনীদিগকে ছাড়িয়া গৌর-লীলায় প্রমত্ত হইয়া-ছিলেন—সাময়িকভাবে সূর্য্যোপরাগের স্নানের ছল করিয়া বিরহানলদগ্ধগণের নিধন-মহাস্নান হইল। তাহাতেও প্রাণের আশা মিটিল না—ব্রজবাসিগণ নবকুলচন্দ্রমাকে তাঁহাদের নিজস্ব ব্রজের নিভৃত বনে লইয়া গিয়া সেবা করিবার জন্য অধিকতর ব্যাকুল হইলেন। কুরুক্ষেত্রের সাময়িকভাবে যে বিরহ-বারিধি উদ্বেলিত হইয়াছিল, তাহাই নীলাদ্রির বেলাভূমে উচ্ছলিত ও প্লাবিত হইল।

সেই বিরহ-বারিধির সাক্ষাৎমূর্ত্তি গৌরাঙ্গসুন্দর রামানন্দ-জলধরে স্বভক্তিসিদ্ধান্তামৃত সঞ্চার করিলেন। আবার

দাসের ন্যায় আত্মদানকে মেঘ-মুখে পুনরায় গ্রহণ করিয়া স্বয়ং সিদ্ধান্তস্বরূপাকরতা প্রাপ্ত হইলেন। সেই ভক্তিসিদ্ধান্ত-পয়োধর যখন "সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোকত্রাণায় কারুণ্য-ঘনাঘনত্বম্। প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণার বিন্দম্"—শ্লোকের বিগলিতরূপ হইয়া আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিলেন, তখনই সমস্ত জীবকুল সেই ভক্তিসিদ্ধান্ত বারিধির কারুণ্যকথামৃত-ধারার প্রথম স্নান, ঔদার্য্যকথামৃত-ধারায় দ্বিতীয় স্নান ও ঔদার্য্যমণ্ডিত মাধুর্য্য-কথামৃত-ধারায় তৃতীয় স্নান করিবার সৌভাগ্য পাইলেন।

গৌরবনের ভাগীরথীধারায় সিদ্ধান্তকারুণ্যামৃতে প্রথম স্নান করিয়া, নীলাচলের নীলাম্বুধিতে ঔদার্য্যময় দ্বিতীয় স্নান করিয়া যাঁহারা যোগ্য হইয়াছেন, তাঁহারাই গোদাবরী-তটে-ঔদার্য্যবিভাবিত মাধুর্য্যকথামৃত-ধারায় তৃতীয় স্নান করিবার অধিকার পাইলেন। গোদাবরী-তটে একদিন রাধাকুণ্ড-তটের স্নান স্মৃত হইয়াছিল—গোদাবরী-তটে একদিন প্রেমানন্দাম্বুধির নিকট ব্রহ্মানন্দের গোষ্পদতা প্রতি-পাদন করিয়া কৃষ্ণ-গোচারণক্ষেত্রের গোকুলের মহামহোৎসব প্রকটিত হইয়াছিল। সেই গোকুল-মহোৎসবের কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম; এমন কি, সেই উৎসবের ভূমিটী পর্য্যন্ত আমাদের নিকট লুপ্ত অতীত ইতিহাসের যবনিকায় আবৃত হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীগৌর-রামানন্দ-গীতা-গাথাসমূহ প্রাকৃত সহজিয়াগণের ভোগ্য ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছিল—যে গাথার মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে অনর্পিতচর মহাদানের গুহ্য-সম্পুট উন্মুক্ত হইয়াছিল, নিখিল ধর্ম্মসিদ্ধান্তের তুলনামূলক তারতম্য ও পরাকোটীর আদর্শ আলোচিত হইয়াছিল, সেই সকল কথা কোথায় বিকৃত, কোথায় আবৃত, কোথায়ও বা অনাদৃত হইতেছিল। এমন সময় কে এক মহাজন সেই কল্যাণগুণধনিকে প্রস্রবনের ন্যায় প্রস্ফুটিত ও উচ্ছলিত করিয়া দিল? রামানন্দ-মেঘমুখে সমর্পিত সিদ্ধান্তস্বরূপাকরকে গোদাবরী-তটস্থিত গোষ্পদতীর্থে কে এবার নির্ঝরিণীর ন্যায় উন্মাদিনী করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী-গঙ্গোত্রীর সহিত মহামিলন সাধন করাইলেন?

কথিত হয়,—বহু বৎসর পরে একবার এই সময়ে গোদাবরীতে সর্ব্বতীর্থের সম্মেলন হইয়া থাকে, তাই পবিত্রতা-কামী অগণিত লোক এইসময়ে গোদাবরী-স্নানের জন্য সমবেত হইয়া থাকেন। অজ্ঞান-কর্ম্মসঙ্গিগণ ব্যবহারতঃ যাহাই বিচার করুন না কেন, পরমার্থতঃ গোদাবরীর গোষ্পদ তীর্থে সর্ব্বতীর্থেরই সম্মেলন হইয়াছিল। যেখানে তীর্থভূত গৌরজনের কৃপায় শ্রীচৈতন্যবাণী-গঙ্গা শ্রীগৌর-রামানন্দ-সিদ্ধান্তস্বরূপাকর-সহিত সম্মিলিত হইলেন, সেখানে সর্ব্বতীর্থের সম্মেলন হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যে-দিন গোদাবরীতে সর্ব্ব ধর্ম্ম-প্রবাহ-স্বরূপিণী বিরজা তীর্থধারা সজ্জিত হইয়া তুলনামূলে শ্রীচৈতন্যবাণী-গঙ্গার অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভসেবামৃত-প্রবাহিনীর সর্ব্বোৎকর্ষ, সর্ব্বাঙ্গ-সৌন্দর্য্য ও সর্ব্বাঙ্গীন-সম্পূর্ণতা, সজ্জনগণের উপলব্ধির বিষয় করাইয়া-ছিলেন—আবার অন্যদিকে যে-দিন নীলাচলে শ্রীচৈতন্যবাণী-গঙ্গা নীলরত্নাকর-তট হইতে নীলমাধবকে বিপ্রলম্ভগীতি-ধারায় অভিষেক করিতে করিতে পুরুষোত্তমে লইয়া যাইতে-ছিলেন, এমন এক মহাপূর্ণা-বাসরে শ্রীগৌর-রামানন্দ-নিজ-জন গোদাবরী-তটে যেখানে শ্রীগৌরপাদপীঠ প্রকট করিয়া-ছিলেন, তৎস্থানের "শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয় মঠে" শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর অর্চ্চাবতারপ্রকট করিলেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীগোস্বামী প্রভুপাদ জীবের প্রতি স্বাভাবিক অহৈতুক অনন্তোদয়-দয়াপরবশ হইয়া গত রথযাত্রা-দিবসে ২১শে আষাঢ় (১৩৩৯ বঙ্গাব্দ), ৪ঠা জুলাই (১৯৩২ খৃষ্টাব্দ) প্রাতঃকালে ৮ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়-মঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীকে সংকীর্ত্তন-মুখে প্রকট করিয়াছেন। বেলা ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত শ্রীগৌর-পাদপীঠ-শ্রীমন্দিরের (যেখানে শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছেন) অঙ্গনে নবনির্ম্মিত মণ্ডপে স্থানীয় ও বিদেশীয় বহু ভক্ত, শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্তব্যক্তি, সমাগত বহুসংখ্যক যাত্রী, গোদাবরী-পুষ্করে স্নানার্থী অগণিত ব্যক্তির নিকট শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রাতঃকাল ৮টা হইতে প্রায় ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত দুইঘণ্টাকাল আত্মিকতার ক্রমসোপান, তারতম্য ও সীমা-পরাকাষ্ঠা এবং শ্রীগৌর-রামানন্দ-মিলন-স্থলের অভিনব্য মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে কীর্ত্তন করেন। সকলে চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করেন। কক্ষতলে শ্রীগৌর-পাদ-পীঠের ভূমি-প্রদাতা মহারাজ-রাজশ্রী কুরেরা রামচন্দ্রয়া গারু; শ্রীমূর্ত্তি-প্রকাশে আনুকূল্যকারী মহারাজ-রাজশ্রী পেদ্দিরালা পেডাপুল্লায় গারু; মহারাজ-রাজশ্রী চিন্নাপুল্লায় গারু, মহারাজ-রাজশ্রী সি, এচ গোপীনাথম্ অকর্ণল (আডভোকেট); স্থানীয়

ডেপুটী-কালেক্টর; স্থানীয় ডেপুটী-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ অব্ পুলিস; মহারাজ-বাহাদুর ই. ডি. দেবোত্তরম্ (উকীল); মহারাজ-রাজশ্রী ওয়াই ভেঙ্কটেশ্বরাও পাণ্ডালু গারু অভৃতি এবং বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীগৌর-রামানন্দ-সংবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌর-পার্ষদত্বে আকৃষ্ট হন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরামানুজাদি আচার্য্যগণের প্রচারিত মতের তুলনামূলে কতিপয় সম্প্রদায়াচার্য্য অনর্পিতচরশ্রেমপ্রদাতা মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দরের মহাবদান্যতা কোথায়, তাহাও বিশদভাবে শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট বিবৃত করেন।

শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশের পূর্ব্বে উক্ত দিবস প্রাতঃকাল ৭টার সময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ নামাবিধ বাদ্যসহ সঙ্কীর্ত্তন-শোভা-যাত্রার মধ্যে সপার্ষদ গৌরহরির নাম-সংকীর্ত্তনে দিগন্ত মুখরিত করিয়া গোদাবরী-তীরে গমন করেন। তথায় তীর্থকে দণ্ডবৎপ্রণতি করিয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক গোদাবরী-তটে শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়-মঠে উপনীত হন এবং তথায় শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করেন। শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে বিস্তৃত মণ্ডপে শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অসংখ্য লোকের সমাগম হইয়াছিল; সমবেত ব্যক্তিদিগকে বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ, গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক ও বিকুণ্ঠপদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সপার্ষদকে মদ্রাজের রাজমর্য্যাদা-সহ আপনার সাধারণকে কৃষ্ণপ্রেমবন্যার প্লাবিত করিয়া ব্রজেন্দ্র-নন্দনাভিন্ন শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় ভক্তবৃন্দের শ্রীচরণরজ-স্পর্শে সৌভাগ্যবতী গোদাবরী-তীরে "রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ" সংস্থাপন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা এবং তদুপলক্ষে অসংখ্য সুকৃতিমান্ ব্যক্তিকে ভক্তিরাজ্যের চরমোৎকর্ষের বিষয় শ্রবণ-সৌভাগ্য প্রদানান্তর গত ১৫ই জুলাই (১৯৩২) বুধবার দিবস শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ হইতে শুভযাত্রা করিয়া ১৬ই জুলাই তারিখে উৎকল-প্রদেশস্থ ভুবনেশ্বরে শুভবিজয় করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তথা হইতে কটক হইয়া শেষটী সপার্ষদে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ হরিকথা-প্রচারার্থ বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সেক্রেটারী শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিশাস্ত্রজ্ঞ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রীপ্রভু ও শ্রীযুক্ত ব্যাসীযোগেন্দ্রব্রহ্মচারীজী সহ বাঙ্গালোরে শুভবিজয় করিয়া বিগত ৮ই জুলাই অপরাহ্ণে বাঙ্গালোরস্থ জয়মহল প্রাসাদে মাননীয় মহীশূর-রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

স্বামিজী মহারাজ মাননীয় রাজাবাহাদুরকে প্রদাপা পুষ্পমালিকা ও চন্দনাদি প্রদানান্তে কতকগুলি ভক্তিগ্রন্থ ও শ্রীচৈতন্য-মঠের অনুমত বিভিন্ন মঠ হইতে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত পাঁচটি পরমার্থিক পত্রিকা উপহার প্রদান-পূর্ব্বক কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে জয়পুররাজবংশোদ্ভূত সজ্জনগণের শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর সেবা ও গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের প্রতি ঐকান্তিকতার ঐতিহাসিক-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করেন। মাননীয় জয়পুর-রাজ ভগবদনুষ্ঠানাবলীর বিষয় ও নিজ-রাজ্যবলীর ইতিবৃত্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ-পূর্ব্বক অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়া শুদ্ধভক্তি প্রচার-কার্য্যের সহায়তা এবং শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শুদ্ধভক্তিবৃন্দের উন্নতির জন্য চেষ্টা ও সহানুভূতি করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ব্যাখ্যিত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ বর্ত্তমানে নৈনিতাল অঞ্চলে 'ওয়েষ্টন' নামক স্থানে পরমভাগবত রায়সাহেব শিবরাম সিংহ মহাশয়ের 'রোজ ভিলা' প্রাসাদে কতিপয় ব্রহ্মচারী-

সহ অবস্থান-পূর্ব্বক ইংরাজী ও হিন্দীভাষায় পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতাদি-মুখে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিতেছেন। স্বামিজীর শ্রীমুখ-নিঃসৃতা নিত্য-মঙ্গলময়ী বাণী শ্রবণার্থ স্থানীয় জনসাধারণের আগ্রহ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। স্বামিজী গত ৩০শে জুন বৃহস্পতিবার দিবস স্থানীয় 'ইণ্ডিয়ান্ ক্লাব হলে' অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ অধিবাস রায়সাহেব কৃষ্ণানন্দ সেনমহাশয়ের সভাপতিত্বে "বর্ত্তমান সঙ্কটের কালে ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা" (The Importance of religion with present day-crisis) সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় এক বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু উকিল, জমিদার ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া আরও বক্তৃতার জন্য স্বামিজী মহারাজকে অনুরোধ করেন। বক্তৃতার প্রারম্ভে ও অন্তে সুকণ্ঠ-কীর্ত্তনীয়া শ্রীনিতাই-দাস ব্রহ্মচারীজীর কীর্ত্তন হয়।

৪ঠা জুলাই তারিখে পরমভাগবত লালা রামজীমল আগরওয়ালা মহাশয়ের 'ব্লক হাউজ্' নামক ভবনে স্বামিজী মহারাজ 'শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের বৈশিষ্ট্য' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তথায় সিনিস্টিতের রাজাসাহেব, রাজা রাধারমণ সাহেব ও অন্যান্য বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

৫ই জুলাই দিবস স্বামিজী রায়বাহাদুর মদনগোপাল সার্দ্দানা মহাশয়ের 'ব্লাক্ হাউজ্' নামক কুটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। পাঠারম্ভের পূর্ব্বে ও পরে ব্রহ্মচারী শ্রীনিতাই-দাসের সুললিত কীর্ত্তন হয়।

স্থানীয় বহু ভদ্রলোকের আগ্রহে ও ঘনিষ্ঠতার শ্রীগীতা-সম্বন্ধের সভ্যবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে গত ১০ই জুলাই স্বামিজী 'গীতার ভক্তিযোগ' সম্বন্ধে হিন্দীভাষায় এক বক্তৃতা প্রদান করেন। মহারাজের বক্তৃতা-শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই মুগ্ধ ও অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পুনরায় তৎপর দিবসও বক্তৃতা দিবার জন্য স্বামিজীর নিকট সানুনয় প্রার্থনা জানাইলে ১১ই জুলাই তারিখে স্বামিজী 'ভক্তি'সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। এই দিবস গত দিবসাপেক্ষা লোকসংখ্যা অধিক হয়, শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই একবাক্যে স্বামিজী মহারাজের বক্তৃতার প্রশংসা করিতে থাকেন এবং তাঁহার দুই দিবসের কথা শ্রবণে পরিতৃপ্ত হইতে না পারিয়া পুনরায় তাঁহাকে আর একদিন বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ জানাইলে স্বামিজী তৎপরদিবস অর্থাৎ ১২ই জুলাই তারিখে 'ভগবদ্ভক্তিলাভের উপায়' সম্বন্ধে সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃবৃন্দ স্বামিজীর অমৃতময়ী বাণী সুধামুখের ন্যায় শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং রাত্রি অধিক হইলেও তাঁহাদের শ্রবণ-পিপাসার শান্তি না হইয়া বরং তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্তই করিয়াছিল। তাঁহারা স্বামিজী মহারাজকে আরও বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করিলেও অন্যত্র অন্যান্য সেবাকার্য্য থাকায় স্বামিজী কুণ্ঠেচ্ছা হইলে সময়ান্তরে তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিবেন বলিয়া বিদায়-গ্রহণ করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারীজী মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ কাশী নারদঘাটে গত ১১ই আষাঢ় হইতে সপ্তাহকাল-যাবৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গীতার শ্রৌতসিদ্ধান্তপূর্ণ ব্যাখ্যা-শ্রবণে শ্রোতৃগণ বিশেষ বিমুগ্ধ হইয়াছেন। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, এরূপ অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা আর তাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে কাহারও মুখে শ্রবণ করেন নাই। অনেকেই স্বামিজী মহারাজের শ্রীমুখে গীতা-ব্যাখ্যা-শ্রবণার্থ আগ্রহ প্রকাশ করায় শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ কাশী-ধামের বিভিন্ন স্থানে কয়েক দিবস যাবৎ গীতা-ব্যাখ্যা করিয়া গীতার একমাত্র উদ্দিষ্ট বস্তু শুদ্ধভক্তির ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করিতেছেন।

বিগত ৬ই জুলাই হইতে তিন দিবস-কাল স্বামিজী মহারাজ কাশী ২৬নং রামাপুরাতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বলি মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এতৎ-প্রসঙ্গে তিনি শ্রীভগবানের সর্ব্বেশ্বরত্ব, তদীয় অকুণ্ঠনীয় প্রভাব, গুরুক্রমের স্বরূপ, ভগবানের বাতিরেক কৃপা, ভক্তের অমিত-জিতত্ব প্রভৃতি বিষয় কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবর্গের পরম আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

৯ই জুলাই তারিখে কাশী গাঁড়েঘাটে গীতোক্ত "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া" শ্লোক ব্যাখ্যা-কালে শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ বলেন,—"ভগবানের ত্রিগুণময়ী মায়া অলৌকিকী, তাহাকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন; যাহারা কেবল-মাত্র নরাকৃতি পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের

পাদপদ্মের প্রসাদ হয়, তাঁহার ঐ চরণাশ্রয় যাহাকে গোষ্পদকুল্য-জ্ঞানে অক্লেশে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন।

আমরা ভক্ত, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান ও শ্রীমদে মত্ত হইয়া ভগবানের ভজন করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু ভগবানের সেবক ইতর দেবতাগণের যাজন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাম-তৃপ্তির চেষ্টা করিয়া থাকি। কেহ ভগবদ্ভজনের কথা বলিলে তাঁহাকে 'গোঁড়া বৈষ্ণব' বলিয়া উপহাস করিয়া থাকি। কেহ কেহ আবার চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণের যুক্তির সমর্থন করিয়া বা নোটাই দিয়া স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃতা বাণীকে অগ্রাহ্য করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের "যথা তরোর্মূলনিষেচনেন" শ্লোক এবং তদুক্ত "বৈষ্ণবাজ্ঞাবৈষ্ণবতা," "কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ" প্রভৃতি শ্লোকে একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভজনের কথাই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু আমরা সর্ব্বমঙ্গল-নিদান, সর্ব্বোপকারক পরম পিতা পরমেশ্বরের বাক্যকেও উপেক্ষা করিয়া মায়াবদ্ধ, বিভ্রান্ত-চালিত, ক্ষুদ্র জীবের আপাত-মধুর অমঙ্গলপ্রদ সুবিধাবাদে মুগ্ধ হইয়া পড়ি। আমরা কপটতা-পূর্ব্বক হরিভজনের ছল করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে আক্ষেন্দ্রিয় প্রীতিতেই নিমগ্ন থাকিতে চাই। সুতরাং "সহসীলা ভবতি বৈ" ন্যায়ানুসারে তাদৃশ কপট ব্যক্তির বাক্যকেই বহু মানন করি। কিন্তু ইতর দেবতাগণও নিজ-মুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং
স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্।
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ
শ্ব-লাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্॥

(ভাঃ ৬।১৭।২২)

অর্থাৎ যিনি নিরহঙ্কার অথবা যাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই, স্ব-স্বরূপভূত পরমানন্দে যিনি পূর্ণকাম, যিনি উপাধি বা পরিচ্ছেদশূন্য এবং প্রশান্তা অর্থাৎ রাগাদিশূন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যে-ব্যক্তি অন্যের শরণাগত হয়, সেই মহামূর্খ নিশ্চয়ই কুক্কুর-লাঙ্গুল আশ্রয় করিয়া সিন্ধু উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করে। (কুক্কুর যখন সিন্ধু অতিক্রম করিতে পারে না, তখন তাহার লাঙ্গুলগ্রাহী ব্যক্তি আর কিরূপে সিন্ধু অতিক্রম করিবে? এই ব্যক্তি যেমন সমুদ্রে মগ্ন হয়, তেমনি পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া যে অন্য উপায় অবলম্বন করে, সেও দুঃখসাগরে মগ্ন হয়)।

বৈষ্ণবগণই সর্ব্ব দেবতার যথাযোগ্য সমাদর করিয়া থাকেন, কিন্তু যাহারা প্রকৃত সিদ্ধান্ত না জানিয়া বহুদেববাদী হইয়া পড়েন অর্থাৎ সকল দেবতাকেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর-জ্ঞানে পৃথক্ পৃথক্ আরাধনা করিতে যান, তাঁহারা শ্রীভগবচ্চরণে অপরাধী।"

গত ১০ই জুলাই তারিখে কাশী পাণ্ডেঘাটে গীতা-ব্যাখ্যাকালে শ্রীপাদ শ্রৌতীমহারাজ বিবিধ শাস্ত্রযুক্তিমূলে ভগবদ্ভজনকারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনমুখে বলেন,—"গীতাতে চতুর্ব্বিধ অভজনকারী দুষ্কৃতি এবং চতুর্ব্বিধ ভজনকারী সুকৃতি ব্যক্তির কথা উক্ত হইয়াছে। (১) প্রাকৃত পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ, (২) পণ্ডিতম্মন্য, (৩) উচ্চকুলে জাত-বিচারে নিজকে সর্ব্বোত্তমজ্ঞানকারী, (৪) মায়া-দ্বারা অপহৃতজ্ঞান নিরীশ্বরবাদী নাস্তিক, সাংখ্যবাদী প্রভৃতি—এই চারিপ্রকার অসুরস্বভাবযুক্ত ব্যক্তিগণ শ্রীহরির ভজন করেন না। আর (১) আর্ত্ত (রোগ-শোক-শত্রু প্রেতাদির দ্বারা পীড়িত, যথা গজেন্দ্র), (২) আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু শৌনকাদি, (৩) অর্থার্থী ধ্রুবাদি এবং (৪) জ্ঞানী শ্রীশুক-দেবাদি—এই চতুর্ব্বিধ হরিভজনকারিগণের মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞানকর্ম্মের পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তিযুক্ত হইয়া নিত্যভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকেন বলিয়া তিনি শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয়।

অভজনকারী দুষ্কৃতিসম্পন্ন-ব্যক্তি কামাসক্ত হইয়া তুচ্ছ ফলাকাঙ্ক্ষায় ইতর দেবতার ভজনে নিযুক্ত থাকেন। কিন্তু যদি কামী ব্যক্তি ইতর দেব-যাজন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তীব্র-ভক্তিযোগে শ্রীভগবৎপাদপদ্ম-সেবায় নিযুক্ত হন, তাহা হইলে পরম করুণাবারিধি শ্রীভগবান্ কৃপা-পূর্ব্বক তুচ্ছকামবিকারী নিজ-পাদপদ্ম তাঁহাকে প্রদান-পূর্ব্বক তাঁহার সমস্ত কামনা বিদূরিত করিয়া দেন। তখন আর তাঁহার কোন কামনা থাকেনা, তখন তিনি ধ্রুব মহারাজের ন্যায় বলিতে থাকেন,—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥

বিষয়বাসনাগ্রস্ত আমরা সর্ব্বক্ষণ বিষয়ের বহুমানন করি বলিয়া ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-দোষযুক্ত

শ্রীভগবানের ও তদ্ভিন্ন বিগ্রহ শুদ্ধভক্তগণের অপ্রাকৃত বাণীতে শ্রদ্ধাযুক্ত হই না ; পরন্তু ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষযুক্ত ত্রিগুণ-তাড়িত বদ্ধজনের আপাত মধুর বাণীতে বিশ্বাস-স্থাপন-পূর্ব্বক তাহাদের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া ভীষণ অমঙ্গলের পথ বরণ করিয়া থাকি।"

———

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পরমহংসমি মহারাজ বিগত ১২, ১৩, ১৬শে আষাঢ় এবং ১লা শ্রাবণ তারিখে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সুবৃহৎ সারস্বত নাট্যমন্দিরে রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত "শ্রীগুরু ও তাঁহার বার্ষিক তত্ত্ব" সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে তাঁহার দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন। প্রত্যেক তারিখেই কলিকাতা-নিবাসী ও প্রবাসী বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্তবংশীয় সজ্জন-মণ্ডলীর দ্বারা শ্রীনাট্যমন্দিরটী পরিপূর্ণ হইয়াছিল। স্বামিজী মহারাজের শ্রীমুখে গীতার প্রত্যেক শ্লোকের শুদ্ধভক্তি-উদ্দেশক শাস্ত্রযুক্তিসমূহ ব্যাখ্যা-শ্রবণে শ্রোতৃবর্গের শ্রবণ-পিপাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। প্রত্যেক দিবসই বক্তৃতার আদি এবং অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছিল।

স্বামিজী মহারাজ বিগত ১লা শ্রাবণ রবিবার দিবস হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সুবৃহৎ সারস্বত নাট্যমন্দিরে বেলা ১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত দুইঘণ্টাকাল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যা করিতেছেন। গীতার প্রথম শ্লোক হইতে ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া সমগ্র গীতার প্রত্যেক শ্লোক যে একমাত্র কৃষ্ণভক্তিকেই উদ্দেশ করিয়াছেন, তাহা অতি সরল ভাষায় নানা যুক্তি ও শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা স্বামিজী সকলকে বুঝাইয়া দিতেছেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ইংরাজী, বাঙ্গালা ও হিন্দী সাময়িক পত্রে এই সংবাদ বিজ্ঞাপিত হওয়ায় প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে বহু সম্ভ্রান্তবংশীয় শিক্ষিত ব্যক্তি স্বামিজীর শ্রীমুখে গীতার শুদ্ধভক্তিপর ব্যাখ্যা-শ্রবণ-পিপাসু হইয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করিতেছেন।

গত ১৬ই জুলাই শনিবার দিবস রাত্রিতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পরমহংসমি মহারাজ শিবপুর "বঙ্গীয়-শিল্প সাহিত্যমণ্ডলে" "ভক্তিতত্ত্ব ও তাঁহার সাধন" সম্বন্ধে প্রায় দুইঘণ্টাকাল তাঁহার দ্বিতীয় বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু শিক্ষিত নর-নারী স্বামিজীর বক্তৃতাশ্রবণ-পিপাসু হইয়া সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত মহারাজের সুসিদ্ধান্ত-পূর্ণ বক্তৃতা-শ্রবণে সকলেই বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী-কীর্ত্তন হইয়াছিল।

———

গত ২২শে আষাঢ়, ৬ই জুলাই বুধবার হইতে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। আগামী ১৫ই শ্রাবণ, ৩১শে জুলাই রবিবার পর্য্যন্ত উৎসব চলিবে। সাধারণ মহামহোৎসবের দিবস—আগামী ২৪শে জুলাই রবিবার।

মহোৎসব-উপলক্ষে প্রত্যহ সন্ধ্যায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। তদ্ব্যতীত প্রত্যহ উষঃকীর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্নে গৃহে-গৃহে হরিকথা-প্রচার, অপরাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠী, সমাগত ভক্তবৃন্দের প্রসাদোদ্ভব-প্রদান এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ-সমূহ যাজিত হইতেছে। বহু সজ্জন ব্যক্তি প্রত্যহ শ্রীমঠে আগমন করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদের শ্রীমুখে পরম শ্রেয়োলাভের কথা শ্রবণ-পূর্ব্বক কৃত-কৃতার্থ হইতেছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহোৎসব

গত ৩রা জুলাই রবিবার তারিখে কুরুক্ষেত্রে শ্রীবাস-গৌড়ীয় মঠে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রকট-তিথি-পূজা সসম্ভ্রমোদ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাতে ওঙ্কার ও অরুণোদয় কীর্ত্তন, মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন এবং অপরাহ্নে ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও শিক্ষার বিষয় হিন্দী ভাষায় আলোচনা করা হয়। ব্রহ্মচারী শ্রীগণপতিভট্টের চেষ্টায় বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। অত্যধিক গরমের মধ্যেও বহু ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

নিউ-দিল্লী গৌড়ীয় মঠে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের বিগত অষ্টাদশ বার্ষিক বিরহ-তিথি-মহোৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে সেবকগণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধিকা-গিরিধারীর মঙ্গলারাত্রিক সমাপন করিয়া উষঃকালে শ্রীগুরুবন্দনা, ওঙ্কার ও পঞ্চতত্ত্বের কীর্ত্তন করেন, তৎপরে ঠাকুরের লোকাতীত চরিত্রের কথা কিছুক্ষণ আলোচনা করা হইয়াছিল। শ্রীবিগ্রহের যথারীতি অর্চ্চন

ভোগরাগ, সন্ধ্যারাত্রিক প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসমূহ যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইলে শ্রীদুরদেবের একতানী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু রাত্রিতে শ্রীচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে ভোগারাত্রিক দর্শনান্তর করিয়া ভক্তগণ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি-সহকারে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন।

চুঁচুড়াস্থ শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠে বিগত ১৯শে আষাঢ় রবিবার বিদ্ধ ও বিষ্ণুপদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের অষ্টাদশ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস প্রাতে উষঃকীর্ত্তন, মঙ্গলারাত্রিক, বেলা ১০ ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, পরে ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন ও তৎপরে স্থানীয় সমাগত বহু ব্যক্তিকে আকণ্ঠ পুরিয়া বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণ ৪৪ ঘটিকা হইতে ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত ভক্তগণ মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর তৃপ্তিবিধান করেন।

চিকলিয়া শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠে গত ১৯শে আষাঢ় ও বিষ্ণুপদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের বিরহ-মহোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইয়াছে। মঙ্গলারাত্রিক, নির্দ্দিষ্ট সময়ে শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন, ভোগরাগ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসমূহ যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রিকের পর স্থানীয় ভক্ত শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ ধাড়াধিকারী মহোদয় সমবেত বহু শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের জীবন্ত আলোচনামুখে ঠাকুরের প্রত্যেক কার্য্য যে কৃষ্ণসেবাময়ী, কি প্রকারে ঠাকুর সর্ব্বেন্দ্রিয়-দ্বারা সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণানুশীলনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া জগজ্জীবকে কৃষ্ণভজন-শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা অতি সরল ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন। অতঃপর প্রায় চারিশত লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

পুনর্ম্মুদ্রিতাংশে

শ্রীল প্রভুপাদের বাণীর পুনরাবৃত্তি

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥

বিদ্যাবিধূ নিজশক্তি, কলিরাজ প্রেমভক্তি, আচ্ছাদিল যেই মহাতেজে।
ধরাল গৌরাঙ্গ-হরি, জীব-দুঃখ মনে করি', পাঠাইল এক নিজ-জনে॥
এহেন সময়ে কলি, মায়াবাদ-অস্ত্র চলি', কৃষ্ণভক্তি আচ্ছাদন কৈল।
জীবের দুর্দ্দৈব পেয়ে, মিছাভক্তি-ছাঁচ লয়ে, ভবসাগরেতে ডুবাইল॥
বিপ্রলম্ভমূর্ত্তিমান্, শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান্, সম্ভোগের পুরীষ ভাগিয়া।
প্রচারিল নিজতত্ত্ব, প্রকাশিয়া শুদ্ধসত্ত্ব, শুদ্ধ কৃষ্ণ মায়াকে ছাড়িয়া॥
বারাবার-উপদেশ, গৌরাঙ্গ-দাসের বেশ, গ্রহণ করিয়া কলিরাজ।
কৃষ্ণভক্তি ছাড়াইয়া, সম্ভোগের দাস কৈয়া, দেখাইল ছায়া-প্রেমসাজ॥
কখন বাউল-মত, কখন নাগরী-মত, নেড়া-সহজিয়া-কর্ত্তাভজা।
প্রাকৃত সম্ভোগ-কথা, প্রচারয় যথা-তথা, নাগরীর গৌরভক্তি-ধ্বজা॥
কলিজন হয়ে ভোর, আপনাতে গৌর-ভোর, প্রকাশ করয়ে অবতার।
কহ মনে আমি গুরু, আমাকে ভজন কুরু, কামিনী-কাঞ্চন আমি সার॥
গৌরভক্তি নাশ করি', কলি ভাসাইল তরি, সারস্বত গৌর-প্রেম-হ্রদে।
নবীনেতে গৌরভজা, লইয়া ভক্তের মজা, মাতিল আনন্দে কুতূহলে॥
কেহ বলে বিষ্ণুপ্রিয়া, ভজ নিজ প্রাণ দিয়া, রূপানুগ পথ ত্যাগ করি'।
রাধাকৃষ্ণ সেবা ত্যজি', বিষয়েতে কাম ভজি', প্রাকৃত ভোগের পথ ধরি'॥
ভূত-প্রেত-বাদ লয়ে, গৌরপ্রেমে মিশাইয়ে, নিজ-ভোগে গড়িল গৌরাঙ্গ।
জড়ভোগে গৌরহরি, গড়াবেছি নিজ-পরি, বলে তোরা হবি সাঙ্গোপাঙ্গ॥
আমার গৌরাঙ্গ নহ, বিষ্ণুপ্রিয়া তার নহ, নবীন ভজন শিখ তাই।
রূপানুগ রঘুনাথ, নাহি লহ তার সাথ, নিশ্চয় করিয়া কহি তাই॥
পাষণ্ডের যেই মত, তা'তে আমি নহি রত, তাহাতে আমার কার্য্য নাই।
ভজনেতে আছে ধ্রুব, প্রতিষ্ঠা-সম্ভোগ-তুচ্ছ, তাই ভজি গৌরাঙ্গ নিতাই॥

ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, নাশিয়া জগৎ-ভ্রম, বসাইল গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া।
মহাজন-পথ ধরি', রাধাকৃষ্ণ সদা স্মরি', ব্রজে ভজে নিজ দিয়া বিয়া।
প্রেমভক্তিস্বরূপিণী, রাধাকৃষ্ণ-গৌরবিণী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী।
লক্ষ্মীদেবী-লক্ষ্মীপ্রিয়া, সীতাদেবী ধাম-দিয়া, ত্রিশক্তি রাধাকৃষ্ণ সেবি'॥
গোপী-অনুগত হ'য়ে, যাবনে দেখিল ভয়ে, রাধাকৃষ্ণ-গৌর-ভগবানে।
এবে যে নূতন মত, নাগরিয়া কলিহত, ভক্তির নাশক ভক্ত মানে॥
ভক্তিবিনোদ নিজ, প্রভুপদরসিক, আপনে জানিয়া গৌরকৃতা।
নরোত্তম-পথ-স্মরি', যাবাপুরে প্রিয়া-হরি, বসাইল জানি' নিজ কৃতা॥
রূপ-প্রদর্শিত পথ, স্বচরিত্রে যথাবথ, জগৎজীবেরে দেখাইল।
ভক্তিবিনোদাশ্রিত, প্রেমভক্তি-সমন্বিত, উপদেশামৃত তাঁর বৈল॥
কলির বলনা যত, তা'হে ভক্ত নহে হত, প্রাকৃত করিয়া তাহে মানে।
রূপানুগামৃত যেই, গৌরশিক্ষামৃত সেই, অন্য শিক্ষা না শুনয়ে কানে॥
শ্রীগৌরবিমুখভাব, রাধাকৃষ্ণ-প্রেমভাব, ভক্তিবিনোদ দেখে যবে।
সংসারের দেখি' গতি, কৃষ্ণভক্তিহীন-মতি, বাতুলাদি ছলে মৌনী তবে॥
অবসাদ' জড়ভাব, জড়রাগে ব্রহ্মলাভ, অনুক্ষণ এই কথা মূলে।
কৃষ্ণভক্তিসূত্র ধরা, দেখি' প্রকাশিল ত্বরা, অন্তর দশায় ভজে সুখে॥
মিছাভক্ত-অভিমানে, মূঢ় লোক নাহি জানে, অপরাধ হৈল ভক্ত-পায়।
নিজ ক্ষুদ্র অধিকারে, চায় ভক্তে দোষবারে, অবশেষে অপরাধ হায়॥
জীবের দুর্গতি হেরি', কত অশ্রুপাত করি', শুদ্ধভক্তি করিতে প্রচার।
আরোপিল ভক্তরাজ, কত গৌরহরি-কাজ, এবে তুমি করিয়া আচার॥
হৃদয়ে বসিল কেবা, হরিভজনের সেবা, গোষ্ঠীসনে-কথার কীর্ত্তন।
পীযূষবর্ষিণী স্তুতি, তা'র কর অনুস্মৃতি, প্রচার করহ অনুক্ষণ॥
বিনোদের পদরেণু, স্মরি' যবে আরম্ভনু, অনুস্মৃতি করিতে লিখন।
অষ্টশ্লোক হ'লে পর, ভক্তিবিনোদ-বর, বিরচিল ত্রিস্তবন॥
সমাধির-দিন ধরি', পাইয়াছ গৌরহরি, ভক্তিবিনোদ প্রভুবর।
উপদেশামৃত-ধারা, সিক্ত হ'য়ে ভবকারা-সুখমুক্ত হয় যেন নর॥

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

প্রশ্ন

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

মহাশয়, ভাগবতে দেখিতে পাই,—

"কৃতে শ্রুত্যুক্তমার্গঃ স্যাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতিসম্ভবঃ।"

দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্ভবঃ॥

কলিযুগে তন্ত্রোক্ত সাধনা ভিন্ন সিদ্ধি হইবে না। ইহার সমাধান কি?

প্রণত—

শ্রীপ্রমথিৎ দাশগুপ্ত

'গৌড়ীয়'-গ্রাহক নং ৫১১৩

উত্তর

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্র—ইঁহারা অভিন্ন। শ্রৌতপথে লব্ধ দিব্যজ্ঞান যখন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের দ্বারা জগতে মন্ত্ররূপে প্রকাশিত হয়, তখন তাহাই 'শ্রুতি'নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই শ্রুতি আবার সেবোন্মুখী স্মৃতি-পথের বিষয় হইয়া 'স্মৃতি' সংজ্ঞা লাভ করে। স্মৃতি যখন প্রাচীন আখ্যায়িকা-সমূহের দ্বারা শ্রুতির উপদেশ প্রচার করিয়া শ্রুতিরই পরিপূরণ করে, তখন তাহাই 'পুরাণ' নামে অভিহিত হয়। আবার যখন পুরাণ বা শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয় অল্পবুদ্ধি মানবের

যোগ্যতার জন্য বিশেষরূপে বিস্তারিত হয়, তখন তাহাকে 'তন্ত্র' নামে ধারণ করে। তন্ ধাতুর অর্থ—বিস্তার। এই তন্ত্র ত্রিবিধ—সাত্বত, রাজস ও তামস। তামস ও রাজস তন্ত্রে তামসিক ও রাজসিক প্রকৃতির ব্যক্তিগণের যোগ্যতা থাকিতে পারে। কিন্তু তামস ও রাজস ব্যাপার-সমূহ শুদ্ধ সত্ত্বাপদের বিঘ্নকারক বলিয়া সাত্বতগণ এবং সাত্বত শাস্ত্র উহাদিগকে পরিবর্জন করিবার উপদেশ করেন। সাত্বত তন্ত্র অনন্য হরিভক্তির প্রণালী কীর্ত্তন করেন। সেই সাত্বত তন্ত্রই 'পঞ্চরাত্র' নামে কথিত। 'শ্রীনারদপঞ্চরাত্র' প্রভৃতি সেই সাত্বত তন্ত্রের অন্তর্গত। কলিকালে সেই সাত্বত তন্ত্র বা পঞ্চরাত্রের বিধানই জীব ও জীবের মঙ্গলের নিদান। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন —"পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এক কথা কয়।" পঞ্চরাত্র ও ভাগবত একই নির্ম্মলা ভগবদ্ভক্তির কথা উপদেশ দিয়াছেন। বিষ্ণুযামল, তন্ত্রাগম, তন্ত্ররাজ-সংহিতা, শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি সাত্বত স্মৃতি ও পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র কলিকালে সাত্বত পঞ্চরাত্র বা সাত্বত তন্ত্র ব্যতীত অন্য প্রণালীতে কলিহত জীবের শুদ্ধি নাই বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীযামুনাচার্য্য প্রভৃতি বৃদ্ধ বৈষ্ণবগণ আগম-প্রামাণ্য প্রভৃতি গ্রন্থে সাত্বত আগম অর্থাৎ সাত্বত তন্ত্রেরই প্রামাণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এজন্যই আমরা শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের এক বিলাসের প্রারম্ভে বিষ্ণুযামলোক্ত শ্লোক-দ্বয় দেখিতে পাই,—

কৃতে প্রত্যক্ষমার্গঃ স্যাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতিভাবিতঃ।
দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্ভবঃ॥

টীকায়ও শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু লিখিতেছেন,—

তথা চৈকাদশস্কন্ধে নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ইতি। তত্র শ্রীধরস্বামিপাদাঃ। নানাতন্ত্রবিধানেনেতি কলৌ তন্ত্রমার্গস্য প্রাধান্যং দর্শয়তীতি।

অতঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্নৌতবর্ত্মনা॥

—কলিতে অর্থাৎ বিগতস্মৃতিকে শৌক্রব্রাহ্মণগণের শুদ্ধতা নাই। তাঁহারা শূদ্র-সদৃশ, তাঁহাদের বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানমার্গে নির্ম্মলতা নাই। পাঞ্চরাত্রিক বিধানেই তাঁহাদের শুদ্ধি।

"কলিযুগে তন্ত্রোক্ত সাধনা ভিন্ন সিদ্ধি হইবে না"—এইরূপ বাক্যের সুযোগ লইয়া তামসিক বা রাজসিক তন্ত্রে যে-সকল বিমুখ-মোহনপর আচারাদির কথা লিখিত আছে, তাহাতে অভিনিবিষ্ট হইলে জীব কখনই ঐকান্তিক পরম মঙ্গলের পথে পরিচালিত হইতে পারিবে না। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট-লীলার পূর্ব্বে বৌদ্ধ-মতের বিকৃতিতে যে-সকল তামসিক ও রাজসিক তন্ত্র-বিধান বহির্ম্মুখ মানবকে মদ্য-মাংস-লোলুপ ও নানাপ্রকার ব্যভিচার-পরায়ণ করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা হইতে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য সাত্বত তন্ত্র-বিধানে পরিপূজিত বৈকুণ্ঠনাথকে জগতে অবতরণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবে পঞ্চরাত্র ও ভাগবত যে একই তাৎপর্য্যপর এবং উভয়ের উদ্দিষ্টই যে একমাত্র নির্ম্মলা হরিসেবা, তাহা 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র শ্লোকে প্রকাশিত হইয়াছে। সাত্বত-তন্ত্র শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্র এবং সাত্বত-পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত সমস্বরে বলিতেছেন,—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥
(নারদ-পঞ্চরাত্র)

মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতির্অবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥
সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥
(ভাঃ ৩য় স্কন্ধ)

অতএব সাত্বত-তন্ত্র-বিধানেই শ্রীবিষ্ণুভক্তি জগতে প্রকাশিত। বিকর্ষণ প্রভৃতি কৃত্যসমূহও সাত্বত তন্ত্র বা পঞ্চরাত্র-বিধানেই অনুষ্ঠিত হয়।

১০ম বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৪ই শ্রাবণ শনিবার, ১৩৩৯ ; ৩০শে জুলাই, ১৯৩২ | ৩০শ সংখ্যা।

পূর্ণ-দশম

"গৌড়ীয়ে"র দশম বর্ষ আজ পূর্ণ হইল। 'দশ' সংখ্যা—পূর্ণ-সংখ্যা; দশমতত্ত্বই—পূর্ণতত্ত্ব। শত, সহস্র, লক্ষ, কোটি—যত সংখ্যাই হউক না কেন, সেই সকলই দশের পুনরাবৃত্তি ও বৈভব-প্রকাশ।

জগতে দশেরই আদর। দশজনে যাহা বলে, জগৎ তাহাতেই আত্মাহুতি দেয়; কিন্তু "গৌড়ীয়" পূর্ণ দশম-তত্ত্বের উপাসক। গুরুদেব সেই দশমতত্ত্বের কথাই কীর্ত্তন করেন। সেই দশমতত্ত্বের আশ্রিত 'দশজন'ই গৌড়ীয়ের নিকট মহাজন ও প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হন। দশমতত্ত্বের আশ্রিত মহাজনগণের পাদপদ্ম হইতে চ্যুত হইলেই দশদেহে বলদেবের দশপ্রকার সেবার আদর্শানুসরণের পরিবর্ত্তে দশের কথায়—দশরসে রুচি উৎপাদিত হয়। তখন দশচক্রে ও দশবিধ অবস্থায় পতিত হইতে হয়।

জীবকে এই দশচক্রের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্যই সুদর্শন-চক্রের অভিন্নবিগ্রহ 'গৌড়ীয়' আজ দশবৎসর যাবৎ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বাণী লইয়া উদিত হইয়াছেন। নিত্য শ্রৌতবাণী—নিত্য সনাতন বাস্তব বস্তু কোনও যুগকালে আবির্ভূত হইয়া যুগকালের মধ্যে স্বীয় লীলা বিস্তার করিলেও তাহা যুগকালের দশ-দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা সৃষ্ট নহেন। 'গৌড়ীয়ে'র বাণী কাহারই হইবার পূর্ব্বে, কালে যাহা হইতে প্রসূত হইয়াছে, সেই ভগবদ্বস্তুর—সনাতনবস্তুর পাদপদ্ম হইতে সুরধুনীর ন্যায় প্রকটিত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন শিবকল্পতরু গুরুবর্গের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন। সেই প্রেতসিদ্ধান্তবঙ্কারিণী-দ্বারা গৌরজনের কৃপায় দশদশাবলিনী হইয়া আজ গৌড়ী-তীর্থ পরিপূর্ণ করিল।

শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তিবিনোদা দশমূলনিষ্কাই এই দশ বর্ষের পরিপুষ্ট গৌরকুঞ্জে গৌরজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় বিভিন্ন প্রবন্ধ-প্রসূনে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। আম্নায়-বাক্যই প্রমাণ-প্রমাণ এবং নয়টী প্রমেয়ের মধ্যে—কৃষ্ণস্বরূপ হরিই অখিলরসামৃতসিন্ধু, জীবসকল—তাঁহার বিভিন্ন অংশ-স্বরূপ, তটস্থগঠনবশতঃ জীবগণ বদ্ধদশায় প্রকৃতিকবলিত, তটস্থবশতঃ জীব মুক্তদশায় প্রকৃতিমুক্ত, জীব ও জড়াত্মক

সমস্ত বিশ্বই নিত্য হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ, শুদ্ধভক্তিই জীবের সাধন, শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রীতিই জীবের সাধ্য,—এই দশমূলশিক্ষাই দশ বৎসরের গৌড়ীয়ের উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অর্থবাদ, উপপত্তি ও অপূর্বতাবলে শুদ্ধ-গৌরজনের প্রদর্শিতপথে প্রচারিত হইয়াছে।

'গৌড়ীয়' এই দশ বৎসরে গৌড়দেশবাসীর হৃদয়ে অন্য কোন অভিনিবেশের বীজ বিস্তার করিতে ইচ্ছা করেন নাই। দশমূলের দশটী শিক্ষাবীজই দেশ-কাল-পাত্রনির্বিশেষে সকলের হৃৎক্ষেত্রে প্রোথিত করিয়া সকলকে কল্যাণকল্পতরুর সুশীতল ছায়ায় আশ্রয়-গ্রহণের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

দশবর্ষকাল যাবৎ গৌরজনের সহস্রমুখী কীর্তন—যাহা হইতে 'গৌড়ীয়'-সংবাদের সম্প্রকাশিত হইয়াছে, সেই কীর্তনের একমাত্র লক্ষ্য ও গতিই দশমতত্ত্ব। 'জগদ্গুরু' স্বামিপাদ দশম স্কন্ধের উপক্রমে নমস্কারচরণ মঙ্গলাচরণ করিয়া সেই দশমতত্ত্বকেই লক্ষ্য করিয়াছেন,—

"বিদন্তে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম তদ্রূপং নৌমি তৎ॥"

শ্রীবলদেব-সরস্বতী শ্রীশ্রীগোবিন্দের গৌরচন্দ্রিকার পরবর্তী পারমার্থিক গানে—

"দশমস্তমিহাস্তে কৃষ্ণাখ্যং তুর্যমাত্মনঃ"

—বলিয়া সেই অবতারী তত্ত্বের কথাই কীর্তন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস গৌড়-বৈষ্ণবের আদি কবি ঠাকুর বৃন্দাবন এবং শ্রীরূপানুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলদেব প্রভুর দশদেহে সেবার কথা কীর্তন করিয়া সেই দশমতত্ত্বকেই বলদেব-নিত্যানন্দের সেবাবিগ্রহরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। বর্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিস্রোত পুনঃপ্রবাহের যুগ পুরুষ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'তত্ত্বসূত্র' ও 'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা'র অপ্রাকৃত ক্রমবিকাশ-সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণ-মুখে দশাবতারের অবতারী শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকেই পূর্ণতম সেবাবিগ্রহের সকল সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে সম্প্রকাশিত বলিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতাদি অমলপুরাণ-শাস্ত্র—সর্গ, বিসর্গ, স্থান, ঊতি, পোষণ, মন্বন্তরকথা, ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়—এই দশবিধ লক্ষণে লক্ষণান্বিত হইয়া যে তত্ত্বকে নির্দেশ করিয়াছেন, 'গৌড়ীয়' শ্রীগুরুমুখপদ্মবাক্য অনুসরণ-পূর্বক সেই অধোক্ষজ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের একান্তিক সেবার কথাই দশবৎসরকাল প্রস্ফুটিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

যাঁহারা গত দশবৎসরকাল প্রত্যেক অধিবেশনে শ্রীশ্রীগৌর-জনের কীর্তন, প্রচার, কথা, প্রসঙ্গ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়াছেন, বিশেষতঃ যাঁহারা বর্তমানে প্রত্যেক অধিবেশনে তাঁহার বক্তৃতা, বাণী, উপদেশাদি লক্ষ্য করিতেছেন, তাঁহারা বলদেব-নিত্যানন্দের দশদেহে গৌর-কৃষ্ণের অনুরূপ কৃষ্ণদেব-বিগ্রহের ন্যায় শ্রীগৌরজনবরের শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-তত্ত্বেরই পারতম্য এবং শুদ্ধভক্তিবিনোদা দশমূলশিক্ষার দশশীলিকা কৃষ্ণৈক প্রীতি—যাহা দশম স্কন্ধে ব্রজবধূগণের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই ব্রজবধূ-পরিসেবিতা সেবাপ্রাপ্তা তাঁহাদের আনুগত্যে অকৃত্রিমভাবে অনুসরণই শুদ্ধজীবের চরম সাধ্য—ইহা বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন চেষ্টায়, বিভিন্ন উপদেশে, বিভিন্ন কৌশলে, বিজ্ঞানে, বিচারে, আচারে, দশদিকে প্রচার করাই যে একমাত্র মনোহভীষ্ট ও উদ্দেশ্য, তাহা অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

এই অপ্রাকৃতা ও অকিঞ্চনা দশমা মহাবিদ্যাস্বরূপা কৃষ্ণৈকপ্রীতির মধ্যে যাহাতে কোনও প্রকার আগন্তুক আবরণ উপস্থিত না হয়, তজ্জন্য গৌরজনবরের এত উচ্চকণ্ঠে সহস্রমুখী কীর্তন। শুদ্ধনামতত্ত্ববিৎ অকৃত্রিম সাধুর নিন্দা ও নামাপরাধী কৃত্রিম সাধুকে 'সাধু' বলিয়া প্রচার বা বরণ দেবতাত্বয়ে স্বতন্ত্রবুদ্ধি, কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ গুরুর অবজ্ঞা, শ্রুতিশাস্ত্রের নিন্দা, শ্রীনামে অর্থবাদ, নামবলে পাপবুদ্ধি, শ্রদ্ধাহীনজনে নামোপদেশ, অন্য শুভকর্মসহ অপ্রাকৃত শ্রীনামের সাম্যবুদ্ধি, অনবধান ও অহংমমভাব—এই দশ নামাপরাধ; অকৃত্রিম ধাম-প্রপঞ্চে শ্রীগুরুর অবজ্ঞা, শ্রীধামে অনিত্য-বুদ্ধি, শ্রীধামবাসী ও পরিক্রমা-কারীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, ধামে বসিয়া বিষয়-কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, ধামসেবাচ্ছলে নামবিগ্রহের ব্যবসায়-চেষ্টা, গুরুদেব ও অন্যান্য দেবতীর্থের সহিত শ্রীধামকে সমজ্ঞান ও পরিমাণ-চেষ্টা, ধামসেবাচ্ছলে পাপাচরণ, শ্রীনবদ্বীপ এবং শ্রীবৃন্দাবনে ভেদজ্ঞান, ধাম-মাহাত্ম্যমূলক শাস্ত্রের নিন্দা, ধাম-মাহাত্ম্যকে অর্থবাদ ও কল্পনাজ্ঞান—এই দশ ধামাপরাধ; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, পাণি, পায়ু, পাদ ও উপস্থ—দশেন্দ্রিয়ের বহির্মুখিনী কামনারূপ দশ কামাপরাধ যাহাতে দশমের মহাবিদ্যাকে—দশমূলের দশমা শিক্ষাকে আবৃত না করে, তজ্জন্যই দশ-বৎসরকাল গৌরজনবর অনুক্ষণ অনর্গল যে কীর্তন-ধারা-

প্রবাহ বিস্তারিত করিয়াছেন, তাহা হইতেই দশবৎসর-কালের "গৌড়ীয়"-তীর্থ পল্লবিতাশিত হইয়াছেন। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণধাম ও কৃষ্ণকামের প্রতিবন্ধকগুলি অপসারিত এবং কৃষ্ণনাম, ধাম ও কামের প্রতিষ্ঠার জন্যই আচার্যবরের ব্যতিরেক ও অন্বয়মুখে প্রচার।

এই দশ বৎসরের মধ্যেই শুরু গৌরাঙ্গের বাণী-গঙ্গা "গৌড়ীয়"-সরোবর হইতে দশদিকে উচ্ছলিত হইয়াছেন। আজ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় গৌড়ীয়ের গুরু-গৌরাঙ্গ-বাণী আবার বিভিন্ন ভাষায় প্রচারিত হইতেছেন। হিন্দিতে "ভাগবত" নামক পাক্ষিক পত্র, উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী," "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ," আসামপ্রদেশ হইতে প্রকাশোন্মুখ "কীর্ত্তন" এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী, পত্রাবলী, কথাবলী, প্রবন্ধাবলী, উপদেশাবলী প্রশ্নোত্তরাবলী, চরিত্র-গাথাবলী, ভ্রমণবিবরণাবলী, অভিনন্দনাবলী, অভিভাষণাবলী প্রভৃতি বহু গ্রন্থের সর্বসমূহরূপে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বাণী-গঙ্গার নবনবরূপ দশবর্ষকাল-সম্বলিত "গৌড়ীয়-মহাতীর্থ" গৌড়ীয়-জগতের অমূল্য সম্পদরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। ইংরাজী ভাষায় প্রচারিত ভাগবতই মৌলিক প্রবন্ধ-সমূহে সমগ্র বিশ্বে শ্রীচৈতন্যবাণী বিস্তার করিতেছেন।

"গৌড়ীয়"—গৌরজনের শ্রীমন্ত-বাদনপর বৃহৎ বৃদঙ্গ। "গৌড়ীয়"—শ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবার পন্থা প্রদর্শক। "গৌড়ীয়"—অর্চ্চন ও কীর্ত্তনের, পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের চিরসমন্বয়কারী। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী-গঙ্গা হৃদয়ে ধারণ—শ্রীগুরু-গৌর-পাদপদ্মের সিদ্ধান্ত-সলিলে তনুত্ব লাভ করিয়াই 'গৌড়ীয়ে'র গৌরব—স্বতন্ত্র বিচারে 'গৌরবে'র পরিবর্ত্তে 'গৌরব'ই ভাগ্যে সংঘটিত হয়, ইহাই "গৌড়ীয়ে"র গুরু-গৌরাঙ্গের শিক্ষা।

শ্রীগুরু-গৌড়ীয়ের শুভদৃষ্টিতে পল্লবিত হইয়া "গৌড়ীয়" দশবর্ষ অতিক্রম করিয়া 'একাদশ বর্ষে' পদার্পণ করিতে চলিলেন। শ্রীগৌড়জনের শ্রীমদ্ভাগবতের দশম সমাপন করিয়া একাদশ স্কন্ধের বিবৃতি প্রকাশ করিতেছেন। একাদশ স্কন্ধই শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ-সারের গীতা। "গৌড়ীয়ে"র একাদশ বর্ষও শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা যাচ্ঞা করিয়া সেই ভাগবত-প্রণালীরই যথাসাধ্য অনুসরণ ও গুরু-গৌর-জনের প্রবর্ত্তিত রাগিণীতে সেই গীতা গান করিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন।

গৌড়ীয়ের পরম সেব্য বস্তু **দশম তত্ত্ব,—দশমিক তত্ত্ব নহে**; জগতের মনোধর্ম্মাবলম্বিগণের সেব্যতত্ত্ব-সমূহ —দশমিকের অন্তর্গত। দশাননের চিত্তবৃত্তিতে জগতে দশভুজার পূজার যে অবনানন্দ হয়, তাহাতে 'দশতত্ত্বে'র কোনও কথা নাই। দশমিকের জমা-খরচের সঙ্গে থাকিলে অপ্রাকৃত দশম তত্ত্বের বিষয়ে উপলব্ধি হয় না। এই জন্য 'দশম'কে বুঝাইতে আবার একাদশের অবতারণা। দশ-বৎসরকাল-প্রচারিত "গৌড়ীয়" পাঠ করিয়াও যখন আমরা দশমতত্ত্ব ও নিষ্কামূলের কথনী শিক্ষার অনুমনস্ক হইয়াছি, তখন শ্রীশ্রীগৌরজনের 'দশমতত্ত্ব' ও দশমীশিক্ষা বুঝাইবার জন্য "গৌড়ীয়"র একাদশ বর্ষে একাদশী-শিক্ষার অবতারণা করিলেন।

গণিতশাস্ত্রে 'দশ' পর্য্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দে কেবল-সংখ্যাকে বুঝায়, একাদশ হইতে সংখ্যা ও সংখ্যাবিশিষ্টকে বুঝায়। সুতরাং একাদশ বর্ষের "গৌড়ীয়"র আবির্ভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা-পরিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যই প্রকাশিত হইবে।

'একাদশী'র অপর নাম 'হরিবাসর'—হরির সমীপে বাসার্থ ভোগ-পরিত্যাগ। হরির শ্রবণ-কীর্ত্তনের দ্বারাই প্রকৃত হরির উপ (সমীপে) বাস হয়। গৌড়ীয়ের একাদশী-শিক্ষায় আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের হরিকীর্ত্তনসমীপে জাগরিত হইয়া বাস করিবার জন্য কি নিষ্কপটভাবে আর্ত্ত হইতে পারিব না?

অর্চ্চন-প্রসঙ্গ

'অর্চ্চন'-সম্বন্ধে আমরা 'গৌড়ীয়ে'র গত ৪৫শ সংখ্যায় কিছু কিছু বিষয় আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ও পরবর্ত্তী অন্যান্য প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আমরা শ্রৌত-বিচারানুসরণ করিয়া আরও কিছু আলোচনা করিব।

বহির্মুখ জীবমাত্রেই স্বতন্ত্রতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতার পক্ষপাতী। উচ্ছৃঙ্খলতার তীব্র-বেগের আকাঙ্ক্ষা নানা-মূর্ত্তিতে উপস্থিত হয়। অনেকক্ষেত্রে ত' উচ্ছৃঙ্খলতাময় বা বন্ধনবিহীন জীবন-যাপনের আকাঙ্ক্ষা আছেই, আমরা ধর্ম্মের নামেও সেইরূপ জীবন-যাপনের কোন না কোন কৌশল উদ্ভাবন করিয়া লইতে পারিলে আমাদের এ উচ্ছৃঙ্খল-বৃত্তি আরও অধিকতর নিরাপদ গতিতে চালাইতে পারি। আবার ইহা যখন আমাদের সমবেত অনাদি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ-জগতের গণতন্ত্রসিদ্ধান্তের সংখ্যাধিক্যের মোহে ও প্রভাবে ধর্ম্মধ্বজতার শতাব্দ-শক্তিতে পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে, তখন উচ্ছৃঙ্খলতাকেই আমরা 'উদারতা' বা 'পরমধর্ম্ম' বলিয়া অভিনন্দন প্রদান করিতে উৎফুল্ল হই! এইরূপ মনোভাবের ভূমিকার উপরই বিশ্বতোমুখী—বিশ্ববিমোহিনী মৌঢ়চূড়া নির্ম্মিত হইয়াছে।

বালকের ভাবী মঙ্গলের জন্য শুভানুধ্যায়ী মাতা-পিতা-শিক্ষকাদি অভিভাবকবর্গ নানাপ্রকার শাসনের ব্যবস্থা করেন, বালক উপযুক্ত বয়সে মনোযোগ-সহকারে লেখাপড়া শিখিলে ভবিষ্যতে যখন সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবন-যাপন করিবে, তখন হয়ত' মাতা-পিতা বা শিক্ষকাদিকে একবার মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসাও করিবে না, নিজেই নিজের ভোগ-বর্গের সহিত সুখ-স্বচ্ছন্দ উপভোগ করিবে, কিন্তু এই সুখ-স্বচ্ছন্দের যাঁহারা মূলীভূত কারণ, তাঁহাদিগকেই তাহারা বাল্যকালে অন্ততঃক্রমে কতই না তিক্তবোধ করিয়াছিল এবং তাঁহাদের শাসন এড়াইয়া স্বতন্ত্র জীবন-যাপনের জন্য কতই না চেষ্টা দেখাইয়াছিল। প্রাকৃত ব্যাপারের এই দৃষ্টান্তটী দেহতা-পরিবর্জ্জিত হইয়া আমাদের আত্মমঙ্গল-বিষয়েরও দৃষ্টান্ত-স্বরূপ হইতে পারে। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব আমাদিগের বহির্ম্মুখতা সঙ্কোচিত ও নিয়মিত করিয়া আমাদিগকে ভগবৎসেবোন্মুখ করিবার জন্য যে-সকল উপদেশ প্রদান করেন, তাহাতে ভাবীকালে আমাদের যে নিশ্চিত অবশ্যম্ভাবী পরম মঙ্গল লাভ হয়, সেই সকল শাসন আমরা এড়াইবার জন্য কত কৌশলই না উদ্ভাবন করি!

আমাদিগের কেবল নিজ-নিজ ভোগাহরণরূপ কর্ম্ম-প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়মিত ও উহাদিগকে হরিসেবা করিবার জন্য নারদাদি ঋষিবর্গ, শাস্ত্র, গুরুদেব বিধুশীকা ও অর্চ্চনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের অনেকের মুখেই অনেক সময় শুনিতে পাই যে, অর্চ্চন পারিতে গেলে অনেক ঝঞ্ঝাট মাথায় লইতে হয়। এই বোঝাটা মাথায় না লইলেই বেশ-উচ্ছৃঙ্খল ও স্বতন্ত্র জীবন-যাপন করা যাইতে পারে। অর্চ্চন এড়াইবার জন্য কত লোকে যে কত প্রকার অজুহাতের সৃষ্টি করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কেহ কেহ বলেন, অর্চ্চন করিতে গেলেই তৎসঙ্গে-সঙ্গে যখন অর্চ্চনা-পরাধ সংলগ্ন আছে, তখন অর্চ্চন হইতে বিরত থাকিলে অন্ততঃ নূতন নূতন অপরাধের হাত হইতে ত' নিষ্কৃতি পাইলাম। মনুষ্যজাতির শিশুকালে হাঁটা-শিক্ষা আরম্ভ করিলেই যখন পুনঃ পুনঃ মাটিতে আছাড় খাইতে হইবে, তখন হাঁটা-শিক্ষা একেবারে বাদ দিয়া চিরতরে পঙ্গু হইয়া থাকিলে ক্ষতি কি? অথবা সাঁতার শিখিতে গেলেই যখন জলে ডুবিবার সম্ভাবনা, তখন একবারে সাঁতার-শিক্ষাটা বাদ দিলেই ত' সকল হাঙ্গামা চুকিয়া যায়। কিন্তু যদি আছাড় খাইবার আশঙ্কায় বা সাঁতার শিক্ষাকালে জলে ডুবিয়া যাইবার আশঙ্কায় কেহ ভাবীকালের হাঁটা-শিক্ষার ও সাঁতার-শিক্ষার বিশেষ সুফলকে পরিত্যাগ করে, তবে বঞ্চিত হইল কে? বরং হাঁটিতে না শিখিয়া, সাঁতার-শিক্ষা না করিয়া মানুষ বাঁচিতে পারে, কিন্তু ভগবৎসেবা-বৃত্তিতে উদ্বুদ্ধ না হইয়া জীবের জীবত্বই সংরক্ষিত হইতে পারে না। ইহা আপাত দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষের বিষয় না হইলেও কোনও না কোনও দিন প্রত্যক্ষের বিষয় হইবেই হইবে।

আমরা জাগতিক অন্যান্য বিষয়ের সংশ্লিষ্ট অপরিত্যাজ্য অসুবিধার বিচার করিয়া কিন্তু আমাদের ঐশ্বিত বস্তু-সমূহের প্রাপ্তি-চেষ্টায় উদাসীন হই না। অর্থার্জ্জন করিতে হইলে কত বিপদের বোঝা প্রতি-নিয়ত ঘাড়ে বহন করিতে হয়, ব্যবসার্থ জলযাত্রা, অর্থলোভে দোড়া হইয়া প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুমুখে অবস্থান, এমন কি, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহে কতপ্রকার আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপত্রয়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া আমাদিগকে আত্মরক্ষা করিতে হয়। আর আমাদেরই পরম মঙ্গলের নিদান যেখানে নিহিত, সেই 'পরমার্থ'-সঞ্চয়ের চেষ্টারই আমাদের মাথায় যেন পাহাড়-পর্ব্বতের বোঝা আসিয়া পড়ে। এ জন্যই কি প্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণকে সম্বোধন করিয়া দৈত্য-চরিত্র জ্ঞাপন করিয়াছিলেন?—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥ (ভাঃ ৭।৬।১)

যে অর্থ প্রাণাপেক্ষাও অভীষ্টতর, সেই অর্থের তৃষ্ণা কোন অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়? উত্তর, নীচ-সেবক বা বণিক—ইহারা নিজের প্রিয়তম প্রাণকে বিপন্ন করিয়াও অর্থোপার্জ্জনের জন্য যত্ন করে।

বিত্তেষু নিত্যাভিনিবিষ্টচেতা বিদ্বাংস্তথা দোষমবিস্তরজ্ঞঃ।
লোভোহ্যধীপ্যজিতেন্দ্রিয়স্তদপাকৃতাত্মা হরতে কুটুম্বী॥

(ভাঃ ৭।৬।১৫)

অজিতেন্দ্রিয় কুটুম্ব-ভরণ-পোষণকারী ব্যক্তি ধনাদিতে নিত্যাভিনিবিষ্টচিত্ত হইয়া পরবিত্তহরণকারীর মরণান্তর যন-যাতনা, আর ইহলোকে রাজদণ্ডাদিরূপ দোষ জানিয়াও সে অপাস্তাভিলাষ-প্রযুক্ত পরবিত্ত হরণ করে।

কুটুম্বপোষায় বিয়ন্নিজায়ুর্ন বুধ্যতেঽর্থং বিহরং প্রমত্তঃ।
সর্ব্বত্র তাপত্রয়দুঃখিতাত্মা নির্ব্বিদ্যতে ন স্বকুটুম্বরামঃ॥

(ভাঃ ৭।৬।১৪)

টীকার সহিত এই শ্লোক দ্রষ্টব্য। কুটুম্বাদিতে অতীব আসক্তচিত্ত ব্যক্তি কুটুম্ব-ভরণ-পোষণেই যে নিজ আয়ুঃক্ষয় হইতেছে, তাহা জানিতে পারে না, আর ভগবদারাধনারূপ যে পরমার্থ নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহা ত' অবশ্যই নহে। কিন্তু তুচ্ছ কপর্দ্দকমাত্রের ব্যাঘাতও তীব্রভাবে অনুভব করে। স্বকুটুম্বে আসক্তচিত্ত ব্যক্তি সকল দেশে, সকল কালে আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে ক্লিষ্ট হইয়াও নির্ব্বেদ-প্রাপ্ত হয় না।

শ্রীকপিলদেবও দেবহূতিকে বলিয়াছিলেন,—

গৃহেষু কূটধর্ম্মেষু দুঃখতন্ত্রেষ্বতন্দ্রিতঃ।
কুর্ব্বন্ দুঃখপ্রতীকারং সুখবন্মন্যতে গৃহী॥

(ভাঃ ৩।৩০।১৯)

ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি দুঃখপ্রধান গৃহে আলস্য-রহিত হইয়া নিরন্তর কেবল দুঃখ-প্রতীকারের প্রযত্ন-পূর্ব্বক দুঃখ-প্রতীকার-চেষ্টাকেই 'সুখ' বলিয়া মনে করে; পরন্তু সে বাস্তব সুখ প্রাপ্ত হয় না।

আমাদিগকে এই সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীগুরুদেব সদাচার ও অর্চ্চন-শিক্ষা দান করেন। গৃহস্থ অর্চ্চনপর হইলেই শ্রীবিগ্রহের পূজার সম্ভার-সংগ্রহের জন্য অর্থোপার্জ্জন-চেষ্টাকে নিয়োজিত বা নিয়মিত করিতে পারেন—প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক উপকরণ, স্ত্রী-পুত্রাদি সকলকেই ভগবৎসেবায় অর্পণ করিতে পারেন। অর্চ্চন-দ্বারা অতি সহজে ও সুপ্রণালীতে কর্ম্ম-প্রবণ জীব 'অর্পণ' শিক্ষা করে। দেহৈকদর্শনবাদী স্থূলবিচারনিষ্ঠ জীবের মঙ্গলের জন্য পরম করুণাময় অর্চ্চাবতার, তদীয় অর্চ্চন এবং অর্চ্চন-শিক্ষাদাতা শ্রীগুরুদেব অবতীর্ণ। কিন্তু যে যোগীর জন্য যে অযোগ ঔষধটী ব্যবস্থিত, সেই যোগীই সেই ঔষধটীকে পরিবর্জ্জন করিবার জন্য শতচেষ্টাযুক্ত! ইহার নাম—দৈবী মায়া!

পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার অনুকরণে এখনে অর্চ্চন-ব্যাপারটি একটি অনাবশ্যক কুসংস্কার বলিয়াও কোথায় কোথায় বিচারিত হইতেছে। আবার কেহ কেহ বিদেশীয় ও বিধর্ম্মীয় ব্যবহারিকতায় অভ্যস্ত হইয়া পারমার্থ পরিত্যাগে করিবার ক্লেশ বা আলস্য হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শ্রীবিগ্রহ-সম্মুখে প্রণামের হাঙ্গামাটাকেও সংক্ষেপ বা সংহার করিয়া ফেলিতেছি। এদিকে নিজের স্ত্রী-পুত্রের জন্য উত্তম উত্তম কাপড়, অলঙ্কার ও আধুনিকতার সহিত সমান প্রতিযোগিতায় চলিবার কোনও উপকরণ-সংগ্রহে গৃহ-স্বামীর একটুকুও ত্রুটী নাই, যত কিছু হাঙ্গামা অর্চ্চনের বেলায়, স্ত্রী-পুত্রের অঙ্গাভরণ-প্রস্তুতের জন্য অবৈধভাবে অর্থোপার্জ্জনের সময় পাপের ভয় নাই, কিন্তু শ্রীঅর্চ্চা-বিগ্রহের উপকরণ সংগ্রহের সময় যত সেবাপরাধের অযথা ছলনা! বিষ্ণুতে অর্পণের চেষ্টা-মাত্রও যদি হইয়া পড়ে, ইহাতেই যত মাথায় বোঝা!

অনেকে আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণের অভিনয় করিয়াছি, সর্ব্বতোভাবে গৃহধর্ম্ম-যাজনেও কোনই ত্রুটী নাই, গৃহধর্ম্ম-দ্বারা কৃষ্ণদাস-দাসী সংগ্রহের অভিনয়ও যথেষ্ট দেখাইতেছি এবং তাহাদের ঈপ্সিত ভোগোপকরণগুলিও আমরা সরবরাহ করিতে মনোযোগী আছি; কিন্তু কাহার গৃহে আছি, কে গৃহদেবতা, কৃষ্ণদাস-দাসী সংগ্রহের দ্বারা তাহা কাহার সেবায় অর্পিত হইয়াছে, এ বিষয়ে আমাদের আদৌ মনোযোগ নাই; আমাদের ঐ এক কথা—'অর্চ্চন' পাতিলে, অনেক হাঙ্গামা ঘাড়ে লইতে হইবে।

কেহ কেহ বলেন,—অর্চ্চা-বিগ্রহের সম্মুখে নৈবেদ্যাদি প্রধান করিয়া নৈবেদ্য গ্রহণ করিতে হইলে আমার ১০টার সময় আফিসে যাওয়ার পক্ষে বিঘ্নকারক হয়, কেহ বলেন,—যেহেতু আমার গৃহের সকলে বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত হন নাই বা সদ্গুরুর আশ্রয় করেন নাই, সেহেতু আমি

অপরের সাহায্য না পাওয়ায় অর্চন হইতে বিরত থাকিয়া ঐরূপ বহির্মুখগণেরই সঙ্গে কালযাপন করিয়া অসৎসঙ্গ করিতে থাকিব, বহির্মুখগণের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিতে পারিব না, তাঁহাদের সকল ভোগময় প্রয়োজন পরিপূরণ করিব, আর আমারও তাঁহাদের মঙ্গলের প্রথম সোপানটীতে পরিত্যাগ করিয়া শুষ্কবজ্ঞা করিব। কেহ কেহ বলেন, আমার অল্পবয়স্ক পুত্র-কন্যাদিগের পরীপালনার্থ যখন তাহাদিগকে অন্নেযাদি ভোজন করাইতে হয়, তখন কিরূপে আমি মুখে 'অর্চন' আরম্ভ করিব? যেন অন্নেযাদি ভোজন করানটাই বাধাতা-মূলক আর 'অর্চন'-ব্যাপারটা বাদ দিলেও চলে। আবার কেহ কেহ বলেন,—যখন অর্চনাদিরও কর্মিগণ প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায় অত্যন্ত ঘৃণাহক ও শুষ্ক-বৈষ্ণবাপরাধী হইয়া পড়িয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন 'অর্চন' পরিত্যাগ করিলেই প্রাকৃত সহজিয়াগণের পদাঙ্কানুসরণ করিতে হইল না; যখন অষ্টকড়-মাত্ত-সম্প্রদায় সদাচারের ঘটা দেখাইতে গিয়াও বৈষ্ণব-বিদ্বেষী, বিষ্ণু-বিদ্বেষী হরিকীর্ত্তন-বিরোধী হইয়া পড়িয়াছে, তখন 'সদাচার' পরিত্যাগ করিলেই আর কর্ম্মকাণ্ডের সহিত যুক্ত হইবার আশঙ্কা থাকিল না।

এইরূপ যুক্তিগুলি—সকলই শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে হরিকথা শ্রবণের অভাব-জনিত বস্তুবিজ্ঞান ও বস্তুবিচারের অসদ্ভাব-নিবন্ধন উদিত হয়। একশ্রেণীর লোক যেরূপ ভুল বুঝিয়াছে যে, যখন অধিকাংশ মায়াতিলক-ধারণকারী মূর্ত্তিতেই স্ত্রী-পাপপ্রবৃত্তি দেখা যায়, তখন বৈষ্ণবধর্ম্মই ব্যভিচার ও ছোট লোকের ধর্ম্ম; সুতরাং উহা পরিত্যাগ করাই আত্মরক্ষার বিষয়! ব্যক্তিবিশেষ বা সমষ্টিবিশেষের অনর্থকে পরমার্থের ঘাড়ে আরোপিত করা বুদ্ধিমানের বিচার নহে। অর্চন বা অর্চা প্রাকৃত-সহজিয়া-ধর্ম্ম বা প্রাকৃত-সহজিয়ার নিজস্ব উপকরণ নহে, প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় বিপথগামী হইয়া—অকপট হরিকীর্ত্তনকারী গুরুর আনুগত্য ও শ্রবণ হইতে বিচ্যুত হইয়া যে অনর্থগ্রস্ত হইয়াছে, সেই অনর্থ কিছু আমাদের আদর্শ আচরণীয় ব্যাপার নহে। কোন হাতুড়ে বৈদ্যক্রব যদি চিকিৎসা-শাস্ত্রের অপব্যবহার করে, তবে সেই দৃষ্টান্ত-দ্বারা সমগ্র আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকে ব্যর্থ কল্পনা করিয়া যদি তাহা ধরাপৃষ্ঠ হইতে উঠাইয়া দেওয়া যায়, তবে কেহ কোনও দিন আর নিরাময় লাভ করিতে পারিবে না। অনেকের এরূপ বিচার-ভ্রম উপস্থিত হইলেও সেই ভ্রমের হস্ত হইতে শ্রীগুরুদেব রক্ষা করেন।

দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রকেই সদ্গুরু-পাদপদ্ম হইতে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে অর্চন করিতে হইবে। অর্চন ক্রমে ক্রমে যতই কীর্ত্তনময় হইয়া পড়িবে, ততই আমাদের অনর্থ সঙ্কোচিত হইতে থাকিবে।

সদ্গুরুপাদপদ্মে উপনীত ব্যক্তি দীক্ষা-গ্রহণ-কালে সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে কিরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, তাহার দৃষ্টান্ত কাশীখণ্ডে দ্বারকা-মাহাত্ম্যে চক্রশপথের উক্তি-মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়,—

"একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যং কর্ত্তব্যো জাগরঃ সদা। মহোৎসবঃ প্রকর্ত্তব্যঃ প্রত্যহং পূজনং তব। পলার্দ্ধেনাপি বিদ্ধে ভোক্তব্যং বাসরে তব। ত্বৎপ্রীত্যর্থন্তু সদা কার্য্যা দ্বাদশ্যো ব্রতসংযুতাঃ। ভক্তির্ভাগবতী কার্য্যা শ্রাদ্ধৈরপি ধনৈরপি। নিত্যং নামসহস্রন্তু পঠনীয়ং তব প্রিয়ম্। পূজাস্তু তুলসীপত্রৈর্ন্যূনা কার্য্যা সদৈব হি। তুলসীকাষ্ঠ-সংভূতা মালা ধার্য্যা সদা ময়া। মৃত্তিকাজ্ঞ প্রকর্ত্তব্যং সংগ্রহে জাগরে তব। তুলসীকাষ্ঠ-সম্ভূতচন্দনেন বিলেপনম্। করিষ্যামি তবাগ্রে চ তথানাং তব কীর্ত্তনম্। মধুরাণাং প্রকর্ত্তব্যং প্রত্যহং গমনং ময়া। ত্বৎকথা শ্রবণং কার্য্যং মনোবিত্তিঃ প্রযত্নতঃ।

নৈবেদ্য-ভক্ষণাপি করিষ্যামি যত্নতঃ। নির্ম্মাল্যং শিরসা ধার্য্যং তবাগ্রঃ সাদরং ময়া। তব লক্ষ্যা যদিষ্টঞ্চ ভক্ষণীয়ং তুয়া ময়া। তথা তথা প্রকর্ত্তব্যং তব তুষ্টিঃ প্রজায়তে। সত্যমেতন্ময়া কৃষ্ণ তবাগ্রে পরিকীর্ত্তিতম্।

অর্থাৎ 'একাদশী-দিনে আহার করিব না, নিরন্তর জাগরণ করিব; প্রতিদিন মহোৎসব-সহকারে তোমার অর্চন করিব; একাদশী জন্মাষ্টম্যাদি তথীয় দিন যদি অর্দ্ধপল-মাত্রও বিদ্ধ হয়, তাহা হইলেও তদ্দিনে আহার করিব; ত্বৎপ্রীত্যর্থ ব্রতসমন্বিত অষ্ট মহাদ্বাদশী রক্ষা করিব; ধনদ্বারা ও প্রাণপণ করিয়াও ভাগবতীভক্তির অনুষ্ঠান করিব; প্রত্যহ ত্বৎপ্রিয় সহস্র-নাম অধ্যয়ন করিব, নিরন্তর তুলসীর দ্বারা তোমারই অর্চন করিব; তুলসীকাষ্ঠমালা ধারণ করিব, একাদশী প্রভৃতি তথীয় জাগরণ-প্রাপ্তিতে নৃত্য-গীতের অনুষ্ঠান করিব; অঙ্গে তুলসীকাষ্ঠ-জাত চন্দন

লেপন করিব ; তৎপুরোভাগে স্বীয় অঘরাশি কীর্ত্তন করিব ; বর্ষে বর্ষে মথুরাপুরে গমন এবং তৎকথা শ্রবণ ও বৎসরবৃদ্ধি পূর্ব্বক অবস্থান করিব ; প্রতিদিন সময়ে স্বীয় চরণোদক শিরোদেশে ধারণ করিব ; যথাবিধানে স্বীয় নৈবেদ্য সেবন করিব ; সাদরে মস্তকে তোমার নির্ম্মাল্য ধারণ করিব এবং তোমাকে অগ্রে নিবেদন-পূর্ব্বক প্রিয় দ্রব্য ভোজন করিব। হে কৃষ্ণ, আমি তোমার সম্মুখে সত্য করিয়া কহিতেছি যে, যে-কার্য্যে তোমার প্রীতি-সাধন হয়, যথাবিধি তাহারই অনুষ্ঠান করিব।'

দীক্ষিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য ভাগবতে এইরূপ দৃষ্ট হয়—

(ভাঃ ৭।৭।৩০ শ্লোকে—) "গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্ব্বলাভার্পণেন চ। প্রদ্ধয়া তৎকথায়াঞ্চ সাধুসঙ্গেন চৈব হি। তৎপাদরজসাঞ্চৈব স্নানেনোচ্ছিষ্টভোজনাৎ। গৃহীঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ভগবানান্ত ঈশ্বরঃ। ইতি ভূতানি মনসা কামৈস্তৈঃ সাধু মানয়েৎ॥" *

অর্থাৎ 'গুরু-সেবা, গুরুভক্তি, গুরুকে প্রাণদ্রব্য দান, সাধু ও ভাগবত-সংসর্গ, ঈশ্বরোপাসনা, ভগবৎকথায় শ্রদ্ধা, ভগবানের গুণ-লীলা-কীর্ত্তন, তৎপাদপদ্ম-চিন্তন, তদ্ভক্তি-সহ দর্শন ও পূজাদি, সর্ব্বভূতে ভগবান্ হরির অধিষ্ঠান চিন্তন-পূর্ব্বক সর্ব্বভূতকে অভীষ্টসমূহ-দ্বারা সম্যক্ সম্মাননা করিবে।'

(ভাঃ ১১।২।৩৩ শ্লোকে বিদেহরাজ নিমির প্রতি নবযোগেন্দ্রের অন্যতম কবি-মুনির উক্তি—)

"যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্॥"

অর্থাৎ 'হে রাজন্, ভগবান্ মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিগণের অনায়াসে আত্মলাভের জন্য যে-সমস্ত উপায় উপদেশ দিয়াছেন, তাহা ভাগবত-ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে।'

(ভাঃ ১১।৩।২৯-৩০ শ্লোকে বিদেহরাজ নিমির প্রতি নবযোগেন্দ্রের অন্যতম প্রবুদ্ধ-মুনির উক্তি—) "সর্ব্বতো মনসোঽসঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুষু। দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ঞ্চ ভূতেষ্বদ্ধা যথোচিতম্॥ শৌচং তপস্তিতিক্ষাঞ্চ মৌনং স্বাধ্যায়মার্জ্জবম্। ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাঞ্চ সমত্বং দ্বন্দ্বসংজ্ঞয়োঃ॥ সর্ব্বত্রাত্মেশ্বরান্বীক্ষাং কৈবল্যমনিকেততাম্। বিবিক্তচীরবসনং সন্তোষং যেন কেনচিৎ॥ শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি। মনোবাক্কর্ম্মদণ্ডঞ্চ সত্যং শমদমাবপি॥ শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ। জন্ম-কর্ম্ম-গুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্॥ ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্। দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ যৎ পরস্মৈ নিবেদনম্॥ এবং কৃষ্ণাত্মনাথেষু মনুষ্যেষু চ সৌহৃদম্। পরিচর্য্যাং চোভয়ত্র মহৎসু নৃষু সাধুষু॥ পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্যশঃ। মিথো রতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ॥"

অর্থাৎ 'হে নৃপ, অগ্রে সর্ব্ব-বিষয় হইতে চিত্তের অনুরাগ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সাধুসঙ্গ করিতে হইবে ; তদনন্তর ক্রমে-ক্রমে সর্ব্বজীবে দয়া, সমাজীয়াশয়-স্নিগ্ধ সরলতা ঈশ্বরভক্তের সহিত সৌহার্দ্দ, আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের প্রতি সম্মান-শিক্ষা, বাহ্যাভ্যন্তর-শৌচ, তপঃ (স্বধর্ম্মানুষ্ঠান), তিতিক্ষা (ক্ষমা), মৌন (বৃথা বাক্য-ত্যাগ), স্বাধ্যায়, আর্জ্জব (সরলতা), ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখাদি-সহনে শিক্ষা, সকল সচ্চিদ্রূপ আত্মার দর্শন, ঈশ্বরকে নিয়ন্তৃরূপে দর্শন, নির্জ্জন-শূন্য স্থানে স্থিতি, গৃহ প্রভৃতিতে নিরভিমান, নির্জ্জন-পতিত পবিত্র বস্তুল-ধারণ এবং যে কোনরূপে হউক, সন্তোষ শিক্ষা করিবে। ভাগবত-শাস্ত্রে শ্রদ্ধা, শাস্ত্রান্তরে অনিন্দা, হরিতোষণরূপ ভজন-দ্বারা মনের, বাক্যের ও দেহের যথাবিধানরূপ ত্রিদণ্ড-ধারণ ও দম (বাহ্যেন্দ্রিয়-নিগ্রহ), সত্যাকথন, শম (অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ) শিক্ষা করিবে। বিচিত্র-লীলাময় শ্রীহরির জন্ম, লীলা ও গুণ-সমূহ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও চিন্তন করিবে এবং শ্রীহরির প্রীতি বা সুখবিধানরূপ মুখ্য তোষণোদ্দেশেই নিখিল-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। একমাত্র পরমেশ্বরের উদ্দেশেই ইষ্ট, দান, জপ, তপ, সদাচার, প্রিয়দ্রব্য, ভার্য্যা, সন্ততি, গৃহ ও প্রাণ নিবেদন করিবে। এই প্রকার হরিভক্ত ব্যক্তির সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করিবে, বিষ্ণুদাস-জ্ঞানে স্থাবর-জঙ্গমের সহিত ব্যবহার করিবে। অবিরুদ্ধ মানবগণের মধ্যে বার্ষিকের প্রতি এবং বার্ষিকের মধ্যে আবার সাধুর প্রতি সেবার অনুষ্ঠান অভ্যাস করিবে। তৎপরে, পরস্পর

---

* পাঠান্তরে—গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্ব্বলাভার্পণেন চ।
সজ্জনে সাধুবৃত্তাশ্বাসাধুষ্বাচারসেবনে চ।
শ্রদ্ধয়া তৎকথায়াঞ্চ কীর্ত্তনৈশ্চ পরস্পরাৎ।
তৎপাদাম্বুরজঃ স্নানাৎ তুলসীদলবারিণঃ।

ভগবান্-বিষ্ণুর অপ্রাকৃত গুণাবলির কথা কথন, পরস্পর প্রীতি, তুষ্টি ও হরিবিষয়ক-তত্ত্বালোচনায় অভ্যাস করিবে।'

(ভাঃ ১১।১৩।৪-৪১ ১১।১৯।২০-৩৩ ও ১১।২৭।৯-১২ শ্লোকে ভগবানের উক্তি—) "মদ্বিগ্রহ-মহাজন-দর্শনস্পর্শনার্চনম্; পরিচর্য্যা স্তুতিঃ প্রহ্বো গুণকর্ম্মানুকীর্ত্তনম্। মৎকথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানমুদ্ধবে। সর্ব্বলাভোপহরণং দাস্যেনাত্মনিবেদনম্। মজ্জন্মকর্ম্মকথনং মম পর্ব্বানুমোদনম্। গীত-তাণ্ডব-বাদিত্র-গোষ্ঠীভির্ম্মদ্গৃহোৎসবঃ। যাত্রা-বলি-বিধানঞ্চ সর্ব্বার্ষিকপর্ব্বসু। বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয়ব্রতধারণম্। মমার্চ্চা-স্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহত্য চোদ্যমঃ। উদ্যানোপবনাক্রীড়-পুরমন্দিরকর্ম্মণি। সম্মার্জ্জ-নোপলেপাভ্যাং সেকমণ্ডলবর্ত্তনৈঃ। গৃহোপস্করণং মহ্যং দাসবদ্যমায়য়া। অমানিত্বমদম্ভিত্বং কৃতস্য পরিকীর্ত্তনম্। অপি নঃ প্রীয়তামেষ ইতি সত্রায়ণং মহৎ। যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ। তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে।" ... ব্রহ্মামৃতকথায়াং মে পরমদ্ভুতকীর্ত্তনম্। পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম। আরতিঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্। মদ্ভক্ত-পূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ। মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্। ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনম্। মদর্থেধর্ম্মচারিত্বমাদৌ ভোগস্য চ সুত্যজ চ। ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্ব্রতং তপঃ।" ... কৃৎস্নাৎ সম্মাদি কর্ত্তব্যানি মদর্থে শনকৈঃ স্মরন্। ময্যর্পিতমনশ্চিত্তো মদ্ধর্ম্মাত্মমনোধৃতিঃ। দেশান্ পুণ্যাননুপ্রাবেত মদ্ভক্তৈঃ সাধুভিঃ শ্রিতান্। দেবাসুরমনুষ্যেষু মদ্ভক্তাচরিতানি চ। পৃথক্ সত্রেণ বা মহ্যং পর্ব্বযাত্রামহোৎসবান্। কারয়েদ্গীত-নৃত্যাদ্যৈর্ম্মহারাজ বিভূতিভিঃ। মামেব সর্ব্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্। ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ।"

অর্থাৎ, 'হে উদ্ধব, আমার শ্রীমূর্ত্তির অথবা মদীয় ভক্তের দর্শন, অর্চ্চন, সেবা, স্তব, প্রণাম ও গুণানুবাদ করিবে, আমার কথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা, আমার অনুধ্যান, আমাকে প্রাপ্তদ্রব্য প্রদান, দাস্যভাবে আত্মার্পণ, আমার জন্ম-লীলা-কীর্ত্তন, জন্মাষ্টম্যাদি মদীয় পর্ব্বাহের অনুমোদন, আমার নিকেতনে নৃত্য-গীত-বাদ্য ও সপরিবারে মন্দিরে উৎসবাদি-কার্য্য করিবে। সাংবৎসরিক যাবতীয় পর্ব্বদিবসে মদীয় যাত্রা, বলি-বিধান, (পুষ্পাদি উপহার-প্রদান), বৈদিকী ও তান্ত্রিকী দীক্ষা, মদ্ব্রত-ধারণ, আমার শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠায় শ্রদ্ধা, নিজে বা অন্যান্য ব্যক্তির সহিত সমবেত হইয়া উদ্যান, উপবন, ক্রীড়া-গৃহ, পুর ও মন্দির-নির্ম্মাণাদি মৎপ্রসাদ-সাধন-কার্য্যে উদ্যম, সম্মার্জ্জন, গোময়-লেপন, সলিল-সেচন, সত্রস্থ ভদ্র-মণ্ডলাদি-বিরচন, ভৃত্যবৎ নিষ্কপটভাবে আমার মন্দিরের সেবা, মানশূন্যত্ব, অদাম্ভিকত্ব, অনুষ্ঠিত সৎকার্য্যের শ্লাঘা-শূন্যতা প্রভৃতি অনুষ্ঠান করিবে এবং আমার উদ্দেশে যে দীপ প্রদত্ত হইবে, তাহার আলোকে অন্য কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে না। যাহা যাহা সর্ব্বজনবাঞ্ছিত এবং যে যে দ্রব্য নিজের প্রিয়তম, তত্তৎ সমস্তই আমাকে নিবেদন করিবে। ... নিরন্তর সুধাময়ী আমার কথায় রতি, সতত আমার নাম-কীর্ত্তন, আমার পূজায় নিষ্ঠা, অবিরত আমার স্তুতিবাদ, আমার সেবায় আদর, আমাকে সাষ্টাঙ্গে বন্দন, আমার পূজাপেক্ষা ভক্তের অর্চ্চন, সর্ব্বভূতে আমার অধিষ্ঠান-বুদ্ধি, আমার উদ্দেশে যজ্ঞ-চেষ্টা, ভক্তিকার্য্যানুষ্ঠান বাক্যদ্বারা আমার গুণ-বর্ণন, আমাতে চিত্ত-নিবেশ, সর্ব্ব-কাম-বিসর্জ্জন, আমার প্রীত্যর্থ ধন, ভোগ ও সুখ-বর্জ্জন, আমার নিমিত্ত ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, হোম, জপ, ব্রত ও তপ প্রভৃতি অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। ... আমাতে চিত্ত সমর্পণ ও আমাকে স্মরণ-পূর্ব্বক ধর্ম্মবৃদ্ধি হইয়া আমার প্রীতির নিমিত্ত মনে মনে যাবতীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। যে যে দেশে মদীয় ভক্ত সাধু অবস্থান করেন, সেই পবিত্র দেশের আশ্রিত হইবে এবং দেব, দৈত্য ও মানবগণের মধ্যে মদীয় ভক্ত যেরূপ আচরণ করেন, তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিবে। সম্মিলিত সমবেত হইয়া হউক, অথবা পৃথগ্ভাবেই হউক, নৃত্য গীতাদি ও মহারাজ-বিভূতি-দ্বারা আমার প্রীতির নিমিত্ত যাত্রা-মহোৎসবাদি সম্পাদন করিবে। বিমলমতি সাধুব্যক্তি সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী ও আত্মাতে গগনবৎ অনাবৃত-ভাবে নিরীক্ষণ করিবেন।'

(ভাঃ ১১।৩।১২ শ্লোকে বসুদেবের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি—) "শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ। সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মো দেব-বিশ্বদ্রুহোঽপি হি।"

অর্থাৎ, হে সাত্বত-শ্রেষ্ঠ, ভাগবত-ধর্ম্মের মহিমা পরমাদ্ভুত; উহা শ্রবণ, অধ্যয়ন, চিন্তন, সাদরে গ্রহণ, স্তবন অথবা অনুমোদন করিলে দেব-জগদ্দ্রোহী ব্যক্তিও সদ্যঃ পবিত্রতা লাভ করে।

(ভাঃ ১১।৫।৩৫ শ্লোকে বিদেহ-রাজ নিমির প্রতি নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীকবি-মুনির উক্তি—) "জ্ঞানাদ্বায় নরো রাজন্ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ। ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ।"

অর্থাৎ, 'হে রাজন্, ভাগবত-ধর্ম্মের আশ্রিত হইয়া নেত্র নিমীলন-পূর্ব্বক ধাবিত হইলেও কদাচ কোনরূপ বিঘ্ননিবন্ধন সেই ব্যক্তিকে স্খলিত বা পতিত হইতে হয় না।'

(ভাঃ ১১।৫।৩৩ শ্লোকে বিদেহ-রাজ নিমির প্রতি নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীপ্রবুদ্ধ-মুনির উক্তি—)

"ইতি ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা তদুত্থয়া। নারায়ণ-পরো মায়ামঞ্জস্তরতি দুস্তরাম্।"

অর্থাৎ 'এইপ্রকারে ভাগবত-ধর্ম্মে শিক্ষিত হইয়া তাহা হইতে প্রেমভক্তি-সঞ্চার-নিবন্ধন হরিপরায়ণ ব্যক্তি দুস্তরা মায়াকে অতিক্রম করেন।'

(ভাঃ ১১।২৯।২০ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি কৃষ্ণের উক্তি)

"ন হ্যেকান্তিকস্যেহ ভক্তির্ব্রহ্মর্ষভোক্তধর্মিণ। সত্ত্বে রজসি তমসি সমাধেরপি নিত্যস্য তদবস্থানসিদ্ধেঃ॥"

অর্থাৎ, 'হে প্রিয় উদ্ধব, এই মদীয় নিষ্কাম-ধর্ম্মের প্রারম্ভে বৈগুণ্যোৎপত্তি হইলেও তদ্দ্বারা আমার ধর্ম্মের অবসের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই; কারণ আমার নিগুণতা-নিবন্ধন সংকল্পমাত্রই এই ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত. অথবা মোক্ষের নৈষ্কর্ম্ম্য কেবল-কলভোগরাহিত্যহেতু, তদপেক্ষাও আমার এই ধর্ম্ম যে সমীচীন,—ইহা নিশ্চিত।

পঞ্চতত্ত্ব

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শক্তিমদ্বস্তু পাঁচটী বিভিন্ন প্রকার লীলা-পরিচয়ে পঞ্চতত্ত্বে প্রকাশিত,—বস্তুতে ভেদাভাবহেতু একই হইলেও পঞ্চবৈচিত্র্যময়। এই বিচিত্রতা,—নিরস-ভাবের বাহিত্যকরে সারত্বের উদ্দেশে লীলাবৈশিষ্ট্য। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে"—এই শ্রুতিবাক্য হইতে অদ্বয়জ্ঞান বস্তুর বিবিধ শক্তিভেদে নিত্যকাল অবস্থিত।

শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর ও শ্রীবাসাদি পঞ্চতত্ত্বে বস্তুতে কিছু ভেদ নাই, পরন্তু রসাস্বাদনোদ্দেশে বিচিত্র লীলাময় তত্ত্বই 'ভক্তরূপ,' 'ভক্তস্বরূপ,' 'ভক্তাবতার,' 'ভক্তশক্তি' ও 'শুদ্ধভক্ত'—এই পঞ্চপ্রকারে বিবিধ ভেদ-বিশিষ্ট। এই পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে 'ভক্তরূপ,' 'ভক্তস্বরূপ' ও 'ভক্তাবতার'ই 'স্বয়ং,' 'প্রকাশ' ও 'আবেশ'-রূপে প্রভু বিষ্ণু-তত্ত্ব। 'ভক্তশক্তি' ও 'শুদ্ধভক্ত'—বিষ্ণুতত্ত্বাশ্রিত তদাশ্রিত অভিন্ন-শক্তিতত্ত্ব, সুতরাং বস্তু হইতে অভিন্ন রসোপকরণ-সমূহ রসময়বিগ্রহে সমাশ্রিত, তজ্জন্য বস্তুতে পরস্পর ভেদ-যোগ্য নাই। 'আরাধক' ও 'আরাধ্য'—উভয়ের মধ্যে একের বিশ্লেষণে বা অভাবে, রসাস্বাদন-লীলার অভাব ঘটে।

পঞ্চতত্ত্বের স্বরূপ-বর্ণনে আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরতত্ত্ব এবং শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু-দ্বয়কে তদধীন 'ঈশ্বর-তত্ত্ব' বলিয়া জানিতে পারি। পরমেশ্বর ও ঈশ্বর-প্রকাশদ্বয়,—সকলেই পরতত্ত্ব হইলেও ইঁহারা অন্য সকল তত্ত্বের আরাধ্য। চতুর্থ—শুদ্ধ ভক্ততত্ত্ব ও পঞ্চম—অন্তরঙ্গ ভক্ততত্ত্ব—এই উভয়েই 'আরাধক'-তত্ত্ব; 'আরাধ্য' সেবক-রূপি-তত্ত্বদ্বয় 'আরাধক'-তত্ত্বদ্বয়ের পূজ্য হইলেও, সেবা শ্রীগৌরাঙ্গের সেবন-বৃত্তিতে অবস্থিত।

পঞ্চতত্ত্বের দুইটী তত্ত্ব—শক্তি, তিনটী তত্ত্ব—শক্তিমান্। শুদ্ধভক্ত ও অন্তরঙ্গ ভক্ত—ইঁহারাই বিবিধ শক্তি। যাঁহারা অন্যাভিলাষিতাশূন্য হইয়া নিজ নিজ শুদ্ধা কৃষ্ণানুশীলন-বৃত্তিকে কর্ম্ম বা জ্ঞানের আবরণে আবৃত করেন না, তাঁহারা শুদ্ধভক্ত; কেবল মধুর রসাশ্রিত ঐকান্তিক ভক্তগণই অন্তরঙ্গ ভক্ত। মধুর রসে বাৎসল্য, সখ্য ও দাস্য অন্তর্ভুক্ত আছে। শুদ্ধভক্তবিশেষই অন্তরঙ্গ ভক্ত।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের

"বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎ প্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥"

—এই উপক্রম-শ্লোকে বস্তু-প্রবর্ত্তক, মন্ত্রদাতা ও শিক্ষাদাতা গুরুগণকে, শ্রীবাসাদি ঈশভক্তগণকে, অদ্বৈতপ্রভু প্রভৃতি ঈশাবতার-সমূহকে, শ্রীনিত্যানন্দাদি ঈশ-প্রকাশ-সকলকে, শ্রীগদাধরাদি ঈশ-শক্তিগণকে এবং ঈশস্বরূপ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নামক পরতত্ত্বকে বন্দনা করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকে ষট্‌তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। শুদ্ধভক্তকে পঞ্চতত্ত্বের মধ্যেই ক্রোড়ীভূত করিয়া পৃথক্ ভাবে পঞ্চতত্ত্বের বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে। কে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বই বিভিন্ন প্রকার লীলা-পরিচয়ে কোথায় ষট্‌তত্ত্বে, কোথায়ও পঞ্চতত্ত্বে প্রকাশিত। ষট্‌তত্ত্বই হউন, আর পঞ্চতত্ত্বই হউন, এক অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বেরই বৈচিত্র্য।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিতেছেন,—

পূর্ব্বে গুর্ব্বাদি ছয়-তত্ত্বে কৈল নমস্কার।
ভক্ততত্ত্ব কহিয়াছি, এবে পাঁচের বিচার॥
পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ চৈতন্যের সঙ্গে।
পঞ্চতত্ত্ব পূজা করেন সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে॥
পঞ্চতত্ত্ব—একবস্তু, নাহি কিছু ভেদ।
রস-আস্বাদিতে তত্ত্ব বিবিধ বিভেদ॥
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ এবলে ঈশ্বর।
অদ্বিতীয় নন্দাত্মজ, রসিক-শেখর॥
রাসাদি বিলাসী, ব্রজললনা-নাগর।
আর যত সব দেখ, তাঁর পরিকর॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য॥
একলা ঈশ্বর-তত্ত্ব চৈতন্য ঈশ্বর।
ভক্তস্বরূপময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর॥

"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং"—এই শ্রুতি-মন্ত্রের উক্তই অনন্ত চিদ্বস্তুর একমাত্র পরমেশ্বর—শ্রীচৈতন্যদেব। শ্রীচৈতন্যদেব অভিন্ন ব্রজেন্দ্র-নন্দন হইয়াও কৃষ্ণকেই একমাত্র ভজনীয় বস্তু প্রচার-লীলাকল্পে ঔদার্য্য-মহত্ত্বায় কৃষ্ণেরই সেব্যভাবময় বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন। এইজন্য শ্রীচৈতন্যবিগ্রহকে প্রপঞ্চাতীত সাধক-বিগ্রহ বলা হয় নাই। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং পরমেশ্বর হইলেও সেবকোচিত-লীলা-প্রদর্শনকারী—তিনি ভোক্তার লীলা প্রদর্শনকারী নহেন। নিখিল মাধুর্য্যাশ্রয় কৃষ্ণের এক অপূর্ব্ব চিত্তবৃত্তি এই যে, তিনি স্বয়ং বিষয়বিগ্রহ হইয়াও আশ্রয় বা ভক্তের ভাবগ্রহণপূর্ব্বক বিষয়-সেবাস্বাদনে রত। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-

দেব আশ্রয়-জাতি-বিগ্রহনাম নহেন, তিনি স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ। এই জন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব॥
ইথে ভক্তভাব করে চৈতন্য গোসাঞি।
'ভক্তস্বরূপ' তাঁর নিত্যানন্দ ভাই॥
'ভক্ত-অবতার' তাঁর আচার্য্য গোসাঞি।
এই তিন তত্ত্ব সঙ্গে প্রভু করি' গাই॥
এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুই জন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥
এই তিন তত্ত্ব,—'সর্ব্বারাধ্য' করি' মানি।
চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব—'আরাধক' করি' জানি॥

অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেম-রসাস্বাদন ও তৎবিতরণরূপ ঔদার্য্য-পরাকাষ্ঠাই পঞ্চতত্ত্বের কৃত্য। জগতের সহিত পঞ্চতত্ত্বের মহাবদান্যতা ব্যতীত আর কোনই কার্য্য নাই। প্রেম-ভাণ্ডারস্বরূপ অধোক্ষজ, অচিন্ত্য ও ভগবিদ্বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রকট জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সেই ভাণ্ডার ভোক্তৃ ব্যতিরেক [illegible] ছিলেন। শ্রীচৈতন্যাবতারে পঞ্চতত্ত্ব মিলিয়া সেই মুদ্রা ভঙ্গ করিলেন এবং যাচ-উদ্ঘাটন-পূর্ব্বক অপ্রাকৃত প্রেম লুণ্ঠন করিলেন। যতই প্রেমভাণ্ডার লুণ্ঠিত হইতে থাকিল, অপ্রাকৃত প্রেমের অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে তাহা ততই উত্তরোত্তর পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইয়া প্রেমরসাস্বাদনকারিগণের লুণ্ঠন-প্রবৃত্তি আরও বৃদ্ধি করিয়া তুলিল। প্রেমভাণ্ডার অবারিত হইলে, প্রেমময়-বন্যা প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া সমস্ত জগৎ ডুবাইয়া ফেলিল, তাহাতে বস্তুজীবকুলের কৃষ্ণদাস্যবিস্মৃতিরূপ অবিদ্যা-বন্ধন-বীজ নষ্ট হইয়া গেল।

এই সর্ব্বগ্রাসী প্রবল বন্যা হইতে কেবলমাত্র অপরাধী নারায়ণী, কর্ম্মজড়, কুতার্কিক, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দক, সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর সহিত অন্যান্য দেবতার সাম্যব্যাখ্যানকারী পাষণ্ড এবং যে-সকল পণ্ডিত বিদ্যাকে তর্কের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে—এই কয়েক শ্রেণীর চতুষ্পদ ব্যক্তিগণ বঞ্চিত হইয়া রহিল এবং বঞ্চিতাবস্থাকেই তাহাদের চাতুর্য্য ও 'পরম লাভ' মনে করিয়া সন্তুষ্ট ও অভিমান-পুষ্ট হইল। এই সকল ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য পূর্ণ প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া পঞ্চতত্ত্বের পরতত্ত্ব ঔদার্য্যময়লীলাবৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের জন্য [illegible]-লীলা আবিষ্কার-পূর্ব্বক ঐ সকল বঞ্চিত-দলকেও উদ্ধার করিলেন,—

অপরাধ ক্ষমাইল, ডুবিল প্রেম-জলে।
কেবা এড়াইবে প্রভুর এই মহাজালে॥
সবা নিস্তারিতে প্রভু কৃপা-অবতার।
সবা নিস্তারিতে করে চাতুরী অপার॥

ভগবান্ ও ভক্তের এই 'মহাজাল' বিস্তার ও 'মহা চাতুরী'কে আমরা আমাদের অপরার্দ্ধের ছায়িকর মনে করিয়া ভগবান্ ও ভক্তকে "মহা ঠগ-জুয়াচোর" বলিতে পশ্চাৎপদ হই না। মনে করি, ভগবদ্ভক্ত যদি আমাদিগকে কোনও প্রকার কলে-কৌশলে 'হরিভক্ত' করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে হরি-ভক্তের গোষ্ঠী বৃদ্ধি হওয়ায় ভগবদ্ভক্তেরই বুঝি লাভ হইল, আমরা ঠকিলাম। আমাদের এই মোহমত্ততাপূর্ণ বিচার একদিকে সত্য বটে। কারণ, আমরা 'হরিভক্ত' হইয়া পড়িলে আমাদের অপস্বার্থপরতা বিনষ্ট হইয়া তদ্দ্বারা কৃষ্ণস্বার্থপরতারূপ ভক্তস্বার্থপরতা বৃদ্ধি পাইবে। অধ্রুবিম ভগবদ্ভক্তের স্বার্থগতি বিষ্ণু স্বার্থ-ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার পৃথক্ অপস্বার্থ নাই, তাঁহারা "যেন কেনাপ্যু-পায়েন" আমাদিগকে ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে আনিবার চেষ্টা করেন। তাঁহাদের এই মহাজাল ও চাতুরীতে যাঁহারা পতিত হইয়াছেন, তাঁহারাই ধন্যাতিধন্য, তাঁহারাই প্রকৃত-প্রস্তাবে জয়ী হইয়াছেন, আর যাহারা এইরূপ অযাচিত মহাজাল ও চাতুরীকে পর্য্যন্ত এড়াইয়া আত্মরাজ্য করিতেছে, তাহাদের মত পোড়াকপাল ত্রিজগতে আর কাহারও নাই। তাহাদের জন্য মায়াদেবীর কতপ্রকার প্রলোভন ও বঞ্চনা বহুরূপিণী-মূর্ত্তিতে সজ্জিত রহিয়াছে।

এই পঞ্চতত্ত্বরূপেই মহাবদান্যাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃষ্ণনাম-প্রেম বিতরণ করিয়া জগৎ ধন্য করিয়াছেন,—

এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কৃষ্ণনাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য॥
মথুরাতে পাঠাইল রূপ-সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি-প্রচারণ॥
নিত্যানন্দ-গোসাঞে পাঠাইল গৌড়দেশে।
তিহো ভক্তি প্রচারিলা অশেষ-বিশেষে॥
আপনে দক্ষিণ দেশে করিলা গমন।
গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণনাম-প্রচারণ॥
সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত কৈল ভক্তির প্রচার।
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার॥

এই পঞ্চতত্ত্বের মহাবদান্যলীলামুদ্রা আমরা আবার ষড়ভুজ শ্রীমহাপ্রভুতে দর্শন করিতে পারি। শ্রীগুরুদেব জগতে সেই পঞ্চতত্ত্বেরই গীতি গান করিয়া সকল জীবের নিস্তার করেন—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত শ্রীগদাধর শ্রীবাসাদি শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ॥

শ্রীগুরুদেব আচার্য্যমূর্ত্তিতে পঞ্চতত্ত্বেরই মহাবদান্য-পরিশিষ্ট-লীলা জগতে প্রকাশ করিতেছেন।